বিলাতী গুপ্তকথা।

সচিত্র।

জর্জ রেনল্ড সাহেব প্রণীত

জোসেফ উইল্‌মট বাঙ্গালা।

প্রথমখণ্ড।

বঙ্গানুবাদক

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

'The Corsican who went to France to ask for bread in return for the service of his sword, and who, even in the very earliest part of his career, aspired to Emp—'

Published by
PAL & Co.
FOR
FAKEERCHANDRA SARKAR,
46. Maniktolla street,
CALCUTTA.

কলিকাতা ৪৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—রামায়ণ যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

খৃঃ ১৮৮৮।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

॥ অবনীন্দ্রনাথ সংগ্রহ ॥

বিলাতী গুপ্তকথা।

প্রথমখণ্ডের সূচীপত্র।

বিলাতী গুপ্তকথা।

প্রথম খণ্ডের ছবি।

আমি উইল্‌মট

সহৃদয় বঙ্গবাসিগণ! আমি উইল্‌মট।—আমি বিদেশবাসী। আমি আপনাদের বঙ্গদেশে এসেছি।—আপনাদের দেশটী বেশ দেশ।—আজ আমার শুভদিন।—আজ আমি আপনাদের বহুবাঞ্ছিত আশ্রয় গ্রহণ কোল্লেম!—মনে রাখ্‌বেন, আমি উইল্‌মট,—বিদেশী ভ্রমণকারী দরিদ্র উইল্‌মট।

ইচ্ছা হয়েছে, আমার জীবনকালের ভয়াবহ, শোকাবহ, বিস্ময়াবহ, কৌতুকাবহ কাহিনীটী বাংলাভাষায় তর্জ্জমা কোরে শ্রবণ করাবো;—আমি নিজেই বাংলা কথায় আপনাদের দশজনকে আগাগোড়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রবণ করাবো; কিন্তু কতদিনে সে আশা সমাধা কোত্তে পার্‌বো, তা এখন নিশ্চয় কোরে বোলে উঠ্‌তে পাচ্চি না শুনে আপনারা তুষ্ট হবেন কি রুষ্ট হবেন, সে মীমাংসাও আমি জানি না;—কিন্তু ইচ্ছা হয়েছে, সংকল্পে ব্রতী হয়েছি,—কাহিনীটী আপনাদিগকে শোনাবো,—শোনাবই শোনাবো। একমনে শুন্‌তে হবে বিরক্ত হোতে পার্‌বেন না, অন্যমনস্ক হোতে পার্‌বেন না, অভাগা বোলে আমারে মেরে ফেল্‌বার ইচ্ছাও হবে না; মনে মনে বরং কাঁদ্‌বেন, কাঁপ্‌বেন, আর হাস্‌বেন। শ্রবণ করুন; অন্যমনস্ক না হয়ে, কিছুক্ষণ ধৈর্য্যধারণ কোরে, একমনে আমার দুঃখের কথাগুলি শ্রবণ করুন; আপনাদের কাছে এই আমার সবিনয় নিবেদন, এই আমার সবিনয় প্রার্থনা।

বাজীকরের ভেল্কীর ঝুলির মত আমার এই দুর্ভাগ্য-ঝুলিতে ছোট বড় সমস্ত বস্তুই আছে;—যা চাবেন, তাই পাবেন! যদি হাস্‌তে চান, হেসে হেসে পেট ফেটে যাবে;—যদি কাঁদ্‌তে চান, কেঁদে কেঁদে দম আট্‌কে যাবে;—ভালোর শোকে, বন্ধুর শোকে, ভালবাসার শোকে, অধৈর্য্য হয়ে যদি কাতর হোতে চান, তাও হবেন;

আমার দুর্ভাগ্যের পারম্পর্য্য শুনে; নিতান্ত পাষাণহৃদয়েও মহাসাগরের ঢেউ খেল্‌বে। যদি ভয় পেতে চান; খুব পাবেন। ভয়ে আপনার পঞ্চেন্দ্রিয়ে ভীষণ ভীষণ কম্পজ্বরের লক্ষণ দেখা দেবে। মহাকম্প অপেক্ষাও বেশী বেশী কম্পে মোহমূর্চ্ছার সঙ্গে বোধ হয় দাঁতকপাটীও উপস্থিত হবে।—যদি বীভৎস দেখ্‌তে চান, বেশ পাবেন;—কালান্তক্‌ ওলাউঠার অবিরত বমী, অপেক্ষাও, শ্মশানের শৃগালকুক্কুর,—কাক-শকুনিভক্ষিত পচা শবদেহের পচা দুর্গন্ধে নাড়ী ওঠা বমী অপেক্ষাও অধিকতর ভীষণতর, ঘৃণিততর, বীভৎসতর বীভৎস রস দেখ্‌তে পাবেন! যা চাবেন, তাই পাবেন!

সহৃদয় বঙ্গবাসিগণ! সপ্তদশবর্ষ পূর্ব্বে আপনাদের এই বঙ্গদেশে "হরিদাস" নামে একটী বাঙালী বালক বাহির হন। আমার জীবন-কাহিনীর প্রণালীতে, আপনার দুর্দ্দশা জানিয়ে, সেই হরিদাস একটী পরম-সুন্দর কাহিনী বর্ণন কোরেছেন। কাহিনীটী পাঠ কোরে আপনাদের অনেকেই সেই কাহিনীকর্ত্তা হরিদাসকে বিস্তর খোস্‌নামী সার্টিফিকেট দিয়েছেন, বিষাদপ্রফুল্ল-মানসে সেই কাহিনীতে আপনারা অনেক প্রকারের অনেক রসের আস্বাদনসুখ অনুভব কোরেছেন,—আমিও তাতে বড় খুসী আছি। তথাপি আমিই বলি, বাঙালী হরিদাসের সেই জীবনকাহিনীতে আর আমার নিজের এই ভাগ্যকাহিনীতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। হরিদাস বাঙালী বালক,—তাতে আবার হিন্দুসন্তান, সর্ব্বপ্রকার শক্তিই কম। আরো বিবেচনা করুন,—সহৃদয় বঙ্গবাসিগণ! আরো বিবেচনা করুন, আপনাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র আপনাদের দেশের লোককে অনেক দুঃসাহসিক কার্য্যে বাধা দেয়,—দূরদেশ-যাত্রাতেও অনেক বাধা;—কাজেই হিন্দু বালক হরিদাস কেবল কলি-কাতা, ফরাস্‌ডাঙ্গা, বর্দ্ধমান, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ,—দূরপথে বোম্বাই পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন,—তার বেশী দেশদর্শনের, ঘটনাদর্শনের অভিজ্ঞতা আর কিছুই নাই, থাকৃতে পারেও না; থাকাটা উচিতও ছিল না।

আমার কাহিনীর কাণ্ডগুলি কিন্তু তেমন নয়। আমি অল্প বয়সে পৃথিবীর গন্তব্য অগন্তব্য অনেক প্রদেশে, সুগম দুর্গম অনেক পথে, অনেক রাজ্যে, অনেক নগরে, অনেক পল্লীতে, অনেক প্রকারে পর্য্যটন কোরে অদৃষ্টের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ কোরে বেড়িয়েছি! সাগর, মহাসাগর, উপসাগর, নদ, নদী, ঝিল, বিল, হ্রদ, সরোবর, বন, উপবন, উদ্যান,—গিরি, উপত্যকা, গিরিগুহা, সমস্তই পরিভ্রমণ কোরেছি। আপনাদের হরিদাস দরিদ্র ছিলেন, সত্য, শৈশবাবধি মহামহা দুরবস্থার শিকার ছিলেন সত্য,—মহামহা বিপদের সঙ্গে সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ কোরেছেন; এ কথাও সত্য;—কিন্তু আমি,—আমি যেমন অভাগা দরিদ্র, আপনাদের হরিদাস কখনই তেমন নয়। আমার ভাগ্যে যত বড় যত বড় মহামহা সঙ্কট, যত বড় যত বড় মহামহা বিপদ, যত বড় যত বড় মহামহা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, হরিদাসের পক্ষে তেমন নয়;—বাংলা দেশে বাঙালীর দ্বারা বাঙালী সন্তানের পক্ষে তত বড় তত বড় বিপদ্ আদৌ সম্ভব হোতেই পারে না;—কখনই পারে না।

সহৃদয় বঙ্গবাসিগণ! প্রথম পরিচয়ে আজ বেশী কথা ভাল নয়। চারি কথাই সার কথা।—চারি কথাতেই গোড়ার কথা বুঝাবো। মনে করুন, আমার গুরু নেল্‌সন, হরিদাসের গুরু মাধবাচার্য্য। আমার পেষক মল্‌গ্রেভ, হরিদাসের পেষক মাণিকবাবু।—আমার মামা লানোভার, হরিদাসের মামা রক্তদন্ত।—আমার ভগ্নী আনাবেল, হরিদাসের ভগ্নী অম্বিকা।—এখন বিবেচনা করুন, কাজের কথায় কিসে কি হয়!

নেলসনের মৃত্যুতে আমার ভাগ্যে যেমন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, মাধবাচার্য্যের মৃত্যুতে হরিদাসের ভাগ্যে তেমন কাণ্ড হয় নাই। আমার মলগ্রেভ পদে পদে আমার সঙ্গে চাতুরী-পাশায় যতপ্রকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর হাড় চেলেছেন, বাঙালী হরিদাসের মানকরী মাণিকবাবু কোন অংশে, কোন প্রকারে সেরূপ চাতুরীর শতাংশের

একাংশও খেল্‌তে পারেন নাই। আমার লানোভার ঘোরতর চাতুরীচক্রে, ছলনাচক্রে, ঘটনাচক্রে মামা সেজে আমার উপর যতবিধ দৌরাত্ম্যের নিষ্ঠুর অভিনয় প্রদর্শন কোরেছে, হরিদাসের রক্তদন্ত তার লক্ষাংশের একাংশও প্রদর্শন কোত্তে পারে নাই। হরিদাসের অম্বিকা, সতী, সরলা, পবিত্রহৃদয়া, সুবুদ্ধিমতী, ধর্ম্মশীলা, নির্ম্মলা, কুলকুমারী হোলেও বাংলা দেশের পবিত্রতার সাক্ষীস্বরূপিণী, আদর্শরূপিণী-লক্ষ্মীস্বরূপিণী হোলেও অন্যপ্রকারে হরিদাসের অম্বিকা কখনই আমার মধুময়ী আনাবেলের দুঃসাহসিক কার্য্য কারণের অধিকারিণী হোতে পারবেন না। এম্নি এম্নি ছোট বড় সমস্ত অভিনেতার অভিনয় কার্য্যের নিত্য বৈষম্য,—গুরুতর তারতম্য। আমার এই কাহিনীমধ্যে আর আপনাদের হরিদাসের কাহিনীমধ্যে, আমাতে আর হরিদাসে, পদে পদেই আপনারা সেটী দেখ্‌তে পাবেন। ভয়, বিস্ময়, হর্ষ, বিষাদ, আনন্দ, নিরানন্দ, আমার কাহিনীতে যত বিস্তারিতরূপে আপনারা অনুভব কোর্‌বেন, যত বিস্তারিতরূপে এই কাহিনীতে সেগুলি পরিবর্ণিত থাক্‌লো, আমি বোধ করি, হরিদাসের আনন্দবাহিনী, দুঃখবাহিনী, শোকবাহিনী কাহিনীতে সে সবকথা তত বিস্তৃত পরিমাণে সুবিন্যস্ত হয় নাই;—হোতে পারেও না।

সহৃদয় বঙ্গবাসিগণ! আপনাদের রামায়ণে বর্ণনা আছে, রামের একজন কিঙ্কর মহাদর্পে মহাদর্পী দশাননকে বোলেছিল, "যত অন্তর গোষ্পদে আর সাগরে; যত অন্তর বায়সে আর গরুড়ে; যত অন্তর শৃগালে আর সিংহে, তত অন্তর তোতে আর রঘুনন্দনে।" বঙ্গবাসিগণ! সেই রকমে আমিও আজ আপনাদের কাছে সাহস কোরে বোল্‌তে পারি, ঘটনাবলীর চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে বাস্তবিক তত অন্তর না হোক্, অনেক অন্তর সেই হরিদাসের কাহিনীতে আর আমার এই দুর্ভাগ্য-কাহিনীতে।

বাচালতা মাপ কোরে,—অধৈর্য্যস্থলে ধৈর্য্য অবলম্বন কোরে, দয়াবশে অনুগ্রহপরতন্ত্র হয়ে, আমার এই ধারাবাহী জীবনকাহিনীটীর

আগাগোড়া আপনারা একমনে শ্রবণ করুন ;—এই আমার সবিনয় নিবেদন,—এই আমার সবিনয় প্রার্থনা।

মনে রাখ্‌বেন, আমি বিদেশী।—বিদেশী লোকেরও স্বদেশীর মত উদর আছে,—ক্ষুধা আছে,—তৃষ্ণা আছে,—সব আছে।—আমি দরিদ্র, অত্যন্ত দরিদ্র ;—ঘটনাচক্রে ঘুরে ঘুরে, আপনাদের আশ্রয়ে এসেছি। আপনারা দাতা, ধর্ম্মাত্মা, পরোপকারী, সাধু, সজ্জন, দীনবন্ধু, অনাথবন্ধু। বিদেশী আমি,—বিদেশী অভাগা দরিদ্র আমি,—ঘটনাচক্রে ঘুরে ঘুরে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে,—অনাথ অনাহার নিরাশ্রয় অবস্থায় আপনাদের আশ্রয়ে এসে পোড়েছি। দরিদ্র,—মহাদরিদ্র, তথাপি শরীর খাটিয়ে চাকরী করাই আমার অভ্যাস ; ভিক্ষা করা অভ্যাস নয়। কিন্তু পরিচিত হবার অগ্রেই একটী সুস্পষ্ট কথা আপনাদের আমি বোলে রাখি। মনে রাখ্‌বেন, জানা থাকে যদি, এই সময় আর একবার সেটী মনে কোর্‌বেন। আমার ইংরেজী জীবনকাহিনীতে বড়দুঃখে, বড় মনস্তাপে, বড় যন্ত্রণায়, অগত্যা আমি বিলেতের জনকতক বড় বড় বিখ্যাত লোকের অসৎ ব্যাভার, অসৎ ক্রিয়া, অসৎ অভিসন্ধির শ্বেতকৃষ্ণ উভয় ছবি ঠিক ঠিক চিত্র কোরে সর্ব্বসাধারণকে দেখিয়েছি। সেই জন্য **বিলেতের প্রায় সমস্ত দুরন্ত লোকেরাই আমার উপর চটা ;—ভারী চটা !**

বিলেতের রাণীর রাজত্ব এখন ভারতে। বিলেতের অনেক অজ্ঞাত বংশের অজ্ঞাত পরিচয়ের ফর্সা ফর্সা বংশধরেরা, কাজের দায়ে ভারতে এসে ভারতের ধনের উপর অনির্ব্বচনীয় প্রভুত্ব আধিপত্য কোচ্চেন ; ভারতপ্রবাসী বহুগুণরাশি প্রকৃত সাধু ভদ্র, প্রকৃত সম্ভ্রান্ত মহামান্য বিলেত-সন্তানেরা অনুগ্রহ কোরে আমারে ক্ষমা কোর্‌বেন, দেশের অনেক নির্দ্দয় লোক অপার সমুদ্র পার হয়ে উত্তমাশা অন্তরীপে জাতীয় দয়াধর্ম্ম, সমস্তই গচ্ছিত রেখে, হ্যাট্‌কোট্‌ মাত্র সম্বল লয়ে, রত্নভূমি ভারতবর্ষে এসে ঢুকেছেন। বিলেতের লোকেরা

ধর্ম্মকে বড় ভয় করেন ;—স্বজাতি-জ্ঞাতিকুটুম্ব পালনে তাঁদের বড়ই ধর্ম্মানুরাগ ; কিন্তু আমি অভাগা সত্যবাদী, সত্যকথা বোলে, আপনার দুঃখের কথা প্রকাশ কোরে, অকারণে অনেকের বিষদৃষ্টির শিকার হয়ে পোড়েছি ! কেবল এই কারণেই তাঁরা আমার উপর চটা, ভারী চটা ! তাঁরা কখনই এদেশে আমারে কোন একটা সামান্য রকম চাক্‌রীও দেবেন না ! না খেয়ে মোরে গেলেও সহজে তাঁরা আমারে মাসিক দশটাকা বেতনের সামান্য একটা দপ্তুরিগিরী দিতেও কখনো রাজী হবেন না। ভারতের রাজধানীমধ্যে আমার দেশবাসীগণের অত্যুচ্চ বিলাসের মধ্যস্থলে আজ একাকী আমি নিরাশ্রয় ;—শুধুমাত্রই একাকী ;—কখনই তাঁরা আমারে আশ্রয় দেবেন না ! এমন অবস্থায় আমি যাই কোথা ? থাকি কোথা ? খাই কি ? যদি কিছু বেশীদিন থাক্‌তে হয়, এই অপরিচিত বঙ্গদেশে আমি খাব কি ? শুনেছি, ভারতের লোক বড় ধার্ম্মিক, বড়ই দাতা, পরমার্থভাবে অকাতরে অতিথিসেবানিরত ; আমি বিদেশী নিরাশ্রয় পথিক, অবশ্যই **ভারতবাসীর কাছে সকাতর করুণা ভিক্ষা কোরে আদরে আশ্রয় পাবার আশা করি।**

সহৃদয় বঙ্গবাসিগণ ! আপনাদের বঙ্গের শ্বেত-কৃষ্ণ উভয় পৃষ্ঠাই আমি আলোচনা কোরে দেখেছি। আপনাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা এখন অহৃদয়, কেবল নিজ নিজ **ভুঁড়ি গদী** লয়েই যাঁরা ব্যতিব্যস্ত, নিজ নিজ মদগর্ব্বেই যাঁরা উন্মত্ত-প্রমত্ত, পরের অমঙ্গলে যাঁদের মঙ্গল, অপরের মহানিষ্টে যাঁদের মহা ইষ্ট, অপরের মহানিরানন্দে যাঁরা যাঁরা সদানন্দ ; পরের ধন, পরের বস্তু, পরের সৌভাগ্য অপহরণে যাঁদের বিলাসভাণ্ডার নিরন্তর পরিপূর্ণ, গচ্ছিত সামগ্রীর চির অপলাপে পবিত্র বিশ্বাসসেতু ভঙ্গ করা যাঁদের চির অভ্যাস, তৎসদৃশ কিম্বা তদপেক্ষা আরও অনেক বড় বড়,—হোতেও পারে, অপেক্ষাকৃত কিছু ছোট ছোট, কিম্বা হয় ত ছোটবড় জড়ীভূত, সামান্য অসামান্য,

ছোট বড় পাপরাশি বিজড়িত ভয়ঙ্কর লজ্জাকর ঘৃণাকর অধর্ম্ম-কলঙ্কে যাঁরা চিরকলঙ্কিত,--ধর্ম্ম আমাকে ক্ষমা করুন! আমি গরিব, তাদৃশ গণনীয় মহাত্মাদের(!) আশ্রয় ভিক্ষা আমি করি না, কোন প্রত্যাশাই রাখি না। যাঁরা প্রকৃত সাধু ধর্ম্মাত্মা; ধর্ম্মপ্রমাণে সেই সকল অকপট প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা মহাত্মারাই আমার এই নিরাশ্রয় অবস্থার একমাত্র আশ্রয়।

সহৃদয় বঙ্গবাসিগণ! কেবল আপনাদের নিকটেই আমার আশ্রয় ভিক্ষা, কেবল আপনাদের নিকটেই আমার এইমাত্র সবিনয় নিবেদন, সবিনয় প্রার্থনা। অহৃদয়দলের কাছেও পরিচিত হোতে আপনারা যদি আমারে অনুমতি করেন, তাতেও আমি কুণ্ঠিত হব না। মিনতি করি, সদয়দৃষ্টিতে এক একবার **এই গরিবের** পানে চেয়ে দেখ্‌বেন। **দুটী দুটী পয়সা** দিলেই আমার নিত্য নিত্য **চা-রুটির** সংস্থান হবে, এর বেশী আর কিছুই আমি চাই না।

THE
SPIRIT OF
Joseph Wilmot

আমার বাসনা।

বহুদিনের আশালতায় এত দিনের পর মুকুল ধরিল। সপ্তদশবর্ষকাল মানসক্ষেত্রে যে আশাবীজ আমি বপন কোরে রেখেছিলেম, অঙ্কুরিত হয়েছিল,—পল্লবিত হয়েছিল, হৃদয়ক্ষেত্রেই যত্নবারি সিঞ্চন করেছিলেম, অভাব ছিল ফলপুষ্পের। ভগবানের কৃপায় এত দিনে মুকুল ধরিল। সপ্তদশবর্ষ পূর্ব্বে হরিদাসের "গুপ্তকথার" জন্ম হয়। গুপ্তকথা লিখিতে আরম্ভ করিবার অগ্রে উইলমটখানি আমার পড়া ছিল না। কার্য্যক্ষেত্রে উইলমটের সৌন্দর্য্য-দর্শনে সেই সময়েই আমার ইচ্ছা হয়, ইংরাজ বালক উইলমটের সমস্ত কথাগুলি,—সমস্ত কার্য্যগুলি বাঙ্গালা অক্ষরে বাঙ্গালী পাঠককে দেখাইব। হরিদাসের মুখে কুমারসম্ভবের যে শ্লোকটী উচ্চারিত হয়েছিল, হরিদাসের কার্য্যে আর উইলমটের কার্য্যে সেই শ্লোকটী কতদূর সংলগ্ন, এই বাঙ্গালা উইলমটে বাঙ্গালী পাঠক তাহা দেখিবেন। গুপ্তকথা যখন লেখা হয়, উইলমটের কার্য্যের সঙ্গে সেই সময় হরিদাসের কার্য্য মিলাইতে কত সাবধান হইতে হইয়াছিল, বাঙ্গালী বালককে কতদূর বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া আনিতে হইয়াছিল—স্বভাব নষ্ট না হয়, অথচ সৌন্দর্য্য থাকে, সেই আকিঞ্চনে মনের বেগ কতদূর সঙ্কোচ করিতে হইয়াছিল, এই বাঙ্গালা উইলমটের সঙ্গে হরিদাসের গুপ্তকথার মিলন করিলেই সকলে তাহা বুঝিবেন। স্থানে স্থানে পাঠ করিতে করিতে পর্ব্বত কাঁপিবে, সাগর শুষিবে, পাষাণ গলিবে;—প্রকৃতির উপদেশে আরও যে কি কি হইবে, তাহা এখন আমি বলিব না,—বলিতে পারিবও না। উইলমটের কার্য্যকলাপ বাঙ্গালী-হৃদয়ের একপ্রকার অভাবনীয়

পদার্থ। সেই অভাবনীয় পদার্থই এই বাঙ্গালা পুস্তকে আমি দেখাইব, এই আমার ইচ্ছা।

এইখানে আমার নিবেদন এই যে, পাঠক-মহাশয়েরা এই পুস্তকখানি একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবেন। ইহা কেবল মনোরঞ্জন উপাখ্যান-মাত্র নহে,—এখানি আগাগোড়া ভাল করিয়া দেখিলে বিলাতের ছোটবড় অনেকগুলি মানুষের স্বভাব, চরিত্র, সাহস, বীরত্ব, মহত্ত্ব, নীচত্ব, পুরুষত্ব, কাপুরুষত্ব আরও অনেকপ্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবহেলে পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। দেখিলেই বুঝিবেন, সুমার্জ্জিত পরিষ্কার "সংসারদর্পণ।"

অনুবাদ অবিকল থাকিবে না। ভাষার সৌন্দর্য্য রাখিতে বিশেষ যত্ন করিব; পারিব কি না, জানি না। "গুপ্তকথা" বাস্তবিক "খোসগল্পের" মেয়েলী ভাষায় লেখা;—ভাষাটী কিন্তু অনেকের মনে ধরিয়াছে, অতএব এখানিতেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইল।

আশালতা পুষ্পবতী হইবার উপক্রম। কেমন ফুল ফুটিবে, পুষ্পের শোভাসৌন্দর্য্য,—পুষ্পের সৌরভ, যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহারাই তাহার বিচারকর্ত্তা। আমি কেহই নহি,—আমি কেবল আপনাদের দশ জনের ভালবাসা উৎসাহে উৎসাহিত অনুগ্রহপ্রার্থী—

কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১২৯৫।

চিরানুগত
শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।


THESE
PREMISES
TO LET

বিলাতী গুপ্তকথা।

অতি অপূর্ব্ব !

প্রথম প্রসঙ্গ।

আমি পাঠশালে।

আমি উইল্‌মট।—আমি পাঠশালে।—উপনগরের পাঠশালা।—নগরের নাম লিসেষ্টার।—শিক্ষকের নাম নেল্‌সন্।—আমি আছি।—কতদিন আছি, মনে হয় না। খুব ছোটবেলা থেকেই আছি। আমার মা নাই, বাপ নাই, জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহই নাই;—সংসারে আমারে আমার বল্‌বার কেহই নাই। গুরুদেব আমারে ভালবাসেন, গুরুপত্নীও যথেষ্ট স্নেহযত্ন করেন, সেই সুখেই ভুলে থাকি।

পাঠশালে আমি একা থাকি না। আরও কুড়ী জন ছাত্র সেই পাঠশালে দিবারাত্রি অবস্থান করে। পাঠশালাই আহারস্থান,—পাঠশালাই বিরামস্থান,—পাঠশালাই ক্রীড়াস্থান,—পাঠশালাই নিদ্রাস্থান,—পাঠশালাই আমার শিক্ষার স্থান;—পাঠশালাই আমার সব;—পাঠশালা ছাড়া কিছুই আমি জানি না।

পার্ব্বণে পার্ব্বণে ছুটি হয়, ছেলেরা সব আহ্লাদে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরে যায়, ঘরে যাবার জন্যে আমায় কতই অনুরোধ করে, আমি যাই না। কোথায় যাব?—আমার ঘর নাই, কোথায় যাব?—ঘর আছে কি না, সে কথাও আমি জান্‌তেম না। জান্‌তেম কেবল ঘর নাই, আশ্রয় নাই, আপনার লোক কেহই নাই। কার ঘরে যাব? যেতেম না। বিদ্যালয়ই আমার ঘর; বিদ্যালয়েই থাক্‌তেম। একাকীই থাক্‌তেম। মন যখন নিতান্ত উদাস হতো, একাকী নির্জ্জনে বোসে বোসে কাঁদ্‌তেম। সর্ব্বক্ষণ মনে হতো, বিশ্বসংসারে কেবল বুঝি আমি মাত্রই একা! পৃথিবীর কোন স্থানে কেহ আমার আপনার লোক আছেন কি না, কিছুই জান্‌তেম না। কেহ আমারে কখনো দেখ্‌তেও আসেন নাই,—কোন তত্ত্বও লন নাই।

আমি পাঠশালে।—কে আমারে পাঠশালে রেখেছেন, কে আমার পাঠশালার বেতন দেন, কিসে আমার ভরণপোষণ চলে, সেটী পর্য্যন্তও আমার অজ্ঞাত।

কেবল গরিবের ছেলেদের জন্যই, পাঠশালাটী খোলা হয়। কারবারী লোকের ছেলেরাই সেখানে বিষয়কর্ম্ম শিক্ষা করে। কারকারবারের শিক্ষা ছাড়া সেখানে অন্য কোন কাব্যসাহিত্যের আলোচনা হয় না। আর দুটী বিষয়ের শ্রেণী খোলা ছিল; চিত্রবিদ্যা আর নৃত্যগীত। বন্দোবস্ত ছিল বটে, কিন্তু আমার ভাগ্যে সে শিক্ষা ঘোট্‌তো না। সে শিক্ষার ব্যয় স্বতন্ত্র, বেতন স্বতন্ত্র, সমস্ত ব্যবস্থাই স্বতন্ত্র। আমার পক্ষে সে ব্যবস্থা ছিল না। কেই বা সে ব্যবস্থা কোরে দিবেন? সুতরাং ঐ দুই বিদ্যায় আমি বঞ্চিত। আমার যখন পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় আমার শিক্ষক মহাশয়ের মৃত্যু হয়; আমি তখন নিরাশ্রয় হয়ে পড়ি। অপর কোন আলয় আশ্রয় জানি না; বিদেশে আমার সেই একমাত্র আশ্রয়। দেশ কি বিদেশ, সে কথাই বা আমারে কে বলে? শিক্ষকের মৃত্যুতে আমি যেন জগৎসংসার অন্ধকার দেখ্‌লেম!

সে সময়টাও পার্ব্বণ। পাঠশালের ছেলেরা সকলেই ঘরে গেছে, আমি কেবল একাকী!—আমি গরিব!—গরিবের ভাগ্যে সমস্তই বিড়ম্বনা!—গরিবের পক্ষে কেহই প্রায় একটীও ভাল কথা কয় না!—গরিবের বন্ধু ইহসংসারে বড়ই কম! আমার শিক্ষাগুরু নেল্‌সনের মৃত্যুর পর আমার কপালে কি দশা ঘোট্‌লো, এখনো সে কথা উচ্চারণ কোত্তে আমার কণ্ঠ শুষ্ক হয়,—দুটী চক্ষে জল পড়ে। তা বোলেই বা করি কি? দুঃখের কথা গোপন করা বড় কষ্ট। সুখের কথাই বা পাবো কোথা? কাজেই দুঃখের কথা আমার অবলম্বন। আমি গরিব!—গরিবের ভাগ্যে সুখ কোথায়?—আমি নিরাশ্রয়!—আশ্রয় ছিল পাঠশালা, সে আশ্রয় গেল!—সে পাঠশালা এখন গুরুহারা! পাঠশালা আছে, মাথা নাই। এ আশ্রয় আমার থাক্‌বে কি না, সে কথাও কেহ বলে না। মস্তকহীন কলেবর আর আমারে আলিঙ্গন কোত্তে আস্‌বে কি না, সেই চিন্তাতেই অস্থির!—দিনমানেও আমি যেন দিশাহারা!

দিনকতক এই দশায় গেল। দুঃখের দিন দীর্ঘ হয়, সে কথা সত্য মান্‌লেম। সেই রকম দীর্ঘ দিনে দীর্ঘ দীর্ঘ পাঁচ মাস;—দুঃখে দুঃখেই পাঁচ মাস অতীত। একদিন অত্যন্ত মনের কষ্টে সাংঘাতিক হতাশ হয়ে বিদ্যালয়ের বারাণ্ডার একধারে বোসে ভাব্‌ছি,—ভাব্‌ছি আর কাঁদ্‌ছি, এমন সময় অকস্মাৎ আমার গুরুপত্নী সম্মুখে।

আমি বড় ফাঁফরেই পোড়্‌লেম। আমার চক্ষের জল তাঁরে আমি দেখ্‌তে দিব না,—বিমর্ষভাব দেখাব না,—কোন কিছু দুর্ভাবনায় মন আমার অহরহঃ পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে, ঘুণাক্ষরেও সে কথা তাঁরে জান্‌তে দিব না, এই ত আমার ইচ্ছা; এই ত আমার সংকল্প;—এই ত আমার প্রতিজ্ঞা। পঞ্চদশবর্ষ বয়সে ঐ জ্ঞান আমার জন্মেছিল। আমারে কাতর দেখ্‌লে তিনি যে কাতরা হবেন, সেটী আমি বেশ জান্‌তেম। যিনি আমারে ততখানি স্নেহ করেন, ততখানি ভালবাসেন, ততখানি আদর যত্নে প্রতিপালন করেন, তাঁর প্রাণে কিছুমাত্র বেদন দেওয়া বড় পাপ। বিশেষতঃ, তিনিও তখন

পতিহারা!—নূতন শোক!—নূতন চিন্তা!—নূতন নূতন আশঙ্কা;—নূতন নূতন বিষাদ! নূতন নূতন নিরাশা!

গুরুপত্নীরও যে দশা, আমারও প্রায় সেই দশা! প্রাণ আমার যাহাই বলুক, গুরুপত্নীকে আমি আমার প্রাণের জ্বালা জানতে দিব না,—এই আমার প্রতিজ্ঞা। আমি কাঁদি, অবশ্যই প্রতিধ্বনি হয়,—সে প্রতিধ্বনি ইচ্ছা কোরে কাহাকেও শুনতে দিব না; হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, সে ধ্বনি শুনতে দিই, এমন ইচ্ছা ত আমার কখনই নয়; যদি দিতে হয়, অপরকে দিব;—এমন স্নেহময়ী মায়ের প্রাণে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগতে দিব না;—এই আমার সংকল্প।

কষ্টে,—অথচ বিনা কষ্টে অশ্রু সম্বরণ কোরে যথাশক্তি শান্তভাব ধারণ কোল্লেম। যেন কিছুই দুর্ভাবনা নাই,—যেন কতই সুস্থির,—হৃদয়ে যেন কিছুই অন্ধকার নাই, ঠিক সেই ভাবটী দেখিয়ে উর্দ্ধমুখে গুরুপত্নীর মুখপানে চাইলেম।

গুরুপত্নীর যুগলনেত্রে অবিরল দর দর অশ্রুধারা!—ক্ষুদ্র একখানি কৃষ্ণবর্ণ রুমালে অধীর হস্তে পুনঃ পুন তিনি অশ্রুমার্জ্জন কোচ্ছেন। সে অশ্রু আমি দেখলেম, মার্জ্জনের ভঙ্গীও আমি দেখলেম। প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগলো। আহা! যে নেত্র চিরদিন পবিত্র স্নেহবাৎসল্য মাখা,—যে নেত্র চিরদিন পবিত্র প্রেমপূর্ণ চিরশান্ত, আহা! আমার গুরুপত্নীর সেই শান্তনেত্র আজ যেন বড়ই দুরন্ত! ক্ষুদ্র রুমালের নিবারণে কিছুমাত্র বাধা মানছে না! দুটী চক্ষে অনবরত জলধারা।

আর আমি থাকতে পাল্লেম না। বোসে ছিলেম,—দাঁড়ালেম। মিনতি কোরে বোল্লেম, "কেন মা! আপনি ত সমস্তই জানেন। মানুষকেও বুঝিয়ে থাকেন, সংসারের শোকতাপ সমস্তই বৃথা! রোদনে পরিতাপে মৃতজীব ফিরে আসে না। তবে মা বৃথা কেন চক্ষে জল?—তবে মা কেন আপনি এতখানি অধীরা?"

গুরুপত্নী বোল্লেন। তাঁর চক্ষু তখন যেন ক্ষণে ক্ষণে সজল, ক্ষণে ক্ষণে নির্জ্জল হয়ে আসছিল। কষ্টে অশ্রুবেগ নিবারণ কোরে নির্নিমেষনেত্রে গুরুপত্নী আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন।—অল্পক্ষণ মাত্র!—অল্পক্ষণ চক্ষে জল এলো না, অল্পক্ষণ কথা কইলেন না, অল্পক্ষণ যেন নূতন ভাব। আমিও মনের উদ্বেগে নীরব!

স্নেহবতীর স্নেহপূর্ণ নেত্র আবার জলপূর্ণ হলো। হস্তের ইঙ্গিতে তিনি আমারে নিকটে বোসতে অনুমতি কোল্লেন। আমিও তৎক্ষণাৎ সেই অনুমতি পালন কোল্লেম। ঠাকুরাণী আবার সজল দৃষ্টে আমার মুখপানে তাকালেন। চক্ষু দুটী উষ্ণ জলে ভেসে গেল। আমিও আর সংকল্প রাখতে পাল্লেম না। করুণাময়ীর করুণা দেখে দুঃখের যেন ফোয়ারা ছুটে গেল;—আমি কেঁদে ফেল্লেম। হায় হায়! এতদিন আমি জানতেম, ঠাকুরাণী আমার করুণাময়ী। সেই করুণাময়ীর করুণা যে, সেই বিপদ সময় আমার ভাগ্যে কিরূপ করুণা হয়ে দাঁড়াবে, মুহূর্ত্তের জন্যেও তখন আমার সে ভাবনা এলো না।

গুরুপত্নীর আপাদমস্তক আমি ঘন ঘন নিরীক্ষণ কোচ্চি;—সজল বক্রনয়নে নিরীক্ষণ। গুরুপত্নীর চক্ষু আমার চক্ষে, আমার চক্ষু গুরুপত্নীর চক্ষে। আমার চক্ষু চঞ্চল, গুরুপত্নীর চক্ষু অনিমেষ!—ঠিক যেন অচলা প্রতিমা।

নিরীক্ষণ কোল্লেম কি?—নিরীক্ষণ কোল্লেম ইন্দ্রজাল!—ওঃ!—আচম্বিত—আচম্বিত—আচম্বিত ঘটনা! অশ্রুমুখীর অশ্রুপ্রবাহ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আচম্বিতে যেন শুষ্ক হয়ে উড়ে গেল! অল্পক্ষণ স্থায়ী দুটী জলন্ত দীর্ঘনিশ্বাস উভয় নাসারন্ধ্রে সজোরে নিঃসারিত হলো। নিশ্বাসের সঙ্গে শুষ্ক-নয়নে তিনি আমার সজল নয়ন নিরীক্ষণ কোল্লেন। তখনও যেন অচলা পাষাণ-প্রতিমা!—সে ভাবটীও ক্ষণস্থায়ী! সেই প্রতিমার মুখে ধীরে ধীরে কথা ফুট্‌লো। গুরুপত্নী আমারে ভঙ্গস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জোসেফ্‌! উপায় কি?"

কি উত্তর দিব, অগ্রে ঠিক করা ছিল না। কিসের উপায় জিজ্ঞাসা কোচ্চেন, সেটীও বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম না। চেয়ে আছি; গুরুপত্নী পুনর্ব্বার কাতর স্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ্‌! পাঠশালটী ত আমি রাখ্‌তে পাচ্চি না। কি কোরে রাখি!—সামান্য খাওয়া পরার জন্যেই ব্যাকুল;—পাঠশাল চলে কিসে?—কোথায় পাব?—কিসে থেকে চোল্‌বে?—উদরের জন্যই এই ইস্কুলবাড়ী নীলাম হবে।—আমি নিজেই নীলামে তুলে দিব!—লোকজন সব জবাব দিব!—কোথায় পাব?—কি দিয়ে পুষ্‌বো?—কাহাকেও রাখ্‌তে পার্‌বো না! জোসেফ্‌!—বৎস!—তোমারে—"

এই অর্দ্ধোক্তির সঙ্গে সঙ্গেই পুনর্ব্বার নেত্রমার্জ্জন কোরে আরও ভঙ্গস্বরে আমার গুরুপত্নী আবার আরম্ভ কোল্লেন, "জোসেফ্‌!—বৎস!—তোমা—"

গুরুপত্নী আবার থেমে গেলেন। হেতু বুঝ্‌তে পাল্লেম না। বুক কিন্তু কাঁপ্‌লো। কেঁপে কেঁপে বুক যেন বোল্‌তে লাগ্‌লো, না জানি কপালে কি আছে! গুরুপত্নীর মুখপানে চেয়ে আছি, গুরুপত্নীর কথা নাই! আমিও চেয়ে আছি, তিনিও চেয়ে আছেন। খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে চক্ষের কাছে রুমাল তুলে গুরুপত্নী আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "উইলমট!—প্রাণাধিক!—আঃ!—তুমি যাবে কোথা?—আহা!—অনেক দিন আছ,—অনেক দিন ছিলে,—মায়া বোসেছে,—ইচ্ছা নয় ছাড়ি,—কিন্তু বাছা! দেখ্‌তেই ত পাচ্চো, করি কি?—অনেক ভেবে চিন্তে দেখ্‌লেম, কিছুতেই আর চলে না!—কিছুতেই আর আমি লোকজন রাখ্‌তে পাচ্চি না!—তোমাকেও না! আহা!—জোসেফ্‌! তোমার ভাব্‌নাই আমার বেশী। তুমি যাবে কোথা?"

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত!—যা ভাব্‌লেম, তাই!—মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পোড়্‌লো! বালকের মত কেঁদে উঠ্‌লেম। কম্পের উপর কম্প!—কম্পিত হস্ত ঊর্দ্ধে তুলে ঠিক যেন পাগলের মত কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোলে উঠ্‌লেম, "যাবো!—কোথায় যাবো? কোথায় আমি চিনি?—কেই বা আমার আছে?"

কেবল এই কটী কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই ভূতলে গড়াগড়ি খেয়ে গুরুপত্নীর চরণ দুখানি জড়িয়ে ধোল্লেম। চক্ষের জলে পা দুখানি ভিজিয়ে দিলেম।

দিলেম ঠিক;—দিলেম, কিন্তু দিলেম বিফল! দয়া পেলেম না। চির মধুরভাষিণী দয়াময়ী তখন আমার পক্ষে ভয়ানক নিদয়া নিঠুরভাষিণী হয়ে উঠ্‌লেন। পূর্ব্ববাক্যের পুনরুক্তি কোরে তিনি আবার বোল্লেন, "জানি তা!—কিন্তু করি কি?—নির্ব্বাহ কর্‌বার উপায় কই?—কাজে কাজেই তোমায় স্থানান্তরে যেতে হোচ্চে।"

বজ্রসম নিদারুণ বাণী পুনর্ব্বার!—আমি যেন ত্রিভুবন অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম! সে অবস্থায় কি বোলেছি, কি কোরেছি, কিছুই মনে নাই। কেবল এইটুকুমাত্র মনে আছে,—এইটুকুমাত্র মনে হয়,—পাগলের মত গুরুপত্নীকে এই কথাই কেবল বারংবার বোলেছি, "যাবো কোথা?—আপনাকে ছেড়ে আমি যাবো কোথা?—ইহ সংসারে আমার আর কে আছে?—পৃথিবীতে আমি একা এসেছি,—একাই আছি,—একাই আমি নিরাশ্রয়! এই আশ্রমে এতদিন প্রতিপালিত হলেম, স্নেহ পেলেম, দয়া পেলেম, যথাসম্ভব জ্ঞানও পেলেম;—এখন নিরাশ্রয় অবস্থায় জগতে যদি কিছু সুখ থাকে, আপনাদের অনুগ্রহে,—আপনাদের আশ্রমে সে সুখও আমি উপভোগ কোরেছি। সেই সুখ ছাড়া আর কিছুই আমি জানি না। মাতা পিতা জানি না,—ভাইবন্ধু জানি না, দেশ বিদেশ জানি না,—সমস্তই আমার আপনারা। মা! আপ্‌নিই আমার মা, আপ্‌নিই আমার বাপ,—আপ্‌নিই আমার আশ্রয়,—আপ্‌নিই আমার সব।"

"তা বোল্লে কি হয়?"—আমার দয়াময়ী গুরুপত্নীর দয়ামায়া সমস্তই যেন তখন উড়ে গেল! বড়ই অস্থির হয়ে নীরসকণ্ঠে তিনি আমারে বোল্লেন, "তা বোল্লে কি হয়? দেখ্‌তে পাচ্চো নিরুপায়!—সংসারাশ্রমে অর্থটাই বড়; আমাদের এখন সেই অর্থেরই অভাব! রাখি কি কোরে?—খাওয়াই কি?—তুমি যাও!—"

এই নির্ঘাত বাক্যে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠ্‌লো। অল্প বয়স, কিন্তু হোলে কি হয়,—যে রকম ঘটনা, সে রকম ঘটনায় আমার চেয়ে অল্পবয়সেও প্রাণের ভয়টা আগে আসে। আমি ত তখন প্রাণের ভয় জান্‌তেম না! গুরুপত্নীর ঐ নিদারুণ বাক্যে প্রাণের ভয়ে কেঁপে উঠ্‌লেম। কোথায় যাবো,—কার কাছে দাঁড়াবো,—কে আমায় খেতে দিবে,—কে আমারে আশ্রয় দিয়ে রাখ্‌বে,—সেই সব চিন্তাই সে দিন গুরুপত্নীর নির্ঘাত বাণীর সঙ্গে সঙ্গে নূতন বেশ ধারণ কোরে,—আমাকে যেন অন্ধকার সংসারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। গুরুপত্নী বোল্লেন, "তুমি যাও!"

সর্ব্বনাশ!—যে বালক জন্মাবধি জগৎসংসার জানে না, জগৎসংসারের লোকজন দূরের কথা, মাতাপিতা পর্য্যন্ত চেনে না, তার কর্ণে গুরুপত্নীর বজ্রবর্ষণ, "তুমি যাও!"

ওঃ!—দুঃসময়ে সকলই বিপরীত!—আমার আবার সুসময় দুঃসময় কি? পাগল আমি!—আমার মত অভাগা যদি—

লোকে যদি কথা কহিবার অবকাশ নাও পায়, ভাব্না চিন্তার অবকাশ পায়! আমার কপালে সে দিন তখন সে অবকাশটীও থাক্লো না। তাড়াতাড়ি আমারে বিদায় কর্বার জন্যে আমার স্নেহবতী গুরুপত্নী তখন এতখানি অস্নেহবতী হয়ে উঠ্লেন যে, আবার সেইরূপ নীরস স্বরে তিনি আমারে বোল্লেন, "জোসেফ্!—আমি তোমার জন্যে একটী চাক্‌রী ঠিক কোরেছি। ভাল বন্দোবস্তই কোরেছি। কোথায় যাবে,—কি কোর্ব্বে,—এই যে এক দুর্ভাবনা, তোমার সেটা আর কিছুই থাক্‌বে না। লোক ভাল। যার কাছে তুমি থাক্‌বে,—যার কাছে তোমারে রেখে দিব, মনে মনে আমি ঠিক কোরে রেখেছি, সেটী লোক ভাল! তুমি বেশ থাক্‌বে!—তুমি তারি কাছে যাও!"

"তারি কাছে যাও!"—তারি কাছে কার কাছে?—ক্ষণমাত্র এইরূপ চিন্তা কোচ্চি, হঠাৎ চেয়ে দেখি, একটী লোক যেন আমাদের স্কুলবাড়ীর আর একটা ঘরে একটু গোপনভাবে প্রবেশ কোল্লে। আমি বোধ করি, আমার গুরুপত্নীও সেই সময় সেই লোকটীকে দেখে থাক্‌বেন। কেন না, দু চার কথার পর তখনি তখনি "জোসেফ্! তুমি বোসো, আমি আস্‌ছি" ব্যস্তভাবে এই কথা বোলেই আমার গুরুঠাকুরাণী আমার ঘরের সম্মুখের ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। আমি একাকী বোসে থাক্‌লেম।

ঘরে প্রবেশ কোরেই গুরুঠাকুরাণী ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ কোরে দিলেন। অনুমানে বুঝ্‌লেম, ঘরের ভিতর অন্যলোক আছে। দুজনে প্রথমে চুপি চুপি কথা হলো, কেবল ফুস্ ফুস্ শব্দ ভিন্ন,—আর মাঝে মাঝে একটু আস্তে আস্তে সাবধানে একটু একটু গলা খাঁকারি অথবা গলা শাণানো ভিন্ন তাঁদের বাক্যালাপের কিছুই আমার কাণে এলো না। কেবল একটীবার মাত্র পরিষ্কার আওয়াজ পেয়েছিলেম, "জোসেফ্ উইলমট্।"

আমার নাম কেন করে?—কার সঙ্গেই বা কথা হোচ্চে?—যে লোকটীকে প্রবেশ কোত্তে দেখ্‌লেম, সেই লোকটীই কি তবে এই ঘরে?

সন্দেহ হলো। সন্দেহের সঙ্গে একটু একটু শঙ্কাও আস্‌তে লাগ্‌লো। আমারি কথা হোচ্চে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেম, পা টিপে টিপে খুব ধীরে ধীরে খানিকদূর অগ্রসর হলেম। যে ঘরে কথা হোচ্ছিল, সেই ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম। উঁকি মেরে লুকিয়ে লুকিয়ে পরের কথা শোনা, সেই আমার প্রথম আরম্ভ।

যাঁরা চুপি চুপি পরামর্শ কোচ্ছিলেন, তাঁরা তখন একটু ডেকে ডেকে কথা কইতে আরম্ভ কোল্লেন। একজন বোল্লেন, "ছোঁড়াটা কিন্তু এদিকে ভাল, দেখ্‌তেও নিতান্ত মন্দ নয়, খাটে কেমন?"

দ্বিতীয় স্বরে উত্তর হলো, "খাটে না;—খাট্‌তে পারে খুব, খাটে না। লেখাপড়ায় পরিশ্রম করে বেশ, কিন্তু অন্য কাজেই কুঁড়ে হয়। আমার কাজকর্ম্ম বেশ করে। কাজ পোড়্‌লেই কাজ শিখ্‌বে।"

প্রথম স্বর আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আপনি তবে ছোঁড়াটাকে ছাড়্‌ছেন কেন ? যদি আপনার কাজকর্ম্ম বেশ করে, তবে আপনি ছাড়্‌ছেন কেন ?—এখন ত লেখাপড়া বন্ধ হলো, এখন যত পারেন, ততই খাটিয়ে নেবেন; যতটাকা রোজগার কোর্ব্বে, সমস্তই আপনার হবে আপনি তবে অমন ছোঁড়াটাকে ছাড়্‌ছেন কেন ?"

নির্দ্দয় বচনে দ্বিতীয় স্বরে উত্তর হলো, "না ছেড়ে কি করি ?—চালাই কোথা থেকে ? লিসেষ্টার ব্যাঙ্কের লণ্ডন এজেণ্টের দ্বারা ছোঁড়ার ভরণপোষণের জন্যে টাকা আস্‌তো। ছয় ছয় মাস অন্তর মাসহরা পৌঁছিত;—আমার স্বামীর নামেই পৌঁছিত। কে পাঠাত, তা আমি জানি না। টাকার সঙ্গে কোন লোকের নামগন্ধ কিছুই আস্‌তো না। তিন মাস হলো, এক কিস্তীর মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে,—সংবাদ নাই। বেনামীতেই টাকা আস্‌তো। যাঁর নামে আস্‌তো, তিনি জান্‌তেন কি না, সে কথাও আমি জানি না। যা যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত ছিল, এই পাঁচমাস ত বোসে বোসে সব খোয়ালেম। এখনকার উপায় কি ?—বাড়ীঘর বেচে ফেল্‌বো, স্কুলবাড়ী নীলামে চড়াবো, লোকজন সব জবাব দিবো, দেশ ছেড়ে চোলে যাবো। গলগ্রহ কেন রাখি ?"

প্রথম স্বর নূতন। যে স্বরে উত্তর হলো, সে স্বর আমার গুরুপত্নীর। আর আমি দাঁড়াতে পাল্লেম না, বোসে পোড়্‌লেম। চঞ্চলমনে চঞ্চলভাবেই স্থির কোল্লেম, যে লোকটাকে প্রবেশ কোত্তে দেখেছি, এই সেই লোক। এরই হাতে আজ আমার ভাগ্য সমর্পণ হবে। লোকটাকে দেখ্‌তে পাচ্চি না, কিন্তু জিজ্ঞাসার ভাবেই বুঝেছি, লোকটা পিশাচ। দয়াধর্ম্মের লেশমাত্র শরীরে নাই। টাকার জন্যই পশুর মত মানুষ খাটায় ! আমার স্নেহময়ী গুরুপত্নী আজ সমস্ত স্নেহ মমতায় বিসর্জ্জন দিয়ে এই রাক্ষস পিশাচের হাতে আমারে বিসর্জ্জন দিবেন !

আমি এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম। প্রাণটা যেন কেমন একরকম ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। আমি আমার গুরুপত্নীর গলগ্রহ !—তবে ত আমি পাপী !—আর এ দেশে থাক্‌বো না !—যা থাকে অদৃষ্টে !—দেশে দেশে একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা কোরে দেখ্‌বো। সেই পঞ্চদশবর্ষ বয়সে,—সেই লিসেষ্টার নগরে—সেই গুরুদেব নেল্‌সনের স্কুলগৃহে আমার অন্ধকার হৃদয়ে এই প্রকার দৃঢ়সংকল্প স্থান পেলে !

ঘরের ভিতর কথা থাম্‌লো। আমি মনে কোল্লেম, এইবারেই হয় ত দরজা খুল্‌বে, এই বারেই হয় ত আমার কাছে ঐ সব কথা বোল্‌তে আস্‌বে, সোরে যাই। যেমন মনে করা, তেম্নি সরা। সেই রকম আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে অনেকদূর সোরে এলেম। যে ঘরে ছিলেম, সে ঘরেই আর থাক্‌লেম না। ঘরের বাহিরে একটা গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালেম। তখনও সন্ধ্যা হবার বিলম্ব আছে।

ভালই কোরেছি।—সাবধান হয়ে সোরে আসাটা খুব ভাল কাজই হয়েছিল। দরজা খুলে গেল। যে লোকের সঙ্গে কথা হোচ্ছিল, সেই লোকটাকে সঙ্গে কোরে আমার

গুরুপত্নী আমার ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। গাছতলা থেকে আমি দেখ্‌তে পাচ্চি, লোকটার চেহারা আগাগোড়া যেন ধূর্ত্ততা চাতুরীর প্রলেপ দিয়ে রং করা। চলনের ভঙ্গীতে আর বিকটদর্শনে স্পষ্টই যেন জ্ঞান হয়, মূর্ত্তিমান দম্ভ।

আমার গুরুপত্নী আমারে ঘরের ভিতর দেখ্‌তে পেলেন না। একটু উচ্চস্বরে দু তিনবার নাম ধোরে ডাক্‌লেন। যেন কিছুই জানি না, ঠিক এইভাবে একটু সঙ্কুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। লোকটা হাস্‌তে হাস্‌তে আমার কাছে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো।—হাস্‌তে হাস্‌তে আমার পিট চাপ্‌ড়ে বোল্লে, "বেশ ছোক্‌রা! ঠিক হবে!"

লোকটার সুপারিশে আমি বেশ ছোক্‌রা হলেম! তার কাছেই আমি ঠিক হবো, এটুকুও বুঝ্‌লেম। ক্রমশই আমার কম্প বৃদ্ধি,—ক্রমশই আতঙ্ক বৃদ্ধি! গ্রহচক্র কোন্ দিকে ফেরে, সে সঙ্কটে এই গরিব উইল্‌মটের ভাগ্যে কি দশা ঘটে, পাঠকমহাশয় একটু পরেই সে কথা জানতে পারবেন।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ।

কার কাছে যাই ?

লোকটা একজন দোকানদার। সে আমারে আদর কোত্তে এসেছে, কি ধমক দিতে এসেছে, অগ্রেই আমি সেটা বুঝে রেখেছি। আদর করা হয়ে গেল, আদরের সুপারিশে আমি বেশ ছোক্‌রা হলেম! একটু পরেই বিপরীত! লোকটা আমার গুরুপত্নীর কাণে কাণে চুপি চুপি কি কথা বোল্লে, শুনতে পেলেম না। গুরুপত্নী আমার দিকে ফিরে একটু হেসে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "আচ্ছা জোসেফ্! তুমি এক কর্ম্ম কর। তুমি এখন খানিকক্ষণের জন্য অন্য ঘরে যাও। থেকো সেখানে, আর কোথাও যেও না। অনেক কথা বল্‌বার আছে। এখনি আবার তোমারে আবশ্যক হবে।"

আবশ্যক যা হবে, সেটুকু বুঝ্‌তেও আমার বেশী বিলম্ব হলো না। গুরুপত্নীর আদেশ, আশারও উপদেশ, সাহসেরও অঙ্কুশ। সে কথায় আমি দ্বিরুক্তি না কোরে ঘর থেকে বেরুলেম। তাঁরা দুজনে দুখানি চৌকিতে বোসে পরস্পর কথাবার্ত্তা কইতে আরম্ভ কোল্লেন। আমি বেরুলেম, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা দরজা বন্ধ কোরে দিলেন।

আমি অন্য ঘরে গেলেম।—নামমাত্র যাওয়া;—সেখানে আমার মন স্থির হলো না। আমার সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত! আমারে জন্মশোধ দেশত্যাগী কর্‌বার পরামর্শ!

অন্য স্থানে স্থির হয়ে থাকা আমার পক্ষে তখন অসাধ্য হয়ে উঠ্‌লো। আবার আমি বেরুলেম। যে ঘরে সেই দোকানদারের সঙ্গে আমার গুরুপত্নীর বৈঠক হয়েছিল, চুপি চুপি সেই ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেম।

স্পষ্ট স্পষ্ট কথা কাণে এলো। ভিন্ন ভিন্নস্বরেই বুঝ্‌তে পাল্লেম, কোন্‌টী কোন্‌টী কার প্রশ্ন,—কোন্‌টী কোন্‌টী কার উত্তর।

দোকানদার একটু জোরে জোরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আচ্ছা, ছোঁড়াটাকে আপনারা পেয়েছিলেন কোথা ?"

"একটী স্ত্রীলোক আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন।"

"স্ত্রীলোক ?—কে সে স্ত্রীলোক ?—আপনি তার নাম জানেন ?"

"না,—নামধাম কিছুই জানি না।"

"আচ্ছা, চেহারা বোল্‌তে পারেন ?"

"না,—আমি তাঁর মুখ দেখি নাই। ছেলেটীকে কোলে কোরে তিনি আমার কোলে দিলেন ;—গলা পর্য্যন্ত ঘোম্‌টা ;—যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ মুখ ঢাকা। কথাবার্ত্তা শুনেছি, অঙ্গভঙ্গীও দেখেছি, কিন্তু মুখের চেহারা একটীবারও আমার চক্ষে পড়ে নাই। কথার ভাবে আর সাজগোজের লক্ষণে বেশ জান্‌তে পেরেছিলেম, বড় ঘরের ঘরণী, ভদ্রলোকের মেয়ে।"

"আচ্ছা, সেই বড় ঘরের ঘরণীটী ঐ ছোঁড়ার মা হবে কি ?—তারে দেখে আপনার কি রকম বোধ হয়েছিল ?"

"বোধ তো কিছুই হোতে পারে না। মা তো কথনই নয়। সন্তানকে বিসর্জ্জন দিবার সময় মায়ের প্রাণ কেমন হয়, গর্ভধারিণী জননী ছাড়া সে ভাব আর কাহারও মনে আস্‌তে পারে না। কিন্তু আমি দেখ্‌লেম, সেই যে স্ত্রীলোকটী, যিনি আমারে ছেলে দিতে এলেন, তাঁর ভাবভঙ্গী সে রকম নয়। যদিও মুখ দেখ্‌তে পেলেম না বটে, কিন্তু চোট্‌পাট কথাক জবাবে বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, সন্তানের মায়াদয়া, সন্তানের স্নেহমমতা সে প্রাণে কিছুমাত্রই নাই। গর্ভধারিণী জননী কথনই সে প্রকার অটল উৎসাহে আপনার গর্ভজাত সন্তানকে বিদেশী অপরিচিত লোকের হস্তে সমর্পণ কোত্তে পারে না।"

গুন্‌গুন্ স্বরে যেন একটু গান গেয়ে, সেই দোকানদার লোকটা একটু যেন আম্‌তা আম্‌তা কোরে বোল্লে, "হাঁ,—তা বটে,—তা,—স্ত্রীলোকেরা ঐরূপ অনুমান কোত্তে পারে বটে, কিন্তু কার মনে কি আছে, কার প্রাণ কেমন, কার মায়াদয়া কি প্রকার, সে তত্ত্ব কে জানে ?"

আমার গুরুপত্নী সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। লোকটা আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তবে মা নয়!—আচ্ছা, আপনি যদি সেটী ঠিক্ বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, তবে অমন গোলমেলে ছেলে গ্রহণ কোল্লেন কেন ?"

গুরুপত্নী উত্তর কোল্লেন, "সহজে রাজী হই নাই। জানই তো, আমার স্বামী কতখানি ধর্ম্মভীরু মানুষ ছিলেন; সহজে তিনি কখনই রাজী হতেন না। তবে কি জানো, আমাদের সে সময়টায় বড়ই অপ্রতুল হয়েছিল, টাকার বড়ই দরকার। সেই স্ত্রীলোকটী অনেক ব্যগ্রতা কোরে বার বার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, 'তোমাদের ভার-বোঝা হবে না, খরচপত্রের টাকা আস্‌বে, ব্যাঙ্কের উপর বরাত হবে, কোন চিন্তা থাক্‌বে না।' এই প্রকার অনেক আশ্বাস দিয়ে সেই স্ত্রীলোকটী আমাদের বিশ্বাস জন্মাবার জন্য একশত গিনি আমার স্বামীর হস্তে নগদ দিলেন। তখন আর আমরা কোন প্রকার অসৎ কল্পনা বিবেচনা কোল্লেম না। টাকার দরকার, টাকা পেলেম, সংশয় রাখ্‌লেম না। কাজে কাজেই গলগ্রহ না ভেবেও গলগ্রহ গ্রহণ কোল্লেম।"

এই পর্য্যন্ত আমি শুন্‌লেম। যতই শুনি, ততই আমার বুক শুকিয়ে কাট হয়ে যায়! গুরুপত্নী আবার বোল্লেন, "গলগ্রহ গ্রহণ কোল্লেম, অবগুণ্ঠনবতী চোলে গেলেন। ছেলেটী তখন এক বছরের! সেই অবধিই প্রতিপালন কোচ্চি; যেমন বন্দোবস্ত, সেই প্রকার খরচপত্র আস্‌ছিল, এইবারেই বন্ধ হয়েছে।"

লোকটা একটু থেমে থেমে, বোল্লে, "বন্ধ হয়েছে, ভালই হয়েছে! কিন্তু কেন বন্ধ হলো, তা কিছু বোল্‌তে পারেন?"

গুরুপত্নী বোল্লেন, "তা আমি কেমন কোরে বোল্‌বো? মনে মনে অনুমান হয়, অনেক রকম। যে লোকটী পাঠাতো, সে হয় তো দেশে নাই, কিম্বা হয় তো মোরেই গেছে, কিম্বা হয় তো ছেলেটা বড় হয়েছে, খেটে খাবে, এইটে মনে কোরেই হয় তো বন্ধ কোরে দিয়েছে।"

"তা নয়!—আমার মনে হয় আর একখানা!—সে লোক হয় তো ভেবেছে, ছোঁড়াটাই মোরে গেছে!"

"অসম্ভব! তা যদি হতো, তা হলে আগে তারা কোন না কোন প্রকারে সন্ধান নিতে আস্‌তো। ছেলে নাই, টাকা পাঠান নিষ্প্রয়োজন, আমাদের কাছে এটা না শুনে হঠাৎ বন্ধ কোরে দিলে, এমন তো বোধ হয় না।"

"লোকের মনের কথা আপ্‌নি কি কোরে জান্‌বেন? আমার জ্ঞান হয়, তাই তারা ভেবেছে। আমি একদিন—"

বাধা দিয়ে গুরুপত্নী বোল্লেন, "ভাল কথা!—সেই স্ত্রীলোকটী যখন চোলে যান, তখন আমারে বোলে গিয়েছিলেন, ছেলেটীর মা বাপ নাই। সন্তান প্রসবের পরেই মহামারীতে প্রসূতি মারা যান; কিছু দিন পূর্ব্বেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। একবৎসর বয়সের অগ্রেই ছেলেটী মাতাপিতা হারা!"

"তবেই ঠিক! বেওয়ারিস ছেলে!"

বিবি নেল্‌সন যেন একটু বিরক্ত হয়ে একটু উগ্রস্বরে তাড়াতাড়ি বোল্লেন, "অত কথা আমি শুন্‌তে চাই না, যে জন্য ডেকেছি, তাই কর;—নিয়ে যাও!"

আবার আমি দরজার পাশে কেঁপে উঠ্‌লেম। লোকটা বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আমি নিয়ে যাব কোথা? কাজকর্ম্মের বাজার বড়ই মন্দা। কত ছেলে আছে, কত উমেদার আছে, কত লোক যাচ্চে আসুচে, কাজ কোথা?—কি কাজই বা জানে!

"শিখালেই শিখ্‌বে। কাজকর্ম্ম কি লোকে ঘরে বোসে শেখে? গাছেও ফলে না, আকাশ থেকেও পড়ে না। কাজ পোড়্‌লেই কাজ শেখে। নিয়ে যাও!"

"আমার দরকার নাই। ছোঁড়াটা দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল! চট্‌পুটেও বেশ আছে, কিন্তু হলে কি হয়, আপ্‌নিই বোল্‌ছেন, কাজকর্ম্মে কুড়ে। কুড়ে নিয়ে আমি কি কোর্‌বো? রূপ নিয়ে কি বাতি দিব?"

আমি ভাব্‌লেম্, এ আবার কি ব্যাপার!—গুরুপত্নী করেন কি? যে লোককে ডেকেছেন, যার হাতে আমায় দিতে চান, সে আমারে চায় না! সে বলে, দরকার নাই! তিনি বল্লেন, নিয়ে যাও! ব্যাপারখানা কি? গ্রহ আমার নিতান্তই বিগুণ! গুরুপত্নী আমারে তাড়িয়ে দিবেন,—জোর কোরে একজনের হাতে গছিয়ে দিবেন, অথচ সে লোক বলে চাই না! না চায় ত ভালই হয়। রাক্ষসের হাতে আমি কখনই যাব না! বিবি যদি না রাখেন, নাই রাখ্‌লেন। হাত পা হয়েছে, জ্ঞান হয়েছে, অন্ধকারেও চক্ষু ফুটেছে, যে দিকে ইচ্ছা, সেইদিকেই পা ছুটিয়ে চোলে যাব। ভগবানের রাজত্ব, ভয় কি? কোটি কোটি লোক বাস কোচ্চে, কোটি কোটি লোকের স্থান হোচ্চে, এতবড় বিশালব্রহ্মাণ্ডে আমি কি একটুও আলিয় আশ্রয় পাব না? অবশ্যই পাব!—দেখি দেখি, আরও বা কি হয়!

যতক্ষণ আমি এই ভাবে থাক্‌লেম, ততক্ষণ তাঁরা ঘরের ভিতর উভয়েই নীরব। আবার আমি কথা শুন্‌তে পেলেম। বিবি নেল্‌সন্ বোল্লেন, "আর তো আমি বিলম্ব কোত্তে পারি না! বোলেছি তোমাকে, এদেশেই আর থাক্‌বো না। লিবারপুলে আমার একটী ভগ্নী আছেন,—কুমারী ভগ্নী;—সেই ভগ্নীর কাছেই আমি যাব;—কল্যই যাব। কল্যই সব লোকজনের জবাব হবে। এই অবকাশের মধ্যে উইল্‌মটের জন্য কিছু করা চাই। তুমি নিয়ে যাও! তোমার হাতে যদি এখন কোন রকম কাজকর্ম্ম না থাকে, অপর কারখানায় বোলে দিও। হাঁ, হাঁ, ভালকথা!—সেই টম্‌সন্,—সেই কাপড়ওয়ালা,—সেই টম্‌সন্ আমার অনেক টাকা খেয়েছে। তারি কাছে নিয়ে যাও। আমার নাম কোরে তারি কাছে বোলে দিও।"

লোকটা যেন একটু ক্ষার্‌বারি ধরণে ভারী হয়ে গম্ভীর বচনে বোল্লে, "টম্‌সন্? টম্‌সনের আর সেদিন নাই! আগেই ত বোলেছি, বাজার ভারী মন্দা, সকলেরই কাজ-কর্ম্ম নরম। একেবারেই বন্ধ! টম্‌সন্ একপ্রকার নিষ্কর্ম্মা। নূতন লোক নিযুক্ত করা দূরে থাক্, সাবেক লোকগুলোকে জবাব দিয়ে দিচ্ছে। আমার কথায় যদি প্রত্যয় না হয়, আরও শুনুন। আমার এক ভাইপো আছে, সেটী দেখ্‌তে ঠিক ঐ উইল্‌মটের মত সুন্দর, অবয়বও ঠিক ঐ রকম। কাজকর্ম্মও কিছু কিছু শিখেছে। আমি তারে

টম্‌সনের দোকানে উমেদারী কোত্তে বোলে দিই। কিছুই কাজকর্ম্ম নাই বোলে টম্‌সন্ তারে বিদায় কোরে দিয়েছে!"

"তোমার তাতে কি?" বাধা দিয়ে বিবি নেল্‌সন বোল্লেন; "তোমার তাতে কি?—একজনকে বিদায় কোরে দিয়েছে,—দিয়েছে দিয়েইছে, তোমার তাতে কি হলো?—টম্‌সন্ আমার বাধ্য। আমার কথা সে রাখ্‌বেই রাখ্‌বে। তুমি নিয়ে যাও! আরও এককথা। ছোঁড়াকে এখন বেতন দিতে হবে না; খোরপোষ দিলেই চোল্‌বে। কাজকর্ম্ম শিখ্‌বে। যখন শিখ্‌বে, তখনকার বন্দোবস্ত—"

এই পর্য্যন্ত শুনেছি, হঠাৎ উপরের সিড়িতে মানুষের পায়ের শব্দ হলো। আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম! কে একজন তাড়াতাড়ি নেমে আস্‌ছে, এসেই আমারে ধোরে ফেল্‌বে!—পালাই!—লুকিয়ে লুকিয়ে গুপ্ত পরামর্শ শুন্‌ছি, আমার বিসর্জ্জনের আয়োজন হোচ্চে, আগেই আমি তা জান্‌তে পাচ্চি, প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে। বিপদে পোড়্‌বো। কথাটা বড় ভাল নয়। মনে কোল্লেম, পালাই!

মনে মনে কোচ্চি, একজন দাসী নেমে এলো। তখন আমার ভর্সা হলো। সেই দাসীটী ঐ বাড়ীতে অনেক দিন আছে। সে আমারে ভালবাসে। আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, হয় ত দেখ্‌তে পেলে না। যে ঘরে পরামর্শ হোচ্ছিল, অন্য দরজা দিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লে। আমিও সেই অবসরে সোরে গেলেম। একটু পরেই সেই দাসী আমার কাছে ফিরে এলো। এসেই বোল্লে, "জোসেফ! চলো! গৃহিণী তোমারে ডাক্‌ছেন।" আমি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম।—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা বোল্লেম, "শুন্‌লে কি?"

দাসী উত্তর কোল্লে—"জুকেস্ এসেছে, জুকেস্ তোমারে নিয়ে যাবে!"

লোকটার নাম জুকেস্!—যেমন নাম, তেমনি চেহারা! থর থর কোরে কেঁপে উঠ্‌লেম। বুকের ভিতরে যেন জলন্ত আগুনের হল্কা ছুট্‌লো! জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায় নিয়ে যাবে?"

"তা আমি ঠিক জানি না। বোধ হয়, নিজেরই বাড়ীতে।"—এই পর্য্যন্ত বোলে বসনাঞ্চলে চক্ষু ঢেকে দাসী আমারে কাতরস্বরে পুনর্ব্বারে বোল্লে, "আহা! জোসেফ!—তুমি আমাদের ছেড়ে চোল্লে!"

আমার চক্ষের জল সর্ব্বক্ষণই ছিল, কিঙ্করীর কাতরতা দেখে সেই জল যেন আরও বেড়ে উঠ্‌লো। মনে কোল্লেম, দাসী,—নীচকুলে জন্ম,—এর প্রাণেও এত মায়া! কিন্তু আমার গুরুপত্নী, যাঁরে আমি মা বোলে ডাকি, যিনি আমারে এতবড় কোরেছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে সমস্ত মায়াদয়া কাটিয়ে জবাব দিতে প্রস্তুত! দূর দূর কোরেই যেন তাড়িয়ে দিচ্ছেন! একটা কুচক্রী বদ্‌মাসের হাতে সোঁপে দিচ্ছেন! অদৃষ্টই মানুষের সুখদুঃখের মূল!

ভাব্‌লে আর কি হবে? আস্তে আস্তে উঠ্‌লেম, চক্ষের জল মুছ্‌লেম, যেতে যেতে

থোম্‌কে থোম্‌কে দাঁড়ালেম, যতটুকু সাবধান হওয়া দরকার, ততটুকু সাবধান হয়েই মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ কোল্লেম। বিবি নেল্‌সন্ আর সেই দোকানদার জুকেস্ উভয়ে দুখানি চৌকিতে মুখামুখী কোরে বোসে আছেন, কথাবার্ত্তা নাই। মানুষেরা যেমন দুজনে একটা কিছু সংকল্প স্থির কোরে, যার জন্য সংকল্প, সেই লোককে সেই সংকল্পের কথা শুনিয়ে দিবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বোসে থাকে; তাঁদেরও তখন ঠিক সেই ভাব। আমি গিয়ে দাঁড়ালেম।

বিবি নেল্‌সন আমারে বোস্‌তে বোল্লেন, আমি বোস্‌লেম। আশ্রয়দায়িনীর মুখ থেকে কি বজ্রসম নির্ঘাত বাণী বহির্গত হয়, সেই বাণী শোন্‌বার জন্যেই অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁর মুখপানে চেয়ে থাক্‌লেম।

গুরুপত্নী আমারে অকাতরে বোল্লেন, "জোসেফ্! তুমি যাও; আর আমি তোমায় রাখ্‌তে পাল্লেম না। এ দেশেই আমি থাক্‌বো না! তুমি বিদায় হও!" এই কটী কথায় আমার মর্ম্মে সাংঘাতিক বেদনা দিয়ে, অঙ্গুলিদ্বারা জুকেসের দিকে ইঙ্গিত কোরে, আমার গুরুপত্নী আমারে আবার বোল্লেন, "এই লোকটী অতি ভদ্রলোক। অত্যন্ত ভালমানুষ। কারবারে ইহাঁর বেশ সুনাম। কারবারও খুব ফ্যালাও। ইনি তোমারে নিয়ে যাচ্চেন।—যাও! কাজকর্ম্ম শিক্ষা করগে, বেশ সুখে থাক্‌বে। বিদায় পাও!"

আমি আর চক্ষের জল চক্ষে রাখ্‌তে পাল্লেম না; মুহুর্মুহুঃ অনর্গলধারে প্রবাহিত হতে লাগ্‌লো। চক্ষের জলে মুখবুক ভেসে গেল। আসন থেকে উঠে, গুরুপত্নীর পদতলে লুটিয়ে পোড়ে, রোদন কোত্তে কোত্তে কত কথাই যে বোল্লেম, সে সব কথা এখন মনে পড়ে না। আমার রোদনে সেই দয়াবতীর মনে একটুও দয়ার সঞ্চার হলো না!—কেঁদে কেঁদে আমি বার বার বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "রক্ষা করুন,—রক্ষা করুন!—আমার কেউ নাই!—মিনতি করি, পায়ে ধরি,—তাড়িয়ে দিবেন না!—আমি খেটে খাব!—গলগ্রহ থাক্‌বো না! কেউ নাই!—আমি—"

শেষকথা বোল্‌তে না বোল্‌তেই বিবি নেল্‌সন একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে জুকেসের মুখপানে চেয়ে একটু নম্রস্বরে আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কেউ নাই, তা জানি; আমি লিসেষ্টারের ও লণ্ডনের সমস্ত সংবাদপত্রে এই রকম বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেম, জোসেফ্ উইল্‌মটের পরিচিত কোন আত্মীয় লোক যদি কেহ কোথাও থাকেন, লিসেষ্টারের স্কুলগৃহে সংবাদ দিলেই তত্ত্ব জান্‌তে পারবেন। কোন সংবাদ এলো না। কেহই তোমার তত্ত্ব নিলে না। তবে আর আমি কি করি? আর আমার ক্ষমতা নাই। আমি তোমারে ভরণপোষণ দিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বো না। আমি গরিব। তুমি এই সময় আপনার পথ আপনি দেখ। আমি তোমার—"

শেষকথা বোল্‌তে বোল্‌তেই সেই নিষ্ঠুরভাষিণী তাড়াতাড়ি আপ্‌নার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আমি পদতলে পোড়ে ছিলেম, আমার হাত ধোরে তুল্লেন।

তুলেই বোল্লেন, "বিদায়!—বিদায়!—যাও জোসেফ্!—এই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে যাও! সুখে থাক্‌বে, কোন কষ্ট হবে না। আমার আশা ছেড়ে দাও। এতদিন আমি তোমায় আশ্রয় ছিলেম, এখন আমিও তোমারে পরিত্যাগ কোল্লেম। জগৎসংসারে আর তোমার বন্ধুবান্ধব একটীও নাই!—এই জুকেস্ তোমার বন্ধু হবেন!—যাও!"

"যাও!" বোল্‌তে বোল্‌তেই আমার গুরুপত্নী কটাক্ষে সেই জুকেসের দিকে সঙ্কেত কোরে, চঞ্চলচরণে আর একটা পাশের ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। প্রবেশ কোরেই সে ঘরের দরজা বন্ধ কোরে দিলেন!

"কোথায় যান!—কোথা যান!—আমি যাব!—যেখানে আপ্‌নি যাবেন, সেইখানেই আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব! কিছুতেই আমি ছাড়বো না! শরীর খাটিয়ে আপনার উদর আমি আপ্‌নি পোষণ কোর্‌বো, আর আমি আপ্‌নার গলগ্রহ থাক্‌বো না! তাড়িয়ে দিবেন না! প্রাণ যায়, যাক্, ও লোকের সঙ্গে আমি কখনই যাব না!"

এই সব কথা বোলে জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগ্‌লেম। দরজার ধারে গড়াগড়ি খেয়ে চক্ষের জলে ভাস্‌তে লাগ্‌লেম। কাহারও দয়া হলো না! সেই জুকেস্‌টা সজোরে আমার হাত ধোরে টানাটানি আরম্ভ কোল্লে। ছেলেমানুষ আমি, পার্‌বো কেন তার জোরে! অনেকক্ষণ আছাড়ি পিছাড়ি খেলেম, চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্‌লেম, কিছুতেই কিছু হলো না। জুকেস্ আমারে হিড়্ হিড়্ কোরে টেনে ঘর থেকে বার কোরে নিয়ে গেল; ফটকে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল. জুকেস আমার বাক্‌সটী সেই গাড়ীতে তুলে দিয়ে, আমারেও তুলে দিলে! সেই দয়াবতী দাসীটী অন্যদিকে মুখ কোরে, আঁচল মুখে দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।—জুকেস্ আমারে গাড়ীতে তুলে নিজেও আমার গা ঘেঁসে বোস্‌লো। লোকটার গায়ে একটা ভয়ানক দুর্গন্ধ!

গাড়ীখানা যেন নক্ষত্রগতিতে ছুটে চোল্লো। তখন ঠিক সন্ধ্যা হয়েছে। গাড়ী তখন কোন্‌দিকে যাচ্চে, কিছুই জান্‌তে পাচ্চি না। সোজা পথেও যাচ্চে না। কখনো এ দিক, কখনো ও দিক, কখনো অন্যদিক, এই রকম বাঁকা বাঁকা পথে গাড়ীখানা ছুটেছে। গাড়ীর ভিতর জুকেস আর আমি।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঠাঁই ঠাঁই গৃহস্থ লোকেরা আলো জেলেছে। অনেক ফাঁক্ ফাঁক লোকালয়। লক্ষণে বুঝ্‌তে পাচ্চি, আলো দেখেও জান্‌ছি, এক একখানা দোকান ঘর। ঠাঁই ঠাঁই কেবল বড় বড় গাছ, ধারে ধারে বন জঙ্গল, দুধারেই পশু-পক্ষীর কলরব। গাড়ীখানা কতদূর গেল, বাঁকা বাঁকা এলো মেলো গতিতে সেটা আমি ঠিক রাখ্‌তে পাল্লেম না। কতদূরই যাচ্চি, বিরাম নাই। লোকালয় অদৃশ্য। শেষে একখানা বহুকালের পুরাতন অট্টালিকার ফটকে গাড়ীখানা থাম্‌লো। বাঘের মত একটা লাফ দিয়ে জুকেস্‌টা সেই ফটকের কাছে নাম্‌লো। কর্কশস্বরে আমারেও নাম্‌তে বোল্লে। আমি নাম্‌লেম না। অল্প অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, বাড়ীখানা প্রকাণ্ড! ঠাঁই ঠাঁই ভাঙ্গা, ঠাঁই ঠাঁই দরজা খোলা, ঠাঁই ঠাঁই একটু একটু আলো।

ফটকে একজন বুড়ো দরোয়ান ছিল, জুকেস তারে দরজা খুল্‌তে হুকুম দিল। একটা লণ্ঠন হাতে কোরে দরোয়ানটা সেই ফটকের কপাটের চাবি খুলে দিলে। দরোয়ানটা বুড়ো, কিন্তু চেহারা দেখ্‌লে ভয় হয়। মুখের আকৃতি আরও ভয়ানক! সেই ভয়ানক লোকটাও খানিকক্ষণ গাড়ীর দিকে কট্‌মট্‌ কোরে চেয়ে থাক্‌লো!

আমি ত গাড়ীর ভিতর আড়ষ্ট। এ'দিক ও দিক চেয়ে দেখ্‌ছি, কোন্ দিক দিয়ে পলায়ন করা সুবিধা, মনে মনে সেইটাই ইৎফাক্ কোচ্চি, জুকেস্‌টা বার বার গর্জ্জন কোরে কর্কশস্বরে আমারে ডাক্‌ছে, আমি তখন এক রকম মোরিয়া হয়েছি, তার কথায় ভ্রূক্ষেপও কোচ্চি না। শেষকালে জুকেস্‌টা যেন বাঘের মত লাফ দিয়ে আমার একখানা হাত ধোল্লে?—ধোরেই টানাটানি! তার গায়ে জোর বেশী, কাজেই তখন আমারে দায়ে পোড়ে গাড়ী থেকে নাম্‌তে হলো। তখনও সেই পিশাচটা আমারে টানাটানি কোচ্চে। ভয়ানক টানাটানিতে আমি অমনি ধুপুস্ কোরে ধুলার উপর পোড়ে গেলেম। জুকেসের হাতটা আল্‌গা হয়ে গেল। বোধ হয়, শক্ত কোরে ধোত্তে পারে নাই, হাতটা পিছ্‌লে গেল। আমি ভর্সা পেলেম। তখনও পর্য্যন্ত ছাড়ে না। লোকটা আবার আমার হাত ধোরে টান দিতে লাগ্‌লো। টানা-টানি কোরে ফটকের ধার পর্য্যন্ত নিয়ে গেল। আমি তখন প্রাণপণ যত্নে পালাবার পন্থা দেখ্‌ছি। টানাটানি কোচ্চি না।

জুকেস আমারে সেই রকম নিশ্চেষ্ট দেখে একটু নরম কথায় বোল্লে, "উইল্‌মট! এই তোমার আশ্রম। এই আশ্রমেই তুমি সুখী হবে। কাজকর্ম্ম শিখ্‌বে, দু এক বছরের মধ্যেই পাকা হয়ে উঠ্‌বে। আর তখন পরের উপাসনা কোত্তে হবে না। এসো,—ভিতরে এসো। উত্তম স্থান!"

বাড়ীখানা আবার দেখেই আমি আঁতকে যেন আঁৎকে উঠ্‌লেম। সে বাড়ী মানুষ থাকে কি বাঘভাল্লুক থাকে, ডাকাতের বাস, কিম্বা কোন ভূতপ্রেত রাক্ষস-পিশাচ বাস করে, এম্‌নি প্রতিক। যতই দেখ্‌ছি, ততই ভয় হোচ্চে। ভয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ আশ্রমের নাম কি?" বিকট মুখভঙ্গী কোরে জুকেস উত্তর দিলে, "নাম?—নামে তোমার দরকার কি? যে সকল ছেলে-মেয়ের মাবাপ নাই, বন্ধুবান্ধব নাই, থাক্‌বার স্থান নাই, সেই সব অনাথ-অনাথাকে দয়া কোরে আমি প্রতিপালন করি, দয়া কোরে আমি কাজকর্ম্ম দিই, যত্ন কোরে কাজকর্ম্ম শিখাই, সকলেই সুখে থাকে। তুমিও সুখে থাক্‌বে।" কিছুই আমার ভাল লাগ্‌লো না। যেমন সময় কথা বাড়ানো ভাল, লোকটাকে অন্যমনস্ক করা ভাল, এইটিই স্থির কোরে আমি কথা বাড়াতে আরম্ভ কোল্লেম। সুখে থাক্‌বার ছলনাটাকে আমি মনেও স্থান দিলেম না। শঙ্কিত কম্পিতকণ্ঠে আমি আবার কেঁপে কেঁপে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ আশ্রমের নাম কি?"

জুকেস্ পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিকট ভঙ্গীতে উত্তর কোল্লে, "নাম?—নাম সুখের বাড়ী।

গরিব লোকের ছেলেরা যেখানে আশ্রয় পায়, সুখের বাড়ী ভিন্ন সেই বাড়ীর আর কি নাম হতে পারে? এ বাড়ীর নাম কারখানা বাড়ী।”

“কারখানা বাড়ী!”—এই নাম শুনেই আমার আত্মাপুরুষ কেঁপে গেল! পূর্ব্বে কখনো কারখানা বাড়ী দেখি নাই, গল্পে শুনেছি, এসব জায়গার কারখানা বাড়ী জেলখানা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর! ঘৃণা, ক্রোধ, আতঙ্ক, নৈরাশ্য, সমস্তই যেন সেই মহাসঙ্কট সময়ে এক সঙ্গে আমার বুকের ভিতর এসে জড় হলো। মেরে ফেল্‌তেই এনেছে!—কারখানা বাড়ীতে যারা যায়, তারা কাজকর্ম্ম করে, খায় পরে, একটু একটু সুখেও থাকে; সে কথা আমি শুনেচি। কিন্তু এ কারখানার যেরূপ কারখানা বুঝ্‌তে পাল্লেম, তাতে কোরে এক রাত্রি সেখানে বাস কোল্লেই প্রাণ যাবে;—অন্য কোন কারণেও যদি না যায় জুকেসের হাতেই যাবে! যে চেহারার লোক সেই জুকেস্, সে চেহারা অনায়াসেই মানুষ মাত্তে পারে! নিকটে লোকালয় নাই, বাড়ীর ভিতরেও যে লোকজন আছে, যদি থাকে, তারাও যেন মোরে আছে। সন্ধ্যাকাল, তথায় একটীও জন মানবের আকৃতিও দেখ্‌ছি না, সাড়াশব্দও পাচ্চি না। মানুষের মধ্যে কেবল এক দরোয়ান। সে দরোয়ানটারও দুশ্‌মন চেহারা!

দেখ্‌লেম, পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। কথায় কথায় অনেকটা সময় নষ্ট হলো। জুকেস্‌টা ফটকের ভিতর ঝুঁকে পোড়ে আমার হাত ধোরে টান্‌ছে, আমি বাহিরে। আমার মতলব এক প্রকার, জুকেসের মতলব অন্য প্রকার। হাত ধরা আছে, ধীরে ধীরে উঠে বোস্‌লেম। বোসে বোসেই সশঙ্ক নয়নে চারিধারে দৃষ্টিপাত কোচ্চি। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেম। জুকেস হয় ত মনে কোল্লে, সেইবার আমি পোষ মেনেছি, আশ্রমে প্রবেশের জন্যেই দাঁড়ালেম। মনে যেন তার আহ্লাদ হলো। মুখে যেন একটু আহ্লাদের হাসি খেলা কোরে গেল। হাত কিন্তু ধোরে আছে। কিছুতেই ছাড়্‌ছে না। আমিও কিছুতে সুযোগ পাচ্চি না। আস্তে আস্তে সোরে সোরে ফটকের কপাট ঘেঁসে দাঁড়ালেম। অনুভবে বুঝ্‌লেম, জুকেসের হাতখানা আরো একটু ঢিলে হয়ে গেল। আর কোথায় যায়! আমি অমনি ধাঁ কোরে একটা হেঁচ্‌কাটান মাল্লেম! অন্যমনস্ক ছিল কি না, যেমন টান মেরেছি, তাল সাম্‌লাতে না পেরে লোকটা অম্‌নি ভিতরদিকে সটান চিৎপাত হয়ে পোড়ে গেল! তত ভয়েও আমি হেসে ফেল্লেম! হেসেই ছুট! নিকটে গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে ছিল, তফাত দিয়ে ঘুরে গিয়ে উত্তরমুখেই ছুট! নক্ষত্রবেগে ছুট! পড়ি ত মরি!—মরি কি বাঁচি, সে জ্ঞান তখন ছিল না! অন্ধকার, পথ চিনি না, কোথায় এসেছি, তাও জানি না, কোন্ দিকে যাচ্চি, কোন্ দিকে গেলে কোথায় যাব, কিছুই জানা ছিল না, তথাপি ছুট্‌ছি। এক একবার ভয়ে ভয়ে পেছন দিকে তাকাচ্চি, আর ভোঁ ভোঁ কোরে দৌড়ুচ্চি। খানা, নালা, বন, জঙ্গল, কিছুই গ্রাহ্য কোচ্চি না। তীর যেমন ধনুক ছাড়া হোলে বাতাসের আগে আগে ছুটে যায়, আমিও যেন সেই রকম তীরের মত দৌড়ুচ্চি। কোথায় যাচ্চি, কিছুই জানি না!

কাণের ভিতর বাতাস যাচ্ছে,—চক্ষে কিছুই দেখ্তে পাচ্চি না,—গাছে গাছে মাথা ঠোকা ঠোকি হোচ্চে,—ভ্রূক্ষেপও কোচ্চি না,—ক্রমাগতই ছুটেছি! সম্মুখে তখন যদি কোন পাহাড়পর্ব্বত পড়ে, হঠাৎ সেই পাহাড়ে যদি সজোরে ধাক্কা লাগে; তা হোলে এককালে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, সে আশঙ্কাটা তখন মনেও আস্‌ছে না!

ছুটে ছুটে হাঁপিয়ে পোড়্‌লেম।—পা আর চলে না। দম্ বন্ধ হয় হয়, এমনি উপক্রম। এক জায়গায় দাঁড়ালেম,—পেছন ফিরে চাইলেম,—কিছুই দেখা গেল না! অন্ধকার! মানুষ ছুটে এলে অবশ্যই শব্দ হবে;—আমি পলাতক,—পলাতকের সঙ্গ নিয়ে রাগভরে যারা খোজে আস্‌ছে, তারা কখনই চুপি চুপি আস্‌বে না। পথের ধারে ক্ষণকাল গা ঢাকা হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ভয়টা একটু কোমে এলো। বেশী দূর আস্‌তে পারি নি,—তখনও পর্য্যন্ত নিরাপদ নয়। শরীর অবসন্ন হোলেও বিশ্রাম কোত্তে সাহস হলো না,—যথাশক্তি আবার ছুট দিলেম! সে বারে আর আগের মত দ্রুত ছুট্‌তে পাল্লেম না। ছুটে ছুটে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পোড়্‌লেম। যত দূর এলেম, তত দূরেই যেন দুধারি বনজঙ্গল। যে জায়গায় এসে পোড়্‌লেম, সেখানেও একটু দূরে দূরে জঙ্গল। আমি একটা জঙ্গলের ধারে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পোড়্‌লেম।

তৃতীয় প্রসঙ্গ।

রাজধানী।

বিপদের সঙ্গে বিপদ আসে। অধ্যাপকের মৃত্যু, অধ্যাপকের পত্নীর নিষ্ঠুরতা, জুকেসের দৌত্যকর্ম্ম, জুকেসের হাতে আমার সমর্পণ, ভয়ানক কারখানাবাড়ীর ভয়ানক নাম শ্রবণ, জুকেসের হাত থেকে পলায়ন,—সমস্তই আমার পক্ষে বিপদ! যেখানে এসে হাঁপ ছেড়েছি, অন্ধকারে বনের ধারে যেখানে এসে শুয়েছি, নিশ্চিন্ত হয়ে সেখানেও বেশীক্ষণ শুয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না। মুহুর্মুহুঃ মনে হোতে লাগ্‌লো, ঐ বুঝি মানুষের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে,—ঐ বুঝি সেই রাক্ষসাকার জুকেস এসে চুপি চুপি আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়েছে,—ঐ বুঝি কারা আমারে ধর্‌বার জন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে আস্‌ছে! অন্ধকারেই এই রকম বিভীষিকা দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কিছুই শুন্‌ছি না, কিছুই দেখ্‌ছি না, ভয় কিন্তু কোম্‌ছে না। ভয়ও কমে না, চিন্তাও কমে না! যতই অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি, ততই ভয়চিন্তা বাড়ে!

চেয়ে আছি, চক্ষু বুজুতে সাহস হোচ্চে না; কাণও ঠিক আছে!—দেখ্‌ছি কেবল

অন্ধকার,—শুন্‌ছি কেবল অন্ধকারের শব্দ! বোধ হলো যেন, সকল জিনিসেরই শব্দ আছে। অন্ধকারের শব্দ কি প্রকার?—যদি কেহ কখনো আমার মত অবস্থায়, সেই রকম অন্ধকারে, সেই রকম জঙ্গলের বিজন স্থানে, সেই রকম রাত্রিকালে, সেই রকম বিপদে পতিত হয়ে থাকেন, তা হোলে তিনিই হয় ত আমার মতন শুনে শুনে বুঝে থাক্‌বেন, অন্ধকারের শব্দ কি প্রকার! শব্দ শুনা যায়, ধরা যায়, মনেও ধারণা হয়, কিন্তু ব্যাখ্যা কোরে বুঝান যায় না।

অন্ধকারেই আমি উঠে বোস্‌লেম,—অন্ধকারেই চারিদিকে চাইলেম,—কিছুই দেখা গেল না। ঝাপি ঝাপি বনজঙ্গল। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। দুধারি জঙ্গল, দুধারিই গাছ। মাঝখানে চলাচলের পথ। কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত। আমার মনের তখন যে প্রকার অবস্থা, তাতে কোরে গাছ দেখ্‌ছি কি মানুষ দেখ্‌ছি, কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্চি না! উঠে দাঁড়ালেম। বনের ধারেই শুয়ে ছিলেম, পথের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেম। ভয় তখন আমার অন্তরে কত প্রকার বিকট বিকট খেলা কোচ্ছিল, ভয়ের সে সময়ের ছবি এঁকে দেখান যায় না। আবার আমি দৌড় দিলেম! তখন যেন কতই অবসন্ন হয়ে পোড়েছি, পায়ে যেন কিছুই শক্তি নাই, দৌড়ুচ্চি, পা যেন ভেঙে ভেঙে পোড়্‌ছে। স্বপ্নে যেমন কোন ভয়ের বস্তু দেখ্‌লে সর্ব্ব শরীর ভারী হয়, পা যেমন তোলা যায় না, স্বপ্নের ভয়ে ছুটে যাওয়া মানুষের পক্ষে যেমন অসম্ভব, আমার পক্ষেও তখনকার ছুট যেন তেম্‌নি অসম্ভব বোধ হোতে লাগ্‌লো। জুকেসের কারখানাবাড়ী থেকে পলায়নের পর অনেক ক্ষণ অতীত হয়ে গেছে; রাত্রিও প্রায় মাঝা মাঝি; জুকেসের লোকজন সেই সন্ধ্যা থেকেই যদি আমার সঙ্গ নিতো, তা হোলে তত রাত পর্য্যন্ত কখনই আমি নিরাপদে থাক্‌তে পাত্তেম না। কেহই সঙ্গ লয় নাই, মনে সেই একটা ভরসা ছিল। বেশী ছুটেরও প্রয়োজন হলো না। ক্ষমতাও ছিল না। যতটুকু ক্ষমতা, ততটুকু ক্ষমতাবলেই যথাসম্ভব দ্রুতগতি ছুট্‌তে লাগ্‌লেম। পথটা বনপথ, একথা বলাই বাহুল্য। এক রকম ভালই হয়েছে। অন্ধকারে সহরের রাস্তা ধোত্তে না পেরে, বনের দিকেই ছুটে এসেছি;—এক প্রকার কোরেছি ভাল। তাতেই আমার রক্ষা হয়েছে। পরমেশ্বর সে রাত্রে সেই রকমে পথ ভুলিয়ে দিয়েই আমার রক্ষার উপায় কোরে দিয়েছেন!

ছুটেছি,—পথের মাঝখান দিয়েই ছুটেছি! ধারে ধারে যাচ্চি না। কি জানি, যদি কোন দুষ্ট লোক আমার সন্ধানে এসে অন্ধকারে বনের ধারে ওৎ কোরে বোসে থাকে, ধারে ধারে গেলে দৈবাৎ যদি বনের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে আমার ঘাড়ে পড়ে, সেই ভয়ে ধারে ধারে চৌল্‌ছি না। মাঝখানে মাঝখানেই ছুটে চোলেছি। বনটা তত নিবিড় নয়, হিংস্র জন্তু বোধ হয় কম থাকে।—কম থাকে কি বেশী থাকে, তা আমার তখন জান্‌বার সময় ছিল না। সে দিকে মনই ছিল না। মানুষের ভয়েই ছুটে পালাচ্চি!—মানুষের নামেই আমার ভয়!

পালাচ্ছি ত পালাচ্ছি ! পালিয়ে কিন্তু যাচ্ছি কোথা, সে জ্ঞান আমার নাই ! সমস্ত রাত্রি ছুটলেম। যা দেখি, তাই-ই আমার চক্ষে নূতন। লিসেষ্টারেই বড় রাস্তা দেখেছি। তখনো পর্য্যন্ত লিসেষ্টার ছাড়াই নাই। বালক আমি, এক রাত্রে কতই ছুটতে পেরেছি? বোধ হলো যেন, অনেক নিকটেই রয়েছি। নগরের প্রায় এক ক্রোশ বাহিরে আমাদের পাঠশালা ছিল, সেই এক ক্রোশের পরেই জুকেসের কারখানাবাড়ী। সেই বাড়ীর ফটক থেকেই আমার চম্পট। তারি পরেই বনে বনে ভ্রমণ। অল্পক্ষণ হাঁপ ছাড়বার অবকাশ !—এখন ভোর।

প্রথমেই বড় রাস্তায় আমার বড় ভাবনা। রাস্তাটী উত্তরদক্ষিণে লম্বা। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, তার ঠিক পূর্ব্বদিকে সেই রাস্তার আর একটা শাখা চোলে গিয়েছে। তিন দিকেই যাওয়া যায়,—বামেও যাওয়া যায়, দক্ষিণেও যাওয়া যায়, সম্মুখেও যাওয়া যায়। আমি তখন কোন্ দিকে যাই ?

ভেবে চিন্তে বামের রাস্তাটাই ধোল্লেম। পথে একটীও মানুষ চলে না। একাকীই আমি চোলেছি। ক্রমে ক্রমে ফর্সা হলো, দু একজন মানুষ চোলতে আরম্ভ কোল্লে। সকল মানুষের দিকেই আড়ে আড়ে আমি চেয়ে দেখ্‌ছি,—চেয়ে চেয়েই অম্‌নি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্চি; একটু একটু ভয়ও আস্‌ছে। যদিও বনে বনে অনেকদূর এসেছি, যদিও সে সব লোক অচেনা, তথাপি কিন্তু সন্দেহ আমারে ছাড়ে না। আমি বনে বনে পালিয়েছি, জুকেস সেটা হয় ত জানে না। লোকজন সঙ্গে কোরে তারা হয় ত সদর রাস্তাতেই খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে। নিজে হয় ত অন্য পথে গিয়েছে, কিম্বা হয় ত এই দিকেই কোথা লুকিয়ে আছে, এরা হয় ত তার গুপ্তচর।

আমার সে সন্দেহটা বেশীক্ষণ দাঁড়ালো না। পথের মানুষেরা আমার গা ঘেঁসে পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ কোরে চোলে গেল, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখ্‌লে না। রাস্তা দিয়ে কত রকমের কত মানুষ চোলে যায়, কোথায় কে কার পানে চেয়ে দেখে ? কেই বা কার খবর লয় ?

আমি নির্ভয় হোলেম। ক্রমেই রাজপথে বেশী লোকের গতিবিধি আরম্ভ হলো। সূর্য্যের উদয়ে দশদিক পরিষ্কার হয়ে এলো। বড় বড় গাছ আর বড় বড় বাড়ীরা সর্ব্ব প্রথমেই সূর্য্যকিরণ মাথায় কোরে অল্পে অল্পে পৃথিবীর উপর ঢেলে দিলে। বিলক্ষণ রৌদ্র উঠ্‌লো। রাস্তায় অনেক লোক।

আমি আর ছুট্‌ছি না। ক্ষুধা অত্যন্ত হয়েছে। রাস্তা দিয়ে চোলেছি, রাস্তার ধারে বিশ্রামের স্থান কোথাও দেখ্‌তে পাচ্চি না। অন্যমনস্ক হয়ে কতদূরেই চোলে যাচ্ছি, এক জায়গায় দেখি, রাস্তার বাঁ দিকে একখানা পাথর পোঁতা। ত্বরিতপদে আমি সেই পাথরখানার কাছে গেলেম। দেখ্‌লেম, সেটা রাস্তা মাপের পাথর। যেখানে আমি পৌঁছেছি, সেখান থেকে ৯৮ মাইল দূরে লণ্ডন। কতদূরে আমি এসেছি, সেটা জানা ছিল না, কিন্তু ৯৮ মাইল দূরে লণ্ডন, পাথরের গায়ে অঙ্কিত অঙ্ক দেখে বুঝ্‌তে পাল্লেম।

লণ্ডনের নামেই আমার আহ্লাদ হলো। ভয়টা অনেক পরিমাণে ঘুচে গেল। মনে মনে আপ্‌না আপ্‌নিই উৎসাহ পেলেম;—উৎসাহের সঙ্গে সাহস। লণ্ডন!—ওঃ! এই লণ্ডনের কথা অনেকবার আমি আমার অধ্যাপকের মুখে শুনেছি। উল্লাসে উল্লাসে পুস্তকেও পাঠ কোরেছি। লণ্ডনে গেলে নিরুপায় লোকে নিরুপায় থাকে না, নিরাশ্রয় লোকে নিরাশ্রয় থাকে না,—নির্ধন লোকের ধনের অভাব থাকে না,—নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যথায় তথায় কর্ম্ম পায়,—আলস্যের জীবন নিরলস হয়ে উঠে। লণ্ডনে সকলেই সুখী। আমি লণ্ডনে যাব!—বুকের ভিতর সংকল্প কোল্লেম, যে রকমে পারি, যতদিনে পারি, অবশ্যই আমি লণ্ডনে যাব!

লণ্ডন!—ব্রিটন রাজ্যের প্রধান রাজধানী স্বর্ণময় লণ্ডন। আমি শুনেছিলেম, লণ্ডনের সমস্ত রাজপথ সোণা দিয়ে বাঁধা। লণ্ডনের লোকজন বড় দয়ালু। সকল লোকেই ধনী, বিদেশী গরিব লোক দেখ্‌লে তাঁরা যত্ন কোরে আশ্রয় দেন, খেতে পোর্‌তে দেন, কর্ম্ম দেন। আমিও লণ্ডনে গেলে কর্ম্ম পাব। হুকেস আর আমার কিছুমাত্র সন্ধান পাবে না। আমি লণ্ডনে যাব!

চোল্লেম।—মনকে এক রকম সাহসের পাষাণে খুব শক্ত কোরে বেঁধে, আমি লণ্ডনে চোল্লেম। যাচ্চি,—যে শক্তি ছিল না, সেই শক্তি যেন আবার ফিরে এলো। সাহসে ভর কোরে আমি ঠিক যেন উড়ে উড়েই যাচ্চি! প্রায় আধ ক্রোশ পথ এগিয়ে গেছি, পশ্চাতে টপাটপ্ শব্দে ঘোড়ার পায়ের শব্দ হলো। পেছন ফিরে চেয়ে দেখি, একখানা গাড়ী।—চার ঘোড়ার গাড়ী! গাড়ীখানা যেন গড়্‌গড়্ শব্দে বাতাসের সঙ্গে ছুটে আস্‌ছে!

প্রাণটা চোম্‌কে উঠ্‌লো। যে ভয়টাকে এতক্ষণ একটু চাপা দিয়ে রেখেছিলেম, বিদ্যুতের গতিতে যেন সেই ভয়টা আবার নূতন হয়ে আমার বুকের ভিতর তোলপাড় কোত্তে আরম্ভ কোল্লে। মনে কোল্লেম, ঐ বুঝি আমাকে ধোত্তে আস্‌ছে! রাত্রিকালে অন্ধকারে দেখ্‌তে পায় নি, সারা রাত হয় ত অন্বেষণ কোরেছে, এখন আলো পেয়েছে, এই বারেই আমারে ধোরে ফেল্লে!

রাস্তায় অনেক লোক। অত লোকের ভিতর কেই বা কারে দেখে,—কেই বা কারে চেনে, কেই বা কারে ধরে? আমি সেই সকল লোকের ভিতর মিশিয়ে পোড়্‌লেম। যে মুখে গাড়ীখানা আস্‌ছে, রাস্তার প্রান্তভাগে সেই মুখেই আমি চোলেছি।

গাড়ীখানা এসে পোড়্‌লো। খুব জমকালো গাড়ী। সাজগোজপরা অনেক লোক ঘোড়াদের উপর সওয়ার হয়ে চোলেছে, গাড়ীর ভিতর তিনটী লোক। আমি তাদের ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না। চার ঘোড়ার গাড়ী নক্ষত্রগতিতে ছুটেছে, সে ছুটের মুখে সওয়ার মানুষের চেহারা দেখা একেবারেই অসাধ্য।

গাড়ীখানা বেরিয়ে গেল। খানিকদূর এগিয়ে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছুট্‌লেম। মনে একটা বুদ্ধি যোগালো। বুদ্ধির সঙ্গে যুক্তি কোরে স্থির কোল্লেম, সুযোগ বটে!

বিনা খরচে গাড়ী চড়ি! ছুটে ছুটে এক লাফে সেই গাড়ীর পেছনে গিয়ে উঠ্‌লেম। কেহই আমারে দেখ্‌তে পেলে না।

বেশ যাচ্ছি। গাড়ী আমারে সোজা পথে কতদূরেই নিয়ে ফেল্লে। রাস্তার লোকেরা কত পশ্চাতেই পোড়ে রইলো!—যাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি আস্‌ছিলেম, তারাও আমারে দেখ্‌তে পেলে না। আমি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে লণ্ডনের পথে চমৎকার চৌঘুড়ীর পশ্চাতে সওয়ার!

এক জায়গায় গাড়ীখানা থাম্‌লো। যেমন থেমেছে, আমি অম্‌নি তড়াক্‌কোরে লাফ্‌ দিয়ে, গাড়ী থেকে নেমে, এককালে দশ হাত তফাতে হাজির! গাড়ীখানা ডাক-গাড়ী। যেখানে থাম্‌লো, সেটা একটা ঘোড়া বদলের আড্ডা। তিন চার জন লোক তাড়াতাড়ি সেই আড্ডা থেকে বেরিয়ে গাড়ীর লোকগুলিকে সেলাম দিলে,—সাবেক ঘোড়ার বদলে আর চুজোড়া ভাল ভাল ঘোড়া এনে গাড়ীর মুখে যুতে দিলে। আবার টপাটপ্‌ শব্দে বড় রাস্তা কাঁপিয়ে গাড়ীখানা ছুটে চোল্লো।

আমি তখন দশহাত তফাতে দাঁড়িয়েছিলেম। যতক্ষণ ঘোড়া যোতা হলো, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লেম;—চোল্‌তে আরম্ভ কোল্লে, তাও দেখ্‌লেম। গাড়ীখানা ছুটেছে। ধারে ধারে ছুটে ছুটে আবার আমি সেই গাড়ীর পশ্চাতে লম্ফ দিলেম। পূর্ব্ববৎ আপনার আসনের উপর ভর কোল্লেম।

ঈশ্বরের করুণা সকলের উপরেই সমান! আমি বিপদে পোড়েছি, আশ্রয় হারিয়েছি, রাক্ষসের হাতে পোড়েছিলেম, ঈশ্বর রক্ষা কোরেছেন। ভয়ানক রাত্রিকালে, ভয়ানক অন্ধকারে, ভয়ানক বনপথে আমি একাকী প্রাণের ভয়ে পর্য্যটন কোরেছি, কোন বিপদ ঘটে নাই,—ঈশ্বর রক্ষা কোরেছেন! ভয়ে, সঙ্কটে, অনিদ্রায়, অনাহারে, শক্তিহারা হয়েছি, সর্ব্ব শরীর বিকল, পায়ে একটুও জোর নাই, ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে পোড়েছি, ধীরে ধীরে চোল্‌তেও কষ্টবোধ হোচ্ছিল,—আহা! করুণাময়ের কি অসীম করুণা! একখানা গাড়ী মিলে গেল! মিল্লো ত মিল্লো, অতি দ্রুতগামী চার ঘোড়ার গাড়ী। দয়াময়ের দয়া ভিন্ন এরূপ ঘটনা আর কিছুতেই সম্ভবে না।

গাড়ীখানা চোলছে। আমিও চোলেছি। গাড়ী যেন পাখীর মত উড়ে উড়ে চোলছে। আমিও যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছি। যখন ঘোড়া বদল হয়, তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়ে নেমে পড়ি। গাড়ী যখন চলে, তখন আমি আবার উঠি। কেহই কিছু বলে না। এই রকমে অনেকদূর অগ্রসর হোলেম। তিনবার আড্ডা অতিক্রম কোরে গাড়ীখানা এক জায়গায় থাম্‌লো;—আর গেল না। আমি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ভাবগতিক দেখ্‌লেম। গাড়ীঘোড়া সমস্তই সেই আড্ডায় থাক্‌লো, সওয়ারেরা সুধীরভঙ্গীতে নিকটের একটা সরাইখানায় প্রবেশ কোল্লেন।

আমি আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করি? কতদূর এসেছি, সেইটে জান্‌বার জন্যে পায়ে পায়ে আরও খানিকদূর এগিয়ে গেলেম। আবার দেখ্‌লেম, সেই খানে আর

একখানা পাথর পোঁতা। সেই পাথরের অঙ্কে জান্‌তে পাল্লেম, ২৫ মাইল এসেছি। বনপথ ছেড়ে যখন সদর রাস্তায় পড়ি, তখন কতপথ এসেছিলেম, সেটী মনে কর্‌বার উপায় নাই। সদর রাস্তায় এসে প্রায় একমাইলের পর গাড়ীর সঙ্গে দেখা হয়। সেই এক মাইল, আর গাড়ীর গতিতে ঘোড়া বদলে চারটী আড্ডায় ২৪ মাইল আসা হয়েছে।—গণনায় এই ২৫ মাইল। লিসেষ্টার নগরী সেখান থেকে ২৫ মাইল দূর। তখনো লণ্ডনে পোঁছিবার ৭৩ মাইল বাকী।

এখন আবার কি হয়? গাড়ী ত আর গেল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বা করি কি? মনে উৎসাহ আছে, লণ্ডনে যাব। শরীর কিন্তু অবশ,—পা কিন্তু অবশ! উপায় কি? পায়ে পায়ে চোলেছি,—ফিরে ফিরে চেয়ে দেখ্‌ছি; লোকগুলি যদি সরাইখানা থেকে ফেরেন,—ফিরে আবার যদি গাড়ীতে উঠেন,—আবার যদি গাড়ীখানা আসে, গাড়ীখানা যদি লণ্ডনে যায়,—ভাব্‌ছি আর চোল্‌ছি,—ভাব্‌ছি আর দাঁড়াচ্ছি। দাঁড়াচ্চি কেন?—গাড়ী পাবার আশা!

আশা বৃথা হলো!—গাড়ী আর এলো না। অবসন্ন হয়ে বোসে পোড়্‌লেম। তিয়াত্তর মাইল!—এতদূর যদি হেঁটে যেতে হয়, বালক আমি,—কতদিন লাগ্‌বে, পথেই বা কি বিপদ ঘোট্‌বে, সেই আতঙ্কই প্রবল হলো;—হলো, কিন্তু তবুও চোলেছি। আবার দয়াময়ের দয়া হলো। কষ্টে শ্রেষ্ঠে প্রায় এক ক্রোশ চোলে গেছি, পশ্চাতে একখানা ভাড়াটে গাড়ী। হলো হলো ভাড়াটে, লোকেরা যদি কিছু না বলে, ভাড়াটে গাড়ীতেই আমি উঠে যাব। মনে মনে এইটেই স্থির কোরে রেখেছি, গাড়ীখানা পৌঁছিল। পাঁচ সাত হাত এগিয়ে গেল। আমি চুপি চুপি গুঁড়িমেরে পেছনে গিয়ে উঠে বোস্‌লেম। কেহই কিছু খবর নিলে না। মনে মনে একটু হাস্‌লেম। সমস্ত দিন এই রকমে গাড়ীর পেছনে পেছনেই যেতে পেলেম। একখানা ছেড়ে আর একখানা, সেখানা ছেড়ে আর একখানা। সহরের সদর রাস্তা, যানবাহনের অভাব নাই। আমি গরিব! গরিব বোলেই,—বালক-শরীরে শক্তি নাই বোলেই পরের গাড়ী ভর্‌সা! পরেরা কিন্তু লোক ভাল;—আমার শৈশবের আশ্রয়দায়িনী গুরুপত্নীর চেয়েও ভাল। মূল ভরসা পরমেশ্বর!

সন্ধ্যা হলো। সমস্ত দিন অনাহার;—গত রাত্রের সেই ভয়ানক কষ্ট;—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অধীর হোলেম। সকল চেষ্টা ছেড়ে একটা চেষ্টাই তখন আমার প্রধান চেষ্টা হলো। মনের মধ্যে চেষ্টার উদয় হবামাত্রেই আমার ভ্রমণবন্ধু সেই শেষ গাড়ীখানি ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প গড়িয়ে গড়িয়ে, অতি অল্প দূরেই থেমে গেল।

গাড়ী থাম্‌লেই আমি নামি;—নেমেই আর এক পাশে সোরে যাই। সেটুকুতে আমার একটু ধূর্ত্ততার পরিচয় আছে। কিন্তু সেটুকু আমার ধূর্ত্ততা নয়, অপমানের ভয়। গাড়ীখানা যেখানে থাম্‌লো, আমিও সেইখানে নাম্‌লেম।

সেই খানেই আস্তাবল। গাড়ীখানা আর যাবে না। আর কোন গাড়ী যাবে

কি না, কেই বা সে কথা জিজ্ঞাসা করে? আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে পারি না। কি বোলেই বা জিজ্ঞাসা করি?—"আমি চুপি চুপি তোমাদের গাড়ীর পেছনে উঠে যাব, তোমরা কখন যাবে?"—একথা বোলে জিজ্ঞাসা করা বড়ই হাস্যির কথা। তেমন তেমন রাগী লোক হোলে হয় ত ঐ কথা শুনে ধাঁ কোরে আমারে চাবুক মেরেই বোস্‌বে! জিজ্ঞাসা করা হলো না, গাড়ীও আর গেল না, অন্য গাড়ীও এলো না। আমি ফাঁপরে পোড়্‌লেম।

আগেকার প্রধান চিন্তাই প্রধান হলো। শুই কোথা? রাত্রিকাল, লোকালয় নাই, আশ্রয় নাই, কতদূরে গেলে লোকালয় পাওয়া যাবে, তাও আমি জানি না। আহার ত হলোই না!—এখন শুই কোথা? মাথা রেখে থাকি কোথা?

রাস্তার যে জায়গাটায় এসে পোড়েছি, সে স্থানটায় অনেকদূর পর্য্যন্ত একটা মাঠ আছে। পশ্চাতেও স্থানে স্থানে ছোট বড় মাঠ দেখে এসেছি। সে স্থানটায় মাঠ বেশী। সন্ধ্যাও ঘোর হয়ে এসেছে। বেশ অন্ধকার হয়েছে; আমার তখন ভিতর বাহির অন্ধকার! সেই অন্ধকারের হুতাশেই সন্ধ্যার অন্ধকারে লণ্ডনের পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌তে লেগেছি। আর এক পাও অগ্রসর হোতে ইচ্ছা হলো না, শক্তিও থাক্‌লো না। রাস্তার বাঁ দিকে যে ময়দান ছিল, আস্তে আস্তে সেই ময়দানে গিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পোড়্‌লেম। মাঠের ঠাঁই ঠাঁই এক একটা ছত্রাকার বৃক্ষ। রাস্তা থেকে প্রায় বিশ হাত তফাতে সেই প্রকার একটা বৃক্ষের অন্তরালে গিয়ে শয়ন কোল্লেম। সন্ধ্যাকাল। সে দিকে মানুষের সমাগম নাই। একা আমি ময়দানে! ক্ষুধার আগুনে আত্মাপুরুষ জ্বোল্‌ছে, পিপাসায় দগ্ধ হোচ্চি। জাগরণে, পথশ্রমে, উপবাসে অত্যন্ত দুর্ব্বল,—অত্যন্ত অশক্ত,—অত্যন্ত অবশ,—সর্ব্ব শরীরে অত্যন্ত বেদনা। বৃক্ষতলেই তৃণশয্যায় শয়ন কোল্লেম। লোকে বলে, ক্ষুধার সময় নিদ্রা আসে না। আমিও সে কথা মানি, কিন্তু আমার প্রতি তখন নিদ্রাদেবীর বড় করুণা দেখ্‌লেম। নিদ্রায় তখন আমার দুটী চক্ষের পাতা বার বার ঝেঁপে ঝেঁপে আস্‌ছিল, শয়নমাত্রেই নিদ্রা;—গাঢ় নিদ্রা। এক ঘুমেই রাত্রি প্রভাত!

প্রভাতের একটু আগেই আমি জেগে উঠ্‌লেম। মাঠের উপরেই পোড়ে আছি। উষা এসেছে, চারিদিকে কতদূর পর্য্যন্ত ময়দানটা ধূধূ কোচ্চে। চারিদিক যেন ধোঁয়া মাখা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরিষ্কার। দিব্য প্রভাতকাল উপস্থিত। লোকের মন হয় ত প্রভাত দেখে প্রফুল্ল হলো; আমি কিন্তু রাত্রের চেয়েও ম্রিয়মাণ! রাত্রে আমার উপকারিণী নিদ্রাদেবী সমস্ত ভাবনা ভুলিয়ে দেন,—সমস্ত যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ করেন, দিনের বেলাই আমার অধিক যন্ত্রণা! এক এক রাত্রেও আমার অধিক যন্ত্রণা!—সে যন্ত্রণা কেবল আমিই জানি। যে রাত্রে যন্ত্রণাবারিণী নিদ্রার অনুগ্রহ কম হয়, সে রাত্রে আমার মরণাধিক যন্ত্রণা!

প্রভাত হলো। প্রভাতে আর আমি মাঠে শুয়ে থাক্‌তে পারি না,—পাল্লেম না।

রাস্তায় বেরুলেম। খানিকদূর চোলে গেলেম। আর পা উঠে না। ক্ষুধায় বড় কাতর হয়ে পোড়লেম। উপায় কি? নিঃসম্বল!

হঠাৎ একটা কথা স্মরণ হলো। বিবি নেলসন্ যখন সেই রকম নিষ্ঠুর কথা বোলে আমারে তাড়িয়ে দেন, সেই সময় যৎ কিঞ্চিৎ রাহাখরচ বোলে,—জুকেসের অসাক্ষাতে আমার হাতে একটী হাফ্ ক্রাউণ (১) দান করেন। যে সময় দান, যে সময় গ্রহণ, সে সময়টা যে কি, পাঠক মহাশয় সে কথা জানেন। যে বিপদে আমি পোড়েছি, মন কোথা, আমি কোথা, তাই আমি জানি না। সে কথা ত একবারে ভুলেই গিয়েছিলেম। পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আছে। মনটা একটু সুস্থির হলো। খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে একটা সরাইখানায় কিছু জল খেলেম। শরীর কতকটা সুস্থ হলো। আবার চোলতে আরম্ভ কোল্লেম। কতকদূর চোলে যাই, কখনো বা পূর্ব্বদিনের মত রাস্তায় সুযোগমত গাড়ী দেখতে পেলে গাড়ীর পেছনে উঠেই যাই। কখনো হাঁটি, কখনো গাড়ী চড়ি। এই রকমে তিন দিন।

চতুর্থ দিবসের প্রভাতে লণ্ডন সহর আমার দর্শনপথে চিক্ চিক্ কোত্তে লাগ্লো। পথের লোককে জিজ্ঞাসা কোরেও জান্লেম, অতি নিকটেই লণ্ডন। তখন আরও উৎসাহ পেয়ে দুর্ব্বল শরীরেও ঘন ঘন চোলতে আরম্ভ কোল্লেম। নিকট বটে, কিন্তু সেইটুকু পৌঁছিতেই আমার এক বেলা কেটে গেল।

সহরে প্রবেশ কোল্লেম। ক্ষুধা অত্যন্ত হয়েছিল, রাস্তার ধারে একখানা দোকান ঘর। সেই দোকানের বাহিরে একখানা তক্তা ঝুলানো ছিল, তাতে লেখা আছে, মানুষের খোরাকির হার। এক জনের এক বেলা জলযোগের মূল্য চার পেনী (২)। পকেট পরীক্ষা কোরে দেখ্লেম, তিন দিনের সমস্ত খরচবাদে দশ পেনী মজুত। দোকানে প্রবেশ কোল্লেম। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আদেশে একজন লোক আমার খাবার সামগ্রী দিয়ে গেল।—এক পেয়ালা চা, একখানি রুটি, আর কিঞ্চিৎ মাখন। আহার কোল্লেম। তাতেই যেন আমার কতই পরিতোষ। জলযোগের পর আবার তখন আমার আর এক চিন্তা।

শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত কোল্লেম। আপনা আপ্নিই ঘৃণা হলো। পরিধানবস্ত্র অতিশয় ময়লা! বনে বনে, মাঠে মাঠে রাত্রিযাপন কোরেছি,—ধুলার উপর, কাদার উপর, কাঁটার উপর শুয়ে শুয়ে রাত কাটিয়েছি,—সমস্ত বস্ত্রে কাদা মাখা,—ঠাঁই ঠাঁই ছিঁড়েও গেছে। ক্রমাগত ভয়ে ভয়ে ছুটে ছুটে জুতা যোড়াটীও ফাঁক হয়ে পোড়েছে।

---

(১) হাফ্ ক্রাউণ।—বিলাতী মুদ্রা।—এক ক্রাউণের মূল্য ৫ শিলিং। ভারতবর্ষীয় মুদ্রার পরিমাণে সরল বাজারে শিলিং প্রায় আট আনা, হাফ্ ক্রাউণ আড়াই শিলিং=১।০ এক টাকা চারি আনা।

(২) পেনী।—ইংরাজি কথা। মূল্য প্রায় আড়াই পয়সা।

জুতার ভিতর দিয়ে পায়ের আঙ্‌লের মাথা বেরিয়ে পোড়েছে ! মাথার চুলগুলিও কাদা-মাথা ! মনে কোল্লেম, এ বেশে যদি এতবড় সহরের কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করি, কেহই কাছে ঘেঁস্‌তে দিবেন না। তবু, নিরাশার ভিতরেও যে-আশাকে বুকের ভিতর কোরে রেখেছি, যে আশাকে প্রধান সহায় জ্ঞান কোরে লণ্ডন নগরে প্রবেশ কোরেছি, দেহের অবস্থা আর কাপড়ের অবস্থা দেখে সে আশা যেন কত বড়ই আঘাত পেলে! মনে কোল্লেম, এরা যদি একটী ঘর দেয়, তা হোলে স্নান করি, কাপড়গুলি কাচি। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে লোকজনের সঙ্গে দেখা করাই ভাল। পরিধানবস্ত্র ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র আর একখানিও আমার সঙ্গে নাই। সমস্ত ভাল ভাল কাপড়গুলিই স্থুকেসের গাড়ীতে পোড়ে আছে! যা যৎকিঞ্চিৎ সম্বল ছিল, সমস্তই সেই বাক্সের ভিতর। বাক্সটী শুদ্ধ সেই গাড়ীতেই ফেলে এসেছি! যে বিপদ তখন, প্রাণের আশাই রাখি নি, কাপড়ের আশা ত তুচ্ছ আশা !—অন্য আশা কিছুই তখন ছিল না। ঐ রকমে পরিষ্কার হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় দুর্লভ। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমার এখানে স্নান করবার স্থান আছে ? একটী নির্জ্জন ঘর পাওয়া যায় ?" স্ত্রীলোক তখনি উত্তর কোল্লে, "সব পাওয়া যায়। খরচা ছয় পেনী।"

আমার তখন শেষ সম্বল ছয় পেনী। দিতেও মায়া হয়, না দিলেও চলে না! এক ভরসা লণ্ডনে এসেছি। অবশ্যই কাজকর্ম্ম পাব। আশার উপদেশে সেই ছয় পেনী কবুল কোল্লেম। তারা আমারে একটী ঘর দেখিয়ে দিলে, আমি প্রবেশ কোল্লেম। সমস্তই ফিট্‌ফাট। জল, সাবান, আয়না, ব্রুশ, যার যা যা দরকার, সমস্তই প্রস্তুত। মনে একটু স্ফূর্ত্তি এলো। স্নান কোল্লেম। কাপড়গুলি সাবান দিয়ে যথাসাধ্য পরিষ্কার কোল্লেম। ঘরের ভিতরেই সম্ভবমত শুকালেম, কাপড় ছাড়্‌লেম, আয়না ব্রুশের কার্য্যও সারা হলো। জলযোগের চার পেনী আগেই দিয়েছিলেম, স্নানের ছয় পেনী পরিশোধ কোল্লেই হয়, দিব দিব মনে কোচ্চি, দেখি, বুড়ীটা সেই ঘরের সমস্ত জিনিস উল্টে পাল্টে তন্ন তন্ন কোরে অন্বেষণ কোচ্চে।—মুখ বাঁকাচ্চে, হাত ঘুরাচ্চে, আপ্‌না আপ্‌নি বিড়্‌ বিড়্‌ কোরে কি বোক্‌ছে। আমি ভাব্‌লেম, করে কি ? একটু একটু বুঝ্‌লেম, ঘরের কোন জিনিস খোয়া গেছে কি না, তাই অন্বেষণ কোচ্চে। চুপ কোরে থাক্‌তে পাল্লেম না। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ও সকল তুমি কি কোচ্চো ?"

মুখ ভারি কোরে বুড়ী উত্তর দিলে, "এ জায়গাটায় ছিঁচ্‌কে চোরের ভারি উৎপাত। যে যখন যে ছলায় আসে, কিছু না কিছু চুরী কোরে নিয়ে পালায়। সেই জন্যেই সর্ব্বক্ষণ আমাদের সাবধান থাক্‌তে হয়।"

মনে ব্যথা পেয়ে সন্দেহে সন্দেহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এখন দেখ্‌লে কি ? ঠিক ঠিক সব আছে ত ?"

বুড়ী একটু হাস্‌লে। হেসে হেসে বোল্লে. "সাবধান থাকা ভাল, তুমি যেতে পার। তুমি বেশ ছেলে!"

বেশ ছেলে!"—বুড়ীর মুখে এই কথা শুনেই আমার একটা আশ্বাস জন্মালো। আমি একটু বোস্‌লেম। বুড়ী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আজ্ কি তুমি এইখানে থাক্‌বে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "থাক্‌বো না, আমার একটী কথা আছে। আমি জান্‌তে পাচ্চি, আমার অবস্থা দেখে আমার উপর তোমার দয়া হয়েছে। একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এখানে কি কোন কাজকর্ম্ম পাওয়া যায়?"

বুড়ীটা মুখ মুচ্‌কে আবার একটু হাস্‌লে। তার হাসির ভাবে ভালমন্দ আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। আশ্বস্ত হৃদয়ে মিনতি কোরে আবার বোল্‌তে লাগলেম, "লণ্ডনে এসেছি, লণ্ডন নগর পৃথিবীর মধ্যে প্রধান নগর। এখানে অনেক বড় বড় লোক থাকেন, সকল লোকেই ধনবান্। কারবারি লোকও বিস্তর। আমি গরিব! কাজকর্ম্ম কিছুই নাই। তুমি যদি কোন একটী লোককে বোলে দাও,—খুব সরল মন তোমার,—বেশ দয়ামায়া তোমার,—তুমি যদি কোন লোককে বোলে দাও, তা'হোলেই আমার একটী কর্ম্ম হয়।"

বুড়ীটা হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লো! তখন আমার লজ্জা হলো। অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে, বুড়ীর হাতে ছয়টী পেনী সমর্পণ কোরে, সেখান থেকে বেরুলেম।

আবার আমি রাস্তায়। লণ্ডন নগরের রাজপথ। চতুর্দ্দিকেই লোকারণ্য। অসংখ্য রকমের অসংখ্য গাড়ী। বড় বড় লোকের বড় বড় গাড়ীরা বজ্রশব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে চতুর্দ্দিকেই ছুটেছে। মালবোঝাই গাড়ীগুলি ক্যাঁচকোঁ শব্দে মন্থর গতিতে পাশ কাটিয়ে চোলে যাচ্চে। গাড়ীতে গাড়ীতে এক একবার ধাক্কাও লাগ্‌ছে, মানুষেরা ছুটাছুটী কোরে হো হা শব্দে গোলমাল কোরে বেড়াচ্চে। চারিদিকে দোকানপাট, ধারে ধারে অট্টালিকা, সর্ব্ব স্থানেই কেনাবেচার ভিড়। গাড়ীর গড়্ গড় শব্দ, মানুষের কলকল শব্দ, কলের হুস্ হুস্ শব্দ, বস্তা ফেলার ধুপ্ ধাপ শব্দ, কোন দিকে বদ্‌মাস্ লোকের হুড়াহুড়ি, এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক দূর চোলে গেলেম। শোভাসমৃদ্ধি দেখে বোধ হলো যেন, সহরের মাঝখানেই এসে পোড়েছি। বেলাও প্রায় দুই প্রহর। তখনও মনে মনে আশা আছে, কর্ম্ম পাব। লণ্ডনে যদি কর্ম্ম না পাই, তবে আর আমার কপালে কোথায় কর্ম্ম জুট্‌বে? জুকেসের ভয়টা অনেক ঘুচে গেছে। যেতো না, কিন্তু যখন দেখ্‌লেম, লণ্ডনের ভিতর ভয়ানক জনতা,—অসংখ্য অসংখ্য লোক অসংখ্য অসংখ্য কাজে ভিড় কোরে বেড়াচ্চে,—অসংখ্য লোকের বসতি, সর্ব্বক্ষণ জনকোলাহলে পরিপূর্ণ;—শোভাময়ী মহানগরী; তখন মনে হলো, আর আমার ভয় নাই। এত ভিড়ের ভিতর জুকেস আমারে ধোত্তে পার্‌বে না।

ক্রমশই অগ্রসর হোচ্চি। সাম্‌নে দেখি, একখানা ওষুধের দোকান। একজন ডাক্তার সেই দোকানে দিব্য প্রসন্নবদনে বোসে রয়েছেন। আমি আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে চুপটী কোরে এক পাশে দাঁড়ালেম। ডাক্তার সাহেব আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি চাও?"

আমি বোল্লেম, "বিদেশী,—গরিব, মা বাপ নাই,—কেহই নাই,—খাওয়া পরা পর্য্যন্ত জোটে না,—একটী কর্ম্ম চাই।"

মনটা বড় উতলা ছিল কি না, তাড়াতাড়ি এক সঙ্গেই আমি সব কথাগুলো বোলে ফেল্লেম। ডাক্তার সাহেব একটু মাথানেড়ে ধূলাপায়েই আমারে জবাব দিলেন! প্রসন্নভাব দূরে গেল, অপ্রসন্ন বাঁকা মুখে তিনি আমারে স্পষ্ট স্পষ্ট বোল্লেন, "এখানে কিছু হবে না, চোলে যাও!"

দোকানে একটী নিশ্বাস রেখে আমি সেখান থেকে বেরুলেম। সারি সারি অনেক দোকান। দোকানেই সর্ব্বদা লোকজন দরকার হয়, একে একে বিশ পঁচিশখানা দোকানে আমি চাক্‌রী অন্বেষণ কোল্লেম,—সকলেই মাথানাড়া উত্তর দিলে! কেহ কেহ বেশ শিষ্টাচারে মিষ্টবাক্যে ফিরিয়ে দিলে! কেহ কেহ দুটী একটী রোকা কথা বোলেই বিদায় কোল্লে!—কেহ কেহ বা আমার পুনঃপুন কাতরতায় হাঁ, না, একটী কথাও বোল্লে না! এক একজন গোঁয়ার দোকানদার যাচ্ছে তাই বোলে গালাগালি দিয়ে আমারে যেন তাড়া কোরে মাত্তে এলো!

হা অদৃষ্ট! যেখানে যাই, সেই খানেই হতাশ! অনেক জায়গায় তাড়া খেয়ে আবার আমি রাস্তার ভিড়ের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম! দর দর ধারে দুটী চক্ষে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। যে দিকে চাই, সেই দিকেই মানুষ, সেই দিকেই গাড়ী, সেই দিকেই দোকান, সেই দিকেই বড় বড় গুদাম;—সকল দিকেই বড় বড় বাড়ী। দেখ্‌ছি, কিন্তু কিছুই আমার ভাল লাগ্‌ছে না। চক্ষু দিয়ে হু হু কোরে জল পোড়্‌ছে,—প্রাণ যেন হু হু কোচ্চে। মানুষেরা সকলেই আপনার আপনার কাজ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত; পথের লোকের প্রতি চেয়ে দেখ্‌বারও সময় নাই!

কতই গরিব লোক ছিন্নবসনে, মলিন বসনে, শুষ্ক শুষ্ক মলিন বদনে ধারে ধারে হেঁটে চোলেছে, কেহই তাদের দিকে জ্রূক্ষেপ কোচ্চে না।—তারা গরিব! তাদের দিকে কে চায়? সংসারের খেলা বুঝা আমার সাধ্য নয়। সংসার আমি জানি না, মানুষ আমি চিনি না, মানুষের স্বার্থপরতা কতদূর যায়, সেটা আমার দেখা ছিল না, জানা ছিল না,—শুনা ছিল না,—কিছুই না। গরিব লোকের উপর ধনী লোকের কেমন দৃষ্টি, সেটী জান্‌বার উপায়ও আমার ছিল না। এক দিনেই আমি অনেক দেখ্‌লেম। গরিবের পানে কেহই চেয়ে দেখে না! লণ্ডনে গরিব লোক অনেক! এত বড় সুখের সহরে এত গরিব কেন? তখন আমার সে চিন্তা এলো না। কেন এলো না, সেটীও বোধ হয়, সকলে বুঝ্‌তে পার্‌বেন। আমি দেখ্‌ছি, আমি বোল্‌ছি, আমিই মনে মনে অনুভব কোচ্চি। গরিব তারা,—গরিব, কিন্তু আমার মত গরিব কেহই নয়! তৎক্ষণাৎ আমার মনে হলো, আমার মত গরিব বোধ হয়, পৃথিবীতেই নাই!

ক্রমশই বেলা যেতে লাগ্‌লো। কোথাও কোন কর্ম্মের জোগাড় হলো না। কতই দেখ্‌ছি, কতই চোল্‌ছি, কতদূরেই যাচ্ছি,—বড় বড় রাস্তা, ছোট ছোট গলি, বড় বড়

জলাশয়, ভাল ভাল সেতু,—কতই দেখ্‌ছি। এক দিনে যতদূর দেখ্‌লেম, তাতেই বোঝা হলো, লণ্ডন নগরের বাহ্যশোভা বড়ই চমৎকার! ভিতরের শোভা কি প্রকার?—সে কথা আমারে কে বুঝাবে? সকল লোকে হয় ত বুঝাতে পার্‌বে না! যাঁরা যাঁরা লণ্ডন সহর চক্ষে দেখ্‌বেন, তাঁরাই জান্‌বেন,—যাঁরা যাঁরা চক্ষে দেখেছেন, তাঁরাই জেনেছেন, নির্জ্জীব লণ্ডনের কাছেই তার বিচার!

যে দিকে যাই, সেই দিকেই মানুষের ভিড়। সেই প্রশস্ত মহানগরীর মহাভিড়ের ভিতর কেবল আমি একা! এক জায়গায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালেম। চারিদিকেই কলরব! সেই সময়টায় আমার যেন জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো, আমি যেন একটা প্রকাণ্ড মহাসাগরের মধ্যস্থলে একটা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছি। সাগরে তরঙ্গ উঠ্‌ছে,—গর্জ্জন হোচ্চে,—তরঙ্গেরা যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে; কখন বা সেই সকল তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হয়ে সাগরের গায়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পোড়্‌ছে।

এ দিনটে আমি কখনই ভুল্‌বো না।—যত দিন বাঁচ্‌বো, ততদিন ভুল্‌বো না। মনের ভাব, মনের চিন্তা, মনের উদাস্য, কত যে কি,—কত যে কি প্রকার, জীবনকালের মধ্যে সে ভাব, সে চিন্তা, সে উদাস্য, কখনই আমার স্মরণপথ থেকে সোরে যাবে না। লণ্ডন!—জীবনের মধ্যে লণ্ডনের সঙ্গে আমার সেই প্রথম পরিচয়! লণ্ডন!—ও! লণ্ডনে আমি যা যা দেখ্‌লেম, যে ভোগ ভুগ্‌লেম, আশার কুহকে যে ফল পেলেম, সমস্তই মনে থাক্‌বে! এক দিনেই চূড়ান্ত! এক দিনেই লণ্ডনের ছবি আমার হৃদয়পটে,—আমার স্মরণপটে জন্মের মত অঙ্কিত হয়ে থাক্‌লো! আমার এই ইতিহাসের মধ্যে সেই দিনটাই চিরস্মরণীয়। এতক্ষণ আমি যত কথা বোলে এলেম, সে সব আমার ছেলেখেলার মধ্যেই ধোরে নেবেন। তার ভিতর কাজের কথা বড় কম। কাজের কথা বরং কিছু কিছু থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার অদৃষ্টের কথা, আমার অদৃষ্টচক্রের ভয়ানক ভয়ানক ঘূর্ণনের কথা, সেই রকমের যা কিছু ভয়ানক ভয়ানক কথা, সমস্তই এই এক দিনের ঘটনার মধ্যে গাঁথা থাক্‌লো! যাঁরা যাঁরা আমার ইতিহাস আলোচনা কোর্‌বেন, তাঁদের কাছেও আমার এই মিনতি যে, এই দিনটাকে তাঁরাও যেন গরিব উইল্‌মটের জীবনের স্মরণীয় দিন বোলে ধারণা কোরে রাখেন!

দিনটা কি?—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই।

কথায় কথায় অনেক বাজে কথা এসে পোড়েছে। জীবনের গল্প বোল্‌তে আরম্ভ কোরেছি, গল্প বলি। বেলাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কত দিকেই যে যাচ্চি, কিছুই মনে রাখ্‌তে পাচ্চি না। যে দিকে পথ পাচ্চি, সেই দিকেই চোলেছি।—যে দিকে কিছু দেখবার আছে, সেই দিকেই চক্ষু যাচ্চে। এক কথায় এই টুকু বোল্লেই বোধ হয় পাঠকমহাশয় বুঝ্‌তে পার্‌বেন, অত বড় লণ্ডন,—অতবড় বাণিজ্যস্থান, অতবড় শোভা,—এত কাণ্ড,—এক দিনে আমি প্রায় সমস্তই দেখ্‌লেম। কিছুই

প্রায় বাকী রাখ্লেম না। আমি হয় ত নিশ্চয় কোরে বোল্লেও বোল্তে পারি, এক দিনের ভ্রমণে লণ্ডনের অন্ধি সন্ধি যত কিছু আমি দেখে নিলেম, লণ্ডনের লোকেরা এক মাস ভ্রমণেও তত্দূর দেখে উঠ্তে পারেন কি না সন্দেহ!

সন্ধ্যা হলো।—সন্ধ্যাই আমার পক্ষে কাল! সন্ধ্যা হলেই আমার বেশী ভয় হয়। দিন ত এক রকমে অনাহারে কেটে যেতে পারে, রাত্রি কাটে কিসে? মাথা রেখে থাকি কোথা? সন্ধ্যা হলো! দোকানে দোকানে গ্যাস জ্বেলে দিলে। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো শোভা পেতে লাগ্লো। আমার তখন ক্ষুধা! কিছুই আমার ভাল লাগ্ছে না। ক্ষুধার চক্ষে সমস্তই অন্ধকার! অনাহারে অবশ হয়ে পোড়েছি, পথশ্রমে আদ্মরা হয়েছি,—শরীরে যেন কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই! ভেবে পাচ্চি না, কি যে করি, কোথায় বা যাই? তখন আমি মাটী কাটতেও রাজি আছি! কেহ যদি তখন আমায় মাটীকাটা কর্ম্ম দেয়, তাতেও আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত! মাটী কাটায় আমার লজ্জা নাই;—লজ্জা কেবল ভিক্ষাতে! কিন্তু তখনকার উপায় কি? অনেক ভেবে চিন্তে দেখ্লেম, ভিক্ষা ভিন্ন তখন আর উপায়ান্তর পেলেম না!

ক্রমশই রাত্রি বৃদ্ধি। মহাশোভাময়ী মহানগরীর সহস্র সহস্র ঘটিকাযন্ত্র টং টং শব্দে ঘোষণা দিয়ে সকলকে জানালে, রাত্রি দশটা। আর আমার চলৎশক্তি নাই! একটা কুৎসিত গলির ভিতর একখানা ভাঙা বাড়ীর দরজার পাশে আমি হুম্ড়ি খেয়ে পোড়ে গেলেম! চারিদিকে চেয়ে দেখি, ঘর বাড়ী আছে, কিন্তু বাড়ীগুলো যেন সামান্য সামান্য শ্রমজীবী লোকের বাড়ী বোলে বোধ হলো। বড় বড় রাস্তায় যে প্রকার জম্‌কাল জম্‌কাল বাড়ী দেখে এসেছি, সে গলির একখানা বাড়ীও সে রকম নয়। পথটাও সঙ্কীর্ণ;—সে পথে মানুষের চলাচল খুব কম। যা দুটী পাঁচটী যাচ্ছে, তারা আমার দিকে চেয়েও দেখ্ছে না।

লণ্ডন!—উঃ!—বড় আশায় ছাই পোড়্লো!—যথেষ্ট!—যথেষ্ট!—যথেষ্ট! লণ্ডনের মায়াধর্ম্ম কাণ্ডকারখানা যা কিছু আমি দেখ্লেম, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট!—যথেষ্ট! যথেষ্ট! দরিদ্রতা দেখে দেখে লণ্ডনবাসী ধনশালী লোকেদের অভ্যাস হয়ে গেছে! দরিদ্র লোক দেখ্লে বোধ হয় যেন তাঁদের একটুও দয়া হয় না! ছেঁড়া কাপড়, রক্তপাত, গরিবের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লণ্ডনের ধনীলোকের চক্ষে যেন এক রকম আমোদের বস্তু বোলেই বোধ হয়! গরিবের রোদন, ক্ষুধার্ত্ত বালকের চীৎকার, উপবাসী নর-নারীর আর্ত্তনাদ, লণ্ডনের ধনীলোকের কর্ণে যেন প্রবেশ কোত্তেই পায় না! ঝাঁকে ঝাঁকে ভিক্ষুক লণ্ডনের রাজপথে দুটী দুটী ভক্ষ্য ভিক্ষার জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে, কেহ তাদের পানে চেয়েও দেখে না! এই সহরেরই বিশ্বব্যাপী সৌভাগ্যের কথা শোনা যায়! হায়!—হায়!—হায়! লোকের কি ভ্রম! বালকপ্রাণে আমারি বা কি ভয়ানক ভ্রম! ধর্ম্মপথে থেকে পরিশ্রম কোরে খাওয়া, সেটাও এত বড় সহরে গরিবের ভাগ্যে ঘোটে উঠে না!—গরিবের প্রতি লণ্ডনবাসীর কৃপাদৃষ্টি নিতান্তই অল্প!

যেখানে আমি পোড়ে গেছি, সেইখানে একটা দরজা, পূর্ব্বেই একথা বোলেছি। যেখানে বোসেছি, সেটা একটা সিঁড়ির ধাপ। চক্ষু ফেটে জল আস্‌ছে! কষ্ট কষ্টে সেই চক্ষের জল নিবারণ কোচ্চি।

রাস্তার লণ্ঠনে গ্যাস্ জ্বোল্‌ছে। সেই আলোতে আমি দেখ্‌লেম, একটী লোক একটু তফাতে দাঁড়িয়ে, এক দৃষ্টে আমার প্যানে চেয়ে আছে।—দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ!

লোকটী কাহিল, দীর্ঘাকার, মাথায় চুল অল্প, ঠাঁই ঠাঁই অল্প অল্প দাড়ী, অঙ্গের পরিচ্ছদ মানানসই নয়। এক হাতে একগাছি ছড়ী, এক হাতে একখানি রুমাল। বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর।

ক্ষণকাল আমার পানে চেয়ে চেয়ে লোকটী আমার কাছে সোরে এলো। আমিও তার পানে চেয়ে আছি! লোকটী এসেই আমার কাঁধের উপর একখানা হাত তুলে দিয়ে চকিতভাবে বোল্লে, "কিহে ছোক্‌রা? তুমি কি কোন কষ্টে পোড়েছ?"

আমি তার মুখপানে চেয়েই উত্তর কোল্লেম, "ভারি কষ্ট! সামান্য একটী কর্ম্ম পাবার আশায় লণ্ডনে এসেছি, সমস্ত দিন সহরময় পথে পথে ঘুরেছি, কেহই কোন কর্ম্ম দিতে রাজী হলেন না! কেহ একটী ভাল কথাও বোল্লেন না! আশার আশায় আমি এখন এককালেই নিরাশ!"

আমার কথা শুনে লোকটীর বোধ হয়, একটু কৌতুক জন্মাল। একটু ভালবাসা জানিয়ে লোকটী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি লেখাপড়া জান?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "শিক্ষা পেয়েছি,—উত্তম বিদ্যালয়েই লেখাপড়া শিখেছি।" সংক্ষেপে এইরূপ উত্তর দিয়েই আমি মনে কোল্লেম, লোকটী হয় ত আমার কোন কাজকর্ম্মের জোগাড় কোরে দিতে পারে। এই ভেবে শিক্ষার পরিচয়ে আমি আবার আর একটু খোলসা কোরে বোল্লেম, "ইতিহাস জানি, ভূগোল জানি, অঙ্ক জানি, গোলকের পরীক্ষা জানি,—লাটিন ভাষাও কিছু কিছু জানি।"

লোকটী আরও ক্ষণকাল ভাল কোরে আমার মুখপানে চেয়ে থেকে, চকিতভাবে বোল্লে, "তবে বুঝি তুমি ঘর থেকে পালিয়ে এসেছ?"

আমি ত অবাক্! লোকটী বোল্লে, ঘর থেকে পালিয়ে এসেছ!—কি উত্তর দিই! সবিস্ময়ে উত্তর কোল্লেম, "ঘর?—ঘর আমার নাই! সংসারে আমার কেহই নাই!"

লোকটীর যেন দয়া হলো। আরও কিছু বলি বলি মনে কোচ্ছিলেম, লোকটী আমারে শেষের কথা বোল্‌তে দিলে না। "আমি তোমারে রূপান্তর কোরে তুল্‌বো" এই কথা বোলেই সেই লোক আমার হাত ধোরে সেখান থেকে টেনে নিয়ে চোলো। সে রাস্তাটা পার হলেম। আরও কত বড় বড় রাস্তা, কত বাঁকা বাঁকা গলি, কত ছোট ছোট পথ অতিক্রম কোরে লোকটী আমারে আর একখানা বাড়ীর কাছে নিয়ে গেল। বার বার দরজায় আঘাত কোল্লে। সব চুলপাকা, একটী স্ত্রীলোক একটা জ্বলন্ত বাতী হাতে কোরে দরজা খুলে দিলে। আমার সঙ্গী লোকটী সেই বুড়ীকে বোল্লে,

"বাতীটা আমাকে দাও!" এই কথা বোলেই বুড়ীর হাত থেকে বাতীটা কেড়ে নিলে। নিয়েই নীচের তলার একটা ছোট ঘরের ভিতর আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেল। সেইখানেই আমি বোস্‌লেম।

চতুর্থ প্রসঙ্গ।

কোথায় এলেম ?

সেই লোকটা যে ঘরে আমারে নিয়ে গেল, সে ঘরটা অত্যন্ত অপরিষ্কার। দেখ্‌লেই ঘৃণা হয়।—ঠাঁই ঠাঁই জঞ্জাল কাঁড়ি করা, ঠাঁই ঠাঁই মাকড়সার জাল, চারি ধারে ঝুল, মাঝখানে একটা বহুকালের জীর্ণ টেবিল। জানালাগুলাতে পর্দ্দা নাই, ধারে ধারে খান পাঁচ ছয় হাত ভাঙা চেয়ার,—বহুকালের পুরাতন, ধ্বংস হবার অতি অল্পই বিলম্ব! সেই ঘরের পাশে আর একটা ঘর। সেটা যেন বাড়ীর ভিতরের দিকে। দরজাটা খোলা ছিল, সেই ফাঁক দিয়ে আমি দেখ্‌লেম, ঘরের মেজের উপর একটা ইস্তমুরারি বিছানা পাতা। অল্পক্ষণ প্রথম দর্শনে যতটুকু দেখা যায়, সচকিতে শীঘ্র শীঘ্র তাড়াতাড়ি চক্ষু ফিরিয়ে ততটুকু মাত্র আমি দেখে নিলেম। মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মাল। যে লোকটা আমারে আন্‌লে, সে তখন আমার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমি আর বোস্‌তে পাল্লেম না। সেই খানেই একটু আধ্‌শোয়া হয়ে দিবা-রাত্রের ক্লান্তি দূর কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেম। লোকটা সেই সময় শশব্যস্তে একখানা বাসী রুটী, আধখানা পনির আর এক খণ্ড বাসী মাংস সেই ভাঙা টেবিলটার উপর রাখলে। রেখেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই দুহাঁতে দুটো বোতল নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে এলো। এক বোতল বীর সরাপ, (Beer) আধ বোতল ব্রাণ্ডী।

আমি উঠে বোস্‌লেম। লোকটা আমারে আহার কোত্তে অনুরোধ কোল্লে। অত্যন্ত ক্ষুধা হয়েছিল,—অত্যন্ত পিপাসা, যৎ কিঞ্চিৎ বীর সরাপ পান কোল্লেম। ব্রাণ্ডী আমি সর্ব্বদা খাই না, খেলেম না,—ছুঁলেমও না। যা কিছু আহারের আয়োজন হয়েছিল, আহার কোল্লেম। এখনও আমার মনে হোচ্চে, সে রাত্রে পেটুকের মত যত আমি খেয়েছিলেম, জীবনকালের মধ্যে তত আগ্রহে তেমন পেটুকের মত আর কখনই আমি খাই নাই।

পান আহার সমাপ্ত হলো। লোকটা আমারে বোল্লে, "তবে তুমি যাও,—ঐ ঘরে বিছানা আছে, অত্যন্ত ক্লান্ত আছ,—যাও, শয়ন কর। আমিও একটু পরে ভাল কোরে

মদ খেয়ে তোমার কাছেই আস্‌ছি। তুমি আমার বিছানাতেই শয়ন কোত্তে পার। আমি আমার শয়নের স্থান স্বতন্ত্র খুঁজে নিব। আজ রাত্রে অন্য কথাবার্ত্তা থাক্, কাল প্রাতঃকালে তোমার কাজকর্ম্মের বিলিব্যবস্থা করা যাবে। ভাল কথা,—তোমার নামটী কি ছোক্‌রা ?"

"জোসেফ্ উইল্‌মট।"—কিছুমাত্র সংশয় না রেখেই আমি উত্তর কোল্লেম, "জোসেফ্ উইল্‌মট!"

"বাঃ!—বাঃ!—বাঃ!—চমৎকার নাম!—বিশেষতঃ উইল্‌মট;—এই উইল্‌মট কথাটী ভারি মিষ্টি। আমার নাম টাডি। যে সকল লোকের সঙ্গে আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা নাই, তারা বলে মিষ্টার টাডি। যারা আমার ঘরের লোক, যাঁরা আমার বন্ধু লোক, তারা বলে, টম্ টাডি। আচ্ছা, যাও, শয়ন কর।"

টাডিকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি শয়নঘরে চোল্লেম। টাডি আমারে সেই ঘরের বাতীটাই হাতে কোরে নিয়ে যেতে বোল্লে। আমি একটু ইতস্ততঃ কোত্তে লাগ্‌লেম। ঘরে কেবল সেই একটী মাত্র বাতী, আমি যদি সেটী নিয়ে যাই, টাডির ঘর অন্ধকার হবে। টাডি হয় ত আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পাল্লে। সরল ভাবে আবার বোল্লে, "তুমি নিয়ে যাও, আমার কেবল মদ খাওয়া আর চুরট খাওয়া;—তা অন্ধকারেই বেশ হবে, বেশ চোল্‌বে, তুমি নিয়ে যাও!"

কাজেই আমারে সেই আদেশ পালন কোত্তে হলো। বাতীটী হাতে কোরে আমি শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেম। ঘরে আছে বিছানা, আর আছে, একখানা চেয়ারের উপর প্রকাণ্ড একটা মাটীর হাঁড়ী। সেই হাঁড়ীতে টাডিসাহেবের স্নান হয়। আরও আছে, একটা পাথরের প্রকাণ্ড কুঁজো, তাতে জল থাকে। টাডির বাসাবাড়ীতে এই রকম আস্‌বাব! আমি কিন্তু লোকটীর ভদ্রতা দেখে বড় খুসী হোলেম। সে সব আর কিছু মনে কোল্লেম না। আশ্রয় পেলেম, সেই আমার পরম ভাগ্য! যেরূপ বিপদে পোড়েছিলেম, অনাহারে--অনিদ্রায় যেরূপ পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছি,—আশাভঙ্গে, উৎসাহ ভঙ্গে যেরূপ অবসন্ন হয়ে পোড়েছি, সে অবস্থায় তখন আর ঘরের ভালমন্দ বিচার করার অবসর পেলেম না।

শয়ন কোল্লেম। অল্পক্ষণমধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। প্রভাতে যখন নিদ্রা ভঙ্গ হলো, তখন মনে হোতে লাগ্‌লো, আমি যেন সেই লিসেষ্টারের স্কুলঘরেই শুয়ে রয়েছি। আরও যেন মনে হোতে লাগ্‌লো, পাঠশালা থেকে বেরিয়ে অবধি সেই কদিন যে সকল দুর্ঘটনা ঘোটেছিল, সমস্ত রাত্রি যেন সেই সকল ঘটনাই স্বপ্ন দেখেছি! গাঢ় নিদ্রায় স্বপ্ন হয় না,—স্বপ্নও হয় ত ছিল না, কিন্তু প্রভাতে মনে হলো যেন, কতই স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু যখন সেই ঘরটার পানে চেয়ে দেখ্‌লেম, তখন বুঝ্‌লেম, নূতন বাড়ী, ;—পূর্ব্বরাত্রের কথা স্মরণ হলো, জাগরণমাত্রেই মনে যে ভাবটা উদয় হয়েছিল, সেটা সোরে গেল;—প্রভাতেই আমি চিন্তাসাগরে মগ্ন হোলেম।

লণ্ডন!—লণ্ডনে আমি গত রাত্রে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে একটা বাড়ীর দরজার ধাপের উপর পোড়ে গিয়েছিলেম, জুতা ছিঁড়ে, পা ছিঁড়ে রক্তারক্তি হয়েছিল, সব কথাই মনে পোড়্লো। যে বাড়ীতে এসেছি, সেটাও গরিবের বাড়ী;—আমার চেয়ে গরিব নয়, কিন্তু দরিদ্রতার জ্বালাযন্ত্রণা সে বাড়ীতে অনেক প্রকার!

যে ঘরে শয়ন কোরেছিলেম, সে ঘরের সঙ্গে তুলনায় লিসেষ্টারের স্কুলবাড়ীর শয়নঘর ঠিক যেন আমার পক্ষে অমরপুরী। কত চিন্তাই মনে এলো, ইচ্ছা কোরেই চিন্তাগুলোকে যেন তখনকার মত তফাত কোরে সোরিয়ে সোরিয়ে দিলেম। হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে গেল, টাডি প্রবেশ কোল্লে। প্রবেশ কোরেই বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেমন ছোক্রা? ভাল রকম ঘুম হয়েছিল ত?"

টাডিকে সাধুবাদ দিয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা হয়েছে। আপনাকে ধন্যবাদ! কিন্তু মনে মনে একটা ভাব্ছি, আপ্নি নিজে শুয়েছিলেন কোথা? আমি আপনার বিছানাটী দখল কোরে আপনাকে বঞ্চি—"

"বিছানা?—"ঔদাস্যভাবে মাথা ঘুবিয়ে টাডি তৎক্ষণাৎ বোলে উঠ্লো, "বিছানা?—তুচ্ছ কথা!—মদ খেতে খেতে শেষে যেখানটাতে ঘুরে পোড়েছিলেম, সেই খানেই আমি ঘুমিয়েছি!"

কথাটা শুনেই বিস্মিত নয়নে আমি চেয়ে রইলেম। সেই ভাবটী দেখে টাডি আবার মুখ ঘুরিয়ে বোল্তে আরম্ভ কোল্লে, "সত্য কথা! অনেক মদ আমি খেয়ে ফেলেছি! সাধারণ লোকে যাকে জিন্সবাপ বলে, সেই জিন্সবাপ আমি গলাপর্য্যন্ত টেনেছি! কাজেই ঘুব ধোরেছিল!—যেখানে ঘুরে পোড়েছি, সেই খানেই শুয়েছি,—সেই খানেই বেহুঁস ঘুম! আচ্ছা, এখন স্নান কর, জল খাও, তার পর কাজকর্ম্মের কথা। আচ্ছা, তোমার নামটী কি ভাল?—উইল্মট!—হাঁ,—হাঁ,—উইল্মট!—আচ্ছা, উইল্মট! তুমি আগুন জাল, জল গরম কর, তাকের উপর এক জোড়া ছোট ছোট মাছ আছে, জলে দাও, তার পর সেই মাছ আগুনের মুখে ঝুলিয়ে ধর!"

তাই আমি কোল্লেম! টাডি স্নান কোরে ফিরে এলো। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলযোগের আয়োজন না হলো, টাডি ততক্ষণ পর্য্যন্ত চুরটের নলে ঘন ঘন অগ্নিক্রীড়া কোল্লে। আমি কেবল আপ্নার ভাব্নাই ভাব্ছি। টাডি আমাকে কাজকর্ম্মের কথা বোল্বে, কাজকর্ম্ম জুটিয়ে দিবে, কি রকম কাজকর্ম্ম? লোকটী কিন্তু বেশ! এ লোকের শরীরে দয়াধর্ম্ম আছে। আপ্না হোতেই পরের উপকার কোত্তে চায়! বেশ লোক! এর কাছেই আমি থাকি! এইখানেই আমার কর্ম্ম হবে! লোকটী ত বেশ বোল্ছে, কাজকর্ম্মের কথা;—কথাগুলি বেশ!—কি রকম কাজকর্ম্ম?—কোথায় আমার কর্ম্ম হবে? এই খানে?—না—আর কোথাও?

অধিকক্ষণ আমারে সংশয়দোলায় দুলুতে হলো না। জলযোগের পর টাডি আমারে আদর কোরে বোল্লে, "উইল্মট! তোমার হাতের লেখা কেমন? লেখ দেখি একটু!

ঐ ডেস্ক আছে, লেখ। খুব ভাল কোরে লেখ;—খুব ভাল হয় যেন!—আমি তোমার হাতের লেখার নমুনা দেখ্‌তে চাই।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি লিখ্‌তে হবে?"

টাডি উত্তর কোল্লে, "যা তোমার ইচ্ছা!—কেবল তিনটী কি চারিটী কথামাত্র! তিনটী চারিটী কথা লিখ্‌লেই আমি জান্‌তে পার্‌বো, তুমি কাজের লোক হবে কি না! স্কুলে যা তুমি লিখ্‌তে, তাই না হয় দু একখানা লেখ। হাত যেন কাঁপে না! সাহস ধর! আমার হাতের লেখা ভাল নয়, আমি কেবল আঁচ্‌ড়ে আঁচ্‌ড়ে যাই! তাতেই আমার কারবারটা ভাল রকম চোল্‌ছে না। সেই জন্যেই আমি, একজন কেরাণী চাই। ভাল রকম কেরাণী দরকার,—খোস্‌খৎ লেখক! তোমাকে দেখে আমার ভরসা হোচ্ছে, তুমিই আমার উপযুক্ত কেরাণী হবে। আচ্ছা, এসো! কাজ কর!"

পঞ্চম প্রসঙ্গ।

বিজ্ঞাপনের ঘটা!!!

ডেস্কের সম্মুখে আমি বোস্‌লেম! ডেস্কের উপর একরাশ সাদা কাগজ কাঁড়ি করা! আমি বোস্‌লেম, কাগজ কলম ধোল্লেম। পাঠশালায় যে কথাগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় বোলে বোধ ছিল, সেই কথাগুলিই লিখ্‌লেম। আমার হাতের লেখাও ভাল ছিল। বেশ পরিষ্কার কোরেই লিখ্‌লেম।

লিখ্‌লেম কি?—তিনটী পদঃ——

"ধর্ম্মই প্রশংসনীয়।"

"সততাই উৎকৃষ্ট নীতি।"

"সাধুতাই সাধুতার পুরস্কার।"

অক্ষরগুলিও বেশ হলো। মনে কোল্লেম, টাডি খুসী হবে। কিন্তু যখন দেখ্‌লেম, টাডি এক দৃষ্টে আমারি পানে চেয়ে রয়েছে, জিজ্ঞাসা কোর্চ্চে না হয়েছে কি না হয়েছে, তৎক্ষণাৎ আমি হৃষ্টচিত্তে সেই কাগজখানি তার দক্ষিণ হস্তে সমর্পণ কোল্লেম।

অদ্ভুত ব্যাপার!—টাডি আমার লেখাগুলি দেখ্‌লে;—দেখেই ভয়ঙ্কর উচ্চ নাদে হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লো;—চেয়ারখানার উপর বোসে বোসেই তখন চারদিকে ঘুরে ঘুরে হেসে হেসে ঢোলে ঢোলে পোড়্‌তে লাগ্‌লো!—চক্ষু ফেটে ফেটে জল বেরুতে লাগ্‌লো;—থেকে থেকে পুনঃপুনঃ হাসির কলরবে ঘরটা পর্য্যন্ত যেন প্রতিধ্বনিত হোতে লাগ্‌লো!—আমি ত অবাক্‌! লোকটা যদি মোটা হতো, তা হোলে

নিশ্চয়ই তখন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দম আটকে মারা যেতো !—চার পাঁচ মিনিট হাসির গর্‌রা চোল্লো !—যখন একটু থেমে এলো, টাডি তখন ভাঙা ভাঙা কথায় আমার লেখার উপর মন্তব্য ঝাড়্‌তে আরম্ভ কোল্লে।

"বাঃ !—বা ছোক্‌রা ! বাঃ !—খাসা লিখেছ ! আর কেউ এমন লিখ্‌তে পারে না। এর চেয়ে ভাল লেখা হোতেই পাবে না !"—"ধর্ম্মই প্রশংসনীয় !"

এইটুকু বোলেই টাডি আবার সেই রকম হাসি জুড়ে দিলে। "সতত্যই উৎকৃষ্ট নীতি !"—"বাঃ !—সত্য বোল্‌ছি !—তোমার দিব্বি !—তুমি আমাকে হাসিয়ে হাসিয়ে মেরে ফেলে দিবে ! হেসে হেসে আমার পেট ফেটে যাচ্ছে !—বাঃ—বাঃ—বা !" "সাধুতাই সাধুতার পুরষ্কার।"

এই সময় আমার সমালোচকের সেই দুর্জ্জয় হাসিটা যেন সিংহগর্জ্জনের ন্যায় বোধ হোতে লাগ্‌লো ! একটু ঠাণ্ডা হয়ে হাসিওয়ালা আবার আমারে বোলতে লাগ্‌লো, "লেখা খুব ভাল ! এই রকম লেখাই আমি চাই। তুমি যে তিনটী নীতির কথা লিখেছ, আমাদের ঘোষণাপত্রে ঐ তিন কথা লিখে দিতে হবে। দিতে হবে বটে, সকলে কিন্তু বুঝ্‌বে না। যে সকল ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কার্‌বার, যে সকল বড় বড় ঘরের স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে কার্‌বার কোত্তে ভালবাসেন, তাঁদের হয় ত ও কথাগুলি ভাল লাগ্‌বে না ! আচ্ছা, কলম ধর, আমি যা যা বলি, তাই লেখ !"

কথার ভাবটা আমি ভাল কোরে বুঝ্‌তে পাল্লেম না। আমার লেখা দেখে কেন যে ঐ লোকটার অতখানি হাসির ঘটা, কেনই বা হেসে হেসে পেট ফাটে, সেটাও আমার হৃদয়ঙ্গম হলো না।—বিরক্ত হোলেম না;—কেন না, রাগের চেয়ে হাসি ভাল। আমার লেখাগুলি যে সমালোচকের রাগ জন্মিয়ে না দিয়ে হাসি বাড়িয়ে দিয়েছে, এটাও এক রকম ভাল !

কলম ধোল্লেম। টাডি আমারে অনেক রকমে পূর্ব্বসাবধান কোরে, বার বার বটের ধোঁয়া উড়িয়ে, একটু গম্ভীরভাবে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "এই রকমে আরম্ভ কর।" আমিও সেই রকমে আরম্ভ কোল্লেম। রকমটা এই রকম :—

"রাগা মফিন্ কোর্টের ৩ নম্বর বাড়ীতে টমাস্ টাডি সাহেব একটী উচ্চদরের মহা গৌরবের কার্য্যালয় খুলিয়াছেন। সেখানে যেমন যেমন লোকের যেমন যেমন বিজ্ঞাপন, যেমন যেমন অভাব, যেমন যেমন অধিকার, যেমন যেমন উপকার এবং যেমন যেমন প্রয়োজন, তৎ সমস্তই সেই কার্য্যালয়ে রেজেষ্টারী করা হয়। ভাল ভাল মানী লোকের উপকারের জন্যই এই কার্য্যালয়ের জন্ম। যে সকল মানী লোক এবং যে সকল মানী লোকের স্ত্রীকন্যাগণ মহামানের ভিক্ষাব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিম্বা অবলম্বন করিতে চাহেন, এই বিজ্ঞাপনপত্র দ্বারা মিষ্টার টাডি তাঁহাদের সকলকেই জানাইতেছেন যে, তাঁহারা সকলেই আপনাদের বাছা বাছা অভাবের নিমিত্ত এই আফিসে সংবাদ দিবেন। মিষ্টার টাডি অনেক দিন অবধি

জানিয়া আসিতেছেন, মহামহিম ইংলণ্ডের মহামহিম রাজধানী লণ্ডননগরীমধ্যে ঐ প্রকারের একটী কার্য্যালয়ের একান্তই অভাব ছিল। মিষ্টার টাডি এতদিনে সেই অভাব পূরণ করিলেন। তিনি যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে সকলকেই খুসী করিতে পারিবেন। যে ব্যবসায়ের জন্য আফিস খোলা, মিষ্টার টাডির সে বিষয়ে বিলক্ষণ দক্ষতা এবং বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। প্রথমতঃ তিনি জানাইতেছেন যে, তাঁহার রেজিষ্টারী বহিতে অনেকগুলি বালকবালিকার নাম উঠিয়াছে, সেই সকল বালকবালিকাকে অন্য লোকের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকের খোরাকি ব্যতিরেকে দৈনিক ভাড়া ছয় পেনী। তাঁহাদিগকে দেখিলেই দয়া হইবে। তাহাদিগের মধ্যে এক একজনের মূর্চ্ছারোগ আছে।

১ দফা।—স্ত্রীপুরুষ উভয়ের ব্যবহারের উপযুক্ত নানাপ্রকার ছেঁড়া ন্যাকড়া সরবরাহের নিমিত্ত মিষ্টার টাডি ইচ্ছাপূর্ব্বক চুক্তি করিয়া লইয়াছেন। ভদ্রলোকেরা এবং ভদ্রলোকের ঘরণীরা অত্রাফিসে উপস্থিত হইয়া সেই সকল আসবাবপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন। ২ দফা।—একটী দীয়াশলাই প্রস্তুতের সম্ভ্রান্ত কারখানার সহিত মিষ্টার টাডি আরও চুক্তি করিয়াছেন যে, তিনি প্রতি সপ্তাহে তাঁহার মক্কেলগণকে হাজার বাক্স দীয়াশলাই যোগাইতে পারিবেন। যে সকল ভদ্রলোক এবং যে সকল ভদ্রলোকের ঘরণীগণ দেশে দেশে নগরে নগরে বাহাদুরী কাষ্ঠের সওদাগরী * করেন, ঐ সকল দীয়াশলাই তাঁহাদের ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষ লাভজনক সওদা হইবে, সন্দেহ নাই।”

ভারি গোলমালে ঠেকে গেলেম। বিজ্ঞাপনের ভাবার্থ কিছুই হৃদয়ঙ্গম হলো না। যেন একরকম বিভ্রান্ত হয়েই ঐ পর্য্যন্ত আমি লিখলেম। হঠাৎ মনে হলো, আমার এই নূতন বন্ধুটী খুব রসিক লোক,—কথায় কথায় রসিকতা করে। মনে কোল্লেম, আমার সঙ্গেও হয় ত পরিহাস কোচ্চে। হেসে ফেল্লেম। যেমন হেসেছি, অমনি আমার নূতন বন্ধুর নূতন রকম জ্বলন্ত মূর্ত্তি! রেগে রেগে মুখচক্ষু রক্তবর্ণ কোরে টাডি আমারে ধমক্ দিয়ে দিয়ে বোল্লে, “পাজি! নচ্ছার! হতভাগা! হাসি তোর! হাসি?” খবরদার! ফের যদি দাঁত দেখতে পাই, এক কিলে দাঁত কটা ভেঙে দিব!”

আমি চোম্‌কে গেলেম। হঠাৎ একটা ভয় এলো। যারে আমি বন্ধু বোলে জান্‌ছি, যার কথাবার্ত্তা এতক্ষণ বেশ ঠাণ্ডা ছিল, অকস্মাৎ তাঁর একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তাই ত! কাজকর্ম্ম পাওয়া যাবে, লোকটাকে চটানো ভাল নয়। এই ভেবে তখনি আবার আমি মাথাটী হেঁট কোরে কলম ধোরে বোস্‌লেম। টাডি আবার আরম্ভ কোল্লেঃ—

* এই দীয়াশলাইকে বিলাতী ভাষায় “লুসিফার ম্যাচ” বলে। যে সকল ভিখারী রাত্রিকালে দীয়াশলাই জ্বালিয়া নগরময় ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, বিলাতের ভাষায় কিম্বা অন্ততঃ টম্ টাডির ভাষায় সেই সকল ভিখারীর মান্য উপাধি “বাহাদুরী কাষ্ঠের সওদাগর!” ঐ প্রকারের ভিক্ষার নাম বাহাদুরী সওদাগরী!

"লেখো !—৩ দফা।—মিষ্টার টাডি শত সহস্র প্রকার গীতের কেতাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন। মূল্য, এক এক খণ্ড এক এক পেনী। অনেক ভাল ভাল কবির অনেক রকম গীত ছড়া তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন।

৪ দফা।—যে সকল অপরাধী বিচারালয়ে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া মরিয়াছে, কিম্বা যাহাদের অপরাধ বিচারে যায় নাই, তাহাদের মরণকালের শেষ কথা, তাহাদের পাপ স্বীকার এবং সেই সকল অপরাধীর অপরাপরবৃত্তান্ত মিষ্টার টাডি সংগ্রহ করিয়াছেন। কেতাবে তাহা লেখা আছে। যে যে অপরাধীর ফাঁসি হইয়াছে, তাহাদের নামের জায়গা শাদা রহিয়াছে। প্রয়োজন হইলেই নাম বসাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

৫ দফা।—অন্ধ লোকদিগের উপকারের নিমিত্ত মিষ্টার টাডি অনেকগুলি সুশিক্ষিত ভাল ভাল কুকুর রাখিয়াছেন। তাহাদের গলদেশে শিকলযুক্ত বগ্‌লস্। এই কুকুরেরা বড় বড় প্রকাণ্ড রাজপথের মহাজনতার ভিতর দিয়া কাণা লোকগুলিকে বেশ নিরাপদে লইয়া যাইতে পারে। সেই সকল কুকুর ছাড়া আর একটী কৃষ্ণবর্ণ টেরিয়ার কুকুর আছে। সেটী বিলক্ষণ সুপণ্ডিত। ভয়ানক রাগী। তাহার মনোমত কার্য্য না হইলেই অপরাধী লোকের পায়ে মরণ কামড় কাম্‌ড়াইয়া দেয়। সেই টেরিয়ার যাহার সঙ্গে থাকে, তাহার টুপীতে * যদি কেহ অন্ততঃ অভাব পক্ষে আধপেনী ফেলিয়া না দেয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই টেরিয়ার মহা ক্রোধে সেই অদাতা লোকের গোড়ালীতে ভয়ানক ভয়ানক দংশন করে। টেরিয়ার যেন বলে, ভিক্ষা দিতেই হবে, না দিলেই কুকুরে কাম্‌ড়াবে।

৬ দফা।—নানা রকমের ভাল ভাল কাষ্ঠের পা এবং কাষ্ঠের লাঠি। এই সকল সরবরাহ ছাড়া মিষ্টার টাডি উমেদার লোকের দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেন, ভিক্ষাপত্রও লিখিয়া দেন। ভিখারীদের যত দুঃখ,—যত কষ্ট, সমস্তই সেই সকল দরখাস্তে ও ভিক্ষাপত্রে বর্ণনা করা থাকে। কেবল বর্ণনা করাও থাকে না, সেই সঙ্গে রাজ্যের বড় বড় লোকের নিদর্শনপত্র এবং সুপারিশ চিঠিও দেওয়া হয়। মিষ্টার টাডি খুব শস্তাদরে ঝাঁটা বিক্রয় করেন। রাস্তার পাথরের উপর খড়ি দিয়া জাহাজ আঁকিবার বিদ্যাও শিক্ষা দেন; কারণ এই যে, যাহারা জাহাজডুবিতে সর্ব্বস্ব হারিয়েছে, যাহারা ডুবো জাহাজের নাবিক, যাহারা বিজ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করে, পথের পাথরে জাহাজ আঁকা দেখিলে ভদ্রলোকেরা তাহাদের প্রতি দয়া করেন। মিষ্টার টাডি ঐপ্রকারে খড়ি পাতিয়া লেখা শিখাইতেও প্রস্তুত আছেন। তিনবার দেখিলেই শিক্ষার্থী ছাত্রেরা অতি সহজেই শীঘ্র শীঘ্র লিখিতে পারে 'আমি অনাহারে শুকাইয়া মরিতেছি!' যে সকল ভদ্রলোক এবং ভদ্রলোকের ঘরণীরা সহরের কোন কোন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অপরাপর স্থানে ভিক্ষা পরিবর্ত্তনে ইচ্ছা করেন, মিষ্টার টাডির আফিসে

* বিলাতী ভিখারীরা টুপী পাতিয়া ভিক্ষা করে।

আবেদন করিলে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। যে সকল ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাগণ বিপদে পড়েন, তাঁহারা যদি চরিত্রপ্রমাণের সাক্ষী চান, দেশে নাই বলিয়া যদি লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, অত্রাফিসে দরখাস্ত করিলে সে প্রকারের অনেকানেক সাক্ষী জোগাড় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যাহার যেমন চেহারা, যাহার যেমন সম্ভ্রম, সেই পরিমাণে খরচা দিতে হয়।”

মনে মনে আমি ত ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লেম। লোকটা বলে কি? ব্যাপার ত বড় সহজ নয়! অত্যন্ত ঘৃণা হতে লাগ্‌লো! কলমটা দূর কোরে ছুড়ে ফেলে দিলেম। যে আসনে বোসে ছিলেম, শশব্যস্তে চোম্‌কে উঠে সে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেম। ক্রোধে—ঘৃণায় চীৎকার কোরে বোল্লেম, “তুমি আমারে দূর কোরে তাড়িয়ে দাও! আমি পথে পথে উপবাস কোরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, তাও ভাল, তোমার বিজ্ঞাপন তোমাতেই থাক্, ও রকম বিজ্ঞাপন স্বহস্তে লেখা দূরে থাক্, অপর লোকের মুখে শ্রবণ করাও আমার কর্ম্ম নয়!”

টাডি তখন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লো। উঠেই এক হাতে আমার গলা টিপে ধোল্লে, আর এক হাতে একটা লাঠি নিয়ে আমারে দমাদম প্রহার কোত্তে আরম্ভ কোল্লে! লোকটার গায়ে যতদূর শক্তি ছিল, আমার দুর্ব্বল অঙ্গের উপরে ততদূর ভৌতিক শক্তি ঝেড়ে দিলে! আমি পরিত্রাহি চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম। “ও গো এখানে কে আছ গো, রক্ষা কর!” এই কথা বোলে ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। কেহই এলো না,—কেহই উত্তর দিলে না!

আমার নূতন বন্ধু (বন্ধুই বটে!) আমার কান্না, দেখে আর ঐ রকম চীৎকার শুনে ভয়ানক রেগে উঠ্‌লো। গোর্জ্জে গোর্জ্জে, বোল্‌তে লাগ্‌লো, “চেঁচা!—চেঁচা!—যত পারিস্, ডাক ছেড়ে চেঁচা! যতক্ষণ তোর শ্বাস রোধ না হয়, যতক্ষণ তুই বেদম হয়ে না পড়িস্, ততক্ষণ চেঁচা! জনপ্রাণীও আস্‌বে না। আমি যদি তোরে বশীভূত কোত্তে না পারি, শপথ কোরে বোল্‌ছি, বৃথা আমি নাম ধরি মিষ্টার টমাস্ টাডি! তোর মত কত শত ছোঁড়া বদ্‌মাস্ আমার হাতে সোজা হয়ে গেছে!—শুন্‌লি আমার কথা, শুন্‌বি আমার কথা?— ধোর্‌বি আবার কলম?”

“না,—কখনই না!—আর আমি তোমার কাছে বোস্‌ব না;—তিলমাত্রও আর এখানে দাঁড়াব না। তুমি আমারে ছেড়ে দাও,—তুমি আমারে বার কোরে দাও! তোমার বিজ্ঞাপনের কাণ্ড কারখানা আমি বুঝেছি!”

টাডিটা তখনো পর্য্যন্ত আমার গলাটিপে ধোরে আ!—ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, আমার সর্ব্ব শরীর ফুলে উঠ্‌ছিল। জোরে সেই বদ্‌মাস্ লোকটার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে আমি দরজার কাছে হাজির!

“না—না, অত তাড়াতাড়ি নয়, খুব চালাক ছোক্‌রা দেখ্‌ছি!” ঠাট্টার ভঙ্গীতে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে টাডিও দরজার কাছে ছুটে এসে আমার হাত ধোরে টেনে

আবার আমারে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। বন্ধুর মর্য্যাদা বন্ধুই জানে! বন্ধু আমারে আবার যেন আদর কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো. "যাবি কোথা? তোর মরণজীবন আমার হাতে! আমার নিজের ছেলেও যদি এমন অবাধ্য হয়, তারেও আমি যেমন কোরে শাসিত কোত্তে পারি, তোরেও আমি সেই রকমে সোজা কোর্ব্বো! ফের যদি তুই ঐ রকম ফাজিল কথা বোল্‌বি, তখনি আমি তোরে ফৌজদারীতে পাঠাব! মাজিষ্ট্রেটের কাছে তোর নিজের মুখ দিয়েই তোরে আমি কবুল করাব, তুই ছোঁড়া পলাতক বদমাস্‌! ঘর থেকে পালিয়ে এসেছিস্‌, কিম্বা স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছিস্‌, কিম্বা তোর মাষ্টারক ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিস্‌;—যাই হোক্‌, যে রকমেই হোক্‌, তোর মুখ দিয়ে আমি সত্যকথা কবুল করাবই করাব! যেখান থেকে পালিয়ে এসেছিস্‌. পেয়াদা মসিল দিয়ে সেইখানেই আবার ফেরত পাঠাব।"

তা সে পারে!—যে রকম ভয়ানক লোক, যে রকম ভয়ানক প্রকৃতি, যে রকম কর্কশ কর্কশ কথাবার্ত্তা, যে রকম বিজ্ঞাপনের ধরণ, তাতে কোরে আমার নিশ্চয় প্রতীতি হলো, তা সে পারে! যা বোলে ভয় দেখালে, কাজেও তা সে হাঁসিল কোত্তে পারে! ওঃ!—এই লোককে আমি বন্ধু বোলে বিশ্বাস কোরিছিলেম! ওঃ! দেখে শুনে বুঝ্‌লেম, সে লোকটা সব পারে! তার অসাধ্য দুষ্কর্ম্ম পৃথিবীতে বোধ হয় কিছুই নাই! বুকের ভিতর তখন আমার যে রকম আগুন জ্বোলে উঠেছিল, যত্ন কোরে সে আগুন আমি মনের ভিতরেই কথঞ্চিৎ নির্ব্বাণ কোল্লেম। মনে মনে ভাব্‌লেম, ভাব্‌লেম কেন, প্রতিজ্ঞাই কোল্লেম, যে ক্ষেত্রের যে কাজ,—বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়। বিপদ হবে! লোকটা আমারে যে রকমে শাসালে, তাতে কোরে হয় ত সত্য সত্যই লিসেষ্টারে চালান কোত্তে পারে! ওঃ!—লিসেষ্টার!—লিসেষ্টার!—জুকেস! জুকেস!—না!—কখনই আমি যাব না!—কখনই আমি জুকেসের নরকতুল্য সেই শ্রমনিবাসে,—নরকতুল্য কারখানাবাড়ীতে জন্মের মত কয়েদ হয়ে থাক্‌বো না!—এই তখন আমার প্রতিজ্ঞা,—এই-ই তখন আমার দৃঢ় সংকল্প। একটু নরম হয়ে মিনতি কোরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে টাডিকে আমি বোল্লেম, "দোহাই পরমেশ্বর! ও কথা আপনি বোল্‌বেন না!—না না;—কোথাও আমি যাব না!"

টাডি হয় ত বিবেচনা কোল্লে, ভয় দেখানোর ফল হয়েছে। আমি যেন তার ধম্‌কানি খেয়ে ভয় পেয়েই বশীভূত হয়ে পোড়েছি। এইরূপ স্থির কোরেই একটু হেসে একটু নরম কথায় সে আমারে বোল্লে, "ঠিক—ঠিক—ঠিক! আচ্ছা!—বেশ ছোক্‌রা! থাক;—ঠাণ্ডা হয়ে থাক;—আর অমন কোরে পাগ্‌লামী দেখিও না। বেশ ছোক্‌রা হয়েই থাক! এসো, বোসো, কলম ধর, লেখ! যতগুলি বিজ্ঞাপন আমার প্রয়োজন, সবগুলি বোসে বোসে নকল কর। আজ দিনমানের মধ্যেই আমাকে পঞ্চাশখানা বিজ্ঞাপন বিলি কোত্তে হবে।"

আমি বোস্‌লেম! আদেশমত আদেশ পালন কোল্লেম। বেলা একটা পর্য্যন্ত

বিজ্ঞাপন লেখা হলো। একটার পর টাডি আমারে সঙ্গে কোরে বাজারে নিয়ে গেল। বাজার থেকে আনা হলো মাংস আর গোল আলু। এক দিনের মধ্যেই টাডি আমারে রাঁধুনী বানিয়ে ফেল্লে! বাজার থেকে ফিরে এসে টাডির আদেশে সেই মাংস আমি স্বহস্তেই পাক কোল্লেম। রন্ধনের শক্তি আমার যতদূর, রন্ধনেই তার পরিচয় হলো। আমরা আহার কোল্লেম। আহারান্তে আবার বিজ্ঞাপন লেখা!—আমার ইচ্ছায় নয়, কর্ম্মকর্ত্তার অনুমতিক্রমেই লেখা। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লেখা হলো! যখন আমি কলম ছাড়্‌লেম, তখন বেলা ৬টা। সন্ধ্যার পর চা খাওয়া হলো। তার পর টাডি আমারে সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞাপন বিলি কোত্তে বেরুলো।

কোথায় এলেম?—আমার বন্ধু আমারে যে দিকে নিয়ে যায়, সেই দিকেই দেখি নরক! ঘৃণা, ভয়, বিকার, সংশয়, সমস্তই যেন এক সঙ্গে জড় হয়ে আমার চিন্তাকুল হৃদয়কে অত্যন্ত আকুল কোরে তুল্লে। টাডি আমায় যে দিকে নিয়ে যায়, সেই দিকেই আর্ত্তনাদ,—সেই দিকেই ক্রন্দন,—সেই দিকেই ছেঁড়া নেক্‌ড়া,—সেই দিকেই ভাঙা ঘর,—সেই দিকেই উপবাস,—সেই দিকেই রক্তারক্তি! লণ্ডন সহর!—অত বড় সহর,—সে সহরে যে উপবাসী, ভিখারীর সংখ্যা কত, বোধ হয় গণনা কোরে শেষ করা যায় না! নর, নারী, বালক, বালিকা, চতুর্দ্দিকেই মারামারি কোচ্চে, ঝগ্‌ড়া কোচ্চে, গালাগালি কোচ্চে,—যা মুখে আস্‌ছে, তাই বোলেই লক্ষ্য লোকগুলোকে অধঃপাতে দিচ্ছে? সন্ধ্যা অতীত হয়ে গেল, রাত্রি হয়ে এলো। ক্ষুধার্ত্ত বালকবালিকারা,—উপবাসী জোয়ান পুরুষেরা,—ক্ষুধাকাতর বৃদ্ধলোকেরা ছেঁড়া ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পেতে গড়া গড়া শুয়ে পোড়্‌লো! স্বচক্ষে আমি সেই সব কাণ্ড দেখ্‌লেম। আমার মনে যে তখন কি রকম দুঃখতরঙ্গ খেলা কোত্তে লাগ্‌লো, টাডি তার কিছুই বুঝ্‌লে না। ভিক্ষুকের পল্লীগুলো আমার অন্তঃকরণকে যেন আগুন জ্বেলে দগ্ধ কোত্তে লাগ্‌লো! দুর্গন্ধ!—বাতাস পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ! জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো যেন, অল্পক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেই দম আট্‌কে প্রাণ যাবে। আমি পুনঃ পুনঃ কাকুতি মিনতি কোরে টাডিকে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "আর আমি পারি না;—আর আমারে বেশী দূর নিয়ে যাবেন না;—ও সকল ভয়ানক দৃশ্য আর আমি দেখ্‌তে পারি না!" বোল্লেম বটে,—বোল্লেম বিস্তর, কিন্তু উড়ে গেল সব!—কিছুতেই কিছু ফল হলো না!—বরং আরও বিপরীত ফল দাঁড়ালো! টাডি আমার হাত চেপে ধোল্লে,—খুব শক্ত কোরেই ধোল্লে। সে হয় ত মনে কোল্লে, ধোরে না রাখ্‌লেই হয় ত আমি পালাব। অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত টাডি আমারে সেই সকল নরকপল্লীতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালে। রাত্রি দুই প্রহরের কাছাকাছি। তখন আমরা ফিরে এলেম। নরক ভ্রমণে আমার এতদূর কষ্ট হয়েছিল যে, সে রাত্রে আর কিছুই আহার কোত্তে পাল্লেম না। মাথা ধোরে গেল! সর্ব্ব শরীর অবশ হয়ে পোড়্‌লো! মহাপ্রাণী চঞ্চলা! টাডি আমাকে টেনে টেনে নিয়ে এসেছে!

PRINTED BY KHIROD NATH GHOSH RAMAYANA PRESS No 115/1 GREY STREET.

তা যদি না আন্‌তো, তা হোলে বোধ হয়, পথেই পোড়ে থাক্‌তেম। টাডি আমারে ভাল বুদ্ধিতে টেনে আনে নাই। চোল্‌তে পারি না, কাতর হয়ে পোড়েছি, তাই দেখে আদর কোরে হাত ধোরে এনেছে, সে বুদ্ধি তার ছিল না;—তার মৎলব অন্যপ্রকার! মৎলবের কথার বিচার করা আমার অনাবশ্যক। কাতর হয়ে পোড়েছি, মনিবের কাছে অনুমতি চাইলেম শয়নের;—অনুমতি পেলেম। পাঠক মহাশয় বুঝ্‌তেই পাল্লেন, মুনিব আমার টাডি। কাজেই অনুমতি চাইতে হলো,—অনুমতি পেলেম। শয়ন কোল্লেম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহ না হলো, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কাঁদ্‌লেম! চক্ষের জলে বালিশ বিছানা ভিজে গেল!

পরদিন আরো অনেক বিজ্ঞাপন লেখা হলো। লেখা ত হলো, কিন্তু টাডি বড় অন্যমনস্ক। বেলাও অনেকটা হয়ে উঠ্‌লো। ঘণ্টায় ঘণ্টায় টাডি যেন অস্থির হয়ে, একবার ঘর, একবার বার, এই রকম ছুটাছুটী কোরে অত্যন্ত ব্যস্তভাব জানাতে লাগ্‌লো। কতই অধৈর্য্য, কতই নৈরাশ্য, কতই চাঞ্চল্য, সেই গৌরবান্বিত বিজ্ঞাপন-দাতার মুখে চক্ষে খেলা কোত্তে লাগ্‌লো। জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, কেনই অধৈর্য্য, কিসের নৈরাশ্য,—কেনই বা চাঞ্চল্য?

উত্তর আছে।—গত রাত্রে যে সকল বিজ্ঞাপন বিলি করা হয়েছে, গরিবের পক্ষে তত উপকারী বিজ্ঞাপন,—বাহাদুরী কাষ্ঠের ব্যাপারীদের পক্ষে তত উপকারী বিজ্ঞাপন, কত লোকেই পেয়েছে, তথাপি কিন্তু ততখানি বেলা পর্য্যন্ত কোন উপকারপ্রত্যাশী ব্যাপারীই সেই উপকারী বিজ্ঞাপনের উপকার নিতে এলো না!—এ নৈরাশ্য কি তাদৃশ উপকারী বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে সামান্য নৈরাশ্য?

কেহই এলো না। ক্রমশই বিজ্ঞাপনদাতার উদ্বেগ বৃদ্ধি,—চাঞ্চল্য বৃদ্ধি। একবার অন্যমনস্ক বদনে ঘরের ভিতর আস্‌ছে, অন্যমনস্ক-বদনে ঘরের ভিতর পাইচারি কোচ্চে, এ গবাক্ষে ও গবাক্ষে বারবার উঁকি মার্‌ছে, হঠাৎ আবার যেন কি শব্দ পেয়ে বাহিরের দিকে ছুটে ছুটে যাচ্চে। বিদ্যুতের মত অস্থির!

কেহই এলো না!—সন্ধ্যা হলো, কেহই এলো না! রাত্রি হলো; কাহারও দেখা নাই! টাডি এক জায়গায় কাট হয়ে দাঁড়িয়ে অর্দ্ধস্ফুট বচনে সংক্ষিপ্ত কথায় বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আশ্চর্য্য!—এক জনেরও দেখা নাই!—হলো কি?—আমি ভেবেছিলেম, তত উপকারের বিজ্ঞাপন পেলে হাজার হাজার উমেদার দরখাস্তকারী এককালে লাফিয়ে লাফিয়ে এসে উপস্থিত হবে।—ফল ত দেখি কিছুই না।—আমার আগেকার বিজ্ঞাপনটা বরং জড়ানো জড়ানো বাঁকা টেরা গোলমেলে রকম লেখা ছিল, এবারের বিজ্ঞাপনের লেখা ত ছাপার অক্ষরের মত স্পষ্ট স্পষ্ট, তবে আমার বিজ্ঞাপনের ফল কেন এমন হয়? তত বড় উপকার পাবে,—বিজ্ঞাপনে সব খুলে লিখে দেওয়া আছে,—তত বড় উপকার পাবে, তবে কেন একজনও এলো না?—হলো কি!—হায় হায়!—দেখা যাক্, কল্যকার প্রভাত কি প্রসব করে!"

প্রভাত হলো। কেহই এলো না! দুদিন গেল, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ এক হপ্তা গেল, একটীও উমেদার দেখা দিল না! এদিকে কিন্তু নিত্য নিত্য দিনের বেলা নূতন নূতন অনেক বিজ্ঞাপন লেখা হয়, সন্ধ্যার পর বিলি হয়। বিলির সময় টাডি এক দিনও আমারে ছাড়ে না! রোজ রোজ সেই সকল নরককুণ্ডে গতাগতি করা বড়ই অধর্ম্মের ভোগ! যত প্রকার কদাচার মানুষের সমাজে থাক্‌তে পারে, তার চেয়েও বরং বেশী রকম কদাচার যে সকল লোকের ঘরে বাহিরে, বিজ্ঞাপনদাতা টাডি সেই সকল বাছা বাছা কদাচারী লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে বিজ্ঞাপন বিলি কোরেছে! নিত্য নিত্য সে সকল স্থলে গতিবিধি করা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো। সাত দিনের পর বিজ্ঞাপন লেখা বন্ধ হলো। বিলি করাও বন্ধ। সুতরাং একটু বিশ্রাম। তত বড় বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে টাডি ত একবারেই হতাশ!

ভিতরেও আঘাত লাগ্‌লো। পুঁজি শেষ হয়ে এলো। দিন দিন অর্থের একান্ত। আবশ্যক।—টাকা নাই! যেমন বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের জিনিসগুলিও সেই রকম! ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া, দীয়াশলাই, গীতাবলী, কেতাব, কাঠের পা, কাঠের লাঠি ইত্যাদি। উপযুক্ত কারবারের উপযুক্ত আস্‌বাবগুলিও বাজারে চোল্লো!—মিষ্টার টাডি চুপি চুপি যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে সেগুলি বাজারে বিক্রয় কোরে আসেন!

যে ঘরে আমি শয়ন করি, সেই ঘরেব পাশে একটা ঘরেব কপাটের ফাঁক দিয়ে আমি দেখেছিলেম, মিষ্টার টাডির কারবারের ঐ রকম কতগুলি চমৎকার আস্‌বাব সাজানো আছে! সেই আস্‌বাবগুলিই বাজারে গেল!

ইহার উপরেও বড় কথা আছে। ইতিপূর্ব্বে বাড়ীভাড়ার জন্যে ঐ সকল আস্‌বাব জামিনস্বরূপ ছিল। ক্রমশই বাড়ীভাড়া বাকী পড়ে!

প্রথম রাত্রে যখন আমি টাডির সহিত টাডির বাড়ীতে নূতন আসি, সেই বাতীহাতে যে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি তখন আমাদের দরজা খুলে দিয়েছিল, সেই ভয়ঙ্করী নারী-মূর্ত্তিই ঐ বাড়ীর অধিকারিণী কর্ত্রী। সর্ব্বদাই তিনি টাডির কাছে বাড়ীভাড়ার তাগাদা করেন। টাডি যথাশক্তি আদর অভ্যর্থনা কোরে চেয়ার দিয়ে,—বীয়ার দিয়ে,—সিগার দিয়ে, বাড়ীওয়ালীকে তুষ্ট করেন! দিন দিন বেশীদিন দেরি হয়ে পড়ে!

টাডির ক্রমশই বড়ই দুর্দ্দশা! টাডি অত্যন্ত মাতাল ছিল। দু রকম তীব্র মদ টাডির নিত্যই আবশ্যক।—ব্রাণ্ডী আর জিন। বীর সরাপ ত জলপান। সে জলপানটীও নিত্য বরাদ্দ ছিল! ক্রমশঃ সমস্তই বন্ধ! আহারপর্য্যন্ত বন্ধ হয় হয় হলো! জোটে কেবল এক আদ্‌খানা বাসী রুটি আর ঠাণ্ডা জল! মদ্যমাংস বহু দূরের কথা!

আমি ত দিন দিন যেন আকাশ থেকে পোড়্‌ছি! কোথাকার কাণ্ড কোথা! এ লোকটা কে?—ক্রমশই অধঃপতন দেখ্‌ছি!—আমায় তবে ছাড়ে না কেন?

টাডি একদিন এসে আপ্‌না হোতেই আমারে বোল্লে, "ঐ—তোমার নাম কি ভাল?—হাঁ,—হাঁ,—জোসেফ্ উইল্‌মট!—হাঁ জুসি! তুমি কি কোন রকম চিন্তা কর?

কোন চিন্তা নাই,—আমি তোমাকে কর্ম্ম দিব। আমি যদি নিজে রাখ্‌তে না পারি, আমার কোন বন্ধুর কাছে রেখে দিব।”

প্রভুর ঐ পর্য্যন্ত উপকার কর্‌বার চেষ্টা! নিজে রাখ্‌বেন না, রাখ্‌তে পার্‌বার ক্ষমতা পর্য্যন্তও নাই, ফুটে কিন্তু সে কথাটী মুখে বোলতে ইচ্ছা করেন না। খুব আপ্‌নার লোকের কাছেও সে কথাটী ফুটে বলেন না, আমাকেও আমার কাজকর্ম্মের কথা কিছুই ভেঙে বলেন না। বলেন কেবল ঐ কথা;—ঐ কথাও শেষকালে! “আপ্‌নি রাখ্‌তে না পারি, বন্ধুর কাছে রেখে দিব।”—সে সুপারিশের জোর কত হবে, টাডির মতন দুরন্ত লোকের উপরোধ অনুরোধ রাখ্‌বে, তেমন লোক যারা হবে, তারা যে টাডির অপেক্ষা ভাল লোক হবে না, বালক হোলেও সে কথাটী তখন আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেম। সুপারিশের কথাটা আমার ভাল লাগ্‌লো না। মন আবার উদাস হলো। পালাই পালাই মনে কোত্তে লাগ্‌লেম।

টাডির নামে নালিস হলো। সেই ভয়ঙ্করী বাড়ীওয়ালী নিজেই নালিস কোল্লে। আসামীর অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ জিনিসপত্র ক্রোক হোলো। আমাদের দুজনকেই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে! আমার মনিব (মিষ্টার টাডি তখনও আমার মনিব) রেগে উঠ্‌লেন, চোখ রাঙালেন, কলহ বাধাবার উপক্রম কোল্লেন, বাড়ীওয়ালীর লোকেরা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে!

আমরা দুজনেই অনাথ হোলেম!—নিঃসম্বল হয়ে বাসা ছেড়ে রাস্তায় বেরুলেম! দিনের বেলাও নয়,—রাত্রি কালে। রাত্রিকালে দুজনে আমরা নিঃসহায়—নিরাশ্রয় অবস্থায় রাজপথ দিয়ে চোলে যাচ্চি, কোথায় গিয়ে পৌঁছিব, তা আমাদের জানা নাই। পথে যেতে যেতে টাডি আমারে বোল্লে, “নিরাশ্বাস হয়ো না, ভরসা রাখ, নিঃসাহস হয়ো না। দুজনেই আমরা সাহসের সঙ্গে কাজ কোর্‌বো। ভয় পেও না!”—এই পর্য্যন্ত বোলেই কি একটু যেন চিন্তা কোরে, টাডি আবার চিন্তাকুল বদনে বোল্লে, “তা যেন হলো, কিন্তু আজ রাত্রে শোবো কোথা? হয় একটা জলশূন্য নদীর জলশূন্য সেতুর খিলানের নীচে পোড়ে থাক্‌বো, না হয় ত দূর দুরান্তরে একটা মাঠে চোলে গিয়ে আজ্‌কের মত রাত কাটাবো! মাঠে গেলে শোবার জায়গা অনেক। হয় একটা বেড়ার ধারে, না হয় একটা ঘাসের গাদার পাড়নের নীচে শুয়ে,—কিম্বা বোসে, কিম্বা যা ইচ্ছে তাই কোল্লে, এক রকমে বেশ থাক্‌তে পার্‌বো।”

ছিলেম ত নিরাশ্রয়, আজ আবার যেন মনে ভাব্‌লেম, আরও যেন নূতন নিরাশ্রয়! মাঠে রাতকাটানার কথা শুনে তেমন ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও আমার মন একটু প্রফুল্ল হলো। খোলা দেশে প্রবেশ কোর্‌বো, খোলা বাতাস সেবন কোর্‌বো, খোলা আকাশ দর্শন কোর্‌বো, সেই সুখ আমার এত অসুখেও প্রধান সুখ হবে। সহর দেখে দেখে ঘৃণা জন্মে গেছে।—সহর আর দেখ্‌বো না,—সহরে আর থাক্‌বো না। যা কিছু দেখ্‌বার,—মহামান্য ইংলণ্ডের মহামান্য রাজধানী এই লণ্ডন মহা নগরীতে যা কিছু

দেখ্‌বার, যাকিছু শোন্‌বার, অল্প দিনে তা আমি বিলক্ষণ দেখেছি,—যথেষ্ট শুনেছি! ব্রিটিশরাজ্যের মহাবিস্তৃত রাজধানীতে যত কিছু বস্তু বিরাজমান আছে, তার মধ্যে বেশী আছে, কুৎসিত কুৎসিত পাপ! যে নগরে এত পাপের শ্রীবৃদ্ধি, যে নগরে দয়ার অপমান, লজ্জার লঘুতা, ভয়ের অল্পতা, সে নগরে ধর্ম্মেরও কিছু না কিছু দুরবস্থা ঘটেই ঘটে। একথা ত ধরা কথা। নগরেই পাপের বৃদ্ধি। নগরে আর থাক্‌বো না, মাঠেই চোলে যাব;—যাব, কিন্তু টাডির সঙ্গে যাব কি না?

এ চিন্তা আমার বৃথা। টাডিই আমাকে ইচ্ছা কোরে নিয়ে যাবে। তবে কেন আমি যাব না? আমার নিজেরই ইচ্ছা হোচ্চে মাঠে যাওয়া;—টাডিও এক রকম অবধারণ কোচ্চে মাঠে যাওয়া;—টাডির অপেক্ষা আমার ইচ্ছা বরং বেশী। তবে কেন যাব না?—মাঠেই যাব।

সম্মত হোলেম। কোথায় শুষ্ক নদী, কোথায় শুষ্ক সেতু, কে অন্বেষণ করে? মাঠে যাওয়াই ভাল। এই সংকল্প কোরে টাডির সঙ্গে সহর থেকে বেরুলেম। ক্ষুদ্র দেহে যত কষ্ট সহ্য হোচ্চে, তাতে কোরে যে বহুদূর পথ চোল্‌তে পার্‌বো, এমন ভরসা ছিল না, কিন্তু মাঠে যাওয়ার কেমন এক নূতন উৎসাহ, বিনা ক্লেশে টাডির সঙ্গে দেড় ঘণ্টার পথ অতিক্রম কোল্লেম। সহর অতিক্রম কোরে সহরতলীর একটা ময়দানে উপস্থিত হোলেম। ভাগ্যক্রমে একটা আশ্রয় মিলে গেল। ময়দানের এক কোণে বড় একটা কারখানা কুঠীর চালাঘর ছিল, সেই স্থানে কতকগুলো মালগাড়ী যোড়া। আমরা দুজনে একখানা বোঝাইশূন্য মালগাড়ীতে উঠে নির্ব্বিঘ্নে শয়ন কোল্লেম। উত্তম নিদ্রা হলো। যখন জাগ্‌লেম, তখন প্রভাত।

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ।

আমি ভিকারী!!!

রজনী প্রভাত। প্রভাতে দশদিক প্রফুল্ল। নির্ম্মল আকাশে নির্ম্মল সূর্য্য সমুদিত। পৃথিবী প্রসন্ন। প্রকৃতিসুন্দরীর প্রসন্ন বদনে মৃদু হাসি! বৃক্ষে বৃক্ষে বিহঙ্গকুল প্রেমানন্দে সুমধুর স্বরে আনন্দগীত গাইতে আরম্ভ কোরেছে। ধরণীর কোলে তৃণলতা, তরুরাজী, শস্যক্ষেত্র, সমস্ত পদার্থই উজ্জ্বলবর্ণে চমৎকার চমৎকার শোভা পাচ্চে! মাঠে মাঠে ছোটবড় মেষপাল প্রভাতানন্দে চরা কোচ্চে! হরিণ হরিণীরা বিশ্বমোহন উজ্জ্বল নয়ন উজ্জ্বল কোরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্চে। আমি কেবল আমিই আছি। আমার বিশুষ্ক নয়নে তখনকার প্রকৃতির কোন শোভাই শোভাময়ী বোধ হোচ্চে না।

পূর্ব্বদিনের একবেলা উপবাস,—সমস্তরাত্রি উপবাস,—নিদারুণ অদৃষ্টের নিদারুণ চিন্তা! যে লোকটাকে বন্ধু বোলে আশ্বাস পেয়েছিলেম, হা অদৃষ্ট! সেই লোক কি না আমারে পথের ভিকারী কোরে দিলে! অলক্ষিতে দুটী চক্ষে জলধারা গড়ালো! অলক্ষিতে চক্ষের জল পরিমার্জ্জন কোল্লেম! আছি ত আছিই, যেন কতই ঠাণ্ডা;—কিন্তু বুকের ভিতর জ্বলন্ত আগুন!

টাডি আমারে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে সেই মাঠের পথে অনেক দূর নিয়ে চোল্লো। অনেক দূর গেলেম।—বেলা ৯ টা।

সম্মুখে একখানি মনোহর অট্টালিকা। চারিদিকে উদ্যান, মধ্যস্থলে অট্টালিকা। উদ্যানের চারি ধারে রেল দেওয়া। ফটকের পাশে দরোয়ানের ঘর। পাশে একটা খুঁটী পোঁতা। সেই খুঁটীর মাথায় একখানা তক্তামারা। সেই তক্তার গায়ে রং দিয়ে দিয়ে লেখা আছে, "সাবধান! ভিকারী লোকেরা এখানে যদি গোলমাল করে, বিনা অনুমতিতে বাগানের ভিতর যদি প্রবেশ করে, ফৌজদারীতে সমর্পণ করা যাইবেক।"

দেখেই আমার গা কেঁপে উঠ্‌লো। এগিয়ে যাচ্ছিলেম, হোটে দাঁড়ালেম। টাডি খুব জোর কোরে আমার একখানা হাত চেপে ধোল্লে। চুপি চুপি আমার কাণে কাণে বোল্লে, "অমন কর কেন? ভয় পাও কেন? ঠাণ্ডা হও। খুব গরিবানা দেখাও! কাঁচু মাচু মুখে লোকের দয়া আকর্ষণ কর!"—তখনো পর্য্যন্ত টাডি আমার হাত ধোরে আছে!

গরিবানা দেখাব!—গরিবানা আর আমারে দেখাতে হবে কেন? দুরবস্থা যতদূর হবার, তা হয়েছে! তার চেয়ে গরিবানা আর কি হোতে পারে? টাডি আমারে ঠাণ্ডা হোতে বোল্লে,—দয়া আকর্ষণ কর্‌বার উপদেশ দিলে,—গরিবানা দেখাতে বোল্লে! কেন বোল্লে, তৎক্ষণাৎ সেটা আমি বুঝ্‌লেম। আমারে উপলক্ষ কোরে টাডি হয় ত কান রকম জুয়াচুরি মৎলব এঁটেছে! হা পরমেশ্বর! এত দিনের পর শৈশবকালে আমারে কি না জুয়াচোরের সহচর হতে হোলো! হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাবার উপক্রম কোচ্চি, টাডি আরও জোরে আমার হাতখানা টানাটানি কোত্তে লাগ্‌লো! এত জোরে টান্‌তে লাগ্‌লো যে, বেদনায় আমি চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম। কট্‌মট্ চক্ষে আমার মুখের দিকে চেয়ে, ঘন ঘন দাঁত কড়্‌মড়্ কোরে, টাডি আমার কাণের কাছে অস্পষ্টস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তুই ছোঁড়া যদি চুপ্ কোরে না থাক্‌বি, ফের যদি অমন কোরে চেঁচাবি, দেখিস্,—খবরদার,—ফের যদি ও রকম গোলমাল বাধাবি, তা হোলে আমি তোরে জীয়ন্ত পুঁতে ফেল্‌বো!"

কাজেই আমি চুপ কোল্লেম। টাডি আপ্‌নার পকেট থেকে একখানা কাগজ টেনে বাহির কোল্লে। দেখেই আমি বুঝ্‌লেম, ভিক্ষাপত্র। সেই ভিক্ষাপত্রই আমি টাডির উপদেশে নকল কোরেছিলেম। সেইখানা বাহির কোরেই টাডি তাড়াতাড়ি ফটকের ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে। দরোয়ান বেরিয়ে এলো। দরোয়ানের চেহারাখানাও

ভয়ানক। লোহার রেলের ভিতর থেকে সেই দরোয়ান কর্কশস্বরে আমাদের হুকুম কোল্লে, "চোলে যা!—এখানে গোলমাল করবার জায়গা নয়!"

টাডি তখন আর এক ভাব ধারণ কোল্লে। মুখখানা বিকট শিকট কোরে নাকী সুরে গুন্‌গুন গুঞ্জনে কত রকম দুঃখের গীত গাইতে আরম্ভ কোল্লে!—আগে এক্‌জন কত বড় সম্ভ্রান্ত মহাজন ছিল, কেমন কোরে দেউলে হোলো, কেমন কোরে ভিকারী সওদাগর হয়ে পোড়্‌লো, নানাপ্রকার বিপদ ঘটনায় কেমন কোরে মহা দুর্দ্দশায় নিপতিত হলো, স্ত্রীপুত্র পরিবার কেমন কোরে অনাহারে দিন যাপন কোচ্চে,—ছেলে মেয়ে সাতটী!"—নাকীস্বরে কেঁদে কেঁদে দরোয়ানকে এই সব কষ্টকাহিনী জানাতে লাগলো। তার পর আমারে লক্ষ্য কোরে, সেই রকম গুঞ্জনস্বরে আবার সেই বিজ্ঞাপনওয়ালা এককালে নূতন কথায় বোল্লে, "এইটী আমার বড় ছেলে!—এরে আমি বড়ই ভালবাসি!—এটী আমার বড়ই প্রিয় সন্তান!—আহা! দুঃখের দশায় কতই বিশ্রী হয়ে গেছে!—বড় দুঃখে পোড়েই আমি এই ছেলেটীকে সঙ্গে কোরে দাতা লোকের সাহায্য চাইতে বেরিয়েছি!"

দরোয়ান সবিস্ময়ে টাডির মুখপানে চেয়ে আছে, এক একবার আমারও মুখপানে চাচ্চে;—আমিও মহাশ্চর্য্যে মহা বিস্ময়াপন্ন!—টাডি পুনর্ব্বার সুর ধোল্লে,—"এই যে দরখাস্ত আমার হাতে, এখানিতে অনেক বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোকের সুপারিশ আছে, আমাদের ধর্ম্মশালার ধর্ম্মযাজকও এই দরখাস্তে পোষকতা কোরেছেন। তাঁরা সকলেই আমার সুখের দিনের বন্ধু ছিলেন!"

আমার আর কথা সরে না!—আশ্চর্য্য!—আশ্চর্য্য!!—আশ্চর্য্য!!!—লোকটা বলে কি?—এতগুলো মিথ্যাকথা কিপ্রকারে ছড়াগেঁথে উচ্চারণ কোল্লে?—মহাবিস্ময়ে এইরূপ চিন্তা কোত্তে কোত্তে একদৃষ্টে আমি সেই জুয়াচোরের মুখপানে চেয়ে রয়েছি, হঠাৎ রাস্তার অপর দিকে চেয়ে দেখি, একটী অশ্বারোহী ভদ্রলোক। সেই ভদ্রলোকটী অশ্বসহ একটা মোড় ফিরে ঘুরে এলেন। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেম, সেই দিকেই আস্‌তে লাগলেন। দরোয়ান সেই সময় গভীর কর্কশগর্জ্জনে আমাদের দুজনকেই ধমক্ দিয়ে বোল্লে, "যা—যা!—সোরে দাঁড়া!"

আমরা থতমত খেয়ে, পাশ কাটিয়ে সোরে দাঁড়ালেম। দরোয়ান শশব্যস্তে ফটকের দরজা খুলে দিলে। অশ্বারোহী সম্মুখে উপস্থিত। উদ্যানমধ্যে প্রবেশ কোত্তে যাচ্চেন, এমন সময় আমার দিকে তাঁর চঞ্চলদৃষ্টি নিপতিত হলো। তিনি ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়ালেন। জামার পকেটে হাত দিয়ে, যেন কিছু ভিক্ষা দিবার ইচ্ছাতেই, যেন কিছু অন্বেষণ কোত্তে লাগলেন।

আমি দেখ্‌লেম, ঘোড়াটীও পরমসুন্দর, আরোহী ভদ্রলোকটীর চেহারাও অতি চমৎকার!—চক্ষু দেখেই আমি বুঝ্‌লেম, লোকটী অতি অমায়িক;—মুখে চক্ষে যেন দয়াধর্ম্ম আঁকা রয়েছে। তিনি আমাদের ভিক্ষা দিবেন বোলে—ইচ্ছা কোচ্চেন।

দরোয়ান সেই ইচ্ছাটী জান্‌তে পেরে, বিনম্রভাবে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে স্পষ্ট স্পষ্ট বোল্‌তে লাগ্‌লো, "হুজুর! এ লোকটা জুয়াচোর!—এ লোকটা ভিক্ষা পাবার পাত্র নয়। তবে, ঐ ছোক্‌রাটীর স্বভাবচরিত্র কেমন, তা আপনি বিবেচনা করুন। কেন না, ঐ জুয়াচোরটা যতক্ষণ আমার কাছে ভণ্ডামী দেখিয়ে, কত রকম কষ্টের পরিচয় দিচ্ছিল, ঐ ছেলেটীকে আপনার ছেলে বোলে কতই এলোমেলো কথা বোল্‌ছিল, ছেলেটী ততক্ষণ কেবল আশ্চর্য্য হয়েই একদৃষ্টে ঐ বদ্‌মাস্ লোকের মুখপানে চেয়ে রয়েছিল।—লোকটা জুয়াচোর!"

দরোয়ানের আদ্যাশ শুনে সেই ভদ্রলোকটী আমার দিকে ফিরে, গম্ভীর বদনে, গম্ভীর অথচ প্রসন্ন বদনে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বালক! সত্য বল, ঐ লোকটী কি তোমার পিতা হয়?"

মিষ্টার টাডি তখনো পর্য্যন্ত জোর কোরে আমার হাত ধোরে রয়েছিল। প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্ন শুনেই আরো জোরে জোরে আমার হাতখানা বার বার টিপে টিপে ধোত্তে লাগ্‌লো। মৎলব এই যে, আমি তার অন্তরটিপুনীর কৌশলে ঐ প্রশ্নে তারিই মনের মত উত্তর দিব।—জোরে জোরে হাত টিপে টিপে সেই কথাই আমারে শিখিয়ে দিচ্ছিল!—তা আমি শুনবো কেন?—খুব সাহসের স্বরেই উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয়! এ লোক আমার পিতা নয়!—কুটুম্বও নয়!—কেহই নয়!—এ লোকের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নাই!"

টাডি আর সাম্‌লাতে পাল্লে না! শিকারী কুকুরের মত ভয়ানক রক্তবর্ণ চক্ষু ঘুরিয়ে কট্‌মট কোরে আমার পানে চাইলে! জ্ঞান হলো যেন, আমারে মেরে ফেল্‌তে এলো! আড়ে আড়ে কটাক্ষ! সেই রকম কটাক্ষ ঘুরিয়ে জড়ানো জড়ানো কথায় টাডি সেই লোকটীকে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "শুনুন মহাশয়! শুনুন, আমি এই ছোঁড়াটার জন্মদাতা পিতা নই, সে কথা সত্য, কিন্তু পথে কুড়িয়ে পেয়েছি!—খেতে পায় না,—মরে, আশ্রয় ছিল না,—পথে পোড়ে কাঁদ্‌ছিল, দয়াভেবে আমি কুড়িয়ে আনি,—রাত্রিকালেই কুড়িয়ে আনি!—এনে বাপের মত আদরযত্নে রেখেছি! ছোঁড়াটাকেই জিজ্ঞাসা করুন, এ কথা সত্য কিনা?—আমারা বড়ই কষ্টে পড়েছি! আমাদের—"

"তুমি চুপ কর!"—আরক্ত নয়নে সক্রোধে সেই অমায়িক ভদ্রলোকটী ঐ জুয়াচোরটাকে ধমক দিয়ে বোল্লেন, "তুমি চুপ কর!"—বোলেই যেন একটু সস্নেহ মিষ্টবচনে তিনি আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "বালক! তুমি কি ঐ লোকের সঙ্গে যেতে ইচ্ছা কর?"

"না না,—ওর সঙ্গে আমি কেন যাব? ও আমার কেউ না! ওর সঙ্গে আমি যাব না। আপনি আমারে রক্ষা করুন!"—যেন কতই সাহসে—কতই নির্ভয়ে—কতই আশ্বাসে, ঐ রকমে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে, যেন কোন স্বর্গীয় উপদেশে আমি মনে মনে ভাব্‌লেম, পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। যে বিপদে পোড়েছি,—যে নিরাশাসাগরে

ডুবেছি, সেই বিপদ থেকে,— সেই দুরন্ত নিরাশার প্রবল তরঙ্গ থেকে আমারে উদ্ধার কর্‌বার জন্যই পরমেশ্বর বুঝি দয়া কোরে এই পরমবন্ধুটী মিলিয়ে দিলেন! পরমেশ্বর স্মরণে আমার মনে আরও সাহস বেড়ে উঠ্‌লো। মিনতি কোরে আমি সেই দয়ালু ভদ্রলোকটীকে আবার বোল্লেম, "দোহাই মহাশয়!—আমার কেউ নাই! আপনি আমারে রক্ষা করুন! আপনি আমারে একটী কর্ম্ম দিন! যত ছোট কর্ম্মই হোক্, যত নীচ কর্ম্মই হোক্, যাই হোক্, আপনার অনুগ্রহ আমি শিরোধার্য্য কোর্‌বো। দোহাই মহাশয়! শিরোধার্য্য! শিরোধার্য্য!"

আমার কথা শুনে বোধ হয়, ভদ্রলোকটীর দয়া হলো। সস্নেহ বচনে তিনি আমারে বোল্লেন, "আচ্ছা,—আচ্ছা,—তুমি থাক। তোমার প্রার্থনা আমি অগ্রাহ্য কোর্‌বো না।"—আমারে এই পর্য্যন্ত আশ্বাস দিয়ে, টাডির দিকে ফিরে, তিনি একটু তাচ্ছিল্যভাবে উদাসস্বরে টাডিকে বোল্লেন, "এই লও, তুমি ভিক্ষা পাবার পাত্র নও। যা আমি তোমারে দিলেম, তোমার মত লোকের পক্ষে তাও অনেক বেশী। এই লও, চোলে যাও।"—বোলেই লোকটার সম্মুখে একটী শিলিং মুদ্রা ছুড়ে ফেলে দিলেন। টাডি তখনও পর্য্যন্ত সেইখানে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ কোত্তে লাগ্‌লো। মৎলবটা এই যে, আমারে ছেড়ে যাবে না। আমার নূতন আশ্রয়দাতা সেই সময় তার রকম সকম দেখে খুব তীক্ষ্ণস্বরে পুনর্ব্বার বোল্লেন, "যাও, যাও, চোলে যাও! সোজা পথ! আমি এখানকার শান্তি-রক্ষক। জষ্টিস্ অব্ দি পীস্। আমি—"

টাডি আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে সাহস পেলে না। শান্তি-রক্ষকের শেষের কথাও শুনে যাবার অপেক্ষা কোল্লে না। আমারে একটা ধাক্কা মেরে সম্মুখের দিকে ঠেলে দিয়ে, ভোঁ কোরে সেখান থেকে চোলে গেল! রাগে রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে যেন বিষাক্ত চক্ষে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে গেল! আমি তখন নিরাপদ হোলেম।

ভদ্রলোকটী আমারে বোল্লেন, "এসো তুমি।"

আহ্লাদে আহ্লাদে আমিও তাঁর অনুসরণ কোল্লেম। তিনি উদ্যানমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। ঘোড়াটী আস্তে আস্তে চোল্‌তে লাগ্‌লো। আমিও বেশ ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে কর্ত্তাটীর ঘোড়ার সঙ্গে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। যেতে যেতে আর কোন কথাবার্ত্তা হলো না।

অট্টালিকায় পৌঁছিলেম। যিনি অশ্বারোহী, নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, তিনিই সেই অট্টালিকার অধিকারী। সম্মুখে এক জন পদাতিক দাঁড়িয়ে ছিল, তার প্রতি আদেশ হলো, "এই বালককে, চাকরদের ঘরে নিয়ে যাও। ভাল কোরে আহার কোত্তে দিও। আহারান্তে সঙ্গে কোরে আমার লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে এসো।"

পদাতিক তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাপালন কোল্লে। আমি চাকরদের ঘরে উপস্থিত। আমি যেন সেখানে সকল লোকের কৌতুকের বস্তু হোলেম। সকলেই সকৌতুকে অনিমেষে আমার পানে চেয়ে রইল। প্রথম দর্শনেই তারা যেন আমারে ভালবাস্‌তে শিখ্‌লে।

অনেকগুলি চাকর সেখানে উপস্থিত ছিল, আমারে দেখে তারা আপ্‌না আপ্‌নি চুপি চুপি কত কথাই বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো। একজন বোল্লে, "বেশ ছেলে!" আর এক জন বোল্লে, "কে এ ছেলেটী? দিব্বি চেহারা! ভদ্রমানুষের ছেলে!—নিশ্চয়ই তাই! কষ্টে পোড়েছে!" সকলেই সেই সব কথায় সায় দিলে। আমি চুপ্‌টী কোরে বোসে আছি। যদিও তারা মৃদুস্বরে কথা কইলে, আমি কিন্তু সব কথাগুলি শুন্‌তে পেলেম। মনস্থির কোরেই শুন্‌লেম। একটু পরেই আহার। তেমন রাজভোগ আহার আমার অনেক দিন জোটে নাই। উদর পূর্ণ কোরে পরিতোষরূপে ভোজন কোল্লেম। হতভাগা টাডির হতভাগা বাসাঘরে যে দুরবস্থায় আমি কদিন করাত্রি কাটিয়ে এসেছি, অল্পক্ষণের আরামে সে সব কষ্ট—সে সব যন্ত্রণা সমস্তই যেন ভুলে গেলেম।

আহার সমাপ্ত হলো। আমার পথদর্শক পদাতিক আমারে সঙ্গে কোরে গৃহস্বামীর লাইব্রেরীঘরে নিয়ে গেল। আমি দেখ্‌লেম, গৃহস্বামী তখন তন্মনস্ক হয়ে একখানা খবরের কাগজ পোড়ছেন। আর একটী পরমসুন্দরী যুবতী সেই ঘরের এক ধারে টেবিলের কাছে বোসে একখানি চিঠি লিখ্‌ছেন।

আমারে প্রবেশ কোত্তে দেখেই কর্ত্তা অম্‌নি প্রফুল্লবদনে সেই সুন্দরী মেয়েটীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "এদিথা! এইমাত্র যার কথা তোমারে আমি বোল্‌ছিলেম, এই সেই ছেলেটী।—বড় গরিব!"

মেয়েটীর নাম এদিথা*। এদিথা আমারে দেখেই তাড়াতাড়ি লেখনীটী পরিত্যাগ কোল্লেন, অনিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। আমি দেখ্‌লেম, চমৎকার রূপ! বর্ণ যেন পদ্মফুলে আর গোলাপফুলে ফলানো। বড় বড় কুরঙ্গনেত্র! গঠন অতি মোলায়েম। মুখখানি হাসি হাসি।

হাসিমুখী এদিথা সুধীর মৃদুপদে পিতার আসনসমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর মুখের কাছে মুখ নীচু কোরে মৃদুস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "পিতা! আহা! ছেলেটী বড়ই গরিব! আহা! মুখ দেখে আমার বড়ই স্নেহ হোচ্চে। মুখখানি শুকিয়ে গেছে! আপ্‌নি ঐ ছেলেটীর কিছু উপায় কোরে দিন!—দিবেন না?"

পাঠক মহাশয় জান্‌তে পাল্লেন, এদিথার পরিচয়। সুন্দরী এদিথা সেই দয়ার সাগর গৃহস্বামীর কন্যা।—কন্যার আগ্রহে পিতাও তেম্‌নি চুপি চুপি কন্যাকে বুঝালেন। কাণে কাণে বোল্লেন, "অবশ্যই দিব!"—কন্যার চুপি চুপি কথায় চুপি চুপি এই উত্তর

---

* এদিথা—(Miss Edith.) এই নামটী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই পুস্তকে ইংরাজী নাম ও ইংরাজী স্থান অবিকল রাখাই আমার উদ্দেশ্য। তাহা না রাখিলে বিলাতী লোকের কার্য্যকলাপ স্বরূপ স্বরূপ চিত্র করা দুর্ঘট হইবে। তথাপি যে সকল নাম বাঙ্গালা অক্ষরে বাঙ্গালীর কর্ণে শ্রুতিকটু বোধ হইবার সম্ভাবনা, সেইগুলি আমি ইচ্ছা করিয়াই সম্ভবমত একটু শ্রুতিমধুর করণাশয়ে কিছু কিছু বদল করিয়া লইতেছি। পাঠক মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন।

অনুবাদক।

দিয়ে, কন্যার পিতা আমার পানে মুখ ফিরিয়ে প্রফুল্লবদনে বোল্লেন, "তোমার কর্ম্ম হবে। আমি তোমারে কর্ম্ম দিব। আজিই আমি তোমার জন্য ভাল রকম পোষাক দিয়ে পাঠাব।"

আহ্লাদে আমার বুকখানা যেন নেচে উঠ্‌লো। জীবনকালের মধ্যে তেমন আনন্দ বোধ হয় আর কখনো হয় নাই। মধুর বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে, আশ্বস্ত হৃদয়ে—আশ্বস্তবচনে আশ্বাসদাতার কাছে যতদূর পাল্লেম, ততদূর কৃতজ্ঞতা জানালেম। তিনি প্রসন্ন হোলেন। অল্পক্ষণ চুপ কোরে থেকে কতক্ষণের পর তিনি আমারে সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম?"

আমি অম্‌নি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেম,"জোসেফ্ উইল্‌মট।"

উত্তরটী দিয়েই চেয়ে দেখ্‌লেম, কর্ত্তার মুখ পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও প্রসন্ন। সুন্দরী এদিথা অনিমেষ চক্ষে আমার পানে চেয়ে মৃদু মৃদু হাস্‌ছেন। উভয় লক্ষণেই জান্‌লেম, উভয়েই আমারে বিশ্বাস কোরেছেন,—উভয়েই আমারে কাঙালী বোলে জেনেছেন,—উভয়েই যেন আমারে স্নেহ করেন; অল্পক্ষণ দর্শনেই এই সব আমি বুঝ্‌লেম। আরও এক প্রমাণ আছে। পিতাপুত্রীর আগেকার কথাগুলি কাণে কাণে চুপি চুপি হয়েছিল বটে, আমি কিন্তু বেশ শুন্‌তে পেয়েছিলেম।—খুব নিকটেই ছিলেম কি না, সব কথাগুলিই স্পষ্ট স্পষ্ট আমি শুন্‌তে পেয়েছিলেম। দয়ার কথা,—কাজ-কর্ম্মের কথা,—মঙ্গলের কথা। পরমেশ্বরের কাছে অকপট হৃদয়ে মনে মনে আমি তাঁদের মঙ্গলকামনা কোল্লেম।

আবার অল্পক্ষণ কি চিন্তা কোরে কর্ত্তা আমারে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, নাম ত জোসেফ্ উইল্‌মট,—আচ্ছা,—তুমি এখানে কেমন কোরে এলে? তোমার এমন দুরবস্থাই বা কেন হলো? ওরকম ভয়ঙ্কর বদ্‌মাস্ লোকটার সঙ্গই বা কিপ্রকারে ঘোটেছিল?"

আমার চক্ষু দিয়ে জল পোড়্‌লো। লিসেষ্টার মনে হলো। লিসেষ্টারে গুরুগৃহে বাস,—গুরুগৃহে প্রতিপালন,—গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা,—গুরুর মৃত্যু,—বিবি নেল্‌সনের নির্দ্দয় ব্যবহার, জুকেসের হস্তে সমর্পণ, যে প্রকারে জুকেসের হাত থেকে পলায়ন, সেই সূত্র থেকে সে দিনের ঘটনা পর্য্যন্ত যেমন যেমন আমি পাঠক মহাশয়কে পরিচয় দিয়ে আস্‌ছি, ঠিক সেই রকমে সমস্ত কথাই নিবেদন কোল্লেম। আড়ে আড়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, সুন্দরী এদিথা বারম্বার রুমাল দিয়ে চক্ষু মার্জ্জন কোচ্চেন। কর্ত্তাও যেন কতক কতক কাতর হয়েছেন। তাতেই আমি অনুমান কোল্লেম, আমার বর্ণনাগুলি তাঁদের সত্য বোলে জ্ঞান হয়েছে;—তবে আমার ভাল হবে। মনের ভিতর এই দৃঢ় বিশ্বাস বাধ্‌লেম। সে দিন আর বেশীক্ষণ সেখানে থাকা হলো না;—যেখানে ছিলেম, সেই চাকরদের ঘরেই আমার ফিরে যাবার অনুমতি হলো। অনুমতি পেয়ে মনের আশ্বাসে আশ্বাসে সেইখানে আমি ফিরে গেলেম।

চাকরেরা আমার অচেনা ; কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ্‌লেম, আমারে প্রবেশ কোত্তে দেখেই তারা কতই হাসিখুসী দেখালে। অনুভবে বুঝ্‌লেম, তারি আগে আমারই কথা বলাবলি কোচ্ছিল,—ইতিমধ্যেই তারা যেন আমারে আপ্‌নাদের মধ্যেই ভেবে নিয়েছে।

কথায় কথায় পরিচয় হয়ে গেল। পরিচয়ে আসল কথা জান্‌লেম, কর্ত্তার নাম অনারেবল দেলমর। কর্ত্তার স্ত্রী নাই। অনেকগুলি সন্তানসন্ততি হয়েছিল, সকল সন্তানগুলিই মারা পোড়েছে, কেবলমাত্র দুটী কন্যা জীবিত আছে। বড়টীর নাম ক্লারা, ছোটটীর নাম এদিথা। দুটী ভগ্নীর বয়সের তফাত পোনেরো বৎসর। ক্লারার বয়স তেত্রিশ বর্ষ, এদিথার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ। লণ্ডন নগরে গ্রস্‌বেনর পল্লীর অনারেবল মলগ্রেভসাহেবের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্লারার বিবাহ হয়েছে। কনিষ্ঠা এদিথা এখনও কুমারী। এদিথাকে প্রসব কোরেই প্রসূতির মৃত্যু হয়।—যতগুলি প্রসব করেন, ততগুলিই মরে ;—ততবড় শোকদুঃখে তাঁর হৃদয় জর্জ্জরীভূত হয়েছিল ;—সেই শোকেই অকালে তাঁর প্রাণান্ত হয় !

গৃহস্বামী দেলমরের বার্ষিক আয় পাঁচ হাজার পাউণ্ড *। তিনি একজন দাতা লোক। পরের উপকারে তাঁর প্রচুর দানধ্যান আছে। তিনি একজন মহৎলোক বোলে বিখ্যাত। ছোট বড় যে সকল লোক তাঁরে ভাল কোরে জানেন, তাঁরা সকলেই তাঁর সবিশেষ সুখ্যাতি করেন।

চাকরেরা যখন শুন্‌লে সে বাড়ীতে আমার কিছু বেশীদিন থাকা হবে, তখন সকলেই তারা আহ্লাদ প্রকাশ কোল্লে। আমি সেই বাড়ীতেই থাক্‌লেম। ভিকারী হবার ভয়! ভিকারী ত হয়েইছিলেম, দয়াময় দেল্‌মরের অনুগ্রহে সে ভয় তখন আমার অনেক পরিমাণে কম হলো। আমি দিব্য একটী পোষাক পেলেম। ফট্টকে যে দরোয়ানের কথা বোলেছি, সেই দরোয়ানের একটী ছেলে ছিল, তার বয়স আর আমার বয়স ঠিক সমান। সেই বালকের জন্য একপ্রস্থ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করান হয়, তার গায়ে একটু ছাট হয়েছিল ; কারণ সেই বালক স্থূলাকার,—আমি কৃশ ; সে পোষাকটা আমার গায়ে ঠিক হওয়াই সম্ভব ; কিন্তু তথাপি যেন একটু বেমানান দেখাতে লাগ্‌লো,—একটু যেন ছোটই হলো ; কিন্তু চেহারার পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। আমার ছিল, ছেঁড়া, জীর্ণ, পুরাতন,—সেটা হলো নূতন। নূতন পোষাক পোরে আমি ফিট্‌ফাট্ হয়ে বোস্‌লেম।

সেই সময় একজন আরদালী এসে আমারে ডাক্‌লে ;—জানালে, কর্ত্তা ডাক্‌ছেন। তৎক্ষণাৎ আমি তার সঙ্গে লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। সেখানে দেখি, মিষ্টার দেলমর আর সেই পরমসুন্দরী এদিথা। আমার মাননীয় আশ্রয়দাতা দেল্‌মর আমারে বোস্‌তে বোল্লেন, আমি যথোচিত শিষ্টাচার দেখিয়ে বিনীতভাবে সেই ঘরের একধারে

* পাঁচ হাজার পাউণ্ড।—ভারতের ন্যূনাধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা। বিলাতের বিলাতী "এক্সচেঞ্জের" মহিমায় বিলাতী মুদ্রার দাম সদাই বাড়ে, সদাই কমে না।

বোস্‌লেম। কর্ত্তা আমারে বোল্লেন, "লিসেষ্টারে জুকেসকে আমি পত্র লিখেছিলেম, ভয় পেও না, সে তোমার কিছুই অপকার কোত্তে পাব্‌বে না। সে তোমারে লিসেষ্টারে ধোরে নিয়ে যেতে পারবে না। সে তোমারে কারখানাবাড়ীর যন্ত্রণাগারে কয়েদ রাখ্‌তে পারবে না।—কোন ভয় নাই,—আমার কাছেই তুমি নিরাপদে থাক্‌তে পাবে। জুকেসকে আমি পত্র লিখেছিলেম; তার কারণ এই, যে রকমে তুমি তোমার নিজের পরিচয় দিলে, তোমার শিক্ষাগুরু নেল্‌সনের পত্নী যে প্রকারে তোমারে পরের হাতে সঁপে দিলেন, সেই সকল কথা,—আরও যে সকল কথা তুমি বোল্লে,—ছেলেমানুষ তুমি, যদি কোন প্রকার গোলমাল থাকে, সেইগুলি ঠিক্ ঠিক্ জান্‌বার জন্যই আমার পত্র লেখা। ভয় নাই তোমার! পত্রের জবাব এসেছে। যে সকল কথা তুমি বোলেছিলে, জুকেসের জবাবে ঠিক্ ঠিক্ সব কথাই মিলেছে। আমরা বিলক্ষণরূপে জান্‌তে পেরেছি, তুমি সত্যবাদী,—তুমি বিশ্বাসী,—তোমার প্রকৃতিও সরল। কোন শঙ্কা রেখ না। যাতে কোরে তোমার ভাল হয়, সে চেষ্টা আমি অবশ্যই কোব্‌বো।"

আমার তখন যে কতখানি আহ্লাদ হলো, গল্প কোরে অথবা অক্ষরে লিখে সে কথা আমি জানাতে পাচ্চি না। মনের আহ্লাদে মনে মনেই যেন নেচে নেচে উঠ্‌ছি। কর্ত্তা আমারে পুনর্ব্বার বোল্লেন, "দেখ উইল্‌মট! আমি তোমারে ছেলের মত ভাল বেসেছি। এইখানেই তুমি থাক। সর্ব্বদাই তোমায় আমি বিষণ্ণ বিষণ্ণ দেখি, কষ্টে পোড়েছ, কেবল সেই কারণেই তুমি বিষণ্ণ নও, সেটাও আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। তোমার জন্মবৃত্তান্ত তুমি জান না। কে তোমার মাতা, কে তোমার পিতা, কোথায় তোমার নিবাস, কিছুই তুমি জান না। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, সেই জন্যেই তুমি বিমর্ষ থাক। তোমার মুখে শুনেও বুঝেছি, জুকেসের পত্রেও সবিশেষ পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু দেখ, সে ভাবনা বৃথা। শীঘ্রই হোক, কিম্বা দুদিন পরেই হোক, সে বৃত্তান্ত প্রকাশ হবেই হবে। তুমি তোমার বংশবৃত্তান্ত অবশ্যই জান্‌তে পার্‌বে, কিছুই অপ্রকাশ থাক্‌বে না। সে চিন্তা অকারণ। আমি তোমারে অনুরোধ কোচ্চি, সেপ্রকার অনর্থক দুশ্চিন্তা—মন থেকে এককালে দূর কোরে দাও।"

সেই সময় আমি এদিথার মুখের দিকে চেয়ে দেখি, সেই পদ্মমুখখানি যেন একটু একটু রক্তবর্ণ হয়েছে। কপালে একটু একটু ঘাম দেখা দিয়েছে।—বিন্দু বিন্দু ঘাম, ঠিক ছোট ছোট মুক্তা গাঁথা। সেই ঘর্ম্মসিক্ত আরক্ত পদ্মমুখে মৃদু মৃদু হাসি।

আমার আশ্রয়দাতার আশ্বাসবাক্যে হৃদয় আমার যতদূর প্রফুল্ল হলো, সুন্দরী এদিথার প্রস্ফুটিত মুখপদ্মের মনোহর শোভা দেখে সে প্রফুল্লতা অপেক্ষাও আরো অধিক প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লেম। কৃতজ্ঞতা যতদূর জানি,—বালকের অন্তরে যতদূর কৃতজ্ঞতা স্থান পায়, করযোড়ে মিনতি কোরে চক্ষের জলে ভেসে ততদূর মিনতি জানালেম। যাতে আমার ভয় ভাঙে,—যাতে আমার আনন্দ হয়,—যাতে আমার পরিণামের মঙ্গল আশা সজীব হয়ে উঠে, পিতাপুত্রী উভয়ের মুখেই সেই রকমের সদয়ভাবের অনেকগুলি

কথা আমার শ্রবণ করা হলো। অনেকক্ষণ থেকে অবশেষে কর্ত্তার আর এড্রিথার অনুমতি লয়ে, তখনকার মত আমি বিদায় হোলেম।

সপ্তম প্রসঙ্গ।

গ্রহ সুপ্রসন্ন।

আমি চাকরী পেলেম। দয়াময় দেল্মরের আশ্রয়ে দিন দিন আমি সুখী হোতে লাগ্লেম। একদিন কর্ত্তা আমারে আপ্নার গাড়ীতে তুলে লণ্ডন নগরে নিয়ে গেলেন। দেল্মরপ্রাসাদ থেকে লণ্ডন নগরী তিন মাইলমাত্র দূর। সেখানে সেদিন যে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা কর্বার ছিল, সেগুলি সমাধা কোরে কর্ত্তা আমারে এক দর্জ্জির দোকানে নিয়ে গেলেন। দর্জ্জিরা আমার গায়ের মাপ নিলে। আর এক প্রস্থ নূতন পোষাক প্রস্তুত হবে। ছেলেবয়সে নূতন কাপড়ের নামে বড়ই আহ্লাদ জন্মে।—মনে মনে আমি ভারি খুসী!

সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা দেল্মরপ্রাসাদে ফিরে এলেম। তিনদিন পরেই আমার নূতন পোষাক প্রস্তুত হয়ে এলো। মনের উল্লাসে আমি নূতন পোষাক পরিধান কোল্লেম। সেই পোষাকে যখন আমি আমার আশ্রয়দাতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করি, একটু হেসে তখন তিনি আমারে একটু আদর কোরে বোল্লেন, "বেশ মানিয়েছে!"—আমি মাথা হেঁট কোরে দাড়িয়ে থাক্লেম।

আমার চাক্রী হলো। নূতন পোষাকে আমার নাম হলো, পেজ্।—আমি পেজ্* হোলেম। পথের ভিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেম,—আর আমি ভিকারী থাক্লেম না। নিরাশ্রয় হয়েছিলেম, এখন আশ্রয় পেলেম। ভাবনাচিন্তা অবশ্যই থাক্লো,—আগেকার দুঃখকষ্ট কিছুই থাক্লো না।

মাথা হেঁট কোরে দাঁড়িয়ে আছি, মনের ভিতর লহরে লহরে আনন্দলহরী খেলা কোচ্চে। মহানুভব দেল্মর সহাস্যবদনে আবার আমারে বোল্লেন, "উইল্মট! আমি তোমারে মাসে মাসে প্রচুর বেতন দিব, সকল রকমেই তুমি এখানে সুখে থাক্বে, কাজকর্ম্ম কিছু বেশী কোত্তে হবে না,—যদিও ছোট কাজ, কিন্তু কেহই তোমারে অনাদর কোর্বে না। কষ্ট তোমার কিছুই থাক্বে না। সকলের কাছেই তুমি আদরযত্ন

* পেজ্।—ইংরাজী কথা। বিলাতের বড় বড় লোকেরা যে সকল ছোট ছোট চাকর রাখেন, তাঁদের উপাধি হয়, পেজ্। কাজকর্ম্মের জন্য যত না হোক, বড়লোকের বাহশোভার নিমিত্তই পেজ্ রাখ্বার নিয়ম আছে। ছোট কথায় ছোক্রা চাকর।

পাবে। আপাতুতঃ আমি তোমার জন্য এই পর্য্যন্ত কোত্তে পারি। সময়ে ক্রমে ক্রমে যাতে তুমি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হোতে পার, অবশ্য আমি সে উপায় কোরে দিব। তুমি বেশ লেখাপড়া জান। আমি তোমারে কোন উকীলের বাড়ীতে বোসে দিতে পাত্তেম কিম্বা অন্য কোন কাজকর্ম্মে নিযুক্ত কোরেও দিতেম, কিন্তু তা দিব না। সে সকল কাজে তোমার মত ছোট ছোট ছেলেদের চরিত্র খারাপ হয়ে যেতে পারে। তরল বয়সেই কুসঙ্গ জোটে। কুসঙ্গে আমি তোমারে যেতে দিব না। নিজে আমি যতদূর পারি, চেষ্টা কোরে দেখ্‌বো,—অন্ততঃ দুই একবৎসর দেখ্‌বো; দুই একবৎসর তুমি আমার কাছেই থাক। তার পর যাতে তোমার ভাল হয়, সে ভার আমার।"

ঘন ঘন আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন কোরে আমার রক্ষাকর্ত্তা প্রভুকে পুনঃপুন আমি করুণ বচনে বোল্লেম, "পরমেশ্বর আপ্‌নার মঙ্গল করুন। যে অনুগ্রহ আমি পেলেম, এতদূর উচ্চ আশা আমার ছিল না। আমি ভিখারী হয়েছিলেম।—কেবল আশা কোত্তেম, খেটে খাব, কায়িক পরিশ্রমে যা কিছু জীবনোপায় সংগ্রহ কোত্তে পারি,—যত কষ্টই হোক, তাইতেই জীবন ধারণ কোর্‌বো। এই পর্য্যন্তই আমার আশা। আপ্‌নার অনুগ্রহে আমি অতিরিক্ত,—উঃ! অনেক অতিরিক্ত উপকার লাভ কোল্লেম। আপনার কাছে আমি চিরজীবনের জন্য ঋণী হয়ে থাক্‌লেম।"

কর্ত্তা আমার উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হোলেন। এদিথাও আরক্তিম ওষ্ঠাধরে মৃদু মৃদু হাস্য কোরে আন্তরিক সন্তোষভাব প্রকাশ কোল্লেন। পরম পুলকে আমি পুলকিত!

যেদিন আমি দেল্‌মর প্রাসাদে প্রথম প্রবেশ কবি, সেই দিন থেকে একপক্ষ অতীত হয়ে গেল। একদিন আমি কর্ত্তার লাইব্রেরী ঘরের দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি, দুটী সুন্দর সুন্দর ঘোড়া যোতা একখানি পরম সুন্দর চমৎকার গাড়ী। খুব দ্রুতগতিতে উদ্যান পার হয়ে সেই গাড়ীখানি দেল্‌মর অট্টালিকার গাড়ী বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। গাড়ীতে একটী পুরুষ আর একটী সুসজ্জিতা কামিনী; সঙ্গে একজন আরদালীর পোষাক পরা চাকর। আরোহী ভদ্রলোকটী নিজেই গাড়ী হাঁকিয়ে আস্‌ছিলেন। ঘোড়ারা নক্ষত্রবেগে ছুটে ছুটে আস্‌ছিল, তাই দেখে মনে মনে তিনি যেন কতই আমোদিত হোচ্ছিলেন। সেই ভদ্রলোকটীর চেহারা বেশ সুন্দর। একটু রক্তবর্ণ হয়েছে, মাথায় স্বভাবতঃ কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল। মুখ গম্ভীর, চক্ষু সতেজ, ঠিক ছোট ছোট মুক্তা দৃষ্টি। পোষাক খুব জমকালো। বর্ণটী যেন কিছু ময়লা ময়লা।

আমার আশ্রয়দাতার দেল্‌মর বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ জামাতা অনারেবল্ মল্‌গ্রেভ। এদিথার প্রস্ফুটিত মুখপদ্মেরব জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্লারা। জামাতার বয়ঃক্রম প্রায় সাঁইত্রিশ অধিক প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লেম। কুংক্রম পূর্ব্বেই বোলেছি, তেত্রিশ বৎসর। ক্লারাসুন্দরীও স্থান পায়, করযোড়ে মিনতি কো দেখাচ্ছেন।—বটেনও তিনি সুন্দরী; কিন্তু এদিথা যাতে আমার ভয় ভাঙে,—যাতে আনন। বর্ণ কিছু ফিঁকে, চক্ষু কিছু ম্লান, মুখখানি আশা সজীব হয়ে উঠে, পিতাপুত্রী উভ। নিত্য নিত্য আমোদপ্রমোদ বেশীরাত্রি জাগরণ

কোল্লে মুখের শ্রী যেমন বিবর্ণ হয়ে আসে, ক্লারার বদনে যেন সেইরূপ লক্ষণ বিরাজমান। সে লক্ষণে সুশ্রী চেহারাও বিশ্রী দেখায়। কোন লোক যদি ক্লারার রূপের সঙ্গে এদিথার রূপের তুলনা কোত্তে ইচ্ছা করেন, তা হোলে দেখ্‌বেন, দুটীই যেন পদ্মফুল। ক্লারাও সুন্দরী, এদিথাও সুন্দরী। ক্লারাও পদ্মফুল, এদিথাও পদ্মফুল। প্রভেদের মধ্যে এই যে, অপরের চক্ষে কেমন দেখায়, বোল্‌তে পারি না, আমার চক্ষে ঠেক্‌লো এদিথাপদ্ম নবপ্রস্ফুটিত, ক্লারাপদ্ম একটু বাসী।

রূপের কথায় অনেক কথাই বোল্‌তে হয়, আমার তত সময় নাই। আপ্‌নার কথাই বোল্‌ছি, আপ্‌নার কথাই বলি। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই গাড়ীথেকে নাম্‌লেন। এদিথা হাসিমুখে ছুটে গিয়ে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে আলিঙ্গন কোল্লেন। কর্ত্তাও প্রসন্নবদনে অগ্রসর হয়ে কন্যাটীকে চুম্বন কোল্লেন, জামাতার সঙ্গে পাণিমর্দ্দন বিনিময় হলো। এদিথার যতখানি আহ্লাদ, ক্লারার যেন তত নয়; তথাপি যেন দেখ্‌লেম, ক্লারার বদনে গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে স্নেহমমতার অভাব ছিল না।—স্বভাব এই যে, গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে অপরিস্ফুট গর্ব্ব।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। ক্লারাসুন্দরী উজ্জ্বল নয়নে এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন কোত্তে লাগ্‌লেন। হঠাৎ আমার দিকে চক্ষু পোড়্‌লো। আমারে দেখেই,—যদিও একটু তফাতে ছিলেন, সেই তফাত থেকেই শুনা যায়,—ঠিক সেইরূপ উচ্চকণ্ঠে তিনি আগ্রহ জানিয়ে পিতাকে বোল্লেন, "আপ্‌নি যে দেখ্‌ছি নূতন নূতন লোকজন বাড়িয়েছেন।" আমি বেশ শুন্‌তে পেলেম,—আমার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে লেডী মলগ্রেভ আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "পিতা! ঐ সুন্দর ছেলেটীকে আপ্‌নি কোথায় পেলেন?"

"এখনি সব কথা জান্‌তে পার্‌বে।"—ক্লারার প্রশ্নে এইরূপ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েই স্নেহবৎসল দেল্‌মর মেয়েটীকে সঙ্গে কোরে বৈঠকখানাঘরে প্রবেশ কোল্লেন। মলগ্রেভ্ তখন সে সঙ্গে গেলেন না। তিনি চৌকাঠের উপর ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘৃণাপূর্ণ গর্ব্বিত নয়নে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর অনুচরেরা গাড়ীখানি ছুট করিয়া আস্তাবলে নিয়ে গেল। গর্ব্বিত নয়নে গর্ব্বিত দীপ্তি বিকাশ পেতে লাগলো। গর্ব্বিত বদনে অল্প অল্প হাসি এলো। তার পর তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ কর্‌বার উপক্রম কোচ্চেন,—অল্প দূরেই আমি চুপ্‌টী কোরে দাঁড়িয়ে আছি, তিনি আমারে দেখ্‌লেন। দেখেই যেন কি একটা পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে মাথা নেড়ে আমারে কাছে ডাক্‌লেন;—বোল্লেন, "ওহে!—ও ছোক্‌রা! তুমি এক কাজ কর ত! আমার গাড়ীর সাম্‌নের আসনের নীচে আমার একটা পুলিন্দা আছে, আমার লোকেরা তার কিছুই জানে না, তুমি ধাঁ কোরে দৌড়ে গিয়ে সেইটা আমার কাছে আনো ত।"

আজ্ঞা পালন করা আমার চিরদিনের অভ্যাস। যিনিই হোন্, যাঁ যিনি আদেশ করেন, তাঁরই সেই সকল আজ্ঞা আমি চিরদিন প্রতিপালন করি।—পালন করি বোল্লে যেটা আমি নিজে বুঝি অনুচিত, ঘৃণাপূর্ব্বক সে সব আজ্ঞা অগ্রাহ্য কোরে থাকি।

অনারেবল মল্‌গ্রেভের ক্ষুদ্র আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ আমি প্রতিপালন কোল্লেম। যাচ্ছি, একটু এগিয়ে গেছি, শুন্‌তে পেলেম, নিকটে যে একজন আরদালী দাঁড়িয়ে ছিল, মল্‌গ্রেভ তাঁরে জিজ্ঞাসা কোচ্চেন, "তোমাদের প্রভু এই ছেলেটীকে কোথায় পেয়েছেন?"

প্রশ্নটীমাত্র শুন্‌লেম, আরদালীর উত্তর শুন্‌তে পেলেম না। দ্রুতপদে আস্তাবলে উপস্থিত হলেম। পুলিন্দাটী হাতে কোরে নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেইরূপ দ্রুতপদে প্রাসাদে ফিরে এলেম। দেখি, মল্‌গ্রেভ্ তখনও পর্য্যন্ত সেই আরদালীর সঙ্গে কথোপকথন কোচ্চেন। আমারে দেখেই তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন, পুলিন্দাটী আমি তাঁর হাতে দিলেম। তিনি আমারে সেই সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। তাতেই আমি বুঝ্‌লেম্, আরদালী হয় ত আমার ভাগ্যের কথা তাঁরে বোলে থাক্‌বে, তাতেই হয় ত তিনি আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে থাক্‌বেন।

বৈঠকখানায় ঘণ্টাধ্বনি হলো। আমি ছুটে গেলেম। চাকরদের আহ্বানের জন্যই ঐ রকম ঘণ্টাধ্বনি হয়। বৈঠকখানায় প্রবেশ কোরেই আমি দেখ্‌লেম, দুটী কন্যার সহিত কর্ত্তাটীর কত কি কথাবার্ত্তা চোল্‌ছে। লেডী ক্লারা সেখানেও আমার প্রতি পূর্ব্ববৎ সতৃষ্ণ নয়নে অনেকক্ষণ চেয়ে থাক্‌লেন। আমি ত উল্লাসতরঙ্গে ফুলে উঠ্‌লেম। মনে কোল্লেম, কপাল ভাল, সকলেই আমারে গরিব দেখে দয়া প্রদর্শন কোচ্চেন। স্বভাবসিদ্ধ কোমলস্বরে দয়ালু দেল্‌মর আমাবে বোল্লেন, "তুমি যাও, সকলের জলযোগের আয়োজন কর্‌বার হুকুম করগে।"—শীঘ্রই আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে হুকুমমত হুকুম প্রচার কোল্লেম। আবার আমি তোষাখানায়।—চাকরেরা সেখানে এক সঙ্গে জড় হয়ে কর্ত্তার কন্যা জামাতার কথা বলাবলি কোচ্চে। সহসা প্রবেশ কোল্লেম না, কিয়ৎক্ষণ একটু গা্ঢাকা থেকে তাদের কথাগুলি আমি শুন্‌তে লাগ্‌লেম। লুকিয়ে লুকিয়ে আমি শুন্‌লেম, মিষ্টার মল্‌গ্রেভ এবং লেডী মল্‌গ্রেভ সদাসর্ব্বদা দেল্‌মরপ্রাসাদে আসেন না। কর্ত্তাও জামাইটীর সঙ্গে বড় একটা সদয়ভাবে কথাবার্ত্তা কন না,—শুনে আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হলো। এরা বলে কি?—কর্ত্তার এমন চমৎকার প্রকৃতি, এমন দয়ালু স্বভাব, জামাতার প্রতি তিনি উদাসীনভাব দেখান! কথাটা আমি ভাল কোরে বুঝ্‌লেম না, কিন্তু চাকরেরা যখন ভেঙে দিলে,—যে কারণে জামাতার উপর শ্বশুরের উদাস ভাব, তা যখন আমি বুঝ্‌লেম, তখন আমার সে সন্দেহ ঘুচে গেল। মল্‌গ্রেভ অত্যন্ত অপব্যয়ী। যত তাঁর আয়, তার চেয়ে অনেকগুণে বেশী খরচ করেন। কাজেই প্রায় সর্ব্বদাই শ্বশুরের কাছে টাকা চান।—পানও সর্ব্বদা, কর্ত্তা কিন্তু জামাতার বাজেখরচে সন্তুষ্ট হন না, বিরক্ত হন। আরও জান্‌তে পাল্লেম, মল্‌গ্রেভদম্পতী প্রায় প্রতি রাত্রেই ইয়ারবন্ধু নিমন্ত্রণ কোরে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ করেন,—খুব জম্‌কালো জম্‌কালো রোস্‌নাই হয়,—জম্‌কালো জম্‌কালো খানা চলে, নৃত্যগীত উৎসব প্রায়ই হয়ে থাকে। গ্রস্‌বেনর পল্লীতে মল্‌গ্রেভের তুল্য সৌখীন লোক আর নাই, এই প্রশংসাই মল্‌গ্রেভের বন্ধুমহলে দিন দিন প্রতিধ্বনি।

PRINTED BY KHIROD NATH GHOSH RAMAYANA PRESS No 115/1 GREY STREET.

সন্তানসন্ততি জন্মে নাই ;—সংসারে কেবল তাঁরাই মাত্র দুটী।—উভয়েই তাঁরা সৌখীন জগতের কুৎসিত আমোদে পরিলিপ্ত।

শুন্‌ছি,—বর্থা পোড়ে গেল। মল্‌গ্রেভের গাড়ীর আরদালী প্রবেশ কোল্লে। সে লোকটীর চেহারাও বেশ সুন্দর। বয়স অনুমান চব্বিশ পঁচিশ বৎসর, নাম জর্জ্জ।

সে লোকটীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল্ না, সুতরাং কোন কথাবার্ত্তাও হলো না। চাকরেরা যেখানে বোসে গল্প কোচ্ছিল, সেইখানে গিয়ে আমি বোস্‌লেম।

বৈকালে আমি উদ্যানের মধ্যে বৈঠকখানার সায়াহ্ন ভোজের মিষ্ট মিষ্ট ফল সংগ্রহ কোচ্চি, অন্যমনস্ক আছি, পেছনদিকে মানুষের পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলেম। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি অনারেবল্ মল্‌গ্রেভ। তিনি থেমে থেমে পরিভ্রমণ কোচ্চেন। মাঝে মাঝে থাম্‌ছেন, আর এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছেন। কি যে দেখ্‌ছেন, তা আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না, মনে কোল্লেম, হয় ত কোন রকম ফল ভক্ষণের ইচ্ছা হয়ে থাক্‌বে। দেখ্‌লেম,—দেখ্‌ছি,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনি মৃদু পদে চোলে এসে আমার কাছেই উপস্থিত। এসেই আমারে আদর কোরে স্নেহের স্বরে বোল্লেন, "জোসেফ! আমি তোমার বাল্যজীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী শুন্‌ছিলেম।—যথার্থই অদ্ভুত ব্যাপার! যথার্থই ভয়নক ব্যাপার! মনে হয় যেন, ভয়াবহ উপন্যাস।—আচ্ছা, জোসেফ! এখানে তুমি বেশ সুখে আছ ?"

উল্লাসিত হয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "বড়ই সুখে আছি। জীবনে এমন সুখ আমার কোথাও ছিল্ না।"

"আচ্ছা, সুখে আছ, একথা সত্য, কিন্তু তোমার মত বালক,—তোমার মত বুদ্ধিমান্ বালক এত অল্প বয়সে—এই সামান্য পাড়াগাঁয়ে বৃথা বৃথা কাল কাটায়, এটী আমার বড় ভাল বোধ হোচ্চে না। বোল্‌তে কি, তোমার মত একটী বালক চাকর আমার আবশ্যক আছে। আমার শ্বশুরকে আমি সেই কথাই বোল্‌ছিলেম। তাঁর যদি কোন আপত্তি না থাকে, তা হোলে, আমি ইচ্ছাকরি, এই যাত্রাতেই তোমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব।—যাবে ?"

আমার মুখ যেন বিষণ্ন হয়ে এলো। মল্‌গ্রেভের মুখে ঐ কথা শুনেই আমি যেন ভেবাচেকা খেয়ে গেলেম। আমার মুখের ভাব দেখে বোধ হয়, তিনিও বুঝ্‌লেন্, আমি যেন কষ্ট পেলেম।—কষ্ট পাবারই ত কথা। দয়াময় দেল্‌মরের আশ্রয় ছেড়ে কোথাও আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না।

আমিও দেখ্‌লেম, মল্‌গ্রেভ যেন একটু বিরক্ত হলেন। বিরক্তভাবেই বোল্লেন, আঃ।—তুমি আমার সৎপ্রস্তাবে আপত্তি কর। আমি তোমার মঙ্গলের চেষ্টা পাচ্চি, তুমি সেটা বুঝ্‌তে পাল্লে না ?"—এইটুকু বোলেই তিনি যেন অভ্যাসসিদ্ধ প্রসন্নভাব ধারণ কোরে গম্ভীর স্বরে আবার আমারে বোল্লেন, "জোসেফ! আমি ইচ্ছা কল্লি, তুমি আমার সঙ্গেই চল। তোমার মত বালক সহরে থাক্‌লেই ভাল হয়। সহরের

মনোহর প্রাসাদে তুমি অনেক সুখে থাক্‌তে পার। আমিও বোল্‌ছি সুখেই থাক্‌বে। পল্লীগ্রাম তোমার মত বালকের উপযুক্ত স্থান নয়। আমার বাড়ীতে নিত্যই উৎসব, নিত্যই আমোদ,—নিত্যই ভোজ,—নিত্য নিত্যই জাঁকজমক। তা ছাড়া, আমি তোমারে বেশী বেতন দিব।—কি বল? আমার শ্বশুর যদি রাজী হন,—বোধ কর, রাজীই হয়েছেন,—এখন তোমার মত কি?"

আমি থতমত খেয়ে উত্তর কোল্লেম, "আমার রক্ষাকর্ত্তা,—উদ্ধারকর্ত্তা,—আশ্রয়দাতা, মান্যবর দেল্‌মরের যেমন ইচ্ছা, তাতেই আমি বাধ্য; কিন্তু—"

এইটুকু বোলেই আমি থেমে গেলেম;—ভাব্‌লেম, আমার ঐ রকম উত্তরে পাছে কোন দোষ পড়ে। ছেলেমানুষ বটে. কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ নই। অকৃতজ্ঞতা কারে বলে, তা আমি জানিও না। মহাত্মা দেল্‌মর আমারে বদ্‌মাস লোকের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন,—ভিকারী হয়েছিলেম, চাকরী দিয়েছেন, সুখী কোরেছেন, সুখে রেখেছেন। অপরে আমারে বেশী টাকা বেতন দিবে,—বেশী টাকার লোভ দেখিয়ে আমারে এখান থেকে নিয়ে যাবে, তাতে যদি আমি রাজী হই, তা হোলে কোথাও আমার ভাল হবে না।—এই ভেবেই মল্‌গ্রেভের কথায় উত্তর দিতে দিতে হঠাৎ থেমে গেলেম। সেই ভয়েই কতক সংশয়ে কতক দুর্ভাবনার অস্ফুটস্বরে অর্দ্ধ উক্তিতে বোলে উঠলেম, "কিন্তু—"

যেন আমার মুখের কথা লুফে নিয়েই প্রস্তাবকর্ত্তা তাড়াতাড়ি বোলে উঠলেন, "কিন্তু কি?—স্পষ্ট বল, মনের কথা খুলে বল। কিসে তোমার আপত্তি?"

কিসে আমার আপত্তি?—এই প্রশ্নটী শ্রবণ কোরেই আমার একটু সাহস হলো। সাহসের স্বরেই বোল্লেম, "আপত্তি আর কিছুই না, শুধুমাত্র আশা এই, এই স্থানেই আমি কিছু বেশী দিন কাজ করি,..বেশী দিন থাকি।"—সাহস হলো বটে, সাহস কোরেই উত্তর দিলেম বটে, চক্ষে কিন্তু জল এলো। ভয় হলো, পাছে আবার কোন গতিকে এই নিরাপদ সুখস্থান দেল্‌মর প্রাসাদ পরিত্যাগ কোত্তে হয়।

মল্‌গ্রেভ আমারে সস্নেহবচনে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কেন?—এইখানেই বেশী দিন থাক্‌বার ইচ্ছা হোচ্চে কেন? আমার বাড়ীতে তোমার কি কষ্ট হবে? আমি তোমারে আদরযত্ন কোর্‌বো, আমার পত্নী তোমারে স্নেহ যত্ন কোর্‌বেন। এখানে যেমন সুখে আছ, সেখানেও এম্‌নি সুখে থাক্‌বে। মনস্থির কর, আমার সঙ্গে চলো। কেমন?—কি বল?—আমার শ্বশুরকে আমি জানাব?—তোমারে আমি বোলেছি, তুমি রাজী আছ, একথা তাঁরে বোল্‌বো?"

"না,—না,—না!"—আমি তৎক্ষণাৎ তাঁরে বাধা দিয়ে উত্তর কোল্লেম, "না,—না, না।—মিনতি করি, ও কথা আপনি বোল্‌বেন না। কারণ কি,—আপনি ত জান্‌তেই পাচ্চেন, ও কথা সত্য হবে না। দয়াময় দেল্‌মরের আশ্রয় পরিত্যাগ কোত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনই আমি সম্মত হব না। এ আশ্রয়টী ছেড়ে যেতে আমার ভারি কষ্ট হবে।

আপনাকে ধন্যবাদ! আপনি আমার প্রতি সদয় হয়ে আপনা হোতেই আমার উপকার কোত্তে প্রস্তুত, তজ্জন্য আপনাকে শত শত ধন্যবাদ!”

এ কথায় আর মল্‌গ্রেভের প্রত্যুত্তর কিছুই শুন্‌লেম না। সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে তিনি গম্ভীর বদনে বোল্লেন, “আচ্ছা; আচ্ছা, তবে ও কথা থাক্‌। ও বিষয়ে আমাদের আর বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই।” এই পর্য্যন্ত বোলে একটু থেমে তিনি আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, “আমার শ্বশুর আমারে যখন তোমার জীবনকাহিনী বল্লেন, তখন একটী কথায় আমার বড় কৌতুক জন্মেছিল। যেখানে তুমি ছিলে, যে একজন লোকের সঙ্গে—কি তার নামটী ভাল?”

আমি উত্তর কোল্লেম, “আপনি কি সেই লোকের কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চেন? যার নাম টাডি, সেই লোকের কথাই কি আপনি বোল্‌ছেন?”

উত্তর দিলেম বটে, কিন্তু মনটা কেমন হয়ে উঠ্‌লো। যিনি আমার উপকার কোর্‌বেন বোলে অতদূর উপকারের ভূমিকা কোচ্ছিলেন, তিনি আমার বিপদ সময়ের তত বড় যন্ত্রণার কথা শুনে কৌতুক ভেবেছেন, এ'ও বড় সামান্য আশ্চর্য্য নয়। মনটা কেমন বিচলিত হয়ে উঠ্‌লো। নামটা শুনেও অকস্মাৎ ভয়ের সঙ্গে ঘৃণা এলো। তথাপি ভয়ে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উচ্চারণ কোল্লেম, টাডি।

“আঃ!—টাডি!—ঠিক্‌—ঠিক্‌—ঠিক্‌!—ঐ নামই বটে।—টাডি।—নামটাও অদ্ভুত! ভয়ঙ্কর বেয়াড়া! আচ্ছা, সে টাডি এখন থাকে কোথায়?”

আমি উত্তর কোল্লেম, “তা আমি জানি না। বোধ করি, আপনার শ্বশুর আপ্‌নারে সে কথাটী বোল্‌তে ভুলেছেন, কিম্বা ইচ্ছা কোরেই বল্লেন নাই। বাড়ী ভাড়ার দায়ে টাডিটা নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে।—নিরাশ্রয় ভিকারী।—পথের ভিকারী। টাডির সঙ্গে আমিও নিরাশ্রয়, আমিও গৃহশূন্য ভিকারী। পথে পথে ভিক্ষাকরা ভিকারী।”

“হাঁ—হাঁ,—বটে—বটে!”—যেন একটু উদাসভাবে উদাস স্বরে মল্‌গ্রেভ আবার উক্তি কোল্লেন, “হাঁ—হা,—বটে—বটে, এখন মনে পোড়েছে!—ঠিক—ঠিক! আচ্ছা,—কিন্তু সে লোকটা কারবার কোত্তো কোথায়?”

আমি উত্তর কোল্লেম, “রাগা মফিন কোর্ট, নম্বর ৩।”

“ও পরমেশ্বর!—কি অপূর্ব্ব নাম! কি বোল্লে—কি বোল্লে? রাগা মফিন!—উঃ! কি ভয়ানক স্থান!—শুধু নামটা শুন্‌লেই যেন পৃথিবী শুদ্ধ লোকের ভয় হয়! জগতে যত রকম ভয় আছে, তত রকম ভয়ানক ভয়ানক ভয় যেন ভাল মানুষের বুকের ভিতর এসে এক সঙ্গে জড় হয়।”—বোল্‌তে বোল্‌তে থেমে গিয়ে আমার নূতন আশ্বাসদাতা মল্‌গ্রেভ একটু যেন মিটিয়ে মিটিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “আচ্ছা,—তুমি দেল্‌মর প্রাসাদে এসে অবধি—তোমার সেই চমৎকার লোকটী,—যার নাম, তুমি কি বোল্লে,—হাঁ—হাঁ, টাডি,—টাডি,—হাঁ,—আচ্ছা,—তুমি দেল্‌মর প্রাসাদে আস্‌বার পর সেই চমৎকার কারবারী টাডি সওদাগরটী এখানে তোমার কোন তত্ত্ব কোরেছিল কি না?”

"না।"—আমি উত্তর কোল্লেম, "এক দিনও না। যদি সেই জুয়াচোরটা এখানে আমার তত্ত্ব নিতে আস্‌তো, তা হোলে তখন যে আমি কি কোত্তেম,—এর পরেও যদি কখন আসে, তা হোলেই বা তখন আমি কি কোর্‌বো, মাঝে মাঝে এখনও তাই ভাবি। এখনও হয় ত পথে ঘাটে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চে, কায়দায় পেলেই ধোর্‌বে, মাঝে মাঝে সে ভয়টাও আমার বুকের ভিতর একটু যেন গুর্‌ গুর্‌ কোরে উঠে।"

"ভয় নাই!—ভয় নাই!—নিশ্চিন্ত থাক, নিশ্চিন্ত থাক!"—আমার সঙ্গে ঐ পর্য্যন্ত সম্ভাষণ কোরেই দেল্‌মর মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা যেন একটু মদগর্ব্বিত সুধীর আন্দোলিত ভঙ্গীতে, মদদর্পিত চঞ্চলচরণে হেল্‌তে দুল্‌তে, কোন দিকে দৃক্‌পাত না কোরেই আপন মনে প্রাসাদের দিকে চোলে গেলেন।

যতটুকু বেলা ছিল, সবটুকুই কেবল আমার ভয়ের বেলা। পাছে জামাতার অনুরোধে সরলহৃদয় দেল্‌মর আমারে আশ্রম থেকে বিদায় কোরে দেন, সেই ভয়েই বেলাটুকু আমি যেন কেঁপে কেঁপেই কাটালেম। সন্ধ্যার পর সে ভয় আমার থাক্‌লো না। কেন না, সে প্রসঙ্গের কোন কথাই কেহ আমারে কিছু বোল্লেন না। রাত্রি যখন নটা, সেই সময় কন্যা জামাতার সেই পরম সুন্দর ক্ষুদ্র গাড়ীখানি গাড়ী-বারান্দায় এসে হাজির হলো, কন্যাজামাতা বিদায় হলেন। আমি যেন তখন এক রকম নিশ্চিন্ত হোলেম।

আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, কর্ত্তা আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "জোসেফ! তুমিও এখন বিদায় হোতে পার।"

আমারও তখন কোন কথা নিবেদন কর্‌বার ছিল না, যথারীতি অভিবাদন কোরে আপনার শয়নঘরে চোলে এলেম।

পরদিন দেল্‌মর মহোদয় আমারে নিকটে বসিয়ে সদয়ভাবে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! গত কল্য তুমি নূতন বন্ধু দর্শন কোরেছ। তুমি যে আমার কাছে আছ, আমার জামাতা মল্‌গ্রেভ সে জন্য আমার উপর হিংসা করেন; তাঁর ইচ্ছা যে, তিনিই তোমারে বেশী বেতন দিয়ে এখান থেকে নিয়ে যান। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্লারারও সেই ইচ্ছা; কিন্তু এক লহমার নিমিত্তেও আমি তাঁদের সে সব পাগ্‌লামীর কথায় কাণ দিয়ে শুনি নাই। তোমারে বিদায় দেওয়া কদাচই আমার ইচ্ছা নয়। কেমন জোসেফ?—তোমার কি ইচ্ছা?—তোমার কি ইচ্ছা যে, আমারে পরিত্যাগ কোরে তুমি তাঁদের কাছে যাও?"

"ওঃ!—না—না—না।"—ভূমে জানুপেতে করযোড়ে করুণ স্বরে আমি বোল্লেম, "না—না,—না;—কথনই না।"—মনের আনন্দ,—কতই আনন্দ,—আনন্দে হৃদয় যেন নেচে নেচে উঠ্‌ছে, ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। মহাত্মা দেল্‌মর নিজমুখে স্বীকার কোল্লেন, আমারে পরিত্যাগ কর্‌বার ইচ্ছা নাই। এ আনন্দের চেয়ে বেশী আনন্দ কি আর বেশী সম্ভব হোতে পারে? আনন্দস্বরে—আনন্দধ্বনিতে আমি বোলে উঠ্‌লেম,

"আপনি যদি আমারে পরিত্যাগ না করেন, জীবন থাক্‌তে আমি আপনারে পরিত্যাগ কোরে যাব না!—কখনই যাব না!

অষ্টম প্রসঙ্গ।

জাদুঘর।

এক সপ্তাহ অতীত। এক দিন আমি দেলমরের নামের একখানি চিঠি নিয়ে লাইব্রেরী ঘরে উপস্থিত হলেম। মহানুভব দেলমর গম্ভীর বদনে একাকী সেই পুস্তকাগারের মধ্যেই বোসেছিলেন। সর্ব্বদাই তিনি প্রিয়দর্শন, সর্ব্বদাই অমায়িক ভাব; বিশেষতঃ আমার প্রতি সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন। চিঠিখানি আমি তাঁর হাতে দিলেম, মিষ্ট বচনে সম্ভাষণ কোরে তিনি আমারে বোস্‌তে বোল্লেন, আমি বোস্‌লেম। অনেক রকম কথাবার্ত্তা হলো। সব কথার মধ্যে প্রভু আমারে পুস্তকের কথাই কিছু বেশী বেশী শুনালেন। একটী আলমারী দেখিয়ে দিয়ে তিনি আমারে আদর কোরে বোল্লেন, "ঐ আলমারীতে তোমার পড়্‌বার উপযুক্ত অনেক পুস্তক আছে। যখন যে পুস্তক ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে তুমি সেই পুস্তক নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যেও। যখন অবকাশ পাবে, পাঠ কোরো।"—শুনে আমি সন্তুষ্ট হলেম,—অভিবাদন কোল্লেম।

সদাশয় দেলমরের পুস্তকাগারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে রাখি। লাইব্রেরী ঘরটী খুব উচ্চ, খুব সুপ্রশস্ত,—পরিপাটীরূপে সাজানো। সমস্ত আলমারীতে নানারকমের রাশি রাশি পুস্তক। ধূলা নিবারণের জন্য প্রত্যেক আলমারীতে, প্রত্যেক গবাক্ষে, প্রত্যেক দরজায় পরিষ্কার পরিষ্কার সাসী দেওয়া। পুস্তকাধারের মাথায় মাথায় সুন্দর সুন্দর পাথুরের অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আর চমৎকার চমৎকার প্রাচীন চীনের নানাপ্রকার ফুলদান। আরও কত প্রকার সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্রে সেই লাইব্রেরী ঘরটী সুসজ্জিত, দেখ্‌লেই নয়ন মনের প্রীতি জন্মে।

পুস্তকের কথা হোচ্ছিল, হয়ে গেল। কর্ত্তা একবার আসন থেকে উঠ্‌লেন, উঠেই আমারে সঙ্গে কোরে পাশের একটী ছোট ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। সে দিকেও সাসী আঁটা দরজা। যে ঘরে প্রবেশ করা হলো, সেটী চিত্রশালিকা। ঘরের অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখে জাদুঘর বোল্লেও বলা যায়।—বলা যায় বোলেই আমি বোল্‌ছি, জাদুঘর। সেই দিন আমি সেই জাদুঘরটী নূতন দেখ্‌লেম। কেননা, সেই আমার প্রথম দেখা। তার পূর্ব্বে আর এক দিনও আমি সে ঘরে প্রবেশ করি নাই। ঘরটী আয়তনে ছোট বটে, কিন্তু দেখ্‌তে অতি চমৎকার! ঘরের ভিতর নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত

পদার্থ সাজানো। ঘরের চারি কোণে চারিপ্রস্থ রণবেশের বর্ম্ম। চারিটী ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট যুগে ভিন্ন ভিন্ন বীর পুরুষগণের আত্মরক্ষার জন্য যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধরণের বর্ম্ম পরিধানের ব্যবহার ছিল, ঐ চিত্রশালিকায় সেই সকল বর্ম্মের ভাল ভাল আদর্শ বিদ্যমান। কতকগুলি আধারে স্বচ্ছ স্বচ্ছ মর্ম্মর প্রস্তর, সেই প্রস্তরে দর্পণের মত মুখ দেখা যায়, কতকগুলি আধারে নানাজাতি সুন্দর সুন্দর পক্ষী,—আরকের তেজে ঠিক যেন সজীব বোধ হয়। ফলে কিন্তু মরা। কতকগুলি আধারে নানাজাতি কীট পতঙ্গ। স্থানে স্থানে নানাবিধ দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ ধাতু পদার্থের নমুনা। স্থানে স্থানে সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের প্রস্তুত করা ভিন্ন ভিন্ন গঠনের জলাধার,—নানাবিধ চীনের বাসন,—নানাবিধ ফুলদান। আরো কত যে কি, সে সব আমি বিস্তারিত বর্ণনে অক্ষম। সাঁজোয়া,—যুদ্ধের সাঁজোয়া তৎপূর্ব্বে কখন আমি দেখি নাই। দেখে একটু একটু বিস্ময় বোধ হলো। সব জিনিসগুলির চেয়ে সাঁজোয়াগুলিই আমি ভাল কোরে কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। জাদুঘরে যত প্রকার বস্তু সংগ্রহ করা ছিল, সমস্তই আমি একে একে বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। দেখ্‌ছি,—কর্ত্তা আমারে বোল্লেন, "জোসেফ! এত সাবধানে রাখা, তথাপি এক একটা গ্লাসকেসের ভিতর ধূলা প্রবেশ কোরেছে। যে সকল জিনিস যেখানে সাজানো ছিল, কোন কোনটা সেখান থেকে পোড়ে গেছে। চাকর লোকের অযত্নে—অমনোযোগে কতকগুলি জিনিস বেমিছিল হয়ে পোড়েছে। যে বস্তু যেখানে থাক্‌বার, তা সেখানে নাই। জোসেফ! তুমি কি ঐগুলি সব ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোরে রাখ্‌তে পার? যে বস্তু যেখানে থাক্‌লে মানায়,—যে বস্তু যেখানে সাজান ছিল, সেগুলি কি তুমি ঠিক ঠিক যথাস্থানে সাজিয়ে রাখ্‌তে পার?"

তৎক্ষণাৎ আমি সম্মত হলেম। আগ্রহ জানিয়ে বোল্লেম, "ও সব কর্ম্ম আমি বেশ পারি। এমন সুন্দর সাজাব, আপনি দেখে খুসী হবেন।" কর্ত্তা একটু হাস্‌লেন। হেসেই প্রসন্ন বদনে বোল্লেন, "তবে এখনি আরম্ভ কর।" আমিও প্রস্তুত। তখনি আমি আরম্ভ কোল্লেম। আমার উপর যে কার্য্যের ভার হলো, সে কার্য্যে যে যে উপকরণ প্রয়োজন, হাতে হাতেই সব যোগাড় পেলেম। সেই ঘরে আমারে একাকী রেখে কর্ত্তা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন, আমি একাকী আপন মনে আপন কাজে লেগে গেলেম। জান্‌তে পাল্লেম, কর্ত্তা তখন বাড়ীতেই থাক্‌লেন না। অশ্বারোহণে এদিথার সঙ্গে ময়দানের দিকে বেড়াতে বেরুলেন। আমি জেনেছি, অশ্বারোহণে কুমারী এদিথার বড় আমোদ ছিল।

আমি কাজে লাগ্‌লেম।—বেলা ১১ টা। সে কাজেও আমার ভারি আমোদ। চিত্রশালিকা সাজাচ্ছি, কতই নূতন নূতন অদ্ভুত বস্তু দেখ্‌ছি, মনে মনে কতই আনন্দ আস্‌ছে, কতই কৌতুক আস্‌ছে, কতই বিস্ময় আস্‌ছে! আমি এক মনে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা কোচ্চি। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয়;—মন কিন্তু এক দিকে।

একটা বাজ্‌বার কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, শুন্‌তে পেলেম, লাইব্রেরী ঘরের দরজা খোলা শব্দ। কর্ত্তা বাড়ীতে নাই, কে খোলে দরজা?—কে প্রবেশ কোল্লে? আস্তে আস্তে গ্লাসদরজার একটী পর্দ্দা সোরিয়ে আমি উঁকি মেরে দেখ্‌লেম।—দেখলেম, কর্ত্তা নিজেই। এসেই তিনি এক খানি পুস্তক নিয়ে বোস্‌লেন। পুস্তক পাঠে তাঁর সদাই আনন্দ। নিবিষ্টচিত্তে পুস্তক পাঠ কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি যে জাতুঘরে রয়েছি, সে কথা হয় ত তাঁর মনেই ছিল না। আমি যে কি রকমে আজ্ঞা পালন কোচ্চি, সেটী দেখ্‌বার জন্যে চিত্রশালিকায় প্রবেশও কোল্লেন না। তাতেই মনে কোল্লেম, আমি যে সেখানে রয়েছি, সে কথা হয় ত তিনি ভুলে গেছেন। যে কাজ আমার,—যে কাজ আমি কোচ্ছিলেম, সে কাজে কোন প্রকার শব্দ হোচ্ছিল না, সুতরাং আমায় যে তিনি লাইব্রেরী ঘরে রেখে গেছেন, সে কথা হয় ত তাঁর মনেই পোড়্‌লো না।

আমি কাজ কোচ্চি। একটু পরেই আবার শুন্‌লেম, আবার লাইব্রেরী ঘরের দরজা খোলা শব্দ। আবার আমি তেম্নি কোরে উঁকি মেরে দেখ্‌লেম, যে আরদালী দরজায় থাকে, সেই আরদালী এসে সংবাদ দিলে মল্‌গ্রেভ উপস্থিত! আমি কাজ কোচ্চি, আপ্‌নার কাজেই মন দিলেম। শ্বশুর জামাইয়ে সেখানে যে কোন রকম গুপ্ত কথা চোল্‌বে, সেটা তখন আমি মনেই কোল্লেম না;—মন আমার সে দিকে গেলই না। অধিকন্তু, যে কাজে আমি হাত দিয়েছি, সে কাজে আমার এত আমোদ হোচ্ছিল যে, তা ছেড়ে তখন আর অন্য কাজে মন দিতে আমার ইচ্ছাই হলো না। যত ভাল কোরে কাজটী সুসম্পন্ন কোত্তে পারি,—শৃঙ্খল দেখা কর্ত্তা যাতে আমার উপর বেশী খুসী হন, সেই চেষ্টাই তখন আমার।

দুজনে লাইব্রেরী ঘরে কথা কোচ্চেন,—শুন্‌তে পাচ্চি,—মন সে দিকে যাচ্চে না। কি বিষয়ের প্রসঙ্গে তাঁদের কথোপকথন চোল্‌ছে, খানিকক্ষণ আমি তার কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। অবশেষে কর্ত্তার উত্তেজিত উচ্চকণ্ঠস্বর শ্রবণ কোরে হঠাৎ আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। যদিও অতি অল্পদিন সে বাড়ীতে আছি, তথাপি তার মধ্যে এক দিনও কখন কর্ত্তার সে প্রকার উগ্র স্বর আমার শ্রবণপথে প্রবেশ করে নাই।

কর্ত্তা বোল্‌ছেন, "না—না,—তা আমি কোর্‌বো না।—কখনই না।—শোনো, বাধা দিও না—যা যা বলি, স্থির হয়ে শোন। দশ বৎসর হলো, ক্লারার সঙ্গে তোমার আমি বিবাহ দিয়েছি;—এই দশ বৎসরের মধ্যে যত টাকা তুমি আমার কাছে গ্রহণ কোরেছ,—আমি হিসাব কোরে দেখেছি,—আমার কন্যার দশ সহস্র পাউণ্ড যৌতুক ছাড়া,—যত টাকা তুমি আমার কাছে গ্রহণ কোরেছ, মনে কোরে দেখ, চৌদ্দ হাজার পাউণ্ডের কম হবে না। তোমার এ প্রকার অপব্যয় আমার একান্ত অসহ্য! বার বার আমি তোমারে ভাল কোরে বুঝিয়েছি, দয়া ভেবেও বোলেছি, নরম কথায় উপদেশ দিয়েছি, মাঝে মাঝে ভারি হোয়েও দেখেছি, কিছুতেই কিছু হলো না,—কিছুতেই তোমার জ্ঞান জন্মালো না। রেগে রেগেও কতবার বাজে খরচের জন্য তিরস্কার

কোরেছি, সমস্তই বৃথা হয়েছে। বার বার কেবল সেই একই কথা,—একই সুর,—একই আবদার। আশ্চর্য্য!—নিত্য নিত্যই নূতন দেনা। খরচ কমাও, কতবার বোলেছি, সবই তোমার অগ্রাহ্য। অঙ্গীকার কোরে গেছ, সাবধান হবে, কাজে দেখ্‌ছি, কিছুই নয়। তোমার সহোদর ভ্রাতা লর্ড একলেষ্টন সতত কোরে তোমারে বর্ষে বর্ষে দেড় সহস্র পাউণ্ড দান করেন, তাও তুমি অনর্থক কুৎসিত আমোদে উড়িয়ে দাও। আমিও যেমন জ্বালাতন হয়েছি, তোমার অনবরত তাগাদায় তোমার ভ্রাতাও—"

"তাগাদা?"-ক্রোধে চকিতভাবে শশব্যস্তে মলগ্রেভ প্রতিধ্বনি কোল্লেন, *"তাগাদা? উঃ!—এটা বড় শক্ত কথা মহাশয়!"*

"বড়ই দুঃখিত হলেম।"—কর্ত্তা এতক্ষণ যে প্রকার উগ্রস্বরে কথা কোচ্ছিলেন, তার চেয়ে একটু নরম কথায় জামাতাকে বোল্লেন, "বড়ই দুঃখিত হলেম।—যথার্থ বোল্‌ছি, বড়ই দুঃখিত হলেম।—কিন্তু করি কি?—তুমিই আমারে ঐ রকমে দুঃখিত হোতে বাধ্য কোল্লে। কাজে কাজেই আমি স্পষ্ট কথা বোলে ফেল্লেম। তোমার সহোদরের প্রকৃতি অতি সরল। তিনি তোমারে কিছু বোল্‌তে পারেন না, কিন্তু বৎস! তোমার ত সেটা বুঝা উচিত। তাঁরে অনেকগুলি পরিবারের ভরণপোষণ কোত্তে হয়, তোমার জন্যেও বিস্তর টাকা ব্যয় করেন, এ কথা তুমি অস্বীকার কোত্তে পার না। পরমেশ্বরের দোহাই, আমি তোমারে বার বার নিবারণ কোচ্ছি, তাঁরে আর ও রকমে বার বার টাকার জন্য তাগাদা কোরে জ্বালাতন কোরো না। বুঝ্‌লে আমার কথা? আরও শোনো। এ দিকে আমিও প্রতিজ্ঞা কোরেছি, তোমার ও রকম অপব্যয়ে আমিও আর কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিব না।"

মলগ্রেভ একটু নরম হোলেন, মিনতি কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বিবেচনা করুন্। সমাজের যেরূপ অবস্থা, আমি যে অবস্থায় বহুব্যয়ে বাধ্য,—বিবেচনা করুন্, মান সম্ভ্রম রেখে চোল্‌তে গেলে দেড়হাজারে কি হোতে পারে? ক দিন চলে?"

"কি!"—বিস্ময়ভাব প্রকাশ কোরে মান্যবর দেলমর উচ্চকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লেন "কি!—স্ত্রী আর স্বামী, এইমাত্র দুটী। সন্তানসন্ততি নাই, বৎসরে ১৫০০ পাউণ্ড, যথেষ্ট টাকা;—তুমি বল কি না বৎসরে দেড় হাজারে কি হোতে পারে?—দেখ দেখি পরিমিত ব্যয়ে যদি তুমি গ্রেসবেনর পল্লীতেও বড় চেলে চল, তাতেও তোমার কিছুমাত্র অনটন থাকে না।—তুমি বল কি না, কদিন চলে? আরো দেখ, বিবাহের পর দুতিন বৎসর যে বাড়ীতে তুমি ছিলে, সে বাড়ীতে খরচ-পত্র অনেক অল্প হতো। সে স্থান পরিত্যাগ কোরে গ্রেসবেনর পল্লীতে যখন তুমি উঠে যাও, তখন আমি নিষেধ কোরেছিলেম, তা তুমি শুনলে না। আমার মতের বিরুদ্ধেই তুমি সব কাজ কর। কিছুতেই তোমার চৈতন্য হয় না। নিত্য নিত্য বড় বড় ভোজের মজ্‌লিস, দুতিন মাস অন্তর নূতন নূতন ঘোড়া কেনা, মোটা মোটা বাজী রেখে রেখে ঘোড়দৌড় করা, এ সকল কি তোমাদের ভয়ানক অপব্যয় নয়?

আরও দেখ, আমি শুনেছি, সর্ব্বদাই তুমি ক্রক্‌ফোর্ডের জুয়াখেলার আড্ডায় গতিবিধি কর, সেই কাণ্ডটাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর,—সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক! এখন যদি তুমি সাবধান না হও,—এখনও বোল্‌ছি,—এখনও যদি তুমি সাবধান না হও,—এখনও যদি তুমি ঐ সকল পাপসঙ্গ পরিত্যাগ না কর, তা হোলে,—তা হোলে, শুধু কেবল ঐ দেড় হাজারে কেন,—পোনেরো হাজারেও তোমার অকুলান ঘুচ্‌বে না। নিত্য নিত্য নূতন ঋণ, নিত্য নিত্য নূতন দাবী, নিত্য নিত্য নূতন ফ্যাসাৎ, নিত্য নিত্য রাশি রাশি টাকার দরকার!—এ সকল ভাল নয়। এ রকম অপব্যয় থাক্‌লে তোমার অভাব দূর করে কার সাধ্য?"

"সত্য কথা।"—মাথাটী হেঁট কোরে পূর্ব্ববৎ বিনম্রভাবে বিনম্রস্বরে মল্‌গ্রেভ উত্তর কোল্লেন, "সত্য কথা।—যে সব কথা আপনি বোল্লেন, তার অনেক কথাই সত্য; কিন্তু এ যাত্রা আমাকে রক্ষা করুন। এবার আমি যে সঙ্কটে পোড়েছি, বেশী না,—দু হাজার পাউণ্ড অনুগ্রহ কোরে—"

"দেখ।"—বাধা দিয়ে দেল্‌মর মহোদয় বোল্লেন, "দেখ,—দেখ অগষ্টস্! এই দেখ, অত টাকার কথা তুমি কেমন অম্লানবদনে তুচ্ছ বোলেই গণনা কোল্লে! বোল্লে কি না, কেবলমাত্র দু হাজার পাউণ্ড!—আশ্চর্য্য!—ভেবে দেখ দেখি, দু হাজার পাউণ্ডের পরিমাণ কত? বৎসরে তোমার যত টাকা আয়, তার চেয়েও অর্দ্ধ সহস্র অধিক। এটা জেনে শুনেও দুহাজার পাউণ্ডকে তুমি তুচ্ছ কোল্লে! আর তাও বলি, অত টাকাও তোমার এক ঘণ্টার মধ্যে উড়ে যাবে। ঐ টাকায় যদি ঋণ পরিশোধ কর, তা হোলে ত এক মিনিটও লাগ্‌বে না। ও সব কথা থাক্‌, শোনো আমার কথা! তোমার যে রকম মতিভ্রম ঘোটেছে, তাতে কোরে আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি, এই সময় তোমারে আমার আরও কিছু বিশেষ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।"

এই কথার পর উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নীরব হোলেন। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনিচ্ছায় ঐ সকল ভয়ানক কথা শুনছিলেম, সেখান থেকে সোরে যাবার জন্যে দরজাটা খুলি খুলি মনে কোচ্চি,—যেমাত্র দরজার গায়ে আঙুলটী ঠেকিয়েছি, তৎক্ষণাৎ অমনি আবার দেল্‌মর মহোদয়ের কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হলো। সেবারে তিনি গভীর গর্জ্জনস্বরে কথা আরম্ভ কোল্লেন। আরম্ভ শুনেই আমার ভয় হলো। চোম্‌কে উঠে পেছন দিকে হোটে দাঁড়ালেম। যেখানে ছিলেম, সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আর সাহস হলো না। যাই কোথা?—যদি চিত্রশালিকা থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করি, লাইব্রেরী ঘরের ভিতর দিয়েই যেতে হয়। করি কি? ভাব্‌লেম, উপায় কিন্তু কিছু পেলেম না। কাজেই সেই সঙ্কটাবস্থায় নিতান্ত অনিচ্ছায় যেখানকার মানুষ, সেইখানেই চুপ্‌টী কোরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হলো। এই স্থানে আর একটী কথা!—কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ জামাতার নাম অগষ্টস্ মল্‌গ্রেভ।—এই কারণেই কর্ত্তা তাঁরে মাঝে মাঝে অগষ্টস্ বোলে সম্বোধন কোচ্চেন।

কর্ত্তা আবার আরম্ভ কোল্লেন, "শোন অগষ্টস্! আমার স্ত্রী যখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় মৃত্যুশয্যায় ছট্‌ফট্ করেন, যখন আমি ভগ্নহৃদয়ে সেই মৃত্যুশয্যার পাশে বোসে সজল নয়নে তাঁরে বলি, 'কি তোমার শেষ ইচ্ছা?—এই সময় প্রকাশ কর,—অবশ্যই আমি তোমার চরম মনোরথ পরিপূর্ণ কোর্‌বো'—অভাগিনী তখন মিনতি কোরে আমায় বোলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমার সমস্ত সম্পত্তি যেন দুটী কন্যাকে সমান ভাগে বিভাগ কোরে দেওয়া হয়।' সে ইচ্ছায় আমি শপথ কোরে সম্মতি দিয়ে রেখেছি। অঙ্গীকার কোরেছি, প্রতিজ্ঞা কোরেছি,—দিবই দিব। সেই সাধ্বী-সতী যদি মরণকালে আমারে ঐ রকমে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কোরে নাও যেতেন, তা হোলেও আমি আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক দুটী কন্যাকে সমান সমান দিয়ে যেতেম। এখনও আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা রয়েছে,—ইচ্ছা কেন, সংকল্পই রয়েছে, তাই আমি দিয়ে যাব। সেই মর্ম্মেই আমার উইল লেখাপড়া হয়েছে।"—এই পর্য্যন্ত বোলে মিষ্টার দেল্‌মর একটী ডেস্কের দিকে অঙ্গুলী হেলিয়ে অপব্যয়ী জামাতাকে পুনর্ব্বার বোল্লেন, "ঐ ডেস্কের মধ্যেই আমার সেই উইলখানি রেখেছি। সমস্ত জগৎসংসারের আধিপত্য লাভ হোলেও সে উইলের একটী কথাও আমি পরিবর্ত্তন কোর্‌বো না। অগষ্টস্! কেন আমি এ সকল কথা বোল্‌ছি, তা হয় ত তুমি এতক্ষণে বুঝ্‌তে পেরে থাক্‌বে। বৎসর বৎসর যদি তুমি সেই সকল ঘৃণিত অপব্যয়-পিপাসার পরিতৃপ্তির জন্য বেশী বেশী টাকা আমার কাছ থেকে বাহির কোরে লও, তা হোলে,—আমি বড়ই ক্ষুব্ধ হোচ্ছি,—তা হোলে ক্লারার অংশই কম হয়ে যাবে। যত টাকা তুমি আমার কাছে নিয়েছ, যত টাকা আমি তোমারে সময়ে সময়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় খরচপত্র কোত্তে দিয়েছি, তা ছাড়া ক্লারার যৌতুকের দশ হাজার,—সব টাকাই এক সঙ্গে হিসাবভুক্ত হয়েছে। দেখ অগষ্টস্! তুমি দেখ্‌বে,—ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন আমি জগৎসংসার থেকে চোলে যাব,—তখন তুমি দেখ্‌বে, ক্লারার অংশে অনেক টাকা কম।—এখন বুঝ্‌তে পাচ্চো, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার পতি তুমি,—অপব্যয়ের মুখেও,—এখন তুমি হয় ত বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চো, কিরূপ সঙ্কটের অবস্থায় তুমি পোড়েছ। ক্লারার মঙ্গলে—তোমার নিজের বিবাহিতা পত্নীর মঙ্গলে যদি তোমার কিছুমাত্র ইচ্ছা না থাকে, তা হোলে মেয়েটী যাতে বঞ্চিতা না হয়, সম্পূর্ণরূপে সাবধান হয়ে সে চেষ্টা করা আমারই অবশ্যকর্ত্তব্য।—অবশ্য, অবশ্য—অবশ্যকর্ত্তব্য। সাবধান হও,—এখনও বোল্‌ছি সাবধান হও। যত্নপূর্ব্বক চরিত্র সংশোধন কর। আর একটী কথা।—যে দু হাজারের জন্য তুমি এখন দায়ে ঠেকেছ, তা তুমি পাবে,—তা আমি দিব;—কিন্তু নিশ্চয় জেনো, অভ্যাসমত অপব্যয়ে আবার যদি তুমি আমার কাছে অর্থ প্রার্থনা কর, কিছুই আমি দিব না। না দেওয়া যদিও আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হবে,—না পাওয়া যদিও তোমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হবে, কিন্তু কি করি,—সংকল্প কোরেছি,—উইল লিখেছি,—তথাপি এই দু হাজার। এই দু হাজারের পর তোমার বাজেখরচের জন্য একটী কপর্দ্দকও আর আমি দিব না।

তোমার কু-মৎলবের পোষকতা করা আমার সাধু ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত। আর আমার কিছু বল্‌বার নাই। এখন লও,—এই লও দু হাজার পাউণ্ডের চেক।"

আবার ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। আমি মনে কোল্লেম, এই বারেই বুঝি ঐ শোচনীয় দৃশ্যের অবসান হলো। মনে কোল্লেম, অবসান, কিন্তু তখনও চিত্রশালিকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া আবশ্যক বিবেচনা কোল্লেম না। অনুতাপ হোতে লাগ্‌লো! কেন আমি শুন্‌লেম?—ঘরসংসারের ঘরাও কথা,—শ্বশুরজামাতার গুপ্তকথা; গোপনে দাঁড়িয়ে কেন আমি সে সব কথা শুনুলেম? ইচ্ছা কোরে শুন্‌লেম না। একটা সাসীদরজা ব্যবধানে অনেকক্ষণ ধোরে ও রকম স্পষ্ট স্পষ্ট কথাবার্ত্তা চোল্‌ছিল, কি কোরেই বা না শুনে থাকি? সে অবস্থায় চক্ষুকর্ণ বন্ধ কোরে রাখা নিতান্তই অসম্ভব।—অনুতাপের সঙ্গে কেবল এইটুকুমাত্র আমার প্রবোধ। যদিও প্রবোধ, তথাপি ভাব্‌লেম, অনুচিত প্রবোধ।

শ্বশুরমহাশয় জামাতার হাতে চেক্ দিলেন, জামাতাও অবশ্য ধন্যবাদ দিয়ে গ্রহণ কোল্লেন। ধন্যবাদের সঙ্গে সঙ্গেই মল্‌গ্রেভ বাহাদুর বোল্লেন, "আমি অঙ্গীকার কোরে যাচ্ছি, এইবার আমি আমার বাজেখরচ কমাব। আপ্‌নি আমার কথার উপর বিশ্বাস করুন, অনেক খরচ আমি কমাব। এখন আমি বিদায় হোলেম। আমি বাড়ীতে পৌঁছিলেই ভয়ানক একটা ডিক্রীজারির সম্ভাবনা আছে। আবার আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, অবশ্যই আমি খরচপত্র কমাব। আমার সেই আরদালীকে জবাব দিব। আরদালীর বদলে ছোট একটা ছোক্‌রা চাকর রাখ্‌বো;—তা হোলেই অনেক খরচ কোমে যাবে। হাঁ,—ভাল কথা!—আপ্‌নি তবে একান্তই ঐ ছোক্‌রাটীকে ছাড়্‌বেন না?—কি তার নামটী?"

"কার কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছো?"—চমকিতভাবে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কার কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চো?—উইলমট?—যে ছেলেটীকে সে দিন তুমি দেখেছিলে?"

"হাঁ"!—শশব্যস্তে মল্‌গ্রেভ উত্তর কোল্লেন, "হাঁ!—সেই ছেলেটীর কথাই আমি জিজ্ঞাসা কোচ্চি। আমি বোধ করি, সেটীকে আপ্‌নি আমারে দিতে—"

"না অগষ্টস্!"—বাধা দিয়ে আমার দয়ালু প্রভু উত্তর কোল্লেন, "না অগষ্টস্! তা আমি দিব না। জোসেফ্‌কে আমি কোথাও যেতে দিব না। উইলমট বলে, সে এখানে বেশ সুখে আছে। ছেলেটীও বড় ভাল। কিছুতেই আমি তারে ছাড়্‌বো না। ছেলেটী কে,—কার ছেলে,—কি বৃত্তান্ত,—শীঘ্রই হোক্, কিম্বা কিছু বিলম্বেই হোক্, অবশ্যই প্রকাশ পাবে। আমার ত বোধ হোচ্চে, ভদ্রলোকের ছেলে। জোসেফের মাতাপিতা যদি আজিও পৃথিবীতে বেঁচে থাকেন, শীঘ্রই হোক, অথবা বিলম্বেই হোক, তাঁরা যদি কোন সূত্রে জান্‌তে পেরে জোসেফ্‌কে এখানে নিতে আসেন, তাঁদের হাতে সমর্পণ কোর্ত্তেও আমার কষ্ট হবে। কেননা, যে বালক এই এতবড় সহরের নানা প্রলোভন,—নানা ফাঁদ,—নানা কুচক্র,—নানা পাপ,—নানা

বিভীষিকা অতিক্রম কোরে বিশুদ্ধ চরিত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সে ছেলে ছেড়ে দিতে আদৌ আমার ইচ্ছা নাই। জোসেফ্‌কে আমি নিজেই রাখি, এই আমার মনের স্থিরসংকল্প।”

একটু যেন ক্ষুব্ধচিত্তে মল্‌গ্রেভ উত্তর কোল্লেন, “ওঃ!—তার উপর আর কথা নাই। আমি ভেবেছিলেম, ছেলটী যদি আপনার কোন কাজে না আসে, তা হোলে আমি তারে নিয়ে যাব। কিন্তু যখন দেখ্‌ছি, আপ্‌নি সংকল্প কোরেছেন, তারে রাখ্‌বেন, তখন আমার কথা কি! উত্তম,—তাহাই রাখুন, আমিও তাতে খুসী আছি। ছেলেটী কিন্তু বেশ। যাতে তার ভাল হয়, আমারও সেই ইচ্ছা।”

এই কথার পর শ্বশুরজামাই উভয়েই একত্রে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমার তখন স্পষ্টই বোধ হলো, আমি যে চিত্রশালার মধ্যে আছি, মহাত্মা দেল্‌মর সত্য সত্যই সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি হয় ত মনে কোরেছিলেন, চাকরদের ঘরেই আমি রয়েছি। লাইব্রেরী ঘরে যে সকল কথাবার্ত্তা হলো, আমি যেন তার কিছুই জানি না, আমি যেন তার একটী কথাও শুনি নাই, ইহাই হয় ত তিনি স্থির কোরেছিলেন। কিন্তু আসল কথা তা নয়। নিত্য নিত্য যে সময়ে আমাদের আহার হয়, সেই স্মরণীয় দিবসে তার চেয়ে অনেক বিলম্ব হয়ে পোড়েছিল। অনেক বিলম্বেই ভোজনাগারে আমাদের আহ্বানসূচক ঘণ্টাধ্বনি হলো। আমি আস্তে আস্তে চিত্রশালিকা থেকে বেরিয়ে শীঘ্র শীঘ্র আহারস্থানে উপস্থিত হোলেম। আবার আহারান্তে চিত্রশালিকায় ফিরে এলেম। বৈকালে আর দেল্‌মর মহোদয় লাইব্রেরীতে প্রবেশ কোল্লেন না। কুমারী এদিথার সহিত বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন দেখ্‌লেম। কর্ত্তার সঙ্গে যখন সেদিন আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, তখন সন্ধ্যা। আমি জাদুঘরে ছিলেম, তাঁরা পুস্তকাগারে ছিলেন, তাঁদের পরস্পর কি কি কথা হয়েছিল, সে সব কথা আমি শুনেছি কি না, কিছুই তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। আমিও কিছু বোল্লেম না। জনপ্রাণীকেও সে কথা আমি জানালেম না।



নবম প্রসঙ্গ।

আমার মামা !!!

তিন চারদিন অতীত হলো। জনহুঘরে যেরূপ সুশৃঙ্খলা আমি দেখালেম, মহাত্মা দেলমর তদ্দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ কোল্লেন। একদিন বৈকালে আমি আপনার ঘরে বোসে আছি, দেখি একখানা ভাড়াটে গাড়ী ঝুমুঝুমুতালে ঘুরে ঘুরে এসে আমাদের গাড়ীবারাণ্ডার নীচে দাঁড়ালো। গাড়ীতে কে ছিল, কে নাম্‌লো, দেখ্‌তে পেলেম না। আমি তখন উপরের ঘরে ছিলেম। নীচের বৈঠকখানার আরদালী এসে সংবাদ দিলে; "কর্ত্তার আহ্বান।"—অসময়ে আহ্বান। তেমন সময় একদিনও আমারে তলব হয় না। সে দিন তবে কেন তলব ?

গাড়ীখানার কথা মনের ভিতর ধুকপুক্ কোত্তে লাগ্‌লো।—যেন কোন অমঙ্গলের লক্ষণ! ক্ষণে ক্ষণে কেবল সেই আশঙ্কাই আস্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু কি যে অমঙ্গল, তা আমি তখন বুঝ্‌লেম না। আরদালীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি জন্য তলব?" সে ব্যক্তিও জানে না, সুতরাং উত্তর দিতে পাল্লে না। কেবল এই কথা বোল্লে, "দুটী লোক এসেছে, দুটীই বিদেশী, দুজনেই অপরিচিত, ইতিপূর্ব্বে কখনই তারা দেল্‌মর প্রাসাদে উপস্থিত হয় নাই; নাম বলে না।—বলে কি না বলে, বোল্‌তে পারি না, কিন্তু কেন তারা এসেছে, তাদের এখানে কি কাজ, কিছুই বুঝা গেল না।"

আমি চিন্তাকুল হোলেম। আরদালী আমারে যেন অন্যমনস্ক দেখ্‌লে।—আরদালী আমারে ভালবাস্‌তো।—আমার বিমর্ষমুখ দেখে তার যেন কষ্ট বোধ হলো;—আমারে খুসী রাখ্‌বার জন্যে আমোদের কথা উত্থাপন কোল্লে। আরদালীটী বেশমানুষ; লোকটীর মন বড় ভাল;—অল্পদিনের মধ্যেই আমি তার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেম। কেবল তারি নয়, দেল্‌মরপ্রাসাদের সমস্ত চাকরেরাই আমারে ভালবাস্‌তো।

যারাই আসুক, যাই ঘটুক, যা হবার হবে। আমি আর কালবিলম্ব না কোরে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেম। বৈঠকখানায় প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছি, শঙ্কা ঘুচ্‌লো না। বুক দুর্ দুর্ কোত্তে লাগ্‌লো। মানুষের জ্বর হোলে শরীর যেমন অবশ অসচ্ছল থাকে, আমার যেন তাই হলো। আরদালীর আমোদের বাক্যে আমার আমোদ এলো না। কি যেন অমঙ্গল ঘোট্‌বে, সেই ভয়টাই বড় হয়ে দাঁড়ালো! প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছি, মন যেন চোম্‌কে চোম্‌কে উঠ্‌ছে। বৈঠকখানার দরজাটা খুলেই আমার গা কেঁপে উঠ্‌লো!—দেখ্‌লেম, ঘরের ভিতর সেই জুকেস!

একখানি চেয়ারের উপর দুখানি হাত রেখে মিষ্টার দেল্‌মর সেই চেয়ারের পশ্চাৎ ভাগেই দাঁড়িয়ে আছেন। চঞ্চল নয়নে একটীবারমাত্র সেই ভাব দেখেই আমার বোধ হলো, তিনিও যেন কি চিন্তা কোচ্চেন। কি যে ঘোট্‌লো, সে ঘটনার পরিচয় দিবার অগ্রেই এক ভীষণাকার তৃতীয় মূর্ত্তি আমার নেত্রগোচর হলো! সে মূর্ত্তিও সেই ঘরে! জুকেসকে দেখে আমার যতখানি শঙ্কা, সেই তৃতীয় চেহারা তদপেক্ষা আরও বেশী ভয় বাড়িয়ে তুল্লে!

লোকটা অত্যন্ত বেঁটে;—ভয়ানক বিকলাঙ্গ, পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড কুঁজ, মুখখানা যেন রাক্ষসের মুখ!—মুখের দাঁতেরা যেন কঠোব কঠোর হাড়ের মালা;—মুখ যেন স্বভাবতই করাৎ করাৎ দাঁত খিচিয়ে রয়েছে! সেই মুখে আবার রাশি রাশি বসন্তের দাগ! মাথায় চুলগুলো রুক্ষ রুক্ষ, তামার শলার ন্যায় ঠাঁই ঠাঁই খাড়া হয়ে রয়েছে। চক্ষের ভ্রূ ঝুলে পোড়েছে;—চাউনীতে ভয়ানক ধূর্ত্ততা মূর্ত্তিমান! দেখ্‌লেই আতঙ্ক হয়! সে চেহারা দেখে লহমামাত্রও সেখানে দাঁড়াতে সাহস হয় না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও অসম্ভব বোধ হয়। চক্ষু কোটরে বসা, চাউনীর ভাবে কতক কতক যেন অমানুষ আকৃতি বোধ হোতে লাগ্‌লো! চক্ষের

আকৃতি কতক যেন বেজীর চক্ষু,—কতক যেন সাপের চক্ষু। কোটরের ভিতর অল্প অল্প বিকট জ্যোতি প্রকাশমান। দৃষ্টি অত্যন্ত চঞ্চল। চতুর্দ্দিকেই ঘুর্‌ছে, কি যেন অন্বেষণ কোচ্চে! যে দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে, সে দিক্‌টে যেন দগ্ধ কোরে ফ্যাল্‌বার মৎলব আঁট্‌ছে। পরিধান কৃষ্ণবর্ণ বসন;—বোধ হয় যেন নূতন। হাত দুখানা খুব বড় বড়, পা দুখানা ছোট;—পায়ের পাতা দুখানা প্রকাণ্ড;—সেই প্রকাণ্ড পায়ে প্রকাণ্ড জুতা;—সেই জুতার মুখে চক্রাকারে দড়ি বাঁধা। মুখের চেহারা রাক্ষসের মত বোল্লেম, বান্দরে মুখ বোল্লেও বলা যায়। একবারমাত্র কটাক্ষপাত কোরেই সে লোকটার ঐ পর্য্যন্ত চেহারাই আমি দেখে নিলেম। স্থূলকথায় বেআড়া পোষাক পরা একটা বেআড়া মূর্ত্তি! মান্যবর দেল্‌মরের সচিন্তিত গম্ভীরভাব দর্শনে আমার সাহস এলো না। ঐ বানরমুখো কুঁজো লোকটার আকৃতি ক্রমশই আমার প্রাণে আতঙ্ক বর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লো! অধিকন্তু সেই লিসেষ্টারের কারখানাওয়ালা জুকেস্‌কে দেখে আমার ভেবাচেকা লেগে গিয়েছিল!

কুঁজো,—বেঁটে,—কদাকার! যেমন কদাকার, তেম্‌নি ভয়ঙ্কর! কে এটা?—মনে ভাব্‌লেম, কে এটা?—রাক্ষস না কি?—ভয়ে ভয়ে তোলাপাড়া কোচ্চি, কুঁজোটা এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে, টলটল ভাবে ছুটে ছুটে, বড় বড় দাঁত দেখিয়ে, হাঁ কোরেই যেন আমারে খেতে এলো! বড় বড় হাত দুখানা যতদূর ছড়ায়, ততদূর ছড়িয়ে আমার দিকেই দৌড়ে আস্‌তে লাগ্‌লো! আলিঙ্গন কোত্তে আস্‌ছে, কিম্বা ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে আস্‌ছে, কিম্বা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌তে আস্‌ছে, তা তখন আমি ঠিক কোত্তে পাল্লেম না!—কে এটা?—রাক্ষস না কি?—খাবে না কি?—শঙ্কিতহৃদয়ে পুনঃপুন আমি এইরূপ তোলাপাড়া কোচ্চি, মহাত্মা দেল্‌মর সেই সময় আচম্বিতে সেই রাক্ষসটার পাছে পাছে ছুটে এসে, তার হাত দুখানা ধোরে, ত্বরিতস্বরে বোল্লেন, "থামো!—থামো!—দাঁড়াও!—ঠাণ্ডা হয়ে কাজ করা চাই।"

"আঃ!—ঐঃ!—ঠিক!—ঠিক—ঠিক!—ভারি গোলের কথা!—ঐ ঠিক!"—হাঁ করা রাক্ষসটার আকার যেমন ভয়ানক, বিরাট স্বর ও তদপেক্ষা যেন শতগুণে ভয়ানক!—স্বর কর্কশ,—ঘড়্‌ঘড়ে কর্কশ,—ভাঙা ভাঙা কর্কশ,—ঝন্‌ঝনে কর্কশ।—সেই রকম্ ঝন্‌ঝনে কর্কশস্বরে ঐ রকম মঞ্জুরীধ্বনি দিয়ে, সেই বানরমুখো রাক্ষসটা কুব্জভাবে কুব্জ ঘাড়ের উপর দিয়ে, সদন্ত কুব্জ মুখখানা পেছন দিকে ফিরালে। কেননা, পশ্চাতেই দেল্‌মর মহোদয়।—দেল্‌মর মহোদয়কে সম্বোধন কোরেই ঐ রকম রসাভাস। সুতরাং দেল্‌মরের দিকে দৃষ্টিদান করাই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটা সেই সময় তার বড়ই প্রয়োজন হয়েছিল, এই ত আমার যোল আনা বিশ্বাস;—এখনো—এখনো—উঃ! এখনো আমার সেই রকম বিশ্বাস!—রাক্ষসটা যখন কাঁধের উপর দিয়ে মুখখানা পেছন দিকে ফিরালে, তখন তার আধখানা মুখের আধপাটী দাঁত যেন কড়্‌মড় শব্দে বিকট ধ্বনি কোরে উঠ্‌লো!

এই সময়, আরও এক উৎপাত! জুকেস্‌টা সেই সময় আমার দিকে চেয়ে,—যেন কতই ঘনিষ্ঠভাবে,—কতকটা যেন মুরব্বি-আনা জানিয়ে,—ঘাড় নেড়ে নেড়ে, একটু হেসে হেসে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেমন আছ জোসেফ?"

আমি উত্তর কোল্লেম না। সন্দেহে আতঙ্কে তখন যেন আমি এক রকম হৃতজ্ঞান হয়ে পোড়েছিলেম। ভাব্‌ছিলেম, এ সকল আবার কোথাকার কাণ্ড!—জুকেস এখানে কেন?—এই কদাকার কুঁজো লোকটা কে? স্বভাবপ্রসন্ন দেল্‌মর মহোদয় কেন এত বিষণ্ণ?—কি সংবাদ এরা এনেছে?—আমারেই বা কি কথা বোল্‌তে চায়? কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

গোলমালে পোড়ে গেলেম। ততটা গোলমালের ভিতরেও যেন একটু আশ্বাস এলো। আমার দয়াশীল প্রভু আমার একখানি হাত ধোরে, একটু তফাতে সোরিয়ে নিয়ে গেলেন। কুঁজোটা সেই সময় সেখান থেকে একটু সোরে গিয়ে, জুকেসের সঙ্গে চুপি চুপি কি পরামর্শ কোত্তে লাগ্‌লো। আমার প্রভু আমারে বোল্লেন, "জোসেফ!" যে স্বরে তিনি আমারে সম্বোধন কোল্লেন, ঠিক বুঝ্‌তে পাল্লেম, সে স্বরে আমার আশাধিক করুণাপ্রবাহ প্রবাহিত। সেইরূপ করুণস্বরে তিনি আমারে পুনর্ব্বার সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "জোসেফ! বিশেষ দরকারী কথা। স্থির হও। উতলা হয়ো না। স্থির মনে শ্রবণ কর। ব্যস্ত হয়ো না, উত্তেজিত হয়ো না। শুনে বোধ হয়, তোমার আহ্লাদ হবে। বড়ই দরকারী কথা।"

আমি কথা কহিবার চেষ্টা কোল্লেম, পাল্লেম না। একটী কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরুলো না। আমি তখন হাঁপাচ্ছিলেম। ভস্ম ভক্ষণ কোল্লে গলা যেমন অবরুদ্ধ হয়ে যায়, সেই রকমেই যেন আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো। কর্ত্তার কথা শুন্‌লে আহ্লাদ হবে!—সে আহ্লাদ কার হবে, তা তখন আমার অনুভব কর্‌বার সামর্থ্য ছিল না। আমি যেন জ্ঞানশূন্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলেম। নিদারুণ আতঙ্কে আমার শরীরে তখন যেন রক্তের চলাচল বন্ধ হয়েছিল। মরা মানুষের মত পাণ্ডুবর্ণ হয়েছিলেম। সংশয়, ক্ষোভ, আহ্লাদ, সমস্তই অতিক্রম কোরে গুরুতর আতঙ্কই তখন আমার অন্তরে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল।—কথা কইতে পাল্লেম না।

আমার মনের ভিতর তখন যা যা হোচ্ছিল, আমি তখন যে প্রকার সঙ্কটে পোড়েছিলেম, আমার প্রভু যেন তৎক্ষণাৎ আমার সে ভাবটী বুঝ্‌তে পাল্লেন। গম্ভীরবদনে ধীরে ধীরে আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "জোসেফ! ভয় পাচ্চো কেন? কথাটা বড় গুরুতর।"—কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই আমার দয়াল আশ্রয়দাতার চক্ষে যেন দুই বিন্দু জল এলো দেখ্‌লেম। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে মুখ ফিরালেন। আমি বুঝ্‌লেম, কথাটা বড় সহজ নয়। একটু পরেই কর্ত্তা আবার করুণস্বরে বোল্লেন, "জোসেফ! প্রিয়তম! প্রিয় বৎস! তুমি আমারে ছেড়ে—"

"না মহাশয়!—না মহাশয়!—কখনই না!—ধর্ম্ম সাক্ষী!—কোথাও আমি যাব না!"

PRINTED BY KHIROD NATH GHOSH, RAMAYAN PRESS, No. 115/1 GREY STREET CALCUTTA.

কেঁপে কেঁপে আমি চীৎকার কোরে বোল্লেম, "কখনই না!"—কে যেন ইতিপূর্ব্বে আমার রসনায় চাবি দিয়ে রেখেছিল, হঠাৎ যেন আমার বাক্‌শক্তি ফিরে এলো। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পুনঃপুন বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "কখনই না!—কখনই না!"—ভূতলে গড়িয়ে পোড়ে, কর্ত্তার দুখানি পা জড়িয়ে ধোরে, হাঁপাতে হাঁপাতে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "দোহাই পরমেশ্বর! আপনি আমারে পরিত্যাগ কোর্‌বেন না!—বড়ই কাঙালী আমি!—দোহাই ধর্ম্মের!—দোহাই আপনার! শরণাগত আশ্রিত কাঙালীকে তাড়াবেন না!"

হতাশে চক্ষের জলে ভেসে কর্ত্তাকে আমি এই সব কথা বোল্‌ছি, আর আড়ে আড়ে শঙ্কিতনয়নে সেই কদাকার কুঁজোটার দিকে একবার একবার দৃষ্টিপাত কোচ্চি। সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় যেন নিশ্চয়ই মনে হোচ্চে, জুকেসের মোক্তারীতে হয় ত সেই রাক্ষসটার হাতেই আমারে জিম্মা কোরে দেওয়া হবে! সংসারে জীবনের আশা ভরসা এককালেই ফুরিয়ে যাবে! সেইটী ফুরিয়ে দিবার মৎলবেই জুকেসের সঙ্গে সেই রাক্ষসটা এখানে এসেচে! শৈশবজীবনেই শৈশবজীবনের অবসান! তখন যদি আমাকে প্রকাণ্ড কালভুজঙ্গে ফণা বিস্তার কোরে আপাদমস্তক জড়িয়ে জড়িয়ে বন্ধন কোত্তো, তাও বরং আমার পক্ষে ভাল ছিল, কিন্তু সেই নরাকার রাক্ষসের হাতে প্রাণ যাবে, সেই ভয়—সেই ভাবনাই আমার বড় হলো! আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে রয়েছি, তবুও যেন পৃথিবী আমার চক্ষে শূন্যময়! ঘরের ভিতর রয়েছি, যে দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি, সেই দিকই যেন আমার চক্ষে শূন্যময়! রাক্ষসটার পানে যখনই আমার নজর পোড়্‌ছে, তখনি তখনি দেখ্‌ছি, চক্ষের কোটরের ভিতর তার কালসর্পের চক্ষুর মত চক্ষু দুটো যেন ভয়ানক হিংসাবিষে মাখা! কেন যে আমার উপর তার অত হিংসা,—কেন যে আমার উপর তার অত রাগ,—কেন যে সে আমারে আশ্রয়শূন্য কোরে কেড়ে নিতে এসেছে, সেই রাক্ষসটাই জানে, আর তার প্রধান সহকারী জুকেসটাই জানে!

আবার কর্ত্তার চক্ষে আমার চক্ষু পোড়্‌লো। দেখ্‌লেম, তাঁর সকরুণ নয়নে বারিধারা গড়াচ্চে। আমি যেন সে ধারা না দেখি, এইটীই যেন তাঁর ইচ্ছা;—সেই ভাবেই যেন তিনি সচঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন কোরে, একটু শান্তভাব দেখিয়ে দেখিয়ে পুনর্ব্বার আমারে বোল্লেন, "জোসেফ! উঠ, আগে! সে কথা তোমারে আমি কেমন কোরে বলি! এখনি হোক, আর একটু পরেই হোক্, সে কথা তুমি শুন্‌বে।—অবশ্যম্ভাবী কষ্টের কথা শীঘ্র শীঘ্র শোনাই ভাল। শোন,—যা আমি তোমারে বলি, স্থির হয়ে শোন!"

আমি উঠ্‌লেম। বিবর্ণ অঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম। আবার একবার সভয় বক্রনয়নে সেই কুঁজোটার দিকে চাইলেম। চেয়েই অম্নি চক্ষু ঘুরিয়ে বিদ্যুৎগতিতে দয়াময় দেলমরের চিন্তাকুল বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ কোল্লেম! অহো! উভয়ের উভয় বদনে কতই বৈপরীত্য,—কতই বৈষম্য,—কতই বৈলক্ষণ্য! রাক্ষসটার মুখ দেখ্‌লে প্রাণ উড়ে যায়, দয়াময় আশ্রয়দাতার বদন দর্শনে সাহসের সঙ্গে আনন্দের উদয়!—তত সঙ্কটেও যেন অতুল আনন্দ!

কথা কইতে পাল্লেম না। করুণস্বরে কর্ত্তা আমারে পুনর্ব্বার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হাঁ,—জোসেফ্! সত্য কথা ;—যা আমি তোমারে বোল্লেম, সমস্তই সত্য। তুমি আমারে ছেড়ে চোলেছ,—যে রকম শুন্‌লেম,—এটীও যেমন সত্য —ঈশ্বর জানেন,—মুক্তকণ্ঠেই আমি স্বীকার কোচ্চি,—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অন্য লোকে তোমাকে নিয়ে যাচ্চে, সেটীও তেমনি সত্য। তোমারে ছাড়ি, এমন ইচ্ছা আমার কখনই নয়। তোমারে আমি তাড়িয়ে দিব? কখনই না!—কখনই না!—ঐ ব্যক্তি—" স্বভাবসরল দেল্‌মর হঠাৎ "ঐ ব্যক্তি" বোলেই—কুঁজোটার দিকে বক্র নয়নে চাইলেন;—চেয়েই আপ্‌না আপ্‌নি যেন একটু ভ্রমসংশোধন কোল্লেন;—কথাটা কিছু শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হয় মনে কোরেই তৎক্ষণাৎ ভ্রমসংশোধন কোল্লেন;—সংশোধন কোরেই তৎক্ষণাৎ আবার বোল্লেন, "ঐ ভদ্রলোকটী কিছু দাবী"—

"দাবী!"—আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কিসের "দাবী?"

প্রভু উত্তর কোল্লেন, "ঐ ভদ্রলোকটী—ঐ মিষ্টার লানোভার এখানে এসে বোল্‌ছেন, সম্প্রতি উনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছেন, তোমার গুরুপত্নী বিবি নেল্‌সন্ তোমার অনুসন্ধানের জন্য—তোমার অভিভাবক অন্বেষণের জন্য খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, সেই বিজ্ঞাপন উনি দেখেছেন। উনি বোল্‌ছেন, উনি হন—উনি হন—"

হাঁপাতে হাঁপাতে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি?—দোহাই পরমেশ্বর!—ও লোকটা বোল্‌ছে কি?"

ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। জ্ঞান যেন উড়ে গেল! বোধ হলো যেন, আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত তর্‌তর্ কোরে পা পর্য্যন্ত নেমে এলো! এতদূর অধীর হয়ে উঠ্‌লেম যে, ভাল কোরে কথা কইতে পাল্লেম না।

আমার প্রভু যেন একটু সন্দিগ্ধ হোলেন। মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লেম, মুখেও যেন সুস্পষ্ট ঘৃণার লক্ষণ দেখা গেলো। সেই ভাবেই তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "ঐ ভদ্রলোকটী—উনি—উনি বোল্‌ছেন,—উনি তোমার মামা হন।"

"মামা?"—অস্ফুটস্বরে এই বাক্য উচ্চারণ কোরেই কম্পিতপদে দেয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়ে আমি হেলে পোড়্‌লেম! আর আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না।

"হাঁ জোসেফ্!"—আবার সেই রকম হাত ছড়িয়ে হাঁ কোরে আমার দিকে ছুটে আস্‌তে আস্‌তে সেই রকম খন্‌খনে ঝন্‌ঝনে কর্কশ গলায় কুঁজোটা বোল্‌তে লাগ্‌লো, "হাঁ জোসেফ! আমি তোমার মামা হই! তোমার মা মোরেছে, বাপ মোরেছে, সব মোরেছে, আপনার লোকের মধ্যে কেবল আমিই আছি। আমি তোমারে নিতে এসেছি,—ঘরে চলো,—আমাকে আলিঙ্গন কর,—আমাকে মামা বোলে ডাকো! প্রিয়তম! প্রিয় বৎস! জোসেফ! ঘরে চলো!"

মনে তখন যে আমার কতখানি আশঙ্কার সঞ্চার, সে কথা আর বলবার নয়!

চেষ্টা কোল্লেম, শান্ত হই, ভয়টা কিছু কমাই ;—চেষ্টা কোল্লেম, পাল্লেম না। ভয়, ঘৃণা, বিরক্তি, সমস্তই যেন এক সঙ্গে আমার হৃদয়ের স্ফূর্ত্তিকে এককালে চাপা দিয়ে ফেল্লে ! উচ্চৈঃস্বরে বোলে উঠ্‌লম, "মামা !"—রাক্ষসটা তখনও দুই হাত ছড়িয়ে আমার দিকে ছুটে আস্‌ছিল,—কাছাকাছিই এসে পোড়্‌লো ! আমি অমনি মহাতঙ্কে দুই হাতে মুখ ঢেকে আবার উচ্চকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লেম, "না—না !"—সে দিকে আর চাইতে পাল্লেম না। মুখে চোকে হাত ঢাকা দিয়ে মনে কোল্লেম, সেই দুরন্ত রাক্ষসটাকে আর যেন দেখ্‌তে না হয় !

আস্‌তে আসতে একটু থেমে সেই মিষ্টার লানোক্সার যেন বিজয়ী বাক্যে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "উত্তম !—এইই উত্তম !—আমার কথাই উত্তম !"

কথাগুলো স্পষ্ট স্পষ্ট আমার কাণে গেল না। কার কথাই বা শুনি ? সঙ্কটের সময় সঙ্কটের কথাই বেশী আসে। সেই সময় অভ্যাসমত উগ্রস্বরে জুকেস আমারে বোল্লে, "জোসেফ ! তোমার কাছে আমি লজ্জা পাচ্চি। তুমি হোলে কি ? আমি নিশ্চয় জানি বিবি নেলসন্ তোমাকে দস্তুরমত শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তুমি এ রকম বেআদব হবে,—এ রকম অবাধ্য হয়ে উঠ্‌বে,—এত অল্প বয়সে এ রকম গোঁয়ারগিরি শিখ্‌বে, আমি নিশ্চয় জানি, কখনই তাঁর ও রকম শিক্ষা নয়। তোমার উচিত হয়, মামার কোলে উঠে স্বচ্ছন্দে ঘরে যাওয়া। সুখের ঘর, সুখের সংসার, তোমার মামা তোমারে সেই সুখের ঘরে নিয়ে যেতে চাচ্চেন।—পরম দয়ালু মামা তোমার ! দেখ দেখি, কতদূর খুঁজে খুঁজে—তোমারি ভালর জন্যে—আদর কোরে তোমারে নিতে এসেছেন। যাও,—ঘরে যাও !"

আমি আবার চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম, "না—না, আমি এই বাড়ীতেই থাক্‌বো ! এই দয়াময় দেল্‌মর আমার"—এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তেই শশব্যস্তে আমি তখন চক্ষু থেকে হাত সোরিয়ে নিয়ে সজল নয়নে দেল্‌মরের মুখপানে চাইলেম। দেখ্‌লেম, তিনি যেন এক রকম নিরুপায়ের ভাব জানিয়ে, বিমর্ষবদনে দুই তিনবার নৈরাশ্যব্যঞ্জক মস্তক সঞ্চালন কোল্লেন। আমিও যেন নৈরাশ্যসাগরে ভাস্‌লেম !

তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের একটা দরজা খুলে গেল। কুমারী এদিথা প্রবেশ কোল্লেন। দয়াময়ী এদিথা ! একটু পূরেই আমি জান্‌তে পাল্লেম, পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে তিনি আমার আগেকার ঐ সকল করুণ আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পেয়েছিলেন। সুন্দরী এদিথা আমার নয়নে যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী !—রূপে কেবল বিদ্যাধরী বোল্‌ছি না,—আমার প্রতি স্নেহযত্নে—গরিব আমি—আমার উপকারে—আমার মঙ্গলে কুমারী এদিথা যথার্থই যেন দেবকন্যা ! সেই স্বর্গসুন্দরীর বিদ্যমানে আমি যেন স্বর্গ হাতে পেলেম। ছুটে গিয়ে আমি সেই স্বর্গসুন্দরীর পদতলে পোড়্‌লেম। করুণবচনে বিনতি কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন্ ! দয়াময়ী কুমারী আপ্‌নিই আমায় রক্ষা করুন্ ! ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, ভয়ানক লোক !—ভয়ানক রাক্ষস !

ভয়ানক শত্রু”—তাড়াতাড়ি এই কটী কথা বোলেই ত্বরন্ত লানোভারের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেম।

কুমারী এদিথা বিদ্যুতের মত চঞ্চল দৃষ্টিতে পলকের মধ্যে ঘরের চতুর্দ্দিকে অবলোকন কোরে আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, “রক্ষা কোর্‌বো?—জোসেফ্!—আমার হাতে তুমি রক্ষা চাও?”—এইটুকু বোলেই সেই পদ্মনয়না পদ্মনেত্র বিঘূর্ণিত কোরে কুঁজোটার দিকে একবার চাইলেন। বদনে সুস্পষ্ট ঘৃণাভাব সমঙ্কিত হলো। ততদূর সুশীলা কুমারী, তথাপি যেন তখনকার সেই ঘৃণাভাবটী কিছুতেই গোপন কোত্তে পাল্লেন না।

এই সময় আমার প্রভু ত্বরিতপদে আমার কাছে আগমন কোরে সস্নেহ বচনে আমারে বোল্লেন, “উঠ জোসেফ্!—উঠ!—তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি আর আমার এই কন্যা, আমরা উভয়েই সাধ্যমত যত্নে তোমারে রক্ষা করবার উপায় কোর্‌বো। উঠ তুমি!”—সদয় ভাবে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে কর্ত্তা আমার হাত ধোরে তুল্লেন। আমি দাঁড়ালেম। কর্ত্তা একটু ক্ষুণ্ণস্বরে পুনর্ব্বার বোল্লেন, “যত্নের ত্রুটী হবে না। কেবল এইটুকুমাত্র শঙ্কা হোচ্চে, তোমার আপনার লোক,—আপ্‌নিই বোল্‌ছে, আপ্‌নার লোক;—আপ্‌নার লোকের দাবীই বড় হয়।”

সবিস্ময়ে এদিথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “আপ্‌নার লোক?”

“হাঁ বৎসে!”—কুঁজোটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কোরে সদয়হৃদয়ে দেল্‌মর কন্যার প্রশ্নে উত্তর কোল্লেন, “হাঁ বৎসে! ঐ ভদ্রলোকটী বোল্‌ছেন, উনি জোসেফের মামা হন। উনি বোল্‌ছেন, বিবি নেল্‌সনের প্রচারিত বিজ্ঞাপন উনি সংবাদপত্রে দেখেছেন। দেখেই এখানে তত্ত্ব নিতে এসেছেন। লিসেষ্টারে গিয়েছিলেন, সেখানে উনি শুনেছেন, জোসেফ সেখানে নাই;— কি অবস্থায় কি প্রকারে এখানে এসে পোড়েছে, তাও উনি শুনেছেন;—জুকেসের কাছেই শুনেছেন।”—জুকেসের দিকে মুখ ফিরিয়ে কন্যাকে তিনি পুনর্ব্বার বোল্লেন, “ঐ ভদ্রলোকটীর নাম জুকেস। লিসেষ্টারে ঐ জুকেস এক জন সরকারীপদস্থ লোক। অনাথ বালকবালিকার উপকারের জন্য যে আইন আছে, সেই আইনের ক্ষমতায় জুকেস সেখানকার গরিবের ছেলেদের অভিভাবক। সেই ক্ষমতাতেই লানোভারের সঙ্গে উনি লণ্ডনে এসেছেন। লানোভারের হস্তে জোসেফ্‌কে আমরা সমর্পণ করি, জুকেস তাই দেখ্‌তে চান। জোসেফের মাতাপিতা কে, সে সম্বন্ধেও ঐ লানোভার আমারে গুটীকতক বিশেষ কথা বোলেছেন। সে সব কথা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।”

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমি ঐ সব কথা শুন্‌লেম। কথা যখন সমাপ্ত হলো, আমি অমনি ব্যগ্রভাবে সজল নয়নে সবিস্ময়ে একবার দেল্‌মরের মুখপানে, একবার কুমারীর মুখপানে সচঞ্চলে দৃষ্টিপাত কোল্লেম। আবার তৎক্ষণাৎ দেল্‌মরের দিকে চেয়ে সতৃষ্ণ নয়নে এদিথার দিকে চাইলেম। এদিথা বড়ই কাতরা হোলেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে আমি বুঝ্‌লেম, তিনিও আমার মত সংশয়াকুল হয়েছেন। লানোভারকে দেখে

আমারও যেমন ঘৃণা হয়েছিল, এদিথারও সেই রকম ঘৃণা। বিশেষের মধ্যে এই যে, আমার ভয়, এদিথা নির্ভয়। এক মুহূর্ত্ত অতীত।—কেবলমাত্র এক মুহূর্ত্ত। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠ্‌লো। একটা অজ্ঞাত অপরিচিত লোক এসে হঠাৎ আমার মামা হতে চায়, হঠাৎ আমারে ঘরে নিয়ে যেতে চায়, এ আশ্চর্য্য ঘটনার ভাব কি?—এ উৎপাত কোথা থেকে এলো? ক্ষণমধ্যেই সে ভাবনাটা উড়ে গেল। আবার আমি ভেবে চিন্তে সেই কদাকার রাক্ষসটার মুখের দিকে একবার কটাক্ষপাত কোল্লেম। ভয়ে আমার সর্ব্বশরীরে আবার রোমাঞ্চ হলো। কখনই ত আমি সে ভয়ানক মূর্ত্তিকে মামা বোলে স্বীকার কোরে নিতে পার্‌বো না। বেশী কথা কি, সে যদি আমার পিতা বোলে পরিচয় দিত, তা হোলেও আমি কখনই তারে পিতা বোলে স্বীকার কোত্তে পাত্তেম না! লোকে আমারে হয় ত অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য, দুরন্ত বোলে নিন্দা কোত্তো, সে নিন্দাও সহ্য কোত্তেম। প্রকৃতির উপদেশে কখনই আমি অস্বাভাবিক সম্পর্কে সম্মতি দান কোত্তে রাজী হোতেম না,—রাজী হোতে পাত্তেমই না।

এদিথা আবার কথা কইলেন। সচঞ্চলে তিনি বোল্লেন, "আচ্ছা, জোসেফ্‌ যখন এখানে সুখে আছে বোলছে,—আচ্ছা,—লানোভার যদি সত্য সত্যই জোসেফের মামা হন,—জোসেফ্‌ যখন এখানে সুখে আছে বোল্‌ছে, তখন লানোভার কি জোসেফ্‌কে এখানে রেখে যেতে সম্মত হবেন না?"

পুনরায় উত্তেজিত হয়ে দেলমর মহোদয় বোল্লেন, "আচ্ছা,—বেশ কথা,—লানোভার যদি ইচ্ছা করেন; তা হোলে জোসেফ্‌কে আমি চাকরের কর্ম্ম থেকে অবসর দিয়ে অন্য কোন প্রকারে সুখে রাখ্‌তে চেষ্টা করি।"

কথার উপর কথা ফেলে কুঁজোটা তাড়াতাড়ি উত্তর কোল্লে।—আমার প্রভুকে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "আপ্‌নার দেখ্‌ছি ভারি দয়া!—আপনি ভারি দয়ালু। কিন্তু কি করি, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? জোসেফ্‌ আমার ভাগ্‌নে, জোসেফ্‌কে আপ্‌নার অধিকারে নিয়ে যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জোসেফ যখন আমাকে ভাল কোরে জান্‌বে, যখন আমাকে ভাল কোরে চিনুবে, তখন অবশ্যই আমার বাধ্য হবে, অবশ্যই আমাকে ভালবাস্‌বে! আপাততঃ আমাকে দেখে যেন একটু তাচ্ছিল্যভাব জানাচ্ছে, সে সামান্য দোষটা আমি গ্রাহ্যই কোর্‌বো না,—কিছুই বোল্‌বো না;—মনেই রাখ্‌বো না, হাস্‌তে হাস্‌তে ক্ষমা কোর্‌বো।"

ভয়ের সঙ্গে কাতরতা, কাতরতার সঙ্গে একটু একটু সাহস। সেই সাহসের উপরেই নির্ভর কোরে উচ্চকণ্ঠে আমি লানোভারকে বোল্লেম, "যদি তুমি আমার মঙ্গল চাও, আমি ভাল থাকি, তোমার যদি সেই ইচ্ছা হয়, তা হোলে তুমি আমারে এইখানেই রেখে যাও! তোমারও তাতে মঙ্গল হবে, আমি তোমার গলগ্রহ হব না। এখানেও আমি অলস হয়ে বোসে বোসে খবো না। আমার পেটের খোরাক আমি আপ্‌নিই উপার্জ্জন কোর্‌বো। আমি পরিশ্রম কোত্তে জানি, আমি কাজকর্ম্ম শিখেছি, আমার

জন্য কোন ব্যক্তিকে দায়গ্রস্ত হোতে না হয়, সেইটীই আমার ইচ্ছা। তাই জন্যেই বোলছি, রেখে যাও;—যেখানে আমি আছি, সেইখানেই রেখে যাও!"

হাত কচলাতে কচলাতে জুকেস যেন চমকিতভাবে বোলে উঠলো, "কি এ!—এমন ছেলে ত আমি কোথাও দেখি নি! মামা এসেছে,—দয়া কোরে ঘরে নিয়ে যেতে চাচ্চে;—এমন দয়ালু মামা;—এতে কোরেও—"

"আচ্ছা, আচ্ছা! জোসেফ্! চল যাই! এসো, অবশ্যই তুমি আসবে!"—কুঁজোটা সদম্ভে এই কথা বোলতে বোলতে আবার আমার দিকে ছুটে আসতে লাগলো।

আবার আমি চীৎকার কোরে উঠলেম। বার বার বোলতে লাগলেম, "না—না!" বোলতে বোলতে আমার আশ্রয়দাতার পশ্চাতে গিয়ে লুকালেম। তিনি তখন যে কি কোরবেন, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না। এদিথা তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে ছুটে এলেন। আমি শুনলেম, পিতার কাণে কাণে এদিথা বোলছেন, "পিতা! জোসেফ্ বড়ই ভয় পেয়েছে। দোহাই পিতা! জোসেফ্কে রক্ষা করুন্। কি উপায়ে রক্ষা হয়, উপায় দেখুন। আহা! বালক, বড়ই ভয় পেয়েছে!"

মহাত্মা দেল্মর হঠাৎ কি যেন চিন্তা কোরে লানোভারকে বোল্লেন, "আচ্ছা, মিষ্টার লানোভার! আপনি একটু অপেক্ষা করুন্, আমি একটু সময় চাই। কি করা কর্ত্তব্য, আমার একটু বিবেচনা করা আবশ্যক।"

আমি যেন আহ্লাদে নেচে উঠলেম। পিতাপুত্রী উভয়কেই অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালেম। যদিও মৃদুস্বরে বোল্লেম, কিন্তু কথাগুলি এত মৃদু হলো না যে, যাঁদের বোল্লেম, তাঁরা শুনতে না পান। তাঁরা অবশ্যই স্পষ্ট স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

লানোভার আরও ভয়ানক কর্কশস্বরে বোলে উঠলো, "এ সব কথার মানে কি? একথায় আবার বিবেচনা কি?—জোসেফ্ আমার ভাগ্নে, আমি আমার নিজের ভাগ্নেকে আপনার কাছে দাবী কোচ্চি, অবশ্যই আমি নিয়ে যাবো।"

গম্ভীরবদনে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে দেল্মর মহোদয় বোল্লেন, "মিষ্টার লানোভার! আপনি যদি বার বার ওরকম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কন, কাজেই তা হোলে আমারেও ঐ রকম কথার উপযুক্ত উত্তর দিতে বাধ্য হোতে হবে। আপনি কেবল মুখে মুখেই বোলছেন, জোসেফ্ উইলমট আপনার ভাগ্নে। শুধু কেবল মুখের কথায় জোসেফ্কে আমি ছাড়তে পারি না, আপনার কাছে দলীলী প্রমাণ চাই।"

বড় বড় দাঁত বাহির কোরে খিল্খিল্ কোরে হেসে কুঁজোটা যেন কতই আমীরী ওজনে ঠাট্টার স্বরে বোল্লে, "এটা বড় হাসির কথা! আমার ভাগ্নে, আমি নিয়ে যাব, এর আবার দলীলী প্রমাণ! বড়ই হাসির কথা! এই জুকেসকে জিজ্ঞাসা করুন্, লিসেষ্টারে যখন আমি প্রথম অন্বেষণ করি, সেই সময় জোসেফের পূর্ব্বাপর সমস্ত কথা আমি অবগত ছিলেম কি না? কি কোরে নেল্সনের হাতে সমর্পণ করা হয়,—কি কোরে বেনামীতে মাসে মাসে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা হয়,—কি কোরে কি হয়,

সমস্তই আমি জুকেস্‌কে বোলেছিলেম। তবুও কি আপনি আমার কাছে দলীলী প্রমাণ চান? যদি আমি জোসেফের মামা না হব, যদি জোসেফের উপর আমার মায়া না থাক্‌বে, তবে আমি সে সব কথা জান্‌লেম কি কোরে?”

দেল্‌মরের দিকে চেয়ে জুকেস উত্তর কোল্লে, “সব সত্য। যা ইনি বোল্‌ছেন, সমস্তই সত্য। জোসেফের সব কথাই ইনি জানেন,—সব কথাই ইনি জান্‌তেন, জোসেফের জন্মবৃত্তান্ত পর্য্যন্ত ইনি আমায় বোলেছেন;—আপ্‌নার কাছেও যেমন বোল্লেন, লিসেষ্টারে আমার কাছেও তেম্‌নি ঠিক ঠিক ঐ সব কথা বোলেছেন। জোসেফের মা এই লানোভারের ভগ্নী;—সহোদ—”

বাধা দিয়ে দেল্‌মর মহোদয় ব্যগ্রভাবে বোল্লেন, “তবুও আমি দলীলী প্রমাণ চাই। ও সকল মৌখিক বর্ণনা কতদূর সত্য, দলীল ছাড়া কিসে আমার প্রত্যয় হবে? বড়ই গুরুতর কথা! বিশেষ কিছু না জেনে, না শুনে—জোসেফ ছেলেমানুষ,—বিশেষ কিছু না জেনে না শুনে,—দলীলপত্রে কিছু না দেখে, এমন ছেলেমানুষকে একজন বিদেশী অপরিচিত লোকের হাতে সোঁপে দেওয়া বড়ই শক্ত কথা!”

লানোভার দাঁত খিঁচিয়ে উঠ্‌লো। দেল্‌মরের মুখপানে বিকট ভঙ্গীতে চেয়ে চেয়ে স্বভাবসিদ্ধ কর্কশস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, “কি আপ্‌নি আল্‌ৎ পালাৎ বোক্‌ছেন? আপ্‌নি যে দেখ্‌ছি বড়ই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা বলেন! মামা কি কখনো বিদেশী হয়? মামা কি কখনো অপরিচিত হয়?—আমি একজন মানী মানুষ, আমার টাকা অনেক; আমার আপ্‌নার টাকায় আমি আমার মানসম্ভ্রম রক্ষা করি। ইচ্ছা হয় ত পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করুন। যা যা আমি বোল্লেম সব সত্য কি না, ভাল কোরে জানুন,—যদি ইচ্ছা হয়, তদন্ত করুন। আমার বাড়ী গ্রেট রসেলষ্ট্রীট—আমার বাড়ীর নম্বর—আমার স্ত্রী আছে, আমার কন্যা আছে—আহা! কেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্ক বিতর্ক করি? দিন আপনি,—আমি আপনাকে বার বার জেদ্ কোরে বোল্‌ছি, ছেড়ে দিন;—দিন আপ্‌নি,—আমার ভাগ্‌নে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এখুনি! এখুনি দিন!—ফুঃ!”

মহানুভব দেল্‌মর গম্ভীরভাব ধারণ কোল্লেন। কিছুই উত্তর দিলেন না। তখনও আমি তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সুতরাং তাঁর তখনকার মুখের ভাব দেখ্‌তে পেলেম না। এদিথা এই সময়ে করুণাপূর্ণ কটাক্ষে পিতার মুখপানে চাইলেন। এদিথার দৃষ্টিতে স্পষ্টই প্রকাশ পেলে, আমার উপর তাঁর যথেষ্ট করুণা। ওঃ!—এদিথার মুখভঙ্গী আর নয়নভঙ্গী দেখে মনে মনে আমি তাঁরে কতই সাধুবাদ দিলেম। তত সঙ্কটের সময়েও,—তত গোলমালের সময়েও, ঈশ্বরের কাছে এদিথার কল্যাণে পুনঃপুন আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কোল্লেম।

দেল্‌মর মহোদয় নিরুত্তর। জুকেস তাঁরে সম্বোধন কোরে বোল্লে, “কেন মহাশয় গোলমাল করেন?—এই বালক আপ্‌নার মামার কাছে বার,—মামার হস্তে সমর্পিত

হয়, সেইটী দেখে যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দিন আপনি;—যাঁর ভাগ্নে, তাঁর হাতে সমর্পণ কোরে দিন। আমি যে ধর্ম্মশালার অভিভাবক, সেই ধর্ম্মশালার অধীন এই বালক। এই বালক যাতে কোরে আবার আমাদের হিসেবের গিয়ে আবার আমাদের গলগ্রহ হয়ে না পড়ে, সেই বিষয়ে আমার বিশেষ প্রবোধ পাওয়া চাই। যাঁর হাতে সমর্পণ কোল্লে সে আশঙ্কা আর থাকবে না, এমন লোকের হাতেই এই অনাথ বালককে সমর্পণ কোরে যাব। এই মিষ্টার লানোভার সেই ভার গ্রহণের বিধিসিদ্ধ উপযুক্ত পাত্র। ইনিই জোসেফ্‌কে গ্রহণ কর্‌বার অধিকারী।"

গম্ভীরবদনে গম্ভীরস্বরে দেল্‌নর মহোদয় সহসা বোলে উঠ্‌লেন, "এরূপ গোলমালের স্থলে কি করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আমি একরকম দৃঢ়সংকল্প হয়েছি। আপনার সম্বন্ধে, শুনুন মিষ্টার জুকেস.—আপনার সম্বন্ধে আমার এই কথা যে, আমি ডাক্‌যোগে আপনার নিকট একখানি উকীলের চিঠি পাঠাব, আমার উকীল সেই চিঠি খানি লিখে দিবেন, জোসেফ্‌ উইল্‌মট যাহাতে আপনাদের ধর্ম্মশালার গলগ্রহ না হয়, তার উপায় সেই চিঠিতেই লেখা থাকবে। জোসেফের সম্বন্ধে যে সকল খরচপত্র আবশ্যক, তা আমি দিব। দেখুন, তা হোলে এবিষয়ে আপনার আর কোন কথাই বল্‌বার থাকছে না। "আর আপনি,"—লানোভারের দিকে মুখ ফিরিয়ে সেই লোকটাকে সম্বোধন কোরে কর্ত্তামহাশয় আরও বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আপনি,—মিষ্টার লানোভার!—আপনার সম্বন্ধে আমার এই কথা, আমি এখানকার শান্তিরক্ষক,—জষ্টিস্‌ অব্‌ দি পীস্‌। এ মোকদ্দমা আমি মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতায় নিষ্পত্তি কোত্তে ইচ্ছা করি;—কোর্‌বোও তাই;—যতক্ষণ আপনি কোন দলীলী প্রমাণ উপস্থিত না কোচ্চেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই আমি জোসেফ্‌কে আপনার সঙ্গে ছেড়ে দিব না। উইল্‌মটের পিতার সহিত আপনার ভগ্নীর যে বিবাহ হয়, আপনার দাবিদী দলীলী প্রমাণের মধ্যে সেই বিবাহের সার্টিফিকেট আমি দেখ্‌তে চাই। আপনি বোলছেন, আপনার ভগ্নীর মৃত্যু হয়েছে,—আচ্ছা,—ভগ্নীর গর্ভেই যে জোসেফ্‌ উইল্‌মটের জন্ম, বিবাহের সার্টিফিকেট দেখ্‌লেই সেটী আমি নিশ্চয় কোত্তে পার্‌বো। তা যদি আপনি উপস্থিত কোত্তে না পারেন, তা হোলে কখনই আপনি জোসেফ্‌ উইল্‌মটের মামা বোলে আমার কাছে আর দাবি কোত্তে পার্‌বেন না। দলীল উপস্থিত করুন, তা হোলে আমি আর কিছুমাত্র আপত্তি রাখ্‌বো না। যে পরামর্শ দিলেম, তা যদি আপনার ভাল না লাগে, পথ দেখুন। কোন উপযুক্ত আদালতে নালিশ করুন। সেই আদালতেই আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে। এই আমার নিষ্পত্তি,—এই আমার মীমাংসা। আর এখানে আপনাদের বিলম্ব কর্‌বার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।"

ঝন্‌ঝনে কর্কশস্বর আরও কর্কশ কোরে তুলে বিদ্রূপচ্ছলে লানোভারটা বোলে উঠ্‌লো, "ওঃ!—আচ্ছা! একাজের জন্য তোমাকে আমি উচিতমত শিক্ষা দিব! আমার উকীল তোমার নামে মোকদ্দমা—"

PRINTED BY KHIROD NATH GHOSH, RAMAYAN PRESS, No 115/1 REY STREET, CALCUTTA.

"থামুন,—থামুন!—আপ্‌নার শাসানীতে আমি ভয় করি না!"—অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভাবে অত্যন্ত রুক্ষস্বরে দেল্‌মর মহোদয় বোল্লেন, "আপ্‌নার শাসনী আপ্‌নি আপ্‌নার কাছেই রেখে দিন ও ভয় আমি কম রাখি! আপ্‌নার উকীলকে আপ্‌নি বোল্‌বেন, তাঁর যখন ইচ্ছা, তখনি তিনি আমার নামধাম অবগত হোতে পারেন।"

রাক্ষসটা ভয়ানক রেগে উঠ্‌লো। রেগে রেগেই বোল্লে, "আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হবে! কল্যই তুমি উকীলের চিঠি পাবে!" - কর্ত্তার কথায় এই পর্য্যন্ত উত্তর দিয়ে জুকেসের দিকে ফিরে, লানোভার আরও যেন সতেজে জোরে জোরে বোল্লে, "এসো জুকেস! চল আমরা যাই! ইংলণ্ডে যদি বিচার থাকে; অবশ্যই আমি বিচার পাব!"

দেল্‌মর মহোদয় কথা কইলেন না। লোকদুটো সদম্ভ পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পশ্চাতে পোড়্‌লো কুঁজোটা;—সে যেন কতই ক্রোধে ঝনাৎ ঝনাৎ কোরে, ঘরের দরজাটা বন্ধ কোরে দিয়ে গেল!

লোকদুটো বিদায় হবামাত্রেই আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌লো। দেল্‌মরের, দেল্‌মরকুমারীর পায়ের কাছে জানুপেতে বোসে যতদূর পাল্লেম, ততদূর অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালেম,—ভক্তির সঙ্গে কৃতজ্ঞতা। ভক্তির আহ্লাদে থেকে থেকে আমার যেন কণ্ঠরোধ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। বৃষ্টিধারার ন্যায় চক্ষের জলে ভেসে গেলেম। তাঁরা উভয়েই আমারে নানামত প্রবোধ দিয়ে বোল্লেন, "কোন ভয় নাই।" আমার আশ্রয়দাতা দেল্‌মর মহোদয় বোল্লেন, "নিতান্তপক্ষে আইন যদি আমারে বাধ্য না করে, তা হোলে আমার হাত থেকে তোমারে এক পা সোরিয়ে লওয়া কাহারো সাধ্য নয়। লানোভার ত লানোভার!"

আমি মিনতি কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আইনের তীক্ষ্ণ অস্ত্র আপ্‌নার উপর উত্তোলিত হবে, সত্যই কি সে কথাটা আপ্‌নি বিশ্বাস করেন?"

কর্ত্তা উত্তর কোল্লেন, "স্থির বিশ্বাস নয়, তবে—লানোভার যদি সত্যই নালিশ করে, স ই যদি আদালতে প্রমাণ উপস্থিত কোত্তে পারে, আদালতে সেই সকল দলীল যদি অকৃত্রিম বোলে সপ্রমাণ হয়, তা হোলে—"

নূতন সন্দেহে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আমি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "দলীল কি তারা উপস্থিত কোত্তে পার্‌বে? সে কথাটাও কি আপ্‌নি বিশ্বাস করেন?"

দেল্‌মর উত্তর কোল্লেন, "অনুমান করা অসম্ভব।"

আবার আমি চীৎকার কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়! আপ্‌নি কি এ কথাও বিশ্বাস করেন যে, সেই বানরমুখো ভয়ানক লোকটা আমার মামা? তা যদি হবে, তবে তাকে দেখে আমার তত ঘৃণা হলো কেন? সে যদি আমার আপ্‌নার লোক হোতো, তারে দেখে আমি ভয় পাব কেন?—ঘৃণাই বা আস্‌বে কেন?"

দেল্‌মর মহোদয় উত্তর কোল্লেন, "সে কথাটা এখন থাক্। ঘটনাটা আগাগোড়া ভাল কোরে স্থির হয়ে বিবেচনা করা উচিত। পুনরায় তোমারে আমি বোল্‌ছি,

মিথ্যা প্রবোধকে তুমি মনে স্থান দিও না। আমার বোধ হয়, লানোভার অবশ্যই তোমার মামা হবে। সে ব্যক্তি যে সকল তর্কবিতর্ক এনে ফেলেছিল, তাতে কোরে বোধ হয়, এর ভিতর কিছু আছে। সে যখন তোমার পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা জানে বলে, তখন কি কোরেই বা সব কথা মিথ্যা অনুমান করা যায়? কোন রকমে আপনার লোক না হোলেও সব কথা সে ব্যক্তি কেমন কোরে জান্‌লে? বিশেষতঃ তোমার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে সব কথা সে আমারে বোলেছে, তা এখন আমি তোমাকে বোল্‌বো না;—কিন্তু সে সব কথা কিছুতেই যেন ছাড়া ছাড়া বোধ হলো না।—হোতে পারে, জুকেস তারে বোলেছে। জুকেস কোথায় পেলে? জুকেস হয় ত বিবি নেল্‌সনের মুখে শুনেছে। তুমিও বোলেছ, বিবি নেল্‌সনের সঙ্গে জুকেসের যেদিন ঐ সব কথা হয়, তুমিও সেই দিন লুকিয়ে লুকিয়ে সেই সব কথা শুনেছ। যাক্, এখন কাজের কথা ধর। লানোভার যদি তোমার মামা না হবে, তবে সে তোমাকে ভাগ্‌নে বোলে দাবী কোত্তে আস্‌বে কেন? তোমার ভরণপোষণের ভার ইচ্ছা কোরে আপ্‌নার শিরে বহন কোত্তেই বা রাজী হবে কেন? তোমার অন্বেষণের জন্যে অত কষ্ট,—অত পরিশ্রম,—অত ব্যয়, এ সকলি বা কেন স্বীকার কোর্‌বে?"

আমার আশ্রয়দাতার ঐ সকল তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাক্য শ্রবণে আমার যেন মাথা ঘুরে গেল! মুখ শুকিয়ে এলো! কথা কইতে পাল্লেম না। দেল্‌মর মহোদয় আবার আরম্ভ কোল্লেন, "আরও শোন। লানোভার যে এ কথা নিয়ে মাম্‌লা মোকদ্দমা কোর্‌বে, সে পক্ষে আমার সন্দেহ হোচ্চে। যে আপত্তি আমি কোরেছি, সেটা খণ্ডন করা বোধ হয় লানোভারের পক্ষে সহজ হবে না। আদালতে উপস্থিত হোতে পারে, কিন্তু এ মোকদ্দমার ব্যয় অনেক। যাই কেন হোক্ না, যাই কেন ঘটুক না, তুমি ভয় পেও না। সাহসই পরম বন্ধু, সাহস অবলম্বন কর। মনে মনে নিশ্চয় বিশ্বাস কোরে রাখ, যতদিন আমি বেঁচে থাক্‌বো, ততদিন তোমার বন্ধুর অভাব হবে না।—তোমারে পরিত্যাগ করার কথা যদি বল, আবার আমি বোল্‌ছি,—বল ত শপথ কোরেই বোলতে পারি, আইন যদি আমারে একান্তপক্ষে বাধ্য না করে,—কখনই না,—কখনই না!"

সুন্দরী এদিথা এই সময় পিতার কথার ধূয়া ধোল্লেন। সেই সুশীলা কুমারী আমারে খুব উৎসাহ দিয়ে সহাস্যবদনে অভয় দিয়ে বোল্লেন, "ভয় কি তোমার? সর্ব্বক্ষণ প্রসন্ন থাক,—বিমর্ষ থেকো না,—চিন্তা কোরো না,—সমস্তই মঙ্গল হবে!"

বালকহৃদয়ের যতদূর শক্তি, ততদূর সাধুবাদ, আশীর্ব্বাদ, আর ধন্যবাদ পরিবর্ষণ কোরে অনেক পরিমাণে আমি শান্তভাব ধারণ কোল্লেম। মহাত্মা দেলমর সেই সময়ে আমারে আদর কোরে বোল্লেন, "জোসেফ! তোমার জন্য আমি আর এক উপায় স্থির কোরেছি। তোমারে আর এখানে চাকরী কোত্তে হবে না। চাকরের পোষাক পরিধান কোত্তেও হবে না। ঘরের ছেলে যেমন থাকে, তুমি সেই রকমে স্বচ্ছন্দে আমার বাড়ীতে থাক। কাজকর্ম্ম কিছুই কোত্তে হবে না। চাকরেরা সকলেই তোমার

আজ্ঞাবহ হয়ে থাক্‌বে। লানোভার যে সকল কথা বোলে গেল, তা যদি সত্য হয়, সে সব কথায় যদি বিশ্বাস করা যায়, তা হোলে তোমার মাতাপিতা অবশ্যই বড়ঘরাণা ছিলেন। তোমার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনে লানোভার আমাকে যেমন যেমন বুঝিয়ে গেল, তোমাকে আমি সেই রকমেই যথোচিত সমাদরে রাখ্‌তে ইচ্ছা করি।”

ততদূর দয়ার আশ্বাসেও আমি সঙ্কুচিত হোলেম;—রাজী হোলেম না। ধন্যবাদ দিয়ে বোল্লেম, “না মহাশয়! আপনার করুণার ক্রোড়ে আমি যেমন আছি, এম্‌নিই থাক্‌বো। ইহাই আমার ভাল। আপনার গলগ্রহ হয়ে থাক্‌তে আমার মন চায় না। অধিকন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আপনার জন্মবৃত্তান্তে কৃতনিশ্চয় না হই,—সে বিষয়ে যতদিন আমার স্থিরপ্রত্যয় না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি উচ্চ সম্ভ্রমের আশা রাখ্‌বো না;—যাতে কোরে মানসম্ভ্রমে চলা যায়, তার উপযুক্ত অর্থাগমের উপায় না হোলে আপ্‌নাকে কদাচ ততদূর সম্ভ্রমের উপযুক্ত অধিকারী বোলে স্বীকার কোত্তে পার্‌বো না, এই-ই আমার সংকল্প;—এই-ই আমার প্রতিজ্ঞা। খেটে খেতে শিখেছি, পরিশ্রম কোত্তে জানি, পরিশ্রম কোরেই খাব।”

দেলমর মহোদয় সম্মত হোলেন;—গম্ভীরবদনে বোল্লেন, “আচ্ছা, যা তুমি ভাল বিবেচনা কর, তাইই হোক্‌।—অন্ততঃ—আপাততঃ এই ভাবেই থাক। লানোভার সত্য সত্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে কি না, যদবধি নিশ্চিতরূপে সেটী না জানা যায়, তদবধি তুমি আপন ইচ্ছামত এই ভাবেই থাক।”—আমি পরমপরিতুষ্ট হয়ে করযোড়ে অভিবাদন কোল্লেম।

দশম প্রসঙ্গ।

অকস্মাৎ নূতন বিপদ!

পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাক্‌তে পারে, দুরাচার টাডি যেদিন আমারে এই উদ্যান-প্রাসাদের ফটকের কাছে নিয়ে আসে, ফটকের দরোয়ান সেই দিন সরোষে অত্যন্ত কর্কশস্বরে আমাদের তাড়িয়ে দিবার উপক্রম কোরেছিল। তখন আমি ভেবেছিলেম, লোকটা ভারি রাগী। থাক্‌তে থাক্‌তে ঘনিষ্ঠতা জন্মে এলো। ক্রমে ক্রমে আমি জান্‌তে পাল্লেম, লোকটা বাস্তবিক মন্দ নয়। কাজকর্ম্মে অবকাশ পেলেই আমি দরোয়ানের ঘরে চাই। দরোয়ান আমারে ভালবাসে, দরোয়ানের স্ত্রীও আমারে ভালবাসে। তাদের কাছে আমি বেশ আদরযত্ন পাই। আমার নূতন পোষাক যখন প্রস্তুত হয়ে আসে নাই, সেই সময় সেই দরোয়ানের ছেলের এক প্রস্থ পোষাক কর্ত্তা আমারে পাঠিয়ে দেন। পাঠক মহাশয় হয় ত সে কথাও ভোলেন নাই। সেই ছেলেটী

আমার সমবয়স্ক। থাকৃতে থাকৃতে তার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব জন্মে। দুজনে এক সঙ্গে খেলা করি, একসঙ্গে বেড়াতে যাই, দুজনে এক সঙ্গে অনেক কথা বলাবলি করি, দুটীতে আমাদের বিলক্ষণ ভাব।

দরোয়ান একদিন আমারে বোল্লে, "এ পাড়াটায় সর্ব্বদাই বদ্‌মাস ভিক্ষুক লোকের ভয়ানক ভিড়। আমাদের প্রভুর অত্যন্ত দয়া। যে রকমের লোক যতই কেন আসুক না, প্রভু আমাদের সকলের কাছেই মুক্তহস্ত। অনেক প্রতারক দুষ্ট লোক ফাঁকি দিয়ে ভিক্ষা নিতে আসে। আমি জান্‌তে পাল্লেম, যে সকল লোক ঐ রকমে জমায়েত হয়, সকলেই তারা দয়ার পাত্র নয়, ভেকধারী বদ্‌মাস্ অনেক। আমি যখন একটু অন্যমনস্ক থাকি, কিম্বা যখন ফটকে চাবি বন্ধ না থাকে, সেই সময় সুযোগ বুঝে এক এক দিন কতক লোক বাগানের ভিতর ঢুকে পড়ে। সম্মুখে যে যা পায়, চুপি চুপি চুরী কোরেই চম্পট দেয়। সমস্তই আমি জান্‌তে পারি। মনে বুঝ্‌লেম, এরূপ জুয়াচুরীতে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়; সেই জন্য আমিই ফটকের বাইরে ঐ রকম বিজ্ঞাপন লোট্‌কে রেখেছি। কর্ত্তার মত ছিল না, কুমারী এদিথাও আপত্তি কোরেছিলেন, আমিই কেবল জেদ কোরে ঐ বিজ্ঞাপন রেখেছি। প্রায় দুই বৎসর হলো, বাড়ীতে এক দিন জনকতক সিঁদেল চোর প্রবেশ করে, তাদের মধ্যে এক জন ধরা পড়ে; যে লোকটা ধরা পড়ে, দেখেই আমি চিন্‌লেম, দুই তিন দিন পূর্ব্বে সেই লোকটাই গরিব ভিকারী সেজে এইখানে ভিক্ষা কোত্তে এসেছিল। ঐ রকম লোকেরাই চোর-ডাকাতের সন্ধানী লোক। দিনের বেলা ভিক্ষা করে, রাত্রিকালে চোর হয়। সুযোগ পেলে দিনের বেলাও চুরী কোত্তে ছাড়ে না। সেই উপলক্ষেই ঐ বিজ্ঞাপন দেওয়া। সত্য সত্য যারা ভিকারী, চেহারা দেখ্‌লেই তা আমি বুঝ্‌তে পারি। তাদের আসায় নিবারণ নাই। নিষ্কর্ম্মা হতভাগা বদ্‌মাস লোকেদের জন্যই ঐ বিজ্ঞাপন দেওয়া।"

আগে আমি ভেবেছিলেম,—এই মাত্রও বোলেছি, লোকটা ভারি রাগী, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। বেশমানুষ,—দরোয়ানটা বেশমানুষ। যাদের কাছে রাগ প্রকাশ করা দরকার, তাদের কাছেই রাগী, ভাল লোকের কাছে খুব ভাল।

দরোয়ান আমারে আরও বোল্লে, প্রথম দিন টাডিকে দেখেই সে বুঝ্‌তে পেরেছিল, বদ্‌মাস লোক। তাতেই তত রেগে রেগে তাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল। চেহারা দেখেই ভালমন্দ সে বেশ বুঝ্‌তে পারে। টাডি যে কেন আমারে সঙ্গে কোরে এনেছিল, দরোয়ানের মুখে সে কথাও আমি জান্‌তে পাল্লেম। দরোয়ান বুঝেছিল ঠিক। দুরন্ত টাডির যে রকম দুরন্ত চেহারা, তাতে কোরে তারে দেখে কোন সাধুলোকের দয়া আস্‌তে পারে না। টাডি সেটা নিজেই বেশ বুঝ্‌তো। ভাল লোকের দয়া আকর্ষণের মৎলবেই আমারে তার সঙ্গে লওয়া। দরোয়ান বোল্লে, দরোয়ান সেটা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিল। ছেলেমানুষ আমি, ভালমন্দ কিছুই বুঝি না;—বহুকষ্টে কৃশ,—বহুভ্রমণে ক্লান্ত,—বহুবিপদে অবসন্ন; পরিধানবস্ত্র সমস্তই মলিন—ছিন্নভিন্ন; কাজেই আমারে দেখ্‌লে ভদ্রলোকের দয়া হবে,

এই মৎলবেই সেই জুয়াচোরটা আমারে সঙ্গে আনে। আমারও যেরূপ বিশ্বাস, দেখ্‌লেম, দরোয়ানেরও তাই। ঐ সকল কথা শুনেই দরোয়ানটীর উপর আমার শ্রদ্ধা হয়।"

দরোয়ানের পুত্রের নাম আর্থর।—সেই আর্থর আমার বন্ধু। যেদিন জুকেসের সঙ্গে কুঁজোটা আসে, যেদিন আমারে ভাগ্‌নে বোলে নিয়ে যাবার জন্যে কুঁজোটা আমার প্রতিপালকের সঙ্গে জোরে জোরে কথা কয়, সেইদিন অপরাহ্নে আমার মনের যে রকম অবস্থা, সে কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। জুকেসের সঙ্গে কুঁজোটা বিদায় হবার পূর্ব্বে কর্ত্তা আমারে আজ্ঞা দিলেন, "জোসেফ! তোমার মনটা আজ বড় অস্থির আছে, উদ্যানমধ্যে একটু বেড়িয়ে এসো, অনেকটা আরাম বোধ হবে।"

বেলা তখন ৬টা,—প্রায়সন্ধ্যা।—পিতাপুত্রী একঘরেই বোসে থাক্‌লেন। দস্তুরমত অভিবাদন কোরে আমি সেখানথেকে বিদায় হোলেম।—দরোয়ানের ঘরে গেলেম। তার পর, আর্থরকে সঙ্গে কোরে বেড়াতে বেরুলেম। উদ্যানের মধ্যেই বেড়ানো। সুপ্রশস্ত উদ্যানভূমি। পরিমাণে প্রায় ৬০০ বিঘা। সেই সকল জমীতে নানাপ্রকার ফসল উৎপন্ন হয়। অগষ্টমাসের শেষ,—নানাজাতি সুন্দর সুন্দর ফলফুল শস্য সর্ব্ববৃক্ষে সর্ব্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। সময়টীও অতিমনোরম!

মনোরম সায়ংকাল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যাসমীরণ প্রবাহিত হোচ্ছিল, সমস্ত দিবাভাগের সমস্ত উত্তাপ সেই সুশীতল সন্ধ্যাসমীরণে সুশীতল। সমীরণ সেবনে আমার তপ্ত আত্মাও অনেক পরিমাণে সুশীতল। অনেকদূর বেড়ালেম। সঙ্গে আছে আর্থর। দুজনে কথা কইতে কইতে অনেকদূর বেড়ালেম। রাত্রি ৯টা।

রাত্রি অন্ধকার।—সন্ধ্যাকালের মৃদু সমীর ক্রমশই বলবান্, ক্রমশই জোর বাতাস। গভীর নীলবর্ণ আকাশে খানকতক কাল কাল মেঘ দেখা গেল। মেঘেরা যেন অন্ধকার আকাশপথে শীঘ্র শীঘ্র ছুটে ছুটে চোলে যাচ্চে। আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া অপরামর্শ বোধ হলো, আমরা ফিরে এলেম।

আমারা ফিরে এলেম।—দরোয়ানের ঘরেই ফিরে এলেম। অপরাহ্নে চিত্ত যেরূপ ব্যাকুল হয়েছিল, কুঁজো রাক্ষসটার উপদ্রবে যে প্রকার আতঙ্কযুক্ত হয়েছিলেম, উদ্যানের বায়ুসেবনে সে ভাবটা দূরে গেল, অনেকটা সুস্থ হোলেম, চিত্তও অনেক-দূর প্রফুল্ল হলো। কথায় কথায় অনেক দূর গিয়ে পোড়েছিলেম। অনেক দূর ভ্রমণে শরীরমন আরও যেন সতেজ বোধ হোতে লাগ্‌লো।—ক্ষুধা হলো। ক্ষুধায় অধীর হয়ে পোড়্‌লেম।—আর্থরের জননী আমারে নিমন্ত্রণ কোল্লেন। আমি হৃষ্টচিত্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোল্লেম। তিন জনেই একসঙ্গে আহার করা হলো। আহারে পরম পরিতুষ্ট হোলেম। আহারান্তে বিদায়। রাত্রি তখন ১০টা বাজ্‌তে ১৫ মিনিট দেরী।

দরোয়ানের ফটক থেকে প্রাসাদ প্রায় সিকি মাইল দূর। আমি একাকী প্রাসাদের দিকে চোল্‌তে লাগ্‌লেম।—রাত্রি অন্ধকার;—হন্ হন্ কোরে চোলতে লাগ্‌লেম। অল্প সময়ের মধ্যই গাড়ীবারাণ্ডায় উপস্থিত। সেখান থেকে তোষাখানায় যাবার

একটা সঙ্কীর্ণ সুঁড়িপথ। সেই পথে আমি তোষাখানার ফটকের কাছে পৌঁছিলেম। গৃহের পশ্চাৎদিকের প্রাঙ্গনবেষ্টিত প্রাচীরের গায়েই সেই ফটক। সূর্য্যাস্তের পরেই প্রতিদিন সেই ফটকের দরজা বন্ধ হয়;—নিত্যই আমি দেখি, সন্ধ্যাকালের সঙ্গে সঙ্গেই সে ফটকে চাবি পড়ে।

আমি সেই ফটকের কাছে পৌঁছিলেম। পৌঁছিবামাত্রই কেমন একটা আতঙ্ক হলো। হঠাৎ দেখ্‌লেম যেন, দুজন মানুষ সেই দিক থেকে ছুটে এলো;—প্রাচীরের ধারে ধারে গুঁড়িমেরে অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে গেল!—আর কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। মানুষ কি মানুষের ছায়া, স্পষ্ট কিছুই বোঝা গেল না।—স্থির হয়ে দাঁড়ালেম, কাণ পেতে শুন্‌লেম,—কিছুই শুন্‌তে পেলেম না;—কাহারো পায়ের শব্দ শোনা গেল না; কাহারো কণ্ঠস্বরও কাণে এলো না।—তখন ভাব্‌লেম, মনেরি ভ্রম! ওটা হয় ত আপ্‌ছায়া। যাই হোক, সন্ধান নিতে হলো। ফটকের ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেম। সেই আরদালী এসে দরজা খুলে দিলে। আরদালীর নাম এড্‌ওয়ার্ড। আমি তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেহ কি এসেছিল?"—আরদালী উত্তর কোল্লে "কেহই না।"

কেন আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কেহ এসেছিল কি না, সে কথাও তারে বুঝিয়ে দিলেম। তাই শুনে এড্‌ওয়ার্ড আবার বোল্লে, "তবে হয় ত বাগানের কুলী লোক। কাজকর্ম্ম শেষ কোত্তে দেরী হয়ে গেছে, তাতেই হয় ত এত রাত্তিরে ঘরে যাচ্চে।"

কথাটা আমার সম্ভব বোধ হলো। তাই হয় ত ঠিক। সেই দিকেই কুলী লোকের খানকতক কুঁড়ে ঘর।—কুলীরা সেই দিকেই থাকে। আতঙ্কটা যদি আমার কল্পনা মাত্র না হয়, সত্যই যদি আমি মানুষের ছায়া দেখে থাকি; তা হোলে তাই-ই হবে; তাই-ই ঠিক। এইটী স্থির কোরে সে কথা আমরা আর বেশী আলোচনা কোল্লেম না, ফটক আবার বন্ধ হলো। আমি আর কিছুই আহার কোল্লেম না;—একটা বাতি জ্বেলে নিয়ে আপ্‌নার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম।

শয়ন কোল্লেম,—কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রা হলো না। অপরাহ্নের অভাবনীয় ঘটনা আমার মনের ভিতর তোলাপাড়া কোত্তে লাগ্‌লো। আমি যেন অস্থির হয়ে উঠ্‌লেম। চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। লানোভার,—সেই দুরন্ত লানোভার আবার কি ছলে কি করে, পাছে আবার দেল্‌মরকে আইনের মুখে বাধ্য কোরে, আমারে কেড়ে নিয়ে যায়, সেই ভয়টাই বড় হলো। ক্রমে ক্রমে সেই ভয়,—সেই চিন্তা কেমন এক রকম গোলমেলে হয়ে দাঁড়ালো। আমি ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। জাগ্রতাবস্থায় যে সকল ভয়ানক ভয়ানক চিন্তা আমার মনের ভিতর উদয় হয়েছিল, নিদ্রিতাবস্থাতেও স্বপ্নাবেশে সেই সকল চিন্তার বিরাম থাক্‌লো না!—যেন কতই ভয়ানক ভয়ানক দৃশ্য স্বপ্নযোগে আমার নয়নের সম্মুখে উপস্থিত হোতে লাগ্‌লো। আমি যেন দেখ্‌লেম, সেই ছুকেস্‌টা সেই রকম রেগে রেগে, সেই রকম বিকট মুখে আমারে টেনে হিঁচ্‌ড়ে লিসেষ্টার নগরের সেই ভয়ানক নরকতুল্য কারখানাবাড়ীর ফটকের ভিতর নিয়ে

যাচ্চে ;—আমি যেন তার হাত থেকে পালাবার জন্যে কতই ধস্তাধস্তি কোচ্চি ; ফটকের সেই বিকটাকার দরোয়ানটা যেন দাঁত বার কোরে কত প্রকারেই আমারে ঠাট্টা কোচ্চে !—হঠাৎ দেখি, জুকেস্‌টা যেন আর জুকেস্ নাই ;—হঠাৎ যেন সেই জুকেস্‌টাই লানোভার হয়ে দাঁড়ালো !—লানোভারই যেন আমারে ধোরে টানাটানি কোচ্চে !—আর যেন লিসেষ্টার নাই !—আর যেন সেই কারখানাবাড়ী নাই ! লানোভার যেন আমারে কোথাকার একটা ভয়ানক অন্ধকার গহ্বরের ভিতর টেনে নিয়ে চোলেছে !—গহ্বরটা যেন মরামানুষের গোরস্থান ! সেই অন্ধকারে আমার জ্ঞান হোচ্চে যেন, কত প্রকার অভাবনীয়, ভয়ানক ভয়ানক অদৃশ্য ভয় সেই গহ্বরটার ভিতর বিকট বিকট মূর্ত্তিতে লুকিয়ে আছে।—ভয়েরা যেন আমারে ভয় দেখাবার জন্যই অন্ধকারের ভিতর চতুর্দ্দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে !—আমি যেন অন্ধকারের ভিতর লানোভারের সেই ভয়ঙ্কর চেহারাখানা স্পষ্ট স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি !—কালো রঙের নূতন পোষাকের বদলে লানোভারের সেই ত্রিভঙ্গ অবয়বখানা ভিকারীদের মত যেন ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়ায় মোড়া রয়েছে !—বিষাক্ত নয়নে লানোভার যেন ঘন ঘন আমার দিকে তাকাচ্চে ! বানুরেমুখে দাঁত কড়্‌মড় কোচ্চে,—দাঁত দেখাচ্চে,—ঠাট্টা কোচ্চে, ঘৃণা জানাচ্চে !

সে ভাবটাও আবার বদ্‌লে গেলো।—লানোভার যেন আবার টাডিরূপ ধারণ কোল্লে।—বিজ্ঞাপন বিলি কর্‌বার দিন টাডি আমারে যে সকল জঘন্য স্থানে টেনে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, স্বপ্নের নয়নে আবার যেন আমার চক্ষে সেই সকল ঘৃণার দৃশ্য জল্ জল্ কোরে জ্বোল্‌ছে !—টাডি যেন পশ্চাতে, আমি যেন আগে !—টাডি যেন আমাকেই জোরকোরে কোরে সম্মুখের দিকে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে !—পাছে আমি পালিয়ে যাই, সেই জন্যই যেন ক্রমাগতই টাডি আমার দিকে নজর রাখ্‌ছে,—সাবধান হোচ্চে ! চতুর্দ্দিকেই ভয় ঘুরে বেড়াচ্চে !—শত শত পাপের মূর্ত্তি,—নাম জানি না,—এত পাপ ; শত শত দরিদ্রতার মূর্ত্তি এ দিক ও দিক চতুর্দ্দিকেই দেখ্‌তে পাচ্চি !—জ্ঞান হোচ্চে যেন, আমি যেন কোনপ্রকার নূতন জগতের নূতন নূতন ভয়ানক মূর্ত্তি নয়নগোচর কোচ্চি !—শরীরের সমস্ত রক্ত যেন বরফের মত জমাট বেঁধে আস্‌ছে !—পা যেন ভয়ানক ভয়ানক ভারি বোধ হোচ্চে ;—আপনার শরীর আমি যেন আপনিই টেনে নিয়ে যেতে সমর্থ হোচ্চি না !—টাডির দিকে ফিরে আমি যেন আড়ে আড়ে তার বিশাল গতিক্রিয়া দর্শন কোচ্চি।—আবার দেখি লানোভার !—আবার যেন দাঁত খিঁচিয়ে সেই লানোভার আমার চক্ষের কাছে রাক্ষসাকার ধারণ কোল্লে ;—শরীরটা যেন কত বড়ই উঁচু হয়ে উঠ্‌লো !—রাক্ষস যেন লম্বা লম্বা হাত দুখানা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে আমারে আলিঙ্গন কোত্তে ছুটে আস্‌ছে ! হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম !

সত্যই কি এ সব স্বপ্ন ?—যে ঘরে শুয়ে ছিলেম, সে ঘর ভয়ানক অন্ধকার !—চক্ষে কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। আপনার ঘরেই আপনি শুয়ে আছি, কিম্বা বিপদের

মুখে তাড়া খেয়ে আর কোথাও এসে পোড়েছি, কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না। এত ভয়ে অভিভূত হয়েছিলেম যে, হাত বাড়িয়ে মশারিটা ছুঁতেও সাহস হলো না!—আপনার বিছানায় আপনি শুয়ে আছি কি না, কিছুতেই সেটী নিশ্চয় কোত্তে পাল্লেম না! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃসাড়ে চুপটী কোরে বিছানার উপর পোড়ে থাক্‌লেম!—একটু পরেই যেন জ্ঞান হলো। ঘরের বাহিরে কি যেন শব্দ শুনতে পেলেম। বাতাস হোচ্চে, বোঁ বোঁ কোরে বাতাসের শব্দ হোচ্চে,—বাতাস যেন মানুষের গলার স্বরে শোকে দুঃখে গোঁ গোঁ শব্দে বাড়ীখানার চতুর্দ্দিকে গর্জ্জন কোচ্চে;—এক একবার ঝাপ্‌টা আস্‌ছে। বাতাসের শব্দে আমি যেন শুনতে পাচ্চি, কোথায় খুন হয়েছে, সেই খুনের ঘটনাস্থলে বহুলোকের নিদারুণ আর্ত্তনাদ;—বাতাস যেন ভয়ানক আর্ত্তনাদ কোচ্চে! আমার ভূতের ভয় ছিল না,—তবুও যেন কেমন একপ্রকার এলোমেলো ভয় এলো! যে সকল ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম, আবার যেন সেই সব কথাই মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো। কি যেন অমঙ্গল ঘটেছে,—কি যেন অমঙ্গল ঘোটবে,—মনে আমার সেইরূপ আতঙ্ক,—মনে মনেই আমার সেইরূপ কল্পনা! শয়নঘরে প্রবেশকালে—প্রবেশের আগে ফটকের ধারে যে দুটো মানুষের ছায়া দেখেছিলেম,—ছায়া কি অবয়ব,—যে দুটো ভয়ের বস্তু দেখেছিলেম, ঐ প্রকার অমঙ্গলচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সেই দুই মূর্ত্তিই যেন ঘন ঘন চক্ষের কাছে আস্‌তে লাগ্‌লো!—ঠিক যেন স্মরণ হলো, সেই দুই মূর্ত্তি! ঘুম ভেঙেছে,—আর ঘুম হবে না,—ঘুম আর আমার কাছে আস্‌তেই পারবে না। মনে কোল্লেম, উঠি,—বাতী জ্বালি,—একখানি পুস্তক নিয়ে পাঠ করি; কিন্তু ভয় তখন এত,—যদিও অনিশ্চিত ভয়,—তথাপি ভয়ের পরাক্রমটা তখন এত যে, বিছানা থেকে এক পা সোরে আস্‌তে সাহস হলো না! সত্যই যেন মনে হতে লাগ্‌লো, উঠ্‌লেই লানোভার আমারে ধোর্‌বে!—এক পা এগুলেই লানোভারের হাতে পোড়্‌বো! লানোভার যদি এখানে নাও থাকে, তবে হয় ত আর কোন রাক্ষসের মুখে ধরা পোড়বো!—ভয় আমি অনেক বার পেয়েছি, কিন্তু বেশ স্মরণ হোচ্চে, তেমন ভয় জীবনের মধ্যে আর কখনই আমার অন্তরে প্রবেশ করে নাই। কেন যে সে ভয়, অনেকক্ষণ চিন্তা কোরে দেখ্‌লেম, কিছুতেই কিছু নিরাকরণ কোত্তে পাল্লেম না।

রাত্রি অন্ধকার। ঘর অন্ধকার, শয্যাও অন্ধকার। আমি সেই অন্ধকারের ভিতর নিঃশব্দে শুয়ে আছি, হঠাৎ বোধ হলো যেন, একটা ফটক বন্ধ করা শব্দ।—কে যেন একটু জোরে জোরেই বন্ধ কোরে দিলে।—কে হয় ত বেরিয়ে গেল, কিম্বা ভিতরে এলো, ঠিক সেই রকম শব্দ।—বাতাসের জোরেই যেন ঝন্‌ঝন্ কোরে বন্ধ হলো। আমি নিশ্চয় অনুভব কোল্লেম, চাকরদের ঘরের বাহির ফটক;—বাড়ীর ভিতরের অন্য কোন ফটক নয়।—শব্দ পেয়েই আমার নূতন ভয় উপস্থিত। পূর্ব্বেই বোলেছি, আমি ভূতের ভয় রাখি না।—তবে কি কোন মন্দলোক প্রবেশ কোরেছে?—বন্ধকরা শব্দ ঠিক শুনেছি। কে বন্ধ কোল্লে?—কে এলো?—চোর কি?

PRINTED BY KHIROD NATH GHOSH, RAMAYAN PRESS, No. 115/1 REY STREET CALCUTTA

আবার ভাব্‌লেম, ফটকটা কি তবে রাত্রিকালে বন্ধ করা ছিল না?—এ তর্ক অসম্ভব।—চাকরেরা সে বিষয়ে বিলক্ষণ তৎপর।—কদাচ তারা কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করে না। আরও আমি বেশ জানি, আরদালী এড্‌ওয়ার্ড সে দিকের সমস্ত দরজা বন্ধ হলো কি না, সন্ধ্যার পর ভাল কোরে সেটী তদারক করে।—আমি নিশ্চয় জানি, সমস্ত ফটক বন্ধ না হোলে সে কখনই শয়ন করে না।—তবে এ কি?

উঠি উঠি মনে কোল্লেম;—আরদালীর ঘরে ছুটে যাই যাই মনে কোল্লেম;—যে শব্দ শুন্‌লেম, আরদালীকে সেই কথা বলি, এটীও মনে কোল্লেম; কিন্তু আবার ভাব্‌লেম, মিছামিছি ঘুমন্ত লোকগুলিকে কেনই বা বিরক্ত করি? আরও স্থির কোল্লেম, যদি কোন দুষ্টলোক প্রবেশ কোরে থাকে, ধরা পড়্‌বার ভয় আছে;—যে রকম শব্দ হলো, বাড়ীর কোন লোক যদি জেগে থাকে, অবশ্যই সে শব্দ শুন্‌তে পেয়েছে,—তবে আর বদ মৎলব হাঁসিল কর্‌বার সুযোগ নাই; নিশ্চয়ই তারা পালিয়েছে;—তবে এখন আর সাবধান কোরে কি ফল?—আরও ভাব্‌লেম, তারা যদি লুটপাট কর্‌বার মৎলবে এসে থাকে,—সে কাজ যদি তারা সমাধা কোরে থাকে, তবে আর সতর্ক করায় কি ফল? চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে! সে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া কেবল হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র। চুপ কোরেই থাক্‌লেম।

আর নিদ্রা হলো না।—দুই তিন ঘণ্টা জেগে জেগে কাটালেম।—বিছানা থেকে উঠ্‌লেম না;—ভয়ও কিন্তু গেল না। অনেকক্ষণ সেই রকমে থাক্‌তে থাক্‌তে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতে আমার নয়ন আশ্রয় কোল্লে।—শেষ রাত্রে আবার আমি ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম।—উঠ্‌তে অনেকটা বেলা হয়ে গেল।

খুব ভোরে উঠাই আমার অভ্যাস। ঠিক যখন ছটা বাজে, নিত্যই আমি সেই সময় উঠি। প্রাতঃকালে খানিক খানিক বেড়ানোও আমার অভ্যাস আছে। আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে,—মেঘবৃষ্টি না থাকে,—বাতাস যখন পরিষ্কার থাকে,—প্রভাতে সেই সময়েই আমি বেড়াই।—সেদিন যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো, তখন বেলা প্রায় ৭টা।—উঠ্‌লেম,—কাপড় ছাড়্‌লেম,—গত রাত্রে যা যা আমি স্বপ্ন দেখেছিলেম, যা যা আমি কল্পনা কোরেছিলেম,—যে যে শব্দ আমি শুন্‌তে পেয়েছিলেম,—সমস্তই যেন মনে পোড়্‌লো। দরজা খুলে বাহিরে যাই, মনে কোচ্চি, ভয়ানক একটা গোলমাল শুন্‌তে পেলেম। লোকেরা যেন এ দিক ও দিক ছুটোছুটী কোরে বেড়াচ্চে। অকস্মাৎ প্রাসাদমধ্যে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল;—আতঙ্কসূচক অপরিস্ফুট আর্ত্তনাদ! চোম্‌কে উঠ্‌লেম।—নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, সে আর্ত্তনাদ সুন্দরী এদিথার! সন্দেহের সঙ্গে ভয়ের সংযোগ;—কতই অমঙ্গলের আশঙ্কা! আমার ঘরের দিকেই মানুষের পায়ের শব্দ হলো। মানুষেরা যেন কতই ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমার ঘরের দিকে ছুটে আস্‌ছে। জোরে দরজাটা খুলে গেল। কম্পিতগাত্রে কম্পিতচরণে এড্‌ওয়ার্ড প্রবেশ কোল্লে। ভয়ে তার সর্ব্বশরীর বিকম্পিত!—তার তখনকার চেহারা

দেখেই আমি বুঝ্‌লেম, অবশ্যই কি একটা দুর্দ্দৈব ঘোটেছে! হাঁপাতে হাঁপাতে এড্‌ওয়ার্ড আমারে চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "জোসেফ্‌! ওঃ!—জোসেফ্‌ আমাদের—দয়াময় প্রভু—"

আর তার বাক্যস্ফুর্ত্তি হলো না।—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দেয়ালের গায়ে ভাল রেখে হাঁপাতে লাগ্‌লো!—মূর্চ্ছা যায় যায়, এম্‌নি অবস্থা!

"ও পরমেশ্বর!"—আমি চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেম "ও পরমেশ্বর!—যে অমঙ্গল স্বপ্নে দেখ্‌ছিলেম, সত্যই না কি তাই!" রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "হয়েছে কি? কি বোল্‌ছ তুমি?—আমাদের দয়াময় প্রভু—"

"খুন!—জোসেফ!—খুন হয়েছে!—একেবারেই খুন কোরে ফেলেছে!"

আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম, কথাটা শুনেই একখানা চেয়ারের উপর বোসে পোড়্‌লেম! কাঁদ্‌তে পাল্লেম না;—একটী কথাও আমার মুখ দিয়ে উচ্চারণ হলো না!—আমার যেন বাক্‌শক্তি হরে গেল!—সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যেন অবশ হয়ে পোড়্‌লো! আমি যেন এককালে পাথর হয়ে গেলেম! অথচ ভিতরে ভিতরে যেন আগুন জ্বোল্‌তে লাগ্‌লো!—জ্ঞান আছে, অথচ যেন জ্ঞান নাই! এডওয়ার্ড একটু তাল সাম্‌লে ধাঁ কোরে সেখান থেকে ছুটে পালালো!—কোথায় গেল,—কি কোত্তে গেল,—কিছুই হয় ত সে তখন জান্‌লে না। আমি যে সেই অবস্থায় কতক্ষণ বোসে থাক্‌লেম, তাও আমার মনে নাই!—উপরে ছিলেম, নীচের তলায় নেমে এলেম।—কেমন কোরে এলেম,—ছুটে এলেম কি ধীরে ধীরে এলেম, কিছুই আমার মনে হয় না!—এসেই দেখি, বাড়ীর চাকরেরা সকলেই এক জায়গায় জড় হয়ে ভয়ানক গোলমাল কোচ্চে। সকলের চক্ষেই জল পোড়্‌ছে; চীৎকারশব্দে সকলেই যেন চতুর্দ্দিক ফাটিয়ে তুল্‌ছে! আমি ত একেবারেই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখ্‌লেম!

কি রকমে সেই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ পেলে, অত্যন্ত কষ্টকর হোলেও সে কথাটী এই স্থানে প্রকাশ করা অবশ্যই আমার ইতিহাসের অঙ্গ। বেলা যখন প্রায় ৬॥০ টা, সেই সময় যে সকল চাকরেরা নীচে নেমে আসে,—সেই সময় তারা দেখে, নীচেকার একটা জানালার খড়্‌খড়ি খোলা! সেই জানালার দুখানা লোহার গরাদে যেন মুচ্‌ড়ে মুচড়ে ভাঙা!—দেখেই তারা মনে কোল্লে, চোর প্রবেশ কোরেছিল;—বাড়ীতে চুরী হয়েছে। ভাঁড়ারীর ঘর অন্বেষণ করা হলো, সে ঘরেরও দরজা খোলা। ঘরে যে সকল বাসনপত্র থাকে, তার কিছুই নাই,—সমস্তই চুরী গিয়েছে! ভাল ভাল অনেক বাসন রাত্রিকালে উপর ঘরেই নিয়ে যাওয়া হয়;—যেগুলি নিতান্ত দরকারী, সেইগুলিই কেবল নীচে থাকে।

অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ পায়, নরহন্তা তস্করেরা কি প্রকারে কোন্‌ পথ দিয়ে পালালো। চাকরদের মহলে প্রবেশের দরজাটা ভিতর দিক থেকে ধাক্কা মেরে ভেঙে ফেলেছে। আগে অন্য পথে বাড়ীর ভিতর এসেছিল, তার পর দরজা ভেঙে পালিয়েছে।

কোন্ পথে এসেছিল ? লোকেরা জান্‌তে পাল্লে, প্রাচীর লঙ্ঘন কোরে বাড়ীর ভিতর চোর পড়ে। পালাবার সময় তত কষ্ট প্রয়োজন ছিল না, সহজ উপায়েই দরজা ভেঙে পালিয়েছে।—লুটপাট কোরেছে, প্রাণ বিনাশ কোরেছে, সব কাজ সমাধা কোরে অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তেই চম্পট দিয়েছে। চাকরেরা দেখ্‌তে পায়, চুরী অতি সামান্য। যারা দেখে, জান্‌লা ভাঙা, দরজা ভাঙা, প্রথমে তারা অনুমান করে, চোরেরা কেবল চুরী কোত্তেই এসেছিল।—চুরী অতি সামান্য। এড্‌ওয়ার্ড তাড়াতাড়ি কর্ত্তাকে খবর দিতে গেল।—দরজায় আঘাত কোল্লে, উত্তর পেলে না।—আবার ধাক্কা দিলে, কোন সাড়াশব্দ পেলে না ;—তৃতীয়বার আঘাত কোল্লে, কোন উত্তর নাই! মনে তার সংশয় জন্মালো ;—অবশ্যই সংশয়ের সঙ্গে ভয় এলো। কেনই বা সংশয়, কেনই বা ভয়, এড্‌ওয়ার্ড তা জানে,—আমিও তা জানি। দেল্‌মরমহোদয় প্রত্যহই ভোরে উঠেন, সে দিন যদি উঠতে একটু বেলা হয়ে থাকে, তত ডাকাডাকিতেও ঘুম ভাঙবে না, এটা অসম্ভব। এড্‌ওয়ার্ড জান্‌তো, কর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গের জন্য কখনই তাঁরে অতদূর ডাকাডাকি কোত্তে হয় না।

ভয়াকুল এড্‌ওয়ার্ড দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে।—দেখ্‌লে কি ?—ভয়ঙ্কর দৃশ্য!—দয়াময় প্রভুর জীবনশূন্য দেহ বিছানার উপর পোড়ে আছে!—গলাকাটা মৃতদেহ!—বিছানার চাদর, বিছানার বালিশ, সমস্তই রক্তমাখা!—এড্‌ওয়ার্ড যেন পাগলের মত ঘর থেকে ছুটে বেরুলো। তার তখনকার চেহারা দেখে অপর চাকরেরা অনুমান কোরে নিলে, কি একটা ভয়ানক ঘটনা ঘোটেছে! এড্‌ওয়ার্ডের বাক্যস্ফূর্ত্তি হবার অগ্রেই তারা বুঝে নিলে, ভয়ঙ্কর ঘটনা! সকলের মনেই তৎক্ষণাৎ সন্দেহ দাঁড়ালো। একটু পরেই সন্দেহ ঘুচে বিশ্বাস দাঁড়োলো, সর্ব্বনাশ! কম্পিত অঙ্গুলি-সঙ্কেতে এড্‌ওয়ার্ড সেই ঘরের দিকে দেখিয়ে দিলে। চাকরেরা যেন জ্ঞানশূন্য অবস্থায় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে।

সিঁড়ির পথে এলোমেলো কলরব শুনে কুমারী এদিথা তাড়াতাড়ি আপ্‌নার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।—যখন শুন্‌লেন, এই সর্ব্বনাশ, তখনি ভূতলে আছাড় খেয়ে পোড়ে উচ্চৈঃস্বরে অস্ফুট চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন! ঘরের ভিতর যে চীৎকারে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তখনও বুঝেছিলেম, সে চীৎকার এদিথার,—এখনও বুঝ্‌লেম, সে চীৎকার এদিথার! মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই এদিথারে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।

শোক, দুঃখ, ভয়, বিলাপ, আর্ত্তনাদ, এক সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সেই সুখনিকেতনকে সে সময় যে প্রকার শোকনিকেতন কোরে তুলেছিল, হৃদয়বান্ পাঠক মহাশয় অনুভবেই সেই ভয়ানক অবস্থা বুঝ্‌তে পার্‌বেন। প্রথম শোকের ধাক্কাটা যখন একটু কম হয়ে এলো, চাকরেরা সেই সময় কম্পান্বিতকলেবরে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু শোকার্ত্তস্বরে কর্ত্তার ঐ নিদারুণ খুনের কথা বলাবলি কোত্তে আরম্ভ কোল্লে।

একঘণ্টাকাল আমার কোন জ্ঞান ছিল না। যাঁর আশ্রয়ে আমি আশ্রয় পেয়েছিলেম, তিনি আর ইহজগতে নাই! বালকহৃদয়ে সেই বজ্রসম নিদারুণ আঘাত সহ্য করা আমার পক্ষে তখন যে কতই ভয়ানক হয়ে উঠেছিল, সে ভয়ানক কথা মুখে পরিচয় দিতে আমার সামর্থ্য নাই। কি যে দেখ্‌ছি, কি যে শুনছি, এক ঘণ্টাকাল কিছুই আমার জ্ঞান ছিল না! একটু পরে বুঝ্‌তে পাল্লেম, চাকরেরা আমারি চতুর্দ্দিকে দাঁড়িয়ে সেই দুঃখের কথা বলাবলি কোচ্চে। তখন আমার একটা কথা স্মরণ হলো। গত রাত্রে ফটকের ধারে যে দুটো মানুষের অবয়ব আমি দেখেছিলেম, তখন আমি সেই কথা তাদের বোল্লেম। শেষ রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফটকবন্ধ হবার শব্দ শুনেছিলেম, সে কথাও তাদের জানালেম। আরদালী এড্‌ওয়ার্ডও আমার কথায় পোষকতা কোল্লে। আমার উপর জেরা আরম্ভ হলো। লোকেরা জেদাজেদি কোরে আমারে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লো, সে দুটো লোকের চেহারা কেমন? আমি উত্তর কোল্লেম, চেহারার কথা আমার কল্পনাতেও আসে না। অন্ধকার;—অন্ধকারেই দেখেছি, অন্ধকার অবয়ব। অন্ধকারে দেখা,—অন্ধকার মানুষের অন্ধকার ছায়া চেহারা বর্ণন করা আমার পক্ষে অসাধ্য।

এদিথা মূর্চ্ছাগতা। পিতৃশোকাতুরা এদিথার চিকিৎসার জন্য নিকটবর্ত্তী একজন ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হলো।—গ্রেন্‌বেনর পল্লীতে কন্যাজামাতার নিকটেও পত্র লিখে লোক পাঠানো হলো।

ডাক্তার এলেন। এদিথার ক্ষণিক চিকিৎসার পর গৃহস্বামীর মৃতদেহ দর্শন কোরে ডাক্তারসাহেব বোল্লেন, "খুনে লোকেরা নির্ঘাত চোটেই অস্ত্রাঘাত কোরেছে,—যেমন কেটেছে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু! অনেক রাত্রেই প্রাণ বিয়োগ হয়েছে!"

বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বেই সস্ত্রীক মলগ্রেভ এসে উপস্থিত হোলেন। পিতার মৃতদেহ দর্শন কোরেই ক্লারাসুন্দরী মূর্চ্ছা গেলেন! এদিথার চিকিৎসা করা দূরে থাকুক, ক্লারার চিকিৎসার জন্যই সকলে তখন মহা ব্যতিব্যস্ত! এড্‌ওয়ার্ড আমারে বোল্লে, "জামাতা মলগ্রেভ ভয়ানক শোক পেয়েছেন। যে ঘরে শ্বশুরের মৃতদেহ, সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে তিনি রুমালে মুখ ঢাকা দিয়ে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আরক্ত বদনে দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কোরেছিলেন।

পুলিশ এলো।—তদারক আরম্ভ হলো। ঘরের জিনিসপত্র কোথায় কি ছিল, কি চুরী গিয়েছে, পুলিশের লোকেরা অভ্যাসমত সর্ব্বাগ্রেই সেই অনুসন্ধান আরম্ভ কোল্লে। ঘর তলাশীতে প্রকাশ পেলে, ঘরের একটা ডেস্ক ভাঙা এবং একটী ক্যাশ্‌বাক্সের সমস্ত বস্তুই অপহৃত। কুমারী এদিথার জোবানবোন্দীতে প্রকাশ হলো, তাঁর পিতা সর্ব্বদাই তিন শো পাউণ্ড মুদ্রা ঐ হাতবাক্সেই রাখ্‌তেন, কিন্তু চোরেরা যখন বাক্সটী ভেঙে ফেলে, তখন তাতে কত টাকা ছিল, এদিথা সে কথা জানেন না। বৈঠকখানার দরজাও ভাঙা! সেখানকার কতকগুলি বহুমূল্য বস্তুও চুরী গিয়েছে। ভোজনাগারেও চোর প্রবেশ কোরেছিল।

সে ঘরেরও একটা আলমারী ভাঙা। পুলিশের লোকেরা নিঃসন্দেহ অনুমান কোল্লে, আরও কিছু বেশী বাসনের লোভেই তস্করেরা সে আলমারীটা ভেঙেছিল। পুলিশের নিশ্চিত ধারণা হলো যে, সে কর্ম্ম বাড়ীর লোকের নয়। কেন না, বেশী বাসন যেখানে থাকে, চাকরেরা তা ভাল জানে। চাকরেরা চোর হোলে ভাঁড়ার ঘরেই আগে প্রবেশ কোত্তো। সে ঘরের সর্ব্বস্বই নিয়ে যেতো।—তা যখন নয়, তখন ঘরের চোর কখনই নয়।—এই ত পুলিশের মীমাংসা। যে যে ঘরের কথা বলা হলো, তা ছাড়া অন্য কোন ঘরে চোর প্রবেশ করে নাই। অন্য কোন ঘরের জানালা-দরজাও ভাঙা ছিল না। চোরেরা খালিপায়ে প্রবেশ কোরেছিল; তাদের পায়ে জুতা ছিল না। বিছানার চাদরের উপর অথবা কার্পেটের উপর কোন লোকের জুতার দাগ পড়ে নাই। হত্যাকারীরা যে অস্ত্রের দ্বারা সেই নিরীহ ভদ্রলোকটীকে খুন কোরেছে, খানাতল্লাশীতে বাড়ীর কুত্রাপি সেই অস্ত্রখানা পাওয়া গেল না। খুনেরা সে অস্ত্র সঙ্গে কোরেই নিয়ে পালিয়েছে। ডাক্তারসাহেব মৃতদেহের কাটাস্থান পরীক্ষা কোরে মন্তব্য দিলেন, "কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র।—সম্ভবতঃ ক্ষুর!"

কোথা দিয়ে কি প্রকারে সেই দুর্দ্দিন কেটে গেল, আমি তার কিছুই জানি না। পূর্ব্বেই আমি বোলেছি, কিছুই আমার জ্ঞান ছিল না।—এত অজ্ঞান হয়েছিলেম যে, আমার নিজের ভাগ্যে যে কি ঘোট্‌বে, সেটীও তখন একবারও আমার চিন্তাপথে আসে নাই!—চিন্তাপথে কেবল শোকদুঃখেরই একাধিপত্য!

আবার রাত্রি এলো। সে রাত্রে আমি এতদূর অবসন্ন হয়ে পোড়েছিলেম যে, কাহারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কোরে একটী কথাও বোল্‌তে পারি নাই। নিদ্রা আমার প্রতি সে রাত্রে বড়ই প্রসন্ন হয়েছিল।—সমস্ত রজনী অঘোরে ঘুমিয়েছিলেম;—এক ঘুমেই রাত্রি প্রভাত। যখন নিদ্রাভঙ্গ হলো, তখন বোধ হলো, সমস্ত রাত্রিই আমি ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি। সেই দিন বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে করোনারের তদন্ত বোস্‌লো। আমি এক জন সাক্ষী।—খুনের সাক্ষীতে আমার আর জোবানবন্দী কি? যে দুটো লোক আমি পূর্ব্বরাত্রে দেখেছিলেম, সেই কথাই আমারে বোল্‌তে হলো। তাই বা আমি বোল্‌বো কি? পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে যা যা বোলেছি, তা ছাড়া কিছুই আমি আর জান্‌তেম না, করোনারের কাছে কেবল সেই কথাই আমি বোল্লেম। যখন আমি ফটকের দরজাবন্ধের শব্দ পাই, রাত্রি তখন কত, সে প্রশ্নেরও ঠিক উত্তর আমি দিতে পাল্লেম না। যতক্ষণ আমার জোবানবন্দী হলো, ততক্ষণ আমি যেন কতই জবুথবু ছিলেম। যখন আমি সে ঘর থেকে বেরুলেম, তখন দেখ্‌লেম, অনেক লোক এক জায়গায় জমা হয়ে গণ্ডগোল কোচ্চে। কত লোক, কোথাকার লোক, অনুমানে এলো না। আমি যেন কুয়াসার ভিতর দাঁড়িয়েছিলেম! লোকেরাও যেন কুয়াসায় আচ্ছন্ন! শেষ বেলায় আমি শুন্‌লেম, করোনারের জুরিরা রায় দিয়ে গেলেন, "জ্ঞানকৃত নরহত্যা!—কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদিগের দ্বারা এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে!"

দিনকতক অতীত হয়ে গেল। সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, ক্রমশই শোক-দুঃখের ভাব লঘু হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো।—আমিও তখন আমার নিজের ভবিষ্যৎভাগ্য চিন্তা কর্‌বার অবকাশ পেলেম। অনারেবল মল্‌গ্রেভ সস্ত্রীক কিছুদিন দেল্‌মরপ্রাসাদেই অবস্থান কোল্লেন। কর্ত্তার জামাতাকে সকলেই তখন কর্ত্তা বোলে মান্য কোত্তে লাগ্‌লো। আমিও বাধ্য হয়ে তাঁরে কর্ত্তা বোলে স্বীকার কোত্তে শিখ্‌লেম।

হায় হায়!—অদৃষ্টই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্! যিনি আমারে আমার আশ্রয়দাতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, নিজের চাকর কোরে রাখ্‌তে চেয়েছিলেন, আমার দয়াময় আশ্রয়দাতার নিদারুণ পরিণামের পর অদৃষ্ট আমারে অভাবনীয়রূপে সেই লোকের হাতেই সোঁপে দিলে! মল্‌গ্রেভ ইচ্ছা কোরেছিলেন, আমারে চাকর রাখেন, অবস্থার গতিকে তাঁর ইচ্ছাই সফল হলো! আমি যেন মল্‌গ্রেভের চাকর হোলেম! মল্‌গ্রেভ আমারে দুরন্ত লানোভারের হাত থেকে পরিত্রাণ কোর্‌বেন কি না, অনুমানে তা আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না।—লানোভার যদি আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে,—এ রাজ্যের আইনের পরাক্রমেই যদি দুরাচার লানোভার আবার আমারে এ আশ্রয় থেকে কেড়ে নিতে আসে, আমার প্রভু মল্‌গ্রেভ সে সময় এই গরিবের পক্ষ হবেন, কিম্বা সেই রাক্ষসের পক্ষ অবলম্বন কোর্‌বেন, সেটাও তখন আমার অনুমানে এলো না!

দুর্ভাবনায় অধীর হোলেম। কুমারী এদিথা আপনার ঘরেই থাকেন, ঘর থেকে আর বাহিরে আসেন না। দাসীরা বলাবলি করে, সেই সুশীলা কুমারীটী পিতৃশোকে নিতান্ত আচ্ছন্ন। অল্পবয়সে মাতৃবিয়োগ,—পিতার আদরেই আদরিণী ছিলেন, পিতাও গেলেন! কুমারী এখন মাতৃপিতৃহারা অভাগিনী কুমারী! এদিথার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ক্লারাসুন্দরী প্রথম প্রথম খানিকক্ষণ ঘন ঘন মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, তার পরেই যেন আর কোথাও কিছু নাই! অনেক পরিমাণে শান্ত হয়েছেন। এদিথা কিন্তু ভগিনীর ন্যায় শোকসম্বরণে সমর্থ হোলেন না।

ক্লারাসুন্দরী দেল্‌মরপ্রাসাদের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হোলেন। দাসীদের সকলকেই শোকচিহ্ন ধারণের আদেশ দিলেন। তাঁর স্বামীও পুরুষ-চাকরগুলিকে সেইরূপ উপদেশ দিয়ে শ্বশুরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বন্দোবস্তে ব্যাপৃত হোলেন।

মহানুভব দেল্‌মরের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে পল্লীমধ্যে মহা আন্দোলন আরম্ভ হলো। হত্যাকারী দস্যুদের গ্রেপ্তারের জন্য মান্যবর মল্‌গ্রেভ অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা কোরে দিলেন। পুলিষের লোকেরাও বিধিমত প্রকারে হত্যাকারীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাক্‌লো। চেষ্টা হলো অনেক প্রকার, কিন্তু কিছুতেই কিছু সন্ধান পাওয়া গেলো না। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দুদিন পূর্ব্বে আর একটী ভদ্রলোক উপস্থিত হোলেন। তিনি একজন পাদ্‌রি। নাম হেনিরি হাউয়ার্ড। সেই পাদ্‌রিসাহেবটী দেল্‌মর মহোদয়ের মৃত পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্র। সেই সম্পর্কে দেল্‌মরের কন্যাদুটীর ভাই হন। হাউয়ার্ডের বয়ঃক্রম প্রায় চব্বিশ বৎসর। সম্প্রতিই ধর্ম্মযাজকের পদে প্রতিষ্ঠিত।

আমি শুন্‌লেম, পাদ্‌রির পদে পদস্থ হবার পর পাদ্‌রি হাউয়ার্ড ডিবন্‌সায়ার প্রদেশে একটী ক্ষুদ্র নিকেতনে বাস করেন। সেই স্থানটী দেল্‌মরপ্রাসাদ থেকে অনেক দূর। সেই কারণেই তাঁর উপস্থিত হোতে অত বিলম্ব হয়েছিল।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয়ে গেল। গোলমাল অনেক চুকে গেল। কিন্তু সে দিনটী যে আমাদের সকলের পক্ষে কি ভয়ানক কষ্টের দিন, সে কথা মুখে বল্‌বার নয়। জীবনকালের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা আমি কখনই ভুল্‌বো না। দিন ত গেলো, দেল্‌মরের কথাও পুরাতন হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো; কিন্তু আমার কথা কিছুই পুরাতন হলো না। এখন আমার নিজের ভাগ্যে যে কি ঘোট্‌লো, আমার ইতিহাসে সেই ঘটনাই অগ্রে প্রকাশ করা আবশ্যক। কি ছিলেম, কি হোলেম, কোথায় এলেম, কোথায় আবার যাই, পাঠকমহাশয় এই স্থলে সেই দুর্দ্দৈবের কথা শ্রবণ করুন।

সমাধিস্থান থেকে ফিরে এসে বাটীর পরিবারেরা সকলেই সেই প্রশস্ত পুস্তকাগারে সমবেত হোলেন। উইল পড়া হবে, উইলের বয়ানগুলি সকলে শ্রবণ কোর্‌বেন, সেই নিমিত্তই সমবেত হওয়া।—সকলেই এলেন, কেবল কুমারী এদিথা এলেন না। শোকে দুঃখে তিনি নিতান্তই অভিভূতা। আপ্‌নার ঘরেই শুয়ে থাকেন, একবারও বাহিরে আসেন না। মনঃপীড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুমারীর এক শক্ত পীড়া উপস্থিত!

সকলে লাইব্রেরীঘরে একত্র হয়েছেন, সমাধি-শকটেরা বিদায় হয়ে গেছে, গোলমাল অনেক থেমেছে; এমন সময় একখানা গাড়ী এলো। আমি তখন আপ্‌নার ঘরে বোসে ছিলেম।—গবাক্ষ দিয়ে দেখ্‌লেম, ভাড়াটে গাড়ী।—বোসে ছিলেম গবাক্ষে, শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ, মন ছিল অন্যদিকে। গাড়ীখানার ঝুণ্‌ঝুনু ঘর্ঘর শব্দ শুনে, চোম্‌কে উঠে চেয়ে দেখ্‌লেম, ভাড়াটে গাড়ী!

মন তোর্কে উঠ্‌লো। মনের গতিতে তৎক্ষণাৎ অনুভব কোল্লেম, এ গাড়ী হয় ত আমার জন্যেই এসেছে!—এ গাড়ীতে যে লোক আছে, সে হয় ত আমার কথাই কিছু বোল্‌বে! অনুভব মিথ্যা হলো না। কিয়ৎক্ষণ আমি মানসিক যন্ত্রণায় বড়ই উতলা থাক্‌লেম। একটু পরেই আমার ভাগ্যে মহা কুগ্রহ সমপ্রাপ্ত হলো! সে সময় যে আশঙ্কা আমার পক্ষে সাংঘাতিক আশঙ্কা, সেই আশঙ্কাই যেন অকস্মাৎ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো! ঠিক সেই সময়েই আমার তলব হলো। তৎক্ষণাৎ আমি নীচের বৈঠকখানায় উপস্থিত হোলেম। দেখ্‌লেম কি? দেখ্‌লেম, সেই দুরাচার রাক্ষসাকার লানোভাব!—লোকটা সেই ঘরের ভিতর এ ধার ও ধার পায়চারী কোচ্চে, হাত দুখানা পিঠের দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে, পৃষ্ঠের কুঁজটী আরও যেন উঁচু হয়ে উঠেছে! পূর্ব্বে একবার যে চেহারা দেখেছিলেম, এবারে তার চেয়ে আরও যেন বিকট চেহারা! অত্যন্ত কদাকার, অত্যন্ত ভয়ানক,—অত্যন্ত বিকলাঙ্গ! তার মুখখানা তখন আরও যেন বিকট বিকট দেখাচ্ছিল! একে ত সেই বাঁদুরে মুখ, তার উপর আবার আহ্লাদের সঙ্গে গর্ব্বমাখা! অন্য লোকে কি মনে করে বোল্‌তে পারি না, কিন্তু আমি ত

ভাবলেম, বড়ই ভয়ানক! মানুষের আকারে রাক্ষসের আবির্ভাব! দেখেই আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠ্‌লো! ভয়ের সঙ্গে ঘৃণা আর ত্রাস! ভয়, সংশয়, বিস্ময় আমারে তখন যার পর নাই ব্যাকুল কোরে তুল্লে!

সবেমাত্র আমি নীচের ঘরে প্রবেশ করেছি, হঠাৎ দেখি, অনারেবল্‌ মল্‌গ্রেভ আরক্ত বদনে উপর থেকে নেমে আস্‌চেন। এদিক ওদিক চারিদিক চেয়ে সক্রোধে তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "কে?—কে এখানে?—কে আমাকে ডাকে?"

"আমি মহাশয়! এ বাড়ীর নূতন কর্ত্তার সঙ্গে আমার কি সাক্ষাৎ হোতে পারে? তাঁর সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।—তাঁর কাছে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।" কুঁজোটা এইরূপ আস্ফালন কোরেই ধাঁ কোরে মাথার টুপিটা খুলে ফেল্লে।—ফেলেই সেই বান্দরে চক্ষে কট্‌মট্‌ কোরে আমার দিকে হিংসাপূর্ণ কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ কোল্লে! আমি আস্‌ছিলেম, থোম্‌কে দাঁড়ালেম। কুঁজোটা আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কার নাম অনারেবেল মল্‌গ্রেভ? তিনিই কি এ বাড়ীর কর্ত্তা?"

মল্‌গ্রেভ উত্তর কোল্লেন, "আমিই মল্‌গ্রেভ; কিন্তু এ বাড়ীর কর্ত্তা বোলে আমার পরিচয় দিবার অধিকার আছে কি না, এখনও পর্য্যন্ত তা আমি ঠিক জানি না। আমার শ্বশুরের মৃত্যু হয়েছে, দুষ্টলোকে তাঁরে খুন করেছে, তিনি উইল কোরে গেছেন, সেই উইলখানি আজ পড়া হবে। আমার শ্বশুরের সম্পত্তির উপর আপনার যদি কিছু দাবী দাওয়া থাকে,—আমার বোধ হোচ্চে, তাইই থাক্‌তে পারে,—তা যদি থাকে—"

"না মহাশয়! সে কাজের জন্যে আমার এখানে আসা নয়,—বাটীর উপর কোন দাবী দাওয়া নয়;—আমার—"

"তবে আপনার কি প্রয়োজন?"—অধিক ক্রোধে যেন চমৎকৃত হয়ে মল্‌গ্রেভ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে আপনার কি প্রয়োজন?—আপনি তবে এখানে কি চান? আপনি কেমন লোক?—এই শোকদুঃখের সময় বাড়ীর পরিবারেরা সকলেই একত্র হয়েছেন, উইল পড়া হবে, এমন সময় আমাকে সে মজলিস্‌ থেকে হঠাৎ ডেকে পাঠানো ভারি অন্যায়!—ভারি অসভ্যতা!—আপনি এমন অসভ্য কেন?"

"ক্ষমা করুন্‌!"—একটু নরম হয়ে লানোভার উত্তর কোল্লে, "ক্ষমা করুন্‌! আমি নিশ্চয় মনে কোরেছিলেম, গত কল্যই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চুকে—"

"আচ্ছা আচ্ছা"—বিরক্ত বদনে সংক্ষিপ্ত কথায় মান্যবর মল্‌গ্রেভ শীঘ্র শীঘ্র বোলে উঠ্‌লেন "আচ্ছা আচ্ছা, বলুন, আপনার এখানে কি দরকার?"

কুঁজোটা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে উত্তর কোল্লে, "ঐ ছোক্‌রা আমার ভাগ্নে হয়,—ঐ ছোক্‌রাকেই আমি চাই! আমি—"

ঘরের চতুর্দ্দিকে চেয়ে মান্যবর মল্‌গ্রেভ একটু রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোন্‌ ছোক্‌রা?—আপনি কি জোসেফের কথা বোল্‌ছেন?"

"ঐ—ঐ!—ঐ ছোক্‌রাকেই আমি চাই!—ও ছাড়া—"

PRINTED BY KHIROD NATH GHOSH, RAMAYAN PRESS, No 115/1 GREY STREET, CALCUTTA.

"আচ্ছা,—জোসেফ যদি আপনার ভাগ্নে হয়,—আচ্ছা, জোসেফ এখানে চাকরী করে,আপনার কি সে ইচ্ছা আছে?—ও কথার মীমাংসা এখন হোতে পারে না। বিচারে কে এখন এই বাড়ীর কর্ত্তা বা কর্ত্রী হয়, সেটী যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চয় না হোচ্চে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ও কথারও মীমাংসা নাই।"

"আপনি আমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্চেন না!"—আর একবার আমার দিকে বান্দরে চক্ষু ঘুরিয়ে, মল্‌গ্রেভের দিকে চেয়ে, লানোভার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আপনি আমার কথা বুঝ্‌তে পারেন নি। আমার ভাগ্নেকে আমি সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে চাই। যাতে কোরে ওর ভাল হয়, যাতে কোরে সুখে থাকে, সেই চেষ্টাই আমার।"

"হাঁ!—কথাটা তবে বোদ্‌লে যাচ্চে!—আপনার ভাগ্নে, আপনার যা ইচ্ছা, তাই আপনি কোত্তে পারেন, আপ্‌নার ভাগ্নের উপর আপ্‌নার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু আপনি যদি না নিয়ে যান, তা হোলে আমি ঐ ছোক্‌রাকে আমার নিজের কাজেই নিযুক্ত রাখ্‌তে ইচ্ছা করি। ছেলেটী বড় ভাল। আমার কাছে যদি থাকে, তা হোলে আমি বড়ই খুসী হব। পূর্ব্বেও আমি জোসেফকে এই কথা বলেছি, এখনও আহ্লাদপূর্ব্বক স্বীকার কোচ্চি, ভাল কাজ দিব, বেশ আদরযত্নে রাখ্‌বো।"

"তাই আমি থাক্‌বো!"—আহ্লাদে উৎসাহ পেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ বোলে উঠ্‌লেম, "তাই আমি থাক্‌বো। আপ্‌নার দয়াময় শ্বশুরের নিকটে আমি যেমন ছিলেম, আপ্‌নার আশ্রয়েও আমি সেইরূপ সুখে থাক্‌বো, এই আমার আকিঞ্চন। আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বো!"—কুজোটার দিকে চাইতে চাইতে সশঙ্কহৃদয়ে মল্‌গ্রেভের কাছে আমি ছুটে গেলেম।"—মনে কোল্লেম, ভগবান্ বুঝি আবার সুদিন দিলেন! আমার দয়ালু আশ্রয়দাতার জামাতা আমার রক্ষাকর্ত্তা হবেন; সেই আহ্লাদেই আমি আশ্বস্ত। পূর্ণ উৎসাহেই আমি পুনরুক্তি কোল্লেম, "দোহাই আপনার!—আপ্‌নার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বো!"

লানোভার যেন লাফিয়ে উঠে বোলে উঠ্‌লো, "না মহাশয়! তাতে আমি রাজী নই! এ বালক অবশ্যই আমার সঙ্গে যাবে। আপনি ঐ চাকরের পোষাক খুলে নিন্! জোসেফ্‌কে আমি যদি—

"না না;—ঐ পোষাকেই জোসেফ বিলক্ষণ তুষ্ট আছে। যা আমি শুনেছি, তাতে আমার প্রত্যয় জন্মেছে, ঐ পোষাকেই—হাঁ,—জোসেফ্ যখন প্রথম এখানে আসে, তখন বড়ই দুর্দ্দশা ছিল, পরিধানের বস্ত্র পর্য্যন্ত ছিল না।"—এই পর্য্যন্ত বোলেই আমার মুখ পানে চেয়ে মল্‌গ্রেভ আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন "দেখ জোসেফ্! আমি আর তবে কি কোত্তে পারি? তুমি তবে তোমার মামার সঙ্গে ঘরে যাও! তুমি খুব ভাল ছেলে। এই লও, দুটী মোহর তোমার পুরস্কার!"

আমি স্তম্ভিত হয়ে মল্‌গ্রেভের মুখপানে চাইলেম। তিনি আমার হাতে মোহর দিতে আস্‌ছিলেন, বাধা দিয়ে লানোভার তাঁকে নিবারণ কোল্লে। গর্ব্বিতস্বরে কুঁজ নাড়া

দিয়ে বোল্লে, "না—না—না!—জোসেফ কোন লোকের দান চায় না! জোসেফের কোন পুরস্কার প্রয়োজন হবে না। কেন না, আপনি যেমন বড়লোক, আমিও তেম্নি বড়লোক। আমার ধনদৌলত অনেক। জোসেফকে আমি রাজপুত্রের মত রাখ্‌বো; জোসেফের অভাব কি?—কোন অভাব নাই,—কোন ভাবনা নাই, জোসেফের ভিক্ষা পাবার প্রত্যাশা নাই। আমি একজন বড়লোক। আমার ভাগ্নেকে আমি অবশ্যই বড়লোকের মত রাখ্‌বো।"

"যাই আপনি করুন, যাই আপনি ভাবুন, আমার সঙ্গে ও রকম জোরে জোরে কথা কবেন না! বিশেষতঃ এ সময়।"—গম্ভীরবদনে মল্‌গ্রেভ মহাশয় লানোভারকে ঐরূপ কথা বোলে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বিশেষতঃ এ সময়!—বাড়ীর সকলেই এখন শোকে আচ্ছন্ন!"

মল্‌গ্রেভের প্রতি করুণনেত্র সঞ্চালন কোরে আমি করুণস্বরে বোল্লেম, "দোহাই পরমেশ্বর!—দোহাই, মহাশয়!—আমি এখন বড় বিপদেই পোড়েছি!—আশ্রয়হারা হয়েছি!—আমি এখন নিরুপায়! দোহাই আপনার! আপনি আমারে পরিত্যাগ কোর্‌বেন না! আপনি আমায় দূর কোরে দিবেন না! আপনি আমারে পরের হাতে সমর্পণ কোর্‌বেন না!—আমি গরিব!"

আমার দিকে চেয়ে মাস্টর মল্‌গ্রেভ উত্তর কোল্লেন, "জানি, তুমি গরিব, কিন্তু আমি তার কি কোত্তে পারি? তোমার মামা তোমাকে চান, আমিও তোমার মঙ্গল চাই, এই পর্য্যন্ত। এর বেশী আর কিছুই আমি কোত্তে পারি না।"

এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ঘূর্ণিতনয়নে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ কোরে অনাবেবল মল্‌গ্রেভ তাড়াতাড়ি উপরের সিঁড়িতে উঠে গেলেন। ভয়ানক কুঁজোটা সেই সময় সুযোগ পেয়ে জোরে আমার হাত ধোরে টানাটানি আরম্ভ কোল্লে! টেনে টেনে ঘর থেকে বাহির কোরে নিয়ে গেলো! যে গাড়ীখানাতে নিজে এসেছিল, সেই গাড়ীখানার ভিতর জোর কোরে আমারে টেনে তুল্লে! আমি অস্ফুটস্বরে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম। যে বাড়ীতে খুন হয়েছে, সেই বাড়ী আমি পরিত্যাগ কোরে যাচ্চি, সেই জন্যই আমি রোদন কোল্লেম। রোদন কোরেই আবার আপনা আপনি থেমে গেলেম। দুঃখের আগুনে আমার মন পুড়্‌তে লাগ্‌লো। বাড়ীর জনপ্রাণীর কাছেও বিদায় নিতে পেলেম না। ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়ারা আমারে নিয়ে যথাশক্তি ছুট দিলে।—আমি কেঁদে উঠ্‌লেম! ঝন্‌ঝন্‌শব্দে গাড়ীখানা গাড়ীবারাণ্ডা থেকে বেরিয়ে গেল!

একাদশ প্রসঙ্গ।

এ মেয়ে কার?

আমি গাড়ীতে।—অহো! অদৃষ্টচক্রের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন!—যে নরাকার রাক্ষসকে দেখে আমার আত্মাপুরুষ কাঁপে, যে রাক্ষসকে দেখে প্রাণের ভয়ে আমি দুইবার ছুটে পালিয়েছি, যারে দেখে আমার ততখানি ভয়, গাড়ীর ভিতর সেইলোক আমারি পাশে বোসে! গাড়ীখানা যখন উদ্যান পার হয়ে যায়, তখন আমি আবার চীৎকার কোরে কেঁদে উঠি। চক্ষের জলে চক্ষু যেন অন্ধপ্রায় হয়ে যায়। ফটকের মুখে দরোয়ানের ঘর। সে দিকে চাইলেম, কিছুই যেন দেখ্‌তে পেলেম না। দরোয়ান অথবা তার পত্নী, অথবা তার পুত্র, কেহই আমারে গাড়ীর ভিতর দেখ্‌তে পেলে কি না, আমি সেটী জান্‌তে পাল্লেম না। লানোভার নীরব। তার মুখে একটীও কথা নাই। আমিও ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটীবারও তার মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লেম না। কাঁপুনিটা যখন একটু থাম্‌লো, সেই সময় ইচ্ছা হলো, তার মুখপানে একবার চেয়ে দেখি। কেন ইচ্ছা হলো?—সেই দুরন্ত বানরমুখো রাক্ষস আমারে নিয়ে কি কোর্‌বে,—তার মনের ভিতরের আসল মৎলবটা কি,—সেইটী নিরূপণ কর্‌বার জন্য।—ইচ্ছা হলো, কিন্তু সাহস হলো না;—চাইতে পাল্লেম না! ওঃ!—যার মুখপানে চাইতে পাল্লেম না, তারে আমি কিপ্রকারে মামা বোলে ভক্তিশ্রদ্ধা কোর্‌বো?—কেমন কোরে তারে আমি আপ্‌নার লোক বোলে স্বীকার কোর্‌বো?—সত্য সত্যই সে যদি আমার মামা হয়, তা হোলেই বা কি? তেমন কদাকার পিশাচ কখনই আমার বিশ্বাসপাত্র হোতে পার্‌বে না;—তবে যে কেন আমারে অমন আশ্রয় থেকে কেড়ে নিয়ে চোলেছে, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

গাড়ীখানা রাজধানীর দিকে ছুট্‌লো। খানিকদূর গিয়ে একটু সাহসে ভর কোরে একবার আমি বক্রনয়নে লানোভাহেবের মুখপানে চাইলেম। তখন তার মুখের ভাবে কোনপ্রকার ভালমন্দ লক্ষণ বুঝ্‌তে পাল্লেম না। রাগভরে উদাসী উদাস ভাব; কিন্তু কোন হিংসাদ্বেষের লক্ষণ দেখা গেল না। তখনও পর্য্যন্ত তার মুখে একটীও কথা নাই। আমার চক্ষে তার সেই নেউলচক্ষু আকৃষ্ট হলো। আমি অম্‌নি মুখ ফিরিয়ে নিলেম। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌লো। কপালে কি ঘটে, সেই চিন্তাই প্রবল!

সংক্ষেপেই বলি।—গাড়ীখানা চোল্লেছে। অনেকদূর গিয়ে গ্রেটরসেল্‌ষ্ট্রীটে গাড়ীখানা থাম্‌লো। সে রাস্তার বাড়ীগুলি বেশ সুন্দর সুন্দর। বোধ হলো যেন, ভদ্র ভদ্র লোকেরাই সেখানে বাস করেন। সেই সকল বাড়ীর একখানা বাড়ীর দরজার কাছে

গাড়ীখানা দাঁড়ালো। লানোভার আমাকে রুক্ষস্বরে নাম্‌তে বোল্লে। একজন দাসী এসে দরজা খুলে দিলে। দাসীটার অবয়বে ভয়ানক কঠোর কর্কশভাব বিদ্যমান, দৃষ্টিও কর্কশ; তার সমস্ত চেহারাখানা যেন অলক্ষণে মাখা! দাসীকে দেখেই আমি বুঝ্‌লেম, লানোভারের সমস্তই অলক্ষণ,—সমস্তই অমঙ্গল! লানোভার আমারে একটা বৈঠকখানায় নিয়ে গেলো। সেখানে দেখি, একটী স্ত্রীলোক। অঙ্গসৌষ্ঠবে ভদ্রলোকের কন্যা বোধ হলো। কিন্তু অত্যন্ত ম্লান, অত্যন্ত বিষণ্ণ, শরীরে যেন কোন পীড়া আছে; বয়স অনুমান ৩৫ বৎসর। স্ত্রীলোকটী সেই ঘরের মধ্যে বোসে আছেন। স্বভাবসিদ্ধ ঝন্‌ঝনে কর্কশ আওয়াজে লানোভার সেই স্ত্রীলোকটীকে বোল্লে, "এই সেই জোসেফ্।" স্বরে কোন প্রকার দয়া-বাৎসল্যের চিহ্ন বোঝা গেল না। স্ত্রীলোকটী কে?—শেষে জান্‌লেম, লানোভারের স্ত্রী। স্ত্রীকে সম্বোধন কোরে লানোভার পুনর্ব্বার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "দেখ, জোসেফের উপর সর্ব্বক্ষণ তুমি তীক্ষ্নদৃষ্টি রেখো, খবরদার থেকো; ছেলেটা ভারি চঞ্চল! নজর রেখো। ছোট ছোট কুকুর যেমন থেকে থেকে ছুটে পালায়, আমি শুনেছি, এ ছোক্‌রাও ঠিক তাই। আমার এখন বিশেষ দরকার আছে, এখন আমি বাহিরে চোল্লেম। জোসেফের ভালরকম পোষাকের মাপ দিবার জন্য শীঘ্রই একজন দর্জ্জীকে এখানে পাঠাবো।"

এইরূপ উপদেশ দিয়েই লানোভার সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। ক্ষীণ, কম্পিত, মিহি আওয়াজে তার পত্নী উত্তর দিলেন, লানোভার সে উত্তর শুন্‌তে পেলে না; শোন্‌বার জন্যে অপেক্ষাও কোল্লে না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটীর ভাবভঙ্গী দেখে আমি বুঝ্‌লেম, তিনিও ঐ লোকটাকে ভয় করেন।—কেই বা ভয় না করে? সে চেহারা দেখে যার ভয় না হয়, সে লোক কেমন, আমি সে কথা বোল্‌তে জানি না।

লানোভারের স্ত্রী লানোভারের মত ভয়ানক ছবি দেখালেন না। তাঁর আকার-প্রকারে স্নেহভাব লক্ষিত হলো। মনে মনে আমি তাঁরে বিশ্বাস কোল্লেম। যদিও তিনি ম্লান, যদিও তাঁর রুগ্নশরীর, কিন্তু চক্ষের ভঙ্গীতে দয়ার ছায়া দেখা গেল। রুগ্নভাব দেখে অনুমান কোল্লেম, রোগ হয় ত যক্ষ্মাকাশ। তা হোলে কি হয়? সেই রুগ্নবদনে বিলক্ষণ প্রফুল্লতার আভা আছে। যৌবনে তিনি সাধারণ সুন্দরী ছিলেন না। এখনও সে অবয়বে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন আছে। সৌন্দর্য্যদর্পণে দয়া-মমতার প্রতিবিম্ব, নম্রতার প্রতিবিম্ব। চেহারাটী দেখ্‌লেই আমার মত ভগ্নহৃদয়ে অবশ্যই ভক্তি আসা সম্ভব;—এলোও তা! আমি যেন কতক কতক আশ্বস্ত হোলেম। যদিও তখন আমি শোকে দুঃখে অত্যন্ত কাতর, তথাপি আশ্চর্য্য জ্ঞান কোরে মনে মনে ভাব্‌লেম, এ কি?—কি আশ্চর্য্য!—এমন সুন্দরী রমণী কি প্রকারে সেই ভয়ঙ্কর কুব্‌জ রাক্ষসের পত্নী হলো!

লানোভার চোলে গেল। আমি যখন সেই নূতন স্ত্রীলোকটীর কাছে একা থাক্‌লেম,

তখন তিনি সস্নেহ নয়নে আমার মুখপানে চেয়ে আমার একখানি হাত ধোল্লেন। ভাবে বুঝ্লেম, দয়া হলো। তিনি আমারে বোস্তে বোল্লেন। আমি বোস্লেম। সস্নেহে তিনি আমার মুখচুম্বন কোল্লেন;—বোল্লেন, "জোসেফ ! ভয় কোরো না তুমি, এ তোমার নিজের ঘর। আমি তোমারে যত সুখে রাখ্তে পারি, বিবিধমত প্রকারে তার চেষ্টা পাবো।"

লানোভারের পত্নী আমার সঙ্গে কথা কইলেন। কথার সঙ্গে সঙ্গেই সজোরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন।—অনিচ্ছায় দীর্ঘ নিশ্বাস ! যদিও তিনি আমারে ভয়ের কথা বোল্লেন না বটে, কিন্তু লক্ষণ দেখে অনুভবে আমি বুঝ্লেম, তিনি যেন ভাব্লেন, তার স্বামীর—তাঁর দুরন্ত স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা তাঁর ক্ষমতার অতীত; সম্পূর্ণরূপেই ক্ষমতার অতীত।

ক্ষমতার অতীত, সেটী নিশ্চয়। তাদৃশ রাক্ষসের অধীনে থেকে তার মৎলবের বিরুদ্ধে কাজ করা সকলেরই ক্ষমতার অতীত;—সেটী আমি বুঝ্লেম। লানোভারপত্নী সেই সময় আমারে উপর্য্যুপরি গুটীকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন। দেল্মর প্রাসাদের শোচনীয় ঘটনার প্রশ্ন ! প্রশ্নগুলি আমি শুন্লেম। প্রশ্নকর্ত্রী যখন দেখ্লেন, সে ভয়ঙ্কর ঘটনার পরিচয় দিতে আমার কতই কষ্ট হোচ্চে, সে সকল ভয়ঙ্কর প্রশ্নের উত্তর দিতে কতই আমি অবশ হয়ে পোড়্ছি, যখন তিনি দেখ্লেন, আমার দুটী চক্ষু দিয়ে অনবরত জলধারা গড়াচ্চে, আমার মনের ভাব বুঝ্তে পেরে তখন তিনি সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলেন;—অন্য প্রসঙ্গ তুল্লেন। আমার শৈশবাবস্থার কথা, জন্মবৃত্তান্তের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমার বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান হলো। তিনি আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানেন না। ভেবে চিন্তে চমকিতভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপ্নি কি আমার মাতাপিতাকে জানেন?"

"না বৎস ! আমার পতির পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও সঙ্গে কখনই আমার আলাপ পরিচয় নাই।"

স্ত্রীলোকটীর এই উত্তর শ্রবণ কোরে আমি তখন নিশ্চয় বিশ্বাস কোল্লেম, যথার্থই তিনি সেই দুরন্ত লানোভারের পত্নী। আবার আমার বিস্ময়ভাব বেড়ে উঠ্লো। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিসংসার চমৎকার ! কেমন লোকের সঙ্গে কেমন লোকের মিলন, কেমন স্ত্রীর সহিত কেমন পুরুষের পরিণয় সংঘটন, নিঃসংশয়রূপে সকল লোক সেটী বুঝে উঠ্তে পারেন না।—এমন মৃদুস্বভাবা সুশীলা ভদ্রলোকের কন্যা কি প্রকারে যাবজ্জীবনের জন্য তাদৃশ নরাকার রাক্ষসের হস্তে আত্মসমর্পণ কোরেছেন ! বিস্ময়ে চমকিত হয়ে আমি তাঁর মুখপানে চাইলেম। মুখের ভাব দেখে বুঝ্লেন, যা আমি ভাবছি, তিনি হয় ত তার কতক কতক বুঝ্তে পেরেছেন। কেন না, সেই সময় তাঁর মুখখানি যেন আরও বিবর্ণ হয়ে এলো;—বিনম্রনয়নে ঘন ঘন জল পোড়্তে লাগ্লো।

উপরের সিঁড়িতে ধীরে ধীরে যেন কোন লোকের পায়ের শব্দ হলো। কে যেন

ধীরি ধীরি উপর থেকে নীচে নেমে আস্‌ছে। লানোভারের স্ত্রী শশব্যস্তে নেত্রজল পরিমার্জ্জন কোরে একটু যেন শান্ত হয়ে বোস্‌লেন। ঘরের দরজাটা খুলে গেল। একটী যুবতী প্রবেশ কোল্লেন। তাঁরে দেখেই বিবি লানোভার একটু যেন উৎসাহের স্বরে বোল্লেন, "জোসেফ্! এটী আমার কন্যা;—এটী তোমার ভগ্নী হয়।"

ভগ্নী শুনেই আমি তাড়াতাড়ি উঠে অভ্যর্থনা কোত্তে দাঁড়ালেম। দেখেই আমার অপূর্ব্ব বিস্ময়!—কি দেখ্‌লেম!—কি চমৎকার সুন্দরী!—ঠিক যেন স্বপ্ন, ঠিক যেন স্বপ্নসুন্দরী! জননীর মুখেই শুন্‌লেম, কন্যার নাম আনাবেল্। আনাবেলের বয়স আর আমার বয়স প্রায় সমান। আমার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ, আনাবেলও পঞ্চদশবর্ষীয়া। এই বয়সেই স্ত্রীজাতির যৌবনের অঙ্কুর হয়। বিবিধ পুস্তকে পরমসুন্দরী রমণীগণের রূপলাবণ্যের যেরূপ বর্ণনা আমি পাঠ কোরেছি, ভাল ভাল কবি এবং উপাখ্যানকর্ত্তারা যে লাবণ্য বর্ণনে পরম পরিতোষ লাভ করেন, সুন্দরী আনাবেল্ সেই লাবণ্যের আকর;—সুন্দরী আনাবেল্ আমার চক্ষে পরম লাবণ্যবতী! পুস্তকে পাঠ কোরেছি বটে, কিন্তু তাদৃশ পরমলাবণ্যবতী যুবতী আমার নয়নের সম্মুখে আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। কখনও আমি পরমসুন্দরী যুবতী দেখি নাই। সেই কারণেই হোক, অথবা তার মধ্যে অন্য কারণই থাকুক, পরমসুন্দরী যুবতী সেই আমার প্রথম দেখা। আনাবেল পরমাসুন্দরী। উপাখ্যানকর্ত্তার সুখময়ী সৃষ্টি, স্বভাবকবির সুন্দরী কল্পনা, যেমন যেমন থাকে, আমার চক্ষে আনাবেলও যেন তাই! আনাবেলের বদনে বালিকাসুলভ সরলতা, অথচ সেই সরলতার সঙ্গে যেন পরম সুন্দর মাধুরী মাখা; ঈষৎ গম্ভীর,—ঈষৎ চিন্তাযুক্ত;—মনে যেন কোন প্রকার দুর্ভাবনা আছে, বোধ হোলো; কিম্বা হয় ত জননীর রুগ্নাবস্থা বোলেই আনাবেল তত বিষাদিনী। আনাবেল সুনয়না, দীর্ঘনয়না, নীলনয়না,—চক্ষের দীপ্তিতে সে মাধুরীর উপর আরও অপূর্ব্ব মাধুরী বিরাজিত। কপালখানি একটু চওড়া, অল্প অল্প উচ্চ; কেশগুচ্ছ বিকুঞ্চিত; মুখখানি বাদামে, চিবুক নিটোল,—বর্ণটী ধপ্‌ধপে শাদা, সেই শাদার উপর অল্প অল্প গোলাপী আভা;—ঠিক যেন মুকুলিত পদ্মফুল। ঠোঁটদুখানি পাতলা পাতলা,—দন্তপাঁতি যেন দুসার মুক্তাপাঁতি;—সমস্ত অবয়বে মানানসই। অবয়ব যৌবনের অঙ্কুর!

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর স্বরূপ চিত্রবর্ণনে আমি অক্ষম। যদিও আমি বালক, তথাপি সেই রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলেম। মোহিত হয়েছিলেম বোলেই, জ্ঞান হয়েছিল স্বপ্নসুন্দরী!—হঠাৎ যেন স্বর্গের কোন মধুময়ী বিদ্যাধরী আমার সম্মুখে উপস্থিত! চমৎকৃত হয়ে রূপের দিকেই আমি চেয়ে থাক্‌লেম। জগৎমোহিনী আনাবেলের জগৎমোহন রূপ আমার নয়নের সঙ্গে গেঁথে গেল!

পাঠক মহাশয় আমারে ক্ষমা কোর্‌বেন। একটী কুমারীর রূপবর্ণনে আমি অনেক বেশীকথা বোলে ফেল্লেম। বোলে ফেল্লেম বটে, কিন্তু সে চিত্রের সুচিত্র অঙ্কিত কোত্তে সমর্থ হোলেম না। নয়ন আমার যেন পাগল হলো! নয়ন যেন বোল্লে,

আনাবেলের তুল্য সুন্দরী আমার এ ইতিহাসে আর নাই। আমি বালক বোলেই হয় ত সেরূপ সৌন্দর্য্যের মীমাংসা আমার অন্তরে অন্তরে উদয় হয়েছিল। সুন্দরী আমি অনেক দেখেছি, তেমন সুন্দরী দেখি নাই, সেই জন্যই হয় ত অতুল্য বোলে বোধ হলো, এমনও হোতে পারে।—হোতে পারে বোলেই আমি বোল্লেম, আনাবেল নিরুপমা সুন্দরী! অনেক দিন অতীত হয়ে গেছে, আমার স্মৃতিশক্তিও অনেক রকমে পরিবর্ত্তিত হয়েছে, জগতের অনেক সুন্দর সুন্দর বস্তু আমি দেখেছি, কিন্তু তথাপি—তথাপি এখনও—এখনও এই যে ইতিহাস আমি বোল্‌ছি, যে সব কথা লিখে যাচ্ছি, এখনও সেই দিনের কথা আমার অন্তরে সমান প্রতিভা বিকাশ কোরে-খেলা কোচ্চে। সেই দিন—সেই ঘণ্টা সেই সকল মিনিট—যে সময় আমি আর আনাবেল সর্ব্বপ্রথমে মুখামুখী হয়ে একস্থানে দাঁড়িয়ে, সেই সময়ের কথা,—আমি জান্‌ছি,—আমি অনুভব কোচ্চি,—আমার বেশ স্মরণ হোচ্চে,—সেই সময়ের কথা,—সেই সময়েই আমি যেন কোন স্বর্গীয় উপদেশে স্থির কোরেছিলেম, সেই বিদ্যাধরী আনাবেল আমার ভবিষ্যৎ ভাগ্যসম্বন্ধে অসাধারণ উপকারে আস্‌বেন।

কি দেখ্‌ছি,—কি শুন্‌ছি,—কি বোল্‌ছি,—কিছুই মনে রাখ্‌তে পাচ্চি না। যেন থতমত খেয়ে সচকিতে সেই স্বপ্নসুন্দরীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি! স্বপ্ন কি সত্য, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেটী স্থির কোত্তে পাল্লেম না। স্বর্গকন্যা ছাড়া এ কন্যা আর কিছুই হোতে পারে না, এই ত আমার তখনকার বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসেই আনাবেলকে আমি স্বর্গসুন্দরী—স্বপ্নসুন্দরী বোলেই স্থির কোল্লেম। তখন যেন আমি নিদ্রাভিভূত ছিলেম। বোধ হলো যেন, অর্দ্ধতন্দ্রা,—অর্দ্ধস্বপ্ন। হঠাৎ যেন আনাবেলের জননীর বাক্যে আমার স্বপ্নভঙ্গ হলো। ক্ষীণস্বরে—ক্ষীণ অথচ প্রসন্নস্বরে আনাবেলের জননী আনাবেলকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আনাবেল! এই ছেলেটীর নাম জোসেফ্। তোমার পিতা যাকে এখানে আন্‌বেন বোলেছিলেন, এই সেই জোসেফ্। বার বার যে যারে তিনি যার কথা বোলেছিলেন, এই সেই জোসেফ্। বৎসে আনাবেল! এই জোসেফ্ তোমার ভাই হয়।"

ওঃ! আনাবেল আমার ভগ্নী! আমি আনাবেলের ভাই! কি আহ্লাদের কথা! সেই স্বর্গসুন্দরীকে আমি ভগ্নী বোলে সম্বোধন কোর্‌বো, এটা কি আমার সামান্য আহ্লাদ? আনাবেল!—স্বর্গসুন্দরী আনাবেল!—আনাবেল আমার ভগ্নী!—প্রিয়—প্রিয়—প্রিয়ভগ্নী! ওঃ! আমি কি ভাগ্যবান্!

আনাবেল আমার কাছে সোরে এলেন। বালিকাসুলভ লজ্জায় আনাবেলের গালদুখানি অকস্মাৎ সুরঞ্জিত হয়ে উঠ্‌লো। প্রফুল্লবদনে আনাবেল আমার দিকে একখানি হস্ত বিস্তার কোল্লেন। আনন্দে পুলকিত হয়ে ভগ্নী বোলে সম্বোধন কোরে আমিও মনের উল্লাসে তাঁর হাতখানি ধারণ কোল্লেম। সবেমাত্র আমাদের ঐপ্রকার স্নেহালাপ চোল্‌ছে, এমন সময় সেই—সেই বিকটবদনা দাসীটা এসে সংবাদ দিলে,

একজন দর্জ্জী এসেছে, আমার গায়ের মাপ নেবে। দর্জ্জীও সেই সময় ঘরের ভিতরে প্রবেশ কোল্লে।—অল্পক্ষণ মধ্যেই দর্জ্জীর কাজ সমাধা হয়ে গেল, দর্জ্জী চোলে গেল। আমি আনাবেলের কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম, আনাবেলের জননী নিকটেই বোসে থাক্‌লেন। আহা! তখন আমার এম্‌নি মনে হলো যে, ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্, লানোভারকে মামা বোলে সম্ভাষণ কোত্তে আর আমার বড় ঘৃণা থাক্‌লো না! কেন না, তাবে যদি মামা বলি, তা হোলে আনাবেল আমার ভগ্নী হবে। আনাবেলের জননী আমার মাতুলানী। এ দুটী স্নেহের সামগ্রীকে প্রাপ্ত হবার সূত্রই সেই লানোভারকে মামা বলা। লানোভার তার পত্নীকে বোলে গেছে, আমি কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই; এখন দেখ্‌ছি, সে কথাটা তার বলবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। তবে লানোভার তেমন কথা কেন বোল্লে?—বোল্লে হয় ত এই ভেবে যে, আমার দিকে যদি তীক্ষ্ণদৃষ্টি না রাখে, আমি যদি নজরবন্দীতে না থাকি, তা হোলেই হয় ত পালিয়ে যাব। কেন পালাব?—লানোভার হয় ত ভেবেছিল, তার স্ত্রীকন্যার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় নাই, তাঁদের সঙ্গে হয় ত আমার মিল হবে না, এই কারণেই সে হয় ত ভেবেছিল, আমি পালাব।

বারম্বার আমি চমকিত হয়ে চিন্তা কোত্তে লাগলেম, কি হলো!—রাক্ষসের ঘরে দেবকন্যা!—তেমন নির্দ্দয় পিশাচের এমন সুন্দরী পত্নী!—তেমন কদাকার পাষণ্ড পিতার এমন সুন্দরী কুমারী!—এমন বিসদৃশ ঘটনা কি প্রকারে সম্ভবে?—তুষারক্ষেত্রে পদ্মফুলের উদ্ভব!—এমন অস্বাভাবিক ঘটনা কি প্রকারে সম্ভব হলো?—আনাবেলের চেহারা, আনাবেলের চক্ষু, প্রতিক্ষণে আমারে নিঃসংশয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লো, নির্ম্মলা, অবলা, সরলা, দয়ামায়ার আধার, স্নেহের পুতলী! আনাবেলের স্বভাবে কপটতার লেশমাত্রও নাই। জননীর প্রতি আনাবেলের অকপট ভক্তি,—অকপট স্নেহ। জননীর পীড়া,—শক্ত পীড়া, সেই দুঃখে আনাবেল কাতরা! পীড়া যে সাংঘাতিক, আনাবেল সেটী বুঝ্‌তে পারেন নাই। কি যে পীড়া, সেটীও তাঁর জানা ছিল না। অচিরেই যে, জননীর আদরযত্ন ফুরিয়ে যাবে, অচিরেই যে মাতৃহারা হয়ে বালিকাবয়সে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হোতে হবে, আনাবেল সে কথার কিছুই জান্‌তে পারেন নাই। আনাবেল কেবল জান্‌তেন, জননীর পীড়া শক্ত,—অনেক দিন তিনি ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ কোচ্চেন। আনাবেল ভাব্‌তেন, শীঘ্রই হয় ত ভাল হবে। পরমযত্নে জননীর সেবা-শুশ্রূষা কোত্তেন, ব্যাধিশয্যার পার্শ্বে সর্ব্বক্ষণ বোসে থাক্‌তেন, জননীকে একটু সুস্থ দেখ্‌লেই বালিকার প্রাণ কতই আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌তো;—আনাবেল তা জান্‌তেন, আনাবেলই তা বুঝ্‌তেন। আনাবেলের জননী আনাবেলের মনের কথা বুঝ্‌তে পাত্তেন। যেমন কন্যা, তেমনি জননী!—কন্যার যেমন ভক্তি, জননীরও তেম্‌নি স্নেহ। রূপে আনাবেল সুন্দরী, সেই জন্যই মাতৃস্নেহ অধিক প্রবল, সেটা কোন কাজের কথা নয়;—একাধারে রূপগুণ দুইই আছে;—গুণেও আনাবেল পরম সুন্দরী!

PRINTED BY KHIROD NATH GHOSH, RAMAYAN PRESS, No. 115 1 GREY STREET CALCUTTA.

সেই সৌন্দর্য্যই স্ত্রীজাতির পরম সৌন্দর্য্য। মাতা কন্যাকে ভালবাসেন, কন্যা মাতাকে শ্রদ্ধা করেন, এটা কিছু নূতন কথা নয়,—বিচিত্রও কিছু নয়। তবে কি,—সেই যে স্নেহ, সেই যে ভক্তিশ্রদ্ধা, সেগুলি উভয়েরই অন্তরের সার সামগ্রী!

লানোভারের বাড়ীতে প্রবেশ কোরে প্রথমে যা আমি দেখ্‌লেম, প্রবেশের অগ্রে যা আমি ভেবেছিলেম, দেখার সঙ্গে সেটা অনেক তফাৎ। কেন না, এখানে লানোভারের বাড়ীতে লানোভারের পত্নী, লানোভারের কন্যা, এ দুটীর প্রকৃতি এক প্রকার, লানোভারের প্রকৃতি অন্যপ্রকার। প্রথমে যা আমি সন্দেহ কোরেছিলেম, সেটা হয় ত ঠিক নয়। আমি ভেবেছিলেম—না—কেনই বা ঠিক নয়,—তাই হয় ত ঠিক। এক সপ্তাহ থাক্‌তে থাক্‌তে আমি জান্‌লেম, সত্যই তাই ঠিক। কুঁজো লানোভারটা যথার্থই নিষ্ঠুর ডাকাতের সর্দ্দার! তার প্রাণে দয়ামায়ার চিহ্নমাত্রও নাই! তার বুকের ভিতর কুৎসিত কুৎসিত রিপুর দীর্ঘ দীর্ঘ ফোয়ারা! এক একবার সেই সকল ফোয়ারা ছুটে ভয়ঙ্কর ক্রোধের তুফান উঠে! এক এক সময় নিতান্ত পশুবৃত্তি অপেক্ষাও দুর্ব্ব্যবহার দেখায়। এক দিনেই থামে না, উপর্য্যুপরি বহুদিন তার সেই দুর্ব্যবহারের ফল ভোগ কোত্তে হয়। এক এক দিন এক এক প্রকার!

কিন্তু কে সেই লানোভার?—তার কাজকর্ম্ম কি?—কোন্ ব্রতে সে ব্রতী? সংসার চালায় কিসে?—আমার শোচনীয় আশ্রয়দাতা দেল্‌মরের সাক্ষাতে,—জামাতা কল্‌গ্রেভের সাক্ষাতে লানোভার নিজমুখেই বোলেছিল, সে একজন বড়লোক, তার ধনদৌলত অনেক, আপনার উপার্জ্জনেই সে আপ্‌নি বড়মানুষী করে। সে সব কথার মানে কি? বাড়ীর পশ্চাতে একটা ঘর,—সে ঘরটাকে সাজিয়ে রেখেছে যেন আফিস-ঘর;—মাঝে মাঝে লোক জনও আসে;—কাজকর্ম্মেরও কথা কয়;—কখনো কখনো নিজেও একাকী সেই ঘরে বোসে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিঠিপত্র লেখে;—কখনও বা সমস্ত দিন চুপটী কোরে ঘরের ভিতর বোসে থাকে;—সে ভাব্‌টাও এক আধ দিন নয়,—মাঝে মাঝে পাঁচসাত দিন ঘর থেকে বাহির হয় না;—কেবল খাবার সময় বাহিরে আসে।—কখনো কখনো দিবারাত্রিই বাহিরে বাহিরে কাটায়।—মুখে বলে, সদাসর্ব্বদাই বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত; কিন্তু কি যে সেই বিষয়কর্ম্ম, কেহই তা জানে না, নিজেও সে কথা সে জনপ্রাণীকে বলে না। অর্থেরও বড় একটা অনাটন হয় না।—ভাল খায়, ভাল পরে, বেশ থাকে, বাড়ীর ঘরগুলিও এক রকম সম্ভবমত সাজানো। বাড়ীতে দুজনী দাসী আছে। বন্দোবস্ত সব বেশ। পাওনাদারের লোকেরা বাড়ীতে গোলমাল কোত্তে আসে না। মহাজনেরাও একবার ছাড়া দুবার তাগাদা করে না। সে দিকে সব ঠিক, কিন্তু ব্যাপার কি? ব্যবহারে ত দেখায় প্রলয় ডাকাত! দেশে রাজা আছেন, রাজার বিচারালয় আছে, রাজবিধি আছে, কিন্তু কার জন্য?—লানোভারের জন্য নয়! লানোভারের ইচ্ছাই সমস্ত আইন! লানোভারের ইচ্ছাই সমস্ত বিচার!—সে বিচারের উপর আর আপীল নাই!

লানোভারের মঞ্জুরি বিনা সংসারের একটী সামান্য কার্য্যও সম্পন্ন হোতে পারে না! এমন দুরন্ত লোকের তেমন দয়াময়ী পত্নী, ইহাই বড় আশ্চর্য্য! সেই পত্নী যখন আমার মুখপানে চেয়ে প্রথমে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, আমারে সুখে রাখ্‌বেন বোলে যখন আশ্বাস দেন, লানোভার যখন আমারে নজরবন্দীতে রাখ্‌বার আদেশ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, সেই সময় সেই স্নেহবতীর মুখের ভাব দেখে আমি বুঝেছিলেম, দুরাচার স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ভাল কাজেও তাঁর কিছুমাত্র অধিকার নাই,—ক্ষমতাও নাই!

এই ত এক রকম অনেক কথা বলা হলো। প্রথম দিনের কথা অনেক বাকী আছে। লানোভার যেদিন আমারে সুখময় দেল্‌মরপ্রাসাদ থেকে প্রথম স্থানান্তর করে, সেই দিনের ঘটনার কথা অসমাপ্ত রাখা উচিত নয়। সেই দিনের কথাই আগে বলি। লানোভারের পত্নী, লানোভারের কন্যা, উভয়েই আমারে ভালবাস্‌লেন। তাঁদের কাছে বোসে আমি কথাবার্ত্তা কোচ্চি,—লানোভারের মুখে যে সম্পর্ক পেয়েছি, সেই সম্পর্ক ধোরেই সম্ভাষণ কোচ্চি,—বেলা ৪ টে বাজ্‌লো। যখন পৌঁচেছিলেম, তখন দুটো। লানোভার ফিরে এলো;—এসেই খেতে বোস্‌লো। বেশীকথা কিছুই বোল্লে না। যা কিছু বোল্লে, সমস্তই কর্কশ কথা। আমাদের তিন জনের উপরেই যেন রাগরাগ ভাব। আহার সমাপ্ত হলো। লানোভার আমারে সঙ্গে কোরে তার আফিস-ঘরে নিয়ে গেল। দুজনে আমরা সাম্‌নাসাম্‌নি বোস্‌লেম। লানোভার অনেকক্ষণ আমার পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌লো। দৃষ্টিতে যেন শয়তানি আনন্দ প্রকাশ পেলে! ভাবে বুঝ্‌লেম, আমারে আপ্‌নার কায়দায় পেয়ে ঈর্ষ্যায় যেন বিজয়লক্ষণ দেখালে! আমি কিন্তু তাতে বড় একটা ভয় পেলেম না। আনাবেলের শীলতা, আনাবেলের জননীর অমায়িকতা, যতটুকু আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তাতে কোরে লানোভারের দৌরাত্ম্যের ভয় কিছু আমার অল্প হয়ে এসেছিল;—ঘৃণা কমে নাই,—ভয়টা কিছু কোমেছিল। হিংসাক্রোধে জয়লাভে মত্ত হয়ে লানোভার যতই ঘন ঘন আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লো, ততই আমি মাথা হেঁট কোরে থাক্‌লেম। সমস্তই সহ্য কোল্লেম।

কর্কশ কণ্ঠস্বরকে ভিতরে ভিতরে শাণিয়ে তুলে, আরও কর্কশে লানোভার আবার আমারে বোল্লে, "আঃ! অনেকদিনের পর তুমি মামার বাড়ী এলে!—আচ্ছা,—যখন আমি তোমাকে আদর কোরে প্রথমে আন্‌তে গিয়েছিলেম, তখন তুমি যে রকম অবস্থায় অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিলে, সে কথা কি তোমার মনে পড়ে?—তা কি তুমি এখন বিবেচনা কোচ্চো?—ভেবে দেখ দেখি, তখন আমার সঙ্গে তুমি কতই চাতুরী খেলেছিলে!—এখন শোন;—এখানে যদি সেই রকম তাচ্ছিল্যভাব দেখাও, এখানেও যদি সেই রকম অবাধ্য হও, এখানেও যদি তুমি আমার উপর ঘৃণাভাব প্রকাশ কর, ফের্ যদি দুষ্টুমী দেখাও, চাম্‌ড়ার চাবুকে চাবুকে আমি তোমার গায়ের চাম্‌ড়া তুলে নেবো!—মেরেই ফেল্‌বো!"

কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক যেন রাক্ষসগর্জ্জন আমার কাণে এলো। আমি তখন থর থর কোরে কেঁপে উঠ্‌লেম। সে কম্প লানোভার স্পষ্ট স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলে। পূর্ব্ববৎ গর্জ্জনস্বরে রাক্ষসটা আবার বোলে উঠ্‌লো, "ওঃ!—এতক্ষণে তোমার চৈতন্য হয়েছে! কেমন?—হয় নাই?—অচ্ছা,—ফের যদি তুমি পাগ্‌লামী দেখাও,—সাবধান! মুখে যা আমি বোল্লেম,—বুঝ্‌লে তো,—চাম্‌ড়ার চাবুক,—কাজেও তাই দেখাবো!"—গর্জ্জে গর্জ্জে এই পর্য্যন্ত বোলেই বিরাটস্বরে লানোভার আমারে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তুমি যেমন ছোক্‌রা, তা আমি বেশ জান্‌তে পেরেছি! ফাজিল ছোক্‌রা!—কেবল লোকের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে যেতে বিলক্ষণ পরিপক্ক! পালিয়ে যাওয়াই যেন একটা আমোদ তোমার! কিন্তু,—দেখ,—আমার সঙ্গে সে রকম চাতুরী খেলো না! উত্তম প্রতিফল আমার হাতে আছে! আমার হুকুম ছাড়া কখনই তুমি এ বাড়ীর এক পা অন্তরে যেতে পার্‌বে না। খবরদার!—কিছুদিন আমি তোমার স্বভাবচরিত্র দেখ্‌বো,—ভাল কোরে পরীক্ষা কোর্‌বো;—তার পর তোমার জন্য যা কিছু করা উচিত, বিশেষ বিবেচনা কোরে অবশ্যই আমি সে চেষ্টা পাবো।—হাঁ,—আর দেখ,—যাতে কোরে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে কোন একটা বিষয়কর্ম্ম অবলম্বন কোরে আপ্‌নার রুটী আপ্‌নি উপার্জ্জন কোত্তে পার, সেই চেষ্টাই আগে দেখ!"

কথার ভাব আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। নির্ভয়ে একটু ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম, "আমি আপ্‌নাকে নিশ্চয় কোরে বোল্‌ছি,—দেখুন লানোভার—"

ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে দাঁত খিঁচিয়ে লানোভারটা বোলে উঠ্‌লো, "তুই আমার নাম ধোরে ডাকিস্!—খবরদার!—ও কথা নয়,—মামা বল্!"

"আচ্ছা, মামা!—আমি বোল্‌ছিলেম কি, আপ্‌নি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আপ্‌নার জীবিকা আপ্‌নি উপার্জ্জন কোত্তে আমি সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছি। সেইটী করাই আমার একান্ত ইচ্ছা। তাই-ই আমি চাই। একটু সুবিধা পেলেই—"

আবার সেই রকম দাঁত খিঁচিয়ে ঘৃণাব্যঞ্জক ঔদাস্যে স্বভাবসিদ্ধ কর্কশস্বরে লানোভারটা বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাই না! ও সব কথার মানে নাই!—ও কেবল ছেলেভুলানো কথা!—সমস্তই বাজে কথা! ও রকম মন-ভিজানো কথায় ভুলে যাই, এমন ছেলে আমি নই! মিষ্টি মিষ্টি বক্তৃতা শুনে কাজের কথায় ঠক্‌বার লোক আমি নই! তা যাই হোক্, আসল কথা এই,—আমি তোকে বোল্‌তে চাই এই, যদি তুই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করিস্,—যেমন কোরে জুকেসের হাত থেকে পালিয়েছিলি, সেই রকম চেষ্টা যদি এখানে করিস্, কিম্বা যদি একদিনের জন্যেও কোন রকম ধূর্ত্ততা খেলাতে চাস্, তা হোলে আমি তোকে এম্‌নি শিখান শিখাবো,—যতদিন বাঁচ্‌বি, ততদিন আর তা ভুল্‌তে পার্‌বি না! আর দেখ্,—মনে রাখ্,—মনে রাখিস্,—যখন আমি জান্‌তে পার্‌বো,—দু এক মিনিট তোকে ছেড়ে দিলেও দেওয়া যায়,—তেমন বিশ্বাস যখন আমার দাঁড়াবে,—তখন তুই

পাবি,—এক আধ্‌বার বাহিরে যেতে পাবি ;—কিন্তু দেখ্‌,—দেল্‌মর-নিকেতনের লোক-জনের সঙ্গে একবারও দেখা কোত্তে পাবি না। বুঝ্‌লি কি না? খবরদার,—খবরদার! সে বাড়ীর নিকটেও যেতে পাবি না। -যদি যাস্‌,—যাবার যদি চেষ্টা করিস্‌,—খবরদার! আমার হাতেই তোর মরণ আছে! বেশী কথা আর কি বোল্‌বো,—যদি কখনো কোন পথে মল্‌গ্রেভের সঙ্গে তোর দেখা হয়, —কিম্বা মল্‌গ্রেভের স্ত্রীর সঙ্গে তোর দেখা হয়, কোন্‌ স্ত্রী জানিস্‌?—যাকে তুই দেল্‌মরের কন্যা বোলে জানিস,—তাদের সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয়, পাশ কাটিয়ে চোলে যাস্‌। তাদের দিকে চেয়েও দেখিস্‌ নি! জীবনের মধ্যে কখনই যেন তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নাই,—চেনাপরিচয় নাই, ঠিক সেই রকমে পাশ কাটিয়ে চোলে যাস্‌! বুঝ্‌লি কি না? তুই যে তাদের কাছে ছোট হয়ে কথা কবি,—টুপি ছুঁয়ে সেলাম কোর্‌বি,—তাদের ঘরে দিনকতক অপমানের চাক্‌রী কোরেছিস্‌ বোলে, চাকরের মত তাদের কাছে দাঁড়াবি,—তা আমি সহ্য কোত্তে পার্‌বো না। ছোট চাকর,—তারা তোরে তাই বোলেই জানে ;—চাকর বোলেই জান্‌বে ;—তা ছাড়া অন্য কোন রকমে তারা তোকে কখনই চিন্‌বে না। সেই জন্যই বোল্‌ছি, খবরদার!—তাদের কোন খবরেই তোর প্রয়োজন নাই। দেখা হোলেও মুখ ফিরিয়ে চোলে যাস্‌। বুঝ্‌লি কি না?—আর আমার মুখে কি শুন্‌তে চাস্‌?—বল্‌, শীঘ্র বল্‌! সত্য বল্‌!—শীঘ্র বল্‌ বোল্‌ছি!”

অর্দ্ধ নেউল অর্দ্ধ সাপ,—পূর্ব্বেই বোলেছি, লানোভারের চক্ষুদুটো যেন অর্দ্ধ নেউল, অর্দ্ধ সাপ। সেই বানুরেবদনে সেইরূপ ভীষণ চক্ষুই অহরহ জ্বলে! সেই দুই চক্ষু ঘুরিয়ে ঘন ঘন আমার মুখপানে চেয়ে, লানোভার তখন এম্‌নি ভাবে আমার সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌লো, এম্‌নি ভাবে ঘন ঘন তাকাতে লাগ্‌লো,—বাস্তবিক আমি ভয় পেলেম। কথা শুনে যত ভয় না হোক, চেহারা দেখেই বেশী ভয় হলো। স্বীকার কোল্লেম ;—যে সকল কথা সে আমারে বোল্লে, যেরকমে ধোম্‌কে ধোম্‌কে শাসালে, অঙ্গীকার কোরে তাতেই আমি রাজী হোলেম।

আর তখন কোন কথাবার্ত্তা হলো না। লানোভার চোলে গেল।—কি আমি বলি, শোন্‌বার জন্যেও সেখানে আর দাঁড়ালো না ;—গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে ধাঁ কোরে বেরিয়ে গেল। আমি তার পত্নীর কাছে ফিরে গেলেম। সেখানে দেখি, অনাবেলও বোসে আছেন। লানোভার কি কি কথা বোল্‌ছিল, তাঁরা আমারে সে কথা কিছুই জিজ্ঞাসা কোল্লেন না ;—বোধ হলো যেন, ভয়েই জিজ্ঞাসা কোল্লেন না।—আমিও কিছু বোল্লেম না ;—ইচ্ছা কোরেই বোল্লেম না।

দিনকতক পরে আমার নূতন কাপড় ঘরে এলো। লানোভার আমারে হুকুম দিলে, দেল্‌মর-বাড়ীর চাকরের পোষাক দেল্‌মর-বাড়ীতেই ফেরত পাঠাতে। পোষাকটী পুলিন্দা কোরে বাঁধ্‌লেম। লানোভারের আদেশে সেই পুলিন্দার উপর আমি লিখ্‌লেম “অনারেবল অগষ্টস্‌ মল্‌গ্রেভ, দেল্‌মরপ্রাসাদ—এন্‌ফিল্ড রোড,—মিডেল্‌ সেক্স।”

লেখা হলো।—লানোভার সেই পুলিন্দাটী নিজের একজন চাকরের দ্বারা ঐ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে। লানোভার যা বলে, ভয়ে ভয়ে আমি তাই করি।

এই কাজ সমাধা হবার পর লানোভার আমারে পুনর্ব্বার বোল্লে, "এই ত সব ফর্সা হলো। এখন কেমন?—আমি আর মল্‌গ্রেভের সঙ্গে তোমার কিছুমাত্র সংশ্রব রাখ্‌তে দিব না। তাদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করাই উচিত। মল্‌গ্রেভ্ আমাকে গোঁয়ার বোলেছিল।—মনে আছে তোমার?—কেমন?—বলে নাই?—যে যেমন লোক, তার সঙ্গে তেম্‌নি ব্যবহার করাই উচিত।"—যে স্বরে ঐ সকল কথা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে, সে স্বর সেই কটুভাষী লানোভারের একচেটে!

সপ্তাহকাল আমি লানোভারের বাড়ীর ভিতরেই যেন বন্দী থাক্‌লেম। চৌকাটের বাহিরে একটী বারও পা বাড়ালেম না। লানোভার যেটাকে আফিসঘর বলে, সেই ঘরের সম্মুখে কখন কখনো একটু বেড়াতেম, এইমাত্র। সপ্তাহ পরে লানোভার একদিন আমারে বোল্লে, আমি তার ঘরে পোষ মেনেছি!—এখন একটু একটু ছেড়ে দিতে তার বিশ্বাস হয়। সে আমারে সঙ্গে কোরে বেড়াতে নিয়ে গেল। দুজনেই আমরা একসঙ্গে বেরুলেম; পশ্চিম দিকেই যেতে লাগ্‌লেম। পথে যেতে যেতে লানোভার এক একবার পথের ধারে তিনচারখানা ভাল ভাল বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে। আমারে বোলে গেল, "রাস্তায় দাঁড়াও,—তফাতে যেও না;—আমি উপরের ঘরেই থাক্‌বো;—উপরঘরের জানালা থেকে তোমার উপর আমি চক্ষু রাখ্‌বো;—খবরদার! সোরে যেও না;—যখনি চাইব, তখনি যেন দেখ্‌তে পাই;—খবরদার!"

আমি তার খবরদারী পালন কোল্লেম। যেখানে রেখে গেল, সেইখানেই থাক্‌লেম। লানোভারের আরও বিশ্বাস জন্মালো। আরও কয়েক দিন সে আমারে ঐ রকমে সঙ্গে কোরে বেড়িয়ে আন্‌লে। তারপর একদিন বোল্লে, আমি বেশ বাধ্য ছোক্‌রা হয়েছি,—এখন আর তত সন্দেহ নাই। এখন আমি দুই এক ঘণ্টা একাকীই বে .তে যেতে পারি। লানোভারের মুখে এই হুকুম পেলেম। এই রকমে আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল। লানোভার দেখ্‌লে, যাই, আবার ফিরে আসি। দেখে যেন একটু একটু খুসী হলো।—তেমন লোকের খুসী অখুসী কিছুই বুঝা যায় না, তথাপি আমি ভাব্‌লেম, যতদূর হলো, তাই ভাল। লানোভার একদিন আমারে আনাবেলের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে যেতে বোল্লে। আমি আহ্লাদপূর্ব্বক তাই কোল্লেম। সেই দিন হোতে আমার যেন অনেকদূর স্বাধীনতা লাভ হলো। লানোভার যেন বুঝ্‌তে পাল্লে, আর আমি অবাধ্য নই, আর আমি অবিশ্বাসের পাত্র নই, আর আমার পালিয়ে যাবার ইচ্ছা নাই। বুঝ্‌তে পেরেও তবু মাঝে মাঝে ধম্‌কায়,—মাঝে মাঝে শাসায়,—মাঝে মাঝে সাবধান কোরে দেয়। কেবল শাদা কথায় সাবধান করা নয়, যে দিন আমি তার বাড়ীতে প্রথম আসি, সেই দিন সন্ধ্যাকালে যেমন শাসিয়ে শাসিয়ে প্রাণের ভয় দেখিয়েছিল, সেই রকম সাবধান করা!

সব ত হলো লানোভারের কথা;—লানোভারের কথাই আমার শৈশবজীবনের ভয়ের কথা। আনাবেলের কথা কিছু বলি। আনাবেল যা, সংক্ষেপে তা আমি এক রকম বোলেছি। আনাবেলের যেমন রূপ, তেম্‌নি গুণ। আনাবেলকে পেয়েই লানোভারের কাছে (সে যেমন মনে করে, সেই রকমে) আমার বাধ্য হওয়া; কিন্তু সন্দেহ ত মেটে না। আনাবেল কে?—এ মেয়ে কার?—সন্দেহ ত মেটে না। তেমন রাক্ষসের এমন মেয়ে ত কথনই সম্ভবে না। সন্দেহ ছিল,—সন্দেহ থাকলো, ক্রমশই সন্দেহ বৃদ্ধি হলো,—এ মেয়ে কার?

দ্বাদশ প্রসঙ্গ।

আমি আর আনাবেল।

একদিন—যে দিন আমি লানোভারের ভবনে প্রথম প্রবেশ করি, সেই দিন থেকে প্রায় ছয় সপ্তাহ গত হবার পর—একদিন আনাবেল আর আমি নির্জ্জনে একটী ঘরে বোসে আছি। আনাবেল ম্রিয়মাণা! কথাবার্ত্তা হোচ্চে, কিন্তু অনুভবে বুঝ্‌তে পাচ্চি, আনাবেলের মনে যেন একটুও সুখ নাই।—কেন এমন?—আনাবেলের জননীর পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্চে, তিনি আর বিছানা থেকে উঠ্‌তে পারেন না, আপ্‌নার ঘরেই দিবারাত্রি শুয়ে থাকেন। দিবারাত্রের মধ্যে বহুক্ষণ আনাবেল জননীর ব্যাধিশয্যার কাছেই বোসে থাকেন। স্নেহময়ী জননী ক্ষণকালের জন্য কন্যাটীকে কাছছাড়া কোত্তে ইচ্ছা করেন না। এক একবার কেবল নীচে আস্‌তে অনুমতি দেন, সর্ব্বক্ষণ রুগ্নগৃহে অবস্থানে মন বড় উৎকণ্ঠিত হয়, সেই জন্যই অনুমতি। সর্ব্বক্ষণ যন্ত্রণা দেখা,—সর্ব্বক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করা,—সর্ব্বক্ষণ চক্ষের জল ফেলা, জননীর প্রাণে সহ্য হয় না, সেই জন্যই এক একবার ক্ষণকালের জন্য ঘর বদলের অনুমতি। লানোভার আপ্‌নার আফিস্‌ঘরেই থাকে, বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটেই যেন দিবানিশি কতই ব্যস্ত। আমি আর আনাবেল সেদিন যে ঘরে বোসে আছি, সেই ঘরের ঠিক পশ্চাতেই লানোভারের আফিস্‌ঘর।

ঘরে আছি আমি আর আনাবেল।—আনাবেল একটী সেলাই কাজে হাত দিলেন। আমি দেখ্‌লেম, হাত দিলেন, কিন্তু মন দিতে পাল্লেন না। আনাবেল সেদিন অসুখী;—বড়ই অসুখী! আনাবেলের প্রকৃতি অতি ঠাণ্ডা। আনাবেল সুশীলা। আনাবেলের সদ্গুণ বিস্তর। আনাবেল বুদ্ধিমতী। জননীর অসুখেই আনাবেল অসুখী! আনাবেলের অসুখ, আমি যেন বুঝ্‌তে না পারি, আনাবেলের

দুর্ভাবনা আমার দুর্ভাবনাকে আরও যেন ভারি কোরে না তোলে, সেই জন্যই আনাবেল যেন সাবধান। আনাবেল আমার কাছে মনের ভাব গোপন কর্বার চেষ্টা কোচ্চেন, আমার কথায় এক একবার হেসে হেসে উত্তর দিবার চেষ্টা কোচ্চেন, সব সময় পেরে উঠ্‌চেন না। হাসি আমি দেখ্‌ছি,—কিন্তু সে হাসি বড়ই কষ্টের হাসি। হাসির সঙ্গে বিষাদ মাখা! সে হাসি দেখ্‌বার সময় আমার চক্ষুও যেন বিষাদ মাখা। তেমন সুন্দর বদনে তেমন বিষাদের হাসি কখনই মানায় না। হাসি দেখেও আমার পুলকে পলকে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হোচ্চে। বুঝ্‌তে পাচ্চি, জননীর নিমিত্তই আনাবেল বিষাদিনী! জননী কেমন আছেন, আনাবেলের মুখ দেখে সে কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে আমার ইচ্ছা হোচ্চে না। কথা কোচ্চি, মাঝে মাঝে থেমে যাচ্চি। কথোপকথন বন্ধ হয়ে গেল। আনাবেলের মধুর মুখে মধুর জ্যোতি তিরোহিত। আনাবেল এক একবার আমার মুখপানে চাচ্চেন, আবার মুখখানি অবনত কোচ্চেন। আমিও আড়ে আড়ে চেয়ে দেখ্‌ছি, অন্তরে বড়ই যাতনা বোধ হোচ্চে। মনে মনে ভাব্‌ছি, আমি যদি ধনী হোতেম, আমি যদি স্বাধীন হোতেম, তা হোলে তেমন রাক্ষসের হাত থেকে আনাবেলকে আর আনাবেলের জননীকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার কর্বার উপায় দেখ্‌তেম। আহা! সে ক্ষমতা যদি আমার থাক্‌তো, আমি যে তা হোলে কতদূর সুখী হোতেম, জীবন আমার যে কতই উল্লাসিত হোতো, অনুভবে সে কথা আমি বোল্‌তে পাচ্চি না। এখনও আমার মনে হোচ্চে,—তখন ত বালক আমি,—এখনও আমার বেশ মনে হোচ্চে, আনাবেলের দুঃখ দেখে আমার বালকহৃদয় যেন থেকে থেকে বিদীর্ণপ্রায় হয়ে যাচ্ছিল।—থেকে থেকে কণ্ঠশুষ্ক হয়ে যেন শ্বাসরোধ হয়ে আস্‌ছিল। আহা! আনাবেল জগৎমোহিনী সুন্দরী! আনাবেল কুমারী!—আনাবেল পবিত্র কুমারী! আনাবেল দয়াবতী!—আনাবেল স্নেহবতী!—আনাবেল ধর্ম্মশীলা!—আহা! আনাবেল মাতৃবৎসলা!—আহা! আনাবেল অসুখী!

আনাবেল নতমুখী।—আমি শুষ্কনয়নে আনাবেলের মুখপানে চেয়ে আছি, হঠাৎ দেখি,—বড় বড় দু ফোঁটা চক্ষের জল আনাবেলের মধুর কপোলে ধীরে ধীরে গড়িয়ে পোড়্‌লো। মনের আবেগে আনাবেল হয় ত সেটী অনুভব কোত্তে পাল্লেন না। আমিও আর সহ্য কোত্তে পাল্লেম না। আসন থেকে নেমে বোসে আনাবেলের একখানি হাত ধোল্লেম। আমারও তখন ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হোচ্ছিল। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই আমি বোল্লেম, "আনাবেল!—প্রিয় আনাবেল!—কাঁদ্‌চো তুমি? ভগ্নি!—আনাবেল!—প্রিয় ভগ্নি!—কেঁদো না! তোমার চক্ষের জল দেখে আমার বুক যেন ফেটে ফেটে যাচ্চে!

সজলনয়নে আনাবেল আমার মুখপানে চাইলেন। ওঃ! সে যে দৃষ্টিপাত,—পবিত্র ভগ্নীস্নেহের দৃষ্টিপাত,—বিস্ময়বিজড়িত সকাতর দৃষ্টিপাত,—সে দৃষ্টি কখনই আমি ভুল্‌তে পার্‌বো না! আনাবেল তখন কথা কইতে পাল্লেন না। আমি দেখ্‌লেম,

তাঁর বুকখানি যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। অশ্রুধারা প্রবল ধারে প্রবাহিত হোচ্চে। অশ্রুপ্রবাহে পদ্মমুখখানি যেন ভেসে ভেসে যাচ্চে। সে মধুর মুখ আর আমি অধিকক্ষণ নির্জ্জল নয়নে দর্শন কোত্তে পাল্লেম না। আমারও চক্ষে জল।

"কেঁদো না!—জোসেফ্!—আমার জন্যে তুমি কেঁদো না!"—নেত্রজলে প্রায় কণ্ঠ রোধ;—সেই রুদ্ধকণ্ঠে ভঙ্গস্বরে,—ভঙ্গ অথচ মৃদুস্বরে আনাবেল বোল্লেন, "আমার জন্যে তুমি কেঁদো না! চক্ষের জল আমার শোকদুঃখ কমাতে পারে, চক্ষের জলের এমন সাধ্য নাই! জোসেফ! কেন তুমি কাঁদো?—তোমার চক্ষের জল আমার অসহ্য!—তোমার চক্ষে জল দেখে এত অসুখের উপর আমি যেন আরও অসুখী হোচ্চি! আমি অভাগিনী, আমিই কাঁদি! তুমি কেঁদো না!"

"অভাগিনী?—আনাবেল! তুমি অভাগিনী?"—অবরুদ্ধস্বরে উত্তেজিত হয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কাঁদ্‌বো না? আনাবেল! তুমি কাঁদ্‌ছ;—তোমার কান্না দেখে আমি কেমন কোরে চুপ কোরে থাকি?"

সচঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন কোরে আমারে আসনখানি দেখিয়ে দিয়ে মধুরভাষিণী স্তম্ভিত স্বরে বোল্লেন, "বোসো জোসেফ!—কেঁদো না!—এই দেখ, আমি চুপ কোল্লেম। দেখ, জননীর পীড়া বড় শক্ত!—হোতে পারে, আমি যে চক্ষে দেখি, তুমি সে চক্ষে না দেখ্‌তে পার;—কিন্তু জোসেফ্! পীড়া বড় শক্ত!—এতদিন যে রকম দেখে আস্‌ছিলেম, এখন যেন আর এক রকম! বুঝ্‌তে পাচ্চি যেন, তার চেয়ে অনেক বেশী! তুমি জান না জোসেফ্,—মাকে আমি কতখানি ভালবাসি! আমার উপর তাঁর কতখানি মায়া, কতখানি স্নেহ, সে কথা—হায় হায়! যদি কিছু অমঙ্গল—"

আনাবেল আর কথা কইতে পাল্লেন না। আনাবেলের মানসিক যন্ত্রণা যেন নূতন হয়ে বেড়ে উঠ্‌লো। যথাসাধ্য মনোবেগ নিবারণ কোরে আনাবেল ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোত্তে লাগলেন। এই সময় তাঁর সমুজ্জ্বল চক্ষুদুটী যেন কোন চকিত সংশয়ে ঘরের দরজার দিকে বিঘূর্ণিত হলো। কেন হলো, তৎক্ষণাৎ আমি সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেম। দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস, আর অস্ফুট রোদনধ্বনি পাছে পাশের ঘরে তাঁর নির্দ্দয় পিতার কর্ণগোচর হয়, সেই ভয়েই নেত্রপাত। লানোভারের বিচারে শোকে দুঃখে অধীর হওয়াও মহাপাপ,—মহা অপরাধ;—আনন্দে উল্লাসিত হওয়াও মহা অপরাধ! লানোভারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে যা করে, সেইটাই পদে পদে অপরাধ! আনাবেল যদি ঘরের ভিতর মনের সুখে হাসেন, কিম্বা মনের দুঃখে কাঁদেন, হাস্যধ্বনি অথবা রোদনধ্বনি উভয়ই লানোভারের কর্ণে বিষবৎ! এটা আমি কতক কতক বুঝ্‌তেম, এখন আরও ভাল কোরে বুঝ্‌লেম।—প্রকাশ কোল্লেম না। প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা কোরে আনাবেলকে আমি বোল্লেম, "আনাবেল! যতটা তুমি মনে কোচ্চো, পীড়া ততদূর শক্ত নয়; কেবল দুর্ব্বল আছেন, এইমাত্র। বিধিমত সুনিয়মে সুচিকিৎসা হোলেই আরাম হবেন।—চিন্তা কি?"

ক্ষুণ্ণমনে আনাবেল মস্তক সঞ্চালন কোল্লেন। আবার একটু বেগ সম্বরণ কোরে অতি মৃদুস্বরে আমারে বোল্লেন, "জোসেফ্! আমি বুঝেছি;—আমারে শান্ত কর্‌বার জন্যেই তুমি ঐ কথা বোল্‌ছ; কিন্তু দেখ,—আমি বুঝেছি,—আমিও যেমন বুঝেছি, তুমিও তেমনি বুঝেছ। মা আমার কেমন আছেন, শীঘ্র আরাম হবেন কি না, সে কথা আমিও যেমন জানি, তুমিও তেমনি জান। কতদিন আমি কত রকম চিন্তা কোরেছি,—কতদিন আমি আরাম হবার আশা হৃদয়ে ধারণ কোরেছি,—কিন্তু জোসেফ্, মন ত প্রবোধ মানে না! আমার পিতা—ওঃ! পিতার নামে—না- পিতাকে কিছু বলা কন্যার পক্ষে যে কতদূর ভয়ানক—" কম্পিত নয়নে দরজার দিকে আবার কটাক্ষপাত কোরে আনাবেল আমার কাণের কাছে আবার চুপি চুপি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কিন্তু সত্যকথা!—যা আমি বোল্‌ছি, সমস্তই সত্যকথা! পিতার আচরণেই মা আমার মারা গেলেন! আমরা যখন গরিব ছিলেম,—জানো জোসেফ্!—আমরা ভারি গরিব—ভারি গরিব ছিলেম!—ওঃ!—সে দরিদ্রতার কথা যখনি আমি ভাবি, তখনি আমি কাঁপি!—মা আমার সমস্ত দিন পরিশ্রম কোত্তেন!—অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত সমান পরিশ্রম!—কেবল সূচ সূতা নিয়েই বোসে থাক্‌তেন!—কেবল আমাদের ভরণপোষণের জন্যই মা আমার দিবানিশি খাট্‌তেন! চিরদিন তিনি ঐ রকম দুর্ব্বল, ঐ রকম কাহিল! সব আমার মনে আছে। দিবারাত্রি অসহ্য পরিশ্রমেই তাঁর ঐ পীড়া!—ক্রমশই কঠিন!—ক্রমশই সাংঘাতিক! আহা!—তাঁর প্রতি সদয় ব্যবহার করা কি উচিত হয় না?—ওঃ!—পতির হস্তে একদিনও তিনি সদয় ব্যবহার পান না, আশাও রাখেন না! হায়—হায়!—জোসেফ্!—মা যদি আমার—মা যদি আমার না বাঁচেন,—ওঃ!—আমার দশা কি হবে?—কোথায় আমি দাঁড়াবো?"

অভাগিনী আনাবেল! পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা! তাঁর প্রাণে ঐ ব্যথা! স্ত্রীজাতির মনে যে কি মায়া, পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা সেটুকু পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পেরেছেন। কথা আমি ভাঙলেম না। যতদূর প্রবোধ দিতে হয়, ততদূর প্রবোধবাক্য বোল্লেম। বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, আনাবেলের জন্য প্রাণ আমার কাঁদে! আনাবেলকে আমি ভালবেসেছি। আনাবেল আমার ভগ্নী! ইচ্ছা হলো, বাহুবিস্তার কোরে আনাবেলকে আমি আলিঙ্গন করি!—ইচ্ছা হলো, আনাবেলকে আমি আমার প্রাণ দিয়ে সান্ত্বনা করি!—অত্যন্ত কাতর হোল্লেম।

আনাবেল আমার দুর্ভাবনার অবসান কোর্‌বেন, এই আমার মনে ছিল,—এখন দেখি, আনাবেল আমার দুর্ভাবনা বাড়ালেন! আনাবেলের চক্ষের এক এক ফোঁটা জল আমার উত্তপ্ত হৃদয়কে আরও শতগুণ উত্তপ্ত কোরে দেয়! রাক্ষসাধম লানোভার দিন দিন আমারে ভয় দেখায়!—তারে আমি ভয় করি;—অথচ যেন কিছুই ভয় রাখি না। কেন রাখি না, তার কারণ আনাবেলের জননী আর আনাবেল নিজে।—ঐ দুটী ধর্ম্মশীলা কামিনীই আমার আশ্বাসস্থল!

সজলনয়নে আমি আনাবেলের মুখপানে চেয়ে আছি, হঠাৎ মুখখানি ম্লান কোরে আনাবেল আমারে বোল্লেন, "জোসেফ! আমি অভাগিনী! আমি অসুখী! বড়ই অসুখী! কিন্তু তা বোলে—জোসেফ! কিন্তু তা বোলে তোমারে আমি অসুখী কোর্‌বো না।"—এই পর্য্যন্ত বোলে বুদ্ধিমতী কুমারী যথাসাধ্য শান্তভাব ধারণ কোল্লেন। অশ্রুমার্জ্জন কোরে আবার আমারে বোল্লেন, "ও কথা তবে যাক্, এসো আমরা আর কোন রকম গল্প করি। বেশীক্ষণ থাক্‌তে পার্‌ব না, একটু পরেই মায়ের কাছে যেতে হবে;—আচ্ছা জোসেফ! যখন তুমি বেড়াতে যাও, তখন কি দেল্‌মরপ্রাসাদের কোন লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হয় না? সেখানকার যাদের যাদের তুমি চিন্‌তে, একদিনও কি তাদের কোন লোক তোমার চক্ষে পড়ে না?"

আমি দেখ্‌লেম, আনাবেল ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন, সুধু কেবল কথাটা পাল্‌টে নেবার জন্য!—যে কথায় আমাদের উভয়েরই কষ্ট হোচ্ছিল, সেই কথাটা চাপা দেওয়াই আনাবেলের ইচ্ছা। আমি উত্তর কোল্লেম, "একদিনও না;—একদিনও তাঁদের কাহারো সঙ্গে আমার দেখা হয় না।"

আনাবেল একটু বিমর্ষভাবে বোল্লেন, "আচ্ছা, তাঁরা কিছু মনে করেন না? তাঁরা তোমারে নিষ্ঠুর ভাবেন না? যাঁদের আশ্রয়ে ছিলে, তাঁরা এখন কে কেমন আছেন, একটীবারও তুমি তাঁদের দেখ্‌তে যাও না, সংবাদও লও না, এতে কোরে তাঁরা ত তোমারে নির্দ্দয় মনে কোত্তে পারেন? জোসেফ! তুমি আমারে বোলেছিলে, কুমারী এদিথা তোমারে কতই ভালবাস্‌তেন। মল্‌গ্রেভ আর তাঁর স্ত্রী তোমার দুঃখে কতই দুঃখিত হোতেন, তাঁরা উভয়েই তোমার মঙ্গলচেষ্টা কোত্তেন, বাড়ীর দাসী-চাকরেরা তোমারে কতই ভালবাস্‌তো;—সব কথা ত তুমি আমারে বলেছ। যাঁরা তোমার তত দূর প্রিয়, একবারও তাঁদের তত্ত্ব লও না, একবারও তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কর না, এ কথাটা কি ভাল?"

"সব সত্য আনাবেল! সব সত্য!—মন আমার দেখা কোত্তে চায়, মন আমার তাঁদের জন্য সদাসর্ব্বদাই চঞ্চল, কিন্তু সাহস হয় না। কুমারী এদিথা কেমন আছেন, জান্‌বার জন্যে আমি—"

আমার উত্তরে চমকিতা হয়ে বাধা দিয়ে, আনাবেল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সাহস কর না? যাঁরা তোমারে ভালবাসেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে তুমি সাহস কর না? অনেকটা দূর, সেই জন্যই কি—"

"দূর?"—আমি সচকিতে উত্তর কোল্লেম, "দূর? না না,—তার চেয়ে যদি দশগুণ বেশী দূর হোতো, তা হোলেও আমি আহ্লাদপূর্ব্বক পদব্রজে দেলমরপ্রাসাদে উপস্থিত হতেম;—তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতেম!"—এই পর্য্যন্ত বোলে খুব চুপি চুপি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "মামা—তোমার পিতা—আমারে সে বাড়ীর নিকটে যেতেও নিষেধ কোরেছেন!—দৈবাৎ যদি পথেও তাঁদের কাহারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ

হয়ে পড়ে, বাড়ীতে গিয়ে সাক্ষাৎ করা ত অনেক ভয়ের কথা, পথে যদি দৈবাৎ দেখা হয়, তা হোলেও বাক্যালাপ কোত্তে নিষেধ!"

আনাবেল আবার বিস্মিতনয়নে আমার মুখপানে চাইলেন। চকিতস্বরে বোল্লেন, "নিষেধ?—ওঃ!—এখন আমি বুঝ্তে পাচ্ছি, কুমারী দেল্মর—আহা! অভাগিনী কুমারী!—যে যে কথা তুমি আমারে বোলেছ, শুনে অবধি এদিথার জন্যে কতই আমি ভাবি! আহা! এদিথা হয় ত বাঁচ্বে না! মাতৃশোক, পিতৃশোক, দুই শোক একত্র, বালিকার হৃদয়ে ভয়ঙ্কর আঘাত! আহা! এদিথা হয় ত বাঁচ্বে না! যদিই বা বাঁচে,—আমি ইচ্ছা করি,—এদিথার অনেক সুখ ত ফুরালো, এখনও তার ভাগ্যে জগতে যদি কিছু সুখ থাকে, কুমারী এদিথা সেই সুখে সুখী হোক্!"

আমার চক্ষে জল এলো। আনাবেলকে সাধুবাদ দিয়ে আমি করুণস্বরে বোল্লেম, "ধনে যদি সুখ হয়, সে সুখ এদিথার থাক্তে পারে; এদিথার ধনের অভাব হবে না। কেন না, ঘটনাক্রমে আমি শুনেছি, মহাত্মা দেল্মর সেই শোচনীয় ঘটনার পূর্ব্বে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর দুটী কন্যার নামে সমান সমান উইল কোরে—"

অকস্মাৎ ভয়ানক ঝন্ ঝন্ শব্দে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। এত জোরে খুলে গেল যে, আমি আর আনাবেল উভয়েই দুর্জ্জয় আতঙ্কে চোম্কে উঠ্লেম। চমকিত হয়ে কাঁপ্তে কাঁপ্তে উঠে দাঁড়ালেম!—কাঁপ্তে কাঁপ্তে সচঞ্চলে ভয়-চকিত হরিণের মত চারিদিকে চাইতে লাগ্লেম!—লানোভার প্রবেশ কোল্লে! তার মুখখানা দেখে সে ভয়টা কমা দূরে থাক্, বরং আরো শতসহস্রগুণে বেড়ে উঠ্লো! সে সময় সেই বানরমুখো লোকটার কুটিল দৃষ্টি যে রকম আমি দেখ্লেম, তার স্বরূপচিত্র বর্ণন করা যায় না! বিকট মুখখানা যেন পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে! দেখেই বোধ হলো যেন, সে নিজেই কোন রকম ভয় পেয়েছে, কিম্বা হয় ত আমাদের উপর ভয়ানক রাগ! সেই রাগেই হয় ত পেকে পেকে সাদা হয়ে গেছে! সহসা রাগের কথা কিছুই প্রকা কোল্লে না;—খানিকক্ষণ বিকট দৃষ্টিতে আমার মুখপানে তাকিয়ে রইল! আমি ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপ্তে লাগ্লেম!

"যা উপরে যা!"—ভয়ঙ্কর রাক্ষসটা সেই রকম কট্মট চক্ষে সুন্দরী আনাবেলের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে অকস্মাৎ কর্কশ চীৎকারে বোল্তে লাগ্লো, "যা উপরে যা!—যা তোর মায়ের কাছে যা! যা বোল্ছি! এখানে বোসে বোসে আর গল্প কোত্তে হবে না! দূর হ!—শীঘ্র যা!—এখনি যা!—শুন্লি আমার কথা?"—এই শেষ কথাটার সঙ্গে সঙ্গে কুঁজোটা যেন ভয়ঙ্কর ক্রোধে বারম্বার ভূতলে পদাঘাত কোত্তে লাগ্লো!

আনাবেল তখন সুচিকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, পূর্ব্বেই আমি সে কথাটী পাঠক মহাশয়কে বোলেছি, সেই কাজের জিনিশগুলি কুড়িয়ে নিতে যতক্ষণ লাগে; আনাবেল ততক্ষণ সেই ঘরে অপেক্ষা কোচ্ছিলেন, হাত কেঁপে কেঁপে দুবার দুবার সেই সকল জিনিশ মাটীতে পোড়ে গেল; সেই অল্প দেরিতেই রাক্ষসটা যেন মহাক্রোধে ব্যাঘ্রগর্জ্জনে

কন্যার উপর লাফিয়ে পোড়্তে গেল! আনাবেল ছুটে পালালেন। দুরাচার রাক্ষস সেই অবকাশে ঝনাৎ ঝনাৎ কোরে ঘরের দরজাটা বন্ধ কোরে দিলে। ঘরে তখন কেবল আমি আর লানোভার।

বিকটচক্ষে আমার দিকে চেয়ে রাক্ষসটা ভীষণ গর্জ্জনে বোল্তে লাগ্লো, "তুই আমার মেয়ের কাছে আমার নামে নালিশ কোচ্ছিলি? আমি তোরে দেল্মর-প্রাসাদে যেতে বারণ কোরেছি, গল্প কোরে কোরে সেই কথাই তারে জানাচ্ছিলি?" কথাগুলো বোল্তে বোল্তে চক্ষু পাকিয়ে. চক্ষু ঘুরিয়ে রাক্ষসটা যেন সটান আমার দিকে ছুটে আস্তে লাগ্লো! আস্তে আস্তে বোল্তে লাগ্লো, "নালিশ কোচ্ছিলি? বল্,—বল্ সত্যকথা!—সব আমি শুনেছি;—দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা আমি শুনেছি। ছুঁড়ীটাও সামান্য নয়! ছুটোতেই তোরা সমান! সে কি না আমাদের ঘরের কথা তোর কাছে বোল্তে ভয় কোল্লে না, আমার নিন্দা কোত্তেও ভয় কোল্লে না!—তা আবার অসাক্ষাতে!—আচ্ছা,—তার প্রতিফল আমার কাছে আছে!—দেখাব তা!"

কম্পিতচরণে পশ্চাদ্দিকে আমি অনেকদূর হোঠে গেলেম! তখন আমার প্রাণে এম্নি ভয় হলো যে, লোকটা আমারে যেন খুন কোত্তে আস্ছে। পূর্ব্ববৎ গর্জ্জনস্বরে রাক্ষসটা আবার বোল্তে লাগ্লো, "হাঁ!—সব আমি শুনেছি, তোদের পরামর্শ, তোদের চীৎকার, তোদের মাথামুণ্ডু,—যা যা এই ঘরের ভিতর হোচ্ছিল, সমস্তই আমি শুনেছি! আচ্ছা,—গ্রাহ্য করি না, যা যা কোত্তে হয়, সব আমি জানি! মেয়েটাকেই খুন কোরে ফেল্বো!"

আবার আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্লো। কুঁজোটাও সেই সময় ভয়ানক খন্খনে ঝন্ঝনে বসা গলায় উচ্চরবে হেসে উঠ্লো। সে হাসিও আমার কর্ণে যেন বজ্রধ্বনি! হাসির গোলমালটা যখন একটু থাম্লো, তখন কুঁজোটা যেন একটু নরম কথায় আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আচ্ছা, আমি আস্বার আগে আনাবেলকে তুই কি কি কথা বোল্ছিলি? মিষ্টার দেল্মর যে রকমে তাঁর নিজের সম্পত্তি ভাগ কোরে দিয়ে গেছেন, সে কথা তুই কেমন কোরে জান্লি? সে কথায় আমার তত দরকার নাই বটে, কিন্তু পরের কথা নিয়ে আমার ঘরে ও রকম গল্প হয়, সেটা আমি ভালবাসি না। জানিস্ তুই?—বুঝ্লি কি না? বল্!—স্পষ্ট বল্!—কি কথা বলাবলি কোচ্ছিলি? ওখানে কাঠ হোয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্লে আর কি হবে? বল্,—কেমন কোরে জান্লি? দেল্মরের বিষয় আশয়, দেল্মরের টাকাকড়ি, দেলমরের উইল, এ সব কথা তুই কেমন কোরে জান্লি?"

"আমি জানি।"—তখন আর আমি কি উত্তর দিব, কাজেই ভেবে চিন্তে উত্তর কোল্লেম, "আমি জানি, আমার আশ্রয়দাতা দেল্মর মহোদয় দুটী কন্যার নামেই সমান সমান উইল কোরে গেছেন, এ কথা আমি শুনেছি।"

"শুনেছিস্ ?"—সগর্জ্জনে কুঁজোটা আবার দম্ভ কোরে বোল্লে, "শুনেছিস্ ?—কেমন কোরে শুনেছিস্ ? তুই কি তাঁর বন্ধু ? তুই কি তাঁর ইয়ার ? ছেলেমানুষ তুই, তাতে ছিলি চাকর ;—তোর মত একজন ফাজিল চালাক ছোঁড়াকে ততদূর বিশ্বাস কোরে তিনি কি তোর কাছে বিষয়কর্ম্মের কথা গল্প কোত্তে গিয়েছিলেন ? বল্ !—চুপ্ কোরে রইলি কেন ?—উত্তর দে !—কেমন কোরে শুনেছিস ?"

আমি দেখ্লেম, রাগের তুফানটা আবার যেন বেড়ে উঠ্লো। কথা কইতে কইতে কুঁজোটা ঘন ঘন মাটীতে জুতা ঠুকতে লাগ্লো। আমি দেখ্লেম, বেগতিক ! কাজেই ভয়ে ভয়ে তথন সব কথাগুলি তার কাছে খুলে বোল্তে হলো। তাই আমি বোল্লেম। পাঠক মহাশয়কে যেমন যেমন বোলেছি, কেমন কোরে আমি চিত্রশালা পরিষ্কারের ভার গ্রহণ করি, কেমন কোরে শ্বশুর-জামাই লাইব্রেরীঘরে প্রবেশ কল্লেন, তাঁদের উভয়ে পরস্পর কি কি কথাবার্ত্তা হয়, জাদুঘরের দরজার পাশ থেকে কেমন কোরে অনিচ্ছাপূর্ব্বক সেই সব কথা আমি শুন্তে পাই, সমস্তই আমি তারে খুলে বোল্লেম। লানোভার আমার সব কথা শুন্লে,—চুপ্টী কোরেই শুন্লে ; একটীবারও আমারে বাধা দিলে না। যখন আমার সব কথা সমাপ্ত হোলো, মাথা হেঁট কোরে সে যেন তখন কি একটু চিন্তা কোল্লে। তখনি আবার চীৎকার কোরে বোল্লে, "ওহো ! বুঝেছি, বুঝেছি ! ভারি ধূর্ত্ত তুই !—গুপ্তচর হয়েছিলি !—লুকিয়ে লুকিয়ে মনিবের গুপ্তকথা শুনেছিস্ ! শ্বশুরজামাই কি বলাবলি কোল্লে, লুকিয়ে লুকিয়ে তা তুই শুনেছিস্ ! উঃ ! বিশ্বাসঘাতক ! কিছুতেই আর আমি তোকে—"

বাধা দিয়ে মিনতি কোরে আমি বোল্লেম, "না মামা, ইচ্ছা কোরে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি কিছুই শুনি নাই ;—সমস্তই ত সত্যকথা আমি আপনার কাছে বোলেছি। কি রকমে, কি ঘটনায় তাঁদের ঐ সব ঘরাও কথা আমার কাণে এসেছিল, কিছুমাত্র গোপন না রেখে সমস্ত সত্যই ত আমি আপনার কাছে বোলেছি।"

'চোপ্রাও !—অগ্রাহ্য কথা !"—খুব ভয়ানক গর্জ্জনে দুরন্ত লানোভার ঐ রকম আস্ফালন কোরে আবার আমারে বোল্তে লাগ্লো, "চাই না !—আমার ভাগ্নে হয়ে ততদূর নীচ কর্ম্ম কোরেছে, লুকিয়ে থেকে পরের কথা শুনেছে, সেটা আবার নিজের মুখে স্বীকার কোচ্চে, ও রকম ঘৃণার কথা আমি শুন্তে চাই না !—খবরদার ! ফের যদি ও রকম আমি শুনি,—আবার যদি তুই দেল্মরের কথা কিম্বা আমাদেরই ঘরের কথা কোন লোকের কাছে গল্প করিস্, তা যদি আমি শুনি,—মনে রাখিস্, যা আমি বোল্ছি, সব যেন মনে থাকে ;—ফের যদি আমি তোর মুখে ঐ সব কথা শুন্তে পাই, তা হোলে—তা হোলে নিশ্চয়ই সেইখানেই সেই মুহূর্ত্তেই আমি তোরে আছ্ড়ে আছ্ড়ে মেরে ফেল্বো !"

এই সকল অকথ্য কথা বোল্তে বোল্তে রাক্কসটা আমার মুখের কাছে ঘন ঘন কিল ঘুরাতে লাগ্লো !—যদিও সে সময়টায় তার চেহারাখানা প্রকৃতই ভয়ানক

রাক্ষসের ন্যায়, বোধ হোতে লাগ্‌লো,—যদিও তার তখনকার মুখের ভাব দেখে বড় বড় সাহসী পুরুষেরও গা কাঁপে, তথাপি কিন্তু আমার মনে কেমন এক রকম উত্তেজিত ভাব উদয় হলো। তেমন ভাব তার কাছে আমি একবারো দেখাই নি;—কারও কাছেও না। আনাবেলের পরিতাপ, আনাবেলের জননীর শক্ত পীড়া, আনাবেলের নেত্রজল, সে সকল দেখে শুনেও তার প্রাণে বিন্দুমাত্রও দয়া হলো না! তার উপর আবার আমার মুখের কাছে কিল দেখাতে লাগ্‌লো!—ওঃ! বালক আমি, কিন্তু হোলে কি হয়, বালকের প্রাণেও তত টা রাক্ষসাচার সহ্য হলো না। আমি যেন মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌লেম। মুখের ভাবেও বোধ হয় কুঁজোটা আমার মনোভাব কতক বুঝ্‌তে পাল্লে। বাস্তবিক আমার তখন অত্যন্ত রাগ হয়েছিল। আমার চক্ষু দিয়েও হয় ত তখন মর্ম্মান্তিক ক্রোধের জ্যোতি বিনির্গত হোচ্ছিল, তাও হয় ত সে দেখ্‌তে পেলে। দেখে দেখে কুঁজোটা খানিকক্ষণ আমার আপাদমস্তক পরীক্ষা কোল্লে,—তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পরীক্ষা! তা আমি বুঝ্‌লেম, কিছু বলি বলি মনে কোচ্চি, হঠাৎ কি যেন বিড়্‌বিড়্‌ কোরে বোক্‌তে বোক্‌তে লানোভারটা ধাঁ কোরে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

এই সময় আনাবেল আবার নেমে আস্‌চেন। কুঁজোটা গোর্জ্জে উঠ্‌লো,—"যা উপরে যা!—আবার আস্‌ছিস্!—যা উপরে যা!—যা বোল্‌ছি!—আবার বুঝি গল্প মনে পড়েছে? আবার বুঝি ঐ ফোচ্‌কে ছোঁড়াটার কাছে মিথ্যাকথা বলাবলি কোত্তে আস্‌ছিস্? যা চোলে যা!—সাবধান!"

আনাবেল কাতরা হোলেন। সুমধুর করুণস্বরে নির্দ্দয় পিতাকে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বাবা! কেন আমারে ও সব কথা বলেন? দোহাই পরমেশ্বর, ও রকমে আমারে তাড়না কোর্‌বেন না!"

"যা উপরে যা!—বার বার বোল্‌ছি, গ্রাহ্য হোচ্চে না!—যা উপরে যা!"—আরো ভয়ানক কর্কশস্বরে সেই স্বর্গসুন্দরী কুমারীর প্রতি বিনাদোষে সেই নারকী পিশাচ পিতার এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন!

আনাবেল আরও করুণস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বাবা! আমি রন্ধনশালায় যাচ্ছি, মা কিছু খাবেন বোল্‌চেন, সেই জন্যে আমি—"

বজ্রগর্জ্জনে কুব্জ লোকটা বোলে উঠ্‌লো, "সয়তানের বুজ্‌রুকি! একরত্তি ছুঁড়ী, ও কি না আমাকে ঠকাতে চায়!"—কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে নরাধম রাক্ষসটা দ্রুতগতি সেই সুশীলা কুমারীর সুন্দর গণ্ডদেশে এক ভয়ানক ঘুসী বসিয়ে দিলে!

আঘাতে বেদনা পেয়ে অস্ফুটস্বরে আনাবেল বোলে উঠ্‌লেন, "বাবা! ও বাবা! আমি"—বোল্‌তে বোল্‌তেই কেঁদে ফেল্লেন! আমি ত আড়ষ্ট!

মাল্লে!—হতভাগাটা এমন সুন্দর দেববালাকে প্রহার কোল্লে! আঘাতটা কেবল আমার কাণেই বাজ্‌লো এমন নয়, অন্তরে বাজ্‌লো। আমার অন্তরাত্মা ব্যথা পেলেন! আমার বুকের ভিতর তখন যেন বাঘের মত সাহস এসে দেখা দিলে! আমি অমনি

সাঁ কোরে দরজার কাছে ছুটে গেলেম। সজোরে দরজাটা খুলে ফেল্লেম। বাঘে যেমন লাফায়, ঠিক সেই রকম লাফিয়ে সেই রাক্ষসটার উপর পোড়লেম। দুরাত্মা তখন কুমারীকে আর এক ঘুসী বসাবার জন্যে হাত তুলেছিল। এক ধাক্কায় আমি তারে ভূশায়ী কোরে দিলেম! আমার তখন বোধ হোতে লাগলো, মুহূর্ত্তমধ্যে আমি যেন সহস্র বীরের বল পেয়েছি। একা আমি সেখানে, কিন্তু মনে কোল্লেম, একা আমি তখন যেন এক সহস্র উইলমট!

কুঁজোটা আস্তে ব্যস্তে গাঝাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠলো। একধারে আমি, একধারে দানোভার, মাঝখানে আনাবেল। আনাবেলের সকাতর কণ্ঠস্বর আবার ফুটে উঠলো। কাকুতি মিনতি কোরে সেই সুশীলা কুমারী আমারে পুনঃপুন ঠাণ্ডা হোতে বোল্লেন। সেই রকম মিনতিস্বরে প্রহারকর্ত্তা নিষ্ঠুর পিতাকে বোলতে লাগলেন, "বাবা! তোমার পায়ে ধরি, জোসেফ্‌কে কিছু বোলো না,—জোসেফ্‌কে মেরো না!" সেই হুলুস্থূলের সময় রন্ধনশালা থেকে দাসীরা ছুটে এলো, আনাবেলের জননীও সর্ব্বাঙ্গে একখানা মোটা কাপড় জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে নেমে এলেন, সকলের বদনেই ভয়বিস্ময় মাখানো! কুঁজো তখন পাগলের মত সক্রোধে আমার পানে চেয়ে পা ঠুকে ঠুকে গর্জ্জন কোরে বোলতে লাগলো, "যা তুই!—যা তুই আপনার ঘরে! যা আপনার ঘরে!—এখনি চোলে যা!"—কথাগুলো যেন আমারি কর্ণে বজ্রবর্ষণ কোল্লে। আনাবেল চুপিচুপি আমার কাণে কাণে বোল্লেন, "হাঁ,—যাও,—ঈশ্বরের নাম কোরে বোলছি, যাও জোসেফ! আমার কথা রাখ! আপনার ঘরেই তুমি যাও!" কাতরনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে কুমারী যে কথাগুলি বোল্লেন, তাঁর জননীর বদনেও সেই ভাবে সেই সকল কথার প্রতিধ্বনি হলো।

আমার মনে তখন অনুতাপের পুনরুদয়! আমার তখন ভয় এলো। মনে ভাবলেম, কি কোল্লেম! অতবড় দুরন্ত লোককে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেম!—সে ভয়টা কিছু অস্বাভাবিক ভয় নয়। বালক আমি, বালকের মনে সে অবস্থায় সে রকম ভয় অবশ্যই আসে। আসে বটে,—এলো বটে, কিন্তু ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা হলো না। কতক আতঙ্কে, কতক বিমর্ষে আমি উপরের সিঁড়িতে পা দিলেম। আনাবেলের জননী রুগ্নশরীরে আতঙ্কে কম্পিত হয়ে বারাণ্ডার বেল ধোরে করুণনয়নে আমার দিকে ফিরে চাইলেন। যখন যাই, তখন সেই সকরুণ দৃষ্টি আমার দৃষ্টিপথে আকৃষ্ট হলো। তাঁর স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি, তাতে তাঁর রাগ হয়েছে, সে সকরুণ দৃষ্টিপাতে তেমন লক্ষণ কিছুই অনুমান হলো না। আবার আমি ফিরে চাইলেম। দেখলেম, আনাবেলও ঠিক সেই রকমে আমার দিকে চেয়ে আছেন। যে সন্দেহে আমি বিমর্ষ হোচ্ছিলেম, সে সন্দেহটা দূর হয়ে গেল। সন্দেহের অবসানে আমার দুটী চক্ষু ছল ছল কোরে এলো। অলক্ষিতে জলধারা গড়ালো। নীরবে আমি রোদন কোল্লেম। অত্যন্ত কাতর হয়েই মনে কোল্লেম, এই দুটী সুশীলাকে এই দুরন্ত পিশাচের কাছে রেখে আমি কোথায় চোল্লেম?

চোল্লেম;—যেতেই তখন বাধ্য, উপরের ঘরেই চোল্লেম;—আপনার শয়নঘরেই প্রবেশ কোল্লেম। একটু পরেই ঝন্ ঝন্ শব্দে সদর দরজাটা খুলে গেল, খুলে গিয়েই আবার বন্ধ হলো। সেই শব্দেই আমি বুঝ্লেম, লানোভার বেরিয়ে গেল;—বাড়ী থেকেই বেরিয়ে গেল।

ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ।

আমার নারীবেশ।

আপনার ঘরেই আমি বন্দী।—যখন বন্দী হোলেম, তখন বেলা দুটো। বন্দী হোলেম, সে জন্য বড় একটা ভাব্না এলো না, গ্রাহ্যই কোল্লেম না, লানোভারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছি, দস্যুতার দৌরাত্ম্যে উত্তেজিত হয়ে তারে আমি ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছি, তার প্রতিফল কি আছে, সেটাও বেশীক্ষণ চিন্তা কোল্লেম না। আনাবেলকে মেরেছে, সেই দুরন্ত দস্যুটা এককালীন দয়ামায়াপরিশূন্য,—আনাবেলকে মেরেছে। মর্ম্মান্তিক ক্রোধে আমি যেন ফুলে ফুলে উঠ্তে লাগ্লেম। আহা! আনাবেলের কি মধুর প্রকৃতি! আনাবেলের কি মধুময়ী প্রতিমা!—আনাবেলের কি অপরূপ রূপলাবণ্য!—আনাবেলের দৃষ্টি কি প্রশান্ত! কুঁজোটা যখন আনাবেলের উপর দৌরাত্ম্য করে, আনাবেল তখন সেই শান্তদৃষ্টিতে পুনঃপুন আমার পানে চেয়েছিলেন, আনাবেলকে আমি ভাল বেসেছি, আনাবেল আমার ভগ্নী। আহা! অল্পদিন দর্শনে আনাবেলকে যেন আমি সহোদরা ভগ্নী তুল্য ভাল বেসেছি। আহা! পঞ্চদশ-বর্ষীয়া বালিকা, এমন বালিকার রাক্ষস পিতা স্নেহমায়ার কথা একবার মনেও ভাব্লে না,—দস্যু!—পিশাচ!—নরাধম! বন্দী অবস্থায় এই সকল চিন্তা কোত্তে কোত্তে আমি যেন পাগলের মত হয়ে উঠ্লেম।

মাথা যেন ঘুর্ত্তে লাগ্লো, এক চিন্তার পর আর এক চিন্তা,—একটা ভাবি আর একটা আসে, যেটা ধরি সেইটাই ভয়ানক! সেই প্রকার ঘূর্ণিত চিন্তায় আমি এতদূর অধীর—এতদূর অন্যমনস্ক হয়েছিলেম যে, কোথা দিয়ে সময় চোলে গেল, কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। সে সময়ের মনের চাঞ্চল্য আমার যতদূর, ততদূর চাঞ্চল্য পূর্ব্বে আর কখন আমি জান্তেম না। স্থির কোল্লেম, কিছু উপায় করা চাই, কিন্তু কি যে সেই

উপায়, তা তখন কিছুই জান্‌লেম না। উপায় কর্‌বার ক্ষমতা আছে কি না, সেটাও তখন আমার অনুভবে এলো না। মনের ভিতর তোলাপাড়া কোচ্চি, যে রকমে পারি, পালাবো।—না না, আমি কাপুরুষ নই, নিজের মুক্তিলাভের জন্যে তত ব্যস্ত নই, আনাবেলকে আর আনাবেলের জননীকে নিয়ে পালাবো। সেইটাই তখন স্থির সংকল্প। সংকল্প বটে, কিন্তু সঙ্কল্পটা বড়ই চঞ্চল। নিশ্চিত উপায় যে কি, অনেক ভেবে চিন্তেও সেটা তখন নিঃসংশয়ে অবধারণ কোরে উঠ্‌তে পাল্লেম না।



এই রকমে খানিকক্ষণ কেটে গেল। একটু পরে শুন্‌তে পেলেম, কে যেন খুব আস্তে আস্তে আমার ঘরের দরজায় ঠুক্ ঠুক্ কোরে ঘা দিচ্চে। শুন্‌তে পেলেম, মৃদু মৃদু আনাবেলের মধুর স্বর। সেই মধুর স্বরে আনাবেল আমারে সান্ত্বনা কোচ্চেন, অভয় দিচ্চেন,—উৎসাহ দিচ্চেন। আমি তাঁরে সাধুবাদ দিলেম,—আমি তাঁরে আশীর্ব্বাদ কোল্লেম, বিনীতভাবে বোল্লেম, "ভগ্নি! আমার জন্যে তুমি নিজের সুখশান্তি নষ্ট কোরো না; আমার জন্যে তুমি যেন নিজে কোন রমক বিপদে পোড়ো না।"

আনাবেল বোল্লেন, "ভয় নাই! পিতা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন।"—এইটুকু বোলেই স্নেহাময়ী বালিকা আরো চুপি চুপি বোল্‌তে লাগলেন, "আমি এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াব না। কি জানি, দাসীরা যদি হঠাৎ আমারে এখানে দেখ্‌তে পায়, তাদের মনিবকে বোলে দিতে পারে,—গণ্ডগোল বাধাতে পারে, আমি আর বেশীক্ষণ দাঁড়াব না।"—বোলেই আনাবেল সোরে গেলেন। তাঁর সেই সুমধুর কথাগুলি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কর্ণকুহরে যেন সুমধুর বংশীধ্বনির ন্যায় সুমধুর স্বরে প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো। বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন আকাশবাণী;—আকাশ থেকে যেন কোন দেবকন্যা আমার কর্ণে অমৃতবর্ষণ কোরে গেলেন! আনাবেল একবার আস্‌চেন, একবার যাচ্চেন, স্থির হয়ে দাঁড়াতে পাচ্চেন না। আবার এলেন;—আবার এসে দরজার পাশে দাঁড়ালেন। মৃদু পদশব্দে আমি জান্‌তে পাল্লেম,—দ্বারে মৃদু অঙ্গুলীস্পর্শে আমি জান্‌তে পাল্লেম, আনাবেল এসেছেন। আহ্লাদে আমার সর্ব্বশরীর পুলকিত হলো। সময় চোলে যাচ্চে।—দিনমান চোলে গেল, সন্ধ্যাকাল এলো;—তখনো পর্য্যন্ত লানোভার ঘরে ফিরে এলো না। আমার ঘরের চাবীটা সে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেছে। কেহ আমারে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী ঘরের ভিতর এনে দেয়, এমন উপায় কিছুই ছিল না।

আনাবেল কথা কইলেন। সেইরূপ মধুরস্বরে চুপিচুপি কথা। যতবার আসেন, ততবারই ঐরূপ চুপি চুপি কথা। এ বারে কিছু কম্পিত স্বর। কম্পিত মৃদুস্বরে আনাবেল আমারে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জোসেফ! তোমার কি ভারি ক্ষুধা পেয়েছে?" আমি সেইরূপ মৃদুস্বরে উত্তর কোল্লেম, "কিছুমাত্র না।—ক্ষুধা নাই, ঘরে যদি প্রচুর খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত থাক্‌তো, তা হোলেও আমি তার কণামাত্রও স্পর্শ কোত্তেম না।—কিছুমাত্র ক্ষুধা নাই।"—আনাবেলকে যে কথাগুলি আমি বোল্লেম, সমস্তই সত্যকথা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল।—আরো কতক্ষণ গেল, নিকটবর্ত্তী একটা গির্জ্জার ঘড়ীতে টুং টাং শব্দে ঘোষণা কোরে জানালে, রাত্রি দশটা। একটু পরেই দুরন্ত লানোভারের দুরন্ত স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ কোল্লে। সদর দরজায় দুম্ দুম্ শব্দে আঘাত হতে লাগ্‌লো। বাড়ীময় সেই আঘাতধ্বনির প্রতিধ্বনি! লানোভার ফিরে আস্‌ছে। সেই সময় আমার মনটা কেমন এক রকম গোলমেলে হয়ে উঠ্‌লো। এতক্ষণ কয়েদ আছি, এতক্ষণ আমার ওসব চিন্তা ছিল না, লানোভারের ভয়টা অনেক তফাতে গিয়ে পোড়েছিল, এখন আবার আমার গা কাঁপিয়ে সেই ভয়টা ফিরে এলো। লানোভার অনেকক্ষণ অনুপস্থিত, অনেকক্ষণের পর ফিরে আস্‌ছে। পূর্ব্বেই আমি বোলেছি, সেই পাপাশয় রাক্ষসটা সকল সময় ঘরে থাক্‌তো না, কখন বা সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে কাটাতো, কখন বা দিবারাত্রি গরহাজির থাক্‌তো। লোকে জিজ্ঞাসা কোল্লে উত্তর দিতো, "বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝট।" কি যে তার বিষয়কর্ম্ম, বাড়ীর জনপ্রাণীও তা জানে না।

আমিও তা বেশ বুঝতে পেরেছি। সেদিন যে আমারে কয়েদ কোরে রেখে, সেই ক্রোধোন্মত্ত দুরন্ত পিশাচ কোথায় গিয়েছিল, তাও আমি কতক কতক বুঝেছি। আমার উপর কোন রকম জুলুম করবার মৎলবেই সেদিন সে ততখানি দেরী কোরেছে। কোরেছে কোরেছে, তা হোলোই বা; তাতেই বা আমার ভয় কি? গ্রাহ্যই কোল্লেম না। যে সকল দৌরাত্ম্য আমি সহ্য কোরে আস্‌ছি, যে সকল বিপদের সঙ্গে আমি অহরহ সাক্ষাৎ কোচ্চি, তার চেয়ে কত বড় বিপদই বা লানোভার আমার কাছে ডেকে আন্‌তে পাবে?

সদর দরজা খুলে গেল, সদর দরজা বন্ধ হোলো, পাঁচ মিনিট নীরবে কেটে গেল। পাঁচ মিনিট পরেই আমি শুন্‌লেম, উপরের সিঁড়িতে ধুপ্‌ ধাপ কোরে লানোভারের পায়ের শব্দ! আমার ঘরের দরজার কাছে এসেই সে শব্দটা থাম্‌লো। চাবীখোলা শব্দ পেলেম। একটা জ্বলন্ত বাতী হাতে কোরে আরক্তবদনে লানোভার আমার কয়েদ-ঘরে প্রবেশ কোল্লে। এক হাতে বাতী, এক হাতে কতকগুলি খাদ্যসামগ্রীপূর্ণ একখানা বাসন। বগলে একগাছা মোটা লাঠি।

"এই নে! খাবার এনেছি, কিছু খা!"—খুব রাগত স্বরে এই কথা বোলে লানোভার বাসনখানা একটা টেবিলের উপর রাখ্‌লে। রেখেই হিংসাপূর্ণ কটাক্ষে ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে চেয়ে, গুম্‌রে গুম্‌রে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "যে ঔষধে মাথা ভাঙে, আমি উপযুক্ত বিবেচনা কোরে সেই ঔষধ আজ সঙ্গে কোরে এনেছি!—ঠিক্‌ বিবেচনা কোরেছি, ভারি ফন্দিল্‌ চালাক তুই! ফের যদি তুই আমার গায়ে হাত তোল্‌বার চেষ্টা কোরিস্‌, এক লাঠিতেই তোর মাথা ভেঙে দেবো! একেবারে ঘি বার্‌ কোরে ফেল্‌বো! খুলী উড়িয়ে দিব!"

"তুমি কাপুরুষ!"—আমি যেন লম্ফ দিয়ে বোলে উঠ্‌লেম, "তুমি কাপুরুষ! বালিকাকে প্রহার! সে বালিকা আবার কে? নিজের কন্যা!—পরমসুন্দরী সুশীলা কুমারী। তা যখ তুমি পার,—পিতা হয়ে তেমন অসহায়িনী নিরপরাধিনী সুন্দরী কুমারীকে প্রহার কোত্তে যখন তুমি পার, তখন ত আমি বোধ করি, জগৎপিতার জগৎসংসারে তোমার অসাধ্য দুষ্কর্ম্ম আর কিছুই নাই!"

আর যায় কোথা? যেমন আমি ঐ কথাগুলি বোলেছি, তৎক্ষণাৎ লানোভার অমনি বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রহস্তে সেই লাঠিটা সজোরে আকর্ষণ কোরে আমার পৃষ্ঠে এক আঘাত কোল্লে! ঘরের মেজের উপর আমি আছাড় খেয়ে পোড়ে গেলেম! মূর্চ্ছা গেলেম না, ক্ষণকাল কেবল বাক্‌শূন্য হয়েছিলেম মাত্র। লানোভার আমারে প্রহার কোরেই বিড় বিড় কোরে কতকগুলো কি বোক্‌লে। আমার ভয় হলো। মনে কোল্লেম, এই বারেই আমাকে খুন কোত্তে এসেছে! কথাটা মনে হবামাত্রেই মনটা যেন চোম্‌কে উঠ্‌লো। প্রাণ যাবে, এমন নিষ্ঠুর রাক্ষসের হাতে অকারণে প্রাণ যাবে!—দাঁড়ালেম,—সংকল্প কোরে দাঁড়ালেম, শিশুকালে ডাকাতের হাতে প্রাণ হারাবো! এ প্রাণ রক্ষার জন্য

আমারে যতদূর মোরিয়া হোতে হয়, তাই হবো। দেখি দেখি,নরাধম পিশাচ কি কোরে তার মনস্কামনা পূর্ণ করে! লানোভার আমারে সেই লাঠির দ্বারা দ্বিতীয়বার আঘাত কোল্লে! আবার আমি পোড়ে গেলেম। তখন আর যেন আমি কোন দিকে কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। খুন কোর্‌বে বোলে যে নিদারুণ আতঙ্কটা আমার বুকের ভিতর তোলপাড় কোরে বেড়াচ্ছিল, সে আতঙ্কটা যেন আর এক রকম হয়ে দাঁড়ালো। গতিক দেখে বিবেচনা কোল্লেম, হয় ত তার এত শীঘ্র খুন কর্‌বার ইচ্ছা নাই, কেবল আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে শাস্তি দিবার মৎলব। এ সময় একটু বশীভূত হওয়াই ভাল। এই পরামর্শই ঠিক।

ভাব্‌ছি, বিকটবদনে দাঁত খিচিয়ে লানোভার আমারে বোলে উঠ্‌লো, "কেমন, এইবার ত ঠিক হোয়েছে? খা এখন!—যা এনেছি, চুপ্‌টী কোরে খা!"

"আমি চাই না!"—কতক বিমর্ষে কতক আতঙ্কে আমি উত্তর কোল্লেম, "আমি চাই না! আমি খাব না! আমার ক্ষুধা নাই!"

"আচ্ছা, আচ্ছা!"—কুঁজোটা পূর্ব্ববৎ দাঁত খিচিয়ে গর্জ্জন কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আচ্ছা, আচ্ছা! যা ভাল বুঝিস্, তাই কর্; আর বাহাদুরী চাই না! কাপড় ছাড়্! চুপ্‌টী কোরে শুয়ে থাক্! দশটা বেজে গেছে!"

তাই আমি শুন্‌লেম। কেন না, তখনো পর্য্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর প্রহারের জ্বালায় আমি অস্থির। কাপড় ছাড়্‌লেম, বিছানায় গিয়ে শুলেম, রাক্ষসটা কি করে, শুয়ে শুয়ে মিট্‌মিট্ কোরে চেয়ে চেয়ে টিপি টিপি সেই দিকে আমি দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। লানোভার কোল্লে কি, আমার কাপড়গুলি সব এক জায়গায় জড় কোরে গুছিয়ে রাখ্‌লে, ড্রাজে আমার আর এক শুট্ পোষাক ছিল, ড্রাজ খুলে সেটীও বার কোরে নিলে! জুতাগুলি পর্য্যন্ত বার কোরে নিলে! সব এক সঙ্গে পুঁটুলী বেঁধে বাতীটা হাতে কোরে রাগে রাগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বোল্‌তে বোল্‌তে গেল "পাজি! রাস্কেল! পালাবে? এইবার তোমার পালাবার পন্থা শেষ কোল্লেম! চাতুরীছলনা, সব এইবার ভেসে গেল!"

রাক্ষসটা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, বাতীর আলোটা সেই সময় তার মুখের উপর পোড়্‌লো। সেই আলোতে আমি দেখ্‌লেম, সেই বিকট মুখখানা আরো যেন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে! কতবড় যুদ্ধেই যেন জয়লাভ হলো, রণজয়ী মহাবীরের মত সেইরূপ ভাব দেখিয়ে কুঁজোটা খুব জোরে দরজা বন্ধ কোরে দিলে, জোরে জোরে চাবি বন্ধ কোল্লে! আর আমি কোন সাড়াশব্দ পেলেম না। অন্ধকার ঘরে আধার আমি একাকী! ঘোর অন্ধকারে আমি কয়েদ! ঘরটাও অন্ধকার, নানা চিন্তায় আমার চিত্তও অন্ধকার! শয়ন কোল্লেম,—শয়ন কোরেছি, নিদ্রা এলো না। ঐ চিন্তার সাগরের মধ্যে নিদ্রার স্থান কোথায়? নানা দুর্ভাবনায় নানা প্রকার সন্দেহে শুয়ে শুয়ে আমি কেবল কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম লানোভারের আচরণ দেখে সর্ব্বক্ষণ মনে মনে এই ভয় হতে লাগ্‌লো, নিশ্চয়ই সে আমার প্রাণ বিনাশ কোর্‌বে!

রাত্রি এগারোটা।—একটু পরেই সদর দরজায় আঘাত হলো! কে আঘাত কোল্লে,

কিছুই বুঝ্লেম না। সামোভার নীচে থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দাসীদের বোল্তে লাগ্লো, "যা তোরা উপরে যা!—যা কোত্তে হয়, আমি জানি। দরজা খুল্তে হয়, আমিই খুলে দিব। যা তোরা দুজনেই চোলে যা! আমিই দরজা বন্ধ কোরে যাচ্ছি।"

দাসীদের প্রতিই এই হুকুমজারি হলো, ঘরের ভিতর থেকে তা আমি কেমন কোরে জান্লেম? দাসীরা উপরে এলো। আমি যে ঘরে থাকি, তারই উপরতালায় তাদের শোবার ঘর। আমার ঘরের পাশ দিয়ে তারা উপরে গেল। তাতেই আমি জান্লেম, তাদের উপরেই ঐ হুকুমজারী।

আবার কিয়ৎক্ষণ অতীত। বাড়ী নিস্তব্ধ। কেবল দাসীদের ধীরি ধীরি পদশব্দ ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ শুনা গেল না। সকলেই নীরব। অনুমানে বুঝ্লেম, আনাবেলের ঘরের দরজা খোলার শব্দ;—টিপি টিপি দরজা খোলা। আমার ঘরের পাশেই আনাবেলের শয়নঘর। নিশ্বাস রোধ কোরে আমি দরজার পাশে চুপ্টী কোরে দাঁড়ালেম। মনে হোতে লাগ্লো, আমার সম্বন্ধেই হয় ত কিছু গোলমাল হোচ্চে। কেননা, সকলেই যেন সাবধানে সাবধানে চোল্‌ছে, এর ভিতর যেন কোন প্রকার লুকোচুরি আছে। আনাবেলের মৃদু পদশব্দ আবার আমার কাণে আস্তে লাগ্লো। সেই শব্দ যেন উপরের সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে যেতে লাগ্লো। যদিও অতি ধীরি ধীরি পদক্ষেপ, তথাপি তখন আমার স্মৃতিশক্তি এত প্রখরা যে, মাটীতে একটী ছুঁচ পোড়্লেও সে শব্দ আমি বেশ শুন্তে পাই।

আবার সে শব্দটী থাম্লো। কোথায় গেল বুঝা গেল না। মনে কোল্লেম, কি এ? এ সকল গোলমেলে কাণ্ডকারখানা কিসের? স্থিরমনে কাণ পেতে রয়েছি,—আধ ঘণ্টা অতীত, আর কোন লক্ষণ জান্তে পারা গেল না। নিশ্চয় স্থির কোল্লেম, আনাবেল উঠেছেন। আমাকে নিয়েই হয় ত কোন গণ্ডগোল হোচ্চে। বিছানা থেকে উঠ্লেম। ঘর অন্ধকার,—দরজা বন্ধ, চুপি চুপি সেই দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেম। আবার শুন্তে পেলেম, একটা সিঁড়ির দরজা ধীরে ধীরে খুলে কে যেন ধীরে ধীরে বন্ধ কোরে দিলে। খুব সাবধানে খোলা,—খুব সাবধানে বন্ধ করা। যে ঘরে আনাবেলের জননী থাকেন, পীড়ার সময় যে ঘরে তাঁরে রাখা হয়েছে, সিঁড়ির পাশেই সেই ঘর। অনুমান কোল্লেম, আনাবেল হয় ত মায়ের কাছে গেলেন, হয় ত ঔষধ খাওয়াতে গেলেন। মনে মনে আর এক তর্ক এলো।—তাই যদি হবে, তবে অত সাবধান কেন?—তবে অত চুপিচুপি দরজা খোলা কেন? বোধ হয় সেই রাক্ষসটার ভয়ে। আমারো তবে সাবধান থাকা উচিত।

বিছানায় ফিরে গেলেম।—শয়ন কোল্লেম, চক্ষু বুজে থাক্লেম,—নিদ্রা নয়, যে রকম নিদ্রায় জ্ঞানচৈতন্য চোলে যায়, সে রকম নিদ্রা নয়; যে অবস্থায় স্বপ্ন আসে, সে রকম তন্দ্রার ঘোরও নয়; জ্ঞান থাকে, বিবেচনাশক্তি থাকে, অথচ স্বপ্ন আসে, এমন কোন অবস্থাও নয়।—তবে সেটা কি? তখন ত কিছুই আমি অনুভব কোত্তে

পাল্লেম না। পূর্ব্বে যে সকল চিন্তা এসেছিল, একে একে সেই সকল চিন্তাই আবার ফিরে ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু পূর্ব্বের মত ততটা অস্থির হোলেম না। ওঃ! আবার এ কি শব্দ!

আমার ঘরের দরজা বন্ধ,—অন্ধকার ঘরে আমি কয়েদ! সেখানে আমার রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। বাহিরে চাবি বন্ধ। শব্দ পেলেম, আমারি ঘরের চাবী খোলা শব্দ। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গির্জ্জার ঘড়ীতে ঠং ঠং কোরে শব্দ আরম্ভ হলো। গণনা কোল্লেম না, মনে মনেই বুঝ্‌লেম, রাত্রি দুই প্রহর। গণনা করবার অবসর হলো না। ভয়ে ভয়ে মনে কোচ্চি, কে যেন আমার ঘরে প্রবেশ কোচ্চে। সাংঘাতিক আতঙ্কে আমি জড়সড়। সেইবার যেন নিশ্চয় মনে কোল্লেম, এ লোক আর কেহই না, সেই রাক্ষস, লানোভার। এইবার লানোভার আমারে খুন কোত্তে আস্‌চে! এইবারেই আমারে খুন কোরে ফেল্‌বে! আমার মনে কেবল ঐ ভয়! প্রাণের ভয়েই আকুল হোলেম। বিছানার উপর পাশ ফিত্তে সাহস হলো না! একবার ভাব্‌লেম, চেঁচিয়ে উঠি। চীৎকারধ্বনি ঠোঁটের কাছে এলো এলো এলো না;—চীৎকার কোত্তে পাল্লেম না। দরজাটা খুলে গেল। আতঙ্কে আমি কেঁপে উঠ্‌লেম। একটু পরেই সে আতঙ্কটা দূর হয়ে গেল। আনাবেলের মৃদু মধুর স্বর আমার অস্থির কর্ণে প্রবেশ কোল্লে! আনাবেল জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জোসেফ! জেগে আছ?"

আমি অমনি আহ্লাদে চমকিত হয়ে তদ্রূপ মৃদুস্বরে উত্তর কোল্লেম, "আমার নিদ্রা নাই!"—উত্তর কোল্লেম বটে, কিন্তু কেন যে আনাবেলের তত চুপিচুপি কথা, কেন যে আনাবেল তখন ততখানি সাবধান, কেন যে আনাবেলের লুকিয়ে লুকিয়ে আসা, সেটী কিন্তু স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

আনাবেল সেইরূপ মৃদুমধুরস্বরে আবার আমারে বোল্লেন, "ভয় পেয়ো না জোসেফ!"—এই কটী কথার সঙ্গে সঙ্গে স্নেহবতী কুমারীর কণ্ঠস্বর যেন কিছু কেঁপে এলো। কম্পিতকণ্ঠে তিনি পুনর্ব্বার বোল্‌তে লাগ্‌লেন. "ভয় পেয়ো না! কোন কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোরো না! কিন্তু এ বাড়ীখানা তোমারে ছেড়ে যেতে হোচ্চে!—তুমি পালাও!—জোসেফ! এখনি তুমি পালাও!"

"পালাব?—ও পরেমেশ্বর!"—দুর্জ্জয় ভয়ে শিউরে উঠে স্তম্ভিতস্বরে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "পালাব?"—বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, সহস্র সহস্র অজ্ঞাত বিপদ সেই সময় আমার চতুর্দ্দিকে এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নৃত্য আরম্ভ কোরে দিলে!

"চুপ কর জোসেফ, চুপ কর! আমি তোমারে মিনতি কোরে বোল্‌ছি, তুমি চুপ কর! সমস্তই মাটী হবে! সমস্তই নষ্ট হবে! তুমি যদি অত উতলা হও, মহাবিপদ উপস্থিত হবে!—চুপ কর!—পালাও!"

মহা উত্তেজিত হয়ে আবার আমি বোলে উঠ্‌লেম, "পালাবো? কোথায় আমি পালাবো? কোথায় আমার স্থান আছে?"

আনাবেল আমার কাণের কাছে আবার চুপিচুপি বোল্লেন, "কোথায় ?—কোথায় পালাবে ?—যেখানে তোমার ইচ্ছা !—কথা এই যে, এখানে তুমি আর থেকো না ! বারবার তোমারে বোল্‌ছি,—কোন কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোরো না !—দেরি কোরো না !—ওঃ ! আমিই যেন পাগল হয়ে উঠ্‌লেম ! জোসেফ ! তুমি পালাও !—যত শীঘ্র পার, লণ্ডন ছেড়ে পালাও !—যত দূরে পালাতে পার, ততই মঙ্গল !—আমি তোমার জন্য টাকা এনেছি ;—তুমি—"

"কিন্তু আমার কাপড় ?"—আমি চোম্‌কে উঠে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কিন্তু আমার কাপড় ?—তোমার বাবা আমার সব কাপড় নিয়ে —"

"তা আমি জানি !—চেষ্টা কোরেছিলেম আন্‌বার, কিন্তু পাল্লেম না !—পেলেম না ! চাবিটা পেয়েছি !—ওঃ ! যে কোরে চাবী পেয়েছি,—পরমেশ্বর জানেন,—তাতে আমার প্রাণ যেতো ! জোসেফ ! তোমার জন্যে যদি আমার প্রাণ যেতো, তাতেও আমি সুখী হোতেম ! আমি—"

সজোরে আমি এক বিষাদের নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম। আমার জন্যে প্রাণ গেলে আনাবেল সুখী হোতেন ! কথা আমার প্রাণে যেমন শক্ত বাজ্‌লো, অন্য প্রাণে তেমন বাজ্‌তে পারে কি না,—অনেক দিনের কথা,—এখনো পর্য্যন্ত তা আমি জানি না ! আবার আমি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমার কাপড় ?"

"তুমি এক কর্ম্ম কর !, মেয়েমানুষের কাপড় পর !—দেখ, দরজার পাশে—এই ঘরের ভিতর—দরজার পাশে যে চৌকীখানা আছে, সেই চৌকীর উপর আমি এক সুট পোষাক রেখে এসেছি। যা যা তোমার দরকার, সমস্তই ঐখানে আছে। উঠ তুমি !—ঐ কাপড় পর !—আলো জাল্‌তে আমার সাহস হোচ্চে না,—অন্ধকারেই কাপড় ছাড় !—আমি একটু বাইরে যাই,—পাছে কেউ আসে. দরজার বাইরে আমি পাহারা দিই।—শীঘ্র প্রস্তত হও !—আবার আমি মিনতি কোরে বোল্‌ছি, শীঘ্র প্রস্তত হও দেরি কোরো না !"

আনাবেল আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে থেকে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ কোরে দিলেন। আমার যে তখন কি বিপদ,—আমার যে তখন মনের অবস্থা কি প্রকার, আমি বোধ করি ভুক্তভোগী পাঠকমহাশয় আমার চেয়ে সেটী বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বেন। আমার আপাদমস্তক ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বিছানা থেকে উঠ্‌লেম। আন্দাজে আন্দাজে সেই চৌকীর উপর বস্ত্রগুলি স্পর্শ কোল্লেম। সর্ব্বশরীর বিকম্পিত ! তত কম্প কিসের ?—অঙ্গকম্পনে অনেক সময় ভবিষ্যৎ ফলাফল বুঝ্‌তে পারা যায়। আমি ভাব্‌লেম,—কম্পের লক্ষণে তখনি তখনি আমি নিশ্চয় কোরে ভাব্‌লেম, সম্মুখে কোন ভয়ানক বিপদ উপস্থিত ! মহাবিপদের লক্ষণ জেনেই দয়াময়ী আনাবেল আমারে পালাবার পরামর্শ দিলেন।

তত কম্পের মধ্যেও আমি ধৈর্য্য ধারণ কোল্লেম। স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদ পরিধান

করবার উপায় দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কথাটা বড় সোজা নয়! পুরুষে স্ত্রীলোকের সাজ পরা,—চিরদিনের অনভ্যাস, তাতে আবার রাত্রিকাল, তাতে আবার অন্ধকার, কোন্ অঙ্গে কি প্রয়োজন, অন্ধকারে সেগুলি ঠিক কোরে নেওয়া মহা সঙ্কট!—সঙ্কট ত বটেই, কিন্তু তা বোল্লে তখন কি হয়, এক রকমে আন্দাজে আন্দাজে যত শীঘ্র পাল্লেম, বিবিয়ানা পোষাকে সর্ব্বশরীর ঢেকে ফেল্লেম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার পোষাক পরা হলো। পোষাকটী আনাবেলের নিজের, জুতাজোড়াটী কিন্তু আনাবেলের নয়। যদিও বয়েস এক;—আনাবেলের আর আমার বয়ঃক্রম একই প্রকার; তথাপি কিন্তু আনাবেলের জুতা আমার পায়ে ঠিক হবে না, সেই জন্যই নূতন বন্দোবস্ত। অনুমানে আমি বুঝ্‌লেম, জুতাজোড়াটী আনাবেলের জননীর।

আমার পোষাক পরা সাঙ্গ হলো। অন্ধকারে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে দরজা খুল্লেম। আনাবেল আমার একখানি হাত ধোরে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে চোল্লেন। ঘোর অন্ধকার!—যে দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই ভয়ানক অন্ধকার! অতি ধীরে ধীরে—অতি সাবধানে পা টিপে টিপে উভয়ে আমরা উপর থেকে নীচে নেমে এলেম। যে ঘরে লানোভার থাকে, সেই ঘরের দরজার সম্মুখ দিয়ে যখন আসি, আনাবেল সেই সময় আমার হাতখানি একটু জোরে টিপে ধোরে সাবধান কোরে দিলেন,—একটীও কথা কইলেন না,—কাণে কাণেও না,—সঙ্কেতে সঙ্কেতে সাবধান কোরে দিলেন, নিঃশব্দই নিরাপদ! আমিও তেমনি সতর্ক!—পা ফেল্‌চি,—শব্দ নাই! নিশ্বাস ফেল্‌চি, শব্দ নাই!—চোলে যাচ্চি, তবু যেন অচল!—মনে আছে, আনাবেল আমারে বোলেছেন, "একটু কিছু অসাবধান হলেই সব নষ্ট হবে!" খুব সতর্ক হয়েই চোল্লেম। কেহই কিছু সাড়াশব্দ পেলে না। সকলের অজ্ঞাতে নিবিড় অন্ধকারের আবরণে আমরা নিরাপদে নীচের তালায় পৌঁছিলেম।

সেইখানে এসে আনাবেল আমারে খুব চুপি চুপি বোল্লেন, "জোসেফ! এখন তুমি নিরাপদের পথে এসে দাঁড়ালে! পরমেশ্বর আমাদের রক্ষা কোল্লেন!"—খুব চুপিচুপি কথা হোলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণগুলি পর্য্যন্ত আমি শুন্‌তে পেলেম। আনাবেল সেই রকম মৃদুস্বরে আমারে পুনর্ব্বার বোল্লেন, "এই লও, পথখরচ লও!—মা আমার এইগুলি তোমার জন্যে পাঠিয়েছেন,—আশীর্ব্বাদ কোরেছেন,—টাকা বেশী নয়,—কিন্তু যাতে কোরে তুমি সহর ছেড়ে নিরাপদে অনেকদূর যেতে পার, সে পক্ষে যথেষ্ট হবে।—মনে আছে জোসেফ! ঘরেই তোমারে আমি বোলেছি, লণ্ডন পরিত্যাগ কোরে যতদূরে তুমি যেতে পার, ততই মঙ্গল। জোসেফ!"—সরলা বালা একটী সুবিশাল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে ক্ষীণ মৃদু বিকম্পিত স্বরে থেমে থেমে আবার আমারে বোল্লেন, "জোসেফ! আঃ!—তোমার প্রাণের আশঙ্কা!—ওঃ!—তোমারে এরা মেরে ফেল্‌বে! সেই পরামর্শই কোরেছে!—জোসেফ! না জানি, শুনে তুমি মনে কি কোর্‌বে, সেই সাঙ্ঘাতিক পরামর্শের মূলেই আমার পিতা!"

এই শেষ বাক্য উচ্চারণ কোরেই আনাবেল আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পাল্লেন না। কাঁপ্তে কাঁপ্তে হেলে পোড়ে আমার কাঁধের উপর ভর রেখে দাঁড়ালেন। আমিও প্রাণপণযত্নে দুই বাহু বিস্তার কোরে তাঁরে বেষ্টন কোরে ধোল্লেম। স্নেহভরে সেই স্নেহমুখীর বিধুমুখে আমার নিজের কম্পিত ওষ্ঠ স্পর্শ কোল্লেম। ওঃ!—মুখখানি যেন তখন সজল পাথরের মত ঠাণ্ডা! আনাবেল যেন স্তম্ভিতকণ্ঠে অবরুদ্ধস্বরে খুব শীঘ্র শীঘ্র আমারে বোল্লেন, "যাও তবে জোসেফ!"—আমিও অমনি তেমনি ত্বরিতস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, 'আর তুমি? তুমি আনাবেল?—তুমি পালাবে না?—তোমারে আমি এই বিপদের মুখে ফেলে কোথা যাব?—কার কাছে ফেলে যাব?"

"আমার জন্যে ভাবতে হবে না।"—সেইরূপ ত্রস্তস্বরে, সেইরূপ চুপিচুপি আনাবেল আমারে পরামর্শ দিলেন, "আমার জন্যে ভাবনা কোরো না,—আমারে এরা মেরে ফেল্‌বে না।—তুমি কিন্তু সাবধান থেকো,—তোমার জন্যেই আমার বেশী ভাবনা! সাবধান! আমার পিতার নামে সাবধান,—আর সেই হতভাগা টাডির নামে! আজ সন্ধ্যাকালে সেই টাডি এখানে এসেছিল!—সাবধান সাবধান!—এখন যাও তবে!"

"না না!—না আনাবেল!—আমি তোমারে এ অবস্থায় রেখে যেতে পার্‌বো না! কার কাছে রেখে যাব?"—অত্যন্ত অস্থির হয়ে আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "তুমি এখানে এই রাক্ষসপুরীতে থাক্‌বে, আমি আমার প্রাণ নিয়ে পালাবো, এ কথাটা মনে করাও ভয়ানক নিষ্ঠুরের কাজ। আনাবেল! তোমার জন্যে আমি পৃথিবীর সমস্ত বিপদের সঙ্গেই—"

আনাবেল যেন ধৈর্য্যহারা হোলেন। অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! জোসেফ! বিনয় কোরে বোল্‌ছি, বিদায় হও!—শীঘ্র চোলে যাও!—যতই দেরি কোচ্চো, ততই হু হু কোরে আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ছে!—তোমার এইরকম দেরি করাতে যত বিপদ ডেকে আনা হোচ্চে, তা তুমি জান্‌তে পাচ্চো না!—শীঘ্র যাও! শীঘ্র পালাও!—আর না!"

"না আনাবেল—"

কথা সমাপ্ত কোত্তে না দিয়েই শশব্যস্তে আনাবেল ব্যগ্রভাবে আমার হাতদুখানি ধোরে ঘন ঘন নিশ্বাসের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কর কি জোসেফ! কর কি? বাবা যদি কোন রকমে আমাদের এসব কথা শুন্‌তে পান, রক্ষা থাক্‌বে না। রাগের মাথায়—কথাটা মনে কোত্তেও বুক কেঁপে যায়!—বুঝ্‌তে পেরেছ,—আমার দিব্য—জোসেফ! পালাও!—শীঘ্র পালাও!"

আর আমি বাধা দিতে পাল্লেম না। সজলনয়নে বোলে উঠ্‌লেম, "তবে আমি যাই? হা পরমেশ্বর!—ওঃ!—আচ্ছা—ঈশ্বর যদি আবার শুভদিন দেন, আবার তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হবে।"

"হাঁ!-হাঁ জোসেফ! আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে, অবশ্যই হবে;—অবশ্যই

ঈশ্বরের কাছে বিচার আছে,—চিরদিন তিনি কাহারে বিপদ রাখেন না। এ বিপদ তোমার বেশীদিন থাক্‌বে না,—অবশ্যই শুভদিন আস্‌বে;—এখন বিদায় হও!—ঈশ্বর যদি দিন দেন, অবশ্যই আবার সাক্ষাৎ হবে!"

আবার আমি আনাবেলকে সস্নেহে আলিঙ্গন কোল্লেম। অন্ধকারে মুখ দেখ্‌তে পেলেম না, কিন্তু অন্ধকারেই অশ্রুধারা পরিমার্জ্জন কোল্লেম। আনাবেল সদর দরজা খুলে দিলেন। একটু ও শব্দ হলো না। রাস্তার গ্যাসের আলো আনাবেলের সুন্দর মুখে প্রতিবিম্বিত হলো। আমি দেখ্‌লেম, শশীমুখ পাণ্ডুবর্ণ, দুই নেত্রে দুই বিন্দু অশ্রু,—দুটী বিন্দুই যেন শিশিরসিক্ত হীরকখণ্ড। আবার আমি চেষ্টা কোল্লেম, অশ্রুমুখী আনাবেলের হাত ধরি, কিন্তু আনাবেল আমারে হস্তসঞ্চালনে বার বার বিদায় হোতে অনুরোধ কোল্লেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আর আমি আনাবেলকে দেখ্‌তে পেলেম না।

রাত্রি দুইপ্রহর। নিশীথকালের নির্জ্জন রাজপথে আমি একাকী!—বিদ্যুদ্গতিতে সেই নির্জ্জন পথে আমি ছুটে চোলেছি। কোন্ দিকে যাচ্ছি, কোন্ দিকে যাব, কিছুই ঠিক নাই; কোন্ পথ ধোরেছি, তাও আমি জানি না,—মনেরই ঠিক নাই, মাথার ঠিক নাই, পথের ঠিক কি প্রকারে হবে? আপনার অঙ্গের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, অন্যমনস্কে হেসে ফেল্লেম।—পরিধান কোরেছি কৃষ্ণবর্ণ রেশমী পোষাক,—মাথায় দিয়েছি বিবিয়ানা টুপী,—টুপীর সঙ্গে বাঁধা আছে স্থূল বসনের অবগুণ্ঠন। আপনার চেহারা দেখেই আমি আপনা আপনি মনে বুঝ্‌লেম, সেজেছি যেন পরমসুন্দরী যুবতী। কিসে আমি পরমসুন্দরী, তা আমি জানি না,—আনাবেলের পোষাক হয় ত আমারে পরমসুন্দরী কোরে তুলেছে। তা ত তুলেছে, কিন্তু রাত্রে আমি মেয়ে সেজে পথে বেরিয়েছি,—রাত্রি গভীর, কি রকমে যে পরিত্রাণ পাব, এক একবার সে ভাবনটাও—সে শঙ্কাটাও বুকের ভিতর ছুটে ছুটে আস্‌ছে। আনাবেল আমারে পোষাক দিয়েছেন, আমার জীবনরক্ষার নিমিত্তই স্নেহবতী আনাবেলের কৌশলে আমার নারীবেশ। ওঃ! মনে পোড়্‌লো টাডি!—আনাবেল আমার কাণে টাডির নাম বোলেছেন। ওঃ! টাডি সেখানে কেন?—ভাব্‌ছি আর ছুট্‌ছি!—টাডি সেখানে কেন? সে লোকটাও কি তবে নরাধম নরহন্তা লানোভারের সহকারী?—তাই বা কেন না হবে? ডাকাতের সঙ্গী ডাকাতই হয়ে থাকে; সাধুলোকে কখনো ল্যনোভারের সঙ্গী হোতে আস্‌বেন না। টাডি!—ওঃ! প্রায় তিনমাস হলো, সেল্‌মরউদ্যানের সম্মুখ থেকে টাডির সঙ্গে যখন আমার ছাড়াছাড়ি হয়, তখন আমি মনে কোরে-ছিলেম, চিরদিনের মত আপদ চুকে গেল! কৈ? আবার কেন তবে টাডি?—না, আবার সেই টাডির নাম!—সুধু কেবল নাম নয়, আমার জীবননাশের পরামর্শের মধ্যেই টাডি! হঠাৎ—হঠাৎ আমার গমনে বাধা পোড়্‌লো। চিন্তামাত্রেই বাধা! কিন্তু সে বাধা কি তখন আমি মানি?—ভয় ত ভয়,—ভাবনা ত ভাবনা,—টাডি ত টাডি, ভয়ানক ভয়ানক পাহাড়পর্ব্বত সম্মুখে থাক্‌লেও সে বাধা তখন আমি মানতেম না।

ছুট!—বড় রাস্তার দু-ধারেই গ্যাসের আলো, পথে লোকজন একটীও নাই, প্রাণের ভয়ে একাই আমি প্রাণপণে ছুটেছি! কোথায় যাচ্চি, কোন্ পথ ধোরেছি, অদৃষ্টে কি আছে, মনের অন্ধকারে এক একবার সেই সব কথা চিন্তা কোচ্চি, তখনি তখনি আবার ভুলে যাচ্চি! বালক আমি, বালকের প্রাণে বড়ই মায়া, প্রাণের ভয়ে প্রাণপণেই ছুটেছি!—ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমার মনকে যেন মনে মনেই আমি আপ্‌না আপ্‌নি জিজ্ঞাসা কোচ্চি, লানোভার কে? সে যদি সত্য সত্যই আমার মামা হবে, তবে আমার জীবন গ্রহণের চেষ্টা পাবে কেন? টাডিই বা আমার প্রাণ হরণের জন্য তার সঙ্গে যোগ দিবে কেন?—কেন?—তাতে তাদের কি লাভ?—কেন তারা আমারে খুন কোর্‌বে?—কেন?—আমি তাদের কি কোরেছি?

যত পথ ছুটে যাচ্চি, তত পথই কেবল আমার ঐ ভাবনা!—ভাবনার সঙ্গে প্রাণের ভয়! একটা জায়গায় দেখি, একটা মাতাল!—দেখ্‌তে যেন ভদ্রলোকের মতন,—ভদ্রলোক, কিন্তু ভাবভঙ্গীতে বোধ হলো, লম্পট মাতাল! নেশার ঝোঁকে টোল্‌তে টোল্‌তে সেই মাতালটা জোরে আমার হাত ধোরে তামাসা জুড়ে দিলে। আমার তখন ভারী জোর কি না, নির্ঘাত ভয়ে এক হেঁচ্‌কা টানে তার হাত ছাড়িয়ে আরো বেগে আমি ছুট্‌তে আরম্ভ কোল্লেম! তখনকার সে ভয়টা যে আমার কি, প্রাণের ভয়ে সেটা তখন অনুভব কর্‌বার অবকাশ পেলেম না।

ছুটে ছুটে আমি অক্‌স্‌ফোর্ড ষ্ট্রীটে উপস্থিত হোলেম। যে রাস্তা ধোরে এতক্ষণ আমি ছুটে এলেম, সেটা সেই গ্রেটরসেল্ ষ্ট্রীট। সে রাস্তাটায় যেমন লোকজনের চলাচল ছিল না, এই নূতন রাস্তাটা তেমন নয়। এ রাস্তায় অনেক স্ত্রীলোক অবলীলাক্রমে গতিবিধি কোচ্চে; অনেক লম্পট, অনেক মাতাল, অন্য রকমের অনেক প্রকার বদ্ লোক, নানা রকমের গাড়ীঘোড়া বেগে অবেগে গতিবিধি কোচ্চে; এক একখানা বড়লোকের গাড়ী অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্চে; বড় বড় গাড়ীর বড় বড় চক্‌চকে আলো পথিক লোকের চক্ষে ঘন ঘন ধাঁদা লাগিয়ে দিচ্চে! মহানগর লণ্ডন তখনো পর্য্যন্ত ভাল কোরে নিদ্রা যায় নাই। আকাশের নক্ষত্রেরা লক্ষ লক্ষ নেত্র বিকাশ কোরে আকাশ থেকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে, বহুজনপূর্ণ লণ্ডন নগর তখনো পর্য্যন্ত জাগ্রত!

আমি চোলেছি। তখনো পর্য্যন্ত জানি না কোথায় যেতে হবে। জানি না বটে, কিন্তু আনাবেলের পরামর্শ আমার মনে আছে। সহর ছেড়ে যত শীঘ্র যত দূরদেশে পালাতে পারি, ততই মঙ্গল। হেঁটে হেঁটেই বা কতদূর যাব? পথের মাঝখানে এক জায়গায় একটু পাশ কাটিয়ে থোম্‌কে দাঁড়ালেম। হঠাৎ একটা উপায় মনে এলো। ভাব্‌লেম, একখানা গাড়ী ভাড়া করি, সেই গাড়ীতে উঠে দেল্‌মরপ্রাসাদে চোলে যাই, দেল্‌মর মহোদয়ের জামাতার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করি। তখনি আবার মনে কোল্লেম, সেটা আবার আরো মন্দ কথা। উপায়টা উল্‌টে গেল। দেল্‌মরপ্রাসাদ তখন আমার পক্ষে নিরাপদ নয়, সেখানে গেলে আরো বরং ইচ্ছা কোরে নূতন বিপদ ডেকে আনা

হবে। একে ত সেই প্রাসাদ লণ্ডনের অতি নিকট, তাতে আবার লানোভারটা আমার সে আশ্রয় জানে, টাডিও জানে, অগ্রেই হয় ত সেইখানেই আমার অন্বেষণ কর্‌বে, রাত্রের মধ্যেই যদি না হয়,—রাত্রেই হওয়া সম্ভব—যদিও না হয়, রজনীপ্রভাতেই তারা দেল্‌মরপ্রাসাদে আগে যাবে। নিজে নিজেও যদি না যায়, ছদ্মবেশী চর পাঠাবে। জামাতা মল্‌গ্রেভ আমার উপর বড় একটা প্রসন্ন নন, অবশ্যই তিনি আমাকে তাড়িয়ে দিবেন;—তাড়িয়েও যদি না দেন, খুনেদের হাতে সোঁপে দিবেন! সেখানে আমার মঙ্গল নাই! এলোমেলো মৎলবে আরো কতরকম উপায় অবধারণ কোল্লেম, একটাও দাঁড়ালো না। কোথায় যাই? এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আমি বালক নির্ব্বান্ধব! পৃথিবীতেই আমার মঙ্গল নাই!—করি কি?

চোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেম। কতদূরই যাচ্ছি, এদিকে ওদিকে কত লোকই যাওয়া আসা কোচ্চে, কত লোকের সঙ্গেই আমার দেখা হোচ্চে, ঠাঁই ঠাঁই কত রকম ধূর্ত্তলোক ঘুরচে, কতই মাতাল হল্লা কোরে আমার কাছে ছুটে আস্‌চে; সাহসে ভর কোরে আমি তাদের চক্র ছাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছি। ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন ভয় আমার চিন্তাকুল অন্তরকে পলকে পলকে তোল্‌পাড় কোরে ফেল্‌চে। আপদ্ আমার সঙ্গে সঙ্গে! বুড়ো লোকেরা আমাকে ধোত্তে আস্‌চে, যুবালোকেরাও ঘৃণাকর তামাসা কোত্তে ছাড়্‌চে না, আমিও তাদের হাত ছাড়িয়ে ছুটে ছুটে পালাচ্ছি! কেন পালাচ্ছি, তা আমি তখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। পূর্ব্বে বোলেছি, আমার টুপীর সঙ্গে একটা স্থূল বসনের অবগুণ্ঠন বাঁধা ছিল, ভয়ে ভয়ে সেই অবগুণ্ঠনখানি মুখের উপর টেনে দিলেম।

অক্‌স্‌ফোর্ড ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে গেলেম। সাম্‌নে একটা প্রকাণ্ড দীঘী। দীঘীটার নাম আমি জানি না। রাস্তার ধারের বাড়ীর দেয়ালের গায়ে সাইন্‌বোর্ড ছিল, নিকটে নিকটে গ্যাসের আলোও জ্বোল্‌ছিল, জান্‌বার চেষ্টা কোল্লেই পোড়্‌তে পাত্তেম, কিন্তু মনের অবস্থা তখন যে প্রকার, তাতে সে সকল চেষ্টা কিছুই আমার মনে হলো না, অবকাশও পেলেম না,—দাঁড়ালেমও না। আরো খানিকদূর সম্মুখে এগিয়ে গেছি, দেখি, একদল গোঁয়ারগোছের যুবাপুরুষ চারদিক্ থেকে ছুটে এসে আমারে ঘিরে দাঁড়ালো! দলের মধ্যে একজন ছুটে এসে আমার একখানা হাত চেপে ধোল্লে। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে একটানে তার হাতখানা ছাড়িয়ে ফেলে আরো দ্রুতবেগে আমি ছুট দিলেম। তারা ভয়ঙ্কর গোলমাল কোরে হো হো শব্দে হেসে উঠ্‌লো! কিন্তু রক্ষা পেলেম, তারা আমার সঙ্গ নিলে না। তফাৎ থেকেও আমি তাদের সেই বিকট হাসির হল্লা শুন্‌তে পেতে লাগ্‌লেম। ছুটে ছুটে দীঘীটার অপর পারে গিয়ে দম রাখ্‌লেম। হাঁপিয়ে পোড়েছি। আর তত বেগে ছুটে যাবার শক্তি নাই। বেগ একটু কমালেম,—অশক্ত হয়েই কমাতে হলো,—একটু ধীরে ধীরে চোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেম। যাচ্ছি, একটা রাস্তার মোড়ের মুখে উপস্থিত।—দেখি, সেই মোড়ের মাথায় একখানা চার ঘোড়ার গাড়ী!—চমৎকার চমৎকার ঘোড়া জোড়া অতি চমৎকার ডাকগাড়ী!

তখনো পর্য্যন্ত সেই মাতালদলের বিকট হাস্যের কলরব আমার কর্ণে প্রবেশ কোচ্ছিলো। বোধ হতে লাগ্‌লো যেন, হাসিগুলো আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটে আস্‌চে। আরো বা কি উৎপাত ঘটে, এই সংশয়ে আমি অত্যন্ত অধীর হোলেম। চৌধুরীর একজন পদাতিক সেই গাড়ীখানার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, ভয়ে তার কাছে ছুটে গিয়ে আমি রক্ষার জন্য আশ্রয় চাইলেম। লোকটী যেন খুব ভালমানুষ বোধ হলো। আমি নিকটস্থ হবামাত্রেই সে তৎক্ষণাৎ গাড়ীখানার দরজা খুলে দিলে, যেন কতই আগ্রহে তাড়াতাড়ি কোরে আমারে সেই গাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তে বোল্লে। সেই ভাবে—সেই অবস্থায়—সেই সঙ্কেতে আমিও তাড়াতাড়ি গাড়ীর ভিতর উঠে পোড়্‌লেম। যেমন উঠেছি, অম্‌নিই গাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে গেলো! পদাতিক লোকটী এক লাফে কোচবাক্সের উপর উঠে বোস্‌লো;—একটু উচ্চৈঃস্বরে বোলে উঠ্‌লো, "সব ঠিক!"—চোঘুড়ীর ঘোড়ারা সতেজে চার পা তুলে যেন বাতাসের মত গাড়ীখানাকে উড়িয়ে নিয়ে চোল্লো!

চতুর্দ্দশ প্রসঙ্গ।

এ আবার কি উৎপাত?

কোথাকার গাড়ী? কোথায় আমারে নিয়ে চোল্লো?—কোথাকার ঘটনা? কিছুই ত বুঝ্‌তে পাল্লেম না।—জ্ঞান হতে লাগ্‌লো যেন স্বপ্ন। মুখের উপর অবগুণ্ঠন টে া দিয়েছিলেম, চঞ্চলহস্তে খুলে ফেল্লেম। গাড়ীর উভয় গবাক্ষে চঞ্চলভাবে মুখ বাড়িয়ে জোরে জোরে চেয়ে চেয়ে পরীক্ষা কোল্লেম। সত্য সত্যই স্বপ্ন কিম্বা সত্য সত্যই আমি জেগে আছি! কপালে হাত ঘোষ্‌তে লাগ্‌লেম। মাথাটা যেন ঘুচ্ছিলো, বুদ্ধি অস্থির হয়ে আস্‌ছিলো, কি এলোমেলো ভাব্‌ছিলেম, স্থির কোত্তে পাচ্ছিলেম না, পরীক্ষা কোরে একটু স্থির হোলেম। দেখ্‌লেম, সত্যই আমি জাগন্ত।—স্বপ্ন নয়, গাড়ীর ভিতর আমি একা বোসে আছি,—গাড়ীখানা ভোঁ ভোঁ কোরে ছুটেছে। মনে কোচ্চি, ভুলেছে,—ঘোরতর ভ্রম! অপর কোন স্ত্রীলোককে হয় ত এরা অন্বেষণ কোচ্ছিল, আমারে হয় ত তাই মনে কোরেই গাড়ীর ভিতর তুলেছে। তা না হোলে এমন হবে কেন? আমার জন্যেই, এত রাত্রে এত দূরপথে এত বড় চৌঘুড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, এটা ত একেবারেই অসম্ভব। আমি পালাবো, গভীর রাত্রে আমারে একাকী নগরের রাজপথে ছুটে পালাতে হবে, আনাবেল আগে থাক্‌তে সেইটী

জান্‌তে পেরে, চৌঘুড়ী জোগাড় কোরে রেখেছেন, এটাও ত কোন মতে সম্ভব বোধ হয় না। তবে কি?—গাড়ীর গবাক্ষ দিয়ে আমি মুখ বাড়ালেম। যে পদাতিকটী লাফ দিয়ে কোচ্‌বাক্সের উপর উঠেছিল,—বাক্সের উপরেই বোসে ছিল, তারেই ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায় আমারে নিয়ে যাও?" গাড়ীর চাকার ঘর্ ঘর্ শব্দ আর দ্রুতগামী ঘোড়াদের টপাটপ খুরের শব্দ এত প্রবল হয়েছিল যে, কথাটা আমার যেন উড়ে গেল। যারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, সে ব্যক্তিও উত্তর দিলে; কিন্তু কি যে সেই উত্তর, সেটা আমি ভাল কোরে শুন্‌তে পেলেম না। কেবল কাণে এলো, "সব ঠিক্! কোন ভয় নাই!"—চেয়ে দেখ্‌লেম, সেই পদাতিক আমারে সসম্ভ্রমে হস্তভঙ্গীতে সঙ্কেত কোল্লে, "গাড়ীর ভিতর মুখ লও!"—তা আমি নিলেম না। আবার তারে ডেকে ডেকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা কোল্লেম, "ভুলেছ, কারে মনে কোরে কারে ধোরেছ!"—সেবারেও আমার কথাগুলি যেন উড়ে গেল! কেবল অল্প অল্প শুন্‌তে পেলেম, উত্তর হলো, "সব ঠিক!"—পদাতিকটী সেই সময় সম্মুখের প্রথম জুড়ীর কোচ্‌মানদের প্রতি আদেশ কোল্লে, "জোরে হাঁকাও!"

গাড়ীর ভিতর মুখ নিয়ে মহা উদ্বিগ্নচিত্তে বিস্মিতভাবে আমি বোসে থাক্‌লেম। আবার বিবেচনা কোত্তে লাগ্‌লেম, সত্যই তবে গাড়ীখানা আমার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল; কিন্তু যদি তাই সত্য হয়, তবে আস্‌বার সময় আনাবেল আমারে এ কথা বোলে দিলেন না কেন? আবার গোলমাল লাগ্‌লো। আমি পালাবো, গ্রেট রসেল ষ্ট্রীট থেকে সেই পথেই পালিয়ে আস্‌বো,—সেই পথের মোড়েই চৌঘুড়ী অপেক্ষা কোর্‌বে, আগে থাক্‌তে আনাবেল কি কোরে এ সব ভবিষ্যৎ কথা জান্‌তে পেরেছিলেন? সিদ্ধান্তটা ভাল ঠেক্‌লো না।—না,—ও কথা নয়,—আগে আমি যা ভেবেছি, তাই ঠিক।—ভুলেছে, অন্য কোন লোকের অনুসন্ধানে এসে ভুলেই এরা আমারে গাড়ীতে তুলেছে। ভুলই হোক্ আর যা-ই হোক্, ঘটনাক্রমে একরকম হলো ভাল! শীঘ্র শীঘ্র আমি সহর ছেড়ে পালাতে পার্‌বো, তার উপায় হলো। সহরেই আমারে বিপদে ঘিরেছে,—সহরেই আমারে খুন কর্‌বার ষড়যন্ত্র হয়েছে,—খুনে লোকেরা হয় ত আমার পাছু লেগেছে! আনাবেল আমারে বোলে দিয়েছেন, দুরাত্মা লানোভার আর সেই ভিখারী দস্যু দুরাচার টাডি! মনটা যদিও অত্যন্ত অস্থির হয়েছিল, কিন্তু এরা যে আমারে ভয়ানক বিপদক্ষেত্র থেকে সোরিয়ে নিয়ে চোলেছে, উদ্ধার কোরে নিয়ে যাচ্ছে, সেইটী ভেবেই আহ্লাদ হলো। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেম। একবার মনে কোল্লেম, আবার ডাকি,—আবার জিজ্ঞাসা করি, গাড়ীখানা থামাতে বলি, যা যা ঘোটেছে, পদাতিক লোকটীকে সব কথা খুলে বলি;—একবার ভাব্‌লেম, তা-ই করি;—আবার ভাব্‌লেম, তা না,—সেটা কেবল পাগ্‌লামি করা হবে, আসল ফল কিছুই হবে না, বিপরীত হলেও হোতে পারে;—কাজ নাই! চুপ্ কোরেই থাকি!

চুপ কোরেই থাক্‌লেম। মনের আকাশে কত প্রকার নূতন নূতন চিন্তা এসে

উদয় হোতে লাগ্‌লো ;—সব্ব চিন্তার উপর আনাবেলের প্রতিমা! এ রাত্রের অভাবনীয় অচিন্তনীয় যত কিছু ঘটনা হোচ্চে, মঙ্গলপক্ষে সমস্ত ঘটনার মূলেই আমার আনাবেল! আমার নিরাপদের একমাত্র মূলাধার আমার সেই—সেই জীবনদায়িনী পরমসুন্দরী কুমারী আনাবেল! ঠিক কথা!—এক রকম হলো ভাল!—গাড়ীখানা আমারে যতদূর নিয়ে যেতে পারে, নিয়ে চলুক্, যেখানেই নিয়ে যাক্, অবশ্যই এক জায়গায় থাম্‌বে। যেখানে থাম্‌বে, সেখানে যারে যারে আমি দেখ্‌বো, তারা কখনই আমার পক্ষে সেই নবহন্তা লানোভার অথবা সেই হতভাগা টাডিব মত ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে না; চুপ্ কোরেই থাকি, দেখি কোথায় নিয়ে যায় ;—নিয়ে যাক্।

গাড়ীখানা ছুটেছে।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে লণ্ডন সহর ছাড়িয়ে পোড়্‌লো। যে পথে গিয়ে পোড়্‌লো, সে পথটায় সারি সারি বাগানবাড়ী।—সারি সারি অনেক বাড়ী, অনেক বাগান।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে দৃশ্যটাও ছাড়িয়ে গেল। তার পর দেখি, পথের ধারে ধারে বেড়া দেওয়া,—ধারে ধারে অনেক বড় বড় গাছ। গাড়ী তখন নগর ছেড়ে পল্লীপথে প্রবেশ কোরেছে। রাত্রি একটা। আমার গায়ে সুশীতল বাতাস লাগ্‌তে লাগ্‌লো। ক্লান্তও হয়েছিলেম, একটু ঘুমোবার ইচ্ছা হোচ্ছিলো, বাতাসটাও ঠাণ্ডা। গায়ে কাপড় জড়িয়ে শালখানা ভাল কোরে বুকের উপর ঢাকা দিয়ে, আবার সেই অবগুণ্ঠনটা অনেকদূর পর্য্যন্ত ঝুলিয়ে দিলেম। অল্প অল্প নিদ্রা আস্‌চে, এমন সময় গাড়ীখানা একটা মোড় ফিরে গেল। বড় রাস্তা ছেড়ে, এত জোরে একটা ছোট গলির ভিতর প্রবেশ কোল্লে যে, হঠাৎ ভয় পেয়ে আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। ভয় হলো যেন, গাড়ীখানা বুঝি উল্‌টে পোড়্‌লো!—ভয়েই আমি জেগে উঠ্‌লেম। প্রথমে একটা গবাক্ষে, তার পর দ্বিতীয় গবাক্ষে আস্তে আস্তে উঁকি মেরে দেখ্‌লেম। পথের দুধারে খুব উচ্চ উচ্চ বেড়া ;—বেড়ার ধারের গাছের ডাল পোড়ে পথটা ঘোর অন্ধকার কোরে ফেলেচে ;—থেকে থেকে গাড়ীখানাও যেন ঢাকা পোড়ে যাচ্চে। প্রায় দশ মিনিটকাল সেই অন্ধকার গলিপথের ভিতর। শেষে গাড়ীখানা আবার একটা সদর রাস্তায় পোড়্‌লো ;—সেই রাস্তার খানিকদূর গিয়ে একখানা সুপ্রশস্ত অট্টালিকার সাম্‌নে অকস্মাৎ থেমে গেল। বাড়ীখানার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাকুঞ্জ।—রাত্রিকালের দেখা ;—ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না। গাড়ীর ভিতর থেকেই দেখ্‌চি, বাড়ীতে অনেকগুলি জানালা।—উপরতলায় একটীও আলো নাই, কেবল নীচের তলার তিনটী গবাক্ষে আলো জ্বোল্‌ছে। গাড়ীখানা যেমন থাম্‌লো, অম্‌নি আমি দেখ্‌তে পেলেম, লৌহময় ফটকের দ্বারে দুটী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ফটকটা খোলা আছে। আবার আমার ভয় হলো। একবার মনে কোল্লেম, ঐ দুটী ভদ্রলোক হয় ত এই গাড়ীতে অন্য কোন লোকের অপেক্ষা কোরে এইখানে দাঁড়িয়ে আছেন,—আমারে দেখেই মহানৈরাশ্যে হয় ত রেগে উঠ্‌বেন,—দুর্জ্জয় ভ্রমটা প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে, না জানি এঁরা আমারে কতই যন্ত্রণা দিবেন।—এঁরা হয় ত কোন স্ত্রীলোকের জন্য এত রাত্রি

পর্য্যন্ত ফটকে দাঁড়িয়ে।—সেই স্ত্রীলোক মনে কোরেই আমারে ধোরে এনেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যে স্ত্রীলোকের এঁরা অন্বেষণ করেন, সে স্ত্রীলোক এঁদের কোরেছে কি? হয় ত কোন গুরু অপরাধে অপরাধিনী, কিম্বা হয় ত খুন্ কোরেই পালিয়ে থাক্‌বে। তা-ই কি সম্ভব? যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেটী প্রকাশ না হোচ্চে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে অপরাধটা আমার ঘাড়েই পোড়্‌বে, এই ভেবেই আমার বেশী ভয়! যে দুটী ভদ্রলোক ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন দ্রুত এসে গাড়ীর দরজাটা খুলে ফেল্লেন। সেখানে বেশী আলো ছিল, আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, যিনি এসে দরজা খুল্লেন, তিনি পরমসুন্দর যুবাপুরুষ।

"নাম্ এই খানে।"—সেই যুবা পুরুষ খুব রাগতস্বরে আমারে হুকুম কোল্লেন, "নাম্ এই খানে!"—হুকুম কোরেই আমার হাত ধোরে গাড়ী থেকে নামালেন। আমি কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে রাস্তায় পা দিলেম। চেষ্টা কোল্লেম কথা কই; একটী কথাও বলি,—ভুলটা ঘুচে যাক্, কিন্তু পাল্লেম না। আমার রসনা তখন শুষ্ক হয়ে এসেছিল, তালুতে ঠেকেছিল, বাক্‌শক্তি যেন অবরুদ্ধ হয়েছিল, একটীও কথা কইতে পাল্লেম না। আমি নেমেছি, দুটী ভদ্রলোকেই শশব্যস্তে আমার দুই হাত ধোরে সেই লতাকুঞ্জঘেরা পথের ভিতর দিয়ে অট্টালিকার ভিতর নিয়ে গেলেন। সদর দরজার চৌকাঠের উপর আর একজন পদাতিক দাঁড়িয়ে ছিল. আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর্‌বামাত্রেই সেই লোক সেই দরজাটা বন্ধ কোরে দিলে। আমি একটা পরমসুন্দর পাথরের দালানে প্রবেশ কোল্লেম। তখনো পর্য্যন্ত তাঁরা দুজনে আমার হাত ধোরে রয়েছেন। একজন সেই পরমসুন্দর যুবাপুরুষ আর একজন কিছু অধিকবয়স্ক। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বৎসর। ঘরের মাঝখানে আমি দাঁড়ালেম। সেই সময় আমার যেন বাক্‌শক্তি ফিরে এলো। কিছু আমি বলি বলি মনে কোচ্চি, অকস্মাৎ সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী খুব রেগে রেগে ত্রস্তস্বরে আমারে বোল্লেন, "একটী কথাও না!—চুপ্ কোরে থাক্!"

আমার শরীরের শোণিত যেন জমাট বেঁধে গেল!—সর্ব্বপ্রকার ভয় একত্র হয়ে বিকট বিকট চেহারায় আমার সম্মুখে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। ভয়ে ভয়ে সেখানেও আমি স্থির কোল্লেম, মরণ আমার নিশ্চয়!

একটা পাশদরজা খুলে গেল। সেই দরজা দিয়ে লোকেরা আমারে একটী সুসজ্জিত ভোজনাগারে নিয়ে গেল। সেখানে একজন ধর্ম্মযাজক আর একটী বয়োধিকা রমণী বোসে ছিলেন। স্ত্রীলোকটীর বদন পাণ্ডুবর্ণ, মুখে চক্ষে ক্রোধের লক্ষণ মূর্ত্তিমান্। যাঁরা আমারে ধোরে আন্‌লেন, তাঁদেরও যেমন রাগ, সেই স্ত্রীলোকটীরও তেম্‌নি। ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপর মোমবাতী জ্বোল্‌ছিল, আলোটা কিন্তু নিষ্প্রভ। সেই সুপ্রশস্ত গৃহের চারি কোণ যেন অন্ধকারে আবৃত।

স্ত্রীলোকটী ত্বরিতস্বরে বোল্লেন,—কি যেন সন্দেহ কোরে,—কি যেন অমঙ্গল আশঙ্কা কোরে, ত্বরিত চীৎকারস্বরে বোল্লেন, "এই কি সেই এলিসিয়া?"

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, NO 115/1 GREY STREET, CALCUTTA.

"ক্ষমা করুন্ !—ক্ষমা করুন্ !—ঈশ্বরের দোহাই,—আমারে মার্‌বেন না !"—আমি চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেম, "মার্‌বেন না !"—আমার রসনা তথন আর অবসন্ন নয়। সেই চারিজন লোকের মাঝখানে হাঁটু গেঁড়ে বোসে করযোড়ে আমি ঐ রকমে ক্ষমাপ্রার্থনা কোত্তে লাগলেম।

"জুয়াচুরি !"—সেই যুবাপুরুষ সক্রোধে বোলে উঠ্‌লেন, "জুয়াচুরি !—কে এটা ?" ক্রোধে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে এত জোরে তিনি আমার অবগুণ্ঠনটা ধোরে টান মাল্লেন যে, মাথা থেকে টুপীটা শুদ্ধ খোসে পোড়্‌লো !

"নিমকহারাম !"—যে ভদ্রলোকটীর বয়স অধিক, তিনি আর সেই বয়োধিকা স্ত্রীলোকটী উচ্চৈঃস্বরে বোলে উঠ্‌লেন, "নিমকহারাম !"—যুবা ব্যক্তি আমার সেই দশা দেখে স্তম্ভিত হয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন। ধর্ম্মযাজকের হাতে একখানি পুস্তক ছিল, পুস্তকখানি তাঁর হাত থেকে পোড়ে গেল।

"এ ত একটা ছোঁড়া !"—বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বিরক্ত চীৎকারে বোলে উঠ্‌লেন, "এ ত একটা ছোঁড়া !"

স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কাণ্ডখানা কি ?"

ঘরটার ভিতর এতদূর গোলমাল লেগে গেল যে, সে কথা অবর্ণনীয়।

আমি থতমত খেয়ে গেলেম। কেঁদে কেঁদে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "আমার কোন দোষ নাই ! এটা ভুল ! ওরা ভুলে ধোরেছে !—গাড়ীর ভিতর আমারে প্রবেশ কোত্তে বোল্লে, আমি ভয় পেয়ে—আমি—আমি—"

"চোপ্‌রাও !"—সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী যেন বজ্রগর্জ্জনে বোলে উঠ্‌লেন, "চোপ্‌রাও ! জানিস্,তুই আমাদের কি সর্ব্বনাশ কোরেছিস্ ?"—সেই বজ্রগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সক্রোধে কিল পাকিয়ে তিনি আমার মাথার উপর এক ঘুসী তুল্লেন। ঘুসিটা সজোরে আমার মাথার উপর পোড়্‌তে না পোড়্‌তে সেই স্ত্রীলোকটী অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে প্রহারকর্ত্তার হাত ধোরে থামালেন। বোল্লেন, "কর কি ?—কর কি রাবণহিল ! কর কি ?—জ্ঞানশূন্য হয়ো না ;—বালক কি বলে, স্থির হয়ে শোন।"

ধর্ম্মযাজকটীও সেইরূপ অনুনয়স্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তাই ত ! আপনি স্থির হোন্ !—স্থির হয়ে শুনুন্ বালকের কথা।"

"স্থির হবো ?"—লর্ড রাবণহিল প্রতিধ্বনি কোরে উঠ্‌লেন, "স্থির হবো ? কেমন কোরে স্থির হবো ? আমাদের সকল সঙ্কল্পই যখন—"

"চুপ্ করুন্, পিতা চুপ্ করুন্ !"—সেই যুবাপুরুষটী একটু সুস্থির হয়ে মিনতি বচনে লর্ড রাবণহিলকে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "চুপ্ করুন্ ! মা যে কথা বোল্‌ছেন, তাই শুনুন !—বালক কি বলে, আগাগোড়া শোনা যাক্।"—পিতাকে এই কথা বোলে আমাকে সম্বোধন কোরে তিনি একটু নম্রবচনে বোল্লেন, "ওঠ তুমি ! কি কি ঘোটেছে, নির্ভয়ে স্পষ্ট কোরে বল !—সাবধান !—মিথ্যা বোলো না,—হয় ত তুমি বুঝ্‌তেই পেরেছ,

কাণ্ডখানা যতদূর গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বল!—সত্য বল!—যে যে কথা তুমি বোলবে, সেই সব কথার উপরেই তোমার মরণজীবন!"

আমি কাঁপতে কাঁপতে উত্তর কোল্লেম, "বোলেছি ত আমি!—যা আমি বোলেছি, সেই কথাই সত্য। আমি নির্দ্দোষী!—কোন অপরাধ আমি করি নাই!"

গম্ভীরস্বরে লর্ড রাবণহিল আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম?"

"জোসেফ উইলমট। আমি প্রার্থনা——"

"কিন্তু কে তুমি?"—লর্ডবাহাদুর সক্রোধে ভূতলে পা ঠুকে ঠুকে পুনরায় আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কিন্তু কে তুমি? স্ত্রীলোকের পোষাক কি জন্য?"—এই সময় যেন ধৈর্য্যহারা হয়ে আপন স্ত্রীপুত্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি আবার বোলতে লাগলেন, "চাতুরী খেলেছে!—ভারী চাতুরী!—মেয়েমানুষের কাপড় পোরেছে! মনে কোরেছে হয় ত সেই—"

পিতাকে বাধা দিয়ে যুবাপুরুষ চঞ্চলস্বরে বোলে উঠলেন, "ক্ষান্ত হোন্! পিতা ক্ষান্ত হোন্! কাহারো নাম কোরবেন না!"

লর্ড রাবণহিল ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন কোরে একটু থেমে থেমে আবার বোলতে লাগলেন, "কিন্তু ঠিক সেই রকম!—তেম্‌নি উঁচু, তেম্‌নি গড়ন, তেম্‌নি আকার, মুখের চেহারাও প্রায় তেম্‌নি;—সব সেই রকম!—এটা কখনো দৈবঘটনা হোতে পারে না! অবশ্যই এটা চাতুরী! অবশ্যই এটা প্রতারণা কর্‌বার মৎলব!"

"আচ্ছা, আগে শোন, বোলতে দেও! বালক ভয় পেয়েছে,—ভয় দেখালে আরও ভয় পাবে;—ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কর।"

লেডী রাবণহিল অতি ধীরে ধীরে এই কটী কথা বোল্লেন। ধর্ম্মযাজকটীও সেই সকল বাক্যের প্রতিধ্বনি কোরে সায় দিলেন, "সেই কথাই ত ঠিক্। ঐ পরামর্শই ত ভাল। বালকের মনে কোন প্রকার চাতুরী আছে, আমার ত এমন বোধ হোচ্চে না। সত্য সত্যই ভয় পেয়েছে, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করুন, নরম কথায় প্রশ্ন করুন,—কি বলে, শোনা যাক্।"—আমার দিকে ফিরে আমারে তিনি বোলতে লাগলেন, "বল ত ছোক্‌রা, কি তোমার কথা?—ভয় পেয়ো না তুমি;—সত্যকথা বোল্লে কিছুমাত্র ভয় নাই,—সত্য বল, কেন তোমার নারীবেশ?"

তাঁরা ত ঐ রকমে রাগের খেলা খেলচেন, রাগের কথা বোলচেন,—এক একজন একটু একটু নরম বুলি ধোচ্চেন, আতঙ্কের আগুনে এ দিকে আমার বুক পুড়ে যাচ্চে। করি কি?—বলি কি?—যদি সব কথা খুলে বলি, বড়ই অন্যায় কাজ হবে,—বড়ই নিষ্ঠুরের কাজ হবে;—আনাবেলের কাছে আমি বড়ই অপরাধী হবো!—আনাবেল আমারে অস্থিরচিত্ত নির্দ্দয় অকৃতজ্ঞ মনে কোর্‌বেন!—সব কথা বোলতে গেলেই লানোভারের দুর্ব্ব্যবহারের কথা প্রকাশ কোত্তে হয়; তা হোলেই ত বিপদ্! আনাবেলের কাছে অপরাধী হবো, আনাবেলের জননীর কাছেও অপরাধী হবো। লানোভার আমারে খুন কর্‌বার

মৎলব এঁটেছিল, সেই ভয়ানক কথাটা যদি এঁদের কাছে ভেঙে বলি, তা হোলে ত লানোভারের পক্ষে মহা বিপদ! জানি না, আইন আদালতের কত বড় ফ্যাঁসাতেই সে লোকটা জড়িয়ে পোড়্বে। আনাবেলের ভালবাসার অনুরোধে,—আনাবেলের ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞার অনুরোধে এ যাত্রা আমারে লানোভারকে বাঁচাতে হবে। আছে আছে দুষ্ট লোক, সেই আছে, আমার তাতে কি? সত্য সত্য সে আমার কি কোত্তে পারে? বোল্ব না, আমা কর্ত্তৃক যাতে তার বিপদ ঘটে, তেমন কথা আমি বোল্বো না;—পরপর ঘটনার কথা সমস্তই সত্য বোল্বো, কেবল লানোভারকে চেপে রাখ্বো। ভেবে চিন্তে মনে মনে এইরূপ স্থিরসংকল্প কোরে আপনা আপনি আমি একটু শান্ত হোলেম। ভয় পেয়েছিলেম খুব, ভয় ত আমার আছেই সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু আনাবেলকে মনে কোরে তখন একটু শান্ত হোলেম। স্থির কোল্লেম, এরা আমারে যত কিছু যন্ত্রণা দিতে পারে, দিক্, যত কিছু কুবাক্য বোল্তে পারে, বলুক, যাতে কোরে আমার দ্বারা এ ক্ষেত্রে লানোভারের কোন অমঙ্গল না হয়, সে চেষ্টা আমি পাবোই পাবো। কথার কৌশলে লানোভারের অমঙ্গল যদি আমি এখানে ঘটাই, অভাগিনী আনাবেলের শিরেই আর ব্যাধিশয্যাশায়িনী আনাবেলের জননীর শিরেই সে অমঙ্গলটা আগে চেপে পোড়্বে। উঃ! —তা ত আমি পার্বো না! যায় যাবে প্রাণ যাবে, তা আমি কখনই পার্বো না!

সঙ্কল্পকে ত বুকের ভিতর বাঁধ্লেম। বেঁধে আরো একটু মনস্থির কোরে লর্ড রাবণহিলকে সবিনয়ে মিনতিপূর্ব্বক বোল্লেম, "আপনি যদি অনুগ্রহ কোরে একটু স্থির হন, আপনি যদি সদয়ভাবে আমার কথাগুলি শ্রবণ করেন, তা হোলে আমি যতদূর পারি,—যতদূর জানি, সমস্তই সত্য সত্য নিবেদন কোত্তে পারি।"

প্রকাশ পেয়েছে এ বাড়ীর কর্ত্তাটীর নাম লর্ড রাবণহিল, যুবাপুরুষটী সেই রাবণহিলের পুত্র। পুত্রের নাম ওয়াল্টার রাবণহিল। আমার আগ্রহ দেখে ওয়াল্টার রাবণহিল একটু চোক্ রাঙিয়ে আমারে বোল্লেন, "সাবধান! কথা যেন সমস্তই সত্য হয়। তোমার বর্ণনা শুনে সকলেই যেন তুষ্ট হোতে পারেন। সাবধান! মিথ্যা হোলে তোমার পক্ষেই মহা বিপদ!"

কম্পিতগাত্রে যথাশক্তি ধৈর্য্য ধারণ কোরে আমি বোলতে লাগ্লেম, "ধর্ম্মপ্রমাণে আমি বোল্ছি, ইতিপূর্ব্বে যা যা আমি বোলেছি সমস্তই সত্য। আমার কোন দোষ নাই। আমি কাহারো কাছে কোন দোষ করি নাই। আপনার গাড়ীখানি যখন মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল, সাম্নে একজন পদাতিক,—জিজ্ঞাসা করুন্ সেই লোককে, সে আমারে ইচ্ছা কোরে গাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তে বোলেছিল কি না? আমি যখন তার কাছে আশ্রয় পাবার জন্যে ছুটে গিয়েছি—"

"আ!"—সন্দিগ্ধ নয়নে আমার মুখপানে চেয়ে লর্ড রাবণহিল ব্যগ্রভাবে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আশ্রয়?—ছুটে গিয়েছিলে?—কিসের জন্য?"

"জনকতক গোঁয়ার লোক আমারে তাড়া কোরেছিল, তাদের ভয়েই আপনার সেই

হরকরার কাছে আমি আশ্রয় চাইতে গিয়েছিলেম। এই কথাই আমার খাঁটি সত্য। সেই হরকরা নিজেই আমার এই বাক্য সপ্রমাণ কোর্‌বে। কি প্রকারে যে এই ঘোরতর ভ্রমটা ঘোটে পোড়েচে, সমস্তই সে স্বীকার কোর্‌বে। আর আমি কি বোল্‌বো?"—এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে হঠাৎ একটা কথা আমার স্মরণ হলো। প্রমাণের উপর জোর দাঁড়াবে মনে কোরে নির্ভয়স্বরে আবার আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "ভয়ানক ভুল হয়েছে! বার বার গাড়ীর গবাক্ষে মুখ বাড়িয়ে হরকরাকে বার বার আমি এই কথা জানিয়েছিলেম, থাম্‌তে বোলেছিলেম, সে হয় ত সব কথা আমার শুন্‌তে পায় নি, গাড়ীখানা বাতাসের মত ছুটেছিল, আমার কথাগুলিও যেন বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে বাতাসের জোরেই উড়ে গিয়েছিল! আমি তখন—"

ধর্ম্মযাজকটী সেই সময় আমার কথার উপর কথা ফেল্লেন। প্রসন্নবদনেই বোল্লেন, "ঠিক ঠিক! বালক ত খোলোসা কথাই বোল্‌চে। চক্ষু দেখেও বোঝা যাচ্চে, চেহারাতেও বুঝ্‌তে পাচ্চি,—সমস্তই সত্যকথা,—সত্য সত্যই ভ্রম ঘোটেছে।"

"আমার মাথা ঘোটেছে!"—আরক্তবদনে লর্ড রাবণহিল অস্ফুট বাক্যে বিড্ বিড্ কোরে বোল্লেন, "আমার মাথা ঘোটেছে!—ভ্রম ঘোটেছে!—যদি ভ্রমই ঘোটেছে, তবে ঐ মেয়েমানুষের পোষাক?"

"মেয়েমানুষের পোষাক?"—আমি শঙ্কিতভাবে উত্তর কোল্লেম, "মেয়েমানুষের পোষাক? অবশ্যই আপনারা আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন। এ প্রশ্নের উত্তর এই,—সংক্ষেপে আমার কেবল এই কথা,—আমি একটা বেয়াড়া জায়গায় মহা বিপদে ঠেকেছিলেম,—কিন্তু বিনয় কোরে বোল্‌ছি, কোন রকমে আমি দূষী নই! কাহারো কাছে আমি অপরাধ কোরেছি, এটা আপনারা যেন বিবেচনা না করেন। আত্মাকে সাক্ষী রেখে আমি বোল্‌ছি,—পরমাত্মা সাক্ষী, তা আমি নই,—দূষী আমি কোনমতেই নই,—কোন অপরাধই আমি করি নাই!—অকস্মাৎ বিনাদোষে ভারি একটা বিপদে ঠেকেছি! এত বিপদ যে, সেখান থেকে পলায়ন করাই আমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। আমার দোষে নয়, কোন লোক আমার সাঙ্ঘাতিক অনিষ্ট সাধনের কল্পনা কোরেছিল;—ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র এঁটেছিল!—কারণ কি, তা আমি জানি না,—কোন লোকের নাম কোত্তেও আমি ইচ্ছা করি না!—আগাগোড়া সব কথাও আমি বোল্‌তে পাচ্চি না,—এলোমেলো অন্ধকার ঘটনা!—এত অন্ধকার যে, আমি নিজেও সে সব কাণ্ড অনুভব কোত্তে অক্ষম!"

প্রসন্নবদনে ধর্ম্মযাজক বোলে উঠ্‌লেন, "ঠিক কথা!—এ বালক সমস্তই সত্য বোল্‌চে, সমস্ত কথাই আমার বিশ্বাস হোচ্চে।"—কথাগুলি তিনি জনান্তিকে অন্য লোকের প্রতি বোল্লেন বটে, কিন্তু আমি সেগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেম। শুনেই অমনি আহ্লাদে ব্যগ্রভাবে বোলে উঠ্‌লেম, "সব সত্য, সব সত্য!—মাথার উপর ঈশ্বর আছেন! যে যে কথা আমি বোল্‌ছি, সমস্তই সত্য,—একবিন্দুও মিথ্যা না!"

লর্ড রাবণহিল ক্ষণকাল, স্তম্ভিতভাবে আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। একটু পরেই অল্প উগ্রস্বরে আবার তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, তুমি সেখানে কি ছিলে? কাজকর্ম্ম কি কর?—সব কথা আমাদের কাছে ভেঙে বল। যদি সত্য বোলে বিশ্বাস হয়, দেখি দেখি, আমরা তোমার কি উপকার কোত্তে পারি।"—পত্নীর দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি আবার একটু চুপিচুপি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বালকটীকে অম্‌নি অম্‌নি ছাড়া হবে না। জানি কি, বালক বই ত নয়, যার তার কাছে আমাদের এই সব গুপ্ত ঘটনা গল্প কোত্তে পারে।"—লেডী রাবণহিল মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন, "না—তা ছাড়া হবে না।"—আমার দিকে ফিরে বোল্লেন, "বল ত ছোক্‌রা! যা তোমারে জিজ্ঞাসা করা হলো, উত্তর দেও!—কাজকর্ম্ম তুমি কি কোত্তে?"

"চাক্‌রী কোত্তেম।"—একটু উৎসাহ পেয়ে তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কোল্লেম, "চাকরী কোত্তেম। একজন বড়লোকের বাড়ীতে চাকর ছিলেম;—পেজ"—লানোভারের কিছুমাত্র উল্লেখ না কোরেই অসন্দিগ্ধভাবে আমার ঐ মাত্র উত্তর।

"পেজ?—এ?"—যুবা রাবণহিল যেন সবিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে বিস্মিতস্বরে বোলে উঠ্‌লেন, "পেজ?—তবে কি তুমি আর কোন জায়গায় চাকরী অন্বেষণ কর?"

সাগ্রহে আমি উত্তর কোল্লেম, "আপনি ঠিক অনুমান কোরেছেন। চাকরী অন্বেষণ করি।—চাকরী পাই না পাই, আশ্রয় অন্বেষণ করি।"

যুবা রাবণহিল যেন একটু সদয়ভাবে বোল্লেন, "বেশ কথা!—দেখি, তোমার জন্যে আমরা কি উপায় অবধারণ কোত্তে পারি।—এসো আমার সঙ্গে।"

তৎক্ষণাৎ আমি রাজী হোলেম। তিনি একটী জ্বলন্ত মোমবাতী হাতে কোরে ঘর থেকে বেরুলেন;—সঙ্গে সঙ্গে আমিও অনুবর্ত্তী। একটা বৃহৎ ঘর পার হয়ে উপরের সিঁড়ি বেয়ে উপরের আর একটা প্রশস্ত ঘরে তিনি আমারে নিয়ে গেলেন। ঘরটার দুই দিকে দরজা, পাশাপাশি দুটী ঘর,—একটী বৃহৎ, একটী ক্ষুদ্র। ছোট ঘরে একজন চাকর থাকে বড় ঘরেই আমরা প্রবেশ কোল্লেম। ওয়াল্‌টার আমারে বোল্লেন, "এই ঘরে তুমি শয়ন কর। তোমার আমরা কি উপকার কোত্তে পারি, প্রভাতেই বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু সাবধান, রসনা বন্ধ কোরে রেখো। যে ঘটনাক্রমে তুমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছ, যা যা এখানে দেখ্‌লে, যে যে কথা শুন্‌লে,—খবরদার! কাহারো কাছে এ ঘটনা তিলমাত্রও প্রকাশ কোত্তে পারে না। যদি কর, তোমার পক্ষেই অমঙ্গল! মহা মহা অমঙ্গল!—মনে রেখো! ভুলো না!—সাবধান! তোমার চেহারা দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি। তোমারে বিশ্বাস কোত্তে আমার মন চাচ্চে,—শয়ন কর,—এই ঘরের ভিতরেই নূতন পোষাক প্রস্তুত থাক্‌বে, যখন নিদ্রাভঙ্গ হবে, পরিধান কোরো।"

এই সব কথা বোলেই যুবা রাবণহিল সেই মোমবাতীটী একটা টেবিলের উপর রেখে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বাহিরের দরজায় চাবী দিয়ে চোলে গেলেন।

আমি শয়ন কোল্লেম। কেন শয়ন কোল্লেম, তা জানি না।—ক্লান্ত হয়েছিলেম, ভাবি ক্লান্ত;—ভয়েও ক্লান্ত, পরিশ্রমেও ক্লান্ত, ক্ষুধায়ও ক্লান্ত। নিদ্রা এলো না। তেমন অস্থির অবস্থায় কি ঘুম হয়? সে রাত্রের ঘটনাগুলি যে আমার পক্ষে কি ভয়ঙ্কর, অনেক মনে কোরেও সে সব কথা মুখে বলা যায় না। একে একে সমস্ত ঘটনাই মনের ভিতর যাওয়া আসা কোত্তে লাগ্‌লো। শীঘ্র আসে, শীঘ্র যায়, বোধ হয় যেন স্বপ্ন,—বোধ হয় যেন গল্প,—মাথা যেন ভোঁ ভোঁ কোত্তে লাগ্‌লো! এক ঘণ্টা গেল, কোথায় যে কি, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। নিদ্রা ত এলোই না;—চক্ষু বুজে শুয়ে আছি, চক্ষের ভিতর কতই অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারা দেখ্‌চি, বুকের ভিতর কতই অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তার খেলা হোচ্চে,—নিদ্রা আস্‌চে না। হঠাৎ শব্দ পেলেম, কে যেন আমার ঘরের দরজার চাবী ঘুরুলে। চাবী খুলে গেল,—দরজাও খুলে গেল। চক্ষু বুজে আছি, মেজের উপর বাতী জ্বোল্‌চে, এক এক বার আড়ে আড়ে মিট্‌ মিট্‌ কোরে চেয়ে দেখ্‌চি, ওয়াল্টার রাবণহিল্‌ প্রবেশ কোল্লেন। আমারই বিছানার কাছে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়ালেন। তখন আবার আমি খুব সতর্ক হয়েই চক্ষু বুজ্‌লেম।—কতই যেন ঘুমুচ্চি। ওয়াল্টার সেখান থেকে সোরে গেলেন;—পাশের ঘরের দিকেই ধীরে ধীরে অগ্রসর। যে দ্বারে প্রবেশ কোরেছিলেন তখন আর সে দ্বারটী বন্ধ কোল্লেন না। মনে হয় ত ভাব্‌লেন, আমার পালাবার মৎলব নাই। আরো হয় ত ভাব্‌লেন, আমি অকাতরে ঘুমুচ্চি। অল্পক্ষণমধ্যে সত্য সত্যই আমার নিদ্রা এলো। আমি ঘুমিয়ে পোড়লেম।

অনেক বেলায় নিদ্রাভঙ্গ হলো। জেগে উঠেই দেখ্‌লেম, বিছানার ধারে এক শুট পোষাক। কতক সন্দেহে—কতক বিশ্বাসে সেই পোষাক আমি পরিধান কোল্লেম। সে পোষাকটীও আমার মত ছোক্‌রা চাকরের পোষাক। আমার গায়ে ঠিক ঠিক মানালো। বোধ হলো যেন, আমার জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছিল। সবেমাত্র পোষাক পোরে দাঁড়িয়েছি, সম্মুখে যুবা রাবণহিল উপস্থিত। প্রথমে তিনি একটীও কথা কইলেন না, ক্ষণকাল তীব্রনয়নে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোল্লেন। পোষাকটী আমার অঙ্গে কেমন সেজেছে, সে দিকে দৃষ্টি ছিল না, আমার মুখের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি। আমার স্বভাবচরিত্র কেমন, মুখচক্ষু দেখে দেখে সেইটী পরীক্ষা করাই তাঁর মৎলব ছিল। একটু পরেই তা আমি বুঝ্‌লেম। আমিও সেই সময় লর্ডপুত্রের আপাদমস্তক ভাল কোরে দেখে নিলেম। প্রথমেই বোলেছি, পরমসুন্দর, যুবাপুরুষ,—যথার্থই পরম সুন্দর। চেহারায় যেন কিছু উগ্র উগ্রভাব, বড়মানুষী ধরণের দাম্ভিকতা। মুখের অবয়বে যেন কতকটা বহুনিশাজাগরণের লক্ষণ প্রতীয়মান। বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর।

ওয়াল্টার আমারে বোল্লেন, "আমি ভাব্‌ছি কেবল তোমারই কথা। দেখ জোসেফ! যথার্থই আমি বোল্‌ছি, তুমি যেন হঠাৎ আকাশের মেঘের ভিতর থেকে আমাদের কাছে এসে পোড়েছ। সকল অবস্থায় এমন আশ্চর্য্য ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। এমন অবস্থায় শুধু শুধু আমরা তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। তুমি যদি আমাদের

গুপ্তকথা প্রকাশ না কর, এমন অঙ্গীকার কোত্তে পার, তা হোলে আমরাও তোমার গুপ্তকথা জান্‌বার জন্যে কিছুমাত্র চেষ্টা পাবো না।”

আশ্বাসে উৎসাহিত হয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, “আপনি যদি বলেন, আমি শপথ কোরে বোল্‌তে পারি, গত রাত্রের একটী কথাও আমার মুখে প্রকাশ পাবে না। ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে আমি বোল্‌চি, আমার মনে কোনপ্রকার প্রতারণার মৎলব নাই, বিশ্বাসঘাতকতারও ইচ্ছা নাই,—আমার মুখে যে কটী অল্প কথা আপনারা শুনেছেন, তা ছাড়া আমি আর কিছুই নই। এই অসীম বিশ্বসংসারে আমার আর কেহই নাই!—এই অনন্ত মুক্ত জগতে আমি সম্পূর্ণ নির্ব্বান্ধব একাকী!”

ওয়াল্‌টার একটু গম্ভীরভাব ধারণ কোরে বোল্লেন, “তোমাকেও আর আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা নাই। হয়েছে কি জান, আমার পিতার একজন ছোক্‌রা চাকর ছিল, হঠাৎ সে চাকরছোঁড়া পালিয়ে গেছে। সে ছোঁড়া দেখ্‌তেও ঠিক তোমার মতন;—আকারপ্রকার সমস্তই এক রকম, বয়স পর্য্যন্ত এক! আমিও তাই দেখ্‌চি,—সেই ছোঁড়ার গায়ের পোষাক তোমার গায়ে ঠিক হয়েছে। তুমি যদি সেই কাজে ভর্ত্তি হোতে ইচ্ছা কর, আমরা রাজি আছি।”

ও কথার উত্তর না দিয়ে আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “যে স্থানে আমি এসে পোঁছেছি, এ স্থানটার নাম কি?”

ওয়াল্‌টার উত্তর কোল্লেন, “রিচ্‌মণ্ড;—রিচ্‌মণ্ড সহর থেকে বেশী দূর নয়।”

লণ্ডনের মানচিত্র আমার ভাল কোরে আলোচনা করা হয়েছে। কোথায় কোন্‌ স্থান, কোথায় কোন্‌ পথ, সে সব আমার বেশ জানা আছে। লণ্ডনের কোন্‌ দিকে রিচ্‌মণ্ড, লণ্ডন থেকে কতদূরে রিচ্‌মণ্ড, তাও আমি ঠিক জানি। আনাবেলের পরামর্শ মনে পোড়্‌লো, আনাবেল আমারে সহর ছেড়ে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে বোলেছেন, বেশী দূরে গিয়ে আমি থাক্‌বো। পলকের মধ্যে এইটী বিবেচনা কোরে ধীরে ধীরে আমি উত্তর কোল্লেম, “ক্ষমা করুন মহাশয়! জিজ্ঞাসা কোত্তেও সাহস হোচ্চে না, মনের ভিতর, সন্দেহও প্রবল হয়ে আস্‌চে,—লণ্ডনে আমার অনেক শত্রু!—যথার্থই বোল্‌চি,—অবিশ্বাস কোর্‌বেন না, সংশয়ের নয়নে আমার প্রতি চেয়ে দেখ্‌বেন না, জগদীশ্বর সাক্ষী, যে কোন কাজে লজ্জা পেতে হয়, জীবনের মধ্যে তেমন কোন অপকর্ম্ম আমি কখনই করি নাই।”

“ভয় কি তোমার?”—প্রসন্নবদনে অভয় দিয়ে ওয়াল্‌টার বোলে উঠ্‌লেন, “ভয় কি তোমার? তোমার উপর আমার বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে। যদি তুমি লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস কোত্তে ভয় পাও, শীঘ্রই তোমার সে সংশয় ঘুচে যাবে। এখনকার অবস্থায় ও রকম ভয় তোমার হওয়াই সম্ভব বটে, কিন্তু সে ভয়টা তোমার থাক্‌বে না। আমাদের পরিবারেরা এখান থেকে ডিবনশায়ারে অবস্থান কোত্তে চোলেছেন,—আজিই যাবেন তুমিও সেই সঙ্গে যেতে পার।”

আমার মুখজ্যোতিঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। ওয়াল্‌টার সেটী দেখ্‌লেন। আমার ভরসা হলো। চাকরীও গ্রহণ কোল্লেম। আমারে চাকরদের ঘরে যাবার অনুমতি দিয়ে ওয়ালটার সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ সেই ঘরেই বোসে থাক্‌লেম। কখনই আমি নিশ্চিন্ত থাকি না, চিন্তা আমার নিত্য সহচরী;—চিন্তার সঙ্গেই আমার আলাপ-পরিচয় হোতে লাগ্‌লো। বিদায়কালে আনাবেল আমারে টাকা দিয়েছেন। কত টাকা. তা আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। বগ্‌লিটী বার কোল্লেম। কত আছে,—কত দিয়েছেন, সেটী পরীক্ষা কোরে জান্‌বার জন্যে নয়,—তত স্বার্থপর আমি নই,—টাকা আমি তত ভালবাসি না,—কেবল এইটী জান্‌বার জন্যে আমি বার কোল্লেম, আনাবেল হয় ত সেই টাকার সঙ্গে কোন চিঠী দিয়ে থাক্‌বেন। মুখে যা যা বোল্লে দিয়েছেন, তা ছাড়া আরো যদি তাঁর কিছু বল্‌বার থাকে, চিঠীর মধ্যে তা লিখে দিয়েছেন কি না, সেইটী জান্‌বার জন্যেই বগ্‌লিটী আমি যত্ন কোরে বার্ কোল্লেম।—দেখ্‌লেম্, দশটী মোহর।—যা ভেবেছি তাই! সেই সঙ্গে একখানি চিবকুট কাগজ।—চিঠীর আকারে নয়;—গুটিগুটী কোরে মোড়া। তাড়াতাড়ি মোড়কটা খুলে ফেলে সেখানি আমি পোড়ে দেখ্‌লেম। লেখা ছিল;—

"যেরূপ মানসিক অবস্থায় তুমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে চোলে গেছ, সেই মনোবেগটা যখন কিছু শান্ত হবে, সেই সময় এইখানি পোড়ে দেখো। তোমারে বিদায় দিয়ে আমার মন অতিশয় অস্থির হয়ে রয়েছে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন্। তুমি হয় ত এমন লোকের মধ্যে উপস্থিত হোতে পার, যাঁরা তোমারে অবশ্যই ভালবাস্‌বেন। আমি নিশ্চয় জানি, যেখানে তুমি যাবে, সেই খানেই বন্ধু পাবে; তাঁরাও হয় ত তোমার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা জান্‌বার জন্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ কোর্‌বেন। জোসেফ! প্রিয়তম জোসেফ! এইখানে তোমার কাছে আমার একটীমাত্র ভিক্ষা, পিতাকে রক্ষা কোরো! এখন তোমার কাছে আমার আর কিছু বল্‌বার নাই। তোমার সাধুতা, তোমার সততা মা আমার ভালরূপেই বুঝেছেন;—আরো বুঝেছে

তোমার স্নেহাভিলাষিণী অভাগিনী

আনাবেল।"

আমার চক্ষের জলে চিঠীখানি ভিজে গেলো। প্রথমে মনে কোল্লেম, রেখে দিই, স্নেহবতীর স্মরণচিহ্নস্বরূপ এ চিঠীখানি আমি রেখে দিই। দ্বিতীয় অবসরে প্রবৃত্তি হোলো, পুড়িয়ে ফেলি। কি জানি, কোন গতিকে কখনো যদি অপর লোকের হাতে পড়ে, নূতন বিপদ উপস্থিত হোতে পারে। অভাগিনী. আনাবেল! ঝর্ ঝর্ কোরে আমার চক্ষে জল পোড়্‌লো। আমি পালিয়ে এসেছি, লানোভার যদি মনে করে, আনাবেলের পরামর্শেই আমি পালিয়েছি, তা হোলে অবশ্যই প্রতিশোধ লবে,—সে প্রতিশোধ কখনই সামান্য হবে না। সত্য সত্যই আনাবেল আমারে পালিয়ে আস্‌বার পরামর্শ দিয়েছেন, কাজটা আমি ভাল করি নাই।—রাজি হওয়াটা ভাল হয় নাই।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, NO 115/1 GREY STREET, CALCUTTA.

প্রাণ নিয়ে পালিয়েছি!, কাপুরুষের কাজ কোরেছি,—অভাগিনী আনাবেলের কি হবে, আনাবেলের জননীর দশা কি হবে, মনে সেটা ভেবেছিলেম, কাজে কিছু দেখাতে পারি নি! ওঃ! কবে আবার দেখা হবে!—ওঃ! অদর্শনেই বেশী মায়া! আনাবেল আমার স্নেহময়ী,—আনাবেল আমার ভালবাসা,—আনাবেল আমার চক্ষে যেন স্বর্গসুন্দরী! যতদিন কাছে ছিলেম, ততদিন স্নেহ ছিল, মায়া ছিল, ভালবাসা ছিল, সব ছিল! এখন বিচ্ছেদ ঘোটেছে,—চক্ষের বিচ্ছেদ! আনাবেলকে আমি এখন চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি না, কিন্তু সেই স্নেহ, সেই মায়া, সেই ভালবাসা, এখন যেন আরো অনেক বেশী বোধ হোচ্চে। এত বেশী পূর্ব্বে আমি কখনই অনুভব কোর্ত্তে পারি নাই। বিচ্ছেদেই অধিক যন্ত্রণা,—বিচ্ছেদেই অধিক মায়া! আনাবেলকে আমি ভালবেসেছি!—আমি বালক,—স্নেহময়ী ভগ্নী বোলেই ভালবেসেছি। কিন্তু সেই ভালবাসা যে বালকের হৃদয়ে আর একপ্রকার ভালবাসা হয়ে দাঁড়াবে, সে ভাবটা তখন আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি! ওঃ! এ জন্মে আর কি আমার আনাবেলের সঙ্গে দেখা হবে?—হবে!—অবশ্যই হবে!—আনাবেলের নিজের কথা মধুরস্বরে এখনো আমার কাণের কাছে বাজ্‌চে। আনাবেল বোলেছেন, ঈশ্বরের কাছে বিচার আছে,—আনাবেল বোলেছেন, বিপক্ষেরা চিরদিন আমার পাছে লেগে থাক্‌বে না,—আনাবেল বোলেছেন, আবার শুভদিনের উদয় হবে।—আনাবেলের কথাগুলি যেন দৈববাণীর মত মনে হোচ্চে। আ! তখনো,—যদিও আমি বালক,—কিন্তু তখনো—তখনো আমার অন্তরগহ্বরে আনাবেলের প্রতিমা যেন সমুজ্জ্বল জ্ঞানজ্যোতিরূপে পূর্ণ-প্রভায় বিকসিত! কখনো যদি আমি কোনপ্রকার প্রলোভনের দাস হয়ে মন্দপথে গতি করি, মন্দপথে মতি যায়, আনাবেলের প্রতিমা স্মৃতিপথে সমুদিত থাক্‌লে মন আমার সে পথ থেকে ফিরে অবশ্যই সুপথে আস্‌বে। যতদিন বাঁচ্‌বো, আনাবেলকে হৃদয়ে স্মরণ কোর্‌বো।—আনাবেলের স্মরণে চিরদিন আমার জীবন অকলঙ্ক থাক্‌বে, চিরদিন আমি পবিত্র থাক্‌বো,—আনাবেলও চিরদিন পবিত্র থাক্‌বেন। সময়ে বহুদিনে, আনাবেলের সেই অপরূপ রূপলাবণ্য অবশ্যই জ্যোতিহীন হোতে পারে শরীরের বাহ্য চেহারার পরিবর্ত্তন হোতে পারে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বভাব-চরিত্র—সুনির্ম্মল ধর্ম্মভাব কখনই অপবিত্র হবে না। আনাবেল! আমি তোমারে আশীর্ব্বাদ কোচ্চি,—সুন্দরি আনাবেল! ঈশ্বরের কাছে সর্ব্বক্ষণ আমি তোমার কল্যাণকামনা কোচ্চি, তুমি সুখী হও!

উদ্দেশে আনাবেলকে সম্বোধন কোরে মনে মনে আমি আরো কত কথাই বোল্লেম, মন অনেক প্রফুল্ল হলো। উপর থেকে নেমে যাবার আগে সেই ঘরের গবাক্ষ দিয়ে উঁকি মেরে আমি দেখ্‌লেম, বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে মনোহর সুপ্রশস্ত এক উদ্যান, মনোহর সুপ্রশস্ত ক্রীড়াভূমি, স্থানে স্থানে নিকুঞ্জ, মধ্যস্থানে খোলা মাঠ,—সেখানে সব পশুপাল চরা করে।—অতি সুন্দর স্থান! বাড়ীখানিও যেমন সুন্দর, উদ্যানটীও

সেইরূপ। গবাক্ষ থেকে ফিরে এলেম, দর্পণে মুখ দেখ্‌লেম, একটু আগে আমি কেঁদেছি, মুখে আমার সেরূপ চিহ্ন কিছু আছে কি না,—চক্ষে আমার জল আছে কি না, দেখ্‌লেম। আবার চক্ষের জলে ভেসে গেলেম। অতি সাবধানে অশ্রুধারাগুলি নিঃশেষে মার্জ্জন কোরে ফেল্লেম। যথাশক্তি শান্ত হয়ে ধীরে ধীরে উপর থেকে নাম্‌লেম। সাম্‌নে দেখি, আমার প্রথম পরিচিত সেই পদাতিক লোকটী প্রশান্তবদনে দণ্ডায়মান। সেই পদাতিক, যে পদাতিক আমারে গতরাত্রে গাড়ীতে তুলে এই বাড়ীতে এনেছে, সেই পদাতিক। সেই পদাতিক আমারে সঙ্গে কোরে চাকরদের ঘরে নিয়ে গেলো। পথে যেতে যেতে এক জায়গায় থোম্‌কে দাঁড়ালেম। আমার একখানি হাত ধোরে চঞ্চল-চক্ষে আমার মুখপানে চেয়ে অর্দ্ধ অর্দ্ধ হাসিমুখে সে আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লো, 'দেখ ছোক্‌রা! গত রাত্রের ঘটনাটা কারো কাছে গল্প কোরো না। কেবল তিন চারি জনে সে কথা আমরা জানি, তিন চারি জনেই জান্‌লেম, আর যেন বেশী কাণে যায় না।"

তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকার কোরে তার বাক্যে আমি সম্মত হোলেম। সে আমারে ও কথা না বোলে দিলেও সে সকল রহস্যকাণ্ড কদাচ আমি কাহারো কাছে প্রকাশ কোত্তেম না। বিশেষ শিষ্টাচার জানিয়ে পদাতিক ঐ কথাগুলি বোল্লে। ভুলে সে আমারে গাড়ীতে তুলে এনেছিল বোলে আমার কাছে সে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হলো না, অসন্তোষের ভাবও দেখালে না। তার সঙ্গে আমি চাকরদের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম।

ঘরটী খুব প্রশস্ত, চাকরলোকও অনেক, কিন্তু সকলেই তারা মহা ব্যস্ত। পরিবারেরা স্থানান্তরে যাবেন, সকলেই সেই উদ্যোগে ব্যতিব্যস্ত। আহারান্তে গাড়ী প্রস্তুত হলো। ওয়াল্‌টার আমারে ডেকে পাঠালেন। তাঁর আবশ্যকমত জিনিশপত্র সমস্তই আমি ঠিকঠাক কোরে গুছিয়ে বেঁধে নিলেম। বেলা এগারোটার সময় সকলে একসঙ্গে যাত্রা করা হলো। দুখানা গাড়ী। একখানিতে লর্ড রাবণহিল, লেডী রাবণহিল, যুবা রাবণহিল, এই তিনজন। আর একখানিতে কর্ত্তার দুজন চাকর, কর্ত্রীর দুজন দাসী, আর আমি। অপর আর কেহই না।

পঞ্চদশ প্রসঙ্গ ।

অভিনব আবাস ।

স্বভাবেরও যেমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, ঘটনারও তেমনি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কোথাকার বালক আমি, কোথায় ছিলেম, কোথায় গেলেম, কোথায় থাক্‌লেম, কোথায় কত বিপদে পোড়্‌লেম,—আবার কোথায় এলেম! ডিবন্‌শায়ারপল্লীর একটী মনোরম প্রদেশে একখানি পুরাতন বাড়ী।—বাড়ীর নাম চার্লটন হল। এই বাড়ীতে রাবণহিলপরিবার সহর ছেড়ে মাঝে মাঝে এসে বাস করেন। বাড়ীখানি লর্ড রাবণহিলের নিজেরই বাড়ী। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত ক্ষেত্র,—প্রশস্ত উদ্যান। সেই উদ্যান ভেদ কোরে একটী স্রোতস্বতী অতি মৃদুধারে প্রবাহিত হোচ্চে। শত শত বর্ষাবধি রাবণহিলপরিবার এই বিস্তৃত সম্পত্তির অধিকারী। সময়ে সময়ে বাড়ীখানির স্থানে স্থানে মেরামত করা হয়, স্থানে স্থানে নূতন নূতন ঘর নির্ম্মাণ করা হয়,—পুরাতন অংশের সমস্তই ভেঙে ফেলা হয় না, পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সংযোগ করা হয়মাত্র। এই কারণেই বাড়ীতে নানাপ্রকার চমৎকার চমৎকার কারিকুরি নয়নগোচর হয়ে থাকে। ঘরগুলি অতি সুন্দররূপে সাজানো। নানাপ্রকার মহামূল্য বস্তু, নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর পশুপক্ষী, নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর অপূর্ব্ব দৃশ্য! যাতে কোরে সৌখীন লোকেরা সর্ব্বপ্রকারেই সুখস্বচ্ছন্দে বাস কোত্তে পারেন, এমন সুবন্দোবস্তই সর্ব্বঠাঁই। গাড়ীবারাণ্ডার উভয় পার্শ্বে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রাচীন তরু, স্থানে স্থানে পুষ্পকানন, স্থানে স্থানে নিকুঞ্জ,—অতি রমণীয় স্থান! দূরে দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, মনোহর উপত্যকা, কিঞ্চিৎ দূরে নদী। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকই যেন হাস্‌চে। সে শোভা দর্শনে চক্ষের কখন ক্লান্তি বোধ হয় না। সেই মনোহর উদ্যানপ্রাসাদে লর্ড রাবণহিল সপরিবারে উপস্থিত হোলেন।

লর্ড রাবণহিলের কেবল একমাত্র পুত্র। সেই পুত্রই ওয়াল্টার রাবণহিল। বৎসরের মধ্যে সাত আট মাস কাল রাবণহিলপরিবার ঐ উদ্যানপ্রাসাদেই বাস করেন। অনেক গাড়ীঘোড়া, অনেক রকম আস্‌বাব, অনেক দাসদাসী, অনেক লোকজন সর্ব্বদাই এই বাড়ীতে থাকে। রাবণহিলপরিবারের কতই ধন, কতই ঐশ্বর্য্য!—প্রথম দর্শনে আমি মনে কোল্লেম, অতুল ঐশ্বর্য্য। দেলমুর মহোদয়ের দেলমুরপ্রাসাদের শোভাসৌন্দর্য্য চমৎকার, কিন্তু এই বাড়ীর সঙ্গে তুলনায় তার শোভা অতি সামান্য বোলেই বোধ হয়। আশ্চর্য্য ঘটনাবশে সেই বাড়ীতে আমি উপস্থিত হোলেম। সেখানে আমার পরম সুখ, চাকরেরা সকলেই পরম সুখী,—আহারের পারিপাট্য অতি চমৎকার,—নিত্য নিত্যই

রাজভোগ আহার। সুখেই আমি আছি, অল্পদিন থাকতে থাকতে ভাবগতিক দেখে আমি বুঝতে পাল্লেম, বাহ্যলক্ষণে চাকরেরা সুখী বটে,—বাহ্যলক্ষণে তারা সকলেই সুখস্বচ্ছন্দ দেখায় বটে, কিন্তু মনে মনে তারা কতই যেন অসুখী। তাদের চেহারা দেখলেই সে অসুখ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়,—অসন্তোষের পূর্ণ লক্ষণ! কখন কখন চেহারা দেখেও বুঝি, কখন কখন পরামর্শ শুনেও বুঝি। কখন কখন তিন চারি জন একত্র হয়ে গল্প করে, কেবল চেঁচায়, চুপি চুপি কথা কয়, তাতেও সেই অসন্তোষ প্রকাশ পায়, কিন্তু আসল কারণটা যে কি, প্রথমে তো আমি কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। প্রাসাদের দুমাইল দূরে একখানি পরমসুন্দর ক্ষুদ্র গ্রাম। প্রাসাদের নামেই সেই গ্রামের নাম। গ্রামের ছবিখানিও অতি চমৎকার!

প্রাসাদে পৌঁছিবার অব্যবহিতপরেই নানাপ্রকার ধূমধাম, নানাপ্রকার সমারোহ আরম্ভ হলো। সপ্তাহের মধ্যে তিনদিন মহাভোজ, ভোজের নিমন্ত্রণে বহুতর বড়লোকের আগমন,—বহুতর গাড়ীঘোড়ার আমদানী। সমারোহের রাত্রি না হোলেও প্রতিদিন অতিকম দশবারজন অতিথি,—নিমন্ত্রিত অথবা অনিমন্ত্রিত ভদ্রলোক উপস্থিত থাকেনই থাকেন। দেখে শুনে আমি মনে কোত্তে লাগলেম, রাবণহিলের কাণ্ড-কারখানা ঠিক যেন কোন রাজারাজড়ার কাণ্ডকারখানা। আকাশে যে দিন যে দিন কোনপ্রকার গোলযোগ না থাকে, সেই সকল দিনে শিকার করা, মাছধরা, ঘোড়দৌড় করা, এই সকল আমোদপ্রমোদ হয়। দুর্য্যোগের দিনে যা কিছু আমোদ উৎসব, সমস্তই বাড়ীর ভিতর সমাধা করা হয়। পাশা খেলা, অভিনয় করা, নিশাভোজ, এই সকল আমোদই সর্ব্বদা বেশী। সমারোহের রাত্রে লোকজনের প্রায় নিদ্রাই হয় না, শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত আমোদ-প্রমোদের তুফান চলে। এক এক রাত্রে কাহারই শয়ন করা হয় না। আমোদের ভিড় মিটতে মিটতেই প্রভাত হয়ে যায়। আমি আশ্চর্য্য ভাবতে লাগলেম। যাঁরা খান, যাঁরা খাওয়ান, যাঁরা আমোদ করেন, যাঁরা আমোদ দেখান, তাঁদের প্রকৃতি কি বিচিত্র! এত রাত্রি জাগরণ, এত প্রমোদের ঘটা, এত উৎসবের হল্লা, কি প্রকারেই বা সহ্য হয়? ধন্য সহিষ্ণুতা!—চাকরী করা শিখে অবধি বড় বড় লোকের বাড়ীতে আমি দেখ্‌চি, বড়লোকের ছেলেরা অল্পদিনের মধ্যেই দেহকান্তি হারিয়ে বিশ্রী হয়ে পড়েন। স্ত্রীলোকেরাও—বড়লোকের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাও নিত্য নিত্য ঐ প্রকার অনিয়মে পূর্ণযৌবনেই যৌবন-লাবণ্য হারিয়ে ফেলেন। আশ্চর্য্য! অধিক আমোদের আশু পরিণাম এই প্রকারই হয়ে থাকে!

যুবা রাবণহিলের প্রধান চাকরের নাম লিণ্টন। বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর, দেখতেও বেশ সুশ্রী, চেহারায় বোধ হয়, বিলক্ষণ সুচতুর। লিণ্টন সর্ব্বদাই কালো কালো পোষাক পরে, সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। দিনে দিনে আমি সমস্ত চাকরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেম, কিন্তু লিণ্টনের কাছেই যেন আমার বেশী আদর। যখন আমরা অবসর পাই, লিণ্টন আমারে সেই সময়ে ডেকে সঙ্গে কোরে নিয়ে দূরে দূরে

বেড়াতে যায়। লিণ্টন কিছুকিছু লেখাপড়া জানে, অন্য অন্য চাকরের চেয়ে তার বুদ্ধিও যেন বেশী। আমি যেপ্রকার অভাবনীয়রূপে অকস্মাৎ রাবণহিলপরিবারের মাঝখানে এসে পোড়েছি, যেপ্রকারে সেই সংসারে চাকরী পেয়েছি, লিণ্টন তা জানে, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত সে কথা আমারে একদিনও বলে নি। কখন কখনও দৈবাৎ সে সম্বন্ধে দুটী তিনটী কথা উঠে, তখনি আবার থেমে যায়। কেন না, সে সব কথা তার কাছে কিছুই নূতন নয়, কাজেই আমারে পরিচয় দিতে হয় না। এই স্থলে আর একটী কথা বোলে রাখা উচিত। অপরাপর চাকরের মুখে যেরূপ অসন্তোষলক্ষণ দেখা যায়, অপর চাকরেরা যেমন নির্জ্জনে অবকাশকালে ফুস্ ফুস্ কোরে অসন্তোষের কথা বলাবলি করে, লিণ্টন তেমন করে না। লিণ্টনের মুখে অসন্তোষের চিহ্ন কিছুই দেখা যায় না। আমার সঙ্গেই লিণ্টনের বেশী কথাবার্ত্তা হয়। আমার সঙ্গে যত হয়, অপরাপর চাকরের সঙ্গে তত হয় না।

প্রায় একমাস অতীত হলো। একদিন বৈকালে লিণ্টন আর আমি দুজনে একসঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছি,—বেড়াচ্ছি আর গল্প কোচ্চি, হঠাৎ একটা জায়গায় লিণ্টন যেন বিমর্ষভাবে থেমে গেল। আমিও চুপ্ কোল্লেম। আমার নিস্তব্ধ মুখপানে চেয়ে লিণ্টন অকস্মাৎ আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "জোসেফ! আজ্ বুঝি তোমার বেতন পাবার দিন ?"

আমিও তাড়াতাড়ি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, আজই হবে, কিন্তু ও কথাটা আমি একবারেই ভুলে গিয়েছিলেম।—বোধ করি, খাজাঞ্চীর কাছে দরখাস্ত—"

অকস্মাৎ বাধা দিয়ে লিণ্টন একটু মৃদুস্বরে বোলে উঠ্‌লো, "ভুল ?—আমার ভয় হোচ্চে, চিরদিনই বা পাছে ঐ রকমে ভুলে থাক্‌তে হয়।"—বোলেই সচকিতে লিণ্টন আমার মুখপানে চাইলে।—দেখ্‌লে, আমিও বিস্ময়ে চমকিতভাবে তার মুখপানে চেয়ে আছি। দেখেই লিণ্টন আবার বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লে, "জান কি জোসেফ, কথাটা হোচ্চে বড় শক্ত।—এ সংসারে আর কল্যাণ নাই,—দেখ্‌ছি, তুমি আমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্চ না। হোচ্চে কি জান, মনিবের কথায় কথা কওয়া আমার অভ্যাস নয়। কেন না, ও সকল কথায় আমার দরকারই বা কি ? তবে কি জান,—এ কথাটী আমি অবশ্যই বোল্‌তে পারি,—সকলে যদি আমরা ঠিক ঠিক সময়ে দস্তরমত বেতন পাই, তা হোলে এ স্থানটী আমাদের পরমসুখের স্থান, কিন্তু কথা হোচ্চে কি জান, টানাটানি বড়, তিন বচ্ছর হলো, চাকর লোকজন কেহই এ পর্য্যন্ত সিকি বেতনও পায় নাই। গত বারমাসের মধ্যে এককালেই আমাদের দেনাপাওনা বন্ধ।"—কথাটায় হঠাৎ আমার বিশ্বাস হলো না। আশ্চর্য্যভাবও দূর হলো না। যদিও আমি জান্‌তেম, লিণ্টন আমার কাছে মিথ্যাকথা বলে না, তত বড় কাজের কথা নিয়ে রহস্য কোর্‌বে, সেটাও সম্ভব নয়; তথাপি সবিস্ময়ে বোলে উঠ্‌লেম, "আমি ভেবেছিলেম, মহামান্য লর্ড রাবণহিল অতুল ধনের অধিপতি!"

"অধিপতি সত্য,—অধিপতি হওয়াই ঠিক!—এই দেখনা কেন, এত বড় জমিদারী, এত ঐশ্বর্য্য,—এত জাঁকজমক, রিচমণ্ডের বিষয়ও কিছু কম নয়,— বাড়ীও কত বড় জাঁকালো, লণ্ডননগরেও একখানা চমৎকার বাড়ী আছে; সমস্তই সত্য, বিষয় কম নয়, তবে কি জান—" যে স্বরে লিণ্টন কথা কোচ্ছিল, তার চেয়ে একটু চুপি চুপি আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তবে কি জান, সমস্তই বন্ধক;—বার বার বন্ধক, এক বস্তু যে কত জায়গায় বন্ধক আছে, চাকর আমি, তার হিসাব দিতে পারি না। এখনও হয় ত তুমি আমার কথা ভাল কোরে বুঝ্‌তে পার নি;—কথাটা হোচ্চে কি জান,—লর্ডের পিতা, পিতামহ,প্রপিতামহ, সকলেই বড় অপব্যয়ী ছিলেন। দোচোকো স্বত্তে ধারকর্জ্জ কোত্তেন আমাদের এই বর্ত্তমান প্রভু যখন উত্তরাধিকারী হোলেন, তখন কাগজপত্রে নামমাত্র আয় ছিল, বার্ষিক চল্লিশ হাজার পাউণ্ড রাজস্ব, আসলে কিন্তু দশ হাজারও হবে না। ইনি যখন বিবাহ করেন, তখন ভেবেছিলেন, স্ত্রীধনে অনেক বিষয় লাভ হবে। কর্ত্রীর এক বৃদ্ধ পিতৃব্য ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর বার্ষিক দুলক্ষ পাউণ্ড উপস্বত্বের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হবেন, সেই ভরসাতেই বিবাহ করা হয়। সেই বৃদ্ধ পিতৃব্যের নাম কথ্‌বার্ট। বৃদ্ধ বয়সে তিনি আবার বিবাহ কোল্লেন, সেই বিবাহে দুটী সন্তান জন্মালো, একটী পুত্র, একটী কন্যা। তারাই অবশ্য সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে। আমাদের লেডী রাবণহিল নিরাশ হয়েছেন. কর্ত্তার আশাভরসা ভেসে গেছে। ছেলেটী কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মোরে গেল, কেবল সেই মেয়েটী, মেয়েটীর নাম এলিসিয়া কথবার্ট।—এলিসিয়া—"

"এলিসিয়া?"—নাম শুনেই চোম্‌কে উঠে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "এলিসিয়া?" কেন চম্‌কালেম? পাঠকমহাশয় বুঝ্‌তে পার্‌বেন, যে রাত্রে আমি প্রথম ধরা পড়ি, সেই রাত্রে লেডী রাবণহিলের মুখে ঐ নাম আমি শুনেছি। যে চোঘুড়ীতে আমি এসেছিলেম, বোধ হয় সেই চোঘুড়ীতেই এলিসিয়ার আস্‌বার কথা। লিণ্টনও আমার আশ্চর্য্য-ভাব দেখে সে কথাটা কতক কতক বুঝ্‌তে পাল্লে। বুঝ্‌তে পেরেই বোলে উঠ্‌লো, "যে জন্যে তুমি চোম্‌কে উঠেছ, তা আমি জানি। তুমিও হয় ত বুঝ্‌তে পেরে থাক্‌বে, কুমারী এলিসিয়াকে হরণ কোরে আন্‌বার জন্যে সেই রাস্তার মোড়ের মাথায় যে গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে ছিল, গোলমালে চিন্‌তে না পেরে ভুলে তারা তোমারেই সেই গাড়ীতে তুলে এনেছে, সে কথাটা কি তুমি জান? অক্‌স্‌ফোর্ড ষ্ট্রীটের মোড়ে হানোভার দীঘীর ধারে এলিসিয়া আর তাঁর মা বাস করেন। যে বাড়ীতে তাঁরা থাকেন, সেই বাড়ীর অতি নিকটেই ডাকগাড়ীখানি দাঁড়িয়ে ছিল.—কেমন, এখন বুঝ্‌তে পাচ্চো? এতদিন যা তুমি বুঝেছিলে, এখন তার চেয়ে অনেকটা পরিষ্কার হবে। অনেকদিন হলো, কুমারী এলিসিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন। পিতার পরিত্যক্ত বার্ষিক দুই লক্ষ পাউণ্ড লাভের সম্পত্তিতে এলিসিয়া এখন একমাত্র অধিকারিণী। সম্পত্তিও ক্রমে ক্রমে অনেক বেড়ে উঠেছে। এলিসিয়া এখন বহুধনের ঈশ্বরী।—ধনেরও

ঈশ্বরী বটে, রূপেরও ঈশ্বরী। এলিসিয়া পরমসুন্দরী; তুমিও পরমসুন্দর বালক। তাতে আবার পোরেছিলে নারীবেশ। কাজেই গাড়ীর লোকেরা এলিসিয়া বোলে ভুলেই তোমারে এনেছে। আমার প্রভু ওয়াল্‌টার রাবণহিল সেই এলিসিয়াকে বিবাহ কোত্তে চান। এলিসিয়া কিন্তু ওয়াল্‌টারকে বিবাহ কোত্তে চান না। এলিসিয়া বরং আমাদের ওয়াল্‌টারকে ঘৃণা করেন;—রাবণহিল্‌পরিবারের উপরে এলিসিয়ার জননীরও মর্ম্মান্তিক ঘৃণা। শুনতে পাচ্চি, কুমারী এলিসিয়া আর একটী যুবাপুরুষকে ভাল-বেসেছেন। সেই যুবার তাদৃশ বিষয় আশয় নাই, টাকা কম, সেই জন্যই এলিসিয়ার জননী সে সম্বন্ধে সম্মত হোচ্চেন না।”

চিন্তিত সন্দিগ্ধভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “এঁরা তবে এলিসিয়াকে চুরি কোরে আন্‌তে চান কেন?”

“তা আমি ঠিক জানি না।”—কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ কোরে লিণ্টন উত্তর কোল্লে, “তা আমি জানি না। এলিসিয়া নিজে যাঁরে বিবাহ কোর্‌বেন বোলে পছন্দ কোরেছেন; তিনি একজন যুবা কাপ্তেন।—কাপ্তেন বারকিলি। সেই কাপ্তেন বারকিলির সঙ্গে এলিসিয়া চুপি চুপি পলায়ন কর্‌বার মৎলব কোরেছেন। এই ত আমি শুনেছি, কিন্তু আমার মনিবেরা কেন যে এলিসিয়া হরণের ফাঁদ পেতেছিলেন, সেটী আমি নিশ্চয় কোরে বোল্‌তে পার্‌বো না। যাই হোক্, সে ফাঁদ ত ছিঁড়ে গেছে, তা ত তুমি বুঝ্‌তেই পেরেছ। আমার প্রভু ওয়াল্‌টার রাবণহিল নিঃসন্দেহই নৈরাশ্যসাগরে ভেসেছেন। তাঁরা পিতাপুত্রে মনে কোরেছিলেন, বৎসরে দুইলক্ষ পাউণ্ড,—এলিসিয়াকে ঘরে আন্‌তে পাল্লে বৎসরে দুইলক্ষ পাউণ্ড অক্লেশেই ঘরে আনা হয়। এই লোভেই হয় ত এলিসিয়া হরণের চেষ্টা।—তা ত হলো না। এখনকার উপায় কি? তাঁরা ভেবেছিলেন, এলিসিয়ার সঙ্গে ওয়াল্‌টারের যদি বিবাহ হয়, এলিসিয়া যদি লর্ড রাবণহিলের পুত্রবধূ হন,—অনেক টাকা!—তা হোলেই সমস্ত দেনা পরিশোধ হয়ে যাবে, সমস্ত গোলমাল চুকে যাবে, কিছুই আর টানাটানি থাকবে না। এখন ত সে ফিকির উল্‌টে গেল! পরিণামে যে কি দাঁড়াবে, তা ত কিছুই আমি স্থির কোত্তে পাচ্চি না; কিন্তু আমার ভয় হোচ্চে, আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, বিপদ অতি নিকটে। দেখ জোসেফ! আমার প্রভু আমারে এলিসিয়া হরণের প্রধান দূত নিযুক্ত কর্‌বার মৎলব কোরেছিলেন, ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে অনেকবার আমাকে সে কথা বোলেছিলেন, আমি কিন্তু রাজি হই নি। বুঝ্‌তে পেরেও আমি একটা ছল কোরে ওজর কোরেছিলেম, বুঝ্‌তে পাল্লেম না। সত্য কথা বোল্‌তে কি, ও সব কর্ম্ম আমার নয়।”

লিণ্টনের রসনা থেকে যতগুলি বাক্য বিনির্গত হলো, তার প্রত্যেক বাক্যই আমার পক্ষে যেন অন্ধকারের দর্পণস্বরূপ। সে রাত্রের পলায়ন, মোড়ের মাথায় ডাকগাড়ী, রাবণহিলপ্রাসাদে আনয়ন, এলিসিয়ার নাম উচ্চারণ, আমার প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন, অবশেষে সদয়ভাবে আমারে এই চাকরী দেওয়া, এ সকল কাণ্ড যে কি কাণ্ড,

এতদিন কিছুই আমি বুঝ্‌তে পারি নাই। সমস্তই অন্ধকারে ছিল। এতদিনের পর সে রহস্য প্রকাশ পেলে! ঘোরতর কুয়াশা ভেদ কোরে যেন দীপ্তসূর্য্য উদয় হলো। হলো বটে, কিন্তু রাবণহিলপরিবারের প্রতি আমার কেমন একটা ক্ষুণ্ণভাব এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যদি এমন, তবে এ সব হয় কেমন কোরে? নিকটেই যদি এত বিপদ,—চতুর্দ্দিকেই যদি এত দেনা, তবে নিত্য নিত্য এত মহা মহা সমারোহ চলে কেমন কোরে?"

"অনেক কারণ।"—গম্ভীরবদনে লিণ্টন উত্তর কোল্লে, "সমারোহের অনেক কারণ। প্রথমত ধর অভ্যাস, পুরুষানুক্রমে বড়মানুষী কেতায় চোলে আস্‌ছেন, কমাতে পারেন না। যতকিছু জাঁকজমক, ধার কোরেও বজায় রাখতে হয়,—ছাড়্‌তে পারেন না। চিরদিনের অভ্যস্ত ঘোরতর মাতাল যেমন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সুধুমাত্র ঠাণ্ডা জল খেয়ে জীউ ঠাণ্ডা রাখতে পারে না, অপব্যয়ী বড়মানুষেরাও তেমনি জাঁকজমকের অপব্যয় ছাড়্‌তে পারেন না। এই ত গেল এক কারণ, দ্বিতীয় কারণ ঠাট বজায় রাখাটা বড়ই দরকার। বাহিরে ও রকম জাঁকজমক না দেখালে—জগতের চক্ষে প্রকৃত অবস্থা গোপন কোত্তে না পাল্লে বড়মানুষের কায়দা থাকে না। ভিতরে যা আছে থাক্‌, বাহিরের লোকে দেখুক্‌ যেমন ছিলেম, তেম্‌নি আছি,—এইটী তাঁদের ইচ্ছা। তৃতীয় কারণ সর্ব্বদা বড় বড় লোক নিমন্ত্রণ কোরে মজলিস করা আজ কাল আমার প্রভু ওয়াল্‌টারের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ রকমে মানসম্ভ্রম বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা কোল্লেই সমাজের মধ্যে বড় থাকা যায়, এইটীই তিনি ভেবেছেন। আমার কিন্তু ভয় আছে। তাঁরা যা ভেবেছেন, আমি তা ভাবি না। আমি ভাবি আর এক প্রকার। আমি দেখ্‌তে পাচ্চি, এ অঞ্চলের বড় বড় লোকেরা আহ্লাদ পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, রাবণহিলপ্রাসাদে রাবণহিলের মজলিস শোভিত করেন, রাবণহিলের মাংস খান, রাবণহিলের মদ খান, অপব্যয়ে বাহবা দিয়ে দানশক্তির প্রশংসা করেন, ক্রমাগতই ঐ রকম অপব্যয়ে উৎসাহ দেন, কথায় কথায় খোসামোদ করেন!—করেন সব, কিন্তু জানেন, এ দিকে ভিতর ফাঁক! যে সকল বড়লোক এখানে এসে নিমন্ত্রণ খান, তাঁদের মধ্যে কেহই ত দায়গ্রস্ত দেনদার ওয়াল্‌টারকে কন্যাদান কোত্তে সম্মত হন না!"

বিষণ্ণবদনে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "পিতার মৃত্যুর পর তোমার প্রভুই ত পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হবেন?"

লিণ্টন উত্তর কোল্লে, "হবেন ত! নামমাত্র হবেন! কিন্তু যতদূর আমি জেনেছি, যতদূর আমি শুনেছি, তাতে কোরে নিশ্চয় বোল্‌তে পারি, বিষয় থেকে তিনি এক কপর্দ্দকও খাজানা পাবেন না। কেন না, বয়ঃপ্রাপ্ত হবামাত্রেই পিতার সঙ্গে যোগ দিয়ে রাশি রাশি খতে, রাশি রাশি জামিনী পত্রে আর নূতন নূতন বন্ধকপত্রে, আরো কত প্রকার দেনাপাওনার দলীলে আমার যুবা প্রভু ওয়াল্‌টার রাবণহিল সই দিয়েছেন!

ইচ্ছাতেই হোক্, অথবা অনিচ্ছাতেই হোক্, আপন নাম দস্তখত কোরে পাকে পাকে আবদ্ধ হয়েছেন। তা ছাড়া বয়ঃপ্রাপ্ত হবার অগ্রে আপন জীবনস্বত্ব পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়ে রেখেছেন। জোসেফ! যে সব কথা আজ আমি তোমারে বোল্লেম, সেটা কিন্তু আমার পক্ষে বড় ভাল কাজ হলো না। যে কথাগুলো শুন্তে গেলেও কষ্ট হয়, মনিবের সেই দুরবস্থার কথাগুলো আপন মুখে প্রকাশ করা যে কত কষ্ট, তা তোমাকে কি বোল্‌বো! তুমি আমি দুজনেই তাঁদের চাকর, মনিব হোচ্চেন তাঁরা, তাঁদের সংসারের গোপনীয় কথা আমাদের বলাবলি করা ভাল নয়;—কিন্তু না বোলেই বা করি কি? লর্ড রাবণহিল নিজে অবশ্যই লোক ভাল; কিন্তু ভাগ্যদোষে পদে পদে দেনদার। আপনি ত সর্ব্বস্বান্ত হলেনই, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটীরও মাথা খেলেন! ওয়াল্‌টারের অনেকগুলি গুণ আছে, কিন্তু সেসব গুণ অবস্থাদোষে নষ্ট হয়ে গেল!—খারাপ হয়ে উঠেছেন, একেবারেই খারাপ হয়ে গেছেন! চাল্‌চলনের দোষেই খারাপ হয়েছেন!—যেমন দর্শন, তেম্‌নি শিক্ষা;—যেমন অভ্যাস, তেম্‌নি পালন! জোসেফ! আমি তোমারে অন্তরের সহিত বিশ্বাস কোরেই সেই সব গোপানীয় কথা বোল্‌ছি। তুমি সত্যবাদী, বুদ্ধিমান্ ছোক্‌রা, তাতেই তোমাকে বিশ্বাস হয়েছে। তোমাকে বোল্‌তে আমার ভয়ই বা কি? সন্দেহই বা কি? সত্য বোল্‌ছি, যখন আমি এই সব কথা চিন্তা করি, তখন মনটা কেমন গরম হয়। আমি তোমার কাছে গল্প কোরে বোল্লেম, ভারটা যেন কতক লঘু বোধ হলো। এক এক সময় ওয়াল্‌টারের জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়। যখন আমি দেখি, ঐ সকল বাহ্য বাহাদুরী চোল্‌ছে, তখন সত্য সত্য ইচ্ছা হয়, আমার প্রভুকে আমি গোটাকতক ভালরকম পরামর্শ দিই, কিন্তু বড় বড় লোকেরা আমাদের মত ছোট ছোট চাকরের কথা মূলেই গ্রাহ্য করেন না। তাঁরা ভাবেন, আমরা হয় ত মনিবের মঙ্গল কিছুই চাই না, আমরা কেবল ভাল রকম খাওয়াপরা পেলেই তুষ্ট থাকি। জম্‌কালো জম্‌কালো বড়মানুষেরা আমাদের মত চাকরদের উপর ঐ রকম দৃষ্টিতেই চেয়ে থাকেন, কাজের গতিকেও পদে পদে ঐ রকম নেক নজর দেখান। চাকরেরা মানুষ নয়, এই হয় ত তাঁদের বিশ্বাস!—গ্রাহ্যই করেন না!”

দুঃখিতবদনে সকৌতূহলে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “সেই সকল মহিলা?—সেই সকল সুন্দরী সুন্দরী—বড় বড় ঘরের বড় বড় সুন্দরী অহঙ্কারী মহিলা? যে সকল রমণীরা মনোহর সাজগোজ পোরে মনোমোহিনীবেশে নিমন্ত্রণে আসেন, সেই সকল মোহিনীদের মধ্যে কোন মোহিনীকে মোহনরূপে মোহিত কোরে বিবাহ করাই কি তোমার প্রভু ওয়াল্‌টারের কামনা?”

“তা আমি কিছুই জানি না;—কামনা কি অকামনা, সে বিষয় আমি চিন্তাও করি না;—কিন্তু বোধ হয় যেন তাই।—হোলেই বা কি হবে?—কিছুই হবে না। ফল যা হবে, আগে থেকেই তা আমি জান্‌তে পাচ্চি। বুঝ্‌লে জোসেফ! ফল হবে নিরাশা! আমার এই কথাগুলি তুমি মনে রেখো,—নিশ্চয় নিরাশা! লাভে হোতে শীঘ্রই একটা ভয়ানক

ফ্যাসাৎ বেধে উঠ্‌বে। নূতন বৎসরের আরম্ভেই বড়দিনপর্ব্বের ঘটাঘটির সমস্ত বিল পরিশোধ কোত্তে হবে!--কি কোরে কি হবে, কেহই তা জানেন না। সহরের লোকেরাও এ দিকের অবস্থা সব জান্‌তে পেরে পণ কোরে বোসেছেন, কেহই আর কিছুমাত্র ধার দিবেন না। এটা সত্যকথা জোসেফ! আরো আমি জান্‌তে পেরেছি, খাজাঞ্চী ভাণ্ডারীরা আজ ঐ সকল খরচপত্রের কথার প্রসঙ্গ তুলে কর্ত্তার সঙ্গে বিস্তর তর্কবিতর্ক করবার সংকল্প কোরেছেন। গতিক বড় ভাল ঠেক্‌ছে না,—শীঘ্রই একটা হুলুস্থুল কাণ্ড উপস্থিত হবে!"

রাবণহিলপরিবারের তাদৃশ দুরবস্থার পরিচয়ে আমার প্রাণে বড়ই যেন আঘাত লাগ্‌লো। এটা কি সামান্য আপ্‌শোষের বিষয়? যিনি এত বড় জমিদারীর অধিকারী, তিনি কি না দেনায় দেনায় জড়ীভূত! দেনার দায়ে দরিদ্র! হায় হয়! এটা কি একটা সামান্য আপ্‌শোষের কথা?

"বড়ই আপ্‌শোষের কথা!—বড়ই কষ্টের কথা!"—একটু থেমে অত্যন্ত বিষণ্ণবদনে লিণ্টন সকাতরে বোলে উঠ্‌লো, "বড়ই আপ্‌শোষের কথা!—বড়ই কষ্টের কথা! আমরা চাকর, আমাদের পক্ষে আরো কষ্ট, আরো আপ্‌শোষ। মনিবের জন্যেও কষ্ট, আপনাদের পেটের জন্যেও কষ্ট। আমরা ত খাধাখাটুনি খাটি, দস্তুরমত বেতন পাওয়া সত্যই আমাদের অধিকার;—সকলের কথাই বোল্‌ছি, কেবল আমারই কথা বোল্‌ছি না;—আমি যেন মনিবের দায় বুঝ্‌তে পেরেছি, বেতনের জন্য আমিই যেন কখনো আমার মনিবকে পেড়াপিড়ি করি না, কিন্তু সকলেই ত গরিব,—সকলেই ত চায়,—চায় কিন্তু পায় না। এটা কি সাধারণ কষ্ট? আরও একটা ভয়ানক কথা শোন! যতই ঘন ঘন আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী হয়ে আস্‌ছে, নিদারুণ অপব্যয়ের খাতায় আমাদের কর্ত্তাকর্ত্রী উভয়েই—নিদারুণ অপব্যয়ের খাতায়,—নিদারুণ সর্ব্বনাশের খাতায় ততই জাঁকালো জাঁকালো খরচপত্র বাড়িয়ে তুল্‌চেন! এর চেয়ে বেশী সর্ব্বনাশ আর কাকে বলে? লোকে মনে কোচ্চে যারা দিন দিন জাঁকজমকের ততদূর বাড়াবাড়ি কোরে দশজনের কাছে বাহবা নিচ্চে, তারা তবে অক্লেশেই দেনা পরিশোধ কোত্তে সক্ষম; কিন্তু এদিকে সে সব ফাঁকা, এটা হয় ত সকলে জানে না। যারা জানে না, তারা মনে করে, যদি পারে, তবে কেন দেয় না? হায় হায়! বোল্‌বো কি জোসেফ, বোল্লে হয় ত তুমি প্রত্যয় কোর্‌বে না, লেডী রাবণহিল্ নিজে নিজহস্তে দাসীদের কাছে টাকা ধার কোরেছেন! অথচ মুখে দুটো মিষ্টকথা বোল্‌তেও কষ্টবোধ করেন।" বোল্‌তে বোল্‌তে একটু থেমে কথাটা পাল্টে ফেলে লিণ্টন একটু চঞ্চলস্বরে বোল্লে, "কথায় কথায় অনেক দূরে এসে পোড়েছি,—আর না,—চল ফিরে যাই!"

আমরা ফিরে চোল্লেম। পথে আস্‌তে আস্‌তে লিণ্টন আমারে বোল্লে, "অতি নিকটেই চার্লটন গ্রাম,—পরম সুন্দর ক্ষুদ্র গ্রাম! তুমি কি চার্লটন দেখেছ?"

সাকৌতুকে আমি উত্তর কোল্লেম, "এক দিনও না।"

গ্রামের প্রশংসা কোরে লিণ্টন আমারে আরো বোল্লে, "সেখানে একটী চমৎকার গির্জ্জে আছে। গির্জ্জাতে একটী চমৎকার পাদরি আছেন। আগামী রবিবারে আমি সেই গির্জ্জায় যাবো।—যাবো? পাদরিসাহেবের উপদেশ শুনে সুখী হবে। গ্রামের সমস্ত লোকেই পাদরি সাহেবটীর সুখ্যাতি করেন, সকলেই তাঁকে ভালবাসেন। বুঝ্লে জোসেফ!—তুমি যদি তাঁকে দেখ,—দেখ্‌লেই ভক্তি হবে। তিনি আমাদের ফ্রেনিলার মত পাদরি নন।—সেই জন্য আমাদের কর্ত্তাকর্ত্রী দুজনেই তাঁকে দেখ্‌তে পারেন না। লক্ষণে বোধ হয়, ঘৃণাই করেন। কেন জান,—সেই পাদরীটী আমাদের ফ্রেনিলার মত রাবণহিলবৈঠকখানায় শ্যাম্পিন খেতে পারেন না, খানা খেতে পারেন না, শিকারে বেরুতে পারেন না,—বিবিলোকের মজলিসে বাহবা নিতে পারেন না, বড়লোকের সমাজে মিশ্‌তে ইচ্ছা করেন না। সেই রকম দলের বড়লোকেরা সে পাদরীটীকে দেখ্‌তে পারেন না!"—গ্রামের বর্ণনার সঙ্গে এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে লিণ্টন হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টিপাত কোরে সচঞ্চলে বোলে উঠ্‌লো, "ও কি? ও গাড়ীখানা কার? অত তেজে তেজে কোথায় ছুটে চোলেচে? প্রাসাদেই যাবে!—নিশ্চয় বুঝ্‌তে পেরেছি,—ঐ দিকেই ছুটেছে! ওঃ! আজ্ আবার মহাভোজ! নিমন্ত্রণের লোক!—নূতন নিমন্ত্রণ! হায় হায় হায়!"

আমরা একটু তাড়াতাড়ি চোল্‌তে লাগ্‌লেম। প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হয়ে লিণ্টন আমারে চুপি চুপি বোলে দিলে, "যে সব কথা তোমাকে আমি বোল্লেম, কাহারো কাছে গল্প কোরো না।"—আমিও উত্তর দিলেম,"সাবধান কোত্তে হবে না।"

আমরা একটু দ্রুতপদে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। গাড়ীবারণ্ডায় দেখি, চমৎকার গাড়ী।—নূতন রং, নূতন সাজ, চমৎকার নূতন জুড়ী;—সর্ব্বাংশেই চমৎকার! সঙ্গী লোকজনেরা সকলেই দামী দামী পোষাকপরা। দেখেই লিণ্টন তাড়াতাড়ি চুপি চুপি আমার কানে কানে বোল্লে, "সেই বুড়ো বোষ্টীদের গাড়ী! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, কেন? শীঘ্রই সে সব কথা তুমি জান্‌তে পার্‌বে।"—এই কথা বোলেই লিণ্টন সেখান থেকে চোলে গেল। আমি চাকরদের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম।

আধ ঘণ্টা অতীত। একজন চাকরের সঙ্গে আমি অন্য কথা গল্প কোচ্চি, দেখি, লর্ড রাবণহিল আর লেডী রাবণহিল উপর থেকে নেমে আস্‌চেন। সঙ্গে একজন লোক। লোকটা বেঁটে, খুব মোটা,—দেখ্‌তে যেন ইতর লোকের মত। খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কোচ্চে। বয়স অনুমান যাট বৎসর। ঘাড়ে গর্দ্দানে এক, মুখখানা রক্তবর্ণ, যেন সম্পূর্ণ-রূপেই গোলাকার, গলায় সোণার ঘড়ীচেইন।—সেই চেইনের সঙ্গে দশ রকম অলঙ্কার ঝুলোনো। আকৃতি দেখেই সহজে অনুমান হয়, লোকটার মনে মনে ভারী অহঙ্কার আছে। কর্ত্তাগিন্নী উভয়ের সঙ্গেই খুব ঘনিষ্ঠভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কোচ্চে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কি রকমে কথা কইতে হয়, সে লোক তা জানে না। সমস্ত কথাই অশুদ্ধ। যে কথার উচ্চারণ জানে না, অর্থ জানে না, বড়লোকের কাছে বড় হবার

বাসনায় বারম্বার সেই সকল কথাই আবৃত্তি কোচ্চে! তার সমস্ত কথাই আমি তফাতে বোসে বোসে শুন্‌তে পাচ্চি।

সর্ব্বাগ্রে লর্ড, পার্শ্বে লেডী, অপর পার্শ্বে সেই লোক। পশ্চাতে ওয়াল্‌টার রাবণহিল একটী যুবতী স্ত্রীর হাত ধোরে ধীরে ধীরে নেমে আস্‌চেন। একটু পরেই জান্‌লেম, সেই বৃদ্ধের নাম বোষ্টীদ আর সেই নূতন যুবতীর নাম উফেমিয়া। যুবতী উফেমিয়া ঐ বৃদ্ধবোষ্টীদের কন্যা। কন্যাটীও পিতার উপযুক্ত বটে। প্রভেদ এই যে, পিতা লম্বোদর, কন্যা কৃশোদরী, অত্যন্ত রোগা, কোলকুঁজো, মাথাব চুলগুলো যেন রক্তবর্ণ, মুখে এক রাশ্‌ বসন্তের দাগ, নাকটা খর্ব্ব,—এত খর্ব্ব যে, আর কিঞ্চিৎ উপকরণের অপ্রতুল থাক্‌লেই নাকটার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যেতো না! সেই খাঁদা নাকে মিহি গলায় চিঁচিঁ কোরে নাকিস্বরে কথা কোচ্চে। ঠোঁটদুখানা বেজায় পুরু। যখন হাসে, হাতীর দাঁতের মত বড় বড় দাঁত বাহির হয়ে সেই ঠোঁটদুখানাকে অনেক তফাতে ঠেলে দেয়!—অত্যন্ত কদাকার।

পরস্পর যে সকল কথোপকথন হোচ্ছিল, তাতে কোরে আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, নিমন্ত্রণের কথা। বোষ্টীদ নিমন্ত্রণ কোল্লে, লর্ড রাবণহিল সহাস্যবদনে গ্রহণ কোল্লেন। তিনিও নিমন্ত্রণ কোল্লেন। বোষ্টীদ মহা উল্লাসে নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রীর নাম কোরে অঙ্গীকার জানালে। বোষ্টীদের বাড়ীতে রাবণহিলের নিমন্ত্রণ রবিবার, এখানে নিমন্ত্রণ সোমবার।

বেলা তখন প্রায় অপরাহ্ন হয় হয়। কথা কইতে কইতে তাঁরা সকলেই সেই গাড়ীর কাছে উপস্থিত হোলেন। বুড়ো বোষ্টীদ সর্ব্বাগ্রে গাড়ীতে প্রবেশ কোল্লে, তার পর যুবা রাবণহিল সসম্ভ্রমে হাত ধোরে সেই কোলকুঁজো ছুঁড়ীটাকে গাড়ীব ভিতর তুলে দিলেন। বোষ্টীদ গম্ভীরবদনে আমাদের কর্ত্তাকে বোল্লে, "তুমি ঘরে যাও! খালি মাথায় এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না! ভারি হিম পোড়্‌ছে!"—গৃহিণীকেও বোল্লে. "তুমিও ঘরে যাও! হিম লাগ্‌লে বাতে ধোর্‌বে!"—এইরূপ বাক্যালাপের পর পরস্পর বিদায় লওয়া হোলো. বাড়ীর লোকেরা বাড়ীর ভিতর গেলেন; গাড়ীখানাও দ্রুতবেগে ছুটে গাড়ীবারাণ্ডা থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যাকালে লিণ্টনের সঙ্গে আবাব আমার দেখা হোলো। লিণ্টন আমারে বোল্লে, "কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ জোসেফ? বৈকালে যারা এসেছিল, তাদের ভাব কিছু বুঝেছ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বুঝেছি। তোমার প্রভুর সঙ্গে ঐ মেয়েটার বিবাহ।"

লিণ্টন বোল্লে, "কথা ঠিক! সমস্ত বন্দোবস্ত যদি ঠিকঠাক হয়, তা হোলেই যুবা রাবণহিলের সঙ্গে ঐ মেয়েটার বিবাহ হবে। ওরা প্রায়ই এখানে নিমন্ত্রণে আসে। দু তিন দিন ভারী ধুমধাম হয়ে গেছে। সম্বন্ধেই তত ধুমধাম!"

আমি আবার সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বোষ্টীদটা কে?"

"কে? ক্রমেই জান্‌বে। বৃদ্ধ বোষ্টীদ প্রথমাবস্থায় কি ছিল, কেহই সে কথা

জানে না। প্রায় পঁচিশ বৎসর হোলো, বোষ্টীদের একখানা ঝাড়লণ্ঠনের দোকান ছিল। খবরেই আস্‌তো না। দোকান ত দোকান, বোষ্টীদ ত বোষ্টীদ, এই কথাই সকলে জান্‌তো। তার পর ক্রমে ক্রমে বোষ্টীদের কিছু টাকা হয়, কারবারটা ফেলাও কোরে তোলে, চা ব্যবসা আরম্ভ করে। সেই ব্যবসায়ে অল্পদিনের মধ্যেই ফেঁপে উঠে। পাঁচলক্ষ টাকার সম্পত্তি করে। চায়ের কারবারটা বেচে ফেলে। চার পাঁচ বৎসর হোলো, সমস্ত কারবার ছেড়ে দিয়েছে। বিস্তর টাকা কোরেছে, এখন প্রায় পঞ্চাশলক্ষ টাকা ওর হাতে। বিবেচনা কর, বুড়ো বোষ্টীদ কেমন লোক। আকারপ্রকারে যেমন পরিচয় হয়, আচার-ব্যবহারেও তদ্রূপ। বোষ্টীদের স্ত্রী আরো নীচ; কিন্তু টাকা খুব। সেই টাকার উপরেই আমাদের কর্ত্তার নজর। টাকাই তিনি চান।”—এই পর্য্যন্ত বোলে লিণ্টন আবার চুপি চুপি আমার কাণে কাণে বোল্লে, “বোষ্টীদের টাকার লোভেই কর্ত্তা আমাদের আপন পুত্রটীকে একপ্রকার ইচ্ছাপূর্ব্বক বলিদান কোচ্চেন!”

ষোড়শ প্রসঙ্গ।

থিয়েটার।

আগামী রবিবার লিণ্টনের সঙ্গে আমার চার্লটন গ্রামে উপস্থিত হবার কথা। আজ সেই রবিবার। আমরা উভয়ে চার্লটনগ্রামে যাত্রা কোল্লেম। গ্রামখানি ছোট। বড় জোর ষাট ঘর বসতি,—অধিকাংশই কুঁড়ে ঘর। সেই সকল কুঁড়ে ঘরে মজুরলোকেরা বাস করে। রাবণহিলের জমিদারিতেই তাদের কাজকর্ম্ম হয়। গ্রামের প্রান্তভাগে ধর্ম্মশালা—গির্জ্জাঘর। আমরা উপযুক্ত সময়ে গির্জ্জাঘরে প্রবেশ কোরে উপযুক্ত স্থানে আসন গ্রহণ কোল্লেম। যেখানে পাদরী সাহেবের বেদী, সেই স্থানের অদূরেই অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসন। আমরা যেখানে বোস্‌লেম, সে স্থানটী সোপানমঞ্চ। সেখান থেকে সমস্ত স্থান বেশ দেখা যায়। বোসে আছি, দুটী স্ত্রীলোক প্রবেশ কোল্লেন। দুটীতেই কৃষ্ণবসনে বিমণ্ডিতা।—বোধ হোলো, শোকচিহ্ন ধারণ কোরেছেন। তাঁরা এসেই বেদীর নিকটে উপবিষ্ট হোলেন। মুখ দেখ্‌তে পেলেম না। আকৃতির লক্ষণে অনুমান কোল্লেম, একটী প্রৌঢ়া, একটী নবীনা।

কিয়ৎক্ষণপরেই পাদরীসাহেবের আগমন হোলো। অকস্মাৎ আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। লিণ্টন আমার সে ভাবটী বুঝ্‌তে পাল্লে না। কেন আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম, আমিই তা জান্‌লেম। এই যে পাদরী, ইনি আমার চেনা। দেলমরপ্রাসাদে যে, আমার দয়াময় আশ্রয়দাতা মহানুভব দেলমের মহোদয়ের শোকাবহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া,

পাঠক মহাশয় স্মরণ কোর্‌বেন, সেদিন যে পাদরীসাহেব সেই উপলক্ষে দেল্‌মর-প্রাসাদে উপস্থিত হন, ইনিই সেই পাদরীসাহেব। নাম শুনেছিলেম, হাউয়ার্ড, ইনিই সেই রেভারেণ্ড্ হাউয়ার্ড। দেল্‌মরসাহেবের স্বসম্পর্কীয় আত্মকুটুম্ব। সেই দিন সেই খানেই আমি শুনেছিলেম, ডিবন্‌শায়াবের এক ক্ষুদ্র গ্রামে ইনি বাস্ করেন। এই সেই ডিবনশায়াবের ক্ষুদ্রগ্রাম চার্লটন,—এই সেই রেভারেণ্ড্ হাউয়ার্ড। একমাসের অধিক হলো, চার্লটনপ্রাসাদে আমি বাস কোচ্চি, এর মধ্যে একটী দিনও এই গ্রাম্য পাদরীর নাম আমার কর্ণগোচর হয় নাই। যদি কেহ কখনো ও নাম উচ্চারণ কোরে থাকেন, আমার মন হয় ত তখন সেদিকে ছিল না। এখন দেখ্‌লেম। দেখেই কিন্তু চেপে গেলেম। দৃষ্টি থাক্‌লো, স্ত্রীলোকদুটীর প্রতি। বেদীর নিকটেই তাঁরা বোসেছেন। বেদীর দিকেই তাঁদের মুখ। আমি মনে কোল্লেম, এঁরা হয় ত পাদরীসাহেবেরই আত্মীয় হবেন। নবীনাটী হয় ত পাদরী সাহেবের পত্নীই হবেন। কিন্তু দেল্‌মরপ্রাসাদে আমি শুনি নাই, এই পাদরী সাহব বিবাহিত কি অবিবাহিত। লিণ্টনকে সেসব কথা বোল্লেম না, কাণে কাণেও কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেম না।

উপাসনা আরম্ভ হলো। বক্তৃতা আরম্ভ হলো। বক্তৃতার মধ্যে যে যে স্থানে মরণজীবনের কথা উঠ্‌লো, সেই সেই স্থানে সেই সেই সময়ে স্ত্রীলোকদুটীর যেন অধিক শোকাচ্ছন্নভাব আমার নয়নগোচর হলো। তখনো পর্য্যন্ত তাঁদের মুখ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিলেম না। অবশেষে যখন সেই নবীনাটী একবার মুখ তুলে গ্যালারীর দিকে চাইলেন, সেই সময় আবার আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। কি আশ্চর্য্য! কুমারী দেল্‌মর! উঃ! আমার সেই অভয়দায়িনী কুমারী এদিথা! ওঃ! কুমারী এদিথার সে জ্যোতি—সে লাবণ্য—সে শ্রী আর কিছুই নাই! এদিথা বিষাদিনী! এদিথা অভাগিনী! পদ্মমুখ বিশুষ্ক!—জীর্ণ শীর্ণ কলেবর! দেলমরের! মহাশোক আমার প্রাণে তখন যেন আবার নূতন হয়ে উঠ্‌লো। নীরবে, নিঃশব্দে, অলক্ষিতে আমি রোদন কোল্লেম। লিণ্টনকে কিছুই জান্‌তে দিলেম না। এদিথার সঙ্গিনী সেই প্রৌঢ়া রমণীটী যদিও অত্যন্ত বিষাদিনী, কিন্তু একটীবার মুখ দেখেই জান্‌তে পাল্লেম, সে মুখে বিলক্ষণ দয়াদাক্ষিণ্য বিরাজমান। উপাসনা সাঙ্গ হলো। সকলেই একে একে প্রস্থান কোত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু এদিথা আর এদিথার সঙ্গিনী উভয়েই সমভাবে সেই স্থানে বোসে থাক্‌লেন। আমি যে তাঁদের একজনকে চিনেছি, তাঁদের মধ্যে একজন যে আমার পূর্ব্বের পরিচিতা, আমার সহচর লিণ্টনকে সে কথা আমি কিছুই বোল্লেম না। চার্লটনপ্রাসাদে উপস্থিত হওয়া অবধি দেল্‌মরের নাম একদিনও কাহারও কাছে আমি বলি নাই। কেন বলি নাই, আমিই তা জানি।—মনের দুঃখে বলি নাই, সে কথাও কতক ঠিক, কিন্তু ঠিক তাও নয়; ভয়েই বলি নাই। পাছে কোন রকমে সেই দুরন্ত লানোভার আমার নূতন আবাসস্থানের কোন সন্ধান পায়, সেই ভয়েই বলি নাই। কেহই কিছু জানে না।

দেখা কোল্লেম না ;—আমার আশ্রয়দায়িনী প্রাণদায়িনী বিষাদিনী এদিথার সঙ্গে আমি দেখা কোল্লেম না।—অকৃতজ্ঞ হোলেম! জীবনের মধ্যে সেই আমার প্রথম অকৃতজ্ঞ হওয়া। কিন্তু মনে মনে অকৃতজ্ঞ হোলেম না। নূতন দুঃখের ভার বুকে কোরে গির্জ্জাঘর থেকে বেরুলেম। যতক্ষণের পথ, তার চেয়ে একটু বেশী বিলম্বে প্রাসাদে ফিরে এলেম। আমার মুখের ভাব দেখে লিণ্টন বুঝ্তে পাল্লে, আমি চিন্তাযুক্ত। সমবেদনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, কেন আমি চিন্তাযুক্ত? আমি একটা উড়ো রকম উত্তর দিলেম। লিণ্টন সেই ভাসাকথাকেই সত্য বোলে মেনে নিলে। নিলে কি না, জানি না, কিন্তু বোধ হলো যেন, তাতেই বিশ্বাস কোল্লে।

ফিরে আসতে আমাদেব রাত্রি হয়ে গেল। কাহারও সঙ্গে অন্য কথা আর কিছুই হোলো না। আমি শয়ন কোল্লেম। সে রাত্রে আমার প্রথম চিন্তা, আবার চার্লটন গ্রামে ফিরে যাই। মনে কোল্লেম, ফিরে যাব, ফিরে গিয়ে কুমারী দেল্‌মরের সঙ্গে দেখা কোর্‌বো ; যে ভাবে যেখানে আছি, আমার দুঃখের দুঃখিনী অভাগিনী এদিথাকে সে কথা আমি জানাবো। কেন যে গুপ্তভাবে আছি, এদিথাকে যদি আমি সে কথা খুলে বলি, এদিথা যে কিছুতেই সে বিশ্বাস নষ্ট কোর্‌বেন না, কিছুতেই যে আমার গুপ্তনিবাসের গুপ্ত বৃত্তান্ত এদিথার মুখে প্রকাশ পাবে না, সে পক্ষে আমার অন্তরে স্থিরতর দৃঢ় বিশ্বাস।

দ্বিতীয় চিন্তা এদিথা সেখানে কেন? হৃদয়েই হৃদয়ের প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর। এদিথার চক্ষে—পিতৃশোকাতুরা এদিথার চক্ষে সংসার তখন আর সুখময় নয়,—কিছুতেই নয়। রাজধানী লণ্ডন এদিথার চক্ষে তখন "কিছুতেই ভাল লাগে না।—রাজধানীর বড় বড় লোকেরা যে সুখনিকেতনে নিত্য নিত্য গতিবিধি করেন, সে সুখ-নিকেতন তখন এদিথার চক্ষে বিষময়! সেই জন্যই,—সেই দুঃখেই কুমারী এদিথার তখন নির্জ্জনবাস আশ্রয়। সেই জন্যই এদিথা তখন ডিবনশায়ারে এসেছেন। আবার আমি চার্লটনে যাবো, এদিথার সঙ্গে দেখা কোর্‌বো।—অবধারণ কোল্লেম এদিথার কাছে যাবো।—যাবো, কিন্তু কখন? —এখন না। এখন যদি অকস্মাৎ আমি এদিথার চক্ষের কাছে ছুটে যাই, এদিথার পিতৃভবনে যে সুখের আশ্রয়ে আমি প্রতি-পালিত হয়ে এসেছি, এখন যদি এদিথার কাছে গিয়ে হঠাৎ আমি এই বেশে দেখা দিই, তা হোলে অভাগিনীর পিতৃশোক অবশ্যই অকস্মাৎ নূতন হয়ে প্রবল হয়ে উঠবে। এখন আমি যাবো না। যখন সময় হবে, যখন আরো কিছু পুরাতন হয়ে আস্‌বে, সেই সময়ই উপস্থিত হবো ;—এখন যাবো না। বিষাদিনীর মহাবিষাদে নূতন বিষাদ বাড়াবো না, ব্যথিতপ্রাণে নূতন ব্যথা দিব না। সংকল্প কোল্লেম, এখন আমি যাবো না। সে রাত্রে আমার চক্ষের জলে বিছানাবালিশ ভিজে গেল। দেল্‌মর-প্রাসাদে সেই ভয়াবহ রজনীর সেই ভয়াবহ কাণ্ড—মহাশোকাভিনয় সে রাত্রে স্তবকে স্তবকে যেন আমার চক্ষে সম্মুখে নূতন আকারে উপস্থিত হোতে লাগ্‌লো।

চিন্তার রজনী চিন্তায় চিন্তায় প্রভাত। আজ সোমবার। এই সোমবার এই প্রাসাদে বোষ্টীদপরিবারের নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যাকালে বোষ্টীদেরা এলেন। বোষ্টীদের সুসজ্জিত জুড়ী গাড়ী চার্লটনপ্রাসাদের গাড়ীবাড়াওায় লাগলো। কথা ছিল,—সময় ছিল সাড়ে ছটা; তাঁরা যখন এলেন, তখন পোনে সাতটা। কেন এই যৎকিঞ্চিৎ বিলম্ব, তার একটী মাতব্বর কারণ আছে। বৃদ্ধ বোষ্টীদ, বোষ্টীদের পত্নী, বোষ্টীদের কন্যা, এঁরা তিনজনেই এখন বড়দরে চলেন। ছোটদিকে আর তাঁদের নজর চলে না। ঠিক সময়ে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হওয়াটা তাঁরা যেন ছোটদরের কাজ বিবেচনা করেন। তাঁরা ভাবেন, ছোট লোকেই ঠিক সময়ে নিমন্ত্রণে যায়, বড়লোকে দেরী করেন। বড় হবার জন্যেই দেরী করা।

বোষ্টীদের স্ত্রী এসেছেন। তাঁদের নিজের বিবেচনায় তাঁরা এখন বড় দরের লোক; সুতরাং খুব বড় দরের সাজগোজ পোরেই এসেছেন; কিন্তু আমি ত দেখলেম, বড় ঘরের সামান্য সামান্য দাসীরা এই বড় দরের বোষ্টীদের গোর্ব্বিতা পত্নী অপেক্ষা শতগুণে পরমসুন্দরী। বোষ্টীদের স্ত্রী ধনের গৌরবে সুন্দরী! বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। ভয়ানক মোটা, মুখখানা বাটীর ন্যায় চক্রাকার; মুখ, নাক, চক্ষু, স্কন্ধ, বাহু, সমস্তই যেন রাঙা টকটকে। সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে মোড়া। সে অঙ্গে সমস্ত অলঙ্কারেরই অপমান! কন্যাটীও যেমন মহামূল্য অলঙ্কারে ভয়ানক কুরূপা, জননীও ঠিক তদ্রূপ। জননীর একটী অভ্যাস জোরে জোরে হাত নেড়ে নেড়ে কথা কওয়া; পতির ন্যায় গর্জ্জনস্বরে চীৎকার করা; গলায় যেন ভাঙা ভাঙা শানাই বাজে! কণ্ঠস্বর যেমন উচ্চ, তেমনি কর্কশ। মূর্ত্তি যেন জহুরীদে ক নের নমুনাগড়া মুরোদ!

সে রাত্রে অন্য কোন লোকের নিমন্ত্রণ ছিল না। বিবাহের সম্বন্ধ;—ঐ তিনটী মাত্র কুটুম্ব উপস্থিত। বোষ্টীদ ক্রমাগতই আত্মশ্লাঘা আরম্ভ কোল্লেন।—"আমার বাড়ী, আমার জমীদারী,—আমার বাগান,—আমার গাড়ী,—আমার অলঙ্কার, অমুক ছোট-লোক,—ছোটলোকেরা ভারি পাজি, ছোট লোক দেখলেই ঘৃণা হয়!" এই প্রকার আলাপচারী করাই বৃদ্ধ বোষ্টীদের বাহাদুরী। পত্নীও ঐ রূপ। খাঁদা মেয়েটী তাঁর ভাবী স্বামীর বাহু অবলম্বন কোরে বড় বড় কবির কাব্যশাস্ত্র নিয়ে তর্ক আরম্ভ কোল্লেন। তিনটীতেই তিন দিকে টনটনে। কুমারী বোষ্টীদ—সেই খাঁদা নাক নেড়ে নেড়ে, কটা চক্ষু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, কতই নাচের মজলিশের গল্প আরম্ভ কোল্লেন। "অমুক লর্ডের সঙ্গে নাচের নিমন্ত্রণ হয়েছিল—অমুক রাজপুত্র আমার সঙ্গে নাচতে চান,—অমুক ডিউক আমার নাচের খোস্‌নামি শুনে আমার কাছে কতই উমেদারী করেন!—কোল্লেই বা আমি কি কোত্তে পারি? মা আমার যার তার সঙ্গে নাচতে যেতে বারণ করেন। কত জায়গাতেই বা যাব? এক দিনে বিশ পঁচিশটে মজলিশ;—বিশ পঁচিশটে নিমন্ত্রণ! বড় ঘরের মেয়ে আমি, বড়লোকের সঙ্গে না হোলে অন্য লোকের সঙ্গে যদি আমি নাচি, মান থাকবে কেন? কাজেই সকল নাচে আমার যাওয়া হয় না।"

যুবা রাবণহিলের সঙ্গে থাঁদা কুমারীর ঐরূপ বাক্যালাপ। মুখে হাসি ধরে না! আহা! ওয়াল্টার রাবণহিলের বড়ই দুর্ভাগ্য! বিবাহ হবে,—টাকার লোভে বিবাহ, পিতার মতেই বিবাহ, সুতরাং একটু হাসিখুসী দেখাতে হয়;—মাঝে মাঝে তিনি হাস্‌ছেন। যে ভাবে হাস্‌ছেন, দেখে দেখে আমি বেশ জান্‌তে পাল্লেম, অতিশয় কষ্টের কাষ্ঠহাসি। সে হাসি দেখে বাস্তবিক আমার বড়ই কষ্ট হোতে লাগ্‌লো।

কতই আনন্দ,—কতই খোসগল্প,—কতই ধনদৌলতের অহঙ্কার,—কতই আমোদ প্রমোদ, সে সকল কথা আমি একমুখে বোলে উঠ্‌তে পারি না। অনেকরাত্রে ভোজের ব্যাপার সমাধা হলো। বোষ্টীদেরা ঘরে গেলেন। বুড়ীটা অত্যন্ত মাতাল হয়েছিল, লোকেরা তারে ধরাধরি কোরে গাড়ীতে তুলে দিলে। আমরাও যথাস্থানে এসে শয়ন কোল্লেম। রাত্রে আর কাহারও মুখে কোনপ্রকার আমোদের প্রসঙ্গ শুন্‌তে পেলেম না। সমস্তই চুপ্‌চাপ!

আরও কয়েক সপ্তাহ চোলে গেল। বোষ্টীদেরা প্রায় নিত্যই বরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসেন, এক এক দিন বরেরাও নিমন্ত্রণে যান। সকলেই কাণাকাণি করে, বিবাহ এইবারেই নিশ্চয়। যদিও নিশ্চয় নয় বটে, কিন্তু লোকে জান্‌তে পাল্লে, ঐ সম্বন্ধই স্থির। জানাজানিতে লর্ড রাবণহিলের একটা বড় সুবিধা হলো। বাজারের লোকেরা জিনিসপত্র ধার দেওয়া বন্ধ কোরেছিল, টাকার মানুষ কুটুম্ব হবে, সেই খাতিরে আবার ধারদেনা সুরু কোল্লে। বাটীর প্রধান ভাণ্ডারী নিজের কতক টাকা ঋণ দিয়ে চাকরদের এক কিস্তির বেতন শোধ কোরে দিলেন।

একদিন লিণ্টন আমারে চুপি চুপি বোল্লে, "গতিক ক্রমশঃ মন্দ হয়েই দাঁড়াচ্চে। বোষ্টীদ বড় শক্ত লোক! বিবাহের সম্বন্ধের নামে তাঁর কাছে কিছু অগ্রিম আকর্ষণ করা বড়ই শক্ত কথা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা পাকা লেখাপড়া হয়ে না যাচ্চে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বোষ্টীদের সিন্দুকের একটী তাম্রখণ্ডও বরকর্ত্তার হস্তগত হোচ্চে না।"

লিণ্টনের মুখে আমি আরো শুন্‌লেম, প্রকাণ্ড এক টিনের বাক্স সঙ্গে কোরে লণ্ডন থেকে কর্ত্তার এক উকীল এসেছেন। বাক্সটা কেবল কাগজপত্রেই পরিপূর্ণ। কর্ত্তা আর উকীল উপর্য্যুপরি কয়েকদিন একটা নির্জ্জন ঘরে বোসে সেই সকল কাগজপত্র দেখ্‌ছেন, আর নানারকম পরামর্শ কোচ্চেন। বৃদ্ধ বোষ্টীদ মাঝে মাঝে দেখ্‌তে আসেন। তিনিও সহর থেকে উকীল আনিয়েছেন। তাঁরি পীড়াপীড়িতে দেনাপাওনার ফর্দ্দ প্রস্তুত হোচ্চে। কার কার কাছে লর্ড রাবণহিলের কি কি রকমে কত দেনা, বোষ্টীদ সেইটী জান্‌তে চান। উকীলেরা সেই বিষয়েই বেশী মনোযোগ দিয়েছেন। বিষয়-কর্ম্মের পরামর্শ সমাধা হলো, উকীলেরা সহরে চোলে গেলেন। এখানে প্রচার হলো, লর্ড রাবণহিলের পুত্র ওয়াল্টার রাবণহিলের সঙ্গে কুমারী বোষ্টীদের শুভবিবাহ সুনিশ্চিত।—মার্চ্চ মাসের শেষেই বিবাহ।

যে সময়ের কথা, সে সময় নূতন বৎসরের জানুয়ারী মাসের প্রায় অবসান।

এই সময় আর এক ঘটনা উপস্থিত। ১৮৩৭ সালের জানুয়ারি। একদিন সংবাদ এলো, একদল নাট্যসম্প্রদায় উপস্থিত হয়েছে। বহুদিন সে নগরে নাটকের অভিনয় হয় নাই। নাটকের দল সাতদিন থাক্‌বে।—চমৎকার চমৎকার তামাসা দেখাবে। সহরের সমস্ত লোক সেই সংবাদে যেন উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠ্‌লো।—সকলেই অভিনয় দেখ্‌তে যাবে,—বড় ছোট কেহই ফাঁক যাবে না। আমাদের বাড়ীতেও মহা উৎসাহ দেখা যেতে লাগ্‌লো। চাকরেরা সকলেই যাবে,—আমিও যাব,—জীবনের মধ্যে অভিনয় আমি আর কখনো দেখি নাই, আমার আগ্রহই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভাণ্ডারীর কাছে জানানো 'হলো। অনুমতি পেলেম,—টিকিট সংগ্রহের বন্দোবস্ত করা হলো। কিন্তু একদিনে সকলের যাওয়া ঘোট্‌লো না। ভাণ্ডারী বোলে দিলেন, "দুদিনে দুদল যাওয়া হবে।"—আমার নাম উঠ্‌লো শেষদিনে। আমি কিছু ম্রিয়মাণ হোলেম। নাটক আমি আর কখনো দেখি নাই। আমার ভাগ্যে প্রথম দিন ঘোট্‌লো না! মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হোলেম। যে লোকটী টিকিটসংগ্রহের ভার পেয়েছিল, সন্ধ্যার অগ্রে সে কতকগুলো অভিনয়ের বিজ্ঞাপন এনে ফেল্লে। তাতে লেখা ছিল, "আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভিনয়! আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্যপট! আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পরীর নাচ! একটী চমৎকার পরী এসেছে, তার নাম মিস্‌ বায়োলেট্‌ মর্টিমার। সেই পরী অতি চমৎকার নাচে! লণ্ডন থিয়েটারেও তেমন নাচ কম হয়!"—পরীর নাচ দেখ্‌বার জন্যই আমার আরো আগ্রহ বেড়ে উঠ্‌লো।—আমার প্রিয়বন্ধু লিণ্টনের কাছে ছুটে গেলেম। যা যা শুনলেম,—বিজ্ঞাপনে যা যা দেখ্‌লেম, আগ্রহে আগ্রহে সকল কথাই তারে জানালেম। অভিনয় কখনো দেখি নি, প্রথম দিনই আমার যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রথম দিন আমার যাওয়া ঘোট্‌লো না,—সেই দিনই প্রথম দিন, এ কথাও লিণ্টনকে বোল্লেম। লিণ্টন একটু হেসে আমারে প্রবোধ দিয়ে বোল্লে, "যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না। বিজ্ঞাপনে যা যা দেখেছ, ও সব কেবল মানুষ জড় কর্‌বার ফিকির!—কাজে অতটা হবে না। তা যা-ই হোক্‌, একরাত্রি বিলম্ব বই ত নয়, যারা যারা আজ যাবে, তারা দেখে আসুক, কাল আমরা যাব। তুমি কখনো অভিনয় দেখ নি বোল্‌ছ, আমার কাছেই বোস্‌বে, আমি তোমারে সব বুঝিয়ে বুঝিয়ে বোলে দিব,—বেশ হবে। আজ যারা যারা যাবে, তারা নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে ফিরে আস্‌বে। যতদূর আড়ম্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, ফল কখনই ততদূর ভাল হবে না। যা-ই হোক্‌, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তারা ফিরে না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা জেগে থাক্‌বো,—বোসে থাক্‌বো, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তুমিও থেকো। অভিনয় দেখে এসে তারা কে কি বলে, শুন্‌তে পাবে।"

কষ্টে প্রবোধ পেয়ে তাতেই আমি রাজী হোলেম। চাকরেরা সন্ধ্যাকালেই সেজে গুজে চোলে গেল। যখন ফিরে এলো, রাত্রি তখন একটা। লিণ্টন কখনো মিথ্যা কথা বলে না; বিশেষতঃ আমার কাছে। কিন্তু সে দিন তার অভিনয়ের কথাটী মিথ্যা হলো। চাকরেরা ফিরে এসে থিয়েটারের যে রকম প্রশংসা কোল্লে,—ঘরের প্রশংসা,

সাজের প্রশংসা,—গীতের প্রশংসা, বিশেষতঃ পরীর নাচের প্রশংসা,—যত রকম প্রশংসা তারা কোল্লে,শুনে ত আমার ভারী আপ্‌শোষ হোতে লাগ্‌লো। লিণ্টনকে বোল্লেম,"কাল যদি এমন না হয়, তবে ত আমার আশা পূর্ণ হবে না।"—লিণ্টন উত্তর কোল্লে, "চক্ষু-কর্ণে অনেক তফাত। লোকে অনেক রকম বাড়িয়ে বলে। রজনীপ্রভাতেই ত দ্বিতীয় দিন, সূর্য্য অস্তের পরেই ত দ্বিতীয় সন্ধ্যা। ধৈর্য্য ধারণ কর! কাল সন্ধ্যার পরেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে।"—আশার আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে প্রায় শেষরাত্রেই আমি শয়ন-কোল্লেম। নিদ্রা ভাল হলো না। পরদিন উৎসাহে উল্লাসেই অতিবাহিত হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর আমরা যে কজন বাকী ছিলেম, একসঙ্গে অভিনয় দেখ্‌তে যাত্রা কোল্লেম। লিণ্টন আমাদের সর্দ্দার হলো।

বৃহৎ এক শকটে সকলেই আমরা এক সঙ্গে যাচ্ছি। নাটকের কথা নিয়ে সকলেই কত রকম তর্কবিতর্ক কোচ্চে, আমি কেবল চুপ্‌টী কোরে বোসে আছি,—কোন কথাতেই একটীও কথা কোচ্চি না। বোসে বোসে উদাসমনে কেবল ভাব্‌ছি, থিয়েটার কি? কি রকম? থিয়েটার যে রকম, সে রকমের আর কোন জিনিশ আমি দেখেছি কি না? প্রথমে গিয়েই কি দেখ্‌ব? পরীরা কোথা থেকে আস্‌বে?—দেখে আমি খুসী হব কি হতাশ হব? নূতন দর্শনের পিপাসা!—যতক্ষণ না দেখি, ততক্ষণ সে পিপাসার শান্তি নাই। ভাব্‌তে ভাব্‌তেই যাচ্ছি,—মনের ভিতর কতরকম শূন্য শূন্য কল্পনাকেই আনয়ন কোচ্চি। গাড়ীখানা ছুটেছে। কতক্ষণ পরে রঙ্গভূমির দরজায় গিয়ে লাগ্‌লো। আমরা গ্যালারীর টিকিট পেয়েছিলেম, গেলারীতে গিয়েই বোস্‌লেম। চারিদিকেই লোকারণ্য! যেদিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই বড় বড় লোক। রাবণহিলপ্রাসাদে সর্ব্বদা যাঁরা নিমন্ত্রণে যান, তাঁদের অনেককেই আমি সেই রঙ্গভূমে দেখ্‌তে পেলেম। তাঁরা আমারে দেখ্‌লেন কি না, তা আমি জানি না।

ঘণ্টার ধ্বনিতে সঙ্কেত হলো। রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উঠে গেল। মনোহর দৃশ্য! যা যা দেখি, আমার চক্ষে সবই নূতন! লোকে বাহবা দেয়, করতালি দেয়, দেখাদেখি আমিও দিই, কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত মন আমার অন্য দিকে। যেমন কথা ছিল, সেই কথাপ্রমাণে লিণ্টন আমার পাশে বোসে।—লিণ্টনের কাণে কাণে চুপিচুপি আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোন্‌টীর নাম মিস্ বায়োলেট মর্টিমার?"

ক্রীড়াপত্রিকায় চক্ষু দিয়ে আমার মুখপানে চেয়ে লিণ্টনও সেইরকম চুপি চুপি উত্তর কোল্লে, "এর ভিতর নাই। 'বেশ নামটী!—থিয়েটারের উপযুক্ত চমৎকার নাম! এ অঙ্কে সে আস্‌বে না। তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভেই মিশ্ মর্টিমারের প্রবেশ।"

আমি একটী নিশ্বাস ত্যাগ কোরে চঞ্চলমানসে অভিনয় দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। যেটা দেখি, সেইটাই চক্ষে ভাল লাগে, কিন্তু মন আমার অন্য দিকে। যারা যারা অভিনয় কোচ্চে, দেখে দেখে বিবেচনা কোল্লেম, সকলেই চমৎকার! পৃথিবীতে যে সকল পুরুষ পরমরূপবান্, তারাই রঙ্গভূমে ক্রীড়া করে!—যে সকল রমণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,

তাঁরাই পৃথিবীর সকল থিয়েটারে নর্ত্তকী হয়! প্রথম অঙ্ক দর্শনেই ঐ পর্য্যন্ত আমার মীমাংসা। প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হলো। দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ।—আরো অপূর্ব্ব শোভা! চক্ষু আছে সকল দিকে, মন কিন্তু অন্যদিকে। দ্বিতীয় অঙ্কেও বিস্তর প্রশংসা, বিস্তর করতালি শ্রবণ কোল্লেম। নিজেও সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিলেম। অল্পক্ষণ পরেই দ্বিতীয় অঙ্কের পটক্ষেপ। বিশ্রামান্তে তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা উত্তোলন। অপূর্ব্ব দৃশ্য! অল্প অল্প আলো, অল্প অল্প অন্ধকার! রঙ্গমঞ্চে লহরী;—লহরীতরঙ্গিত একটী হ্রদ!—হ্রদের ধারে ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাজাতি বৃক্ষ। হ্রদের জলে যেন আকাশের ছায়া পোড়েছে। জলের উপর চক্‌মক্ কোরে ঢেউ খেলাচ্চে! বোধ হলো যেন, সুশীতল মরুত-হিল্লোলে হ্রদসলিল ক্ষণে ক্ষণে হিল্লোলিত হয়ে খেলা কোচ্চে! একধার থেকে একদল সুন্দর পরী এক এক রত্নযষ্টি হাতে কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে বেরুলো। দেখেই ত আমার সর্ব্বশরীর পুলকিত! লিণ্টনের কাণে কাণে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এদের ভিতর কোন্‌টী?"

উত্তরের অগ্রেই ঘন ঘন করতালি আরম্ভ হলো। একসঙ্গে সকলের মুখেই সানন্দ চীৎকারে শুন্‌লেম, "ঐ আস্‌ছে! ঐ আস্‌ছে! ঐ এসেছে!"—আমিও চমকিত-নয়নে চেয়ে দেখলেম, অপরূপ সুন্দরী এক পরীমূর্ত্তি! যেমন রূপ, তেম্‌নি পোষাক! পৃষ্ঠদেশে দুখানি পরমসুন্দর পাখা! যষ্টির মাথায় হীরকমণ্ডিত নক্ষত্রের কাজকরা। তেমন রূপ আমি কখনো দেখি নাই। রূপ দেখে মনে কোল্লেম, সত্যই যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী!—সত্যই যেন পরীস্থান! এমন সুন্দরী নারী পৃথিবীতে দুর্ল্লভ! নৃত্যও দেখ্‌লেম চমৎকার! গতরাত্রে আমার সঙ্গী চাকরেরা যে যে কথা বোলেছিল, তার এক চুলও মিথ্যা নয়। লিণ্টনের গা টিপে টিপে কত কথাই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, লিণ্টনের মুখে কত কথারই উত্তর পেলেম, মন যেন সেদিকে গেল না। কি দেখ্‌ছি, কি ভাব্‌ছি, কত কথাই যেন মনে আস্‌ছে, কিছুই যেন একজায়গায় দাঁড়াচ্চে না। পরীর দল ঘুরে এলো। অনিমেষনেত্রে আমি একটী পরীর দিকেই চেয়ে আছি। কোথায় যেন দেখেছি!—না, এ কি তবে স্বপ্ন? থিয়েটারের পরী,—এ দেখা ত এই আমার প্রথম; তবে কেন মন এমন হয়?—কে এ?

পরীর দল আবার ঘুরে এলো।—নেচে নেচে আবার ঘুরে গেল। সেইবার আমি সেই মোহিনী মূর্ত্তি ভাল কোরে দেখ্‌লেম। সম্মুখের লোকের মাথা এক এক সময় আমার দৃষ্টির কিছু কিছু বাধা জন্মাচ্ছিল, বোসে বোসে একটু উঁচু হয়ে উঠ্‌লেম, ভাল কোরে দেখ্‌লেম! মাথা ঘুরে গেল, যেন অন্ধকার দেখ্লে বোসে পোড়্‌লেম। চক্ষে যেন ধাঁদা লাগ্‌লো!—বার বার চক্ষু মার্জ্জন কোরে আবার সেই পরীর দিকে চাইলেম। মিস্ বায়োলেট্ মর্টিমার!—ওঃ! কে এ? এ ত মিস্ বায়োলেট্ মর্টিমার নয়! কি আশ্চর্য্য ঘটনা! এ পরী কোথাকার?—ওঃ! এখনো সে কথা উচ্চারণ কোত্তে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হয়! মিস্ বায়োলেট মর্টিমার অপর আর কেহই নয়, আমার সেই জীবনদায়িনী সুকুমারী আনাবেল!



সপ্তদশ প্রসঙ্গ।

যবনিকার অন্তরালে।

তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা পতন হলো। আমি যেন বিদ্যুৎগতিতে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেম। হঠাৎ যেন অমার কি অসুখ হয়েছে মনে কোরে লিণ্টন আমার হাত ধোরে বসাবার চেষ্টা কোল্লে, আমি শুনলেম না। আসন থেকে উঠেই সকল লোকের মাঝখান দিয়ে বিভ্রান্তচিত্তে ছুটে চোল্লেম। লিণ্টন আমার সঙ্গে আসতে

চাইলে, মনের উদ্বেগে হস্তসঞ্চালনে আমি তারে নিবারণ কোল্লেম। বেরুলেম।—সারি সারি স্ত্রীপুরুষ, কাহারো কাপড়ে গা ঠেক্‌ছে, কোন বিবির ঘাগ্‌রার উপর পা ঠেক্‌ছে, কাহারো বা টুপির উপর হাত ঠেক্‌ছে, জ্ঞানশূন্য হয়ে বাতাসের মত আমি ছুটে চোলেছি! বেরুলেম।—সঙ্গে আর কেহই এলো না।

রঙ্গভূমি থেকে আমি বেরুলেম। সম্মুখের রাস্তা দিয়ে ঘুরে যে দিকে থিয়েটারের সাজঘর, শূন্যমনে সেই দিকের একটা ছোট দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম। দরজায় একজন প্রহরী ছিল, সে আমারে দেখে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কোথায় যাও! কে তুমি?"

শূন্যমনে উদাসভাবেই আমি উত্তর দিলেম, "মিস্ বায়োলেট মর্টিমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার ইচ্ছা।"—প্রহরী একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোল্লে, সাজগোজ দেখ্‌লে.—উর্দ্দীতে দেখলে, লর্ড রাবণহিলের নাম লেখা। জিজ্ঞাসা কোল্লে, "লর্ড রাবণহিলের নিকট থেকে কি কোন সংবাদ এনেছ?"

অগত্যা সে ক্ষেত্রে আমায় একটা মিথ্যাকথা বোল্‌তে হলো। অপ্রতিভ না হয়েই উত্তর কোল্লেম, "এনেছি।"—প্রহরী আর কোন আপত্তি কোল্লে না। আমারে সে দরজার ভিতর যেতে দিলে। তারে ধন্যবাদ দিয়ে আমি একটা অপরিষ্কার ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। সেখানে অনেক রকম কাঠ খুঁটি, পর্দ্দা, চিত্রপট জড় করা রয়েছে। কুলী মজুরেরা ছুটোছুটি কোচ্চে। ঘরটাতে আলো কম! আমি এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে ধীরপদে অগ্রসর হোচ্চি, কেহই কিছু বোল্‌ছে না। সম্মুখে দেখি, একটী পরী।—দেখেই আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম! যে পরীকে রঙ্গমঞ্চে দর্শন কোরে আমার জ্ঞান হয়েছিল, জগতের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীরাই থিয়েটারে খেলা করে, সেই পরীকে নিকটে দেখে আমার অকস্মাৎ বিস্ময়জ্ঞান হলো! রঙ্গভূমে যাকে ষোড়শী বোলে ভ্রম হয়েছিল, এখানে দেখি পঁচিশ বৎসরের কম নয়! ক্রমাগত নিশাজাগরণের যতপ্রকার লক্ষণ থাক্‌তে পারে, পরীর শরীরে সমস্তই বিরাজমান!—চক্ষু বসা, গালে টোল খাওয়া, ঠোঁট শুষ্ক, গলা সরু, কপালে ব্রণের দাগ, মুখেও ঠাঁই ঠাঁই কলঙ্ক পড়া! ভক্তির অভাবেই ঘৃণা। দেখেই আমি সেখান থেকে সোরে গেলেম। একজন ইতর লোক সেই পরীটার সঙ্গে আপনাদের জাতীয় ধরণের রসিকতা জুড়ে দিলে। তাই দেখে আরো আমার ঘৃণা। বেড়ে উঠ্‌লো,—ঘৃণাবশেই সোরে গেলেম। মনে মনে ভাব্‌লেম, আমার যদি চক্ষের ভুল না হয়ে থাকে, সত্যই যদি আমার আনাবেল এই নাট্যশালার নর্ত্তকী হয়ে থাকেন, হায় হায়! তা হোলে হয় ত অল্পদিনের মধ্যে সুন্দরী আনাবেলেরও এই দশা হবে! ভাব্‌তে ভাব্‌তে ধীরে ধীরে চোলে যাচ্চি, দেখি, আমার লক্ষ্য বস্তু সম্মুখে। একধারে একখানা চিত্রপটের উপর ঠেস দিয়ে ছড়িগাছটী সম্মুখে ধোরে একটু বক্রভঙ্গীতে আনাবেল দাঁড়িয়ে আছেন। সম্মুখে একজন রূপবান্ যুবা পুরুষ। আনাবেল সেই লোকটীর দিকে ভাল কোরে চেয়ে দেখ্‌ছেন না, বদনে ঈষৎ সলজ্জভাব প্রকাশ

পাচ্চে। যুবাপুরুষ অনুচ্চস্বরে আনাবেলের সঙ্গে কথোপকথন কোচ্চেন। আনাবেল উত্তর দিচ্চেন না। লোকটীর ভঙ্গীতে যেন কোনপ্রকার মন্দ অভিসন্ধি প্রকাশ পাচ্চে। সে ভাব আমার পক্ষে অসহ্য! হায় হায়! পবিত্রকুমারী আনাবেল!—আহা! আনাবেলের এখন এই দুর্দ্দশা! দেখা করি কি না করি? ইতস্ততঃ কোচ্চি, কিন্তু চেয়ে আছি সেই দিকে।—চেয়ে চেয়ে থর থর কোরে কাঁপ্‌ছি। আনাবেল আমারে দেখ্‌তে পাচ্চেন না, আমিও একখানা ছবির আড়ালে একটু গাঢাকা আছি। যে লোকটী আনাবেলের কাছে দাঁড়িয়ে, তাঁকেও আমি দেখ্‌ছি,—তাঁকেও আমি চিনি। রাবণহিল-প্রাসাদের নিমন্ত্রণে তিনিও মাঝে মাঝে দর্শন দেন। আনাবেলকে তিনি যে যে কথা বোল্‌ছেন, শুন্‌লেই ঘৃণা হয়। বোল্‌ছেন আর হাস্‌ছেন। আনাবেল চুপ কোরেই আছেন। অবশেষে আমি শুন্‌তে পেলেম, একটু রুক্ষস্বরে আনাবেল তারে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "কল্য একথার উত্তর পাবে।"—লোকটী যেন একটু আশ্বস্ত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরালেন,—চোলে যেতে লাগ্‌লেন। একজন পর্দ্দাটানা কুলী সেই সময় সেই লোকটীর পশ্চাদ্দিক থেকে দাঁত খিচিয়ে চেয়ে আর একজন যুবাপুরুষের প্রতি একরকম সঙ্কেত জানালে। আমি অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠ্‌লেম। আনাবেল সেখান থেকে সোরে গেলেন না,—আমাকেও দেখ্‌তে পেলেন না। আরো দুই এক জন সামান্য লোক আনাবেলের গা ঘেঁসে পরিহাসচ্ছলে হেসে হেসে চোলে গেল। আর একজন প্রফুল্লবদনে ইসারা কোরে "খুব নেচেছ" বোলে বাহবা দিয়ে গেল। ক্রমশই আমার ঘৃণা বাড়্‌তে লাগ্‌লো। আনাবেল সেই সময় অবনতবদনে দুই এক পা কোরে সম্মুখদিকে অগ্রসর হোলেন। আমিও সেই সময় অবকাশ পেয়ে পশ্চাদ্দিক্ দিয়ে ঘুরে পশ্চাৎ থেকেই ডাক্‌লেম, "আনাবেল!"

আনাবেল যেন চোম্‌কে উঠে আমার দিকে ফিরে চাইলেন। দৃষ্টিতে মধুরতার বিন্দুমাত্রও লক্ষিত হলো না। চেয়েই অম্‌নি মুখ ফিরিয়ে অন্যে ধারের একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। আর আমি তাঁকে দেখ্‌তে পেলেম না;—সোরেও গেলেম না। যে পথে আনাবেল প্রবেশ কোল্লেন, আমিও সেই পথে প্রবেশ করি, এইরূপ স্থির কোরে ধীরে ধীরে সেইদিকে আমি যাচ্চি, হঠাৎ একজন লোক এসে আমার হাত ধোল্লেন। লোকটী রোগা। অত্যন্ত দীর্ঘাকার। পোষাকের পারিপাট্য বেশ। মুখে চক্ষে যেন মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কার খেলা কোচ্চে। সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব জানানই যেন সেই লোকের ইচ্ছা। আমার হাত ধোরেই তিনি কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি? না বলা, না কওয়া, হন হন্ কোরে কোথা চোলেছ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "মিস্ বায়োলেট্-মর্টিমার এই ঘরে প্রবেশ কোরেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

পার্শ্বে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, যিনি আমার হাত ধোরেছেন, সেই লোককে তিনি হুকুম কোল্লেন, "যাও ত! মিস্ মর্টিমারকে বল, এক ছোক্‌রা তাঁর সঙ্গে দেখা

কোত্তে চায়।”—লোককে এই পর্য্যন্ত বোলেই আবার তিনি আমার দিকে চেয়ে একটু গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “তোমার নাম?”

আমি উত্তর কোল্লেম, “জোসেফ উইলমট।”—হুকুমকর্ত্তা পুনর্ব্বার সেই লোককে বোলে দিলেন, “আচ্ছা যাও! বল গে, জোসেফ উইলমট।”—আমার দিকে ফিরে আমারেও বোল্লেন, “দাঁড়াও!”

আমি দাঁড়ালেম। পরিচয়ে জান্‌লেম, যিনি আমারে ধোরেছেন; তিনি সেই রঙ্গশালার ম্যানেজার। তাঁর প্রেরিত লোক ফিরে এলো!—ফিরে এসেই বোল্লে, “মিস্ মর্টিমার কোন লোকের সঙ্গে দেখা কোত্তে চান না। জোসেফ্ উইলমট্ নাম তিনি বুঝ্‌তে পাল্লেন না।—বোল্লেন, চেনেন না।”

ম্যানেজার ভারী রেগে উঠ্‌লেন। ধোম্‌কে ধোম্‌কে আমারে বোল্লেন, “কে তবে তুই? এখানে কেমন কোরে এলি? জানা নাই, শুনা নাই, চালাকি কোত্তে এসেছে!” বোলেই আমারে হিড়্ হিড়্ কোরে টেনে দরজা পর্য্যন্ত নিয়ে এলেন;—এনেই এক ধাক্কা,—সজোরে ধাক্কা! সেই ধাক্কা খেয়ে সিঁড়ির দু তিনটে ধাপ পার হয়েই আমি ঠিক্‌রে পোড়্‌লেম! অন্ধকার! কোন্ দিকে যাই, কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে অন্ধকারেই ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপ্‌ছি,—দুই চক্ষু দিয়ে দরদর কোরে জল পোড়্‌ছে! আনাবেল আমারে চিন্‌তে পাল্লেন না!—আমার নাম পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছেন! তবে আর এখানে করি কি? অন্ধকারেই সেই গলিপথটুকু পার হয়ে আবার সদররাস্তায় এসে পোড়্‌লেম। এসেই দেখি, দুটী লোক হাত ধরাধরি কোরে চুরোট খেতে খেতে রাস্তার অন্য ধারে ঘন ঘন পাইচারি কোচ্চেন। যাঁরে আমি একটু পূর্ব্বে আনাবেলের কাছে দেখেছি, তিনি আর একটী নূতন লোক। তাঁরা দুজনে কি কথা বলাবলি কোচ্চেন,—আমার মনে তখন দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল, অভিমানে ম্রিয়মাণ হয়ে পোড়েছিলেম, তাঁরা কি বলাবলি কোচ্চেন, শুন্‌বার ইচ্ছা হলো। আস্তে আস্তে অলক্ষিতে তাঁদের পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ালেম। তাঁরা চোলেছেন, আমিও পাশ কাটিয়ে লোকের ভিড়ের সঙ্গে পশ্চাতে পশ্চাতে আছি। আনাবেলের সঙ্গে যাঁর কথা হয়েছিল, পূর্ব্বেই বোলেছি, তাঁরে আমি চিনি, চার্লটনপ্রাসাদে তাঁরে আমি দেখেছি। তাঁর নাম সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হাম।

সার্ মাল্‌কম বাবেন্‌হাম তাঁর সঙ্গী লোকটীকে বোল্‌ছেন, “আজ নয়, আজ হলো না, কাল উত্তর পাওয়া যাবে। আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না, মিস্ মর্টিমার কি! বাস্তবিক কি চরিত্রের মেয়েমানুষ! সতী কি নর্ত্তকী!”

নূতন লোকটী হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর কোল্লেন, “এম্‌নি বুদ্ধিই বটে তোমার! সতী স্ত্রীরাই থিয়েটারে নাচ্‌তে আসে বটে!”

শুনে আমার অবসন্নশরীরে যেন বিদ্যুৎ চোম্‌কে গেল! আনাবেলের পবিত্র নামে এমন ঘৃণার কথা!—পবিত্রকুমারী আনাবেল এমন লম্পট লোকের পরিহাসের বস্তু!

অসহ্য! অসহ্য! হায় হায় হায়! আনাবেল আমাকে চিন্‌তে পাল্লেন না! বুঝ্‌তে পাচ্চি না, রঙ্গখানা কি!—চক্ষের ভ্রম ত কখনই নয়!—তবে কি? রঙ্গভূমে প্রবেশ কোল্লেই কি চেনা মানুষকে ভুলে যেতে হয়?—তাও না!—তাই বা কি কোরে সম্ভব হোতে পারে?—তবে কি আনাবেল নয়?—তাই বা কি কোরে বলি? সেই আনাবেল, সেই মুখ,—সেই চক্ষু,—সেই চুল, সেই রূপলাবণ্য, সমস্তই ত ঠিক আছে।—তবে কি? তবে কি আনাবেল এখন—না না, সে পবিত্র নামে তেমন কলঙ্ক কখনই সম্ভব হোতে পারে না!—তবে কি? লজ্জা?—লজ্জায় কি আনাবেল আমার কাছে মুখ দেখালেন না? তাই হয় ত হবে। তাই বা কেন হবে? আমার কাছে আনাবেলের কিসের লজ্জা? মাতাপিতার অজ্ঞাতে আনাবেল কি তবে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন?—রাক্ষস পিতার দৌরাত্ম্যেই কি বাড়ী ছাড়া? আমার সঙ্গে দেখা হোলে সেই কথা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেই ভয়েই কি আনাবেল আমারে চিন্‌লেন না? কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। অনেক ভাব্‌লেম, অনেক চিন্তা কোল্লেম, পূর্ব্বাপর অনেক কথা আলোচনা কোল্লেম, কিছুতেই কিছু মীমাংসা এলো না! চিন্তাকুলহৃদয়ে বিমর্ষবদনে অগত্যা আবার রঙ্গমঞ্চে ফিরে গিয়ে লিণ্টনের পাশে বোস্‌লেম;—অধোমুখেই বোসে থাক্‌লেম। থিয়েটার দেখা ঘুরে গেল! থাক্‌তে হয়, থাক্‌লেম, শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌তে হলো; কিন্তু কি দেখ্‌লেম, কি শুন্‌লেম, কিছুই ধারণা হলো না। আমার ভাবভঙ্গী দেখে লিণ্টন নিশ্চয়ই মনে কোল্লে, নিশ্চয়ই আমার অসুখ হয়েছে। ব্যস্ত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লে, আমিও অত্যন্ত কাতরভাবে আপ্‌না আপ্‌নি মৃদুস্বরে বোল্লেম, "অত্যন্ত অসুখ!"

অভিনয় দেখা সাঙ্গ হলো। আমরা আবার গাড়ীতে উঠ্‌লেম।—ফিরে এলেম। যতক্ষণ গাড়ীতে ছিলেম, অন্য লোকেরা সকলেই ততক্ষণ অভিনয়ের আনন্দে গল্প কোত্তে কোত্তে এলো,—আমি কেবল চিন্তাসাগরে ভাস্‌লেম!

বাড়ীতে এসে পৌঁছিলেম। রাত্রি অনেক হয়েছিল, শয়ন কোল্লেম। সে রাত্রেও আমার চক্ষের জলে মাথার বালিশ ভিজে গেল! নাটকের তৃতীয় অঙ্কের পর অভিনয়ে যে কি কি দেখ্‌লেম, কিছুই মনে নাই! দেখেছি সব, কিন্তু সে দেখাটা কিছুই নয়;—কিছুই আমি দেখি নি। দেখেছি আনাবেল!—আনাবেল এখন নাট্যশালার নর্ত্তকী! এ কুৎসিত ঘটনা কিপ্রকারে হলো? আনাবেলের মন কিসে এমন টোলে গেল? নাট্যশালায় যারা নর্ত্তকী হয়, তাদের আর মর্য্যাদা থাকে না! ছোটলোকেও কাছে এসে উপহাস করে! আমি বোল্লেম উপহাস, বাস্তবিক সেটা তাদের উপহাস নয়, রসাভাসের পরিহাস! হায় হায়! আনাবেল বিপথগামিনী! যারা যারা এ পথে আসে, তাদের কি শোচনীয় দুর্দ্দশাই ঘটে!—রূপ যায়,—লাবণ্য যায়,—মাধুরী যায়,—লজ্জা যায়, মানসম্ভ্রম সব যায়! অবশেষে ধর্ম্মভাবেও জলাঞ্জলি! আনাবেলের কি তাই হবে? তাই কি হয়েছে? না,—তা এখনো হয় নাই। তা যদি হবে, তা হোলে সেই লম্পট বারেনহামের সঙ্গে হেসে হেসে কথা হতো।—তা ত হলো না! লজ্জা!—লজ্জা এখনো আনাবেলের ভূষণ আছে।

আচ্ছা,—যদি আছে, তবে আমারে দেখে আনাবেল অমন কোরে চোম্‌কে উঠ্‌লেন কেন? আমি ডাক্‌লেম, চেয়ে দেখ্‌লেন। আহা! সে চক্ষে কতই মধুরতা আমি দেখ্‌তেম! দেখ্‌লেমও যেন তাই! কিন্তু আনাবেল্‌ত ভাল কোরে দেখ্‌লেন না! আমি ডাক্‌লেম; কাছে গিয়ে হাত ধোল্লেম, অত্যন্ত কাতর হয়ে বোল্লেম, "আহা! আনাবেল! তোমারে দেখে আমার যতখানি আহ্লাদ হোচ্চে, তোমারে দেখে আমার প্রাণে যতখানি কষ্ট হোচ্চে, তা তুমি জান না!"—আনাবেলের চক্ষে জল পোড়্‌লো! জোরে আমার হাত ছাড়িয়ে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আনাবেল সেখান থেকে অকস্মাৎ চোলে গেলেন! হায় হায়! যেখানে ছিল সমুজ্জ্বল আলো, সেখানে হলো নিবিড় অন্ধকার! থিয়েটারের সাজঘরের কাছে যখন ঐ সব কথা হয়, তখনকার সব কথা পাঠকমহাশয়কে বলি নাই;—এখন বোল্লেম।

আনাবেলের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে এদিথাকে মনে পোড়্‌লো। ধর্ম্মশালায় এদিথা, নাট্যশালায় আনাবেল! আহা! এদিথা বিষাদিনী, আনাবেল নর্ত্তকী!

চিন্তায় চিন্তায় সে রাত্রে আমার একটীবারও চক্ষের পাতা বুজ্‌লো না। যতটুকু রাত ছিল, কেবল চক্ষের জলে ভাস্‌লেম্ আর চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ কোল্লেম!

অষ্টাদশ প্রসঙ্গ।

পিতা আর পুত্র।

প্রভাত হলো। সূর্য্য দর্শন কোল্লেম, দিবা দর্শন কোল্লেম, লোকজন দর্শন কোল্লেম, অন্য অন্য দিন চক্ষের নিকটে যা যা দেখি, সেদিনও তাই দেখ্‌লেম; কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই বুঝ্‌লেম না। দুদিন যে কি রকমে কেটে গেল, কিছুই মনে পড়ে না। কাজকর্ম্ম কোরেছি, লোকের সঙ্গে কথা কয়েছি, আহার কোরেছি, ভ্রমণ কোরেছি, কিন্তু কিছুই যেন কিছুই নয়!—সমস্তই যেন স্বপ্ন! আমার সঙ্গী চাকর লিণ্টন একটু একটু বুঝেছিল। সর্ব্বক্ষণ আমারে বিষণ্ণ দেখে দুতিনবার লিণ্টন আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেমন আছ?"—আমি উত্তর কোল্লেম, "অত্যন্ত অসুখ!"—সহানুভূতি জানিয়ে লিণ্টন বোল্লে, "হোতেই পারে। অনেক লোকের ভিড়,—অনেক আলোর গরমি,—অনেক লোকের নিশ্বাস, অবশ্যই ও রকম হোতে পারে। শীঘ্রই আরাম হবে।"

আমিও শুন্‌লেম, শীঘ্রই আরাম হবে; কিন্তু কি যে সেই আরাম, সে কথা তখন অনুভবে এলো না। দুদিনের মধ্যে সহস্রবার আমি সংকল্প কোল্লেম, আনাবেলের

উদ্ধার। যে আনাবেল আমার পরম উপকারিণী, যে আনাবেল আমার পরম স্নেহে আদরিণী, সেই আনাবেলকে কি উপায়ে পাপের মুখ থেকে উদ্ধার করি! দুদিনের মধ্যে হাজারবার সেই কল্পনাই আলোচনা কোল্লেম। একবার ভাবলেম, আনাবেলের জননীকে পত্র লিখি। পত্র যদি লানোভারের হাতে পড়ে, পড়ুক, কল্পনাপথে সে ভয় আমি তখন রাখ্লেম না। সঙ্কল্প কোল্লেম, পত্র লিখি।—পাল্লেম না। লানোভারের ভয়েই পত্র লেখা হলো না, এমন কথাও নয়; আনাবেলের উপকারে যদি আমার জীবন যায়, তাতেও আমি শঙ্কিত ছিলেম না।—তবে কেন লিখ্লেম না?

এই ভেবে লিখ্লেম না যে, আনাবেল গৃহত্যাগিনী! সেই সঙ্গে হয় ত আনাবেলের জননীও গৃহত্যাগিনী! তা যদি না হয়, জননী যদি বাড়ীতেই থাকেন, আমি আনাবেলের গুপ্তক্রিয়ার সন্ধান জেনেছি,—লজ্জাহানির নিদর্শন পেয়েছি, এ কথা যদি পত্রে লিখে জানাই, আমার উপর হয় ত তাঁদের রাগ হবে। সে রাগে আমার মঙ্গল হবে না। পূর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ কোল্লেম। আর এক সঙ্কল্প উপস্থিত হলো। ঐ দু-দিনের মধ্যে শতবার আমি চিন্তা কোল্লেম, আর একবার আনাবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।—সাক্ষাৎ করাও কিছু কঠিন ছিল না।—নাটকের দল এখন নগরেই আছে। নগরে কোন কিছু সওদা কর্‌বার ছলে প্রভুর কাছে অনুমতি নিতে পারি। নগরে উপস্থিত হোলেই আনাবেলকে দেখ্তে পাই। এ সঙ্কল্পটী মন্দ ছিল না; কিন্তু এ সঙ্কল্পেও বাধা পোড়্লো। ভয় এলো!—তাদৃশ বিষয়ে আমি যদি বেশী চর্চ্চা করি, কৃতসঙ্কল্পে বিপরীত ঘট্‌বার সম্ভাবনা। সাক্ষাৎ কর্‌বার ইচ্ছাও পরিত্যাগ কোল্লেম। আরও একবার ভাব্‌লেম, এদিথার কাছেই যাই। এদিথা এখনও সেই নির্জ্জন গ্রামেই আছেন, তাঁরি কাছে যাই। তাঁরে গিয়ে বলি, আনাবেলের দুর্দ্দশা।—মিনতি কোরে প্রার্থনা করি, তিনি যদি কোন উপায়ে আনাবেলের উপকার কোত্তে পারেন। কাজের গতিকে সে সঙ্কল্পেও বিঘ্ন দেখ্লেম। তা হোলেও একরকম অনধিকারচর্চ্চা করা হবে। আরো এক কথা।—এদিথা এখন নিজের যন্ত্রণায় বিষাদিনী! পরের ভাব্‌না ভাবেন, পরের জন্য কিছু চেষ্টা করেন, এদিথার এখন তেমন সময় নয়! এই রকমে মনের মধ্যে যতবার যত সঙ্কল্পই আন্‌লেম, এক এক প্রতিবন্ধকে সমস্তই পরিত্যাগ কোত্তে হলো। কি যে করি, কি যে হয়, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না।

তৃতীয় দিবসের প্রভাত। যে আরদালী নিত্য নিত্য সহর থেকে কর্ত্তার নামের ডাকের চিঠী নিয়ে আসে, সেই আরদালী চাকরদের ঘরে প্রবেশ কোল্লে। তার মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল, সে কোনপ্রকার আশ্চর্য্য সংবাদ এনেছে।

একজন চাকর তারে দেখেই জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি সংবাদ?"

"সংবাদ?"—চকিতনেত্রে আরদালী উত্তর কোল্লে, "সংবাদ?—বড়ই চমৎকার সংবাদ! নাচঘরের সংবাদ!—সে রাত্রে যত ভিড় হয়েছিল, তত ভিড়, তত লোক!"

আমি তখন কার্য্যান্তরে অন্যঘরে যাচ্ছিলেম, নাচঘরের নাম শুনেই থোম্‌কে

দাঁড়ালেম। ঘরের লোকেরা আমারে দেখ্‌তে পেলে না। আমি একটু গা-ঢাকা হয়ে থাক্‌লেম। নাচঘরের কথা শুনেই মনে কোল্লেম, যাঁর ভাবনায় আমি কাতর, এ লোক হয় ত তাঁরি কোন কথা উত্থাপন কোত্তে পারে। এই ভেবেই থোম্‌কে দাঁড়ালেম।

আরদালী বোল্লে, "চমৎকার সংবাদ!"—চাকরেরা সকলেই চমকিত হয়ে সমস্বরে বোলে উঠ্‌লো, "চমৎকার? নাচঘরে যত ভিড়?"

"হাঁ,"—আরদালী উত্তর কোল্লে, "হাঁ! মিস্ মর্টিমারকে দেখ্‌বার জন্য গতরাত্রে নাচঘরে ভয়ানক জনতা হয়েছিল। যেমন হয়ে থাকে,—পূর্ব্ব পূর্ব্বরাত্রে যেমন হয়েছিল, তত ভিড়,—তত লোক! অভিনয় আরম্ভ হয়েছে,—সকলেই হাঁ কোরে আছে, মিস্ মর্টিমারের প্রবেশ কর্‌বার পালা এলো। মিস্ মর্টিমার এলো না! অভিনয়ে দেরী পোড়ে গেল! দর্শকেরা অধৈর্য্য হয়ে গোল্লমাল আরম্ভ কোল্লেন! কাজে কাজেই নাট্যশালার ম্যানেজার অগ্রবর্ত্তী হয়ে প্রবোধবাক্যে সকলকে ঠাণ্ডা কর্‌বার চেষ্টা পেলেম। যে যে কথা তিনি বোল্লেন, তাতে কোরে এই পর্য্যন্ত বুঝা গেল, মিস্ মর্টিমার সেদিন সন্ধ্যা অবধি অনুপস্থিত! বাসায় তত্ত্ব কোত্তে লোক পাঠান হয়েছিল, সেখানেও নাই! বেলা দুই প্রহরের পরেই কোথায় চোলে গিয়েছে! কোথায় গিয়েছে, কেহই জানে না! দর্শকেরা প্রথমে ও কথায় প্রত্যয় করেন নাই, তাঁরা ভেবেছিলেন, হয় ত কোন রকম চাতুরী; কিন্তু পরক্ষণেই নানাপ্রকার কুৎসিত কথায় কাণাকাণি আরম্ভ হলো!—পরস্পর হাসিঠাট্টা চোল্‌তে লাগ্‌লো!—বারবার সকলের রসনায়, সকলের ওষ্ঠে প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো, "সার্ মালকম্ বাবেনহাম!"

আর আমি শুন্‌তে পাল্লেম না। যা শুন্‌লেম, তাই তখন আমার পক্ষে যথেষ্ট অপেক্ষাও যথেষ্ট! সেখানে আর দাঁড়াতেই পাল্লেম না। দ্রুতপদে আপ্‌নার ঘরে ছুটে গেলেম। অস্থিরচিত্তে একখানা আসনের উপর বোসে পোড়্‌লেম।—কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। কিছুতেই অশ্রুবেগ সম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না। আনাবেল কলঙ্কিনী! অহো! সেই প্রেমপ্রতিমায় নিদারুণ কলঙ্ক! হৃদয় যেন দগ্ধ হোতে লাগ্‌লো। প্রথম খানিকক্ষণ ত জ্ঞানই ছিল না। যখন একটু চৈতন্য হলো, তখন আবার চিন্তা কর্‌বার অবসর পেলেম। প্রথমেই মনে হলো, সেই ক্ষুদ্র চিঠীর কথা। আহা! যে রাত্রে আমি মেয়ে সেজে পালাই, সেই রাত্রে আমার পথখরচের টাকার সঙ্গে আনাবেল আমাকে যে চিঠীখানি দেন, কয়েকমাস পূর্ব্বে, এই রাবণহিলপ্রাসাদেই, একটী ঘরে বোসে সেই চিঠীখানি যখন আমি পড়ি, তখন আমার হৃদয়ে কতখানি আনন্দ! প্রথমেই সেই কথা মনে পোড়্‌লো। আহা! তখন সেই আনাবেলের প্রতিমা আমার মানসে যেন স্বর্গীয় প্রতিমা বোধ হয়েছিল। তখন আমি ভেবেছিলেম, আনাবেল চিরদিন নিষ্কলঙ্ক থাক্‌বেন। তত সরলা ধর্ম্মশীলা বালা কখনই পাপের পথে পদার্পণ কোর্‌বেন না। ওঃ! সেই আনাবেল কি এখন কলঙ্কিনী?—সত্যই কি আনাবেল এখন স্বৈরিণী? ওঃ!—না না!—আনাবেল কখনই—না না! সত্যই কি আনাবেল কলঙ্কিনী? না না!

আমি কি তবে স্বপ্ন দেখ্ছি? বারম্বার আপ্না আপ্নি ঐ প্রকার মর্ম্মভেদী প্রশ্ন উচ্চারণ কোত্তে লাগ্লেম। হৃদয়মধ্যেই উত্তর হোতে লাগ্লো, আনাবেল কলঙ্কিনী! যে লোক দেখে এসেছে, সে কি স্বপ্নের কথা বোল্ছে? আমিও যা নিজচক্ষে দেখে এসেছি, এত কথার পর সেটাও কি স্বপ্ন বোলে অনুমান কোত্তে হবে? নাট্যশালায় যবনিকার অন্তরালে সার্ মালকম্ বাবেনহাম আনাবেলকে যে যে কথা বোলেছিলেন, সে সব কথা আমি ঠিক ঠিক শুন্তে পাই নি বটে, কিন্তু আনাবেলের উত্তর আমি শুনেছি। অন্ধকারপথে সার্ মালকম বাবেনহাম তাঁর নিজের একজন বন্ধুকে যে যে কথা বোলেছিলেন, তাও আমি শুনেছি। তবে আর স্বপ্ন কৈ? হায় হায়! মিস্ মর্টিমারকে পাওয়া গেল না!—কে সেই মিস্ মর্টিমার? আমার হৃদয়ের স্নেহময়ী দেবী আনাবেল! আনাবেল এখন কোথায়? আনাবেল কি সেই প্রতারক বাবেনহামের সঙ্গে পলায়ন কোরেছেন? আনাবেল কি সেই প্রতারক বাবেনহামকে বিবাহ কর্বার ইচ্ছা কোরেছেন? না,—এমন ত কখনই হোতে পারে না! আরদালী বোল্লে, কাণাকাণির কথা! কথার সঙ্গে হাস্যপরিহাস!—তবে সেটা কি? সার্ মালকম্ বাবেনহাম যে প্রকৃতির লোক, তাতে যে তিনি আনাবেলকে বিবাহ কোর্বেন, এমন ত কিছুতেই সম্ভবে না। রাবণহিলপ্রাসাদের ভোজের মজলিশে তাঁরে আমি অনেকবার দেখিছি, প্রকৃতিও জেনেছি। উঃ! ভয়ানক লোক!—ভয়ানক ধড়ীবাজ! জঘন্যপ্রকৃতির সঙ্গে আনাবেলের পবিত্র প্রকৃতির মিলন!—এটাও ত কিছুতে সম্ভব বোধ হোচ্চে না। তবে ও সব কথার মানে কি? মন কিছুতেই প্রবোধ পেলে না।

অধীর হয়ে চক্ষের জলে ভাস্লেম। মনে মনে কতই আলোচনা কোচ্চি, কতই ভয় পাচ্চি, কতই অমঙ্গল দেখ্ছি,—সংসারে পবিত্র বস্তু কিছুই নাই, এটাও মাঝে মাঝে মনে উদয় হোচ্চে, আত্মজীবনকে যেন বিড়ম্বনা জ্ঞান কোচ্চি, সহসা আমার বুকের ভিতর কে যেন বোলে উঠ্লো, কথা বড় ভাল নয়! সে সব কথা মনে কোল্লেও পাপ হয়! জীবনে বিড়ম্বনা! হৃদয়ের স্বর হৃদয়েই যেন বেজে উঠ্লো। জীবনে বিড়ম্বনা মনে করাও মহাপাপ! ইহ সংসারের একটী লোক বিপথে পদার্পণ কোরেছে, অপর লোকে তাই বোলে আত্মঘাতী হবে,—পৃথিবীশুদ্ধ সকলেই মোরে যাবে, এটী কখনও সেই সর্ব্বজীবেশ্বর পরাৎপর মঙ্গলময়ের ইচ্ছা হোতে পারে না।

হৃদয়ের স্বর আমি শুন্লেম। মনে মনে সাহস অবলম্বন কোল্লেম। আনাবেলের জন্য যে দুশ্চিন্তা, ক্ষণকালের জন্য সে দুশ্চিন্তাকে একটু অন্তর কর্বার চেষ্টা পেলেম। চাকরেরা যদি এই দুঃসময়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল ঐ সকল কথাই জিজ্ঞাসা করে, সেটা ভাল নয়। আপ্নি আপ্নি সাবধান হওয়াই ভাল।

এইরূপ সঙ্কল্প কোরে শশব্যস্তে চক্ষের জল মার্জ্জন কোল্লেম। দ্রুতগতি ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য কাজে চোলে গেলেম। মনে কোল্লেম, কাজে লিপ্ত থাক্লে কথাটাও কতক অন্তর থেকে অন্তর হোতে পারে;—দুঃখের ভারটাও লাঘব হয়।

যুবা রাবণহিল একাকী যে গৃহে উপবেশন করেন, কোন কাজ না থাক্‌লেও আমি সেই ঘরের দিকে চোল্লেম। দরজা ভেজানো ছিল, আস্তে আস্তে খুল্‌লেম। সবেমাত্র প্রবেশ কোরেছি, দেখি, যুবা রাবণহিল দুই হস্তে মুখখানি ঢেকে একটী টেবিলের ধারে বোসে আছেন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহমধ্যে বৃহৎ এক বিষাদের দীর্ঘনিশ্বাস আমার শ্রুতিগোচর হলো।

স্ত্রীজাতির রোদন অপেক্ষা পুরুষের রোদন দর্শনে অন্তঃকরণে অধিক আঘাত লাগে। সামান্য সামান্য কারণেও স্ত্রীলোকের চক্ষে জল পড়ে, পুরুষেরা ধৈর্য্যধারণে পটু। বিষাদের কোন গুরুতর কারণ উপস্থিত না হোলে সাহসী পুরুষের চক্ষে জল আসে না। যুবা রাবণহিল কোনপ্রকার গুরুতর বিষাদেই নিমগ্ন হয়েছেন বোধ হলো। আমি শুন্‌তে পেলেম, একান্ত ভক্তিস্বরে তিনি বোল্‌ছেন, "হে পরমেশ্বর! কি কোল্লে! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!"—বোল্‌তে বোল্‌তে সহসা আসন থেকে লাফিয়ে উঠে সেই অভাগা যুবা মর্ম্মভেদী নিশ্বাসের সঙ্গে আবার বোলে উঠ্‌লেন, "যা থাকে অদৃষ্টে, যাতে প্রাণ যায়! আত্মহত্যাও যদি—"

শেষের এই কটী কথা মর্ম্মান্তিক দুঃখের স্বরে উচ্চারিত হলো। বিষাদিত যুবা দরজার দিকে ফিরে চাইলেন। আমারে দেখ্‌তে পেলেন। আমি তখন তাড়াতাড়ি ছুটে পালাচ্চি। তাদৃশ সংশয়াকুল সঙ্কটস্থলে সহসা প্রবেশ কোরে মুখামুখি হয়ে দাঁড়ানো অবশ্যই অনুচিত, এইটী স্থির কোরেই ছুটে পালাচ্চি। ভগ্নস্বরে বাধা দিয়ে ওয়াল্‌টার রাবণহিল আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে এসে শীঘ্র শীঘ্র বোলে উঠ্‌লেন, "দাঁড়াও জোসেফ! দাঁড়াও! যাও কোথা? দাঁড়াও! হেথা এসো!"

আমি থতমত খেয়ে গেলেম। কানেও সে কথা শুন্‌লেম না!—আপন মনেই ছুটে পালাতে লাগ্‌লেম। ফিরেও চেয়ে দেখ্‌লেম না। রাবণহিল এক লাফে আমার হাত ধোরে টেনে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন। দরজা বন্দ কোরে দিলেন। দরজার উপর পিট দিয়ে দাঁড়িয়ে অতি মৃদুস্বরে—মৃদু অথচ কর্কশস্বরে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি ওখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "অতি অল্পক্ষণমাত্র।"

প্রতিধ্বনি কোরে তিনি বোল্লেন, "অল্পক্ষণমাত্র? অতি অল্পক্ষণমাত্র? আচ্ছা, যে যে কথা আমি বোলেছি, তা তুমি শুনেছ? জোসেফ! দেখ, যা যা শুনেছ, কাহারও কাছে সে কথা গল্প কোর্‌বে না ত?"

"কখনই না, কখনই না।"—দৃঢ়সঙ্কল্পে এইরূপ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে আবার আমি বোল্লেম, "আর কিছু দেখ্‌তে না হয়, আর কিছু শুন্‌তে না হয়, সেই ভয়েই আমি ছুটে পালাচ্ছিলেম। আমি—"

"সত্য?"—ব্যস্তসমস্ত হয়ে রাবণহিল বোলে উঠ্‌লেন, "সত্য? বাহির থেকে দরজায় তবে আঘাত কোল্লে না কেন?"

"কোরেছিলেম। দুই তিনবার আঘাত কোরেছিলেম। উত্তর পেলেম না। মনে কোল্লেম, ঘরে হয় ত তবে কেহ নাই।"

"তবে তুমি নিশ্চয় বোল্‌ছ, যা দেখ্‌লে, যা শুন্‌লে, কাকেও বোল্‌বে না?"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়!—কিছুতেই আমি কোন কথা প্রকাশ কোর্‌বো না। আপনি কখন কি করেন, সে বিষয়ের তত্ত্ব জান্‌বার গুপ্তচর আমি নই।"

পরিতাপী যুবা একটু যেন শান্তভাব ধারণ কোল্লেন,—একটু যেন আশ্বস্তও হোলেন। একটু থেমে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "আচ্ছা, জানি আমি তুমি ছোক্‌রা ভাল। আচ্ছা বল দেখি, তোমাদের—তোমাদের বস্‌বার ঘরে আমাদের—আমার—বিবাহের কথা কিছু বলাবলি হয় কি না?"—এই কটী কথা উচ্চারণের সময় প্রশ্নকর্ত্তার মুখের উপর দিয়ে যেন একটা বিষাদমাখা আবরণ চোলে গেল! ভাব বুঝ্‌তে পেরে আমিও সেই প্রকারে উত্তর কোল্লেম, "সে অভ্যাস আমার নয়! একজনের কথা আর একজনকে বলা, কোন লোকের গোপনীয় কথা প্রকাশ করা কখনই আমার স্বভাব নয়!"

ললাটে হস্তপেষণ কোত্তে কোত্তে যুবা রাবণহিল ধীরে ধীরে বোলে উঠ্‌লেন, "আঃ! বুঝেছি! তুমি ঠিক কথাই বোল্‌ছ! আমার চক্ষের অন্তরে সকলেই আমার কথা তুলে উপহাস করে! উঃ!—অসহ্য! অসহ্য!"

এই পর্য্যন্ত বোলেই বক্তা যেন অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লেন। অনুতাপ উপস্থিত হোলে লোকে যেমন করে, আমার সাক্ষাতে মানসিক চাঞ্চল্য ব্যক্ত কোরে সেই ভাবে আপ্‌না আপ্‌নি বিরক্ত হয়ে আমার স্কন্ধের উপর করার্পণ কোরে উত্তেজিতস্বরে তিনি আবার বোল্লেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, দেখ জোসেফ! সব কথা ভুলে যাও! যা কিছু দেখ্‌লে শুন্‌লে, কিছুই আর মনে রেখো না! এখানে তোমার কর্ণে কোন কথা প্রবেশ কোরেছে, তোমার চক্ষু যা কিছু দর্শন কোরেছে, সমস্তই তুমি ভুলে যাও! কিছুই যেন তোমার মনে না থাকে! যাও! সাবধান!"

এইরূপ উত্তেজিতভাবে উত্তেজিতকণ্ঠে আমারে সাবধান কোরেই, আমি কি উত্তর দিই, শ্রবণ কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা না রেখেই বিষণ্ণ যুবা বিষণ্ণবদনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমার আর সন্দেহ থাক্‌লো না। আমি তখন নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, যে কন্যাকে বিবাহ কোত্তে তাঁর মন চায় না, যে ঘরে বিবাহ করা বংশের আপমান, বংশের লজ্জা, মাতাপিতার অনুরোধে অর্থলোভে সেই কুৎসিত কন্যাকে বিবাহ করা অবশ্যই তিনি বিড়ম্বনা জ্ঞান করেন। বাড়ীর লোকেরা জোর কোরেই তাঁরে সেই কর্ম্মে লওয়াচ্চেন, তাতেই তাঁর কষ্ট,—তাতেই ততটা পরিবেদনা!

সেই রাত্রেই সেই বাড়ীতে বোষ্টীদপরিবারের নিমন্ত্রণ। সে নিমন্ত্রণ প্রায়ই ফাঁক যাচ্চে না। সন্ধ্যার একটু পরেই বোষ্টীদের গাড়ী এলো। একটু পরেই ভোজের আয়োজন হলো। আমিও ভোজনগৃহে উপস্থিত থাক্‌লেম। বিবি বোষ্টীদ সেদিন কিছু বেশী বেশী কর্কশস্বরে কথা কইতে আরম্ভ কোল্লেন। কি বোল্‌তে কি বলেন, মিস

রাখ্তে পারেন না,--ঠিক রাখ্তেও পারেন না। আমি থেকে থেকে তাঁর মুখপানে চেয়ে দেখ্লেম ;—বক্তৃতার ভঙ্গীও দেখ্লেম, অঙ্গভঙ্গীও দেখ্লেম। আরও দেখ্লেম, তিনি সে রাত্রে বেধড়ক মদ খাচ্চেন। ওয়াল্টারের ভাবী পত্নী কুমারী উফেমিয়া বারম্বার আঙুল নেড়ে, মাথা নেড়ে, চক্ষু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, মাতাকে কত কি ইঙ্গিত কোচ্চেন। কুমারী মনে মনে কোচ্চেন, কেহই তাঁর সে প্রকার ইঙ্গিত-ভঙ্গী দেখ্তে পাচ্চে না। আমি কিন্তু আড়ে আড়ে সমস্তই দেখছি। বুড়ী বোষ্টীদ কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ কোচ্চেন না, ক্রমাগতই মদ খাচ্চেন। কোন বড়ঘরের ভদ্রমহিলা কখনই অত মদ খান না। লর্ড রাবণহিল গম্ভীরভাব ধারণ কোরে চুপ্টী কোরে বোসে আছেন। লেডী রাবণহিল গম্ভীরবদনে মাঝে মাঝে পতির প্রতি কটাক্ষপাত কোচ্চেন। যুবা রাবণহিল অবসন্নশরীরে অবসন্নভাবে নীরব !

একবার আমি বাইরে গেলেম।--কোন বস্তুর আবশ্যক হয়েছিল, সেই জন্যই যাওয়া। সিঁড়ির ধারেই দুজন পদাতিক দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে একজন আর একজনকে বোল্ছে, শুন্লেম, "বুড়ীটা আজ খুব মাতাল হয়ে পোড়েছে! একটু পরেই অসামাল হয়ে পোড়্বে!"

প্রভাতে ওয়াল্টারের যে ভাব আমি দেখেছি, যে যে কথা শুনেছি, সেই সময় সেই সব কথা আমার মনে পোড়্লো। কেন যে তিনি জীবনে নিরাশ হয়ে পোড়েছেন, তখন আমি সেটী নিশ্চয় জান্তে পাল্লেম। তাদৃশ ইতর পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া সম্ভ্রান্ত পরিবারের পক্ষে যে কতদূর বিড়ম্বনা, যিনি এটী বিবেচনা করেন, অবশ্যই তিনি তা বুঝ্বেন। যুবা ওয়াল্টারের তাদৃশ নৈরাশ্য এ অবস্থায় কখনই আশ্চর্য্য নয়।

আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। কুমারী উফেমিয়া ধীরে ধীরে মাতাকে সম্বোধন কোরে বোল্ছেন, "দেখ মা! আমি দেখ্তে পাচ্চি, তোমার ভারী অসুখ কোরেছে। একটু শোও তুমি! একটু বিশ্রাম কর তুমি! যখন তখন তোমার এই রকম মাথা ধরে। মাথা ধরাতে তুমি——"

বাধা দিয়ে বুড়ী বোষ্টীদ স্বভাবসিদ্ধ কর্কশস্বরে ভাঙা ভাঙা কথায় বোল্তে লাগ্লেন, "কোনকালেও আমার মাথা ধরে না! আমি ঠিক আছি!"—কথায় যেন শানাই বাজ্তে লাগ্লো!—মাঝে মাঝে ঘড়্ঘড়ে বিরাম। পুনর্ব্বার স্বর ফুটে উঠ্লো, "কি চমৎকার চাকর পেয়েছ তুমি!"—এ কথাটা যেন গৃহস্বামীকে উদ্দেশ কোরেই বলা হলো। আরো বলা হোতে লাগ্লো, "চমৎকার ছেলে! যখন সময় আসবে,"--বোল্তে বোল্তেই ফ্যাল্ফ্যালে চাউনিতে কন্যার প্রতি আর ভাবী জামাতার প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে আবার বোল্তে লাগ্লেন, "যখন সময় আস্বে, তখন আমরাও তোমাদের জন্যে ঠিক ঐ রকম একটী ছোকরা চাকর রেখে দিব! "ঠিক ঐ রকমের পোষাক বানিয়ে দিব!"

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No 115/1 GREY STREET, CALCUTTA.

বুড়ী বোষ্টীদের মনস্কামনা শ্রবণ কোরে আমি বড় লজ্জা পেলেম।—লজ্জায় মাথা হেট কোল্লেম। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে,—কাজে যেন কতই ব্যস্ত, এই ভাব দেখিয়ে ঘৃণায় লজ্জায় অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেম।

বুড়ীকে থামিয়ে দিবার কৌশল সৃষ্টি কোরে বৃদ্ধ বোষ্টীদ সেই সময় ভাবী বৈবাহিককে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "সার্ মালকম্ বাবেনহামের দিগ্বিজয়ের কথাটা আপনি শুনেছেন কি?"

"বোল্‌তে পারি না।"—বোষ্টীদের মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে লর্ড রাবণহিল উত্তর কোল্লেন, "বোলতে পারি না। কোন্ কথাটা আপনি তুল্‌বেন, সেটাও আমি ঠিক জান্‌তে পাচ্চি না।"

"কেন? সে লোকটা আচ্ছা তুখোড়! নাচওয়ালী পরী নিয়ে পালিয়ে গেছে! কি আশ্চর্য্য! আপ্‌নি হোচ্চেন এত বড় লোক, এত বড় কথাটা শোনেন নাই? সেই যে সে রাত্রে নাচঘরে আমরা যারে দেখে এসেছি;—আপনি শোনেন নাই? বড় আশ্চর্য্য কথা! সহরময় সকলের মুখেই ত সেই কথা। আজ প্রাতঃকালে আমি সহরে গিয়েছিলেম, সেখানেও শুনে এসেছি, ভারী তামাসা! গতরাত্রে থিয়েটারে যে কাণ্ড হয়ে গেছে,—আপনি যদি শোনেন,—আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

কোথাকার পাপ কোথায়! এদের মুখেও সেই কথা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি কেঁপে উঠ্‌লেম।—এত কাঁপুনি ধোর্‌লো যে, সে ঘরে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পাল্লেম না। মাথা হেঁট কোরে ছুটে বেরিয়ে গেলেম। বাইরেও বেশীক্ষণ দেরী কোত্তে পাল্লেম না। কাজ ছিল, দশমিনিট পরে আবার ফিরে গেলেম। দেখ্‌লেম, সেই পাপকথাটা ফুরিয়ে গেছে, অন্য কথা পোড়েছে। তখন আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। বুড়ী বোষ্টীদ তখন ঘোর মাতাল! চেয়ারের উপরেই বোসে বোসে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্চে।—ঘোর মাতাল! অন্য কোন নিমন্ত্রিত লোক সে রাত্রে উপস্থিত ছিলেন না। ভোজের ব্যাপার সমাধা হয়েছে, শেষ ভোজনের ফলমূল আয়োজন হোচ্চে, বুড়ী বোষ্টীদ ঘুরে ঘুরে পোড়ে গেল!—এককালে চেয়ার থেকে সটান গালিচার উপর গড়াগড়ি। উফেমিয়া চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। বুড়ীটা একেবারেই যেন মূর্চ্ছা গেছে!—মহাবিভ্রাট উপস্থিত! কিঙ্করীদের তলব করা হলো। প্রভুর অনুমতিক্রমে পুরুষেরা সকলেই সে ঘর থেকে সোরে গেল। চৌকাঠ পার হবার অগ্রেই আমি একবার মুখ ফিরিয়ে সেই বীভৎস দৃশ্য দেখ্‌লেম। লেডী রাবণহিল অচল পাষাণের মত আপনার আসনেই বোসে আছেন। লর্ড রাবণহিল দাঁড়িয়েছিলেন, বিষণ্ণ বিরক্তবদনে একস্থানেই দাঁড়িয়ে আছেন, বৃদ্ধ বোষ্টীদ তাড়াতাড়ি ভূলুণ্ঠিতা স্ত্রীকে উত্তোলন কোত্তে ছুটেছেন। বুড়ীটার মাথার টুপিটা কেয়ারিকরা পরচুলো শুদ্ধ খোসে পোড়ে গেছে। কুমারী উফেমিয়াও মূর্চ্ছারোগে অচেতন! যুবা রাবণহিল শশব্যস্তে উফেমিয়াকে কোলে কোরে একখানা কোচের উপর শোয়াতে নিয়ে যাচ্চেন। হুলস্থূল ব্যাপার!—সকলেই বিরক্ত! ওয়ালটারের জন্ত

কেহই কিছু দুঃখ প্রকাশ কোচ্চে না। যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল!—টাকার লোভে যেমন বিবাহের সম্বন্ধ,—যেমন ছোট লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতার বন্দোবস্ত,—চাকরেরা পর্য্যন্ত বলাবলি কোচ্চে, তার প্রতিফল এই রকম হওয়াই ঠিক!

আধঘণ্টা পরে গাড়ী প্রস্তুত কর্‌বার হুকুম হলো। ধরাধরি কোরে বুড়ীকে আর বুড়ীর কন্যাকে গাড়ীতে তুলে দেওয়া হলো। গাড়ীখানা চোলে গেল। বৃদ্ধ বোটীদ ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগলেন, "আমার পত্নী সর্দ্দিগর্ম্মিতে মূর্চ্ছা গেছেন! মৃগীরোগে মূর্চ্ছা গেছেন! মাঝে মাঝে হইয়েই থাকে ঐরূপ! মেয়েটীরও মূর্চ্ছারোগ আছে!"

কোথায় কোন্‌দিক্ দিয়ে প্রতিধ্বনি হলো, "মাঝে মাঝে হয়েই থাকে ঐরূপ!" চাকরদের ঘরে সে রাত্রে আর কাহারো মুখে অন্য কথা ছিল না, সকলের মুখেই ঐ কথা। সকলের অপেক্ষা আমার চিত্তই অধিক চঞ্চল। আমার বুকের ভিতর নানাচিন্তা একত্র! চিন্তা আমারে ছাড়ে না! আনাবেলের পবিত্রপ্রতিমা যেন বিকটবেশে আমার চক্ষুগোচরে উপস্থিত! এদিকে অভাগা ওয়াল্‌টার রাবণহিলের দুর্ভাবনায় আমার শিশুচিত্ত সকাতর! চাকরদের কথোপকথনে আমার মানসিক যন্ত্রণা আরও বহুগুণে প্রবল হয়ে উঠ্‌লো। শরীরের শিরায় শিরায় সমস্ত শোণিত গরম হয়ে উঠ্‌লো। মাথা যেন নিদারুণ বেদনায় ভোঁ ভোঁ কোরে ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। ঘরের ভিতর তিষ্ঠিতে পাল্লেম না, ছুটে বাগানে বেরুলেম। নিশাকালের শীতল সমীরণে শরীর একটু একটু শীতল হয়ে এলো, মন কিন্তু পুড়্‌তে লাগ্‌লো! ফেব্রুয়ারি মাসের নিশাকালের শীতল বাতাস অনেকের গায়ে ভাল লাগে, আমার কিন্তু তত ভাল লাগ্‌লো না। বাগানের মধ্যে একটী লতাকুঞ্জ।—স্থানটী কিন্তু অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সেই অন্ধকারকুঞ্জে আমি প্রবেশ কোল্লেম। যেরূপ উত্তপ্তচিন্তায় আমার হৃদয় দগ্ধ হোচ্ছিল, সে অবস্থায় তাদৃশ নির্জ্জন স্থানই আমার অবস্থানের উপযুক্ত। খানিকক্ষণ সেখানে আছি, হঠাৎ মানুষের পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলেম। মানুষ যেন তাড়াতাড়ি সেই দিকে চোলে আস্‌ছে। একটু পরেই আরও পদশব্দ।—সে সকল শব্দ আরও দ্রুত। যে শব্দ অগ্রে অগ্রে আস্‌ছিল, তারই পশ্চাতেই আরও অধিক পদশব্দ! ক্ষণকালপরেই মানুষের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলেম।—স্বরে বুঝ্‌লেম, গৃহস্বামী লর্ড রাবণহিল আর তাঁর পুত্র এই বিজন নিশীথসময়ে অতিদ্রুতপদে সেই নির্জ্জন স্থানে প্রবেশ কোরেছেন!—স্বরে শুন্‌লেম, পুত্রকে সম্বোধন কোরে পিতা বোল্‌ছেন, "ওয়াল্‌টার! প্রিয় বৎস! অত কাতর হয়ো না।"—পুত্র উত্তর কোল্লেন, "পিতা! কিরোপে আপনি আমারে প্রবোধ দিবেন?"

ক্ষণকালের জন্যে কণ্ঠস্বর থাম্‌লো। যে কুঞ্জমধ্যে আমি লুকিয়ে আছি, তারই ঠিক সম্মুখভাগে পিতাপুত্র উভয়েই এসে দাঁড়ালেন। শীঘ্রই তাঁরা চোলে যাবেন, এই ভরসায় সেখান থেকে আমি বেরুলেম না। সংক্ষেপে তাঁরা দুজনে যে কথা বলাবলি

কোল্লেন, লুকিয়ে থেকে তা আমি শুনতে পেয়েছি, এই অপ্রিয় কথা জানিয়ে দিবার জন্য তাঁদের সম্মুখে এসে আমি দেখা দিলেম না। কিন্তু আমার আশা বিফল হলো। তাঁরা সেখান থেকে সোরে গেলেন না। সেই প্রকারের কথোপকথন চোল্‌তে লাগ্‌লো। আমি দেখ্‌লেম বিভ্রাট!—এখন যদি বাহির হই, আরও বিভ্রাট! যদি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ হোতেম, সেটা বরং একরকম ভাল ছিল,—দেরী হয়ে গেছে। এত বিলম্বে প্রকাশ হোলে নিশ্চয়ই তাঁরা আমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন!—হবারি ত কথা। অবশ্যই তাঁরা ভাব্‌বেন, পিতাপুত্রের গুপ্তকথা শোন্‌বার জন্যই আমি লুকিয়ে আছি। কাজেই আমাকে নিতান্ত অনিচ্ছায় গুপ্তশ্রোতা হয়ে তাঁদের সব গুপ্তকথা শুন্‌তে হলো।

সন্তপ্তনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে ওয়াল্‌টার পুনরুক্তি কোল্লেন, "কি বোলে আপনি আমাকে প্রবোধ দিবেন পিতা? দেখুন দেখি, কি ভয়ানক আত্মোৎসর্গে আমাকে ব্রতী করা হয়েছে! যার সঙ্গে বিবাহ হবার কথা, সেই মেয়েটাও নিজে যদি সুন্দরী হতো,—সে নিজেও যদি সুশিক্ষা ও সুসভ্যতা অভ্যাস কোত্তো, তা হোলেও সেই ভয়ানক পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করা বড়ই ভয়ঙ্কর কথা! না পিতা! তা আমি পার্‌বো না,—কখনই পার্‌বো না! আমাদের সর্ব্বস্ব যায়,—আমাদের সর্ব্বনাশ হয়, আমরা সর্ব্বস্বান্ত হই, মহাজনেরা আমাদের সর্ব্বস্ব ক্রোক করে,—সর্ব্বস্ব নীলাম কোরে লয়, আমরা পিতৃপুরুষের ভদ্রাসন থেকে দূরীভূত হই, তাও ভাল,—তাও আমি অক্লেশে সহ্য কোর্‌তে পারিবো, তেমন ভয়ঙ্কর বিবাহে সম্মত হওয়া অপেক্ষা সে সকল বিপদ আমার পক্ষে কখনই বেশী কষ্টকর হবে না! বোষ্টীদের মত লোককে শ্বশুর বলা,—বোষ্টীদের স্ত্রীকে শাশুড়ী বলা আমার পক্ষে যত যন্ত্রণার বিষয়, তত যন্ত্রণা বোধ হয় আর পৃথিবীতে নাই!—মরণাধিক যন্ত্রণা!"

"অমন কথা বোলো না!"—লর্ড রাবণহিল কিঞ্চিৎ বিনীতস্বরে ব্যগ্রতা জানিয়ে পুত্রকে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "অমন কথা বোলো না! ওয়াল্‌টার! তুমি কি বিবেচনা কর, তুমি যেমন ভাবছ, আমি কি তেমন ভাব্‌ছি না? তাদৃশ বিবাহের সম্বন্ধে আমার হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে না, এটাও কি তুমি বিবেচনা কর? কিন্তু বৎস! উপায় কি? সব আমি বুঝি, কিন্তু করি কি? উপায় এখন তোমার হাতে। এক পক্ষে মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বনাশ, পক্ষান্তরে বোষ্টীদের কন্যাকে বিবাহ করা!"

"বোষ্টীদের কন্যাকে বিবাহ করা?"—মর্ম্মবেদনায় যেন লম্ফ প্রদান কোরে ওয়াল্‌টার বোলে উঠ্‌লেন, "সেই রাক্ষসীকে বিবাহ করা? না পিতা! নিশ্চয় কোরে আমি আপনাকে বোল্‌ছি, অসম্ভব! সে কর্ম্ম আমা হতে হবে না! আমি যুবা, জগতের সুখদুঃখ আশা-ভরসা সমস্তই আমার সম্মুখে। এই বয়সে আমি তুচ্ছ অর্থের জন্য আত্মাকে বলিদান দিতে পারি না! আপনি পিতা, আমার মঙ্গল চান, আপনি আমাকে সরকারী কোন কাজকর্ম্মে নিযুক্ত কোরে দিতে পারেন। সে দিকে সুবিধা না হয়, অন্তত সেনাদলেও ভর্ত্তি কোরে দিতে পারেন। আমি গরিব হয়েই থাক্‌বো,

তাও আমার ভাল,—তাদৃশ ছোটঘরের অলক্ষণা কন্যাকে পত্নীরূপে পরিগ্রহ করা, মানসম্ভ্রম জাত্যভিমানে জলাঞ্জলি দেওয়া, সেরকমে ধনবান্ হবার আশা করা অপেক্ষা চিরকাল গরিব হয়ে থাকাও ভাল! আমি সংকল্প কোরেছি,——স্থিরসংকল্প হয়েছি, কিছুতেই আমার মনের গতির পরিবর্ত্তন হবে না। কল্যই আপনি বৃদ্ধ বোষ্টীদকে আমার সংকল্পের কথা পত্র লিখে অবগত করুন।”

লর্ড রাবণহিল অতিমৃদুস্বরে কথা আরম্ভ কোল্লেন। গভীরমৃদুস্বরে একটু যেন থেমে থেমে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, “কল্য? উঃ! কল্য যখন এই কথা প্রচার হবে, কল্যই——তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে টিটকারী আরম্ভ হবে! বাড়ীর বুকের উপর পেয়াদা এসে বোসবে! এই বিবাহটা সম্পন্ন হোলেই সকলের দেনাপাওনা পরিষ্কার হয়ে যাবে, কেবল সেই আশ্বাসেই মহাজনেরা আজ কাল একটু থেমে আছে।”

“আসুক আপনার মহাজনেরা!”—ভীষণ স্বরে ওয়াল্‌টার বোলে উঠ্‌লেন, “আসুক্ আপনার মহাজনেরা! আমার তাতে কি? মহাজনকে তুষ্ট কর্‌বার জন্যে আমি কেন আপনাকে নরবলি দিই? দেখুন্ পিতা! সর্ব্বনাশ ত হয়েই আছে! যদিও আপনি নিজে সে সর্ব্বনাশ আরম্ভ কোরে না থাকেন, আপনার দ্বারা সে কার্য্য সমাধা হয়ে যাবে, সেটী কিন্তু নিশ্চয়! যে দিন আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হই, সে দিন আপনি আমারে কতকগুলি দলীলে দস্তখত কোত্তে বলেন। বলেছিলেন ওটা কোন কাজের নয়। আপনার উত্তরাধিকারী আমি, সেই জন্যই লোকের মনস্তুষ্টির জন্য দস্তখতটা আবশ্যক। পিতা আপনি,—আপনার বাক্য অবশ্যই আমাকে পালন কোত্তে হয়, দস্তখত আমি কোরেছি। সে সকল দলীলে যে কি কি কথা লেখা আছে, তা পর্য্যন্ত আমি পড়ি নাই! দস্তখতের জোরে কি বিপদে যে আমি আবদ্ধ হোলেম, তা পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই! আমার জন্মদাতা পিতা আমার সর্ব্বস্ব হরণ কোর্‌বেন,—আমার জীবন-উপায় লুটপাট কোর্‌বেন,—আমারে চিরদিনের জন্য বঞ্চনা কোর্‌বেন, দস্তখতের সময় সে কথা একবার মনেও আমি ভাবি নাই।”

“ওয়াল্‌টার!”—চকিত কম্পিতস্বরে পিতা বোলে উঠ্‌লেন, “ওয়াল্‌টার! প্রাণাধিক! ওঃ! এই সকল কথা—এই সকল কর্ক—”

“ওঃ! কর্কশ? আপ্‌নি বোল্‌ছেন, এই সব কথা কর্কশ? হোতে পারে কর্কশ! কর্কশ, কিন্তু সত্য!”—যেন কিছু ক্রুদ্ধস্বরে সেই হতভাগ্য যুবা পুনঃপুনঃ বোল্‌তে লাগ্‌লেন, “কর্কশ?—হাঁ, কর্কশ, কিন্তু সত্য! আপনিও জানেন, যা যা আমি বোল্লেম, সমস্তই সত্য। আচ্ছা পিতা! বলুন দেখি, আমার জন্য আপনি নিজে কি কিছু ত্যাগস্বীকার কোরেছেন? এই সকল দেনা,—এই সকল বিপদ,—এই সকল অভাব, সরলভাবে আপনি কি একদিনও এ সকল কথার বিন্দুবিসর্গও আমাকে জানিয়েছেন? কিছুদিনের জন্য বিদেশবাসী হোলে বিষয়-আশয় নিরাপদ হয়, এমন সংপ্রস্তাব কি একদিনও আপনি কোরেছেন? একখানা গাড়ী কিম্বা একটী ঘোড়া

বিক্রয় করবার প্রস্তাব একদিনও কি আপনার মুখে আমি শুনেছি? তিন জায়গায় তিনটা আড্ডা,—তিন জায়গায় সমান জাঁকজমক,—তিন জায়গায় সমান লোকজন। এই তিন আড্ডার একটী বন্ধ কোত্তেও কি আপনি কোন দিন ইচ্ছা প্রকাশ কোরেছেন? একদিনের জন্যেও কি নিজের খরচপত্র কমা'বার ইঙ্গিত কোরেছেন? যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় লাঘব কোল্লেও অনেক দেনা পরিশোধ হোতে পার্‌তো, একদিনের জন্যেও কি আপনি মনে মনেও সেটী ভেবেছেন? আপনার সম্পত্তিতে আমি স্বত্ববান্ হব, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্বত্ব আমাতে বোর্ত্তেছে, আপনি অবর্ত্তমানে নিষ্কণ্টকে আমি সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হব, এটী নিশ্চয় জেনেও কি কখনো আপনি আমার মুখপানে চেয়েছেন? না,—কিছুই আপনি করেন নাই! যদি কিছু কোরে থাকেন, সমস্তই বিপরীত! যাতে কোরে সর্ব্বনাশ,—সেই সর্ব্বনাশের বন্ধকী খতে, বন্ধকী কোবালায় আপনি আমার দস্তখত নিয়েছেন! কিছুই না জেনে আপনার সঙ্গে যোগে সমস্ত দেনাই আমি অন্ধকারে অন্ধকারে মাথা পেতে নিয়েছি! প্রথম প্রথম কিছুই ত আমি জান্‌তেম না, সত্য যখন প্রকাশ পেলে, যখন আমার চক্ষু ফুট্‌লো, তখন আমি জান্‌লেম, উপায় আর কিছুই নাই! আপনার নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা যে পথে পদার্পণ কোত্তে আমারে লইয়েছে, সেই সর্ব্বনাশের পথে গতি করাই দেখি একমাত্র উপায়!—একেবারেই অধঃপতন! পিতা! বলুন দেখি পিতা! পুত্রের প্রতি এই ত আপনার ব্যবহার!”

“ওয়াল্‌টার! ওয়াল্‌টার! ব্যগ্রতা করি, বাঁচাও আমাকে!”—লজ্জায়, কষ্টে, যন্ত্রণায় কম্পিতকণ্ঠে হতভাগ্য লর্ড রাবণহিলের মুখে ঐমাত্র নিরাশ উত্তর।

“না পিতা! তা নয়! শুনুন্ আমার কথা। যে সঙ্কল্প আমি কোরেছি, কিছুতেই তার অন্যথা হবে না। পুনর্ব্বার আমি বোল্‌ছি, আমার মঙ্গলের জন্য আপনি কিছুমাত্র ক্ষতিস্বীকার করেন নাই। আপনার পক্ষে সমস্তই স্বার্থপরতা!—হায় হায়! ভয়ানক স্বার্থপরতা! আপনার পক্ষেও যেমন, আমার জননীর পক্ষেও তাই! হায় হায়! আপনাদের উভয়ের পক্ষেই দুর্দ্দম স্বার্থপরতা! আপনি আপনার মানসম্ভ্রম রক্ষা কোরে চোল্‌বেন, আর আমি,—আমি আপনার পুত্র, আমার জন্য কি থাক্‌বে? সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে আমার জীবনস্বত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বন্ধক দিয়ে এককালে সর্ব্বনাশের পথে দণ্ডায়মান হওয়া! মানুষ যখন পতনের পথে দাঁড়ায়, জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতেই সয়তানের হাতে তার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করে! না পিতা! আমি অনেক আলোচনা কোরে দেখেছি, আপনার পক্ষে ত্যাগস্বীকার কিছুই নাই! কিন্তু আমার পক্ষে দশসহস্র প্রকার বিসর্জ্জন! এখন আপনি আরও অধঃপতনের জোগাড় কোরেছেন্! বোষ্টীদের কন্যার সঙ্গে বিবাহ!—এই সাংঘাতিক বিবাহ দিলেই আপনার সমস্ত কার্য্যের চূড়ান্ত হবে! উঃ! না,—কখনই তা হবে না! অন্ধকার কূপে ডুবে—”

ভাগ্যভ্রষ্ট পরিতপ্ত যুবা মনের আবেগে জন্মদাতা পিতাকে পুনঃপুন এইরূপ

অপ্রিয় উক্তি কোরে পুনর্ব্বার যেন অসহনীয় ক্রোধে অত্যন্ত উগ্রস্বরে আরও বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আপনি আমার জন্য কোরেছেন কি?—না না, কোরেছেন অনেক! আপনি আমার সর্ব্বনাশ কোরেছেন!—আপনি আমার ধ্বংসের পন্থা পরিষ্কার কোরে দিয়েছেন! ধ্বংসের পন্থায় আলো জ্বেলে রেখেছেন! বাকী ছিল একটা, সেইটাও এইবার—ওঃ! বোষ্টীদের কন্যা!—না পিতা, দেখুন আমার সংকল্প!"

মহৎলোকের পরিবেদনাও মহৎ। লর্ড রাবণ্‌হিল ক্ষণকাল যেন স্তম্ভিত হয়ে থাক্‌লেন। একটু পরেই অপেক্ষাকৃত প্রশান্তস্বরে একটু থেমে থেমে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ওয়াল্‌টার! স্থির হও! একটু বিবেচনা কর! তুমি আমাকে অনুরোধ কোল্লে তোমার কথা শুন্‌তে,—আমি শুন্‌লেম;—কথাগুলিও বুঝ্‌লেম। এখন একটু স্থির হও। আমি গুটীকতক কথা বলি, স্থির হয়ে শোন! যে যে কথা তুমি বোল্লে, সমস্তই একরকম সত্য;—কোন কোন বিষয়ে আমি তোমার অপকার কোরেছি, স্বীকার করি, আমি তোমার কাছে দোষী আছি, স্বীকার করি, কিন্তু বৎস! পিতাপুত্রে কথা, অন্ধকারে কথা, কেহ দেখ্‌ছে না, কেহ শুন্‌ছে না, এটাও একপ্রকার শুভগ্রহ বোল্‌তে হবে। পুত্রের সম্মুখে এপ্রকারে লজ্জা পাওয়া পিতার পক্ষে বড়ই কষ্টকর! প্রিয় বৎস! আর আমাকে লজ্জা দিও না। আমার কার্য্যগুলি তুমি কেবল কুভাবেই গ্রহণ কোচ্চো। আরও নানাপ্রকার কুৎসিত অলঙ্কার দিয়ে আরও কুভাবে রঞ্জিত কোরে নিয়েছ! কিন্তু বিবেচনা কর, আমি কিম্বা তোমার জননী আমাদের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য যা কিছু করি, তা কি কেবল শুদ্ধ আমাদের জন্য?—না বৎস! তা নয়। তোমার জন্যেই, আরও বেশী। ওঃ! কত কত রজনী আমরা উভয়ে অনিদ্রায় কাটিয়েছি, মুহুর্মুহু কতই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য কোরেছি! যখন আমরা আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থা চিন্তা করি, তখন আমাদের যে কতই যন্ত্রণা হয়, তুমি হয় ত সেটা কল্পনাপথেও আন্‌তে পার না। বৎস! আমাদের আশা-ভরসা এখন কেবল তুমি,—তাও তুমি জান, তাও তুমি বুঝ্‌তে পার। তুমি রূপবান্, তুমি বুদ্ধিমান্ তুমি সুশীল, তুমি মর্য্যাদক, তুমি বিবেচক, আরও বিশেষতঃ আমার লোকান্তরের পর সংসারে তুমি এক মহামান্য উপাধির উত্তরাধিকারী হবে। তোমার উপর আমাদের এতদূর পর্য্যন্ত আশা! আপাতত যা কিছু দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয়েছে, একটা জাঁকালো কুটুম্বিতায় তোমারি দ্বারা সে দুর্ব্বিপাকের অবসান হোতে পারে।"

"ওঃ!—জাঁকালো কুটুম্বিতা!"—ঘৃণাবিদ্রুপে কম্পিতস্বরে ওয়াল্‌টার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "সত্যকথা! জাঁকালো কুটুম্বিতাই বটে! আমার জন্য আপনি চমৎকার জাঁকালো কুটুম্বিতাই স্থির কোরেছেন! বোষ্টীদের কন্যা!"

এইখানে সেই সন্তপ্ত যুবাপুরুষের ভয়ানক ভাবান্তর উপস্থিত! ভয়ানক উচ্চকণ্ঠে তিনি হো হো শব্দে বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠ্‌লেন। নিশা'কালে সেই হাস্যধ্বনি

অন্ধকার বনপথের অনেকদূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হলো। সে হাসি বড় সাধারণ হাসি নয় ;—ভগ্ন অন্তঃকরণের পূর্ণ নৈরাশ্যের হাস্য! উপস্থিত দুর্ঘটনা অপেক্ষা আরও ভয়ানক দুর্ঘটনা নিকট,—উপস্থিত অমঙ্গল অপেক্ষা আরও অমঙ্গল সমাগত, এমন কোন ভয়ের কথা শুনলেও সে হাসির নিবারণ হয় না। সে হাসিতে শরীরের বলক্ষয় হয়, শরীরের সমস্ত শোণিত তরল হয়ে শিরায় শিরায় জমাট বেঁধে যায়,—অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠে!

লর্ড রাবণহিল অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। আমি শুনতে পেলেম, ঘন ঘন তিনি ভূতলে পদাঘাত কোত্তে লাগ্‌লেন। অস্থিরকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লেন, "ওয়াল্‌টার! তুমি আমাকে পাগল কোরে দিলে!"

পূর্ব্ববৎ বিকম্পিত বিদ্রূপস্বরে হতাশ্বাস যুবা চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেন, "আমি? আমি আপনাকে পাগল কোরে দিলেম? হা হা হা! আমি নিজেই ত পাগল হয়ে উঠেছি! যাক্ সে কথা! এখন দেখুন পিতা,—এখন আমি বোল্‌ছি, এখানে আর আমাদের বাদানুবাদ করা বিফল। আপনি নিশ্চয় জানবেন, এবিষয়ে আমি স্থিরসংকল্প! কি যে সেই সংকল্প, এখনি তা আপ্‌নি জানতে পার্‌বেন।—পার্‌বেন, এখনি পেরেছেন। আমার হৃদয়ের দৃঢ়সংকল্প অবশ্যই আপনি জানেন!"

"শোন ওয়াল্‌টার!"—পিতাপুত্র উভয়েই ক্ষণকাল গভীর নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে অনুতপ্ত পিতা নিতান্ত অবসন্নস্বরে বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন, "শোন ওয়াল্‌টার! সংকল্প কোরেছ, সংকল্পই থাক্, দৃঢ়সংকল্প হয়ে থাক্, দৃঢ় সংকল্প পালন কর! কিন্তু ভুলো না!—এখন আমি তোমাকে যে কথা বোলে সতর্ক কোচ্চি, সেটী তুমি ভুলো না! পিতৃহত্যার পাতকী হবে তুমি!"

আকস্মিক ভয়ে ওয়াল্‌টারের ওষ্ঠে কি এক অস্ফুট গুঞ্জনশব্দ শোনা গেল ;—বোঝা গেল না। লর্ড বাহাদুর পুনর্ব্বার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হাঁ, ভুলো না! যা আমি বোল্লেম, হবেও তাই ঠিক! যে মুহূর্ত্তে আদালতের পেয়াদারা আমার এই সুখনিকেতনে পদার্পণ কোর্‌বে সেই মুহূর্ত্তেই আমার জীবনের অস্তিত্বের অবসান হবে! হবেই হবে! বিবেচনা কর, যদি তোমার সেই ইচ্ছা থাকে, তোমার পিতা তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা সমাধা কোর্‌বে, অটলহৃদয়ে সে দৃশ্য তুমি সহ্য কোত্তে পার্‌বে কি না?"

"না, না, না!—ও পরমেশ্বর! অমন সর্ব্বনাশের কথা কখনই আমি শুনতে পার্‌বো না!"—দারুণ নির্ব্বেদসহকারে অভাগা ওয়াল্‌টার বোলে উঠ্‌লেন, "কখনই তা আমি পার্‌বো না! জগতের আধিপত্য লাভ হোলেও সে ভয়ানক পাপ বহন কোত্তে আমি অক্ষম! পিতা! যে বিপদজালে আমরা জড়িত হয়েছি, সে জাল থেকে পরিত্রাণ পাবার অন্য উপায় কি আর কিছুই নাই? সত্যই কি আমরা নিরাশাসাগরে ভেসেছি?—সেই ঘৃণাকর কুটুম্বিতা ছাড়া অন্য কোন রকমে আমাদের উদ্ধার পাবার অন্য উপায় কি আর কিছুই হোতে পারে না?"

"কিছুই হোতে পারে না!"—নিরাশস্বরে পিতা উত্তর কোল্লেন, "কিছুই হোতে পারে না! অন্য উপায় আর কিছুই নাই! তবে যদি এমন হয়, আর একটী ভাল মেয়ে যদি পাওয়া যায়, সে মেয়ে যদি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ পঞ্চাশলক্ষ টাকা ঘরে আন্‌তে পারে, তা হোলে একটা উপায় হয়। কেন না, বোষ্টীদের কন্যাও তত টাকার অধিকারিণী। তত টাকাই তিনি আন্‌বেন।"

পিতৃবাক্যের প্রতিধ্বনি কোরে মৃদুগুঞ্জনে ওয়াল্‌টার ধীরে ধীরে বোল্লেন, "আর একটী মেয়ে? ওঃ! আর একটী মেয়ের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ হয়!—ওঃ! হয়েওছিল তা! কয়েকমাস পূর্ব্বে দিব্য একটী ধনবতী সুন্দরী কুমারীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হয়েছিল। তাদের বংশ, তাদের চরিত্রচর্য্যা, উভয়ই উত্তম। সেইটী ঠিক হোলে আমাদের বংশের কিছুমাত্র অপমান হোতো না,—বিন্দুমাত্র কলঙ্কও স্পর্শিত না; কিন্তু পিতা! সে আশা এখম গিয়েছে!—গিয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগা আমি! পরিণয়ক্ষেত্র আমার সম্মুখে অপরীক্ষিত; যদি কোন বড়ঘরের কন্যা এখন আমি অনুসন্ধান করি, আমরা যে রকমে চলি, আমরা যে সকল মজলিশে বেড়াই, সেই রকম ঘরের—"

"সত্য ওয়াল্‌টার!" পুত্রের শেষবাক্যে যেন কতক আশ্বস্ত হয়ে পিতা ধীরে ধীরে বোল্লেন, "সত্য ওয়াল্‌টার! অন্য কোন বড় ঘরের কন্যাকে—"

মুখের কথায় বাধা দিয়ে ওয়াল্‌টার বোলে উঠ্‌লেন, "আ! তবে আপনি রাজী আছেন। বোষ্টীদের কন্যার দায় থেকে আমারে নিষ্কৃতি দিতে আপনি তবে রাজী আছেন? আঃ! এটাও দেখি শুভলক্ষণ! দেখুন, আমার যে কল্পনা, সেটী অতি পরিষ্কার, অতি সহজ। আমি লণ্ডনে যাই। বর্ত্তমান সম্বন্ধ যেমন আছে, তেমনি থাকুক। ভঙ্গ কর্‌বার প্রয়োজন নাই। অগ্রাহ্য করাও আপাতত আমার ইচ্ছা নয়। যেমন চোল্‌ছে তেমনি চলুক। আমি লণ্ডনে যাই। অল্পদিনের মধ্যে যদি মনের মত সুবিধা পাই,—অর্থসম্বন্ধেও যদি সুবিধা হয়, তা হোলেই আমাদের পরিতোষ জন্মাবে।—শুধু কেবল পরিতোষ নয়, আরও কিছু বেশী।—স্বচ্ছন্দে আমরা সুখী হোতে পার্‌বো। আমি লণ্ডনে যাই। চেষ্টা যদি বিফল হয়, তবে অগত্যা বোষ্টীদের কন্যাই নিরুপায়ের উপায় হবে! কেমন? আপনি কি আমার এ প্রস্তাবে সম্মত আছেন? আরও এক কথা। বোষ্টীদের কন্যার সঙ্গে বিবাহের কথাটা কোনপ্রকারে কয়েক মাসের জন্য মুলতুবী রাখ্‌তে আপনি সমর্থ হবেন কি না? কেনই বা না হবেন? আমি অনুপস্থিত, এই ত দেখ্‌ছি আপনার পক্ষে নির্ব্বিরোধী মাতব্বর ওজর। এতে কোরে কোন লোকেই কিছু সন্দেহ কোত্তে পার্‌বে না।"

কতক প্রবুদ্ধ হয়ে চিন্তাকাতর লর্ড রাবণহিল একটু অন্যমনস্কভাবে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "কথাটী সহজ বটে, মহাজনেরা যদি চুপ্ কোরে থাকে, তবেই ত দেখি ঠিক হয়। তারা সকলেই আগামী মাসের মুখ চেয়ে রয়েছে।—সকলেই শুনেছে, আগামী মাসে বিবাহ। কি বোলে আমি অমত করি?"

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, NO 115/1 GREY STREET, CALCUTTA.

"আর এক উপায় আছে।"—ব্যগ্রভাবে ওয়াল্‌টার উত্তর কোল্লেন, "আর এক উপায় আছে। খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করুন। বিজ্ঞাপনে লেখা থাকুক, 'সুবিখ্যাত টাইটস্ বোষ্টীদ সাহেবের পরমসুন্দরী বিদ্যাবতী কুমারীর সহিত মান্যবর লর্ড রাবণহিলের পুত্রের বিবাহ আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল। লর্ড রাবণহিলপরিবারের কোন আত্মীয়লোকের হঠাৎ মৃত্যুতেই এই বিবাহ স্থগিত রাখা হইল।'—বিজ্ঞাপনে এই পাঠ লেখা থাক্‌বে। এরূপ বিজ্ঞাপনে দুই উপকার।—প্রথমত বোষ্টীদপরিবারেরা অহঙ্কারে ফুলে উঠ্‌বে, এদিকে মহাজনেরাও ধৈর্য্যধারণ কোত্তে সম্মত হবেন।—তাঁরা সকলেই নিশ্চয়ই জান্‌বেন, পরিশোধ হবে, কেবল কিছু বিলম্বমাত্র। পিতা! এ উপায়টী কি ভাল নয়?"

অকস্মাৎ ভাবান্তর। ওয়াল্‌টার রাবণহিল এতক্ষণ পিতার সঙ্গে যেপ্রকার উগ্রস্বরে কথোপকথন কোচ্ছিলেন, অকস্মাৎ সে ভাবের—সে স্বরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! যেরূপ নম্রতার সহিত পিতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে হয়, অভীষ্টসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সুচতুর ওয়াল্‌টার সেইরূপ নম্রভাব ধারণ কোল্লেন। আমিও শুন্‌লেম, পুত্রের অভিপ্রায়ে পিতাও যেন আহ্লাদপূর্ব্বক সায় দিলেন। এই পর্য্যন্তই তাঁদের নির্জ্জন আলাপ সমাপ্ত। উভয়েই তাঁরা সেখান থেকে ধীরে ধীরে ফিরে চোল্লেন। পথে যেতে যেতে সেই প্রস্তাবেরই আন্দোলন চোল্‌তে লাগ্‌লো। ওয়াল্‌টারের লণ্ডনযাত্রা, বিবাহ মুলতুবী, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, এই প্রসঙ্গের আলোচনা কোত্তে কোত্তেই পিতাপুত্র চুপি চুপি বাড়ীর দিকে চোলে গেলেন।

আমি তখন গুপ্তস্থান থেকে নির্গত হোলেম। তাড়াতাড়ি গৃহপ্রবেশ কোরে আপন শয্যায় শয়ন কোল্লেম। শীঘ্র নিদ্রা হলো না। চিন্তাকুল হৃদয়সমুদ্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেকপ্রকার চিন্তাতরঙ্গ খেল্‌তে লাগ্‌লো। সে সমুদ্রের প্রথম তরঙ্গে আনাবেলের প্রতিমা;—দ্বিতীয় তরঙ্গে বোষ্টীদপরিবারে ঘৃণাকর কলঙ্কিত আচরণ; তৃতীয় তরঙ্গে রাবণহিলপরিবারের মানহানিকর ছলনার মন্ত্রণা! এই সকল বড় বড় তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের অদৃষ্টচক্রের আরও নানাপ্রকার ছোট বড় কতই তরঙ্গ একত্র! তরঙ্গে তরঙ্গে ঘোরতর আবর্ত্ত!



ঊনবিংশ প্রসঙ্গ।

তবে না কি ভূত নাই ?

বিশ্বধামের বিশ্বমায়া অসীম! পরদিন প্রাতঃকালে মান্যবর ওয়াল্‌টার রাবণহিল লণ্ডননগরে শুভযাত্রা কোল্লেন।—শুভ কি অশুভ, সেটী কেবল সেই পরমেশ্বরই জান্‌তে পাল্লেন। পিতার অনুমতি লয়ে পরিণয়ার্থী অনুতপ্ত পুত্র রাজধানীমধ্যে উপযুক্ত পাত্রী অন্বেষণে বহির্গত হোলেন। তাঁর প্রিয়ভৃত্য চার্লস্ লিণ্টন সঙ্গে গেল। বাড়ীর মধ্যে বলাবলি হোতে লাগ্‌লো, প্রতিবাসীরাও সকলে জান্‌লেন, রাবণহিলপরিবারের দূর সম্পর্কীয় একজন আত্মীয়লোকের মৃত্যু হয়েছে,—রাজধানীতেই তিনি মোরেছেন,

শোক লেগেছে! শোক লাগ্‌বার বিশেষ কারণ এই যে, সেই লোকের নিকট লর্ড রাবণহিলের অনেক অর্থপ্রাপ্তির আশা ছিল।—উপস্থিত বিপদে সেই শোকটাই বড় শোক! গৃহস্বামী তাঁর পুরুষ চাকরদের বোলে দিলেন, দূরসম্পর্কের আত্মীয়, দস্তুরমত শোকচিহ্ন ধারণের প্রয়োজন করে না। গৃহস্বামিনীও তাঁর কিঙ্করীদের ঐ কথা বোলে দিলেন। সমস্তই ঠিক্‌ঠাক! এইপ্রকারে তত বড় মিথ্যাকথাটা—তত বড় মিথ্যা ছলনাটা সত্যরূপে প্রচার হয়ে পোড়্‌লো! তাঁরা কেহই জান্‌তে পাল্লেন না যে, তাঁদের গৃহমধ্যে এমন একটী লোক আছে, যে লোক ইচ্ছা কোল্লেই মুহূর্ত্তমাত্রে তাঁদের সমস্ত চাতুরী, সমস্ত ছলনা, সমস্ত ভণ্ডামী প্রকাশ কোরে দিতে পারে। সে লোক আমি! কিন্তু কাজ কি আমার? একজনের কথা অপরকে বলা কখনই আমার স্বভাব নয়। বিশেষতঃ দৈবঘটনাক্রমে আমি তাঁদের গুপ্তমন্ত্রণা শুন্‌তে পেয়েছিলেম। যদি আমি মুখ খুলি, লোকে আমারে গুপ্তভেদী অবিশ্বাসী বোলে ঘৃণা কোর্‌বে। কাজ কি আমার সে কথায়? আমি যেমন আছি, তেম্‌নি চুপ্‌ কোরেই থাক্‌লেম।

এখন আবার আমার আর এক চিন্তার অবসর। সার্ মালকম বাবেনহামের নিকেতন রাবণহিলপ্রাসাদ থেকে তিন মাইলমাত্র দূর। ক্ষুদ্র চার্লটন গ্রাম থেকে এক মাইলমাত্র। যে ঘটনা আমি বর্ণনা কোল্লেম, তার কিছুদিন পরে জনকতক চাকরের কাণাকাণিতে আমি শুন্‌লেম, বাবেনহামের নাম। তাতেই আমি জান্‌তে পাল্লেম, বাবেনহাম তখন সেই বারোনেট্ মর্টিমারের সঙ্গে নূতন নগরে বাস কোচ্চেন। সে নগরের নাম একৃষ্টার। রাবণহিলপ্রাসাদ থেকে সে স্থানটী প্রায় বিশমাইল দূরে অবস্থিত। আমি বিবেচনা কোল্লেম, বাবেনহামের——না না, মিস্ মর্টিমারের সঙ্গে এখন যদি আমার দেখা কর্‌বার ইচ্ছা থাকে, এখন যদি সৎপরামর্শ দিয়ে পাপের পথ পরিত্যাগ কোত্তে তাঁরে আমি প্রবৃত্তি দিতে ইচ্ছা করি, স্থানের দূরতায় সেই ইচ্ছা আমার ফলবতী হবার উপায় ছিল না; কাজেই সেই ইচ্ছাকে আমি বেশীক্ষণ মনোমধ্যে স্থান দিলেম না। আপনা আপনি মনে মনে বোল্লেম, আনাবেল যদি ধর্ম্মপথ ভুলে গিয়ে থাকেন, তবে তাঁর কাছে এখন আমার কোন সৎপরামর্শই কাজে আস্‌বে না। আনাবেল শীঘ্র আর ধর্ম্মপথে ফিরে আস্‌তে রাজী হবেন না!—প্রলোভনের বশীভূত হোলে সুপথ কুপথ জ্ঞান থাকা ভার হয়ে উঠে! অধিকন্তু, দেখা কোত্তে আমার ভয় হোতে লাগ্‌লো। যে আনাবেলকে আমি পবিত্রতার আদর্শ বোলে জান্‌তেম, আমার শৈশবহৃদয় যে আনাবেলকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাস্‌তে শিখেছিল, সেই আনাবেল এখন পাপী! সে পাপের মূর্ত্তি আমি কেমন কোরে নিরীক্ষণ কোর্‌বো?—পার্‌বো না! কাজ নাই! আর না! যথাশক্তি চেষ্টা কোল্লেম, আনাবেলের প্রতিমাকে হৃদয়ের চিন্তাপথ থেকে এককালে নির্ব্বাসিত কোরে দিই। কিন্তু ওঃ! সেটা কি বড় সহজ কথা!

সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, ক্রমশই সময় অগ্রবর্ত্তী। আবার বসন্তকাল উপস্থিত। তরুলতা সমস্তই নবীন বসন্তকালে নব নব মুঞ্জরী ধারণ কোত্তে লাগ্‌লো।

কুসুম-উদ্যানে নব নব কুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে উঠ্‌লো। বসন্ত-বিহঙ্গেরা সানন্দে সুমধুর স্বরে গীত গেয়ে সকলকে জানালে, নূতন বসন্তকাল উপস্থিত! মান্যবর ওয়াল্‌টার রাবণহিল লণ্ডনে। বোষ্টীদপরিবারেরা রাবণহিলপ্রাসাদে সর্ব্বদাই গতিবিধি কোচ্চেন। বিবাহের সম্বন্ধটা যে ভেঙে যাবে, ঘুণাক্ষরেও কেহই সে কথার কিছুমাত্র উপলব্ধি কোত্তে পাচ্চেন না। মহাজনেরাও সন্তুষ্টচিত্তে বিবাহকাল প্রতীক্ষা কোচ্চেন। আমার এদিকে ইচ্ছা আর একবার চার্ল্‌টন গ্রামে যাওয়া।—আর একবার কুমারী এদিথার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। "আমারে দেখ্‌লে দুঃখিনীর দুঃখ আরও প্রবল হবে, সেই ভয়ে এক একবার বিরত হই;" আবার সেই আশা—সেই ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠে। যুবা রাবণহিল রাজধানীতে নূতন কন্যা অনুসন্ধানে কতদূর কৃতকার্য্য হোলেন, সে সংবাদ কিছুই জান্‌তে পাচ্চি না। জান্‌বার জন্য আগ্রহ বিস্তর, কিন্তু উপায় নাই। আমার বন্ধু ভৃত্য লিণ্টন আপন মনিবের সঙ্গে লণ্ডনে। কাঁর কাছে আমি আর সে সকল তত্ত্ব পাব? সময় ক্রমশই অগ্রসর হোতে লাগ্‌লো।

জুনমাস উপস্থিত। একদিন বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে একাকী আমি বেড়াতে বেরিয়েছি,—নদীতীরেই ভ্রমণ কোচ্চি, হঠাৎ জনকতক মানুষের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলেম। দূরে যেন অনেক লোক খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কোচ্চে।—বেশী দূর নয়, আমি যেখানে বেড়াচ্ছিলেম, তার অল্পদূরেই সেই সকল উত্তেজিত কণ্ঠধ্বনি! যেখানে আমি ছিলেম, সেখানে সারি সারি অনেক গাছ। গাছেরা অনেক দিনের প্রাচীন। বড় বড় গাছের বড় বড় শাখা নদীর জলের উপর ঝুঁকে পোড়েছে! স্থানটী অতি সুশীতল! সুশীতল বটে, কিন্তু দিনমানেও অন্ধকার! নীচে জল চক্‌মক্ কোচ্চে, উপরে অনন্ত নীলবর্ণ আকাশ! গাছেরা যেন শাখাপ্রশাখা বাহু উত্তোলন কোরে আকাশ পরিমাণ কোত্তে যাচ্চে। আমি সেই নদীতীরে বৃক্ষতলে একাকী!—গাছের আবরণে আমি লুক্কায়িত। ক্রমশই সেই সকল কণ্ঠস্বর আকস্মিক রোদনে পরিণত হলো! আমি অনুমান কোল্লেম, কোথায় যেন কি একটা অমঙ্গল ঘটনা হয়েছে। আকস্মিক ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ কোরে আমার ভয় হলো। গাছের আড়ালে আড়ালে খানিকদূর অগ্রসর হয়ে আমি উঁকি মেরে দেখ্‌লেম। যা দেখ্‌লেম, শীঘ্র ভোল্‌বার নয়। জন পাঁচছয় কৃষক নদীর জল থেকে একটা মৃতদেহ টানাটানি কোরে উপরে তুল্‌ছে! নদীর সে স্থানটা অত্যন্ত গভীর। সেই গভীরতার সঙ্গে অত্যন্ত খরতর স্রোতোবেগ। উন্মনা হয়ে আমি নিকটে ছুটে গেলেম। দেখি, সেই মৃতদেহ একটী যুবা কৃষকপুত্রের। তারে আমি চিন্‌তেম। রাবণহিল উদ্যানের নিকট দিয়ে সর্ব্বদাই সে যাওয়া আসা কোত্তো। তার নাম বেঞ্জামিন কাউপার। চার্ল্‌টন গ্রামেই তাদের নিবাস। কাউপারের বৃদ্ধ মাতাপিতা আছে। পিতার বয়ঃক্রম চোষট্টি বৎসর। সেই বৃদ্ধও ঐ সকল লোকের সঙ্গে নদীতীরে উপস্থিত। দেহটী যখন উপরে টেনে তুল্‌লে, সেই বৃদ্ধ তখন সেই শবের বুকের উপর আছাড় খেয়ে পোড়ে অনবরত চক্ষের জলে ভাস্‌তে লাগ্‌লো! দেখ্‌লেই বুক

ফেটে যায়! আমার চক্ষে হুহু কোরে জল পোড়্তে লাগ্লো! ক্ষণকাল যেন চক্ষের জলে অন্ধ হয়ে গেলেম। মৃতদেহ পরিচ্ছদে আবৃত। তাই দেখে আমি মনে কোল্লেম, দৈবাৎ পোড়ে গিয়েছিল, সাঁতার দিতে পারে নাই, ডুবে গেছে। তা যদি না হয়, কোনপ্রকার মনের দুঃখে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা কোরেছে! শেষে জান্লেম, তা নয়,—আত্মহত্যা নয়,—আত্মহত্যার কোন কারণই ছিল না। গ্রামের অর্দ্ধমাইল দূরে মৃত দেহ পাওয়া যায়। যে সকল লোক সেই শবদেহ তুলেছিল, তাদের এক জনের মুখে ঐ দুর্ঘটনার অনেক কথা আমি জান্তে পাল্লেম।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে কাউপার ঘরে যায় নাই। সমস্তদিন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করে, ঠিক সন্ধ্যাকালেই ঘরে যায়। একদিনও অনিয়ম হয় না, কিন্তু পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ অনুপস্থিত। ক্যাথারিণ এলেন নামে একটী যুবতী কুমারীর সঙ্গে কাউপারের বিবাহসম্বন্ধ হয়। পূর্ব্বরাত্রে উভয়ে একসঙ্গে বেড়াতে যাবার কথা। ক্যাথারিণ সেই অনুরোধে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাউপারের কুটীরে এসে অপেক্ষা কোচ্ছিল। কাউপার এলো না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল,—এলো না।—রাত্রি হলো, তথাপি ফিরে এলো না। সকলেই উদ্বিগ্ন হোলেন। গ্রামের মদের দোকানে অনুসন্ধান করা হলো,—কাউপার প্রায়ই মদের দোকানে যায় না, তথাপিও অন্বেষণ করা হলো, সেখানে নাই।—যায়ও নাই। প্রতিবাসীদের বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করা হলো, কোথাও পাওয়া গেল না! গ্রামের ধর্ম্মশীল পাদরী রেভারেণ্ড হাউয়ার্ড এই সংবাদ পেলেন। তিনিও দয়াবশে গ্রাম্য লোকেদের সঙ্গে নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে অন্বেষণে বেরুলেন। মনে কোল্লেন, হয় ত মাঠের মাঝখানে কোনপ্রকার ভয় পেয়ে মূর্চ্ছা গিয়ে থাক্‌বে। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে অন্বেষণ করা হলো, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অন্বেষণ হলো, সমস্তই বিফল! মাতাপিতার দুর্ভাবনা বাড়তে লাগ্লো, ক্যাথারিণও মহা উদ্বিগ্ন! সমস্ত রাত্রি গেল, কোথাও কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রাতঃকালে নূতন অনুসন্ধান। গ্রাম্যলোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছোড়িয়ে পোড়্লো। কাউপারের বৃদ্ধ পিতাও একদলের মধ্যে একজন। যে দল নদীতীর দিয়ে খুঁজে খুঁজে যাচ্ছিল, সেই দলের সঙ্গেই অভাগার পিতা ছিল। পূর্ব্বেই একথা বলা হয়েছে। নদীতীরেই মৃতদেহ পাওয়া যায়। যে সময়টীতে মৃতদেহ টেনে তোলে, ঠিক সেই সময়েই সেই ভয়ঙ্কর স্থলে আমি উপস্থিত হই।

পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ কৃষকের মর্ম্মান্তিক বেদনার কথা কখনই আমি ভুল্‌তে পার্‌বো না। বৃদ্ধের সে সময়ের শোকার্ত্তনাদ শ্রবণ কোরে নিতান্ত পাষাণহৃদয়ও দ্রব হয়েছিল! তার উপর আবার নূতন শোকাবহ দৃশ্য! দুটী স্ত্রীলোক এসে উপস্থিত। দূর থেকে সেই শোকাবহ দৃশ্য দর্শন কোরে তারা যেন উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে সেই স্থানে এসে পোড়্লো। স্ত্রীলোকদুটীর মধ্যে একজন সেই হতভাগ্য কাউপারের গর্ভধারিণী জননী, দ্বিতীয়াটী সম্বন্ধবদ্ধ বাগদত্তা ক্যাথারিণ। ক্যাথারিণ সুন্দরী।

অষ্টাদশবর্ষীয় যুবতী। ক্রমে ক্রমে আমি শুন্‌লেম, গ্রামের মধ্যে ক্যাথারিণের তুল্য সুশীলা কুমারী আর কেহই ছিল না।—সর্ব্বদাই হাস্যমুখী, সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, চরিত্রও নির্ম্মল। মাতাপিতা নাই, এক বৃদ্ধা পিসীর কাছে প্রতিপালিতা। পিসীর একখানি ক্ষুদ্র দোকান আছে, ক্যাথারিণ সাধ্যমত যত্নে সেই দোকানের আর ঘরসংসারের কতক কতক কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ কোরে বৃদ্ধা পিসীর অনেক সাহায্য করে।

কাউপারের জননী আর কুমারী ক্যাথারিণ উভয়েই মৃতদেহের বুকের উপর পোড়ে কতই আর্ত্তনাদ কোল্লে, কতই চক্ষের জল পরিবর্ষণ কোল্লে, সে দুঃখের কথা বর্ণন করা যায় না। আবার আমার চক্ষে দর দর ধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো! কেবল আমার নয়, সে সময় সে ক্ষেত্রে জনপ্রাণীর চক্ষেরও পাতা নির্জ্জল দেখা গেল না। অভাগিনী ক্যাথারিণের বিলাপোক্তি শ্রবণ কোরে অকস্মাৎ আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হলো!

ক্যাথারিণ কেঁদে কেঁদে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ! আমিই এই সর্ব্বনাশের মূল! আমিই অপরাধিনী!—আমার দোষেই বিধাতা আমারে এইরূপ নির্ঘাত দণ্ডপ্রদান কোল্লেন! হায় হায়! আমার পাপেই এই সর্ব্বনাশ ঘোট্‌লো! ভবিষ্যতে কি আছে, হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হয়ে সেইটী পরীক্ষা কর্‌বার জন্যই আমি ছুটে বেরিয়েছিলেম! আমিই দোষী!—আমিই পাপী!—আমার পাপেই এই সর্ব্বনাশ! আমারে দণ্ড দিবার জন্যই পরমেশ্বরের এই নিদারুণ ক্রোধ!—আমার পাপেই এই নিষ্কলঙ্ক যুবার বিখোরে প্রাণনাশ! আমি অভাগিনী!—অত্যন্ত অভাগিনী!"

গ্রাম্যলোকেরা অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে সেই শোকাতুরা কুমারীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন কোরে যথাসাধ্য প্রবোধবচনে সান্ত্বনা কর্‌বার চেষ্টা পেতে লাগ্‌লো! কিছুতেই কিছু ফল হলো না। দুঃখে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণপ্রায় হোতে লাগ্‌লো। এই সময় আমি একটী আশ্চর্য্য দেখ্‌লেম্। ক্যাথারিণের কাতরোক্তিতে আমার হৃদয় যেমন ব্যথিত হয়েছিল, অন্য কোন লোকের বদনে সেপ্রকার কাতরতার কোন চিহ্নই দেখ্‌লেম না। তারা কেবল গভীর বিষণ্ণবদনে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি কোত্তে লাগ্‌লো। নীরবে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়্‌তে লাগ্‌লো। ভাব দেখে আমি অনুমান কোল্লেম, তারাও যেন ক্যাথারিণের আক্ষেপবাক্যে পদে পদে সায় দিয়ে গেল।

কাউপারের হতভাগিনী জননী চক্ষের জলে ভেসে পদে পদে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "হায় হায়! কাতি! হায় হায় হায়! কি কার্য্যই তুমি কোরেছিলে! ওঃ! সাংঘাতিক দক্ষিণায়ন! আমার ছেলেটী গেল! হায় হায় হায়! প্রাণপাখী উড়ে গেছে! কাতি! বৃথা তোমারে তিরস্কার করি! প্রাণের সঙ্গে তুমি আমার কাউপারকে ভালবাস্‌তে! তা আমরা—"

এইখানে অভাগিনীর স্বরস্তম্ভ হলো। নিশ্বাসে নিশ্বাসে—মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাসে কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, আর একটী বাক্যও উচ্চারণ হলো না। মাতা, পিতা,

ক্যাথারিণ, তিন জনেই নীরব!—অবসন্নভাবে নীরব! তিনজনের নেত্রজলে তিন জনেই অভিষিক্ত!—তিন জনের শরীরেই ঘন ঘন কম্প! তিন জনের মুখেই অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ! ক্ষণকাল এইরূপ নির্ব্বাক্ শোকাভিনয়ের পর লোকেরা ধীরে ধীরে শবদেহের উপর থেকে তাদের তিনজনকে সোরিয়ে আন্‌লে। একজন তাড়াতাড়ি শবের মুখের উপর একখানা কাপড় ফেলে দিলে। পরক্ষণেই শবদেহ বহন কোরে সকলেই গ্রামের দিকে যেতে লাগ্‌লো। আমি আর সে দৃশ্য দেখ্‌তে পাল্লেম না। যা কিছু দেখ্‌লেম। অনেকদিনেও সে শোকাবহ দৃশ্য ভুল্‌তে পাব্‌ব না।—দুঃখের ভারে অবসন্ন হয়ে আমি ফিরে চোল্লেম। যে পথ দিয়ে শীঘ্র শীঘ্র প্রাসাদে যাওয়া যায়, সেই পথটাই ধোল্লেম। নদীর ধারে আর গেলেম না। কেমন একটা ভয় হোতে লাগ্‌লো। পূর্ব্বেই বোলেছি, নদীর সেস্থানটায় স্রোত বেশী, জল বেশী।—জলের দিকে চাইতেই যেন কেমন একরকম ভয় আস্‌তে লাগ্‌লো। সেদিকে আর গেলেম না,—যেতে পাল্লেমই না। অন্য পথ ধোল্লেম।

সোজা পথ ধোরেই ফিরে চোল্লেম। তথাপি পাল্লেম না! পা যেন ভেঙে ভেঙে পোড়্‌তে লাগ্‌লো। চোল্‌তে পাল্লেম না।—পথের মাঝে একটা আলের উপর বোসে পোড়্‌লেম। কতপ্রকার দুর্ভাবনাই যে তখন আমার বুকের ভিতর যাওয়া আসা কোত্তে লাগ্‌লো, এখন আর সে সব কথা মুখেও প্রকাশ করা যায় না। কোথা দিয়ে সময় চোলে গেল, অনুভব কোত্তেই পাল্লেম না। বোধ হলো যেন, এক ঘণ্টাই বোসে আছি। দাঁড়াতেও পাচ্চি না, চোল্‌তেও পাচ্চি না। বোসে বোসেই যেন কতরকম স্বপ্ন দেখ্‌ছি। হঠাৎ মানুষের পদশব্দে স্বপ্নটা যেন ভেঙে গেল। চঞ্চল হয়ে আমি দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেম। নিকটেই দেখি, একজন মানুষ। একটু পূর্ব্বে যারা যারা শবদেহ বহন কোরে নিয়ে গেল, সে মানুষটী তাদেরই মধ্যে একজন।

লোকটী আমার দিকেই আস্‌তে লাগ্‌লো। আমি তারে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। লোকটী নিতান্ত বিমর্ষবদনে আপনা আপনিই বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ভারী দুঃখের বিষয়! ভারী দুঃখের বিষয়! গ্রামটাশুদ্ধ সকলেই কাউপারের শোকে শোকাকুল! আমি আর তা দেখ্‌তে পাল্লেম না! তত শোকদুঃখের বেগ আমার প্রাণে সহ্য হলো না! পালিয়ে এলেম! হায় হায়! ক্যাথারিণ তেমন কর্ম্ম কেন কোরেছিল? হায় হায়! আমরা ক্যাথারিণকে তেমন আমোদিনী দেখ্‌তে পাব না। ক্যাথারিণও হয় ত বাঁচ্‌বে না! এখনি যদি—এখনি শীঘ্র শীঘ্র যদি না মরে,—ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদে ক্রমে ক্রমেই প্রাণ হারাবে!"

আমিও সজোরে এক নিশ্বাস ফেলে বোলে উঠ্‌লেম, "যথার্থই ভারী দুঃখের বিষয়!"—বোলেই একটু থাম্‌লেম। মনে কোল্লেম, ঘটনা যেরূপ শোকাবহ, যেরূপ কষ্টকর, কেবল কৌতূহল চরিতার্থ কর্‌বার অভিলাষে সে ঘটনায় অনর্থক কথা বাড়ানো আরও যেন অধিক কষ্টকর বোধ হলো। কিয়ৎক্ষণ চুপ্ কোরে থেকে সংক্ষেপে

আমি সেই লোকটীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ও সব কথার মানে কি? ক্যাথারিণ যে রকমে আপনাকে আপনি তিরস্কার কোল্লে, তুমিও এইমাত্র বোল্লে, "ক্যাথারিণ তেমন কর্ম্ম কেন কোরেছিল? এসব কথার মানে কি?"

লোকটী একটী নিশ্বাস ফেলে বোল্লে, "উঃ! সেটাও বড় দুঃখের কাহিনী! তা আচ্ছা, যখন শুনতে চাচ্ছ, অবশ্যই শুনতে পাবে।—বোল্‌ছি, শোন!"

সেই কৃষকটী একখানি পাথরের উপর বোস্‌লো। আমিও আবার পূর্ব্বস্থানে বোস্‌লেম। কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা কোরে সেই লোকটী ধীরে ধীরে আরম্ভ কোল্লে;—

"গত বৎসর দক্ষিণায়নের দিন কাউপারের কুটীরে একটী উৎসব হয়। কারণ সেই দিন বৃদ্ধ কাউপারের চৌষট্টি বার্ষিক জন্মোৎসব। আমাদের গ্রাম্য পাদরী—রেবারেণ্ড হাউয়ার্ড—জান তুমি,—সেই দয়ালু পাদরী সাহেব আমোদপ্রমোদে অনুমতি দেন। উৎসবস্থলে ক্যাথারিণও উপস্থিত ছিল। ক্যাথারিণের যেমন প্রকৃতি, সর্ব্বক্ষণ হাস্য-বদন, নির্দ্দোষ আমোদে সর্ব্বক্ষণ কৌতুকবতী, সেই প্রকৃতির পরিচালনে ক্যাথারিণ আমাদের সকলকেই বেশ প্রমোদিত কোরে তুলেছিল। আমরা সেখানে বেশী লোক ছিলেম না। বড় জোর দশবারোজনের বেশী নয়। ভোজনের আয়োজনও সুন্দর হয়েছিল। ঘন ঘন মদিরাপাত্রের পরিভ্রমণ চোলেছিল।—আমোদের রাত্রি কি না. কিছুতেই আমাদের কোন রকম অসুখ হয় নাই। প্রমোদের সময় মদিরা আমাদের প্রমোদ-বন্ধুই হয়েছিল,—আমোদের জমাট বেঁধে গিয়েছিল। পাঁচজনে একত্র বোস্‌লেই, রাত্রি অধিক হয়ে যায়, তাতে আবার উৎসবের রাত্রি,—আমোদের রাত্রি, কথায় কথায় এগারোটা বেজে গেল। যেরূপ কথাবার্ত্তা চোল্‌ছিল, সেটা উল্‌টে গেল। কেমন কোরে উল্‌টে গেল, কে সেই নূতন কথার গোড়াপত্তন কোল্লে, তা আমি জানি না, কিম্বা মনে হয় না, কিন্তু উল্‌টে গেল।—ভূতপ্রেতের কথা এসে পোড়্‌লো। আমার বেশ স্মরণ আছে, রাত্রি এগারোটার পর আমাদের গল্পের শাখাপ্রশাখাই ভূতপ্রেত। পরীদের কথা,—প্রেতের কথা,—ভূতের অবয়বের ছায়ার কথা,—ভূতের মুখে দৈববাণীর কথা,—আরও স্থানবিশেষে ছোট ছোট ভূতযোনি গতিবিধি করে, এক এক জনের মুখে সে সকল কথাও বর্ণিত হোতে লাগ্‌লো। দলের মধ্যে কতকলোক সে সব কথায় বিশ্বাস কোরে ভয় পেতে লাগ্‌লো, কতকলোক উপহাসে উড়িয়ে দিতে লাগ্‌লো। বেঞ্জামিন্ কাউপার উপহাসের দলেই প্রধান গণনীয়। ক্যাথারিণ বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মেয়ে। ভূতের গল্পে মূলেই ক্যাথারিণের বিশ্বাস ছিল না। আমাদের মধ্যে যতগুলি লোক ভূতের কথার বিপক্ষ, সকলের মধ্যেই দেখ্‌লেম, ক্যাথারিণ প্রধান। ভূতের বিপক্ষে ক্যাথারিণ যত কথা বোলেছিল, যুক্তিযুক্ত তত কথা আর কেহই বলে নাই। কথা শুনে ক্যাথারিণ ত একেবারে হেসেই চলাচল। হেসে হেসে গম্ভীর-ভাব ধারণ কোরে ক্যাথারিণ অবশেষে বোল্লে, 'কখনই আমি ভূতের ভয় রাখি না, রাখ্‌বোও না কখনো!'

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No 115/1 GREY STREET, CALCUTTA.

"যুবা কাউপার ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি কোল্লে। আমাদের মধ্যে সকলেই ঐ কথায় নানাপ্রকার বাদানুবাদ আরম্ভ কোরে দিলে। কথাটা ক্রমশঃ পাকাপাকি হয়ে খুব বেড়ে বেড়েই উঠ্‌লো। কিন্তু কোনপ্রকার বিবাদের সূত্র উপস্থিত হলো না। আমোদের উপরেই সব কথা চোলেছে। ক্যাথারিণ যেখানে থাকে, সেখানে খুসীর কথা এত পড়ে যে, কোন লোকের রাগারাগি কর্‌বার অবকাশ হয় না। ক্রমশই ভূত, ভূতের ছায়া, ভূতের কথা, সকলের মুখেই প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো। কত রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ভূতের গল্পই আলোচনা হয়ে গেল। সকলেই ভূতের গল্প বলে। ভূতেরা কি করে, কোথায় কোথায় বেড়ায়, কোথায় কোথায় কিপ্রকার প্রত্যাদেশ দেয়, সেই সব কথাই অনেকের মুখে। কাউপার আর ক্যাথারিণ কিছুতেই বিশ্বাস কোল্লে না। তারা উভয়েই একবাক্যে বোল্লে, 'ওটা কেবল মানুষের ভ্রান্তি অথবা মানুষের মানসিক কল্পনা!'—সে কথা নিয়েও অনেকপ্রকার তর্কবিতর্ক চোল্লো।—সমস্তই কিন্তু বন্ধুভাবে তর্কবিতর্ক। একজন বোলে উঠ্‌লো, 'আমাকে যদি কেহ ব্রহ্মাণ্ডের রাজা করে, তা হোলেও আমি দুই প্রহর রাত্রে কদাচ গোরস্থানের পথে বেড়াতে যাই না!' সেই লোকের কথা সমাপ্ত হোতে না হোতে ক্যাথারিণ বোলে উঠ্‌লো, 'আমি কিন্তু দুইপ্রহর রাত্রে গোরস্থানে বেড়াতে যেতে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না,—কিছুমাত্র শঙ্কাও রাখি না!—বৃথা গর্ব্ব কোচ্চি না,—সাহস কোরেই বোল্‌ছি, মনের সাহসেই আমি গর্ব্ব কোরে বোল্‌ছি, পারি তা!'

"দলের মধ্যে একজন হঠাৎ বোলে উঠ্‌লো, 'আজ দক্ষিণায়নপর্ব্ব,—দক্ষিণায়ন রজনী। এ রাত্রে একটা চমৎকার ব্যাপার ঘটে! এই দক্ষিণায়ন রজনীতে গির্জাঘরে ভূত খেলা করে!—জানালার ধারে ধারে ভূত বেড়ায়!—কথাপ্রসঙ্গে সেই কথাটাই আমার মনে পোড়্‌লো। গির্জ্জাঘরের সংলগ্ন যে সকল গোরস্থান, সেই সকল স্থলেই বেশী ভয়! দক্ষিণায়নের দিন নিশীথ সময়ে যদি কোন লোক গির্জ্জাঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখে, তা হোলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক নিদর্শন দেখ্‌তে পায়। সম্বৎসরের মধ্যে যে সব লোকের মৃত্যু হবে,—পরিচিতলোক অবশ্য,—দক্ষিণায়নের দিন থেকে আগামী দক্ষিণায়ন পর্য্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে যে সকল লোকের মৃত্যু নিশ্চয়, দক্ষিণায়-নের নিশা দুই প্রহরে গির্জ্জার মধ্যে সেই সকল লোকের অদ্ভুত মূর্ত্তি নয়নগোচর হয়! গির্জ্জার ভিতর সেই সকল লোক ধীরি ধীরি পাইচারি কোরে বেড়ায়!'—ডিবন্‌শায়ার-প্রদেশে অনেকেরই এইরূপ সংস্কার। আরও আমি জানি, ইংলণ্ডের আরও অনেক স্থলের লোকেও এই রকম বিশ্বাস করে, কিন্তু আমাদের ক্যাথারিণ আর কাউপার নানা-প্রকার যুক্তিগর্ভ তর্কে ঐ সকল কথা খণ্ডন কর্‌বার চেষ্টা পেলে, কিন্তু দলের মধ্যে অনেক লোকেই ভূতপ্রেত মানে, ভূতের নামে ভয় পায়, ভূতের গল্পে বিশ্বাস রাখে। কথার খণ্ডনে তাদৃশ কোন ফল হলো না। অবশেষে ক্যাথারিণ প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্লে, 'আমি যাব! তোমরা সব জানালা দিয়ে দেখ, ঠিক যে সময় বারোটা বাজবে,

ঠিক সেই সময়ে একাকিনী আমি গির্জ্জাঘরে যাব। দেখাবো, ভূতের ভয় সম্পূর্ণ অমূলক!—এখনই আমি যাব!'

আমরা সকলেই মহাকৌতুকী হয়ে উঠ্‌লেম। ক্যাথারিণ প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হলো। ঘর থেকে বাহির হবার পূর্ব্বে ক্যাথারিণ আমাদের সকলের দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে 'যদি ইচ্ছা হয়, তোমরা বরং দু-তিন জন আমার সঙ্গে এসো! তফাতে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে, যা আমি বোল্লেম, তা আমি সাধন কোত্তে পারি কি না। তফাতে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে, দুই প্রহর রাত্রে গোরস্থানে যেতে আমি ভয় পাই কি না।'

আমরা জান্‌তেম, ক্যাথারিণ মিথ্যাকথা বলে না। যা বলে, তাই করে। সুতরাং আমাদের কাহারও সঙ্গে যাবার প্রয়োজন হলো না, ইচ্ছাই হলো না। সকলেই আমরা কুটীরের মধ্যে বোসে থাক্‌লেম। ক্যাথারিণ বেরুলো।"

গল্পকর্ত্তা এইখানে একটু থাম্‌লো। আমারও কৌতূহল প্রবল হলো। গল্পটী শোন্‌বার জন্য ক্রমশই আমার আগ্রহ বাড়্‌তে লাগ্‌লো। আরও গম্ভীরভাব ধারণ কোরে বর্ণনাকর্ত্তা আবার বর্ণনা আরম্ভ কোল্লে;—

"ক্যাথারিণ বেরুলো।—ক্যাথারিন চোল্লো। দিব্য পরিষ্কার রাত্রি। চমৎকার পরিষ্কার জোৎস্না। আকাশ পরিষ্কার। চন্দ্রনক্ষত্র নির্ম্মল গগনে নির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকাশ কোচ্চে,—পৃথিবী কৌমুদীময়ী। সে আলোতে পুস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরও অক্লেশে পাঠ করা যায়।—ক্যাথারিণ চোল্লো। কুটীরের গবাক্ষ থেকে সেই পুরাতন গির্জ্জার চূড়া বেশ স্পষ্ট দেখা যায়; কিন্তু গোরস্থানের প্রাচীর চারিদিকেই উচ্চ উচ্চ। ক্যাথারিণ যখন গোরস্থানে প্রবেশ কোল্লে, তখন আর আমরা তারে দেখ্‌তে পেলেম না। কোন্ দিকে গেল, নির্ণয় কোত্তেই পাল্লেম না।

"ক্যাথারিণও বেরুলো, আমাদেরও কথাবার্ত্তা থাম্‌লো। অনেকেই বিবেচনা কোত্তে লাগ্‌লো, ক্যাথারিণ হয় ত কোন বিপদে পোড়্‌বে। কাউপারের কিন্তু সে বিশ্বাস না। কাউপার বরং ক্যাথারিণের সাহসে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কোত্তে লাগ্‌লো। কাউপারের মাতাপিতা উৎকণ্ঠিত হোলেন। আমি জানি,—আমিও তখন উদ্বিগ্ন হয়েছিলেম। কেননা, সে বিশ্বাস আমারও।

"ক্যাথারিণের কুটীর পরিত্যাগের পর—দশমিনিট পরে গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং শব্দে রাত্রি দুই প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হলো। আমরা নিস্তব্ধ হয়ে বোসে আছি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ পরস্পর মুখ চাওয়াচাউই কোচ্চে। তাদের মুখের ভাব দেখে আমি বিবেচনা কোল্লেম, সকলেই যেন ভয়াকুল,—সকলেই সংশয়াকুল!

"আরও দশ মিনিট অতীত। গবাক্ষ দিয়ে আমরা দেখ্‌তে পেলেম, ক্যাথারিণ ফিরে আস্‌চে। কাউপার আর আমি উভয়েই একদৃষ্টে চেয়ে আছি। ক্যাথারিণ ফিরে আস্‌চে।—গোরস্থান থেকে বেরিয়েছে।—গতি মন্থর। কেন মন্থর, বুঝ্‌লেম না। ক্যাথারিণ সর্ব্বদাই থরথর চলে, তখন যেন অতি ধীরে ধীরে পদক্ষেপ

কোচ্চে। যখন গবাক্ষের কাছে এসে পৌঁছিল, তখন আমি দেখ্‌লেম, সেই প্রফুল্ল মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ, মুখচক্ষু যেন চিন্তাকুল।—চেষ্টা কোচ্চে গোপন কোত্তে, কিন্তু পাচ্চে না। যখন ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে, তখন সকলের চক্ষুই এককালে তার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হলো। মুখ পাণ্ডুবর্ণ! প্রবেশ কোরেই ক্যাথারিণ যেন কিছু আকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেহ কি তোমরা আমার সঙ্গে কোন চাতুরী খেলেছ? আমি যখন ঘরে ছিলেম না, তখন কি ঘর থেকে কেহ বেরিয়ে গিয়েছিল?"—কথার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথারিণের কণ্ঠস্বর যেন একটু একটু কাঁপ্‌লো। প্রশ্ন শুনেই সকলে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠ্‌লো।—কাউপারের পর্য্যন্ত সন্দেহ হলো। সকলেই আমরা অনুমান কোল্লেম, সত্য সত্যই হয় ত কি একটা কাণ্ড ঘোটে থাক্‌বে!

"বৃদ্ধ কাউপার স্পষ্টাক্ষরে উত্তর কোল্লেন, 'কেহই না। যতক্ষণ তুমি অনুপস্থিত ছিলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই এ ঘর ছেড়ে কোথাও যায় নাই।'—সে কথাতেও যেন সুশীলা ক্যাথারিণের প্রত্যয় জন্মাল না; সতৃষ্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কাউপারের মুখপানে চাইলে। কাউপারও পিতৃবাক্যের প্রতিধ্বনি কোরে ক্যাথারিণের দৃষ্টিপাতের সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান কোল্লে। সকলেই নীরব!

"ক্যাথারিণ আর মনোবেগ সম্বরণ কোত্তে পাল্লে না। বিষণ্ণবদনে একখানা চেয়ারের উপর বোসে পোড়্‌লো। ঝর ঝর কোরে দুটী চক্ষে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো!

"সকলেই আমরা কাতর হোলেম। সকলেরই বিস্ময় বোধ হতে লাগ্‌লো। কাউপার আপনাকে আপনি তিরস্কার কোত্তে লাগ্‌লো। উদ্বিগ্ন হয়ে বোল্লে, 'ভাল হয় নাই, ক্যাথারিণকে গির্জ্জায় যেতে ছেড়ে দেওয়া ভাল কর্ম্ম হয় নাই!" অনেকপ্রকার প্রবোধ দিয়ে ক্যাথারিণকে নিজে যে সকল যুক্তি দেখিয়ে ভূতের ভয় উড়িয়ে দিবার তর্ক তুলেছিল, সে সকল কথা পুনর্ব্বার তুলেই কাউপার তারে বারম্বার বোল্‌তে লাগ্‌লে, 'মিথ্যাকথা! —ভয় কি? অমন কোচ্চো কেন? ওটা হয় ত আতঙ্ক! ওটা হয় ত তোমার মনের কল্পনামাত্র!—ভ্রান্তিমাত্র!'

"হঠাৎ আবার ভাবান্তর! হঠাৎ নেত্রজল মার্জ্জন কোরে ক্যাথারিণ একটু শান্ত হয়ে বোস্‌লো। অনেকক্ষণ পরে যথার্থ কারণ প্রকাশ পেলে। কেন হঠাৎ তেমন ভাব হয়েছিল, অনেকক্ষণ পরে ক্যাথারিণ নিজমুখে সে সব কথা প্রকাশ কোরে বোল্লে,—অতি সংক্ষেপেই বোল্লে। সে কথার ভাবার্থ এইটুকু:—

'যখন আমি গির্জ্জার গবাক্ষে উঁকি মেরে দেখি, তখন দেখ্‌লেম,—একজন মানুষ গির্জ্জার মধ্যে গবাক্ষের ধার দিয়ে চোলে যাচ্ছে। মুখখানি আমি দেখ্‌তে পেলেম না, চিন্‌তেও পাল্লেম না।'

আরো কিছু বেশী কথা শোন্‌বার জন্য কেহই আগ্রহ প্রকাশ কোল্লে না,—কিন্তু আমরা সকলেই বুঝ্‌তে পাল্লেম, সব কথা বলা হলো না। যা কিছু বোল্‌তে বাকী থাক্‌লো, সেটুকু বুঝ্‌তেও আমাদের বাকী থাক্‌লো না। রাত্রি অনেক

হয়ে গেল, সকলেই ক্ষুণ্ণমনে বিমর্ষবদনে আপন আপন ঘরে চোলে গেল।—ক্যাথারিণের ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমিও ঘরে গেলেম।

"এই ঘটনার পর ক্যাথারিণ আর একদিনও প্রফুল্ল নয়। কয়েক সপ্তাহ গেল, ক্যাথারিণ সর্ব্বদাই অপ্রফুল্ল। আমি বিবেচনা কোল্লেম, ক্যাথারিণের আনন্দ হয় ত আর ফিরে আস্‌বে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখ্‌লেম, সে ভাবটা সেরে গেল। আবার ক্যাথারিণ হাসে খেলে—আবার কথা কয়,—বেশ আমোদ আহ্লাদে থাকে, কেবল এক একবার যেন কি ভাবে।—সেটা সকলে লক্ষ্য করে না। গ্রামে দিনকতক সেই কথা নিয়ে বিস্তর আন্দোলন চোলেছিল সে ভাবটাও থেমে গেল। একদিন,—সেটা প্রায় তিন মাসের কথা হবে,—একদিন আমি আর কাউপার একটী ক্ষেত্রে কাজ কোত্তে যাই। কথায় কথায় সেই কথাটাই এসে পড়ে। কাউপার আমারে বলে, দক্ষিণায়নপর্ব্বের পাঁচ ছয় হপ্তা পরে ক্যাথারিণ তাকে সে রাত্রের সমস্ত কথাই খুলে বোলেছে। ক্যাথারিণ বোলেছে, মুখখানি সে চিন্‌তে পেরেছিল। গির্জ্জাঘরের মধ্যে জানালার ধারে যে আকৃতি চোলে গেল, তার মুখখানি ক্যাথারিণের ভাল চেনা। চোলে যাবার সময় ক্যাথারিণের দিকে মুখ তুলে চেয়েছিল। মুখ যেন মরা মানুষের মুখের মত ফ্যাঁসাটে! ওঃ! মুখখানি ঐ বেঞ্জামিন কাউপারের নিজের মুখ! ক্যাথারিণ যেদিন সমস্ত খোলসা কথা ভেঙে বলে, সেদিন আবার আপনা আপনিই প্রবোধ দিয়ে বোলেছিল, "সেটা কেবল শোনা কথার আতঙ্ক!—আতঙ্কের কল্পনামাত্র! ক্যাথারিণ আরও বোলেছিল, গোরস্থানের ভিতর দিয়ে যখন যায়, ঘড়ীতে যখন বারোটা বাজা শব্দ শোনে, তখন বেশ জ্যোৎস্না, কিন্তু গির্জ্জার দিকে যখন চেয়ে দেখে, তখন দেখেছিল কেমন এক রকম অন্ধকার! জ্যোৎস্নারাত্রে অন্ধকার দেখেই তার ভয় হয়! কখনই তার যে ভয় ছিল না,—একটু পূর্ব্বেও যে ভয় ছিল না, অন্ধকার দেখে সেই ভৌতিক ভয় তারে অভিভূত করে! তাতেই সে বিবেচনা কোরেছিল, যে মূর্ত্তিকে সে অহরহ অন্তরের মধ্যে ধ্যান করে, মনের নয়নে সর্ব্বক্ষণ যে মূর্ত্তিকে দর্শন করে, যার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই সে ব্যগ্র হয়ে থাকে, কল্পনার ছায়ায় গির্জ্জার ভিতর সেই মূর্ত্তি সে দেখেছে, সত্য সত্য কিছুই না!

"তিনমাস হলো, কাউপারের মুখে এই সব কথা আমি শুন্‌তে পাই। তখনও কাউপার আমারে বোলেছিল, তার নিজেরও সেইরূপ ধারণা। ক্যাথারিণ যা বোলেছে, তাই ঠিক! আতঙ্কের কল্পনা! না হয় ত কল্পনার আতঙ্ক! তদবধি আর কোন উচ্চবাচ্য ছিল না। কাউপারের ভূতের ভয় মনে মনেই বিলীন হয়েছিল। ক্যাথারিণও শান্ত হয়েছিল। কখনই উভয়ের ভূতের ভয় ছিল না,—কাজেই সব চুপ চাপ!

"আমি কিন্তু ক্যথারিণের কথায়—কাউপারের প্রবোধের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখি নাই। দেখিয়েছিলেম যেন মেনে নিলেম, কিন্তু মনের ভাব তা নয়। কাউপার আর ক্যাথারিণ উভয়েই আমার প্রিয়। তারা কোন রকমে ভয় পায়, কিন্তু

কোনরকমে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, কিম্বা কোন রকমে তাদের কোন অমঙ্গল ঘটে, সে ইচ্ছা আমার কখনই নয়, কিন্তু মনে মনে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। গতরাত্রে যখন শুন্‌লেম, কাউপার ঘরে আসে নি, খুঁজে খুঁজে কাউপারকে পাওয়া যাচ্চে না, তখনি আমি চোমকে উঠে মনে কোল্লেম, অমঙ্গল! ক্যাথারিণের বুঝি কপাল ভাঙ্‌লো! হতভাগিনী ক্যাথারিণ! সাংঘাতিক দক্ষিণায়নপর্ব্ব! সেই ঘটনাই বুঝি সত্য হয়ে দাঁড়ালো! হতভাগিনী ক্যাথারিণ! আহা! ক্যাথারিণ বাঁচ্‌বে না!"

সেই লোকটীর যখন এই পর্য্যন্ত কথা বলা সমাপ্ত হলো—এই পর্য্যন্ত বোলে লোকটী যখন একটু থামলো, আমি সেই সময় বোসে বোসেই যেন চিন্তাসাগরে ডুব দিলেম! আমি নিজে কখনো ভূতপ্রেতের ভয় রাখি না, ভূতের গল্পে বিশ্বাসও করি না। আমার শিক্ষাগুরু নেলসন শিশুকালে সর্ব্বদাই আমারে ভূতের অমূলকত্ব-বিষয়ে উপদেশ দিতেন। গুরুপত্নীও ভূতের কথায় উপহাস কোত্তেন। তাঁদের উপদেশে আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পেরেছি, ভূত কেবল কথামাত্র, বাস্তবিক ভূতের অস্তিত্ব থাকা একেবারেই মিথ্যা!—কিন্তু এটা কি? বিবি নেল্‌সন একটু কিছু অবসর পেলেই গম্ভীরভাবে আমারে বোল্‌তেন, "ভূতের আকৃতিও যেমন কেহ কখনো দেখে নাই, ভূতের কথাও তেমনি কেহ কখনো শুনে নাই। ভূতের গল্প অনেকের মুখেই শুনা যায়। একজন একটা কিছু আরম্ভ কোল্লে দশজনে অমনি খুব দম্ভ কোরে কোরে নানারকম ভয়ানক ভয়ানক ভূতের গল্প তোলে, কতরকম অলঙ্কার দেয়, কতরকমেই অজ্ঞান লোকের ভয় বাড়িয়ে দেয়, বাস্তবিক সে সকল কেবল গল্পই মাত্র!—কাণ্ডই মিথ্যা!"—আমিও তাঁদের সেই সকল কথায় বিশ্বাস কোত্তে শিখেছি। তবে এটা কি? মনে মনে নিশ্চয় অবধারণ কোল্লেম, ক্যাথারিণের উত্তেজিত মানসের আতঙ্কের কল্পনা! দ্বাদশ মাসের মধ্যে কাউপারের আকস্মিক মৃত্যুঘটনা! এটাতেও নানাপ্রকার অলঙ্কার দিয়ে আশুপ্রত্যয়ী লোকেরা আশুপ্রত্যয়ী লোকের হৃদয় আরও কাঁপিয়ে তুলেছে। আরও আমি বিবেচনা কোল্লেম, ক্যাথারিণ যদি সে রাত্রে গোরস্থানে নাও যেতো, কাউপারের মৃত্যু হতোই হতো।—যে রকম ঘটনাতেই হোক্, যে কোন কারণেই হোক্, অবশ্যই কাউপারের মৃত্যু ঘোট্‌তো। সে সকল ঐশ্বরিক ঘটনা! ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা যা হয়, মানুষে তার সকল বিষয়ের তর্কবিতর্কে স্থির মীমাংসা কিছুতেই কোত্তে পারে না। ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটী কথা আমার স্মরণ হলো। আগ্রহে আগ্রহে সেই লোকটীকে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কাউপার কিপ্রকারে জলে ডুবেছিল, সেটা কি কিছু অনুমান করা হয়েছে?"

লোক উত্তর কোল্লে, "হয়েছে। কাউপারের মাছধরা অভ্যাস ছিল। নিত্য নিত্য ইলিশমাছ ধর্‌বার জন্য নদীর জলে সূতাদড়ী ফেলে রাখ্‌তো। সেই অনুমানেই আমরা নদীতীরে অন্বেষণ কোত্তে আসি। আমরা মনে কোরেছিলেম, কল্য সন্ধ্যাকালে ঘরে আস্‌বার সময় কাউপার হয় ত মাছধরা সূতা ফেল্‌তে এসেছিল, পা ঠিক রাখ্‌তে

না পেরে জলে পোড়ে যায়। পা পিছ্‌লেই পোড়েছিল কিম্বা কোন কারণে মূর্চ্ছা গিয়ে পোড়েছিল, সেটী জান্‌বার উপায় নাই। কেই বা সে কথা বোল্‌বে? কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়! ভারী কষ্ট! ভারী কষ্ট!”

এই পর্য্যন্ত বর্ণনা সমাপ্ত কোরে কৃষকটী বিমর্ষবদনে ক্ষেত্রের দিকে চোলে গেল, আমিও যথাস্থানে ফিরে এলেম। সঙ্গী চাকরদের কাছে সমস্ত কথাই প্রকাশ কোরে বোল্লেম। গল্পপ্রিয় লোকজনের গল্পের আড়ম্বরে প্রচুর উপকরণ সংগৃহীত হলো। সকলের মুখেই ভূতের কথা,—সকলের মুখেই অদ্ভুত অদ্ভুত ভূতের গল্প!—কেবল সেই একদিন মাত্র নয়, ক্রমাগত কতকদিন ধোরেই নানা লোকের মুখে নানাপ্রকার ভয়ানক ভূতের ভয়ানক ভয়ানক গল্প চোল্‌তে লাগ্‌লো।

কাউপারের আকস্মিক মৃত্যুতে আমার মনে কেমন একটা অদ্ভুত সংস্কার বদ্ধমূল হলো। সর্ব্বক্ষণ আমি কেবল সেই কথাই চিন্তা করি। যতপ্রকার যুক্তিই আনি, সকল যুক্তিতেই মীমাংসা আসে, অজ্ঞ লোকের অন্ধ বিশ্বাস, ক্যাথারিণের মিথ্যা আতঙ্ক! সম্বৎসরের মধ্যে কাউপারের জলে ডুবে মরা, সেটাও একটা দুর্ঘটনামাত্র! মীমাংসা আসে, কিন্তু চিত্তস্থির হয় না। কেমন এক একটা এলোমেলো সন্দেহে মন সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকে।

লর্ড রাবণহিলের পুস্তকাগারের একটী আলমারি চাকরদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। যার যখন ইচ্ছা, সেই আলমারি থেকে পুস্তক লয়ে অবকাশকালে পাঠ কোত্তে পার্‌তো; কোত্তোও তা। আমি সেই আলমারি থেকে খুঁজে খুঁজে এক একখানি পুস্তক বাহির কোত্তে লাগ্‌লেম। যে সকল পুস্তকে ভূতের কথা দেখি, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সেই পুস্তক পাঠ করি। যতদূর পড়ি, ততই আরও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়,—এত ক্ষুধা বাড়ে যে, পুস্তকের সমগ্র সামগ্রীগুলি পেটুকের মত গ্রাস কোরে ফেলি! ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে—অনেকগুলি পুস্তকে ভূতের অস্তিত্বসম্বন্ধে যা যা আমি দেখ্‌লেম, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের মতের যেরূপ সামঞ্জস্য দেখ্‌লেম, তাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হোতে লাগ্‌লো। এমন সকল সত্য সত্য বর্ণনা আছে, পূর্ব্বে তা কখনো আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আক্ষেপ হোতে লাগ্‌লো, এমন চমৎকার চমৎকার পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর কখনই আমি পাঠ করি নাই। শুন্‌তেম, ভূত নাই, জান্‌তেম, ভূত নাই, বিশ্বাসে ভারী একটা গোল লেগে গেল। যতই পড়ি, ততই ক্ষুধা,—ততই পিপাসা,—ততই লালসা! ভূতের কথা যে সত্য, ঐ সকল পুস্তকে তার অনেক প্রমাণও দেখ্‌তে পেলেম। একখানি পুস্তকে দেখ্‌লেম, ভূতেরা দৈববাণী করে, জীবিত উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকারসম্বন্ধেও নূতন নূতন কথা প্রকাশ কোরে দেয়। মানুষে যেসকল কথা কিছুই জানে না, ভূতে সে সকল কথা স্পষ্ট স্পষ্ট বোলে দেয়।—ভূতের কথায় গুপ্ত উইল প্রকাশ হয়ে পড়ে;—ভূতের কথায় আদালতে মামলামকদ্দমা উপস্থিত হয়,—ভূতের কথাপ্রমাণে বিচারকেরাও ঠিক ঠিক সাক্ষীসাবুদ প্রাপ্ত হন;—ভূতের কথাপ্রমাণে

বিস্তর গোলমেলে মকদ্দমার ডিক্রীডিসমিশ্ হয়ে যায়,—যথার্থই সুবিচার হয়। এ সকল বড়ই আশ্চর্য্য! ভূতের সক্ষ্য যদি না থাক্তো, তা হোলে ঐ প্রকারের অনেক মকদ্দমা আদৌ আদালতে উপস্থিত হোতে পেতো না,—প্রমাণও হতো না। অনেক-স্থানে অনেকানেক যথার্থ বিষয়াধিকারী বিধিসিদ্ধ স্বত্বে চিরবঞ্চিত থাক্তো। ভূতের বাক্যপ্রমাণেই যথার্থ পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি বড়ই আশ্চর্য্য!

আরও এক কথা।—ভূতের কথায় যারা বিশ্বাস রাখে, তারা প্রায় সকলেই বলে, দিনের বেলা ভূত দেখা যায় না, ভূতের কথাও শুনা যায় না, এক জনের বেশী লোকেও এক সময়ে ভূত দেখ্তে পায় না, ভূতের কথাও শুন্তে পায় না। এটাও ভুল!—এটাও মিথ্যাকথা! যে সকল পুস্তক আমি পড়ি, তাতে যদি অখণ্ড বিশ্বাস রাখা যায়,তা হোলে ও সকল বিশ্বাসকে কিছুতেই বিশ্বাস করা য়েতে পারে না। কেননা, ঐ সকল পুস্তকের অনেক পুস্তকে আমি দেখেছি, দিনের বেলা বহুলোক একত্র হয়ে ভূতের কথা শুনেছে, ভূতের লেখা দেখেছে। বোল্তে কি, যখন যখন আমি ঐ সকল পুস্তক পাঠ করি, তখন যেন এক একবার অবসন্নশরীরে টোলে পড়ি,—চক্ষে যেন ধাঁদা লাগে,—মহাশ্চর্য্য জ্ঞান কোরে স্তম্ভিত হয়ে থাকি! সকল কথায় যদিও আপাতত সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হয়,—সকল প্রমাণে যদিও কিছু কিছু সন্দেহের লক্ষণ থাকে, কিন্তু কি প্রকারে যে এককালে অগ্রাহ্য করা যায়, সেইটীই সদা সর্ব্বদা চিন্তা করি, সেইটীই বড় শক্ত কথা!

ঐ সকল পুস্তক পাঠ কোত্তে কোত্তে আমি যে কেবল আতঙ্কেই টোলে পোড়েছি, কেবল তাও নয়, এক একবার যেন শরীরের সমস্ত বল হারিয়ে অবসন্ন হয়ে বোসে থাকি;—অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ি। রাত্রে যখন শয়ন করি, শীঘ্র ঘুম হয় না। আলোর কাছে কোন কিছু নূতন রকম শব্দ পেলেই চোম্‌কে উঠি,—চোম্‌কে চোম্‌কে চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখি,—মনে মনে একটা নূতন প্রকার ভয় আসে! মনে হয় যেন, সেই দিকে চোখ দেখ্‌লেই কোন একটা মূর্ত্তি নয়নগোচর হবে! নিদ্রার অভিলাষে যখন দীপ নির্ব্বাণ কোরে নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকি, নিদ্রা আসে না;—থেকে থেকে এক একবার অন্ধকারেই চেয়ে চেয়ে দেখি! গা কেঁপে উঠে! বোধ হয় যেন, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মশারির বাহিরে সাদা সাদা মুখ বিকট বিকট ভঙ্গীতে আমার পানে চেয়ে রয়েছে! মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠে। কল্পনার চক্ষে যা আসে, সমস্তই অদ্ভুত! যা কিছু ভাবি, সমস্তই গোলমাল! পূর্ব্বে যে কথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, এখন তাতে ভয়ের সঙ্গে বিশ্বাস,—সম্পূর্ণই বিশ্বাস! ঐ সকল পুস্তক পাঠ কোরেই আমার ঐ প্রকার বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন। নিত্য নিত্য নিশাকালে যখন আমি আপনার ঘরে প্রবেশ করি, সংকল্প করি, ও সকল পুস্তক আর আমি ছোঁব না; কিন্তু পরদিন আর সে সঙ্কল্প থাকে না। আবার নূতন রকম কৌতূহল প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। আবার পাঠ কোত্তে ইচ্ছা হয়। আবার পাঠ করি!—আবার কাঁপি,—আবার হাসি,—আবার শিউরে উঠি,—আবার কেমন

এক রকম ভৌতিক ভয়ে জড়ীভূত হয়ে পড়ি! যখন সব পুস্তকগুলি শেষ হয়ে গেল, যখন আর সে রকমের নূতন পুস্তক খুঁজে পেলেম না, তখন আধার কি করি? যেগুলি পূর্ব্বে পোড়েছি, সেগুলির মধ্যে যেগুলি খুব ভাল,—যেগুলি আমার মনে খুব ভাল লেগেছে, যে সকল পঠিত পুস্তকের অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাবলী বর্ণে বর্ণে আমার প্রাণের সঙ্গে গেঁথে গেছে, সেই পুস্তকগুলি আবার পড়ি।—আবার—আবার—আবার পড়ি। ভূত আছে,—ভূতের বাক্য আছে, ভূতের কার্য্য আছে, এই বিশ্বাস আমার অন্তরে এক প্রকার বদ্ধমূল হয়ে বোস্‌লো।

পাঠকমহাশয় স্মরণ রাখ্‌বেন, যে শোচনীয় ঘটনার বর্ণনা করা গেল, জুন মাসের প্রথমেই সেই ঘটনা হয়। তার পর তিন সপ্তাহ অতীত হয়ে গেছে। এখন আমি যে সকল কথা বোল্‌বো, সেগুলি ২৩এ জুনের ঘটনা। সেইদিন বোষ্টীদের বাড়ীতে একটী ছোটখাট ভোজের ব্যাপার। লর্ড রাবণহিল আর লেডী রাবণহিল সেই ভোজের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হবেন অঙ্গীকার কোরেছেন। তখনো পর্য্যন্ত তাঁরা উফেমিয়ার মাতাপিতার সঙ্গে মৌখিক সৌহার্দ্দ বজায় রেখে আস্‌ছেন। হাঁ হাঁ,—ভালকথা! ওয়াল্‌টার লণ্ডনে। সেখানে তিনি ধনবতী কন্যা অন্বেষণে কতদূর কৃতকার্য্য হোলেন, ঠিক নাই। যতদূর সংবাদ পাওয়া গেছে, তাতে কোরে বোধ হয়, শীঘ্র শীঘ্র ইষ্টসিদ্ধ হোচ্চে না। সেই তেইশে জুন।—যেদিনের কথা আমি বোল্‌ছি, সেই দিন প্রাতে বেলা এগারোটার সময় আমাদের কর্ত্তাগৃহিণী উভয়েই বোষ্টীদের বাড়ীতে গমন কোল্লেন। যে সকল চাকর বাড়ীতে থাক্‌লো, তাদের পক্ষে সেদিনটে একপ্রকার আমোদের ছুটীর দিন। আমিও বাড়ীতে থাক্‌লেম। আমার সেদিন বিশেষ কাজকর্ম্ম কিছুই ছিল না। গত তিন সপ্তাহের সমস্ত অবকাশকাল কেবল আমি পুস্তক পাঠে রত ছিলেম। এক-দিনের জন্যও,—ক্ষণকালের জন্যও বাটীর বাহির হই নাই। মন যেন কেমন একপ্রকার অস্থির হয়ে উঠেছিল। দিনের বেলা কেবল কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা,—রেতের বেলা ভূতের ভয়!

সেদিন বেশ অবকাশ। একটু বেড়িয়ে আস্‌বার ইচ্ছা হলো। বেলা প্রায় দুই-প্রহরের সময় একাই আমি বাড়ী থেকে বেরুলেম। স্থির কোল্লেম, চার্লটন গ্রামে যাব। সেখানে যাবার আমার দুটী অভিপ্রায়। তাদৃশ ভয়ানক শোক পেয়ে ক্যাথারিণ কেমন আছে, সেই সংবাদটী জেনে আসা আর কুমারী এদিথা আজিও চার্লটনে আছেন কি না, সে বিষয়েরও তত্ত্ব লওয়া। কুমারী দেল্‌মর আজি পর্য্যন্ত যদি সে গ্রামে থাকেন, এই সময়ে সাক্ষাৎ কোর্‌বো,—মনের কৃতজ্ঞতা জানাবো। আমারে দেখে দুঃখের সময় তিনি আরও কাতরা হবেন, তা জানি, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম একটীবার সাক্ষাৎ করা। বিশেষতঃ মান্যবর দেল্‌মরের শোচনীয় মৃত্যুর পর অনেক মাস অতীত হয়ে গেছে। বেশীদিন অতীত হলেই স্বভাবত শোকদুঃখের অনেক লাঘব হয়। এদিথাও হয় ত একটু শান্ত হয়ে থাক্‌বেন। আর কেন দেরী করা? এই সময়েই দেখা করা ভাল

সত্য বটে, চাকরের পোষাকপরা একজন ভক্তের ছোকরার হৃদয়ে এই প্রকার উচ্চ কল্পনা! সত্য বটে, এ কল্পনায় লোকে উপহাস কোত্তেও পারে, কিন্তু হোলে কি হয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোত্তে আমি জানি।—জানি, তার প্রমাণ দিতেও পারি।

অনেক ভেবে চিন্তে বাড়ী থেকে বেরুলেম। চার্লটনগ্রামে উপস্থিত হোলেম। গ্রীষ্মকালে সেই ক্ষুদ্র গ্রামখানির যেমন চমৎকার শোভা হয়, সে শোভা বর্ণনা করা আমার পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য। পূর্ব্বেই বোলেছি, সে গ্রামে অধিকাংশই গরিব লোকের বাস, প্রায় সকল লোকেই কুটীরবাসী। কুটীরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কুটীরের গায়ে গায়ে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর লতা উঠেছে, জানালার গায়েও একপ্রকার লতাকুঞ্জ শোভা পাচ্চে। উদ্যানে উদ্যানে নবপুষ্প—নবপল্লবের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ পাচ্চে। গ্রামের মধ্য দিয়া স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী প্রবাহিত হোচ্চে। চারিদিকেই অপূর্ব্ব শোভা! এত অপূর্ব্ব—এত চমৎকার যে, সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকা সে শোভার স্বরূপ ছবি চিত্র কোত্তে অসমর্থ।

গ্রামে প্রবেশ কোরেই প্রথমে আমি ধর্ম্মশালার দিকে চোল্লেম। পথেই সেই ধর্ম্মশালা। গির্জ্জাঘরের সংলগ্নই গোরস্থান। যে গোরস্থানে ক্যাথারিণ ভয় পেয়ে এসেছে, এই সেই গোরস্থান! অল্পক্ষণ আমি সেই স্থানে বেড়ালেম। গোরস্থানের গায়ে গায়ে পাথরের উপর যে সকল শিরোনাম লেখা আছে, একে একে সেগুলি পাঠ কোল্লেম। গদ্য পদ্য উভয় ছন্দেই লেখা,—সেইগুলি পাঠ কোরে হৃদয়মধ্যে করুণরসের আবির্ভাব হয়,—সংসারের অনিত্যতা মনে পড়ে! একটী নূতন কবরের প্রতি আমার চঞ্চলদৃষ্টি বিনিক্ষিপ্ত হলো। সে কবরে কোন প্রস্তর সংলগ্ন ছিল না, কোন কিছু লেখাও ছিল না, তথাপি আমি নিশ্চয় অবধারণ কোরে নিলেম, সেই নূতন কবরটী সেই হতভাগ্য কাউপারের। কবরের প্রতি আমি চেয়ে আছি, হঠাৎ শুন্‌তে পেলেম, গোরস্থানের ফটকের কপাটের কব্জা যেন ঘর্ঘর শব্দে ঘুরে এলো। ফটক খুলে কে যেন গোরস্থানের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। চকিতনয়নে আমি সেই দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। দেখ্‌লেম, একটী যুবতী স্ত্রীলোক। আপাদমস্তক শোকসূচক কৃষ্ণবসনে অবগুণ্ঠিতা হয়ে সেই স্ত্রীলোকটী ধীরে ধীরে চোলে আস্‌ছে। দেখেই বুঝ্‌তে পাল্লেম, ক্যাথারিণ। বুঝ্‌তে পাল্লেম বটে, কিন্তু সহজে চেনা ভার। ক্যাথারিণের সে চেহারার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে যেদিন আমি ক্যাথারিণকে প্রথম দেখি, সেদিনের সেই চেহারা আর এখনকার এই চেহারা, এই উভয় চেহারায় যে কত অন্তর, সহজে বুঝান যায় না। সে প্রফুল্লতা চোলে গেছে,—সৌন্দর্য্য বিবর্ণ হয়ে গেছে,—মুখের সে বর্ণ নাই;—হায় হায়! আর সে প্রফুল্লতা ফিরে আস্‌বে না!—আর সে লাবণ্যের পুনঃসঞ্চার হবে না! কতবৎসর ধোরে ক্যাথারিণ যেন কত যন্ত্রণাই ভোগ কোরে আস্‌চে, এই ভাবের জীর্ণশীর্ণ মলিন চেহারা! তিন সপ্তাহের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন ঘোটেছে যে, হঠাৎ দেখ্‌লে সহজে চিন্‌তে পারা যায় না!

ক্যাথারিণ ধীরে ধীরে চোলে আস্‌চে। যে কবরে তার জীবনের সমস্ত আশাভরসা প্রোথিত হয়ে আছে, ধীরমৃদুপদে হতভাগিনী সেই নূতন কবরের দিকেই চোলে আস্‌ছে। আমি ধাঁ কোরে একটু তফাতে সোরে গেলেম। ক্যাথারিণ আমারে দেখ্‌তে পেলে না। যদিও দেখে থাকে, বড় একটা মনোযোগ দিলে না। আমি কিন্তু তফাত থেকে কিয়ৎক্ষণ তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোল্লেম। কিয়ৎক্ষণ অচলা পাষাণপ্রতিমার ন্যায় ক্যাথারিণ সেই সমাধিস্থানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো। চক্ষুদুটী সেই সমাধির উপর নতভাবে বিন্যস্ত,—করপুট কৃতাঞ্জলি। অকস্মাৎ এক বিশাল দীর্ঘনিশ্বাস! সেই নিশ্বাসের শব্দ স্পষ্টস্পষ্ট আমার কাণে এলো। ক্যাথারিণ জানু পেতে বোস্‌লো, গোরের উপর আছাড় খেয়ে পোড়্‌লো। অশ্রুসিক্তবদনে কতই বিলাপ ও পরিতাপ কোল্লে! আমি প্রথমে মনে কোল্লেম, ছুটে গিয়ে ধরি, ধোরে তুলি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ভাব্‌লেম, ভাল হয় না;—এত বড় দুঃখের সময় উপস্থিত হয়ে বাধা দেওয়া ভাল কাজ হয় না। থেমে গেলেম। সেদিকে আর লক্ষ্যই রাখ্‌লেম না। অন্য দরজা দিয়ে গোরস্থান থেকে বেরিয়ে গেলেম। চক্ষু আমার নির্জ্জল ছিল না, পথে যেতে যেতে ক্রমাগতই কাঁদ্‌লেম। ক্যাথারিণ কিপ্রকারে দিনযাপন কোচ্চে, সে তত্ত্ব জান্‌বারও আর তখন প্রয়োজন হলো না। আমার চক্ষুকর্ণই সাক্ষী হলো। আহা! অভাগিনীর ভয়ানক যন্ত্রণা!—অসহ্য যন্ত্রণা!

পাদরীসাহেব যে স্থানে অবস্থান করেন, মন্দিরের অতি নিকটেই সেই বাসস্থান। আমি সেই স্থানেই গমন কোল্লেম। একটী উদ্যানের মধ্যেই সেই বাসস্থান। আমি যখন উদ্যানের ফটকের কাছে উপস্থিত হোলেম, দেখি, একজন দাসী বাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে। সেই দাসীটীরও শোকবস্ত্র পরিধান! আমি বিবেচনা কোল্লেম, পাদরী হাউয়ার্ড সাহেবেরই ঐ দাসী। বিবেচনা কোরেই তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কুমারী দেল্‌মর এখানে আছেন?"

দাসী উত্তর কোল্লে, "না গো, না। কুমারী এখানে নাই। তিনি পীড়িত,—সমুদ্রের হাওয়া পাবার জন্য সমুদ্রতীরে চোলে গিয়েছেন;—তিনমাস হলো গিয়েছেন। পাদরী সাহেবের জননী তাঁর সঙ্গে গেছেন। তুমি কি কুমারী দেল্‌মরের পিত্রালয় থেকে আস্‌ছ? কোন চিঠীপত্র এনেছ? কোন সংবাদ এনেছ?"

কি উত্তর দিই, ভেবে চিন্তে স্থির কোত্তে পাল্লেম না। কিছু উত্তর দেওয়া উচিত, এইটী স্থির কোরে উত্তর কোল্লেম, "সংবাদ কিছুই আনি নাই, চিঠীপত্রও আনি নাই, সংবাদ নিতে এসেছি। কুমারী কেমন আছেন, সেই সংবাদটী জান্‌বার ইচ্ছাতেই আমার এখানে আসা। আমি একসময়ে লণ্ডনে চাক্‌রী কোত্তেম, সেইখানে কুমারী দেল্‌মরকে দুতিনবার আমি দেখেছি। তাঁরে আমি বড় ভক্তি করি, সেই জন্যই দেখ্‌তে আসা।"

সংক্ষেপে এই কটী কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই আমি শশব্যস্তে অতি দ্রুতপদে সেখান থেকে সোরে পোড়্‌লেম। তখন আবার মনে আমার এক প্রকার ভয় উপস্থিত

হলো। পাছে আমার মুখ দিয়ে এমন কোন কথা বেরিয়ে পড়ে, পাছে সেই সকল কথা রাজধানী পর্য্যন্ত পৌঁছে,—পাছে সেই সকল কথা লানোভারের কাণে উঠে, ভয়েই তাড়াতাড়ি সোরে পোড়্লেম। খানিকদূর চোলে গিয়ে মনে হলো, আর একটু থাক্‌লে হতো ভাল। কুমারী এদিথার সম্বন্ধে আরও কিছু আমার জিজ্ঞাসা কর্‌বার ছিল, জিজ্ঞাসা করা হলো না। আবার ভাব্‌লেম, আরও বেশী জিজ্ঞাসারই বা প্রয়োজন কি? সংক্ষিপ্ত উত্তরেই ত জান্‌তে পাল্লেম, এদিথার শরীর ভাল নয়। হা! পিতৃশোকে সেই পবিত্রা কুমারীর শরীর এককালে ভগ্ন হয়ে পোড়েছে! আহা! সে শরীরে কতই কষ্ট হোচ্চে! ভাবতে ভাব্‌তেই চোল্লেম। গ্রামের ভিতর অনেকদূর গেলেম,—আবার ফিরে এলেম। মাঠের দিকে যাচ্চি, হঠাৎ শুন্‌লেম, ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ঘোড়ারা যেন টপাটপ শব্দে ছুটে আস্‌ছে। পথের ধারে একটা মোড়, ধারে ধারে সারি সারি গাছ। সেই মোড় ফিরে একজন অশ্বারোহী পুরুষ আর অশ্বপৃষ্ঠে আর একটী বিবি সেই দিকে আস্‌ছেন।

আমি পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালেম। তাঁরা যখন আমার সম্মুখ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যান, সেই সময় হঠাৎ আমার রসনা থেকে উচ্চারণ হলো, "আনাবেল!"

আনাবেল আমাকে দেখ্‌তে পেলেন কি না, তা আমি জানি না, কিন্তু বোধ হলো যেন, দেখতে পেলেন না। অশ্বেরা খুব দ্রুতগতি ছুট্‌ছিল, দেখতে দেখতেই তাঁরা আমার চক্ষের অন্তর হয়ে গেল্লেন!

আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম! ঘোড়ারা যেদিকে ছুটে গেল, একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে থাক্‌লেম। তারা অদৃশ্য হোলেও অনেকক্ষণ সেই দিকে আমি চেয়ে থাক্‌লেম। বোধ হলো যেন, কোন স্বপ্নপ্রতিমা আমার চক্ষের নিকট থেকে তফাত হয়ে গেল। দেখ্‌লেম ত আনাবেল, কিন্তু সঙ্গী লোকটী কে? সার্ মালকম্ ব্যরেনহাম! অশ্বপৃষ্ঠে বোসে বোসে সেই লোকটী আমোদের উচ্চকণ্ঠে আনাবেলের সঙ্গে গল্প কোত্তে কোত্তে গেলেন! ক্ষণকালমাত্র আনাবেল আমার চক্ষে পোড়েছিলেন, কিন্তু ক্রমাগত একঘণ্টাকাল আমি প্রতিমার কথা চিন্তা কোল্লেম। ওঃ! আনাবেলের হলো কি! সেই লজ্জার পথে,—সেই অপমানের পথে পদার্পণ কোরে আনাবেল যেন পরম সুখী!—সে সুখের কল্পনাতেই আমার অন্তঃকরণ যেন ছিন্নভিন্ন হোতে লাগলো! আনন্দের হাসি না দেখে আনাবেলের চক্ষে তখন যদি আমি শতধার অশ্রুধারা দেখ্‌তেম, সেই অশ্রুপ্রবাহে আনাবেলের পদ্মমুখখানি ভেসে যাচ্চে, তা যদি তখন আমি দেখ্‌তেম,—তাই দেখাই আমার ভাল ছিল, আনাবেলকে রোদনমুখী দেখ্‌লেই আমি তখন সুখী হোতেম; কিন্তু হায় হায়! পবিত্র আনাবেল! পবিত্র আনাবেল এখন কলঙ্কিনী! উঃ! কলঙ্কমাখা আনাবেল এখন আমোদিনী! কলঙ্কিনী-বেশে আনাবেলের বেশভূষা সেদিন কলঙ্কিত লোকের নয়নমোহিনী! কালো রেশমী-পোষাকে কলঙ্কিনীর কলঙ্কের রূপ কতই যেন বেড়েছে! পরীবেশে থিয়েটারে যে রূপ

আমি দেখেছিলেম, ঘোড়ার উপর তার চেয়েও তখন বেশী রূপ! অপরূপ পোষাকের বাহার! মাঠের বাতাসেরা সেই পোষাক চুম্বন কোরে উড়িয়ে উড়িয়ে খেলা কোচ্চে! মাথার উপর বিহঙ্গপুচ্ছেরাও বাতাসের সঙ্গে খেলা কোচ্চে! কি আশ্চর্য্য তামাসা! ধর্ম্মপথে বিসর্জ্জন দিলেই কি রূপবতীর রূপ বাড়ে? অশ্বারোহিণী আনাবেলকে আমি আশ্চর্য্য রূপবতী দেখ্‌লেম! দেখাটা না হওয়াই ভাল ছিল। মুখামুখি দেখা না কোরে ভালই কোরেছি। আনাবেলের হাসি চক্ষের উপরে কখনই আমার সহ্য হতো না। আনাবেলের পিত্রালয়ে আনাবেলকে আমি দেখেছি, আনাবেল তখন হাস্‌তো,—সে হাসি দেখে আমিও তখন হাস্‌তেম। সেই রাক্ষসনিকেতনে আনাবেলের সে হাসি ছিল মধুমাখা, এখনকার কলঙ্কিত হাসি যেন বিষমাখা! সে হাসির অদর্শনের পর থিয়েটারে নূতন দেখা।—সে দেখা ত হলো আজ ছমাসের কথা। ছমাস পরে কেনই বা কলঙ্কিনী আনাবেল অকস্মাৎ আজ আমার নজরে পোড়্‌লো? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? জানি না,—ভাব্‌তেও আর পারি না। আনাবেল গেল,—আনাবেল যাক্!—আনাবেল কলঙ্কিনী!

বৃথা আর দাঁড়িয়ে থাকা। আবার আমি হাঁটা দিলেম। মাঠে এসে পোড়্‌লেম। চোলেছি,—ছুটে ছুটেই চোলেছি,—ছুট্‌ছি আর কাঁদ্‌ছি। আনাবেলের সকল কথাই আমার মনে যেন সজীব হয়ে উঠ্‌লো। মনে হোতে লাগ্‌লো, আনাবেল যদি মোরে যেতো, আনাবেলের মরাখবর যদি আমি শুন্‌তেম্,—আনাবেল মোরে গেছে, এ কথা যদি আমি জান্‌তেম, তাও বরং আমার পক্ষে হতো ভাল,—তাও বরং অক্লেশে আমি সহ্য কোত্তে পাত্তেম, কিন্তু এ ঘৃণাকর লজ্জাকর দৃশ্য সহ্য কোত্তে পারা গেল না! একজন দুরন্ত লম্পটের সঙ্গে আনাবেল!—লম্পটের পার্শ্বে অশ্বারোহণে হাস্যমুখী আনাবেল!—উঃ! কি লজ্জা! কি লজ্জা!

আনাবেলকে ভাব্‌তে ভাব্‌তে আনাবেলের জননীকে মনে পোড়্‌লো। সেই অভাগিনীর কি দশা ঘোটেছে, বারবার আমি মনে মনে মনের প্রতি ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেম। আনাবেলের অভাগিনী জননী কেমন আছেন, কোথায় আছেন,—আছেন কি নাই, মনে মনে এই প্রশ্নই বারম্বার!—বারম্বার!

আমি ঘরে ফিরে এলেম। ঘরে এলেই আমার বেশী চিন্তা বাড়ে। আবার আমি চিন্তাসাগরে ডুব দিলেম। গোরস্থান দেখেছি,—গোরস্থানে ক্যাথারিণকে দেখেছি, কাউপারের গোরের উপর পতিত হয়ে ক্যাথারিণ যেপ্রকার বিলাপ কোরেছে, তাও আমি দেখেছি। আমার মনেও ভূতের ভয় প্রবেশ কোরেছে। অন্য অন্য ঘটনার সঙ্গে একত্র হয়ে সেই ভয়টা ক্রমশই যেন বেড়ে বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। যেটা ভাবি, সেইটের সঙ্গে ভয় আসে,—সেইটের সঙ্গেই শোকদুঃখ জড়িত! মন আমার ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো!

বিংশ প্রসঙ্গ।

দক্ষিণায়নপর্ব্ব।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গেই আমি বোলে রেখেছি, যেদিনের কথা আজ আমি বোল্‌বো, সেদিন ২৩ এ জুন। এই দিনেই দক্ষিণায়নপর্ব্ব। আমি চার্লটন গ্রাম থেকে ফিরে এসেছি,—দিনমানেই ফিরেছি,—আপনার ঘরেই বোসে আছি, কত প্রকার ভাবনা আমার মনের ভিতর যাওয়া আসা কোচ্চে, হৃদয়সাগরে চিন্তার স্রোত চোলেছে, আকাশে দিনমণিও দস্তরমত চোলেছেন; সন্ধ্যা হয়ে এলো। কত যে কি আমি ভাব্‌ছি, তার সংখ্যা হয় না। প্রথমে ভাব্‌লেম, গির্জ্জাঘর, তার পর ভাবলেম, গোরস্থান, তার পর ক্যাথারিণ, তার পর অশ্বারোহণে আনাবেল! তার পর কত যে কি, প্রকাশ কোত্তে গা কাঁপে! এক জায়গায় বোসে থাকা সে সময় আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর বোধ হোতে লাগ্‌লো। চাকরদের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। মনে কোল্লেম, পাঁচ জনের সঙ্গে গল্প কোল্লে এ সকল দুশ্চিন্তা অনেকপ্রকারে কর্ম হোতে পার্‌বে, তাই ভেবেই প্রবেশ কোল্লেম। কিন্তু তা হলো না!—চিন্তা আমারে ছেড়ে গেল না! কিছুই ভাল লাগ্‌লো না। আবার আমি আপনার ঘরে ফিরে এলেম। পূর্ব্বে যে সকল কেতাবের কথা বোলেছি, অন্যমনস্কভাবে তারি একখানি কেতাব হাতে কোরে নিলেম।—খুল্লেম,—পোড়্‌লেম। আলোটা কিছু মিট্‌মিট কোচ্ছিল, সেই মিট্‌মিটে আলোতেই পোড়্‌তে আরম্ভ কোল্লেম। ক্রমশই ঘুরে ফিরে ভূতের ভয় আমারে আকুল কোত্তে লাগ্‌লো! গত রাত্রে যেমন ভয় পেয়ে চোম্‌কে চোম্‌কে উঠেছিলেম, এদিন আর তেমন নয়। কোনদিকেই চেয়ে দেখ্‌ছি না;—আমার পশ্চাতে কোন ভয়ানক মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে কি না, নির্ণয় কর্‌বার জন্য পশ্চাতে মুখ ফিরিয়ে চেয়েও দেখ্‌ছি না। হঠাৎ বোধ হলো যেন, হৃদয়ে আমার অপূর্ব্ব সাহস প্রবেশ কোরেছে! অথচ মনে মনে বিশ্বাস জন্মাতে লাগ্‌লো, পুস্তকে যা কিছু আমি পাঠ কোচ্চি, সমস্তই নিখুঁত সত্য।

আজ দক্ষিণায়ন পর্ব্ব। পুস্তক পাঠ কোত্তে কোত্তে সহসা আমার মনে পোড়্‌লো, আজ দক্ষিণায়ন পর্ব্ব। আহা! গত বৎসর ঐ পর্ব্বের রজনীতে অভাগিনী ক্যাথারিণ পূর্ণ আনন্দে,—পূর্ণ উৎসাহে,—পূর্ণ সাহসে সমাধিমন্দিরে প্রবেশ কোরেছিল! কত কি বিভীষিকা দেখেছিল! গল্পের কথা আমার মনে পোড়্‌লো। গত বৎসরের সেই দিন থেকে দ্বাদশ মাসের মধ্যেই ক্যাথারিণের প্রিয়বন্ধুর বিয়োগ হলো। সেই ঘটনায় সকলেই স্থির কোল্লে, ভূতের দৈববাণী যথার্থ। একবৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে, আজ আবার

নূতন বৎসরের দক্ষিণায়ন পর্ব্ব। ভূতের ভয় মিথ্যা, ভূতের দৈববাণী মিথ্যা, এই দুটী প্রতিপন্ন কর্‌বার জন্য মনের পথে তখন আর আমি কোনপ্রকার তর্ক অথবা কোনপ্রকার যুক্তি আনয়ন কোল্লেম না;—আনয়নের চেষ্টাও কোল্লেম না। মনে হোতে লাগ্‌লো কেবল ক্যাথারিণের কথাই সত্য,—পুস্তকের কথাও সত্য। এক আশ্চর্য্য কৌতূহল অকস্মাৎ আমার হৃদয়মধ্যে সমুদ্দীপ্ত! সে কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গেই আনাবেল! হায় হায়! প্রকৃতির কি বিচিত্র গতি! আনাবেলকে আমি ভালবেসেছিলেম, আনাবেল আমারে ভালবেসেছিলেন। আমিও বালক, আনাবেলও বালিকা। মনে মনে মিলন হয়েছিল। সেই বিপদের রাত্রে—যে রাত্রে রাক্ষসের হাতে আমার প্রাণ যাবার সম্ভাবনা হয়েছিল, সেই বিপদের রাত্রে আনাবেল আমার প্রাণরক্ষা কোরেছিলেন! ওঃ! সেই আনাবেল কি এই আনাবেল? হায় হায়! আমি যে সময় গোরস্থানের ভিতর ভয়ানক শোকাবহ কাণ্ড দেখে অবসন্ন হয়ে পোড়েছিলেম, আনাবেল কি না সেই সময় মোহন-বেশে মোহিনী সেজে অশ্বারোহণে হেসে খেলে এক উপনায়কের সঙ্গে আমোদ কোত্তে কোত্তে চোলেছেন! আ! আনাবেল! হতভাগিনী আনাবেল! না জানি আনাবেলের কপালে কি আছে! উদ্দেশে আনাবেলকে সম্বোধন কোরে আপ্‌না আপ্‌নি উচ্চৈঃস্বরে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "আনাবেল! তুমি কি সেই আনাবেল? তুমি কি অদৃষ্টের ঘটনা জান? আজ তুমি যেমন আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে ঘোড়ায় চোড়ে বেড়াচ্চো, হায় হায়! আজ থেকে দ্বাদশ মাসের মধ্যে হয় ত ঐ তুমিই জীবনশূন্য হয়ে চিরদিনের মত গোরের ভিতর নিদ্রা যাবে!—চিরদিনের মত চিরনিদ্রায় অভিভূত থাক্‌বে!"

কেন আমার মনে তেমন ভাবের উদয় হলো? কেন আমি আনাবেলকে উদ্দেশ কোরে তেমন কথা উচ্চারণ কোল্লেম? কিছুই আমি জানি না! কেহ আমাকে কিছু বোলে দিলে কিম্বা আপ্‌না হতেই আমি ঐপ্রকার স্বপ্ন দেখ্‌লেম, তাও আমি জানি না। বোধ হলো যেন, কোন দৈববাণী শুন্‌লেম! সেই দৈববাণী যেন বোল্লে, "দ্বাদশ মাসের পর আনাবেল আর পৃথিবীতে থাক্‌বে না!" এই আশঙ্কাটা আমার মনের ভিতর এত প্রবল হয়ে উঠ্‌লো যে, কিছুতেই আর মনস্থির কোত্তে পাল্লেম না। অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেম! যে পুস্তকখানি পাঠ কোচ্ছিলেম, বন্ধ কোরে ফেল্লেম। বিশ্রামের আশায় শয়ন কর্‌বার ইচ্ছা হলো। রাত্রিও তখন দশটা বেজে গেছে। মন আমার তখন এত চঞ্চল হয়েছিল যে, নিশ্চয়ই আমি জান্‌তে পেরেছিলেম, শয়ন করা বৃথা, নিদ্রা হবে না। দক্ষিণায়ন পর্ব্ব!—এই রাত্রেই গোরস্থানের মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড হয়। মনে কোল্লেম, একবার দেখে আসি। সে রাত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে বড় কঠিন কর্ম্ম ছিল না, বেরিয়ে গেলেও কেহ জান্‌তে পার্‌বে না। ঘরে আমি শুয়ে আছি কি না, সেটা নিশ্চয় কর্‌বার জন্য কেহই আমার ঘরে অন্বেষণ কোত্তে আস্‌বে না। আমার ভয় কি? ভয় আমার ঘুচে গেল। মনে কোল্লেম,—সাহসে বুক বেঁধে মনে কোল্লেম, দেখ্‌তে হবে! যদি সত্যসত্যই কবর ফুঁড়ে মরা মানুষের

শরাব থেকে ভূত বাহির হয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, তথাপি আমি ভয় পাব না। বরং খুব সাহসের স্বরে ভূতের সঙ্গে আমি কথা কইতে পারবো, ভূতকে আমি শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে পার্‌বো, জোরে জোরে সওয়াল জবাব কোর্‌বো, কিছুই ভয় আস্‌বে না!—কিছুই ভয় থাক্‌বে না!

সঙ্কল্প স্থির কোল্লেম। টুপীটী খুলে রেখেছিলেম, আবার মাথায় দিলেম। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌লেম। কেহই আমারে দেখ্‌তে পেলে না। সকলের অলক্ষিতে চুপি চুপি আমি বাড়ী থেকে বেরুলেম।

চমৎকার রাত্রি। আকাশে অগণিত নক্ষত্রবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্র। আকাশ নির্ম্মেঘ। সর্ব্বত্রই নিষ্কলঙ্ক জ্যোৎস্না! আকাশের শোভা দেখে মনে আমার আরও অধিক সাহস বৃদ্ধি হলো। তখন যদি আমি মাথার উপর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা দর্শন কোত্তেম,—তমস্বিনী যদি ঘোরতর তমোময়ী হতো, মাথার উপর যদি ভয়ানক বজ্রধ্বনি শুন্‌তে পেতেম,—প্রকৃতি যদি ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে বিকম্পিত হোতেন,—ঘন ঘন যদি আমার চক্ষের কাছে বিদ্যুতের আগুন জোল্‌তো, বিদ্যুৎমালা যদি আকাশপথ থেকে ঘন ঘন অগ্নিছটা বিকাশ কোরে আমার চক্ষে ধাঁদা লাগিয়ে দিত, তা হোলে বরং আমার প্রাণে একটু একটু ভয় আস্‌তো, তা হোলে হয় ত আবার আমি ভূতের ভয়ে ঘরে ফিরে যাবার চেষ্টা পেতেম, কিন্তু সে সব গোলমাল কিছুই নয়। দিব্য পরিষ্কার আকাশ। দিব্য জ্যোৎস্নারজনী। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। প্রকৃতি হাস্যমুখী। আমি বেরুলেম। ময়দান পার হয়ে একাকীই আমি যেতে লাগ্‌লেম। ক্রমে ক্রমে চার্লটন্‌ গ্রামের নিকটবর্ত্তী হয়ে পোড়্‌লেম। কাউপারের মৃতদেহ দর্শন কোরে নদীতীর থেকে ফিরে আস্‌বার সময় পথের ধারে যে জায়গায় আমি উপবেশন কোরেছিলেম, যেখানে বোসে গ্রাম্য কৃষকের মুখে সেই শোকাবহ গল্প শ্রবণ কোরেছিলেম, কিঞ্চিৎ বিশ্রামের অভিলাষে সেই ভাবে সেই জায়গায় উপবেশন কোল্লেম। তখনও আমার কোন ভয় হলো না। যে কৌতূহলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, তখনো পর্য্যন্ত সেই জ্বলন্ত কৌতূহল আমার হৃদয়মধ্যে সমভাবে সমুদ্দীপ্ত! অধিকক্ষণ বিশ্রাম কোল্লেম না, একটু পরেই উঠে দাঁড়ালেম। গন্তব্যপথে আবার গমন কোত্তে লাগ্‌লেম। গ্রামে পৌঁছিলেম। কোন দিকে কোনপ্রকার শব্দই আমার কর্ণগোচর হলো না। সমস্তই স্থির।—সমস্তই নিস্তব্ধ। রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর। মদের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। পথে জনপ্রাণীরও চলাচল নাই। সমস্তই স্থির।—সমস্তই নিস্তব্ধ। চতুর্দ্দিক্‌ জনশূন্য।

আমি গোরস্থানে প্রবেশ কোল্লেম। শুভ্র চন্দ্রকিরণে কবরের পাথরগুলি আমার চক্ষে যেন রজতনির্ম্মিত বোধ হোতে লাগ্‌লো। আমার প্রাণে কিছুমাত্র ভয় এলো না। ঘন ঘন কবরস্থান,—কবরস্থানের ভিতর দিয়েই আমি চোলে যাচ্চি। কবর থেকে ভূত লাফিয়ে উঠে আমার সম্মুখে দাঁড়াবে, কল্পনাপথেও সে ভয় এলো না। উর্দ্ধমুখে গির্জ্জার ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। দিব্য জ্যোৎস্নার আলোতে ঘটিকামণ্ডলের

সারি সারি অঙ্কগুলিও স্পষ্ট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ঘড়ীর কাঁটাদুটীও স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলেম। দেখ্‌লেম, দুই প্রহর বাজ্‌তে পাঁচ মিনিটমাত্র বাকী।

গির্জ্জার গায়ে গায়ে সারি সারি অনেকগুলি খিলানকরা গবাক্ষ। সেই গবাক্ষগুলি দেয়ালের অনেক উচ্চ উচ্চ স্থানে সন্নিবিষ্ট। কতকগুলি চতুষ্কোণ গবাক্ষ অপেক্ষাকৃত নীচে নীচে।—এত নীচে যে, ছোট ছোট ছেলেরাও মাটীতে দাঁড়িয়ে সেই সকল গবাক্ষপথে দেখ্‌তে পায় গির্জ্জার ভিতর কি আছে, কি হোচ্চে, কি রকম আলো পড়েছে। আমি একটী গবাক্ষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম। গির্জ্জার মধ্যে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। প্রত্যেক গবাক্ষপথেই সুধাকরের সুধারশ্মি বিকীর্ণ, রন্ধ্রকেন্দ্র পর্য্যন্ত একটুও অন্ধকার নয়। দেখ্‌তে পাচ্চি সারি সারি আসন, সম্মুখে বেদী। ধর্ম্মশালায় যে যে বস্তু সুসজ্জিত থাকে, গবাক্ষপথে সমস্তই আমি দেখ্‌তে পাচ্চি। গির্জ্জার বাহিরে সমস্তই নিস্তব্ধ!—গভীর নিস্তব্ধ!

প্রাসাদ থেকে বাহির হয়ে অবধি আমার মনে বিন্দুমাত্রও ভয় ছিল না। এখন অকস্মাৎ কেমন একপ্রকার এলোমেলো ভয় অল্পে অল্পে আমার চিত্তকে চঞ্চল কোরে তুল্লে। মরা মানুষের গোর!—যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গোর! তাই দেখেই কি ভয় পেলেম? না,—তা নয়, কবর দর্শনে আমার কিছুমাত্র ভয় হলো না। নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, আমার ভয়ের হেতুই কেবল সেই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা! ক্রমশই একটু একটু কোরে সেই ভয়টা বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। শরীরের রক্তচলাচল যেন স্তম্ভিত হয়ে এলো! মনে ভাব্‌লেম, কেন এলেম? না আসাই ভাল ছিল। ফিরে যাই। সত্য সত্যই আমি ফিরে যাবার ইচ্ছা কোল্লেম। যে গবাক্ষের কাছে মুখ রেখে দাঁড়িয়েছিলেম, সেখান থেকে সোরে যাই যাই মনে কোচ্চি, এমন সময় ঘড়ী বাজ্‌তে আরম্ভ হলো। আঘাতের পর আঘাত,—উচ্চনাদে আঘাত। গভীর রাত্রে ঘণ্টাধ্বনির গভীরতা বৃদ্ধি হয়। বাতাসে প্রতিধ্বনিত হোতে থাক্‌লো,—আকাশে প্রতিধ্বনিত হোতে লাগ্‌লো, মন্দিরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হোতে লাগ্‌লো! ভয়ানক নিস্তব্ধতার ভিতর আমি সেই সকল গভীর শব্দ শুনতে লাগ্‌লেম। আমার হৃদয়মধ্যেও যেন গভীর গভীর প্রতিধ্বনি বাজ্‌লো! প্রত্যেক ধ্বনি আমি গণনা কোত্তে লাগ্‌লেম।—স্থিরমনে গণনা নয়, ঘূর্ণিত মস্তকে অন্যমনস্কেই গণনা! এত অন্যমনস্ক যে, কি যে আমি কোচ্চি, কি যে আমি ভাব্‌ছি, কি যে আমি দেখ্‌ছি, কি যে আমি শুন্‌ছি, কিছুই জ্ঞান ছিল না। লজ্জাকে পশ্চাতে রেখে সত্যকথা বোল্‌তেই বা কি, আমি যেন তখন আমাতেই আমি ছিলেম না! তখন আমার মনের যে প্রকার অবস্থা, সে অবস্থা বর্ণনা করা একেবারেই অসাধ্য!

এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—সাত—আট—নয়—দশ—এগারো—বারো। সবেমাত্র শেষের ধ্বনিটি নিবৃত্তি হয়েছে, ঢং ঢং শব্দে চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনি হোচ্চে, চঞ্চলবাতাসে সেই প্রতিধ্বনি যেন আকাশে উঠ্‌তে যাচ্চে; সম্মুখে এক নারীমূর্ত্তি!

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No. 115/1, ... STREET, CALCUTTA.

যে গবাক্ষের কাছে আমি দাঁড়িয়েছিলেম, সেই গবাক্ষের সম্মুখেই আমি দেখ্‌লেম, গির্জ্জার মধ্যেই সেই রমণীমূর্ত্তি! দারুণ ভয়ে আমি চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম। মুখ দেখ্‌তে পেলেম। সাদা ধপ্‌ধপে অবসন্ন মুখ!—ঠিক যেন মরামানুষের মুখ! সেই মুখ যেন হঠাৎ আমার দিকে ফিরে চাইলে। ওঃ! মরামানুষের মুখ! সে মুখ আনাবেলের!—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কোরে সেইখানেই আমি অচেতন হয়ে পোড়্‌লেম! একেবারেই মূর্চ্ছা!

একবিংশ প্রসঙ্গ।

আবার বোষ্টীদ।

যখন চৈতন্য হলো, তখন দেখ্‌লেম, গোরস্থানেই আমি পোড়ে আছি। যে গবাক্ষের ধারে অজ্ঞান হয়েছিলেম, সেই খানেই শুয়ে আছি! আকাশ সমভাবে পরিষ্কার! চন্দ্রনক্ষত্র সমভাবেই সমুজ্জ্বল! কবরের উপর সমভাবেই শুভ্ররশ্মি বিনিক্ষিপ্ত! সমস্তই ঠিক, আমিই কেবল ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছি! জুনমাসের শেষ, গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব, নিশাকালের বায়ুও উত্তপ্ত, তথাচ আমি যেন মহাশীতে কাতর! সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ছে,—ভয়ের ভাবনায় ঘন ঘন আমি কম্পিত হোচ্চি। বোধ হোচ্চে যেন, বাহু বিস্তার কোরে মৃত্যু আমারে আলিঙ্গন কোত্তে আস্‌ছে! চতুর্দ্দিকেই যেন আমি মরামানুষের চেহারা দেখ্‌তে পাচ্চি! তারা যেন আমার চতুর্দ্দিকে ছুটোছুটী কোরে বেড়াচ্চে! গোরেরাও যেন ছুট্‌ছে!—গোরের পাথরেরাও যেন ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে! সেই সময় আর একবার আমার চক্ষু সেই গবাক্ষের দিকে নিপতিত হলো। যেখানে আমি আনাবেলের সাদামুখ নিরীক্ষণ কোরেছিলেম, সেই দিকেই চাইলেম। দেখ্‌লেম, সে মুখ সেখানে নাই, সে মূর্ত্তিও অদৃশ্য! হলো কি? মনে মনে ভাব্‌লেম, হলো কি? এটাও কি আমার কল্পনা? এটাও কি আমার স্বপ্ন? সর্ব্বদাই আমি আনাবেলকে চিন্তা করি, আজকাল ভূতের ভয়েও বিশ্বাস কোত্তে শিখেছি, সেই জন্যই কি তেমন অপছায়া আমি দর্শন কোল্লেম?

মাটী থেকে উঠে দাঁড়ালেম। গির্জ্জার প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে বারম্বার ললাটে হস্ত পেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। বুদ্ধি স্থির কোত্তে পাল্লেম না। নিজে অস্থির ছিলেম, ক্রমে একটু একটু শান্তভাব ধারণ কোল্লেম। মনে মনে বোল্লেম, হলো কি? আনাবেলকে এত শীঘ্র শীঘ্র হরণ কোরে লওয়া যদি সেই সর্ব্বময় জগদীশের ইচ্ছা হয়, তবে অবশ্যই সেটী মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা, সন্দেহ নাই! আনাবেল কি পাপে ডুবেছে! আরও যাতে

না বেশী ডুবে, সেই জন্যই এত শীঘ্র শীঘ্র পৃথিবী থেকে তারে অন্তর করা মঙ্গলময়ের ইচ্ছা! অমঙ্গলের কল্পনা কখনই হোতে পারে না। আমার নিজের সম্বন্ধে আমি মনে মনে অবধারণ কোল্লেম, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, সেইটী জান্‌বার জন্য আমার এখানে আসাতে কি বিশেষ কোন অপরাধ করা হয়েছে? আমি ত জান্‌তে পাচ্ছি, কোন অপরাধ করি নাই। যদি কোরে থাকি, অবশ্যই সে জন্য আমি অন্তরের সহিত অনুতাপ কোত্তে প্রস্তুত আছি।

মনের সঙ্গেই কথা কইলেম। কেহই দেখ্‌লে না, কেহই শুন্‌লে না, অদৃশ্য অম্বরগহ্বরেই আমার মনোবাক্যের প্রতিধ্বনি মিশিয়ে গেল! ধীরে ধীরে সেখান থেকে সোরে গেলেম। ফিরে যাই, আর সেখানে থাকা উচিত নয়, তাড়াতাড়ি এইটী স্থির কোরে গোরস্থানের ভিতর দিয়ে দিয়ে আস্‌ছি, হঠাৎ দেখ্‌লেম, একটী কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ সেই গোরস্থানের ভিতর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে! নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, মানুষের অবয়ব;—নারীমূর্ত্তি! থোম্‌কে দাঁড়ালেম। আবার এক আকস্মিক ভয়! চক্ষু মার্জ্জন কোরে ভাল কোরে দেখ্‌লেম। সন্দেহ ঘুচে গেল। দূরে আছি, তবু যেন নিকটে। যারে আমি দেখ্‌ছি, সে আমারে দেখ্‌তে পাচ্চে না। কে সে? অভাগিনী ক্যাথারিণ! কৃষ্ণবর্ণ শোকবস্ত্রে অবগুণ্ঠিতা হয়ে অভাগিনী ক্যাথারিণ সেই সকল সমাধিস্তম্ভের এধার ওধার ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। যেখানে কাউপারের কবর, অভাগিনী সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালো। আমারও সেই সময়ে ইচ্ছা হলো, ধাঁ কোরে সেইখানে ছুটে যাই,--যত পারি, প্রবোধ দিয়ে বুঝাই। প্রবোধে কিন্তু কোন ফল হবার আশা ছিল না! সে হৃদয়ে যে আঘাত লেগেছে, কোনপ্রকার প্রবোধবাক্যে সে আঘাতের উপশম হবার সম্ভাবনা ছিল না। বৃথা যাওয়া,—বৃথা চেষ্টা,--বৃথা ইচ্ছা! গেলেম না। চুপি চুপি অদৃশ্য হয়ে সমাধিস্থান থেকে আমি বেরিয়ে এলেম। অপর ধার দিয়েই বেরুলেম। ক্যাথারিণ আমারে দেখ্‌তে পেলে না।

প্রাসাদের দিকে আমি ফিরে চোল্লেম। মনে তখন যে আমার কত ভয়, কত চিন্তা, কত কি, আমার মনই তা জানে। একবার ভাবি মিথ্যা, একবার ভাবি সত্য,—একবার আনি সাহস, একবার আসে ভয়! আমার অজ্ঞাতে আমার চক্ষু অনবরত অশ্রুপাত কোচ্চে। আনাবেল মোরে যাবে! এক বৎসরের মধ্যেই আনাবেলের জীবনাশা ফুরিয়ে যাবে। যখন আমি আনাবেলকে প্রথম দেখেছিলেম, তখন আনাবেল নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক পবিত্র! এখন আনাবেল কি? আনাবেলের শেষদিন নিকটে!—হায় হায় হায়!

ভাব্‌তে ভাব্‌তেই আমি প্রাসাদে ফিরে এলেম। ধীরে ধীরে খুব সতর্ক হয়ে আপনার শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেম। বাড়ীর জনপ্রাণীও জান্‌তে পাল্লে না। সকলেই নিদ্রাগত। আমি শয়ন কোল্লেম। ভাবনা হলো, হয় ত ঘুম হবে না; কিন্তু আশ্চর্য্য! সবেমাত্র বালিশে মাথাটী দিয়েছি, তৎক্ষণাৎ অমনি দয়াময়ী নিদ্রা এসে আমার ভয় ভাবনা

চিন্তা, সমস্তই এককালে ভুলিয়ে দিলেন। গাঢ় নিদ্রার কোলে আমি শয়ন কোল্লেম। পরদিন যখন নিদ্রাভঙ্গ হলো, তখন বেলা সাতটা। রাত্রে আর কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেম কি না, মনে পড়ে না।

জাগ্রতাবস্থায় যখন আবার গতরজনীর সেই ভয়ানক ব্যাপার মনে পোড়্‌লো, তখন নির্জ্জনে আমি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগলেম, সমস্তই কি স্বপ্ন? সত্য সত্যই কি রাত্রে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম? সত্য সত্যই কি আমি গোরস্থানে গিয়েছিলেম? সত্য সত্যই কি আমি গির্জ্জার মধ্যে কোন মূর্ত্তি দেখেছিলেম? ভাব্‌তে ভাবতে আবার চক্ষু মুদ্রিত কোল্লেম। অনেকক্ষণ চুপ কোরে থাক্‌লেম। নিশাকালে কি কি ঘোটেছে, স্মরণপথে আনয়ন কর্‌বার চেষ্টা কোল্লেম। মনে মনেই স্থির কোল্লেম, সমস্তই স্বপ্ন! স্বপ্নের বস্তু ঠিক ঠিক যেন সত্য দেখা যায়। অনেক রাত্রে অনেক লোকের তেমন স্বপ্ন অনেক আসে। আমারও হয় ত তাই। সর্ব্বক্ষণ যে বিষয় চিন্তা করা যায়, নিশাকালে তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্নে সেই সব ঠিক যেন নেত্রপথে উদয় হয়।—আমারও হয় ত তাই। আশ্চর্য্য! এ অবস্থায় সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর্‌বার সাক্ষী কি? হাঁ হাঁ, তাই ঠিক! এইরূপ মনে কোরেই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লেম। পরিধানবস্ত্র পরীক্ষা কোত্তে গেলেম। সেই সকল বস্ত্রই আমার জাগ্রতস্বপ্নের সাক্ষী হলো!—অভ্রান্ত সাক্ষী! স্পষ্টই দেখ্‌লেম, সমস্ত কাপড়ে গোরস্থানের ধূলামাটী আর গোরস্থানের ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণলতা মাখা! সেই নিদর্শনেই সাব্যস্ত হলো, অবশ্যই তবে আমি গোরস্থানে অজ্ঞান হয়ে পোড়েছিলেম! স্বপ্ন নয়,—সত্য সত্যই সব! কি কুকর্ম্মই আমি কোরেছি! সকল সময় কৌতূহলের বাধ্য হওয়া ভাল নয়। কৌতূহলের ধর্ম্ম অনেক প্রকার। গত রাত্রের কৌতূহল আমার পক্ষে কোন অংশেই ইষ্টকারী কৌতূহল ছিল না;—অপকারী কৌতূহল! সে কৌতূহলে উত্তেজিত হয়ে তত রাত্রে গোরস্থানে যাওয়া বড়ই অবিবেচকের কার্য্য হয়েছে! কি কুকর্ম্মই আমি কোরেছি! দক্ষিণায়ন পর্ব্বের নিশা দুই প্রহরে গোরস্থানে ভূত বেড়ায়! যে সকল লোক সম্বৎসরের মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হবে, গির্জ্জার ভিতর সেই সকল লোকের ছায়া দেখায়, নিদর্শন দেখায়, এ সকল আমি শুনেছিলেম;—দেখ্‌লেমও তাই! প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, যে সকল পুস্তক পাঠ কোরে অলৌকিক ভূতের ভয়ে আমার বিশ্বাস জন্মেছে, ক্রমাগত তিন সপ্তাহকাল যে সকল পুস্তক পাঠ কোরে আমি বিভ্রান্ত হয়ে পোড়েছি, সে সকল পুস্তকে আর হাত দিব না। ষোল বছরের ছেলে।—তত অল্প বয়সে মনের এ প্রকার অবস্থা হওয়া বড়ই বিস্ময়কর! সে অবস্থার ফল কি?—কেবল দিবানিশি ভয় পাওয়া, দিবানিশি চঞ্চল হওয়া, আর কথায় কথায় দিবানিশি কাঁপা!

পেলেম ত প্রমাণ। আরও কি কিছু প্রমাণ চাই? গতরাত্রে আমি যে গোরস্থানে প্রবেশ কোরেছিলেম, যে সব কাণ্ড দেখে এলেম, নিশা দুই প্রহরে বাস্তবিক আমি সে সব কাণ্ড দর্শন কোরেছিলেম কি না, পাঠক মহাশয় সে বিষয়ের আর কি

কোন নূতন প্রমাণ চান? ভয়ানক নূতন প্রমাণ উপস্থিত! ঐ প্রকার চিন্তাকুল অবস্থায় বিমর্ষভাবে আমি আপনার ঘরে বোসে আছি, একজন লোক প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে সংবাদ দিলে, ক্যাথারিণ মোরে গেছে! কাউপারের গোরের উপর মরা ক্যাথারিণ পোড়ে আছে! কৃষকেরা যখন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কাজ কোত্তে যায়, পথে যেতে যেতে তারাই তা দেখেছে। রাত্রেই মোরেছে! হায় হায়! অভাগিনী ক্যাথারিণ! কাণে কাণে সকলেই বলাবলি কোরেছিল, ক্যাথারিণ বাঁচবে না। সত্য সত্য সেই কথাই ঠিক হলো! উভয়েই উভয়কে ভাল বাস্‌তো, উভয়ের প্রাণেই উভয়ের প্রাণের মিলন হয়েছিল এক সঙ্গেই দুজনে জন্মের মত নিদ্রা গেল!—নিশ্চিন্ত হলো!

ক্যাথারিণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ কোরে আমি আরও কাতর হয়ে উঠ্‌লেম। গত-রাত্রে আমি যে গোরস্থানে গিয়েছিলেম, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে হতভাগিনীকে সেখানে আমি দেখেছিলেম, জনপ্রাণীকেও সে কথার ছন্দাংশও আমি জানালেম না।

আবার তিন সপ্তাহ অতীত। জুলাই মাসের মাঝামাঝি। বাড়ীর মধ্যে আর একটা মহাগোল! নূতন প্রকার জনশ্রুতি! সকলের মুখেই শুন্‌তে পেলেম, কুমারী বোগীদের সঙ্গে ওয়াল্‌টার রাবণহিলের বিবাহ হবে না। লণ্ডনের একজন ধনবান্ নগর-বাসীর কন্যার সহিত বিবাহসম্বন্ধ অবধারণ হয়েছে। সকলেই তাতে সম্মত হয়েছেন। কন্যার মাতাপিতাও এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন। লিণ্টন এই কথা লণ্ডন থেকে বাড়ীর প্রধান ভাণ্ডারীকে পত্র লিখে জানিয়েছে। এই ঘটনার দুদিন পরে আমিও একখানা পত্র পাই। সে পত্রও অবশ্য লিণ্টনের লেখা। লিণ্টন তাতে লিখেছে, এই পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে কতবার সে আমারে পত্র লেখ্‌বার ইচ্ছা কোরেছিল, কোন না কোন প্রকার বাধা পড়াতে সে ইচ্ছা তার পূর্ণ হয় নাই। ঐ প্রকার ভূমিকার পর শেষে লিখেছে, "কুমারী জেঁকিসনের সঙ্গে মান্যবর ওয়াণ্টারের বিবাহের কথা নিশ্চয়। সেই কন্যাটীর পিতা একজন নগরবাসী ধনবান্ সওদাগর। তিনি তাঁর কন্যাকে তিনলক্ষ পাউণ্ড যৌতুক দিতে প্রস্তুত। মেয়েটীও খুব ভাল। বয়স প্রায় একুশ বৎসর;—দেখ্‌তেও বেশ সুন্দরী, বেশ লেখাপড়া জানে;—প্রকৃতিও খুব ভাল। ওয়াণ্টারের সঙ্গে সেই কন্যার বিবাহ হোলে বংশমর্য্যাদাও থাক্‌বে, সকলে সুখীও হবেন। জেঁকিসনপরিবার যদিও খুব বড় বড় দরের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখেন না, কিন্তু সর্ব্বদা ভদ্রলোকের মজ্‌লিসেই গতিবিধি করেন। কুমারী জেঁকিসন্ আমাদের যুবা প্রভুকে সুনয়নে দেখেছেন, অবশ্যই মনের মিলন হবে। পরিবারস্থ সকলেই আপনাদের আত্মীয়স্বজনকে এই সম্বন্ধের বিষয় জ্ঞাত কোরেছেন, সকলেই তাতে খুসী আছেন।"

এই পত্রের কথাও আমি বাড়ীর সকলকে জানালেম। সকলের মুখেই সন্তোষ-লক্ষণ দেখ্‌তে পেলেম। আমিও পরম সন্তুষ্ট হোলেম। অন্য অন্য চাকরেরা তাদের বাকী বেতন প্রাপ্ত হবার উল্লাসেই উল্লাসিত, আমার নিজের মনের ভাব অন্যপ্রকার।

আমি ভাব্‌লেম, বোষ্টীদপরিবারের সঙ্গে কুটুম্বিতা হোলে রাবণহিলপরিবারের মাথা হেঁট হতো, নূতন সম্বন্ধে মানমর্য্যাদা সমস্তই বজায় থাক্‌বে, অথচ যৌতুকের টাকায় ঋণ পরিশোধ হবে। সমস্তই সুখের বিষয়! বিশেষতঃ আমাদের যুবা প্রভু ওয়াল্টার রাবণহিল পরম রূপবান্, উফেমিয়া বোষ্টীদ অত্যন্ত কুরূপা। তাদৃশ সুপুরুষের তেমন কুৎসিত ভার্য্যা কখনই কোনপক্ষেই সুখের হতো না। এ সম্বন্ধটী হলো ভাল। এ সম্বন্ধের প্রথম নিদর্শনে আমি দেখ্‌লেম, আমাদের কর্ত্তা-গৃহিণী উভয়েই প্রসন্নবদনে আমোদপ্রমোদ কোচ্চেন। মনের ভিতর যাই থাক্, ধনীলোকের মনে মনে যে একটা অহঙ্কার থাকে, সেটা ত প্রায় কিছুতেই কমে না, মনের বেদনা মনের ভিতরেই চাপা থাকে, কিন্তু এই নূতন বিবাহের সংবাদে লর্ড রাবণহিলদম্পতী যেন মানসিক প্রফুল্লতাও দেখাতে লাগ্‌লেন।

যেদিন আমি লিণ্টনের পত্র পাই, সেই দিন বৈকালে বোষ্টীদের গাড়ী এসে আমাদের দরজায় লাগে। বৃদ্ধ বোষ্টীদ, গৃহিণী বোষ্টীদ আর তাঁদের কন্যা, তিনজনেই উপস্থিত। আমাদের প্রভু সেই সময় সস্ত্রীক উদ্যানভ্রমণে বহির্গত হোচ্ছিলেন, আমিও পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে ছিলেম। সেই মুহূর্ত্তে যা যা ঘোট্‌লো, সমস্তই আমি দেখ্‌লেম। বোষ্টীদেরা গাড়ী থেকে নাম্‌লো, সিঁড়িতেই উভয়পক্ষে দেখা হলো। বৃদ্ধ বোষ্টীদ স্বভাবসিদ্ধ কর্কশস্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "দেখুন, কেমন আচম্বিতে আজ আপনাকে এসে ধোরে ফেলেছি! ভেবে চিন্তে দেখ্‌লেম, দিনটে যেন বৃথাই যায়, কাজে কাজেই একটু আরাম কর্‌বার জন্য ঝড়ের মত এখানে এসে পোড়েছি! মনে কোরেছি, আজকের দিনটা এইখানেই সুখে কাটাব।"

ওদিকে শাণাই বেজে উঠ্‌লো! বুড়ী বোষ্টীদ হেসে ঢলাঢল! বুড়ী হয় ত ভেবে নিলে, আপনা আপনি আত্মীয়ভাবে এই রকম পরিহাস করাই চাই! বুঝ্‌তে পেরেছেন পরিহাসের কথা? বিনা নিমন্ত্রণে হঠাৎ এসে উপস্থিত হওয়াই বড়লোকের পরিহাস! কুমারী বোষ্টীদও ঐ পরিহাসে উৎসাহিনী হয়ে উঠ্‌লো! হবারই ত কথা! লর্ড রাবণহিল দিনকতক তাদের সঙ্গে কিছু বেশী মিশামিশি কোরেছিলেন, অনেক বিষয়েই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন,—কুটুম্বিতার খাতিরে নয়, টাকার খাতিরে! হাস্যপরিহাস চোল্‌তো, খোসগল্প চোল্‌তো, একসঙ্গেই পানভোজন করা হতো। হয় ত তাঁরা মনে কোত্তেন, অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছেন, কোন বিষয়েই আর ইতরবিশেষ জ্ঞান নাই; কিন্তু লর্ড বাহাদুর তাদের সঙ্গে যে হাসিখুসী কোত্তেন, সেটা যে কি রকম হাসিখুসী, অনুমানেই বুঝে লওয়া যায়। আজকের ভাব অন্যপ্রকার। লণ্ডনের চিঠী পৌঁছেছে, পুত্রের বিবাহের নূতন সম্বন্ধ স্থির হয়েছে, আর তিনি এখন ছোটলোকের সঙ্গে সমান দরে চোল্‌তে রাজী হবেন কেন? নিজমূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন। বৃদ্ধ বোষ্টীদ হাস্‌তে হাস্‌তে হাত বাড়িয়ে দিলে, লর্ড বাহাদুর গম্ভীরবদনে এক পা সোরে দাঁড়ালেন। হস্ত বিস্তার কোল্লেন না, কেবল একটী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ এগিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধ কেবল সেই অঙ্গুলীমাত্র একবার স্পর্শ কোত্তে সমর্থ হলো, বন্ধুভাবে পাণিপীড়নের পাণি পেলে না। লেডী রাবণহিল ঘৃণা পেছিয়ে দাঁড়ালেন। বোষ্টীদেরা অগ্রসর হলো, কিন্তু তিনি পশ্চাদ্গামিনী। বোষ্টীদেরা এই ঔদাস্যভাব বুঝ্তে পাল্লে। মনে মনে অহঙ্কার ছিল, অহঙ্কার থাকলো, কিন্তু বড়ই যেন অপমান বোধ কোল্লে। তিন জনেই যেন চমকিতভাবে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় একস্থানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লো। খানিকক্ষণ পরে গৃহস্বামীকে সম্বোধন কোরে বৃদ্ধ বোষ্টীদ থতমত খেয়ে বোলে উঠ্‌লো, "আজ আপনার এমন ভাব দেখ্‌ছি কেন? আমি কি কোন দোষ কোরেছি?"

"দোষ?"—ঔদাস্যভাবে তাচ্ছিল্যভঙ্গীতে মৃদুস্বরে লর্ড রাবণহিল উত্তর কোল্লেন, "দোষ?—দোষ কিছুই না, খেতে আসাতে দোষ কি? তবে কি না, আজ আমরা আপনাদের অভ্যর্থনা কোত্তে অক্ষম।"

স্তম্ভিতভাবে বোষ্টীদ বোলে উঠ্‌লো, "আমাদের কথা ত ঘরের কথা, আমাদের সঙ্গে আপনি ওরকম নূতন কুটুম্বিতার ভাব আন্‌ছেন কেন?"

লর্ড রাবণহিল আপনার মর্য্যাদার অনুরূপ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "দেখুন বোষ্টীদ! আমার কথার উপর কথা কয়, আমার কাজে ভালমন্দ বিবেচনা করে, এমন অধিকার আমি কাহাকেও দিই না!"

বোষ্টীদেরা পুনর্ব্বার জড়সড় হয়ে পোড়্‌লো। তারা নিশ্চয় মনে কোল্লে, লর্ড রাবণহিল ইচ্ছা কোরেই তাদের অপমান কোচ্চেন। মনে মনে এইটী স্থির কোরে বৃদ্ধ আপনার অভ্যাসমত বিকৃতস্বরে বোলে উঠ্‌লো, "খোলসা কথা চাই। বন্ধুবান্ধবেরা যখন হঠাৎ এসে উপস্থিত হন, তাঁদের প্রতি কি তখন এই রকমে তাচ্ছিল্য করা উচিত? আপনি আমার বন্ধু,—আপনি—"

"কি? বন্ধু?—ওঃ! আমি যে বাড়ীর কর্ত্তা, আমি যে পরিবারের মাথা, আমার মানসম্ভ্রম যে পরিবারের ভূষণ, এই তিন বোষ্টীদ সেই পরিবারের বন্ধু, এতদিন ইহা ত আমি জান্‌তেম না!—এখনও পর্য্যন্ত জানি না!"

লর্ড রাবণহিলের এই সগর্ব্ব উক্তি শ্রবণ কোরে বৃদ্ধ বোষ্টীদ মহা খেপে উঠ্‌লো। "ঠকিয়েছে!—ঠকিয়েছে!—গাধা বানিয়েছে!"—রেগে রেগে এই পর্য্যন্ত বোলে ক্ষিপ্ত বোষ্টীদ আপনার স্ত্রীর প্রতি একবার কটাক্ষপাত কোরে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "দেখ্‌ছো কি?—হোচ্চে কি?—শুন্‌ছো কি?—আমাদের পাগল বানিয়ে ফেলেছে!" উফেমিয়াকে সম্বোধন কোরে গর্ব্বিতভাবে বোলে উঠ্‌লো, "ফেমি! তোমারে এরা অগ্রাহ্য কোল্লে!"

উফেমিয়া এক ভয়ানক চীৎকার কোরে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লো! কন্যার রূপও যেমন, গুণও তেম্‌নি! গুণের উপর আরো এক ভয়ানক তামাসা! মূর্চ্ছাগত রোগ আছে! কথায় কথায় মূর্চ্ছা যায়! উফেমিয়া মূর্চ্ছা গেল!—কিন্তু শীঘ্রই আবার ঝেড়েঝুড়ে উঠ্‌লো! তার পিতা সেই সময় উগ্রভাবে তার গলা ধোরে

কর্কশস্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোলে উঠ্‌লো, "আয় আয়! চল্, ঘরে যাই! আর এখানে থাকে না! দেখাব মজা! এই হপ্তার মধ্যেই উচিত প্রতিফল পাবে! কেন? কিসের এত অহঙ্কার?—দেউলেপড়া লাট!—সর্ব্বস্বহারা ফকীর!—কিছুমাত্র সম্বল নাই! তার আবার এত জারি? আয় আমরা ঘরে যাই! দেখাব এখন মজা!"

বুড়ী বোষ্টীদও এই সময় উফেমিয়ার হাত ধোরে টানাটানি কোত্তে আরম্ভ কোল্লে! লর্ড রাবণহিল ভয়ানক রেগে উঠ্‌লেন। নিকটে একজন আরদালী দাঁড়িয়ে ছিল, খুব রেগে রেগে গম্ভীরস্বরে সেই আরদালীকে হুকুম দিলেন, "লাথি মেরে তাড়িয়ে দে! এই গোঁয়ার চাষাটাকে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে ফেলে দে!"

আরদালী বুঝ্‌লে, পরিহাস। উত্তর কোল্লে, "যো হুকুম মহারাজ!"—উত্তর কোল্লে বটে, কিন্তু হুকুম পালন কোল্লে না! যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চারিদিকে চক্ষু ঘোরাতে লাগ্‌লো।

ধনগর্ব্বিত বোষ্টীদ সক্রোধ গর্ব্বভরে গাড়ীতে ফিরে যেতে যেতে বজ্রগর্জ্জনে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "এর প্রতিফল হাতে হাতে পাবে!"

লেডী রাবণহিলকে সম্বোধন কোরে বুড়ী বোষ্টীদ বোলে উঠ্‌লো, "এই মুখে তুমি আপ্‌নাকে লেডী বলাও? লেডীরা ত লেডীই হয়, কিন্তু এ রকম কাণ্ডকারখানা দেখে ভাল ভাল লেডীরা কি তোমার মতন চুপ্ কোরে থাক্‌তে পারে?"

মিহিস্বরে চিঁ চিঁ কোরে উফেমিয়া বোলে উঠ্‌লো, "বোলো তোমাদের ছেলেকে! আমি তাকে বিয়ে কোত্তে পার্‌বো না! সে রকম লাটের ছেলে আমি ঢের দেখেছি! কালই আমি তাকে পত্র লিখ্‌বো!—লিখেও রেখেছি! সম্বন্ধ ভেঙে দিব!—কালই পত্র পাঠাব! বাবা এ কথা জানেন;—মাও জানেন!"

কথা বোল্‌তে বোল্‌তে মূর্চ্ছারোগগ্রস্তা উফেমিয়ার রাগে রাগে সর্ব্বশরীর থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো;—কণ্ঠস্বরও কেঁপে উঠ্‌লো। বৃদ্ধ বোষ্টীদ তখন গাড়ীর ভিতর ঢুকেছে, গাড়ীর ভিতর থেকেই গোর্জ্জে গোর্জ্জে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "দেখাব দেখাব—দেখাব!—চুক্তিভঙ্গের নালিশ আন্‌বো!"

লর্ডদম্পতী ওসকল কথায় কিছুই কাণ দিলেন না। গম্ভীরবদনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একদিক দিয়ে বেড়াতে চোলে গেলেন। বোষ্টীদের গাড়ীখানাও অন্য পথ দিয়ে ভোঁ কোরে বেরিয়ে গেল।

সমস্তই আমি দেখ্‌লেম, সমস্তই আমি শুন্‌লেম। তত ছোট কথা থেকে অতবড় ভয়ানক কাণ্ড হয়ে দাঁড়াবে, লর্ডদম্পতী আগে হয় ত সেটী ভাবেন নাই। এতদিন যেটা মনে মনে ছিল, অকস্মাৎ সেটী প্রকাশ হয়ে পোড়্‌লো। ক্রমে ক্রমে সকলেই জান্‌তে পাল্লে, বোষ্টীদপরিবারের সঙ্গে লর্ডপরিবারের বৈবাহিকসম্বন্ধের কল্পনাটা একবারেই সমূলে ভেঙে গেল! সকলেই জান্‌তে পাল্লে, রাজধানী লণ্ডনের ধনবান্ সওদাগর জেঁকিসনের কন্যার সহিত ওয়াল্‌টার রাবণহিলের বিবাহ নিশ্চয়।

পরদিন আবার লণ্ডন থেকে নূতন নূতন চিঠী এসে উপস্থিত হলো। সেই সকল পত্র প্রাপ্ত হবামাত্রেই লর্ড বাহাদুর হুকুম দিলেন, "নগরযাত্রার আয়োজন কর; শীঘ্রই আমরা রাজধানীতে যাব।"

হুকুম শুনে সর্ব্বাগ্রেই ত আমি মহাভয়ে কেঁপে উঠ্‌লেম! যে সকল লোকজন সঙ্গে যাবে, আমাকেও হয় ত সেই সঙ্গে যেতে হবে! তবেই ত আমি গেছি! লণ্ডনে গেলে আর আমার রক্ষা থাক্‌বে না! কোন না কোন গতিকে নিশ্চয়ই আমি লানোভারের হাতে পোড়্‌বো! যখন পোড়্‌বো, তখন নিশ্চয়ই এবারে সে আমার দফা রফা কোরে দিবে!

দুর্ভাবনায় অত্যন্ত কাতর হোলেম। বেশীক্ষণ কিন্তু সে কাতরতা থাক্‌লো না। একটু পরেই শুন্‌লেম, কেবল একখানিমাত্র গাড়ী যাবে। কেবল একজনমাত্র চাকর আর একজনমাত্র দাসী সঙ্গে থাক্‌বে। সেই দিনেই যাত্রা। যাত্রার অগ্রে গৃহস্বামিনী তাঁর একজন সহচরীকে চুপি চুপি বোলে গেলেন, বিবাহের আর বড় দেরী নাই, অল্পদিনের মধ্যেই শুভবিবাহ।

প্রভু ত লণ্ডনে গেলেন। এইখানে আমার কতকগুলি ভয়ানক কথা! কর্ত্তাগৃহিণীর লণ্ডনযাত্রার পর প্রতিদিনই নূতন নূতন মহাজনের আমদানি,—নূতন নূতন ব্যবসায়ী লোকের তাগাদা,—নূতন নূতন তাগাদ্‌গিরের আমদানী আরম্ভ হলো। বাড়ীর প্রধান ভাণ্ডারীর সঙ্গে নির্জ্জনে তাদের অনেক কথাবার্ত্তা—অনেক শলাপরামর্শ চোল্‌তে লাগ্‌লো। এক্‌ষ্টার নগর থেকেও অনেক দোকানদারের তাগাদ্‌গিরের নিত্য নিত্য তাগাদা আস্‌তে লাগ্‌লো। আমি জান্‌তে পাল্লেম, বোষ্টীদপরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়াই ঐ সকল ঘন ঘন তাগাদার প্রধান কারণ। ধনমদগর্ব্বিত বৃদ্ধ বোষ্টীদ নগরের বাহিরে রাষ্ট কোরে দিয়েছে, "লর্ড রাবণহিল নিঃসম্বল! চারিদিকেই রাশি রাশি দেনা! কুমারী বোষ্টীদের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে! দেনা পরিশোধের আর উপায় নাই! নূতন বিবাহের সম্বন্ধ হোচ্ছে, সেটা কেবল স্তোক দেওয়া কথা! ঐ প্রকারে সকল লোককে স্তোক দিয়েই স্ত্রীপুরুষ উভয়েই রাজধানীতে সোরে গেছেন!"—এই জনরবের গোলযোগেই তত তাগাদার হুড়াহুড়ি!

যতলোক তাগাদা কোত্তে এলো, তাদের মধ্যে একজনকে দেখ্‌লেম, নাছোড়! সে একজন এক্‌ষ্টার নগরের মদব্যাপারী। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে একদিন অপরাহ্নে প্রধান ভাণ্ডারীর গৃহে অনেক কথা বলাবলি কোল্লে। যখন চোলে যায়, তখন খুব রেগে রেগে বোল্‌তে বোল্‌তে গেল, "বুঝেছ আমার কথা? আমি অনেকদিন অপেক্ষা কোরেছি, অনেক দিন মুখ চেয়ে রয়েছি! আমি একজন সামান্য দোকানদার, আমার পাওনা দুহাজার সাত শ পাউণ্ড! এটা কি বড় সামান্য কথা? মদের দেনা দুহাজার সাত শ পাউণ্ড! আমার মত গরিব দোকানদারের পক্ষে এটা অনেক! আর আমি অপেক্ষা কোত্তে পারি না! আগে থাক্‌তে আমি উকীলের চিঠী প্রস্তুত কোরিয়েছি।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No 115/1 GREY STREET, CALCUTTA.

একমাসের মধ্যে সমস্ত টাকা আমি যদি বুঝে না পাই, তা হোলে নিশ্চয়ই বাড়ীতে পেয়াদা আসবে! কর্ত্তাকে তোমরা এই কথা বোলো। তিনি যেন তামাসা মনে করেন না। এবিষয়ে আমি কৃতসংকল্প হয়েছি। কেবল করার,—কেবল করার, আজ নয় কাল,—কাল নয় অমুক দিন,—এমাস নয় ও মাস,—এই রকমে এই রকমে অনেক দিন ভাঁড়াভাঁড়ি; আর আমি উপরোধ অনুরোধ মানবো না!"

রেগে রেগে এই কথা বোলতে বোলতে সেই মদের সওদাগরটী হন্ হন্ কোরে চোলে আপনার গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। গাড়ী হাঁকাবার অগ্রে ভাঁড়ারীকে সম্বোধন কোরে আবার বোলে গেল, "দেখো, ভুলো না! তোমাদের লর্ডকে এই সব কথা জানিও! যে যে কথা বোল্লেম, তা কেবল আমার মুখের কথা নয়, কাজেও তাই আমি দেখাবো। জানিও!—ভুলো না!"

আরও দিনকতক চোলে গেল। একদিন আমি গুটিকতক নূতন কথা শুনলেম। চাকরেরা বলাবলি কোচ্ছিল, বোষ্টাদের মন্ত্রণা। লর্ড রাবণহিলের অনেকগুলি বরাতি হুণ্ডী নগরময় ছড়ানো আছে, টাকা পরিশোধ হয় নাই। উফেমিয়ার পিতা সেইগুলি সব কিনে নিচ্চে। সে নিজেই এখন লর্ড রাবণহিলের মহাজন হয়ে দাঁড়াবে। সে নিজেই এখন এই লর্ডপরিবারকে এককালে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্র ঠিকঠাক কোচ্চে। লর্ডবাহাদুর হয় ত এ সব ষড়যন্ত্রের কিছুই জানতে পাচ্চেন না!

তাঁরা যেদিন লণ্ডনে গিয়েছেন, সে দিন থেকে তিন সপ্তাহ অতীত হয়ে গেছে। একদিন প্রাতঃকালে আমি চাকরদের ঘরে প্রবেশ কোচ্চি, সবেমাত্র তখন ডাকের চিঠীগুলি এসে পৌঁচেছে। ঘরে প্রবেশ কোরেই দেখি, চাকর লোকজন সকলেই বিমর্ষ, সকলের মুখেই বিষাদচিহ্ন,—হতাশ চিহ্ন। আমি কিছু জিজ্ঞাসা কোর্বো মনে কোচ্চি, এমন সময় একজন আরদালী তাড়াতাড়ি আমাকে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "জোসেফ! ভারী অমঙ্গল!—ভারী অমঙ্গল! লণ্ডনের সংবাদে আমার বড়ই ভয় হয়েছে! নূতন বিবাহের সম্বন্ধটাও ভেঙে গেছে! আমাদের যুবা প্রভু এক জনের সঙ্গে পিস্তলযুদ্ধে আহত হয়েছেন!"

ভয়ে বিস্ময়ে আমি চীৎকার কোরে উঠলেম! "পিস্তল যুদ্ধে আহত?"—স্তম্ভিতকণ্ঠে অকস্মাৎ ঐ কথাটী আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো। ওয়াল্টার রাবণহিলের অনেকগুলি দোষ ছিল।—ছিল তা জানি, কিন্তু গুণও অনেক। সেই গুণেই আমি তাঁকে ভালবাসি, ভক্তিও করি। বিশেষতঃ তাঁর পিতাই তাঁর সর্ব্বনাশ কোরেছেন। পিতার আচরণেই তিনি প্রতারিত। পিস্তলযুদ্ধে তিনি আহত হয়েছেন শুনে আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত হোলেম। ব্যগ্রভাবে পুনরায় সেই আরদালীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সত্যই কি পিস্তলযুদ্ধে আহত?"

"হাঁ, সত্যই ত শুনলেম! আমাদের কর্ত্রীর সেই সহচরী কিঙ্করী আমাদের এমিলীকে ঐ কথাই ত লিখেছে। জনরবও ঐরূপ। কিন্তু আসল কাণ্ডটা যে কি, সে

সকল ব্যাওরা কথা আমরা কিছুই জানি না। কার সঙ্গে পিস্তল যুদ্ধ হয়েছিল, তাও আমরা জানি না। আমাদের প্রভু আজ রাত্রেই এখানে ফিরে আস্‌বেন, কর্ত্রী ঠাকুরাণীও আস্‌বেন।"—আরদালীর উত্তরে আমার আরও উদ্বেগ বৃদ্ধি হলো।--কর্ত্তা-গৃহিণী অকস্মাৎ ফিরে আস্‌ছেন, পুত্র বিপদগ্রস্ত;--এটাই বা কি রকম কথা?—মন বড় অস্থির হয়ে থাক্‌লো।

দ্বাবিংশ প্রসঙ্গ।

সেরিফের জমাদার।

বিপদের পথে বিপদের মূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ যেন সজীব হোতেই দেখা যায়! রাবণহিল-প্রাসাদে ভয়ানক ভয়ানক মহাবিপদ যেন সজীব সজীব দেহ পরিগ্রহ কোরে, আলোতে অন্ধকারে সর্ব্বক্ষণ ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো! যে দিনের কথা আমি বোল্লেম, সেই দিন সন্ধ্যার পর,—রাত্রি যখন সাতটা কি আটটা, সেই সময় লণ্ডনের গাড়ী ফিরে এলো। চাকরেরা সকলেই প্রভুদম্পতীকে অভ্যর্থনা কোত্তে ছুটে গেল। অভ্যর্থনা যেমন তেমন, তাঁদের তখনকার মুখের চেহারা দেখেই সকলে ভয় পেলে। প্রাতঃ-কালে সংক্ষিপ্ত-সংবাদে যে শোচনীয় ঘটনার কথা শুনা হয়েছিল, প্রভু আর প্রভুপত্নীর মুখের চেহারাতে সেই ভয়ানক দুর্ঘটনাই নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ হলো!

মাতাপিতার সঙ্গে পুত্রটী ফিরে আসেন নাই। আমার বন্ধুভৃত্য চার্লস্ লিণ্টন ফিরে এসেছে। পুত্রটী আহত, সেই আহত অবস্থায় তাঁরে পরিত্যাগ কোরে মাতাপিতা ফিরে এলেন, এটা যেন আমার মনে কেমন একপ্রকার নিষ্ঠুর কার্য্য বিবেচনা হোতে লাগ্‌লো। কিন্তু লিণ্টনের মুখে যখন শুনলেম, আঘাত সামান্য, তিনি ইচ্ছা কোরেই পিতামাতার সঙ্গে ফিরে এলেন না, তখন আমি কিছু অনুতপ্ত হোলেম। অকারণে মাতাপিতাকে নিষ্ঠুর মনে কোরে আমি অন্যায় কার্য্য কোরেছি, তজ্জন্য মনে মনেই অনুতাপ কোল্লেম। লিণ্টন আমারে বোল্লে, "ডিবনশায়ারে ফিরে আস্‌তে তাঁর ইচ্ছা হলো না, লণ্ডনেও থাক্‌লেন না, স্থানান্তরে চোলে গেলেন।"

দিনমান কেটে গেল। রাত্রি এলো। রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে লিণ্টন আমারে ডাক্‌লে। একসঙ্গে দুজনেই বাড়ীর পশ্চাদ্দিকের বাগানে বেড়াতে গেলেম। বেড়াতে বেড়াতে লিণ্টন আমারে অনেক নূতন নূতন কথা জানালে। সকল কথাই শোকাবহ! লিণ্টন বোল্লে, "অনেকদিন হলো, তোমাকে আমি যে সম্ভাবিত বিপদের কথা বোলে-ছিলেম, এখন দেখ্‌ছি, সেই বিপদ অতি নিকটে! আকাশে যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা

অল্পে অল্পে সঞ্চিত হয়ে ভয়ানক ঝড় এনে ফেলে, এ ঘটনাও দেখ্‌ছি সেই রকম! এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মাথার উপর ঘোরতর বিপদের মেঘ একত্র হয়েছে! অবিলম্বেই ঘোরতর ঝড়-তুফান আরম্ভ হবে!"

ম্লানবদনে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রক্ষার কি উপায় নাই?"

বিমর্ষ গম্ভীরভাবে লিণ্টন উত্তর কোল্লে, "কিছুই নাই! কোনপ্রকার অলৌকিক ঘটনায় যদি রক্ষা হয়, তবেই হোতে পারে; নতুবা অন্য উপায় আর কিছুই নাই! কিন্তু এখন আর অলৌকিক ঘটনা চলে না। দিনকাল বদল হয়ে গেছে। এখন আর সেকাল নাই! অলৌকিক ঘটনার যুগান্তর উপস্থিত! বোষ্টাদপরিবারের সঙ্গে হঠাৎ বিচ্ছেদ কোরে আমাদের লর্ড প্রভু যেরূপ অবিবেচনার কার্য্য কোরেছেন, কেহই কখনো প্রায় সে প্রকারে উল্‌টো তাস খেলে না! সম্বন্ধটা যতই ঘৃণাকর হোক্, কিন্তু আমাদের প্রভুর পক্ষে অনেকদূর ভরসার স্থল ছিল। এখন সে আশাভরসা এককালে নির্ম্মূল হয়ে গেছে! আজকালের মধ্যে আইন-আদালতের হুকুমবরদারেরা নিঃসন্দেহই এই প্রাসাদের উপর প্রভুত্ব কোত্তে বোস্‌বে!"

অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কুমারী জেঁকিসনের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধটা কি এককালেই ভেঙে গেছে?"

"এককালেই ভেঙে গেছে!—মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হয়েছে। আনুসঙ্গিক আরও কতকগুলো ঘটনা আর সেই পিস্তলযুদ্ধ——"

সবিনয়ে বাধা দিয়ে শঙ্কিতভাবে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "হাঁ হাঁ, সেই পিস্তল-যুদ্ধ! আমাদের যুবা প্রভু কার সঙ্গে পিস্তলযুদ্ধ কোরেছিলেন?"

একটু চিন্তা কোরে, একটু গম্ভীরভাব ধারণ কোরে, লিণ্টন খুব সাবধান হয়েই বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তোমার স্মরণ হোতে পার্‌বে, একদিন তোমারে আমি কুমারী এলিসিয়া কথবার্ট নামে একটী যুবতীর কথা বোলেছিলেম। আর ইহাও বোলেছিলেম, যে যুবাপুরুষ সেই কুমারী এলিসিয়ার প্রেমে আসক্ত হয়েছিলেন, তাঁর নাম কাপ্তেন বর্‌কিলি। সেই কাপ্তেন বর্‌কিলির সঙ্গেই আমার প্রভু পিস্তলযুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধেই তিনি আহত হয়েছেন!—দক্ষিণ বাহুতে গুলি লেগেছে!"

সবিস্ময়ে মনে মনে অনেক তর্ক তুলে আমি প্রশ্ন কোল্লেম, "কাপ্তেন বর্‌কিলি এমন কর্ম্ম কেন কোল্লেন?"

"বুঝ্‌তে পাল্লে না? সেই প্রথম রাত্রে—যে রাত্রে তুমি মেয়েমানুষের পোষাক পোরে আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হও,—মনে পড়ে? সেই চারঘোড়ার গাড়ী; যে রাত্রে সেই সব কাণ্ড, সেই রাত্রের সেই ঘটনার সঙ্গে এই পিস্তলযুদ্ধের অতি নিকট সম্বন্ধ! কুমারী জেঁকিসনের সহিত আমাদের যুবা প্রভুর বিবাহসম্বন্ধই ঠিক হয়েছিল। বরকর্ত্তা চান টাকা, কন্যাকর্ত্তা চান বড়ঘরে কুটুম্বিতা।—টাকাও তাঁর প্রচুর আছে। প্রভু ওয়াল্‌টার সেই কন্যার পিতাকে আপনাদের বৈষয়িক

অবস্থা সব খুলে বলেন,—আগে থাকৃতেই তিনি ঐ সব কথা শুনেছিলেন। টাকার অভাবে একটা এত বড় ঘর নষ্ট হয়ে যায়, তজ্জন্য সহানুভূতি জানিয়ে ঐ বিবাহে তিনি সম্মতি দেন। আমাদের প্রভুকেও বিশেষ রকম আদর অবেক্ষা করেন। তার পরেই এখানে সংবাদ আসে, লর্ড লেডী উভয়ে রাজধানীতে যাত্রা করেন। সে সব কথা তুমি জান। আমাদের প্রভুর রাজধানীর নিকেতনেই আমরা ক্রমাগত ছয়মাস বাস করি। প্রভুর মাতাপিতাও সেই নিকেতনে উপস্থিত হন। এক সঙ্গে সেই নিকেতনেই অবস্থান করেন। একপক্ষকাল বেশ আমোদ আহ্লাদেই অতিবাহিত হয়। তার পর কুমারী জেঁকিসনের নামে আর সেই কুমারীর পিতার নামে নানাপ্রকার বেনামী চিঠী আসতে আরম্ভ হয়! সে সকল চিঠীর ডাকমোহরে ডিবনশায়ারের নামলেখা। সে সকল বেনামী চিঠীর মর্ম্ম এইরূপ যে, "কুমারী বোষ্টীদের সহিত লর্ড রাবণহিলের পুত্রের বিবাহসম্বন্ধ হয়েছিল, বোষ্টীদ-পরিবারকে অপমান কোরে লর্ড বাহাদুর সেই সম্বন্ধটী ভেঙে দিয়েছেন। বিবাহের চুক্তিভঙ্গের দাবীতে নালিশের জন্য বোষ্টীদ তাঁকে উকীলের চিঠী দিয়েছেন।—এই প্রকার অনেক বিশ্রী বিশ্রী কুচ্ছ কথা সেই সকল বেনামী চিঠীর নির্ঘণ্ট। সেই সকল চিঠী পাঠ কোরে জেঁকিসন্‌পরিবারের মনে কেমন একপ্রকার সংসয় জন্মায়। আমি বোধ করি, ভাল কোরে বুঝিয়ে দিলেই তাঁদের সে সংশয়টা অতি সহজেই ভঞ্জন হোতে পাত্তো, কিন্তু তার আর অবসর হলো না। অন্য অন্য আরও কতকগুলি প্রতিকূল ঘটনায় আমাদের সমস্ত কল্পনাই ভেসে গেল!"

লিণ্টনের কথায় নূতন কৌতূহলে তার মুখপানে চেয়ে পুনর্ব্বার আমি সবিস্ময়ে নূতন প্রশ্ন কোল্লেম, "আবার প্রতিকূল ঘটনা কি প্রকার?"

লিণ্টন বোল্লে, "শোন না বলি।—সেই কথাই ত বোল্‌ছি। নূতন প্রতিকূল ঘটনাও আরও নূতন! একদিন রাজধানীর এক বড়লোকের বাড়ীতে একটা মজ্‌লিস হয়। মহা সমারোহ।—বহুলোকের সমাগম। জেঁকিন্‌সনপরিবার সেই মজ্‌লিসে উপস্থিত থাকেন। আমার প্রভু ওয়াল্‌টার রাবণহিলও সেই মজ্‌লিসে নিমন্ত্রণে যান। তাঁর পিতামাতারও নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু তাঁরা যান নাই। কেন যান নাই, তা আমি জানি না। কুমারী এলিসিয়া কথবার্ট আর তাঁর জননী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমার প্রভু ওয়াল্‌টার যখন তাঁদের কাছে আলাপ কোত্তে যান, সেই সময় তাঁরা মুখ বেঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে লন। কুমারী জেঁকিসনের পিতা সে ভাবটী দেখ্‌তে পান, তাঁর স্ত্রীকন্যাও তা দেখেন।—দেখে অবশ্যই তাঁদের মন কিছু চঞ্চল হয়ে থাকবে, কিন্তু সে চাঞ্চল্যও অনায়াসে দূর করা যেতে পাত্তো। তার উপর আবার নূতন ঘটনা! কিছু অধিক রাত্রে কাপ্তেন বর্‌কিলি সেই স্থানে উপস্থিত হন। আমাদের ওয়াল্‌টার তখন বৃদ্ধ জেঁকিসনের সহিত কথোপকথন কোচ্ছিলেন। জেঁকিসন শ্বশুর হবেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমাদের প্রভু বিশেষ শিষ্টাচার দেখালেন।—বেশ

ঘনিষ্ঠভাবেই কথাবার্ত্তা হোচ্ছিল। সেই কথাবার্ত্তার মাঝখানে কাপ্তেন বর্‌কিলি গিয়ে সেইখানে দেখা দেন। উপস্থিত হয়েই আমাদের প্রভুর দিকে চেয়ে সেই কাপ্তেন সাহেব বিকৃতবদনে কর্কশস্বরে চুপি চুপি বোলে উঠ্‌লেন, "তুই পাজি! তুই পামর! তুই মিথ্যাবাদী! তুই জালিয়াত! কাল প্রাতঃকালে তোর মুখে যদি আমি কিছু না শুনি, আমার মুখেই তুই উচিত কথা শুন্‌তে পাবি!"—এই সব কথা ছাড়া আর কোন কথাই না। এই সব কথা বোলেই কাপ্তেন বর্‌কিলি স্থির প্রশান্তভাবে ধীরে ধীরে ঘরের অন্য ধারে চোলে গেলেন। তৎকালে তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে লোকে অনুমান কোল্লে, দুজনে বুঝি সখ্যভাবেই আলাপ পরিচয় হলো। ভিতরে ভিতরে যে কি ভয়ানক গালাগালি চোলে গেল, সেটী আর অপর কেহ কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লে না;—শুন্‌তেও পেলে না। কিন্তু বৃদ্ধ জেঁকিসন ঐ সব কথা শুনেছিলেন। জেঁকিসনকে জানাবার অভিপ্রায়েই কাপ্তেন বর্‌কিলির ঐ প্রকার আড়ম্বর!—ঐ প্রকার আস্ফালন! দেখ জোসেফ! কাপ্তেনের মুখে ঐ রকম গালাগালি শুনে বৃদ্ধ জেঁকিসন বিস্ময়াপন্ন হোলেন। মজ্‌লিসে আর অধিকক্ষণ থাক্‌লেন না। স্ত্রীকন্যা সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরা বেরিয়ে যাবার পর আমাদের যুবা প্রভুও আস্তে আস্তে মজ্‌লিস থেকে নিষ্ক্রান্ত হোলেন। পরদিন প্রাতঃকালেই পিস্তলযুদ্ধ! কাপ্তেন বর্‌কিলির সঙ্গেই যুদ্ধ! সেই যুদ্ধেই আমাদের যুবা প্রভু আহত! তার পরদিনই তিনি অকস্মাৎ রাজধানী ত্যাগ কোরে দূরবর্ত্তী প্রদেশে চোলে গেলেন। আমাকে বোলে গেলেন, 'আমি আর নিজের জন্য স্বতন্ত্র চাকর রাখ্‌তে পাচ্চি না, এখন অবধি তুমি কেবল কর্ত্তার কার্য্যেই নিযুক্ত থাক্‌বে।'—ভালবাসা প্রভুর মুখে ঐরূপ নির্ঘাত কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হলো! মিনতি কোরে আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, আমি আপনার সঙ্গে যাব। বেতন আমি চাই না। যখন শুভদিন আস্‌বে, তখন যা হয় আপনি বিবেচনা কোরবেন। এ অসময়ে আপনাকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই আমার মন চায় না।—বিমর্ষ বদনে একটু শুষ্ক হাসি হেসে তিনি কেবল একটু একটু ঘাড় নাড়্‌লেন, আর কিছুই বোল্লেন না। পরক্ষণেই চঞ্চলপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এটা হোচ্চে পরশু দিনের ঘটনা। কাল প্রাতঃকালে আমরা ডিবন্‌শায়ারে চোলে এলেম।"

বিষণ্ণ অন্তরে একটু চিন্তা কোরে পুনর্ব্বার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ও সব ঘটনার মূল কি? কাপ্তেন বর্‌কিলি কেনই বা ঐরকম গালাগালি দিলেন? কেনই বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধালেন? তোমার কথায় সেটা এখনও আমি ভাল বুঝ্‌তে পাল্লেম না। আসল কথাটা হয়েছিল কি?"

"বুঝ্‌তে পাল্লে না?"—লিণ্টন একটু উন্মনা হয়ে আমার দিকে চেয়ে উত্তরের আভাসে প্রশ্ন কোল্লে, "বুঝ্‌তে পাল্লে না? আসল কথা একখানা জালচিঠী! আরও আসল কথা সেই কুমারী এলিসিয়া কথবার্ট। জাল চিঠীখানা কি জান? আমার প্রভুই সেই চিঠীখানা লেখেন। সেই চিঠীতেই দস্তখত থাকে কাপ্তেন বর্‌কিলির।

কাপ্তেন যেন নিজেই কুমারী কথ্‌বার্টকে লিখ্‌ছেন, 'তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে এসো!" সেই যে চারঘোড়ার গাড়ী,—যে গাড়ীতে মেয়েমানুষের পোষাকশুদ্ধ তোমারে তুলে আনে, এলিসিয়াকে চুরি কোরে আন্‌বার জন্যই সে গাড়ীখানা গিয়েছিল। মতলব ছিল একপ্রকার, ঘোটে পোড়্‌লো আর একখানা! এলিসিয়াকে না পেয়ে; এলিসিয়া মনে কোরে তোমাকেই ধোরে নিয়ে এলো! তার পর যা যা হয়েছিল, সব তোমার মনে আছে। কেন না, তুমিই তার কর্ত্তা! যাক্ এখন সে কথা। সেই হলো প্রথম কাণ্ড। তার পর আবার কুমারী বোষ্টীদসম্বন্ধে গোলযোগ!—সেটাও একটা কম কাণ্ড নয়। এই সকল কাণ্ড একত্র হয়েই লর্ডপরিবারের ভাগ্য-আকাশে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মেঘ জড় হয়! তারই পরেই প্রচণ্ড উল্কাপাত!—জেঁকিসনের সহিত বিবাহভঙ্গ!"

স্থির হয়ে একমনে সব কথাগুলি আমি শুন্‌লেম। শুনে শুনে মনে অত্যন্ত কষ্ট হলো। অপ্রিয় প্রসঙ্গটা একটু চাপা দিয়ে লিণ্টনকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যাবার সময় আমাদের যুবা প্রভু তাঁর মাতাপিতাকে কি কি কথা বোলে গেলেন, তা কি তুমি জান? কথা কি কিছু হয়েছিল?"

"না!—সে বিষয়ের কিছুই আমি জানি না। কেবল এইটুকুমাত্র জানি, তাড়াতাড়ি তিনি প্রস্থান কোল্লেন, মাতাপিতার কাছে বিদায় নিয়েও গেলেন না;—অবসরই পেলেন না। প্রস্থানের পূর্ব্বে মাতাপিতার সহিত যদি কিছু নিগূঢ় কথাবার্ত্তা হয়ে থাকে, তা আমি বোল্‌তে পারি না। মাতাপিতা উভয়েই কিন্তু মনে মনে ভারী আঘাত পেয়েছেন! স্ত্রীলোকে মনোবেদনা গোপন কোত্তে অক্ষম, কাজেই আমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণী এককালে অবসন্ন হয়ে পোড়েছেন!—পুরুষের প্রাণে অনেক সয়, লর্ড বাহাদুর অনেকপরিমাণে ধৈর্য্য ধারণ কোরে আছেন, সত্যতত্ত্ব গোপন কর্‌বার চেষ্টা কোচ্চেন, তথাপি পেরে উঠ্‌ছেন না। তাঁর মুখ দেখেই প্রায় সকলেই তীব্রযাতনা বুঝে নিতে পাচ্চে। অন্তরের ক্লেশ চাপা থাক্‌ছে না!"

বাগানে আমরা আরও খানিকক্ষণ থাক্‌লেম। লিণ্টনের সঙ্গে আরও আমার অনেক প্রকার কথাবার্ত্তা হলো। তার পর আমরা আশ্রমে ফিরে এসে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে আপন আপন শয্যায় শয়ন কোল্লেম। নিদ্রার পূর্ব্বে হঠাৎ আমার মনে হলো, যখন এতবড় বিপদ সম্মুখে, তখন লর্ডদম্পতী এত তাড়াতাড়ি লণ্ডন থেকে ফিরে এলেন কেন? পরদিন যখন আবার লিণ্টনের সঙ্গে আমার দেখা হলো, তখন আমি সকৌতূহলে লিণ্টনকে ঐ কথা আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

লিণ্টন আমার ঐ প্রশ্নের সাফ্ সাফ্ উত্তর দিলে। লিণ্টন বোল্লে, "জনরব বড় ভয়ানক জিনিস! এটা আবার তারও চেয়ে বেশী! দ্বন্দ্বযুদ্ধপ্রচার, কুমারী বোষ্টীদের প্রত্যাখ্যান, জেঁকিসনপরিবারের মনোমালিন্য, আরও কতক কতক অপ্রিয় ঘটনা আমাদের লর্ডদম্পতীর পক্ষে বড়ই অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো! তাঁরা আর কিছুতেই লণ্ডনে অবস্থান কোত্তে পাল্লেন না। রাবণহিলপ্রাসাদ,—যে প্রাসাদে প্রথম রাত্রে তুমি

প্রবেশ কর, সে প্রাসাদটীও লণ্ডনের অতি নিকটে। সেখানেও থাকৃতে ইচ্ছা কোল্লেন না। কাজে কাজেই ডিবনশায়ারে ফিরে এলেন। বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকেই মহাজনের বিদ্রোহ,—সর্ব্বদাই এখানে মহাজনগণের গতিবিধি। এমন বিদ্রোহের সময় মুখামুখি উপস্থিত থাকাই ভাল। এই কারণেই ডিবনশায়ারে ফিরে আসা। লর্ড বাহাদুর আজ প্রাতঃকালে একৃষ্টার নগরে গমন কোরেছেন। ভোরে উঠে অনেকগুলি চিঠী লিখেছেন। আমার অত্যন্ত ভয় হোচ্চে, উদ্ধারের আর উপায় নাই!—মহাবিপদ নিকটে! মানমর্য্যাদা সব যায়, আর থাকে না!"

পূর্ব্বেই আমি বোলেছি, এই প্রাসাদ থেকে একৃষ্টার নগর বিংশতি মাইল দূর। লর্ড বাহাদুর সমস্ত দিনের মধ্যেও ফিরে এলেন না! সন্ধ্যাকালে ফিরে এলেন! যখন এসে গাড়ী থেকে নাম্‌লেন, তখন দেখা গেল, তাঁর সমস্ত বদনেই যেন বিষাদ-আতঙ্কের কালীমাখা! একপক্ষ পূর্ব্বে যাঁরা তাঁরে দেখেছে, সেদিন সন্ধ্যাকালে তারা তাঁরে দেখ্‌লে নিশ্চয়ই মনে কোত্তো, তখনকার বয়স অপেক্ষা এখনকার বয়স যেন দ্বাদশ বৎসর অধিক! কর্ত্রীঠাকুরাণী আর ঘরের বাহির হন না। দিবারাত্রি চিকিৎসা হোচ্চে। লর্ড যখন ফিরে এলেন, লেডী সেই সময় একবার নীচে নেমে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ কোল্লেন। উভয়েই ভোজনাগারে প্রবেশ কোল্লেন। ভোজনের সময় আমি সর্ব্বদা নিকটেই থাকৃতেম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লেম, যে সকল ভোজ্যবস্তু প্রদান করা হয়েছিল, সমস্তই পোড়ে রইল! কিছুই তাঁরা মুখে দিলেন না! যদিও ছেলেমানুষ আমি, তথাপি প্রাণে কেমন বেদনা লাগ্‌লো! অপরাপর চাকরেরাও ভাবগতিক দেখে নানাপ্রকার অমঙ্গল কল্পনা কোত্তে লাগ্‌লো। আমি বিবেচনা কোল্লেম, লিণ্টনের ভবিষ্যৎ বাণীই ঠিক হয়ে দাঁড়ালো! মহা বিপদ নিকটে!

রাত্রি প্রভাত হলো। লর্ড বাহাদুর সহরে যাবেন, গাড়ী প্রস্তুত হলো। বেলা প্রায় দশটা, এমন সময় একখানা ভাড়াটে গাড়ী এসে গাড়ীবারাণ্ডায় দাঁড়ালো। গাড়ীর ভিতর তিনজন লোক। একজনের শিকারী বেশ,—কটা রঙের ঢিলে পায়জামা, সবুজবর্ণ কোর্ত্তা, তাতে চক্‌চোকে বড় বড় পিতলের বোতাম আঁটা, নীলবর্ণের গলাবন্ধ, তাতে একটা প্রকাণ্ড হীরা জোড়া। মাথায় এক প্রকাণ্ড টুপী। টুপীর কিনারাটা কপালের দিকে অনেকদূর চওড়া। সেই লোকের অঙ্গে নানাপ্রকার মণিমুক্তা জড়িত! কিন্তু চেহারা অত্যন্ত কদাকার। চেহারার গুণে সমস্ত সাজগোজ বেমানান! দ্বিতীয় ব্যক্তির কালো পোষাক, তার ঠাঁই ঠাঁই ছাতাপড়া, কোটের আস্তীন হাতের কনুই পর্য্যন্ত ঝুলেছে, বহুকালের পুরাতন, ঠাঁই ঠাঁই তালি দেওয়া! দেখ্‌লেই বোধ হয় যেন, স্বহস্তেই ধোবার কার্য্য সম্পাদন কোরে এসেছে। তৃতীয় ব্যক্তির পোষাক আরও অদ্ভুত প্রকার! আগষ্ট মাস, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, তথাপি তার গায়ে খুব মোটা কটা রঙের কোর্ত্তা, সেটা আবার তার নিজের নয়। সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাটী পর্য্যন্ত লুটিয়ে লুটিয়ে যায়! সেই কোর্ত্তার ঠাঁই ঠাঁই নানাপ্রকার বিশ্রী বিশ্রী দাগ।—ঠাঁই ঠাঁই বীর সম্রাপের

কস! শেষোক্ত দুজনের মুখেই বীরসরাপের গন্ধ ভুব ভুর কোচ্চে! প্রথম লোকটার ক্ষুধা বেশী, সে যেন এইমাত্র কি খেয়েছে, কি যেন চর্ব্বণ কোচ্চে, আর থেকে থেকে আস্তীনের কাপড়ে ওষ্ঠাধর মার্জ্জন কোচ্চে!

গাড়ীখানা যখন এসে পৌঁছে, তখন আমি প্রবেশদ্বারের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। মন্দলোকের চেহারাতেই যেন অমঙ্গলের ছায়া আঁকা থাকে! আমি যেন সেই ছায়াই দেখলেম। সম্মুখদরজায় যে প্রহরী বোসে ছিল, তার মুখভঙ্গী দেখেও সেই অমঙ্গলের আশঙ্কা বলবতী হয়ে উঠ্‌লো! যে লোকটা জহরত মোড়া, সে লোকটা তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে লাফিয়ে পোড়ে সঙ্গী দুজনকে সঙ্গে আস্‌বার ইঙ্গিত কোল্লে;—পরক্ষণেই আবার তাদের দুজনকে গাড়ীর ভিতর বোসে থাক্‌তে বোল্লে। সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এসে পকেট থেকে একখানা কাগজ টেনে বার কোরে আমার হাতে দিলে। যেন কতই ঘনিষ্ঠভাবে বোল্লে, "ওহে ও ছোক্‌রা! আমার নামের এই কার্ডখানা তোমার মনিবকে গিয়ে দেও ত! দিয়ে তাঁরে বল গে, আমার নাম রিড্‌লি সাহেব। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।"

আমার মনটা তখন কেমন বিচলিত হলো। কতক ভয়ে কতক সন্দেহে আমি যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কেঁপে উঠ্‌লেম! বোধ হলো যেন, লক্‌লকে জিব বাহির কোরে একটা কালসাপ আমার দিকে ফণা তুলেছে! কার্ডখানা আমি নিলেম, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র চোলে গেলেম না। যেখানে ছিলেম, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। বক্র নয়নে একবার কার্ডখানার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ কোল্লেম। কিসের কার্ড, কেন তারা এসেছে, সেটী বুঝ্‌তে আর বাকী থাক্‌লো না। কার্ডে লেখা ছিল, "ডিবন্‌শায়ারের সেরিফের আফিসর সারপিষ্ট এবং রিড্‌লি।"

রিড্‌লি আমার দিকে চেয়ে চেয়ে যেন হাকিমী স্বরে বোলে উঠ্‌লো, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকাচ্চিস্‌ কি? যা না জল্‌দি! কেন দেরী কোচ্চিস্‌?"

দরজার প্রহরী প্রকাণ্ড এক চেয়ারে উপবিষ্ট ছিল, বিকৃতবদনে রিড্‌লির আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ কোচ্ছিল, তার ঐপ্রকার হুকুম শুনে সেই প্রহরীও আমারে নম্রভাবে বোল্লে, "হাঁ, যাও জোসেফ! দিয়ে এসো! ঐ ব্যক্তির কার্ডখানা কর্ত্তাকে দিয়ে এসো! যা বোল্‌ছি, তাই করো!"

রিডলি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লো। গভীরকর্কশে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ব্যক্তি? ব্যক্তিটাই বটে!"—কট্‌মট্‌ কোরে দরোয়ানের দিকে চেয়ে আরও কর্কশস্বরে আবার বোলে উঠ্‌লো, "কে আমাকে বোল্লে ব্যক্তি? আমি তাকে দেখ্‌তে চাই! বেরিয়ে আয় তোর জঙ্গলের ভিতর থেকে! রক্তমুখো পেঁচা! আমার সঙ্গে তামাসা?"

রাজার ন্যায় মর্য্যাদাসূচক ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে আসন থেকে গাত্রোত্থান কোরে আমাদের সেই পুরাতন প্রহরীটী রিড্‌লির দিকে ঘৃণার ভঙ্গীতে দৃষ্টিপাত কোত্তে লাগ্‌লো। বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, ধাক্কা মেরে সেই ব্যক্তিকে সিঁড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দেয়।

ঠিক সেইরকম উপক্রম! উপক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তি! সে তখন বুঝ্‌তে পাল্লে, আদালতের লোক, আইনের ক্ষমতা ঐ লোকের হাতে, বাধা দিবার চেষ্টা করা বৃথা। অধিকন্তু সে নিজে তখন যে পদে পদস্থ, সে পদটীও টল্‌টলে! ভেবে চিন্তে গম্ভীরবদনে আবার সেই প্রকাণ্ড আসনে বোসে পোড়্‌লো।—গভীর বিষাদে দুটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লে! সেই জলন্ত নিশ্বাসের স্পষ্ট শব্দ আমি শুন্‌তে পেলেম। আরও দেখ্‌লেম, বড় বড় দু ফোঁটা অশ্রু তার চক্ষু দিয়ে গোড়িয়ে গোড়িয়ে রক্তবর্ণ গণ্ডস্থল অভিষিক্ত কোল্লে! দেখে আমার ভারী কষ্ট হলো! সেই মুহূর্ত্তেই আমি কার্ডখানা নিয়ে উপরের ঘরে ছুটে যাচ্চি, দেখ্‌লেম, লর্ডবাহাদুর উপরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আস্‌ছেন। আমারে দেখেই গম্ভীরস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "গাড়ী প্রস্তুত হয়েছে?"

একজন আরদালী নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি উত্তর কর্‌বার অগ্রেই সেই লোকটী উত্তর কোল্লে, "প্রস্তুত হুজুর! কিন্তু ঐ একজন—কে—ইচ্ছা"

রিড্‌লি সাহেব সেই সময় তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে কার্ডখানা কেড়ে নিয়ে বিকটমুখে আমারে বোলে উঠ্‌লো, "তুই ছোঁড়া যদি আমার ছোক্‌রা হোতিস্, তা হোলে এই ঘোড়ার চাবুকগাছটা তোর পিঠে আমি ভাঙ্‌তেম! ছোক্‌রাচাকর কেমন কোরে চালাক করে, তা আমি দেখাতেম!"—বাস্তবিক লোকটার হাতে একগাছা ঘোড়ার চাবুক ছিল। আমি থতমত খেয়ে একটু সোরে দাঁড়ালেম। চাবুকধারী শশব্যস্তে অগ্রসর হয়ে কর্ত্তার সম্মুখে একবার তাচ্ছিল্যভাবে টুপীটা স্পর্শ কোল্লে,—টুপী খুলে দাঁড়ালো না! লর্ডবাহাদুরের হাতে সেই কার্ডখানা দিলে। কার্ডে যে নাম লেখা ছিল, দম্ভ জানিয়ে মুখেও সেই নাম বোল্লে।

লোকটাকে দেখেই লর্ডবাহাদুর যেন একটু কম্পিত হোলেন। দু এক পা পেছিয়ে দাঁড়ালেন। হঠাৎ কোন একটা আঘাত লাগ্‌লে মানুষ যেমন কেঁপে উঠে, তিনি যেন সেই রকমেই একটু কাঁপ্‌লেন!—মুখখানিও যেন বিবর্ণ হয়ে এলো! শশব্যস্তে হস্ত-ভঙ্গী সেরিফের সেই পেয়াদাকে থাম্‌তে বোলে সঙ্গে আস্‌বার ইঙ্গিত কোল্লেন। লোকটাকে সঙ্গে কোরেই ভোজনাগারে প্রবেশ কোল্লেন। প্রবেশমাত্রেই সেখানে ঘণ্টার ধ্বনি হলো। একজন আরদালী ছুটে গেল।—গিয়েই তখনি আবার ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে নীরসকণ্ঠে বোল্লে, "এমিলী কোথায়?"

এমিলী একজন কিঙ্করীর নাম। কর্ত্তা বোধ হয়, এমিলীকে ডেকে থাক্‌বেন, আমি এইরূপ মনে কোচ্চি, হঠাৎ দেখি, চৌকাঠের উপরেই এমিলী। আরদালী তাড়াতাড়ি এমিলীর কাছে ছুটে গেল। চুপি চুপি তারে কি কথা বোল্লে। এমিলী কেঁদে ফেল্লে! তখনি আবার চক্ষের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে উপরের দিকে চোলে গেল।

আরদালী এদিকে দরোয়ানের কাছে ফিরে এসে কম্পিতস্বরে বোল্লে, "ভারী অলক্ষণ! আগেই আমরা জান্‌তে পেরেছি, সাক্ষাতেও ভারী অলক্ষণ!—কর্ত্তা আমারে ডেকে বোলে দিলেন, 'এমিলীকে বল, কর্ত্রীর কাছে এই সংবাদ দেয়।'—সংবাদ

শুনেই আমার গা কাঁপ্‌লো! তিনি আরও আমাকে সতর্ক কোরে বোলে দিলেন, "এমিলী যেন এই বিপদের কথাটা তাড়াতাড়ি অকস্মাৎ বোলে না ফেলে। অন্যপ্রকার গল্প কোত্তে কোত্তে ধীরে ধীরেই যেন এই কথাটী তাঁকে জানায়।"

ভোজনাগারের দরজাখোলা হলো। কর্ত্তা বেরিয়ে এলেন। রিড্‌লিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো। তখনও পর্য্যন্ত তার মাথায় টুপীপরা। আমি বিবেচনা কোল্লেম, সাক্ষাৎ আলাপের সময়েও ঐ ব্যক্তি টুপী খোলার আদবকায়দা পালন করে নাই। আর কেহ হোলে কিম্বা অন্য সময় হোলে লর্ডবাহাদুর ভয়ানক চোটে উঠ্‌তেন। কিন্তু তখন দেখ্‌লেন, তিনি একরকম ঐ লোকটার হাতে! কাজেই চুপ্‌ কোরে গেলেন। তাঁর মুখখানি তখন অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ হয়ে এসেছে!—তিনি যেন কুঁজো হয়ে পোড়েছেন! পরিবারের মাথার উপর যেমন মহাবিপদের ভার, তেম্‌নি তিনি নিজেও যেন সেই রকম ভারে এঁককালে নত হয়ে পোড়েছেন! সেই গুরুভার তাঁরে বহন কোত্তেই হবে, কিছুতেই ছুড়ে ফেল্‌বার উপায় নাই!

রিড্‌লির সঙ্গীদুজন ততক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ীতে বোসে ছিল। রিড্‌লি সেই সময় দ্বারের চৌকাঠ পর্য্যন্ত চোলে এসে তাদের মধ্যে একজনকে হাতছানি দিয়ে ইসারা কোরে ডাক্‌লে। একটী লোক গাড়ী থেকে নেমে ইসারাকর্ত্তার কাছে এগিয়ে গেল। যে লোকটা এলো, তার নাম টমাস্‌ অষ্টিন্‌। রিড্‌লি বোল্‌তে লাগ্‌লো, "দেখ, টম্‌ অষ্টিন্‌! তুমি এইখানে থাক! এই সব কাগজপত্র রাখ! লর্ড আমারে বোলেছেন, তোমার প্রয়োজনমত সমস্ত বস্তুই এখানে পাবে! ভাল রকমেই পেট ভোরবে!"

পরক্ষণেই গাড়ীর দ্বিতীয় লোকটীকে তলব হলো। সে লোকটীও এলো। সেই সময় আমি দেখ্‌লেম, তার গায়ের সেই কোর্ত্তাটা মাটী পর্য্যন্ত লুটিয়ে লুটিয়ে আস্‌চে। প্রথমে দেখেই আমি অনুমান কোরেছি, সে পোষাকটা তার নিজের নয়! গায়ের মাপেও ঠিক হয় নি, লম্বেও ঐ রকম বেআড়া!

টুপীর কিনারায় করস্পর্শ কোরে টমাস্‌ অষ্টিন্‌ আহ্লাদ কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "এই লাটসাহেবের কাছে আমি বড়ই বাধিত হোলেম!"

রিড্‌লি আবার কথা খোল্লে। অষ্টিনের দিকে অঙ্গুলী হেলিয়ে গৃহস্বামীকে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আপনি ভয় পাবেন না। টম্‌ কোনপ্রকার চাতুরী-ছলনা জানে না।—খুব ভালমানুষ!—খুব শান্ত! লোকজনের সঙ্গে কোন গোলমাল করে না, কথাটীও কয় না,—তুচ্ছতাচ্ছিল্যও করে না। মেয়েদের কাছে বাচালতাও দেখায় না। আর কি চাই? সব গুণ আছে টমের শরীরে, কেবল একটী দোষ। টমের চক্ষের কাছে যদি বেশী বেশী মদ ধোরে দেওয়া যায়, টম্‌ তা হোলে সব খায়! খেয়ে খেয়ে বেহুঁস্‌ মাতাল হয়ে পড়ে!—এই পর্য্যন্ত। তা ছাড়া সব গুণ! আপ্‌নি আপনার সাকীকে হুকুম কোরে দিবেন, টমকে যখন মদ দিবে, তখন যেন মদের ভাণ্ডারে চাবী দিয়ে রাখে! আমি এখন বিদায় হোলেম, সেলাম!"

বিদায়ের সময়ও আইনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত রিড্‌লি সাহেব হুজুরীগাম্ভীর্য্যে টুপীর কাছে একবার হাত নিয়ে গেল ! স্পর্শ করা হলো না ! মৌখিক সেলামেই দাম্ভিকভাবে গাড়ীর উপরে লাফিয়ে উঠ্‌লো। লোটান পোষাকপরা দ্বিতীয় লোকটাও তার সঙ্গে ফিরে গেল। গাড়ীর ঘোড়ারা যথাশক্তি প্রয়াস পেয়ে আস্তে আস্তে গাড়ীখানা টেনে নিয়ে চোল্লো। টমাস্ অষ্টিন্ একা থাক্‌লো।

আরদালী তখন কর্ত্তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। টমাস্ অষ্টিন্‌কে দেখিয়ে লর্ড-বাহাদুর সেই আরদালীকে বোল্লেন, "তুমি এই লোকটাকে চাকরদের ঘরে নিয়ে যাও! সেইখানেই খেতে দিও" !—এই পর্য্যন্ত বোলে একটু চুপি চুপি তারে আরও বোল্লেন, "যে ধারে সব উচ্ছিষ্ট বাসন থাকে, দাসীচাকরেরা যে দিকে বসে, সেই ধারেই বোস্‌তে দিও!"—আরদালীর সঙ্গে যে ভাবে এই শেষ কথাকটী হলো, নাট্যকারেরা আর অভিনয়কর্ত্তারা সেইরকম কথোপকথনের ব্যাখ্যা দেন, "জনান্তিকে।"

আরদালীর সঙ্গে টমাস্ অষ্টিন্ চোলে গেল। আরদালীর চেহারা, আরদালীর সাজগোজ আর সেই আদালতের পেয়াদাটার ভঙ্গী উভয়ই বিসদৃশ! আরদালী যেন রাজা, পেয়াদাটা যেন উচ্ছিষ্টভোজী পশ্চাদ্গামী রোগা কুকুর!

লর্ড বাহাদুর আবার গাড়ী প্রস্তুত কর্‌বার হুকুম দিলেন। হুকুম দিয়েই মৃদুগতিতে উপরের ঘরে চোলে গেলেন। কেন গেলেন, তৎক্ষণাৎ আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে গেলেন।

মহাবিপদ উপস্থিত! সকলের কর্ণেই রাবণহিলপরিবারের মহাবিপদসূচক প্রথম ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠ্‌লো! সেই অবসন্ন পরিবারের অতুল সম্পত্তির উপর পরাক্রান্ত আইনের হস্তের প্রথম আক্রমণ!

দিনমানের মধ্যেই লিণ্টনের মুখে আমি শুন্‌লেম, এক্‌ষ্টার নগরের যে মদব্যাপারী সে দিন জোরে জোরে শাসিয়ে গিয়েছিল, সেই ব্যক্তির এই প্রথম ডিক্রীজারী। দাবী কেবল দুহাজার সাতশ পাউণ্ড!—সামান্য টাকা! লোকে মনে কোত্তে পারে, যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তত সুবিস্তৃত জমিদারী, তিনি কি ঐ সামান্য টাকা পরিশোধ কোত্তে অক্ষম? আমি বোল্‌তে পারি, শোচনীয়রূপেই অক্ষম! যদিও অক্ষম না হোন, যদিও সে টাকা তিনি প্রদান কোত্তে পারেন, তা হোলেই বা কি? মহাসাগরে বিন্দুমাত্র জলের ছিটায় কি ফল? অন্যান্য দেনার সঙ্গে তুলনা কোল্লে, সে দেনা ত কিছুই নয়!

পরদিন রিড্‌লি সাহেব আবার এলো। আবার আমাদের কর্ত্তার সঙ্গে দেখা কোল্লে। টমাস্ অষ্টিনের হাতে আরও তিনচারখানা নূতন নূতন কাগজ দিলে। সকলেই বুঝ্‌তে পাল্লে, আরও নূতন নূতন ডিক্রীজারী, আরও নূতন নূতন ক্রোক! নিত্য নিত্যই রিড্‌লি সাহেব আসতে লাগ্‌লো! নিত্য, নিত্যই নূতন নূতন ডিক্রীজারী! প্রথম ডিক্রীজারীর কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌বামাত্রই সমস্ত মহাজন একবারে ক্ষেপে উঠ্‌লেন। সেরিফের পেয়াদা লর্ড রাবণহিলের চার্লটনপ্রাসাদ ক্রোক কোরে বোসেছে,

এই কথা শুনেই অপরাপর মহাজনেরা ঝাঁকে ঝাঁকে আদালতে উপস্থিত হোতে লাগ্‌লেন। নিত্য নিত্য ঝাঁকে ঝাঁকে ডিক্রীজারীর পরোয়ানা!

ত্রয়োবিংশ প্রসঙ্গ।

ক্রোকের পেয়াদা।

পাঠকমহাশয় বুঝ্‌তে পেরে থাক্‌বেন, ক্রোকের পেয়াদাই সেই বদ্ধমাতাল টমাস্ অষ্টিন্। আমার এই ইতিহাসে আগাগোড়া যে সকল লোকের বর্ণনা আছে, ভালরকমে ভুক্তভোগী হয়ে যে সকল লোকের স্বভাবচরিত্র আমি বিশেষরূপে জান্‌তে পেরেছি, তার মধ্যে এই টমাস্ অষ্টিনের তুল্য অদ্ভুত লোক কোথাও আমি দেখেছি কি না, স্মরণ হয় না। প্রধান পেয়াদা রিড্‌লি সাহেব যে রকম সুপারিশে অষ্টিনকে খুব ভালমনুষ বোলে পেস কোরে দিয়েছিল, ব্যবহারে দেখা গেল, সমস্তই বিপরীত! ভয়ানক নোংরা!—ভয়ানক পেটুক!—ভয়ানক বাচাল!—ভয়ানক মাতাল! রিড্‌লি বোলেছিল, লোকটী নিরীহ, খুব অল্পই কথা কয়। কাজে দেখা গেল, ভয়ানক বাচাল! যখন তখন ঝড়ের মত কত কথাই যে বলে, কিছুই ঠিক পাওয়া যায় না! শোন্‌বার লোক সাম্‌নে পেলেই তার বাচালতা বাড়ে! সমস্ত কথাই তার মামলামকদ্দমা! সেরিফের পেয়াদা, ডিক্রিজারী,—গ্রেপ্তারী,—উকীলের চিঠী,—টাকা আদায়,—সম্পত্তি নীলাম,—জামিনদার,—খতবন্ধক, ইত্যাদি।—খাতকমহাজনে যা যা চলে,—আদালতে যা যা হয়, সেই সব কথাই তার বাচালতার সর্ব্বস্ব! যে সকল লোকে মহাজনকে ফাঁকি দিবার জন্য জুয়াচুরি করে, তারাই বা কি রকমে ধরা পড়ে, পেয়াদাদের সাহায্যে সেইরকম জুয়াচোরেরা কি প্রকারেই বা পার পেয়ে যায়, সে সকল বাহাদুরীও তার মুখে অবিশ্রাম! সে মনে করে, ঐ সব কথাই যেন খুব উঁচুদরের তামাসা! কিম্বা হয় ত সেই ব্যক্তি আরও মনে করে, জগৎসংসারে গল্প কর্‌বার বস্তু তা ছাড়া আর কিছুই নাই! লোকের যাতে সর্ব্বনাশ, তাই তার খোসগল্প!

একদিন আমি শুন্‌লেম, টমাস্ অষ্টিন্ এক আজ্‌গুবী রকম গল্প তুলেছে। বড়মানুষ মাতালের সর্ব্বনাশ! গল্পটা এই রকম:—

"বোধ হয় আমি একদিনও তোমাদের কাছে সার্ জর্জ দাস্তুদের গল্প করি নি। আহা! সার্ জর্জ একজন খাসালোক ছিল! বৎসরে আয় ছিল তিন হাজার পাউণ্ড, বৎসরে খরচ ছিল ত্রিশ হাজার! দাস্তুদ আমাদের কত মজাই দেখিয়েছে! হাজিরাখানায় বোতল বোতল মদ,—জলখাবার সময় বোতল বোতল মদ,—ভোজনের সময় বোতল বোতল মদ,—দিবারাত্রি ওড়নপাড়ন মদের! জীবনাবধি নিজে সে কখনো

পায়ে হেঁটে বিছানায় শয়ন করে নাই! প্রতিরাত্রেই তাকে অজ্ঞান অবস্থায় ধরাধরি কোরে বিছানায় শুইয়ে দিতে হতো! যদি কোনদিন বেশ সোজা হয়ে শুতে যেতে পারে, এমন অবস্থা থাক্‌তো, তা হোলে আপনার বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা জ্ঞান কোত্তো! লোকে যেমন দু তিনবার একটু একটু মদ খেয়ে শুয়ে থাকে,—ছি! ছি! ছি! তেমন লোককে কি মানুষ বলে? সেটা কি আবার বেঁচে থাকা? ভদ্রলোকে কি সে রকমে বেঁচে থাকে? সে একরকম কেবল টানেটোলে নিশ্বাস ফেলামাত্র! আহা! সার্ জর্জ্জ দামুদকে আমরা আদর কোরে জর্জ্জী দামুদ বোলে ডাক্‌তেম। তত ভদ্রলোক কেহই হোতে পারে না! বেহুঁস মাতাল অবস্থায় কোন রাত্রে কেহ যদি তারে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বিছানায় না ফেল্‌তো, তা হোলে পরদিন প্রাতঃকালে মনের ঘৃণায়—মনের লজ্জায় দামুদ আর মুখ দেখাতে পাত্তো না! সাবালক হবার পর পাঁচ বচ্ছরের মধ্যেই সমস্ত বিষয় ফুঁকে দেয়! ছাব্বিশ বচ্ছর বয়সে সর্ব্বস্ব খুইয়ে দেউলে হয়ে পড়ে!—এককালে পথের ভিখারী! আহা! জর্জ্জী আমাদের খাসালোক ছিল! হাঁ হাঁ, ভাল কথা! প্রায় সাত বচ্ছর হলো, বিড্‌লি আমাকে বোলেছিল, 'দেখ টম! চল তোমায় আমায় দুজনে যাই, দামুদের বাড়ী-ঘর ক্রোক করি গে!'—বল্‌বামাত্রেই আমি হাজির!—গাড়ীও হাজির! আমরা দুজনে বেরুই। বেলা দুটোর সময় জর্জ্জীর বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছি! জর্জ্জী তখন ইয়ার-মোসায়েব নিয়ে টিফিন কোত্তে বোসেছিল! তারা তখন বারোজন!—খুব জম্‌কালো দল! দলের সকলেই বোতল ধোরে ব্রাণ্ডী হড়্ হড়্ কোরে মুখে ঢাল্‌ছিল! ভয়ানক শব্দ কোরে লাথি ছুড়্‌ছিল! সেই জমাট আমোদের সময় আমি আর বিড্‌লি গিয়ে উপস্থিত হই। আমাদের দেখেই জর্জ্জী টৌল্‌তে টোল্‌তে আমাদের কাছে এসে আমাদের যেন কতই উপকারী বন্ধু ভেবে মনের সাধে হস্তমর্দ্দন কোল্লে!—আমাদের আদর কোরে বসালে! গ্লাস গ্লাস মদ দিলে! আমরাও বেশ মাতাল হোলেম! বিড্‌লি সে দিন এত মাতাল হয়েছিল যে, যাবার সময় নেসার ঝোঁকে গাড়ীতে উঠ্‌তে পাল্লে না! জর্জ্জী আর তার ইয়ারেরা অনেকক্ষণ ধোরে তারে চ্যাংদোলা কোরে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলে! খুব জল ঢাল্লে!—জলে যেন একেবারে ডুবিয়ে দিলে! তাতেই তার নেসা ছুটে গেল! নেসাও গেল, বিড্‌লিও চোলে গেল। আমি তখন জাঁকিয়ে বোস্‌লেম!"

অষ্টিন্ এইখানে একটু থেমে গেল। তার চেহারাটাও যেন রাঙা হয়ে উঠ্‌লো। সে যেন মনে কোল্লে, বোতল বোতল মদ খাওয়া আর মাতালের মাথায় জল ঢালাটা যথার্থই জমাট আমোদের জমাট পর্ব্ব! একটু পরেই আবার আরম্ভ কোল্লে, "সে ক্রোকের যে মজা, তেমন মজা আমি জন্মাবধি ভোগ করি নি! ক্রমাগত তিনমাস আমি ক্রোক কোরে বোসে থাকি। ক্রমাগতই নীলাম মুলতুবী হয়। সার্‌পিষ্ট এবং বিড্‌লিকে হপ্তায় হপ্তায় দশ পাউণ্ড ঘুস্ দিয়ে সার্ জর্জ্জী ঐ রকম মুলতুবী পায়! আমিও রাতদিন বোসে বোসে খুব মদ খাই! একদিনও আমি হুঁস্ থাক্‌তে বিছানায় শয়ন করি নি! বেলা দুই প্রহরের সময়েও আমি এত মাতাল হোতেম যে, চোখে কাণে ঘুর লেগে

যেতো! আমি মনে কোত্তেম, ওঃ! যে খেলা আমি খেল্‌ছি, দেশের মধ্যে আমি একজন মস্ত লোক!—সকল মস্তলোকের মাথার চূড়া আমি! যে কোর্ত্তাটা আমি পোরে এসেছি, এটা সেই জর্জ্জীই আমাকে দিয়েছিল! দেখ তোমরা, সাত বচ্ছর আমি এই জিনিসটী কত যত্ন কোরে রেখেছি! হতভাগ্য জর্জ্জীকে স্মরণ রাখ্‌বার জন্যেই এটী আমার এত যত্নে রাখা!

"আর মুলতুবী থাক্‌লো না। জর্জ্জী আর সাধ্যিষ্টি রিড্‌লির ঘুস যোগাতে পাল্লে না! কাজেই রিডলি একদিন নীলামের লোক সঙ্গে কোরে দবদস্তুর কোত্তে উপস্থিত হলো। জর্জ্জী যেন কতই খুসী হোতে লাগ্‌লো! নীলামওয়ালাকে দেখে প্রাণ খুলে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার পিট চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে জর্জ্জী আমাকে বোল্‌তে লাগ্‌লো, 'পাঁচ বৎসর আমি ভোগ কোরেছি! রাজার মত কাটিয়েছি! অল্পজীবনেই পূর্ণানন্দ! এটাও বড়ং বেশী দিন! আরও শীঘ্র শীঘ্র নিকেশ হয়ে গেলে আমি আরও খুসী হোতেম! যা আমি কোরেছি, এটাও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ!'

"এই পর্য্যন্ত বোলে জর্জ্জী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, 'নীলামটা কবে হবে টম্?'

আমি বোল্লেম, 'তিনদিন আছে।'

"বহুত আচ্ছা! এ তিনদিন আমরা খুব আমোদ কোরে নিই! তারা আমাদের মদ খেতে দিবে ত? এ তিনদিন আমাদের বেশ চোল্‌বে!'

"আমি বড় খুসী হোলেম! দেখ্‌লেম, সকলেই অঘোর মাতাল হয়ে বিছানায় গড়াগড়ি যাচ্চে! চাকরেরা পর্য্যন্ত বেহুঁস মাতাল! কিন্তু জর্জ্জী নিজে নয়! জর্জ্জীকে সে তিনদিন আর কেহই বিছানায় তুলে দিতে আসে নি! টেবিলের নিচেই জর্জ্জী গড়াগড়ি! শেষ দশায় কে খাতির করে?—যতদিন খেতে পেয়েছিল,—দাঁও পেয়েছিল, আশা রেখেছিল, ততদিন খাতির কোরেছে! আসন্নকালে আর কে কার? তারা যে যার নিজের নিজের ঘরেই টোল্‌তে টোল্‌তে শুতে যায়! জর্জ্জীর টোল্‌তে টোল্‌তে দাঁড়াবারও শক্তি ছিল না! কাজেই যেখানকার মানুষ, সেই খানেই ভূমিসাৎ!

"নীলামের দিন উপস্থিত! বাড়ীর সমস্ত জিনিসের উপরেই টিকিটমারা! বড় বড় পাইকার—বড় বড় খরিদার ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জড় হলো। সকলেই খুসী! যে ব্যক্তি নীলাম ডাক্‌ছে, জর্জ্জী নিজে হাস্‌তে হাস্‌তে ঠিক তারি পাশে এসে বোস্‌লো! এক একটা জিনিসের ডাকমঞ্জুর হয়ে যায়, জোরে জোরে হাতুড়ীর ঘা পড়ে, জর্জ্জী অমনি আহ্লাদে খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠে!—হাসির সঙ্গে নানাপ্রকার কৌতুকের পরিহাস জুড়ে দেয়! বেলা দুটোর সময় আবার টিফিন! জর্জ্জী সেদিন মাতালের উপর মাতাল!—খুসীর উপর খুসী!—কৌতুকীর উপর কৌতুকী! হাস্‌চে,—গান কোচ্চে, মজার মজার গল্প বোল্‌ছে, শুনে শুনে আমরাও আহ্লাদে হেসে হেসে ঢলাঢল! নীলামওয়ালাও আমাদের সঙ্গে টিফিন কোল্লে! জর্জ্জী তাকে নিজের মত মাতাল কোরে তোল্‌বার জন্য বিস্তর চেষ্টা কোল্লে,—পেরে উঠ্‌লো না!

"নীলামওয়ালা টিফিন কোরে গা তুল্লে! মুখ ভারী কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, 'সার্ জর্জ্জ! এসো যাই! আর যে কটা জিনিস বাকী আছে, শীঘ্র শীঘ্র বেচে ফেলি!'

"জর্জ্জী উত্তর কোল্লে, 'ঠিক্ আছে! এই বেলা সকলে আর এক এক গেলাস শ্যাম্পিন! কেন না, আমি দেখ্‌তে পাচ্চি, ক্যাটেলগে লেখা আছে, এইবারেই মদ বিক্রী হবে! মদের নামে যখন হাতুড়ীর ঘা পোড়্‌বে, তখন আর আমি একটা বোতলও ছুঁতে পাব না! এই বেলা এক এক গেলাস!'

"এক ডজন শ্যাম্পিন্ আর এক ডজন গেলাস তৎক্ষণাৎ হুকুম হলো! শ্যাম্পিনেরা গেলাসের উদরস্থ হয়ে মনের দুঃখে অথবা মনের আহ্লাদে ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! জর্জ্জী বোল্লে, 'এইবার আমি সকলকে হাতে কোরে দিব! সকলেই আমরা সমান উৎসাহে একসঙ্গেই আমোদ-আহ্লাদ কোর্‌বো! এমন দিন আর পাব না!—ভাল ভাল লোকের কথাই আছে, অল্পদিন বেচে থাক, অবিশ্রান্ত আহ্লাদ আমোদ কর!'

"সকলেই আমরা বাহবা বাহবা দিয়ে উল্লাসে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম! শ্যাম্পিনের গেলাসেরা সকলের মুখের সঙ্গেই দস্তুরমত আলাপপরিচয় কোল্লে! সেই সময় আমি দেখ্‌লেম, জর্জ্জী যেন একবার একটা পকেটে হাত দিলে। পকেট থেকে কি যেন তুলে নিলে। এক হাতে মদের গেলাস, আর এক হাতে কি, তা আমি জানি না। চক্ষের নিমেষে মিশিয়ে ফেল্লে!—চক্ষের নিমেষেই চোঁ কোরে পূর্ণমাত্রা নিকেশ কোরে দিলে! যেমন দিলে, তৎক্ষণাৎ অম্‌নি ভোঁ কোরে চেয়ার থেকে ঘুরে পোড়্‌লো!—যেমন পড়া, তেম্‌নি মরা! সকলেই আমরা অনুভব কোল্লেম, বিষ খেলে!"

এ কথা যে শোনে, তারই মনে ভয় হয়!—যে শোনে, সেই চোম্‌কে উঠে! কিন্তু টমাস্ অষ্টিন্ সে ধাতুর লোক ছিল না! টমাস্ অষ্টিনের আমোদ কেবল পরের সর্ব্বনাশে আর পরের মরণে! গল্প সমাপ্ত কোরে একটু যেন ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তোমরা মনে কর কি? সে রকমের লোক তা ছাড়া আর কি রকম মোর্‌তে পাবে? রাস্তায় গিয়ে পাথর ভাঙ্‌তে পারে না,—ছোট লোকের মত মোট বইতে কিম্বা মাটী কাট্‌তেও পারে না, ছোট কর্ম্ম কিছুই কোত্তে পারে না, ভিক্ষা কোত্তেও লজ্জা হয়। জর্জ্জ দাস্তুদ সে লজ্জা চাইলে না! আপনার প্রাণ আপনিই নিকাশ কোল্লে!—বেশ কোল্লে! সে অবস্থায় মরাই ত ভাল! আমি ইচ্ছা করি, যেখানে যেখানে আমি দখল নিতে যাব, সেইখানেই যেন ঐ রকম হয়!—ঐটে আমি খুব ভালবাসি!"

গল্প শুনে রাবণহিলপ্রাসাদের চাকরেরা কে কি মনে কোল্লে, আমিই বা কি মনে কোল্লেম, পাঠকমহাশয় হয় ত অনুভবেই বুঝ্‌তে পার্‌চেন। সে সব কথা আর আমি এখন বেশী কোরে বর্ণনা কোত্তে ইচ্ছা করি না। বজ্রাঘাতের শব্দে কাণে হাত দেওয়াই ভাল। আসল কাজের কি হলো, সেই কথাই এখন কথা।

প্রথমেই বোলেছি, নিত্য নিত্য নূতন নূতন ডিক্রীজারী, নিত্য নিত্য নূতন নূতন

ক্রোক! এদিকে সকলেই কাণাকাণি কোত্তে লাগ্‌লো, লণ্ডনের মহাজনেরা লণ্ডনের বাড়ী ক্রোক কোরেছে!—এককালে ধ্বংস হবার বড় বিলম্ব নাই! সেই ক্রোকটা এক জায়গায় আবদ্ধ ছিল না, ডিক্রীজারীও এক জায়গায় হলো না! বনে আগুন লাগ্‌লে যেমন হুহু কোরে চতুর্দ্দিকে ছোড়িয়ে পড়ে, লর্ড রাবণহিলের ভাগ্যে ঐ প্রকারের ক্রোকনীলাম ঠিক সেই রকম হয়ে উঠ্‌লো! যেখানে যেখানে সম্পত্তি আছে, আইনের হস্ত সেইখানেই প্রবেশ কোত্তে লাগ্‌লো! লেডী রাবণহিল আপ্‌নার ঘরেই যেন বন্দিনী? লর্ডবাহাদুর বাড়ীর চৌকাঠের বাহিরে এক পাও বাড়াচ্ছেন না!—যদি দৈবাৎ বাহির হন, বাড়ীর বাগানেই দু-এক পা বেড়িয়ে আসেন। সহরেও যান না, প্রদেশেও যান না, কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তেও ইচ্ছা করেন না! যে বিপদ মস্তকের উপর এসে পোড়েছে, সে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবারও কোন চেষ্টা করেন না! কিন্তু তা বোলে যে বুদ্ধিমান্ লর্ড রাবণহিল একেবারেই বুদ্ধিহারা হয়েছেন, এমন কথা আমি বোল্‌তে পারি না। সে সময় যদি নিকটে একগাছি তৃণ পান, সেই তৃণগাছটী ধোল্লে যদি রক্ষা পাবার কোন আশা থাকে, তাতেও তিনি অপ্রস্তত ছিলেন না! কিন্তু পেলেন না! সমস্ত চেষ্টাই বৃথা!—সমস্ত আশাই বিফল! সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য! ঝটিকাকুল মহাসাগরের প্রবল স্রোতে সাঁতার দিবার চেষ্টা করা যেপ্রকার বিফল, তাঁর পক্ষে তখন ঠিক যেন সেই দশাই ঘোটে দাঁড়ালো!

বিপদ ত মাথার উপর, তথাপি লর্ড রাবণহিল মনে মনে জেনেছিলেন, যদি উপায় হবার হয়, এখনও তার একটু একটু আশা আছে। এককালে চরমকাল উপস্থিত হয় নাই। দিন দিন যেমন উপর্য্যুপরি নির্ঘাত আঘাত আরম্ভ হোতে লাগ্‌লো, তদপেক্ষা আরও কঠিন কঠিন আঘাত ভবিষ্যতের গর্ভে বিলুপ্ত রয়েছে! প্রথম ক্রোকের দিন থেকে তিন হপ্তা গত হবার পর বোষ্টীদ্ সাহেব ঐ প্রকারে প্রায় দশহাজার পাউণ্ডের দাবীতে ডিক্রীজারী করেন! এই সেই অপমানের প্রতিশোধ! লর্ড রাবণহিলের অন্তরে এই আঘাতটাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হয়ে বেজে উঠ্‌লো! প্রথমত তিনি বিবেচনা কোল্লেন, অবিজ্ঞের ন্যায় সহসা বোষ্টীদের কন্যা প্রত্যাখ্যান করা ভাল হয় নাই। দ্বিতীয়ত তিনি আরও বিবেচনা কোল্লেন, সে সম্বন্ধ যদি বজায় রাখা হতো, তা হোলে বংশগৌরব কিছু খর্ব্ব হতো বটে, কিন্তু সর্ব্বনাশ অপেক্ষা সে খর্ব্বতা বড় বৈশী বোলে বোধ হতো না;—বুকের উপর পাষাণ চাপা পোড়্‌তো না!

বোষ্টীদের ডিক্রীজারীর এক হপ্তা পরে লণ্ডন থেকে একজন উকীল এলেন। স্থানীয় সেরিফের সাহায্যে বন্ধকগৃহীতা মহাজনের অনুকূলে তিনি জমীদারী দখল কোত্তে প্রস্তুত হোলেন! লর্ড রাবণহিল সন্তানের পক্ষে নির্দ্দয় হয়ে যে সকল দলীলে সন্তানের দস্তখত নিয়েছিলেন, সেই সকল দলীলের জোরেই ঐ ডিক্রীজারী! এক মাসের মধ্যেই স্থাবরাস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নীলাম হয়ে গেল! প্রথমে একজনমাত্র পেয়াদা বোসেছিল, একমাস পরে দেখ্‌লেম অনেক!

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, NO 44 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

সংসারের কাণ্ডখানা দেখুন! এত সর্ব্বনাশ ঘোটে গেল, তবুও অতিথিকুটুম্বের গতিবিধি বন্ধ হলো না। অনেক বড় বড় লোক দেখা কোত্তে আসেন, লর্ড বাড়ী নাই শুনে ফিরে ফিরে যান। গৃহিণী অত্যন্ত পীড়িত, ঘর থেকে বেরুতে পারেন না, আমোদ-প্রত্যাশী ভোজনপ্রিয় অতিথিগণকে এই রকম কথা বোলেই বিদায় করা হয়। প্রাসাদে আর মজলিস বসে না, নাচ হয় না, গান হয় না, ভোজ হয় না—মদ চলে না, একটীবারমাত্রও বাদ্যযন্ত্রের সুস্বর উঠে না,—কিছুই হয় না!—সমস্তই যেন অন্ধকার!—সমস্তই যেন ফাঁকা ফাকা!—সমস্তই যেন একঘেয়ে!—এককালেই একঘেয়ে হয়!—আদালতের পেয়াদার ঘন ঘন আমদানী!—ঘন ঘন গণ্ডগোল! সেই এক প্রকার মহারোগের বিকার! বাড়ীতে যতগুলি লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হতো, সকলের মুখেই অহর্নিশি বিষাদচিহ্ন সমঙ্কিত!

সমস্ত চাকরের বেতন বাকী। মাসের পর মাস, এই রকমে কত মাস চৌলে গেল, কেহই কিন্তু বেতন পেলে না। লোকজন সব রাখা হবে কি না, কারে কারেই বা জবাব দেওয়া হবে, সে কথার উচ্চবাচ্যও কিছু শোনা গেল না। সে জন্য যত উদ্বেগ থাকুক না থাকুক, দেনদার মনিবের মহাবিপদে চাকরেরা সকলেই যেন মহা বিপদগ্রস্ত! সকলেই যেন বিষণ্ণ!—সকলেই যেন উদ্বিগ্ন!—হাসিখুসী দূরে থাক্, দুটী একটী দরকারী কথা ছাড়া সকলেই যেন দিবানিশি বাক্‌শূন্য!

প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে একদিন বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে দরোয়ানের সঙ্গে আমি কথা কোচ্চি, এমন সময় দেখি, গাড়ীবারাণ্ডায় বোষ্টীদসাহেবের গাড়ী। কতই যেন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোরে বোষ্টীদ একাকী সেই গাড়ী থেকে নাম্‌লেন। মূর্ত্তি দেখেই সবিস্ময়ে আমি কেঁপে উঠ্‌লেম।

কথায় ক্ষান্ত দিয়ে দ্বারপাল আমারে শশব্যস্তে বোল্লে, "যাও জোসেফ! দেখ গিয়ে, লোকটী কি চায়!"—কথা শুনেই আমি দরোয়ানের মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লেম। দেখ্‌লেম তার মুখে যেন কোনপ্রকার মঙ্গল আশার আভাস পাওয়া যাচ্চে।

কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। দ্রুতপদে বোষ্টীদের কাছে এসে উপস্থিত হোলেম। বোষ্টীদ আমারে গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "তোমাদের প্রভু আমারে ডেকেছেন, শীঘ্র সংবাদ দেও! বল্ গিয়ে আমি এসেছি।"

বোষ্টীদ সেদিন একাকীই এসেছেন, স্ত্রী অথবা কন্যা কেহই সঙ্গে ছিল না। বোষ্টীদকে আমি ভোজনাগারে নিয়ে বসালেম। আমার উপদেশে একজন আরদালী তাড়াতাড়ি কর্ত্তাকে খবর দিতে গেল।

ক্ষণকাল মধ্যেই লর্ডবাহাদুর নেমে এলেন। অনবরত চিন্তায় চিন্তায় মুখশ্রী বিবর্ণ, তথাপি সে সময়টায় যেন কষ্টে একটু প্রফুল্ল হয়ে বোষ্টীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাঁদের উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হলো। কি কি কথাবার্ত্তা, তা আমি জানি না; শুন্‌তেও পেলেম না। দুঘণ্টা পরে উভয়েই তাঁরা বাহিরে এলেন।

ঘরের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত বোষ্টীদের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাযুক্ত লর্ড রাবণহিল! বোষ্টীদ যখন গাড়ীতে উঠ্‌লেন, লর্ডবাহাদুর সেই সময় একটু মস্তক অবনত কোল্লেন।

এই অভাবনীয় অভিনব সাক্ষাৎ আলাপে কি ফল হলো, নিশ্চয় কিছু জানা গেল না, কিন্তু অনেকেই অনেক প্রকার কাণাকাণি কোত্তে লাগ্‌লো। সকলেই যেন একটু একটু আশা পেলে,—সকলেই যেন মনে কোল্লে, রফা হবে।

আশা!—সে আশা নিতান্ত অমূলক হলো না। পরদিন লর্ডবাহাদুর তাঁর পুত্রের বৈঠকখানাটী পরিষ্কার কর্‌বার হুকুম দিলেন। জানালেন, পুত্র ফিরে আস্‌চেন। হুকুমমাত্রেই ঘরটী ঝেড়ে ঝুড়ে সাজিয়ে রাখা হলো; অপরাহ্লেই একখানা চারঘোড়ার গাড়ী এসে গাড়ীবারাণ্ডায় লাগ্‌লো। লর্ডপুত্র বাড়ী এলেন।

হায় হায়! পরমেশ্বরের কি খেলা! যুবা রাবণহিলের আকারের কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! সে চেহারা আর কিছুই নাই! সাত আট মাস পূর্ব্বে যে চেহারা আমি দেখেছিলেম, এককালেই সে চেহারা সম্পূর্ণরূপে বিমলিন! মুখখানি শুষ্কবিশুষ্ক, কলেবর শীর্ণ, বদনে যেন বিষাদচিত্র স্তরে স্তরে আঁকা! তরুণ বয়সে ওয়াল্‌টার যেন বৃদ্ধভাব ধারণ কোরেছেন! বোধ হতে লাগ্‌লো যেন, শরীরের কেবল ছায়াটীমাত্র অবশিষ্ট আছে! গাড়ী আস্‌ছে, লর্ডবাহাদুর গবাক্ষ থেকে তা দেখেছিলেন। তাড়াতাড়ি নেমে এসে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন। আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, সস্নেহে পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, পিতার যেন সে সময় সেরূপ ইচ্ছা বলবতী, কিন্তু পুত্র সে ভাব দেখালেন না। আলিঙ্গন বিনিময় হলো না। ওয়াল্‌টার একটু হাস্‌লেন।—সে হাসিতে রসকস কিছুমাত্র দেখা গেল না। শুষ্কবদনে,—শুষ্ক ওষ্ঠে পলকের জন্য কেবল একটু শুষ্ক হাসি খেলা কোরে গেল!

চতুর্ব্বিংশ প্রসঙ্গ।

গুপ্ত পত্রিকা!

বাড়ীতে ডিক্রীজারীর পেয়াদা বসার দিন থেকে লেডী রাবণহিল এ পর্য্যন্ত একদিনও ঘরের বাহির হন নাই। আজ একবার সাজগোজ পোরে সভাঘরে নেমে এলেন। বোষ্টীদের আগমনের পরদিনেই এই ঘটনা। লেডী রাবণহিল নিতান্ত মলিন হয়ে গেছেন, শরীরে যেন বিন্দুমাত্র রক্ত নাই,—অত্যন্ত কৃশ হয়ে পোড়েছেন, মুখশ্রীতেও বিন্দুমাত্র লাবণ্যচিহ্ন নাই। পোষাকের পারিপাট্যে একটী মানুষের মত দেখাচ্চে, তা না হোলে বোধ হয়, পুতুল বোলেই ভেবে নিতে হতো।

শ্রীমতী লেডী রাবণহিল সভাঘরে প্রবেশ কোল্লেন। বেলা তখন অপরাহ্ন। পরক্ষণেই বোষ্টীদপরিবারের গাড়ী এসে উপস্থিত। বোষ্টীদপরিবার সভাগৃহে প্রবেশ কোল্লেন। এ পক্ষে পিতা, মাতা, পুত্র; ও পক্ষে পিতা, মাতা, কন্যা। কেননা, বোষ্টীদ এবারে স্ত্রীকন্যা সঙ্গে কোরে এনেছেন। উচিতের চেয়েও বেশী আদরে কন্যাকর্ত্তার অভ্যর্থনা করা হলো। সকলেই এক সঙ্গে বোস্‌লেন। বোষ্টীদেরা আধ ঘণ্টার অধিকক্ষণ থাক্‌লেন না। সেই সময়টুকুর মধ্যেই মতলবমত কথাবার্ত্তা সমস্তই চুকে গেল। তাঁরা বিদায় হোলেন। কর্ত্তা স্বয়ং এবং পুত্র রাবণহিল উভয়েই গাড়ী পর্য্যন্ত তুলে দিতে গেলেন। উফেমিয়া হেল্‌তে দুল্‌তে যুবা ওয়াল্‌টারের কাঁধের উপর ভর রেখে আস্তে আস্তে চোল্‌তে লাগ্‌লেন। আরোহীরা আরোহণ কোল্লেন, দুই পক্ষেই সেলাম বদল হলো! গাড়ী গড়্‌গড় কোরে চোলে গেল। সকল লোকেই অনুমানে বুঝ্‌তে পাল্লে, রফা হয়ে গেছে,—গোলমাল সব মিটে গেছে,—বোষ্টীদের মতি ফিরেছে! বিয়ের সম্বন্ধ আবার নূতন হয়ে জেগে উঠেছে!

কথাও তাই ঠিক! পরদিন বোষ্টীদেরা আবার এলেন। সেদিন এসে এক ঘণ্টা থাক্‌লেন। চুপি চুপি কত কথাই স্থির হলো। এক ঘণ্টা থেকেই বোষ্টীদেরা বিদায় হোলেন। অবধারিত হলো, রফার বন্দোবস্তই নিশ্চয়। সেরিফের পেয়াদারা কিন্তু বাড়ী ছেড়ে গেল না। তারা বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো, "রফার কথা ভুয়ো কথা, রফা হবে না! রফা যতদূর হবার, তা একেবারেই হয়ে গেছে!—একেবারেই দফারফা!" আসল ব্যাপারটা কিন্তু—প্রকৃতপক্ষে কিরূপ বন্দোবস্তে রফা হোচ্চে,—সেই আসল ব্যাপরটা কিন্তু ঘোর অন্ধকারেই ঢাকা থাক্‌লো।

সন্ধ্যাকালে লিণ্টন আমারে অনেকগুলি গুহ্যকথা বোল্লে। তাই শুনেই ঐ আগেকার অন্ধকারটা অনেকদূর ফরসা হয়ে এলো।—তিমিরের ধাঁধাটা যেন একবারেই উড়ে গেল। লিণ্টন আমারে বোল্লে, "পরশু তারিখে কুমারী বোষ্টীদের সঙ্গে আমাদের যুবা প্রভুর গোপনে বিবাহ হবে। ঘরাও পরামর্শে এই প্রকার বিবাহই মঞ্জুর হয়েছে। বন্ধুবান্ধব কাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হবে না, বাড়ীর ভিতর ঘরের দরজা বন্ধ কোরে গোপনেই বিবাহ হবে। বাছা বাছা বরযাত্র কন্যাযাত্র ছাড়া সে বিবাহে আর কেহই আস্‌তে পাবেন না। বিবাহের পরদিনেই যুবাদম্পতী অন্য দেশে চোলে যাবেন। এসব কথা আমি অপর কাহাকেও বলি নাই। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। যুবা প্রভুকে আমি বড় ভালবাসি। লণ্ডনে যখন আমাকে সেবারে জবাব দেন, তখন বিনা বেতনে থাক্‌বো বোলে কতই প্রার্থনা কোরেছিলেম। কেবল মনের মত ভালবাসি বোলেই ততখানি প্রার্থনা।—আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। প্রভুর বিশ্বাসপাত্র হোতে পারি, সে ইচ্ছা আমার আছে।—প্রভুও তা জেনেছেন, তিনিও আমাকে বিশ্বাস করেন।"

শুনে আমার বড়ই আহ্লাদ হলো। আহ্লাদে আহ্লাদেই বোলে উঠ্‌লেম, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! এত বড় বিপদটা যে এত শীঘ্র অল্পে অল্পে কেটে যাবে, ঘরটী

আবার বজায় হবে, এটা বড়ই মঙ্গলের কথা! শুনে যে আমি কতখানি খুসী হোলেম, তা তোমারে বোল্‌তে পারি না!”

লিণ্টন বোল্লে, “হাঁ!—তা ত হোতেই পারে। তুমি চুপ কর! একথা এখন অপর কাহাকেও বলা হবে না। প্রকাশে বিঘ্ন সম্ভাবনা। গোপনে গোপনে কাজ হবে। সর্ব্বাগ্রে তাড়াতাড়ি সে কাজটা—”

কথার মাঝখানে নূতন আগ্রহে আমি লিণ্টনকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “ঐ অলক্ষণে পেয়াদাগুলো ত চোলে যাবে?”

“সব যাবে!”—গম্ভীরবদনে লিণ্টন উত্তর কোল্লে।“সব যাবে!—সর্ব্বাগ্রে তাড়াতাড়ি সে কাজটা সমাধা না হোলে ধনেশ্বর বৃদ্ধ বোষ্টীদ একটী সিলিং পর্য্যন্ত হস্তান্তর কোর্‌বেন না! সেই জন্যই শীঘ্র শীঘ্র বিবাহটাই আগে চাই! যেদিন যখন সেই বিবাহের বাঁধনটা ঠিক গায়ে গায়ে বেশ দস্তরমত এঁটে বোস্‌বে, সেইদিন তখনি ধনপতি বোষ্টীদ প্রফুল্লবদনে বড় বড় টাকার থলি এনে বোস্‌বেন।—দেনাও পরিশোধ হবে, পেয়াদাগুলোও দূর হয়ে যাবে,—আশু বিপদের শান্তি হবে,—সব হবে! আমার প্রভু আমাকে বোলেছেন, এককালে সর্ব্বনাশ হওয়া অপেক্ষা তিনি নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিতে রাজী হয়েছেন। আহা! যখন তিনি ঐ কথা আমাকে বলেন, তখন তাঁর মুখের বর্ণ, চক্ষের ভাব যেরকম হয়েছিল, চক্ষের জল না ফেলে সে কথা আমি মনে কোত্তেও অক্ষম হই! ফলে কিন্তু রফার কথা নিশ্চয়। তুমি এখন এ সব কথা কাহারও কাছে গল্প কোরো না!—গোপন কাজ!”

লিণ্টন জানে আর আমি জান্‌লেম। তা ছাড়া অপর কোন চাকরেরাই এ সব কথার বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে পাল্লে না। তারা যেমন অন্ধকারে ছিল, তেম্‌নি অন্ধকারেই থাক্‌লো। একদিন পরেই বিবাহ, কেহই এ কথা জান্‌লে না। তবে অনুমানে কেবল এই পর্য্যন্ত স্থির কোল্লে, একটা কিছু নূতন বন্দোবস্ত হোচ্চে, আদালতের ফ্যাসাৎ হয় ত কেটে যাবে।—কেবল এই পর্য্যন্ত অনুমান। কিন্তু হায় হায়! সে অনুমানও ডুবে গেল! পরদিন প্রাতঃকালেই সেই রিড্‌লি আর একজন নীলামওয়ালা হুজুরী পরোয়ানার ক্ষমতায় নীলামের বন্দোবস্ত কোত্তে উপস্থিত! ক্যাটেলগ পর্য্যন্ত ছাপিয়ে এনেছে। অস্থাবর বস্তুর নীলাম হবে। সেই দিন থেকে তিনদিনের দিন নীলাম। সেই জন্য সমস্ত জিনিসের গায় টিকিট বসাতে এসেছে!

বাধা দিবার যো নাই, কাজেই অনুমতি দিতে হলো। যে সকল পেয়াদা তখন আদালতের দখলী পেয়াদা হয়ে বাড়ীর ভিতর আড্ডা গেড়েছিল, রিড্‌লির হুকুমে তারাই সব টিকিট বসাতে লেগে গেল!—বাড়ীর অনেক চাকরকেও সেই সর্ব্বনাশের কার্য্যে সহায় হোতে হলো! হায় হায়! ক্রমে আমি জান্‌তে পাল্লেম, সে কাজটাতেও গৃহস্বামীকে অনুমতি দিতে হয়েছিল!

সমস্ত জিনিসেই টিকিট বসানো হলো! খাট, বিছানা, সিন্দুক, বাক্স, আলমারী,

ট্রাঙ্ক, বাসন, সমস্ত আসবাব,—সমস্ত সজ্জা,—সমস্ত অলঙ্কার,—এমন কি, ছোট ছোট রুমালখানিতে পর্য্যন্ত টিকিট মারা হলো! হায় হায়! কি ভয়ানক ঘটনা! কি ভয়ানক দৃশ্য! রজনীপ্রভাতেই বিবাহ। যে গৃহে বিবাহ, সেই গৃহের সমস্ত বস্তুতেই আদালতের টিকিট মারা!—নীলামের টিকিট!—উঃ!—এ দৃশ্য অসহ্য!

বোষ্টীদেরা যেমন এসে থাকেন, সেদিনও তেমনি এলেন।—লর্ডবাহাদুর সেদিন আরও তাঁদের বেশী সমাদর কোরে বসালেন। সে দৃশ্য আর এক রকম।—আর একরকম না হলেই বা হয় কি?

সন্ধ্যা হয়। আমি আর তখন বাড়ীতে থাক্‌তে পাল্লেম না। তখন আর আমার কোন কাজকর্ম্মও ছিল না। সে সময় দু একঘণ্টার জন্যে বেশ ছুটী পাওয়া যায়। আমি বেড়াতে বেরুলেম। উদ্যানের মধ্যেই আমার বেড়ানো,—উদ্যান পার হয়েও খানিক-দূর বেড়াতে গেলেম। আমি একাকী। বেড়াতে বেড়াতে একমাইল পথ অগ্রসর হয়ে পোড়্‌লেম। মন সুস্থির নয়, অনবরতই চিন্তা। দিন দিন আবার নূতন নূতন চিন্তার বৃদ্ধি।—ভাব্‌তে ভাব্‌তেই চোলেছি। হঠাৎ দেখি, একটী স্ত্রীলোক সেই রাস্তা ধোরে ঠিক আমার দিকেই আস্‌ছেন। নিশ্চয় বোধ হলো, প্রাসাদেই যাবেন। ক্রমে ক্রমে নিকটে এলেন। দেখ্‌লেম, সুন্দরী কামিনী!—পরম রূপবতী যুবতী! মুখখানি কিন্তু মলিন! পথশ্রমেও হোতে পারে, কিম্বা কোন দুর্ভাবনাতেও হোতে পারে, কিম্বা ঐ দুটীই একত্র হয়ে ঐরকম বিবর্ণ কোরে ফেল্‌তে পারে।—মুখখানি কিন্তু ম্লান! সেরূপ রূপবতী যুবতীর স্বাভাবিক মুখের বর্ণ,—সে রকম মুখের ভাব, কখনই সম্ভব হোতে পারে না। কামিনী চিন্তাকুলা!

খুব নিকটে এলেন। আমি তখন সে রূপখানি ভাল কোরে দেখ্‌লেম। চক্ষু, কেশ, গড়ন, ভঙ্গী, সমস্তই সুন্দর! বদন মলিন, কিন্তু বড়ঘরের মেয়ের মত গাম্ভীর্য্যপরিপূর্ণ। খুব ভাল কোরে দেখ্‌লেম, সেই সুন্দর চক্ষুদুটী যেন চঞ্চলভাবে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। সেই চঞ্চল চক্ষুকে ক্ষণকালের জন্য স্থির কোরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোল্লেন। ভাবে বুঝ্‌লেম, যেন কিছু জিজ্ঞাসা করবার অভিলাষ। ক্ষণকাল দাঁড়ালেম। কিছুই বোল্লেন না। আমি পাশকাটিয়ে চোলে গেলেম। দশহাত আন্দাজ গিয়েই মনটা কেমন হয়ে উঠ্‌লো। ভাব্‌লেম, এ কি?—কে এ স্ত্রীলোক? একাকিনী এই নির্জ্জনপথেই বা কেন? তাতে আবার সন্ধ্যাকালে!—সঙ্গে কেহই নাই!—একাকিনী! হেঁটে যাচ্চেন!—ভাব কি? কোথাই বা যাচ্চেন? বুঝ্‌তে পাচ্চি, প্রাসাদের দিকে, কিন্তু কেনই বা যাচ্চেন? কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। ভেবে চিন্তে একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌লেম। দেখ্‌লেম, যেখানে আমি দেখে এসেছি, কামিনী ঠিক সেইখানেই সমানভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।—একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছেন! কে এই যুবতী?

আমি থোম্‌কে দাঁড়ালেম। মনে কোল্লেম, গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। হয় ত পথ ভুলে

এসেছেন। হয় ত কোন লোকের ঠিকানা জানতে চান। যাই যাই মনে কোচ্চি, এমন সময় তিনি ইসারা কোরে আমারে ডাক্‌লেন। আমিও দ্রুতপদে তাঁর কাছে ফিরে গেলেম। খুব নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখনো পর্য্যন্ত মুখে কথা নাই। কি বোল্‌বেন, স্থির কোত্তে পাচ্চেন না, কিম্বা একবারেই কিছু বোল্‌বেন না। কি যে তাঁর মতলব, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি সেটা বুঝে উঠতে পাল্লেম না। অবশেষে অনেক যত্নে সন্দেহটা একটু দূর কোরে মৃদুস্বরে সেই কামিনী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি লর্ড রাবণহিলের বাড়ীতে চাকরী কর?"

আমিও ব্যগ্রকণ্ঠে উত্তর দিলেম, "হাঁ! সেইখানেই আমি থাকি। আমার দ্বারা আপনার যদি কিছু উপকার হয়, তাতে আমি বড়ই সুখী হব!"

আবার তিনি খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ চুপ কোরে থেকে মৃদু গুন্‌গুন্ গুঞ্জনে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "হ্যাঁ, তোমারে আমি বিশ্বাস কোত্তে পারি। তোমার চেহারাই—হ্যাঁ, তুমি আমার একটী উপকার কোত্তে পার? আমি তোমারে পুরস্কার দিব!"

"পুরস্কার আমি চাই না। আপনি অনুমতি করুন, যা আমারে কোত্তে হয়, এই মুহূর্ত্তেই তাতে আমি প্রস্তুত আছি।"—ব্যগ্রস্বরে এইরূপ উত্তর দিয়ে অনুমতিপ্রতীক্ষায় আগ্রহে আগ্রহে তাঁর মুখপানে চেয়ে রইলেম।

যেন একটু সাবধান হয়ে সরলভাষিণী কামিনী অতি মধুরস্বরে আমারে বোল্লেন, "কিছু মনে কোরো না তুমি! এই রকমে তোমার সঙ্গে আমি কথা কোচ্চি,তাতে কোন কুভাব মনে এনো না! তোমারে আমি যে একটী উপকার কর্‌বার জন্যে বিনয় কোরে অনুরোধ কোচ্চি, সেটীও কিছু মন্দ কার্য্য মনে ভেবো না!"

কথার মাধুরীতে সে সময় আমার এম্‌নি জ্ঞান হলো, সে কামিনী নিশ্চয়ই ভদ্রঘরের সুশীলা ভদ্রমহিলা! রূপ যেমন কোমল,—স্বর যেমন মধুর, প্রকৃতিও সেইরূপ শান্ত! যে কথাগুলি বোল্লেন, তাতে যেন ভয় আর লজ্জা উভয়ই গায়ে গায়ে মিশানো থাক্‌লো। আশার সঙ্গে আশঙ্কার যেন যুদ্ধ বেধে গেল!

"আপনার প্রতি মন্দভাবের কল্পনা কদাচ আমার অন্তরে স্থান পাবে না। আমি নিশ্চয় বুঝেছি, যে কাজ সম্পন্ন করা আমার সাধ্য নয়, তেমন কাজে কখনই আপনি আমারে অনুমতি কোর্‌বেন না।"—ত্বরিতস্বরে—মর্ম্মের উৎসাহে তাঁর কথাগুলির আমি এইরূপ উত্তর দিলেম।

কতক সঙ্কুচিত কতক গম্ভীরভাব ধারণ কোরে কামিনী ব্যগ্রস্বরে আমারে বোল্লেন, "তুমি আগে আমার কাছে একটী অঙ্গীকার কর। যে কাজের কথা আমি তোমারে বোল্‌বো, আপাততঃ সেটী শুনতে একটু আশ্চর্য্য বোধ হবে, কিন্তু অতি সামান্য কাজ। তা যদি তুমি পার,—দয়া কোরে সেই কাজটী যদি কর,—একান্তই যদি না রাজী হও, একান্তই যদি সে কাজটী তোমার অসাধ্য বিবেচনা কর, তা হোলে কেবল তোমার কাছে

আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, এখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, আমি তোমারে কোন প্রকার কাজের কথা বোলেছি, এ কথাটী যেন তোমার মুখে জনপ্রাণীও না শোনে। মনে মনেই চেপে রেখো!"

"অবশ্য—অবশ্য!"—মনের উৎসাহেই আমি বোলে উঠ্‌লেম, "অবশ্য!—অবশ্য! আহ্লাদের সহিত আমি অঙ্গীকার কোচ্চি।"

কামিনী যেন প্রতিমার মত অচলা! স্থিরনেত্রে আমার মুখপানে চাইলেন। ছোট একখানি চিঠী বাহির কোল্লেন। যে হাতে চিঠীখানি ধোল্লেন, সে হাতখানি থর থর কোরে কাঁপ্‌লো। স্পষ্ট আমি দেখ্‌তে পেলেম। আরও দেখ্‌তে পেলেম, মলিন মুখখানিও সেই সময় ঈষৎ রক্তবর্ণ হলো! পরক্ষণেই আবার যেমন তেম্‌নি।—আরক্তবদন তৎক্ষণাৎ আবার বিবর্ণ! আমি বিবেচনা কোল্লেম, কোনপ্রকার দারুণ মানসিক চিন্তা! বুকের ভিতর যেন কোন রকম লড়াই হোচ্চে! মনে মনে তর্ক কোল্লেম, কার সঙ্গে লড়াই? গরিমা আর লালসা! স্ত্রীজাতির গরিমা! একদিকে সেই গরিমা, অন্যদিকে হয় ত প্রেমের লালসা! একবার তিনি চিঠীখানির প্রতি চেয়ে দেখ্‌লেন।—দেখেই অমনি আমার মুখপানে চাইলেন। ভাবে বুঝ্‌লেম, একবার ইচ্ছা, একবার অনিচ্ছা।—একবার সন্দেহ, একবার প্রবৃত্তি! হঠাৎ যেন কি একটা স্থির কোরে সেইরূপ মধুরস্বরে ধীরে ধীরে তিনি আমারে বোল্লেন, "এ চিঠীখানি তুমি চুপি চুপি লর্ড রাবণহিলের পুত্রের হাতে দিতে পার? এখনি দরকার; কিন্তু খুব গোপন! কেমন?—পার?"

"পারি!"—সমান উৎসাহে আমি তৎক্ষণাৎ বোলে উঠ্‌লেম, "পারি! এখনি পারি!" উত্তরের অগ্রেই আমি স্থির কোরে রেখেছিলেম, তেমন ভদ্রমহিলার—তেমন রূপবতী রমণীর একটী অনুরোধ পালন করা কোন অংশেই কুকর্ম্ম নয়।—কর্ম্মটীও সহজ। কেনই বা সম্মত হব না? তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলেম। অঙ্গীকার কোরে বোল্লেম, "এক ঘণ্টার মধ্যেই পত্রখানি ওয়াল্‌টার রাবণহিলের হস্তগত হবে। যখন হবে, তখন জনপ্রাণীও দেখ্‌তে পাবে না। সেবিষয়ে আপনার কোন চিন্তা নাই।"

কামিনী আমারে পুনঃপুন ধন্যবাদ দিলেন। ধন্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে একটী টাকার থলি বাহির কোল্লেন। বোল্লেন,—"আমি তোমার সাধুতায়——"

"না না না!—কখনই আমি পুরস্কার গ্রহণ কোর্‌বো না! কিছুতেই তা হবে না! পুরস্কার গ্রহণ কোর্‌বো না বোলে আপনার কার্য্যটী কখনই বিফল হবে না। বিশ্বাস করুন্!—বিশ্বস্তহস্তেই আপনি এই ক্ষুদ্র কার্য্যভার সমর্পণ কোল্লেন। বিশ্বাস আমি রাখ্‌তে জানি। কোন ভয় নাই!"

বোলেই আমি আর সেখানে দাঁড়ালেম না। তাড়াতাড়ি সেলাম ঠুকেই প্রস্থান! খানিকদূর গিয়ে পেছোন ফিরে চেয়ে দেখি, ময়দানটা ঘুরে সেই রাস্তায় একখানা গাড়ী এলো। ভাড়াকরা ডাকগাড়ী। রমণীটী সেই গাড়ীতে উঠ্‌লেন। তখন আমি মনে কোল্লেম, ঐ গাড়ীতেই এসেছিলেন, গাড়ীখানা তফাতেই দাঁড়িয়ে ছিল,

কামিনী সেই গাড়ীতেই চোলে গেলেন। আমি দ্রুতপদে প্রাসাদের দিকে ছুট্‌লেম। কতই যেন শুভসংবাদ,—সুখের সংবাদ নিয়ে চোলেছি, মনে যেন কতই আহ্লাদ, কতই উৎসাহ! পত্রখানা নিয়ে সেই উৎসাহেই ছুটে চোলেছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম। সে সময় আমার প্রথম কর্ত্তব্যকর্ম্ম পত্রখানি বিলিকরা। প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হয়েছি, তৎক্ষণাৎ আশা পূর্ণ! প্রভু ওয়াল্‌টার সেই সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্‌ছেন। আমি নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেম। আমার মুখ দেখেই হয় ত তিনি বুঝ্‌তে পাল্লেন, আমি তাঁরে কোন বিশেষ কথা জানাতে এসেছি। বুঝ্‌তে পেরেই সেইখানে একবার থোম্‌কে দাঁড়ালেন। শুষ্কমুখ আরও যেন শুষ্ক হয়ে গেল! অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে যন্ত্রণার তীব্রস্বরে তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি জোসেফ? আরো কোন নূতন বিপদ উপস্থিত না কি?"

আমি ব্যগ্রভাবে উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয়! বিপদ নয়! বিপদের কথা আমি মনেও ভাবি না!"—বোলেই পত্রিকাখানি তাঁর হাতে দিলেম!

হস্তাক্ষর দেখেই তিনি চিন্‌তে পাল্লেন। উল্লাসে বোলে উঠ্‌লেন, "আঃ! ঠিক হয়েছে!" সেই সময় তাঁর মুখের ভাব আমি আর একপ্রকার দেখ্‌তে পেলেম। হঠাৎ যেন সেইশুষ্কমুখে সরস আনন্দচিহ্ন লক্ষিত হলো! ব্যগ্রভাবে তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এপত্র কোথায় পেলে? কেমন কোরে তোমার হাতে এলো? কে তোমারে দিয়ে গেল?"

আমি উত্তর দিতে না দিতেই তিনি চঞ্চলহস্তে পত্রের মোড়কখানা ছিঁড়ে ফেল্লেন। মুহূর্ত্তমাত্রেই ব্যগ্রনয়নে কয়েক পংক্তি দর্শন কোল্লেন। পত্রে অতি অল্প কথাই লেখা ছিল। ক্ষণমাত্রেই পাঠ করা সমাপ্ত হলো।

আমি দেখ্‌লেম, তাঁর দুটী চক্ষু দিয়ে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হোচ্চে।—আনন্দের বেগ সম্বরণে তিনি যেন অসমর্থ হয়ে পোড়্‌ছেন। বোধ হতে লাগ্‌লো যেন, তাঁর বুকের উপর থেকে প্রকাণ্ড একটা ভারী পাথর সোরে গেল। অশ্রুধারাতে সুস্পষ্টরূপে সেই ভাব পরিলক্ষিত হলো। ক্ষণকাল তিনি আনন্দে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন। নিকটেই আমি দাঁড়িয়ে আছি, জান্‌তেই যেন পাল্লেন না। তখনি আমার সেখান থেকে সোরে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পাল্লেম না। যে পত্র আমি সমর্পণ কোরেছি, সে পত্রের কথায় আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার সম্ভাবনা, তাই ভেবেই আমি একটী পাশে চুপ্‌টী কোরে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম!

একটু পরেই প্রভু আমারে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তোমারে এই পত্র দিয়েছে জোসেফ? শীঘ্র বল, কে দিলে তোমাকে?"

সঙ্কুচিতভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "একটী যুবতী কামিনী। তিনি——"

ওয়াল্‌টারের আহ্লাদ যেন আরও বেড়ে উঠ্‌লো! সবিস্ময়ে তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "আঃ! তবে তিনি নিজেই এসেছিলেন? আচ্ছা, তিনি তোমারে কি বোল্লেন?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বেশী কথা কিছুই বলেন নাই, পত্রখানি দিলেন, এই উপকার কোত্তে বোল্লেন, আমিও আহ্লাদপূর্ব্বক রাজী হোলেম।"

"তিনি তোমাকে হয় ত খুব গোপনের কথাই বোলে দিয়েছেন?—কেমন? গোপন কোত্তে বলেন নাই?"

মুক্তকণ্ঠেই আমি উত্তর কোল্লেম, "বিশেষ গোপন;—বিশেষ গোপনের কথাই তিনি বোলে দিয়েছেন। আমিও তা পালন কোল্লেম।"

আমাদের যুবাপ্রভু আরও যেন উৎসাহ প্রাপ্ত হয়ে আমার বিস্তর প্রশংসা কোরে বোল্লেন, "জানি আমি তুমি বেশ ছেলে! বেশ বুদ্ধি তোমার! আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি। আমি তোমাকে প্রচুর পুরস্কার—"

কথার মাঝখানেই আমি বোলে উঠ্‌লেম, "না মহাশয়! পুরস্কার গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নয়! আমি পুরস্কার চাই না! সেই কামিনী আমাকে পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, ধন্যবাদ দিয়ে আমি অস্বীকার কোরেছি!"

"আচ্ছা, আচ্ছা!"—আশায় উৎসাহে কতই উল্লাসিত হয়ে উত্তেজিতকণ্ঠে যুবা প্রভু বোল্লেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি এখন যাও! কিন্তু দেখো, একটী বর্ণও যেন—"

মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাড়াতাড়ি বোল্লেম, "এক বর্ণও কাহারো কাছে প্রকাশ হবে না। আমি বিশ্বাসঘাতকতা জানি না!"—সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়েই আমি সেখান থেকে চোলে এলেম। প্রভুর মুখ উজ্জ্বল দেখে আমারও বেশ আহ্লাদ হলো। সেই পত্রিকাখানিই আহ্লাদের কারণ, সে কথা আর আমারে বুঝিয়ে দিতে হলো না। আমি ধাঁ কোরে সোরে গেলেম।

সেইদিন সন্ধ্যার পর ওয়াল্‌টারকে আর আমি বাড়ীতে দেখ্‌তে পেলেম না। রাত্রে যেমন একাকী শয়ন কোরে থাকি, তেম্‌নিই থাক্‌লেম। উদ্বেগটা অনেক কোমেছিল, একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছিলেম। প্রভাতে যখন আমি উপর থেকে নেমে আসি, সেই সময় দেখ্‌লেম, বাড়ীর তিন চারজন চাকর আর আদালতের সেই পেয়াদাগুলো সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কোচ্চে। কি কথা নিয়ে গোলমাল কোচ্চে, আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না। কেবল বুঝ্‌তে পাল্লেম, গোলমেলে কথা।

অভ্যাসমত বাসীমাংস চর্ব্বণ কোত্তে কোত্তে টমাস্ অষ্টিন্ বাঁকামুখে রেগে রেগে বোল্লে, "ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাই না! আজ থেকে আমি সাবধান হব! রাত্রে শয়ন কর্‌বার অগ্রে সমস্ত দরজা, সমস্ত ফটক রীতিমত বন্ধ করা হলো কি না, আমি নিজেই তা তদারক কোর্‌বো!—খিড়্‌কিদরজার বাগানের ফটকে নিজেই আমি চাবী দিয়ে রাখ্‌বো! রেতের বেলা পাল্‌দায়, জিনিসপত্র—"

অষ্টিনের এই কথায় আমাদের একজন আরদালী ভয়ানক চোটে উঠ্‌লো। ক্রোধ-কম্পিতস্বরে সে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "কার সাধ্য? রাত দুপরের সময় বাড়ীর বাহিরে কে যাবে? প্রভাতে লোকজন সব জাগ্‌বার আগেই বাড়ী থেকে কেই বা বেরিয়ে যাবে?

কেনই বা যাবে ? আমার বোধ হয়, তোমাদের দলের কোন ব্যক্তিই ফটক খুলে বেরিয়ে গেছে! তোমার ও সকল ফাজিল কায়দার কথা কেবল যেন গোঁয়ারের কথা !"

স্পষ্ট স্পষ্টই আমি শুনলেম, ঐ রকম গোলমাল। মনে একটা গোলমেলে সন্দেহের ছায়া পোড়লো। লিণ্টনকে অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। লিণ্টনের খুব ভোরে উঠা অভ্যাস। সেই সকল লোকের ভিতর লিণ্টনকে আমি খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেম!—দেখ্‌তে পেলেম না। যে গৃহে লিণ্টন শয়ন করে, সেই গৃহে ছুটে গেলেম। ঘরেও লিণ্টন নাই। আবার আমি নীচে এলেম। আধঘণ্টা অন্বেষণ কোল্লেম।—লিণ্টনকে পাওয়া গেল না। অবশেষে চাকরদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, লিণ্টন কোথায় ? কেহই কিছু বোল্‌তে পাল্লে না। আবার আমি উপরে ছুটে গেলেম। ওয়াল্‌টার রাবণহিলের গৃহেই প্রবেশ কোল্লেম।—সে ঘরেও কেহ নাই! টেবিলের উপর একখানা পত্র পোড়ে আছে দেখ্‌লেম। সেই পত্রের উপর আমাদের লর্ডবাহাদুরের নাম। শিরোনাম দেখেই আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। মনে মনে যে সন্দেহ আস্‌ছিল, সেই সন্দেহই প্রবল হয়ে উঠ্‌লো। নিশ্চয় অবধারণ কোল্লেম, ওয়াল্‌টার পালিয়ে গেছেন!

চিঠীখানি আমি হাতে কোরে নিলেম। আবার নীচে নেমে এলেম। সম্মুখে যাদের দেখ্‌তে পেলেম, সকলকেই ঐ চিঠীর কথা জানালেম। চাকরেরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হয়ে উঠ্‌লো। প্রভু কোথায় গেলেন, কেহই কিছু অনুভব কোত্তে পাল্লে না। আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, ওয়াল্‌টার রাবণহিল নিশ্চয়ই পলায়ন কোরেছেন। তাঁর প্রিয়ভৃত্য লিণ্টনও সঙ্গে গেছে। কুমারী বোষ্টীদকে বিবাহ কোত্তে না হয়, সেই মতলবেই তিনি পালিয়েছেন!—এটী কেবল আমার অনুমান। বস্তুত সেই দিনেই যে বোষ্টীদকুমারীর সহিত লর্ডপুত্রের নিশ্চিত বিবাহের কথা, বাড়ীর অপর চাকরেরা কেহই সেটী জান্‌তো না। আমি ত গোড়ার কথা জানিই,—লিণ্টনের মুখে সমস্তই ত আমি শুনেছিলেম, তথাপি আরও কিছু নূতন কথা আমি জান্‌তে পেরেছি। উদ্যানপথের কামিনী যে পত্রিকাখানি আমাকে দিয়ে যান, নিশ্চয়ই সেখানি প্রেমপত্রিকা! সেই প্রেমার্থিনী কামিনী ওয়াল্‌টারের মনের মত পাত্রী, সেটীও আমি বুঝেছি। সেই কামিনীকে হস্তগত করবার অভিপ্রায়েই যুবা ওয়াল্‌টার পলায়ন কোরেছেন! উফেমিয়া কুৎসিত, পত্রদায়িনী কামিনী সুন্দরী। সেই সুন্দরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা ওয়াল্‌টারের ইচ্ছা, সেই জন্যই সোরেছেন। এগুলি আমার মনের কথা। অপর কেহই এ কথা জান্‌লে না। আমিও আর সেখানে দাঁড়ালেম না। কর্ত্তার নামে শিরোনাম দেওয়া চিঠীখানি অবিলম্বেই কর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। আমি শশব্যস্তে প্রস্থান কোল্লেম।

লর্ডবাহাদুর সবেমাত্র হাজরেখানার ঘরে প্রবেশ কোরেছেন. ঠিক সেই সময়েই আমি সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। আমার হাতে চিঠীখানি দেখেই তিনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি ? পত্র কি আজ এত সকাল সকাল এসে পৌঁছেছে ?"

কিঞ্চিৎ ইতস্তত কোরে আমি বোল্লেম, "না ধর্ম্ম-অবতার ! ডাকের চিঠী নয়। আমাদের যুবা প্রভুর টেবিলের উপর এই পত্রখানা——"

"কি ? ওয়াল্‌টার কোথায় ?—আমার পুত্র কোথায় গেল ?"—শঙ্কিতভাবে এইরূপ প্রশ্ন কোর্ত্তে কোত্তে লর্ড রাবণহিল যেন বড়ই অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন।

পূর্ব্বেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলেম, পত্রখানা ভারী একটা গোলমাল বাধাবে। প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘোটে দাঁড়ালো ! তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে ফেলে পত্রের কয়েক ছত্রে তিনি দৃষ্টিদান কোল্লেন। তৎক্ষণাৎ এক অস্পষ্ট বিলাপধ্বনি তাঁর রসনাপথে বিনির্গত হলো !—শুন্‌তে পেলেম না। কেমন একরকম ভয় আমার প্রাণকে আকুল কোরে তুল্লে! পায়ে পায়ে পেছিয়ে তৎক্ষণাৎ আমি সেঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। চাকরদের ঘরেও গেলেম না। সেখানে গেলে তারা আমারে নানাকথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বে, উত্তর দিতে পার্‌বো না, কাজেই সেদিকে আমি গেলেম না ;—বাগানের দিকেই বেরিয়ে পোড়্‌লেম। চিন্তাই আমার আরাম,—চিন্তাই আমার ঘুম,—চিন্তাই আমার বিশ্রাম ! জাগ্রত চিন্তাপথে কতই দুঃস্বপ্ন এসে দেখা দিলে। ভয়ের উপর ভয়,—সন্দেহের উপর সন্দেহ,—বিস্ময়ের উপর বিস্ময় ! কত যন্ত্রণার কতই প্রপীড়নে আমি দগ্ধবিদগ্ধ হোতে লাগ্‌লেম, কিছুতেই মনস্থির কোত্তে পাল্লেম না। একটু পরেই আবার চাকরদের ঘরে ফিরে এলেম।—ফিরে এসেই দেখি, চাকরেরা বড়ই উন্মনা,—সকলের মুখেই এলোমেলো বিলাপধ্বনি ! ভোজনগৃহেই লর্ড রাবণহিল মূর্চ্ছা গেছেন ! কর্ত্রীঠাকুরাণীর কাছেও এই সংবাদ পৌঁছেছে। তিনি তাড়াতাড়ি নেমে এসে মূর্চ্ছিতস্বামীর তাদৃশ দুরবস্থা দর্শন কোল্লেন ! যে চিঠীখানি আমি লর্ডবাহাদুরকে দিয়েছিলেম, মূর্চ্ছার সময় তাঁর পকেট থেকে সেখানি কার্পেটের উপর পোড়ে গিয়েছিল। কর্ত্রীঠাকুরাণী সেই চিঠীখানি দেখ্‌তে পেলেন,—হাতে কোরে তুলে নিলেন,—কটাক্ষভঙ্গীতে পাঠ কোল্লেন। এই আর কি !—পাঠ কোত্তে কোত্তে গাত্রকম্প আরম্ভ হলো ! তিনিও মূর্চ্ছা গেলেন !

মূর্চ্ছা বেশীক্ষণ ছিল না। অল্পক্ষণমধ্যেই কর্ত্তাগৃহিণী উভয়েই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছেন, ডাক্তার ডাক্‌বার প্রয়োজন হয় নাই। সংজ্ঞালাভের পর তাঁদের মুখ থেকে যে দুটী একটী গোলমেলে কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, নিকটে যারা ছিল, তাই শুনেই তারা বুঝ্‌তে পাল্লে, কি ভয়ানক ঘটনা উপস্থিত ! যুবা ওয়াল্‌টার যে বিবাহে ঘৃণা করেন, সেই বিবাহের হাত এড়াবার জন্যই গোপনে পলায়ন ! কোথায় পলায়ন ?—যে রমণীকে তিনি মনপ্রাণ সোঁপেছেন, সেই মনোময়ী রমণীর অন্বেষণে !

একঘণ্টার কমে লর্ড রাবণহিল প্রকৃত সংজ্ঞালাভ কোল্লেন না। একঘণ্টা পরে তিনি একখানি পত্র লিখ্‌তে বোস্‌লেন। চিঠীখানি লিখ্‌তে একটু দেরী হলো।—যেখানে প্রেরণ করা প্রয়োজন, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই প্রেরণ করা হলো। আমি জান্‌তে পাল্লেম, বোষ্টীদের কাছেই পত্র গেল। কেন গেল, সেটীও বুঝ্‌তে পাল্লেম। বোষ্টীদের কন্যার সহিত লর্ড-পুত্রের বিবাহের যে সম্বন্ধ, সেই চিঠীতে সেই সম্বন্ধটী তখন একেবারেই ভেঙে দেওয়া হলো !

আরও দুই ঘণ্টা অতীত। একখানা চারঘোড়ার ডাকগাড়ী বাড়ীর সম্মুখে এসে উপস্থিত। সেই গাড়ীতেই আমাদের লর্ডদম্পতী এই সুখনিকেতন পরিত্যাগ কোরে যাবেন!—কোথায় কোন্ অজ্ঞাতস্থানে প্রস্থান কোর্বেন! হায় হায়! আমার বোধ হলো, এজন্মে আর এ বাড়ীতে ফিরে আস্বেন না!

এই নিদারুণ বিচ্ছেদটা স্বচক্ষে দর্শন করা দূরে থাক্, একা বোসে স্মরণ কোত্তে গেলেও অন্তঃকরণে ব্যথা লাগে! লর্ডদম্পতী শুদ্ধ কেবল আপনাদের বাহ্যমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত, আপনাদের বাহ্যসুখের অন্বেষণে অপরিমিত অপব্যয় কোরেছেন। বিষয়-মদে মত্ত হলে বাহ্যজ্ঞান থাকে না! তার সঙ্গে অসঙ্গত সুখাভিলাষ!—সুখাভিলাষের সঙ্গে ভয়ানক স্বার্থপরতার সংযোগ! আমার বলা উচিত নয়,—অবশ্যই এ পাপে পাপী তাঁরা, কিন্তু তথাপি তাঁরা সে ভাড়াকরা ডাকগাড়ীতে জন্মের শোধ সেই সুখনিবাস পরিত্যাগ কোরে চোল্লেন, সে কষ্ট সহ্য করা বোধ করি নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েরও সাধ্য নয়! যাঁরা চিরদিন আপনাদের নিজের মহামূল্য সুসজ্জিত শকটারোহণে নানা সুখস্থানে পরিভ্রমণ কোরেছেন, তাঁরা কি না আজ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে নিতান্ত দীনহীনের ন্যায় ভাড়াটে গাড়ীতে বিদায় হয়ে চোল্লেন! আমি ত সে কষ্ট সহ্য কোত্তে পাল্লেম না! সে বিদায় আবার কথন?—উঃ! যে সুখনিকেতনে বহুতর সম্ভ্রান্তলোকের সমাগম, নিত্য নিত্য তাঁরা যে সুখনিকেতনে অপর্য্যাপ্ত আমোদ-আহ্লাদ অনুভব কোরেছেন,—যে সুখনিকেতনে তাঁরা নিত্য নিত্য জগতের সার সার ঐশ্বর্য্যবিলাস উপভোগ কোরেছেন, জন্মশোধ সেই সুখনিকেতন পরিত্যাগের সময়!—হায় হায়! সেই সময়েই ভাড়াটে গাড়ী আরোহণ! উঃ! অসহ্য! অসহ্য! অসহ্য!

মানীলোকের মানসম্ভ্রম সর্ব্বক্ষণ সঙ্গেসঙ্গেই থাকে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানসিক গৌরবের বড় একটা লাঘব হয় না!—লজ্জাও সম্মুখে এসে বাধা দেয়। লর্ডবাহাদুর হুকুম দিলেন, প্রস্থানের সময় বাড়ীর চাকরদাসীরা কেহ যেন সম্মুখে উপস্থিত না থাকে। বৈঠকখানার বৃদ্ধ দরোয়ান পর্য্যন্ত যেন স্থানান্তরে সোরে যায়; চাকরেরা যেন তাদের আপ্নার আপ্নার ঘরেই অবস্থান করে;—কেবল একজন কিঙ্কর আর লেডীর একজন কিঙ্করীমাত্র সঙ্গে যাবার বন্দোবস্ত। যে সকল লোক সৌভাগ্যের সময় অতুল মহিমা-প্রতাপ নিত্য নিত্য দর্শন কোরেছে, দুর্ভাগ্যের সময় গৃহত্যাগী হয়ে প্রস্থানকালে তারা যেন কেহই সম্মুখে না আসে, এইটীই তখনকার অভিপ্রায়। কথাও বাস্তবিক ঠিক! অহঙ্কারেও হোতে পারে,—মানসিক কষ্টেও হোতে পারে, লজ্জার খাতিরেও হোতে পারে। যে ঘটনা উপস্থিত, সে ভয়ানক অবস্থায় সমস্তই সম্ভবে!

লর্ডদম্পতী যখন উপর থেকে নেমে এলেন, তখন তাঁদের মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়েছিল, অনুভবেই তা বুঝা যেতে পারে। যখন তাঁরা রাজকীয় সোপানাবলী অতিক্রম কোরে বৈঠকখানায় পদার্পণ কোল্লেন,—যখন তাঁরা স্তম্ভিত অবনতবদনে বৈঠকখানার ভিতর দিয়ে চোলে এলেন,—যখন তাঁরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সেই ভাড়াটে গাড়ীর

মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, তাঁদের তখনকার আকারপ্রকার দর্শনে কিছুতেই তখন অশ্রুসম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না! লর্ডদম্পতী অনেক চেষ্টা কোরেও তাঁদের তখনকার মনোভাব কিছুতেই গোপন কোত্তে সমর্থ হোলেন না। লর্ডপত্নীর কোমলনয়নে পুনঃপুন অশ্রুপাত হলো! গাড়ীখানা ক্রমে ক্রমে সদরফটক পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে পোড়্লো। প্রাসাদের আর উদ্যানের যত কিছু সুদৃশ্য, সমস্তই যেন মলিনভাব ধারণ কোল্লে! গাছেরাও যেন কাঁদ্তে লাগ্লো! হরিণেরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইল!—নৃত্যশীল হরিণশিশুরা নৃত্য পরিত্যাগ কোরে যেন অচলের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাক্লো!—পাখীরাও যেন চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্লো! চিরসুখে লালিতপালিত পরমসুখী পরিবার এককালে হৃতসর্ব্বস্ব হয়ে চিরদিনের মত সেই সুখস্থান পরিত্যাগ কোরে গেলেন!

গাড়ীখানা চোলে গেল। তারপর বাড়ীর প্রধান ভাণ্ডারী একে একে সমস্ত চাকরকে আপনার ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমারও ডাক হলো।—আমিও গেলেম। ভাণ্ডারী আমাদের সকলকেই বোল্লেন, "যে সকল মহাজনের কাছে বিষয় আশয় বন্ধক আছে, যে বন্ধকের জোরে ক্রোকনীলাম হোচ্চে, সেই সকল বন্ধকগৃহীতার সঙ্গে লর্ডবাহাদুরের বন্দোবস্ত আছে, সকলেই আমরা সম্পূর্ণ বেতন প্রাপ্ত হব। পরদিনেই সকলের বেতন পরিশোধ করা হবে। ফর্দ্দ প্রস্তুত করা হয়েছে। কল্যই বেতন পরিশোধ,—কল্যই সকলের জবাব! বাকী বেতনের অতিরিক্ত সকলেই এক এক মাসের বেতন বক্সিস পাবে। এইরূপ বন্দোবস্তই স্থির!"

পরদিন সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির নীলাম আরম্ভ হলো। প্রাতঃকাল থেকেই নানাদিক্ থেকে নানাপ্রকারের গাড়ী ঝাঁকে ঝাঁকে উপস্থিত হোতে লাগলো। কতলোক হেঁটে হেঁটেই এলো। তন্মধ্যে নিকটবর্ত্তী নগরবাসীই অনেক। মহৎলোক, ভদ্রলোক, বিবি, নিকটস্থ পল্লীবাসীমাত্রেই ভাল ভাল জিনিস বেছে বেছে খরিদ কর্বার ইচ্ছায় নীলামঘরে দর্শন দিলেন। যাঁরা যাঁরা নিজে উপস্থিত হোতে পাল্লেন না, তাঁদের পক্ষের উকীলমোক্তার হাজির হোলেন। দোকানদারও বিস্তর এলো! লণ্ডন পর্য্যন্ত ডাক পোড়েছে, লোকে লোকে লোকারণ্য! বাড়ীতে যেন হাট বোসে গেল! সকলেই নীলামের বস্তুর জন্য ব্যস্ত! অত বড় মহামহিম পরিবারের যে কি সর্ব্বনাশ দাঁড়ালো, অত লোকের ভিতর কাহারও মুখে সে প্রকার সহানুভূতির একটী কথাও শোনা গেল না! কেবল নীলামের ভিড়, নীলামের কথা,—জিনিসের দর, এই সব আমোদেই সকলে উন্মত্ত! অনেক উকীল এবং সেরিফের কারপরদাজ সেই নীলামস্থলে উপস্থিত হোলেন। দখলী পেয়াদারা তখন ভয়ানক ভারী হয়ে দাঁড়ালো! তাদের বাহাদুরীর আদবকায়দা তখন দেখে কে? তাদের চেহারাই তখন এক স্বতন্ত্র! সকলেই যেন রাজার মত বুক ফুলিয়ে পাইচারী কোরে চতুর্দ্দিকে বেড়াচ্চে! কেবল টমাস্ অষ্টিন্ গরহাজির! টমাস্ অষ্টিন্ সেদিন ভয়ানক মাতাল! প্রাতঃকাল থেকে মদ খেতে সুরু কোরেছে, ক্রমাগত তিনচার ঘণ্টা তার উদ্দেশই ছিল না! শেষকালে দেখা গেল, মদের ঘরে মদের পিপে ঠেস্ দিয়ে টমাস্ অষ্টিন্ আড় হয়ে

পোড়ে আছে! আধখানা রুটী, একখণ্ড শুষ্ক মাংস আর মাংসকাটা ছুরিখানা মাতালের একপাশে পোড়ে আছে! মাতাল তখন এত বড় মাতাল যে, মাংসের উপর ছুরী চালাবার ক্ষমতা নাই! হাতখানা মুখের কাছে নিয়ে যেতেও অক্ষম!

বেলা দশটার সময় নীলাম আরম্ভ হলো। যিনি নীলাম ডাক্‌তে এসেছেন, মহাগম্ভীর ভঙ্গীতে তিনি এঘর ওঘর ছুটোছুটী কোরে বেড়াচ্ছেন। একঘরের সমস্ত জিনিসপত্র হাতুড়ির শব্দে নিকাশ কোরে দিয়ে অপর ঘরে চোলে যাচ্চেন! সে ঘরের কর্ম্ম রফা কোরে অন্য ঘরে প্রবেশ কোচ্চেন! এইরকমে সকল ঘরের সমস্ত শোভা ধ্বংস হয়ে যাচ্চে! যে সকল লোক জমা হয়েছেন, তাঁদের সকলের মুখেই হাসি খুসী আছে! যে সকল লোকের হৃদয়ে অপরের সুখদুঃখ অনুভবের শক্তি আছে, সেই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে তাঁদের মন যে তখন কিরূপ হলো, সেই সকল লোকই তাহা অনুভবে বুঝ্‌তে পার্‌লেন। ভয়ানক দৃশ্য! যে সকল বস্তু খরিদ কর্‌বার সময় বহু মূল্য প্রয়োজন, সে সব বস্তুর মানমর্য্যাদা ফুরিয়ে গেল! আস্‌বাবপত্র, বাসনপত্র, চীনের ঘড়ী,—হীরামুক্তার অলঙ্কার,—চমৎকার চমৎকার ছবি,—আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ এবং নানাপ্রকারের মহামূল্য বস্তুজাত অল্পসময়ের মধ্যেই কোথায় যেন উড়ে গেল! নীলামকর্ত্তা যদিও খুব শীঘ্র শীঘ্র ক্ষিপ্রহস্তে কার্য্য নিকাশ কোরে দিলেন, তথাপি তিন চার দিনের কমে নীলাম শেষ হলো না! আহা! লর্ড রাবণহিলের যত কিছু সুখেরসামগ্রী একটী স্থানে সঞ্চিত হয়েছিল, নীলামের হাতুড়ীপ্রহারে স্থানভ্রষ্ট হয়ে সেই সব সামগ্রী নানাস্থানে ছোড়িয়ে পড়্‌লো! নূতন নূতন জিনিস নূতন নূতন হাতে পোড়্‌লো!—নূতন নূতন জিনিসের নূতন নূতন অধিকারী হলো! হায় হায়! সমস্তই ছারখার!

নীলামের প্রথম দিন বেলা দুইপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে বোষ্টীদের গাড়ী এসে উপস্থিত হলো। এক গাড়ীতে তিন বোষ্টীদ হাজির। বুড়ী বোষ্টীদ ঝঞ্জনে গলায় মহা আস্ফালন জুড়ে দিলেন! সকল লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল!"—ফলত লর্ড রাবণহিলের সর্ব্বনাশে বোষ্টীদদের মনে যেন অতুল আনন্দ! উফেমিয়া খিল্ খিল্ কোরে হাস্‌তে লাগ্‌লেন! লর্ডপরিবারের সেই দুর্দ্দশার সময় কুমারী বোষ্টীদ বাস্তবিক যেন মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ কোল্লেন! বোষ্টীদেরাই বেশী টাকার সওদা কোল্লেন! কর্ত্তা বোষ্টীদ কেবল বাসন আর ছবির খরিদার! তাঁর স্ত্রীকন্যা কেবল মহামূল্য অলঙ্কারপত্রের খরিদার! সৌখীন সৌখীন ছোট ছোট বস্তুও কুমারী বোষ্টীদের আহ্লাদ উৎপাদন কোল্লে!

সুখের কথা অনেক বলা যায়, কষ্টের কথা বেশী বোল্‌তে পাল্লেম না। সংক্ষেপে কেবল এইমাত্র বলি, সে দিন অপরাহ্নে বাড়ীর ভাণ্ডারী, মহাজনদের উকীলের কাছে বন্দোবস্তমত অর্থ প্রাপ্ত হোলেন। চাকরদের বেতন শোধ কোরে দেওয়া হলো। দাসী-চাকর সকলেই এক একখানি সচ্চরিত্রের সার্টিফিকেট পেলে। আমিও আমার বেতন পেলেম। দয়ালু ভাণ্ডারী আমাকেও একখানি সার্টিফিকেট দিলেন। যারা যারা গাড়ী

কোরে সহরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ কোল্লে, সরকারী গাড়ীতেই সকলে তারা ম্লানবদনে সহরে চোলে গেল! আমার এখন উপায় কি?—আমি এখন কবি কি? কি কোল্লে ভাল হয়, কিছুই আমি জানি না। ইচ্ছা হলো, কোন কোন চাকরের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি;—কিন্তু তারা তখন আপন আপন কাজে এতদূর ব্যস্ত যে, তখন তাদের বিরক্ত কোত্তে আমার ভয় হলো। তাদের তখন নিশ্বাস ফেল্‌বার অবাকাশ নাই! আমি বিবেচনা কোল্লেম, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যে আবার আমি নিরাশ্রয়, অসহায়, নির্ব্বান্ধব, ভিখারী হয়ে পোড়্‌লেম! যদিও আমি তখন অনেকগুলি নগদ টাকা হাতে পেয়েছি, সচ্চরিত্রতার উপযুক্ত নিদর্শনপত্রও পেয়েছি, কিন্তু মন বড় অস্থির! যে অবস্থায় দাঁড়ালেম, টাকায় তার প্রবোধ আসে না! অপরাপর চাকরের আত্মীয়কুটুম্ব এসে উপস্থিত হলো। যেখানে তারা যাচ্চে, আত্মীয়কুটুম্বেরা সেখানে তাদের আদরে অভ্যর্থনা কোর্‌বে। যারা যারা ঘরে যাচ্চে, তাদের মাতাপিতা ভাইভগিনী প্রভৃতিও স্নেহাদরে তাদের আলিঙ্গন কোর্‌বে। আমার ত কেহই নাই! আমি তবে যাই কোথা? বিশ্বসংসারে কেবল আমি একাকী! বিশ্বসংসারে আমার এমন একটী প্রাণীও নাই, যার কাছে আমি ছুটে যেতে পারি,—যার কাছে আমি আশ্রয় পেতে পারি!—যার কাছে আমি আশ্রয়লাভের আশা কোত্তে পারি, এমন বন্ধুবান্ধব ত সংসারে আমার কেহই নাই! কার কাছে যাব? দেশান্তরে গিয়ে কোনপ্রকার কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হব, মনের মধ্যে এমন কোন অবধারিত কল্পনাও নাই। এমন অবস্থায় আমার দশা যে কি হবে, কিছুই ত স্থির কোত্তে পাল্লেম না। যে বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিলেম, সে বাড়ী ত এখনি পরিত্যাগ কোত্তে হবে!—করি কি? ঘরখানি পরিত্যাগ কর্‌বার অগ্রে একজায়গায় আমি বোসে পোড়্‌লেম।—মনের দুঃখেই কাঁদ্‌লেম! যে বাড়ীকে নিজের বাড়ী মনে কোরে এতদিন আমি সুখে ছিলেম, সেই বাড়ী আজ পরিত্যাগ কোরে যেতে হবে! যে ঘরটীকে আমি নিজের ঘর মনে কোরে প্রতিরাত্রে সুখে শয়ন কোত্তেম, সেই সুখের ঘরটী আজ আর আমার থাক্‌বে না!—এখনি পরিত্যাগ কোরে যেতে হবে! আর আমি এজীবনে এঘরে আস্‌তে পাব না! এই সব দুঃখের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই চক্ষের জলে ভেসে গেলেম!

অভাগা ওয়াল্‌টার যে পোষাকটী আমারে দিয়েছিলেন, সে পোষাক পরিত্যাগ কোরে শাদা পোষাক পরিধান কোল্লেম। তখনও পর্য্যন্ত যে সকল চাকর বাড়ী ছেড়ে যায় নাই, ভাণ্ডারীর আদেশে তারা যে গাড়ীতে আরোহণ কোল্লে, ভেবে চিন্তে আমিও সেই গাড়ীতে উঠ্‌লেম। তারা তখন পরস্পর আপ্‌নাদের কথায় এতদূর ব্যস্ত হয়ে পোড়েছিল যে, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখ্‌লে না। তারা যে কোনপ্রকার দুষ্যভাবে আমারে তখন ঔদাস কোল্লে, এমন কথা আমি বলি না,—ভাবিও না। যে অসুখে তারা চোলেছে, যে রকম দুর্ভাবনায় তারা তখন অন্যমনস্ক, সে অবস্থায় অন্যদিকে মন দেওয়া কিম্বা আমার সঙ্গে কথা কওয়া তাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব! যখন আমরা

সহরে পেঁছিলেম, সেই সময় আবার আর একটা অসুখের কারণ হয়ে উঠ্‌লো। আমাদের সকলের পরস্পর বিদায়! লোকগুলি ব্যস্ত হয়ে যে যার ভিন্ন ভিন্ন দিকে চোলে গেল। আমি তখন শুধুইমাত্র একা! মনের যে তখন আমার কিরূপ অবস্থা, আমার মন ভিন্ন অপরে তার কিছুমাত্র অনুভব কোত্তে সমর্থ হলো না! করি কি? নিকটে একটা সরাইখানা ছিল, সেই সরাইখানায় প্রবেশ কোল্লেম। গাড়ীখানা ঘরে ফিরে গেল। আমি সেই দিকে চেয়ে রইলেম। চক্ষে জল এলো। বড় দুঃখেই মনে কোল্লেম, লর্ড রাবণহিলের বাড়ীতে এতদিন আমি যে সুখে ছিলেম, এতক্ষণ পর্য্যন্ত তার একটুমাত্র নিদর্শন ছিল ঐ গাড়ী! সে গাড়ীখানিও চোলে গেল! নিদর্শনটুকুও হারালেম! হায় হায়! জগৎসংসারে আমি তখন একা!—আমার চক্ষে সমস্ত সংসার অন্ধকার!—একাই আমি নিরাশাসাগরে ডুব্‌লেম!!!

পঞ্চবিংশ প্রসঙ্গ।

কুঞ্জনিকেতন।

চাক্‌রী ত আমার জবাব! এখনকার উপায় কি? সরাইখানায় অতিথি হয়েছি, সেখানেও মনে সুখ নাই। যে লোকটীর সরাই, সে আমারে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরে একবারে যেন চাপা দিয়ে ফেল্লে। রাবণহিলপ্রাসাদে কি কাণ্ড হোচ্চে, নীলাম কেমন চোল্‌ছে, খরিদার কত এসে জোমেছে, এইপ্রকার অসংখ্য প্রশ্ন। আমিও সেই সকল প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এখানে আর কোথাও নূতন চাক্‌রী পাওয়া যায় কি না?"—লোকটী বেশ ভালমানুষ! সরলভাবেই সে আমারে আশ্বাস দিলে, "এটা ছোট সহর, এখানে তেমন সুবিধা হবে না, এক্‌ষ্টার নগরে অবশ্যই ভাল চাকরী পাওয়া যাবে।"

পরদিনেই আমি এক্‌ষ্টার নগরে যাত্রা কোল্লেম। হাতে তখন অনেকগুলি টাকা ছিল, হেঁটে যেতে হলো না, একখানি গাড়ীভাড়া কোরে পরদিন প্রাতঃকালেই আমি চাকরী অন্বেষণে বেরুলেম। সে নগরে ব্যবসায়ীলোক অনেক। আমি কোন কোন ব্যবসাদারকে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, আপাতত তিনচার জায়গায় চাক্‌রী খালি আছে। একটী লোক আমারে বোল্লে, "তোমার যে রকম বয়স, যে কাজ তুমি জান, ঠিক তারই উপযুক্ত একটী, কর্ম্ম সম্প্রতি খালি হয়েছে। তিবর্ত্তনসাহেবের বাড়ীতেই সেই কাজ। তিবর্ত্তন খুব ধনীলোক! তাঁর আশ্রমের নাম কুঞ্জনিকেতন। এখান থেকে সেই নিকেতনটী প্রায় তিন মাইলমাত্র দূর।"

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, NO 44 MANICKTALA STREET CALCUTTA.

জিজ্ঞাসা কোরে আমি জান্‌লেম, তিবর্ত্তনসাহেব পূর্ব্বে লণ্ডননগরে দালালী কোত্তেন; বয়স অধিক হয়েছে,—সে কাজ এখন পরিত্যাগ কোরেছেন। সরকারী খতের দালালীতে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন কোরেছেন। প্রায় দশবারো বৎসর হোতে গেল, তাঁর একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যুর পর তিনি এই কুঞ্জনিকেতনের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। নিকেতনের সঙ্গে প্রায় দেড়হাজার বিঘা জমী পেয়েছেন; তা ছাড়া আরও অনেক নগদ টাকাও আছে। নিজের বিষয়ের সঙ্গে এই নূতন বিষয় সংযোগে তিবর্ত্তন এখন প্রচুর ধনের ঈশ্বর হয়েছেন। বার্ষিক উপস্বত্ব অতিকম ত্রিশ হাজার টাকা। তিবর্ত্তন এই অবস্থায় একটী বিবাহ কোরেছেন। একজন অতিদরিদ্র কুলীনের অনেকগুলি কন্যা, তারই মধ্যে একটী কন্যাই তিবর্ত্তনের গৃহিণী হয়েছেন। সেই কন্যার নাম এখন লেডী জর্জ্জীয়ানা।

এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে কোন্ দিকে সেই কুঞ্জনিকেতন, সেটীও ভাল কোরে জেনে নিয়ে সেখান থেকে আমি বেরুলেম।—পদব্রজেই চোল্লেম। দূর বেশী নয়, দিনটীও বেশ খোলসা ছিল, অল্প অল্প শীতল বাতাস বহন হোচ্ছিল, রৌদ্রের উত্তাপ বড়ই কম, স্বচ্ছন্দে আমি অনেকদূর চোলে গেলেম। বাড়ীখানির কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা কোত্তে হলো না। সদররাস্তার ধারেই বাড়ী। দূর থেকেই পূর্ব্বের নির্দ্দেশমত সেই বাড়ী আমি দেখ্‌তে পেলেম। রাঙা রাঙা ইট দিয়ে গাঁথা, গৃহস্থালীধরণের বাগানবাড়ী। সেইদিকেই আমি চোল্লেম।

পথে যেতে যেতে কত চিন্তাই যে আমার মনে যাওয়া আসা কোত্তে লাগ্‌লো, সে সব কথার পরিচয় দিবার সময় নাই। অক্টোবর মাসের আরম্ভ। লিসেষ্টার নগরের পাঠশালা ছেড়ে পোনেরো মাস আমি স্থানে স্থানে ভ্রমণ কোচ্চি। পোনেরো মাসের যত সুখ, যত দুঃখ, যত বিপদ্, যত সম্পদ্, সমস্তই একে একে মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো। সকল চিন্তার উপরেই আনাবেলের প্রতিমা! আনাবেলের কথা যতই ভাবি, মনের ভিতর ততই আমার হর্ষবিষাদ একত্র হয়। ভাব্‌লেম, আনাবেলের যা হবার, তা ত হয়ে গেছে! আনাবেলের জননীর কি দশা ঘোট্‌লো? ভয়ে ভয়ে আরও ভাব্‌লেম, লানোভার আমার কথা মনে করে কি না? কোথায় আমি আছি, সেটী নিশ্চয় কর্‌বার জন্যে লানোভার আর কোনরকম চেষ্টা কোচ্ছে কি না? যত ভাবনাই ভাবি, সেই স্মরণীয় বিপদের রজনীর কথা ততই ঘন ঘন আমার মনে পড়ে! যখন যে বিষয়ের ভাবনা আসে, তখনি সেই রাত্রের কথাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। লানোভারের নিবাস থেকে যে রাত্রে আমি পালাই, সেই রাত্রেই আমার প্রাণ যেতো!—সেটা কেবল সন্দেহের কথা নয়,—সন্দেহ আমি রাখিও না, আনাবেল নিজমুখে সেই কথা আমায় বোলেছিলেন। তাঁর নিজের পিতাই আমার জীবনবিনাশের প্রধান যোগাড়কর্ত্তা! আনাবেল বোলেছিলেন, স্বচক্ষে দেখেছেন, লানোভার সেই রাত্রে টাডির সঙ্গে আফিস-ঘরে মদ খাচ্ছিল! মদ খেতে খেতে আমারে খুন কর্‌বার পরামর্শ কোচ্ছিল! স্বকর্ণেই

আনাবেল সেই পরামর্শ শুনেছেন! একথাও আমি আনাবেলের মুখে শুনেছি। আনাবেল তখন মিথ্যাকথা জান্‌তেন না। আনাবেলের কৌশলে বাড়ী ছেড়ে না পালালে সে রাত্রে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ যেতো!—কিন্তু কেন? লানোভার আমারে কি জন্য খুন কোর্‌বে? আমি তাঁর কোরেছি কি? আমার জীবনেই বা তার কি অপকার? মরণেই বা তার কি উপকার? খুন কোত্তে চাঁয় কেন? আরও একটা ভয়ানক কথা!—সেই দুরাচার ভিক্ষুক টাডি!—সেই টাডিই বা লানোভারের সঙ্গে কেমন কোরে এসে জুট্‌লো? সেই টাডিই বা আমারে খুন্ কর্‌বার যোগাড় কোত্তে কেন এলো? কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। তখনও বুঝ্‌তে পারি নি, এখনও বুঝ্‌তে পাল্লেম না। মনের ভিতর ঐ বিষয় যতই তোলাপাড়া করি, ততই আরও গোলমাল বেড়ে যায়!

সারা পথ ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্‌ছি। পলকমাত্রও চিন্তার বিশ্রাম নাই! কিন্তু একটী চিন্তাও সুখের চিন্তা বোধ হলো না! সমস্তই আমার দুঃখের চিন্তা!—দুর্ভাগ্যের চিন্তা!—অদৃষ্টের চিন্তা!

কুঞ্জনিকেতন নিকটবর্ত্তী হয়ে এলো। দুটী তিনটী শস্যক্ষেত্র পার হয়েই সেই নিকেতন। মধ্যে একটা খামার। একজন কৃষক সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছিল, তারে জিজ্ঞাসা কোরে আমি নিশ্চয় কোল্লেম, রাঙা রাঙা ইঁটের গাঁথা যে বাড়ীখানি আমি দেখেছি, যথার্থই সেই বাড়ীর নাম কুঞ্জনিকেতন। যথার্থ বোল্‌ছি, তফাত থেকে বাড়ীর চেহারা দেখেই আমি একরকম হতাশ হয়ে পোড়্‌লেম! নামটী যেমন মনোহর, স্থানটী যে তেম্‌নি মনোহর হবে, মনে মনে এইটীই আমার ধারণা ছিল, কিন্তু চক্ষে দেখ্‌লেম, বিপরীত। চারিদিকে অনেক বড় বড় বৃক্ষ দণ্ডায়মান। সেই সকল বৃক্ষের শাখাপল্লবের আবরণে বাড়ীখানা যেন আরও বিশ্রী দেখাচ্ছে! শারদীয় নব নব পল্লব-দলে বৃক্ষরাজীর বেশ চমৎকার শোভা হয়েছে। সে শোভায় বাড়ীর শোভা কিছুই বাড়ে নাই, বরং অনেকপরিমাণে কোমেই গেছে!

বাড়ীখানা বৃহৎ। সারি সারি খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি জানালা। একটু দূর থেকে খানিকক্ষণ সেই বাড়ীর পানে চেয়ে থাকলে বোধ হয় যেন, কোন পুরাতন বারিকের ভগ্নাবশেষ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

বাড়ীর সম্মুখে আমি উপস্থিত হোলেম। ফটক পার হয়ে গেলেম। ফটকের ধারে দরোয়ানের ঘর ছিল না, দরোয়ানও ছিল না। পাশে দেখ্‌লেম, একখানা ভাঙা কুঁড়েঘর। সেই ঘরের সাম্‌নে ধূলাকাদামাখা গোটাকতক ছোঁড়া খেলা কোরে বেড়াচ্ছে। সকলেই প্রায় উলঙ্গ। সরাসর গাড়ীবারাণ্ডার দিকে চোলে যাচ্ছিলেম, এমন সময় দেখি, একটী রমণী ধীরে ধীরে সেই দিকে আস্‌ছেন। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার সম্মুখদিকে প্রায় এক শ হাত তফাতে সেই রমণী। রমণীর পশ্চাতে একজন পেয়াদা। দুটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফরাসীকুকুর সে কোলে কোরে আন্‌ছিল। পেয়াদাটা দেখ্‌তে ভয়ানক দীর্ঘাকার, চেহারাও যেন রাগী রাগী, অত্যন্ত রোগা, মুখ যেন বিষণ্ণ!

বিবিটীও দীর্ঘাকার, বিবিটীও রোগা, পরিচ্ছদ বেশ পরিষ্কার, কিন্তু পুরাতন ! হাতে একটী পুরাতন ক্ষুদ্র ছাতা। রৌদ্রবৃষ্টির সময় সেই ছাতাটী যেন যুদ্ধক্ষেত্রের ঢালের কাজ করে ! যখন আমি দেখ্লেম, তখন বৃষ্টি ছিল না, রৌদ্রও ছিল না, বিবির ছাতাটী কিন্তু নাকের কাছে ধরা আছে ! মুখ বিবর্ণ, চক্ষু অল্প নীলবর্ণ, ঠোঁট দুখানি পাত্লা পাত্লা। মেমসাহেব মাঝে মাঝে ওষ্ঠাধর সঙ্কুচিত কোচ্চেন, বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। আকারে বিলক্ষণ অহঙ্কার প্রকাশ পাচ্চে। চেহারা ভাল নয়;—সে চেহারা দেখেই আমি অনুমান কোল্লেম, তাঁর অন্তঃকরণে মহত্ত্বের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই। মুখে চক্ষে নীচতাই সর্ব্বক্ষণ সুপ্রকাশ !

রমণীটী ধীরে ধীরে চোলে আস্ছেন। কুকুরকোলে রোগা পেয়াদাটাও সেই খাতিরে খুব ধীরে ধীরে কূর্ম্মগতি অবলম্বন কোত্তে বাধ্য হয়েছে। কাজে কাজে আমিও ধীরে ধীরে চোল্তে লাগ্লেম। মনে মনে নিশ্চয় কোল্লেম, ইনিই হবেন লেডী জর্জীয়ানা। ইনিই হবেন গৃহস্বামী তিবর্ত্তনের নববিবাহিতা পত্নী। অতিশীঘ্রই আমি তাঁদের উভয়ের নিকটবর্ত্তী হোলেম। পাশ কাটিয়ে যখন চোলে যাই, আদব কায়দার অনুরোধে আপ্নার মাথার টুপিটী একবার অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ কোল্লেম।

"কি চাও তুমি ছোক্রা ?"—গর্ব্বপূর্ণ-কর্কশস্বরে বিবি আমারে হঠাৎ এই প্রশ্ন কোল্লেন। অনুভবে আমি বুঝ্লেম, আমার মত সামান্য লোকের সঙ্গে কথা কওয়া তিনি যেন আদৌ ইচ্ছা করেন না। তাচ্ছিল্যভাবেই অহঙ্কার জানিয়ে আমার প্রতি তিনি ঐ প্রশ্ন কোল্লেন। বাক্য উচ্চারণের সময় তাঁর যেন সমস্ত শিরে শিরে টান পোড়্লো ! কঠোর কর্কশে তিনি আবার বোলে উঠ্লেন, "আমি বুঝ্তে পেরেছি, তুমি এখানে চাক্রী খুঁজ্তে এসেছ।"—এই কথা বোলেই নীলনেত্র বিস্ফারিত কোরে খুব ঘৃণার ভঙ্গীতে,—ঘৃণার সঙ্গে সন্দেহ মিশিয়ে, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ্লেন। তিনি যেন বুঝ্লেন, আমি যেন কোন মন্দ মৎলবে সেই জায়গাটায় ঘুরে বেড়াচ্চি ! তাঁর চক্ষে পোড়েছি, সেটা যেন আমার কতই পাপ ! তাঁর নিজেরও যেন কতই অপমান ! বস্তুত আমারে দেখে তিনি বড়ই চোটে গেলেন !

বুঝ্লেম সব, তথাপি ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম, "আমি শুনেছি, এই কুঞ্জনিকেতনে একটী কর্ম্মখালি আছে, সেই জন্যই আমার আসা। আমি একটী চাক্রী চাই।"

বিবির তখন আরও অহঙ্কার বেড়ে উঠ্লো। তাচ্ছিল্যভাবে তিনি বোল্লেন, "যা তবে সোরে যা ! তফাতে যা ! পেছোনে যা ! আমাকে পাছে ফেলে হন্ হন্ কোরে চোলে যাচ্ছে !—আক্কেল কি ! ভারী বেয়াদুবী ! ভাল লোকের কাছে আদবকায়দা শিখ্তে হয় ! কি রকমে ভদ্রলোকের কাছে যেতে হয়, সেটা শেখা চাই !"

আমি তৎক্ষণাৎ টুপী স্পর্শ কোরে পশ্চাতে সোরে পোড়্লেম। পেয়াদাও আছে পশ্চাতে। তিনজনে আমরা একটী সার গেঁথেই নিকেতনের দিকে চোল্লেম। অগ্রে অগ্রে বিবি, মধ্যস্থলে পেয়াদা, সর্ব্বপশ্চাতে আমি। খানিকদূর যেতে যেতে আমি

দেখ্‌লেম, পেয়াদাটা আস্তে আস্তে কোলের একটা কুকুরকে মাটীতে নামিয়ে দিলে। বিবির সেদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি আপনার মদগর্ব্বেই মাথা হেঁট কোরে চোলে যাচ্চেন! বামে দক্ষিণে কোন দিকেই চক্ষু দিচ্চেন না! ছাতিটী কিন্তু নাকের কাছে ধরা আছে। পেয়াদা এদিকে তেম্‌নি আস্তে আস্তে আর একটী কুকুরকে নামিয়ে দিলে। দুটীই তখন রাস্তায়। তাদের গলায় অনেকদিনের পুরাতন নীলবর্ণ ফিতা বাঁধা ছিল, সেই ফিতার আগাটা ধোরে, কুকুরের পেয়াদা ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যেতে লাগ্‌লো। এতক্ষণ যে রকম কষ্টেশ্রেষ্টে চোল্‌ছিল, এখন যেন তার চেয়ে একটু খোলসা হয়ে একটু সোজা হয়ে চোল্‌তে পেলে। ভারী ভারী একজোড়া কুকুরের ভরে লোকটা যেন কুঁজো হয়ে পোড়েছিল! রোগা মানুষ কিনা, কাজেই কষ্ট হয়! কিন্তু যত রোগা, তত দুর্ব্বল নয়। কুকুরেরা হেঁটে হেঁটে যাচ্চে, পেয়াদাও বেশ হেঁটে হেঁটে চোলেছে। হঠাৎ সেই বুদ্ধিমান্ পেয়াদাটী কাঁধের উপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে আমার পানে একবার কটাক্ষপাত কোল্লে। তার মুখে যেন একটু একটু আহ্লাদের লক্ষণ দেখা গেল। সে যেন আমাকে দেখালে, বিবিটীকে কেমন ফাঁকি দিয়ে চোলেছে!—কেমন ঠকিয়েছে! এদিকে ত ঠকালে, আপ্‌নিও ওদিকে ঠকে! আকার দেখে আমি বুঝ্‌লেম, সে ভাল কোরে খেতে পোত্তে পায় না। চেহারাতেই বোধ হয়, সর্ব্বক্ষণ ক্ষুধা,—সর্ব্বক্ষণ বিষণ্ণ,—সর্ব্বক্ষণ মলিন! যে তাকে দেখে, সেই মনে করে, লোকটা বড় অসুখী! যা কিছু দেখে শোনে, সমস্ত বস্তুতেই যেন অসন্তোষ বাড়ে! বিশেষতঃ নিজের চাক্‌রীতে!

রোগাই হোক্, রাগীই হোক্, অসন্তুষ্টই হোক্, আর যাই হোক্, কুকুরদুটোকে মাটীতে নামিয়ে দিয়ে সে যেন বেশ একটু আরাম পেলে! বিবিটী কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না, তাতে যেন আরও বেশী আরাম! সেই আরামের ভিতর সে লোকটী আরও একটু বুদ্ধি খাটালে। বিবি খানিকদূর এগিয়ে গেলেন, কুকুরবাহক কুকুর নিয়ে ইচ্ছা কোরেই খুব পেছিয়ে পোড়্‌লো! কুকুরেরা চোলে চোলে যাচ্চে, খট্ খট্ কোরে পায়ের শব্দ কোচ্চে, নিকটে থাক্‌লে বিবি সে শব্দ শুনতে পাবেন, তফাতে থাক্‌লে শুনতে পাবেন না, সেই জন্যই তত সাবধান,—সেই জন্যই ইচ্ছা কোরে পেছিয়ে পড়া! কিন্তু বার বার একটা ফিকির খাটে না! সে মৎলবটা তার ফেঁসে গেল! আরামের আশাটা ভেসে গেল! বিবির হাতে ছোট একটী ময়লা বগ্‌লি ছিল, হঠাৎ তাঁর হাত থেকে সেটী পোড়ে গেল। ঝন্ ঝন্ কোরে গোটাকতক চাবী আর গোটাকতক ক্ষুদ্র মুদ্রা বেজে উঠ্‌লো। আমি অম্‌নি দৌড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেইটী কুড়িয়ে দিলেম। বিবিও একটু থোম্‌কে দাঁড়ালেন। চাবীর থলি তাঁরে আমি দিতে যাচ্চি, সেদিকে তাঁর চক্ষু নাই, চক্ষু সেই কুকুর দুটীর দিকে আর সেই বেয়াদব পেয়াদাটার দিকে! কুকুরেরা হেঁটে চোলেছে, দেখেই বিবির মহারাগ! ভয়ানক রেগে রেগে সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে গভীরগর্জ্জনে পেয়াদাকে তিনি বোল্লেন, "রবার্ট!"

রবার্ট কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উত্তর কোল্লে, "আজ্ঞে!"

একমাত্র "আজ্ঞা" দিয়েই লোকটা আড়ষ্ট ! ঠিক যেন ফৌজদারী অপরাধীর মত জড়-সড় হয়ে দাঁড়ালো ! কুকুর হাঁটানো অপরাধে যেন ফাঁসী হয়, ঠিক সেই রকম রবর্টের ভয় দেখে আমিও কিছু ভয় পেলেম !

পূর্ব্ববৎ গভীরগর্জ্জনে ক্রোধমুখী বিবি ধোম্‌কে ধোম্‌কে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "রবার্ট ! তুমি আমার হুকুম অমান্য কোরেছ ! যদি দৈবাৎ অসাবধানে ওরকমটা হয়ে পোড়্‌তো, সে অপরাধের মাপ ছিল, কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, তুমি ধূর্ত্ততা কোরে দুষ্ট মৎলবে——"

সবটুকু না শুনেই পেয়াদা করযোড়ে উত্তর কোল্লে, "হ্যাঁ মা ! আমি দোষ কোরেছি ! কিন্তু ঐ কুকুর——ঐ কুকুরদুটো বড়ই ভারী ! এত ভারী যে——"

মেমসাহেব আরও রেগে উঠ্‌লেন। কঠোরকর্কশে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জবাব ? জবাব কোরো না ! জবাব চাই না ! যে লোক আমার কথায় জবাব করে, আমি তারে বড়ই ঘৃণা করি ! তুমি জান, সমস্তই আমি সহ্য কোত্তে পারি, কিন্তু চাকরে আমার মুখের উপর জবাব করে, সেটা আমার একেবারেই অসহ্য ! যারা যারা আমার চাকর, তাদের কাহাকেও আমি জবাব কোত্তে হুকুম দিই না !"

রবার্টকে এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে রক্তমুখী মেমসাহেব বারবার আমার দিকে কট্‌মট্‌ কোরে চাইতে লাগ্‌লেন। ভাবে বুঝ্‌লেম, সেই সঙ্গে আমারেও তিনি সাবধান কোচ্চেন। আমি যদি তাঁর কাছে চাক্‌রী পাই, আমি যাতে ওরকম অবাধ্য না হই, যাতে আমি কোন কথায় জবাব না করি, আমার দ্বারা কখনো কোন হুকুম অমান্য না হয়, সেইটী শিক্ষা দিবার নিমিত্তই আমার প্রতি ঐ রকম ক্রোধপূর্ণ গর্ব্বপূর্ণ কুটিল দৃষ্টিপাত !

বিশাল এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে সেই পেয়াদালোকটী ঐ কুকুরদুটীকে মাটী থেকে কুড়িয়ে নিলে। লেডী জর্জ্জীয়ানা পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভঙ্গীতে মৃদুপদসঞ্চারে নিকুঞ্জ নিবাসে গমন কোত্তে লাগ্‌লেন। পুনর্ব্বার আমি পাছু নিলেম। মনে হোতে লাগ্‌লো, কুঞ্জনিকেতনের যা কিছু আমার দেখ্‌বার, তফাত থেকেই দেখে নিয়েছি। নিকেতনের কর্ত্রীঠাকুরাণী যিনি, তাঁরেও ত দেখা হলো। দশমিনিটের মধ্যেই আমি বুঝে নিলেম, সেখানে আমার কাজকর্ম্মের আশা করা বড়ই বিভ্রাটের কথা। তথাপি আমি সঙ্গ নিলেম। যে লোকটীর কাছে সংবাদ পেয়েছিলেম, তারই মুখে শুনেছি, ত্রিবর্ত্তনেরা নূতন প্রকৃতির লোক। কিন্তু তাঁদের সরকারে একবার প্রবেশ কোত্তে পাল্লে সুখে থাকা যায়। সেইটী স্মরণ কোরেই আমি সঙ্গ ছাড়্‌লেম না। মনে কোল্লেম, দেখা যাক্, কিসে কি দাঁড়ায়। আরও এক কথা !—হঠাৎ চুপি চুপি সোরে যাওয়াও ত দোষের কথা। মনের ভিতর এই সকল তোলাপাড়া কোরেই আমি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে পশ্চাতে ধীরে ধীরে যেতে লাগ্‌লেম। যতই নিকটবর্ত্তী হোলেম, ততই দেখ্‌লেম, বাড়ীখানা অত্যন্ত বিশ্রী ! একটু পূর্ব্বেই বোলেছি, বাড়ীতে জানালা অসংখ্য ! সমস্ত জানালাই ছোট ছোট। ভিতরদিকে কালো কালো পর্দ্দা ঝুল্‌ছে। লক্ষণ দেখেই

আমি বুঝ্লেম, ভিতর বাহির দুই সমান। বাস্তবিক কথাও তাই। নামটী শুন্তে যেমন সুমধুর, বাড়ীর চেহারা তার সম্পূর্ণ বিপরীত! ঘরের আস্বাবপত্র সমস্তই ময়লা!—ঠাঁই ঠাঁই আবর্জ্জনা,—দেয়ালের ঠাঁই ঠাঁই নানাপ্রকার বিশ্রী বিশ্রী দাগ,—আসবাবপত্রের সমস্তই বিশৃঙ্খলা!—যেদিকেই চাওয়া যায়, সেই দিক্‌টেই যেন খাঁ খাঁ করে! জনমানবের কথা শুন্তে পাওয়া যায় না। সমস্তই যেন নিস্তব্ধ! অত বড় বাড়ীখানি আগাগোড়া আমি দেখ্লেম, অল্প অন্ধকারে বাড়ীর সমস্তই যেন ঘোর অন্ধকার! সমস্তই যেন গভীর নিস্তব্ধ!

বড় একটা বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেম। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই কুকুরবাহক পেয়াদার প্রতি কট্মটচক্ষে চেয়ে লেডী জর্জ্জীয়ানা বোল্লেন, "দেখ রবার্ট! এবার যদি এ অপরাধে আমি তোমাকে ক্ষমা করি; দেখো, সাবধান, আবার যেন আর কখনো এ রকমে আমার রাগ বাড়িও না!—আমার কথায় জবাব দিও না!—যাও এখন! কুকুরদুটীকে ভাল কোরে খাবার দেও গে! সারাটা পথ হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে তুমি ওদের এক রকম মেরে এনেছ! ভাল কোরে সেবা কর গে! এসো আমার সঙ্গে এসো!" এই কথা বোলে ডান হাতখানি তুলে, ভাঙা ছাতিটা নেড়ে নেড়ে, ঘন ঘন সঙ্কেত কোল্লেন। কুকুরকোলে রোগা পেয়াদাটা আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে যথাশক্তি ধীরে ধীরে পশ্চাদ্বর্ত্তী হলো। মেমসাহেব অগ্রবর্ত্তিনী। পেয়াদার মুখ দেখে তখন বোধ হলো, সে যেন ঠিক দায়মালী আসামীর মত শুষ্কমুখে কাঁপ্তে কাঁপ্তে সঙ্গে সঙ্গে চোল্লো! আমিও অনুগামী হোলেম।

লেডী জর্জ্জীয়ানা সেই বড় ঘরটা পার হয়ে পাশের আর একটা ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। সে ঘরটাও ভাঙাচোরা জীর্ণশীর্ণ নানারকম জিনিসপত্রে পরিপূর্ণ! কিছুমাত্র শৃঙ্খলা নাই। কোথাকার জিনিস কোথায় ছড়াছড়ি, তার খবরদারি লয়, এমন কেহই ছিল না!—যদি থাকে, আমি কিন্তু দেখ্তে পেলেম না। চেয়ে চেয়ে দেখ্লেম, একধারে একটী টেবিলের কাছে একটী স্ত্রীলোক বোসে আছে। সে স্ত্রীলোকটীও খুব রোগা! পোষাকের পারিপাট্য কিছুই নাই!—ছাতাপড়া কালরঙের রেশমীপোষাক। মুখখানিও বিষণ্ণ বিষণ্ণ! সেই স্ত্রীলোকটী বোসে বোসে একখানা কাপড় শেলাই কোচ্ছিল। বয়স নিতান্ত কম নয়, লেডী জর্জ্জীয়ানা অপেক্ষা বড় জোর চারপাঁচ বৎসরের ছোট।

লেডী জর্জ্জীয়ানা প্রবেশ কর্‌বামাত্র হাতের কাজ পরিত্যাগ কোরে সেই স্ত্রীলোক আসন থেকে উঠে দাঁড়ালো। "কেমন সুখে বেড়িয়ে এলেন?—" আগ্রহে আগ্রহে সেই কথাই আগে জিজ্ঞাসা কোল্লে।

মিহিস্বরে সম্বোধন কোরে লেডী উত্তর কোল্লেন, "না দক্ষিণে! সুখের বেড়ানো নয়, রবার্ট আজ আমাকে বড়ই অসুখী কোরেছে!—লোকটা ভারী ধূর্ত্ত!"

সম্বোধনের আভাসে জান্তে পাল্লেম, সেই রোগা স্ত্রীলোকের নাম দক্ষিণা।

লেডীর কথায় প্রতিধ্বনি কোরে দক্ষিণা উত্তর কোল্লে, "ভারী ধূর্ত্ত! আমিও জানি, ও লোকটা সর্ব্বদাই ধূর্ত্তমী দেখায়!"

"তবে যে তুমি প্রাতঃকালে আজ রবার্টের সুখ্যাতি কোচ্ছিলে?"

"সুখ্যাতি? প্রাতঃকালে?—সে কথা স্বতন্ত্র কথা!—হাঁ হাঁ, তখন যে তুমি রবার্টের উপর খুসী ছিলে! এখন আবার কোরেছে কি?"

জর্জ্জীয়ানা উত্তর কোল্লেন, "কোরেছে কি? জান না কি তুমি? বেশী বেশী মাইনে দিই, যাতে কোরে ওরা সুখস্বচ্ছন্দে থাকে, তার চেষ্টা করি,—কেন করি? আমার ঐ কুকুরছুটীকে কোলে কোরে নিয়ে বেড়াবে বোলে;—কিন্তু কাজে দেখি, তা নয়! আমি একটু অন্যমনস্ক হোলেই পথের মাঝখানে কুকুরছুটীকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়! আজও তাই কোরেছে!"

"ভারী দুষ্টু! ভারী ধূর্ত্ত!—ভারী বেয়াদব! আমি ত বেশ জানি, তুমি দয়াময়ী! সমস্ত দাসীচাকরের উপরেই তোমার খুব দয়া। যারা যারা এখানে চাকরী করে, তোমার অনুগ্রহে সকলেই তারা সুখে থাকে।"

দক্ষিণার এই কথায় আমার একটু উৎসাহ বাড়্‌লো। দাসীচাকরেরা সকলেই এখানে সুখে থাকে। অকাজ কোল্লে ঐ রকম রুক্ষকথা শুন্‌তে হয়, সেটা কিছু নিতান্ত মন্দ বলা যায় না। রবার্ট অবশ্যই অন্যায় কাজ কোরেছে, আমিও সেটা বিবেচনা কোল্লেম। দক্ষিণা একবার আমার পানে চেয়ে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে মন দিলে। তখনকার কর্ত্তব্য কার্য্য কি?—কর্ত্রীঠাকুরাণীর শাল, টুপী, আর সেই ভগ্ন ছাতাটী যথাস্থানে রেখে দেওয়া! লেডী বোলে দিলেন, "খুব সাবধানে রেখে দিও! যেন নষ্ট হয় না!"

আমি জান্‌তে পাল্লেম, দক্ষিণা সেই লেডী জর্জ্জীয়ানার সহচরী। দক্ষিণার বিবাহ হয় নাই। দক্ষিণা কুমারী। লেডী জর্জ্জীয়ানার বিশেষ অনুগ্রহপাত্রী। আদেশমতই বিবির পোষাকগুলি খুব সাবধান কোরে রেখে এলো। ফিরে এসেই আবার পূর্ব্বের মত শেলাই কোত্তে বোস্‌লো।

দেখে শুনে সকৌতুকে আমি মনে মনে স্থির কোল্লেম, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ বাড়ীটার বাতাসই কি এই রকম? রাজ্যের যত রোগালোক এই বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছে? যারে দেখি, সেই রোগা!—সেই বিবর্ণ! সেই বিষণ্ণ! ব্যাপার কি? গিন্নী রোগা, পেয়াদা রোগা, সহচরীটাও রোগা!—তিন মূর্ত্তি দেখ্‌লেম, তিন মূর্ত্তিই রোগা! আরও বা কি বাকী আছে, একটু পরেই হয় ত জান্‌তে পার্‌বো। চুপ্‌টী কোরে দাঁড়িয়ে আছি, রোগার কথাই ভাব্‌ছি, এমন সময় লেডী জর্জ্জীয়ানা আমার দিকে চেয়ে ঔদাস্যভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নামটী কি ছোক্‌রা? বয়স কত?"

নম্রভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার নাম জোসেফ উইলমট। বয়স এখন ষোল বৎসর পার হয়েছে।"

কুমারী দক্ষিণার মুখপানে চেয়ে গম্ভীরবদনে একটু হাস্য কোরে লেডী জর্জ্জীয়ানা বোল্লেন, "নামটী নিতান্ত মন্দ নয়!"

"আসলেই মন্দ নয়!—বেশ নাম!"—সহচরী দক্ষিণা সংক্ষেপে এই কথা বোলে কর্ত্রীর সন্তোষ দেখে আপ্‌নিও একটু ফিক্ বোরে হাস্‌লে।

কর্ত্রী বোল্লেন, "হাঁ, মন্দ নয় বটে, কিন্তু আরও ভাল হোতে পাত্তো। কেন জান? জোসেফ নামটা অনায়াসেই লোকে খারাপ কোরে ফেলে! অনেক জোসেফের কথা আমি শুনেছি, অনেক জোসেফ আমি দেখেছি, লোকে তাদের নামগুলো ছি ছি! কোরে নিয়ে জু বোলে ডাকে। ছি! ছি! ছি! জুটা বড় খারাপ কথা! জানই তুমি, ছোট ছোট জু, বড় জু,—বড়ই নোংরা কথা!—বড়ই ঘৃণার কথা!"

দক্ষিণা অম্‌নি তাড়াতাড়ি প্রতিধ্বনি কোল্লে, "ভারী ঘৃণার কথা!"

লেডী জর্জ্জীয়ানা আবার ধূয়া ধোল্লেন। দক্ষিণার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে আবার বোল্লেন, "তা আচ্ছা, নামে কোন আপত্তি হোতে পারে না, নামের ভালমন্দে আসে যায় কি? বয়সটা ঠিক আছে।"

দক্ষিণাও প্রতিধ্বনি কোল্লে, "খুব ঠিক! খুব ঠিক! চমৎকার ঠিক!"

জর্জ্জীয়ানা আবার ভারী হোলেন। একটু যেন কি চিন্তা কোরে, একটু গম্ভীরভাব ধারণ কোরে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "মাথায় আর একটু নীচু হলে ভাল হোতো।"

দক্ষিণাও গম্ভীর হয়ে সায় দিলে, "খুব ভাল হোতো! মাথার নীচু হোলেই খুব ভাল হোতো! অত উঁচু ভাল দেখায় না!"

গৃহিণী বোল্লেন, "আচ্ছা, তা আচ্ছা, নীচু না হয় না-ই-হলো, বয়সটা বেশ আছে। এখন কেবল দেখা চাই, চরিত্র কেমন।"

ভাবভঙ্গি দেখে শুনে আমি ত একবারে অবাক্! প্রথমে ত আমার নামেই আপত্তি! নামটা নাড়াচাড়া কোরে কতই তর্কবিতর্ক করা হলো, নামটা শুনে ঘৃণা হলো! তখনি আবার ঘৃণাটাও সোরে গেল! তার পর আবার উঁচুনীচুর আপত্তি! সেটাও ত খণ্ডন হয়ে গেল! এখন এলো চরিত্রের নিদর্শন!

কুঞ্জবাসিনী গৃহিণী এতক্ষণ সহচরীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি কোরে এইবার সরাসর আমারেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি বোল্‌ছিলে তুমি জোসেফ উইলমট? হাঁ হাঁ হাঁ, ষোল বছর!—কার কাছে তুমি চাক্‌রী কোত্তে? তোমার চরিত্র তারা কি জানে?"

উত্তর কর্‌বার বড় একটা ইচ্ছা ছিল না, তেমন জায়গায় চাক্‌রী স্বীকার কোত্তে কখনই প্রবৃত্তি হয় না, তথাপি অনেক ভেবে চিন্তে উত্তর কোল্লেম, "আমার চরিত্রের কথা তাঁরা লিখে দিয়েছেন।"

রোগা লেডীর রোগামুখে আবার যেন একটু বিদ্রূপের হাসি দেখা দিলে! সহচরীকে সম্বোধন কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি বোল্লেন, "লেখা চরিত্র! দক্ষিণে! দক্ষিণে! বাঃ! এ ছোক্‌রা বলে কি? লেখা চরিত্র!"

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No 44 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

সত্যই যেন দক্ষিণা সেই সময়টা কিছু অন্যমনস্ক ছিল। কি উত্তর দিবে, সময়মত ঠিক কোত্তে না পেরে তাড়াতাড়ি বোলে ফেল্লে, কথাটা আমি ভাল কোরে শুন্‌তে পাই নি! কাণের আমার ভুল হয়েছে! আমি আশা করি——"

"না না না!—আশা কোরো না! আশা করা বড় দোষ! আশা কথাটা সংসারের সঙ্গে বাঁধা! আশার বাঁধনে যে পড়ে, সেই মরে!"

দক্ষিণা যেন শিউরে উঠ্‌লো! থতমত খেয়ে বোল্লে, "বোলেছি? কি বোলেছি? আশার কথা আমি বোলেছি কি? ওঃ! ছি ছি! পাগলের কাজ কোরেছি! কোন বিষয়ে আশা করাই আমার ভুল!—ভারী ভুল!"

"না না না! একেবারেই ভুল নয়! এমন সকল কাজ আছে, যে সব কাজে আমরা অবশ্যই আশা কোত্তে পারি!"

দক্ষিণা একটু ভরসা পেলে। ভরসায় বুক বেঁধে বোলে উঠ্‌লো, "ওঃ! সত্য বটে, এখন আমার ভ্রম ঘুচ্‌লো! আশা কর্‌বার কাজ আছে!"

এই পর্য্যন্ত বোলেই দক্ষিণা এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লে। আশা কর্‌বার কাজ আছে! পূর্ব্বেই বোলেছি, পাঁচ কম চল্লিশ বৎসর বয়সেও দক্ষিণা তখন কুমারী! দক্ষিণার বিবাহ হয় নাই। দক্ষিণা হয় ত একবার আশা কোরেছিল, এখনও হয় ত মনে মনে আশা আছে, একটী মনের মত পতি পায়। এ আশাটী কিছু অসম্ভব নয়। স্ত্রীজাতির বিবাহটা কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়; কিন্তু দক্ষিণার আশালতায় এখনো পর্য্যন্ত ফল ধরে নাই। তাতেই সে হয় ত বুঝ্‌লে, আশা করাটা বড়ই দোষের কথা! তাই ভেবেই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোল্লে!

কুঞ্জবিলাসিনী যেন একটু তিরস্কারস্বরে বোলে উঠ্‌লেন, "দক্ষিণে! ও কি?—ও কি অলক্ষণ? নিশ্বাস ফেল্‌ছিস্? অত বড় দীর্ঘনিশ্বাস?"

"আঁা! আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছি? আঁা! ফেলেছি কি আমি? ওঃ! ভারী অন্যায় কাজ কোরেছি!"

নিশ্বাস ফেলাটাকে দক্ষিণা কেন যে অন্যায় বিবেচনা কোল্লে, তার বিলক্ষণ কারণ আছে। গৃহিণী যে সময় প্রসন্ন হন, দক্ষিণা সে সময় ফিক্ ফিক্ কোরে হাসে। তিনি যখন বিমর্ষ হন, দক্ষিণা তখন মুখভারী করে। এই ত দক্ষিণার স্বভাব,—এই ত দক্ষিণার অভ্যাস। জর্জ্জীয়ানা তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই, সে সময় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করা দক্ষিণার অবশ্যই ভারী অন্যায় কাজ হয়েছিল! চিন্তা করা,—দর্শন করা,—বিবেচনা করা,—ইঙ্গিত করা, যখন যা যা করা আবশ্যক হয়, গৃহিণী যেমন করেন, দক্ষিণা ঠিক তাই করে। প্রত্যেক কথাতেই প্রতিধ্বনি বাজায়। এই সেই সহচরীর খোসামোদের কাজ, সেটী আমি খুব ভাল কোরেই বুঝ্‌লেম। বুঝেই বা দরকার কি? কথা শুন্‌তে এসেছি, শুনে যাই।

শ্রীমতী লেডী জর্জ্জীয়ানা এই সময় আবার আমার দিকে ফিরে গম্ভীরস্বরে বোল্লেন,

"লেখা আছে তোমার চরিত্র? বাঃ! লেখাচরিত্র দেখে আমি কাহাকেও কখনো চাকরী দিই না। লেখা চরিত্রের নাম শুন্‌লেই আমার হাসি পায়!"

বাস্তবিক সে কথা শুনে আমারও হাসি পেলে। মনে মনে বেশ খুসী হোলেম। তেমন জায়গার কাজকর্ম্ম পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াই মঙ্গল। কথায় কথায় আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, প্রাতঃকালে দক্ষিণা যে রকমে লেডী জর্জ্জীয়ানার দয়ার কথা পরিচয় দিয়েছিল, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যাকথা! এ বাড়ীতে দাসীচাকরেরা সুখে থাকে, গৃহিণী তাদের খুব আদর করেন, যত্ন করেন, গতিক দেখে বোধ হলো, কাণ্ডই মিথ্যা! বুঝ্‌লেম ত মিথ্যা, কিন্তু তথাপি মনে কোল্লেম, যখন এসেছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখে যাই। এইরূপ স্থির কোরে উত্তর কোল্লেম, "সত্যই আমার চরিত্র লেখা আছে। লর্ড রাবণ-হিলের দেওয়ানজী সেই নিদর্শনপত্র লিখে দিয়েছেন। নিদর্শনপত্র আমি সঙ্গে কোরেই এনেছি। সে নিদর্শনে লর্ড রাবণহিলের নাম আছে।"

"ওঃ! তাই বল না কেন! সে কথা ত আলাদা কথা!"—বোল্‌তে বোলতেই শ্রীমতীর অস্থিসার দেহখানি যেন একপ্রকার উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো! ওষ্ঠাধরে কেমন একপ্রকার মৃদু হাস্য দেখা দিলে! দক্ষিণাও সেই সময় সেই রকমে হেসে দস্তুরমত প্রতিধ্বনি কোল্লে, "সে কথা ত বড়ই আলাদা কথা!"

মৃদুহাসিনী গৃহিণী সেই সময় প্রতিধ্বনিকারিণী সহচরীর দিকে ফিরে ঐ "আলাদা কথার" এক মাতব্বর হেতুবাদ আরম্ভ কোল্লেন। মাথা নেড়ে নেড়ে গম্ভীর বদনে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "অভাগা রাবণহিল! অভাগার উপর একবার আমার নেক নজর পোড়ে ছিল। অভাগাকে আমি ভালবেসেছিলেম। রাবণহিলের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হয়েছিল। হায় হায় হায়! অভাগার কপালদোষে ঘোট্‌লো না! শেষকালে তোমাদের তিবর্ত্তনের কপাল ধোরে গেল! আমি তিবর্ত্তনের ঘরণী হয়েছি!"

দক্ষিণাও গৃহিণীর মত মাথা নেড়ে একটু বিষণ্ণবদনে বোল্লে, "আহা! তবে ত রাবণহিলের প্রাণে দারুণ একটা ব্যথা লেগেছে!"

ব্যথার কথা শুনেই লেডী জর্জ্জীয়ানা সে কথাটা চাপা দিয়ে ফেল্লেন। সহচরীকে সম্বোধন কোরেই বোল্লেন, "যে কথা বোল্‌ছিলেম,—রাবণহিল যদিও প্রাণে ব্যথা পেয়েছে, কিন্তু তা বোলে এই ছোক্‌রা তার কাছে একখানা চরিত্রের নিদর্শন পাবে না, এমন অবিচার কখনই হোতে পারে না!—অবশ্যই পেতে পারে। আরও কি জান? আমি যে দলে বেড়াই, আমার কাছে যে সব লোক আসে, যে সকল লোকের সঙ্গে আমাদের মিশামিশি, তাতে কোরে তোমাদের মত মাঝারি লোকের সুপারিশ আমার কাছে ত গ্রাহ্যই হোতে পারে না! বড়লোকের সুপারিশ আমি পছন্দ করি!"

পছন্দ পর্য্যন্ত বোলেই পছন্দকারিণী একটু সদয়দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইলেন। চেয়েই গম্ভীরভঙ্গীতে বোল্লেন, "দেখি তোমার লেখাচরিত্র কেমন?"

আমি দেখালেম। মনটা বড় প্রসন্ন হলো না। অস্বীকার কোচ্ছিল, হোচ্ছিল ভাল,

তাঁদের কাছে চাকরী কোত্তে আমার মন চায় না। দেখতে চাইলেন, দেখালেম। তিনি সেইখানি হাতে কোরে নিয়ে এদিকে ওদিকে নেড়ে চেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। দেখেই তৎক্ষণাৎ সহচরীর হাতে সমর্পণ কোল্লেন। গৃহিণীও যে রকম ভঙ্গীতে পাঠ কোল্লেন, সর্ব্বাঙ্গের অনুকরণকারিণী প্রিয়সহচরী দক্ষিণাও ঠিক সেইরকম ভঙ্গীতে আমার সার্টিফিকেটখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দর্শন কোল্লে!

গৃহিণী বোল্লেন, "এতেই হবে!"

দক্ষিণা সায় দিলে, "খুব হবে!"

আমি ত মঞ্জুরী পেলেম। গৃহিণীও অমনি চঞ্চলচক্ষে আমার পানে চেয়ে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "জোসেফ উইলমট! আচ্ছা, এই খানেই তোমার চাকরী হলো।"

আমি অস্বীকার কোত্তে যাচ্ছিলেম, একটী সামান্য কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পোড়েছিল, গৃহিণী অমনি বাধা দিয়ে বোলে উঠলেন, "জবাব কোরো না! চাকরে জবাব করে, এটা আমি কখনই সহ্য কোত্তে পারি না! আমি দেখতে পাচ্চি, ঐ দোষটাই তোমার বড়! ও দোষটা তুমি ত্যাগ করবার চেষ্টা কর! আচ্ছা, রাবণহিলের বাড়ীতে তুমি বেতন পেতে কত?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বৎসরে বারোটী গিনি।"

শুনতে পেলেম, দক্ষিণার দিকে ফিরে গৃহিণী চুপি চুপি জনান্তিকে বোল্লেন, "উঃ! বারো গিনি! অনেক বেশী!"

দক্ষিণাও তৎক্ষণাৎ সায় দিলে, "ভারী বেশী!—অনেক বেশী!"

অল্পক্ষণ চিন্তা কোরে গৃহিণী আবার সেইরকম জনান্তিকে সহচরীকে বোল্লেন, "বেশী বটে, কিন্তু চরিত্রের—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দক্ষিণা তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি কোল্লে, "হাঁ হাঁ,—খুব বেশী নয়!—মূলেই বেশী নয়! চরিত্রের—"

লেডী জর্জ্জীয়ানা এইবারে মনের কথা খুলে বোল্লেন। একবার আমার পানে, একবার দক্ষিণার পানে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে অভিপ্রায় দিলেন, "চরিত্রের কথা বিবেচনা কোল্লে সে হিসাবে বারো গিনি বেশী নয়। যদিও কিছু বেশী হয়, খুব বেশী নয়!"

দক্ষিণাও তৎক্ষণাৎ সুর দিলে, "মূলেই বেশী নয়!—আসলেই বেশী নয়!"

কাজেই আমার চাকরী হলো। সেই ক্ষেত্রে যিনি আমার মনিবপত্নী হোলেন, বেশ মনিবিয়ানা জানিয়ে তিনি আমারে স্পষ্ট স্পষ্ট বোল্লেন, "জোসেফ উইলমট! তোমার চাকরী হলো। বৎসরে বারো গিনিই মঞ্জুর করা গেল। বারো গিনিই পাবে। এই পাবে, আর বৎসরে দুসুট পোষাক পাবে। কিন্তু, মনে রেখো,—যখন তুমি ছেড়ে যাবে, তখন সেই পোষাক তোমার মনিবেরই থাকবে। আমারই থাক্ কিম্বা আমার স্বামীরই থাক্, দুজনেই আমরা এক। চাকরী ছেড়ে তুমি যখন চোলে যাবে, পোষাকগুলি ছেড়ে রেখে যেতে হবে। এই ত এখানকার নিয়ম। আমার কাপড় আমারই থাকবে। আমার

এখানে সব নিয়মমত ঠিক ঠিক কাজ চাই। গ্রীষ্মকালে ভোরে পাঁচটার সময় উঠবে, শীতকালে ছটার সময়। ভোরে উঠলে শরীর খুব ভাল থাকে। আর—"

গৃহিণীর কথা সমাপ্ত হবার অগ্রেই দক্ষিণা যোগ কোরে দিলে, "আর, খুব ভোরে উঠলে চাকরেরা সর্ব্ব কাজকর্ম্মে বেশ পটু হয়!"

গৃহিণী আবার বোল্লেন, "রোজ রোজ রাত্রি দশটার সময় শোবে। তবে,—বাড়ীতে যেদিন বেশী লোকজন আসবে, নাচতামাসা হবে, ভোজের আয়োজন থাকবে, সে রাত্রের কথা স্বতন্ত্র। বুঝলে কি না? আরো দেখ, আমার যে পেয়াদা-চাকরটী আছে, তার সকল কার্য্যেই তোমাকে সাহায্য কোত্তে হবে।"

গম্ভীরবদনে দক্ষিণা আর একটু বিশেষ কোরে বোলে দিলে, "সকল কার্য্যে সাহায্য ত কোত্তেই হবে, বিশেষতঃ পথে পথে কুকুরকোলে করা!"

গৃহিণী আবার বোলতে লাগলেন, "থাকতে থাকতে ক্রমেই তুমি এ বাড়ীর সমস্ত নিয়ম জানতে পারবে। সমস্ত দাসীচাকরের উপর আমার দয়া আছে!"

দক্ষিণা বোলে উঠলো, "দয়ার নদী! অতুল দয়া!"

আমি ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড়ই বিরক্ত হোচ্চি। মনে মনে বুঝতে পাচ্চি, এরা অতি ছোটলোক! সামান্য চাকরীর জন্যে কতরকম ভূমিকা! কতরকম আড়ম্বর! কতরকম আত্মশ্লাঘা!—অত্যন্ত ছোটলোক! অত্যন্ত নীচাশয়! বিরক্ত হোচ্চি, আর মনে মনে ঐরকম আন্দোলন কোচ্চি; কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি। গৃহিণী আবার বোলতে আরম্ভ কোল্লেন, "দাসীচাকরকে আমি বড়ই আদর করি। সকলেই তারা আমার কাছে সুখে আছে। তুমিও সুখে থাকবে। যখন কোন পীড়া হবে, বাড়ীর ডাক্তার এসে বিনামূল্যে হাত দেখে যাবে। বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেবে। কেবল দাওয়াইটুকু তুমি আপনার খরচে বাজারের দোকান থেকে কিনে আনবে! আরও চুপটী কোরে এখানে তোমাকে বোসে থাকতে হবে না, কুড়ে হয়ে যেতে হবে না, অনেক রকম কাজ পাবে! যদিও আমরা খুব ঠাণ্ডা-মানুষ, কিন্তু তোমার মত ছেলেবয়সে অলস হয়ে যাওয়া আমি ভালবাসি না। অনেক কাজ পাবে! কুড়ে হয়ে বোসে থাকলে মন ভাল থাকে না, তেজস্বিতা থাকে না, সব যেন মুসড়ে যায়! আমার কাছে তা নাই! দাসীচাকরেরা কুড়ে হয়ে বোসে থাকতে পায় না! রাতদিন তাদের আমি কাজ দিই!"

এই পর্য্যন্ত বোলে গৃহিণী একটু থামলেন। আবার একটু কি চিন্তা কোরে চিবিয়ে চিবিয়ে বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে এখন তুমি যাও! যদি একবিন্দু মদ খেতে চাও—কিম্বা একটু রুটীর গুঁড়ো—কিম্বা এক টুকরো পনীর—কিম্বা ঐ তিনরকম জিনিস,—যা তোমার ইচ্ছা হয়, চাকরদের ঘরে যেও! গেলেই খেতে পাবে!"

শুনেই ত আমি জল হোলেম। সেলাম কোরে বিদায় হোতে যাচ্চি, গৃহিণী আবার কি যেন কি মনে কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার জিনিসপত্র কোথায় আছে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বাজারের সরাইখানায়।"

গৃহিণী বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে যাও ! জিনিসপত্র আনো গে ! ঠিক রাত্রি সাড়ে নটার সময় এখানে তোমাকে হাজির হোতে হবে। বুঝ্‌লে কি না? ঠিক সাড়ে নটা। একটুও যেন এদিক ওদিক হয় না !—খবরদার !"

আমিও খবরদারী নিয়ে সেলাম কোরে বিদায় হোলেম। কুঞ্জনিবাস থেকে সরাইখানা তিনমাইল পথ। তিনমাইল এসেছি,—তিন মাইল যাব,—আবার তিন মাইল আস্‌বো। তাড়াতাড়ি সেই বিরক্তিকর হুকুমজারীর হাত থেকে নিস্তার পাবার মৎলবে ঘর থেকে বেরিয়ে পোড়্‌লেম। বাড়ী থেকে বেরুতে যাচ্ছি, দেখি, সাম্‌নে এক জন লোক। আমি যে দরজা দিয়ে বেরুচ্চি, লোকটীও সেই দরজার দিকে ধীরে ধীরে চোলে আসছে। যেতে যেতেই দেখা হয়ে গেল। মুখামুখি দাঁড়ালেম। লোকটী উগ্রস্বরে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে তুমি ?"

আমি বোল্লেম, "জোসেফ উইলমট।"

নামটী যখন বোল্লেম, সেই অবকাশে লোকটীর চেহারাখানিও একবার ভাল কোরে দেখে নিলেম। এ লোকটীও খুব রোগা। পরিধানবস্ত্রও বহুকালের পুরাতন,—জীর্ণশীর্ণ, ঠাঁই ঠাঁই বিশ্রী বিশ্রী দাগধরা। মুখখানিও বিবর্ণ। চেহারাতে কিছুমাত্র লাবণ্যের চিহ্নপর্য্যন্ত নাই। মনে মনে প্রশ্ন কোল্লেম, এ লোকটী কে? যে রকম চেহারা দেখ্‌ছি, বাড়ীর কর্ত্তা ত কখনই হোতে পারে না। না হলেই ভাল হয়। ইনি যদি কর্ত্তা হন, তা হলে আমারে কুকুরের অধম হয়ে থাক্‌তে হবে। না হলেই ভাল হয়। কিন্তু আমার সে অনুমানটা তৎক্ষণাৎ বিফল হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ পরিচয় পেলেম, তিনিই সেই বাড়ীর কর্ত্তা ত্রিবর্ত্তন।

বাড়ীর ভিতর চাক্‌রী পেয়েছি। ত্রিবর্ত্তন তখন অবশ্যই আমার মনিব। মনিবের কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হলো। জিজ্ঞাসার উপর জিজ্ঞাসায় তিনি আমারে তখন যেন ঢাকা দিয়ে ফেল্লেন !

আমার মনিব আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় থাক ?—কেন এসেছ ?—কে তুমি ?—বাড়ীর ভিতর কেন গিয়েছিলে ?—কার কার সঙ্গে দেখা হলো ?—কে কে তোমারে কি কি বোল্লে ?"—এই রকম সারি সারি কতই যে প্রশ্ন, এখানে আমি তার তালিকা দিতে অক্ষম। যখন আমি ছোট ছোট কাটাকাটা কথায় কর্ত্তার সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে মাথার ভার খালাস কোল্লেম, কর্ত্তা তখন আমারে আবার একটী নূতন প্রশ্ন দিলেন। "ফিরে আস্‌বার হুকুম কখন ?"

উত্তর দিলেম, "সাড়ে নটা।"

একটু মুখ বেঁকিয়ে মাথা নেড়ে কর্ত্তা বোল্লেন, "না না,—তা হবে না। সাড়ে ন-টা, অনেক রাত !—অত রাত করা হবে না। আমার হুকুম সাড়ে আটটা। শুন্‌লে কি না? ঠিক আটটা আর আধখানা ! বুঝ্‌লে কি না ? ঠিক সাড়ে আট !"

পুনঃপুন সাড়ে আট বোলেই কর্ত্তাটী ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন। আমি ত বিষম

বিভ্রাটে পোড়্লেম! গিন্নীও গিন্নীগিরি জানালেন, ইনিও বেশ কর্ত্তাগিরি দেখিয়ে গেলেন! আমি এখন কার হুকুম রাখি? কর্ত্তাগিন্নীর মধ্যে কার প্রভুত্ব যে বেশী, কার আইন এখানে বেশী চলে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি সেটী অনুধাবন কোত্তে পাল্লেম না। এক ঘণ্টা তফাত!—করা যায় কি?

বাড়ী থেকে ত বেরিয়ে গেলেম। পথে যেতে যেতেও ঐ তর্কের মীমাংসা ঠাওরাতে লাগ্লেম। নিকুঞ্জনিবাসের আসল কর্ত্তা কে? লেডী জর্জ্জীয়ানা কিম্বা এই ক্ষুদ্রপ্রাণী তিবর্ত্তন? এ বাড়ীতে কার ক্ষমতা বেশী চলে? সরাইখানা সেখান থেকে তিন মাইল পথ। সেই তিন মাইল পথ আমি কেবল ঐ তর্কেই অন্যমনস্ক থাক্লেম। তর্ক আছে, মীমাংসা নাই!—প্রশ্ন আছে, উত্তর নাই!

ষড়্বিংশ প্রসঙ্গ।

এরা কেন এখানে?

সরাইখানায় উপস্থিত হোলেম। আমার জিনিসপত্রগুলি একখানা ঠিকাগাড়ীতে বোঝাই দিয়ে ঠিকানা লিখে সর্ব্বাগ্রেই রওনা কোরে দিলেম। তখনও বেলা আছে। মনটাও অস্থির ছিল, চুপ্টী কোরে সরাইখানায় বোসে না থেকে একবার বেড়াতে বেরুলেম। বাজারের দিকেই বেড়াতে যাচ্ছি,—কত কথাই মনে আস্ছে,—কতখানাই ভাব্ছি, মন যে ঠিক কোন্ দিকে আছে, কিছুই জান্তে পাচ্ছি না, অন্যমনস্ক হয়েই চোলে যাচ্ছি। খানিকদূর গেছি, হঠাৎ একটু তফাতে কি একটা মূর্ত্তি আমার নয়নগোচর হলো! তখন প্রায় সন্ধ্যা। মূর্ত্তিনা দেখেই আমার যেন প্রাণ উড়ে গেল! দারুণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অনেকদূর পেছিয়ে পোড়্লেম। মূর্ত্তি আমারে দেখ্তে পেলে না। পাশে একখানা রুটিওয়ালার দোকান ছিল, শুট্ কোরে সেই দোকানের ভিতর ঢুকে পোড়্লেম। সেখানে লুকিয়ে পোড়েও আমার কম্প থামে না! যে মূর্ত্তি আমি দেখেছি, সে মূর্ত্তিখানা কার?—পাঠকমহাশয় নিশ্চয় জান্বেন, সে মূর্ত্তি আর অপর কাহারও নয়,—সে লোক অপর আর কেহই নয়, আমার সেই করাল রাক্ষসসদৃশ, মামাসাজা, নৃশংস নরহন্তা, ভয়ঙ্কর, ঘৃণাকৃর, কুঁজভারাক্রান্ত পাপবিক্রান্ত লোনোভার!

দোকানের ভিতর প্রবেশ কোরেই আমি ঘুরে পোড়েছি। হাঁপাতে হাঁপাতে একখানা চৌকীর উপর বোসে পোড়্লেম। ঠিক যেন মূর্চ্ছা যাই যাই, এম্নি গতিক হয়ে দাঁড়ালো। নিকটে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সে দেখ্লে, আমার ঐ দশা। মনে কোল্লে, আমি পীড়িত। বোধ হলো, সেই লোকটীই দোকানদার। সে আমারে এক গেলাস

জল খেতে দিলে।—অসুখের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে। তার দয়ার কথা শুনে আমার প্রাণটা অনেক ঠাণ্ডা হলো। আমি জল খেলেম। বুকের ভিতর ভয় তোলপাড় কোচ্চে! শীঘ্র শীঘ্র চৈতন্য না হওয়াই বোধ হয় ভাল ছিল। ভয়ে ভয়ে চারিদিকে কটাক্ষপাত কোল্লেম। দোকানীর কাছে একটা সোডাওয়াটার খেতে চাইলেম। লোকটা বেশ ভালমানুষ। তৎক্ষণাৎ এনে দিলে। সোডাওয়াটারে অনেকদূর সুস্থ হোলেম; কিন্তু দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে সাহস হলো না। জীবনের সাজ্ঘাতিক বৈরী সেই লোক তখনো নিকটে দাঁড়িয়ে! পরম শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে যাওয়া!—না গিয়েই বা করি কি? কি ওজরেই বা অপর লোকের দোকানের ভিতর বেশীক্ষণ লুকিয়ে থাকি? বড়ই সঙ্কট বিবেচনা কোল্লেম। এক জায়গায় লুকিয়েই বা কতক্ষণ থাক্‌বো?

আবার ভাব্‌লেম, ভয়ই বা এত কি? রাত্রিকাল নয়, তাতে আবার বাজারের ভিতর, সদর রাস্তার উপর, কত লোক যাওয়া আসা কোচ্চে, এর মধ্যে একটা লোক হঠাৎ আমারে মেরে ফেল্‌বে, এত বড় সাহস তার হবে, এটা ত সহজে বিশ্বাস হয় না। স্থির কোল্লেম, বেরিয়ে যাই। কত লোক যাচ্চে, কত লোক আস্‌চে, কেই বা আমারে দেখ্‌তে পাবে? চুপি চুপি বেরিয়ে যাই।

চুপি চুপিই বেরুলেম। সবেমাত্র দোকানের চৌকাঠটা পার হয়েছি, আবার আমার পা কেঁপে উঠ্‌লো! যে দিকে লানোভারের করালমূর্ত্তি একটু পূর্ব্বে দর্শন কোরেছিলেম, ভয়ে ভয়ে আড়ে আড়ে সেই দিকেই দৃষ্টিক্ষেপ কোল্লেম। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! লানোভার সেখানে নাই। যেখানে লানোভার দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক সেইখানটীতে অকস্মাৎ আর একটী মনোহারিণী মূর্ত্তি!—মনোহারিণী যুবতী মূর্ত্তি! মূর্ত্তি আমার প্রাণদায়িনী প্রাণপ্রতিমা আনাবেলের!

দেখেই চোম্‌কে উঠ্‌লেম! সর্ব্ব শরীর শিউরে উঠ্‌লো! আবার আমি সে অবস্থায় আনাবেলকে দেখতে পাব, সে আশা আমার ছিল না। আশা যেন ফিরে এলো। আনাবেলকে আমি দেখ্‌লেম। ঠিক গৃহস্থঘরের মেয়ের মত কাপড় পরা, ঠিক সেই রকম শিষ্টশান্ত, ঠিক সেই রকম লজ্জাবতী, আমার চন্দ্রমুখী আনাবেল! চন্দ্রমুখখানি অবনত কোরে পাশের একটা দোকানের দিকে আনাবেল চেয়ে আছেন। আমার চক্ষুদুটী এককালে সেই চন্দ্রমুখে সমাকৃষ্ট হলো!

দোকানের চৌকাঠ পারে আমি দাঁড়িয়েছি, প্রায় পঁচিশ হাত তফাতে আনাবেল। আনাবেল আমারে দেখ্‌তে পেলেন না। আনাবেলের চক্ষু তখন আর একখানা দোকানের দিকে সন্নিবিষ্ট। ভঙ্গী দেখেই আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, করাল লানোভার হয় ত সেই দোকানের ভিতরে প্রবেশ কোরেছে, আনাবেল হয় ত পিতার অপেক্ষায় সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তখনো ভাল কোরে সন্ধ্যা হয় নাই। যে দোকানের দিকে চেয়ে আনাবেল দাঁড়িয়ে আছেন, হঠাৎ সেই দোকানের ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে দপ্‌ কোরে একটা আলো জোলে উঠ্‌লো। আনাবেলের বদনে সেই আলোর আভা প্রতি-

বিস্মিত হলো। মুখখানি যেন চক্‌মক্ কোরে উঠ্‌লো! সেই সময় আমি দেখ্‌লেম, মুখে যেন একপ্রকার ভয়ের চিহ্ন সমঙ্কিত! ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা দেখা গেল। যে মুখ দেখে আমার বালকহৃদয়ে ভালবাসার সঞ্চার হয়েছিল, সেই মুখ আজ আবার আমার সম্মুখে! ওঃ! আনাবেল কি এখন সেই দুরাচার বারেনহামকে পরিত্যাগ কোরেছে? আবার কি আনাবেল নূতন পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরে ঘরে ফিরে এসেছে? আনাবেলের কি এখন সে মতি ঘুচে গেছে? কুপথ ত্যাগ কোরে আনাবেলের মন কি এখন আবার সুপথে ফিরেছে? মুহূর্ত্তমাত্র—এক মুহূর্ত্তের জন্য একবার দেখা কর্‌বার ইচ্ছা হলো।—মুহূর্ত্তমাত্র। যতই বিপদ ঘটুক,—যতই বাধাবিঘ্ন থাকুক,—যতই আশঙ্কা উপস্থিত হোক, কিছুই আমি মানবো না, এ সময় এ অবস্থায় কোন বাধাই আমি গ্রাহ্য কোর্‌বো না। মুহূর্ত্তমাত্র আনাবেলকে আমি দেখ্‌বো। এই তখন আমার বালকহৃদয়ের অনিবার্য্য সংকল্প। সেই সংকল্পে লানোভারের ভয়টা যেন আমি ভুলে গেলেম। ভুলে গেলেম বলাটা বোধ হয় ঠিক হলো না। কেননা, তখনো পর্য্যন্ত আমার বুক থর থর কোরে কাঁপ্‌ছিল। ভয়টা একেবারেই ভুলে গেলেম না। কথা এই যে, আনাবেলের সঙ্গে দেখা কোর্‌বো। একদিকে লানোভারের ভয়, অপর দিকে আনাবেল দর্শনের আকিঞ্চন। কোন্‌টা তখন আমার বড়? সে অবস্থায় লানোভারের ভয়টা আমি অতি তুচ্ছজ্ঞান কোল্লেম।

বোল্‌তে যতক্ষণ লাগ্‌লো, চিন্তা কোত্তে তার দশভাগ সময়ও লাগ্‌লো না। রুটীর দোকানের চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেম, এক পা বাহিরে, এক পা ভিতরে, ধাঁ কোরে বেরিয়ে পোড়্‌লেম। আনাবেলের কাছে ছুটে গেলেম। তফাত থেকেই ইঙ্গিত কোল্লেম, ভয় পেয়ো না! গোল কোরো না! আনাবেল আমার সে ইঙ্গিত বুঝ্‌লেন। কিয়ৎক্ষণ স্থিরনেত্রে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌লেন। মনের উৎসাহে ছুটে গিয়েই আমি বোলে উঠ্‌লেম, "আনাবেল!"

আনাবেলের চক্ষু ছলছল কোরে উঠ্‌লো। চক্ষুপানে চেয়ে হাতের কাছে আমি হাত বাড়িয়ে দিলেম। সাগ্রহে আনাবেলও আমার হাত ধোল্লেন। "জোসেফ! ওঃ! তোমারে দেখে যে আমি আজ কত খুসী হোলেম, তা হয় ত তুমি জান্‌তে পাচ্চো না!" এইটুকু বোলেই হঠাৎ যেন কুমারীর কণ্ঠরোধ হলো। স্নেহবশে অবারিত অশ্রুধারে আনাবেলের বাক্‌রোধ হয়ে এলো। কথা কইতে কইতে হঠাৎ থেমে গেলেন!

আমি অমনি ত্বরিতস্বরে বোলে উঠ্‌লেম, "আনাবেল! আনাবেল! চিরদিন তুমি আমার স্নেহের আনাবেলই থাক্‌বে!—চিরদিন আমার হৃদয়ে আনাবেলের প্রতিমা বিরাজ কোর্‌বে!—চিরদিন আমার হৃদয়ে আনাবেলের ভালবাসা বাস কোর্‌বে! আনাবেল! যে অবস্থাতেই তুমি থাক, সকল অবস্থাতেই আমি তোমারে মনে রাখ্‌বো! আনাবেল! তুমি জাননা, তোমার জন্যে আমি কতই কেঁদেছি! কিছুই তুমি—"

"আমিও কত কেঁদেছি!"—মধুরস্বরে আনাবেলের মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হলো।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, PANAYANA PRESS No. 44 MANICKTALA STREET CALCUTTA.

বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের জলধারা বেড়ে উঠ্‌লো। সেই সময় সেই মুখখানি যে কতই সুন্দর দেখাতে লাগ্‌লো, সে সৌন্দর্য্য ঠিক্‌ঠিক। চিত্র কোরে দেখানো আমার অসাধ্য। তেমন সুন্দর ছবি আমি আঁক্‌তে পাল্লেম না।

ছল্‌ছল্‌চক্ষে আমার দিকে চেয়ে আনাবেল পুণর্ব্বার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জোসেফ! তুমি ত সুখে আছ? আমি দেখ্‌ছি, জগতের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে তুমি জয়লাভ কোরে উঠেছ। তুমি সুখে আছ?"

আমি উত্তর দিলেম, "হাঁ, সুখে আছি। সুখে আপ্‌নার জীবিকা উপার্জ্জন কোত্তে পাচ্চি। কিন্তু চাক্‌রী কোরে খেতে হোচ্চে। পূর্ব্বে যেমন তুমি আমারে দেখেছিলে, সেইরকম সামান্য চাক্‌রীই আমার উপজীবিকা। কিন্তু তুমি—ওঃ! আনাবেল! বল দেখি, তুমি কি এককালে—কথাটা আমি প্রকাশ কোত্তে পাচ্চি না! কি আমার মনের কথা, আমি বোল্‌তে ইচ্ছা কোচ্চি, বোল্‌তে পাচ্চি না! তুমিই তা বিবেচনা কোত্তে পাচ্চো। আমার মনের কথা তুমিই হয় ত জান্‌ছো!"

কথা শুনে আনাবেলের মুখের ভাব তখন যেপ্রকার হলো, আনাবেল যেপ্রকারে সজল স্থিরদর্শনে আমার পানে চেয়ে রইলেন, এখনো পর্য্যন্ত সে চিত্র আমার বেশ মনে রয়েছে। তখনি তখনি আবার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। দোকানের দিকে একবার চেয়েই সভয় উত্তেজিতকণ্ঠে আনাবেল বোলে উঠ্‌লেন, "পালাও! পালাও! পালাও জোসেফ! দোহাই পরমেশ্বর!—শীঘ্র পালাও!"

কম্পিতহস্তে কুমারীর হাতখানি ছেড়ে দিয়েই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে আমি ছুটে পালালেম! ভয়ের হেতু না জেনেও ভয় হলো! রাস্তায় অনেক লোকজন যাওয়া আসা কোচ্ছিলো, ভিড়ের ভিতর মিশিয়ে গেলেম।

অতিনিকটেই রাস্তার একটা মোড়। সেই মোড়ের দিকে একটা গলি। সাঁ কোরে আমি সেই গলির ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। পেছোন ফিরে চেয়ে দেখ্‌তে সাহস হলো না। আনাবেল কেন আমারে পালাতে বোল্লেন, শেষকালে সেটা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেম। দোকানের ভিতরেই লানোভার ছিল। লানোভারের বেরিয়ে আস্‌বার সময় হলো। সে হয় ত বেরিয়ে আস্‌চে, তাই দেখেই তত উৎকণ্ঠিত হয়ে আনাবেল আমারে শীঘ্র শীঘ্র পালাতে বোল্লেন। আমি ছুটে পালালেম! সরাইখানায় পৌঁছিবার প্রায় আট দশহাত বাকী, এমন সময় একবার আমি পশ্চাতে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, সঙ্গ নিয়েছে কি না? দেখ্‌লেম, কেহই না। রাস্তার আলোতে, দোকানের আলোতে, লোকের ভিড়ের অন্ধকারে কোথাও সেই ভয়ঙ্কর কুঁজো পিশাচ লানোভারের চেহারা আমার নয়নগোচর হলো না। একটু নির্ভয় হোলেম।

সরাইখানায় প্রবেশ কোল্লেম। সেখানে আমার হৃদয়পটে আনাবেলের প্রতিমা! আনাবেলের হয়েছে কি? আনাবেলের কার্য্যকলাপের ভিতর কি যে এক ভয়ানক রহস্য গুপ্ত রয়েছে, কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। আনাবেলকে যেন প্রকৃতির অদ্ভুত রচনা

বিবেচনা হোচ্চে! যেদিন আনাবেলের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা, সেদিন থেকে গণনায় আজ প্রায় চতুর্দ্দশ মাস। এই চতুর্দ্দশ মাসের মধ্যে মধুমতী আনাবেলকে আমি কত রকমই যে দেখ্‌লেম, পাঠকমহাশয় সেটা কতক কতক বুঝ্‌তেই পাচ্চেন। প্রথমে দেখ্‌লেম, অখলা, সবলা, লজ্জাশীলা বালিকা। একান্ত মাতৃবৎসলা। ব্যাধিশয্যাশায়িনী জননীর সেবাশুশ্রূষায় অবিরাম যত্নবতী। অতি মধুময়ী মূর্ত্তি! দেখেই ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল, ভালবেসেছিলেম। বালকহৃদয়ে কি রকম ভালবাসা স্থান পেতে পারে, আমি সেটা হয় ত ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে আনাবেলকে আমি ভালবেসে-ছিলেম। আমার সেই ভালবাসা আনাবেল অল্পদিনের মধ্যে কতস্থানে কত খেলা দেখালেন, থেকে থেকে যেন স্বপ্নের মত বোধ হোতে লাগ্‌লো। প্রথমে দেখ্‌লেম, লজ্জাবতী স্নেহবতী গৃহস্থকুমারী আনাবেল। তার পর দেখ্‌লেম, নাট্যশালার রঙ্গভূমে সমুজ্জ্বল বেশভূষাবিমণ্ডিত নর্ত্তকী! পরীরূপধারিণী আনাবেল! তার পর আবার দেখ্‌লেম, ঘোড়ায় চড়া আনাবেল!—চার্লটন গ্রামের পথে একজন দুর্ব্বৃত্ত লম্পটের সঙ্গে অশ্বারোহণে আনাবেল! উজ্জ্বল বিলাসের উজ্জ্বল উজ্জ্বল বেশভূষা, মাথার টুপীতে সুন্দর সুন্দর পাখীর পালক, গ্রাম্যপথের বায়ুহিল্লোলে ফুর্ ফুর্ কোরে উড়্‌ছে! আমারে পাশ কাটিয়ে খুব দ্রুতগতি আনাবেল ঘোড়া ছুটিয়ে চোলে যাচ্চে! তখন দেখ্‌লেম, চিরদিন অশ্বারোহণে ভ্রমন করাই যেন আনাবেলের চির-অভ্যাস! আবার দেখি এ কি? ওঃ! আনাবেলের কি দশা হলো! হায় হায়! আমি যখন থিয়েটার-ঘরে মহা আগ্রহে আনাবেলের সঙ্গে দেখা কোত্তে যাই, আমার দিকে একবার চেয়েই আনাবেল তৎক্ষণাৎ আমার সম্মুখ থেকে ছুটে পালিয়ে যান; সংবাদ পাঠালেম, জবাব এলো, আনাবেল আমাকে চেনেন না! ওঃ! থিয়েটারে যে আনাবেলকে দেখেছিলাম, এই কি এখন সেই আনাবেল? যে আনাবেল আমারে "চিনি না" বোলে বিদায় কোরে দিয়েছিলেন, এই কি এখন সেই আনাবেল? ওঃ! একটু আগে তত আহ্লাদে যে আনাবেল আমার হাত ধোরে আদর কোল্লেন, রঙ্গভূমির নর্ত্তকী সেই পরী আনাবেল কি এই আনাবেল? যে আনাবেল আমারে সেই ভয়ঙ্করী বিভাবরীতে বাড়ীছেড়ে পালাবার পরামর্শ দিয়ে আমার জীবনরক্ষা কোরেছেন, দুরাচার বাবেনহামের সহচারিণী এখনকার কলঙ্কিনী আনাবেল কি সেই আনাবেল?

"হাঁ হাঁ, সেই আনাবেল!"—মন আমার যেন ডেকে ডেকে উত্তর দিলে, "হাঁ হাঁ, সেই আনাবেল!" আনাবেলের চিন্তা মনের ভিতর যতই আনি, আনাবেল যেন ততই আমার চক্ষে নূতন নূতন আনাবেল বোলে বোধ হয়! আনাবেল তখন ষোড়শী! সেই বয়সেই কত সৃষ্টি হয়ে গেল, স্মরণ কোল্লেও শরীর রোমাঞ্চ হয়! আনাবেলের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন যেন অহরহ ঘুরে বেড়াচ্চে! আনাবেল কলঙ্কিনী! দুরাত্মা লম্পটের কৌশলে আনাবেলের প্রাণে কলঙ্করেখা স্পর্শেছে! কিন্তু তাতেই বা কি হলো! স্পর্শিলেই বা কি হয়? আনাবেল যদি মূর্ত্তিমতী কলঙ্কিনীস্বরূপিণীও হন, তা হলেও

আনাবেলকে ভাল না বেসে থাকা যায় না! অমৃতের সঙ্গে বিষের সংযোগ থাকৃতে পারে, তা বোলে কি অমৃতের মধুরত্ব ঘুচে যায়? সুধাময়ী মদিরায় গরল মিশ্রিত হোতে পারে, তা বোলে কি সে মদিরার মাধুর্য্যশক্তি লোপ পায়? নয়নরঞ্জন সুবাসিত কুসুমের অভ্যন্তরে বিষাক্ত কীট অবস্থান কোত্তে পারে, তা বোলে কি কুসুমের নয়নরঞ্জন সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়! বিষ-বৃক্ষের ছায়ায় কি পথশ্রান্ত পথিকেরা সুশীতল হয়ে শান্তিলাভ করে না? অবশ্যই করে,—অবশ্যই হয়!

আনাবেলের চিন্তার সঙ্গে আরও নানাপ্রকার চিন্তা এসে যোগ দিতে লাগ্লো। সমস্তই কিন্তু এক সাগরের স্রোত। ভাব্তে লাগ্লেম, লানোভার কেন এখানে? এখানে লানোভারের কি দরকার? আমারেই কি অন্বেষণ কোত্তে এসেছে? না,—সে ভয়টা আমার থাক্লো না। কেননা, লানোভার যদি জান্তে পাত্তো, কোথায় আমি আছি, তা হলে চার্লটনপ্রাসাদে অন্বেষণ কোত্তো। সে স্থান আমি ত্যাগ কোরে এসেছি, এই স্থানের সরাইখানায় অবস্থান কোচ্চি, খবর যদি রাখতো, তা হলে অবশ্য সরাইখানাতেও তত্ত্ব কোত্তো। তা নয়, আমার খবর জানে না। আমি বিবেচনা কোল্লেম, আনাবেলকেই উদ্ধার কোত্তে এসেছে। একজন প্রতারক লম্পট সাব্ মালকম্ বারেনহাম ঐ পবিত্র কুমারীটীকে বিপথে আকর্ষণ কোরেছে, সেইটী জান্তে পেরেই লানোভার হয় ত কন্যার উদ্ধারবাসনায় এখানে এসে থাক্বে। আবার ভাব্লেম, তাই বা কেমন কোরে হয়? যে পাপাত্মা অকারণ আমার প্রাণহরণে অভিলাষী হয়েছিল, পাপের পথে যে তার কিছুমাত্র ঘৃণা আছে, এ কথাই বা কি প্রকারে সম্ভবে? কথায় বড় গোল লাগলো। লানোভার এখানে কেন এসেছে? এই পল্লীতেই কি বাস কোর্বে? তা যদি হয়, এইখানেই যদি বাস করে, তবে ত আমার এ অঞ্চলেই থাকা হয় না;—কুঞ্জনিকেতনে চাক্রী করাও হয় না, পালাতে হয়েছে। নিকটে পালালে চোল্বে না, নিকটে থাক্লে কিছুতেই আমি নিরাপদ হব না। এখান থেকে শত শত ক্রোশ দূর দূরান্তরে আমারে প্রস্থান কোত্তে হবে। সেই ভয়ঙ্কর কুব্জ রাক্ষসের কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। এখন আমি করি কি? তাঁদের কাছে স্বীকার কোরে এলেম, চাক্রী করাই স্থির; এখন ত দেখ্ছি, স্বীকার করাই সার হলো! চাক্রী করা হলো না! জিনিসপত্রগুলি ত আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। তারই ভিতরে আমার সব। জগৎসংসারে আমার যা কিছু সম্বলসম্পত্তি, সমস্তই সেই বাক্সটীর ভিতর! করি কি? ভাব্তে ভাব্তে ভাব্লেম, ভয়ই বা এত কি? সাবধান হয়ে থাক্বো। স্বীকার কোরে এসেছি, চাক্রীই বা কেন ছাড়্বো? কুঞ্জনিকেতনে লানোভার আমার সন্ধান করে কি না, গুপ্তচর রাখে কি না, খুব সাবধান হয়ে সর্ব্বক্ষণ আমি সেদিকে নজর রাখ্বো। ভয় কি এত?

একবার ভয়, একবার সাহস। সাহসের সঙ্গে একবার মনে হলো, লানোভার হয় ত এ অঞ্চলে থাক্বে না। কন্যাকে যদি উদ্ধার কোত্তে এসে থাকে, তবে পাপের

নিবাসের এত নিকটে কেন থাকবে? সার্ মালকম্ বাবেনহামের বাড়ী এখন থেকে বড় জোর তেইশ মাইলমাত্র। লানোভার কি পাগল? এই তেইশ মাইলের ভিতর মোহিনী কন্যাকে কেন রাখবে?—না, লানোভার এখানে থাক্‌বে না।

আমার এ সব চিন্তার ফল হলো কি? ফল হলো এই যে, কুঞ্জনিকেতনে চোলে যাব;—স্বীকার কোরে এসেছি, পালন কোর্‌বো;—মিথ্যাবাদী হব না। এইরূপ স্থির কোরে সরাইখানার বিল পরিশোধ কোল্লেম। তিন মাইল যেতে হবে, শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হোলেম। সরাই থেকে বিদায় হয়ে কত কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাস্তায় বেরুলেম। রাত্রি তখন সাড়ে সাতটা।

আমি বেরুলেম। লোকের ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে নির্ভয়ে সহর ছাড়িয়ে পোড়্‌লেম। বাহির রাস্তায় লোকজনের চলাচল কম। সেই রাস্তায় আমার মনে আবার একটু একটু ভয় হলো। রাত্রে নির্জ্জনপথে একাকী ভ্রমণ করা,—বিপদে পোড়ে পলায়ন করা যে কত বড় কষ্টকর ব্যাপার, আমি তা ভাল জানি। লিসেষ্টারনগরে জুকেসের হাত থেকে পলায়নের রাত্রে যে কষ্ট আমি পেয়েছি, জীবনেও তা ভুল্‌বো না। তথাপি সে বিপদের চেয়েও যেন এ বিপদটা অনেক বড়। সে রাত্রে ভয় ছিল, জুকেস্ এসে ধোর্‌বে;—ধোরে বেঁধে কারখানাবাড়ীতে নিয়ে যাবে। সে ত একরকম ছোট ভয়। এ রাত্রের ভয়টা অনেক বড়। দুরাচার কুজ রাক্ষস লানোভার! লানোভার আমার জীবনের বৈরী! সেখানে ছিল কারখানাবাড়ীতে কয়েদ হবার আশঙ্কা, এখানে হোচ্চে রাক্ষসের হাতে প্রাণের আশঙ্কা! ধীরে ধীরে চলা ভাল নয়, ছুট দিলেম। ছুটে ছুটে অনেকদূর গিয়ে পোড়্‌লেম। সঙ্গী আমার কেহই নাই। কেবল সঙ্গে আছে আনাবেলের প্রতিমা! সর্ব্বক্ষণ চিন্তা কোচ্চি, আনাবেল! ওঃ! আর খানিকক্ষণ থাক্‌লে হতো। চক্ষের নিমেষের মধ্যে কি কথাই বা জিজ্ঞাসা করা হয়? আর একটু থাক্‌লে হতো। কত কথাই আমার জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে, একটীও জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লেম না।—দুটী একটী কথাও জিজ্ঞাসা করা হলো না। আমি জিজ্ঞাসা কোত্তেম অনেক কথা। যে রাত্রে আমাকে খুন কর্‌বার সঙ্কল্প, আনাবেলের পরামর্শে সে রাত্রে আমি পালিয়ে এসেছি, লানোভার সেটা জান্‌তে পেরেছে কি না? নাট্যশালায় নাচ্‌তে যাবার হেতু কি? আমার প্রাণরক্ষা করার অপরাধেই কি লানোভার তাঁরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল? সেই যন্ত্রণাতেই কি লম্পটের প্রলোভনে কুপথে মন গিয়েছিল? জননীর কি দশা হলো? এই সব কথা, আরও অনেক অনেক অসংখ্য কথা আনাবেলকে আমি জিজ্ঞাসা কোত্তেম, কিন্তু হলো না। সময় পেলেম না।

একটু আগে আমি ছুটেছিলেম। বেশীদূর ছুটে ছুটে যাওয়া যায় না। তখন আবার একটু ধীরে ধীরে চোলেছি। আর একটা সরাইখানার ধারে পৌঁছিলেম। প্রকৃতপক্ষে সেটা সরাইখানা নয়, পথের ধারের মদের দোকান। সেখান থেকে আর একমাইল গেলেই আমি কুঞ্জনিবাসে পৌঁছিতে পারি। ক্লান্ত হয়ে পোড়েছিলেম,

সেই দোকানখানার সাম্‌নে একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল, সেই বেঞ্চের উপর বোসে পোড়্‌লেম। দেখ্‌লেম,—রাস্তার উপর দোকানঘরের ঠিক সম্মুখে বেশ একখানি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। ভাল ভাল সাজপরা ভাল ভাল ঘোড়া, গাড়ীখানিও নূতন রঙ্‌করা। কোচ্‌বাক্সের উপর কোচমান। গাড়ীর দরজা খোলা, দরজার ধারে একজন পদাতিক দাঁড়িয়ে আছে। দোকানের দিকেই সে চেয়ে আছে। স্পষ্টই বোধ হোচ্চে, গাড়ীর সওয়ার ঐ দোকানে প্রবেশ কোরেছেন, শীঘ্রই ফিরে আস্‌বেন, পদাতিকটী সেই জন্যই সেই দিকে চেয়ে চেয়ে প্রতীক্ষা কোচ্চে।

বেঞ্চের উপর আমি বোসেছি। দোকান থেকে একটী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলো। ভাবভঙ্গীতেই বুঝ্‌লেম, গোলাপী নেসায় ঢুলু ঢুলু। দোকানের মালিক সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। প্রমোদিত ভদ্রলোকটী তারে বোল্‌ছেন, "বেশ মদ ! খাসা মদ ! পিপাসায় গলা যেন আমার পুড়ে যাচ্ছিল, এক পাত্রের জোরেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে !"

খোস্‌নামী পেয়ে দোকানদারটী প্রফুল্লবদনে সেলাম দিয়ে দোকানের ভিতর ফিরে গেল। প্রশংসাকর্ত্তা দ্রুতগতি শকটাভিমুখে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেন।

আ ! এখানেও আবার সার্‌ মালকম্‌ বাবেনহাম ! দোকানদারের সঙ্গে কথোপকথনের সময়েই স্বর শুনে আমি বুঝেছি, ইনিই সেই তিনি ! দেখেই হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ এলো। আনাবেলকে কি ধোরে এনেছে ? আবার কি আমার আনাবেলকে কুলকলঙ্কের আরও অতল জলে ডুবিয়ে দিবে ? কেন যে আমার তখন সে চিন্তা এলো, তা আমি জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমি সেই গাড়ীর দরজার কাছে লাফিয়ে পোড়্‌লেম। ঠিক যেন পাগলের মত একলাফে সার্‌ মালকম্‌ বাবেনহামকে পশ্চাতে ফেলে গাড়ীর ভিতর উঁকি মাল্লেম। কি সর্ব্বনাশ ! দেখেই আমি চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম ! "তুমি ? ওঃ ! সত্যই কি তুমি এমন কর্ম্ম কোত্তে পার ?"

মনস্তাপে দগ্ধ হয়ে সবেমাত্র আমি ঐ কটী কথা উচ্চারণ কোরেছি, এমন সময় গাড়ীর সেই পদাতিকটা অকস্মাৎ আমার গলাবন্ধ ধোরে এম্‌নি সজোরে এক ধাক্কা মাল্লে যে, আমি সেই দোকানখানার চৌকাঠের কাছে গিয়ে ঠিক্‌রে পোড়্‌লেম। সার্‌ মাল্‌কম্‌ হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লেন। সেই ভয়ানক হাসি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে। ধাক্কা সাম্‌লাতে আমার যতক্ষণ গেল, ততক্ষণের মধ্যে গাড়ীখানাও গড়্‌গড়্‌ শব্দে অনেক দূর এগিয়ে পোড়্‌লো। একজোড়া ধূমকেতুর মত গাড়ীর ঘোড়া আলোরা রাস্তা উজ্জ্বল কোরে ছুটে চোল্লো। মাঝে একটা বাঁক, গাড়ীখানা সেই বাঁকের দিকে ঘুরে গেল। আর আমি কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না।

ঘরের চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে মদের দোকানের কর্ত্তাটী আমারে তাচ্ছিল্যভাবে উপহাস কোরে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, "যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল ! কেন ওখানে পাগ্‌লামী কোত্তে গিয়েছিলে ? এমন পাগল আমি জন্মেও কখনও দেখি নি ! গাড়ীর ভিতর লেডী আছে, সেখানে উঁকি মাত্তে কে বোলেছিল ?"

আমি ছুট্ দিলেম। ছুটে গিয়ে গাড়ীখানা যদি ধোরে ফেল্‌তে পারি, সেই একটা আশা। আরও ঐ মদব্যাপারীটার পরিহাস সহ্য কোত্তে না হয়, সেই এক কারণ। খুব ছুট দিলেম। ছুটে ছুটে যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে কতদূর ছুটে গেলেম। গাড়ীখানার ছায়া পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পেলেম না। ছেলেবুদ্ধিতে পাগলের মত ছুটেছি, তত বড় একযোড়া তেজীয়ান ঘোড়ার সঙ্গে সমান ছুটে আসা কি আমার সাধ্য? কোন্ পথে কোন্ দিকে গেল কিছুই সন্ধান কোত্তে পাল্লেম না। রাস্তার ধারেই বোসে পোড়্‌লেম। প্রাণ যেন হাঁই ফাঁই কোত্তে লাগ্‌লো। কেঁদে ফেল্লেম।

"আনাবেল! ওঃ! কলঙ্কিনী আনাবেল! আমার গতি কি হবে? আনাবেল! তুমি কি সেই নীচাশয় লম্পটকে বিবাহ——" উদ্দেশে ঐ কথাই পুনরুক্তি কোরে উচ্চৈঃস্বরে আমি কেঁদে উঠ্‌লেম! অজস্রধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো!

কতক্ষণ আমি যে এইপ্রকার আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেম, সে কথা আমার মনে হয় না। কি অবস্থায় পোড়েছি, সে কথা তখন ভুলে গেলেম। চাক্‌রী কোত্তে যাচ্চি, সে কথাটীও মনে থাক্‌লো না। অনেকক্ষণ পরে একটু স্থির হয়ে আবার আমি হাঁটা দিলেম। যতদূর গেলেম, ততদূরই আমার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আনাবেলের প্রতিমা!

নিকুঞ্জনিবাসে পোঁছিলেম। ক্ষণকাল ফটকের ধারে উদাসভাবে দাঁড়ালেম। ফটকের ধারে সামান্য একখানা কুটীর ছিল। সেইটেই শুনেছি দরোয়ানের ঘর। ঘরের দরজা তখন বন্ধ ছিল। দরজায় আমি আঘাত কোল্লেম। একটী রোগা রমণী এসে দরজা খুলে দিলে। স্ত্রীলোকটীকে দেখে বোধ হলো, দুবেলা তার আহার হয় না! এক বেলা যেন উপবাস করে! ঘরের ভিতর দেখ্‌লেম, একটী রোগালোক আগুনের ধারে বোসে চুরোট খাচ্চে। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমার বাক্স এসে পোঁছেছে কি না?" স্ত্রীলোকটী বোল্লে, "পোঁছেছে।" পুরুষটীও বোল্লে, "সেটী আমি তুলে ধোরে রেখেছি।"

উত্তর দিবার সময় সেই লোকটীর মুখের ভঙ্গীতে আমি বুঝ্‌লেম, ইঙ্গিতে সে যেন আমারে জানালে, ঐ কাজটার বক্‌সিসের দরুণ সে একটু মদ খেতে চায়। ইঙ্গিত বুঝে তার হাতে আমি ছয়টী পেনী প্রদান কোল্লেম। যেমন প্রদান কোরেছি, স্ত্রীলোকটী অম্‌নি ছুটে গিয়ে স্বামীর হাত থেকে তৎক্ষণাৎ সেগুলি কেড়ে নিলে! বাঁকামুখে গর্জ্জন কোরে বোল্লে, "ঘরে থাক্‌বে! —মদ খেতে হবে না!—এ বক্‌সিস্ ঘরে থাক্‌বে! মদের দোকানে যাবে না!"

স্ত্রীপুরুষ উভয়ের কেহই আমারে একবার বোস্‌তেও বোল্লে না। কাজেই আমি নিকেতনের দিকে চোলে গেলেম। এই স্থানে আবার আমারে বোল্‌তে হলো, বাড়ীখানার সংস্রবে যতগুলো লোক বাস করে, সকল গুলোই রোগা! সকল লোকগুলিই যেন ক্ষুধায় কাতর! কেহই যেন ভাল কোরে খেতে পায় না! আনাবেলের চিন্তায় আমার মন তখন এতখানি অস্থির যে, সেই সকল লোকের কষ্টের কথায় মন দিবার সময় পেলেম না! আনাবেলকে চিন্তা কোত্তে কোত্তেই নিকেতনে পোঁছিলেম।

বাড়ীর যে দিকে চাকরদের ঘর, সেইদিকের ফটকে একটা ঘণ্টা ঝুলানো ছিল, আমি সেই ঘণ্টাটী বাজালেম। একজন চাকর এসে দরজা খুলে দিল। যে লোকটীকে আমি প্রাতঃকালে মেম সায়েবের সঙ্গে কুকুরকোলে কোরে বেড়াতে দেখেছিলেম, ঐ চাকরটীই সেই চাকর। বলা বাহুল্য, চাকরটীর নাম জন রবার্ট। আমারে দেখেই জন রবার্ট একবার শূকরের রবের ন্যায় ঘড়ঘড় কোরে উঠ্‌লো। আমি মনে কোল্লেম, সেটা হয় ত তার অভ্যাস। বিশেষ শিষ্টাচার জানিয়ে তার সঙ্গে আমি কথা কইলেম। সে কিন্তু একটীও কথা বোল্লে না। পথ দেখিয়ে দেখিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে আমি দেখ্‌লেম, একজন পাচিকা আর দুজন দাসী, এই তিনটী স্ত্রীলোক। আমি আর জন রবার্ট, এই দুটী পুরুষ। কুঞ্জনিকেতনে তিবর্ত্তনপরিবারের এই পাঁচটীমাত্র অনুচর অনুচরী। এত অল্প লোকের দ্বারা কি রকমে অত বড় বাড়ীর কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, সেটা আমি কিছুই বুঝ্‌লেম না। পাঠকমহাশয় আমার কথা শুনে হাস্‌বেন, বাড়ীর গুণে আমি যেটা দেখি, সেইটাই রোগা! পাচিকাও রোগা, দসীও রোগা!

আমি যখন প্রবেশ কোল্লেম, দাসীচাকরেরা তখন খেতে বোসেছে! সকলেই দুটী একটী কথায় আমার সঙ্গে আলাপ কোল্লে। খাদ্যসামগ্রীও যৎসামান্য;—যৎসামান্য অথচ জঘন্য! বাড়ীর কর্ত্তাগিন্নীর নিয়ম অনুসারেই চাকরেরা মিতাহারী হয়ে পোড়েছে। মদও একটু একটু খেতে পায়।—খুব একটু একটু!

পাচিকা আমারে আহার কোত্তে অনুরোধ কোল্লে। আর আমার আহার! পথের মাঝখানে যে ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে, বারেনহামের গাড়ীর ভিতর যে মূর্ত্তি আমি দেখে এসেছি, তাতে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা সকলই হোরে গেছে! রুটীর গুঁড়ো, পনীরের ছাল, বীরসরাপের কৌটা, এই সমস্তই ত ভোজনপানের আয়োজন! কিছুই আমার আহার কোত্তে ইচ্ছা হলো না। পিপাসা অত্যন্ত হয়েছিল, একঢোক বীরসরাপ মুখে দিলেম। ভয়ানক টক!—এত টক যে, তৎক্ষণাৎ থুথু কোরে ফেলে দিতে হলো! সরাপের বদলে যৎকিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা জল প্রার্থনা কোল্লেম।

একটু জল খেয়ে একটু সুস্থ হোলেম। চাকরেরা অতি অল্পই কথাবার্ত্তা কইলে। কাহারও মুখে হর্ষচিহ্ন লক্ষিত হলো না!—সকলেই বিমর্ষ! কথা কয় খুব কম। কিছু জান্‌বার ইচ্ছাও যেন আরও কম। আমারে তারা যে যে কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে, তা অতি সামান্য। আকারপ্রকারে আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, সকলের মনেই যেন কোন এক-প্রকার ভয় আছে। মনিবের যে রকম প্রকৃতি, একটু বেশী কথা বলাবলি কোল্লে হয় ত সাজা হয়, সেই ভয়েই তারা চুপ্‌চাপ। ঘরটার ভিতরেও যেন কেমন একপ্রকার বিকট গন্ধ অনুভূত হলো!

আমিও বিষণ্ণ। কিন্তু কি কারণে বিষণ্ণ, অতগুলি লোকের ভিতর কেহই আমারে সে কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে না। রাত্রি যখন ঠিক সাড়ে নটা, সেই সময় কর্ত্তার বৈঠকখানায় ঘণ্টাধ্বনি হলো। দাসীচাকরেরা সকলেই সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। সারিবন্দী

হয়েই সকলে ম্লানবদনে ধীরে ধীরে ঘণ্টাধ্বনির প্রত্যুত্তর দিতে চোল্লো। সর্ব্বাগ্রে প্রধানা সহচরী, তার পশ্চাতে পাচিকা, তার পশ্চাতে সেই কুকুরবাহক পেয়াদা, তার পশ্চাতে রন্ধনশালার দাসী, সর্ব্বপশ্চাতে আমি। দাঁড়ালেম ত ঐ রকমে, চোল্লেম ত ঐ রকমে; কিন্তু বুঝ্‌তে পাল্লেম না, ঐ প্রকার মৌনযাত্রার হেতু কি? কাহারও মুখে কথাটী নাই, সমস্তই নিস্তব্ধ! সকলেই নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চোলেছে। বোধ হলো যেন, কোনপ্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সহযাত্রী!

আমরা বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেম। প্রথমতঃ যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যশ্রেণীর মতন পাঁচটী লোকে সারি গেঁথে দাঁড়ালেম। অনুমতিক্রমে সেই রকম সারি গেঁথেই বোস্‌লেম। যেদিকে ঘরের দরজা, সেইদিকেই আমাদের বস্‌বার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই দিকেই আমরা বোস্‌লেম।

বৈঠকখানার জিনিসগুলিও যেন সমভাবে ম্রিয়মাণ! গৃহমধ্যে একটী টেবিলের উপর দুটী বাতি। দুটীর মধ্যে একটী জ্বালা হয়েছে, আর একটী নিবস্ত। ঘরটা বড়। সেই সামান্য একটী আলোতে সমস্ত স্থান দেখা যায় না, অনেকটা জায়গাই যেন অন্ধকারে ঢাকা। আমরা একধারে বোসে আছি। গৃহস্বামী তিবর্ত্তন একটী টেবিলের একধারে বোসেছেন, একধারে লেডী জর্জ্জীয়ানা। একপাশে কুমারী দক্ষিণা। সম্মুখে দুখানি ধর্ম্মপুস্তক। বন্দোবস্ত দেখেই আমি বুঝ্‌লেম, উপাসনার সময় উপস্থিত।

কর্ত্তাগৃহিণীর অনুমতি লয়ে কুমারী দক্ষিণাই প্রার্থনাপাঠ আরম্ভ কোল্লে। এত আস্তে আস্তে,—এত মন্দ উচ্চারণে প্রার্থনা আরম্ভ হলো যে, আমি ত তার একটী কথাও বুঝে উঠ্‌তে পাল্লেম না। চাকরদের দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেম। সকলেই দেখি বিষণ্ণ! জন রবার্টের বদন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ম্লান! পাচিকাটীও যেন কোন মহাবিষাদে নতমুখী! প্রথম উপাসনা সমাপ্ত হলো। প্রার্থনার পর প্রত্যেকেই—প্রভু, প্রভুপত্নী, দক্ষিণা, আর দাসীচাকরেরা সকলেই প্রায় তিন মিনিটকাল মুখে হাত ঢাকা দিয়ে বোসে রইলেন। দেখাদেখি আমারেও সেইরকম চোক্‌মুখ ঢেকে বোসে থাক্‌তে হলো! জন রবার্টের বিকট গর্জ্জনে সকলেই বুঝ্‌তে পাল্লে, সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হয়েছে। আমরা সকলেই তখন উঠে দাঁড়ালেম। সকলেই একসঙ্গে সেখান থেকে বেরুলেম। সকলেই সেই রকম সারিবন্দী হয়ে পুনর্ব্বার ভৃত্যনিবাসে প্রবেশ কোল্লেম।

অল্পক্ষণ পরেই বাবুর্চ্চিখানার ঘড়ীতে দশটা বাজার শব্দ শোনা গেল। সেই ঘড়ীর কলের সঙ্গেই যেন তিবর্ত্তনগৃহের দাসীচাকরেরা তারে তারে বাঁধা আছে। দশটার শব্দ শ্রবণগোচর হবামাত্রেই সকলে এক এক বাতি জেলে পরস্পর সেলাম দিয়ে উপর ঘরের দিকে চোল্লো। যে ঘরটী আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, একজন দাসী আমারে সেই ঘর দেখিয়ে দিলে। প্রবেশ কোরেই আমি দেখ্‌লেম, আমার সম্বলাধার বাক্সটী সেই ঘরেই এনে রাখা হয়েছে। লক্ষণেই জান্‌লেম, সে ঘর আমার। ঘরের দরজা বন্ধ কোরে যাবার অগ্রেই সেই দাসী আমারে চুপিচুপি গুটীকতক উপদেশ দিলে।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH RAMAYANA PRESS, NO 44 MANICKTALA STREET CALCUTTA.

দাসী আমারে চুপি চুপি বোল্লে, "পাঁচ মিনিটমাত্র সময় পাবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে শোও আর না-ই শোও, আলোটী অবশ্যই নির্ব্বাণ করা চাই। যে বাতীটুকু তুমি পেয়েছ, ঐ আধপোড়া বাতীতে এক হপ্তা চালাতে হবে।"

এইরকম সদুপদেশ দিয়েই ঘরের দরজা বন্ধ কোরে দাসীটী চোলে গেল। আমি একা হোলেম। ঘরটা অপরিষ্কার, জিনিসপত্রও বেশী ছিল না। আমি কেবল ঘরের দেয়ালের দিকেই চেয়ে থাক্লেম। মন অত্যন্ত অস্থির হোতে লাগ্লো। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেম, পাঁচ মিনিট আলো জ্বলবার হুকুম, পাঁচমিনিটের পূর্ব্বেই আমি শয়ন কোল্লেম, বাতীও নির্ব্বাণ হলো। সবেমাত্র আলোটী নিবিয়েছি, তৎক্ষণাৎ অমনি সাম্নের বারাণ্ডায় ধীরিধীরি মানুষের পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলেম। হঠাৎ একটা ঘরের দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা আরম্ভ হলো। উচ্চ উচ্চ কণ্ঠস্বরও শুন্‌তে পেলেম। বুঝ্‌তে পাল্লেম, গৃহস্বামীর নিজেরই কণ্ঠস্বর। তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রেগে রেগে বোলছেন, "রবার্ট! এখনও তোমার আলো নেবে নি? আমার ঘড়ী বোল্‌চে, পাঁচ মিনিট অতীত হয়ে আরও প্রায় এক মিনিট হয়! ভারী অন্যায় তোমার!"

সেই পদধ্বনি আবার অন্যঘরের দরজার কাছে সোরে এলো। প্রত্যেক দরজার কাছেই এক একবার থাম্‌লো। সর্ব্বশেষে আমার ঘরের দরজার কাছেই সেই পদধ্বনি জোম্‌লো। সেইখান থেকেই তিবর্ত্তন ফিরে গেলেন। বোধ হলো যেন, সন্তুষ্ট হয়েই ফিরে গেলেন। দরজার ফাক দিয়ে তিনি দেখেছেন, আমার ঘরে আলো ছিল না, আমি অন্ধকারে রয়েছি, অল্পক্ষণের মধ্যেই সায়েস্তা হয়ে উঠেছি, অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়ীর আইনকানুন নিয়মাবলী সমস্তই আমি জান্‌তে পেরেছি, ঠিক ঠিক পালন কোচ্চি, তাই দেখেই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন।

শীঘ্রই আমি ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। রাত্রের মধ্যে একবারও নিদ্রাভঙ্গ হলো না। তত চিন্তায় চিত্ত আকুল, তথাপি দেহের কষ্টে আর মানসিক কষ্টে সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত হলো না। ভোরেই নিদ্রাভঙ্গ হলো।—হোতো না তা, যেরূপ গাঢ় নিদ্রা হয়েছিল, হয় ত অনেক বেলাতেই আমি উঠ্‌তেম, কিন্তু ভোরেই আমার ঘরের মাথার উপর ভীষণগর্জ্জনে একটা ঘণ্টাধ্বনি হলো। সেই শব্দেই চোম্‌কে উঠে আমি জেগে উঠ্‌লেম।

ভোরেই জন রবার্ট এসে আমার দরজায় ঘা দিলে। স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরস্বরে বোল্লে, "প্রাতঃক্রিয়ার জন্য দশমিনিটমাত্র সময় পাবে।"

আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লেম। তখন আমি মনিববাড়ীর নূতন উর্দ্দী প্রাপ্ত হই নাই, আমার নিজের পোষাক পরিধান কোল্লেম। দশমিনিটের মধ্যে প্রভাতের সকল কাজ সমাধা করা আমার পক্ষে বড় কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। দেলুনবপ্রাসাদে যতক্ষণ ইচ্ছা, ততক্ষণ আমি আপনার বেশভূষা সমাধানে নিযুক্ত থাক্‌তে পাত্তেম, এখানে দশ মিনিটমাত্র। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন;—কাজে কাজেই সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়ে শীঘ্র শীঘ্র আমারে প্রস্তুত হোতে হলো।

চাকরদের ঘরে নেমে এলেম। রবার্ট আমারে বোল্লে, "তিনমিনিট বেশী হয়েছে!" আমি কিছুই উত্তর কোল্লেম না। রবার্ট আমারে আবার বোল্লে,—আমি তখন তারই অধীন, আমার গাফিলির জন্য কর্ত্তাগিন্নীর কাছে রবার্টই দায়ী। সকল কাজেই তারে জবাবদিহি কোত্তে হয়। এই রকম ভূমিকা কোরে ভবিষ্যতের জন্যে রবার্ট আমারে সাবধান কোরে দিলে।

বেলা আটটার সময় আবার আমরা সকলে সেইরকম সারিগেঁথে কর্ত্তার বৈঠকখানায় চোলে গেলেম। পূর্ব্বরাত্রের মত দক্ষিণা আবার স্তোত্রপাঠ কোল্লে। তিন মিনিটে প্রার্থনা সায় হলো! আবার আমরা নেমে এলেম। যেমন যৎকিঞ্চিৎ জলখাবার বরাদ্দ আছে, সেইরকম আয়োজন হলো।—চা, রুটী, মাখন। চিনি নাই। পাচিকা বোল্লে, "শ্রীমতী লেডী জর্জ্জীয়ানা মাঝে মাঝে একটু একটু চিনি দেন, সেটা কেবল সোমবার প্রাতঃকালে। তাতে বড়জোর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাপর্য্যন্ত চলে। বাকী তিনদিন বিনা চিনিতেই চালাতে হয়।"—খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত অতি জঘন্য! তিবর্ত্তনপরিবারের অসাধারণ কৃপণতাই লোকগুলির ঐরূপ মিতাহারের প্রধান কারণ! আহা! টমাস্ অষ্টিন যদি কখনো এই কুঞ্জনিকেতনের দখলকারী পেয়াদা হয়ে আসে, তা হলে বেচারা না খেয়েই মোরে যাবে! তত বড় খোরাকী লোকটা পেটের জ্বালায় কেঁদে কেঁদেই সারা হবে! এ নিকেতনে চাকরদের ঘরে মাংসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নাই! অত বড় প্রিয় চাকর জন রবার্ট, সে ব্যক্তিরও বাসীমাংসের এক টুক্‌রো হাড় পর্য্যন্ত মিলে না!

বেলা যখন প্রায় দুই প্রহর, সেই সময় একজন দরজী এলো। আমারই গায়ের নূতন পোষাক প্রস্তুত হবে, সেই পোষাকের মাপ নিতে এলো। আহ্বানমাত্রেই আমি উপস্থিত হোলেম। কর্ত্তাগৃহিণী উভয়েই সেই স্থানে উপস্থিত। দুসুট পুরাতন পোষাক সেইখানে আনয়ন করা হলো। যে কাজে আমি ভর্ত্তি হোচ্চি, আমার পূর্ব্বে যে বালক সেই কাজে নিযুক্ত ছিল, তারি সেই পোষাক। কর্ত্তা আমারে একটী পোষাক পোর্‌তে অনুরোধ কোল্লেন, আমিও পরিধান কোত্তে চেষ্টা কোল্লেম।—পাল্লেম না।—কিছুতেই সে পোষাক আমার গায়ে হলো না! খাটো হলো!—সকল দিকেই খাটো! সে বালক আমার চেয়ে বেঁটে ছিল, লম্বেও খাটো পোড়্‌লো। আর পূর্ব্বে ত বোলেই এসেছি, এ বাড়ীতে যতগুলো লোক দেখি, সকলগুলোই রোগা! এক একজন এককালে অস্থিচর্ম্ম অবশেষ! দরজী রোগা ছিল না, কিন্তু যার গায়ের পোষাক, কুঞ্জনিকেতনের প্রশংসনীয় প্রণালী অনুসারে সেই বালকটী অবশ্যই দস্তুরমত রোগা! অনেকদিনের অনেক বিপদে বহুশ্রমে বহু চিন্তায় আমিও অত্যন্ত কাহিল হয়ে পোড়েছিলেম, তথাপি সে পোষাক আমার গায়ে হলো না। তথাপি গৃহস্বামীর ভয়ে,—বাস্তবিক মানুষের ভয়ে না হোক্, তাঁর প্রকৃতির ভয়ে, খুব টানাটানি কোরে সেই পোষাকটী আমারে পরিধান কোত্তে হলো। কর্ত্তা একজোড়া পুরাতন চস্‌মা ধোরে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে আমার উর্দ্ধাপরা চেহারাখানি দেখ্‌লেন।—অনেকক্ষণ ধোরে দেখ্‌লেন। দেখেই তাঁর মুখে হাসি এলো।

আমি কিন্তু আমার নিজের পোষাক দেখে লজ্জায় মাটী হয়ে যাচ্ছিলেম ! এই অবসরে কর্ত্তা আমারে বোল্লেন, "যাও ! একবার নীচের ঘরে যাও ! চাকরদের সকলকে দেখিয়ে এসো ! কেমন সুন্দর মানিয়েছে, সকলে দেখে তাক্ হয়ে যাক্ !"

আমি ত দেখ্‌লেম, বিলক্ষণ মানিয়েছে ! লোকের কাছে সে চেহারা দেখাতে বাস্তবিক আমার ভারী লজ্জা হোতে লাগ্‌লো। কিন্তু করি কি ? বিশেষতঃ আমাদের কর্ত্তাটী একপ্রকার অদ্ভুত প্রকৃতির লোক।—গোঁভরেই কথা কন, গোঁভরেই কাজ করেন। লেডী জর্জ্জীয়ানা ভিন্ন সে গোঁ ফিরায়, এমন সাধ্য কাহারো নাই। সুতরাং তাঁর অমতে কাজ করা বিভ্রাটের কথা !—জেনেশুনেই আমি অবনতবদনে উপর থেকে নেমে এলেম। চাকরদের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম।

প্রথমেই রবার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। রবার্ট আমারে দেখে হাস্‌লে না, পরিহাস কোল্লে না,—কথাই কইলে না। কেবল অভ্যাসমত শূকরের রবের ন্যায় বারেক দুবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ কোরে উঠ্‌লোমাত্র। আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে। দেখে খুসী হলো কি ঘৃণা কোল্লে, ঠিক আমি সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

আবার আমি উপরে চোলে গেলেম। গিয়েই দেখি, শ্রীমতী জর্জ্জীয়ানা আর কুমারী দক্ষিণা, দুজনেই সেখানে বোসে আছেন। কর্ত্তাও হাজির আছেন। তিন জনেই নিস্তব্ধ। গভীর নিস্তব্ধ ! নির্ভাবনায় নিস্তব্ধ নয়, সহসাই মুখ দেখে অনুমান কোল্লেম, তিনজনেই তাঁরা যেন কোন প্রকাণ্ড ব্যাপারে ধ্যানমগ্ন ! পোষাকের বিষয়ে কি করা হবে, ঐরকম গম্ভীরভাব ধারণ কোরে মনে মনে হয় ত তাহারিই বন্দোবস্তে বিব্রত ছিলেন। দরজীটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। কথাও কোচ্চে না,—অন্য দিকে চেয়েও দেখ্‌ছে না,—কাঠ হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। আমি মনে কোল্লেম, ভয় পেয়েছে।

অনেকক্ষণের পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে, গম্ভীরবদনে দক্ষিণার মুখপানে চেয়ে, লেডী জর্জ্জীয়ানা একটু যেন হুকুমীস্বরে বোল্লেন, "কেন হবে না ? আমি ত দেখ্‌ছি ঠিক হবে ! মাপে যদিও একটু ছোট, জোড়াতাড়া দিয়ে বাড়িয়ে দিলেই ঠিক হবে ! কি বল দক্ষিণে ?"

প্রতিধ্বনিতে সায় দিতে দক্ষিণা চিরদিন প্রস্তুত। গৃহিণীর মুখের কথা সমাপ্ত হোতে না হোতেই গৃহিণীর মত মুখভারী কোরে দক্ষিণা প্রতিধ্বনি কোল্লে, "কেন হবে না ? একটু কিছু জুড়ে দিলেই ঠিক হবে ! ঠিকই আছে, কেবল একটু ছোট।—সে ছোটতে কাজ আট্‌কায় না !"

প্রিয়সখীর মুখে পাকা পোষকতা পেয়ে, লেডী জর্জ্জীয়ানা পূর্ব্ববৎ গম্ভীরবদনে দরজীকে সম্বোধন কোরে, মাথা নেড়ে নেড়ে বোল্লেন, "তুমি নিয়ে যাও ! ঐ কাপড়েই ঠিক হবে। ছোক্‌রাকে ত দেখে গেলে ; এই ছোক্‌রার গায়ে ফিট হয়, ঐ পুরাতন কাপড়েই সেই রকম প্রস্তুত কোরে আনো !"

দরজীর প্রতি ত এই হুকুম হলো ;—দক্ষিণার প্রতি বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে

জর্জ্জীয়ানা বোল্লেন, "কল্যই ত তোমাকে আমি বোলেছি, সে ছোঁড়ার চেয়ে এই জোসেফ উইলমট মাথায় কেবল একটুখানি উঁচু;—ঐ টুকু উঁচু না হলেই ভাল হতো। তা যাক্, ও পোষাক আমার পছন্দ কোরে তৈয়ের করা;—ঠিক হবে!"

"ঠিক হবে! তোমার ধন্য ক্ষমতা! কোন্ সময় কি হবে, কখন্ কে আস্‌বে, কখন্ কি ঘোট্‌বে, আগে থাক্‌তেই তুমি সব কথা বোলে দিতে পার!"

ঘরাঘরি এই সব কথা চোল্‌ছে, দরজী ওদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারী ম্রিয়মাণ! তার মুখখানা যেন শুকিয়ে গেল! সে হয় ত ভাব্‌লে, নূতন পোষাকের বায়না পাবার আশায় ছাই পোড়্‌লো!

গৃহস্বামী তিবর্ত্তন মনে মনে যেন রাগ্‌ছেন। মুখ দেখেই আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, হঠাৎ কি একটা কাণ্ড বাধাবেন। স্ত্রীর দিকে একবার চাইলেন। দক্ষিণার দিকেও একবার কটাক্ষবর্ষণ হলো। আমি নূতন চাকর, আমার দিকে কেবল একবার ভ্রূক্ষেপমাত্র কোল্লেন। ছোট বড় এই তিন কাজের পর দরজীকে সম্বোধন কোরে গৃহস্বামী বোল্লেন, "না, না না! ওকথা তোমাকে শুন্‌তে হবে না! পুরাতন কাপড় মেরামত করিয়ে বাজেখরচ কোত্তে আমি রাজী নই!"

জর্জ্জীয়ানা গর্জ্জন কোরে উঠ্‌লেন, "পুরাতন?"—গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সূক্ষ্ম নয়নজ্যোতি যেন ঘোরতর ভয়ানক হয়ে উঠ্‌লো। দক্ষিণাও সেই সময় ঠিক সেই সেই ভাব ধারণ কোরে প্রতিধ্বনি কোল্লে, "পুরাতন?"

কর্ত্তারও একটু বিবেচনা এলো। তিনিও একটু নরম হয়ে বোল্লেন, "আচ্ছা, তা যদি না হয়,—পুরাতন যদি নাই বোল্লে, তবু কিন্তু ব্যবহারকরা, ময়লা,—দাগধরা! আচ্ছা,—" দরজীর দিকে চেয়ে কর্ত্তাটী আবার বোল্লেন, "দেখ, বালকের মাপ নেও! যত শীঘ্র পার, একজোড়া নূতন টুপীও পাঠিয়ে দিও!"

রাগে রাগে স্বামীর মুখপানে চেয়ে তিরস্কারের স্বরে লেডী জর্জ্জীয়ানা বোলে উঠ্‌লেন, "ভারী অপব্যয়! তোমার এ সকল অপব্যয় আমি সহ্য কোত্তে পারি না! বেজায় বাজে খরচ! কি বল দক্ষিণে?"

এই রকমে সাক্ষী মান্য কোরেই তিনি দক্ষিণার দিকে চক্ষু ফিরালেন।

উগ্রস্বরে তিবর্ত্তন বোল্লেন, "দক্ষিণা একথায় কথা কবার কে?"

মাথা নেড়ে নেড়ে গা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে দক্ষিণা বোলে উঠ্‌লো, "তাই ত বটে! আমিই ত বটে! আমিই ত দক্ষিণা!"

তিবর্ত্তনের ইচ্ছায় বাধা দেয়, কার সাধ্য? দরজীর খুসীর সীমা নাই। খুসীমুখে সে আমার গায়ের মাপ নিলে। আমিও তাড়াতাড়ি আপনার ঘরে চোলে গেলেম।

সর্ব্বক্ষণ মনে জাগ্‌তে লাগ্‌লো, লানোভার, আনাবেল, আর, সার্ মাল্‌কম বাবেনহাম! চিত্ত বড় অস্থির হয়ে থাক্‌লো।—এরা এখানে কেন?

—

সপ্তবিংশ প্রসঙ্গ।

ইনি আবার কে?

মানুষের চালচলন দেখ্‌লেই মানুষের মানসিক প্রকৃতি অনেক বুঝা যায়। যাঁরা আমার নূতন মনিব হোলেন, তাঁদের প্রকৃতি অল্পসময়ের মধ্যেই আমি অনেক বুঝে নিলেম। একটা সামান্য উপলক্ষ আমার নূতন কাপড়। সেই তুচ্ছ কথা নিয়ে তাঁরা যতদূর বাড়াবাড়ি কোরে তুল্লেন, নিতান্ত গরিবের ঘরেও তেমন হয় না। গতিকেই বুঝ্‌লেম, তাঁরা অতি নীচাশয়! কৃপণের গল্প আমি অনেক শুনেছি, কিন্তু এমন কৃপণ আর কোথাও আছে কি না, তখনো পর্য্যন্ত সেটা আমার জানা ছিল না। স্ত্রীপুরুষের ভাল ঐক্য নাই। গৃহিণী মনে করেন, তিনি বড়লোকের মেয়ে, তাঁর ধন দৌলত অনেক, তিনি একজন মানান্য গৃহস্থলোককে বিবাহ কোরেছেন;—সামান্য ভেবেই স্বামীকে অগ্রাহ্য করেন। কর্ত্তাটীও ভাবেন, একজন ধনবান্ নগরবাসীর কন্যাকে ঘরণী করাতে তাঁর বড়ই গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে। দুজনের মনেই দুরকম অহঙ্কার! কিন্তু কৃপণতায় লেডী জর্জ্জীয়ানাই সে সংসারের প্রথম শ্রেণীর আসনের উপযুক্ত নায়িকা! লোকজনগুলি ভাল কোরে খেতে পায় না, এ কথার উপর বেশী কথা বলাই হয় ত নিষ্প্রয়োজন!

নীচতা আর কৃপণতা এ সংসারে যতদূর দেখ্‌বার, ততদূর দেখা হলো না, তথাপি অল্পে অল্পেই আমি বুঝে নিলেম, সমস্তই কুটব্যবস্থা! লেডী জর্জ্জীয়ানা প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভাঁড়ারঘরে প্রবেশ করেন। খাবার সামগ্রীগুলি তাঁর চক্ষের উপরে ওজন কোরে দেওয়া হয়। সমস্ত জিনিস তিনি খুব যৎসামান্যপরিমাণে বণ্টন কোরে দেন!—দেন যা, তাও আবার একপ্রকারে মানুষের অখাদ্য! ঘড়ীর কাঁটা যেমন ঠিক ঠিক চলে, কুঞ্জনিকেতনের নিয়মাবলীও ঠিক সেই রকম! সেই সকল নিয়মের অনুগত হয়েই চাকরেরা অস্থিসার হয়ে পোড়েছে! দাসীচাকরের সংখ্যা যেমন কম, কাজকর্ম্মও তেম্‌নি বেশী। অথচ দাসীচাকরের উপর গৃহিণীর কিছুমাত্র সন্তোষ নাই! একটা ছল ধোরে সকলকেই তিনি যখন তখন গালাগালি দেন! সকলের মুখেই বিষাদচিহ্ন! কেহই একটু ডেকে ডেকে কথা কবার স্বাধীনতা পায় না! মন খুলে আমোদ-আহ্লাদ করা ত বহুদূরের কথা! এস্থলে অবশ্যই প্রশ্ন হোতে পারে, অমন জায়গায় লোকে তবে থাকে কেন?

কারণ আছে। দাসীচাকর যদি ছেড়ে যায়, লেডী জর্জ্জীয়ানা তাদের কাহাকেও কোনপ্রকার খোস্‌নামীর নিদর্শনপত্র দিতে রাজী হন না! এটী তাঁর অখণ্ডনীয় বাঁধা

নিয়ম! কে কেমন কাজ করে, কে কেন কর্ম্ম পরিত্যাগ কোল্লে, এ বিষয়ের কিছুই নিদর্শন থাকে না, কাজেই অন্যস্থানে কর্ম্ম পাবার বাধা জন্মে। বিশেষত সময়টাও বড় খারাপ। অনেক লোক কর্ম্মের জন্য লালায়িত। শ্রমজীবীদলের বিস্তর লোক বেকার বোসে কষ্ট পাচ্চে। হঠাৎ ছেড়ে গেলে কোথায় কি প্রকারে কর্ম্ম জুটবে,—হয় ত অনাহারেই কষ্ট পেতে হবে, এই ভেবেই লোকে সহসা চাক্‌রী ছাড়্‌তে চায় না। মনের দুঃখে মোরে মোরেই লোকে থাকে। চাকরেরা মনে করে, এককালে বেকার থাকা অপেক্ষা সুখের হোক্ দুঃখের হোক্, যেমন তেমন চাক্‌রীও ভাল!

ভাল, কিন্তু সিদ্ধান্তটা আমার মনে বড় ভাল ঠেক্‌লো না। লেডী জর্জ্জীয়ানার সমস্ত কার্য্যই সৃষ্টিছাড়া! প্রতিরাত্রের পোড়াবাতী কোথায় কতটুকু থাকে, গৃহিণী নিজে সেগুলি একে একে গণনা করেন! চা, চিনি স্বহস্তে একটু একটু ওজন কোরে দেন! যৎকিঞ্চিৎ বীয়রপও নিজে মেপে দেন! তাও আবার মুখে দিবার যোগ্য নয়! যেমন টক্, তেমনি তেতো!—দুর্গন্ধে নাড়ী উঠে! যেটুকু মেপে দেন, হুকুম থাকে সেটুকুতে পোনেরো দিন চোল্‌বে! যদি ফুরিয়ে যায়, শুধুমাত্র জল খেয়ে থাক্‌তে হবে! কিছুতেই আর অতিরিক্ত দুই এক বিন্দু নেত্রগোচর হবে না! এই ত বন্দোবস্ত! এ বন্দোবস্তে গরিবলোকেরা কতদূর সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারে, তাদের সব চেহারাই বা কেমন হৃষ্টপুষ্ট থাক্‌তে পারে, সে কথা আর স্পষ্ট কোরে ব্যক্ত কর্‌বার প্রয়োজন হবে না।

লেডী জর্জ্জীয়ানা রোগাদাসী বড় ভালবাসেন। সুধু কেবল রোগা নয়, দুনিয়ার কুৎসিত হোলে আরও ভাল! কেন ভাল, লেডী সেটী ভাল জানেন। রোগাদাসীরা এক জায়গায় বোসে বোসে কাজ করে,—মনে মনে ভয় থাকে,—খাবার সামগ্রী বেশী খেতে পারে না,—পালিয়ে গেলেও অন্য জায়গায় ভাল চাক্‌রী পায় না, পেটের দায়ে সেইখানেই পোড়ে থাকে! এটা কি জর্জ্জীয়ানার পক্ষে সামান্য উপকার? রোগাদাসীর পরিচর্য্যায় তিনি কি সামান্য সুখী? রোগা আবার কুৎসিত! এটা তিনি ভালবাসেন কেন? রোগার উপর কিসে তাঁর ভালবাসা?

এ ভালবাসারও কারণ আছে। কুৎসিত হোলে অন্য লোকে তাদের পানে বড় একটা চেয়ে দেখে না, পুরুষচাকরদের সঙ্গে হাসিমস্করাও চলে না! শরীরে শক্তি কম থাক্‌লে গলা তেড়ে চীৎকার কোত্তেও পারে না! যথাশক্তি আপনাদের কাজকর্ম্মেই দিবারাত্রি লিপ্ত হয়ে থাকে, কোনমতে কিছুমাত্র গোলযোগ হবার সম্ভাবনা থাকে না। দাসীচাকর যখন নিযুক্ত হয়, তখন অবশ্য সকলেই কিছু রোগা থাকে না, মনিবের অনুগ্রহে ক্রমে ক্রমে রোগা হয়ে পড়ে! গড়ন বিশ্রী না হোলেও খাবার কষ্টে যারা রোগা হয়, তারা অবশ্যই শ্রীভ্রষ্ট হয়ে যায়! এ সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদীসম্মত। এই সিদ্ধান্তই লেডী জর্জ্জীয়ানা ভালবাসেন।

এ বাড়ীতে কুটুম্বসাক্ষাতের গতিবিধি বড় কম। বন্ধুবান্ধবের গতিবিধিও অতি সাধারণ। কালেভদ্রে কথনো কথনো দুটী পাঁচটী বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণ হয়, তাতেও

কোনপ্রকার আড়ম্বর দেখা যায় না। ভারী ভারী মজ্‌লিস,—ভারী ভারী ভোজ,--ভারী ভারী সমারোহ, এ সকল অবশ্যই বহুব্যয়সাধ্য;—যত কম হয়, ততই ভাল! নীচতা আর কৃপণতা সেই সঙ্গে মানায় ভাল! তিবর্ত্তনদম্পতীর সন্তানাদি ছিল না। তবে যে তাঁরা কি মৎলবে টাকা জমাবার জন্য লাঠালাঠি মারামারি করেন, সেটা নিরূপণ করা বড় শক্ত কথা। খরচপত্রের কথায় স্ত্রীপুরুষে প্রায়ই ঝগড়া হয়! দক্ষিণা কেবল মেমসাহেবের পক্ষ হয়েই দম্পতীকলহে মন্দ মন্দ বাতাস দেয়! অথচ যেন মনে মনে ইচ্ছা আছে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্ত্তা যেন তার উপরে না চোটে যান! লেডী জর্জ্জীয়ানা একজন সহচরী রেখেছেন, এটাও বড় আশ্চর্য্য কথা! মিতব্যয়শাস্ত্রে সহচরী রাখাও একটা বিলাসের মধ্যে গণ্য। কৃপণের নিকেতনে কেন যে এ বিলাসের সামগ্রী বিদ্যমান, যদি কেহ এ তর্ক তুলেন, তাহারও সুন্দর মীমাংসা আছে। লেডী জর্জ্জীয়ানা অত্যন্ত খোসামোদ ভালবাসেন, অবশ্যই তাঁর খোসামোদ করবার এক জন লোক চাই। রাগের কথা সহ্য করবারও এক জন লোক চাই। তিনি সর্ব্বদাই আলাতপালাত বকেন, কথায় কথায় সায় দিয়ে দিয়ে একমনে সেগুলি শ্রবণ করবারও লোক চাই! কোন্ মহাকুলে তাঁর জন্ম, পূর্ব্ব পুরুষের নাম থেকে তাঁর নাম পর্য্যন্ত সমস্ত কুলুচীটী তাঁর মনে আছে, সেই কুলুচীটী যখন তিনি গান করেন, অসম্ভব ধৈর্য্য ধারণ কোরে সেগুলি শ্রবণ করবারও উপযুক্ত শ্রোতা চাই। স্বামীর সঙ্গে কোন্দলের সময় প্রাণপণে সহায় হয়, এমন একটী সহচরীও অবশ্য চাই! জর্জ্জীয়ানার সন্তানসন্ততি হয় নাই। স্ত্রীজাতি যতই খিট্‌খিটে হোক্, যতই দুর্ভাগ্যবতী হোক্, স্ত্রীজাতির কোন একটী ভালবাস্‌বার বস্তু চাই। লেডী জর্জ্জীয়ানার ভালবাসার বস্তু কি আছে?--সেই দুটী বড় বড় ফরাসী কুকুর! সেই দুটী কুকুরের উপরেই তার সমস্ত স্নেহমমতা সমভাবে সমর্পিত। কুঞ্জনিকেতনে যতগুলি সজীব পদার্থ চরে, সবাকার মধ্যে ঐ কুকুরদুটীই দস্তুরমত আদর পায়। সেই কুকুরদুটীই কেবল স্নেহযত্নে খুব মোটাসোটা। তারাই কেবল কুঞ্জবিলাসিনীর ইচ্ছামত রোগা নয়!

আমার উর্দ্দী প্রস্তুত হয়ে এলো। উৎসাহ নাই, তথাপি কতক উৎসাহে আমি সেই নূতন উর্দ্দী পরিধান কোল্লেম। নূতনবেশ ধারণ কোরেই অপর চাকরদের দেখাতে গেলেম। প্রথমেই আমার রবার্টের সঙ্গে দেখা হলো। মনে কোরেছিলেম, রবার্ট আমার পোষাক দেখে খুসী হবে, কিন্তু আমার সে আশায় বিপরীত ফল হলো। একটীবারমাত্র চেয়ে দেখেই রবার্ট কেমন একপ্রকার মুখ বাঁকালে। মুখে যেন দুরন্ত হিংসার আগুন জ্বোলে উঠ্‌লো! নিজের জীর্ণশীর্ণ ময়লা কাপড়ের দিকে বার বার চেয়ে দেখ্‌লে। নিশ্বাস ফেল্লে, নিজের অভ্যাসমত অর্দ্ধগর্জ্জন অর্দ্ধ ঘড়্‌ঘড়্ শব্দে যেন কতই দুঃখ প্রকাশ কোল্লে। আমি লজ্জিত হোলেম। মনে বুঝ্‌লেম, জুন রবার্ট পরশ্রীকাতর! বিষাক্ত হিংসার ধর্ম্মই এই রকম!

আমার চাকরী হয়েছে। প্রায় একমাস আমি নূতনবাড়ীতে চাকরী কোচ্চি। একদিন দৈবাৎ কোন সামান্য অনুরোধে গৃহিণীর বস্‌বার ঘরে আমি প্রবেশ কোরেছি,

দেখি, কুমারী দক্ষিণা একাকিনী সেইখানে বোসে কি একটা শেলাই কোচ্চে। আমি প্রবেশ কর্‌বামাত্রেই দক্ষিণা আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। নিত্য নিত্য যে রকমে দেখে, সে রকম দেখা নয়, সে চাউনিতে আমি যেন কোনরকম নূতন ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম। মনে একটা কেমন গোলমাল লেগে গেল। প্রথম দিনেই বোলেছি, দক্ষিণা কুরূপা, কিন্তু সেদিন যেন সেই রকম চাউনিতে দক্ষিণাকে আমার চক্ষে ভয়ানক বিশ্রী দেখাতে লাগ্‌লো। চক্ষু দেখে বুঝ্‌লেম, দক্ষিণার ইচ্ছাও কুরূপা!

দক্ষিণা কথা কইলে। একটু যেন আত্মীয়তা জানিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে ধীরে ধীরে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "জোসেফ! এ বাড়ীতে তুমি বেশ সুখে আছ? এইখানেই তুমি থাক। আমি তোমার দিকে আছি। আমার তুল্য হিতকারিণী এ বাড়ীতে তোমার আর কেহই নাই! কর্ত্তাগিন্নী দুজনেই বড় রাগী। যাতে তুমি বকুনি না খাও, তিরস্কার সহ্য না কর, সে পক্ষে আমি বিশেষ যত্ন কোর্‌বো। তুমি এখানে বেশ সুখে থাক্‌বে। এইখানেই তুমি থাক!"

আমি উত্তর কোল্লেম, "তোমার কাছে আমি বড়ই বাধিত আছি।"—উত্তর ত কোল্লেম এই রকম, কিন্তু কেন যে দক্ষিণা হঠাৎ আমারে ঐ রকম কথা বোল্লে, সেটা কিছু অনুধাবন কোত্তে পাল্লেম না। দক্ষিণা আমার হিতকারিণী,—দক্ষিণা আমার হিতাকাঙ্ক্ষা করুক, স্বপ্নেও একদিনও আমি এমন আশা করি নাই। অযাচিত হয়েই দক্ষিণা আমার উপকার কোত্তে স্বীকার কোল্লে। মর্ম্ম কিছু খুঁজে পেলেম না।

কিঞ্চিৎ লজ্জাবনতবদনে দক্ষিণা আবার বোলে উঠ্‌লো, "যারা যারা ভালবাস্‌তে জানে, তারা সকলেই তোমারে ভালবাসে। কিন্তু জোসেফ! দেখ দেখি, তোমার গলাবন্ধটা তুমি কেমন বিশ্রী কোরে বেঁধেছ! জর্জ্জীয়ানা যদি এ রকমটা দেখ্‌তেন, চাসার মতন সেজেছ বোলে তোমারে কতই ভর্ৎসনা কোত্তেন!—ভাগ্যে ভাগ্যে আমার চক্ষে পোড়েছ! এসো আমার কাছে সোরে!—এসো, আমি ভাল কোরে বেঁধে দিচ্চি! হুঁঃ! বাঁধ্‌তেও জানো না?"

আমি অম্‌নি তাড়াতাড়ি বোল্লেম, "যা আছে, এই ভাল, আর ভাল কোরে—"

"না না না, তা হবে না, বড়ই বিশ্রী দেখাচ্চে!"—উৎকণ্ঠিতবদনে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আপনার হাতের কাজ ফেলে, দক্ষিণা আমার কাছে ছুটে এলো। তার হাতদুখানা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। আমার মুখের কাছে হাত আন্‌লে। ক্রমশই যেন তার লজ্জা বাড়তে লাগ্‌লো। কম্পিতহস্তেই আমার গলাবন্ধটী সোরিয়ে সোরিয়ে বেঁধে দিলে। দিয়েই যেন কতই আহ্লাদে—আদর কোরে আমার গাল চাপ্‌ড়ে দিলে! কেমন এক রকম নূতন সুরেই বোল্লে, "জোসেফ! তুমি দিব্বি ছেলে! দিব্বি সুন্দর ছেলেটী! দেখ্‌লেই ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে!, চমৎকার রূপ তোমার! আর আমি—"

হঠাৎ আমার মুখ যেন আরক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। আরক্তনয়নেই দক্ষিণার পানে চাইলেম। দুষ্টবুদ্ধি বুঝ্‌তে পাল্লেম। তৎক্ষণাৎ অম্‌নি চঞ্চলপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেম।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No 44 MANICKTALA STREET, CALCUTTA

কটাক্ষপাতেই জান্‌লেম, দক্ষিণার মুখে রক্তচলাচলটা যেন বন্ধ হয়ে গেল।—রাগে যেন ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। বুঝ্‌তে পাল্লেম, সেইদিন থেকেই শ্রীমতি দক্ষিণা আমার জাতশত্রু হয়ে থাক্‌লো।

আরও দুইমাস অতীত। বড়দিনের উৎসব সমাগত। চাকরদের ঘরে আমি শুন্‌লেম, লেডী জর্জ্জীয়ানার একটী ছোট ভগ্নী আস্‌বেন, সেই জন্যই ভাল কোরে ঘর-বাড়ী সাজাবার হুকুম জাহির হয়েছে। গৃহকর্ত্তা তিবর্ত্তন তত কৃপণ,—তত নীচ, টাকাই তাঁর সর্ব্বস্ব, অধীনস্থ লোকের উপর অর্থের মায়ায় দুর্ব্যবহার করা তাঁর অভ্যাস, তথাপি একটী বিষয়ে তাঁর কিছু অনুরাগ দেখা গেল। বড় বড় পরিবারের সঙ্গে কুটুম্বিতা রাখা,—ঘনিষ্ঠতা রাখা, তিনি সর্ব্বদাই মহাগৌরবের কার্য্য মনে কোত্তেন। পত্নীটী তাঁর বড়ঘরের মেয়ে। একজন মহামান্য আর্ল ঐ লেডী জর্জ্জীয়ানার পিতা। পিতার দুই বিবাহ। দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে যে কন্যাটীর জন্ম, সেইটীই জর্জ্জীয়ানার ছোট ভগ্নী। জননী পৃথক্ পৃথক্, পিতা এক। ভগ্নীর নাম কালিন্দী। বড়ঘরের মেয়ে বোলে লোকে তাঁরে লেডী কালিন্দী বোলে সমাদর করে। লেডী কালিন্দীকে বাড়ীতে এনে সকলকে দেখান,—বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা আছে, সকলে দেখে, কেবল এইটীমাত্রই তিবর্ত্তনের অভিলাষ!—কেবল এইমাত্র অভিলাষ নয়, নিজে যে বড়ঘরে বিবাহ কোরেছেন, সেই পত্নীর সম্পর্কে বড় বড় সাহেবেরা, বড় বড় মেমসাহেবেরা কুঞ্জনিকেতনে উপস্থিত হন, এইটীই তাঁর মহাগৌরব;—এইটীই তাঁর একান্ত অভিলাষ। এই অভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য অনেকদিন অন্তর মাঝে মাঝে বাড়ীতে এক এক মজ্‌লিস করা হয়। বড়দিন উপলক্ষে দুদিন সেই রকম মজ্‌লিস হবে।—নাচ হবে,—ভোজ হবে,—রোসনাই হবে। চাকরেরা সকলেই ব্যস্ত হয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। লেডী কালিন্দী যে ঘরে বাস কোর্‌বেন, সেই ঘরের জন্য নূতন নূতন বিছানাপত্র খরিদ করা হলো, সমস্ত ঘর পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন কোরে যথাসম্ভব দস্তুরমত সাজানো হলো। দেখে শুনে আমি বড় খুসী হোলেম। এ নিবাসে প্রবেশ কোরে অবধি ক্রমাগত কেবল একঘেয়ে রকমেই কাল কাটাচ্চি। এইবার একটু হাসিখুসী আস্‌বে, সেই উৎসাহেই আমি প্রফুল্ল! অন্য অন্য দাসীচাকরেরাও সম্ভবমত প্রফুল্ল। সকলের চেয়ে বেশী প্রফুল্ল জন রবার্ট। সেই লোকটীর মুখে একদিনও হাসি দেখা যায় না, কিন্তু এই উৎসব উপলক্ষে রবার্টের মুখে হাসি এলো। অদৃষ্টও একটু প্রসন্ন হলো। কর্ত্তার হুকুম হয়েছে, রবার্টের জন্য নূতন পোষাক প্রস্তুত হবে। দরজী এসেছিল, গায়ের মাপ নিয়ে চোলে গেছে, শীঘ্রই প্রস্তুত কোরে এনে দিবে। আমি স্থির কোল্লেম, অন্য কারণে যত না হোক্, নূতন পোষাকের আহ্লাদেই রবার্টের মুখে নূতন হাসি!

যেদিন কালিন্দীসুন্দরীর উপস্থিত হবার কথা, সেই দিনটী সমাগত। পাচিকার মুখে আর হাসি ধরে না। ভাল ভাল রাজভোগ রন্ধনসামগ্রীর আয়োজন, ভাল ভাল মদিরার আমদানী! চাকরেরা পর্য্যন্ত সেদিন ভাল সামগ্রী খেতে পাবে, সেই আহ্লাদেই পাচিকাটী

আমোদানী। অপর চাকরেরাও ভাল ভাল জিনিসের নামে ভারী আহ্লাদিত! খেতে না পেয়ে রোগা হয়ে গেছে, পেটভরে খেতে পাবে,এটা কি সামান্য আহ্লাদ?

লেডী কালিন্দী পূর্ব্বে আর কখনো এই কুঞ্জনিকেতনে পদার্পণ করেন নাই; সুতরাং তাঁর চেহারা কেমন, সুশ্রী কি কুশ্রী,—রাগী কি ঠাণ্ডা, ভগ্নীর স্বভাব আর তাঁর স্বভাব একরকম কি ভিন্ন রকম, দাসীচাকরেরা কেহই তা জানে না।—বয়স কত, তা পর্য্যন্ত জানে না। কেবল এইটুকু জানে,—এইটুকুমাত্র শুনেছে, লেডী কালিন্দী আমাদের লেডী জর্জ্জীয়ানার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।

রূপ, গুণ, প্রকৃতি, এ সকল তত্ত্ব জানবার জন্য কাহাকেও আমি ব্যগ্র দেখ্‌লেম না। কেহই সে সব তত্ত্ব জানবার জন্য কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ কোল্লে না। আমি কিন্তু মনে মনে বড়ই কৌতূহলী হোলেম। কুঞ্জনিবাসে যেরূপ অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখ্‌ছি, লেডী কালিন্দী যদি ভদ্রপ্রকৃতির মহিলা হন, তা হোলে হয় ত এ সকল অসন্তোষের কারণ দূর হোতে পারে। তিনি যদি এ বাড়ীতে বেশীদিন থাকেন, তা হোলে হয় ত নিত্য নিত্যই নূতন নূতন উৎসব চোল্‌তে পারে।—পারে কি না পারে, ভগবান্ জানেন, এই কুঞ্জনিবাসে প্রবেশ কোরে তিনমাসকাল আমি কিন্তু নিতান্তই মনমরা হয়ে রয়েছি। একটা কিছু পরিবর্ত্তন না হোলে স্ফূর্ত্তি আস্‌বে না,—প্রফুল্লতা আস্‌বে না,—তেজস্বিতাও রক্ষা হবে না, সেই ভাবনাই আমার বড়। সেই কারণেই লেডী কালিন্দীর আগমনপথ প্রতীক্ষা কোরে থাক্‌লেম।

বেশীক্ষণ আর প্রতীক্ষা কোত্তে হলো না। অপরাহ্নে একখানি ডাকগাড়ী এসে সদর দরজায় দাঁড়ালো। রবার্ট আর আমি তৎক্ষণাৎ গাড়ীর কাছে ছুটে গেলেম। কর্ত্তা, গৃহিণী, আর দক্ষিণা, তিনজনেই সেইখানে এসে উপস্থিত হোলেন। উত্তম পোষাকপরা দিব্যসুন্দরী একটী সহচরী সেই গাড়ী থেকে নাম্‌লো। বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর। সঙ্গে সঙ্গেই বেশভূষাপরা লেডী কালিন্দী। কটাক্ষপাতমাত্রেই আমি দেখ্‌লেম, মুখখানি পরম সুন্দর। চেহারাতেও পরম সুন্দরী স্থির কোল্লেম। লেডী জর্জ্জীয়ানা দ্রুতগতি নিকটবর্ত্তিনী হয়ে সস্নেহে সেই পরমসুন্দরী ভগিনীটিকে আলিঙ্গন কোল্লেন। গৃহস্বামীও সেই পরমসুন্দরীর হস্তধারণ কোল্লেন। দক্ষিণার সঙ্গেও পাণিমর্দ্দন বিনিময় হলো। সকলেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন।

যথাসময়ে ভোজনের আয়োজন হলো। আমি সর্ব্বক্ষণ ভোজনাগারে উপস্থিত থাক্‌লেম। সেই সময়েই কালিন্দীর রূপখানি আমার ভাল কোরে আলোচনা করা হলো। যথার্থই পরমসুন্দরী। কোন অঙ্গেই কিছু খুঁত পেলেম না। আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির ...চয় পেতেও বাকী থাক্‌লো না। যেখানে আকৃতি ভাল, সেখানে প্রকৃতিও ভাল, এটী ...নবসংসারের সাধারণ নিয়ম। কালিন্দীতে যতটুকু আমি দেখ্‌লেম, ততটুকুতেই ...কৃতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল।

...লিন্দীর সহচরীর নাম শার্লোটী। সহচরীটী দেখ্‌তেও যেমন রূপবতী, লক্ষণে বোধ

হলো, সেইপ্রকার বুদ্ধিমতী। হাসিখেলা খুব ভালবাসে। কিন্তু সে সকল হাসিখুসীতে কোনপ্রকার মন্দভাবের ছন্দাংশও থাকে না। গল্পের ছটায় বিমর্ষ লোককেও হাসিয়ে তুলতে শার্লোটীর বিলক্ষণ নৈপুণ্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি শার্লোটীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেম। সাহস কোরে শার্লোটীর সঙ্গে খুব সরলভাবেই আমি অনেক কথাবার্ত্তা কইলেম। রবার্টের সঙ্গে শার্লোটীর নানাপ্রকার পরিহাসের কথা চোল্লো। তত বিষণ্ণ লোকেরা সহসাই যেন কতই প্রসন্ন !

অনুমানে আমি বুঝ্লেম, মানুষের বিমর্ষবদন দর্শন করা শার্লোটীর পক্ষে কষ্টকর। কুঞ্জগৃহের দাসীচাকরকে বিমর্ষ দেখে শার্লোটী একটু দুঃখিত হয়ে বোল্লে, "তোমরা সব এমন কোরে থাক কেন ? হাসিখুসী কর ! আমোদ আহ্লাদ কর ! এসব কি ?—এ কি ? একটীমাত্র বাতী ? ছি ছি ছি ! আমি এমন অন্ধকারে বোস্‌তে পারি না। যাও, আর একটা আনো ! ওঃ ! তোমাদের কর্ত্রী বুঝি দুটো বাতী জ্বাল্‌তে হুকুম দেন না ? অ্যা !—আচ্ছা, আচ্ছা, আমরাই সব ঠিকঠিক বন্দোবস্ত কোচ্চি। যত কিছু দোষ পড়ে, সব দোষ তোমরা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিও ! লেডী কালিন্দী সকল দিক্ রক্ষা কোরবেন। এ কি ? পাঁচছজনের জন্য দু চাম্‌চে চা ? কি আশ্চর্য্য ! সকল বিষয়েই আমি বেবন্দোবস্ত দেখ্‌ছি ! সমস্তই আমরা ঠিকঠাক কোরে দিচ্চি !"

কথার ভাবে বুঝা গেল, শার্লোটী কেবল মুখে মুখেই বড়াই করে না,—মুখেও যা বলে, কাজেও তা দেখায়। একটা বাতী জ্বোল্‌ছিল, শার্লোটী তৎক্ষণাৎ আর একটা জেলে দিলে। যতটুকু চা মজুত ছিল; একপাত্রেই ঢেলে দিলে। তিনদিনের সামগ্রী এক মুহূর্ত্তের মধ্যে একবারেই শেষ হয়ে গেল ! দেখে দেখে আমি যে কতই সুখী হোচ্চি, তা আর বোল্‌তে পারি না।—খুসীও হোচ্চি, বুঝ্‌তেও পাচ্চি। তিবর্ত্তনপরিবার কেমন প্রকৃতির লোক, অল্পক্ষণের মধ্যেই শার্লোটী সেটী বুঝে নিলে। পরিবারের প্রকৃতির দোষেই দাসীচাকরের তত দুরবস্থা !

চঞ্চলনয়নে চারিদিকে চেয়ে শার্লোটী আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ভয় পাচ্চো কেন ? ভয় পেয়ো না। আমি ত বোলে রেখেছি, সব দোষ আমার উপর দিও ! আমার কথায় বিশ্বাস কর ! তোমাদের লেডী জর্জ্জীয়ানা আমার সঙ্গে মুখামুখি কোন্দল কোত্তে পারবেন না;—ততদূর ছোট নজরও দেখাতে পারবেন না। আঃ ! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, সবটুকু বুঝি খরচ হয়ে গেছে ? তাই জন্য বুঝি তোমরা ভাব্‌ছো ? ভাবনা কি ? আবার এখনি কিনে আনাব,—ফুরুলেই আনাব ! ভয় কি ? শীঘ্রই আমি এক্‌ষ্টার নগরে যাব, সেখানে যা যা দেখবার আছে, দেখে আস্‌বো। সত্য সত্যই এঘরটা কেমন এক রকম স্যাঁৎসেঁতে —অপরিষ্কার ! এত শীত, কিছুমাত্র আগুন নাই !"—সকলকে এই কথা বোলে আমার দিকে চেয়ে শার্লোটী হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "তোমাকে ত বেশ চালাক চালাক দেখ্‌ছি ! বোধ হোচ্চে, তোমার মনে বিলক্ষণ তেজ আছে ! তুমি এক কাজ কর ত ছোক্‌রা ! এসো ! খুব ভাল কোরে আগুন জ্বালো ! খুব বড় একখানা গুঁড়িকাঠ ধোরিয়ে

দেও! আগুনের কুণ্ড জ্বেলে ফেল! ছি ছি ছি! এত ছোট নজর! তা আমি জান্তেম না! কোরে চোখে দেখে? জ্বালো আগুন!"

তৎক্ষণাৎ আমি সে উপদেশ পালন কোল্লেম। আগুনটা এত জোরে জ্বোলে উঠ্‌লো যে, কুঞ্জনিকেতনে তেমন উত্তাপ বোধ হয় কেহ কখনো অনুভব করে নাই! ঘরটা পর্য্যন্ত গরম হয়ে উঠ্‌লো। দাসীচাকরেরা কিছুই বোল্লে না। শার্লোটীর যা ইচ্ছা, তাই করুক, সকলে তাতে সুখী ভিন্ন অসুখী নয়; এই ভেবে সকলেই মুখ বুজে রইলো। -সকলের মুখেই যেন ক্ষণকালের জন্য প্রফুল্লতা খেলা কোল্লে। এই সময় আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, যে সময় উপাসনাগৃহে ঘণ্টাধ্বনি হবে, শার্লোটী আমাদের সঙ্গে সেখানে যাবে কি না? সন্দেহ হলো। তখনি আবার সে সন্দেহটা দূর হয়ে গেল।

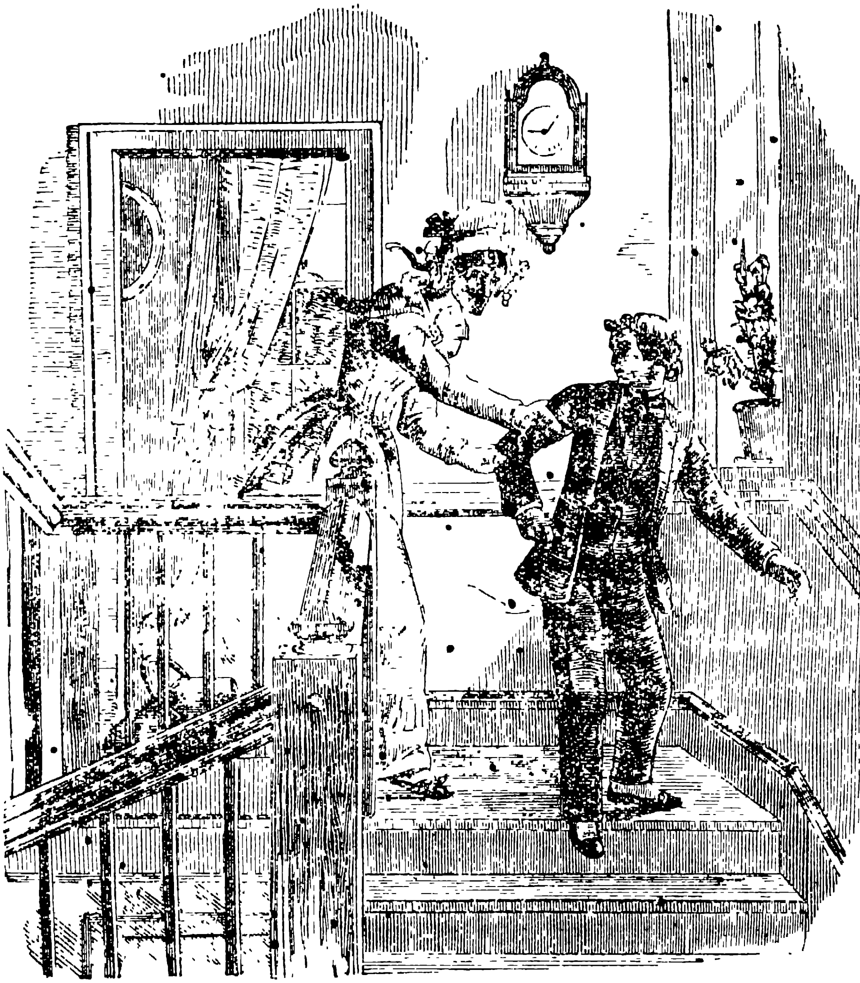
কোন একটা বিশেষ কাজের অনুরোধে একবার আমি গৃহিণীর গৃহে প্রবেশ কোল্লেম। যখন বেরিয়ে আসি, সেই সময় দক্ষিণাও আমার সঙ্গে সঙ্গে এলো। সেই গলাবন্ধ বেঁধে দিবার দিন থেকে দক্ষিণা যখন তখন আমার প্রতি কুটিলনয়নে দৃষ্টিপাত করে! একটু কিছু ছিলা পেলেই গৃহিণীর কাছে ঠক্ লাগিয়ে আমারে তিরস্কার খাওয়াবে, তারই পন্থায় ফিচ্চে! আমিও তার উপর আর বড় একটা সরলভাব দেখাই না।—দেখাই না বটে, কিন্তু তার কোন দোষের কথাও উল্লেখ করি না। কিন্তু মনে মনে অতীস্ত ঘৃণা জন্মেছে। দক্ষিণা যখন আমার পেছু নিলে, তখন আমি তাড়াতাড়ি ছুটে পালাতে লাগ্‌লেম। বিকটভঙ্গীতে বিকটস্বরে দক্ষিণা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোলে উঠ্‌লো, "পালাচ্চো কেন? শুনে যাও! হেথা এসো! কি মনে কোরে ছুটে পালাচ্চো? তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

আমি ফিরে দাঁড়ালেম। কিন্তু একটী কথাও বোল্লেম না। হিংসাপূর্ণ কুটিলনেত্রে দক্ষিণা আমার মুখপানে চেয়ে রইলো। বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, আমার গায়ের উপর লাফিয়ে পোড়ে নখাঘাতে আমার মুখখানা আঁচ্‌ড়ে আঁচড়ে রক্তপাত কোরে দেয়, সেই রকম ইচ্ছা!

সেই রকমে বট্‌মট্ কোরে চেয়ে চেয়ে দক্ষিণা আরও বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ফের যদি তুমি আমাকে দেখে,—আমি তোমার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছি, কিছু যেন বোল্‌বো বোলবো ইচ্ছা কোচ্চি, তাই দেখে যদি তুমি ফের এম্‌নি কোরে ছুটে পালাও, উচিতমত প্রতিফল পাবে!—সাবধান!"

আমি কিছুই উত্তর কোল্লেম না। ঘৃণায় আমার ওষ্ঠপুট সঙ্কুচিত হোতে লাগ্‌লো। দেখে দেখে রাগে যেন দক্ষিণার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্‌লো। ঠোঁট দুখানা শাদা হয়ে গেল! সেই রাগের ঝোঁকে বোল্‌তে লাগ্‌লো,' লেডী জর্জ্জীয়ানার হুকুম! তিনি বোলে দিলেন, লেডী কালিন্দী যতদিন এ বাড়ীতে থাক্‌বেন, দাসীচাকরেরা ততদিন প্রার্থনার সময় প্রার্থনাগৃহে আস্‌বে না। নিয়মিতসময়ে তাদের নিজের ঘরেই জন রবার্ট উপাসনা শুনাবে। বুঝ্‌তে পেরেছ? সকলকে এখন এই হুকুমটী জানাবে কি না? বল এখনো!

জানাবে কি না ? যদি না জানাও,—জানাতে যদি ইচ্ছা না থাকে, বল!—স্পষ্ট কোরে বল! এখনি আমি তোমার মনিবকে এ কথা জানাবো ! কর্ত্রীকেও বোলে দিব!" এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই দক্ষিণা আবার আমার চক্ষের উপর হিংসাদৃষ্টি বর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লো। আমি বুঝ্‌লেম, অস্বীকার কোল্লেই সে খুসী হয়। তা হোলেই কর্ত্তাগিন্নীর কাছে ছুটে গিয়ে নানারকমে আমার দোষ কীর্ত্তন করে! আমার কিছু মন্দ হোলেই দক্ষিণার খুব আনন্দ বাড়ে!



ভাব আমি বুঝলেম। ঔদাস্যভাবেই ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম, "লেডী জর্জ্জীয়ানা কি হুকুম পাঠিয়েছেন, তোমার মুখে সেইটী শোন্‌বার জন্যই এতক্ষণ আমি চুপ কোরে ছিলেম। অস্বীকার কোর্‌বো কেন ? যেমন যেমন শুন্‌লেম, সকলকেই আমি এই রকম হুকুম জানাবো।—অবশ্যই জানাবো।"

দক্ষিণা বোল্লে, "সকল কাজেই তুই ছোঁড়া অবাধ্য! আগে ভেবেছিলেম ভাল, এখন দেখি, কাঠগোঁয়ার!—তোরে আমি হাড়ে হাড়ে ঘৃণা করি!"

আমারও ভারী ঘৃণা হলো। ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিও এলো। কিছুতেই সে হাসি সম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না। সে সময়টায় আমি বড়ই উত্তেজিত হয়েছিলেম। দক্ষিণা আমার সঙ্গে ঐরকমে কথা কয়,—ঘৃণা জানায়,—ঈর্ষ্যা জানায়,—অহঙ্কার জানায়, সেটা আমি আর সহ্য কোত্তে পাল্লেম না। ঐ সব কথা শোন্‌বার জন্য সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তেও ইচ্ছা হলো না; তাড়াতাড়ি প্রস্থান কোল্লেম। সিঁড়ি পর্য্যন্ত ছুটে গেছি, দক্ষিণাও আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো। ছুটে এসেই আমার একখানা হাত ধোরে টানাটানি আরম্ভ কোল্লে! তার অঙ্গুলীগুলো যেন লোহার মত শক্ত! আমার হাতের মাংসের উপর যেন লোহার বাঁধন পোড়্‌লো! শীঘ্র আমি ছাড়াতে পাল্লেম না! মাগীটা আবার চিবিয়ে চিবিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "হাঁ হাঁ হাঁ! আমি তোরে ঘৃণা করি! অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি! আমি তোরে ভালবাস্‌তে পাত্তেম,—তোরে ভালবাস্‌বার জন্যে আমি পাগলিনী হোতে পাত্তেম, তোর ভালর জন্যে আমি সব কাজ কোত্তে পাত্তেম,—কিন্তু—কিন্তু—আমি তোরে ঘৃণা করি!—প্রতিশোধ!—স্ত্রীজাতির হৃদয়ের বেদনার প্রতিশোধ!—জানিস্ তুই! আমি তোর চিরশত্রু হয়ে থাক্‌লেম! দেখ্‌বো! দেখ্‌বো!—দেখ্‌বো!"

কিছুতেই আমার ভয় হলো না। কথাগুলো শুনে আশ্চর্য্য জ্ঞান হলো, কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভয় পেলেম না। দক্ষিণা ফিরে গেল। আমারও ইচ্ছা হলো, আমার সঙ্গী চাকরদের কাছে ঐ সব কথা বোলে দিই, কিন্তু সে ইচ্ছাটা তখন দমন কোল্লেম। বিবেচনা কোল্লেম, তত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা ভাল নয়। চেপে গেলেম। দক্ষিণা আমারে ভালবাস্‌তে পাত্তো, সেটা আমার পক্ষে কিছু গৌরবের কথা নয়। তাদৃশী পিশাচীকে ভালবাসা কদাচই আমার পক্ষে শ্লাঘার পরিচয় নয়। সে ইচ্ছাও আমার ছিল না,—ভ্রমেও না! দক্ষিণা আমারে ঘৃণা করে!—কোল্লেই বা!—তাতেই বা আমার ভয় কি? কাজ কোর্‌বো, থাক্‌বো, বেতন পাব;—দক্ষিণাকে ভয় কোর্‌বো কেন?—যে যে কাজের ভার আমার উপর, সাধ্যমত শ্রমে, সাধ্যমত যত্নে, সে সকল কাজ আমি নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ করি, কিছুই ত্রুটি করি না। সেইদিন থেকে আরো বরং আমি সঙ্কল্প কোল্লেম, আরও বেশী যত্ন দেখাবো, আরো বেশী সাবধান হয়ে চোল্‌বো। তবুও যদি দক্ষিণার ঠকামো শুনে এরা আমারে তাড়িয়ে দেয়, এখানে যদি আমি চাক্‌রী না পাই, তাতেই বা আমার ভাবনা কি? লর্ড রাবণহিলের দেওয়ানজীর দেওয়া সার্টিফিকেট রাখি, সেইখানি দেখালেই অন্য স্থানে চাক্‌রী পাব। এই সকল বিবেচনা কোরেই আমি চুপ কোরে থাক্‌লেম। দক্ষিণার দুষ্টবুদ্ধির কথা কাহারও কাছে প্রকাশ কোল্লেম না। চাকরদের ঘরে প্রবেশ কোরে কেবল লেডী জর্জ্জীয়ানার সেই নূতন ধরণের হুকুমটী দস্তুরমত সকলকে জানিয়ে দিলেম।

রবার্টের মুখে প্রার্থনা ; এই কথা শুনেই আমার পানে চেয়ে, মৃদুহেসে শার্লোটী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কতক্ষণ ধোরে প্রার্থনাটা হয় ?"

আমি উত্তর কর্বার অগ্রেই রবার্ট উত্তর কোল্লে, "প্রায় বিশ মিনিট।"

বিস্মিতকণ্ঠে শার্লোটী বোলে উঠ্লো, "না বাপু ! ওসব আমার কাজ নয়। আমি এখানে বোস্বো না ! বুঝ্লে কি না জন রবার্ট ? বিশ মিনিট !—দীর্ঘ—দীর্ঘ—বিশ মিনিট ! ততক্ষণ স্থির হয়ে বোসে তোমার মুখে প্রার্থনা শ্রবণ করা আমার কর্ম্ম নয় ! তোমার সহজ সহজ কথা শুনেই আমার ভয় হয় ! স্বর যেন মরামানুষের কবর ফুঁড়ে জীবন্তমানুষের কাণে ভূতের ভয় ছুটিয়ে এনে দেয় ! সে রকম প্রার্থনা শোনা আমার কর্ম্ম নয় ! আমি ঘরে বোসেই ভগবানের স্তোত্র পাঠ করি। মনে যেমন উদয় হয়, সেই রকমেই প্রর্থনা করি। অত শত গণ্ডগোল আমি বুঝি না !"

তিরস্কারের ধরণে রবার্ট যেন কিছু গোলযোগের কথা আরম্ভ কোল্লে। শার্লোটী সে কথাটা ঠাট্টা কোরেই উড়িয়ে দিলে। কাজেকাজেই রবার্ট তখন চুপ কোরে গেল। সকলেই আমরা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ধারে ধারে বোসে নানারকম গল্প জুড়ে দিলেম। ক্রমশই রাত্রি হলো। নির্দ্দিষ্টসময়ে যে যার আমরা আপ্নার আপ্নার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম।

পরদিন প্রাতঃকালে শার্লোটী আমারে বোল্লে, এক্‌ষ্টার নগর দেখ্তে যাবে। আর কখনো সেখানে যায় নাই, একাকিনী যেতে রাজী নয়। লেডী জর্জ্জীয়ানার অনুমতি হয়েছে, বাড়ীর একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

এখন যায় কে ? পাচিকাকে সম্বোধন কোরে শার্লোটী বোল্লে, "তুমি ত যেতে পার না। তুমি গেলে এখানে কেহই খেতে পাবে না !"—লেডী জর্জ্জীয়ানার কিঙ্করীকে বোল্লে, "তুমিও ত যেতে পার্বে না ! কেননা, পচাপোষাক পর্বার সময় লেডী জর্জ্জীয়ানা অবশ্যই তোমাকে ডাক্বেন,—অবশ্যই তোমাকে দরকার হবে !"—রন্ধনশালার পরিচারিকাকে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "তোমার উপরে ত সকলঘরের কাজকর্ম্মের ভার ! দুখানি হাতে সব কার্য্যই তোমাকে নির্ব্বাহ কোত্তে হয় ! আমি ত বোধ করি, পূর্ণ সাত দিনের কাজ তুমি একদিনে সমাধা কোত্তে বাধ্য ! তোমারো ত আমার সঙ্গে যাওয়া চোল্বে না। আর তুমি,—জন রবার্ট ! তোমার মুখের চেহারা দেখেই আমি বুঝ্তে পাচ্ছি, তুমি যাবে না ! সর্ব্বক্ষণ তুমি ভাবনাযুক্ত, সর্ব্বক্ষণ তুমি বিমর্ষ ! তোমাকে ত আমি কিছুতেই পাব না !"

এইবার আমার পালা। প্রফুল্লবদনে আমার মুখপানে চেয়ে ফুল্লমুখী শার্লোটী একটু হেসে হেসে বোল্লে, "জোসেফ ! তুমিই আমার ভ্রমণের সহচর ! তোমার তুল্য সহচর এখানে আর কাহাকেও পাব না, সেটী আমি নিশ্চয় বুঝেছি। তুমিই চল ! মিঠাইকরের দোকানে তোমারে আমি খুব পেটভোরে জল খাওয়াব ! চল ! সত্বর হও ! খুব ভাল কাপড় পোরে এসো। শীঘ্র চল !"

খুব খুসী হয়েই আমি রাজী হোলেম। শার্লোটীর কল্যাণেই একদিন ছুটী পেলেম। পরিষ্কার পোষাক পোরে প্রস্তুত হয়ে নেমে এলেম। এসে দেখি, শার্লোটীও প্রস্তুত। শার্লোটীর পরিধানবস্ত্রগুলি অতি সুন্দর! সমস্তই পরিষ্কার!—সমস্তই চক্ষের প্রীতিকর! আমি দেখ্‌লেম, সে পোষাকে শার্লোটীকে যেন কতই সুন্দরী দেখাচ্ছে!

যাবার সময় সকলের দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে শার্লোটী বোলে গেল, "তোমাদের জন্যে চা আন্‌বো অঙ্গীকার কোরে রেখেছি, তা আমি ভুল্‌বো না!"

আমরা বেরুলেম। যেতে যেতে শার্লোটী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "ছুটী ত পেলেম, এখন কি রকমে যাওয়া যায়? আমি শুনেছি, এক্‌টার এখান থেকে তিন মাইল দূর। আমি কিন্তু বেশী দূর চোল্‌তে পারি না। তবে কি না, আকাশটী বেশ খোলসা আছে, রোদ্রের তেজও কম, চেষ্টা কোরে দেখা যাক্। বোধ হোচ্চে যেন, হেঁটে গেলেও যেতে পার্‌বো।"

আমি বোল্লেম, "তাই ভাল।"—কেন বোল্লেম তাই ভাল, সেটা আমার দোষ নয়। আমি জেনেছি, দিনের বেলা সে সময়টায় সে রাস্তায় কোনরকম গাড়ী-ঘোড়ার সুবিধা হয় না, কাজেই পদব্রজে যাওয়া স্থির হলো। শার্লোটী হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "হেঁটে হেঁটেই আমরা সহরে যাব! হাঁ, আর একটী কথা! লেডী কালিন্দীকে তুমি কি রকম বিবেচনা কর? তিনি কি একটী সুন্দরী কামিনী নন? দেখ জোসেফ! সুন্দরী তিনি! আমার চক্ষে ত অতুল সুন্দরী!—কেবল রূপে সুন্দরী নয়, রূপের অনুরূপ বিস্তর মহৎ গুণ আছে তাঁর শরীরে।"

আমি বোল্লেম, "আমারও তাই অনুমান হয়।"

গম্ভীরবদনে শার্লোটী বোল্লে, "অনুমান কেন, তাই ত ঠিক। সুন্দরীর মুখেই যেন সমস্ত গুণগুলি আঁকা আছে। আশ্চর্য্য! দুটী ভগ্নীতে কতই প্রভেদ দেখ! লেডী জর্জ্জীয়ানার যেমন চেহারা, তেমনি কদর্য্য অহঙ্কার! তাঁরে আমি পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই, তাঁর সঙ্গে এই আমার নূতন দেখা। লেডী জর্জ্জীয়ানা লর্ড মণ্ডবিলির কন্যা। জর্জ্জীয়ানার সঙ্গে তিবর্ত্তনের যখন বিবাহ হয়, তখন আমি সে বাড়ীতে চাক্‌রী কোত্তেম না। সে প্রায় আজ সাত আট বচ্ছরের কথা হলো। লেডী কালিন্দী তখন খুব ছেলেমানুষ।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কতদিন তুমি লেডী কালিন্দীর কাছে আছ?"

শার্লোটী বোল্লে, "প্রায় তিনবৎসর। লর্ড মণ্ডবিলি দুবার বিবাহ করেন, তা তুমি শুনেছ। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তিন কন্যা হয়। তার মধ্যে কালিন্দীই জ্যেষ্ঠা। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ছটী কন্যা আর দুটী পুত্রসন্তান জন্মে। বাড়ীতে তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ঝাঁক বেধে গিয়েছিল। ঝাঁকের পিতার সময় তখন বড় ভাল ছিল না। কাজেকাজেই কন্যাগুলি কিছু কিছু রোগা রোগা থাকে।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সমস্ত কন্যাগুলিই কি লেডী কালিন্দীর মত সুন্দরী?"

শার্লোটী উত্তর কোল্লে, "দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভের তিনটী পরমসুন্দরী, কিন্তু প্রথমপক্ষের ছটী কন্যার চেহারা বড় ভাল নয়। সকলের মধ্যে আবার লেডী জর্জ্জীয়ানা বেশী কদাকার !"—এই পর্য্যন্ত বোলেই মুখ মুচ্‌কে একটু হেসে শার্লোটী শেষকালে বোল্লে, "সঙ্গিনীটীও ঠিক জুটেছে ! জর্জ্জীয়ানা যেমন গৃহিণী, দক্ষিণাও তেম্‌নি সহচরী !—তুমি চোম্‌কে উঠ্‌লে কেন জোসেফ ?"

বাস্তবিক আমি চোম্‌কেছিলেম কি না, আমিই তা জানি না ! সুতরাং উত্তর কোল্লেম, "কি ? আমি কি চোম্‌কে উঠেছি ?—কৈ না ! আমার ত মনে পড়ে না ! আমি কিছু ও কথা————"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তবে সেটা কিছুই নয়। আমি কিছু হিংসাদ্বেষের কথা বোল্‌ছি না, ঘৃণার কথাও বোল্‌ছি না। তবে কি না, সহচরী দক্ষিণাকে আমি অতি অল্পই——তুমি কি এ কথায় বিশ্বাস কর ? আমি যখন উপর থেকে নেমে আস্‌ছিলেম,—এই আজ প্রাতঃকালের কথাই বোল্‌ছি,—কাপড় পোরে যখন আমি উপর থেকে নেমে আসি, সিঁড়িতে দক্ষিণার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমারে দেখেই কেমন ভঙ্গীতে দক্ষিণা বারকতক মাথা নাড়্‌লে, তা যদি তুমি দেখ্‌তে,—সে কথা আর কি বোল্‌বো, ভাব-ভঙ্গীতে দক্ষিণা যেন আমারে দেখালে, দক্ষিণাই যেন কোন রাজকন্যা, আমি যেন সামান্য একটা কিঙ্করীমাত্র ! আরও আমার বোধ হয়, তার নিজের পরিধান বস্ত্রাদি সমস্তই নোঙ্‌রা, আমি একজন সামান্য অনুচরী, আমার বস্ত্রগুলি খুব ভাল ভাল, তাই দেখেই হয় ত তার হিংসা হলো। আমি পাশ কাটিয়ে চোলে আস্‌ছিলেম, হঠাৎ দক্ষিণা আমারে বোল্লে, 'ওগো যুবতি ! আমাদের লেডী জর্জ্জীয়ানা বোলে দিলেন, আমাদের একজন চাকরকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পার।"—কথার ভিতরে"আমাদের," এই কথাটীর উপর দক্ষিণা এত জোর দিয়ে দিয়ে নিশ্বাস ফেল্লে, তাতে আমি স্পষ্ট বুঝ্‌লেম, দক্ষিণা মনে মনে জানে, দক্ষিণা আর লেডী জর্জ্জীয়ানা একই পদার্থ। দক্ষিণা আমায় আরও জিজ্ঞাসা কোল্লে, 'তোমার সঙ্গে কে যাবে ?' আমি উত্তর দিলেম, জোসেফ উইলমট।—সেবারেও দক্ষিণা আবার ঠিক সেই ভাবে মাথা নাড়্‌লে। আর আমি তার মাথানাড়া দেখ্‌বার জন্য সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ালেম না। তাড়াতাড়ি চোলে এলেম ! তখনো পর্য্যন্ত তোমার কাপড়পরা হয় নি ! ঝাড়া পাঁচমিনিট তুমি আমারে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌লে ! ছি ছি উইলমট ! এটা তোমার পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা !"

এইখানে শার্লোটীর মুখে খুব ভালরকম পরিহাসের হসি আমি দেখ্‌লেম। হাসির সময় দেখা গেল, দাঁতগুলি বেশ সুমর্জ্জিত পরিষ্কার, পাঁতি পাঁতি সাজানো ; মুখের হাঁটুকু একটু ডাগর।

প্রসঙ্গটা অন্য রকমে এসে পোড়্‌লো। কথায় কথায় এন্‌ফিল্‌ড্ পল্লীর কথাও এসে পোড়্‌লো। আমি বিস্ময়াপন্ন হোলেম। শার্লোটী বোল্লে,"হাঁ ! এন্‌ফিল্ড,—লণ্ডনের নিকটেই এন্‌ফিল্ড। যারা লণ্ডন জানে, তারা এন্‌ফিল্ডও জানে। আ ! সেখানে কি একটা ভয়ানক

কাণ্ডই ঘোটে গেছে!—ভয়ানক আশ্চর্য্য!—খুন!—বেশীদিনের কথা নয়. হয় ত দেড় বৎসর পূর্ণ হয় নি। ভয়ানক কাণ্ড! রাতারাতি খুন! কে যে খুন কোল্লে, কি রকমে যে খুন হলো, কিছুই প্রকাশ পেলে না। আজও পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নাই। বড়ই শোচনীয় কাণ্ড! আহা! যে ভদ্রলোকটী কাটা পোড়েছেন, তাঁর নাম দেল্‌মর!"

অকস্মাৎ সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হয়ো উঠ্‌লো!—ভিতরে ভিতরে শিরায় শিরায় থরহরি কম্প!—"সে কথা আমি শুনেছি।"—অতি সংক্ষেপে কেবল এইমাত্রউত্তর দিলেম।

শার্লোটী বোল্লে, "ওঃ! খবরের কাগজ যাঁরা পড়েন, তাঁরা সকলেই ওকথা শুনেছেন! সেই শোকাবহ কাণ্ডটা নিয়ে ভয়ানক আন্দোলন চোলে গেছে!"

প্রায় দেড়বৎসরের পর ঐ ভয়ানক কথাটা নূতনমুখে শ্রবণ কোরে আমার অন্তঃকরণ যে কি রকম অস্থির হয়ে উঠ্‌লো, শার্লোটীকে তার অণুমাত্রও জান্‌তে দিলেম না। কেবল যেন ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আজও পর্য্যন্ত কি সেই গুপ্তহন্তাদের কিছুমাত্র সন্ধান পাওয়া যায় নাই?"

যে দুঃখে, যে কষ্টে, ঐ প্রশ্নটী আমার কণ্ঠনালীতে উচ্চারিত হলো, পাঠকমহাশয় হয় ত বুঝ্‌তেই পাল্লেন। যে যন্ত্রণানলে আমি দগ্ধ হোতে লাগ্‌লেম, শার্লোটী তার কিছুমাত্রই বুঝ্‌তে পাল্লে না। যদি আমি বলি, সব কথা আমি জানি,—দেল্‌মর কে ছিলেন, আমিই বা দেল্‌মরকে কিরূপে চিনেছিলেম, যে রাত্রে খুন হয়, সে রাত্রেই বা আমি কোথায়, সে সব কথা যদি আমি প্রকাশ করি, বিপরীত ঘটনা হোতে পারে। লেডী কালিন্দার পিত্রালয় আর দেল্‌মরনিকেতন অতি নিকট, শার্লোটী ফিরে গিয়ে হয় ত প্রতিবাসীদের কাছে গল্প কোত্তে পারে, কোথায় কি রকমে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, লোকেও সেই কথা নিয়ে গোলযোগ কোত্তে পারে, পাঁচকাণ হোতে হোতে আমার সেই সাংঘাতিকবৈরী—যে প্রাণঘাতকবৈরী আমার মামা বোলে পরিচয় দেয়, সেই লানোভারের কাণেও উঠ্‌তে পারে! সেই ভয়েই মনের ভিতরে আমি কেঁপে উঠ্‌লেম! প্রকাশ কোরে কিছু বোল্লেম না। কেবল নূতন আগ্রহে এইমাত্র জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ পর্য্যন্ত কি কোন সন্ধানই পওয়া যায় নাই?"

শার্লোটী উত্তর দিলে, "কিছুই পাওয়া যায় নাই। একজন কি কজন, তা পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। সে ভয়ানক কাণ্ড আজ পর্য্যন্ত ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে। কিন্তু আমার বোধ হয়, সিঁদেল চোরেরাই খুন কোরেছে! কেননা, কোন কোন ঘরের কোন কোন জিনিস চুরি গেছে!"

বহুকষ্টে আমার মনের তৎকালীন দুর্দ্দম বেগ যথাকথঞ্চিৎ গোপন কোরে মহা কৌতূহলে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে বাড়ীতে এখন কে বাস করে?"

"কোন্ বাড়ীতে?—দেল্‌মরপ্রাসাদে?—ওঃ! দেল্‌মরের জামাই মল্‌গ্রেভ আর কন্যা ক্লারা।—দেল্‌মরের আর একটী—কুমারী দেল্‌মর—কি তার নামটী—হাঁ হাঁ, এদিথা। শুনেছি, সেই এদিথাও এখন দেলমরপ্রাসাদে আছেন।"

আরও আগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "প্রাসাদটী এখন কার দখলে? বোধ করি, মল্‌গ্রেভদম্পতী, আর কুমারী দেল্‌মর;—হাঁ,—কুমারী এদিথা এক সঙ্গেই সমান অধিকারে সেই প্রাসাদে বাস কোচ্চেন?"

শার্লোটী উত্তর কোল্লে, "তা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু বোধ হোচ্চে যেন, তুমি সে ব্যাপারের কিছু কিছু জান। তুমি কি সে সময়ে লণ্ডনে ছিলে?"

"হাঁ, আমি সে সময় লণ্ডনে ছিলেম।"—এই উত্তর প্রদান কোরেই মনের কষ্টে তৎক্ষণাৎ আমি কথাটা ফিরিয়ে ফেল্লেম। সে সম্বন্ধে আর বেশী কথা শার্লোটী আমারে জিজ্ঞাসা কর্‌বার অবসর না পায়, এই রকমে সাবধান হয়েই আমি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমরা এখানে কতদিন থাক্‌বে?"

"কোথায়?—কুঞ্জনিকেতনে? ওঃ! বোধ হয় বেশীদিন নয়।—বোধ হয় দেড়মাস কি দুমাস। সে বাড়ীতে বেশীদিন থাক্‌তে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ভয়ানক স্থান! মনে কোরো না কিছু,—আমি কোনরকম নিন্দার কথা বোল্‌ছি না;—ভয়ানক স্থান! এই শীতকাল, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা, তাতে আবার সেই রকম আঁটা আঁটি! হাঁ হাঁ, আর এক কথা! আচ্ছা জোসেফ! সত্য বল দেখি আমার কাছে, নিকেতনের দাসীচাকরদের সঙ্গে কি তোমার মনের মিলন হয়?"

"না হলেই বা কি করি? আমি একটু প্রফুল্ল থাক্‌তে ভালবাসি, তারা সকলেই অপ্রফুল্ল,— সর্ব্বক্ষণ মনঃক্ষুণ্ণ!—জন্মাবধি তারা কিছু ঐরকম ছিল না নিকেতনে যখন তারা প্রথম চাক্‌রী স্বীকার করে তখন তারা অবশ্যই আমোদ আহ্লাদ জান্‌তো, আমোদ-আহ্লাদ ভালবাস্‌তো, কাজের চাপাচাপিতে আর আহারের টানাটানিতে ক্রমে ক্রমে তারা ঐরকম জড়ভরত হয়ে গেছে!"

"সত্য কথা! সকলেই কেমন একরকম হয়ে গেছে। তুমিই কেবল একটু ভাল আছ। তোমার মুখেই কেবল একটু একটু স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। তুমি ত খুব ছেলেমানুষ। ক' বয়স হয়েছে জোসেফ? বোধ হয় সতেরো বচ্ছর এখনো হয় নি?"

"না, সতেরো হয় নি;—ষোলবৎসর ছয় মাস।"

"আচ্ছা, এই রকমেই থাক। কিন্তু জোসেফ! আমি জানি, বেশী বয়সে যেমন তেমন অবস্থায় থাকাই হোক্‌, ছেলে বয়েসে কিন্তু একটু ভালরকমে থাকাই দরকার। কিন্তু যদি তুমি আর দুই একবছর ঐ বাড়ীতে থাকো, তা হোলে তুমিও নিশ্চয় সেই রোগা রবার্টের মত ম্যাদা মেরে যাবে! চেহারাও এমন থাক্‌বে না! রবার্ট যেন পেঁচা সেজে বোসে আছে!"

এই রকম গল্প কোত্তে কোত্তে আমরা দুমাইল পথ চোলে গেছি, একমাইল দূরে এক্‌ষ্টার। স্থানটী কেমন, শার্লোটী সেই কথাই বারবার তোলাপাড়া কোত্তে লাগ্‌লো। যতই আমরা নগরের নিকটবর্ত্তী হোচ্চি, ততই শার্লোটীর মুখে বারবার ঐ কথা। আমি বোল্লেম, "আমিও বিদেশী, আমিও সেখানে পূর্ব্বে আসি নাই। একবার কেবল কয়েক

ঘণ্টামাত্র যৎকিঞ্চিৎ যা কিছু দেখে গেছি, সেই পর্য্যন্তই আমার জানা। বাস্তবিক সে জানাটা কিছুই নয়।”

শার্লোটী বোল্লে, “তা হোক্, আমরা আপনারাই জেনে নেবো।—নিজে না পারি, জিজ্ঞাসা কোরেও জেনে নেবো।”

আমরা নগরে প্রবেশ কোল্লেম। প্রথমেই ভজনালয়ে গেলেম। সেখানে এক ঘণ্টার বেশীক্ষণ থাকা হলো, সেখান থেকে আমরা একটা দোকানে গিয়ে কিছু কিছু জল খেলেম। মূল্যটা আমিই দিতে চাইলেম, শার্লোটী তাতে সম্মত হলো না। দোকান থেকে বেরুলেম। আর একটা দোকানে গিয়ে চা-চিনি প্রভৃতি কিছু কিছু খরিদ করা হলো। সেই সময় শার্লোটী বোল্লে, “আমার কিছু কাপড় খরিদ করবার প্রয়োজন আছে। তোমারে সঙ্গে যেতে হবে না, ইচ্ছা হয় দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাক, কিম্বা রাস্তায় পাইচারী কোরে বেড়াও। দেখো, বড় একটা তফাতে যেয়ো না, আমাদের যেন ভুল হয় না! তোমারে যেন আমি হারিয়ে না ফেলি!”

আমি সম্মত হোলেম। খানিকদূর গিয়ে একখানা কাপড়ের দোকান পাওয়া গেল। দোকানের শোভাপারিপাট্য খুব ভাল! বাইরের শোভা দেখেই শার্লোটী খুব খুসী হয়ে গেল। জানালার গায়ের নমুনা দেখেই শার্লোটী ব্যগ্রভাবে দোকানের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। আমি বাহিরে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। অল্পক্ষণমাত্র রাস্তায় আমি আছি, হঠাৎ দেখি, একটী লোক রাস্তা দিয়ে চোলে আস্‌ছে। সতৃষ্ণনয়নে সেই লোকটীর পানে আমি চেয়ে থাক্‌লেম। দ্রুতপদসঞ্চারে লোকটী কাছে এলো।—এসেই আমারে চিনে ফেল্লে।—সস্নেহে বন্ধুভাবে আমার একখানি হাত ধোল্লে। লোকটী আর কেহই নয়,—রাবণহিলপ্রাসাদের প্রিয়সহচর আমার পরমবন্ধু চার্লস্ লিণ্টন।

মনের উল্লাসে লিণ্টন আমারে বোল্লে, “জোসেফ! তোমারে দেখে যে আমি কত খুসী হোলেম, তা বোল্‌তে পারি না। তোমার চেহারাও বেশ ফিরে দাঁড়িয়েছে। চেহারা দেখে আমি আজ আরও খুসী হোলেম। সর্ব্বদাই আমি তোমার জন্যে ভাবি। এখন তুমি কোথায় আছ? ঠিকানাটী না জান্‌তে পেরে তোমারে আমি পত্র লিখ্‌তেও পারি নি। কেমন, ভাল আছ ত?”

সন্তোষকর প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর দিয়ে পরিশেষে আমি বোল্লেম, “রাবণহিল-পরিবারের দেশান্তর গমনের পর অবধি নিকুঞ্জনিকেতনই আমি অবস্থিতি কোচ্চি, মনে কিন্তু কিছুমাত্র সুখ নাই।”

“এখন একটু সুখী হবে!”—অর্দ্ধপ্রসন্ননয়নে আমার মুখে দৃষ্টিপাত কোরে লিণ্টন বোল্লে, “যে খবর এখন আমি তোমারে শুনাব, তা শুনে এখন একটু সুখী হবে। সে রাত্রে আমি তোমার সঙ্গে দেখা না কোরে, কাহাকেও কিছু না বোলে, কাহারও কাছে বিদায় গ্রহণ না কোরে, আমার যুবাপ্রভুর সঙ্গে চুপি চুপি পলায়ন কোরেছিলেম। কাজটা অন্যায় হয়েছিল। কিন্তু তখন করি কি? তোমরা সকলে যখন শুয়েছ,—বোধ

হয় ঘুমিয়েই পোড়েছ, সেই সময় আমার প্রভু চুপি চুপি আমার কাছে এলেন। এসেই বোল্লেন,'চল !—শীঘ্র চল !'—কেন কি বৃত্তান্ত, কিছুই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। তিনিও বোল্লেন, ভারী গোপন। কাজেই সে রাত্রে একরকম্ পালিয়ে যাওয়াই হয়েছিল। তা যাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন কাজের কথা শোন। সেই যে যুবতী কামিনী, পথে যাঁরে তুমি দেখেছিলে,—যিনি তোমার হাতে সেই পত্রখানি দিয়েছিলেন, তিনি কে, তা তুমি জান ? অনুমানেও কিছু বুঝ্তে পেরেছ ? আমার প্রভু ওয়াল্‌টার রাবণহিলের বিবাহ হয়ে গেছে, তা কি তুমি শুনেছ ?"

"অনুমানে তাই বুঝেছিলেম বটে, নিশ্চয় কিছু শুনি নাই। এখন ত কুঞ্জনিকেতনে অজ্ঞাতবাস,—কোন স্থানের কোন খবরই রাখি না। তুমি—"

"আ ! তবে আজ আমি তোমাকে একটী শুভসংবাদ দিই। যে যুবতী তোমার হাতে প্রেমপত্রিকা সোঁপেছিলেন, তিনিই সেই লণ্ডনবাসিনী কুমারী জেঁকিসন।"

আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। বোলে উঠ্‌লেম, "জেঁকিসন ? ওঃ ! কুমারী জেঁকিসনেরই সেই কর্ম্ম ! ঠিক কথা !—বেশ হয়েছে ! আমিও অনেকবার ভেবেছিলেম, তিনিই তিনি। কিন্তু তোমার মুখে যে রকম শুনেছিলেম, যে রকম বিশ্রীঘটনায় বিবাহ-সম্বন্ধটা ভেঙে গিয়েছিল,—যে ঘটনায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ বেধেছিল, সেই সব কথা স্মরণ—"

"হাঁ হাঁ, সে সব কথা ত সত্য ; কিন্তু সে হলো বুড়োদের কথা। যুবার হৃদয়ে যুবাপ্রেম আর একপ্রকার ! কুমারী জেঁকিসন্ নবীনপ্রেমে উন্মাদিনী হয়েছিলেন। আমাদের ওয়াল্‌টার ভিন্ন অপর কাহাকেও তিনি পতি বোলে স্বীকার কোর্‌বেন না, এই তাঁর সংকল্প ছিল। চুপি চুপি ঘর থেকে পালিয়ে এসে আপ্‌নার মনের মত ভালবাসা পতি গ্রহণ কোরেছেন। পবিত্র প্রকৃত প্রেম যে কি, কুমারী জেঁকিসন্ তার উত্তম নিদর্শন দেখিয়েছেন। কুমারী এলিসিয়াকে কৌশলে চুরি কর্‌বার মন্ত্রণাটা ওয়াল্‌টারের পক্ষে বড়ই দোষের কথা বটে, কিন্তু প্রেমের চক্ষে সে দোষটা ঠেক্‌লো না। বোষ্টীদকুমারী উফেমিয়াকে বিবাহের অগ্রেই বর্জ্জন করা, সেটা ত প্রেমের চক্ষে দোষের মধ্যেই ধর্ত্তব্য নয়। কুমারী জেঁকিসন বিবেচনা কোল্লেন, বর্জ্জন করাই উত্তম কার্য্য। পিতা সম্মত হয়েছিলেন। ওয়াল্‌টারের সঙ্গে বিবাহে গোটাকতক বাহ্য ঘটনা দেখে পিতা আবার অসম্মত হোলেন। কুমারী সেটা গ্রাহ্য কোল্লেন না। বাজে কথা ডুবে গেল, প্রেমের কথাই ভেসে উঠ্‌লো। কিছুদিন পরে কুমারী যখন সংবাদপত্রে পাঠ কোল্লেন, রাবণহিলপরিবার সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বস্বান্ত, সমস্ত সম্পত্তির নীলাম, কুমারী তখন আর এক সংকল্প অবধারণ কোল্লেন। একখানি উইল অনুসারে কুমারী নিজে বিংশতিসহস্র পাউণ্ড মুদ্রার অধিকারিণী হন। সেটী তাঁর নিজের স্ত্রীধন। সেই জোরে চুপি চুপি বাড়ী ছেড়ে পলায়ন কোরে ভিবন্‌সায়ারে উপস্থিত হন। সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ কোরে ওয়াল্‌টারের নামে তিনি একখানি পত্র লেখেন। বুঝ্‌লে জোসেফ ? যে পত্রখানি তুমি নিয়ে আমাদের প্রভুকে দিয়েছিলে,

সেই পত্রই সেই। তার পর কি কি হয়েছে, তা তুমি জান। আমাদের প্রভুর রাত্রিকালে বাড়ী থেকে পলায়ন।—কেবল উফেমিয়াকে বিবাহ করবার ভয়েই পলায়ন নয়, আসল কথা ঐ। যে কথা তোমারে আমি এখন বোল্লেম, সেই কথাই মূলকথা। পলায়নের পরেই নির্ব্বিঘ্নে উভয়ের পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হয়ে গেছে।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কুমারী জেঁকিসনের মাতাপিতা শেষে কি কোল্লেন? কন্যার এ অপরাধ কি তাঁরা ক্ষমা কোরেছেন?"

"হাঁ,—শেষে।—আমরা এখন লণ্ডনে যাচ্চি। উফেমিয়া বর্জ্জিতা হয়েছে, কুমারী জেঁকিসনের মাতাপিতা একথা জানেন। গোপনে ওয়াল্টারের সঙ্গে তাঁদের কন্যার বিবাহ হয়েছে, এ কথাও তাঁরা জেনেছেন। আমরা এখন লণ্ডনে যাচ্চি। তাঁরা এখন সহর্ষে কন্যাজামাতাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কোর্‌বেন সন্দেহ নাই। এখানে আমরা বেশীক্ষণ থাক্‌বো না, অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রস্থান কোর্‌বো। হঠাৎ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে বড়ই আহ্লাদিত হোলেম।"

সাগ্রহে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লর্ডদম্পতী এখন কোথায়?"

লিণ্টন উত্তর দিলে, "তাঁরা এখন অন্যপ্রদেশে বাস কোচ্চেন। এ সকল সংবাদ তাঁরা পেয়েছেন, লেডী রাবণহিল একখানি পত্রও লিখেছেন, কিন্তু লর্ডবাহাদুর কিছুই লেখেন নাই। পুত্রের পলায়নে তিনি এককালে ভগ্নহৃদয় হয়েছেন।—স্থানভ্রষ্ট, সম্পৎভ্রষ্ট, সম্ভ্রমভ্রষ্ট হয়েছেন।—পুত্রের সংবাদ নিতে এখন আর তিনি বড় একটা রাজী নন।"

লিণ্টনের সঙ্গে আমি এই রকম কথোপকথন কোচ্চি, এমন সময় শার্লোটী সেই দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। অবকাশ পেয়ে আমিও শার্লোটীর কাছে চার্লস্‌ লিণ্টনের পরিচয় দিয়ে দিলেম। শার্লোটী বড় খুসী হলো। কিন্তু লিণ্টন সেখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা কোত্তে পাল্লে না। তার মনিব তখন নবপ্রণয়িনীর সঙ্গে এক হোটেলে বিশ্রাম কোচ্ছিলেন। নবীনা পত্নীটী অনেকদূরে এসে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পোড়েছেন, সুতরাং আধঘণ্টা আমাদের কাছে থেকেই লিণ্টন তাড়াতাড়ি চোলে গেল। শার্লোটীর রূপে আর ব্যবহারে লিণ্টন যেন মোহিত হলো, আমি ত এইটুকু লক্ষণ বুঝ্‌লেম। লিণ্টন বিদায় হবার পরে শার্লোটী আমারে বোল্লে, "তোমাদের এই লিণ্টনটী বেশ লোক! এমন সুন্দর যুবাপুরুষ আমি অতি অল্পই দেখেছি!"—কথার ভাবেই আমি বুঝ্‌লেম, উভয়েই মন মজেছে। শার্লোটীও কুমারী, লিণ্টনও অবিবাহিত।

নগরের কাজকর্ম্ম আমাদের সারা হলো। অপরাহ্নে একখানা সওদাগরী গাড়ী পেলেম। সেই গাড়ীতে আরোহণ কোরে আমরা দুজনে কুঞ্জনিকেতনে পৌঁছিলেম। যখন পৌঁছিলেম, তখন বেলা পাঁচটা।

———

অষ্টাবিংশ প্রসঙ্গ।

এ আবার কোথাকার পাপ?

পূর্ব্ব প্রসঙ্গে যে দিনের কথা আমি বোল্লেম, তার পরদিন কুঞ্জনিকেতনে এক ভোজের ব্যাপার। অন্য অন্য দিন যে সময়ে আমাদের তলব হয়, সেদিন তার অনেক আগে আমাদের ডাক হলো। আমি সকলের আগেই প্রস্তুত হয়েছিলেম। লেডী কালিন্দীর সহচরী কুমারী শার্লোটী শীঘ্র শীঘ্র সথানে এলো না। কেনই বা আস্‌বে? সে বিবেচনা কোল্লে, এ বাড়ীর নিয়ম পালন কোত্তে কিছুতেই সে বাধ্য নয়। শার্লোটী যখন এলো, তখন তার মুখের ভাব দেখে আমার বড় সন্দেহ হলো।—আমি বিস্ময়াপন্ন হোলেম। তত হাসিখুসী কথা আমার সঙ্গে, কিন্তু সেদিন তখন শার্লোটী আমার সঙ্গে ভাল কোরে আলাপ কোল্লে না। অন্য অন্য চাকরদাসীর সঙ্গে বেশ হেসে হেসে আলাপ কোল্লে,—সেলাম কোল্লে, আমার সঙ্গে যেন কতই ছাড়াছাড়া ভাব! অন্য লোকে সে সব ভাব বুঝ্‌তে পাল্লে না।—যদিও পেরে থাকে, কিছুই ভাঙ্‌লে না। আমি বিবেচনা কোল্লেম, আমারই হয় তভুল।—ভুল কি ঠিক, সেই সন্দেহ ভঞ্জন কর্‌বার জন্য নিকটে অগ্রসর হয়ে শার্লোটীকে আমি মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ কোল্লেম।—দেখ্‌লেম, সেই ভাব! তখন আমার সেই সন্দেহটা প্রবল হয়ে দাঁড়ালো। কেবল একটামাত্র বাক্যে শার্লোটী আমার কথার উত্তর দিলে। মুখে যেন কেমন একপ্রকার ঔদাস্যভাব লক্ষিত হলো। বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমার সঙ্গে বেশীকথা বলা যেন তার ইচ্ছাই নয়। আমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হালেম। শার্লোটী যাতে কোরে মনে ব্যথা পায়, এমন কাজ ত আমি কিছুই করি নি,—এমন কথা ত আমি কিছুই বলি নি।—তবে কেন শার্লোটী এমন? পূর্ব্বদিন একষ্টার্ নগরে কেমন সরল সম্ভাষণ,—কেমন আহ্লাদ আমোদ,—কেমন হাস্যপরিহাস, আজ কেন হঠাৎ শার্লোটী এমন? কিছুই ত স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

ভাবভক্তি কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে সেখান থেকে আমি সোরে গেলেম। অনেক লোকের নিমন্ত্রণ হয়েছে,—অনেক লোক আস্‌বে,—আয়োজনও সম্ভবমত প্রচুর। মহাকৃপণ তিবর্ত্তনপরিবারের কসাকসি সেদিন যেন অনেক শিথিল দেখা গেল। ভাল ভাল জিনিসপত্র আনৃতে সহরে লোক ছুট্‌লো।—কাজের লোক বড়ই কম। তাই দেখে শার্লোটী নিজেই কাজকর্ম্মের ভার গ্রহণ কোল্লে। এই সুযোগে আমি একটু অবকাশ পেলেম। শার্লোটী যখন উপরের বাবুর্চিখানায় যায়, আমিও সেই সময় নেমে আস্‌ছিলেম, মুখামুখি দেখা হয়ে গেল।

ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে শার্লোটী সহসা বোলে উঠ্‌লো, "তুই ছোঁড়া এত দুষ্ট!—এত ধূর্ত্ত!—এত প্রবঞ্চক! তা আমি আগে বুঝ্‌তে পারি নি!"

আমি থতমত খেয়ে গেলেম। অকস্মাৎ এত বিস্ময়াপন্ন হোলেম যে, একটী কথাও উচ্চারণ কোত্তে পাল্লেম না। তাই দেখেই যেন শার্লোটী আরও বিবেচনা কোল্লে, সত্যই যেন আমি কোন বিশেষ অপরাধে অপরাধী!

"হাঁ,—স্বীকার করা ভাল! অস্বীকার করা আরও দোষ!"—একটু উগ্রস্বরে এই কথা বোলে শার্লোটী আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আমার কোন অপকার কর্‌বার ইচ্ছা নাই, সুতরাং সে প্রসঙ্গ আমি আর উত্থাপন কোত্তে চাই না! বুঝ্‌তে পেরেছিস্, কি কথা আমি বোল্‌ছি? আর দেখ্, তোর কাছে আমার কেবল একটীমাত্র অনুরোধ! এই ভয়ানক জায়গায় যে কদিন আমি থাক্‌বো, তুই আর আমার কাছে আসিস্ নি! আমার সঙ্গে কথাও কোস্ নি! আমি হাসি, খেলি, তামাসা করি, তা বোলে আমি যে একেবারেই অপদার্থ, তা তুই বিবেচনা করিস্ নি! তা যদি ভাবিস্, সেটা তোর বড়ই ভুল!"

বিরক্তবদনে এই সব কথা বোলেই শার্লোটী তাড়াতাড়ি উপরের দিকে চোলে গেল। আমি যেন অচল পাষাণের মত সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম! কেন যে শার্লোটী ও সব কথা আমারে বোল্লে, কিছুমাত্র মর্ম্মগ্রহ হলো না। শার্লোটী আমারে গালাগালি দিলে,—দুষ্ট বোল্লে,—ধূর্ত্ত বোল্লে,—প্রবঞ্চক বোল্লে!—কথাগুলো বড় শক্ত শক্ত আমার কাণে বাজ্‌লো।—কাণেও বাজ্‌লো, প্রাণেও বাজ্‌লো! কেননা, আমি নিশ্চয় জানি, ওরকম গালাগালির পাত্র আমি নই। হোতে পারে, কোন কাজে হয় ত কিছু ত্রুটি হয়েছে, কিন্তু কখন? কি প্রকারে? কোন্ কর্ম্মে? শার্লোটী কার মুখে কি শুন্‌লে? রাত্রের ভাব এক রকম, প্রাতঃকালের ভাব আর এক রকম! ব্যাপার কি? আবার এক সন্দেহ এলো। ভাব্‌লেম, ক্রূরমতি দক্ষিণা হয় ত লেডী কালিন্দীর কাছে আমার নিন্দা কোরেছে, তিনিই হয় ত সহচরীর কাছে গল্প কোরেছেন, তাই শুনেই হয় ত আমার উপর শার্লোটীর ঐ প্রকার ভাবান্তর। তা ভিন্ন আর ত কিছুই সম্ভব হয় না। কিই বা সম্ভব হোতে পারে? জান্‌তে হলো। শার্লোটীর মুখে ভাল কোরে সব কথা শুন্‌তে হলো। কথাটা বড় গুরুতর!—এখনি এ সন্দেহ ভঞ্জন করা চাই। এই মনে কোরে সিঁড়িতেই আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। শার্লোটী কখন নেমে আসে, উৎকণ্ঠিত-মনে প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম।

একটু পরেই শার্লোটী নেমে এলো। কাপড় ছেড়ে নেমে এসেছে। বাড়ী থেকে যেন কোথাও বেরিয়ে যাবে। সম্মুখে গিয়ে আমি দাঁড়ালেম। আমারে দেখেই সে যেন রেগে উঠ্‌লো! অন্যদিকে মুখ বাঁকালে!

আমি তাড়াতাড়ি বোলে উঠ্‌লেম, "শার্লোটী! মিছামিছি তুমি আমারে গালাগালি দিলে! কারণ কি, আমি জান্‌তে চাই!"

"জান্‌তে চাস্‌ ?"—পশ্চাতে একটু সোরে গিয়ে, ঘৃণার নয়নে আমার দিকে চেয়ে, শার্লোটী ঘৃণাস্বরে বোল্লে, "জান্‌তে চাস্‌ ?—এতদুর ভণ্ডামী—"

"ভণ্ডামী ?"—অস্থির ভাবে বাধা দিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ভণ্ডামী ? না শার্লোটী ! ভণ্ডামী আমি জানি না !"

শার্লোটী আবার বোল্লে, "যথার্থই তুই ভণ্ড ! তোর নিজের কাজেই তা প্রমাণ হয়েছে ! এখনো আমি তোর সঙ্গে কথা কোচ্চি, কাজটা ভাল হোচ্চে না ! শোন্‌ আমার কথা ! নিজের চক্ষে যা আমি দেখেছি, তার আবার সাক্ষীসাবুদ কি ? কিন্তু ছেলেমানুষ তুই, একেবারে তোরে জন্মের মত নষ্ট করা কখনই আমার ইচ্ছা নয়। যা এখন ! আমার সঙ্গে আর তোর কোন কথাই নাই !—একটী কথাও না !"

শার্লোটী চোলে গেল। আমি সেই খানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। শার্লোটী বলে কি ? কি কাজ আমার দেখেছে ? কিছুই ত মনে আসে না। অনেক ভাব্‌লেম, কিছুই ত মনে হলো না।—ভয়ে ভাবনায় মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। নিশ্চয় বোধ হলো, সেই সরলা সখীটী ভয়ানক ভ্রমে পতিত হয়েছে। ভ্রমই হোক্‌ আর যাই হোক্‌, শার্লোটীর মনে ধারণা হয়েছে, যথার্থই আমি কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী ! কিন্তু অপরাধটা কি ? এমন কোন অপরাধের ঘটনাও ত এখানে হয় নাই ! বৃথা আমি দক্ষিণাকে সন্দেহ কোচ্চি ! শার্লোটী বোল্‌ছে, নিজে দেখেছে ! শোনা কথা নয় ! কি সে দেখেছে ? অনেকক্ষণ চিন্তা কোল্লেম। মহা চিন্তাযুক্ত হয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে এলেম।

বেলা তখন প্রায় দশটা। শার্লোটী তখন এক্‌ষ্টারনগরে যাত্রা কোরেছে।—হেঁটেই গেছে। কি কি জিনিসপত্র খরিদ কর্‌বার দরকার আছে, সেইগুলি সমাধা কোরে দোকানদারের গাড়ীতেই ফিরে আস্‌বে। যাওয়া, আসা, বাজার করা, অতি কম দুঘণ্টার কমে এই তিন কাজ ত কখনই হোতে পারে না। আসুক্‌ আগে, এলেই আমি বিশেষ বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্যে তারে পীড়াপীড়ি কোরে ধোর্‌বো। বড়ই উৎকণ্ঠিত হোলেম। মনে মনে সাহস আছে, কোন দোষেই আমি দোষী নই।

নেমে এসেই দেখ্‌লেম, চিরবিষণ্ণ জন রবার্ট ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ! এদিক্‌ ওদিক্‌ কি যেন খুঁজে বেড়াচ্চে, কি যেন হারিয়েছে !

শশব্যস্তে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি হয়েছে রবার্ট ?"

রবার্ট ঘোঁৎ ঘোঁৎ কোরে উত্তর কোল্লে, "কেন ? কি হয়েছে কি ? বাসন হারিয়েছে ! চামচ হারিয়েছে ! কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না !"

"পাওয়া যাচ্চে না ?"—আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "পাওয়া যাচ্চে না ? তবে বোধ হয়, কর্ত্তা তোমাকে সেগুলি বার কোরে দিতে ভুলেছেন।"—কেন আমি এ কথা বোল্লেম, তার কারণ আছে। প্রতিরাত্রে রবার্ট সব বাসনগুলি কর্ত্তার জিম্মা কোরে দেয়, তিনি আপনার ঘরে চাবী বন্ধ রাখেন, নিত্য প্রাতঃকালে আবার দস্তুরমত বাহির কোরে দেন। সেই জন্যই আমি বোল্লেম, "হয় ত বাহির কোরে দেন নাই !"

রবার্ট বোল্লে, "হাঁ, দিয়েছেন।—সবগুলিই আমারে দিয়েছিলেন। গতরাত্রে যখন আমি বাসনের ঝুড়ি মাথায় কোরে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে যাই, তিনি রাখ্‌লেন না। আমার জিম্মাতেই থাকলো। অতি প্রত্যূষেই সব পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন কোত্তে হবে, ভোজের ব্যাপার আছে, সুতরাং একে একে সবগুলি গণনা কোরে একখানি ফর্দ্দ কোল্লেন। ফর্দ্দখানিও আমারে দিয়েছেন!—এই দেখ।"—বোলেই রবার্ট আমারে একখণ্ড কাগজ দেখালে।

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সমস্ত রাত্রি সেগুলি কোথায় ছিল?"

কাঁচুমাচুমুখে রবার্ট বোল্লে, "ঐ কথাই ত কথা!—ঐ কথাতেই ত সর্ব্বনাশ! আমি নীচের ঘরেই সব রেখেছিলেম,—এইখানেই সব ছিল। ভেবেছিলেম নিরাপদ। এখন দেখি, নিরাপদের জায়গায় আমার নিজের ঘাড়েই ঘোরবিপদ!"

আবার আমি প্রশ্ন কোল্লেম, "রাত্রে কি বাড়ীতে চোর প্রবেশ কোরেছিল?"

"চোর?—না!—চোর কেমন কোরে আস্‌বে? যখন আমি নেমে এলেম, তখন দেখেছি, সমস্ত দরজাই দস্তুরমত বন্ধ ছিল।"

আমিও বোল্লেম, "ঠিক ঠিক। আমিও তা দেখেছি। প্রাতঃকালে সকলের আগেই আমি নেমেছি। তুমিও তখনও উঠ নি। আমিও দেখেছি, সব ঠিক।"

রবার্ট জিজ্ঞাসা কোল্লে, "দেখেছ? সব ছিল? সমস্তই বন্ধ ছিল? আরও,—চোর যদি হবে,—চোর যদি আস্‌বে, তবে কতক নিলে, কতক রাখ্‌লে, এটাই বা কোন্ কথা? চোর সমস্তই নিয়ে যেতো,—কিছুই রেখে যেতো না।"

দুজনে আমরা এই সব কথা বলাবলি কোচ্ছি, এমন সময় দাসী আর পাচিকা উভয়েই সেইখানে প্রবেশ কোল্লে। যে যে জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না, তারাও সে কথা শুন্‌লে। তারা চোম্‌কে উঠ্‌লো।—ভয়ও পেলে। এই সময় লেডী জর্জ্জীয়ানার কিঙ্করী তাড়াতাড়ি সেইখানে উপস্থিত হলো। তার মুখেও বিলক্ষণ শঙ্কার চিহ্ন দেখা গেল। সেই কিঙ্করীটী সর্ব্বদাই ধীরে ধীরে চলে, কিন্তু তখন যেন ঝড়ের মত ছুটে এলো। রোগাশরীর থর্‌থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। চকিতচমকিতভাবে তাড়াতাড়ি বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আরও গেছে! আরও গেছে! গহনা গেছে! আমাদের গৃহিণীর মহামূল্য হীরের আংটী চুরি গেছে!—হীরামুক্তা হীরামুক্তা—"

আরও ভয় পেয়ে আমরা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি রকমে গেল?"

"গেল? চুরি গেল!"

"চুরি গেল? ঘর থেকেই চুরি গেল? এমন কাজ কে কোল্লে? বাসনপত্রও গেছে,—আংটীও গেছে, বড় ভয়ানক কথা!"

অকস্মাৎ সেই মুহূর্ত্তে ভয়ানকরবে বৈঠকখানায় ঘণ্টাধ্বনি হলো। আমি তাড়াতাড়ি সেইখানে ছুটে গেলেম।—দেখ্‌লেম, তিবর্ত্তন, জর্জ্জীয়ানা, আর দক্ষিণা, তিন জনে ভারী রেগে রেগে কথা কোচ্ছেন। লেডী কালিন্দী আপন ভগ্নীকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে

বোল্‌ছেন, "না, হয় ত চুরি নয়। কোথায় রেখেছ, ঠিক মনে কোত্তে পাচ্চো না, তাতেই গোলমাল লাগ্‌ছে।"

সবেমাত্র সুশীলা কালিন্দীর ঐ কথাগুলি সমাপ্ত হয়েছে, এমন সময় আমি গিয়ে উপস্থিত হোলেম। ভগিনীর প্রবোধবাক্যে লেডী জর্জ্জীয়ানা কিছুমাত্র শান্ত হোলেন না। যেন ক্ষিপ্তবৎ উত্তেজিত হয়ে আমার প্রতিই প্রশ্ন কোল্লেন, "জোসেফ উইলমট! আংটী চুরি হয়েছে! একথা তুমি শুনেছ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, এইমাত্র শুনেছি! আর—আর—"

আরও কিছু বেশী কথা বল্‌বার আমার ইচ্ছা ছিল, বোল্‌তে যাচ্ছিলেম, হঠাৎ রবার্টের কথা মনে পোড়্‌লো। আরও যদি কিছু বলি, বেচারা রবার্টের ঘাড়েই হয় ত দোষ পোড়্‌তে পারে, এই ভেবেই একটু থেমে গেলেম।

জর্জ্জীয়ানা আবার উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি বোল্‌ছিলে উইলমট?"

কর্ত্তা এই সময় আমার প্রতি যেন একটু অনুকূল হয়ে ব্যগ্রভাবে গৃহিণীকে বোল্লেন, "ছোক্‌রাকে অমন কোরে ভয় দেখিও না। তোমার গর্জ্জন শুনেই ছেলে মানুষ ভয় পায়। দেখ্‌ছো না, এখনি কেমন থতমত খেয়ে চেয়ে রয়েছে!"

"ভয় দেখাব না? থতমত খাবে? চাকরে থতমত খায়?—কি আশ্চর্য্য!"—দক্ষিণার দিকে ফিরে গৃহিণী বোল্লেন, "চাকরে থতমত খায়! শুনেছিস্ দক্ষিণে?"

দক্ষিণা উত্তর দিলে, "কখনই না!—জন্মেও না!"—বোল্‌তে বোল্‌তেই দক্ষিণা আমার প্রতি হিংসাপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কোল্লে!

কর্ত্তা তিবর্ত্তন তখন আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জোসেফ! কি কথা তুমি বোল্‌ছিলে? কি কথা বোল্‌বে, বোল্‌তে পার। সন্দেহ রেখো না।"

"সন্দেহ?"—লেডী জর্জ্জীয়ানা প্রতিধ্বনি কোল্লেন, "সন্দেহ? চাকরে সন্দেহ করে?—শুনেছিস্ দক্ষিণে? শুনেছিস্?"

দক্ষিণা প্রতিধ্বনি কোল্লে, "চাকরের সন্দেহ? না,—জন্মেও না!"

এইখানে লেডী কালিন্দী প্রশান্তবদনে ভগ্নীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "ভগিনি! অমন কর কেন? যে কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়,—জোসেফ উইলমটকে তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাও, একটু শান্ত হয়ে ধীরে ধীরে ভাল কোরে জিজ্ঞাসা কর। বোধ হোচ্চে যেন, উইলমট কিছু জানে, কিম্বা কিছু সন্দেহ করে। কিন্তু তা বোলে তুমি অত গোল কর কেন? কি জানে, কি সন্দেহ করে, শান্ত হয়ে বোল্‌তে দেও! উইলমট খুব ভাল ছেলে!—খুব ভাল!"—আমার খোস্‌নামীর কথাটী ভগিনীর কাণে কাণে তিনি জনান্তিকে বোলে দিলেন। আমি শুন্‌তে পাই, সে ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কিন্তু আমার কাণ বড় সতর্ক, চুপিচুপি কথাও শুনে ফেল্লে।

ভেবে চিন্তে আমি বোল্লেম, "হীরকাঙ্গুরীর কথা আমি কিছুই জানি না, কিন্তু আপনাকে আমি বোল্‌ছিলেম এই কথা যে,—"

"আমাকে বল!"—বাধা দিয়ে গৃহস্বামী আমারে বোল্লেন, "আমাকে বল! আমিই এ বাড়ীর কর্ত্তা! বাড়ীতে চুরি হয়েছে! কথা বড় ভয়ানক! তদারকের কর্ত্তা আমি। সকল রকমে আমিই প্রধান! যা বোল্‌তে হয়, আমাকেই বল!"—কথাগুলি উচ্চারণের সময় কর্ত্তার বদনে প্রভুত্বসূচক সক্রোধ গম্ভীরভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হলো। পুনর্ব্বার তদ্রূপ গম্ভীরস্বরে তিনি বোল্লেন, "আমাকেই বল! আমিই এ বাড়ীর কর্ত্তা!"

ঘৃণার স্বরে পতিবাক্যের প্রতিধ্বনি কোরে লেডী জর্জ্জীয়ানা বোল্লেন,—"উনিই এ বাড়ীর কর্ত্তা! শুনেছিস্ দক্ষিণে? শুনেছিস্ কখনো?"

"কখনই না!—তবে হাঁ, কর্ত্তা যখন ইচ্ছা কোরে নিজমুখে কর্ত্তা বলেন, তখনই শুনি। তা ছাড়া আর কখনই না!"—এই প্রত্যুত্তরে আমি ত স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম, দক্ষিণা দুদিক্ বজায় রাখ্‌তে চায়। দক্ষিণা এই সময় বিলক্ষণ চতুরতা খেলালে। কর্ত্তাগৃহিণী উভয়েই হাজির, উভয়ের মধ্যে কাহাকেও ছোট করা না হয়, সেই কৌশলেই দক্ষিণার ঐ কৌশলপূর্ণ উত্তরের রচনা!

কথাটা থেমে গেল। কর্ত্তা আমারে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি বোল্‌ছিলে জোসেফ? বোলে যাও! এবিষয়ের তুমি কি জান?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বোল্‌তে ভয় করি! কতকগুলি বাসনও পাওয়া যাচ্চে না! খানকতক চামচ আর——"

সবিস্ময়ে তিবর্ত্তন বোলে উঠ্‌লেন, "বাসন চুরি? ওঃ! তবে ত বাড়ীতে নিশ্চয়ই চোর এসেছিল! আমি—"

মুখের কথা মুখে থাক্‌লো, কর্ত্তা তাড়াতাড়ি ঘণ্টার কাছে ছুটে গিয়ে ভয়ানক জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন।

"বাসনচুরি?"—লেডী জর্জ্জীয়ানার মুখে এই বাক্যের প্রতিধ্বনি হলো। কর্ত্তব্য-কার্য্যের অনুরোধে দক্ষিণার মুখেও কম্পিতস্বরে প্রতিধ্বনি হলো, "বাসন চুরি?"

কর্ত্তা তখনো পর্য্যন্ত ঘণ্টার দড়ী টান্‌ছেন। ভয়ানক আহ্বানধ্বনিতে কম্পিতকলেবর জন রবার্ট সম্মুখে উপস্থিত।

কর্ত্তা বোলে উঠ্‌লেন, "আর কৈ?—আর সব কৈ?—সব চাকরকে ডাক! সব দাসীকে ডাক! সকলকেই আমি চাই!"

কাণ্ডখানা যে খুব ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে, রবার্ট সেটা পূর্ব্বাহ্নেই জান্‌তে পেরেছিল। হুকুম শুনেই,—হুকুম শুনে যত না হোক্, হুকুমের ভঙ্গীতে আর হুকুমের স্বরেই রবার্টের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হয়ে গেল। যেখানকার মানুষ, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লো। আমি দেখ্‌লেম, হুকুম তামিল করা তার পক্ষে তখন অসাধ্য হয়ে উঠ্‌লো। সুতরাং আমি নিজেই রন্ধনশালায় ছুটে গেলেম কর্ত্রীর কিঙ্করীকে, রন্ধনগৃহের দাসীকে, আর সেই পাচিকাকে ডেকে আন্‌লেম। কেন এত জোর তলব, আস্‌তে আস্‌তে অতিসংক্ষেপে সেই কথাটা বুঝিয়ে দিলেম। এক মিনিটের মধ্যেই সকলেই আমরা এক জায়গায়

জড় হোলেম। সকলের প্রতিই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হোতে আরম্ভ হলো। হোতে হোতেই এক একবার থেমে যায়। কর্ত্তাগৃহিণীর মধ্যে কার বেশী ক্ষমতা, কার বেশী অধিকার, সেই তর্ক তুলে কর্ত্তাগৃহিণীতে যখন ঝগ্‌ড়া হয়, সেই সময়টুকু আমরা উগ্র উগ্র প্রশ্নের হাত থেকে পরিত্রাণ পাই!

জন রবার্টের এজেহার লওয়া হলো। বাসনপত্রগুলি সমস্ত রাত্রি একস্থানেই ছিল। প্রাতঃকালে আমিই সর্ব্বাগ্রে দেখেছিলেম। জানালাদরজা সমস্তই দস্তরমত বন্ধ। তার পর যখন বাসনগুলি গণনা কোরে মিলিয়ে লওয়া হয়, সেই সময়েই রবার্ট জান্‌তে পারে, বারোখানা চামচ আর দুখানা রেকাব পাওয়া যায় না।

লেডী জর্জ্জীয়ানা পুলিসে খবর দিবার হুকুম দিলেন! সহচরী দক্ষিণা ঐ কাজটা আশুকর্ত্তব্য বিবেচনা কোরেই মাথা ঠুকে সায় দিলে! কর্ত্তাও প্রথমত কর্ত্রীর অভিপ্রায়ে আর সখীর অভিপ্রায়ে সম্মত হোলেন। এমন সময় লেডী কালিন্দী বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "এত ব্যস্ত হোলে চোল্‌বে না। আংটীচুরি আর বাসনচুরি, এই উভয়ই দেখ্‌ছি গোলমেলে কাণ্ড। পুলিস এসে উপস্থিত হোলে বাড়ীর দাসীচাকরের উপরেই সন্দেহ কোর্‌বে!—নিশ্চয়ই কোর্‌বে!—তাদের অভ্যাসই ঐ! আমার বোধ হয়, বিশেষ প্রমাণ না পেয়ে তোমরা কখনই অকারণে দাসীচাকরকে সেই রকমে বিপদ্‌গ্রস্ত কোত্তে ব্যস্ত হবে না। আগে আমরা ঘরে ঘরেই তদারক করি। দাসীচাকরের সিন্দুকবাক্স তল্লাস করা হোক্। নিজের নিজের বাঁচোয়ার জন্য তারা নিজে নিজেই সব দেখাবে। তাতে যদি কিছু অনুসন্ধান না হয়, তার পর যেটা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা হবে, সেই বিবেচনাই ঠিক। আমার সহচরী শার্লোটী এখন উপস্থিত নাই। তারেও উপস্থিত রাখা দরকার। শার্লোটীর জিনিসপত্রের তল্লাস করাও দরকার।"

"আমিও তাই ইচ্ছা করি!"—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জন রবার্ট বোলে উঠ্‌লো, "আমিও তাই ইচ্ছা করি! আমি আপনার নিজের সাফাই আগে চাই! চুরিকরা আমার অভ্যাস নয়। মেন কাজকে আমি বড়ই ঘৃণা করি!"—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এই কটী কথা বোলেই রবার্ট একবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ কোরে থেমে গেল।

খানাতল্লাসিতে আমরা সকলেই রাজী হোলেম। গৃহস্বামী তিবর্ত্তন স্ত্রীলোকগুলিকে সেই ঘরে রেখে নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছিলেন, লেডী জর্জ্জীয়ানা সঙ্গে আস্‌বার জন্যে জেদ কোত্তে লাগ্‌লেন। বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমিই ঘরসংসারের কর্ত্রী কি না, দক্ষিণাই বলুক্!"—দক্ষিণা ও গৃহিণীর পক্ষে সালিসী হলো! কিন্তু সালিসীর রায় প্রকাশের অগ্রেই হাকিমীস্বরে তিবর্ত্তন বোল্লেন, "ব্যাপার বড় ছোট নয়! তোমরা এইখানে থাকো!—থাকো তোমরা!—হুকুম আমার!"

এইখানে আবার স্ত্রীপুরুষে ঝগ্‌ড়া লাগ্‌লো! বিবাদভঞ্জনে লেডী কালিন্দী মধ্যবর্ত্তিনী হোলেন। কালিন্দীর বিচারে কর্ত্তার পক্ষেই জয়লাভ হলো। কর্ত্তা নিজেই তদন্তের ভার গ্রহণ কোরে ঘর থেকে বেরুলেন।—পশ্চাতে আমরা।

কাহারো মুখে কথা নাই। তদারকস্থানে উপস্থিত হওয়া গেল। সর্ব্বপ্রথমেই পাচিকার ঘরে খানাতল্লাস। কর্ত্তা সেই ঘরে প্রবেশ কোচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর চমক্ হলো, স্ত্রীলোকের ঘরে খানাতল্লাস করা তাঁর পক্ষে অনুচিত। এইটী বিবেচনা কোরেই তিনি দক্ষিণাকে ডেকে পাঠালেন। দক্ষিণা এসে উপস্থিত হলো। সকলেই আমরা কর্ত্তার সঙ্গে বাইরে থাকলেম, দক্ষিণাই পরিচারিকার ঘরে প্রবেশ কোল্লে। ড্রাজ, বাক্স, ইত্যাদি অনুসন্ধান কোল্লে,—গদি বিছানা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করা হলো। চোরামাল কিছুই বাহির হলো না। তার পর দুজন কিঙ্করীর ঘরে তল্লাস তাতেও ঐরকম ফল। তার পর রবার্টের ঘর। কর্ত্তা স্বয়ং সেই ঘর অনুসন্ধান কোল্লেন।—কিছুই পাওয়া গেল না। দক্ষিণা আবার শার্লোটীর ঘরে প্রবেশ কোল্লে। শার্লোটীর বাক্সটী খোলা ছিল, তার মধ্যেও কিছু পাওয়া গেল না।

সর্ব্বশেষে আমার ঘরে খানাতল্লাস। তল্লাসকর্ত্তা প্রভু তিবর্ত্তন নিজে। আমার ঘরে খানাতল্লাসি হোচ্চে, আমি কিন্তু ঠিক আছি।—আমার মনে কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি জানি, আমার মনে কিছুমাত্র পাপ নাই।—আমি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ। আমার তাতে ভয় কি? নির্ভয়েই আমি দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ কর্ত্তার মুখ থেকে একটা চীৎকারশব্দ নির্গত হলো। সকলেই আমরা ঘরের ভিতর ছুটে গেলেম। আমার বিছানার নীচে থেকে একটা কাগজজড়ানো দড়ীবাঁধা বাসনগুলি বাহির হলো!

আমি ত একেবারেই আড়ষ্ট! কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি! শরীরে যেন রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে গেল! —ভোঁ ভোঁ কোরে মাথা ঘুরতে লাগলো!—পেছন দিকে ঠিকরে হোটে পোড়লেম!—একেবারেই যেন জ্ঞানশূন্য!—অকস্মাৎ মূর্চ্ছা আসবার উপক্রম! শুনতে পেলেম, কে যেন বোলচে, "ও জোসেফ! ও দুষ্ট ছোক্রা! তোর এই কাজ? তুই এমন কাজ কোরবি, কার মনে ছিল?—কে এমন ভেবেছিল?"—কথাগুলি যেন বজ্রধ্বনির ন্যায় আমার কর্ণে প্রবেশ কোল্লে! কার মুখে ঐরূপ বজ্রধ্বনি বিনির্গত হলো, প্রথমে আমি সেটী ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। কেননা, মুহূর্ত্তকাল যেন আমি চৈতন্যশূন্য হয়ে ছিলেম! আমার যেন মরণকাল উপস্থিত হয়েছিল! বোধ হোতে লাগলো যেন, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই অবশ হয়ে আসছে! হঠাৎ চীৎকার কোরে বোলে উঠলেম, "না মহাশয়!—আমি না!—এমন কাজ আমার জীবনের অসাধ্য! আমি নিশ্চয় জানতে পাচ্চি, আমারে নষ্ট করবার মৎলবে কোন ভয়ানক কুচক্রের সৃষ্টি হয়েছে!—নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র আছে!"

কথাগুলি বোলছি আর সজলনয়নে এক একবার সকলের মুখপানে চেয়ে চেয়ে দেখছি! কর্ত্তার মুখপানে চেয়ে দেখি, তিনি তখন ভয়ানক রেগেছেন! আমিই যে চোর, সেটা যেন তিনি নিশ্চয় কোরেই বুঝেছেন!—আমার সত্যকথা তিনি বিশ্বাস কোচ্চেন না! আমার ভাগ্যে যে কি ভয়ানক দণ্ড ব্যবস্থা হবে, আরক্তনয়নে আরক্ত-বদনে তিনি যেন সেই বিষয়টাই অবধারণ কোচ্চেন! দাসীচাকরেরা ভ্যাবাচ্যাকা

পেয়ে বিস্ময়াপন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণাও যেন চোম্‌কে চোম্‌কে উঠ্‌ছে ! আমার তখন মনের ঠিক ছিল না ! তবুও যেন দেখ্‌লেম, দক্ষিণার বদনে তখন কোন-প্রকার হিংসার লক্ষণ দেখা গেল না।

জলদগর্জ্জনে কর্ত্তা আবার বোলে উঠ্‌লেন, "অঙ্গুরী ? কোথায় সেই অঙ্গুরী ? বল্ জোসেফ ! শীঘ্র বল্ !—কবুল কর্ ! অস্বীকার কোল্লে কখনই ———"

অবসন্নশরীরে, অবসন্নকণ্ঠে ব্যগ্রভাবে বাধা দিয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "আমার ত কবুল কর্‌বার কিছুই নাই ! মাথার উপর পরমেশ্বর আছেন ! পরমেশ্বর সাক্ষী ! আমি নির্দ্দোষী ! না খেতে পেয়ে মরি, তাও ভাল, তথাপি আমার কখনো এমন কাজে মতি হয় না ! ঘটনা আমার পক্ষে বিরূপ হোতে পারে,—ঘটনা আমারে বিপদের মুখে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু আমি ত—"

"যথেষ্ট ! যথেষ্ট !"—ক্রোধকম্পিত গর্জ্জনে তিবর্ত্তন বোলে উঠ্‌লেন, 'যথেষ্ট ! যথেষ্ট ! ও রকম সাফাই—" বোল্‌তে বোল্‌তে আবার তিনি তাড়াতাড়ি আমার বিছানাটা উল্‌টে ফেল্লেন !—আবার তিনি সেই রকমে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন ! আবার একটা ছোট কাগজের মোড়ক আমার বিছানার নীচে থেকে টেনে বার কোল্লেন !—খুলে দেখ্‌লেন, সেই মোড়কেই সেই চোরা আংটী !

আমি যে তখন কোথায় আছি, কিছুই আমার ঠিক নাই ! যন্ত্রণার উপর আরও যন্ত্রণা ! আমারে টিট্‌কারী দিয়ে রবার্ট চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লো "ও জোসেফ ! তোর মনে এই ছিল ! তুই আমাদের সকলকে কি ফ্যাঁসাতেই ফেলেছিলি !"—এই কথাগুলো বোল্‌তে বোল্‌তেই রবার্ট বারবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ কোরে উঠ্‌লো !

পুনর্ব্বার বজ্রগর্জ্জনে গৃহস্বামী বোলে উঠ্‌লেন, "নিয়ে চল্ ! নিয়ে চল্ ! নীচে নিয়ে চল্ ! এত বড় বদ্‌মাস !"

হুকুমমাত্রেই হুকুম তামিল ! কর্ত্তা নিজেই সজোরে আমার একখানা হাত ধোল্লেন ! রবার্ট আর একখানা হাত চেপে ধোল্লে !—টেনে হিঁচ্‌ড়েই তারা আমারে নীচের ঘরে নামিয়ে নিয়ে গেল !

চক্ষের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে আমি চীৎকার কোরে বোল্লেম, "আমি নির্দ্দোষী ! ঈশ্বর জানেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী !"—কেহই আমার কথা শুন্‌লে না ! তবু আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করা দূরে থাক্, কোনপ্রকার পাপচিন্তার ছন্দাংশেও আমি থাকি না !"—কেই বা শোনে !—তারা তখন আমারে জোরে জোরে টেনে টেনে চোরের মত শাস্তি দিতে নিয়ে চোল্লো !

ঊনবিংশ প্রসঙ্গ।

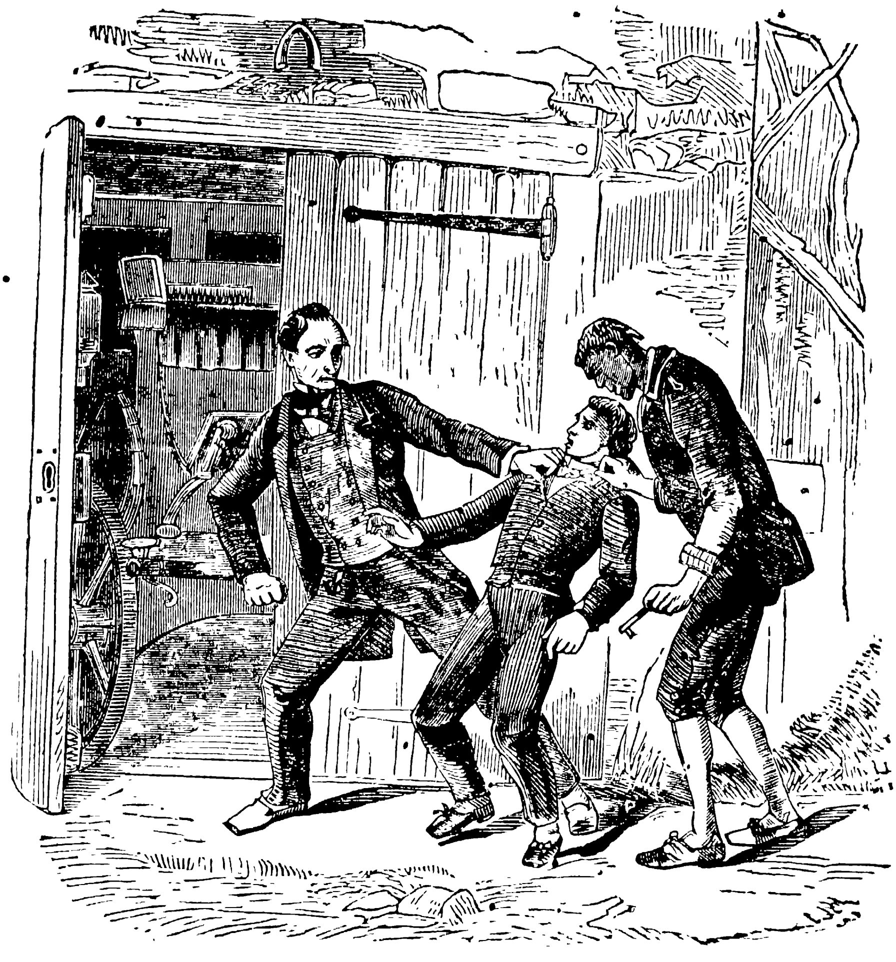
আমি কি চোর ?

তিবর্ত্তনের নিকেতনে আমি যেন চোরের মত বন্দী! যে ঘরটাতে তারা আমারে নিয়ে গেল, সেই ঘরের দরজা পার হবার অগ্রেই লেডী জর্জ্জীয়ানা আর তাঁর ভগিনী, লেডী কালিন্দী উভয়েই মহাবিস্ময়ে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন! ভাবগতিক দেখে তাঁরাও বুঝ্‌লেন, সত্য সত্য যেন আমিই চোর! আমি দেখ্‌লেম, লেডী কালিন্দী সহজে আমারে চোর বোলে বিশ্বাস কোচ্চেন না। লেডী জর্জ্জীয়ানাও আমারে চোর বোলে সিদ্ধান্ত কোত্তে কুণ্ঠিত হোতে লাগ্‌লেন। কর্ত্তা তাঁদের কাছে সেই অঙ্গুরী আর বাসনগুলি দেখিয়ে তাড়াতাড়ি তীব্রস্বরে বুঝিয়ে বোল্লেন, "উইল্‌মটের বিছানার নীচেই এই সব জিনিস পাওয়া গেছে!"

মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়েই রবার্টের প্রতি উগ্র দৃষ্টিক্ষেপ কোরে গৃহস্বামী হুকুম দিলেন, "যাও! থানায় যাও! জল্‌দি যাও! একজন কনেষ্টবল ডেকে আন!"

হাপুস্‌নয়নে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমি বোল্লেম, "দোহাই পরমেশ্বর! দোহাই পরমেশ্বর! ওঃ! আপ্‌নারা এ করেন কি? বিবেচনা করুন্‌——"

আর বোল্‌তে পাল্লেম না। ভয়ে—যন্ত্রণায়—অপমানে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো! চোরের মত চোরের জেলখানায় আমারে টেনে নিয়ে কয়েদ কোর্‌বে, সেই ভয়ানক চিন্তায় থেকে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম! হাঁপাতে হাঁপাতে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "আমি নির্দ্দোষী!--পরমেশ্বরের কাছে আমি জানাচ্চি,--তিনিই সাক্ষী আছেন! গরিব!—আমার কেহই নাই! মা নাই,—বাপ নাই,—বন্ধু নাই,—বান্ধব নাই, দুঃখের কথা জানাই, এমন আপনার লোক সংসারে আমার একটীও নাই! আমি নিরাশ্রয়! এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যে আমিই কেবল একা!—আমি গরিব! আমার অবস্থাই আমারে বিপদ্‌গ্রস্ত কোরেছে! কিন্তু সেই সর্ব্বান্তর্যামীর নাম কোরেই আমি বোল্‌ছি, শীঘ্রই হোক্, অথবা কিছু বিলম্বেই হোক্, অবশ্যই সকলে জান্‌তে পার্‌বেন, জন্মাবধি আমি নির্দ্দোষী! আমারে আপ্‌নারা বিনা অপরাধে চোরের মত শাস্তি দিতে নিয়ে যাচ্চেন! আমি নির্দ্দোষী! এ কথা যখন আপ্‌নারা ভাল কোরে জান্‌বেন,—আমি নির্দ্দোষী, নিঃসংশয়ে আপ্‌নারা যখন আমার কথার প্রমাণ পাবেন, বিনা অপরাধে আপ্‌নারা আমারে নষ্ট কোত্তে উদ্যত, এটী যখন ভাল কোরে বুঝ্‌তে পার্‌বেন, তখন যে আপ্‌নাদের মনের ভাব কি রকম হবে,—তখন যে আপ্‌নারা কি কোর্‌বেন, কি বোল্‌বেন, আমি জানি না! কিন্তু সেই সর্ব্বময়—যিনি সর্ব্বজগতের সাক্ষী,—সর্ব্বকর্ম্মের বিচারক, তিনিই জানেন!—তিনিই জানেন! হায়! হায়! হায়!"



আবার আমার স্বরস্তম্ভ হলো। সকল কথাই আমার ভেসে গেল! ক্রোধান্ধ ত্রিবর্ত্তন মহাক্রোধে গোর্জ্জে উঠে আবার বোল্লেন, "কোন কথাই শুনতে চাই না! চোর তুই!—সকলের আগেই তুই জেগেছিস্!—সকলের আগেই তুই নেমেছিস্! কেমন! ঠিক নয়?—কি বল রবার্ট?"

রবার্ট উত্তর কোল্লে, "হাঁ ধর্ম্মাবতার! সকলের আগেই নেমেছে। আপ্নিই ত বোলেছে। হোতে পারে, দৈবাৎ এটা ঘোটে গেছে, কিন্তু আমি জানি, জোসেফ্ উইলমট নিত্য নিত্যই ভোরে উঠে,—নিত্য নিত্যই সকলের আগে নেমে আসে।"

মাথা নেড়ে গোর্জ্জে গোর্জ্জে জজ্জীয়ানা বোল্লেন, "ঠিক ঠিক! ঐ মৎলবেই ভোরে উঠে! চুরি কর্‌বার অবসর খোঁজে!—চুরি কর্‌বার মৎলবেই আগে নামে! নিত্য নিত্যই হয় ত চুরি করে!—এইবার ধরা পোড়েছে!"

গৃহস্বামী বোল্লেন, "চেহারা দেখেই আমি বুঝেছি! প্রাতঃকাল থেকে যতবার আমি দেখেছি, ততবারই দেখি, ফ্যাল্‌ফেলে চাউনি!—সর্ব্বক্ষণ অন্যমনস্ক! হাজার কথাতেও কথা কয় না!—নিশ্চয়ই চোর! সব জিনিস পাওয়া গেছে! বিছানার নীচে যদি একটীও চোরামাল পাওয়া যেতো, তা হোলেও চোর বোলে সাব্যস্ত হতো! ছাড়্‌তে পারি না!—কিছুতেই পারি না! চোরের শাস্তি দেওয়া আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম!—কেবল আমার কর্ত্তব্য নয়, সমাজের উপকারের জন্য অবশ্যই চোরের শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য! রবার্ট! যাও জল্‌দি! শীঘ্র কনেষ্টবল ডেকে আন!"

লেডী জর্জ্জীয়ানা যেন কেমন একরকম উন্মনা হোলেন। স্বামীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "তাই ত! আমরা কোচ্চি কি? বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ করা গেছে, তার কি করা যায়?—না,—রবার্টকে ছাড়া হবে না, রবার্টের হাতে অনেক কাজ। চোরকে এখন একটা কোন জায়গায় কয়েদ রাখা যাক্, আজ এইখানেই কয়েদ থাক্, কাল তখন বিলিব্যবস্থা হবে।"

বুদ্ধিমতী কালিন্দী সেই বাক্যে সায় দিলেন। আমার পানে চেয়ে চেয়ে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "সেই কথাই ভাল। এত ব্যস্ত কেন? দেখুন তিবর্ত্তন! আপনি যে রকম কোচ্চেন, আপনি না হয়ে যদি আমি হোতেম, তা হোলে কখনই এত তাড়াতাড়ি——"

"তাড়াতাড়ি?"—চমকিতভাবে উগ্রস্বরে তিবর্ত্তন বোল্লেন, "তাড়াতাড়ি? এখনো কি তোমার সন্দেহ ঘুচে না?"

কালিন্দী উত্তর কোল্লেন, "সন্দেহ না থাক্‌লেও এই বালক যে নির্দ্দোষী নয়, সেটাও এখনো আমি ভাল কোরে বুঝ্‌তে পাচ্চি না।"

কালিন্দী যখন এই কথাগুলি বলেন, তখনও সদয়দৃষ্টিতে আমার মুখপানে চেয়ে আছেন। মুখের লক্ষণে আমি বুঝ্‌লেম, আমার দুঃখে তিনি দুঃখিত হয়েছেন। দুঃখিত হয়েই তিনি যেন মনে মনে তর্ক কোচ্চেন, আমি নির্দ্দোষী। সকলের সাক্ষাতে এক রকম স্পষ্টই বোল্লেন, আমি নির্দ্দোষী।

গৃহস্বামীর সে কথা ভাল লাগ্‌লো না। বিরক্ত হয়ে তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "নির্দ্দোষী? কখনই নির্দ্দোষী হোতে পারে না!—অসম্ভব! ভোজের কথা এখন থাক্, আগেকার কাজ আগে করা চাই! রবার্ট! আবার আমি বোল্‌ছি, তুমি—"

চক্ষে চক্ষে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেডী কালিন্দীর মুখপানে আমি চাইলেম। আমি চোর, সুশীলা কালিন্দী সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস কোচ্চেন না। দয়াময়ী কালিন্দী! কালিন্দীর সদয় ব্যবহারে উৎসাহ পেয়ে সাশ্রুনয়নে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "না গো না! আমারে জেলখানায় দিও না! আমি গরিব!—আমি চোর নই! যদি আমি এমন কর্ম্ম কোরে থাকি, তোমাদেরই পদতলে পরমেশ্বর এখনি আমার জীবন গ্রহণ করুন্!—তোমাদের কাছেই আমি মরি! জেলখানায় আমারে দিও না!"

দাসীচাকরেরা যেন কতই কাতর হয়ে নিঃশব্দে আমার দিকে চেয়ে রইলো। তিবর্ত্তন

মহাশয় রাগে রাগে ফুল্‌তে লাগ্‌লেন। লেডী কালিন্দী আমার কথাগুলি শুনে যেন কতই কাতর হোলেন। লেডী জর্জ্জীয়ানা যেন একটু একটু কেঁপে কেঁপে হস্তে হস্ত পেষণ কোত্তে কোত্তে বোলে উঠ্‌লেন, "চোরে আবার পরমেশ্বরের নাম করে! দেখ্ দক্ষিণে দেখ্! এমন কথা কখনো শুনেছিস্?"

কি আশ্চর্য্য!—কথায় কথায় প্রতিধ্বনি করে যে দক্ষিণা, এইবার সেই দক্ষিণা আর এক রকম!—দক্ষিণা তখন একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি একবার তার দিকে চক্ষু ঘুরালেম। দেখ্‌লেম, দক্ষিণাও যেন একটু কাতরভাব জানাচ্চে। কালিন্দীসুন্দরী যত কাতরা, দক্ষিণা কিন্তু তত নয়।

লেডী কালিন্দী ধীরে ধীরে ভগিনীপতির নিকটবর্ত্তিনী হয়ে মধুরস্বরে বোল্লেন, "মিনতি করি, আমার কথা রক্ষা করুন্! ভোজের ব্যাপার বন্ধ করা হবে না। আমি এসেছি, সেই উপলক্ষেই উৎসব। এ উৎসবে বাধা দেওয়া উচিত হয় না। রবার্টকে কোথাও পাঠাবেন না। জোসেফকে যদি পুলিসে দেওয়া হয়, তা হোলে নিশ্চয়ই তারে মাজিষ্ট্রেটের কাছে এজেহার দিতে যেতে হবে। আমি সেটা ভাল বিবেচনা করি না। আজ থাক্, জোসেফকে আজ বরং কোন একটী ঘরে চাবী দিয়ে রাখা হোক্। কাল তখন—"

অগত্যা গৃহস্বামী রাজী হোলেন। অনিচ্ছাতেই কালিন্দীর বাক্যে তাঁরে তখন সায় দিতে হলো। পত্নীরও মানরক্ষা হলো। রবার্টকে তৎক্ষণাৎ পুলিসে প্রেরণ করা হলো না। ভোজের ঘটাই আগের কাজ।

আবার আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণনয়নে লেডী কালিন্দীর মুখপানে চাইলেম। আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, কাল পর্য্যন্ত যদি রাগ না পড়ে, কিম্বা সত্যকথা যদি প্রকাশ না পায়, কর্ম্মে আমার জবাব হবে। তার উপর হয় ত আর কিছু বেশী দণ্ড আমারে ভোগ কোত্তে হবে না।

কিঞ্চিৎ উৎসাহ পেয়ে মনে মনে আমি এইরূপ আশ্বাস প্রাপ্ত হোচ্চি, গৃহস্বামী বোলে উঠ্‌লেন, "কোথায় কয়েদ রাখা যায়? আঃ! ঠিক হয়েছে! জন রবার্ট! এই চোরকে আস্তাবলঘরে চাবী দিয়ে রাখ!"

আবার দুজনে আমার দুই হাত ধোল্লেন।—একহাত তিবর্ত্তন, একহাত রবার্ট। টেনে হিঁচ্‌ড়ে গলাটিপে আমারে তাঁরা আস্তাবলে নিয়ে গেলেন! দরজার চাবী পোড়্‌লো, চাবীটী তাঁরা সঙ্গে কোরে নিয়ে গেলেন।

গৃহস্বামী তিবর্ত্তন ভয়ানক কৃপণ! প্রায় তিনবৎসর হলো, তিনি তাঁর ঘোড়াগুলি বিক্রয় কোরে ফেলেছেন। কেবল একখানা পুরাতন ভাঙাগাড়ী সেই আস্তাবলে বিরাজ করে। গাড়ীচড়া যখন দরকার হয়, ডাকের ঘোড়া এনে কাজ নির্ব্বাহ করেন। আস্তাবলটা ঘোর অন্ধকার! বস্‌বার স্থান নাই! বসি কোথা? ভেবে চিন্তে গাড়ীখানার দরজা খুলে ফেল্লেম।—গাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। গাড়ীর

আসনের উপর বোস্‌লেম। মনের দুঃখে বিস্তর কাঁদ্‌লেম। তখনকার চক্ষের জলে আমার অনেকটা শান্তিবোধ হলো। একটু যেন সুস্থির হোলেম। যে সঙ্কটে পোড়েছি, সেই অবস্থাই চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেম। তিবর্ত্তন যদি আমারে জেলখানায় না দেন, অম্‌নি অম্‌নি যদি চাকরী ছাড়িয়ে বিদায় কোরে দেন, তা হলেও ত আমি গেছি! দোষী হয়ে সংসারে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই মঙ্গল! মরণকাল পর্য্যন্ত কিছুতেই আমার সুখ নাই!—কিন্তু উপায় কি? আমি যে নির্দ্দোষী, কি রকমে কিসে সেটী সপ্রমাণ হবে? বাসন আর হীরার আংটী! এটা অবশ্যই কোনপ্রকার চক্রান্তের কার্য্য! কেহই সে সকল জিনিস চুরি করে নাই। চুরি কর্‌বার মৎলব থাক্‌লে, অমন কোরে রেখে যাবে কেন? খানাতল্লাসীতে যদি প্রকাশ নাও হতো, যে দাসী বিছানা ঝাড়ে, শেষ বেলায় অবশ্যই তার চক্ষে পোড়্‌তো। চোর যদি লুকিয়ে রেখে যেতো, তা হোলে ত সে পেতো না। চোর নয়।—নিশ্চই কুচক্র!—নিশ্চয়ই আমারে নষ্ট কর্‌বার ষড়যন্ত্র! কিন্তু কে এমন আমার বৈরী? চাকরদের কাহারো উপর আমার সন্দেহ হয় না। তাদের কাহারো কোন অপকার কখনো আমি করি নাই। সকলের সঙ্গেই আমার সখ্যভাব। আমি বিপদে পোড়েছি, তারা সকলেই কাতর হয়েছে। তবে কে? কালিন্দীর সহচরী শার্লোটী?—শার্লোটী কখনই এমন সাংঘাতিক কুচক্রের সৃষ্টিকর্ত্রী হোতে পারে না। তবে কে? কুমারী দক্ষিণা!—দক্ষিণাই আমার মুখের উপর শাসিয়ে রেখেছিল, সে আমার জাতশত্রু হয়ে থাক্‌লো! স্ত্রীজাতির প্রতিশোধের যে কি ভয়ানক পরিণাম, দক্ষিণা আমারে তা দেখাবে, এই রকম প্রতিজ্ঞা কোরেছিল! ওঃ! ঠিক কথা!—হাঁ, দক্ষিণার উপরেই আমার সন্দেহ হয়। কিন্তু তাই বা কেমন কোরে বলি? চোরদায়ে আমি ধরা পোড়েছি, তা দেখে একবারও ত সে আহ্লাদের লক্ষণ জানালে না। বিদ্বেষযুদ্ধে জয়লাভ হলো বোলে একবারও ত হেসে হেসে জয়ধ্বনি কোল্লে না?—কে তবে?

দেড় ঘণ্টার অধিক কাল আমি তরঙ্গাকুল চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাক্‌লেম! ঝড়ে যেমন সাগর তোলপাড় করে, অস্থির চিন্তাতরঙ্গে আমার হৃদয়সাগর তেম্‌নি তোলপাড় কোত্তে লাগ্‌লো!—সমস্তই দুর্ভাবনা! সুভাবনা একটীও নয়! ভাব্‌লেম অনেক রকম, কিছুই কিন্তু ঠিক নয়।—একটাও ঠিক হয়ে দাঁড়ালো না। ওঃ! আমার দশা এখন কি হবে? সহস্রবার আপনার হৃদয়কে আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেম। আমি যে নির্দ্দোষী, কিসে কিপ্রকারে সেটী সপ্রমাণ হবে? যদি সপ্রমাণ না হয়, আবার আমি এই বিশাল সংসারে পথের ভিখারী হবো! আমার নামে চোর অপবাদ! ভয়ানক কলঙ্কদাগে কলঙ্কিত হয়ে থাক্‌বো! 'এই দুর্নাম রটনা হোলে ভবিষ্যতে আর কোথাও আমি চাক্‌রী পাব না!' যে ভয়ঙ্কর দুরবস্থায় সেই ভয়ঙ্কর টাডির হাতে আমি পোড়েছিলেম, সেই অবস্থাই আবার আমার ভাগ্যে ফিরে দাঁড়াবে! আর আনাবেল? ওঃ! আনাবেল আমার এ দুরবস্থার কিছুই জান্‌তে পাচ্চেন না! ওঃ! যদিও আনাবেল

এখন কলঙ্কিনী, তথাপি—তথাপি আমি আনাবেলের সৎপরামর্শকে পরম উপকারী জ্ঞান কোচ্চি। যে কথাটা চিন্তা করি, সেই কথাই আমার হৃদয়ে ভয়ানক বাজে। কথাও ভয়ানক,—চিন্তাও ভয়ানক !

ফটকের ধারে হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দের সঙ্গে গাড়ীর চাকার ঘর্ ঘর্ শব্দ শুন্‌তে পেলেম। ফটকে যে ঘণ্টা ছিল, সেই ঘণ্টাটীও সেই সময় বেজে উঠ্‌লো। আমি মনে কোল্লেম, শার্লোটী ফিরে আস্‌ছে। ঐ গাড়ীতেই শার্লোটী আছে। শার্লোটী এইবার আমার এই ভয়ানক অবস্থার কথা শুন্‌বে। আঃ! প্রাতঃকালে শার্লোটী আমারে যে রকম অপ্রিয় কথা বোলেছিল, সেই সব কথাই মনে পোড়্‌লো। এই চুরির ফ্যাঁসাতের সঙ্গে শার্লোটীর সেই সব কথার অদ্ভুত মিলন দেখতে পাচ্চি। কিন্তু কি প্রকারে এ রকম ভয়ানক মিলন হলো, সেটা কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না!—বুঝ্‌তে পাল্লেম না, কিন্তু হলো তাই। শার্লোটী আমারে বোলেছিল, দুষ্টবালক, ধূর্ত্তবালক, প্রবঞ্চক বালক। কেন বোলেছিল ? ঐ সকল চোরাজিনিস আমার বিছানার নীচে লুকানো আছে, শার্লোটী কি এ কথা জান্‌তে পেরেছিল ? না,—তা ত কখনই সম্ভব হোতে পারে না। জান্‌তে পাল্লে চুরির কথা কখনই গোপন রাখ্‌তো না।

এই রকম নানাখানা আমি ভাব্‌ছি, এমন সময় শব্দ পেলেম, ফটকটা খুলে দেওয়া হলো। একটী দোকানদার বালক সেই গাড়ীতে এসেছিল। সেই বালকের কণ্ঠস্বর আমার জানা। পাচিকাকে সম্বোধন কোরে সেই বালক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "একটী যুবতী যে সকল জিনিসের ফরমাস দিয়েছিলেন, সে সব জিনিস আমি এনেছি।"

পাচিকা জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কোথায় সে যুবতী ?"

বালক উত্তর কোল্লে, "সে কথা আমি জানি না। তিনি আমারে বোলে গেছেন, আমার সঙ্গেই এই গাড়ীতে আস্‌বেন। আরও দুই একটী জিনিস খরিদ কর্‌বার আটক আছে, রাস্তার ধারেই সে সব জিনিস পাওয়া যায়, সেইগুলি সংগ্রহ কোরে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি ফিরে আস্‌বেন। আধ ঘণ্টা আমি অপেক্ষা কোল্লেম, তিনি এলেন না। অনেক দেরী হোতে লাগ্‌লো। আমি বিবেচনা কোল্লেম, হয় ত তাঁর আরো দেরী হবে। জিনিসগুলি আপ্‌নাদের শীঘ্র শীঘ্র দরকার, সেই জন্যই তাঁরে ফেলে আমি গাড়ী নিয়ে চোলে এসেছি।"

একটু চিন্তা কোরে পাচিকা বোল্লে, "তবে বোধ হয় আর কোন কাজ আছে। সেই জন্যই হয় ত দেরী হয়ে থাক্‌বে।"

আর কোন কথা শুন্‌তে পেলেম না। শব্দে বুঝ্‌লেম, বালকের সঙ্গে গাড়ীখানা ফিরে গেল, ফটক বন্ধ হলো।

যে আস্তাবলে আমি কয়েদ, সেই আস্তাবলের অতিনিকটেই ঐ ফটক। বালকের সঙ্গে পাচিকার যে সকল কথা হলো, তার প্রত্যেক বর্ণই আমি স্পষ্ট স্পষ্ট

শুন্‌লেম। শার্লোটী ফিরে এলো না, এটা যেন আশ্চর্য্য বোধ হলো। বিশেষতঃ শার্লোটী বেশীপথ চোল্‌তে পাবে না, তাও আমি শুনেছি। তবে কেন ঐ গাড়ীতে ফিরে এলো না?—বুঝা গেল না। তুচ্ছ কথা!—আমি নিজে তখন যে বিপদে পোড়েছি, তার সঙ্গে তুলনায় শার্লোটীর ফিরে আস্‌তে বিলম্ব হওয়া কিম্বা হেঁটে আস্‌তে কষ্ট পাওয়ার চিন্তা, অতি তুচ্ছকথা! নিজের ভাবনাই তখন বড়!

বেলা যখন প্রায় দুটো, রবার্ট সেই সময় আমার কয়েদঘরের চাবী খুলে আস্তাবলে প্রবেশ কোল্লে। হাতে একখানা রেকাব। সেই রেকাবে একখানি রুটী, একটু পনীর, আর এক পেয়ালা জল। আমার সম্মুখে সেইগুলি রেখেই ব্যস্তভাবে রবার্ট বোল্লে, "খাও! এর বেশী আর তুমি কিছুই পেতে পার না!"—গাড়ীর ভিতর থেকে আমি বেরুলেম। রবার্টকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রবার্ট! সত্য সত্যই আমি দোষী, সত্য সত্যই আমি চোর, একথা কি তোমার বিশ্বাস হয়?"

রবার্ট কথা কইলে না। আপনার অভ্যাসমত ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে! তাড়াতাড়ি দরজার চাবী বন্ধ কোরে নিঃশব্দেই চোলে গেল।

খাবার জিনিসগুলি আমি স্পর্শও কোল্লেম না। কিছুমাত্র ক্ষুধা ছিল না। অত্যন্ত পিপাসা হয়েছিল,—গলা শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল, জলটুকু পান কোল্লেম।

ধীরে ধীরে সময় চোলে যেতে লাগ্‌লো। ধীরে যায় কি শীঘ্র যায়, সময়ের কথা কে বোল্‌তে পারে? ক্রমশই অপরাহ্ন সমাগত। শার্লোটী এলো না। যতবার ফটকে ঘণ্টাধ্বনি হয়, ততবার আমি ভাবি, কে এলো? যতলোকে কথাবার্ত্তা কয়, শুনি, শার্লোটীর কথা শুন্‌তে পাই না।

সন্ধ্যা হলো। তখন পর্য্যন্ত শার্লোটী ফিরে এলো না। এককালে অনেকগুলি গাড়ীর গড়্‌গড়্ শব্দ শোনা গেল। আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, নিমন্ত্রিতলোকের আমদানী হোচ্চে। আবার ক্ষণকালের জন্য জন রবার্ট আমার কাছে এলো। আবার সেই রকম রুটী, পনীর, আর একটু জল দিয়ে গেল। সেবারে আমি আর তারে কোন কথাই জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। কথার যখন উত্তর দেয় না, তখন জিজ্ঞাসা করাই বিফল। দরজায় চাবী দিয়ে দ্রুতপদে রবার্ট আবার প্রস্থান কোল্লে। আমি যেন বুঝ্‌তে পাল্লেম, চাবীটী কুলুপের গায়েই লাগানো থাক্‌লো, রবার্ট সেটা খুলে নিয়ে গেল না। দরজার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমি বুঝ্‌লেম, চাবীর আগাটী আমার হাতে ঠেকলো। কেন আমি তেমন কাজ কোরেছিলেম, তা আমি জানি না। পালাবার মৎলব ছিল না।—যদিও থাকে, চাবীকুলুপ বাহিরে, ভিতর থেকে খুলে ফেলা বড় সহজ নয়। না,—সে মৎলব আমার ছিলই না। দরজা যদি খোলাও থাক্‌তো, তা হোলেও আমি পালাতেম না। পালাবো? ওঃ! না না!—যদি পালাই, তা হোলে গায়ে পোড়েই ধরা দেওয়া হবে! সকলেই মনে কোর্‌বে, চুরি কোরেছে, সাজা পাবে, সেই ভয়েই পালিয়েছে!—ওঃ! না না! সে রকম মৎলব আমার কিছুই ছিল না।

অন্ধকারেই আমি কয়েদ আছি। অস্থিরমনে ক্রমাগতই গাড়ীর শব্দ শুনছি। এই রকমে প্রায় আধ ঘণ্টা। নিমন্ত্রিতেরা সব উপস্থিত হোলেন। কতই আমোদ আহ্লাদ হবে,—কতই রোস্‌নাই হবে, ভোজের উৎসবে কতই জাঁকজমক হবে, কিছুই আমি দেখ্‌তে পাব না! আমি তখন একটা অন্ধকার আস্তাবলে কয়েদ!

চিন্তা অনেকপ্রকার এলো। মনের দুঃখে কতই নিশ্বাস ফেল্লেম। কিন্তু ভয় পেলেম না। অন্ধকারে অনেক লোক অনেক রকম ভয় পায়। চার্লটনগ্রামে ভূতের ভয়ের কথা শুনি, গির্জ্জাঘরে অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করি, গির্জ্জার গবাক্ষে আনাবেলের মুখ দেখি, সে একরকম আতঙ্ক,—মিথ্যা আতঙ্ক! তিবর্ত্তনের অন্ধকার আস্তাবলে সে রকম আতঙ্ক আমার মনে কিছুই এলো না।

ক্রমশই রাত্রি হোতে লাগ্‌লো। বড়ই কাতর হয়ে পোড়্‌লেম। ক্ষুধা ছিল না, তথাপি রবার্ট আবারে যে যৎকিঞ্চিৎ খাবার দিয়ে গিয়েছিল, তার যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষণ কোল্লেম। আবার একটু জল খেলেম।—কিছুই ভাল লাগ্‌লো না। আস্তাবলটা ভয়ানক ঠাণ্ডা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে হুহুশব্দে ঠাণ্ডা বাতাস আস্‌ছিল, বরফের তীরের ন্যায় আমার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধে বিঁধে যাচ্ছিল। আমি সেই পুরাতন গাড়ীখানার ভিতর বোসে আছি। বস্‌বার জায়গা নাই বোলেই গাড়ীতে উঠেছি। শুধু কেবল তাও নয়, গাড়ীর ভিতরটা একটু একটু গরম বোধ হোচ্ছিল, সেই জন্যই আমি গাড়ীর ভিতর। অনুমানে বুঝ্‌লেম, রাত্রি প্রায় দশটা। আমি ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। প্রভাতে যে যে কাণ্ড হয়ে গেছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেই সব কাণ্ডই স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। সচরাচর তেমন রকম ছোট ছোট ভয়গুলো যেমন বেশী বেশী দেখায়, আমার তখন ঠিক তাই হলো!

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেম, তা জানি না। আস্তে আস্তে একটা দরজাখোলা শব্দ পেয়ে আমি জেগে উঠ্‌লেম। জেগেও খানিকক্ষণ চুপ্‌টী কোরে থাক্‌লেম: জেগে জেগে কি শুন্‌ছি, তাও ঠিক অনুভব কোত্তে পাল্লেম না। তখনো যেন মনে হোচ্ছিল, আমি ঘুমুচ্চি। তা না যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছি। বাস্তবিক সে জ্ঞান তখন ছিল না। একটু পরেই বেশ চৈতন্য হলো। চৈতন্যের সঙ্গেই আমি বুঝ্‌লেম, আমি জাগ্রত। তখনও সেই রকম দরজাখোলা শব্দ পেলেম। সত্য সত্যই দরজাখোলা।—সত্য সত্যই কারা যেন আমার কয়েদঘরের দরজা খুল্‌চে। ফুস্ ফুস্ কোরে কথাও শুন্‌তে পেলেম। পুরুষ-মানুষের কণ্ঠস্বর। সংশয় বেড়ে উঠ্‌লো। স্থির হয়ে কাণ পেতে শুন্‌তে লাগ্‌লেম। কারা এরা?—কারা এত চুপি চুপি আমার কয়েদঘরে প্রবেশ কোচ্চে?—প্রবেশ কোল্লে। দরজা বন্ধ হলো। সেই সময় একজন লোক পূর্ব্বাপেক্ষা একটু উচ্চৈঃস্বরে কারে যেন জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কৈ?—কৈ?—গাড়ী কোথায়?"

ও পরমেশ্বর! এ সব কথার মানে কি? সেই স্বর! ওঃ! ঠিক বুঝ্‌লেম, সেই স্বর! সেই রকম কাটা কাটা কথা। ঠিক আমি বুঝ্‌লেম: সন্দেহ ঘুচে গেল। সেই দুরন্ত দস্যু টাডির সেই কণ্ঠস্বর! পরক্ষণেই আস্তাবলের দরজার কাছে হঠাৎ একটা আলো

জোলে উঠ্‌লো। গাড়ীর ভিতর থেকে উঁকি মেরে আমি দেখ্‌লেম, সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস টাডির মুখের চেহারা! সেই সঙ্গে আর একটা লোক। কেবল তারা দুজনেই ঐ রকম চুপি চুপি প্রবেশ কোরেছে। পুরাতন গাড়ীর জানালাদরজা আমি খুব এটে সেঁটে বন্ধ কোরে দিলেম। একটু একটু ফাঁক দিয়ে সেই দুটো লোকের মুখ দেখা যেতে লাগ্‌লো। একজন সেই টাডি, দ্বিতীয় লোকটা এককালেই আমার অচেনা।—অচেনা বটে, কিন্তু সেই বিকট চেহারাখানা দেখেই আমার গায়ের রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল। ভয়ানক ডাকাতে চেহারা! ভাগ্য ভাল, ডাকাতেরা আমাকে দেখ্‌তে পেলে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আলোটা তারা নিবিয়ে ফেল্লে! ঘরটা আবার অন্ধকারে ডুবে পোড়্‌লো! ঘোর অন্ধকার! টাডির সঙ্গী ডাকাতটা টাডিকে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "কেমন! আমি ত বোলেছিলেম, এই খানেই আছে। এসো, আমরা লুকিয়ে থাকি, এই গাড়ীখানার ভিতরেই লুকিয়ে থাকি। রবার্ট যখন চাবী দিতে আস্‌বে, সে যদি আমাদের দেখতে পায়, গোলযোগ হবে। কাজ নাই,—গাড়ীর ভিতরেই লুকিয়ে থাকি। সে কখনই গাড়ীর ভিতর উঁকি মেরে দেখ্‌তে যাবে না।"

কথা শুনেই আমি যেন হতজ্ঞান হোলেম। বিপদের উপর বিপদ!—মহাবিপদ! করি কি? বিপদের সময়েও একপ্রকার বুদ্ধি যোগায়। আমি বুকের ভিতর একটু সাহস আন্‌লেম। যে দিকে লোকদুটো দাঁড়িয়ে ছিল, সে দিকের দরজা না খুলে চুপি চুপি অপর ধারের দরজা দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি, এই আমার মৎলব। আস্তে আস্তেই সেই রকমে গাড়ীর দরজাটা খুল্লেম। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই কার্য্যটা সমাধা হয়ে গেল। আমি গুঁড়ি মেরে নাম্‌লেম। পুরাতন গাড়ীখানা বড়ই ভারী! আমি ছেলেমানুষ, আমার দেহের ভার অতি অল্প, নাম্‌বার সময় কিছুমাত্র শব্দ হলো না। সামান্য যা একটু ক্যাঁচ্‌কোঁচ কোরে উঠ্‌লো, ডাকাতেরা সে শব্দ শুন্‌তে পেলে না। তারা তখন শীঘ্র শীঘ্র গাড়ীর অন্য দরজার দিকে চোলে আস্‌ছিল, তাদের নিজের পদশব্দেই আমার সেই সামান্য শব্দটা ঢাকা পোড়ে গেল। যেইমাত্র তারা সেদিকের দরজাটা খুলে ফেলেছে, আমিও অম্‌নি অপরদিকের দরজাটা বন্ধ কোরে ফেল্লেম। গুড়িমেরে গুঁড়িমেরে গাড়ীখানার নীচে গিয়ে লুকালেম। শীতে থরথর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম! আসন্ন বিপদে তখন যেন আমার শরীরে একটু বল বেড়ে উঠ্‌লো।

ডাকাতেরা গাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে। যেদিক দিয়ে উঠ্‌লো, সেদিকের দরজাটা বন্ধ কোরে দিলে। একটু আগে গাড়ীর জানালার যে সাসী খুলে আমি তাদের মুখ দেখেছিলেম, সেদিক্‌টে বন্ধ কোত্তে তারা ভুলে গেল। সেটা হয় ত তারা দেখ্‌তেই পেলে না। সাসীটা খোলাই থাক্‌লো। আমার পক্ষে এক রকম হলো ভাল। গাড়ীর ভিতর বোসে বোসে তারা দুজনে যে সব কথা বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো, সব কথা আমি স্পষ্ট স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেম। অবশ্যই তারা ফুস্ ফুস্ কোরে কথা কোয়েছিল, সাসী খোলা না থাক্‌লে কিছুই আমি শুন্‌তে পেতেম না।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No 44 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

টাডি তার সঙ্গীটাকে বোল্লে, "আচ্ছা বিল্ ! এখানে আমরা একটা ভাল কাজ হাঁসিল্ কোরে ফেল্‌তে পার্‌বো, সেটা তুমি ঠিক জান ?"

বিল উত্তর কোল্লে, "কিছুমাত্র সন্দেহ নাই !"

কথার সঙ্কেতে আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, টাডি ডাকাতের সঙ্গী ডাকাতটার সংক্ষিপ্ত নাম বিল্, পূর্ণ নাম বিলিয়ম ব্ল্যাক্‌বিয়ার্ড।

টাডি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কতদিন পূর্ব্বে তুমি এদের বাড়ীতে সইসের কাজ কোরেছিলে ? সেটা কত দিন হবে ?"

"ওঃ! সে অনেক দিনের কথা। তিন বৎসর পার হয়ে গেছে। তিবর্ত্তনের তখন একজোড়া ঘোড়া ছিল। খুব ভাল ভাল ঘোড়া। খেতে পেতো না।—যৎকিঞ্চিৎ দানা, যৎকিঞ্চিৎ ঘাস, এই পর্য্যন্ত বরাদ্দ। না খেতে পেয়ে ঘোড়া দুটো যেন হাড়ের ঘোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল! লণ্ডনের ভাড়াটে গাড়ীতে আমি তার চেয়ে অনেক ভাল ভাল ঘোড়া দেখেছি।"

"আচ্ছা, চাক্‌রীটা তুমি ছেড়ে দিলে কেন ? বেশী পরিশ্রম কোত্তে,—খুব ভালমানুষ ছিলে, নেসা কোরে মেজাজ ঠিক রাখ্‌তে পাত্তে না, সেই জন্যই কি ?"

"না,—আমি বেশ ঠাণ্ডা ছিলেম। কিন্তু তিবর্ত্তনেরা দিন দিন বড়ই কসাকসি আরম্ভ কোল্লে। ঘোড়া দুটো বেচে ফেল্লে। পরামর্শ কোরে বোল্লে, দরকার হোলে ভাড়াটে ঘোড়া এনে জুড়ে দিবে। বুঝ্‌লে কি না ? কাজে কাজেই আমার জবাব হলো। চাক্‌রী গেল।—ভিখারী হোলেম। কাজে কাজেই বদ্‌লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে হলো। বদ্‌লোক বোলে তখন আমার জ্ঞান হলো না, বেশ থাক্‌লেম। তাদের সঙ্গে মিশে বরং আমি খুব সুখীই হোলেম। আর তখন চাক্‌রী কোত্তে মন গেল না। আপনার নিজের রোজগারেই পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেম।"

"উপবাস কোত্তে আরম্ভ কোল্লে ? নিজের উপায়ে উপবাস কোরেই তুমি তখন সুখী হোলে ? আমি যেমন ও বিষয়ে সুপণ্ডিত, এম্‌নি ধরণের বন্ধুর সঙ্গেই তোমার জোটপাট হোতে লাগ্‌লো ? আচ্ছা, কাজকর্ম্ম কেমন চোল্‌তো ?"

"চোল্‌তো বেশ! সঙ্গী পেলেই আমি বেশ কাজ কোত্তেম। যখন এখানে চাক্‌রী ছিল, তখন আমি সুখী ছিলেম না।"

"আমার সঙ্গে মিশেও তুমি খুব সুখী হয়েছ ? আজ আমাদের খুব লাভ হবে। আচ্ছা, এদের বাড়ীতে যখন ভোজ হয়, তখন সমস্ত বাসনপত্র সমস্তরাত্রিই কি নীচের ঘরে পোড়ে থাকে ?"

"হাঁ, সেটা নিশ্চয়। জন রবার্ট যে রকম কাজ করে, তা কি আমি ভুলে গেছি ? ভোজের ব্যাপারে বাসনপত্র সব কোথায় থাকে, সব আমি ঠিক জানি। যেখানে থাকে, স্বচ্ছন্দে সেখানে প্রবেশ করা যায়। একটা হুড়কো ভাঙ্‌লেই,—একজোড়া গরাদে সরাতে পাল্লেই—"

"আচ্ছা, যে তিনবৎসর তুমি ছেড়ে গেছ, তার মধ্যে আর একবারও কি এখানে কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে এসো নি ?"

"এসেছি।—আগে আসি নি, সংপ্রতি ৩ তিনদিন উঁকি মেরে উঁকি মেরে দেখে গেছি, জন রবার্ট আজিও আপন কর্ম্মে বাহাল আছে কি না।"

"তা হলেই তুমি জান্‌তে পার, বাসনগুলো ঠিক সেখানেই পোড়ে থাকে কি না ?—আচ্ছা, আজ আমাদের খুব লাভ হবে। সেই যুবতী স্ত্রীলোকটাকে চুরি কোরে আনার বস্‌কিস্ কুড়ী গিনি—আর ঐ সব বাসনপত্র——"

"ওঃ! মনে কর, একটী লোক, জন্মাবচ্ছিন্নে যুবতী কখনো দেখে নি। একমিনিটের মধ্যে মন ফিরে গেল,—চুরি কোরে ফেল্লে। সার্ মাল্‌কম্ যেমন কোরেছে, ঠিক সেই রকম। আমি যখন এখানে চাকর ছিলেম, মালকম্ তখন সর্ব্বদাই এখানে আস্‌তো। তখন খুব ছেলেমানুষ, বিবয় আশয় পায় নাই, কিন্তু বদ্‌মাস্। মেয়েমানুষ দেখ্‌লেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেতো। ওঃ! এবার একটা ভারী সুন্দরী!"

"ওঃ! সে একজন সদাগরের মেয়ে কিম্বা কোন বড়ঘরের সহচরী। সার্ মালকম্ খাসা লোক!—যখন পায়, তখনি ধরে!—খাসা লোক!—ঐ রকম লোক আমি বড়ই ভালবাসি!—মস্ত মুরুব্বি!—মস্ত দাঁও!—ধোরে দিলেই টাকা পাই!—সেদিন একটা ধরেছে!—আবার আজ!—ওঃ! আজ যেটা ধরেছে,—সেটা ত ঠাণ্ডা মাছ! মদের দোকানে বড় মজাই হোচ্চে!—কত রকম মজার কথাই চোলেছে!—বাঃ!—বাঃ মাতালেরা জানে না, আমরাই মাল্‌কমের মাছধরবার সর্দ্দার জোগাড়ে!—হাঁ—হাঁ, কি তারা বোল্লে ?"

"বোল্লে ঠিক! কিন্তু এখন আমরা কোচ্চি কি ? মিছিমিছি গল্প কোরে রাত কাটাচ্চি। সময় যে বোয়ে যায়।"

"হাঁ হাঁ, আমরা যখন আসি, তখন বারোটা বাজে। গাড়ীতে যখন উঠি, সেটাও প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেছে। ভয় কি ? গাড়ীগুলো যখন চোলে যাবে,—লোকজন যখন বিদায় হবে, সেই সময় জন রবার্ট—কিম্বা হয় ত তার কোন লোক এই আস্তাবলে চাবী দিতে আস্‌বে।"

"হাঁ হাঁ,—শোন শোন, ঐ সব গাড়ীর শব্দ হোচ্চে। লোকেরা সব ঘরে ফিরে যাচ্চে। আর বড় দেরী নাই, এখনি আমাদের কাজে বেরুতে হবে। কিন্তু মনে রেখো, বাড়ীর ভিতর সকলঘরে প্রবেশ করা হবে না। যেখানে বাসনপত্র থাকে, কেবল সেইখানেই যা পাই, তাই।—কি বল ? তিবর্ত্তনের ঘরে যাওয়া যাবে কি ?"

"না না,—তাতে বিপদ আছে। তিবর্ত্তনের ঘরে পিস্তল থাকে। আমি যে কথা বোলেছি, তাতেই আমাদের চেষ্টা হবে।"

"আচ্ছা, তবে তাই হোক্। কিন্তু দেখ, আর একটু মদ খাওয়া যাক্। মদ আমাদের কলের আগুন খাও মদ!—ভারী ঠাণ্ডা লাগ্‌ছে।"

"আ! বেশ, বেশ, বেশ! ব্রাণ্ডী না হলে সাহস বাড়ে না। ব্রাণ্ডীর কাছে হিম লাগে না। হাঁ, ভাল কথা। আমি দুতিনবার তোমারে জিজ্ঞাসা কোর্‌বো মনে কোরেছি, ভুলে গেছি। হঠাৎ তুমি এক্‌ষ্টার্ নগরে এসেছিলে কেন?"

"কেন?—লণ্ডনে আমার একজন বন্ধু আছে। বন্ধুর নাম লানোভার। তারই কাজে আমার আসা।—উঃ! ভারী শীত! কেন এত শীত?—আ! বুঝেছি, জানালাটার সাসী খোলা। তুলে দেও—তুলে দেও।"

গাড়ীর নীচে বোসে বোসে আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, সাসীটা তারা তুলে দিলে। পরামর্শ সেই রকম চোল্‌তে লাগ্‌লো। আমি আর তাদের সব কথা শুন্‌তে পেলেম না। কেবল হুস্ হুস্ ফুস্ ফুস্ শব্দই আমার কাণের কাছে ঝঙ্কার কোত্তে লাগ্‌লো। আগে আমি যে সব কথা শুন্‌লেম, তাতেই সেই ডাকাতদের আসল মৎলব আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। সঙ্কল্প কোল্লেম, যাতে তারা তাদের সেই দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ কোত্তে না পারে, প্রাণপণ যত্নে আমি সে চেষ্টা পাবো। গাড়ীর নীচেই পাথরের উপর আমি পোড়ে থাক্‌লেম। হিমে শীতে যেন জমাট বেঁধে যাচ্চি,—সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে আস্‌ছে,—দায়ে পোড়ে সমস্তই আমি সহ্য কোচ্চি। হাত পা কিছুই নাড়্‌ছি না। যদি কিছুমাত্র শব্দ করি, যদি সেখানে থেকে একটু সোরে যাবার চেষ্টা করি, তা হলে তখনি তখনি ডাকাতের হাতে প্রাণ যাবে, সেটা বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম। তারা আমারে নিশ্চয়ই মেরে ফেল্‌বে। ভয়ে ভয়েই আমি অচল হয়ে থাক্‌লেম! ভয়টা যদি না থাক্‌তো, তা হলে কখনই আমি সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে, ভয়ঙ্কর স্থানে, ভয়ঙ্কর অবস্থায় নিরাপদে থাক্‌তে পাত্তেম না।

একে একে সমস্ত গাড়ীগুলি গড়্‌গড়্ শব্দে ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভোজনালয় নিস্তব্ধ।—উদ্যান নিস্তব্ধ।—অঙ্গন নিস্তব্ধ। ক্রমে ক্রমে তিবর্ত্তনের বাড়ীখানি সমস্তই নিস্তব্ধ। গাড়ীর নীচে আমিও নিস্তব্ধ! অস্থিরমানসে আমি মনে মনে কোচ্চি, এইবারেই রবার্ট আস্‌বে,—এইবারেই আস্তাবলে চাবী দিয়ে যাবে, কিম্বা হয় ত চাবীটা সেবারে ভুলে গেছে, খুলে নিতে আস্‌বে; আস্‌বেই নিশ্চয়। সেটা আমি মনে মনে কোচ্চি কেন? যেইমাত্র ফটকের প্রাঙ্গনে কোন লোকের পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাব, তৎক্ষণাৎ অম্‌নি গাড়ীর নীচে থেকে লাফিয়ে উঠে ভয়ানক চীৎকার কোরে উঠ্‌বো। আরও আমি মনে কোচ্চি, দরজা ত খোলা আছে, ডাকাতেরা কেবল ভিতর থেকে খুব চেপে চেপে ভেজিয়ে রেখেছেমাত্র। একলাফে দরজাটা টেনে খুলে ফেলে আস্তাবল থেকে ভোঁ কোরে পালিয়ে যাবো, ডাকাতেরা ততক্ষণের মধ্যে গাড়ী থেকে বেরিয়ে কখনই আমারে ধোত্তে পার্‌বে না। এ উপায়টা আমি আগে ভাবি নাই, ডাকাতদুটোর ডাকাতে পরামর্শের দিকেই কেবল কাণ ছিল। যেদিকে কাণ, সেইদিকেই মন, সুতরাং সে উপায়টা পূর্ব্বে আমার মনে যোগায় নাই। উঠি উঠি মনে কোচ্চি, হঠাৎ গাড়ীর একটা দরজা খুলে ফেলে, একটা লোক বেরিয়ে

পোড়লো,—কথা কইলে। স্বরে বুঝ্লেম, টাডি। সঙ্গীকে সম্বোধন কোরে টাডি বোল্লে, "এইবার,—এইবার, এইবার! সব গোলমাল চুকে গেছে, সকলেই ঘুমিয়েছে, চল আমরা এই বেলা কাজে বেরুই।"

আবার আমি আশঙ্কায় অভিভূত হোলেম। যদি আমি একটু নড়ি, মুহূর্ত্তমাত্রেই আমার প্রাণ যাবে। কোন চেষ্টা কোল্লেম না। যেমন ছিলেম, ঠিক তেম্নি ভাবে চুপ্টী কোরে শুয়ে থাক্লেম।

টাডি আবার বোল্লে, "এসো, আমারা চুপি চুপি দরজা খুলে দেখি, নীচের তালায় সব আলোগুলো নিবিয়ে দিয়েছে কিনা।"

দ্বিতীয় ডাকাত বোল্লে, "তুমি বড়ই ব্যস্ত হচ্চো। আমি বোল্‌ছি একজন আস্‌বে, সমস্ত দরজায় চাবী দিবে, তুমি গাড়ীর ভিতর উঠে এসো! আর একটু দেখা যাক্, দেখি এসো, কে আসে, কে যায়। যদিই আসে, কতক্ষণই বা থাক্‌বে?—রাত অনেক হয়ে গেছে। আস্‌বে আর চোলে যাবে। তার পরেই——"

"রাত্রি একটা বেজে গেছে। আধঘণ্টার বেশী হলো, গাড়ীগুলো সব চোলে গেছে। এখনো পর্য্যন্ত কেহ যখন চাবী দিতে এলো না, তখন এ রাত্রে আর আস্‌বে না। মদ খেয়েছে,—খানা খেয়েছে,—মাতামাতি কোরেছে, সকলেই ঘুমিয়ে পোড়েছে। যেখানেই বেশী রাত্রে খানার ব্যাপার, সেইখানেই এই রকম হয়, এটা—আমি ঠিক জানি।—দেখি বসো!"

বলা বাহুল্য, শেষের কথাগুলি টাডির কথা। আস্তে আস্তে আস্তাবলের দরজা খুল্লে,—উঁকি মেরে দেখ্‌লে। আবার আস্তে আস্তে বন্ধ কোরে সঙ্গী লোকটাকে বোল্লে, "না বিল! ঠিক হয়েছে,—কেহই নাই, উপরনীচে সমস্তই অন্ধকার! কোথাও আর একটীও আলো জ্বোল্‌ছে না। চলো আমরা বেরিয়ে যাই। ফটকের দরজা বন্ধ কোরে গিয়েছে, অন্য অন্য দরজাও বন্ধ হয়েছে। আস্তাবলের কথাটা ভুলে গেছে। চল, আমরা শিকারে যাই।"

"আচ্ছা, তবে চল! যে রকম ব্যস্ত হয়েছ তুমি, তাতে আর বারবার আমি বাধা দিতে চাই না!—চল যাই!"

ডাকাতদুটো বেরুলো। আমার ভয় হলো, পাছে তারা দরজায় চাবী দিয়ে যায়। ভয় হলো, কিন্তু থাক্‌লো না। চাবী তারা দিলে না। দরজাটা খোলাই থাক্‌লো। আমি আস্তে আস্তে গাড়ীর নীচে থেকে বেরুলেম। অঙ্গ তখন এত অবশ,—সর্ব্বাঙ্গে তখন এতই বেদনা যে, আমি হাত পা নাড়্‌তে অশক্ত হয়ে পোড়্‌লেম। বহুকষ্টে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেম। গাড়ীর তক্তা ধোরে ধোরে ধীরে ধীরে একটু বেড়ালেম। মনে হোচ্চে যেন, গাড়ীখানা যদি ছেড়ে দিই, ছেড়ে দিয়ে যদি চোল্‌তে আরম্ভ করি, তা হোলে তখনি হয় ত ঘুরে পোড়ে যাব। দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। ভাব্‌তে লাগ্‌লেম; করি কি? তখন আমার যে কি রকম অবস্থা, দুটী একটী সামান্য কথাতেই সকলে হয় ত

সেটা হৃদয়ঙ্গম কোত্তে পার্বেন। নিজে আমি বিপদ্গ্রস্ত,—বিপদের উপর আরও বিপদ নিকটে! ডাকাতেরা যদি কোন রকমে ভয় পেয়ে এখনি আবার ফিরে আসে, তাদের ডাকাতি মৎলব আমি ফাঁসিয়ে দিব। পারি যদি, বেঁধেই ফেল্‌বো। সকলেই আমার সাহস দেখে চমৎকৃত হবেন। এই উৎসাহে অল্পে অল্পে সতেজ হোলেম। অবশ ইন্দ্রিয় যেন একটু একটু সবল হয়ে উঠ্‌লো। সাহসকে সহায় কোরে আস্তাবলের মাঝখানে আমি দাঁড়ালেম।

পরক্ষণেই ধীরে ধীরে ঘরের দরজাটা খুলে ফেল্লেম।—এত নিঃশব্দে দরজা খুল্লেম যে, অতি নিকটে মানুষ থাক্‌লেও সে শব্দ তাদের কাণে যেতো না। চুপি চুপি বেরুলেম। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, কেহই আমারে দেখ্‌তে পাবে না, সেটা আমি নিশ্চয় বুঝেছিলেম। চুপি চুপি বাগানের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। একটা গাছে উঠ্‌লেম। যে ডালের পাতা কম, সেই ডালের উপর দিয়ে প্রাচীরে উঠ্‌লেম। প্রাচীরটা লঙ্ঘন কোরে, একলাফে বাড়ীর সম্মুখে ঝুপ্ কোরে পোড়্‌লেম। আমার পায়ে তখন কে যেন পালক বেঁধে দিলে। আমি যেন উড়ে উড়েই প্রাচীর পার হোলেম। বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েই একটু দাঁড়ালেম। কোন্ কাজটা আগে করি, খানিকক্ষণ ভেবে স্থির কোল্লেম। যদি সম্মুখ দরজায় আঘাত করি, কিম্বা ঘণ্টাটী বাজাই, চোরেরা ভয় পাবে।—ভয় পেয়েই পালিয়ে যাবে। সে কাজটায় সাহস হলো না। মনে মনে যুক্তি কোল্লেম, যে ঘরে কর্ত্তাগিন্নী শুয়ে আছেন, সেই ঘরের জানালায় কিছু ছুড়ে মারি। উপরদিকে তাকালেম। আঃ! সে ঘরে তখনও আলো জ্বোলছিল। যা ভাব্‌লেম, তাই করি। চোরেরা যাতে ধরা পড়ে, সেই চেষ্টাই তখন আমার। আমার পক্ষে যাতে সুবিচার হয়, সেই চেষ্টাই তখন আমার। টাডিটা লানোভারের সহচর, লানোভারের সঙ্গে মিশে পোড়েছে। লানোভারের সঙ্গে যোগ কোরেই আমারে মেরে ফেল্‌বার যোগাড় কোরেছিল। একটাকে যদি ধোরে ফেল্‌তে পারি, অনেকটা নিরাপদ হব। যে রকমে পারি, টাডিকে ধোর্‌বো, সেই চেষ্টাই তখন আমার। বিনা দোষে চোরদায়ে আমি ধরা পোড়েছি, সত্য সত্যই বাড়ীতে চুরি হোচ্চে, বাড়ীর কর্ত্তাকে সেই কথা জানিয়ে নিজে যাতে নির্দ্দোষ হোতে পারি, সেই চেষ্টাই তখন আমার।

বেশী সময় গেল না। অল্প সময়ের মধ্যেই মনে মনে এই সব যুক্তি ঠিক কোল্লেম। পথ থেকে গোটাকতক পাথর কুড়িয়ে নিলেম। কর্ত্তার শয়নঘরের একটা জানালায় সেই সকল পাথর ছুড়ে ছুড়ে মা'তে লাগ্‌লেম। একে একে প্রায় ছটা পাথর নিক্ষেপ কোল্লেম। কর্ত্তা জেগে উঠ্‌লেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই উপরঘরের একটা জানালা খুলে গেল। কর্ত্তা স্বয়ং সেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌ছেন, নীচে থেকে আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলেম। রাত্রি অন্ধকার হোলেও সে ঘরে আলো ছিল, সচঞ্চলে নির্নিমেষে উপর দিকে আমি চেয়েছিলেম, কর্ত্তার মুখ দেখে আমার একটু ভরসা হলো। আমি চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম, "চোর! চোর!—চোরেরা জানালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ

কোচ্চে,—গোল কোর্‌বেন না,—রবার্টকে সঙ্গে কোরে শীঘ্র নেমে আসুন! চোরেরা এখনি ধরা পোড়্‌বে!"

ব্যস্তভাবে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কে?—জোসেফ?"

"হাঁ মহাশয়। আমি জোসেফ। দেরী কোর্‌বেন না!—এখনি আমি সব কথা আপনাকে বোল্‌বো,—আমি পালাব না!"

মুহূর্ত্তমাত্রেই আবার জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল।—মুহূর্ত্তমধ্যেই সদর দরজার চাবী খোলা হলো। একহাতে আলো আর এক হাতে একটা পিস্তল নিয়ে কর্ত্তা নেমে এলেন। আলখাল্লাপরা খালি পা, রবার্টও সেই রকমে এসে উপস্থিত হলো। রবার্টের হাতেও একটা পিস্তল। আমি দেখ্‌লেম, চাকরমনিব উভয়েই নিতান্ত ভয়াতুর!

আমি তৎক্ষণাৎ বোলে উঠ্‌লেম। "দুজন ডাকাত ভাঁড়ারঘরের জানালা ভাঙছে। আপ্‌নারা যদি কোন প্রকারে বাগানের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন কোরে—"

সতর্ককণ্ঠে আমারে বাধা দিয়ে তিবর্ত্তন বোল্লেন, "না না, তা কেন? এসো! এই দিকে এসো।"

আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। নিঃশব্দে সদরদরজা বন্ধ করা হলো। কর্ত্তা আগে আগে চোল্লেন, পশ্চাতে আমরা। রন্ধনশালার দিকে তিন জননেই আমরা চোল্লেম। কর্ত্তার নিজের হাতেই আলোটী থাক্‌লো। সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌লেম, আবার অন্যদিকে সিঁড়ি বেয়ে নাম্‌লেম,—নিঃশব্দেই উঠ্‌লেম, নিঃশব্দেই নাম্‌লেম। বাবুর্চী-খানার কাছে উপস্থিত হোলেম, সতর্ক হয়ে দাঁড়ালেম, কাণ পেতে শুন্‌লেম। স্পষ্ট স্পষ্ট শোনা গেল, জানালার গবাদেভাঙার শব্দ। কর্ত্তা তখন আমার কথায় বিশ্বাস কোরে উজ্জ্বলনয়নে রবার্টের মুখপানে চাইলেন। সঙ্কেত কোল্লেন, সঙ্গে এসো। তিনি বাতীহাতে কোরে অগ্রসর হোলেন, আমরা পশ্চাদ্বর্ত্তী। কর্ত্তার হাতের পিস্তলটী গুলিভরা প্রস্তুত। চোরেরা যে ঘরের জানালা ভাঙছিল, সেই ঘরের দরজার কাছে গেলেম। দরজা তখন দস্তুরমতই বন্ধ ছিল। কর্ত্তা সেটী খুল্‌তে যাচ্ছিলেন. আমি তাঁর হাত ধোরে থামালেম। পশ্চাতের দরজার দিকে ইঙ্গিত কোল্লেম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ইঙ্গিত বুঝ্‌লেন। সেই দিকেই যাওয়া হলো। খুব আস্তে, খুব সতর্ক হয়েই যাওয়া হলো। পশ্চাদ্দ্বারের আলোটী আমি নিবিয়ে দিলেম। কর্ত্তার কাছেই চাবী ছিল, তৎক্ষণাৎ তিনি চাবী খুল্লেন। তিনজনেই খুব সাধান,—খুব চুপি চুপি! আমরা প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত।

যখন আমরা প্রাঙ্গণে, একটা ডাকাত সেই সময় জানালার ভিতর দিয়ে ঘরে প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছিল, আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। টাডি চীৎকার কোরে উঠ্‌লো; তার সঙ্গী লোকটাই প্রবেশ কোচ্ছিল। টাডিটা বাহিরেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার চীৎকারে বিলক্ষণ ভয়ের লক্ষণ জানা গেল। কর্ত্তাও তৎক্ষণাৎ পিস্তলের আওয়াজ কোল্লেন। বোলে উঠ্‌লেন, "বদ্‌মাস্! কারা তোরা?"

ডাকাতদুটো ভোঁ কোরে ছুটে পালালো!—ছুটে ছুটেই অন্ধকারের ভিতর লুকিয়ে গেল! রবার্টও সেই সময় পিস্তল ছুড়ে দিলে। কাহাকেও কিন্তু লাগ্‌লো না। চোরেরা যেদিকে পালালো, আমরাও সেই দিকে ছুট্‌লেম। চোরেরা তাড়াতাড়ি প্রাচীর লঙ্ঘন কোরে ঝুপ্‌ঝুপ্ কোরে নীচে পোড়্‌লো! শব্দ পেলেম, কিন্তু ধোত্তে পাল্লেম না।

আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া বিফল, শুষ্ককণ্ঠে এই কথা বোলেই গৃহস্বামী সেইখানে দাঁড়ালেন। যখন পিস্তলের আওয়াজ করেন, বাতীটী তখন পথের ধারে নামিয়ে রেখেছিলেন। চোরেরা যে জানালা ভাঙ্‌ছিল, কি রকমে ভেঙেছে, সেইটী দেখ্‌বার জন্য কর্ত্তা তৎক্ষণাৎ সেই আলোটী তুলে আন্‌তে বোল্লেন। আমিও তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত বাতীটী নিয়ে এলেম। দেখা গেল, একটা জানালার হুড়্‌কো খুলে ফেলেছে! আমি বড় বড় দুটো লোহার গরাদে ভেঙে ফেলেছে! পাঁচমিনিটের মধ্যেই এই কাজটা তারা সমাধা কোরেছিল!

চোর ত পালালো! আর তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না! কিন্তু আমরা দেখ্‌লেম, তাদের কেবল পরিশ্রম করাই সার। যদিও নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ কোত্তে পাত্তো, তথাপি তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হতো না। সে রাত্রে সে ঘরে কোন জিনিসপত্রই ছিল না। কর্ত্তা স্বয়ং সমস্ত বাসনপত্রগুলিই আপনার ঘরে সাবধান কোরে রেখেছিলেন। প্রাতঃকালে যে ঘটনা হয়,—মিথ্যা চোর অপবাদে যে ঘটনায় আমি ধরা পড়ি, সেই ঘটনা স্মরণ কোরেই কর্ত্তা সে রাত্রে এতদূর সাবধান!

ত্রিংশ প্রসঙ্গ।

আমার বিচার।

চোরেরা পালালো। কর্ত্তা আমারে আর আস্তাবলে কয়েদ রাখ্‌বার হুকুম দিলেন না। সঙ্গে কোরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। একত্রে আমরা বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেম। চোরের কাণ্ডটা ক্রমে ক্রমে বাড়ীর সকলেই জান্‌তে পাল্লে। লেডী জর্জ্জীয়ানা তাড়াতাড়ি এ ঘর ও ঘর ছুটাছুটী কোরে লেডী কালিন্দীকে, দক্ষিণাকে, আর কিঙ্করীদের জাগিয়ে তুল্লেন। কর্ত্তা আর আমি বৈঠকখানায় আছি, তাড়াতাড়ি সকলেই সেইখানে এসে উপস্থিত হোলেন। ঘুমের ঘোরে যে যেমন কাপড় সাম্‌নে পেয়েছে, সেই কাপড় পোরেই প্রায় এলোপেলোবেশে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। সকলের দিকেই আমি এক একবার চক্ষু ঘুরালেম। শার্লোটীকে দেখ্‌তে পেলেম না।

সকলেই বোস্‌লেন। আমিও বোস্‌লেম। কর্ত্তা আমারে গোড়ার কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। একটী কথাও বাদ না দিয়ে আগাগোড়া সমস্তই আমি একে একে নিবেদন কোল্লেম। কি রকমে আস্তাবলঘরের কুলুপের চাবী কুলুপেই লাগানো থাকে, রাত্রি তুইপ্রহরের সময় মানুষের সাঁড়া পেয়ে কি প্রকারে আমি জেগে উঠি, কি প্রকারে গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি, কি রকমে গাড়ী থেকে বাহির হই, কি প্রকারে গাড়ীর নীচে গিয়ে লুকাই, তুটো লোক কি রকমে প্রবেশ করে, কি রকমে তাদের পরামর্শ শ্রবণ করি, কি রকমে সেই তুটো লোকের নাম জান্‌তে পারি, একে একে সমস্তই আমি প্রকাশ কোরে বোল্লেম। একজনের নাম টাডি, অপরের নাম বিলিয়ম্ ব্ল্যাক্‌বিয়ার্ড। টাডি সেই লোকটাকে শুধু কেবল বিল্ বোলেই সম্বোধন করে। পূর্ব্বে ঐ টাডির সঙ্গে আমার একটু জানাশুনা ছিল, সে কথাটা প্রকাশ কোল্লেম না।—প্রকাশ করাও আবশ্যক বিবেচনা কোল্লেম না। পূর্ব্বে যেমন যেমন ঘোটেছিল, অগ্রেই আমি পাঠকমহাশয়কে সে সব কথা বোলেছি।

কথাগুলি সমাপ্ত কোরে, সকলের দিকে চেয়ে, উৎকণ্ঠিত ভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "শার্লোটী কি ফিরে এসেছে ?"

ব্যগ্রস্বরে লেডী কালিন্দী উত্তর কোল্লেন, "এখনো পর্য্যন্ত না! শার্লোটীর জন্য আমার ভারী ভাবনা হোচ্চে! ভয়ও হোচ্চে! কোথায় থাক্‌লো, কিছুই জান্‌তে পাচ্চি না! জোসেফ! কেন তুমি ওকথা জিজ্ঞাসা কোচ্চো ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আমিও ভয় পেয়েছি। যে তুটো ডাকাত এ বাড়ীতে চুরি কোত্তে এসেছিল, সেই তুরাত্মারাই শার্লোটীকে ধোরে ফেলেছে!—ঘুস খেয়ে ধোরেছে। ধোরে ফেলেই আর একটা বদ্‌মাসের হাতে সোঁপে দিয়েছে! গাড়ীর ভিতর বোসে বোসে ডাকাতেরা যে রকম গল্প কোল্লে, তাতেই আমি ঐ ব্যাপারটা জান্‌তে পেরেছি! অভাগিনী শার্লোটী ডাকাতের হাতেই ধরা পোড়েছে!"

অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে চঞ্চলস্বরে লেডী কালিন্দী আবার আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি বোল্‌ছো আর একটা বদ্‌মায়েসের হাতে সোঁপে দিয়েছে, ঘুস খেয়ে সোঁপেছে! কে সেই আর একটা বদ্‌মাস ?"

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেম, "সার্ মালকম্ বাবেনহাম!"

এই নাম শুনেই গৃহস্বামী চোম্‌কে উঠে বোলে উঠ্‌লেন, "সার্ মাল্‌কম্ বাবেনহাম? ওঃ! আজ তার আমার এখানে নিমন্ত্রণ ছিল। অনেক বিলম্বে একখানা চিঠী এলো, মাল্‌কম্ তাতে ওজর কোরে লিখেছে, কোন একটা বিশেষ দরকারে আবদ্ধ, সেই জন্যেই আস্‌তে পাল্লে না! ওঃ! এতক্ষণে আমি বুঝ্‌লেম, ঐটাই তবে তার বিশেষ দরকার! ওঃ! একথায় আমার কিছুমাত্র সন্দেহ থাক্‌ছে না! সার্ মাল্‌কম্ বাবেনহাম! উঃ!—পাজী!—পাষণ্ড!—নরাধম!"

লেডী কালিন্দী উত্তেজিতস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হবে জোসেফ?"

সবেমাত্র কালিন্দীর মুখে ঐ প্রশ্নটী উচ্চারিত হয়েছে, এমন সময় দরজায় ভয়ানক জোরে জোরে ধাক্কা পোড়্‌লো।—জোরে জোরে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। আমরা সকলেই চমকিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেম। দরজার দিকে অগ্রসর হোলেম। বাড়ীর কিঙ্করী তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলে। সকলেই আমরা দেখ্‌লেম, শ্রান্ত-ক্লান্ত অবসন্নশরীরে কুমারী শার্লোটী সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

লেডী কালিন্দী আকস্মিক আনন্দে উচ্চধ্বনি কোরে যেমন সহচরীকে আলিঙ্গন কোত্তে যাচ্চেন, শার্লোটী অম্‌নি এক ভয়ানক চীৎকার কোরে কালিন্দীর হাতের উপরেই মূর্চ্ছিত হয়ে পোড়্‌লো!

আমাদের সকলের চক্ষেই যেন ধাঁদা লেগে গেল। এ আবার কি বিপদ? এই নূতন বিপদে চোরেদের কথাটা হঠাৎ চাপা পোড়ে গেল। অজ্ঞানাবস্থায় শার্লোটীকে শয়নঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। স্ত্রীলোকেরা সকলেই সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। কর্ত্তা, আমি, আর জন রবার্ট, সম্মুখের বড়ঘরে দাঁড়িয়ে থাকিলেম।

একটু নম্রস্বরে কর্ত্তা আমারে বোল্লেন, "জোসেফ! আমি বুঝেছি। যে অপরাধে তুমি অপরাধী হয়েছ, রাত্রের এই ঘটনায় সে অপরাধটা—"

আমি চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেম, "আমি নির্দ্দোষী!—আমি নির্দ্দোষী!—আমার কোন অপরাধ নাই!"

অত্যন্ত ব্যাকুলিতচিত্তে কর্ত্তা বোল্লেন, "সে বিষয়ে এখন আমি কোন কথা বোল্‌তে চাই না। সমস্তই এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। তুমি উপরে যাও। আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কর। সমস্তই আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। আজ তোমার ভোরে উঠ্‌বার আবশ্যক নাই। আস্তাবলে হিমে, শীতে, পাথরের উপর পোড়ে, অনেক কষ্ট পেয়েছ। যতক্ষণ পার,—যতক্ষণ ইচ্ছা, ততক্ষণ ঘুমাও! আর দেখ, আমার সঙ্গে এসো!—বৈঠকখানায় এসো! একপাত্র মদিরা পান কর!"

ধন্যবাদ দিয়ে আমি বোল্লেম, "না মহাশয়! মদিরা আমি চাই না। আপনার অনুমতি পেয়েছি, এখনি আমি শয়ন কোর্‌বো। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্চি না, এখনি শয়ন করি গে।"

"আচ্ছা, তবে তাই কর! আর—আর—"—একটু ইতস্তত কোরে কর্ত্তা আবার বোল্লেন, "আর দেখ, তুমি আর কোন ভাবনা কোরো না! তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি তোমাকে পুলিসে দিব না। যা আমার মনে আছে, কাল সকালেই তা জান্‌তে পার্‌বে। যাও! ঘুমাও গে!"

আমি উপরে চোলে গেলেম। ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল,—যার পর নাই ক্লান্ত হয়ে পোড়েছিলেম, শয়নমাত্রেই নিদ্রা আমার চক্ষে এলো। অকাতরে ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। সমস্ত রাত্রি হুঁস্ ছিল না। পরদিন একটী স্ত্রীলোকের কোমল কণ্ঠস্বর শ্রবণ কোরে আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো।

চমকিত হয়ে আমি জেগে উঠ্‌লেম। চেয়ে দেখি অনেক বেলা। কুমারী শার্লোটী একখানি ভোজনাধার হস্তে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

কোমলস্বরে শার্লোটী বোল্লে, "জোসেফ! এই নেও! কিছু খাও! সব আমি শুনেছি!—তোমার অত্যন্ত ক্ষুধা হয়েছে, বুঝ্‌তে পাচ্চি।—খাও! বেলা এগারোটা।"

বিস্মিত হয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "এগারোটা?"

শার্লোটী বোল্লে, "হাঁ, এগারোটা। বহু কষ্টের পর তোমার গাঢ়নিদ্রা হয়েছিল, বেলা হয়ে গেছে, এটা কিছু বিচিত্র কথা নয়! যদিও আমি নিজে ভয়ানক কষ্ট পেয়ে এসেছি, তথাপি তোমার খাবার সামগ্রীগুলি আমি নিজেই দিতে এসেছি।"

দয়াবতীর মধুরবচনে আমার চক্ষে জল এলো। সজলনয়নে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "তুমি?—তুমিও কষ্ট পেয়েছ? কি কষ্ট শার্লোটী?"

ত্বরিতস্বরে শার্লোটী উত্তর কোল্লে, "সে কথা এখন না। সময়ে সমস্তই তুমি জান্‌তে পার্‌বে। এসো!—খাও কিছু! পাচিকা তোমার জন্যে বিশ্রী বিশ্রী রুটী পাঠিয়ে দিচ্ছিল, সেটা আমার ভাল লাগ্‌লো না। আমি স্বহস্তেই তোমার জন্য ভাল ভাল খাবার সামগ্রী প্রস্তুত কোরে এনেছি। উঠ! খাও জোসেফ! তোমার জন্যে আমি বড়ই দুঃখিত হোচ্চি। ভাল কোরে না জেনে না শুনে কাল সকালে আমি তোমারে বড়ই অন্যায় কথা বোলেছি।"

আমার চক্ষে দর দর ধারে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। চক্ষের জলে উভয় গণ্ডস্থল ভিজে গেল। কেঁদে কেঁদে রুদ্ধকণ্ঠে বোল্লেম, "শার্লোটী! আহা! কাল তুমি এখান থেকে চোলে যাবার পর বাড়ীতে ভয়ানক কাণ্ড ঘোটে গেছে! আমি—"

"সব আমি শুনেছি।"—হঠাৎ আমারে থামিয়ে দিয়ে শার্লোটী বোল্লে, "সব কথাই আমি শুনেছি। লেডী কালিন্দী সমস্তই আমারে বোলেছেন। সে সব কথা এখন নয়।"—এই পর্য্যন্ত বোলে সেই সুশীলা সহচরী একটু চুপ কোল্লে।—ক্ষণকাল কি যেন একটু ভাব্‌লে। ভেবে তখনি আবার বোল্লে, "জোসেফ! একটী কথা আমি তোমায় জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই। ভয় কোরো না! ঠিক কথা বল! গোপন কোরো না। আমি জিজ্ঞাসা কোচ্চি, সত্য বল! এ বাড়ীতে তোমার কি কোন গুপ্তশত্রু আছে? তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, আংটী চুরির কথা শুনেও সন্দেহ হোচ্চে, কে যেন তোমার শত্রু আছে। তোমার মন না কি খুব ভাল, সেই জন্যই সে কথা তুমি প্রকাশ কর নি; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা কোচ্চি, সত্য বল!—আছে কি?"

চঞ্চলস্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "আছে!—একজন আমার শত্রু আছে! সে আমারে একদিন ভয় দেখিয়েছিল!—ভয়ানক ধোম্‌কে ধোম্‌কে শাসিয়েছিল! ভয়ানক প্রতিহিংসা! আমি—"

বিস্ফারিতলোচনে আমার মুখের দিকে চেয়ে শার্লোটী তৎক্ষণাৎ বোল্লে, "সেই শত্রু তোমার কুমারী দক্ষিণা?"

আমার মনের কথার সঙ্গে শার্লেটীর অনুমান ঠিকঠিক মিলে গেল ! আমিও অসঙ্কোচে উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, কুমারী দক্ষিণা।"

ঘৃণাব্যঞ্জক কাতরকণ্ঠে শার্লোটী বোল্লে, "উঃ! পাপীয়সী!—পিশাচী!—বিশ্বাসঘাতিনী! ওঃ! আচ্ছা,—আচ্ছা! জোসেফ! খাও কিছু!"

"না,—কিছুই আমি খাব না! যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি না বোল্‌বে, কেন তুমি আমারে ও কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে, ততক্ষণ আমি কিছুই খাব না!"

গম্ভীরবদনে শার্লোটী বোল্লে, "আচ্ছা, কি জন্য দক্ষিণা তোমারে সেই রকমে শাসিয়েছিল, কি জন্যই বা তোমার উপর বৈরীভাব জন্মাল, তোমার মুখে সেই কথাটী আগে আমি শুন্‌তে চাই!"

যা যা ঘোটেছিল,—যে কারণে বৈরীভাব, সমস্তই আমি প্রকাশ কোরে বোল্লেম। শেষকালে আরও খোলসা কোরে বোল্লেম, "লেডী কালিন্দী যেদিন এখানে আসেন, সেই রাত্রে দক্ষিণা আমারে বড়ই ভয়ানক কথা বোলে শাসিয়ে রেখেছিল!"

শার্লোটী পুনর্ব্বার বোল্লে, "রাক্ষসী!—রাক্ষসীর অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই! আমি বুঝেছি। তুমি আমার সঙ্গে একদিন নগরে যাবে, দক্ষিণারে যখন আমি এই কথা বলি, দক্ষিণা তখন যে বক্রবদনে ঘৃণা জানিয়ে বারবার মাথা নেড়েছিল, সেটাও বোধ হয় এই জন্য। আমি তখন বুঝেছিলেম, দক্ষিণা যেন আমারে কিছু বোল্‌তে চায়, কিন্তু প্রথম সাক্ষাৎ অবধি তার উপর আমার ঘৃণা আছে, তার কথা আমি শুন্‌লেম না। তারে পাছু কোরে তাড়াতাড়ি আমি বেরিয়ে পোড়্‌লেম। আর একটী কথা। বাড়ীর লোকেরা তোমার নামে কলঙ্ক দিয়েছে! তুমি নির্দ্দোষী! তা তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হবে;—আমিই প্রমাণ কোরে দিব।"

আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হয়ে আমি বোল্লে উঠ্‌লেম, "শার্লোটী! আমার তপ্তহৃদয়ে তুমি যে কি আনন্দবারি সেচন কোল্লে, তুমি আমারে যে কত সুখীই কোল্লে, এখন আমি সে কথা বোল্‌তে পাচ্চি না! তুমিও হয় ত তা জান্‌তে পাচ্চো না!"—আনন্দে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এই কথা বোলে সস্নেহে শার্লোটীর একখানি হাত ধোল্লেম। সস্নেহেই দয়াবতীর কোমল করপল্লব আমি চুম্বন কোল্লেম।

অত্যন্ত কাতর হয়ে শার্লোটী আবার বোল্লে, "কোন ভয় নাই! নিশ্চিন্ত থাক তুমি! খাও কিছু! আর আমারে এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। যা যা আমি জানি, এ পর্য্যন্ত কাহাকেও সে কথা বলি নি। শ্রীমতী লেডী কালিন্দী ছাড়া আর কেহই আমার মুখে সে কথার কিছুমাত্র আভাস পান নাই। কি আমি জানি, কি আমি প্রমাণ কোর্‌বো, কেহই সে কথা জানে না। আমার সেই কথাগুলিতে দোষীলোকের মাথায় বড়ই শক্ত মুগুর পোড়্‌বে! এখন আমারে কোন কথা তুমি জিজ্ঞাসা কোরো না। বুঝ্‌তে পেরেছ তুমি, কার মাথায় মুগুর পড়্‌বার কথা আমি বোল্‌ছি? কি কি রকমে প্রকাশ হবে, তুমিও তা এখনও বুঝ্‌তে পার নি। শীঘ্রই জান্‌তে পার্‌বে।

উতলা হয়ো না! কেবল এই পর্য্যন্ত জেনে রাখ, বাস্তবিক তুমি যে নির্দ্দোষী, নিশ্চয়ই সেটী প্রমাণ হবে;—এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাশ হবে। তুমি এখন আহার কর! আহার কোরে নেমে এসো। আমি এখন চোল্লেম।”

শার্লোটী চোলে যাচ্ছিল, সহসা কি যেন মনে কোরে, আবার আমার কাছে ফিরে এলো। করুণাপূর্ণনয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে শার্লোটী আবার বোল্লে, “জোসেফ! আমারে তুমি মাপ কর! কাল প্রাতঃকালে আমি তোমারে যে সব অন্যায় কথা বোলেছি, মাপ কর!—বল জোসেফ! বল! মাপ কোর্‌বে? যে কারণে আমি তোমারে ভর্ৎসনা কোরেছিলেম, তা যখন তুমি শুন্‌বে, তখন—তখন—”

আর আমি বোল্‌তে দিলেম না। লজ্জা পেয়ে ব্যস্ত হয়ে বোলে উঠ্‌লেম, “তুমি পরম দয়াবতী। তোমার কোন দোষ নাই! আমি কিছুই ভাবি নাই। আমি কিছুই মন্দ ভাবি নাই! আমি তখনি বুঝেছিলেম, তুমি বিষম ভ্রমে পতিত হয়েছ। সব কথা যখন প্রকাশ হবে, তখনি তুমি বুঝ্‌বে, কত বড় ভ্রমেই তুমি———”

“সাধু জোসেফ! সাধু!”—স্তম্ভিতকণ্ঠে এই দুটী কথা বোলেই শার্লোটী আমারে শান্ত কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমার মনের বেগটা অনেক থাম্‌লো। নিরুদ্বেগে আমি আহার কোল্লেম। কাপড় ছাড়্‌লেম। চোল্‌তে পারি না,—সোজা হয়ে দাঁড়াতেও কষ্ট বোধ হোচ্ছিল, সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক বেদনা,—সর্ব্বশরীর ভারী। করি কি? কি কোরে নামি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি, রবার্ট প্রবেশ কোল্লে। শান্তবদনে শান্তভাবে বোল্লে, “এসো জোসেফ! আমার সঙ্গে এসো! স্নান কোর্‌বে। শার্লোটী বোলে দিলেন, আজ তোমারে গরমজলে স্নান কোত্তে হবে। তিনি নিজেই সব বন্দোবস্ত কোরে রেখেছেন। তিনি বোল্লেন, গরম জলেই তোমার গায়ের ব্যথা ভাল হয়ে যাবে।—এসো!”

যে হৃদয়ে স্নেহের বাস, যে হৃদয়ে দয়ার বাস, সে হৃদয়ের ক্রিয়াই এক স্বতন্ত্র। দয়াশীলা শার্লোটী বুঝেছে, গায়ের বেদনায় আমি অসুখী—মনের বেদনায় আমি অসুখী। আমি নির্দ্দোষী, শার্লোটী সেটী জেনেছে। জেনেই আমারে বোলেছে।—নিজেই প্রমাণ দিবে স্বীকার কোরেছে। আশ্বাস শুনেই আমার মনের বেদনা ভাল হয়ে গেছে। স্নানাগারে এইবার আমার গায়ের বেদনা ভাল হবে!

রবার্টের সঙ্গে আমি নেমে চোল্লেম। যেতে যেতে কোন কথা হলো না। স্নানাগারে পৌঁছিলেম। গরমজলে স্নান কোল্লেম। সুখবিলাসী বড়লোকেরা যেমন সুখে স্নান করেন, শার্লোটীর প্রসাদে তেম্‌নি সুখেই আমি গরমজলে স্নান কোল্লেম। চমৎকার ইন্দ্রজালের ন্যায় শরীরের সমস্ত ভারটা তৎক্ষণাৎ যেন কোমে গেল! স্নানাগার থেকে আমি বেরুলেম। আপনার ঘরে গিয়ে দস্তুরমত পোষাক পোরে চাকরদের ঘরে আবার নেমে এলেম। সিঁড়ির মাঝ্‌খানে লেডী কালিন্দীর সঙ্গে দেখা হলো।

সদয়ভাবে ঈষৎ হেসে কালিন্দী বোল্লেন, “এই যে জোসেফ! এইমাত্র আমি

তোমার কথা মনে কোচ্ছিলেম। তোমার অপবাদের কথাটা শুনে আমি যেমন অসুখী হয়েছিলেম, তোমারে নিরপরাধী জেনে তেমনি সন্তোষ উপভোগ কোচ্চি। আহা! ছেলেমানুষ তুমি, বিনাদোষে কত কষ্টই ভোগ কোরেছ! ঘটনা যেরূপ দাঁড়িয়েছিল, যে রকম আমি শুন্‌লেম, তাতে কোরে—কিছু মনে কোরো না জোসেফ,—তাতে কোরে আমার ভগ্নীকে কিম্বা আমার ভগ্নীপতিকে নিতান্ত দোষ দিতেও পারি না। কেননা, সে অবস্থায় তোমারে আটক রাখা ভিন্ন তাঁরা আর কি কোত্তে পারেন? আহা! বিস্তর কষ্ট পেয়েছ তুমি! যাই হোক, তুমি নির্দ্দোষী। অবিলম্বেই সমস্ত কথা প্রকাশ পাবে। এখন যাও, শার্লোটীকে সঙ্গে কোরে নিয়ে এসো। ভগিনী, ভগিনীপতি, আর আমি, তিনজনেই সেখানে উপস্থিত থাক্‌বো। যাও! শীঘ্র যাও!"

সজললোচনে বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোরে সেই করুণাময়ীকে মনের কথা আমি বোল্‌তে যাচ্ছিলেম, কিন্তু তিনি সেখানে দাঁড়ালেন না। ত্বরিতপদে বৈঠকখানার দিকে চোলে গেলেন। আমিও তাড়াতাড়ি শার্লোটীকে ডাক্‌তে এলেম।

শার্লোটীর সঙ্গে দেখা কোল্লেম। আদেশের কথা জানালেম। সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় সস্নেহসম্ভাষণে শার্লোটী আমারে বোল্লে, "তুমি অপরাধী নও; তোমার কাছেই আমি অপরাধিনী! এসো, আমরা উভয়েই একত্রে তাঁদের সঙ্গে দেখা করি।"

জ্যেষ্ঠা সহোদরা যেমন সাদরে কনিষ্ঠ সহোদরের হাত ধরে, ঠিক তেম্‌নি ভাবে হাত ধোরে শার্লোটী আমারে উপরের বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। দেখ্‌লেম, কর্ত্তা-গৃহিণী উভয়েই দস্তুরমত গম্ভীরভাবে স্ব স্ব আসনে বোসে আছেন, সহচরী দক্ষিণা দস্তুরমত গৃহিণীর বামভাগে বোসে আছে। লেডী কালিন্দী একখানি কৌচের উপর অন্যমনস্কভাবে অর্দ্ধশায়িনী। আমরা উপস্থিত হবামাত্র লেডী কালিন্দী শশব্যস্তে উঠে বোস্‌লেন। যেমন বয়স, তদপেক্ষা বেশী গাম্ভীর্য্য দেখিয়ে ভগ্নীপতিকে তিনি বোল্লেন, "কোন একটী বিশেষ প্রয়োজনে জোসেফ উইল্‌মট্‌কে আর শার্লোটীকে আমিই এখানে আস্‌তে বোলেছি।"

স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরবদনে কালিন্দীর পানে চেয়ে তিবর্ত্তন জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি তোমার বিশেষ প্রয়োজন?"

ভগিনী আর ভগিনীপতি, একবালে উভয়কেই সম্বোধন কোরে লেডী কালিন্দী বোল্লেন, "এ বাড়ীতে আমার নিজের কোন বিশেষ অধিকার নাই। আমি নূতন এসেছি। যে রকম ঘটনা উপস্থিত, তাতে কোরে কিন্তু কাজে কাজেই আমারে তোমাদের অনুমতিক্রমে একটী অধিকার গ্রহণ কোত্তে হলো। এই জোসেফ উইলমট গত কল্য একটা গুরুতর অপরাধে বাড়ীর সমস্ত দাসীচাকরের সাক্ষাতে অপমানিত হয়েছে। আমি মিনতি কোরে বোল্‌ছি, সেই সকল দাসীচাকরকে এইখানে আহ্বান করা হোক্‌। কাজের কথার সওয়ালজবাব শুনতে হবে!"

লেডী জর্জ্জীয়ানা যেন একরকম হতবুদ্ধি হয়ে ভগিনীকে বোল্লেন, "আংটী চুরির

দরুণ নূতন কথা যে কি উপস্থিত হবে, আমি ত তার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না! বাস্তবিক পাচ্চি না!" দক্ষিণার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি বলিস্ দক্ষিণে? নূতন কথা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিস্?"

গৃহিণীর একটী বাক্যেও দক্ষিণার প্রতিধ্বনি ফাঁক যায় না। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দক্ষিণা তৎক্ষণাৎ মাথানেড়ে প্রতিধ্বনি কোল্লে, "এক বিন্দুও না!"

প্রতিধ্বনিকারিণী প্রতিধ্বনি কোল্লে বটে, কিন্তু আমি আড়ে আড়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, রাক্ষসীর মুখখানা যেন শুকিয়ে গেল!

লেডী কালিন্দী আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বুঝ্‌তে পাচ্চ না তোমরা, কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিব।—আগাগোড়া সমস্ত কাণ্ডটাই উল্‌টে যাবে। এই জোসেফ উইলমট নিতান্ত ছেলেমানুষ। এই মুহূর্ত্তেই যদি সত্য ঘটনাগুলি প্রকাশ করা না যায়, তা হোলে এই বালকের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হবে।"

কর্ত্তা অনুমতি দিলেন, "তবে তাই হোক্। দাসীচাকরদের সব ডাকাও! যাও জোসেফ! তুমি নিজেই যাও! তাদের সব এইখানে ডেকে আন।"

আহ্লাদে আহ্লাদেই আমি ছুটে গেলেম। সকলকেই কর্ত্তার আদেশ জানালেম। দাসীচাকর সকলেই আমার তখনকার চেহারা দেখে অবাক্ হয়ে রইলো। দোষী লোকের চেহারা যেমন হয়, আমার চেহারায় সে রকম তারা দেখ্‌লে না। আমি যেন তখন কতই উৎসাহে উৎসাহিত,—কতই উল্লাসিত! দেখে দেখে কি যেন তারা বুঝ্‌লে। তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে চোলে এলো। অবিলম্বেই আমরা সভাগৃহে উপস্থিত। সন্তোষের লক্ষণ জানিয়ে রবার্ট তখন বারকতক ঘোঁৎ ঘোঁৎ কোরে উঠ্‌লো।

আমরা উপস্থিত হবামাত্রেই সদয়ভাবে লেডী কালিন্দী আমার মুখপানে চেয়ে বোল্লেন, "জোসেফ! আমার সহচরী শার্লোটীর কাছে যে সব কথা তুমি বোলেছ, সেই কথাগুলি অবিকল এইখানে প্রকাশ কর। ভয় পেয়ো না।—ঠিক ঠিক সব বল। তোমার প্রভুও শুনুন, প্রভুর পত্নীও শুনুন।"

দক্ষিণার প্রতি আমি কটাক্ষপাত কোল্লেম। দেখ্‌লেম, দক্ষিণা কাঁপ্‌ছে। মুখখানা যেন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই ত তার মুখের চেহারা ঐ রকম ফ্যাসাটে, কিন্তু তখন যেন একেবারেই মরামানুষের মুখের মত মুখ হলো! দেখেই আমি তার মনের ভাব তৎক্ষণাৎ বুঝ্‌তে পাল্লেম। লেডী কালিন্দীর আদেশ অনুসারে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "আসামী হয়ে আসামীর মত সাফাই দিতে যথার্থই আমার বড় কষ্ট বোধ হোচ্চে। কিন্তু কি করি, বৃথা কলঙ্ক ক্ষালনের অনুরোধে কাজেই আমারে সত্যকথা বোল্‌তে হলো। একটী লোক আমার শত্রু হয়েছে। সে লোক এখানে উপস্থিত আছে। যাঁরা যাঁরা আমার কথা শুনছেন, তাঁরা অবশ্যই অনুভবে বুঝ্‌তে পার্‌বেন, কার কথা আমি বোল্‌ছি। আমার সেই শত্রু—আমার জাতশত্রু! আমার উপর তার বিজাতীয় ঘৃণা! ভয়ানক প্রতিকূল দিবে বোলে শাসিয়ে রেখেছে। কে সেই শত্রু, এ কথার

উত্তর যদি আমারেই দিতে হয়, তা হোলে স্পষ্টই বলি, অন্য শত্রু নাই ;—সেই শত্রু আমাদের শ্রীমতীর ঐ প্রিয়তমা সহচরী কুমারী দক্ষিণা !”

ভয়ে থতমত খেয়ে চোমকে চোমকে, লাফিয়ে উঠে, দক্ষিণা চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লো, “তুই চোর !—তুই ধূর্ত্ত ! তুই মিথ্যাবাদী !”—বোল্‌তে বোল্‌তেই তৎক্ষণাৎ আবার সচঞ্চলে চারিদিকে চেয়ে একখানা আসনের উপর বোসে পোড়্‌লো। আবার তখনি তখনি দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। বিকটবদনে চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, “আমি চোল্লেম !—আমি যাই ! আমি এখানে থাক্‌বো না !—সমস্তই মিথ্যা কথা !”

কর্ত্তা ভাবী রেগে উঠ্‌লেন। বুঝ্‌তে পাল্লেন, ঘটনাটা অদ্ভুতরকমে ফিরে দাঁড়িয়েছে। জোরে জোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, “দক্ষিণে ! স্থির হও ! ব্যস্ত হয়ো না ! জোসেফ উইলমট তোমার নামে দোষ দিচ্চে।—দিলেই আমরা কিছু শুন্‌বো না। যদি প্রমাণ কোত্তে না পারে, তা হলে নিশ্চয় বুঝা যাবে, এটা ভয়ানক বদ্‌মাইসি !”

দক্ষিণাও চীৎকার কোরে প্রতিধ্বনি কোল্লে, ‘ ভয়ানক বদ্‌মাইসি ! লেডী জর্জ্জীয়ানা ভাল জানেন, আমার চরিত্র কেমন !”

লেডী জর্জ্জীয়ানা বোল্লেন, “কথাগুলো শুনে আমার আশ্চর্য্য বোধ হোচ্চে ! আচ্ছা, জোসেফ উইলমট ! তুমি কি ঠিক জান ? আমার সহচরী দক্ষিণা তোমারে——”

আমি বুঝ্‌লেম, সে সময় স্পষ্টকথা না বোল্লে চলে না।—সাহস না কোল্লেও চলে না। স্পষ্ট স্পষ্ট বোল্‌তে লাগ্‌লেম, “ঠিক জানি। কুমারী দক্ষিণা আমারে শাসিয়েছিল। যখন আমি এখানে প্রথম চাক্‌রী পাই, বড়জোর একমাস এখানে আছি, সেই সময়ে দক্ষিণা আমারে একদিন কোনরকম বিশ্রী কথা বলে। ঘৃণাপূর্ব্বক আমি তখন ছুটে পালাই। তার পর একরাত্রে দক্ষিণা আমারে আবার বলে, “আমি তোরে বড়ই ভালবাস্‌তেম, তোর জন্যে আমি পাগলিনী হয়েছিলেম, কিন্তু তুই আমার সে ভালবাসা অগ্রাহ্য কোরেছিস্, এখন অবধি আমি তোর জাতশত্রু হয়ে থাক্‌লেম ! তোর উপর আমার এত ঘৃণা জন্মাল যে, যে রকমে পারি, এর প্রতিশোধ লবোই লবো !”

“মিছে কথা !—মিছে কথা !”—চিঁ চিঁ কোরে দক্ষিণা বোল্লে, “সমস্তই মিছে কথা ! ভারী মিথ্যাবাদী ! যাচ্ছি আমি ! যাচ্ছি আমি ! ছোঁড়াটার চক্ষুদুটো ছিঁড়ে ফেল্‌বো !” এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে দক্ষিণা আমার দিকে হাঁ কোরে ছুটে আস্‌ছিল, শার্লোটা ধোরে ফেল্লে। গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে শার্লোটা বোল্‌তে লাগ্‌লো, “সত্যকথা ! সত্য কথা !—সব সত্য, সব সত্য, সব সত্য !”

রাগে থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ঘন ঘন মাথা নেড়ে নেড়ে দক্ষিণা বোলে উঠ্‌লো, “তুই ? সামান্য একটা চাক্‌রাণী ! তুই আমাকে অমন কথা বলিস্ ? যে কাজে আছিস্, সেই কাজেই থাক্ ! তোর কথা আমি শুন্‌তে চাই না !”

কিছুমাত্র উত্তেজিত না হয়েই শার্লোটা বোল্‌তে লাগ্‌লো, “অবস্থার গতিকে সকল কথাই তোমায় শুন্‌তে হবে।—বিচারে সকলেরই দোষগুণ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দক্ষিণে !

তুমি স্থির হয়ে বোসো! স্থির হয়ে আমার কথাগুলি শোন! তোমার যখন জবাব কর্‌বার সময় হবে, তখন জবাব কোরো!"

গৃহস্বামী বোল্লেন, "ঠিক কথা! শার্লোটী ঠিক কথাই বোল্‌ছে। শার্লোটীর কথাই আগে শোনা যাক্।"—এই কথা বোলেই তিনি দক্ষিণাকে উপবেশন কোত্তে ইঙ্গিত কোল্লেন।—ইঙ্গিতেই হুকুমকরা। থতমত খেয়ে দক্ষিণাকে তৎক্ষণাৎ সেই হুকুম পালন কোত্তে হলো।—বোস্‌লো। ভয়ে সন্দেহে বোসে বোসেই থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো! কি ভয়ানক কথাই প্রকাশ হবে, ক্ষণে ক্ষণে তাই ভেবেই দক্ষিণা যেন বড়ই অস্থির হয়ে উঠ্‌লো!

এই অবকাশে শার্লোটী বোল্লে, "আমার বড় বেশী কথা নাই। অল্প কথাতেই সব কথা আমি খুলে দিব। প্রথমে আমি জোসেফ উইলমটকে জিজ্ঞাসা করি, গত কল্য প্রাতঃকালে গোপনে আমি তারে দুষ্ট বালক, ধূর্ত্ত বালক বোলে ভর্ৎসনা কোরেছিলেম কি না? তাদৃশ ইতরবালকের সঙ্গে এক বাড়ীতে আমি আছি, এ কথা বোলে আমি অনুতাপ কোরেছিলেম কি না?"

আমিও সায় দিলেম, "শার্লোটীর কথা সত্য! শার্লোটী আমারে ঐরকমে ভর্ৎসনা কোরেছিল বটে। শুনে কিন্তু আমার ধাঁদা লেগেছিল!"

শার্লোটী বোল্লে, "সে কথাও সত্য। তোমার মুখের চেহারা দেখে আমিও তখন অনুমান কোরেছিলেম, কিছুই তুমি বুঝ্‌তে পার নি। তুমি আমারে কারণ জিজ্ঞাসা কোরেছিলে, কোন কথাই আমি বলি নি। পরক্ষণেই আমি একৃষ্টার নগরে চোলে যাই। আরও এক কথা।—দাসীচাকরেরা সকলেই দেখেছে, কল্য প্রাতঃকালে কতই তাচ্ছিল্য-ভাবে—কতই উদাসভাবে তোমাকে আমি হেয়জ্ঞান কোরেছিলেম।"

দাসীচাকরেরাও সকলে একবাক্যে শার্লোটীর বাক্যে সায় দিলে। শার্লোটী আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "গত পরশ্ব রাত্রে আমার ভাল নিদ্রা হয় নাই। রাত্রি দুই প্রহরের পর আমি যেন চোম্‌কে চোম্‌কে জেগে উঠি। তার পর আর একবারও চক্ষের পাতা বুজি নি। রাত্রি বড় একটা অন্ধকার ছিল না, হঠাৎ প্রবেশপথে তক্তার উপর মানুষের পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাই। কে যেন খুব টিপি টিপি উইলমটের ঘরের দিকে চোলে আস্‌ছে। একবার মনে কোল্লেম, রাত্রি কাল, অল্প অল্প তন্দ্রার ঘোর, ওটা হয় ত কিছুই নয়। একটু পরেই আবার শব্দ। আমার দরজার কাছে হঠাৎ যেন দেয়ালের গায় খস্ খস্ কোরে কাপড়ের শব্দ হলো। আমি একটু ভয় পেলেম। শুয়ে ছিলেম, উঠে বোস্‌লেম। আস্তে আস্তে দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখ্‌লেম।—স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলেম, একটী স্ত্রীলোক! জানালা দিয়ে আলো আস্‌ছিল, কে সে স্ত্রীলোক, তাও বেশ চিন্‌তে পাল্লেম। স্ত্রীলোকটা খুব সাবধানে আস্তে আস্তে উইলমটের ঘরে প্রবেশ কোল্লে। মনটা কেমন ধাঁৎ কোরে উঠ্‌লো! কি করি, কিছুই তখন স্থির কোত্তে পাল্লেম না। জোসেফের উপর ঘৃণা হলো। আবার দরজা বন্ধ কোরে আবার শয়ন কোল্লেম।

স্ত্রীলোকটা কখন ফিরে গেল, তা আমি জানতে পারি নি, মনে কেমন একটা কুভাব দাঁড়ালো। কিন্তু এটা বুঝতে পাল্লেম, সেই স্ত্রীলোকটা সেখানে বেশীক্ষণ ছিল না। যে মৎলবে প্রবেশ কোরেছিল, সেই কাজটা সমাধা কোরেই শীঘ্র শীঘ্র বেরিয়ে এসেছিল। এখন তোমরা সকলেই বুঝতে পাচ্চো, কেন আমি উইলমটকে সেই রকমে ভৎসনা কোরেছিলেম। আমি নিশ্চয় কোরে বোলতে পারি, রাত্রিকালে যে চেহারা আমি দেখতে পাই, সে চেহারা আমার বেশ চেনা।—বেশী কথা কি, সেই স্ত্রীলোক এই কুমারী দক্ষিণা !”

শার্লোটী যতক্ষণ কথা কইলে,দক্ষিণার কাঁপুনি ততক্ষণ সমভাবেই থাকলো।—ক্রমশঃ বরং বেড়ে বেড়েই উঠলো। অবশেষে দক্ষিণা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলো। শার্লোটীর কথা যখন শেষ হলো, সকলের সাক্ষাতেই যখন দক্ষিণার নাম প্রকাশ হয়ে পোড়লো, দক্ষিণা তখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাঁটু গেড়ে বোসে করযোড়ে মিনতি কোরে বোলতে লাগলো,“রক্ষা কর ! রক্ষা কর !—আমিই দোষী ! সত্যই আমি অপরাধ কোরেছি ! সে অপরাধ আমি স্বীকার কোচ্চি ! —রক্ষা কর !—রক্ষা কর !”

দক্ষিণা আর কথা কইতে পাল্লে না। কাঁপতে কাঁপতে হাঁপাতে হাঁপাতে সেইখানেই শুয়ে পোড়লো !—যেমন পড়া, অমনি মূর্চ্ছা !

গৃহস্বামী আর ক্রোধ সম্বরণ কোত্তে পাল্লেন না। সহসা আসন থেকে গাত্রোত্থান কোরে রাগের ভরে ঘন ঘন কাঁপতে লাগলেন। পাচিক্কা আর দুজন দাসী ধরাধরি কোরে দক্ষিণাকে তার শয়নঘরে নিয়ে যাচ্ছিল, কর্ত্তা সেই সময় আমার কাছে এসে একটু নরম কথায় বোল্লেন, “জোসেফ ! বড়ই অন্যায় কাজ হয়েছে। অকারণে আমি তোমাকে বড়ই কষ্ট দিয়েছি। প্রমাণ যে রকম পাওয়া গেল, তোমার বিছানার নীচে যখন জিনিস বেরুলো, সে সময় তাতে কোরে—”

দক্ষিণাকে ধরাধরি কোরে যারা নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় কি ভেবে হঠাৎ তারা দরজার কাছে থামলো। তাদের থামা দেখে গৃহিণী বড়ই চোটে উঠলেন। খুব রেগে রেগে বোলতে লাগলেন,“নিয়ে যা ! শীঘ্র নিয়ে যা !—পিশাচী !—রাক্ষসী !—সর্ব্বনাশী ! এত ভণ্ডামী ওর পেটে ছিল, কিছুই আমিই বুঝতে পারি নি ! এমন কপটাচারিণী পাপীয়সী জন্মাবধি কখনো আমি দেখি নি ! শীঘ্র নিয়ে যা ! যখন জ্ঞান হবে, দূর কোরে দিস্ ! ওর যা যা জিনিসপত্র এখানে আছে, সমস্তই বার্ কোরে দিয়ে ওটাকে বাড়ীথেকে তাড়িয়ে দিস্ !”

লেডী কালিন্দী বোল্লেন, “ভয়ানক ভণ্ডামী !—উঃ ! গতকল্য যখন জোসেফের দোষের কথার আন্দোলন হয়, তখন আমি দেখেছি, ও মাগী যেন কতই দয়া জানাতে লাগলো ! উঃ ! ভয়ঙ্কর চাতুরী !—ভয়ানক প্রতারণা !—ভয়ানক ভণ্ডামী !”

লেডী জর্জ্জীয়ানা আবার রেগে রেগে বোলতে লাগলেন, ‘মাগীটা ভারী ইতর ! ভারী ছোটলোক !—আগাগোড়া বজ্জাতি !—আগাগোড়া কপটতা ! আমি কিন্তু

একটু একটু বুঝ্‌তে পাত্তেম, মাগীটার মনে মনে কি একটা বদ্‌মৎলব আছে!—একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে, তাও আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলেম!"

বাস্তবিক আমিও চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, লেডী জর্জ্জীয়ানার আরক্ত বদনে তখন আকস্মিক বিস্ময়চিহ্ন বিরাজমান!

এই সময় রবার্ট চুপি চুপি আমার কাছে সোরে এসে আমার কাণে কাণে বোল্লে, "বাঁচ্‌লেম! জোসেফ! তুমি নির্দ্দোষী হোলে, তুমি খোলসা পেলে, আপদ দূর হলো, আমি বড়ই খুসী হোলেম!"

আমিও দেখ্‌লেম, যথার্থই রবার্টের মুখে সন্তোষচিহ্ন প্রকাশ পাচ্চে। সে সস্নেহে আমার হাত ধোরে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে ফেলে,—নিশ্বাস টেনে টেনে, কতপ্রকার মনোভাব জানালে, তার মধ্যে কিছুমাত্রও কপটতা অনুভূত হলো না।

লেডী জর্জ্জীয়ানা অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে বোল্লেন, "আমি এইমাত্র একটী কথা বোল্‌তে যাচ্ছিলেম। "জোসেফ অনেক কষ্ট পেয়েছে। আহা! ছেলেমানুষ, কিছুই জানে না; মিছামিছি অত কষ্ট!—আহা! জোসেফকে কিছু পুরস্কার দেওয়া—"

বাধা দিয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "না না, পুরস্কার আমি চাই না! আমি যে নির্দ্দোষী হয়ে খোলসা পেলেম, এইটীই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুর—"

লেডী জর্জ্জীয়ানা গর্জ্জন কোরে উঠ্‌লেন, "জবাব কোরো না! জবাব কোরো না! জোসেফ! বারবার কতবার আমি তোমারে সাবধান কোরে বোলেছি, জবাব করা অভ্যাসটা ত্যাগ কর!—ও অভ্যাসটা একেবারেই ছেড়ে দেও! অবশ্যই তুমি পুরস্কার পাবে;—এই আঠারোটী পেনী—"

"থাক্ থাক্!"—কর্ত্তা তিবর্ত্তন শশব্যস্তে পত্নীকে বাধা দিয়ে বিরক্তভাবে বোল্লেন, "থাক্ থাক্! আমিই পুরস্কার দিচ্চি। দেখ জোসেফ! যে ঘটনাটা ঘোটে গেল, তাতে আমি বড়ই দুঃখিত হয়েছি। গতরাত্রে তুমি আমার যে উপকার কোরেছ, সে উপকার আমি কখনই ভুল্‌বো না। সিঁদেল চোর তাড়িয়েছ! এই পাঁচ শিলিং!"

"ধন্যবাদ!—ধন্যবাদ!"—আরক্তবদনে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ধন্যবাদ! টাকা আমি চাই না! আমি যে নির্দ্দোষ হোলেম, ইহাই আমার পরম আনন্দ,—ইহাই আমার পরম পুরস্কার!"—কর্ত্তাকে এই পর্য্যন্ত বোলে লেডী কালিন্দীর নিকটে আমি ছুটে গেলেম। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে পুনঃপুন তাঁরে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "দয়াময়ি! আমার জীবন আপনার কাছে বাঁধা থাক্‌লো! চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আপ্‌নার কাছে আমি আবদ্ধ থাক্‌লেম। যদিও আমি গরিব,—যদিও একজন সামান্য চাকর ভিন্ন আর কিছুই আমি নই, কিন্তু আমার হৃদয়ে ——"

আর আমি বোল্‌তে পাল্লেম না। আনন্দবেগে আমার যেন বাক্‌রোধ হয়ে এলো। যেরূপ করুণনয়নে লেডী কালিন্দী সেই সময়ে আমার মুখপানে চাইলেন, সেই সকরুণ দৃষ্টি দর্শন কোরে হৃদয় আমার মহানন্দে নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো। তাঁরে যেন আমি তখন

পরমস্নেহবতী সহোদরা ভগ্নী বোলে জ্ঞান কোল্লেম।" বোল্‌ছিলেম, যদিও আমি গরিব, যদিও আমি সামান্য একজন চাকর, তথাপি অপরাপর মানুষের মত আমার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা বাস করে। কথাটা কিছু অহঙ্কারের কথা বটে, কিন্তু সে সময় আমার মনের বেগ যেপ্রকার প্রবল, তাতে কোরে কৃতজ্ঞতার পাত্রে সেরূপ কৃতজ্ঞতা সমর্পণ না কোরে কিছুতেই ক্ষান্ত থাক্‌তে পাল্লেম না।

আনন্দবেগে সেখানে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতেও পাল্লেম না। শার্লোটীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেম ;—বাড়ী থেকেই বেরিয়ে গেলেম। দুজনেই একসঙ্গে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। শার্লোটীর ভাগ্যে কি বিপদ ঘোটেছিল, দুরন্ত মাল্‌কম্ বাবেন্‌হামের হাত থেকে সেই সরলা বালা কি প্রকারে পরিত্রাণ পেলে, সেইটী পরিজ্ঞাত হবার জন্য মনে আমার বিষম ঔৎসুক্য !—বিষম কৌতূহল !

একত্রিংশ প্রসঙ্গ।

কিরূপে রক্ষা হইল ?

নিজে আমি সঙ্কটে পোড়েছিলেম, অকারণ কলঙ্ক রটনা হয়েছিল, জগদীশের কৃপায় সে বিপদ থেকে আমি উত্তীর্ণ হয়েছি,—মানে মানে কলঙ্কের হাত এড়িয়েছি,—ধর্ম্মই রক্ষা কোরেছেন। শার্লোটী বোল্‌ছে, শার্লোটীরও বিপদ ঘোটেছিল। সমবেদনা জানিয়ে বার বার আমি সচঞ্চলে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেম, "কি প্রকার বিপদ ? কি প্রকার ঘটনা ? কিরূপে রক্ষা হলো ?"

আমার আগ্রহ দেখে যৎকিঞ্চিৎ ভূমিকা কোরে, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শার্লোটী আপ্‌নার বিপদের কথা আরম্ভ কোল্লে :—

"জানই ত তুমি, গত কল্য প্রাতঃকালে আমি সহরে যাই। ভোজের আয়োজনের যে সকল জিনিসপত্র প্রয়োজন, সহর থেকে সেইগুলি সংগ্রহ কোরে আনা আমার উপরেই ভার হয়। সহরে পৌঁছিতে আমার প্রায় একঘণ্টা লাগে। সরাসর আমি মুদির দোকানেই চোলে যাই। দরকারী জিনিসগুলি খরিদ করি। দোকানী বালককে গাড়ীতে তুলে দিয়ে, জিনিসগুলি সেই গাড়ীতে রেখে, বালককে আমি একটু অপেক্ষা কোত্তে বলি। কাপড়ের দোকানে আমার কিছু বরাত ছিল, সেই বরাতটী সেরে শীঘ্রই আমি ফিরে আস্‌ছি, দোকানী বালককে এইরূপ উপদেশ দিয়ে তার কাছ থেকে আমি চোলে যাই। কতক দূর গিয়েছি, পথে একটী যুবাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। দেখ্‌তে বেশ ভদ্রলোকের মত পোষাক পরা, বর্ণ একটু ময়লা, একটু দীর্ঘাকার, আকারপ্রকারে

ভদ্রলোক বোলেই বোধ হয়, বয়স অনুমান তেইশ চব্বিশ বৎসর। যেন কিছু গর্ব্বিতভাবে হঠাৎ সেই যুবা আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তোমার নাম কি কুমারী স্মিথ?"

"প্রশ্নটা শুনেই আমার সন্দেহ হলো। বিরক্ত হয়ে তার মুখের দিকে আমি চেয়ে দেখলেম। বোধ হতে লাগলো, প্রশ্নটা কিছুই নয়, কেবল আমার সঙ্গে কথা কহিবার মিথ্যা অছিলামাত্র। বুঝতে পেরেই আমি পাশ কাটিয়ে চোলে যাবার চেষ্টা কোল্লেম। কিন্তু তখনি তখনি দেখি, আর একপ্রকার ভাব। পূর্ব্বেকার গর্ব্বিতভাব দূরে গেল। মুখে চক্ষে বেশ শান্তভাব লক্ষিত হলো। যুবা আমারে দিব্য নরম প্রকৃতিতে মৃদুমধুর স্বরে সম্ভাষণ কোত্তে আরম্ভ কোল্লে। হঠাৎ ঐ রকমে নাম জিজ্ঞাসা কোরেছিল বোলে বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা কোত্তে লাগলো। তখন আমি মনে কোল্লেম, তবে ত লোকটীর উপর সন্দেহ করা আমার অন্যায় হয়েছে। মনে মনে বড়ই দুঃখিত হোলেম। সেই যুবা আবার আমারে বোল্লে, 'তবে আমি ভুলেছি! কুমারী স্মিথ নামে একটী কামিনীকে আমি চিনি। তাঁর সঙ্গে আমার অল্প অল্প আলাপ আছে। সেটীও ঠিক তোমার মতন। সেই জন্যই ভুলে আমি তোমারে ওকথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম। ক্ষমা কর!'

"আমি উত্তর দিলেম, যথার্থই তোমার সেটা ভুল।—নিশ্চয়ই ভুল। আমার নাম কুমারী স্মিথ নয়।

"যুবা পুনর্ব্বার বোলতে লাগলো, 'হতে পারে, হতে পারে, নামটীতে ভুল হতে পারে, কিন্তু তোমারে আমি পূর্ব্বে দেখেছি। এখনও যেন একটু একটু চিনতে পাচ্চি।'

"মুখের ভাবে আর কথার সরলতায় তার প্রতি তখন আর আমার অবিশ্বাস থাকলো না। মৃদুস্বরে উত্তর কোল্লেম, সেটাও তোমার ভুল। ও রকম নাম ভুল হওয়া নিতান্ত বিচিত্র কথা নয়।—এইরূপ উত্তর দিয়ে আমি হন্ হন্ কোরে চোলতে আরম্ভ কোল্লেম। একজন পরপুরুষের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে চোলে যাওয়া ভাল দেখায় না, এই জন্যই তাড়াতাড়ি চোলতে লাগলেম। কতক দূর যেতে না যেতেই আবার দেখি, সেই যুবাপুরুষ আবার আমার পাশে এসে উপস্থিত! অনেক কাকুতিমিনতি কোরে ভালমানুষের মত আবার বোল্লে 'ক্ষমা কর!'

"যুবা আমারে অকস্মাৎ লেডী বোলে সম্বোধন কোল্লে। লজ্জা পেয়ে আমি বোল্লেম, আমি লেডী নই, একটী লেডীর সহচরীমাত্র। তোমারে দেখছি, বড়মানুষের ছেলে, আমি একজন কিঙ্করী। তুমি এখান থেকে সোরে যাও!

"যুবা যেন বিস্মিত হয়ে উঠলো! আপনা আপনি কি কি কথা বোল্লে, আমি তা বুঝতে পাল্লেম না,—ভাল কোরে শুনতেও পেলেম না। তখন আমার একটু একটু ভয় হোচ্ছিল। ঘন ঘন দ্রুতপদক্ষেপে একখানা কাপড়ের দোকানে আমি প্রবেশ কোল্লেম। যুবা আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল না, কিন্তু রকম সকম দেখে আমার এত ভয় হয়েছিল যে, প্রায় আধঘণ্টাকাল সেই দোকানখানার ভিতরেই আমি থাকলেম। যে সকল জিনিসে আমার দরকার ছিল না, তাও কতক কতক আমি খরিদ কোল্লেম। এটা কি? ওটা কি?

এটার দাম কত? এই রকমে অপরাপর জিনিসেরও দরদস্তর কোত্তে লাগ্‌লেম। কোন প্রকারে বিলম্ব করাই আমার ইচ্ছা।—প্রয়োজন নাই, তবু আছি! জিনিস দরকার নাই, তবু দেখ্‌ছি,—তবু দর কোচ্চি!

"অনেকক্ষণ বিলম্ব কোল্লেম। শেষে মনে হলো, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, দোকানের বালকটীও আমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা কোচ্চে। আর ত দেরী করা চলে না। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরুলেম।

"বেরিয়েই দেখি, সেই লোক রাস্তায়! আবার ভয় পেলেম। মনে মনে আবার চাঞ্চল্য আস্‌তে লাগ্‌লো। রাস্তার যে ধারে আমি, তার অন্য ধারে একটু তফাতে লোকটী চুপ কোরে দাঁড়িয়ে আছে। দোকান থেকে আমি বেরিয়ে আস্‌বো, আবার সে আমারে জ্বালাতন কোর্‌বে; ঠিক বুঝ্‌লেম, সেই মৎলবেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি তখন যাই কোথা? একবার মনে কোল্লেম, দোকানের ভিতরেই ফিরে যাই। একজন লোক আমারে ভয় দেখাচ্চে, দোকানীকে গিয়ে সেই কথা জানাই। গাড়ী পর্য্যন্ত একজন আমারে রেখে আসে, ব্যগ্রতা কোরে সেই কথা বলি। কিন্তু তখনি আবার মনে মনে লজ্জা হলো। অচেনা দোকানদারকে কেনই বা তত কষ্ট দিতে চাই? কেনই বা ছুঁচোর মাটী পর্ব্বত করি? সংকল্পটা ত্যাগ কোল্লেম। দোকানে আর ফিরে গেলেম না। মনে কোল্লেম, দিনের বেলা, সহরের রাজপথ, বহুলোকের ভিড়,—চতুর্দ্দিকেই মানুষের চলাচল, এত লোকের সাক্ষাতে একজন লোক কখনই আমার উপর দৌরাত্ম্য কোত্তে সাহস পাবে না। রাস্তায় বেরিয়ে পোড়্‌লেম। দ্রুতগতিতে চোল্‌তে লাগ্‌লেম। খানিকদূর গিয়ে পেছন ফিরে দেখি, সেই যুবাপুরুষ আর আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে না। কোন্ দিকে গেল, দেখ্‌তেও পেলেম না। কি'রকমে কোথা দিয়ে চোলে গেল, সেটাও জান্‌তে পাল্লেম না। লোকটী কিন্তু অদৃশ্য! আমার আহ্লাদ হলো!"

এই পর্য্যন্ত বোলে শার্লোটী একটু চুপ কোল্লে। একটু ইতস্তত কোরে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "রাস্তা ধোরে আমি চোলেছি। সেই রাস্তার একটু তফাতে দেখি, একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোচ্‌বাক্সের উপর কোচম্যান আছে। একজন পদাতিক গাড়ীর দরজা খুলে সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়ীখানার কাছদিয়ে যখন আমি চোলে যাই, সেই সময় দুজন বিকটাকার লোক ধাঁ কোরে ছুটে এসে আমার হাত ধোরে ফেল্লে!—তখনি তখনি,—দিনের বেলা, সদর রাস্তায়, তখনিই তখনিই জোর কোরে তারা আমারে ধোরে ফেল্লে!—ধোরেই অম্‌নি গাড়ীর ভিতর টেনে তুল্লে! মুহূর্ত্তমধ্যেই সে কাজটা সমাধা হয়ে গেল! আমি সকাতরে সভয়ে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম। তিন চারিজন লোক সেই সময় ঠিক সেইখান দিয়ে চোলে যাচ্ছিল, কাণ্ডটা দেখে চমকিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ তারা সেইখানে থম্‌কে দাঁড়ালো। গাড়ীখানাও ছুট্‌তে আরম্ভ কোল্লে। আমি শুনলেম, গাড়ীর উপর থেকে একজন লোক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌ছে, 'ঠিক হয়েছে! ছুঁড়ীটে পাগল হয়েছে! পাগ্‌লাগারদে নিয়ে চোলেছি!'

"আমি ত গাড়ীর ভিতর আড়ষ্ট! তার উপর আরও বিপদ! গাড়ীর ভিতর একটী মানুষ বোসে ছিল, সেই লোকটী খুব জোরে আমার হাত চেপে ধোল্লে! কটাক্ষপাত মাত্রেই চিন্‌লেম, যে যুবাপুরুষ পথের মাঝখানে আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জোগাড় কোরেছিল, লোকটা সেই যুবাপুরুষ!

"ক্রোধে আমি প্রজ্জলিত হয়ে উঠ্‌লেম। সতেজে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, ছেড়ে দেও আমারে! আমি ঘরে যাই!—লোকটা কিন্তু হেসে উঠ্‌লো! আমার রাগ দিখে তার কেবল হাসি এলো! হেসে হেসে বোল্‌তে লাগ্‌লো, 'আর চেঁচাচেঁচি কোল্লে হবে কি? আমার হাতে পোড়েছ, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মোরে গেলেও জনপ্রাণীও উত্তর দেবে না!—জনপ্রাণীও এখানে আস্‌বে না! সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, একটা পাগ্‌লীকে পাগ্‌লাগারদে নিয়ে যাওয়া হোচ্চে! কেহই রক্ষা কোত্তে আস্‌বে না!'

"ওসব কথায় আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক্‌লেম না। জানালার একটী শাসী ফেলে দিবার জন্য উদ্যত হোলেম। লোকটা আমার হাত ধোরে পুনঃপুন বাধা দিতে লাগ্‌লো। আমিও টানাটানি কোরে বিস্তর ধস্তাধস্তি কোল্লেম। খুব জোরে গাড়ীর একটা জানালা খুলে ফেল্লেম। রক্ষা কর! রক্ষা কর! বোলে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেম।

"কেহই এলো না! গাড়ীখানা যেন ঝড়ের মত দৌড়ুতে লাগ্‌লো। যে রাস্তা দিয়ে কুঞ্জনিকেতনে যেতে হয়,—দিনমান,—আমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম,—বেশ চিন্‌তে পাল্লেম, সেই রাস্তাতেই গাড়ীখানা ছুটেছে।

"বিস্তর হুড়াহুড়ি কোল্লেম, বিস্তর চেঁচাচেঁচি কোল্লেম, শরীর অবশ হয়ে পোড়্‌লো, আমি যেন একরকম জ্ঞানশূন্য হয়ে গাড়ীর ভিতর শুয়ে পোড়্‌লেনম! তৎক্ষণাৎ আবার চৈতন্য হলো। যে আসনে বোসে ছিলেম, লোকটার উৎপাতের জ্বালায় শশব্যস্তে সে আসন থেকে উঠে সাম্‌নের আসনে গিয়ে বোস্‌লেম। গর্ব্বিতভাবে যুবা আমারে পুনঃপুন বোল্‌তে লাগ্‌লো, 'যাহাই বল, যাহাই কর, কিছুতেই কিছু ফল হবে না! আমি ভাগ্যবন্ত লোক! আমার হাতে বিস্তর টাকা! যতই খরচ হোক, যতই বিপদ্ পড়ুক, কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না! পৃথিবীতে হেসে খেলে আমোদ করাই আমার কাজ! আমার ইচ্ছায় বাধা দেয়, কার সাধ্য? আমি তোমারে লেডী বানাবো!'

"ক্রমশই আমার ভয় বাড়্‌তে লাগ্‌লো। যুবাও ক্রমে ক্রমে রসিকতা বাড়িয়ে তুল্লে! 'আমার প্রতি বাম হয়ো না! আমি তোমারে মিনতি কোরে বলি, আমার মনোরথ পরিপূর্ণ কর! আমি তোমারে প্রচুর ধনের ঈশ্বরী কোরে তুল্‌বো!'

"ঘৃণায়, লজ্জায়, আমি থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম। ঘৃণার স্বরেই বোল্লেম, তুমি ছেড়ে দেও! যদি প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, মেরে ফেল, তাও স্বীকার, তথাপি তোমার দুষ্টমৎলবের বশীভূত হব না!

"গাড়ী যেন নক্ষত্রবেগে ছুটেছে! আমি সেই জানালার দিকে নজর রেখেছি,—ঠিক নজর রেখেছি। মনে মনে আশা কোচ্চি, যদি কোন লোক এই সময় গাড়ীর কাছে

এসে উপস্থিত হয়, কিম্বা সম্মুখে যদি কোন লোককে দেখ্তে পাই, কেঁদে কেঁদে সব কথা জানাব, তারা আমারে উদ্ধার কোরে দিবে। তিনচারিজন চাষালোক রাস্তা দিয়ে গেল, খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাদের আমি ডাক্লেম, গাড়ীখানা তখন যেন ভোঁ ভোঁ কোরে উড়ে যাচ্ছিল, কেহই আমার কথা শুন্তে পেলে না। চেয়েও দেখ্লে না ! আমি তখন অত্যন্ত ভয় পেলেম।

"ক্ষণকালমধ্যেই গাড়ীখানা সে রাস্তা থেকে বেঁকে, পাশের একটা ছোট গলির ভিতর প্রবেশ কোল্লে। সেই গলিতে কেবল একখানি মাত্র গাড়ী চোল্তে পারে। সম্মুখ দিক্ থেকে যদি আর একখানা গাড়ী আসে, তা হলেই গাড়ী আর চোল্বে না। দুদিক্ থেকে দুখানাই এককালে থেমে যাবে। আমার তখন কেবল সেইমাত্র ভরসা। কিন্তু সে ভরসাটাও দাঁড়ালো না। চক্ষের নিমেষে সেই গলিরাস্তাটা পার হয়ে গাড়ীখানা আর একটা বড় রাস্তায় গিয়ে পোড়্লো। যেমন আস্ছিল, তার চেয়ে আরও দ্রুত চোল্তে লাগ্লো। পথের ধারে ধারে মানুষের বাড়ী দেখ্তে পেলেম। এক একখানা মালগাড়ীও চোলেছে, তাও দেখ্লেম। দলেদলে ঘোড়সওয়ার সায়েববিবিও দেখ্লেম। যারে দেখি, তারেই চীৎকার কোরে ডাকি, কেহই উত্তর দেয় না !

"যে লোকের কবলে আমি পোড়েছি, সেই লোক দম্ভ কোরে বোল্তে লাগ্লো, 'পালাবে বুঝি ? পালাতে চাও বুঝি ? যতই চীৎকার কর, যতই চেষ্টা কর, কিছুতেই কিছু হবে না !' বাস্তবিক আমিও যেন চারিদিক্ অন্ধকার দেখ্তে লাগ্লেম !

"গাড়ীখানা অবশেষে রাস্তার ধারে একটা প্রশস্ত বাড়ীর সাম্নে গিয়ে থাম্লো। প্রশস্ত বটে, কিন্তু দেখ্লেই যেন ভয় হয়। রাঙা রাঙা ইঁট দিয়ে গাঁথা,—ভয়ানক বাড়ী ! চারিধারে বড় বড় গাছ। গাছের ছায়ায় স্থানটা ঘোর অন্ধকার !

"আমার সঙ্গী লোকটা সেইখানেই আমারে নাম্তে বোল্লে। নেমেই পাছে পালাই, এই ভয়ে নিজেই আমার হাত ধোরে রইলো। গাড়ীর পদাতিক লোকটাও কাছে কাছে দাঁড়িয়ে থাক্লো। পালাবার উপায় নাই !

"একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এসে সদর দরজা খুলে দিলে। সামান্য দাসীর মত পরিচ্ছদ নয়, আকার প্রকারে যেন একটু ভদ্রতার আভাস পাওয়া যায়। বুড়ী আমারে একটী কথাও বোল্লে না, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে সরাসর উপর ঘরে নিয়ে চোল্লো। আমি যেন বুঝ্তে পাল্লেম, জোর কোরে মেয়েমানুষ ধোরে নিয়ে যাওয়া যেন তাদের অভ্যাসকরা কাজ ! ঠিক সেই রকমেই উৎসাহে উৎসাহে আমারে নিয়ে চোল্লো !

"যেতে যেতে একটা ঘরের মাঝখানে আমি থম্কে দাঁড়ালেম। যে যুবাপুরুষ আমারে ধোরে এনেছে, সে লোকটাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আস্ছিল। তাদের দুজনকেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কোথায় আমি এসেছি ? কার হুকুমে এ রকম বেআইনি কোরে আমারে এখানে আনা হয়েছে ?

"যুবাপুরুষ অট্টহেসে উত্তর কোল্লে, "আমার নাম সার্ মালকম্ বাবেন্হাম।

বাড়ীখানা আমার! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, এখানে চীৎকার কোরে কেন মর? সমস্তই বিফল! বাড়ীতে যারা যারা থাকে, সকলেই আমার চাকর। সকলেই তারা আমার হুকুম মান্য কোর্‌বে। তুমি যতই রাগ কর, যতই চেঁচাও, ফলে কিন্তু ”

“বাধা দিয়ে চীৎকারস্বরে আমি বোলে উঠ্‌লেম, পামর!—কাণ্ডকারখানা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি! যে সব কথা শুন্‌ছি, সমস্তই আমি বোলে দিব!

কে যেন কাঁবেই কি বোল্লে!—কথাগুলো খবরেও এলো না!—সার্ মালকম্ সেই সব কথা শুন্‌লে কি না শুন্‌লে, আমি সেটা জান্‌তেই পাল্লেম না। সার মাল্‌কম পাগ্‌লা-ষাঁড়ের মত মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, ফিক্‌ফিক্ কোরে হাস্‌তে লাগ্‌লো!”

আমি এক নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম। আবার সেই সার মাল্‌কম বাবেন্‌হাম!—যে পাপাধম লম্পটাধম সার মাল্‌কম আমার জীবন-সরোবরের পদ্মিনীটী ছিঁড়ে নিয়েছে, যে পাপাত্মার কুহকে আমার আনাবেল কুপথগামিনী, সেই পাপাত্মা সার মালকম আবার শার্লোটীর কুমারীধর্ম্মের নিহন্তা!—উঃ!—কি নরাধম লোক!

শার্লোটী আবার বোল্লে, “সার্ মালকম্‌কে আমি জানালেম, লেডী কালিন্দীর সহচরী আমি। তিনি এখন কুঞ্জনিকেতনে অবস্থিতি কোচ্চেন।—আমার এই কথা শুনেই সার্ মালকম্ মুহূর্ত্তকাল যেন ফ্যাল্‌ফ্যাল কোরে চেয়ে রইলো!”

“ঠিক কথা!”—শার্লোটীর কথা শুনে আমি বোলে উঠ্‌লেম, “ঠিক কথা! কর্ত্তার মুখেই আমি শুনেছি, লেডী কালিন্দীর আগমন উৎসবে কুঞ্জনিকেতনে গতরাত্রে সার্ মাল্‌কমের ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল।”

শার্লোটী বোল্লে “সার মাল্‌কম্‌কে আমি আরও বোল্লেম, “তাঁরা আমারে অন্বেষণ কোচ্চেন, চারিদিকে খোঁজ পোঁড়ে গেছে, তুমি আমারে এই রকমে আটক কোরেছ, অবশ্যই এ পাপের উপযুক্ত দণ্ড পাবে!”

“বদমাস্‌টা হেসে উঠ্‌লো। হেসে হেসেই যেন আমার কথা উড়িয়ে দিলে। মাথা নেড়ে নেড়ে বোল্লে, “ঠিক হবে! দুই একদিন থাক, দুই একদিনের মধ্যেই তোমার সুর ফিরে যাবে! আর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চোল্‌তে ইচ্ছা হবে না!—খুসী হয়ে যাবে! আমার খরচে মানময়ী লেডী হয়ে রাজরাণীর মত সুখে থাক্‌বে!”

“কথাগুলো আমি ভাল কোরে শুন্‌লেম না। যা কিছু শুন্‌লেম, ঘৃণা কোরেই উড়িয়ে দিলেম। সদর দরজার দিকে ছুটে চোল্লেম। সার্ মালকম্ আবার আমারে জোর কোরে ধোরে ফেল্লে। রাশি রাশি শপথ কোরে মিনতিস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, “যেও না! যেও না! এ অবস্থায় এমন কোরে আমারে ফেলে যেও না! রাজরাণী বানাবো!—খুব সুখে রাখ্‌বো! যেও না!”

“আমি দেখ্‌লেম বেগতিক! তখন যদি একটু বশীভূত না হই, আরও বেশী দৌরাত্ম্য কোর্‌বে, এই ভেবে সেই দূতীটার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম, আচ্ছা, এই স্ত্রীলোক আমারে যেখানে নিয়ে যেতে চায়, চলুক, যেতে আমি রাজী আছি।

"সঙ্গে কোরে তারা আমারে উপর ঘরে নিয়ে গেল। একটা শয়নঘরের দরজা খুল্লে। সেই ঘরে আমারে প্রবেশ কোত্তে বোল্লে। আমি প্রবেশ কোল্লেম। আমারে সেই ঘরে রেখেই দরজায় চাবী বন্ধ কোরে, দুজনেই তারা সোরে গেল। ঘরে আমি একাকিনী! বুঝ্‌লে জোসেফ, আমার মনের ভাব তখন কেমন হলো! অপরিচিত স্থানে দুষ্ট লোকের কবলে সেই ঘরটার ভিতর আমি একাকিনী বন্দিনী! পালাবার উপায় দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কোন ছিদ্রই পেলেম না। জানালাগুলো ভারী উঁচু উঁচু, সেখান থেকে লাফিয়ে পড়া একেবারেই অসম্ভব! পালাবার উপায় নাই!

"কতক্ষণ গেল, কেহই আমার কাছে এলো না। বাড়ী নিস্তব্ধ!—সকল দিকেই নিস্তব্ধ! সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটা আর একজন দাসী সঙ্গে কোরে আমার সেই কয়েদঘরে প্রবেশ কোল্লে। কতকগুলি খাবার সামগ্রী দিয়ে গেল। খেতে বোল্লে। আমি বোল্লেম, তোমরা আমারে ছেড়ে দেও! একথা আদালতে যাবে। তোমাদের মনিব জোর কোরে আমারে ধোরে এনেছে, নালিস হবে। দুজনেই তোমরা বাদিকার, একথা প্রকাশ পেলে, কিছুতেই তোমরা দণ্ডের হাত এড়াতে পারবে না। অবশ্যই উচিত প্রতিফল ভোগ কোত্তে হবে।

"আমার কথায় তারা একটুও ভয় পেলে না। আমার উপর একটু দয়াও হলো না। ভয় দেখানো বিফল হলো। মিনতি আরম্ভ কোল্লেম। তাতেও কোন ফল হলো না। তারা আমার কোন কথাই শুনলে না। খাবারগুলি রেখে, আড়ে আড়ে আমার দিকে চাইতে চাইতে দরজায় চাবী দিয়ে তারা অন্য ঘরে চোলে গেল। আবার আমি একাকিনী! একাকিনী বন্দিনী!"

সকাতরে আমি অন্দোক্তি কোল্লেম, "অভাগিনী শার্লোটী! উঃ! কি যন্ত্রণাই তুমি সহ্য কোরেছ!"

শার্লোটী প্রতিধ্বনি কোল্লে, "সত্য জোসেফ! বড় যন্ত্রণাই আমি সহ্য কোরেছি! আপনার জন্যে তখন আমি যত কাতর না হলেম, আমার অনুদ্দেশে কুঞ্জগৃহে কতই হুলুস্থুল পোড়ে গেছে, সেই ভাবনাতেই বেশী কাতর হতে লাগ্‌লেম। ভয়ও হতে লাগ্‌লো। বেশী কথা বলা অনাবশ্যক, এইটুকু বোল্লেই তুমি বুঝ্‌বে, বড় যন্ত্রণাই আমি পেয়েছি। খাবার সামগ্রীগুলি আমি স্পর্শও কোল্লেম না। শুধু কেবল ঢক্ ঢক্ কোরে কতকগুলো জল খেলেম। দগ্ধ পিপাসা কতকপরিমাণে শান্তি হলো। রাত্রি যখন সাতটা, সেই সময় সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আর সেই দাসীটা আবার ফিরে এলো। খাবার জিনিসগুলি তুলে নিয়ে গেল। টেবিলের উপর এক পেয়ালা চা রেখে দিলে। আবার আমি প্রতিফল দিবার ভয় দেখালেম, আবার আমি কাতরতা জানিয়ে অনেক মিনতি কোল্লেম। সমস্তই বৃথা! কোন কথায় উত্তর না দিয়েই তারা মাথা নেড়ে নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজায় আবার চাবী পোড়্‌লো। আবার আমি একাকিনী! ভয়, চিন্তা, বিপদ, একত্র হয়ে মুহুর্মুহুঃ আমারে বড়ই যন্ত্রণা দিতে লাগ্‌লো।

"আরও কতক্ষণ কেটে গেল। রাত্রি যখন প্রায় এগারোটা, দরজার ধারে তখন আবার মানুষের পায়ের শব্দ। দরজা খুলে দেখা দিলেন, সার্ মালকম্ বাবেন্হাম!

"কি দেখ্‌লেম!—সার মালকম্ বাবেন্হাম! মুখখানা যেন তাম্রবর্ণ হয়ে উঠেছে! বুঝ্‌তে পাল্লেম, মালকম্ এতক্ষণ বোতল পূজায় ব্রতী ছিল! মাতাল হয় নি, কিন্তু নেসা হয়েছে! আমার ভয়টা তখন আরও বেড়ে উঠ্‌লো। যে লোক সহজ অবস্থায় ততদূর দৌরাত্ম্য কোত্তে পারে, মাতাল হোলে সে লোকের অসাধ্য কুক্রিয়া আর কি বাকী থাকে?

"মাল্‌কমের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। মদ এনেছে, মদের গেলাস এনেছে, টেবিলের উপর রেখেছে,—ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম কোচ্চে, ব্যগ্র হয়ে আমি তারে দাঁড়াতে বোল্লেম।

"বিদ্রূপস্বরে সার্ মালকম্ বোল্লে, 'হাঃ—হাঃ—হাঃ! যার কর্ম্ম সে নিজে জানে!' এই কথা শুনে বুড়ীটা তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সার্ মালকম্ বোস্‌লো। দুটো গেলাসে থানিক থানিক মদ ঢাল্লে! এক গেলাস আমারে খেতে বোল্লে! বুঝ্‌তেই পাচ্চো জোসেফ! আমি খেলেম না। বাবেন্হাম ক্রমাগত অনেক রকম রসিকতা কোত্তে লাগ্‌লো,—কতরকম প্রলোভন দেখাতে লাগ্‌লো, সে সকল লজ্জার কথা আমি তোমারে বোল্‌বো না। কেবল এইটুকুমাত্র বোল্‌বো, তার সমস্ত মিনতিই, তার সমস্ত তাড়নাই আমি তাচ্ছিল্যভাবে অবজ্ঞা কোল্লেম। বার বার কেবল খোলসা পাবার কথাই আমার রসনাপথে উচ্চারিত হোতে লাগ্‌লো।

"এই রকমে একঘণ্টা। রাত্রি দুই প্রহর! সার্ মাল্‌কম্ বোসে বোসে ক্রমাগতই মদ খাচ্চে! আমি মনে কোত্তে লাগ্‌লেম, খুব খাক্!—খেয়ে খেয়ে যখন বেহুঁস মাতাল হয়ে পোড়্‌বে, সেই সময়েই আমি ছুটে পালাবো। সত্যই আমি ঘন ঘন সেই অবকাশ অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। বাবেন্হাম প্রবেশ কোরে অবধি সর্ব্বদাই আমি দরজার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি। দরজা খোলা রয়েছে, পলায়নের উত্তম সুযোগ।—মাতাল হলেই পালাবো;—মাতালটা অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লেই আমি ছুটে পালাবো!

"কি উৎপাত! মাতালটা মাতাল হলো না! ঢক্ ঢক্ কোরে মদ খাচ্চে! খুব খাচ্চে!—পড়ে না!—বেশ হুঁসিয়ার!

"বাবেন্হাম এই সময় একবার ঘড়ী দেখ্‌লে। দেখেই আপ্‌না আপ্‌নি হঠাৎ বোলে উঠ্‌লো, 'রাত্রি দুই প্রহর!'—আসন থেকে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমারে কতই অকথ্য কথা বোল্লে। শুনে শুনে ক্রোধে লজ্জায় আমার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। অকস্মাৎ বাড়ীর বাহিরে সদর দরজার সাম্‌নে অশ্বের পদধ্বনি শোনা গেল। 'কে যেন খুব দ্রুতগতি ঘোড়া ছুটিয়ে আস্‌ছে। মাল্‌কম্ কাণ খাড়া কোরে একটু থাম্‌লো। বোধ হলো যেন, কোন ভয় পেয়েছে। কিন্তু তখনি আবার তাড়াতাড়ি বোলে উঠ্‌লো, 'না না,—ও কিছু নয়! সে নয়!'—আপ্‌না আপ্‌নি এই রকম তর্কবিতর্ক কোরে দুরাচার

আবার আমার সঙ্গে নষ্টামি আরম্ভ কোল্লে। সে সব কথা আমি সহ্য কোত্তে পাল্লেম না। ধাঁ কোরে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, এম্নি মনে কোচ্চি, অকস্মাৎ দরজাটা খুলে গেল। ঘোড়সওয়ারের পোষাকপরা পরমসুন্দরী একটী কামিনী একগাছা চাবুক হাতে কোরে আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত !"

শার্লোটীর মুখে ঘোড়সওয়ারের পোষাকপরা পরমসুন্দরী কামিনীর কথা শুনেই আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্লো। চীৎকার কোরে বোলে উঠ্লেম; "আঃ!"—সব কথাই যেন ভুলে গেলেম! যে প্রতিমা আমার হৃদয়ে দিবানিশি বিরাজ করে, সেই প্রতিমাই যেন মনের নয়নে দর্শন কোত্তে লাগ্লেম। মুখে আর কোন কথাই ফুট্লেম না। মনে মনে কি ভাবের উদয় হয়েছে, লক্ষণে তার কিছু চিহ্নই দেখালেম না। শার্লোটীর কথাই শুন্তে লাগ্লেম।

শার্লোটী বোল্লে, "হাঁ, যথার্থই পরমসুন্দরী কামিনী!—ঠিক যেন আকাশের বিদ্যাধরী! আমি দেখ্লেম, ক্রোধে সেই সুন্দরী কামিনীর সুন্দর বদনখানি ভয়ানক রক্তবর্ণ! চক্ষু দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্চে! আমি তখন——"

"ও অভাগিনী আনাবেল!"—মনের উদ্বেগে মনের সঙ্গে তখন আমার কেবল ঐ মাত্র কথা! ওষ্ঠরসনায় একটীও বাক্য নাই!

শার্লোটী বোল্‌তে লাগ্‌লো, "কামিনীকে দেখেই সার্ মালকম্ থতমত খেয়ে গেল। মদের ঝোঁকে যত কিছু লাফালাফি কোচ্ছিল, সমস্তই এককালে থেমে গেল। সেই সুন্দরী কামিনী——যুবতী—বয়েস বোধ হয় সতেরো কি আঠারো;—সেই যুবতী সুন্দরী কামিনী ঘরের ভিতর এসেই আমার কাছে ছুটে এলেন। আমারে যেন কি বোল্‌বেন বোল্‌বেন মনে কোচ্ছিলেন, হঠাৎ বাধা দিয়ে মালকম্ বোল্লে, 'বায়োলেট! ভারী খারাপ!—বড় খারাপ কাজ তোমার!'

"কামিনীও তীব্রস্বরে প্রতিধ্বনি কোল্লেন, 'হাঁ হাঁ, তোমার পক্ষেই ভারী খারাপ! এখনিই তুমি এই যুবতীকে ছেড়ে দেও!'

"ক্রোধে নৈরাশ্যে অধীর হয়ে উচ্চৈঃস্বরে সার্ মালকম্ উত্তর কোল্লে, 'না না না, কৈ?—কৈ?—কৈ?—কখনই তা হবে না।'

"আরক্ত বদনে সেই নবীনা সুন্দরী চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেন, 'অবশ্যই হবে! -এখনিই হবে! এখনি আমি পুলিসে খবর দিব!'

'তুমি?'—নেসার ঝোঁকে ফ্যাল্‌ফ্যাল কোরে চেয়ে মালকম্ বোলে উঠ্‌লো, 'তুমি?—তুমি বায়োলেট?'

"গম্ভীর বদনে বায়োলেট উত্তর কোল্লেন, 'হাঁ,—আমি! আমিই বায়োলেট! আমিই তোমারে শিক্ষা দিব!"

"বারেন্‌হ্যাম আপ্‌না আপ্‌নি বিড়্‌বিড়্ কোরে কি বোক্‌লে। সুন্দরী সে সব কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ দিলেন না। আমার দিকে ফিরে সতেজস্বরে তিনি বোল্লেন, 'দেখ,

দরজা খোলা আছে, তুমি খালাস পেয়েছ, ঘরে যাও! আর দেখ, আর একটী কথা!' এই পর্য্যন্ত বোলে আমারে একটু সরিয়ে নিয়ে জনান্তিকে তিনি চুপি চুপি বোল্লেন, 'আমার কাছে যদি তুমি কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাও, একটী কাজ কোরো। একথা কোথাও প্রকাশ কোরো না। লোকটীকে বিপদে ফেলো না। ব্যগ্রতা করি, সার্ মালকম্ বারেন্হামের দোষের কথা মনে মনেই চেপে রেখো!'

"সুন্দরী যখন এই কথাগুলি বলেন, আমি দেখ্লেম, সেই সময় তাঁর পদ্মনয়নে মুক্তামালার মত জলধারা গড়ালো। দেখে আমি বড় কাতর হোলেম। তৎক্ষণাৎ উত্তর কোল্লেম, 'তোমার অনুরোধে আদালতে জানাব না।'

"সুন্দরী আমার হাত ধোল্লেন। সস্নেহে প্রিয়সম্ভাষণ কোরে দরজার দিকে ইঙ্গিত কোল্লেন। আমি অমনি টুপিটী মাথায় দিয়ে শশব্যস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে পোড়্লেম। ভয় আছে, মালকম্ পাছে পশ্চাৎ থেকে আমার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে!—সেটা আমার বৃথা আশঙ্কা। মালকম্ এলো না;—আস্তে হয় ত পাল্লেই না। আমি তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলেম। কেহই কিছু বোল্লে না,—কেহই আমারে বাধা দিলে না। আমি স্বচ্ছন্দে সদর দরজা পার হয়ে নির্ব্বিঘ্নে রাস্তায় এসে পোড়্লেম।"

ঘটনাগুলি শুনে শুনে আমার যেন চমৎকার বোধ হোতে লাগ্লো। শার্লোটীকে বোল্লেম, "জগদীশ্বর রক্ষা কোরেছেন! ভাগ্যে ভাগ্যে তুমি বেশ নিরাপদে পালিয়ে এসেছ!"—মুখে এই ক'টী কথা বোলে, মনে মনে ভাব্তে লাগ্লেম, সার্ মালকম্ যে কামিনীটীকে বারোলেট নামে সম্বোধন কোল্লে, শার্লোটী যারে "পরমসুন্দরী কামিনী" বোলে মহিমা দিলে, বাস্তবিক কে সেই পরমসুন্দরী বারোলেট, শার্লোটী ত তা জানে না—আমার হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠ্লো! ভাব্তে লাগ্লেম, কোথা গেল পরমসুন্দরী বারোলেট্?

ভাব্ছি, শার্লোটী আবার বোল্তে লাগ্লো, "হাঁ, বেশ পালিয়ে এসেছি!—চক্ষের নিমেষেই পালিয়ে এসেছি! পালিয়েছি বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পথে আমার ভয় ঘুচে নাই। রাত্রি দুই প্রহর অতীত,—পথ নির্জ্জন,—চারিদিক অন্ধকার, আমার প্রাণে ভয়ানক আতঙ্ক। আতঙ্কের সম্মুখে সাহস যোগ কোরে দিলেম। নির্জ্জন অন্ধকার পথে ছুটে ছুটেই পালাতে লাগ্লেম। এক একবার পেছোন ফিরে চাই, আবার ছুটি। পথটা এক রকম চেনা ছিল, অনেকদূর ছুটে এলেম। বুঝ্তে পাল্লেম, নিকটেই এসে পোড়েছি। পথে একজন কৃষকের সঙ্গে দেখা হলো। কৃষকটী বেশ ভালমানুষ। 'কৃষকটী আমারে একটী সোজাপথ দেখিয়ে দিলে। আমি তারে সাধুবাদ প্রদান কোল্লেম। সে লোকটীও চোলে গেল, আমিও প্রাণপণ যত্নে ছুটে ছুটে বাড়ীতে এসে পৌঁছিলেম। তার পর যা যা হয়েছে, সমস্তই তুমি জান।"

শার্লোটীতে আমাতে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হলো।—অনেকক্ষণ পরে নিকেতনে পুনঃপ্রবেশ কোল্লেম। দেখ্লেম, দক্ষিণাটা বিদায় হয়ে গেছে, ছেঁলেই চোলে গেছে।

প্রস্থানের পূর্ব্বে লেডী জর্জ্জীয়ানার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করবার জন্য মাগীটা বিস্তর চেষ্টা পেয়েছিল। ভেবেছিল হয় ত খোসামোদ কোরে দয়া আকর্ষণ কোর্‌বে, তার সে আশায় ছাই পোড়েছে। লেডী জর্জ্জীয়ানা কিছুতেই তার সঙ্গে দেখা করেন নাই। যা যৎকিঞ্চিৎ বেতন বাকী ছিল, দাসীর হাতেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

চাকরদের ঘরে উপস্থিত হয়ে আমি দেখ্‌লেম, সকলের মুখেই হাসিখুসী। চোরদায় থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি, সকলেই তাতে আহ্লাদ প্রকাশ কোচ্চে, রবার্ট অভ্যাসমত ঘোঁৎ ঘোঁৎ কোরে আমোদ কোচ্চে।—এই সব হর্ষলক্ষণ দেখে আমিও খুসী হোলেম।

বাড়ীতে সিঁদেল চোর প্রবেশ কোরেছিল, পুলিসে এজেহার দিবার জন্য তিবর্ত্তন সাহেব অবিলম্বেই এক্‌ষ্টার নগরে চোলে গেলেন। এজেহার দেওয়া হলো। কিন্তু চোরের গ্রেপ্তারির জন্য কোন প্রকার পুরস্কার ঘোষণা করা তিনি আবশ্যক বিবেচনা কোল্লেন না। চোরের চেহারা লিখে দেয়ালে দেয়ালে ঘোষণাপত্র লোট্‌কে দেওয়াও হলো না। সে রকম কাজে কিছু অর্থ ব্যয় করা তিবর্ত্তনেরা অবশ্যই বাজেখরচ বিবেচনা করেন। পুলিসে এজেহার দেওয়া হলো, কনেষ্টবলেরাও স্বীকার কোল্লে, চোরের অনুসন্ধান কোত্তে সাধ্যমতে তারা ত্রুটী কোর্‌বে না।

দ্বাত্রিংশ প্রসঙ্গ।

লেডী কালিন্দী।

আমি একাকী থাকি, নির্জ্জনে আমার সঙ্গে দেখা হয়,—নির্জ্জনে দুজনে চুপি চুপি কথা হয়, পরদিন প্রাতঃকালে কুমারী শার্লোটী সেই প্রকার অবকাশ অন্বেষণ কোচ্চে। লক্ষণেই আমি সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেম;—দেখাও হয়ে গেল। শার্লোটী বোল্লে, "জোসেফ! আজ আমি তোমার কাছে একটী বিশেষ কাজের জন্যে এসেছি। শ্রীমতী লেডী কালিন্দীর আদেশ। দেখ্‌লে ত, তোমার নামে সেই ভয়ানক অপবাদটা উঠে অবধি তিনি কতই উদ্বিগ্ন,—কতই দুঃখিত, কতই কাতরা। কিছুতেই সে কথায় তার বিশ্বাস হয় নাই। যখন পাকে চক্রে সকলের মনেই পাকা রকম সন্দেহ দাড়ালো, কাজেই তখন তিনি চুপ কোরে রইলেন, কিন্তু মনে তাঁর কিছুতেই প্রত্যয় জন্মালো না।—দেখ্‌লে ত? যখন তুমি নির্দ্দোষী হয়ে খোলসা পেলে, তখন তাঁর মনে কতখানি আহ্লাদ,—তাঁর মুখে কতখানি হাসি। দেখলে ত? তোমারে তিনি বড়ই ভালবাসেন।"—এই পর্য্যন্ত বোলে একটু হেসে শার্লোটী একটু যেন লজ্জা জানিয়ে আবার বোল্লে, "আমিও তোমারে বড় ভালবাসি! উঃ! কলঙ্কটা যেমন মিথ্যা,

তেম্নি ভয়ানক! সত্যকথা প্রকাশ পাওয়াতে সকলেই খুসী হয়েছে। শ্রীমতী কালিন্দীর ভগিনী আর ভগিনীপতি যে রকম নীচাশয়, তাঁরা তোমারে যেপ্রকার পুরস্কার দিতে চাচ্ছিলেন, তাতে তুমি যে বড়ই ক্ষুণ্ণ হয়েছ, অপমান বোধ কোরেছ, সেটীও লেডী কালিন্দী বেশ বুঝ্‌তে পেরেছেন। আচ্ছা জোসেফ! তুমি হয় ত মনে কোচ্চো, আমি একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করেছি,—যেন কতবড় গুরুতর কথার মীমাংসা কোত্তে বোসেছি। ওটা আমার অভ্যাস। কতই আমি এলোমেলো বকি, কিসে কি হয়, ভালমন্দ বিবেচনা না কোরে কত কথাই আমি—"

"না শার্লোটী!"—বাধা দিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ ঝোল্লেম, "না শার্লোটী! তোমার মন বড় ভাল। তুমি অতি সরলা! যে সব কথা তুমি বল, সকলগুলিই ঠিক ঠিক ফলে। তোমার কথাগুলি আমি বড়ই ভালবাসি।"

প্রফুল্লবদনে শার্লোটী বোল্লে, "আমি সর্ব্বক্ষণ এম্নি কোরে হাসি, আমোদ আহ্লাদ কোরে বেড়াই, কতরকম তামাসার কথা বলি, কিন্তু তা বোলে লোকে আমারে কিছু মন্দ ঠাওরাতে পারে না। আমার কোন মন্দ মৎলব নাই। আচ্ছা, ও কথা যাক্, কাজের কথা বলি। লেডী কালিন্দী আজ আমারে স্পষ্টই বোল্লেন, জোসেফ উইলমট যে কাজ কোরেছে, অবশ্যই কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত। আর দেখ, যা তিনি তোমারে দিতে বোলেছেন, সেটী তোমারে গ্রহণ কোত্তে হবে। বিশেষ কোরে এ কথা তিনি আমারে বোলে দিয়েছেন। আরও বোলেছেন, এখানে যদি তুমি না থাক,—কথার কথাই বোল্‌ছি,—যদি না থাক, উপকারে আস্‌বে।"

এই সব কথা বোলে শার্লোটী আমার হাতে একখানি ব্যাঙ্কনোট প্রদান কোল্লে। দেখ্‌লেম, দশ পাউণ্ড।

দেখেই আমি বোলে উঠ্‌লেম, "না, এ নোট আমি চাই না!—পুরস্কার পাবার কথা মনেও আমি ভাবি না!"

সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে সচকিতে শার্লোটী বোলে উঠ্‌লো, "কি! জোসেফ! নেবে না? আচ্ছা, তোমার মহত্ত্ব দেখে আমি খুসী হোলেম। কিন্তু দেখ, এটী তোমারে গ্রহণ কোত্তেই হবে। মনে কর, এটী তোমার বিশেষ পুরস্কার!"

"না শার্লোটী!"—ব্যস্ত হয়েই আমি বোল্লেম, "না শার্লোটী! পুরস্কার গ্রহণ করার আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তুমি এ নোট রাখ!"

"কেন?" সচকিতে শার্লোটী আবার বোল্লে, "কেন? বাড়ীতে চুরি হোচ্ছিল, চোর তাড়িয়েছ। আরও ভেবে দেখ, সকল লোকগুলির প্রাণ বাঁচিয়েছ। চোরেরা প্রবেশ কোত্তে পাল্লে বাড়ীর সকলকেই হয় ত বিছানার উপর ঘুমোন্ত খুন কোরে রেখে যেতে পাত্তো! আমার দয়াময়ী লেডী কালিন্দীকে পর্য্যন্ত ছাড়্‌তো না! ভেবে দেখ জোসেফ! তুমি যদি—"

আমি অম্নি তাড়াতাড়ি বোল্লেম, "আমাদের কর্ত্তা তিবর্ত্তন যদি উপযুক্ত পুরস্কার

দিতেন, তা হোলে কাজে কাজে আমারে গ্রহণ কোত্তে হতো, কিন্তু লেডী কালিন্দীর পুরস্কার কিছুতেই আমি গ্রহণ কোত্তে পারি না। তিনি আমার প্রতি দয়া কোরেছেন, আমার দুঃখে দুঃখিত হয়েছেন, তাহাই আমার পক্ষে মহামূল্য স্বর্ণ অপেক্ষাও অমূল্য পুরস্কার! তাঁর কাছে আমি চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌লেম। দয়াবতীর দয়ায় আমার কলঙ্ক মোচন হয়েছে, তার উপর আবার এই অনুগ্রহ! এটী আমার আরও বিশেষ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন!"

শার্লোটী পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোল্লে। আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, পূর্ব্বাপেক্ষা তখন শার্লোটী আমারে বেশী গৌরবের পাত্র মনে কোল্লে। মৃদু হেসে মুখ ফুটে বোল্লে, "ওঃ! তুমি দেখ্‌ছি একজন অসাধারণ ছেলে! তোমার বয়েস যদি আর কিছু বেশী হতো, সত্য বোল্‌ছি জোসেফ! যদি তুমি আর একটু বড় হোতে, তা হোলে নিশ্চয়ই আমি তোমারে প্রেমভাবে ভালবাস্‌তেম! দেখ জোসেফ! অতি অল্পদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা, অল্পদিনের মধ্যেই বেশ সখ্যভাব জন্মেছে। তোমার মঙ্গলে সর্ব্বদাই আমি সুখী হবো।"

শার্লোটী যখন এই সব কথা বলে, সেই সময় সেই নোটখানি তার হাতে আমি ফিরিয়ে দিলেম। শার্লোটী বোল্লে, "আচ্ছা, তবে থাক্। কিন্তু নিশ্চয় জেনো, সব কথাই আমি লেডী কালিন্দীর কাছে প্রকাশ কোরে বোল্‌বো।"—এই পর্য্যন্ত বোলে একটু কি চিন্তা কোরে শার্লোটী আবার বোল্লে, "হাঁ হাঁ, আর একটী কথা। আমি তোমারে একটী কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই।—বড় একটা দরকারী কথা নয়"—বোল্‌তে বোল্‌তেই যেন একটু লজ্জায় নতমুখী হলো।—যেন একটু থতমত খেয়ে গেল।

"বল, বল!—কি জিজ্ঞাসা কোত্তে চাচ্ছিলে, জিজ্ঞাসা কর!"

শার্লোটী উত্তর কোল্লে, "এমন কিছু নয়, শুধু কেবল জান্‌তে ইচ্ছা হোচ্চে, চার্লস্ লিণ্টনকে চিঠীপত্র লেখ্‌বার তুমি কোন ব্যবস্থা কোরেছ কি না?"

শার্লোটীর মনের ভাব তখনি আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। লিণ্টনের সঙ্গে শার্লোটীর যেদিন প্রথম দেখা হয়, ভাবভঙ্গীতে তখনই আমি বুঝেছিলেম, শার্লোটী যেন ওয়াল্‌টার রাবণহিলের প্রিয় কিঙ্করের সুন্দর রূপে মোহিত হয়েছিল। চিঠীপত্র লেখার কথা শার্লোটী যখন জিজ্ঞাসা কোল্লে, তখনো দেখ্‌লেম, ঈষৎ লজ্জা পেয়ে সেই সুশীলা সহচরী যেন আবার অবনত বদনে নিরুত্তর হলো।

আমিও মৃদু হেসে উত্তর কোল্লেম, "না, সে ব্যবস্থা কিছুই হয় নাই। যেখানে আমি এখন আছি, লিণ্টন তা জানে।—অবশ্যই আমারে পত্র লিখ্‌বে।"—এই কটী কথা বোলে ঈষৎ হাস্য কোরে পুনর্ব্বার আমি বোল্লেম, "সে পত্র আমি তোমারে দেখাবো। চার্লস্ লিণ্টন বেশ লোক! তাঁর অন্তরে বেশ দয়া! খুব ভালমানুষ!"

শার্লোটীর সলজ্জভাব অন্তর হয়ে গেল। গম্ভীর বদনে উত্তর কোল্লে, "ওঃ! সে কথার উপর আর কথা নেই!—বেশ মানুষ!"

এই পর্য্যন্তই তখন আমাদের কথোপকথন বন্ধ হলো। শার্লোটী চোলে গেল। সেই দিন অপরাহ্ণে সিঁড়ির পথে দৈবাৎ লেডী কালিন্দীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। নোটখানি ফিরিয়ে দিয়েছি, তাতে যদি তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকেন, আমার মনে তখন সেই ভয় এলো। কিন্তু দেখ্‌লেম, সে ভাব কিছুই নয়। হেসে হেসেই তিনি আমার সঙ্গে সম্ভাষণ কোল্লেন। তখন আমার ভয় গেল।—তখন আমার আহ্লাদ হলো। মনে কোল্লেম, তাদৃশী দয়াবতী উপকারিণী কামিনীর মনে কিছুমাত্র বেদনা হওয়া আমার পক্ষে একান্তই অসহ্য।—শুধু কেবল অসহ্য নয়, অধর্ম্মও আছে। উপকারিণীর প্রসন্নবদন দর্শন কোরে সে আশঙ্কাও আমার থাক্‌লো না।

একমাস অতীত হয়ে গেল। মাঝে মাঝে বাড়ীতে প্রায়ই ভোজ,—প্রায়ই নৃত্যগীত, প্রায়ই বহুলোকের সমাগম,—বাড়ী যেন উৎসবময়! দাসীচাকরেরা সকলেই আমারে বোল্লে, চাকরী স্বীকার কোরে অবধি সেখানে তারা তেমন উৎসব পূর্ব্বে আর কখনই দেখে নাই!—সকলেই খুসী।

পুলিসের লোকেরা এ পর্য্যন্ত চোর ধরবার কোন উপায়ই কোত্তে পাল্লে না। টমাস্ টাডি, আর তার সেই সঙ্গী লোকটা কোথায় পালিয়ে গেছে, দেশে আছে কি অন্যদেশে চোলে গেছে, কেহই কিছু সন্ধান কোত্তে পাল্লে না।

দক্ষিণার জবাব হয়েছে। দক্ষিণার বদলে লেডী জর্জ্জীয়ানা আর কোন সহচরী নিযুক্ত কোল্লেন না। ভগ্নীটী এসেছেন, নিত্য উৎসব, সেই উৎসবেই আপাততঃ বেশ আমোদ আহ্লাদ চোল্‌তে লাগ্‌লো।

জানুয়ারি মাসের শেষ। সময়টী মনোরম। একদিন বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে গৃহস্বামী আমার হাতে একখানি পত্র দিলেন। বোলে দিলেন, এখান থেকে দেড় মাইল দূরে একটী ভদ্রলোক বাস করেন, পত্রখানি তাঁরে দিয়ে আস্‌তে হবে।

পত্র নিয়ে আমি বেরুলেম। আকাশ দিব্য পরিষ্কার,—দিব্য নীলবর্ণ। পরিষ্কার আকাশমণ্ডল অনন্ত সীমায় ধূ ধূ কোচ্চে, একটু পাৎলা পাৎলা মেঘও সেই নীল শোভা ঢাকা দিয়ে ফেল্‌ছে না। অল্প অল্প শীত আছে,—পথঘাট দিব্য পরিষ্কার,—শুখ্‌নো খট্ খট্ কোচ্চে,—মাটী যেন পাথরের মত কঠিন। প্রত্যেক পদক্ষেপে মাটীর উপর ঠক্ ঠক্ কোরে শব্দ হয়, সেই পথেই আমি চোলেছি। শরীর সতেজ হয়ে উঠ্‌ছে। মাঠের পথ দিয়েই আমি চোলেছি। দুটো মাঠ অতিক্রম কোরে তৃতীয় মাঠে পড়ি পড়ি, এমন সময় দেখি, লেডী জর্জ্জীয়ানা আর তাঁর ভগিনী কালিন্দী উভয়েই একটু তফাতে পরিভ্রমণ কোচ্চেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের সীমার আল্‌টী উল্লঙ্ঘন কোরে তৃতীয় ক্ষেত্রে আমি সবে পদার্পণ কোরেছি, তাঁরা তখন সেই মাঠের মাঝখানে। হঠাৎ ভয়ার্ত্ত চীৎকার ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে।—উচ্চকণ্ঠে সভয় চীৎকার! সেই সকরুণ চীৎকার যেন বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্চে। যেখানে আমি দাঁড়িয়েছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি, উভয় ভগ্নীই অত্যন্ত ভয় পেয়ে সেই দিকে ছুটে আস্‌ছেন।

কেনই বা ভয় পেয়েছেন, কেনই বা চীৎকার কোচ্চেন, কেনই বা ছুটেছেন, তখন আমি তার কারণ বুঝতে পাল্লেম। দেখলেম, একটা প্রকাণ্ড এঁড়ে গরু ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে অতি বেগে সেই দিকে ছুটে আসছে। স্ত্রীলোকেরা ভয় পেয়ে চেঁচাচ্ছেন, তাই শুনে এঁড়েটাও ভয়ানক রবে যেন বাঘের মত গর্জ্জন কোত্তে লাগলো। আমি দৌড়ুলেম। সেটা দৌড় নয়। ঠিক যেন পাখীর মত উড়ে চোল্লেম। এত শীঘ্র ছুটে গেলেম যে, নিজের গতিতেই আমার আশ্চর্য্য বোধ হোতে লাগলো। এঁড়েটা তখন দ্রুতগামী অশ্বের মত ছুটে আসছে। বিপর্য্যয় শিং নেড়ে নেড়ে ভয়ানক ডেকে ডেকেই ছুটে আসছে। অগ্রে লেডী জর্জ্জীয়ানা, পশ্চাতে লেডী কালিন্দী।—উভয়েই প্রাণভয়ে দৌড়ুচ্ছেন। মহা সঙ্কট!—ভয়ানক বিপদ!

এঁড়েটা ক্রমাগতই দৌড়ে আসছে। লেডী জর্জ্জীয়ানা ভয়ানক চীৎকার কোচ্চেন। কালিন্দী আর চীৎকার কোত্তে পাচ্ছেন না। হঠাৎ তিনি ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পোড়ে গেলেন। আতঙ্কে বিভ্রমে আমি বড়ই কাতর হয়ে পোড়লেম। লেডী কালিন্দী যে ভাবে মাটীর উপর পোড়ে গেছেন, আর একটু যদি বিলম্ব হয়, তা হলেই হয় ত প্রাণ যাবে। আমি ত প্রাণপণযত্নে ছুটেছি। এক হাতে টুপী, এক হাতে একখানা লাল রঙের রেশমী রুমাল। সেই পাগলা এঁড়ে গরুর মুখের দিকে আমিও যেন পাগলের মত দৌড়ুচ্ছি। সংকল্প এই, যদি আমি গরুটাকে ভয় দেখাতে না পারি, নিজেরই প্রাণ যাবে,—আমিই প্রাণ দিব!—গরুটা আমারেই না হয় গুঁতিয়ে মারবে, তাও স্বীকার, তথাপি দয়াময়ী কালিন্দীর গায়ে আঘাত লাগতে দিব না।

প্রাণপণে আমি ছুটেছি। কাজ হলো। এঁড়েটা হঠাৎ থেমে গেল। আমি তখন তার দুহাত তফাতে দাঁড়িয়ে। দুহাতের পরেই সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ারের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বড় বড় শিং! গ্রাহ্যই কোচ্চি না! লাল রুমালখানি অনবরতই তার চক্ষের কাছে ঘুরাচ্ছি। এঁড়েটা তৎক্ষণাৎ মথা ঘুরিয়ে—লেজ ঘুরিয়ে—লাফিয়ে লাফিয়ে ছুট দিলে। যেদিক্ থেকে আসছিল, সেই দিকেই ফিরে চোল্লো;—গর্জ্জনটাও থেমে গেল।

লেডী কালিন্দীকে আমি কোলে কোরে তুল্লেম। লেডী জর্জ্জীয়ানাকে বার বার চীৎকার কোরে ডাকলেম। তিনি শুনলেন না;—ফিরেও চেয়ে দেখলেন না। ভয়ানক চীৎকার কোত্তে কোত্তে সেই আলটার দিকেই দৌড়ুলেন। কেমন কোরে আল পার হোলেন, তা আমি জানি না। কালিন্দী মূর্চ্ছাগত!—কালিন্দীকে কোলে কোরে আমি ছুটে চোলেছি। আল পর্য্যন্ত গেছি, দেখি লেডী জর্জ্জীয়ানা সেই আলটার অপর ধারে জ্ঞানশূন্য হয়ে পোড়ে আছেন! আমি তখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চারিদিকে চাইতে লাগলেম। দেখলেম, সেই পাগলা এঁড়ে গরুটা সেদিকে আর ফিরে এলো না। মাঠের অপর প্রান্তে একটা জায়গায় চুপটী কোরে দাঁড়িয়ে রইল। লেডী কালিন্দী আমার কোলে আছেন। আমি তাঁরে একরকম আস্তে আস্তে টেনে টেনেই আলটার উপর তুল্লেম।—চীৎকার কোরে ডাকতে লাগলেম,—চক্ষু তুলে চাইতে বোল্লেম,—কথা কইতে

বোল্লেম। —তা ছাড়া আর কি করি? তখন আর অন্য কি উপায়ে চৈতন্য আন্‌বার চেষ্টা করি? কিছুই ভেবে পেলেম না। সকাতরে ক্রমাগতই ডাকতে লাগ্‌লেম। অল্প অল্প চৈতন্য হলো।—মিট্‌ মিট্‌ কোরে একবার চাইলেন। দারুণ ভয়ে কেঁপে কেঁপে চতুর্দ্দিকে চক্ষু ঘুরালেন। আগেকার ভয়টাই তাঁর মনে আছে। যখন মূর্চ্ছা যান, তখন জান্‌তেন, এঁড়ে গরু তাড়া কোরেছে। এত কাণ্ড হয়ে গেছে, মনের ভিতর তখনো তাঁর সেই ভয়টাই প্রবল।

জাঙ্গালের একটা ধাপের উপর আমি বোসেছি। ভয়াতুরা কালিন্দী তখনো আমার কোলে। তাঁরে সাহস দিয়ে আমি বোল্লেম, "আর ভয় নাই! আপ্‌নি নিরাপদ। বিপদ থেকে আপ্‌নি উদ্ধার পেয়েছেন।"

কালিন্দী চক্ষু মুদ্রিত কোল্লেন। নিরাপদে প্রাণ রক্ষা হয়েছে, মনে মনে সেই সুখ অনুভব করবার নিমিত্তই যেন,—চৈতন্য পেয়েও চক্ষু মুদ্রিত কোল্লেন। মুখপানেই আমি চেয়ে আছি। একটু পূর্ব্বে মুখখানি ফ্যাসাটে মেরে গিয়েছিল, আমি তখন চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, উভয় কপোলে আবার একটু গোলাপী আভা ফিরে এলো। ওষ্ঠপুটে ঈষৎ ঈষৎ হাস্যরেখাও দেখা দিল।—স্পষ্ট হাসি নয়, মৃদু হাসি। তথাপি সেটী তখনকার সুখের হাসি। আবার তিনি চেয়ে দেখ্‌লেন। নাসারন্ধ্রে বিশাল নিশ্বাস বিনির্গত হলো। বক্ষঃস্থল দুব্‌ দুব্‌ কোরে লাফাতে লাগ্‌লো। অল্পে অল্পে উঠে বোস্‌লেন। মৃদু বিকম্পিত স্বরে বোল্লেন, "জোসেফ! এ কি? কেমন কোরে আমি বাঁচ্‌লেম? তুমিই কি আমার প্রাণরক্ষা কোরেছ?"

সন্তোষলক্ষণ জানিয়ে তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "আমি!"

"কিন্তু কি প্রকারে? তোমাকে ত কোন আঘাত লাগে নি?"—মধুর সস্নেহদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে সস্নেহে আমার একখানি হাত ধোরে, লেডী কালিন্দী পুনঃপুন ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি উত্তর কোল্লেম, "কিছুমাত্র আঘাত লাগে নি। হাতে অস্ত্র ছিল না, কেবল টুপীটী আর আমার রুমালখানি আমার তীক্ষ্ণ অস্ত্র। সেই অস্ত্র দেখিয়েই সেই এঁড়েগরুটাকে আমি তাড়িয়েছি।"—এই পর্য্যন্ত বোলে লেডী জর্জ্জীয়ানার দিকে অঙ্গুলী হেলিয়ে কালিন্দীকে আমি দেখালেম।

কালিন্দী চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন। চকিতনয়নে চেয়ে সভয়কণ্ঠে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হা পরমেশ্বর! এ কি? কিছুই আমি দেখি নি! এসো জোসেফ! এসো আমরা ধরাধরি কোরে তুলি!"

তুল্লেম। জর্জ্জীয়ানার চৈতন্য হলো। ঠিক সেই সময় সেইখানে একটী লোক এলো। লোকটী একজন কৃষক। কৃষকটী বেশ ভালমানুষ। এসেই উৎসাহিতবদনে আমার হস্তধারণ কোরে সেই লোকটী বারবার বোলতে লাগ্‌লো, "সব আমি দেখেছি! বাহাদুর তুমি!—চমৎকার সাহস তোমার! তোমার তুল্য সাহসী ছোক্‌রা কোথাও কখনো আমি দেখি নাই! বোল্‌তে কি, আমি নিজেই বোল্‌ছি, দেখেছি সব, কিন্তু

নিজে আমি ও রকমে রক্ষা কোত্তে পাত্তেম না।—কিছুতেই সাহস হতো না। ধন্য বালক তুমি!”—আমারে এই সব কথা বোলে লেডী কালিন্দীর দিকে ফিরে, সেই লোকটী আরও বোল্‌তে লাগ্‌লো, “ওঃ! এই বালকের সাহসেই আপনি প্রাণদান পেয়েছেন! বালকের অন্তঃকরণ অতি মহৎ! বালককে আপনি ধন্যবাদ প্রদান করুন! বালক যে কি কাজ কোরেছে, কি রকমে যে আপ্‌নাদের বাঁচিয়েছে, তা আপনি জানেন না! ওঃ! প্রাণের ভয় রাখে নাই! এঁড়েটাও যেমন পাগল হয়ে ছুটে আস্‌ছিল, এই বালকও সেই রকম বীরত্ব দেখিয়ে, ছুটে ছুটে সেই ভয়ানক শিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল! চমৎকার সাহস। ভয়ানক সাহস! সাধু সাধু! চক্ষের নিমেষেই জয়লাভ কোরেছে!”

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ করুণ লোচনে লেডী কালিন্দী আমার দিকে চাইলেন। সেই সকরুণ দৃষ্টিপাতে ঠিক যেন প্রণয়লক্ষণ অনুভূত হলো। আমি যদি তাঁর তুল্যপাত্র হোতেম, আমার চিত্ত যদি অপর প্রণয়ে সমাকৃষ্ট না থাকতো, তা হোলে আমি নিশ্চয়ই মনে কোত্তেম, কালিন্দীর সেই করুণদৃষ্টিই সুপবিত্র প্রণয়দৃষ্টি!

লেডী জর্জ্জীয়ানা দাঁড়ালেন। যা যা আমি কোরেছি, কালিন্দী তাঁরে সকল কথাই ভেঙে বোল্লেন। সেই সদয়হৃদয় কৃষক ভদ্রলোকটীও সেই সময় আমার উপর এতাধিক প্রশংসা বর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন যে, শুনে শুনে আমি বড় লজ্জা পেলেম। লেডী কালিন্দী মৃদুস্বরে কৃতজ্ঞতা জানালেন। লেডী জর্জ্জীয়ানা ধীরে ধীরে মাথা নাড়্‌লেন।

কৃষক ভদ্রলোকটী সেই দুটী স্ত্রীলোকের হাত ধোরে ধোরে বাড়ী পর্য্যন্ত রেখে আস্‌তে স্বীকার কোল্লেন। লেডী কালিন্দী আমারেও সঙ্গে যেতে [illegible]। আমি তখন দৌত্যকর্ম্মের কথাটী জানালেম। লোকটী যে দিক [illegible] সেই [illegible] আমারে যেতে হবে। আলের উপরে আমি উঠ্‌তে যাচ্ছি, [illegible] লেডী কালিন্দী বোল্লেন, “কোথা যাও? না জোসেফ! [illegible] তুমি কখনই যেতে পাবে না! তুমি কি পাগল হোলে? ব্যগ্রতা কোরে আমি [illegible], যেও না! মিনতি কোচ্চি, ও পথে তুমি কখনই যেও না!”

আমিও বোল্লেম, “যাব না, ওপথে যাব না, অন্য পথে যাব।” যখন আমি নামি, তখনো পেছন ফিরে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন। স্নেহবতী কালিন্দী তখনো ঠিক সেই ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

অন্য পথেই আমি চোলে গেলেম। কৃষক ভদ্রলোকটী লেডী দুটীকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতেও লেডী কালিন্দী পেছন ফিরে আমার পানে চাইতে লাগ্‌লেন। সুন্দরীর নয়নযুগল তখন যেন সুজল কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ।

যে লোকটীকে পত্র দিবার কথা, তাঁর বাড়ীতে আমি উপস্থিত হোলেম। পত্রখানি দিলেম। প্রত্যুত্তরের প্রয়োজন ছিল না, সেখানে আর বিলম্ব কোল্লেম না। কালিন্দীর কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই শীঘ্র শীঘ্র ঘরে ফিরে এলেম।

বাড়ীতে প্রবেশ কোরেই শার্লোটীর সঙ্গে দেখা হলো।

পূর্ণ বিস্ময়রসে অভিষিক্ত হয়ে শার্লোটী বোলে উঠ্‌লো, "মহাবীর তুমি! আমার প্রিয়তমা লেডীটীর প্রাণরক্ষার জন্য তুমি আপন প্রাণকে বিপদাপন্ন কোরেছিলে! বিপদকে বিপদ বোলেই গ্রাহ্য কর নাই!—প্রাণের ভয় রাখ নাই! সাধু অন্তঃকরণ তোমার! ও জোসেফ! যথার্থই তুমি একজন বীরপুরুষ!"

হাস্‌তে হাস্‌তে আমি বোল্লেম, "ইন্দ্রজালের দিন অতীত হয়ে গেছে! সেদিন এখন আর নাই! তা যদি থাক্‌তো, তা হোলে নিশ্চয় বোধ হতো, আমি যেন কোন বৃষরূপী অসুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেছিলেম!—মন্ত্রবলেই তারে হারিয়ে দিয়েছি! এই রাঙা রুমালখানিই আমার মন্ত্র!"

সবিস্ময়ে শার্লোটী বোলে উঠ্‌লো, "বল কি তুমি? কি ছেলে তুমি? এত বড় কাণ্ডটা হয়ে গেল, এত বড় ভয়ানক বিপদ ঘোটে গেল, তাতেও তোমার হাসি আস্‌ছে? তুমি জান, নিমেষের মধ্যেই তোমার প্রাণ যেতো! যে ভদ্রলোকটী তাঁদের রাখ্‌তে এসেছিলেন, তাঁরই মুখে সব আমি শুনেছি। অসাধারণ ছেলে তুমি! কিন্তু দেখ, আর বিলম্ব নয়, আমার প্রেমময়ী লেডী কালিন্দী সভাগৃহে তোমার জন্য অপেক্ষা কোচ্চেন। শীঘ্র তুমি তাঁর কাছে যাও! তিনি আমারে বোলে দিলেন, জোসেফ আস্‌বামাত্র তৎক্ষণাৎ যেন আমার কাছে আসে। শীঘ্র যাও!"

মহা আগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমিও আমার সঙ্গে যাবে?"

"আমি?"—একটু যেন বিস্মিত হয়ে শার্লোটী উত্তর কোল্লে, "আমি? আমিও যাব? না না,—আমি যাব না, তুমি যাও!—শীঘ্র যাও! একটুও দেরী কোরো না। আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় নয়। শীঘ্র যাও!"

আমি আর বিলম্ব কোল্লেম না। তৎক্ষণাৎ উপরের সভাঘরে উঠে গেলেম। লেডী কালিন্দী একাকিনী!

কালিন্দীর রূপের ছটা তখন অতি চমৎকার! একখানি কৌচের উপর তিনি একটু বক্রভাবে ঠেস্ দিয়ে বোসে আছেন। মুখখানি যেন শতদলের মত প্রস্ফুটিত হয়েছে! চক্ষুদুটী সেই মুখে যেন ভ্রমরের ন্যায় শোভা পাচ্ছে! দীর্ঘ দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশগুলি কাণের দুপাশ দিয়ে কাঁধের উপর ঝুলে পোড়েছে!—চমৎকার রূপ! একখানি হাত গালে, একখানি হাত আসনে। আসনখানি কৃষ্ণবর্ণ, কামিনীর পাণিপদ্ম রক্তবর্ণ। বোধ হোচ্চে যেন, নিবিড় আবলুসক্ষেত্রে অতি শুভ্র গজদন্ত বিন্যস্ত রয়েছে! অপূর্ব্ব লাবণ্য! সে লাবণ্য দর্শন কোরে প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয় অবশ্যই প্রেমানন্দে নেচে উঠে! প্রশান্তবদনে আমি সমীপবর্ত্তী হোলেম। লেডী কালিন্দী আবার আমারে ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে উদ্যত হোলেন। আমি অপ্রতিভ হোলেম। কর্ত্তব্য কাজ কোরেছি, কৃতজ্ঞতার নয়নে সমুচিত পুরস্কার পেয়েছি, আবার কেন? কৃষক ভদ্রলোকটী বোলেছিলেন, যে কাজ আমি কোরেছি,—প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে তেমন সাহসের কাজ আর কেহই কোত্তে পাত্তো না। সে কথাটী তখন আমি ভুলে

গেলেম। কেবল আমার লজ্জা আস্‌তে লাগ্‌লো। শার্লোটী আমার সঙ্গে এলেই ভাল হতো। কতক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলেম।—এক দৃষ্টে চেয়েই দাঁড়িয়ে আছি। আমিও কালিন্দীর মুখপানে চেয়ে আছি, কালিন্দীও আমার মুখপানে চেয়ে আছেন। মুখে একটীও কথা নাই।—তাঁরও নাই, আমারও নাই। দুজনেই তখন যেন বোবা!

কতক্ষণের পর আমার প্রতি সুমধুর কটাক্ষবর্ষণ কোরে তৎক্ষণাৎ আবার নতমুখী হয়ে মৃদুকম্পিতস্বরে কালিন্দীসুন্দরী বোল্লেন, "জোসেফ! বোধ হয় শার্লোটী তোমারে বোলে থাক্‌বে, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতাস্বীকার বাকী আছে। কি পুরস্কার দিব, অনেকক্ষণ ভাব্‌ছি, কিছুই স্থির কোত্তে—"

কথার মাঝখানেই আমি বোলে ফেল্লেম, "আপ্‌নার অনুগ্রহই আমার যথেষ্ট পুরস্কার! আপনার দয়াই আমার পক্ষে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা! তার বেশী আর কিছুই আমি চাই না!"

"সে কি জোসেফ? আমার প্রাণরক্ষা কোরেছ তুমি, আপ্‌নার প্রাণকে সঙ্কটে ফেলে পরের প্রাণরক্ষা! এমন দৃষ্টান্ত কি যথায় তথায় পাওয়া যায়? আমার ইচ্ছা হোচ্চে, তোমার কিছু উপকার করা। টাকা দিয়ে উপকার কোর্‌বো, সে ইচ্ছা আমার নয়, তা হোলে তোমার অপমান করা হবে।—তা না,—তা না,—আমার পিতা লর্ড মণ্ডবিলি একজন মহৎলোক, তাঁরে অনুরোধ কোরে যাতে তোমার ভাল হয়, সেই রকম চেষ্টা করাই আমার ইচ্ছা। সত্যকথা বোল্‌তে কি, যে কাজে এখানে তুমি আছ, সে কাজ তোমার উপযুক্ত নয়। তুমি উচ্চপদের উপযুক্ত পাত্র!"—এইটুকু বোলে কিঞ্চিৎ ইতস্তত কোরে,—কি যেন চিন্তা কোরে, সুন্দরী আমারে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি ভালরকম লেখা পড়া শিখ নাই?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "যখন আমার বয়স ষোলেরো বৎসর, দৈবঘটনায় সেই সময় আমারে পাঠশালা পরিত্যাগ কোত্তে হয়। তত বয়স পর্য্যন্তই আমার শিক্ষা-লাভ প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীলোকের ছেলেরা যে পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করে, সেই পাঠশালাতেই আমি যথাসম্ভব শিক্ষালাভ কোরেছি।"

আমার কথা শুনে একটু বিস্ময় প্রকাশ কোরে লেডী কালিন্দী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে এমন হলো কি কোরে? ছেলেবেলা তুমি যে রকম ছিলে, এখন তবে সে রকম দেখ্‌ছি না কেন? এখনকার অবস্থা এ রকম কেন? কিছু মনে কোরো না তুমি, অকারণে তোমারে এ সব কথা জিজ্ঞাসা আমি—"

"না না!—আপ্‌নার নামে আমার সহস্র সহস্র ধন্যবাদ!—আপ্‌নি আমার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, সাধু অভিপ্রায়েই কথা কন, সেটী আমি বেশ বুঝেছি। বাড়ীশুদ্ধ তাবৎ লোক যখন আমার বিপক্ষ, সেই সময় কেবল আপ্‌নিই আমার পক্ষে সদয় ছিলেন। আজ প্রাতঃকালে যে ঘটনা হয়েছে,—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আপ্‌নাদের জীবন রক্ষা কোরে সেই ঘটনায় আমি প্রচুর আনন্দ উপভোগ কোরেছি!"

সলজ্জবদনে অতি কোমলস্বরে লেডী কালিন্দী বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আচ্ছা,

থাক্, যা কিছু বাধ্যবাধকতা, সেটা কেবল এখন আমার মনেই থাক্, যে ঋণে তোমার কাছে আমি ঋণী, কখনই সে ঋণ পরিশোধ কোত্তে আমি সমর্থ হব না। কিন্তু জোসেফ! তুমি ত আমার কথার উত্তর দিলে না। বোধ হয়, অতীত দুঃখের কথা স্মরণ কোত্তে তোমার কিছু কষ্ট হয়। আচ্ছা, আমি তোমারে মনে কোরে দিচ্চি। একবার তুমি বোলেছিলে, তোমার মাতাপিতা নাই! তুমি—”

“সত্যই তাই!—সত্যই তাই! আমি অনাথ! আমার কেহই নাই!”—এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই আমার দুটী চক্ষে অবিরল জলধারা! ব্যস্তহস্তে আমি অশ্রুধার মার্জ্জন কোচ্চি, আর সেই দয়াময়ীর মুখপানে চেয়ে রয়েছি, কষ্টে নেত্রমার্জ্জন কোরে আবার আমি বোল্লেম, “আমার ছেলেবেলার কথা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অন্ধকার ঘটনায় লুকানো আছে। আমি ত জানি, আমার আপ্‌নার লোক কেহই নাই! শেষে একবার জান্‌লেম, আমার একজন মামা আছে।—জগতের মধ্যে সেই মামাই কেবল আমার আপ্‌নার লোক। তারই মুখে আমি শুনেছি, আমার মাতাপিতা বেঁচে নাই। কেন যে সেই লোকটী আমারে প্রবঞ্চনা কোর্‌বে, তাও আমি বুঝি না। এটী কিন্তু নিশ্চয় বুঝি, কখনই আমি মাতাপিতা জানি না!”

আমার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে লেডী কালিন্দী বোল্লেন, “তাই ত, আচ্ছা, যদি তুমি ভাল স্কুলে লেখাপড়া শিখেছ,—সুশিক্ষাই পেয়েছ,—রীতিনীতিও দেখ্‌ছি খুব ভাল, সমস্তই ত দেখ্‌ছি ভাল, আচ্ছা,—তবে কেন তুমি—”

“বুঝেছি,—বুঝেছি,—যা আপ্‌নি জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন, তা আমি বুঝেছি। আপ্‌নি জান্‌তে চাচ্চেন, কেন আমি তবে এত ছোট চাক্‌রী স্বীকার কোরেছি? দুই তিন কথাতেই আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। শিক্ষাগুরুর মৃত্যুতেই অগত্যা আমার পাঠশালা পরিত্যাগ। আমারে যত্ন কোরে রাখে, এমন লোক কেহই ছিল না। অন্য কথা দূরে থাক্, সামান্য খাওয়াপরার খরচ যোগায়, এমন একটী লোকও ছিল না! কাজেই পথভিখারী হয়ে সংসারপথে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি! আপ্‌নার কায়িক পরিশ্রমে যা কিছু উপার্জ্জন কোত্তে পারি, তাতেই আমার সামান্যরকম খাওয়াপরা চলে!”

পূর্ব্ববৎ করুণস্বরে লেডী কালিন্দী আবার আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন “আচ্ছা জোসেফ! তুমি ত বোল্লে তোমার একটী মামা আছে। তুমি বোল্‌তে পার, কে সেই মামা? কোথায় তিনি থাকেন?”

থর্ থর্ কোরে আমি কেঁপে উঠ্‌লেম। বিকট লানোভারের বিকট চেহারাখানা আমার মনে পোড়্‌লো। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উত্তর কোল্লেম, “ওঃ! সেই মামা! ওঃ! ঈশ্বর আমারে সেই মামার হাত থেকে নিস্তার কোরেছেন! ঈশ্বরের করুণায় সেই মামার দর্শনপথ থেকে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে রয়েছি!”

চকিতনয়নে চেয়ে কালিন্দী তৎক্ষণাৎ বোল্লেন, “ওঃ! এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি!

তোমার সেই মামা বুঝি ভারী নিষ্ঠুর?—ভারী কর্কশ?—ভারী রাগী?—তোমার প্রতি তিনি বুঝি বড়ই নির্দ্দয় ব্যবহার করেন? ওঃ! নিদারুণ কথা!”

উত্তরেই আমরা নিস্তব্ধ! কালিন্দী যদিও মৌনবতী, কিন্তু সংশয়ে সংশয়ে করুণাপূর্ণ-নয়নে ঘন.ঘন আমার দিকে চাইছেন। যেন কিছু বোল্‌বেন বোল্‌বেন মনে কোচ্চেন, ঠিক যেন আমি সেই ভাবটী বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কি বোল্‌তে কি বোল্‌বো,—কি কথায় কি কথা এসে পোড়্‌বে, ভয় হলো,—ভাবনা হলো,—পালাবার মৎলবে আমি আস্তে আস্তে দরজার দিকে সোরে যেতে লাগ্‌লেম!

“যেও না জোসেফ! যেও না!”—তাড়াতাড়ি নিবারণ কোরে লেডী কালিন্দী বোল্লেন, “ব্যস্ত হোচ্চো কেন? একটু থাক!”—আমি দেখ্‌লেম, সেই সময় তাঁর মুখখানি সমুজ্জ্বল রক্তাভায় বিকশিত হয়ে উঠ্‌লো! তিনি বোল্লেন, “অনেকগুলি কথা বল্‌বার আছে।—আচ্ছা, আমার কথায় ত তুমি কোন উত্তর দিলে না,—আমার পিতাকে বোলে তোমারে যদি আমি একটী ভালরকম কর্ম্ম দেওয়াতে পারি,—যে কোন কর্ম্মই হোক্‌—মনে কর, সরকারী আফিসে যদি কিছু—”

“লণ্ডনে?”—আবার আমি কেঁপে উঠ্‌লেম। আবার সেই লানোভারের বিকট মূর্ত্তি মনে পোড়্‌লো। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বোলে উঠ্‌লেম, “লণ্ডনে?—না, না, না!—সে কর্ম্মে আমার কাজ নাই! সহস্র ধন্যবাদ! লণ্ডনে আমি যাব না!—সহরের বাহিরে বাহিরে থাকাই আমার ভাল!”

বিস্ফারিতলোচনে কালিন্দী আমার দিকে চাইলেন। সেই সুবিশাল দৃষ্টিপাতেই আমি বুঝ্‌লেম, যে ভাবে আমি সহরের চাক্‌রীর কথায় নারাজ হোলেম, তাই দেখেই তিনি বুঝ্‌তে পাল্লেন, ব্যাপার বড় ছোট নয়, অবশ্যই এর ভিতর কোন আশ্চর্য্য ঘটনা আছে। আর কোন কথা তিনি আমারে তখন জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। আবার আমি তাড়াতাড়ি দরজার দিকে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। তাড়াতাড়ি আসন থেকে লাফিয়ে উঠে করুণাময়ী কালিন্দীসুন্দরী তাড়াতাড়ি আমার একখানি হাত ধোল্লেন। হাতখানি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। তাঁর হাতের চেয়ে আমার হাতেরই বেশী কম্প!

আবার যেন লজ্জাবতীর চক্ষে লজ্জার উদয় হলো। সলজ্জভাবে তিনি আবার বোল্লেন, “জোসেফ! আমি আর আমার মনোভাব গোপন কোরে রাখ্‌তে পাচ্চি না। তুমি আমার জীবনরক্ষা কোরেছ। এ জীবন তোমারিই! জোসেফ! তুমি কি ইচ্ছা কর, এ জীবন আমি তোমারেই সমর্পণ করি?”

এ কথার ভাবার্থ আমি কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাল্লেম না!—ভেবে ভেবে বুঝি, এমন সাহসও হলো না। একটু একটু বুঝ্‌লেম।—বুঝেই যেন আমার ধাঁদা লেগে গেল! মুখে আর একটীও কথা বেরুলো না। কালিন্দী আবার বোল্‌তে লাগলেন:—

“জোসেফ্! প্রিয়তম জোসেফ! সত্যকথা স্পষ্ট বলাই ভাল। স্থির হয়ে আমার কথাগুলি তুমি শোন! আমি তোমারে ভালবাসি। যে মুহূর্ত্তে এই বাড়ীতে প্রথমে

তোমার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তোমারে আমি ভালবেসেছি। তার পরেই সেই পাপীয়সী বিশ্বাসঘাতিনী দক্ষিণার ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! লোকে কিন্তু যত কথাই বলুক, বাস্তবিক তুমি যে তত বড় ভয়ঙ্কর অপবাদে কলঙ্কিত হয়েছ, কিছুতেই আমি বিশ্বাস কোত্তে পাল্লেম না। মন সে দিকে গেলই না। তোমার পক্ষ হয়ে আমি লড়াই করি,বড়ই ইচ্ছা ছিল।—বুঝেছ তুমি? কেবল লৌকিক আচারের ভয়ে ততদূর আমি বোলতে পারি নি! যখন তোমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাওয়া গেল, তখন যে আমার মনে কতখানি আনন্দ, তাও তুমি বুঝেছ।—আনন্দে আনন্দে আমি অশ্রুপাত কোরেছি। তার পর শার্লোটার মুখে যখন আমি শুনলেম, তুমি আমার যৎসামান্য পুরস্কার গ্রহণ কোত্তে রাজী হোলে না, তখন আমার সেই আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকলো না। তখনই আমি বুঝতে পাল্লেম, বালকবয়সেই তোমার বালকহৃদয় পবিত্র সাধুভাবে পরিপূর্ণ!—মহৎ বংশেই তোমার জন্ম! একমাস গেল। এই একমাসের মধ্যে যতপ্রকার ঘটনা হয়ে গেছে, সকল কার্য্যেই আমি দেখেছি, তোমার মহত্ত্ব অসীম! ক্রমশই তোমার উপর আমার অনুরাগের বৃদ্ধি। কি প্রকার অনুরাগ, অনেকবার আলোচনা কোরেছি,—মনে মনে দমন করবারও চেষ্টা কোরেছি, কেবল সখ্যভাব ভিন্ন তোমাতে আমাতে আর অন্যভাব হোতে পারে না, মনে মনে সেইটীই কেবল ধারণা কোরেছি। কিন্তু আজ—ওঃ! কিন্তু আজ সেই অনুরাগ—ওঃ! আজ আমার চক্ষু ফুটে গেছে!—কিছুতেই তা আর অন্যথা হবার নয়! জোসেফ! শুনলে ত আমার কথা।—মনের কথা—প্রাণের কথা অকপটে আজ আমি তোমার কাছে খুলে বোল্লেম! আমি যেন জানতে পাচ্চি, আমার অদৃষ্টের সুখদুঃখ কেবল তোমার উপরেই নির্ভর কোচ্চে! উভয়েই আমরা যুবা। "এখন আমরা আশা কোত্তে পারি, সময়ে আমাদের উভয়ের মনের আশা ফলবতী হবে। তোমার জন্য আমি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যভোগ পরিত্যাগ কোত্তে প্রস্তুত আছি!"

আমার মুখে একটীও কথা নাই! লেডী কালিন্দী আমার হাত ধোরে আছেন। যতক্ষণ তিনি ঐ সব কথা বোল্লেন, ততক্ষণ আমি লজ্জায় অধোবদনে নীরব!—ঘরের মাঝখানেই আমরা দাঁড়িয়ে। পরমসুন্দরী ভাগ্যবতী মহিলা আমার কাছে মনের কপাট খুলে দিলেন! কে আমি?—বড়লোকের চাপরাসবাঁধা সামান্য একজন গরিব চাকরমাত্র! সুন্দরী যে সব কথা বোল্লেন, চেয়ে চেয়ে দেখলেম, তাঁর মুখেও যেন সে সব কথা আঁকা রয়েছে। একবার লজ্জা আসে, আবার তখনি তখনি মুখ তুলে চান। আবার মুখ নত করেন, আবার সেই উজ্জ্বলনয়নে আমার মুখপানে চান।—ক্ষণে ক্ষণে যেন থতমত খান।—একবার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়, আবার তখনি মৃদুভাব ধারণ করে।—আবার যেন কথাগুলি জড়িয়ে জড়িয়ে যায়। চক্ষের ভিতর দিয়ে মনোভাব যেন স্পষ্ট স্পষ্ট বেরিয়ে পড়ে। ঘন ঘন কম্প!—এই লজ্জা,—এই ভয়,—এই হর্ষ,—এই কম্প,—এই নীরব! এ ভাব বড় চমৎকার! আমারও যেন অবিকল সেই রকম ভাব!

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No 44 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

যে সব কথা শুন্‌লেম, বাস্তবিক তা আমার স্বপ্নের অগোচর। এক একবার মনে মনে সুখী হোচ্চি, পরক্ষণেই আবার অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে ভয় পাচ্চি। কি শুন্‌ছি?—প্রেমের কথা!—ওঃ! পরমসুন্দরী যুবতীর মুখে প্রেমের কথা আমি শুন্‌ছি! ওঃ! আমার হৃদয়পটে আনাবেলের প্রতিমা! আনাবেল কলঙ্কিনী!—তা আমি জেনেছি। আনাবেল কলঙ্কিনী হয়েছে, তা আমি বুঝেছি! ওঃ! কিন্তু কি তা? যদিও আনাবেল কলঙ্কিনী, ওঃ! তবুও আনাবেলের প্রতিমা আমার হৃদয় ছেড়ে যায় না। বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় প্রদীপ্ত রবিকিরণ নিবারণ করা যেমন অসাধ্য,—বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সূর্য্যের আলো বন্ধ করা যেমন দুঃসাধ্য, আমার হৃদয় থেকে আনাবেলের ভালবাসার আলো দূর কোরে দেওয়াও তেম্‌নি দুঃসাধ্য!

আমি দেখ্‌লেম, কালিন্দীর আপাদমস্তক কেঁপে উঠ্‌লো। সুকোমল করুণনেত্রে আমার প্রতি কটাক্ষপাত কোরে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমার কথায় উত্তর দিচ্চো না কেন জোসেফ? পরিচয়ে তুমি আমার তুল্য নও, আমি তোমার তুল্য নই, এই প্রভেদটা তোমার মন থেকে দূর কোরে দেও।—তফাৎ [illegible] এনো না! মনে কর, উভয়েই আমরা যেন সমপরিচয়ের পাত্র। স্ত্রীজাতির যে কথা বলা উচিত নয়, লজ্জা ত্যাগ কোরে তোমারে আমি সেই সব কথা বোল্‌ছি, এই অপরাধে তুমি আমারে হয় ত অপরাধিনী মনে কোত্তে পার; কিন্তু সেটা [illegible] কি তাই তুমি ভাব্‌ছো? আমারে কি প্রগল্‌ভা বিবেচনা কোচ্চো?"

"ওঃ! না না!—তা আমি মনে কোত্তে পারি না!"—বোল্লেম বটে এই কথা, কিন্তু কি যে আমি বোল্লেম। কি যে আমি বোল্‌বো, তা তখন আমি জান্‌তেমই না! বোল্‌তে বোল্‌তেই থেমে গেলেম,—কেমন একরকম গোলমাল ঠেকলো। আপনা আপনি আরও কত কি অস্পষ্ট কথা বেরিয়ে পোড়্‌লো। কিন্তু কালিন্দী আমার সকল কথাগুলিই শুনতে পেলেন। সেই সময় আমি তাঁরে লেডী বোলে সম্বোধন কোরেছিলেম। সেই সম্বোধনে যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে লেডী কালিন্দী আমারে নিবারণ কোরে বোল্লেন, "না জোসেফ! তুমি আমারে লেডী বোলে ডেকো না! এখন অবধি যখন তোমাতে আমাতে নির্জ্জনে দেখাসাক্ষাৎ হবে তখন আর ওরকম ভিন্নভাব ভেবো না। এখন অবধি তুমি আমারে কালিন্দী বোলে ডেকো!"—এই কথা বোলেই সস্নেহে সুন্দরী আমার দুখানি হাত ধোল্লেন। আরও বোল্লেন, "আমি যে কি, শীঘ্রই তা তুমি জান্‌তে পার্‌বে। যখন পার্‌বে, তখন অবশ্যই আমারে ভালবাস্‌তে শিখ্‌বে। নিশ্চয় জেনো,—প্রিয়তম জোসেফ! নিশ্চয় মনে রেখো, আজ আমি তোমার সাক্ষাতে যেরূপ সংকল্প কোল্লেম, কখনই—কখনই আমি এ সংকল্প ভুলে যাব না। না, না, কখনই না! এই সংকল্পেই আমি সুখী হব! এই সংকল্পেই তুমি আমার হবে!—আমার সুখস্বচ্ছন্দ আজি অবধি কেবল তোমার কাছেই গচ্ছিত থাক্‌লো!"

"আমি যে তখন কি করি, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। একটী কথা বোল্‌বো

বোল্‌বো মনে কোচ্চি, এমন সময় তিনি আমারে বাধা দিয়ে পূর্ব্ববৎ প্রণয়সম্ভাষণ আরম্ভ কোল্লেন। উত্তর কোত্তে আমার সাহস হলো না;—একটী কথাও বোল্‌তে পাল্লেম না। সেই পরমসুন্দরী দয়াময়ী কামিনী আমার কাছেই সুখস্বচ্ছন্দ গচ্ছিত রাখ্‌তে চান! চান কেন? নিজমুখেই বোলছেন, গচ্ছিত রাখ্‌লেম। কবি কি? সুন্দরীর বদনপানে চেয়ে দেখ্‌লেম। সেই নিষ্কলঙ্কবদনে মৃদু মৃদু আনন্দহাসি ক্রীড়া কোচ্চে! চক্ষুদুটীও হাস্‌ছে!—দেখ্‌লেম। মনে একপ্রকার আনন্দ এলো।—সংশয়শূন্য আনন্দ নয়, তবুও যেন অপূর্ব্ব আনন্দ!

আমার ঐ রকম চিন্তার অবসরে কালিন্দী আমারে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "প্রিয়তম জোসেফ! এখন তবে তুমি যাও! অনেকক্ষণ তুমি এখানে রয়েছ, শার্লোটী হয় ত কি মনে কোচ্চে!—দেখো, তার কাছে কোনপ্রকার উত্তেজিতভাব দেখিও না। দেখো, তার সন্দেহ যেন বাড়িয়ে দিও না!"

আমিও শীঘ্র শীঘ্র উত্তর কোল্লেম, "না না,—তা কখনই হবে না!"—বোলেই আমি দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেম।

সেই সময় হঠাৎ যদি শার্লোটীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে পোড়্‌তো, আমার মুখের ভাব দেখে সে নিশ্চয়ই মনে কোত্তো, কোন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘোটে গেছে। সেটা আমি তৎক্ষণাৎ বিবেচনা কোল্লেম। সেদিকে আমি গেলেম না। দ্রুতপদে আপনার শয়নঘরেই প্রবেশ কোল্লেম। প্রবেশ কোরেই বোসে পোড়্‌লেম। যে যে কথা শুন্‌লেম, যা যা দেখ্‌লেম, সমস্তই একসঙ্গে চিন্তাপথে সমুদিত হলো। মনে কোল্লেম, এ কি? সত্য না স্বপ্ন? সত্যই কি আমি লেডী কালিন্দীর অনুরাগের পাত্র? আমার মনে যে তখন কি হলো, সেটী তাঁরে জান্‌তে না দিয়ে, তত শীঘ্র সেখান থেকে চোলে আসা আমার কি উচিত কার্য্য হয়েছে? সরলভাবে আমার মনের কথা বলাই উচিত ছিল। সাহস হলো না! কিন্তু এখন কি হয়? আবার যদি গিয়ে দেখা করি,—পূর্ব্বে যে কথা বলা উচিত ছিল, এখন যদি ফিরে গিয়ে সেই কথা বলি, কালিন্দী তা হোলে কি মনে কোর্‌বেন?—অবশ্যই তিনি কষ্ট পাবেন। সাক্ষাৎ কোত্তে পাল্লেম না! কিন্তু করি কি? অবশ্যই কিছু করা চাই। কিন্তু কি কথাই বা বলি?—যতই ভাবি, ততই গোলমাল ঠেকে। এমন অবস্থায় সচরাচর যেমন ঘোটে থাকে, আমার পক্ষেও তাই ঘোট্‌লো। কিছুই মীমাংসা কোত্তে পাল্লেম না।

আরও কত দিন অতীত হয়ে গেল। কালিন্দীর সঙ্গে ক্ষণকাল নির্জ্জনে আর আমার দেখা হলো না। অল্পক্ষণমাত্র দেখা হয়, কোন কথাই বলা হয় না।—তাও কেবল দুই তিনবার মাত্র। কিন্তু সেই দুই তিনবার সাক্ষাতে লেডী কালিন্দী বিলক্ষণ অনুরাগ-লক্ষণ দেখালেন। আমি তাঁরে কিছুই বোল্‌তে পাল্লেম না।

এঁড়ে গরুর ভয়ে লেডী জর্জ্জীয়ানা মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন, সেই উপলক্ষে কয়েকদিন তিনি বড়ই অসুস্থ থাকেন। তাঁর স্বামী স্বয়ং ডাক্তার ডেকে এনে দস্তুরমত চিকিৎসা

করালেন। জর্জ্জীয়ানা আরাম হোলেন। গৃহস্বামী আমারে ধন্যবাদ দিলেন। দশ শিলিং পুরস্কার দিতেও উদ্যত হোলেন। আমি গ্রহণ কোল্লেম না। সসম্ভ্রমে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গ্রহণ কোত্তে অস্বীকার কোল্লেম।

বাড়ীতে আর একদিন ভোজ। সেই ভোজের পর লেডী কালিন্দী পিত্রালয়ে গমনের জন্য আয়োজন কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি অন্যমনস্ক। দিন নিকটবর্ত্তী হয়ে এলো। লেডী কালিন্দী পিত্রালয়ে যাবেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ প্রসঙ্গ।

আর এক অদ্ভুত ঘটনা !

একদিন প্রাতঃকালে একজন ডাকহরকরা আমার নামের একখানা চিঠী দিয়ে গেল। চিঠীখানি রবার্টের হাতেই আমি পেলেম। রবার্ট যখন চিঠী দেয়, শার্লোটী তখন সেই খানে বোসে ছিল। চিঠীখানি যখন আমি পড়ি, প্রফুল্ল-সমুৎসুকনয়নে শার্লোটী তখন একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইল।

চিঠী পড়া হলো। শার্লোটী একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লে। আমরা ছাড়া সে ঘরে আর কেহই তখন ছিল না। শার্লোটী একটু হেসে হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "পত্রখানি কোথা থেকে এলো ?"

আমি সহাস্যবদনে উত্তর কোল্লেম, "আমার একটী বন্ধু লিখেছেন। যিনি লিখেছেন, তাঁরে তুমি একবার দেখেছ। তুমি হয় ত ভুলে গিয়ে থাক্‌বে, কিন্তু—"

আর আমারে বোল্‌তে হলো না। ঔৎসুক্য জানিয়ে অর্দ্ধপ্রফুল্লবদনে শার্লোটী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "ওখানি কি তবে লিণ্টনের চিঠী ? কথাটা জান্‌বার জন্যে আমি কৌতুকী হয়েছি, এটা তুমি মনে কোরো না। তোমাদের উভয়ে যদি কোন গোপনকথা থাকে, তাও আমি জান্‌তে চাই না, তবে কি না—তবে কি না,—তুমিই আমারে বোলেছ, লিণ্টন বেশ ভালমানুষ। সেই জন্যই আমি জান্‌তে চাই, লিণ্টন এখন শরীরগতিক কেমন আছে।"

শার্লোটীর সঙ্গে একটু রঙ্গ কর্‌বার অভিপ্রায়ে ঈষৎ হেসে আমি বোল্লেম, "আচ্ছা, মনে কর, লিণ্টন তোমারে জন্যই পত্র লিখেছে, সেটা কি দোষ ?"

লজ্জাবনতমুখে শার্লোটী উত্তর কোল্লে, "আমি জানি, লিণ্টন আমার নাম পর্য্যন্ত জানে না।—জানে, এ কথা যদি কেহ বলে, তাতেও আমি বিশ্বাস রাখি না।"

পূর্ব্ববৎ ঈষৎ হাস্য কোরে আমি বোল্লেম, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তোমার প্রত্যয়

জন্মায়ে দিব। যা তুমি বোল্‌ছো, তার বিপরীত ভাব দেখাব। চিঠীখানা খুব বড় চিঠী। দেখ্‌তেই ত পাচ্চো। বারণহিলপরিবারের অনেক কথা আমি তোমারে বোলেছি। ওয়াল্‌টার বারণহিল নূতন বিবাহ কোরেছেন। বিবি বারণহিলের মাতা-পিতা তাতে কিছু বিরূপ ছিলেন, এখন বেশ মিল হয়ে গেছে। লর্ড বারণহিল এখনও সস্ত্রীক বিদেশেই রয়েছেন। ওয়াল্‌টারের শ্বশুর ঐ নবদম্পতীকে প্রচুর অর্থ দান কোরেছেন। বিষয় আশয় খালাস কর্‌বার জন্য আরও কিছু নগদ টাকা দিবেন কি না, এ চিঠীতে সে কথা কিছু লেখা নাই।”

সহাস্যবদনে হর্ষবিস্তার কোরে শার্লোটী বোল্লে, “আচ্ছা, চিঠীতে যদি তোমাদের কোন গোপন কথা না থাকে, আমার হাতে একবার দেও, আমি একবার নিজে পোড়ে দেখি। বারণহিলপরিবারের মঙ্গলে আমি বড়ই আমোদিনী হই।”

আমোদিনীর আমোদ বাড়াবার মৎলবে তৎক্ষণাৎ আমি বোলে উঠ্‌লেম, “নিতে পার, দেখ্‌তেও পার, পোড়্‌তেও পার। এই দেখ, লিণ্টন তোমার কথা লিখেছে, তোমার নাম লিখে [illegible] স্মরণ কোরেছে!”

যেন কতই নিরাশ হোয়ে ধীরে ধীরে শার্লোটী বোল্লে, “বড়ই সংক্ষেপে লিখেছে!” আমি তার মনের ভাব বুঝ্‌তে পারলেম। আর পরিহাস করা উচিত বোধ হলো না। পত্রখানি শার্লোটীর হাতে দিলেম। চিঠীখানি পোড়্‌তে পোড়্‌তে লজ্জাবিনম্রবদনে শার্লোটী বোল্লে “তুমি ত বড় মজার লোক! কি কোরে ঐ সব মিথ্যাকথা আমারে বোল্লে? তোমার বন্ধু লিখেছেন, ‘কুমারী শার্লোটীকে আমার শ্রদ্ধাভক্তি জানিও, আর তারে বোলো, একটীবার মাত্র দেখা হয়ে খানিকক্ষণ একসঙ্গে বেড়িয়ে যে আনন্দ আমি পেয়েছি, তা আমি ভুলি নাই। শার্লোটী যখন মণ্ডবিলিপ্রাসাদে ফিরে আস্‌বে, সেই সময় আমি একবার সাক্ষাৎ করবার চেষ্টা পাবো।’ এই সব কথাই ত এ পত্রে লেখা। তবে জোসেফ! তবে যে তুমি এতক্ষণ আমার সঙ্গে পরিহাস কোচ্ছিলে?”

ঈষৎ হেসে আমি বোল্লেম, “পরিহাসটী ভাল হয় না বটে, কিন্তু কোন না কোন প্রকারে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, লিণ্টন তোমারে ভিন্নভাব ভাবে না। একটু রহস্য কোল্লেম কেন জান, এখনি এই পত্রখানির উত্তর দিতে হবে। লিণ্টন তোমারে বেশ ভাল বেসেছে, পত্রের ভাবেও তাই বুঝায়। শুনে তুমি খুসী হবে কি না, প্রত্যুত্তরে লিণ্টনকে সেটী জানাতে হবে। তুমিই বা কি বল, তাও আমারে লিখ্‌তে হবে।”

সলজ্জভাবে শার্লোটী বোল্লে, “আমার কথা যদি তুমি তাঁরে জানাও, তা হোলে লিখো, মণ্ডবিলিপ্রাসাদে সাক্ষাৎ হোলে আমিও বড়ই খুসী হব। উভয়ের পক্ষেই এটী সরল শিষ্টাচার। এ কথাতে তুমি কোন বিরুদ্ধভাব মনে কোরো না!”

কথা হোচ্চে, এমন সময় লেডী কালিন্দীর শয়নঘরে ঘণ্টাধ্বনি হলো। শার্লোটী ছুটে গেল। আমাদেরও কথোপকথন সমাপ্ত।

পরদিন লেডী কালিন্দীর পিত্রালয় থেকে চিঠী এসে পৌঁছিল। লর্ড মণ্ডবিলি

আর তাঁর স্ত্রীকন্যারা কালিন্দীকে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী যেতে লিখেছেন। শার্লোটীর মুখেই এ কথা আমি শুন্‌লেম। মনটা কেমন উতলা হলো। তৎক্ষণাৎ উপরে উঠে গেলেম। লেডী জর্জ্জীয়ানা আর লেডী কালিন্দী উভয়েই একসঙ্গে বোসে ছিলেন। কর্ত্তা তখন বাড়ী ছিলেন না। আমি দেখ্‌লেম, কালিন্দী যেন বিষাদিনী!—বদনের প্রফুল্লতাটুকুও যেন কিছু মলিন মলিন! লেডী জর্জ্জীয়ানা পাছে দেখ্‌তে পান, সেই ভয়ে আমার দিক থেকে চক্ষুদুটী ফিরিয়ে নিলেন। যে জন্য আমি তখন সে ঘরে গিয়েছিলেম, সে কাজটী সমাধা কোরে শীঘ্র শীঘ্র সেখান থেকে চোলে এলেম। চোলে আস্‌ছি, পশ্চাতে দেখি, লেডী কালিন্দী দ্রুতপদবিক্ষেপে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলে আস্‌ছেন। ইসারা কোরে আমারে ডাক্‌লেন। আমি নিকটবর্ত্তী হোলেম। তিনি তাড়াতাড়ি আমার কাণে কাণে বোল্লেন, "সেদিন যে ক্ষেত্রে সেইরূপ বীরত্ব দেখিয়ে তুমি আমার প্রাণরক্ষা কোরেছ, ক্ষেত্রের সেই জাঙালের উপর আজ বেলা একটার সময় তুমি আমার সঙ্গে দেখা কোর্‌বে। আমি একাকিনী সেই দিকে বেড়াতে যাব।—যেয়ো!—কেমন? পার্‌বে যেতে?"

হঠাৎ উপরের সিঁড়ি দিয়ে কে যেন নেমে আস্‌ছে, এম্‌নি শব্দ পাওয়া গেল। শশব্যস্তে কালিন্দী তাড়াতাড়ি আমার কাণে কাণে বোল্লেন, "অবশ্য যেয়ো!—অবশ্য যেয়ো! মনে রেখো, বেলা একটা।"

এই কথা বোলেই কালিন্দী চঞ্চল চরণে প্রস্থান কোল্লেন। তিনি একদিকে গেলেন, আমি অন্যদিকে চোলে এলেম।

বেলা একটার সময় আমাদের সব আহার হয়। তিবর্ত্তনগৃহের এটী ধরাবাঁধা নিয়ম। কি ছলে কি কৌশলে আমি যে একটার পূর্ব্বে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাই, স্থির কোত্তে পাল্লেম না। যে যা চায়, সে তা পায়!—বেশ একটী সুবিধা ঘোটে গেল। বেলা দুই প্রহরের একটু পরেই তিবর্ত্তনসাহেব ফিরে এলেন। এসেই আমার হাতে একখানি পত্র দিলেন। সেদিন যে বাড়ীতে দেওয়া হয়েছিল, সেই ঠিকানাতেই পোঁছে দিতে হবে। বিলক্ষণ সুবিধা হলো!

পত্র হাতে কোরে তৎক্ষণাৎ আমি বেরুলেম। স্থির কোল্লেম, পত্রখানি বিলি কোরে ফিরে আস্‌বার সময় কালিন্দীর সঙ্গে দেখা করা হবে। সেদিনের সেই এঁড়েটা সেই মাঠেই ছিল। সে পথে আমি গেলেম না। অন্যপথ দিয়ে চোলে গেলেম। পত্রখানি বিলি করা হলো। ফিরে আস্‌বার সময় আমার বুক কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। কতরকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে সেই জাঙালটীর ধারে এসে পৌঁছিলেম। কালিন্দী তখনো পৌঁছিতে পারেন নাই। আমি দেখ্‌লেম, একটু দূরে তিনি আস্‌ছেন। অবশ্যই একাকিনী। মন প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো।—প্রফুল্ল হলো বটে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে যেন ধাঁদা লাগ্‌তে লাগ্‌লো। লজ্জা আস্‌তে লাগ্‌লো। লেডী কালিন্দী কি কথা বোল্‌বেন, আমিই বা কি উত্তর দিব, এই বিতর্কে আমার বুকের ভিতর যেন একটা লড়াই বেধে গেল। যত্নে একটু সাহস টেনে আন্‌লেম।

তথাপি চিত্ত স্থির নয়!—মনে মনে কতই বিতর্ক! আমার উপর কালিন্দীর অনুরাগ! আশ্চর্য্য!—কালিন্দীর উপর আমার অনুরাগ জন্মেছে কি না? ওঃ! আনাবেলের প্রতিমাকে আমি হৃদয়মন্দির থেকে বিসর্জ্জন দিয়েছি কি না? এ তর্ক আমার মনে মনে! মুখে যেন কথা সরে না! আনাবেল কলঙ্কিনী! অবস্থার গতিকে, কিম্বা দৈব-বিড়ম্বনায়, কিম্বা মানসিক ভ্রান্তিতে আনাবেল যদি বিপথগামিনী হয়ে থাকে,—সেই ভ্রান্তির কথা—সেই বিড়ম্বনার কথা আনাবেল যদি আমার কাছে স্বীকার করেন, তা হোলে ওঃ!—তা হোলে নিশ্চয়ই আমি সব কথা ভুলে যাব!—আনাবেলকে ক্ষমা কোর্‌বো।

ভাবনা কখনই স্থির থাকে না। মানুষের ভাবনাচিন্তা আকাশের চপলার মত চঞ্চলা। অকস্মাৎ আর এক ভাবনা উপস্থিত। আমার দক্ষিণায়ন আস্‌ছে। অল্পদিনমাত্র বাকী। ইতিমধ্যেই বৎসর ফিরে গেল। চার্টনগ্রামের গির্জ্জাঘরে, গির্জ্জাপ্রাঙ্গণে, গোরস্থানে, যে অদ্ভুত ব্যাপার আমি দেখেছি, সেটাই বা কি? আনাবেলকে দেখেছি! উঃ!—সেটা কি আমার মিথ্যা ভয়?—কিম্বা সত্যসত্যই সেইরকম সর্ব্বনাশ ঘোট্‌বে? আমি শিউরে উঠ্‌লেম! সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হলো! আমি অশ্রুপাত কোল্লেম।—অনিচ্ছাতেই যেন আমার কান্না পেলে। চঞ্চলহস্তেই নেত্রবারি শুষ্ক কোরে ফেল্লেম। সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেম। সেই মুহূর্ত্তেই লেডী কালিন্দী আমার সম্মুখে উপস্থিত!

লেডী কালিন্দী সলজ্জমুখী!—সেই মুখে আমি পরিষ্কার অনুরাগলক্ষণ দর্শন কোল্লেম! কিছু কিছু বিষাদের চিহ্নও দেখ্‌তে পেলেম। দুই হাতে আমার একখানি হাত ধোরে লেডী কালিন্দী নতমুখী হোলেন। হাতদুখানি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো! নয়নের মধুরতা তখন আর একপ্রকারে রঞ্জিত হয়ে উঠ্‌লো!—সেইরূপ রঞ্জিতনয়নে কালিন্দী আমার মুখপানে চাইলেন। পরক্ষণেই ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত কোরে নিশ্চয় বুঝ্‌লেন, নিকটে কেহই ছিল না। শান্তভাব ধারণ কোল্লেন। ধীরে ধীরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন:—

"জোসেফ! প্রিয় জোসেফ! আমি বাড়ী যাব। শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী যাবার চিঠী এসেছে। কিছুতেই আমি দেরী কোত্তে পার্‌বো না। কাল্‌কের দিনটী থাক্‌তে পারি, তার বেশী আর দেরী করা হবে না। তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার অতি আবশ্যক। শেষে কি দাঁড়াবে, সেইটী স্থির কোরে রাখাই আমার নিতান্ত ইচ্ছা,—নিতান্ত আবশ্যক। জোসেফ! তোমারে আমি কতখানি ভালবাসি, তা তুমি জান না। জোসেফ! আমারে লজ্জাহীনা বিবেচনা কোরো না! স্ত্রীলোকে যে কথা বলে না, সেই কথা আমি বোলেছি, এখনও তাই বোল্‌ছি,—এতদূর দুঃসাহস আমার, তা বোলে তুমি কিন্তু আমারে—হাঁ হাঁ, তুমি যে চিরদিন এই চাক্‌রীতেই থাক্‌বে, সেটা আমার মনের ইচ্ছা নয়;—অবশ্যই আমি তোমার জন্য কিছু নূতন উপায়—"

আমার লম্বা লম্বা চুলগুলি চক্ষুপর্য্যন্ত ঝাঁপিয়ে পোড়েছিল, দৈবাৎ একটু সোরে গেল। হঠাৎ আমি দেখ্‌লেম, যেদিকে কুঞ্জনিকেতন, সেই দিকে কে একজন লোক। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তারই একটু তফাতে মাঠের মাঝখানে সেই লোক।

আমিও দেখ্‌লেম, কালিন্দীসুন্দরীর কটাক্ষও সেই দিকে নিক্ষিপ্ত হলো। তিনি তাড়াতাড়ি বোলে উঠ্‌লেন,"জোসেফ ! জোসেফ ! চল —চল, আমরা একটু সোরে যাই ! তুমি একদিকে যাও, আমি এক দিকে যাই। মাঠটা পার হয়ে ঐ ভাঙা পাঁচীলটের কাছে আমি যাই, অন্যদিক্ দিয়ে ঘুরে তুমিও সেইখানে চলো ! সেটা বেশ নির্জ্জন স্থান। বেশ কথাবার্ত্তা চোল্‌বে। কোন ভয় থাক্‌বে না;—কেহই দেখ্‌তে পাবে না !"

ঐ কথা বোলেই দ্রুতপদে তিনি সেই ভগ্নপ্রাচীরের দিকে চোল্লেন। আমি একটু বেশী দূর ঘুরে এসে, অবিলম্বেই সেইখানে উপস্থিত হোলেম। দুজনেই আমরা একত্র। যখন যাই, তখন দেখ্‌লেম, যে লোকটীকে আমারা দেখেছি, সেটী স্ত্রীলোক। তফাতেই দাঁড়িয়েছিল। ক্ষণকাল পরেই চেয়ে দেখি, আর নাই ! যে স্থানের কথা আমি বোল্‌ছি, সে স্থানটার নানাদিকে নানাপথ। যদিও শীতকাল, তথাপি তরুলতা নবপল্লবিত। এক একটা পথের ধারে ধারে তৃণলতার বেড়া দেওয়া। সেই সকল বেড়া এত উচ্চ, ঘন যে, মানুষ লুকিয়ে থাক্‌লে,—লুকিয়ে না থাক্‌লেও—শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে থাকুলেও তফাত থেকে কিছুই দেখা যায় না।

বলা হয়েছে, ভগ্ন প্রাচীর। একখানা ঘরে আগুন লেগেছিল, সেই ঘরের ভগ্নাবশেষ। সেই স্থানেই কালিন্দীর সঙ্গে আমার কথোপকথন। কথোপকথনের অগ্রেই আমি দেখ্‌লেম, লেডী কালিন্দী যেন বড়ই অস্থির হয়েছেন। জানি না কেন, কিন্তু বুঝ্‌লেম যেন একটু একটু ভয়ও পেয়েছেন।

সে ভাবটী আমারে জান্‌তে দিবেন না মনে কোরেই ত্বরিতস্বরে ত্বরিতভাষিণী বোল্লেন, "আগেই আমাদের এই জায়গাটায় আসা উচিত ছিল। কিন্তু আগে আমি সেটা ভাবি নাই। ওঃ ! —কি কথা আমি বোল্‌ছিলেম ! ওঃ ! তোমার জন্য কিছু উপায় করা। ওঃ ! আমি নিজে যদি ধনী হোতেম, আমার ধনে তোমারে অংশী কোরে আমি যে তখন কতই সুখের অধিকারিণী হোতেম, তা তুমি হয় ত জান্‌তে পাচ্ছো না। কিন্তু শুনেছ তুমি, সম্পূর্ণরূপেই আমি এখন পিতার অধীন। স্নেহ কোরে যা তিনি আমারে হাত তুলে দেন, সেইটীই আমার নিজের হয়। ওঃ ! আমাদের আশাপথে যে কত বাধা—কত বিঘ্ন, তা যখন আমি ভাবি, তখন আমার অর্দ্ধেক আশা উড়ে যায় ! জোসেফ ! তা বোলে তুমি হতাশ হয়ো না ! মানবসংসারে আশাই পরম বন্ধু ! আশা রাখ ! আশাকে পরমযত্নে আমি হৃদয়ে পোষণ কোচ্চি !—আশা আছে, সে আশা অবশ্যই ফলবতী হবে ! নিশ্চয় জেনো, এ হৃদয়ে আর কেহই স্থান পাবে না ! জোসেফ ! প্রিয়তম জোসেফ ! আবার আমি তোমারে জিজ্ঞাসা করি, তুমি ত আমার আশা পরিপূর্ণ কোর্‌বে ? শুভসময়ে তুমি ত এই রকমে আমার উপর বিশ্বাস রাখ্‌তে পার্‌বে ?"

আহা ! সুন্দরীর সুন্দরবদন নয়নজলে ভেসে গেল ! ঘন ঘন নিশ্বাস পোড়্‌তে লাগ্‌লো ! তাঁর সেই প্রকার দুঃখ দর্শনে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগ্‌লো। আহা !

যে রমণী এমন সুন্দরী,—এমন দয়াবতী,—এমন মধুরভাষিণী, আমার প্রতি অনুরাগবতী হয়ে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর এত যন্ত্রণা, দেখে আমার যেন চক্ষু ফেটে জল আস্‌তে লাগ্‌লো। জানি না কি বোল্‌বো, কিন্তু আশা হলো বল্‌বার। আশা তখন কেবল আশাই থেকে গেল! একটী কথাও উচ্চারণ কর্‌বার শক্তি থাক্‌লো না। চক্ষের জলে কালিন্দীরও প্রায় দৃষ্টিরোধ হোচ্ছিল, তথাপি আমার সেইরূপ ভাব তিনি সুস্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেন। আমিও বুঝ্‌লেম, অনুরাগ!

ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে, চক্ষের জলে ভেসে, সস্নেহে আমার হাত ধোরে, কালিন্দীসুন্দরী ভাঙা ভাঙা কথায় বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ওঃ! জোসেফ! কেন আমি বড়ঘরে জন্মেছিলেম! যাতে আমি অসুখী হব, যাতে আমার সুখের পথে বাধা পোড়্‌বে, এমন বংশে আমার জন্ম কেন হয়েছিল! আমি যদি গরিবের মেয়ে হোতেম,—ওঃ! এটা আমার বৃথা ভাবনা,—আশা রেখেছি, তোমারে—তোমারেও আশা রাখ্‌তে বোল্‌ছি! তবে কেন আমি এমন করি? যাতে তুমি নিরুৎসাহ হও, যাতে তোমার মনে ব্যথা লাগে, তেমন কাজ আমি কেন করি? তেমন কথা আমি কেন বলি? আমার পিতা বড়ই অহঙ্কারীপুরুষ। তা যদি না হোতেন, তা হোলে আমি তাঁর পায়ে জোড়িয়ে ধোরে তোমার জন্য দয়া প্রার্থনা কোত্তেম। তুমি আমার জীবনরক্ষা কোরেছ, তোমারেই আমি জীবন সমর্পণ কোরেছি, পুনঃপুন মিনতি কোরে সেই কথাই তাঁরে বোল্‌তেম। কিন্তু—কিন্তু—অসম্ভব—অসম্ভব!"

"সত্যসত্যই অসম্ভব!"—কে যেন কোথা থেকে এই রকম প্রতিধ্বনি কোরে উঠ্‌লো! প্রতিধ্বনির স্বর তৎক্ষণাৎ আমার বুঝ্‌তে বাকী থাক্‌লো না। অস্ফুটস্বরে লেডী কালিন্দী চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন। আমিও থতমত খেয়ে কেঁপে উঠ্‌লেম! লেডী জর্জ্জীয়ানা সেই ভগ্নপ্রাচীরের পশ্চাতে লুকিয়ে ছিলেন। সরাসর সেইদিক্ থেকে বেরিয়ে এলেন। রাগে রক্তবর্ণ,—সর্ব্বাঙ্গে থরহরি কম্প! তত রোগা মেয়েমানুষ অকস্মাৎ রাগে রাগে কতই তেজস্বিনী হয়ে ফুলে উঠেছেন! যে নয়নে কিছুমাত্র জ্যোতি দেখা যায় না, সেই নয়ন থেকে তখন যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে!

লেডী কালিন্দীর অত্যন্ত ভয় হলো। ভয়েই তিনি চীৎকার কোরে উঠেছিলেন। ভয়টুকু কিন্তু বেশীক্ষণ থাক্‌লো না। আমার বোধ হলো, মনে কোনপ্রকার উপস্থিত বুদ্ধির উদয়। চক্ষের নিমিষে ধৈর্য্য ধারণ কোরে সতেজস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ভগিনি! এসেছ?—শুনেছে?—বাঃ!—এখন তবে তুমি আমার মনের কথা জান্‌তে পেরেছ?—পেরেছ, ভালই কোরেছে, তা বোলে কিন্তু মনে কোরো না তুমি যে, তোমার সাক্ষাতেই আমার জীবনদাতার প্রতি অকৃত্রিম প্রণয়ভাব প্রকাশ কোত্তে আমি কিছুমাত্র লজ্জা পাবো! ওঃ! লজ্জা পাবো না! তোমার সাক্ষাতে আমি আরও ভাল কোরে মনের ভাব প্রকাশ কোর্‌বো!"

পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাক্‌তে পারে, প্রথমেই আমি বোলেছি, লেডী কালিন্দীর

বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ। তত অল্পবয়সে যেমন মধুর প্রকৃতি, স্পষ্টই আমি দেখ্লেম, তেমনি তেজস্বিনী। জর্জ্জীয়ানাকে তিনি যে কটী কথা বোল্লেন, সেই কথাগুলি যথার্থই সেই তেজস্বিনী কামিনীর উপযুক্ত কথা।

লেডী জর্জ্জীয়ানা চোম্কে গেলেন। দুই এক পা পেছিয়ে দাঁড়ালেন। ফ্যাল্‌ফ্যাল কোরে তেজস্বিনী ভগিনীর মুখপানে চেয়ে রইলেন। ভাব দেখে বুঝা গেল যেন, তাঁর চক্ষুকর্ণ তাঁরে প্রতারণা কোচ্চে কি না, সেইটীই তিনি ভাব্‌ছেন।—যা দেখ্‌লেন, তা সত্য কি না,—যা শুন্‌লেন, তা সত্য কি না,—সেইটীই তিনি যেন ভাব্‌ছেন।

জর্জ্জীয়ানাকে হতবুদ্ধি দেখে, আরও সাহস পেয়ে, আরও সাহসের স্বরে, লেডী কালিন্দী আরম্ভ কোল্লেন, "হাঁ, আমি ভয় করি না!—আমি লজ্জা করি না!—জোসেফ উইলমটকে আমি ভালবেসিছি। এখনি জোসেফ উইলমটকে আমি মনের কথা ভেঙে বোলেছি। এখনি আবার বোল্‌বো! প্রাণের কথায় আমার কিছুমাত্র লজ্জা নাই! কিছুমাত্র ভয় রাখি না!—আমি যুবতী। আমার বুদ্ধি আছে। বোকা বোকা মেয়েরা যেমন পূর্ব্বাপর বিবেচনা না কোরে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রণয়গ্রন্থি বন্ধন কোরে ফেলে, আমি তা চাই না! আমি তা পারি না! তেমন মেয়ে আমি নই! তাতে কেবল দরিদ্রতাকে আহ্বান করা হয়। ভালবাসা বস্তুকেও কষ্ট দেওয়া হয়। আমার মন তেমন নয়। দুজনেই আমরা সমান হব। পবিত্র প্রণয়ভাব পরমযত্নে উভয়েই আমরা সমান রাখ্‌বো। কিছু দিন পরে নিশ্চয়ই সেই শুভ অবসর উপস্থিত হবে। সেই শুভ অবসরেই আমাদের সুখসূর্য্য উদয় হবে!"

মনকে অন্যদিকে বিচলিত না কোরে কথাগুলি আমি শুন্‌লেম। জর্জ্জীয়ানাকেও বলা হলো, আমারেও বলা হলো। বুদ্ধিমতীর বুদ্ধির কৌশল দেখে বাস্তবিক আমি চমৎকৃত হোলেম। সব কথাগুলিই কালিন্দীসুন্দরীর অন্তরের কথা। অতি শীঘ্র আমাদের আর পরস্পর সাক্ষাৎলাভ হবে না, সেইটী জান্‌তে পেরেই অকপট প্রেম-পিপাসিনীর সেই প্রকার অকপট মনোভাব প্রকাশ! আমি কেবল চেয়েই আছি। লেডী কালিন্দীর ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্য দর্শন কোরে চমকিত হয়েই আমি চেয়ে আছি। লেডী জর্জ্জীয়ানা একটু কাঁপ্‌লেন। সেই কম্পের ভঙ্গীতে আমি বুঝ্‌লেম, তিনি যেন সঙ্কেতেই লেডী কালিন্দীকে নিস্তব্ধ হোতে আদেশ কোচ্চেন। ভগিনীকে নিস্তব্ধ রেখে নিজেই যেন কিছু বোল্‌বেন, এইটীই তাঁর ইচ্ছা।—সে ইচ্ছা সফল হলো না। ক্রোধের প্রতাপে সে ইচ্ছাটী অতি সহজেই পরাস্ত হয়ে গেল। ক্রোধকম্পনে রসনাগ্রে একটী বাক্যও উচ্চারিত হলো না।

ত্বরিতস্বরে কালিন্দীসুন্দরী বোল্লেন, "আর একটী কথা।—শোন ভগিনি! যা তুমি দেখ্‌লে, যা তুমি শুন্‌লে, এ সব কথা তুমি আমার পিতাকে লিখ্‌বে, নিশ্চয়ই লিখ্‌বে, তা আমি বেশ জানি।—কিন্তু দেখ, নিষেধ কোর্‌বো না, বাধা দিব না, যা ইচ্ছা, তুমি তাই কোত্তে পার। পিতাকে এই সংবাদ দেওয়া তুমি আবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম

বিবেচনা কোত্তে পার। সংসারের যে রকম গতি, তাতে কোরে এমনও হোতে পারে, যা তুমি ভাব্‌ছো, তাই হয় ত ঠিক। আচ্ছা, আমি বাড়ী যাব!—প্রস্তুত হয়েই বাড়ী যাব! তোমার পত্র পেয়ে পিতা আমারে ধমক দিবেন,—মাতা আমারে তিরস্কার কোর্‌বেন, উভয়েই হয় ত আমার মাথার উপর এককালে ক্রোধাঞ্জলি বর্ষণ কোর্‌বেন, সে জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই যাব! আমার ভাইগুলি,—আমার ভগিনীগুলি, এই উপলক্ষে আমারে পরিহাস কোর্‌বে,—লাঞ্ছনা কোর্‌বে,—ঘৃণা দেখাবে, তাও আমি সহজে সহ্য কোত্তে পারি, সেই রকম সাহসে বুক বেঁধেই আমি ঘরে যাব!—আটঘাট বেঁধেই আমি কাজ করি।—সব রকমে প্রস্তুত হয়েই আমি ঘরে যাব। তা ত হলো, কিন্তু একটীমাত্র অনুরোধ। আমার অন্তরে—প্রিয়ভগিনি! স্থির হয়ে শোন তুমি! আমার অন্তরে যে পবিত্র প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, মাতাপিতার প্রভুত্বের উত্তাপে সে অঙ্কুর কখনই শুষ্ক হয়ে যাবে না।—নিশ্চয় জেনো! জোসেফ উইলমটকে আমি প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি। বুঝ্‌লে ভগিনি?—বুঝ্‌লে তুমি আমার মনের কথা? এখন আমার কেবল একটীমাত্র প্রার্থনা।—মিনতি কোরে বোল্‌ছি,—রাগ হয়েছে তোমার, বেশ কথা!—থাক্‌ তোমার রাগ! এ রাগ কিন্তু জোসেফের উপর ঝেড়ো না! পতিকে বোলে দিতে ইচ্ছা কর, বোলে দিও, কিন্তু তাতেও আমার এইমাত্র মিনতি, তোমার রাগান্ধ পতির রাগটাও যেন অকারণে জোসেফের ঘাড়ে না পড়ে! মনে রেখো! আবার আমি মনে কোরে দিচ্ছি, মনে রেখো! জোসেফ উইলমট আমাদের উভয়েরই জীবনরক্ষা কোরেছেন। বালক উইলমট। বালকের সাহসের সঙ্গে বড় বড় বীরপুরুষের সাহসেরও তুলনা হয় না। স্বকর্ণেই তুমি সেদিন একজন বলবান্ পুরুষের মুখে স্পষ্ট স্পষ্ট ঐ কথাটী শুনেছ। মনে রেখো! ভুলো না! জোসেফ উইলমট আমাদের উভয়েরই জীবনদাতা। আরও শোন! পরমেশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি বোল্‌ছি, আমি নিজেই জোসেফের হাতে আত্মসমর্পণ কোরেছি। জোসেফ কখনও ভ্রমেও আমার কাছে প্রেমের কথার বিন্দুবিসর্গও উত্থাপন করেন নাই।"

লেডী জর্জ্জীয়ানার ভয়ানক রাগ হয়েছিল। কালিন্দীর চোট্‌পাট জবাব শুনে একটু যেন শান্ত হোলেন।—হলেন কি জানালেন, তা আমি বোল্‌তে পারি না, কিন্তু একটু যেন শান্তভাব ধারণ কোরে অনুচ্চস্বরে তিনি বোল্লেন, "এখানে সে সব কথা নয়। যদিই আমি বোলে দিই,—যদিই আমি সে জন্যে আমি তোমারে ভর্ৎসনা করি, সে সব কথার স্বতন্ত্র স্থান আছে,—এখানে নয়। যা কিছু আমার বল্‌বার আছে, উপযুক্ত স্থানেই তা তুমি জান্‌তে পাব্‌বে।"

সমান প্রশান্তভাবে কালিন্দীসুন্দরী বোল্লেন, "আমারও তাই ইচ্ছা!"

আমাদের উভয়েরই মুখের দিকে চেয়ে লেডী জর্জ্জীয়ানা আবার বোল্লেন, "আর একটী কথা। জোসেফ যদি বাড়ীর সকলের কাছে এই সব কাণ্ড গল্প করে, সে দোষ আমার নয়। নিজের দোষে জোসেফ নিজেই দোষী হবে!"

আমার দিকে একটীবারমাত্র কটাক্ষপাত কোরে মৃদু হেসে তেজস্বিনী লেডী কালিন্দী স্পষ্ট বোল্লেন, "সে বিশ্বাস আমার আছে। জোসেফ আমার নামে কখনই বৃথা কলঙ্ক দিবেন না। যার তার কাছে কখনই আমার নাম উচ্চারণ কোর্বেন না। চল, এখন আমরা ঘরে যাই!"—এই কথা বোলেই মুখখানি নত কোরে আর একবার আমার পানে চাইলেন। আমি দেখ্লেম, সেই দৃষ্টিপাতে অকপট অনুরাগলক্ষণ সুপ্রকাশ!

কুঞ্জনিকেতনে চোল্লেম। কি সঙ্গে কোরে আমি চোলেছি,—মনের ভাব তখন আমার কি প্রকার, সেটা এখন বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমার ভাগ্যে কি ঘোট্বে, সে সময় একবারও তা আমি চিন্তা কোল্লেম না। কথা প্রকাশ হবে!—আজি হয় ত আমার কর্ম্মে জবাব হবে!—হয় ত আমি সার্টিফিকেট পর্য্যন্ত পাব না! সে চিন্তাটী তখন আমার মনে একবারও উদয় হলো না। যদিই হয়ে থাকে, সে কেবল পলকমাত্র। সে চিন্ত বেশীক্ষণ থাক্লো না। কালিন্দীর ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, উপস্থিতবুদ্ধি, তেজস্বিতা, অতুল সাহস, কেবল এই সমস্তই তখন আমার চিন্তার সামগ্রী হলো। ওঃ! কি কথা আমি শুন্লেম? আমার জন্য কালিন্দীসুন্দরী পিতামাতার ক্রোধ সহ্য কোর্বেন,—ভ্রাতা-ভগিনীর লাঞ্ছনা সহ্য কোর্বেন,—ঘৃণা সহ্য কোর্বেন,—যদি হেসে হেসেও সহ্য না করেন, বৃথা তিরস্কার বোলে অগ্রাহ্য কোরেই সহ্য কোর্বেন। আমি কি কোর্বো? আমার হৃদয় তখন আর আমার ছিল না। মনে মনে আর একজনকে আমি হৃদয় দান কোরেছি! কালিন্দীকে সে কথাটী স্পষ্ট কোরে বলা আমার উচিত ছিল,—বোল্তে পাল্লেম না,—বলা হলো না,—বল্বার অবকাশ পেলেম না! নিজের দোষ নিজেই বলি,—বোল্তে সাহস হলো না। কবি কি? পত্র লিখে জানাবো। যদি জানাই, কালিন্দীর প্রাণে ব্যথা লাগ্বে। অকপট অনুরাগের বলবতী আশা এককালে বিফল হয়ে যাবে! সেই আশাই মাত্র তখনকার প্রবোধ! যদি আমি পত্র লিখে মনের কথা জানাই, সে প্রবোধটুকু এককালেই বাতাসের সঙ্গে উড়ে যাবে! আমি অপরাধী হব। না না,—তা আমি পার্বো না। নিতান্ত প্রয়োজন হলেও সেটা আমার পক্ষে বড়ই নিষ্ঠুরের কার্য্য হবে!—সরল হৃদয়ে আঘাত করা হবে!

ভাব্তে ভাব্তে আমি কুঞ্জনিকেতনে পৌঁছিলেম। চাকরদের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। কাহাকেও দেখ্তে পেলেম না। কেহই তখন সেখানে ছিল না। হলো ভাল। ভাগ্যক্রমে আমার তখনকার উত্তেজিতমুখের ভাব কেহই দেখ্তে না পায়, সেইটীই আমার ইচ্ছা ছিল। তাই ঘোট্লো। হলো ভাল! কেহই আমারে দেখ্তে পেলে না। ভোজনগৃহে আমার জন্য শুষ্ক রুটী আর বাসী মাংস ঢেকে রেখে দিয়েছিল, দেখ্লেম। স্পর্শও কোল্লেম না। ক্ষুধাও ছিল না। যে আগুন মনের ভিতর জ্বোল্‌ছে, নির্জ্জনে একাকীই আমি সে আগুন নির্ব্বাণের উপায় দেখ্তে লাগ্লেম। সেই মুহূর্ত্তেই শার্লোটী সেই ঘরে এলো। অপরাপর দাসীচাকরেরাও এলো। আমি থতমত খেলেম না। খুব যেন ব্যস্ত হয়ে, খুব চালাকী দেখিয়ে, এটা ওটা সেটা, নানাকাজে ছুটাছুটী কোত্তে লাগ্লেম।

যে কাজ আমার কর্‌বার নয়, সে কাজের জন্যেও তাড়াতাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেম। জানাতে লাগ্‌লেম যেন, কতই ব্যস্ত! তাদের সঙ্গে কথা কইতে না হয়, সেই মৎলবেই ঐ রকম ব্যস্তভাব জানানো।

একঘণ্টা পরে লেডী জর্জ্জীয়ানা আর লেডী কালিন্দী নিকেতনে ফিরে এলেন। বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমি চোখে পালবার পর সেই কথা নিয়ে দুই ভগ্নীতে অনেকরকম বকাবকি হয়ে গেছে। জাঙালের উপর থেকে দূরে আমরা যে নারীমূর্ত্তি দেখেছিলেম, সে মূর্ত্তিও লেডী জর্জ্জীয়ানার। দূরেই তিনি তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাক্‌লো না। কালিন্দী যখন বাড়ী থেকে একাকিনী বেরিয়ে আসেন, জর্জ্জীয়ানা সেই সময় হয় ত তা দেখেছিলেন। মনে হয় ত সন্দেহ হয়েছিল। কোথায় যায়। কিম্বা হয় ত মনে মনে কৌতুক জন্মেছিল, সেই জন্যেই সঙ্গ নিয়েছিলেন। আরও একটা কারণ। কালিন্দী আর আমি জাঙালের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেম; জর্জ্জীয়ানার মূর্ত্তি যখন চক্ষে পোড়্‌লো, তখন আমরা দুজনে দুদিকে সোরে গেলেম। দূর থেকে তাও তিনি দেখেছিলেন। তাতেও হয় ত একটা সন্দেহ আসে। যেদিকে কালিন্দী গেলেন, আমি আবার সেইদিকে গিয়ে মিলি কি না, সেইটী অনুমান কোরে, সেইটী জান্‌বার জন্যেই, অন্যপথে ঘুরে, লেডী জর্জ্জীয়ানা সেই ভগ্নপ্রাচীরের পশ্চাতে গিয়ে লুকিয়েছিলেন। সেই খানে দাঁড়িয়েই সব শুনেছেন। কালিন্দীর অন্তরভেদী অনুরাগের কথা! শুনেই তিনি অগ্নি-অবতার হয়েছিলেন।

দুই ভগ্নী ফিরে এলেন। কালিন্দী আপ্‌নার ঘরে গেলেন; লেডী জর্জ্জীয়ানা স্বামীর কাছে উপস্থিত হোলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরেই ঘণ্টাধ্বনি হলো। আমি তখন ঘরে ছিলেম না, ইচ্ছা কোরেই একটু সোরে গিয়েছিলেম। ঘণ্টাধ্বনি শুনে রবার্ট গিয়ে কর্ত্তার সঙ্গে দেখা কোল্লে। আমি যখন ভাঁড়ারঘরে ফিরে এলেম, সেই সময় জন রবার্ট তাড়াতাড়ি আমারে বোল্লে, "কর্ত্তা ডাক্‌ছেন।"—কোন প্রকার নূতন ঘটনা হয়েছে কি না, কোন মন্দকথা উঠেছে কি না, কি কারণে অসময়ে হঠাৎ ডাক পোড়েছে, রবার্ট আমারে সে সব কথা কিছুই জানালে না।

আমি উপরঘরে চোল্লেম।—সুস্থির হয়ে চোল্লেম না, ভাব্‌তে ভাব্‌তেই চোল্লেম। মনে মনে ভয় হোচ্চে, না জানি কর্ত্তার কাছে কতই লাঞ্ছনা খেতে হবে। মনে মনে আশা কোত্তে লাগ্‌লেম, এই কথা নিয়ে ভগ্নীর কাছে কালিন্দী যেরূপ ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্য জানিয়েছেন, কর্ত্তার সম্মুখে আমিও সেই রকম দেখাব। মনে কোল্লেম বটে, কিন্তু সে রকম পাল্লেম না।

বৈঠকখানাঘরে প্রবেশ কোল্লেম। দরজাটী খুলেই দেখি, আমার মনিব তিবর্ত্তন দুই পকেটে দুই হাত দিয়ে, ঘরের অগ্নিকুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। লেডী জর্জ্জীয়ানা টেবিলের কাছে চৌকীর উপর বোসে আছেন,—নতমুখেই বোসে আছেন। মুখের ভাব সচরাচর যেমন থাকে, তখনও ঠিক সেই রকম শুষ্ক শুষ্ক বিমর্ষ!

আমি উপস্থিত হবামাত্র কর্ত্তা আমারে বোল্লেন, "জোসেফ! কোন বিশেষ প্রয়োজনে এখনি আমারে একৃষ্টার নগরে যেতে হোচ্চে। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। বিশেষ দরকার! শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে এসো!"

এই পর্য্যন্ত বই আর না। লেডী জর্জ্জীয়ানা একটীও কথা কইলেন না। আমি আমার শয়নঘরে ছুটে গেলেম। সহরে যেতে হবে, ভাল পোষাক পরিধান কোল্লেম। তৎক্ষণাৎ মনে একটা ভাবনা এলো। প্রভুর অভিপ্রায়টা কি? চুপি চুপি আমারে বাড়ী থেকে বিদায় কোরে দেওয়াই কি তাঁর ইচ্ছা?—শুধু কেবল ভাবনা নয়, নিশ্চয় অবধারণ কোল্লেম, সেই কথাই কথা। অবধারণ কোরেই আমার যে সকল জিনিসপত্র বাহিরে ছিল, সকলগুলি বাক্সের মধ্যে রেখে চাবীবন্ধ কোল্লেম। যদি আমার জবাব হয়, সহরেই জবাব হবে। আমার বাক্সটী হয় ত এর পর পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সব জিনিসগুলি বাক্সে থাক্‌লে কিছুই আর এখানে পোড়ে থাক্‌বে না। এইটী স্থির কোরেই চাবী দিলেম।—বাক্সের সঙ্গে মনেও চাবী দিলেম।

নেমে আস্‌ছি, দুর্ দুর্ কোরে বুক কেঁপে উঠ্‌লো! হঠাৎ মনে এলো, লেডী কালিন্দী হয় ত পথে আমারে ধোর্‌বেন। আমি যেতে যেতেই হয় ত ঘর থেকে বেরিয়ে পোড়্‌বেন। তা হোলে কি হবে?

ঠিক তাই! আমি যাচ্চি, চুপি চুপি কালিন্দীর ঘরের দরজা খুলে গেল। অকস্মাৎ কালিন্দী আমার সম্মুখে! মুখখানি শুকিয়ে গেছে! কিন্তু সেই শুষ্কমুখেও ভাবনার সঙ্গে স্থিরসংকল্প!—অটল প্রেমভাব মধুর রেখায় সমঙ্কিত!

"আমারে চিঠী লিখো! ঠিকানা এন্‌ফিল্‌ড্ পোষ্ট আফিস।"—ব্যস্তভাবে দুই হাতে আমারে আলিঙ্গন কোরে কালিন্দীসুন্দরী ত্বরিতস্বরে আমার কাণে কাণে ঐ কটী কথা বোল্লেন। পরক্ষণেই আমারে ছেড়ে দিয়ে নিজগৃহে প্রবেশ কোল্লেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কথাকটী লিখে জানাতে যতক্ষণ গেল, ঐ কার্য্যটী সমাধা হোতে বাস্তবিক ততক্ষণ লাগে নাই। ঐ ঘটনা যে ঘোট্‌বে, তা আমি ত জান্‌তেম, প্রস্তুতও ছিলেম; কিন্তু যখন ঘোটে গেল, তখন আমি একটীও কথা বোল্‌তে পাল্লেম না। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হোলেম। আবার আন্নাবেলের কথা মনে পোড়্‌লো। কেন কালিন্দীকে সে কথা আমি খুলে বোল্লেম না? তজ্জন্য আপ্‌নাকে আপ্‌নি তিরস্কার কোত্তে লাগ্‌লেম। কিন্তু তখন আর তিরস্কারে কি ফল? অবকাশ ফুরিয়ে গেছে। সাহসের অভাবেই সে অবকাশ আমি হারিয়েছি!—উপায় কি?

বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেম। প্রবেশমাত্রেই কর্ত্তা আমারে গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, "চল! এসো আমার সঙ্গে!"

লেডী জর্জ্জীয়ানা আমারে একটীও কথা বোল্লেন না। আমি কুঞ্জবাড়ী পরিত্যাগ কোরে চোল্লেম! হয় ত এ জন্মে আর এবাড়ীতে ফিরে আস্‌বো না!—বাহিরে বাহিরেই

আমার জবাব হয়ে যাবে! মনে মনে আমি কেবল নিজেই ঐ কথা আলোচনা কোচ্চি। তাঁদের উভয়ের মুখের ভাবে কিন্তু সে ভাবের কোন লক্ষণই জান্‌তে পাল্লেম না।

দুজনে আমরা সদর দরজা পার হোলেম। কর্ত্তার কাছে একটী অনুমতি চাই। শার্লোটীর সঙ্গে আর অপরাপর দাসীচাকরের সঙ্গে একটীবার দেখা করি, ইচ্ছা হলো। অনুমতি চাই চাই, রসনাগ্রে যেন কথাগুলি যোগালো, কিন্তু উচ্চারণ হলো না!—একটী বর্ণও না। আমি পশ্চাতে আছি, কর্ত্তা একএকবার আড়ে আড়ে ফিরে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর চক্ষে তখন এত তেজে রাগের আগুন জ্বোল্‌ছিল যে, দেখে আমি কিছুতেই দুটী ঠোঁট এক কোত্তে পাল্লেম না।—সাহস হলো না।

আমরা সদর রাস্তায় পোড়্‌লেম। সেই সময় একখানা ডাকগাড়ী ফিরে যাচ্ছিল। এক্‌ষ্টার নগরের ফেরতগাড়ী। কর্ত্তা সেই গাড়ীখানা থামালেন। বালকের সঙ্গে ভাড়া চুক্তি হলো। আমি লাফ দিয়ে গাড়ীখানার পশ্চাতে উঠ্‌লেম। কর্ত্তাটী ভিতরে গিয়ে বোস্‌লেন। গাড়ীখানা সহরের দিকে চোল্লো।

আমরা সহরে পৌঁছিলেম। তিবর্ত্তনসাহেব তখনও আমার মনিব। তিনি একটা সরাই ভাড়া কোল্লেন। সরাইখানায় আমরা থাক্‌লেম। একটা নির্জ্জনঘরেই আমাদের বাসা হলো। কর্ত্তা তখন একে একে মনের কথা খুল্‌তে লাগ্‌লেন।

তিনি বোল্লেন, "দেখ জোসেফ! এখন আর আমার তত রাগ নাই। আমি তোমারে নরম কথাতেই বোল্‌ছি,—তুমিও বুদ্ধিমান্ ছেলে, বুঝ্‌তেই পাচ্চো আমার কথা, অন্তরে অন্তরে যে একটী আশা তুমি পোষণ কোচ্চো, সে আশা তোমার সফল হওয়া বড়ই অসম্ভব! আরও হয় ত জান্‌তে পাচ্চো, সেই আশার গতিকে যে অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে, তাতে কোরে আর একঘণ্টা কালও আমার বাড়ীতে তোমার থাকাও বড়ই অসম্ভব! বুঝ্‌লে কি না? আমার কাছে আর তোমার চাক্‌রী করা হলো না। বুঝেছ? কি কারণে তোমারে এখানে আনা হয়েছে, বুঝ্‌তে পেরেছ?"

"পেরেছি।"—বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর কোল্লেম, "পেরেছি।"—উত্তর কোল্লেম বটে, কিন্তু অন্তরের যে আশার কথা তিনি উল্লেখ কোল্লেম, ইঙ্গিতে যেটী জানালেন, সে আশাটী যে আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, সে কথা আমি তাঁরে বোল্লেম না। বোল্‌তে ইচ্ছাও হলো না। কেননা, লেডী কালিন্দী যে আশা হৃদয়ে ধারণ কোরেছেন, কি কারণে আমা হোতে সে আশা পরিপূরণ হবে না, তিবর্ত্তনের মুখে কালিন্দীসুন্দরী সেই নির্ঘাতকথা শ্রবণ করেন, কিছুতেই সে ইচ্ছা আমার হোতে পারে না। আমার মনের কথা কিছুই ভাঙ্‌বো না, সে বিষয়ে আমি তখন দৃঢ়সংকল্প! কালিন্দীর ঠিকানা আমি জেনেছি। আমার মনে আছে, পত্র লিখেই জানাব। কালিন্দী যখন পিত্রালয়ে পৌঁছিবেন, সেই সময়েই আমি পত্র পাঠাব।

কর্ত্তা আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন "বুঝেছ তবে? না বুঝেই বা কর কি? যে জন্য তোমারে অকস্মাৎ আমি বাড়ী থেকে বার কোরে এনেছি,—চালাক ছোক্‌রা তুমি,

অবশ্যই সেটা তোমার জানা হয়েছে। যে আশা তুমি রেখেছ, যে আশার কথা আমি ইঙ্গিতে বোল্লেম, সে আশা আমি তোমারে ত্যাগ কোত্তে অনুরোধ কোচ্চি না। ছেলে-বুদ্ধিতে কিম্বা প্রেমের কুহকে যদি তুমি লেডী কালিন্দীর সঙ্গে আর কখনো দেখা কর্‌বার চেষ্টা কর, কিম্বা তাঁর পিত্রালয়ে তাঁর নামে কোন পত্র লেখো, তা হোলে কালিন্দীর পিতা কিপ্রকারে তোমার মনের আশা বিফল কোরে দিবেন, তৎক্ষণাৎ তা তুমি জান্‌তে পার্‌বে। হয় ত তোমার বে-আদ্‌বীর জন্য সমুচিত শাস্তিও পাবে।—সাবধান! হোতে পারে,—ছেলেমানুষ বোলে কিছু অল্প সাজা হলেও হোতে পারে, কিন্তু সাবধান! আমি এখন তোমার জন্য যেটা স্থির কোরেছি, বলি শোন! একখানি সার্টিফিকেট লিখে এনেছি। তোমার চরিত্র ভাল, তা আমি লিখে দিয়েছি, তাতে তোমার উপকার হবে। অপর কোন সাহেবের কাছে কিম্বা কোন বিবির কাছে যদি তুমি চাক্‌রী প্রত্যাশা কর, ঐ সার্টিফিকেট ছাড়া তাঁরা যদি আরও কিছু জান্‌তে চান, তুমি স্বচ্ছন্দে আমার নাম কোরো। আমি তোমার পক্ষে ভালকথাই বোলে দিব। যে কোন বড়লোকের কাছে তুমি চাক্‌রী পাবার আশা পাবে, তাঁরেই আমি তোমার চরিত্রের কথা খুব ভাল কোরেই বোলে দিব। এখন আমি তোমারে অনুরোধ করি, এ অঞ্চল ছেড়ে আজিই তুমি দূরদেশে চোলে যাও! কোন ছলে অথবা কোন অছিলায় আর কখনো আমার কুঞ্জনিকেতনে ফিরে এসো না! লেডী কালিন্দীর নামও কোরো না! যেপ্রকার কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে, কোন লোকের কাছে সে কথা—"

"না মহাশয়!"—তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "না মহাশয়! ও রকম কাজ আমি জানি না! আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন।"

"আচ্ছা!"—গম্ভীরবদনে তিবর্ত্তন বোল্লেন, "আচ্ছা, তোমাকে আমি ভাল ছেলে বোলেই জানি। আমার দাসীচাকরেরা অবশ্যই তোমারে জিজ্ঞাসা কোত্তে পারে, কেন তুমি হঠাৎ চাক্‌রী ছেড়ে চোলে যাচ্ছো? কি কারণেই বা তুমি থাক্‌লে না? আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, সে সব কথার জবাব করা তোমার পক্ষে বড় কষ্টকর হবে। তাই জন্য আমি বোল্‌ছি, কাজ নাই,—তোমার আর কুঞ্জনিকেতনে ফিরে গিয়ে কাজ নাই। আমি অন্য রকমে তাদের সকলকে বুঝিয়ে দিব। তোমার চরিত্রে কিছু দোষ পোড়েছে, সেটা তারা কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না। তোমার বাক্সটী আজ সন্ধ্যাকালেই এই ঠিকানায় এসে পৌঁছিবে। ঠিক জেনো, বাড়ীতে ফিরে গিয়েই তোমার বাক্সটী আমি পাঠিয়ে দিব। যেখানে তুমি যেতে চাও, তার গাড়ীভাড়াও আমি দিচ্চি। তোমার বেতন যা বাকী আছে, হিসাব কোরে দেখেছি,—সঙ্গে কোরেই এনেছি, সমস্তই আমি চুকিয়ে দিচ্ছি। হঠাৎ জবাব হয়ে গেল, তার জন্যেও আমার কিছু করা চাই। একমাসের বেতন আমি তোমারে বক্‌সিস্ দিচ্ছি! এখন বল, কোথায় যাওয়া তোমার ইচ্ছা? আজ রাত্রের গাড়ীতে কোন্ ঠিকানায় তুমি পৌঁছিতে চাও?"

"তা আমি জানি না!—গ্রাহ্যও করি না!—মনেও ভাবি না! কোথায় যেতে হবে,

সর্ব্বদাই সে বিষয়ে আমি উদাসীন। সংসারেই আমি উদাসীন! কোথাও কেহ আমার আত্মীয়বন্ধু নাই। আমি—”

বোল্‌তে বোল্‌তে আমি থেমে গেলেম। সংসারে আমি নির্ব্বান্ধব, সেই কথাটা আবার আপনার মুখে উচ্চারণ কোরে আমার যেন গলা শুকিয়ে এলো!

ভাব দেখে কর্ত্তা কি বুঝ্‌লেন, বোলতে পারি না, কিন্তু তিনি একটু নম্রস্বরে বোল্লেন, “আচ্ছা, আচ্ছা, আমিই সে ব্যবস্থা কোরে দিচ্চি। ব্যবস্থাটা অবশ্য ভালই হবে। কোন দূরবর্ত্তী নগরেই আমি তোমারে পাঠাচ্চি।”

হঠাৎ আমি যেন অন্তরে অন্তরে কেঁপে উঠ্‌লেম! আধ আধ কথায় বোল্লেম, “লণ্ডনে—আমি—না। আমি——লণ্ডনের নামে আমি রাজী নই!”

একটু চিন্তা কোরে কর্ত্তা বোল্লেন, “আচ্ছা, তাই হবে। আমি তোমাকে লণ্ডনে পাঠাব না। এই লও তোমার বেতন!—এই লও বক্‌সিস!—এই লও সার্টিফিকেট! যে গাড়ীতে তুমি রওনা হবে, রাত্রি নটার সময় সে গাড়ী ছাড়্‌বে। এই সরাইখানার পাশের বাড়ীতেই গাড়ীর আড্ডা। সেই আড্ডাতেই তোমার বাক্সটা আমি পাঠাব। এখন আমি বিদায় হোলেম। স্থানান্তরে তোমার ভাল হয়, এইটীই আমার ইচ্ছা।”

টাকা আর সার্টিফিকেট আমার হাতে দিয়ে তিবর্ত্তন সাহেব বিদায় হোলেন। আমি খানিকক্ষণ সেই সরাইখানাতেই থাক্‌লেম। সেদিনটীও আমার পক্ষে স্মরণীয় দিন। সেই স্মরণীয় দিনে যা যা ঘোটে গেল, বোসে বোসে আগাগোড়া চিন্তা কোল্লেম। নানা কারণেই আমি অসুখী!—কালিন্দীর ভাবনায় অসুখী, আবার আমি নিরাশ্রয় হোলেম, সে ভাব্‌নাতেও অসুখী,—কালিন্দীকে মনের কথা জানাতে পাল্লেম না, সে জন্যেও অসুখী! এত ভাবনা আমার, তবু তখন আমি এককালে নিরাশ্বাস হোলেম না,—নিস্তেজ হোলেম না। আমার হাতে তখন নগদটাকা অনেক। তা ছাড়া দুখানা সার্টিফিকেট। একখানা রাবণহিলের বাড়ীর, একখানা এই।—মনে বেশ ভরসা আছে।

বেলা তখন পাঁচটা। সন্ধ্যা হয়েছে। সহরের রাস্তায় বেড়াতে যাবার ইচ্ছা হলো না। প্রাতঃকাল থেকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই আমি খাই নাই। সরাইখানায় একটু চা খেতে গেলেম। যেখানে পাঁচজন বসে, সেইখানেই নেমে গেলেম। নির্জ্জন ঘরে একা থাকৃতে মন গেল না। লোকেরা আমারে বোল্লে, “ঐ ঘরেই তুমি থাক! ও ঘরের ভাড়া আমরা পেয়েছি। রাত্রে যা যা তুমি খাবে, তিবর্ত্তন তার সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে দাম চুকিয়ে দিয়ে গেছেন।”

আমি বিবেচনা কোল্লেম, এত সদয় কিসের জন্য? তিবর্ত্তন তখন আর আমার মনিব নন, তথাপি আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত কোরে গেছেন,—দাম দিয়েছেন, গাড়ীভাড়াও দিয়ে গেছেন। কি কারণে এ সকল সাধুতার পরিচয়? হঠাৎ আমারে কর্ম্মে জবাব দিলেন, আমি তাতে কষ্টবোধ না করি, আর লেডী কালিন্দীর কথা অপর কাহাকেও না বলি, সেই মৎলবেই আমারে সন্তুষ্ট রাখা তিবর্ত্তনের কৌশল।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No 44 MANICKTALA STREET CALCUTTA.

কৌশলটী আমি বেশ বুঝ্‌লেম। আরও বুঝ্‌লেম, এই রকমে ঘুস্ দিয়ে আমারে নিস্তব্ধ রাখাই যেন তিনি নিতান্তই আবশ্যক বুঝেছিলেন। কি লজ্জা !—এগুলিও বিলক্ষণ নীচত্বের পরিচয় ! তিনি যেন বুঝে গেলেন, ঐ রকমে নিস্তব্ধ কর্‌বার উপায় না কোল্লে কিছুতেই আমি বিশ্বাসপাত্র হোতেম না ! মানুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান আমাতে যেন কিছুই নাই ! এইটীও যেন ভাগ্যবান্ তিবর্ত্তনের আন্তরিক বিশ্বাস !—ওঃ !

আমি চা খেলেম। কি রকম বন্দোবস্ত হয়ে আছে, জান্‌বার জন্যে উপর থেকে নেমে এলেম। গাড়ীর আড্ডায় প্রবেশ কোল্লেম।—জান্‌লেম, যে গাড়ীতে আমার যাওয়া হবে, তিবর্ত্তনসাহেব আগেই তার ভাড়া শোধ কোরে দিয়ে গেছেন। গাড়ীর ভিতরেই আমার বস্‌বার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। সালিস্‌বরী নগরে যাবার বন্দোবস্ত। এবুষ্টার-নগর থেকে প্রায় ৯২ মাইল দূরে সালিস্‌বরী।

গাড়ীর ভিতরেই আমি বোসে যাব। এটাও তিবর্ত্তনসাহেবের বেশ ভদ্রতা। কোন প্রকারে আমার মুখবন্ধ করাই তাঁর ইচ্ছা। গুপ্তকথা প্রকাশ করা, এতই নীচ প্রকৃতিই যেন আমার ! খোসামোদ না কোল্লে—উৎকোচ না দিলে, আমি যেন কোন ভদ্রলোকের বিশ্বাস রাখ্‌তে জানি না, এইটীই তিনি মনে করেন। সেই ভ্রমেই কোন প্রকারে অর্থ দিয়ে আমারে বশীভূত করা,—বশীভূত করা কি না নিরস্ত্র করা !—সে অবস্থায় অস্ত্র কেবল আমার মুখের কথা ! ওঃ ! কি লজ্জা !—কি লজ্জা !

ভাব কি ?—কেন এত সদয় ? বিবাহবন্ধনে যে পরিবারের সঙ্গে তিবর্ত্তনের এখন ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ, সেই শ্বশুরবংশের একটা কলঙ্ক হবে,—আমার দ্বারাই হবে, আগে থাক্‌তে সেইটী ভেবেই বুদ্ধিমান্ তিবর্ত্তন বড়ই ভয় পেয়েছিলেন। ভেবে ছিলেন, টাকার জোরেই সে ভয় দূর কোর্‌বেন, আমাকে টাকা দিলেই তাঁর আর কোন ভয় থাক্‌বে না। ওঃ ! কি লজ্জা !—কি লজ্জা !

সন্ধ্যার পরেই কুঞ্জনিকেতন থেকে আমার বাক্সটী এসে পৌঁছিল। বাক্সটী আমি খুল্লেম। চাকরের পোষাক পোরে মনিবের সঙ্গে এসেছিলেম, সে পোষাকটা ছেড়ে ফেল্লেম। অন্য বসন পরিধান কোল্লেম। যে পোষাকটী ছাড়্‌লেম, সেটীতে একটী পুলিন্দা বাঁধ্‌লেম। পুলিন্দাটী হাতে কোরে নিকটের আর একটা সরাইখানায় গেলেম। সেই সরাই থেকে নিত্য নিত্য একখানা মালগাড়ী রওনা হয়। কুঞ্জনিকেতনের নিকটের রাস্তা দিয়ে সেই মালগাড়ীখানা চোলে যায়। সেইখানেই—সেই গাড়ীতেই ঐ পোষাকের পুলিন্দাটী তিবর্ত্তনের বাড়ীতে ফেরত দেওয়া আমার মৎলব।—দিলেমও তাই। তিবর্ত্তন আমারে সেটী ফেরত দিতে বোলে যান নাই, কিন্তু আমি বিবেচনা কোল্লেম, আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মই ফেরত দেওয়া। যেটী আমার কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, কেহ উপদেশ দিক্ আর নাই দিক্, সেটী আমি তৎক্ষণাৎ সম্পাদন কোরে থাকি।

আরও এক কথা। কুঞ্জনিকেতনে যখন আমার চাক্‌রী হবার কথা হয়, বিবি তিবর্ত্তন অথবা লেডী জর্জ্জীয়ানা সেই সময় গোড়া বেঁধে রেখেছিলেন। চাক্‌রী ছেড়ে যাবার সময়

তাঁদের কাপড়গুলিও ছেড়ে রেখে যেতে হবে। নিত্য নিত্য সেটী আমার মনে ছিল। সেই আদেশটীই আজ পালন করা গেল।

রাত্রি যখন নটা, সেই সময় আমি গাড়ীতে উঠ্‌লেম। দস্তরমত গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, না জানি, আবার কোথায় গিয়ে কার আশ্রয়ে আশ্রয় পাব! আমি এখন সালিস্‌বরী নগরে চোল্লেম।

চতুস্ত্রিংশ প্রসঙ্গ।

আবার নূতন চাকরী।

আমি সালিস্‌বরী নগরে চোল্লেম। গাড়ীর ভিতরে, আমারে নিয়ে চারটী লোক। সচরাচর চারটী লোকেই গাড়ীর ভিতরে বোস্‌তে পারে। আমরাও চারজন হয়েছি, আর স্থান নাই। চারটীর মধ্যে একটী সওদাগর, একটী তাঁর স্ত্রী। সালিসবরীতেই তাঁদের নিবাস। তাঁদের উভয়ের কথাবার্ত্তার ভাবে আমি জান্‌তে পাল্লেম, তাঁরা স্ত্রীপুরুষে এখানে কোন কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছিলেন। তৃতীয় লোকটী অতি গম্ভীরপ্রকৃতি। চেহারাও ভদ্রলোকের মত পরিষ্কার। বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। মুখখানি রক্তবর্ণ, গলায় দিব্য একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শ্বেতবর্ণ গলাবন্ধ। কৃষ্ণবর্ণ পোষাকপরা। চেহারা দেখে বোধ হলো, পরিচ্ছদের প্রকারেও বুঝ্‌তে পাল্লেম, তিনি হয় ত পাদ্‌রী হবেন, কিম্বা হয় ত বারিষ্টার হবেন। তা যদি না হন, ও দল যদি ছাড়া হন, তবে হয় ত ডাক্তার হবেন।

গাড়ীখানা অনেকক্ষণ ছেড়েছে। আড্ডায় আড্ডায় ঘোড়া বদল হোচ্চে। বণিক্ আর বণিক্‌পত্নী বেজায় বকাবকি কোরে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। যাঁরে আমি মনে কোচ্চি, হয় পাদ্‌রী, নয় বারিষ্টার, নয় ডাক্তার, তিনি কিন্তু ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটীও কথা কোচ্চেন না। গাড়ীর একটী কোণে বোসে অন্যমনস্ক হয়ে ঝিমুচ্চেন। গাড়ীখানা যখন থামে, কেবল সেই সময়েই জেগে উঠেন। ঐ দুটী স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ আছে কি না, কিম্বা তিনি একজন অপর লোক, প্রথমত আমি সেটী বুঝ্‌তে পারি নি। তাঁর সঙ্গে একটী পরমসুন্দর সোণার ঘড়ী, ঘড়ীর সঙ্গে খুব মোটা সোণার চেইন। চেইনের সঙ্গে অনেকগুলি বড় বড় শীলমোহর গাঁথা। মূর্ত্তি গম্ভীর। চক্ষুদুটী কিছু ছোট ছোট, ভাব সুস্থির।—সর্ব্বক্ষণ প্রসন্ন। দৃষ্টি বিনম্র। ঝিমুনীটুকু যখন ভাঙে, তখন আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন, তাতেই বুঝ্‌তে পারি, সকলেরিই কিছু কিছু উপকার করাই যেন তাঁর ইচ্ছা। ধরণ কিছু মুরব্বি-আনা।

গাড়ীখানা চোল্‌তে আরম্ভ করা অবধি সেই বণিক্‌ দম্পতী আমার সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির মত গল্প আরম্ভ কোরে দিয়েছেন। উভয়েই তাঁরা ভয়ানক বক্তা। তাঁদের আপ্‌নাদের কথাই সর্ব্বস্ব। অপরকে যখন কিছু প্রশ্ন করেন, কৌতুকের খাতিরে সে প্রশ্নের আর তিলমাত্র বিরাম থাকে না। উভয়েই ভয়ানক মোটা! উভয়েই গাড়ীর একদিকে পাশাপাশি হয়ে বোসে আছেন, গায়ে গায়ে যেন জমাট বেঁধে গেছে! কেবল গায়ে গায়েও নয়, গাড়ীর সঙ্গেও জমাট বাঁধা!

অনেকক্ষণের পর বাচালতা থামিয়ে, বণিকের পত্নীটী তন্দ্রার ঘোরে ঢুলে ঢুলে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন। পত্নীর যদি তন্দ্রা এলো, পতি আর তখন তবে কি কবেন? তিনিও সেই সঙ্গে চক্ষু বুজে ঢুল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন! বাঁচা গেল! গাড়ীখানা নিস্তব্ধ হলো! তাঁরা যেমন সহজে ঘুমিয়ে পোড়্‌লেন, আমি তেমন সহজে ঘুমাতে পাল্লেম না। সহজে ঘুম আমার কখনই হয় না। সর্ব্বদাই নানাচিন্তায় চিত্ত আকুল। সেই সময় বোধ হলো যেন, আমারও একটু তন্দ্রার আবির্ভাব হোচ্চে। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের কাছাকাছি। গাড়ীখানা এক জায়গায় থাম্‌লো। সেইখানে আরোহীদের আহারের বন্দোবস্ত আছে। ভিতরে আমরা চারজন ছিলেম, চারজনেই নাম্‌লেম।

ফেব্রুয়ারি মাস, বিলক্ষণ শীত। নৈশ বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে গাড়ী থেকে আমি নাম্‌লেম। ক্ষুধাও হয়েছিল। গাড়ীর বাহিরে তিনচারজন আরোহী ছিল, তারাও নাম্‌লো। যে স্থানে আহারের আয়োজন, সেই স্থানে আমরা গিয়ে বোস্‌লেম।

কৃষ্ণবসনমণ্ডিত ভদ্রলোকটী এতক্ষণের পর ওষ্ঠবিকাশ কোল্লেন। এতক্ষণের পর তাঁর কথা ফুট্‌লো। বেশ নম্রস্বরে সকলের প্রতি অমায়িক ভাব জানিয়ে একে একে তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "রাত্রিটী ভয়ানক ঠাণ্ডা! আহারের বিষয়ে খুব সাবধান হওয় দরকার!"—সেই বণিক্‌টীর প্রতিই সর্ব্বপ্রথমে বেশী সদয়। বণিক্‌কে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, "দেখো, মাংসের বড়াগুলো খেও না! ওগুলোতে অজীর্ণরোগ উৎপন্ন করে!"—বণিকের পত্নীকে উপদেশ দিলেন, "একটু একটু জল মিশিয়ে মিশিয়ে খুব একটু একটু ব্রাণ্ডি খাও! চোরানো মদগুলো খেও না! সর্ব্বক্ষণ যে সকল লোকের সর্ব্বশরীর কাপড়ে ঢাকা থাকে, তাদের পক্ষে ও মদটা ভারী অপকারী!"—গাড়ীর বাহিরে যারা বোসে এসেছিল, তাদের একজনকে সম্বোধন কোরে সেই ব্যবস্থদাতা ভদ্রলোকটী শুষ্ক ব্যবস্থা দিলেন, "এখনকার দিনে সিদ্ধমাংসের চেয়ে কাবাব মাংসই ভাল। শীঘ্র শীঘ্র হজম হয়!"—মুরগীর বাসী কাবাব কেমন শীঘ্র শীঘ্র হজম হয়, সে সম্পর্কেও ক্ষুদ্র একটী বক্তৃতা কোল্লেন। তখন আমার মনে হলো, প্রথমেই আমি সেই ভদ্রলোকটীকে যে তিন রকম কাজের লোক বোলে অনুমান কোরেছিলেম, তার মধ্যে এক রকমের অনুমানটাই ঠিক হলো। তিনি একজন ডাক্তার।—বেশ অমায়িক স্বভাব! কথাগুলি বেশ মিষ্ট মিষ্ট। সকলকেই যেন তিনি নিজের লোক দেখেন। আহারাদির বিষয়ে সকলের পক্ষেই সুব্যবস্থা দেন। বেশ লোক!

আহার সমাপ্ত হলো। আবার আমরা গাড়ীতে উঠ্‌লেম। ডাক্তারটী আর ঘুমালেন না। ঝিমুনিও আরও দেখ্‌লেম না। বণিক্‌দম্পতী বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুম জুড়ে দিলেন। ডাক্তারসাহেব আমার সঙ্গে গল্প আরম্ভ কোল্লেন।

অতি অমায়িক ভাবে বিনম্রস্বরে প্রথমেই তিনি আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "বালক! তুমি যাচ্চো কোথা?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "সালিস্‌বরী।"

"বেশ্! আমিও সেইখানে যাচ্চি। সেইখানেই আমি থাকি। তুমিও কি সালিস্‌বরীতে থাক?"

"না মহাশয়! সে নগরের কিছুই আমি জানি না।"

"তবে বুঝি তোমার কোন বন্ধুবান্ধব সেখানে থাকেন?"

"আমার বন্ধুবান্ধব নাই!—" সংক্ষেপে এইমাত্র উত্তর দিয়ে আমি বিবেচনা কোল্লেম, দেখ্‌ছি অতি ভদ্রলোক, মনের কথা প্রকাশ করা ভাল। মনে একটু আশাও হলো,—উৎসাহও পেলেম। ইনি হয় ত আমার একটী কাজকর্ম্ম যোগাড় কোরে দিতে পার্‌বেন। আশার উপর নির্ভর কোরে মনের উৎসাহে আবার বোল্লেম, "কোন একটী চাকরী পাবার প্রত্যাশায় আমি সালিস্‌বরীতে যাচ্চি। ভদ্রলোকের সংসারের সামান্য কাজকর্ম্ম পেলেও আমি সুখী হই!"

"সংসারের সামান্য কাজকর্ম্ম?"—ধীরে ধীরে আমার বাক্যের এই রকম প্রতিধ্বনি কোরে, ডাক্তারসাহেব যেন একটু বিস্ময় প্রকাশ কোল্লেন। যা আমি বোল্লেম, তা হয় ত তিনি ভাল কোরে বুঝ্‌তে পাল্লেন না।

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ মহাশয়! সামান্য কর্ম্মই আমি চাই।"

"আচ্ছা, পূর্ব্বে কোথায় তুমি কাজকর্ম্ম কোত্তে?"

"লর্ড রাবণহিলের বাড়ীতে আর কুঞ্জনিকেতনে তিবর্ত্তনসাহেবের বাড়ীতে। উভয় স্থানেই আমি একজন ছোক্‌রা চাকরের কাজে নিযুক্ত ছিলেম।"

পরিত্যাগ কোল্লেম কেন, তাঁরা জবাব দিলেন কি আমি নিজে ছেড়ে এলেম, বেতনের বন্দোবস্ত কিপ্রকার ছিল—সার্টিফিকেট রাখি কি না, এই রকমের অনেক কথায় ডাক্তার আমারে পুনঃপুন, পরীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেন।

সাফ্ সাফ্ সকল কথার জবাব দিয়ে, ভদ্রলোকটীর মুখপানে চেয়ে আমি একটু সুস্থির হয়ে বোস্‌লেম। মন কিন্তু সংশয়শূন্যও নয়, চিন্তাশূন্যও নয়। অনেকক্ষণ চুপ্ কোরে থেকে, ডাক্তারসাহেব আবার আমারে বোল্লেন, "আমার একটী ছোক্‌রা দরকার আছে। কাজকর্ম্ম বেশী কোত্তে হবে না,—কষ্টও বেশী হবে না, বেশ আদর যত্নেই থাক্‌বে।—কেমন রাজী আছ?"

উৎসাহে উৎসাহেই আমি উত্তর কোল্লেম, "ভদ্রলোকের আশ্রয় পরিত্যাগ করা বড়ই নির্ব্বোধের কাজ, এটী আমি জানি। আপনি যদি দয়া কোরে আশ্রয়—"

"আচ্ছা আচ্ছা, সেই কথাই ভাল। আমার কাছেই তুমি থাক্‌বে। চেহারা দেখেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি,—কথা শুনেই আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, অতি সৎ ছোক্‌রা তুমি। সেই কথাই ভাল। আমার কাছেই তুমি থাক্‌বে।"

এই প্রসঙ্গে আমার আশ্বাসদাতার সঙ্গে আরও আমার অনেকপ্রকার কথাবার্ত্তা হলো। ৯২ মাইল পথ ডাকগাড়ীতে যত সময়ে যাওয়া যায়, পথে পথে তত সময় পূর্ণ হলো। আমরা সালিস্‌বরীতে উপস্থিত হোলেম। অপরাপর আরোহীরা আপন আপন আবাসস্থানে, অথবা গন্তব্য স্থানে চোলে গেল। ডাক্তারের সঙ্গে আমি ডাক্তারের বাড়ীতে গেলেম। সেইখানেই আমার চাক্‌রী হলো।—নূতন চাকরী!

বাস্তবিক কাজকর্ম্ম বেশী নয়। ডাক্তারসাহেব আমারে বুঝিয়ে দিলেন, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি কি হবে। বাড়ীর সদরদরজায় কেহ আহ্বান কোল্লে দরজা খুলে দেওয়া, আর ডাক্তার যেখানে যেখানে যাবেন, গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে সেই সব জায়গায় যাওয়া। এই পর্য্যন্ত আমার প্রধান কাজ। তা ছাড়া অন্য কোন ফাইফর্‌মাস্ শোনা না শোনা, সেটা তত ধর্ত্তব্যই নয়।

আমার চাক্‌রী হলো। আমি নূতন মনিব পেলেম। মনিবের নাম ডাক্তার পম্‌ফ্রেট্। ডাক্তারের পত্নীটী বেশ সুশ্রী। পতি অপেক্ষা অল্পদিনের ছোট। তাঁর মুখের ভাব দেখে বুঝা যায় যে, মনে মনে কিছু বিশেষকথা লুকিয়ে রেখেছেন। থেকে থেকে যেন চোম্‌কে চোম্‌কে উঠেন। সর্ব্বক্ষণ সতর্ক!—দৃষ্টি সর্ব্বদাই চঞ্চল! মুখে বেশ অমায়িক।—কথাবার্ত্তা বেশ নরম নরম। স্বরটী বেশ মিষ্ট। ক্রমেই আমি জান্‌তে পাল্লেম, দাসীচাকরের প্রতি এই গৃহিণীর বেশ দয়া। সকলেই বোল্লে, মানিব ভাল।

আমি নিযুক্ত হোলেম। দস্তরমত কাজকর্ম্ম করি, মনিব আমার উপর বেশ সন্তুষ্ট, গৃহিণীও অসন্তুষ্ট নন। এস্থলে ডাক্তারের নিয়মাবলীটী পাঠকমহাশয়কে জানিয়ে রখা আমার একান্তই আবশ্যক:——

প্রভাতে বেলা আটটার সময় ডাক্তার পম্‌ফ্রেট্ বেশ ফুলদার রেশমীপোসাক পোরে নীচে নেমে আসেন। সেই সময় সব গরিবরোগীদের চিকিৎসা হয়। গরিবেরা বিনামূল্যেই ব্যবস্থা প্রাপ্ত হয়! বড় একটা দালানে গরিব রোগীদের বস্‌বার স্থান। যতগুলি আসন পাতা আছে, সবগুলি যখন জোড়া হয়ে যায়, আসন যখন আর খালি না থাকে, অন্য রোগীরা তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চিকিৎসাপত্র প্রাপ্ত হয়। ডাক্তারসাহেব একে একে সকলকে বিদায় করেন। খুব শীঘ্র শীঘ্রই সে কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যায়। নটা পর্য্যন্ত গরিব রোগী দেখা। নটার সময় ডাক্তারসাহেব বৈঠকখানায় হাজ্‌রেখানা খান। আমার প্রতি দৃঢ় আদেশ, দালানের ঘড়ীতে নটা বাজার শব্দ নিবৃত্ত হবার মুহূর্ত্ত পরেও যদি কোন গরিবলোক আসে, আস্‌তে দেওয়া না হয়। নটার পর গরিবরোগীর প্রবেশ নিষেধ। জলযোগের পর ডাক্তারসাহেব ভালরকম সাজগোজ পোরে অপরাপর রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত হন্। সে সকল রোগীর কাছে—যদিও তাঁরা বাড়ীতে আসেন

বটে,—সে সকল রোগীর কাছে দস্তুরমত অর্থ গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়তলের অনেকগুলি ঘরে সেই সকল রোগীর বস্‌বার স্থান নির্দ্দিষ্ট। একএকটী ঘর বিবিদের জন্য, একএকটী ঘর সাহেবের জন্য। যে সকল বড়লোক গাড়ী কোরে আসেন, তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নিরূপিত আছে। অন্যান্য ঘর অপেক্ষা সে ঘরটী খুব ভাল রকমেই সাজানো! বাড়ীর সকল ঘরগুলিই দিব্য পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। যাঁরা যাঁরা বাড়ীতে এসে টাকা দিয়ে চিকিৎসা করান, তাঁদের উপস্থিত হওয়ার নিরূপিত সময় তিনঘণ্টামাত্র।—দশটার সময় আরম্ভ, একটার সময় শেষ।

বেলা একটার সময় ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের আহার হয়। সস্ত্রীক হয়েই আহার করেন রন্ধনগৃহেই আহার করা হয়। দুটোর সময় গাড়ী প্রস্তুত। সেকেলে ধরণের ডাক্তারী গাড়ী। একটী ঘোড়ায় টানে। গাড়ীখানিও ছোট। গাড়ীর পশ্চাতে বস্‌বার স্থান নাই। কোচ্‌-বাক্সে কোচ্‌মান, তারি পাশে আমি বসি। কোচ্‌মান যে বসে, সেই বসাই তার মৌরুসী। আমি কেবল যেখানে সেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ি। যে বাড়ীর কাছে গাড়ীখানা থামে, সেইখানেই আমারে লাফ দিয়ে নাম্‌তে হয়।—খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাই। বার বার খুব জোরে জোরে দরজায় আঘাত করি। তবে, যে বাড়ীতে রোগ বড় শক্ত, সেখানে ধীরে ধীরে আহ্বান করা হয়। বাড়ীর লোকেরা বাড়ীর দরজা খোলে, আমিও অম্‌নি গাড়ীর দরজা খুলে দিই। ডাক্তারসাহেব বেরিয়ে আসেন। বেলা দুটো থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে বাড়ী বাড়ী রোগী দেখ্‌বার নিয়ম। একএক বাড়ীতে ডাক্তারটী কিছু বেশী আমোদ করেন, অনেকক্ষণ ধোরে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প চলে। কাজেই কিছু কিছু বিলম্ব হয়ে পড়ে। সকল বাড়ীতে সমান দেরী হয় না। এক এক বাড়ীতে যেমন প্রবেশ, তেম্‌নি প্রস্থান। পাঁচটার পরেই আমরা ঘরে ফিরে আসি। ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের দৈনিক শ্রম সমাধা হয়। সন্ধ্যাকালে ছটার সময় তিনি রীতিমত আহার কোত্তে বসেন। বেশ আহার কোত্তে পারেন। খানার সময় দুবোতল মদ নিত্য বরাদ্দ। দুবোতল ঔষধের উপযুক্ত পথ্য। রাত্রে আর কেহই তাঁরে ডেকে পায় না। ডাক্তার যখন আরাম করেন, সে সময় তাঁরে জাগিয়ে দেওয়া একবারেই নিষেধ। এই ত গেল কাজের বন্দোবস্ত, কিন্তু আহারে বন্দোবস্ত দেখে নিত্য নিত্যই আমার বিস্ময় বোধ হয়। সকলের কাছেই তিনি মিতাহারের বক্তৃতা করেন, বেশী মদ খাওয়া ভাল নয়, বেশী আহার করা ভাল নয়, সকলকেই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা দেন,—বন্ধুভাবে এইরূপ সৎপরামর্শ প্রদান করেন, কিন্তু আমি ত দেখি, ডাক্তার পম্‌ফ্রেট্‌ নিজে যত বেশী মদ খান, নিজে যত রাশি রাশি মাংস ভক্ষণ করেন, আমার বোধ হয়, কোন ভদ্রলোকেই তেমন খেতে পারেননা। ডাক্তারটী বিলক্ষণ ভোক্তাপুরুষ।

চাক্‌রীতে ভর্ত্তি হয়ে দুতিনদিন আমি ডাক্তারের বাড়ীতে আছি, কিছুই কষ্ট নাই। তিনদিনের পর একদিন সন্ধ্যাকালে আমি একটু অবকাশ পেলেম। অবকাশের সময় আমি কি কোল্লেম?—লেডী কালিন্দীকে একখানি পত্র লিখ্‌তে বোস্‌লেম।

বোস্‌লেম ত, কিন্তু লিখি কি ? পাঁচসাতখানা কাগজ নষ্ট কোরে ফেল্লেম !--আনন্দও নাই, স্ফূর্ত্তিও নাই ! একখানা কাগজ নষ্ট হয়ে যায়, আবার একখানা ধরি। কি কথা লিখে আরম্ভ করি, প্রথমেই কি বোলে সম্বোধন করি, সেইটাতেই গোলমাল ঠেকে গেল। শুদ্ধমাত্র "লেডী" সম্বোধন, কিম্বা "প্রিয়তমা লেডী" কিম্বা "প্রিয়তমা লেডী কালিন্দী" কি লিখ্‌লে ভাল হয়, প্রথমে সেটা ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। শেষকালে শেষের সম্বোধনটাই মনে একটু ভাল লাগ্‌লো। সেই সম্বোধনই আরম্ভ কোল্লেম। কালিন্দীর গৌরবে আমি কতদূর উৎসাহিত হয়েছি, তাঁর সঙ্গে সখ্যভাব লাভ কোরে কত সুখী আমি হয়েছি, আমার তাতে কত গৌরব বেড়েছে, সেই দয়াবতীর দয়াবশে কেমন বিপদ থেকে আমি উত্তীর্ণ হয়েছি, তাঁর কাছে আমি কতদূর কৃতজ্ঞ আছি, মনের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে সেই সব কথাই আমি আগে লিখ্‌লেম। তার পর লিখ্‌লেম, এক বিষয়ে তাঁর কাছে আমি অকৃতজ্ঞ আছি। সেটী কেবল আমার সাহসের ত্রুটিতেই ঘোটেছে। চিঠীতেই আপনার ভীরুতাকে আমি শত শত ধিক্কার দিলেম। যতবার তিনি আমার কাছে অনুরাগের কথা পেড়েছেন, সে কথায় আমার যে প্রকার উত্তর করা উচিত,--সরলভাবে যে প্রকারে মনোভাব প্রকাশ করা আমার কর্ত্তব্য ছিল, মনের গোলমালে তা আমি করি নাই, মনের কথা ফুটে বোল্‌তে পারি নাই, এ কথাও আমি চিঠীতে লিখ্‌লেম। দোষ স্বীকার কোরে ক্ষমা চাইলেম। অবশেষে লিখ্‌লেম, আর একটী কামিনীর প্রতি—না না,—আর একটী কামিনীর কাছে অনেকদিন আগে আমার হৃদয় আমি গচ্ছিত রেখেছি। কার কাছে, তার নাম আমি চিঠীতে লিখ্‌লেম না। মিনতি কোরে কালিন্দীসুন্দরীকে আরও আমি লিখে দিলেম, আমার তুল্য অপদার্থ একজন সামান্যপ্রাণী পৃথিবীতে বেঁচে আছে, সে কথা যেন তিনি ভুলে যান। তাঁর মুখে প্রথম যে দিন আমি অনুরাগের প্রথম ইঙ্গিত শ্রবণ করি, সরল অন্তরে সে দিন ঐ কথা কেন বলি নাই, ঐ পত্রে সে জন্য বিস্তর আক্ষেপ কোল্লেম। কেবল আমারই ভীরুতার দোষে তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন, মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের বিস্তর লাঞ্ছনা সহ্য কোরেছেন,—আজিও হয় ত সহ্য কোচ্চেন,—আমারই দোষে,---কেবল আমারই দোষে সেই সুশীলা সরলা বালার অত যন্ত্রণা ! তাঁর যন্ত্রণায় আমি যে কত যন্ত্রণা ভোগ কোচ্চি, পত্রের বর্ণে বর্ণে নিশ্বাসে নিশ্বাসে তাও আমি জানালেম। পরিশেষে দয়াময় ঈশ্বরের কাছে সেই দয়াময়ী সুন্দরী কামিনীর মঙ্গলপ্রার্থনা কোরে পত্রখানির উপসংহার কোল্লেম। নিজের ঠিকানা দিলেম, সালিসবরী।—যে বাড়ীতে আমি আছি, সেই বাড়ী। ঠিকানার কথা কিছুমাত্র গোপন রাখ্‌লেম না। লেডী কালিন্দী যদি আমার এ পত্রের উত্তর দেন, অবশ্যই তিরস্কার কোর্‌বেন, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু যেরূপ সরল অন্তঃকরণ তাঁর, অবশ্যই ক্ষমা কোর্‌বেন, সেটীও বেশ জান্‌তে পাচ্ছি। মনে মনে আশা কোচ্চি, যখন তিনি আমারে ক্ষমা কোর্‌বেন, সেই সরল অন্তরে তখন তিনি নিশ্চয়ই ভেবে নেবেন, লেডী কালিন্দীতে আর ক্ষুদ্র জোসেফ উইলমটে ইতিপূর্ব্বে যে

যে কথা হয়েছিল, সমস্তই যেন ফুরিয়ে গেছে,—সমস্তই যেন বিলুপ্ত! আশার আশা সমস্তই যেন এইখানে সমাপ্ত!

পরদিন প্রভাতে পত্রখানি আমি ডাকে দিয়ে এলেম। দিনের পর দিন গত হয়ে যেতে লাগ্‌লো, প্রত্যুত্তর এলো না। অনেক দিন—অনেক হপ্তা অতিক্রান্ত হলো, কোন উত্তর পেলেম না। কালিন্দীর নিরুত্তরে আমি বড়ই অস্থির হয়ে উঠ্‌লেম! শেষে যেন স্পষ্টই স্থির হলো, কালিন্দী আর আমার চিঠীর উত্তর দিবেন না। বুঝ্‌তে পাল্লেম, তথাপি কিন্তু চিত্তবেগ ধারণ কোত্তে পাল্লেম না। আনন্দময়ী কালিন্দী মুখে যত কথা বোলেছিলেন, সে সব যদি অসত্য না হয়, সত্যসত্যই কালিন্দী যদি আমারে অন্তরের সঙ্গে ভালবেসে থাকেন, তা হোলে সকল কথার উত্তর দিন আর নাই দিন, শরীরগতিক আমি কেমন আছি, অন্তত সে কথাটীও একছত্রে লিখে জানাতেন। তাও যদি না লিখ্‌তেন, আমার ছেলেমানুষীর দরুণ তিরস্কার কোত্তেও পাত্তেন। কিন্তু কিছুই না! ওঃ! কালিন্দী আমারে ভালবাসেন! সে কথায় কি এখনও আমি সন্দেহ কোত্তে পারি? না, অকপট অনুরাগ!—অনেক লক্ষণে আমি প্রমাণ পেয়েছি, কালিন্দী আমারে সরল প্রেমভাবেই ভালবেসেছিলেন। তবে এমন কেন হলো? পত্র কি পোঁছে নাই? আর কারো হাতে কি সে পত্র পোড়েছে? এই সন্দেহটাই শেষে আমার প্রবল হয়ে উঠ্‌লো। আমি মনে মনে কোচ্চি,—মনে মনে ইচ্ছাও তাই হোচ্চে, কালিন্দীর সঙ্গে আমার সমস্ত সংস্রবের অবসান! তথাপি আশা হোচ্চে যেন, তাঁর হাতের একছত্র অক্ষর দেখে আমি সুখী হোতে পারবো। কালিন্দী আমারে, এখন ঘৃণা করেন না, সেইটুকু জান্‌তে পাল্লেই আমি খুসী হই। মনে কোল্লেম, আর একখানা পত্র লিখি, কিন্তু লিখ্‌লেম না। এই সন্দেহ হোতে লাগ্‌লো, প্রথম চিঠী যদি পরের হাতে পোড়ে থাকে, দ্বিতীয় চিঠীরও সেই দশা হবে। সেই সন্দেহেই লিখ্‌লেম না। প্রথম চিঠীতে পাগলের মত অনেক কথা লিখেছি, ভয় হোতে লাগ্‌লো।

এই স্থলে আমার নূতন মনিবের বিশেষ চরিত্রের কথা আর কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা কোচ্চি। কি প্রণালীতে তিনি কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, আর তাঁর সাংসারিক বন্দোবস্তের আসল প্রণালীই বা কিরূপ, সংক্ষেপে সেইটী আমি পাঠকমহাশয়কে জানাব। প্রথম প্রথম সেগুলি আমি ভাল কোরে জান্‌তে পারি নি, মাসকতক থেকেই ক্রমে ক্রমে অনেকদূর আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। তাঁর যে সেইপ্রকার শিষ্টাচার আর নম্রস্বর, সে ভাবটার কতকটা যেন কপট কপট বোধ হলো। কপটতা যেপ্রকারে অভ্যাস হয়, ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের নম্রতাও অনেকাংশে সেই প্রকারে অভ্যাস হয়েছে। লোকের কাছে ঐ ভাবটা দেখানো, তিনি যেন নিজের ব্যবসায়ের একটী প্রধান অঙ্গ বোলেই বিবেচনা করেন। কেবল রোগীদের কাছেই নয়, অন্যলোকের কাছেও ঐপ্রকার ব্যবহার। বাহিরে ত এই, অন্তরে অন্তরে তিনি একজন ভয়ানক কপটাচারী ভণ্ড।—ব্যবহারেও দস্যুবৎ! নিতান্ত নিরন্ন দরিদ্ররোগীর প্রতি সেই কপট ভাবটাই তিনি বেশী দেখান!

একঘণ্টার জন্য যে সকল গরিবলোক তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে আসে, তারাই সেই সময় তাঁর মেজাজটী ঠিক ঠিক জেনে যায়। গরিব রোগীদের চিকিৎসার সময় ডাক্তারসাহেব বড়ই অধৈর্য্য হয়ে তাড়াতাড়ি কার্য্য করেন। এক একবার অকারণে রেগে রেগে ছুঁয়ে ছুঁয়েই ছেড়ে দেন! যদি কোন গরিব স্ত্রীলোক তার সন্তানের পীড়ার যন্ত্রণার কথা কিছু বেশী কোরে জানায়, ডাক্তারসাহেব তারেমুহূর্ত্তমধ্যে বিদায় কোরে দেন। বোলে দেন, "ছেলেটার যা যা হয়েছে, তা আমি জানি। যে রকম চিকিৎসা কোত্তে হবে, তাও আমার জানা আছে।"—এই রকম কথা বোলে তাড়াতাড়ি একখানা ব্যবস্থাপত্র লিখে, ঘৃণাপূর্ব্বক অনেক তফাতে ছুড়ে ফেলে দেন! এমনি ভাবে ফেলে দেওয়া হয়, রাস্তার কুকুরকেও লোকে তেমন কোরে হাড় ছুড়ে ফেলে দেয় না! স্ত্রীলোক যখন বিদায় হয়, ডাক্তারসাহেব তখন আবার ভালমানুষ হয়ে, একটু নম্রভাব ধারণ কোরে এইরূপ সদুপদেশ দিয়ে দেন:—

"দেখ, ঔষধটা যত শীঘ্র প্রস্তুত করাতে পার, ততই ভাল। যে কোন দোকানেই যাবে, আমার পক্ষে সব সমান। কোন দোকানের সঙ্গেই আমি সংস্রব রাখি না। কোন ঔষধওয়ালার কাছে আমি কোন অনুরোধও জানাই না; কিন্তু তুমি যদি আমার কাছে কোন অনুরোধ প্রার্থনা কর, তা হোলে বোলে দিতে পারি যে, সাকিনের দোকানে সকলের চেয়ে ভাল ঔষধ প্রস্তুত হয়। সমস্ত সালিস্বরী সহরের ভিতর তেমন ঔষধ আর কোথাও হয় না। এক ঔষধের বদলে অন্য ঔষধও দেয় না। মাঝে মাঝে আমি শুনতে পাই, সহরের অনেক ডিস্পেন্সারিতে এক ঔষধের নামে অপর ঔষধ দিয়ে বেশী বেশী লাভ করা হয়, রোগীদের প্রাণের উপরেও সাংঘাতিক আঘাত পড়ে।—তা আচ্ছা, তুমি যেখানে ভাল বিবেচনা কর, সেইখানেই যেও, কিন্তু আমার পরামর্শ সাকিনের দোকানেই ভাল।"

সকলকেই প্রায় ঐ রকম পরামর্শ দেওয়া হয়। মানুষ বুঝে বুঝেই ঐ প্রকার পরামর্শ, ঐ প্রকার সুপারিস। যারা ভিজিট দেয়, তাদের পক্ষেও ঐ রকম, যারা দাতব্য ব্যবস্থা নিতে আসে, তাদের পক্ষেও ঐ রকম। আমার স্পষ্ট কথায় পাঠকমহাশয় স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, সাকিনের সঙ্গে আমার মনিবের রীতিমত বখরা আছে। তিনি মুখে বলেন, কোন ঔষধওয়ালার সঙ্গে কোনপ্রকার সংস্রব রাখেন না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ঐ সাকিনের দস্তুরমত ভাগীদার। রাস্তায় যদি সাকিনের সঙ্গে ডাক্তার পম্ফ্রেটের দেখা হয়, দুজনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটী কথাও বলাবলি করেন না, দুজনেই কেবল এক একবার ঘাড় নেড়ে সেলাম কোরে, নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে চোলে যান। পাছে লোকে মনে করে, দুজনে বন্ধুভাব আছে, সেই ভয়েই ঐ রকম সাবধান। সন্ধ্যাকালে পশ্চাতের দরজা দিয়ে সাকিনসাহেব আমাদের ডাক্তারসাহেবের বাড়ীতে আসেন, একসঙ্গে ভোজন করা হয়। আর এক বোতল বেশী মদের দরকার, সাকিনকে সে কথা জানান হয়। সেই প্রসঙ্গে দুজনের হাসির ঘটা যেন আকাশ ভেদ করে! তাঁরা যেন মনে মনে

বিবেচনা করেন, কেহই কিছু জান্‌তে পারে না ;—লোকের চক্ষে ধূলা দিয়ে, আচ্ছারকম যাহাদুরী কার্‌বার চালিয়ে আস্‌ছেন!

সাকিন সাহেব দেখ্‌তে অতি কদাকার। চেহারাতে ইতর লোকের ন্যায় বোধ হয়। সর্ব্বশরীরে বসন্তের দাগ। কাজে কিন্তু বেজায় চালাক, বেজায় ব্যস্ত, বেজায় বাচাল! অসম্ভব শিষ্টাচার! ডাক্তারটীর একান্ত অনুগত বাধ্য। ডাক্তারসাহেব যখন যে কথা বলেন; সাকিন তৎক্ষণাৎ তার বর্ণে বর্ণে সায় দেয়। একটী কথারও প্রতিবাদ কোত্তে সাহস করে না। কেন করে না, ঐ রকম দেখে দেখে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমাদের ডাক্তারসাহেবটী ঐ সাকিনসাহেবের মুরুব্বি। কাজেই মুরুব্বির কাছে, মুরুব্বির বাক্যে ঘন ঘন প্রতিধ্বনি করাই উপকার লাভের প্রধান উপায়। সেই কারণেই খোসামোদ। ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের ন্যায় সাকিনেরও অনেক লুকাচুরি কাজ আছে। কণ্ঠস্বরেও চুপি চুপি গুপ্তমন্ত্রণা আছে। সময় বুঝে স্বর নীচুকরা, উঁচুকরা, উভয়েরই অভ্যাস আছে। ভোজনাগারে যখন দ্বিতীয় বোতল চলে, তখন উভয়ের হাসির চোটে গগন ফাটে! অন্য অন্য সময়ে আমি যখন কোন প্রয়োজনে ভোজনাগারে প্রবেশ করি, তখন তাঁদের হাসি থেমে যায়। বড় বড় কথাও থেমে যায়। চুপি চুপি কাণে কাণে কথা হয়। প্রায় সর্ব্বদাই তাঁদের ঐ প্রকার ভাব।

সাকিনের বয়ঃক্রম প্রায় আটত্রিশ বৎসর। অনেকদিন বিবাহ হয়েছে, সন্তান-সন্ততিও অনেকগুলি। লোকে তারে সম্ভ্রান্তলোক বিবেচনা করে, সাকিনও এক এক রকমে সম্ভ্রান্তপদের পরিচয় জানায়। যে যে বিষয়ে দাতব্য প্রয়োজন, সে বিষয়ে কিছু কিছু দান করা আছে, গতিক বুঝে ভারী হওয়াও আছে, দেনাপাওনায়ও বেশ খারা। কখনো কোন পাওনাদার তাগাদগীর সাকিনের দরজায় গিয়ে ধন্না দেয় না, সে বিষয়ে তাঁর খোস্‌নাম আছে। ডাক্তার পম্‌ফ্রেটেরও ঐ রকম ধরণ। এই প্রসঙ্গে আমার একটী গুপ্তকথা বল্‌বার আছে। যে হপ্তায় ডাক্তারের কাছে নূতন চাক্‌রীতে আমি ভর্ত্তি হই, সেই হপ্তার প্রথম রবিবার ডাক্তারের বৃদ্ধ কোচমান বেলা সাড়ে এগারোটার সময় এক গেলাস মদ খেয়ে, কিছু জলযোগ কোরে, রন্ধনশালার ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। কোচমানটী বৃদ্ধ, কিন্তু খুব মোটা। কণ্ঠস্বরও খুব মোটা। সেই রকম মোটা মোটা গম্ভীর স্বরে বৃদ্ধ কোচমান বোলে উঠ্‌লো, "এখনো পর্য্যন্ত দেরী কোচ্চো? এতক্ষণে ত উপাসনা আরম্ভ হয়ে গেছে। গির্জ্জায় যাও! গির্জ্জায় যাও! শীঘ্র যাও! ডাক্তারকে গিয়ে বল, অবিলম্বে তাঁর এখানে আসা প্রয়োজন!"

আমার প্রতিই বৃদ্ধ কোচমানটীর ঐ প্রকার আদেশ। আমি অভ্যাসমত গির্জ্জাঘরে ছুটে গেলেম। ডাক্তারকে সংবাদ দিলেম। তিনি যেন চিন্তাযুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কোন লোকের কিছুমাত্র বিঘ্ন না ঘটে, এই ভাবে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসাই ডাক্তার সাহেবের ইচ্ছা, কিন্তু সকল লোকেই তখন তাঁর পানে চেয়ে ছিল। তিনি নিজেও তা দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। দেখেও কিন্তু কুণ্ঠিত হোলেন না। মৌনভাবে চঞ্চল

পদে ধর্ম্মশালা থেকে বেরিয়ে এলেন। দ্বিতীয় রবিবারেও আমারে ঐ প্রকার সংবাদ নিয়ে গির্জ্জায় যেতে হয়। তৃতীয় রবিবারেও ঐ রকম। উপসনার সময়েই ঐ রকম বাধা। চতুর্থ রবিবার ডাক্তার পমফ্রেট আদৌ ধর্ম্মশালায় গেলেন না। বৈঠকখানায় বোসে একখানি উপন্যাসপাঠে একরকম আমোদ অনুভব কোত্তে লাগ্‌লেন। পঞ্চম রবিবারে অনেকক্ষণ গির্জ্জায় থেকে সকলের বিশ্বাস জন্মান, তিনি যেন পূর্ব্ববারের গরহাজিরির ক্ষতিপূরণ কোল্লেন! তার পর তিনচার রবিবার আমি তাঁকে গির্জ্জাঘরে সংবাদ দিয়ে তুলে আনি। ডাক্তারটীর চতুরতা বেশ! প্রত্যেক রবিবারেই ঐ রকম ঘটনা হয়। উপাসনার সময়,—প্রার্থনার সময়,—সঙ্গীতের সময়, সর্ব্বদাই তিনি উঠে উঠে আসেন। লোকে কিন্তু সে জন্য তাঁর উপর কোন প্রকার সন্দেহ করেন না। ডাক্তার পমফ্রেট্ এই প্রকার নিয়েমেই রবিবারের ধর্ম্মপালন করেন! বাজারের ঔষধব্যাপারী বন্ধু সাকিনেরও ঐ প্রকার ধর্ম্মভাব!

সেই বৃদ্ধ কোচমানটী বহুদিন যাবৎ ঐ ডাক্তারের কাছে চাক্‌রী কোচ্চে। যদিও মনিবের উপর তার কিছু কিছু ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, তথাপি কিন্তু সে যখন এক গেলাস বেশী মদ খায়, কিম্বা এক টম্বল ব্রাণ্ডিপানি খায়, সে সময় তার মন খুলে যায়। সেই অবস্থায় সে তখন মনিবের ঘরসংসারের গল্প আরম্ভ করে। কোন কুটিল অভিপ্রায়ে গল্প করে না, ডাক্তার পমফ্রেটের কলকৌশল—ছলনাচাতুরী, যেন কতই মজার জিনিস, সেই সব কথা নিয়ে খুব ভালরকম তামাসা চোল্‌তে পারে, তাই বিবেচনা কোরেই বৃদ্ধের ঐ রকমে আমোদ করা! ফলত মনিবের দৃষ্টান্তে চাকরদের স্বভাব ক্রমশঃ খারাপ হয়ে আস্‌ছিল। মনিবটীও যেমন লুকোচুরি খেলেন, মনিবের পত্নীটীও সেই রকম কথায় কথায় ছায়া দেখে শিউরে উঠেন। তাঁদের স্ত্রীপুরুষের ভাবভক্তি দেখে বাড়ীর দাসীচাকর সকলেরই স্বভাব বিকৃত হয়ে আস্‌ছিল। কোচমানের মুখেই অনেক কথা আমার শোনা হয়েছে। ডাক্তার পমফ্রেট্ এক এক রোগীর জন্যে খুব দীর্ঘ দীর্ঘ ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন,—বটিকাও থাকে, আরকও থাকে। সাকিনের দোকানে খরিদ্দার যায়, ঔষধও প্রস্তুত হয়ে আসে, কিন্তু বাস্তবিক তাতে ঔষধের চিহ্নমাত্রও থাকে না! বৃদ্ধ কোচমান এই রকমের অনেক ঘটনা জানে। শুনে শুনে আমার কেমন অভক্তি হতে লাগ্‌লো। মনিবের প্রতি ঘৃণা জন্মালো। মনিব কিন্তু চাকরগুলির প্রতি বেশ দয়া রাখেন, গৃহিণীটীও দয়া দেখান। আমরা বেশ সুখে থাকি। কেবল বেতন বেশী, এইমাত্র সুখ নয়, মাসে মাসেই বেতন পাই, এই এক পরম সুখ। সেই জন্যই বোল্‌ছি, কর্ত্তাগিন্নীর ব্যবহারটা যে রকমই হোক্, আমার সেখানে কোন অসুখই ছিল না।

ডাক্তারের বাড়ীখানি একরকম নূতন বন্দোবস্তে প্রস্তুত করা। একতালা দোতালা এরূপ সুন্দর কৌশলে নির্ম্মিত, একটীমাত্র দরজা বন্ধ কোল্লেই দুই মহল বন্ধ হয়। উপরনীচে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মহল বোলেই প্রতীত হয়ে থাকে। যারা প্রথমতলে বাস

করে, তারা স্বচ্ছন্দে একঘর থেকে অন্য ঘরে যায়, অন্য লোকে তাদের দেখ্‌তে পায় না। উপরের সিঁড়ি বেয়ে যারা উপরনীচে যাতায়াত করে, তারাও কিছু দেখ্‌তে পায় না। আমি যখন সে চাকরীতে নূতন, তখন একদিন একদিন দেখেছি, আহারের সামগ্রী যখন প্রস্তুত হয়, তখন একজন দাসী স্বতন্ত্র একপাত্র খাবার সামগ্রী নিয়ে উপর ঘরে চোলে যায়। জলযোগের সময়েও যায়, ভোজনের সময়েও যায়। রন্ধন স্বতন্ত্র হয়। সেই দাসী ছুইবার উপর ঘরে চোলে যায়।--দিনেও যায়,রাত্রেও যায়। কেবল একদিন দেখেছি এমন নয়, প্রায়ই ঐরকম কাণ্ড আমার নজরে পড়ে। দেখে দেখে আমি মনে করি, নিত্য নিত্যই ঐ রকম হয়;—মনে করি বটে, কিন্তু ভাব কিছু বুঝ্‌তে পারি না। উপরঘরেও স্বতন্ত্র ঘণ্টাধ্বনি হয়। যে দাসীর কথা আমি একটু পূর্ব্বে বোলেছি, সেই দাসী ছাড়া আর কেহই সেখানে যেতে পারে না। যদি দৈবাৎ সে কিঙ্করী কোনদিন ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত না থাকে, অপর কোন দাসী তার প্রতিনিধি হোতে পারে না। যেখানেই সে থাকুক, তাড়াতাড়ি খুঁজে এনে হাজির কোত্তে হয়। এই রকম ত বন্দোবস্ত। কিছুই বুঝা যায় না। যে কিঙ্করীটী এই বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশেষ বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত, সেই কিঙ্করীর নাম জেন্ বিবি। উপরে ঘণ্টাধ্বনি হয়, জেন্‌বিবিকে খুঁজে আনা হয়। অন্য চাকরেরা বলে, "জেন! যাও! তোমার ঘণ্টা বেজেছে!"—জেন চোলে যায়।

এইখানে আমার বলা উচিত, জেনবিবিটী প্রায়ই কথা কয় না। তার মনের কথাও সকলে পায় না। বয়সে যুবতী, কিন্তু ভাবভঙ্গী যেন নূতন প্রকার। তার মনের কথা সেই জানে। যদি দৈবাৎ কখনো আমি অসময়ে রন্ধনগৃহে প্রবেশ করি, তবেই দেখ্‌তে পাই, জেন্‌বিবি তখন অপর কোন কিঙ্করীর সঙ্গে অথবা পাচিকার সঙ্গে খুব চুপি চুপি কথা কোচ্চে। যতক্ষণ সম্মুখে গিয়ে না পড়ি, ততক্ষণ ঐরকম ফুস্‌ফাস্ চলে, আমাকে দেখ্‌তে পেলেই তারা চোম্‌কে উঠে। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে, আপ্‌নারাও চোম্‌কে চোম্‌কে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।—ফুস্‌ফুস্ কথাবার্ত্তা একেবারেই থেমে যায়। সমস্তই চুপ্‌চাপ!

দেখে শুনে ক্রমশই আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হয়। জান্‌বার জন্যে কৌতূহল বাড়ে, সে কথা আমি অস্বীকার কোত্তে পারি না, কিন্তু কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করি না। হোচ্চে ত হোচ্চে, চোল্‌ছে ত চোল্‌ছে, আমার তাতেই বা কি? কিছুই জান্‌তে পারি না। সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্তেও ওসব আমি যেন অন্ধ,—আমি যেন আর বধির।

এই বাড়ীতে আর একটী লোক আছে।—অবশ্যই আছে। সেটীকে আমি একদিনও দেখি নাই।—আছে কিন্তু নিশ্চয়। হয় কোন সঙ্কটাপন্ন রোগী, না হয় ত ডাক্তারসাহেবের কোন আত্মীয়, কিম্বা হয় ত মেমসাহেবের কোন আপনার লোক। এই রকম কিছু হবে। অনুমান এই রকম, কিন্তু কিছু নিশ্চয় করা গেল না। আছে কিন্তু একজন।—পুরুষই হোক্ কি স্ত্রীলোকই হোক,—আছে একজন। সে কিন্তু কখনও ঘরের বাহির হয় না।

অপর কেহ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পায় না। কাজে কাজেই সে ব্যাপারটা নিবিড় অন্ধকারেই আচ্ছন্ন থেকে গেছে। না,—নিবিড় অন্ধকার নয়। ক্রমে ক্রমে আমি জান্তে পেরেছি, ডাক্তারের পত্নীটী প্রতিদিন খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অজ্ঞাত লোকটীর কাছে উপস্থিত থাকেন। বাড়ীর দাসীচাকরেরা যখন আমারে খুব ভাল কোরে চিন্‌লে, তখন তারা আমার কাছে আর বেশী কথা গোপন রাখ্‌তো না। যে গুপ্তব্যাপার তাদের কাছে গুপ্ত ছিল না,—যে অজ্ঞাত ব্যাপার তাদের কাহারও অজ্ঞাত ছিল না, সে কথাটা তারা আমার কাছে একটু একটু ভাঙ্‌তে লাগ্‌লো। প্রথম প্রথম তারা আমার সাক্ষাতে কেবল ছোট ছোট বাজে কথাই বলাবলি কোত্তো। এককথা বোল্‌তে বোল্‌তে আর এক কথা বোলে ফেল্‌তো। ক্রমে ক্রমে আসল কথাটা প্রকাশ হয়ে পোড়্‌লো।

আসল কথা এই যে, ডাক্তার পম্‌ফ্রেট্ আর বিবি পম্‌ফ্রেট্ উভয়েই কিছু নূতন ধরণের লোক। যে সকল স্ত্রীলোক অবস্থাগতিকে কিছুদিনের জন্য, অথবা মাসকতকের জন্য জনসমাজ থেকে কিছু অন্তরে অবস্থান কোত্তে ইচ্ছা করেন, কিম্বা নির্জ্জনে অবস্থান করাই যাঁদের একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে, ডাক্তারদম্পতী সেই সকল যুবতীকে বাড়ীতে এনে রাখেন। সেই বাড়ীতে ঐ রকম যুবতীদের লজ্জানিবারণের স্থান হয়। তারা সেইখানে নিরাপদে আশ্রয় পেয়ে লুকিয়ে থাকে। যাঁদের বিবাহ হয় নাই, অথচ জননী হবার উপক্রম, তাঁরাই ঐ বাড়ীতে এসে গোপনে আশ্রয় লন। ডাক্তারসাহেবকে তজ্জন্য রীতিমত পুরস্কারও দেন। অর্থলোভেই বাড়ীর ভিতর তাঁদের ঐ রকমে লুকিয়ে রাখা হয়। মানসম্ভ্রমের খাতিরে যতটা বিশ্বাস দাঁড়াক না দাঁড়াক, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই তাঁরা উৎকোচ গ্রহণ করেন! তাতেই ঐ সব গুপ্তবিষয় গুপ্ত থাকে!

থাক্‌তে থাক্‌তে আরও আমি জান্‌তে পাল্লেম, সেই সময় ঐ রকমের একটী সম্ভ্রান্ত কামিনী আমার মনিববাড়ীতে লুকিয়ে আছেন। পূর্ব্বকথিত কিঙ্করী ছাড়া আর কেহই সেই কামিনীকে দেখ্‌তে পায় না, কখনো দেখেও নাই। একদিন রাত্রিযোগে তিনি আসেন। গোপন ত অবশ্য ছিলই, তার উপর আবার খুব মোটাকাপড়ের অবগুণ্ঠন মোড়া। সেই যে সেই রাত্রিকালে ঘরের চৌকাঠটী পার হয়েছেন, সেই অবধি আর চৌকাঠের বাহিরে পদার্পণ করেন নাই। বাড়ীর চাকরেরা কেহই সে স্ত্রীলোকের নাম জানে না। যে কিঙ্করী সেই কার্য্যের জন্য বিশেষরূপে নিযুক্ত, সে পর্য্যন্ত জানে না। কর্ত্তাগিন্নী জানেন কি না, তাতেও সন্দেহ। প্রায় ছমাস পরে সেই গুপ্তবাসিনী কামিনী একটী সন্তান প্রসব করেন। একজন ধাত্রী নিযুক্ত ছিল, সদ্যপ্রসূত সন্তানটী নিয়ে সেই দিনেই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। তিন সপ্তাহ পরে সেই সন্তানের গর্ভধারিণীও খুব গোপনে, নিশাযোগে, পূর্ব্ববৎ অবগুণ্ঠিতা হয়ে, গুপ্ত আবাস পরিত্যাগ কোরে গেলেন।

ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের বাড়ীতে ঐ রকম কামিনীদের গুপ্তনিবাস আছে, সালিস্‌বরী নগরের কেহই সেই গুপ্ততত্ত্ব জান্‌তো না। স্থানে স্থানে অবশ্য ঐ কথা নিয়ে কাণাকাণি

হতো, কিন্তু কিছুই প্রকাশ পেতো না। পাছে ডাক্তারের ব্যবসায়ের হানি হয়, সম্ভ্রম নষ্ট হয়, সেই ভয়ে কেহই কিছু ফুটে বোল্‌তো না। যে যতটুকু জান্‌তে পাত্তো, মনে মনেই চেপে চেপে রাখ্‌তো।

ক্রমে ক্রমে আমি জান্‌তে পাল্লেম, ও কাজটাতে ডাক্তারসাহেবের বিলক্ষণ অর্থলাভ ছিল। ডাক্তারীতে তাঁর যত লাভ,—সাকিনের দোকানের বখ্‌রাতে তাঁর যত লাভ, ঐ প্রকারের গুপ্তকামিনীদের গুপ্ত আশ্রয়ের জন্য তদপেক্ষা তাঁর অনেক বেশী লাভ ছিল। দুটী ব্যবসায়ের মধ্যে একটী ব্যবসা পরিত্যাগ করা যদি তাঁর বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হতো, কিম্বা একটী ব্যবসা পরিত্যাগ কোত্তে যদি তাঁরে কোন রকমে বাধ্য হোতে হতো, তা হোলে তিনি নিজের ডাক্তারী পরিত্যাগ কোত্তেও বরং রাজী ছিলেন,—ওটী নয়। কেননা, দুই ব্যবসায়ের মধ্যে ঐটীই তাঁর বড় ব্যবসা। ঐটীতেই বেশী টাকা। বিবি পম্‌ক্রেট্‌ কি কারণে চুপি চুপি কথা কইতেন, কি কারণে কথা কইতে কইতে থেমে যেতেন, কি কারণে শিকারী বিড়ালের মত চতুরতা দেখাতেন, কি কারণে সন্দেহে সন্দেহে যা। তার মুখপানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ কোরে চাইতেন, ক্রমেই আমি সব বুঝ্‌তে পাল্লেম। ঔষধওয়ালা সাকিনের সঙ্গে ডাক্তার পম্‌ক্রেটের সৌহার্দ্দের আর একটী প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল। পুরুষধাত্রীর কর্ত্তব্যকার্য্য উপস্থিত হোলে—ঐ সাকিন প্রায় সর্ব্বদাই আমার মনিববাড়ীতে গতিবিধি কোত্তো। ঔষধের বখ্‌রা ছাড়া উভয়ের বাধ্যবাধকতার ঐ একটী প্রধান কারণ।

চারমাস অতীত। চারমাস আমি ডাক্তার পম্‌ক্রেটের বাড়ীতে চাকর আছি। এখন জুনমাস। জুনমাসের আরম্ভ। একদিন সন্ধ্যাকালে বাবুর্চীখানায় আমি বোসে আছি, বোসে বোসেই চাকরদের সঙ্গে গল্প কোচ্চি, ভোজনাগারে ডাক্তার আর সাকিন। মেমসাহেব বাড়ীতে নাই, নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। বাড়ীতে তখন গুপ্ত স্ত্রীলোক ছিল না, মেমসাহেব নিশ্চিন্ত। পাহারা থাক্‌বার আবশ্যক হতো না, কাজেই তিনি এখন স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়াতে পারেন। বোসে বোসে গল্প কোচ্চি, ভয়ঙ্কর নিনাদে দরজায় ঘণ্টাধ্বনি হলো। ব্যস্তহস্তে পুনঃপুনঃ খুব জোরে দরজায় আঘাত! আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেম। ভুলক্রমে সেদিন বড়ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। রাত্রি নটা বেজে গিয়েছে। অন্ধকার। রাস্তার। সেদিক্‌টাতে গ্যাসের লাণ্ঠন ছিল না। অন্ধকার বটে, কিন্তু সে অন্ধকারে মানুষ চেনা নিতান্ত দুর্ঘট ছিল না। সাকিনের দরজার রঙ্গীণ লাণ্ঠনের সমুজ্জ্বল আলো আমার মনিববাড়ীর সদরদরজার ধার পর্য্যন্ত উজ্জ্বল কোরে রেখেছিল। রাস্তার ফুটপাথের উপর একটী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, স্পষ্টই আমি দেখ্‌তে পেলেম। দেখ্‌বামাত্রই চিন্‌লেম, সার্‌ মালকম্‌ রাবেনহাম!

সম্মুখে আমারে দেখ্‌তে পেয়ে, সার্‌ মালকম্‌ আমারেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ডাক্তার পম্‌ক্রেট ঘরে আছেন?"

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমি উত্তর দিলেম, "আছেন।"—উত্তর দিলেম, কিন্তু ভয়ানক

বিস্ময় বোধ হলো! এ লোক এখানে কেন? নানাকারণে যে লোকের উপরে আমার বিজাতীয় ঘৃণা, সে লোক অকস্মাৎ সালিস্‌বরী নগরে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর পাবার শীঘ্র আশা নাই। সার্ মাল্‌কম্ আবার আমারে বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে তুমি তাঁকে গিয়ে বল, একটী ভদ্রলোক এসেছেন, এখনি সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। নামে দরকার নাই, নাম বোল্‌তে হবে না, আমি আমার নিজের কাজেই এসেছি,—বিশেষ দরকার! শীঘ্র সংবাদ দেও!"

হুকুমগুলিও বাবেন্‌হামের মুখে তাড়াতাড়ি উচ্চারিত হলো। আমি সংবাদ দিতে চোল্লেম। বাবেন্‌হামকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তে বোল্লেম না।—একটীও কথা কইতে পাল্লেম না। লোকটীকে দেখেই আমার ভয় হয়েছিল। সদরদরজা খুলে রেখে দালানের দিকে আমি অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। বাবেন্‌হাম আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে লাগ্‌লেন। আমার ইচ্ছাও তাই ছিল। পাশের একটা বৈঠকখানার দরজাও খুলে রাখ্‌লেম। সে ঘরে আলো জ্বোল্‌ছিল। যদি কেনে লোক দেখা কোত্তে আসেন, সেই জন্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ঘরে আলো থাকে। সার্ মাল্‌কম্ বাবেন্‌হাম ত্রস্তপদে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন, আমিও বাহির থেকে তাড়াতাড়ি দরজা টেনে দিলেম।

বাবেন্‌হাম আমারে চিন্‌তে পারেন নাই। নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, চিন্‌তে পাল্লেন না। চিন্‌তে পার্‌বার সম্ভাবনাও বড় কম। আমি যখন দালানে দাঁড়িয়ে ছিলেম, তখন দালানে আলো ছিল না, আমার নিজে রগায়ের উপরেও একটা ছায়া পোড়েছিল, সে ছায়াতে অন্ধকারে লোক চেনা যায় না। তা ছাড়া বাবেন্‌হাম আমারে অল্পই চেনেন। বড় জোর দু তিনবারমাত্র তিনি আমারে চার্লটনপ্রাসাদে দেখেছেন। একরাত্রে আমি তাঁরে থিয়েটারে দেখেছি। সে রাত্রে বায়োলেট মর্টিমার আর তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেইমাত্র দেখা। কিন্তু তিনি আমার দিকে চেয়েও দেখেন নি। তার অনেকদিন পরে এক্‌ষ্টার নগরের মদের দোকানের সাম্‌নে সদররাস্তার উপর গাড়ীর ভিতর যে রাত্রে আমি উঁকি মারি, সে রাত্রেও একবার ক্ষণমাত্র দেখা। সে সকল দেখাতে এক জন নূতন লোককে চিনে রাখা বড় সহজ নয়। রাস্তার লাণ্ঠনের আলোতে ক্ষণকালমাত্র দেখা। অধিকন্তু, কে যে আমি, সেটা তাঁর জানাই ছিল না। এ অবস্থায় তত দূরদেশে ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের বাড়ীতে হঠাৎ দেখ্‌লেই যে তিনি আমারে চিন্‌বেন, সেটা আমার বিশ্বাস হয় না। চিন্‌তে পাল্লেন না, সেটাও বড় বিচিত্র কথা নয়। বিশেষত চার্লটন প্রাসাদে যখন তিনি আমারে দেখেন, তার পর দেড় বৎসর অতীত হয়ে গেছে। দেড় বৎসরে আমার চেহারারও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। শৈশবে আর যৌবনের প্রথমে অতি শীঘ্র শীঘ্রই আকারের পরিবর্ত্তন হয়। নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, বাবেন্‌হাম আমারে চিন্‌তে পাল্লেন না।

তারপর আমি কি কোল্লেম? তাড়াতাড়ি সদরদরজা বন্ধ কোরে দিয়ে, দালানের আলোটী

জ্বেলে দিলেম। সন্ধ্যাকালে জ্বাল্‌তে ভুল হয়ে গিয়েছিল, অন্ধকার দেখে ডাক্তার পাছে রাগ্ করেন, সেই জন্যই আলোটী জ্বেলে রেখে ভোজনাগারে প্রবেশ কোল্লেম। ডাক্তার আর তাঁর বন্ধু সাকিন সে সময় ভোজনাগারেই ছিলেন। আমি প্রবেশ কোল্লেম। প্রবেশ কোরেই দেখি, সম্ভবাধিক মদিরাপানে ডাক্তারের বদনমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠেছিল। টেবিলের ধারে খালি বোতল পোড়ে ছিল, তাতেই আমি বুঝ্‌লেম, দুটী বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধোরে পূর্ণবোতলের সঙ্গে বিলক্ষণ আমোদ কোরেছেন। ডাক্তার সাহেবকে আমি বোল্লেম, "একটী ভদ্রলোক এসেছেন, বোল্লেন, ভারী দরকার, এখনই সাক্ষাৎ কোত্তে চান।"—ডাক্তার বোল্লেন, "শীঘ্র আমাকে একটা সোডাওয়াটার দেও।" তৎক্ষণাৎ আমি দিলেম। এক নিশ্বাসেই তিনি বোতলটী খালি কোল্লেন! তার পর বেশ বিনম্রভাব ধারণ কোরে ভদ্রলোকটীর সঙ্গে দেখা, কোত্তে চোল্লেন।

আমি আর সে দিকে গেলেম না। আমি আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে রন্ধনগৃহে উপস্থিত হোলেম। তখন আবার আমার মনে নূতন চাঞ্চল্য—নূতন চিন্তার উদয়! সার্ মাল্‌কম্ বারেন্‌হাম্ এখানে কেন? কতখানা ভাবনাই যে তখন একসঙ্গে জড় হোতে লাগ্‌লো, তা আমি বোল্‌তে পারি না। চেষ্টা কোল্লেম, ভাবনাগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিই, চেষ্টা বৃথা হলো। সে সকল চিন্তার কথা প্রকাশ কর্‌বার সময় তখন নয়। আমি দেখ্‌লেম, প্রায় বিশমিনিট পরে সার্ মাল্‌কম্ বিদায় হোলেন। ডাক্তার আবার ভোজনগৃহে ফিরে গিয়ে সাকিনের কাছে বোস্‌লেন।

তিন দিন গেল। সে তিন দিন আমার চিত্ত সর্ব্বদাই অস্থির! গুপ্তগৃহের কিঙ্করী উপরের একপ্রস্থ গুপ্তগৃহ ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার কোচ্চে। যে যে সজ্জা প্রয়োজন, দস্তুরমত সাজাচ্চে। শুন্‌লেম, একটী স্ত্রীলোক এসে থাক্‌বেন। আমার যে তখন কি সন্দেহ বাড়্‌লো, পাঠকমহাশয়ের কাছে সেটা আর অপ্রকাশ রাখ্‌বো না। পূর্ব্বেই পরিচয় দেওয়া হয়েছে, ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের বাড়ীর গুপ্তমহলে মাঝে মাঝে নূতন নূতন স্ত্রীলোক এসে বাস করে। কি কারণে বাস করে, সেটীও প্রায় অপ্রকাশ নাই। সার্ মাল্‌কম্ বারেনহাম্ ব্যস্ত হয়ে দেখা কোত্তে এসেছিলেন। সেই দেখার পরেই ঘর সাজানো আরম্ভ হয়েছে। ভাব কি? সার্ মাল্‌কম্ একজন দেশবিখ্যাত লম্পট! নানাসূত্রে আমি জান্‌তে পেরেছি, সেই পাপিষ্ঠ নরাধম অনেক কুলকামিনীর কুল মজিয়েছে! এটাও সেই রকমের কোন কুৎসিত কাণ্ড হবে!—কিন্তু কে সেই স্ত্রীলোক? মনে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক এলো। লম্পটেরা কত কামিনীর সন্ধানে সন্ধানে ফেরে, কতই সতী কামিনীর সতীত্ব নষ্ট করে!—কত শত কুমারী বালিকার কুমারীব্রতে কলঙ্ক দেয়, সে সকল গণনা করা কার সাধ্য? সার্ মাল্‌কমের কতরকম গুপ্তকামিনী আছে, কোন্ কামিনীর লজ্জাগোপনের জন্য ডাক্তারের বাড়ীতে গুপ্তবন্দোবস্ত হোচ্চে, তা আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্চি না, কিন্তু মনের ভিতর আগুন জ্বোল্‌ছে। শুনেছি, এবাড়ীতে কত রকম কুৎসিত সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে সব কথায় ত আমার মন এত পোড়ে না!

বাবেনহামের সংস্রব দেখে দিবারাত্রি কেন এমন মন পোড়ে!—সন্দেহ!—ভয়ানক সন্দেহ! কিছুতেই সে সন্দেহের ভঞ্জন হবার উপায় দেখ্‌ছি না।

চতুর্থদিবসের মধ্যাহ্নকালে আমি জান্‌তে পাল্লেম, সত্য সত্যই একটী স্ত্রীলোক আসবে। গুপ্তগৃহেই তারে রাখা হবে। বাড়ীর দাসীচাকরের মুখেও সেই কথা আমি শুন্‌লেম। ক্রমে বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল। গুপ্তগৃহের কিঙ্করী স্বভাবতই অল্প কথা কয়, নূতন গৃহসজ্জার কথা উঠ্‌লেও সেইরূপ অল্প কথায় হুঁ হাঁ দিয়ে যায়, তাতেও যেন কতদূর সাবধান। তার মুখে কোন কথাই প্রকাশ হলো না। সাব্ মালকমের নামটী পর্য্যন্ত না। মনে কোল্লেম, দাসী হয় ত সে নাম জানেও না। নাম ঠিকানা কিছুই জান্‌লেম না, কিন্তু নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, একজন আস্‌বে।—কে যে আস্‌বে, তার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ নাই। সাব্ মাল্‌কমের পরামর্শমত বন্দোবস্তেই ঐ প্রকার আয়োজন। সেটীও যে ঠিক, তাও আমি কাহারও মুখে শুন্‌লেম না। হয় ত এ বন্দোবস্তের সঙ্গে মাল্‌কমের কোন সম্বন্ধই নাই। তিনি হয় ত অন্য কাজের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে দেখা কোত্তে এসেছিলেন। এটা আমার প্রবোধ। কিন্তু হায়! মনকে যতই প্রবোধ দিবার চেষ্টা করি, মালকম্ নয়,—মালকমের সম্পর্কের কেহই নয়, এই রকম অনুমান কোরে মনে মনে যতই তর্কবিতর্ক করি, কিছুতেই আমার বুকের আগুন নির্ব্বাণ হয় না।

চতুর্থদিবসে বিবি পসফেটের বড়ই চাঞ্চল্য! তিনি ক্রমাগত এঘর ওঘর ছুটোছুটী কোরে বেড়াচ্ছেন। "এটা কর, ওটা কর, ও রকম নয়, এ রকম চাই" এই সব কথা বোলে কিঙ্করীর প্রতি আদেশ প্রচার হোচ্ছেন। পূর্ব্বের তিনদিন ডাক্তারপত্নীর ততদূর ব্যস্তভাব দেখা যায় নাই। তাঁরে ততখানি ব্যস্ত দেখে আমি অনুমান কোল্লেম, যার জন্য আয়োজন, আজ রাত্রেই হয় ত সেই স্ত্রীলোকটী আস্‌বে। কে আস্‌বে?—আমি তারে চিনি কি না?—মন বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো!

চঞ্চলমনকে চঞ্চল রাখা আরও দোষ। সন্ধ্যাকালে অন্য অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে থাক্‌লেম। রাত্রি যখন দশটা বাজ্‌লো, তখন আর আমি কোন কিছু দেখ্‌বার অভিলাষে বাহিরে থাক্‌তে ইচ্ছা কোল্লেম না। আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম। চিন্তার আগুনে মনে তখন আমার এতদূর যন্ত্রণা যে, আরামের আশা চিন্তাপথেই এলো না। বিছানার উপর উঠে বোস্‌লেম। বাড়ীর সকল ঘরের উপরতালায় আমার ঘর। সেই ঘরের জানালা দিলে সদর রাস্তা দেখা যায়। কিন্তু জানালার নীচে এতখানি চওড়া চওড়া কার্ণিস্ যে, রাস্তার ফুট্‌পাথের উপর কে আসে কে যায়, সেটী স্পষ্ট দেখা যায় না। রাস্তা দিয়ে অনবরত গাড়ী চোলে যাচ্ছে। যতবার শব্দ পাচ্ছি, কাণ পেতে শুন্‌ছি, আমাদের বাড়ীর দরজার কাছে কোন গাড়ী থামে কি না। কতরকম কত গাড়ী গড় গড় কোরে চোলে গেল, থাম্‌লো না। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিও অনেকদূর চোলে গেল। অবশেষে আর একখানা গাড়ীর শব্দ কাণে এলো। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার আমি কাণ পেতে শুন্‌লেম। এই বারেই ঠিক!

এইবার সেই গাড়ীখানা আমাদের সদর দরজার কাছে দাঁড়ালো। শব্দ পেলেম না, তাতেই বুঝ্‌লেম, দাঁড়ালো।

আস্তে আস্তে ঘরের দরজাটী আমি খুল্লেম, আস্তে আস্তে বেরুলেম, অর্দ্ধেক সিঁড়ি নেমে গেলেম। আস্তে আস্তে সদরদরজায় কে যেন দুবার আঘাত কোল্লে। একটু পরেই শুনতে পেলেম, দালানের ভিতর মানুষের পায়ের শব্দ। মানুষ যেন খুব ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি চোলে আস্‌ছে, এমনি শব্দ। আমার মনে আঘাত লাগ্‌লো। মনের ভিতর যেন কতই অমঙ্গলের তুফান উঠ্‌তে লাগ্‌লো। মনে কোল্লেম, চীৎকার কোরে উঠি। অকস্মাৎ ভয়!—কেন যে ভয়, তা জানি না। ইচ্ছা হোতে লাগ্‌লো, তখনই ছুটে গিয়ে জেনে আসি, ব্যাপার কি? কিন্তু না,—গেলেম না।—সিঁড়ি থেকে নাম্‌লেম না। যেখানে ছিলেম, অচলের মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। অচল, কিন্তু অটল নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম।—থরহরি কম্প! বোধ হোতে লাগ্‌লো, মুহূর্ত্তমধ্যে হঠাৎ যেন আমি অনন্ত তুষারস্তূপে ডুবে গেছি!

মানুষের কথার ফুস্ ফুস্ শব্দ শুনতে পেলেম। কিন্তু কারা তারা, কারা কথা কোচ্চে, তা আমি তখন কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। তার পর সিঁড়িতে আবার পদশব্দ শুন্‌লেম। আস্তে আস্তে কারা যেন উপরে উঠে আস্‌ছে। গুপ্তমহলের বাহিরের দরজা খুলে গেল। খুলে গিয়েই আবার বন্ধ হলো। কেঁপে কেঁপে আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌লো,—বুক ধাফাতে লাগ্‌লো। কাঁপ্‌তে কাঁপতেই আমি আপন গৃহে পুনঃপ্রবেশ কোল্লেম। কম্পিতকলেবরেই বিছানায় গিয়ে শয়ন কোল্লেম। চক্ষে যেন বন্যা এলো। অন্তর্যাতনায় ছট্‌ফট্ কোরে আমি রোদন কোল্লেম। বড় বড় নিশ্বাস পোড়্‌তে লাগ্‌লো। আমার অন্তকরণ যেন আমারে সেই সময় বোলে দিলে, ওঃ!—আমি!—আমি আর আনাবেল আজ রাত্রে সালিস্‌বরীর ডাক্তার পমফ্রেটের বাড়ীতে পাশাপাশি ঘরে অবস্থান কোচ্চি!—ওঃ! অসহ্য!—অসহ্য!—অসহ্য!

আনাবেল এসেছে! ডাক্তারের গুপ্তগৃহে আনাবেল বুঝি—হায় হায়! আনাবেল বুঝি লজ্জাকলঙ্ক ঢাকা দিতে এসেছে! ওঃ! সে রাত্রে কতক্ষণ যে আমি বিভীষণ যন্ত্রানলে দগ্ধবিদগ্ধ হয়েছিলেম, হতাশ আর মর্ম্মভেদী দুঃখ আমারে যদি তখন নিতান্ত দুর্ব্বল—নিতান্ত অক্ষম, আর নিতান্ত নিশ্চেষ্ট কোরে না ফেল্‌তো, তা হোলে বোধ হয়, সে আগুনের আর শেষ হতো না। বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পোড়্‌লেম। ঠিক সময়ে নিদ্রারও অনুগ্রহ হলো। আগুনকে বুকের ভিতর রেখে, আশু আমি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত।

সে রাত্রে নিদ্রাতেও আমার সুখ হোল না। উঃ! এখনও বোল্‌তে গা কাঁপে! কি ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্নই আমি দেখ্‌লেম! দেখ্‌লেম যেন, বিদ্যাধরীর মত পোষাক পোরে প্রফুল্লমুখে সহাস্যবদনে আনাবেল আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন! আনাবেলের দেহের ভিতর দিয়ে যেন স্বর্গীয় জ্যোতি বিকাশ পাচ্চে। রূপবতী আনাবেল সে রাত্রের স্বপ্নযোগে আমার চক্ষে যেন অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরূপ রূপবতী!

নির্ম্মলা পবিত্রকুমারী যখন আমাকে লানোভারের বাড়ীতে প্রথম দর্শন করে, তখন সেই কুমারীমুখে যে পবিত্রতার সুন্দর জ্যোতি আমি নিরীক্ষণ কোরেছিলেম, স্বপ্নেও সেই অকলঙ্ক কুমারীর অকলঙ্ক জ্যোতি আমার চক্ষের কাছে ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো। যে অঙ্গ নিরীক্ষণ করি, সেই অঙ্গই জ্যোতির্ম্ময়! স্বপ্নে দেখ্‌ছি, আনাবেল আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন,—বদনে হাসি আছে,—নয়নে সমুজ্জ্বল জ্যোতি আছে, সমস্তই যেন স্বর্গীয় জ্যোতি! আমি যেন স্বপ্নঘোরে আনাবেলের দিকে যুগলবাহু বিস্তার কোরে ধেয়ে যাচ্ছি! ওঃ! সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হলো! আর আমি সে মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেলেম্ না। সংসারের লোকেরা স্বপ্নের শক্তিকে যে মোহিনীশক্তি বলেন, সেটা কিন্তু ঠিক! সেই স্মরণীয় রাত্রে আমিই তার পরীক্ষা কোল্লেম;—আমিই তার সাক্ষী হোলেম। বিশেষ পরীক্ষা কোরে, আশ্চর্য্য মোহিনীশক্তির পরিচয়পেলেম।

স্বপ্নভঙ্গ হলো, নিদ্রাভঙ্গ হলো না।—স্বপ্নভঙ্গই বা কি প্রকারে বলি? সুখস্বপ্ন গেল,—আনাবেলের সেই বিদ্যাধরীমূর্ত্তি আমার চক্ষের কাছ থেকে সোরে গেল, কিন্তু আনাবেল ত গেল না!—তবে আর স্বপ্নভঙ্গ কি প্রকার? আবার আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, আনাবেল। উঃ! সে আনাবেল আর এক রকম!—সে স্বপ্ন ভয়ঙ্কর! আমি যেন চার্লটনগ্রামের গোরস্থানে উপস্থিত। আমি যেন সে সময় ধর্ম্মশালার গবাক্ষ দিয়ে আনাবেলকে দেখ্‌তে পাচ্চি। গির্জ্জার ঘড়ীর লৌহময়ী রসনা গর্জ্জনশব্দে সকলকেই যেন জানাচ্চে, রাত্রি দুইপ্রহর। আমি যেন দেখ্‌ছি, জ্যোৎস্না রজনী। সুশীতল চন্দ্র-কিরণ আমার গায়ের উপর যেন ঘন ঘন তুষার বর্ষণ কোচ্চে। আমি দেখ্‌ছি, গির্জ্জার ভিতর আনাবেল! চন্দ্রকিরণে তখন যেন আমার অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত ভেদ হয়ে যাচ্চে! ধর্ম্মশালার প্রকোষ্ঠে আনাবেল! জীবনশূন্য দেহকে যে রকম কাপড় পোরিয়ে গোর দেয়, সেই রকম গোরের কাপড়পরা আনাবেল! স্বপ্নে আমি কেঁপে উঠ্‌লেম! আনাবেলের মুখ দেখ্‌লেম!—উঃ! কি ভয়ানক মূর্ত্তি! মুখখানি যেন ধব্‌ধবে সাদা! মড়ার মত মুখ! স্বপ্নাবেশেই দারুণ ভয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম। তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ! আর আনাবেল নাই!

চোম্‌কে উঠ্‌লেম, চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম, কেঁদে উঠ্‌লেম। স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে,—নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে, তবু আমি কাঁপ্‌ছি। অকস্মাৎ আমার পাশের ঘরের একটী দরজা তাড়াতাড়ি খুলে গেল। কে যেন শীঘ্র শীঘ্র চঞ্চলহস্তে খুলে ফেল্লে। দ্রুতপদে ফিলিপ্ আমার ঘরে প্রবেশ কোল্লে। আমার ঘরের পাশেই ফিলিপের শয়নঘর। ফিলিপ্ আমার ঘরে প্রবেশ কোরেই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হয়েছে কি? তুমি অমন কোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লে কেন?"

এ প্রশ্নে আমি যে উত্তর দিলেম, সেটীও মিথ্যা বলা হলো না। সত্যই বলা হলো, কিন্তু খুব সংক্ষেপে। আমি বোল্লেম, "ভারী একটা কুস্বপ্ন দেখে ডরিয়ে উঠেছি!"

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে ফিলিপের প্রত্যয় জন্মালো। প্রত্যয়ের আর এক

কারণ ছিল। আমার মুখের চেহারায়, চক্ষের ভঙ্গীতে, সে তখন বেশ বুঝ্তে পেরেছিল, যথার্থই আমি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি।

ফিলিপ্ আবার আপনার ঘরে চোলে গেল। আমিও বিছানা থেকে লাফিয়ে পোড়্লেম। একখানা দর্পণের কাছে ছুটে গেলেম। সেই দর্পণে আমি আপ্নার মুখ আপ্নি দেখ্লেম। কি দেখ্লেম!—উঃ! তখন আমার নিজের মুখের যে রকম ভঙ্গী, সে ভঙ্গী এখন আর আমি অনেক স্মরণ কোরেও বোলে উঠ্তে পাচ্ছি না!

দাঁড়াতে পাল্লেম না। বোসে পোড়্লেম। কোন রকমে যদি একটু সুস্থ হোতে পারি, যথাশক্তি চেষ্টা পেতে লাগ্লেম। চেষ্টা সফল হলো না। বিলক্ষণ বোধ হোতে লাগ্লো, এ রকম স্বপ্ন অবশ্যই কোন ভয়ানক অমঙ্গলের নিদর্শন!

পূর্ব্বেই বোলে এসেছি, এ সময়টা জুনমাসের আরম্ভ। আর তিন সপ্তাহ পরে পুনর্ব্বার সেই দক্ষিণায়নপর্ব্ব উপস্থিত হবে! সেই রাত্রে ঘড়ীতে যখন বারোটা বাজার শব্দ হবে, সেই সময় দক্ষিণায়নের বর্ষপূর্ণ। গতবর্ষের এই রজনীতে চার্লটনগ্রামের ধর্ম্ম-মন্দিরে ঠিক দুইপ্রহরের সময় আমি আনাবেলো ঐ রকম চেহারা দেখেছিলেম! আবার সেই দক্ষিণায়নপর্ব্ব হাতে হাতে!

পঞ্চত্রিংশ প্রসঙ্গ।

আবার দক্ষিণায়ন।

যেদিনের ঘটনাটী আমি পূর্ব্বপ্রসঙ্গে বর্ণনা কোরে এলেম, সেদিনটী আমি নিরবচ্ছিন্ন অসুখে অসুখেই কাটালেম। কিছুই ভাল লাগলো না। মনে কেবল অদ্ভুত অদ্ভুত দুর্ভাবনা। চাকরেরা আমার ভাবগতিক দেখে হেতু জিজ্ঞাসা কোল্লে, আমি অমনি দুকথায় উত্তর দিয়ে তাদের ভুলিয়ে দিলেম। রাত্রের কুস্বপ্নই আমার একমাত্র উত্তর। ফিলিপও সেই সময় সেইখানে উপস্থিত ছিল, সরাসর আমার কথাই সত্য বোলে প্রমাণ দিলে।

যারা শুন্লে, তারা বিশ্বাস কোল্লে, কুস্বপ্ন দেখেই আমি বিমর্ষ। কিন্তু এখন আমি নিজে কি রকমে বিশ্বাস করি? কেন আমি বিমর্ষ? কেন আমি চিন্তাকুল? গত রাত্রের লুকাচুরি! একটী স্ত্রীলোক এসেছে।—চুপি চুপি এসেছে। স্ত্রীলোকটী কে? আমি ত এক একবার পাগল হই! আমি ভেবেছি, আনাবেল। সত্যসত্যই হয় ত আনাবেল হবে। সেই দুরাচার মাল্কম্ যখন এই চক্রের গোড়া ধোরে আছে, তখন হয় ত অবশ্যই আনাবেল। তথাপি ঠিক হোচ্ছে না। জেনবিবিকে জিজ্ঞাসা কোরে

জান্‌বো,—বোল্‌বে না জান্‌তে পাচ্চি,—ও সব কথার বেলা জেন্‌বিবির বাক্য হোরে যায়, তা আমি অনেকবার দেখেছি। বোল্‌বে না বুঝ্‌তে পাচ্চি, তবু ইচ্ছা হোচ্চে, একটীবার দেখ্‌তে পেলে জিজ্ঞাসা করি, কে এলো ? নামটী যদি নাও বলে,—নামটী যদি নাও জানে, চেহারাখানি কেমন, তাই আমি জিজ্ঞাসা কোর্‌বো। চেহারা বোল্‌তে দোষ কি ? চেহারা হয় ত বোল্‌তে পারে। ভারী ইচ্ছা হলো জিজ্ঞাসা করি, কাজের সময় কিন্তু সাহস হলো না ! কিছুই জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লেম না !—দেখতেও পেলেম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হলো না ! সাহস কোত্তে পাল্লেম না। কি জানি, জেন্‌ বিবি যদি আমার কথার উত্তর না দিয়ে, আমার জিজ্ঞাসার কথাটা বাড়ীর ভিতর বোলে' দেয়, আমিই ফ্যাসাতে পোড়্‌বো। উত্তর সে দিবে না। অনেকবার আমি দেখেছি, তার অভ্যাস ভারী চাপা চাপা। কোন একটা কথা বোল্‌তে বোল্‌তে হঠাৎ আর একটা বাজেকথা এনে ফেলে। কথার অবসর না থাক্‌লে কথার মাঝখানে হঠাৎ অম্‌নি তাড়াতাড়ি সাবধান হয়ে চেপে যায়। জেনবিবির কাজটাকে আমাদের ডাক্তারসাহেব বড়ই বিশ্বাসের কাজ বিবেচনা করেন। খুব সাবধানে সেই বিশ্বাস লুকিয়ে রাখ্‌বার জন্যই জেনবিবির বেতন বেশী তা ছাড়া, যে সকল লোকের উপকারে জেনবিবির উপর বিশ্বাস স্থাপন, পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হয়ে সেই সকল লোক জেনবিবিকে প্রচুর প্রচুর পুরস্কার দেন। জেনবিবি যদি সে বিশ্বাস নষ্ট করে, কর্ম্মটী হারাবে, সেই ভয়।

কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না। এক একবার কে যেন আমারে বোলে দিচ্ছে, তাই ! আনাবেলের সঙ্গেই আমি এক বাড়ীতে রয়েছি ! উঃ ! সেটা কি আমার পক্ষে সামান্য যন্ত্রণা ! আনাবেল !—আমার সেই আদরিণী আনাবেল ! আনাবেলেতে আমাতে এক বাড়ীতে আছি, অথচ আনাবেলকে দেখ্‌তে পাচ্চি না ! দেখ্‌তে যেতে সাহস পাচ্চি না !—ওঃ ! যন্ত্রণা !—সেটা কি আমার পক্ষে তখন সামান্য যন্ত্রণা ! ওঃ ! আনাবেল হয় ত কতই অসুখে রয়েছেন ! আনাবেলের হয় ত কতই শক্ত পীড়া হয়েছে ! আমার মনে যে সন্দেহ প্রবল, সে সন্দেহ যদি সত্য হয়,—ওঃ !—লজ্জা !—মান !—সম্ভ্রম ! বংশ !—ওঃ ! তা যদি সত্য হয়, তবে আর কি সুখে আনাবেল সুখী হবেন ? মহা অমঙ্গলের আশঙ্কটাই আমার মনে বেশী আস্‌ছে।

তাই ত !—কেমন কোরে আমি জান্‌লেম আনাবেল ? কে এসেছে, কে লুকিয়ে আছে, কিছুই জানি না, কেবল মনে মনে সন্দেহ কোচ্চি, আনাবেল !—সম্পূর্ণ সন্দেহ ! তবে কেন নিশ্চয় স্থির করি আনাবেল ? পাগল আমি !—না !—আমার অন্তরাত্মা যেন আমারে পুনঃপুন ডেকে ডেকে বোল্‌ছেন, যা আমি সন্দেহ কোচ্চি, তাই ঠিক !

ওঃ ! সে সময় আমার মনের যে কি প্রকার ভয়ানক অবস্থা, যদি আমি এই স্থলে বর্ণে বর্ণে স্বরূপকথায় সে অবস্থার স্বরূপ ছবি চিত্র করি, তা হোলে মানবসংসারের সমস্ত অন্তরাত্মাকে বিচলিত করা হয়। ততদূর মর্ম্মভেদী কথায় পাঠকপাঠিকার হৃদয়কে আমি উত্তেজিত কোত্তে ইচ্ছা করি না। বেশী কথা বোল্‌বো না।

কয়েকদিন অতীত হয়ে গেল। গুপ্তগৃহের গুপ্তকামিনী সমভাবেই গুপ্ত! এই স্ত্রীলোকটী আস্‌বার পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটীকে ঐ রকমে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেটীও যেমন ঘরের বাহির হতো না, এটীও ঠিক তেম্‌নি। আমার কিন্তু মহা আগ্রহ। মনকে যতই প্রবোধ দিবার চেষ্টা করি, ততই দর্শনেচ্ছা বলবতী হয়ে উঠে। জেনবিবি দিবা-রাত্রি সেই কামিনীর নিকটে থাকে। বিবি পম্‌ফ্রেট অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই কামিনীর ঘরে বোসে থাকেন। আমি যেতে পাই না। আমার কিন্তু অহরহ মহা কৌতূহল! যে মহলে সেই কামিনী, যে সিঁড়ি দিয়ে সেই মহলে যাওয়া যায়, এক একদিন আমি গুপ্তভাবে সেই সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। যার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি, সে যদি একবার ঘরের চৌকাট পার হয়, এঘর থেকে যদি ওঘরে যায়, তা হলেই দেখ্‌তে পাব, সেই ইচ্ছাতেই সিঁড়ির পাশে লুকিয়ে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কিছুই দেখ্‌তে পাই না! সমস্ত আশাই বৃথা হয়। মনে কিন্তু মহা আগ্রহ!

হঠাৎ আমার মনে আর-এক ভাবের উদয়। সে ভাবটা পূর্ব্বে আমি ভাবি নাই। ইচ্ছা হোচ্চে দেখি; দেখে কিন্তু হবে কি, সে চিন্তা করি নাই। কে, তা জানি না, সত্যই যদি আনাবেল হয়, হঠাৎ যদি আমি এ অবস্থায় আনাবেলের চক্ষের কাছে গিয়ে দাঁড়াই, আনাবেল ত আমারে দেখে সুস্থির থাক্‌বেন না। আনাবেল হয় ত লজ্জায় এককালে মোরে যাবেন। যন্ত্রণার উপর আরও যন্ত্রণা- আরও শতগুণ যন্ত্রণা বাড়ানো হবে। না না,—দেখা করা হবে না। যাতনার উপর যাতনা দেওয়া বড়ই নিষ্ঠুরের কাজ! ওঃ! কি চক্ষে আমি এখন আনাবেলকে দেখ্‌বো? আমারেই বা আনাবেল কোন্ চক্ষে দেখ্‌বেন? উঃ। না না,—এখন না,—দেখা করা হবে না। যে রকমে পারি, আনাবেলের প্রতিমাকে হৃদয় থেকে এখন নির্ব্বাসিত করাই ভাল। ওঃ! না না,—তা আমি পার্‌বো না! সহস্র সহস্র কারণে আনাবেল আমার আদরের বস্তু। আনাবেলের হৃদয়ে অনুরাগের অঙ্কুর বোসেছিল! -আমার প্রতি—আমি বুঝেছিলেম, আমার প্রতি, আমিও -আমিও অকপটে স্বীকার কোত্তে পারি, আনাবেলের প্রতিমায় মনপ্রাণ সমর্পণ কোরেছিলেম আমি! কিন্তু হায়! সে দুরাশা এখন দূরে গেছে! আনাবেলের সঙ্গে আর আমার পবিত্র প্রণয়ভাবের সম্ভাবনামাত্র নাই! এখন আমার কেবল একমাত্র আশা!—আনাবেল আমার স্নেহময়ী ভগিনী! আনাবেল যদি—ওঃ!—আনাবেল যদি বাঁচে, সে অবসর যদি আসে, তা হোলে আমি পরমস্নেহে, পরমযত্নে আনাবেলকে সৎপথে ফিরাবার চেষ্টা পাব। কুমারীবয়সে মতিভ্রম ঘোটেছে,—মতিভ্রমে বিপথে পদার্পণ কোরেছে, সৎপরামর্শ দিয়ে সৎপথে আন্‌বার চেষ্টা পাব। আনাবেল যদি বাঁচে, সেইটীই তখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য হবে। আনাবেলের মতি ভবিষ্যতে আর যেন কুপথে না যায়, যেপ্রকার প্রবোধে গতপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সেই পরামর্শই দিব। সেইটী লক্ষ্য কোরেই আনাবেলের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্‌বার আশা এখনও যদি দেখ্‌তে পাই, তা হোলেও সেই চেষ্টা করি।

অবসর হলো না। দেখা পাওয়া গেল না। এক রকম ভালই হলো। দেখা কর্‌বার ইচ্ছাও তখন একটু সঙ্কুচিত কোল্লেম। তদবধি আর সিঁড়ির ধারে লুকিয়ে লুকিয়ে দাঁড়াতেম না। সেদিকেও আর যেতেম না। সে চেষ্টা পরিত্যাগ কোল্লেম। সময়ের প্রতীক্ষায় আশা বেঁধে থাক্‌লেম।

যখন যখন সদরদরজায় ঢুই ঢুই ঘা পড়ে, তখনই আমি কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দরজা খুলে দিতে যাই। কেন কাঁপি, পাঠকমহাশয় হয় ত বুঝ্‌তে পেরে থাকুবেন। মনে করি, এই বুঝি সার্ মালকম্ বারেন্‌হাম্। কেননা, যেদিন সার্ মাল্‌কমের প্রথম প্রবেশ, সেই দিন থেকেই ঐ রকম সঙ্কেতের আরম্ভ। কিন্তু তা নয়, সার্ মালকম্ একদিনও এলেন না। প্রথমরাত্রি থেকে কতদিন গত হয়ে গেছে, একদিনও তিনি আসেন নাই। বেশীরাত্রে এসেছিলেন কি না এসেছিলেন, তা আমি জানি না। আমি ত তাঁরে একদিনও দেখি নাই। সার্ মাল্‌কম্ হয় ত বেশীরাত্রে এসে থাক্‌বেন। ডাক্তার পমক্রেটের কার্-কারবারের কাণ্ডকারখানা যেরকম, তাতে বেশীরাত্রেও ঘনঘন ঘণ্টা বাজে, ঘনঘন দরজাঠেলার শব্দ হয়। রাত্রে দরজাখোলা কাজে আমারে যেতে হয় না। সে কাজটার ভার ফিলিপের উপর।

একপক্ষ অতীত। একদিন অকস্মাৎ এমন একটী ঘটনা ঘোটে গেল, যে ঘটনায় আমার মহাসন্দেহটা একপ্রকার নিশ্চয় হয়েই দাঁড়ালো। এই একপক্ষকাল দিবানিশি যা আমি চিন্তা কোচ্ছিলেম, সে বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ থাক্‌লো না। নিশ্চয় প্রমাণ পেলেম, নিশ্চয়ই আনাবেল সেই বাড়ীতে এসেছেন! কিসে সন্দেহ গেল, সে কথাও আমি বোল্‌ছি।

ডাক্তার পমক্রেট্ একদিন আমারে খানকতক চিঠী দিলেন। চিঠীগুলি ডাকে যাবে। আমারেই সেগুলি ডাকঘরে দিয়ে আস্‌তে হবে। আমি ডাকঘরে চোল্লেম। রাস্তায় যেতে যেতে ঐ সকল চিঠীর ভিতর একখানা চিঠীর শিরোনামের উপর আমার চক্ষু পোড়্‌লো। দেখ্‌লেম, লেখা আছে, "বিবি লানোভার,—নং—, গ্রেট রসেল ষ্ট্রীট, ব্লুম্‌বেরী, লণ্ডন।"

কার হাতের লেখা? অকস্মাৎ ভাবনা এলো। দশবারো বার ভাল কোরে দেখ্‌লেম, আনাবেলের লেখা। কাঁপা কাঁপা লেখা। লেখ্‌বার সময় হাত কেঁপেছে, সেটী বেশ বুঝা গেল। অনুমানেই বুঝ্‌লেম, পীড়িত অবস্থায় আনাবেল আপনার জননীকে পত্র লিখ্‌ছেন। আনাবেলের জননী তবে এখনও লানোভারের বাড়ীতেই আছেন। ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্তে আস্তে ডাকঘরের দিকে যাচ্চি। একবার যেন ইচ্ছা হলো, পত্রখানা খুলি। কি লেখা আছে দেখি। কলঙ্কিনী কুমারী কন্যা তাদৃশী স্নেহবতী দুঃখিনী জননীকে কি রকম মনোভাব জানাচ্চে, পত্রের ভাবার্থে সেই বাৎসল্যের ভাবার্থটা বুঝি;—কিন্তু তখনই আমি সে ইচ্ছাকে দমন কোল্লেম। খুল্লেম না, দেখ্‌লেম না, পাল্লেম না। বিশ্বাস নষ্ট কোত্তে আমি জানি না। বিশ্বাস কোরেই ডাক্তার সেই

পত্রগুলি আমার হাতে দিয়েছেন। আনাবেলেরও বিশ্বাস আছে। সে বিশ্বাস মুখে নাই, পত্রের ভিতরেই লেখা আছে। সে বিশ্বাস আমি নষ্ট কোত্তে পাল্লেম না। আনাবেলের জননীর কথাই মনে পোড়্‌তে লাগলো। ঠিকানায় বুঝ্‌লেম, তিনি এখন বাড়ীতেই আছেন। যে সাংঘাতিক রাত্রে আনাবেল আমারে স্থকৌশলে মেয়ে সাজিয়ে বাড়ী থেকে সোরিয়ে দেন, যে রাত্রে আমার প্রাণ যেতো, সেই রাত্রে আনাবেল আমারে রক্ষা করেন, সেই কথা জান্‌তে পেরে,—কিম্বা হয় ত সন্দেহ কোরেই দুরন্ত পাষণ্ড ল্যানোভার পবিত্র কুমারীটীকে হয় ত কতই গালাগালি—হয় ত কতই প্রহার কোরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। সেই যন্ত্রণাতেই নিরুপায় হয়ে কুমারী আনাবেল থিয়েটারে পরী হন! দিয়ে, সেই সূত্র থেকেই পবিত্রকুমারী অপবিত্রপথে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চেন! কিন্তু দুরাচার ল্যানোভার সে সময় তার অভাগিনী পত্নীকে বাড়ী থেকে তাড়ায় নি। আহা! তেমন সরলা স্নেহময়ী মহিলা কি এক পাষণ্ড স্বামীর হাতেই পোড়েছেন! স্বামীর উৎপীড়নেই তেমন ধর্ম্মশীলা মাতৃবৎসলা প্রাণসমা কুমারীধনে তাঁরে বঞ্চিত হোতে হয়েছে!

এই সকল ভাব্‌তে ভাব্‌তেই আমি ডাকঘরে চোলে গেলেম। ডাকঘর থেকে ফিরে এলেম। সেদিন আমার চিত্তচাঞ্চল্য এত বেড়েছিল যে, চাকরেরা পুনঃপুন উৎকণ্ঠিত হয়ে আমারে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লো, "হয়েছে কি?"—আমি কেবল দুই এক কথায় উত্তর দিয়ে, এক একটা কাজের অছিলায় এদিক্ ওদিক্ ছুটোছুটী আরম্ভ কোল্লেম। আর তারা কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার অবকাশ না পায়, সেই মৎলবেই দেখাতে লাগ্‌লেম, আমি যেন তখন কতই ব্যস্ত!

দিন যাচ্চে,—ক্রমশই দিন গত হয়ে যাচ্চে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ২৩এ জুনউপস্থিত। এই ২৩এ জুনেই দক্ষিণায়নপর্ব্ব। তেইশে জুন প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হবামাত্রেই সেই অমঙ্গলের দিনের দুশ্চিন্তাটা সর্ব্বাগ্রে আমার মনে এলো। ক্রমশই বেলা হোতে লাগ্‌লো। এই দিনের সঙ্গে আনাবেলের ভাগ্যের অতি নিকট সম্পর্ক! আজ সেই দিনের পরীক্ষা! আজ আনাবেলের মার্‌বার দিন!—আনাবেল আজ মোরে যাবে! হায় হায়!—সত্য কি?—আজিই কি আনাবেল পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হবে? ভৌতিক ভয় বোলে আতঙ্কটা মন থেকে উড়িয়ে দিবার বিস্তর চেষ্টা পেলেম, সমস্ত চেষ্টাই বিফল হলো। ক্রমশই আমি অস্থির,—ক্রমশই আমি উদ্বিগ্ন,—ক্রমশই আমি অসুখী! দক্ষিণায়নের নানাপ্রকার বিকট চেহারা আমার চক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়াতে লাগ্‌লো! জগতের একটী প্রাণীকে গ্রাস কর্‌বার অভিলাষেই যেন বড় বড় বাহু বিস্তার কোরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো! বড়ই চঞ্চল হয়ে পোড়্‌লেম। চাঞ্চল্যের সঙ্গে ভয়ের বৃদ্ধি! কেহ যদি সে সময় আমারে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, দুই এক কথায় কখনই আমি তাদের বিশ্বাস জন্মাতে পার্‌বো না, সে সন্দেহও আমার মনে আস্‌তে লাগ্‌লো। সমস্তদিন তাদের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ যাতে দেখা না হয়, খুব সাবধান হয়ে সেই পন্থাই অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম।

আহারের সময় এক জায়গায় বোস্‌তেই হলো, কিন্তু সে সময় আমি যেন কোন অলৌকিক কৌশলবলে তাদের কাছে নিজের মনোভাব গোপন কোরে রাখ্‌লেম। আকার ইঙ্গিতেও বেশ শান্তভাব দেখালেম।

বড় কষ্টেই দিন গেল। দিনটা যেন কতবড়ই দীর্ঘ বোধ হোতে লাগ্‌লো। বুকের ভিতর জলন্ত আগুন। চার্লটনগ্রামের গোরস্থানে যা আমি দেখেছিলেম, মনে মনে সেটাকে যদি মিথ্যা আতঙ্ক বোলে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা পাই, বোধ হয় যেন, ঠিক সেই সময় হৃদয়গহ্বর থেকে কে আমারে ডেকে বলে, 'মিথ্যা নয়! সব সত্য!' অমনি আমি কেঁপে উঠি!

রাত্রি এলো। রাত্রি যেন আর প্রভাত না হয়, সেইটীই তখন ইচ্ছা হলো। শয়নঘরে প্রবেশ কোত্তে ভয় হোতে লাগ্‌লো। সন্দেহসাগরে নিমগ্ন হয়ে রাত্রি দুইপ্রহরের আগমন প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম। কেন করি প্রতীক্ষা?—মনে মনে শঙ্কা হোতে লাগলো, কি একটা ভয়ানক কাণ্ডই উপস্থিত হবে।

রাত্রি যখন সাড়ে দশটা, দাসীচাকর সকলেই সেই সময় শয়ন কোত্তে চোলে গেল। কেবল জেন্‌বিবি গেল না। জেন্‌বিবি তখন রন্ধনগৃহেই থাক্‌লো। জেন্‌বিবি সেদিন ভারী ব্যস্ত। সর্ব্বদাই উপরনীচে ছুটোছুটী কোচ্চে। সাড়ে দশটার পর রন্ধনগৃহে বোসে আছে। রন্ধনগৃহে আগুন জ্বোল্‌ছিল। তত গর্ম্মীতেও আগুন জ্বোল্‌ছে। জেন্‌বিবি বোসে আছে। ভাব দেখে শীঘ্র যে শয়ন কোত্তে যাবে, এমন বোধ হলো না। বোধ হলো যেন, ঐ আগুনে তার কি প্রয়োজন আছে।—নিজের জন্য প্রয়োজন নয়, রোগীর জন্য কোন কিছু ঔষধপত্র প্রস্তুত করবার প্রয়োজন।

খানিকক্ষণ পরে আমি আপনার শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেম। একাকীই বোসে আছি, মুহূর্ত্তের জন্যেও শয্যা স্পর্শ কোত্তে ইচ্ছা হোচ্চে না;—বোসে বোসেই কেবল ভাবনাসাগরে ডুবে যাচ্চি। নিকটের গির্জ্জার প্রকাণ্ড ঘণ্টাতে গভীরশব্দে গর্জ্জন হলো, রাত্রি এগারোটা। আর একঘণ্টা বাকী। একঘণ্টা পরেই বর্ষপূর্ণ হবে। রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত আনাবেল যদি বেঁচে থাকে, তা হলেই আমি নিশ্চয় বুঝ্‌বো, চার্লটনগ্রামের গির্জ্জার সেই ঘটনাটা শুধুই কেবল মিথ্যা আতঙ্ক,—মিথ্যা কল্পনা। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিশা দুইপ্রহরের শেষ ঘণ্টাধ্বনি বাতাসের সঙ্গে মিশেয়ে না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিশ্বাস আমার দাঁড়াবে না।

দুইপ্রহর আস্‌ছে। আমারও বুকের ভয় বাড়্‌ছে। ভয়টা যেন আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধে যাচ্ছে। আধঘণ্টা অতীত।—আর আধঘণ্টামাত্র বাকী। সময় ত নিকট! আধঘণ্টা পরেই বর্ষপূর্ণ!

হঠাৎ শুন্‌লেম, সদরদরজা খুলে গেল। তৎক্ষণাৎ আবার বন্ধ হলো। জোরে জোরেই খোলা, জোরে জোরেই বন্ধ। কে যেন খুব ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। কিম্বা কে যেন সেই রকমে ব্যস্ত হয়ে,—হয় ত কোন ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে। একটু পরেই সাকিনের বাড়ীর দরজাঠেলা শব্দ পেলেম। ডাক্তারের বাড়ীর সম্মুখে যে রাস্তা, সেই রাস্তার পরপারেই সাকিনের বাড়ী। দরজার মাথার উপর রঙ্গীণ লাণ্ঠনে সাকিনের কাব্বারী আলো দপ্ দপ্ কোরে জ্বোলছে। জানালার কাছে ছুটে গিয়ে উঁকিমেরে আমি দেখ্‌লেম, স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলেম, সাকিনের সদরদরজার সিঁড়ির উপর ডাক্তার পম্‌ফ্রেট দাঁড়িয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি ঘরের আলোটা নিবিয়ে ফেল্লেম। ডাক্তার যদি রাস্তা থেকে উপরদিকে চেয়ে দেখেন, তখনও পর্য্যন্ত আমার ঘরে আলো আছে, দেখ্‌তে পেয়েই তিনি রাগত হবেন, সেই ভয়েই তাড়াতাড়ি নিবিয়ে ফেল্লেম। আবার জানালার ধারে গেলেম। সাকিনের লাণ্ঠনের আলোতেই দেখ্‌লেম, ডাক্তারসাহেবের সঙ্গে সাকিনসাহেব রাস্তাটা পার হয়ে এলেন। ডাক্তারের বাড়ীর সদরদরজা খোলা হয়েছিল, আবার বন্ধ হলো। আমিও আর ঘরের ভিতর বন্ধ থাক্‌তে পাল্লেম না। চঞ্চল হয়েই দরজা খুলে ফেল্লেম। চঞ্চল হয়েই বেরিয়ে এলেম। চঞ্চলভাবে বেরুলেম বটে, কিন্তু কেহ কিছু সাড়াশব্দ পায়, এমন লক্ষণ কিছুই জানালেম না। নীচের তালায় মানুষের পদশব্দ, আর জড়ানো জড়ানো কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগ্‌লো। চকিতমাত্রেই আমার কেমন লজ্জা এলো। কি কোচ্চি, কেন বেরিয়েছি, কাদের কথা শুন্‌তে চাচ্চি, ভাল কাজ হোচ্চে না। চুপি চুপি আবার ঘরে ফিরে গেলেম। মন তখন বড়ই অস্থির কি না, ঘরে প্রবেশ কোরে দরজাটী বন্ধ কোত্তে ভুলে গেলেম।

বিছানায় শুলেম না। একধারে একখানি চৌকীর উপর বোসে, মাথা হেঁট কোরে রইলেম। ভয়ানক ভয়ানক চিন্তা আস্‌তে লাগ্‌লো। এই রকমে প্রায় দশ পোনেরো মিনিট গত হয়ে গেল। আবার আমি মানুষের পদশব্দ শুন্‌তে পেলেম। সেবারে যেন আরও বেশী ভয় পেয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে, তাড়াতাড়ি কারা চোলে আস্‌ছে, ঠিক এই রকম বোধ হলো। আবার মনে নানাপ্রকার সংশয় আস্‌তে লাগ্‌লো। সংশয়ের সঙ্গে আতঙ্ক;—ভয়ানক আতঙ্ক! কি ভাব্‌ছি, কি কোচ্চি, কিছুই জ্ঞান ছিল না।

ছুটে বেরুলেম। কি একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘোটেছে, কেবল সেইটীই তখন মনে হতে লাগ্‌লো। যতপ্রকার ভৌতিক ভয়, যতপ্রকার আশঙ্কা, সবগুলিই একত্র হয়ে আমার মাথার উপর যেন সাংঘাতিক মুগুর মাত্তে এলো। আবার আমি সিঁড়ির কাছে এলেম। মানুষ দেখ্‌তে পেলেম না। মানুষের কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ কোল্লে। ওঃ! কি কথা তারা বলাবলি কোচ্চে?

বিবি পম্‌ফ্রেট্ বোলে উঠ্‌লেন, "যাঃ!—ফুরিয়ে গেছে! হায় হায়! অভাগিনী! আহা! অভাগিনী আর——"

"মোরেছে?"—তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে সভয়ে সকাতরে গুপ্তকিঙ্করী জেন্ বিবি বোলে উঠ্‌লো, "মোরেছে?"

কম্পিতকণ্ঠে আমার ওষ্ঠেও প্রতিধ্বনি হলো, মোরেছে! ওঃ! সেই ভয়ানক

কথাটা আমার মাথার ভিতর যেন ঝঙ্কার কোত্তে লাগ্‌লো ! বুকে যেন তীর বিঁধ্‌তে লাগ্‌লো ! আমি যেন আত্মহারা হোলেম ! মোরেছে !—আনাবেল মোরেছে ! উন্মত্তের মত জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেম। বেগে ছুটে গেলেম ! আমার মুখে তখন যে কথাটার প্রতিধ্বনি হয়েছিল, বিবি পম্‌ফ্রেট আর জেন্‌বিবি উভয়েই সেটা শুন্‌তে পেয়েছিলেন। তার পরেই আমার শশব্যস্ত পদধ্বনি শুন্‌তে পেলেন। চঞ্চল-নয়নে চেয়ে, তাঁরা যেন চমকিত হয়ে গেলেন। আমি তাঁদের পাশ কাটিয়ে ছুটে গেলেম। একটা পাশের ঘরের দরজা খোলা ছিল, সেই দরজার দিকে আমি ছুটে যাচ্চি, বিবি পম্‌ফ্রেট আর জেনবিবি, উভয়েই বাহুবিস্তার কোরে আমারে ধোত্তে এলেন। ওঃ! তখন যদি সংসারের সমস্ত নরসৈন্য একত্র হয়ে আমার গতিরোধ কর্‌বার চেষ্টা কোত্তো, তা হোলেও আমারে আট্‌কাতে পাত্তো না ! ছুটেছি ! সম্মুখ দিকেই আমি ছুটেছি !—পাগল হয়েই যেন ছুটেছি ! যে ঘরটার কথা বোল্লেম, সেটা যেন একটা ছোট বৈঠকখানা। ঘরের ভিতর মিট্‌মিট্‌ কোরে একটা আলো জোল্‌ছিল। ঘূর্ণা বায়ু যেমন ঘুরে ঘুরে ছুটে, সেই রকম ঘুরে ঘুরে ছুটে ছুটে ঘরটা আমি পার হয়ে গেলেম। কোথায় যাচ্ছি, জ্ঞান নাই ?

সেই ঘরের পরেই আর একটা ঘর। বামে, দক্ষিণে, কোন দিকে না চেয়ে, এককালে জ্ঞানশূন্য হয়েই সেই ঘরের ভিতর আমি ছুটে গেলেম। কি দেখ্‌লেম ?—ওঃ ! যে প্রতিমা অহরহ আমি হৃদয়মাঝে ধ্যান করি, যে প্রতিমা আমি অহরহ মনের নয়নে, প্রেমের নয়নে হৃদয়মাঝে দর্শন করি, সেই প্রতিমা—আমার মাথা ঘুত্তে লাগ্‌লো ! কেশরাশি এলো থেলো !—কাঁধের উপর দিয়ে, বুকের উপর দিয়ে, কতই অযত্নে ছড়িয়ে পোড়েছে ! সেই কেশরাশির ভিতরে আমার হৃদয়প্রতিমা জীবনশূন্য আনাবেল ! আনাবেলের জীবনশূন্য প্রতিমা বিছানার উপর অসাড় হয়ে পোড়ে আছে ! একটু তফাতে নিতান্ত বিষণ্ণবদনে একটী ধাত্রী দাঁড়িয়ে !—নক্ষত্রগতিতেই আমি ছুটে গিয়েছিলেম, নক্ষত্রগতিতেই সেই ভীষণ দৃশ্য আমার নেত্রপথে নিপতিত হলো ! কি যে আমি দেখ্‌ছি, সে সময় কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না ! হঠাৎ ডাক্তার পম্‌ফ্রেট আর তাঁর কার্‌বারী বন্ধু সাকিন মহাক্রোধে ছুটে এসে আমারে সে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিবার উপক্রম কোল্লেন।—কার সাধ্য ? সে সময় আমি যেন ব্রহ্মাণ্ডময় আনাবেলের মৃতদেহ দেখ্‌ছি ! জোরে তাঁদের দুজনকে ধাক্কা দিয়ে মৃতদেহ আলিঙ্গন কোত্তে যাচ্চি ! ঘরটা শুদ্ধ যেন ঘুর্‌তে লাগ্‌লো ! বিছানার উপর মরা আনাবেল যেন ঘুর্‌তে লাগ্‌লো ! সংসার যেন আমি অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম ! ডাক্তারসাহেব আবার আমারে আক্রমণ কোত্তে আস্‌ছেন, আমি থর্‌থর্‌ কোরে কাঁপ্‌ছি ! অস্ফুটস্বরে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম, "আনাবেল ! হায় ! হায় ! হায় !"

ঠিক এই সময়েই গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং ঢং শব্দে মহানিশা দ্বিপ্রহরের দ্বাদশ আঘাত গর্জ্জন কোরে উঠ্‌লো ! ডাক্তারের বাড়ীতে সেই ভীষণ গর্জ্জনের ভীষণপ্রকার প্রতিধ্বনি

হলো! চার্লটন-গ্রামে গত বৎসরের দক্ষিণায়নরজনীতে যেপ্রকার ভীষণধ্বনি শ্রবণ কোরেছিলেম, এ গর্জ্জনও ঠিক সেই প্রকার! পুনর্ব্বার হতাশে আমি চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম, "আনাবেল!"

কেবল নামটী মাত্র উচ্চারণ কোরেই এককালে আমি চৈতন্যশূন্য! ঘরের চৌকাঠের উপর আমি ঠিক্‌রে পোড়্‌লেম! তার পর কি হলো, জ্ঞান ছিল না!

ষট্‌ত্রিংশ প্রসঙ্গ।

সে কি তুমি না স্বপ্ন?

আমার ঘরেই আমি শুয়ে আছি। অল্প অল্প জ্ঞান হয়েছে। সে জ্ঞান বোধ হয় কোন কাজের নয়। শুয়ে শুয়ে কতরকম বিভীষিকাই দেখ্‌ছি। কতক্ষণ আমি সেই রকমে শুয়ে আছি, কতদিন হয় ত গত হয়ে গেছে, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, মাথা তুল্‌তে পাচ্চি না, রাত্রিবাস কাপড় পরা, নিকটে কেহই নাই। কেনই বা সে অবস্থায় আমি পোড়ে আছি? হয় ত ভয়ানক জ্বর হয়েছিল। কেনই বা হঠাৎ জ্বর? অনেক ভাব্‌লেম, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, ভাল কোরে চাইতে পাচ্চি না। কপালে হাত দিয়ে দেখ্‌লেম, একটা পটীবাঁধা। শিউরে উঠ্‌লেম! পটীর উপর টিপে টিপে দেখ্‌লেম, বেদনা বোধ হলো। দুই রগেই বেদনা। মনে কোল্লেম, হয় ত জোঁক বসিয়েছিল। বড়ই যন্ত্রণা!—শরীরেও যন্ত্রণা, মনেও যন্ত্রণা! আনাবেল মোরেছে! উঃ! সে যাতনার চেয়েও কি এ যাতনা বেশী? উঃ! আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম? আনাবেল আমার কাছে এসেছিল! উঃ! কালো পোষাক! আনাবেল মোরেছে! মরা আনাবেল কালো পোষাকে আমার সঙ্গে দেখা কোরেছে! আপনার মরণে আপ্‌নিই কি শোকবস্ত্র পরিধান কোরেছে! আমি যেন দেখিছি, সেই কৃষ্ণবসনে আনাবেল আরও যেন কতই সুন্দরী হয়েছে! সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই নাক,—সেই কেশ,—না—আমি যেন দেখেছি, কৃষ্ণবসনা আনাবেলের সেই বিমল সুচিকণ কেশরাশি তখন যেন কবরীবদ্ধ। আহা! মধুর মুখে মধুর হাসি! আমার অসুখে মরা আনাবেল হেসেছে! স্বপ্নে আমি আনাবেলকে দেখেছি! স্বপ্নে যেন আনাবেল আমার কাণে কাণে কি কথা বোলেছে! কে সে? স্বপ্নই দেখেছি! আনাবেল আমারে ভালবাস্‌তো! আনাবেলের প্রেতাত্মা স্বপ্নে আমারে দেখা দিয়ে গিয়েছে!—আনাবেলের রূপধারণ কোরেই আনাবেলের প্রেতাত্মা এসেছিল! ওঃ! সেই জন্যই তত রূপ,—তত লাবণ্য!

এই রকম ভাব্ছি, হঠাৎ বাধা পোড়্লো। আনাবেলের মরণঘরে যে ধাত্রীকে আমি দেখেছিলেম, হঠাৎ দরজা খুলে সেই ধাত্রী আমার ঘরে প্রবেশ কোল্লে। আমি মনে কোল্লেম, এটাও বুঝি স্বপ্ন! কিন্তু না, স্বপ্ন না! সত্যই সেই ধাত্রী। আমি যেন ঘুমুচ্চি, এইটী মনে কোরেই ধাত্রী নিঃসাড়ে ধীরে ধীরে আমার বিছানার ধারে এলো। আমি তখন একবার চেয়ে দেখি, একবার চক্ষু বুজি। ধাত্রীকে দেখে অতি ক্ষীণস্বরে, ওঃ! সে সময় অতি ক্ষীণস্বরে কথা কইতেও আমার যেন দম বন্ধ হয়ে এলো! শরীরের সমস্ত যন্ত্রে টান পোড়্লো! অতি ক্ষীণস্বরে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আমি ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমার হয়েছে কি?"

কি যে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তা আমি নিজেই বুঝ্তে পাল্লেম না। তাতেই মনে কোল্লেম, ধাত্রীও কিছু বুঝ্তে পাল্লে না। আমার মুখের কাছে হাত উঁচু কোরে সকাতর মিনতিস্বরে ধাত্রী বোল্লে, "কথা কয়ো না! চুপ্ কোরে থাকো! বড় অসুখ তোমার! দশদিন তোমার জ্ঞান ছিল না! দশদিন তুমি এই ঘরেই আছ! ভয় নাই! জ্বর অনেক ভাল হয়েছে।"

আমি চক্ষু বুজ্লেম। দশ দিন! শক্তি ছিল না, তবুও যতটুকু শক্তি, তত জোরে এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম। মনে মনেই বোলে উঠ্লেম, "দশ দিন!"

ধাত্রী পুনর্ব্বার বোল্লে, "ঘুম আস্ছে কি? রাত্রি হয়েছে!"

আর একবার আমি ঘরের চারিদিকে আস্তে আস্তে চেয়ে দেখ্লেম। যখন আমি জেগেছি, তখন দিন কি রাত; সে জ্ঞান আমার ছিল না। ধাত্রী বোল্লে, রাত্রি হয়েছে। আমিও জান্লেম রাত্রি। আমার বিছানার মাথার দিকে টেবিলের উপর একটা আলো জ্বোল্ছিল, আলোটার ভাল জ্যোতি ছিল না। সেই মিড়্মিড়ে আলোতেই আমি দেখ্লেম,—আমারও চক্ষে জ্যোতি ছিল না। একটু একটু যেন আমি দেখ্লেম, আলোর কাছে একটা বোতল। বোতলের গায়ে গোটাকতক দাগ দেওয়া। সেই বোতলে যেন কোন রকম আরক ছিল। কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। ধাত্রীও কিছু বোল্লে না। যত্ন কোরে মশারিটী ফেলে দিয়ে, ধীরে ধীরে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে, একটু পরেই ধাত্রী সেখান থেকে চোলে গেল। বোলে গেল, "ঘুমাও!"

চিন্তা কর্ব্বার শক্তি নাই। দশ দিন অচেতনে পোড়ে আছি, স্বপ্নে আনাবেলকে দেখেছি,—আনাবেলের প্রেতাত্মা দেখেছি, আবার যদি স্বপ্ন আসে, আবার হয় ত আনাবেলের প্রেতাত্মা আস্বে! ধাত্রী বোলে গেল ঘুমাও। ঘুম আমার তখন আরাধনার বস্তুই হয়েছিল।—ঘুমের আরাধনা কোল্লেম। ঘুমের আরাধনার আগে স্বপ্নের আরাধনা কোল্লেম। খানিকক্ষণ চক্ষু বুজে থাক্লেম। থাক্তে থাক্তে আবার একটু তন্দ্রার আবর্ভাব এলো।

স্বপ্ন দেখ্লেম। দরজা খুলে গেল। ধাত্রী প্রবেশ কোল্লে। ধাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে আর এক মূর্ত্তি! স্বপ্নেই আমি যেন চোম্কে উঠ্লেম।

আনাবেলের প্রেতাত্মা আসছে! স্বপ্নেই যেন আমি চেয়ে দেখ্‌ছি! সেই রকম কৃষ্ণবসনা,—সেই রকম অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী,—সেই রকম কবরীবদ্ধ কেশ!—পূর্ব্বে যেমন যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেম, ঠিক সেই রকম আনাবেল! খস্ খস্ কোরে নবীন কৃষ্ণবসনের ঘর্ষণশব্দ হলো। সেই মূর্ত্তি অতি মৃদুপদে আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো। বুঝ্‌লেম যেন, মশারিটা একটু ফাঁক কোরে! সেই মধুর নয়নে একবার আমার নিদ্রিত বদন নিরীক্ষণ কোল্লে। উঃ! স্বপ্নে যেন ঠিক দেখা যায়! প্রেতাত্মায় নয়নে যেন বিদ্যুতের জ্যোতি! স্বপ্নেই যেন আমি আনাবেলকে আলিঙ্গন কোত্তে যাচ্ছি, আনাবেল যেন আমারে ইসারা কোরে কথা কইতে বারণ কোচ্চে! আর কিছু দেখ্‌তে পেলেম না! তন্দ্রা ক্রমে ক্রমে যেন গাঢ়নিদ্রায় পরিণত হলো। স্বপ্ন আর থাক্‌লো না!

সে ভাবে কতক্ষণ আমি ঘুমিয়ে ছিলেম, মনে নাই। আবার যখন জাগ্‌লেম, তখন দেখি, আমি একা। রাত্রি প্রভাত হয়েছে, ঘরে আলো এসেছে। আমি একাকী। আপনার কপালে হাত দিয়ে দেখি, পটী নাই! কপালের দুপাশে আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে টিপে দেখ্‌লেম, অল্প অল্প বেদনা। আস্তে আস্তে মাথাটী উঁচু কোরে, চক্ষু ঘুরিয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, আলোটা নিবে গেছে। বোতলটাও নাই। ঠোঁটেও কেমন একরকম তীব্র গন্ধ অনুভূত হোতে লাগ্‌লো। কে যেন একটু পূর্ব্বে নিদ্রিত অবস্থাতেই আমারে ঔষধ খাইয়ে দিয়েছে। ঠিক তেম্‌নি ভাব—তেম্‌নি গন্ধ আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। ধাত্রী এসেছিল, ধাত্রীই আমার চিকিৎসা কোরেছে, ধাত্রীই আমারে ঔষধ খাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে মূর্ত্তি কোথা থেকে এলো?

গির্জ্জার ঘড়ীতে ঠং ঠং শব্দে আটটা বেজে গেল। ধীরে ধীরে উঠে বস্‌বার চেষ্টা কোল্লেম। বোধ হলো যেন, একটু একটু বল পেয়েছি। ধীরে একটু উঠে বোস্‌লেম। কিন্তু বিস্তরক্ষণ থাক্‌তে পাল্লেম না। তৎক্ষণাৎ আবার বালিশের উপর ঘুরে পোড়্‌লেম। আর শীঘ্র মাথা তোল্‌বার শক্তি হলো না। নিদ্রাঘোরে আবার যে সব স্বপ্ন দেখেছিলেম, সেই সব কথাই মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো। সংকল্প কোল্লেম, এবার আর ঘুমাব না। কেহ না কেহ অবশ্যই আস্‌বে। যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ জেগে থাক্‌বো। যে সব কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, যে আস্‌বে, তারেই আমি সেই সব কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বো। এইরূপ স্থির কোরেই জেগে থাক্‌লেম।

একটু পরেই শুন্‌তে পেলেম, আস্তে আস্তে কে যেন দরজার কাছে এলো। আস্তে আস্তে দরজা খুল্লে। আমি দেখ্‌লেম, সেই ধাত্রী। ঘন ঘন আমার বুক কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। অনিমেষনেত্রে প্রবেশদ্বারের দিকে আমি চেয়ে থাক্‌লেম। ধাত্রী এসেছে, আনাবেলের প্রেতাত্মাও হয় ত সেইরকম কৃষ্ণবসনে আবৃত হয়ে এই সঙ্গে দেখা দিবে। কিন্তু এলো না। রাত্রেই আসে, দিনের বেলা আসে না। দিনমান হয়েছে, প্রেতাত্মা এলো না। ধাত্রী চুপি চুপি দরজা বন্ধ কোল্লে। যে মূর্ত্তি দেখ্‌বার জন্য আমার প্রাণ ছট্‌ফট কোচ্চে, সে মূর্ত্তির প্রবেশের জন্য খুলেও আর দিলে না। নাই বা দিলে!

প্রেতাত্মার প্রবেশের জন্য দরজার আবশ্যক কি? স্বপ্নে যারা দেখা দেয়, তারা কি দরজা দিয়ে আসে? বড় বড় পাথরের দেয়াল, বড় বড় পাথরের দুর্গ, বড় বড় লোহার কপাট, শক্ত শক্ত লোহার গরাদে, কিছুতেই তারা বাধা মানে না! কিন্তু এলো না! ধাত্রী একাকিনী।

খানিকক্ষণ ধাত্রীর দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ অতি মৃদুস্বরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি কি এই মাত্র এখানে এসেছিলে?"

চমকিত হয়ে ধাত্রী উত্তর কোল্লে, "জেগেছ তুমি? দুবার আমি এসে দেখে গিয়েছি। বেশ ঘুমিয়েছিলে।—অচেতনে ঘুমিয়েছ! বেশ হয়েছে। ভারী অসুখ হয়েছিল। দশদিন তোমার জ্ঞান ছিল না। বেশী কথা কয়ো না!—এখনো অত্যন্ত দুর্ব্বল আছ।"

আবার আমি চোম্‌কে গেলেম। আমার চক্ষু দিয়ে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। আপ্‌না আপ্‌নি গেঙিয়ে গেঙিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "তবে ত সমস্তই ফর্সা হয়ে গিয়েছে! আনাবেল নাই! ওঃ! আমি এই রুগ্নশয্যায় শুয়ে আছি! আমার আনাবেল, আমার হৃদয়প্রতিমা আনাবেল অন্ধকার কবরের অন্ধকার গহ্বরে চিরনিদ্রায় অভিভূত! আঃ! যে নিদ্রা কথনো জাগরণ জানে না, আনাবেল এখন সেই নিদ্রার কোলে জন্মের মত ঘুমাচ্চে! এ জন্মে সে নিদ্রা আর ভঙ্গ হবে না! এ জন্মে আমি আর আনাবেলের সেই চন্দ্রবদন দেখ্‌তে পাব না!"

কথাগুলি আমি মনে মনে বলি নাই। তখনকার যেমন শক্তি, সেই রকমে জড়িয়ে জড়িয়ে একটু ডেকে ডেকেই বোলেছিলেম। কথাগুলি ধাত্রী শুন্‌তে পেলে, কিন্তু বুঝ্‌তে পাল্লে না। কাতর হয়ে নিশ্বাস ফেলে, আপ্‌না আপ্‌নি বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আহা! এখনো পর্য্যন্ত প্রলাপ আছে! সর্ব্বদাই এই রকম প্রলাপ বকে!"—কথাগুলি আমি যে শুন্‌তে পাব, কিম্বা বুঝতে পার্‌বো, ধাত্রী সেটা বিবেচনা করে নাই। কথার ভাবে আমি বুঝ্‌লেম, ধাত্রীটী দেখ্‌তে সুশ্রী না হোলেও তার মন বড় ভাল। আমার দুঃখে সে বড়ই দুঃখ পেয়েছে। আমারে আরাম কর্‌বার জন্যে সে বিস্তর কষ্ট পেয়েছে। ধীরে ধীরে তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "একটু আগে কি তুমি এই ঘরে এসেছিলে? আমার এখন বেশ জ্ঞান হয়েছে। কি বোল্‌ছ তুমি?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধাত্রী আমার পানে চাইলে। আমার যেন আপাদমস্তক পরীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লো। সত্যই আমার জ্ঞান হয়েছে কি না, সে বিষয়ে তার সন্দেহ ঘুচ্‌লো না। আবার আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে নেড়ে, আপনা আপনি বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আহা! এখনো পর্য্যন্ত জ্বরত্যাগ হয় নাই।"

আমি অম্‌নি তাড়াতাড়ি বোল্লেম, "ধাত্রি! আমি তোমারে ঠিক কথাই বোল্‌ছি। আমার বেশ জ্ঞান হয়েছে। কোথায় আমি আছি, তাও বেশ জান্‌তে পেরেছি। আমার কপালে জোঁক বসিয়েছিল! শক্ত পীড়া হয়েছিল!" এই পর্য্যন্ত বোলে কপালের যেখানে যেখানে জোঁকে খাবার বেদনা, সেই জায়গায় হাত দিয়ে দেখালেম।

ধাত্রী বোল্লে, "তবে আমার ভয় গেল। তুমি ভাল আছ শুনে আমি বড়ই সুখী হোলেম। এখন অত উতলা হয়ো না, স্থির হয়ে থাকো। মনে কোন দুর্ভাবনা এনো না। যা যা তুমি দেখেছ, যে সব কাণ্ড হয়ে গেছে, কে কে এখানে এসেছিল, সে সব কথা কিছুই এখন ভেবো না।"

আমি তারে আমার স্বপ্নের কথা বলি বলি মনে কোচ্চি, স্বপ্নে আনাবেলের প্রেতাত্মা আমি দর্শন কোরেছি, সে কথাও প্রকাশ করি মনে কোচ্চি, কিন্তু মনে কেমন লজ্জা এলো। বোল্‌তে পাল্লেম না। লজ্জাও এলো, ক্ষমতাও হলো না।—অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পোড়েছিলেম, যা কিছু আমার বল্‌বার আছে, এক সঙ্গে ততগুলি কথা বল্‌বার শক্তিও আমার ছিল না, কাজেই চুপ কোরে থাক্‌লেম।

ধাত্রী বোল্লে, "যাই আমি। ডাক্তারসাহেবকে গিয়ে বলি, তুমি জেগেছে, তুমি ভাল আছ। পথ্যের কথাও জিজ্ঞাসা কোরে আসি।"

আমি দেখ্‌লেম, ধাত্রীর শরীরে বেশ দয়া। অসময়ে সে আমার বিস্তর সেবা কোরেছে। কটাক্ষে একবার তার মুখপানে চেয়ে, মনে মনে আমি তারে সাধুবাদ দিলেম। শেষে জান্‌লেম, সেই ধাত্রী প্রথম অবস্থায় অনেকরকম সুখভোগ কোরেছে, ইদানীং দুরবস্থায় পোড়ে এইরকম দাসীবৃত্তি অবলম্বন কোত্তে বাধ্য হয়েছে।

ধাত্রী চোলে গেল। একটু পরেই ডাক্তার পম্‌ফ্রেট্‌ প্রবেশ কোল্লেন। তিনি আমার নিকটে উপস্থিত হোতে না হোতেই পরিচিত পদশব্দে আমি জান্‌তে পাল্লেম, ডাক্তার পম্‌ফ্রেট্‌। ভয় পেলেম। যে ঘরে মরা আনাবেল, পাগলের মত ছুটে আমি সেই ঘরে প্রবেশ কোরেছিলেম! ডাক্তারসাহেব আমার সেই রকম পাগ্‌লামী দেখেছিলেন। পাগলের মত তাঁরেও আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেম! পাছে তিনি এই সময় সেজন্য আমারে তাড়না করেন,—পাছে আমারে গালাগালি দেন, সেই জন্যই ভয় পেলেম; কিন্তু না, সে সব কথা তিনি কিছুই বোল্লেন না। তাঁর প্রশান্ত ভাব দেখে,—প্রফুল্লবদন দেখে, আর ভাল ভাল প্রবোধবাক্য শুনে, আমার তখন ভয় ঘুচে গেল। মনে একটু একটু আহ্লাদ হলো। কি যে আমি তখন ভাব্‌ছিলেম, অনুমানেই ডাক্তার যেন তা বুঝ্‌তে পাল্লেন। স্বভাবসিদ্ধ বিনম্রস্বরে বোল্লেন, "চঞ্চল হয়ো না, উতলা হয়ো না, ভয় কি? আমি তোমারে কিছুই বোল্‌বো না। গত কথা আমি মনেও করি না।"

একখানি চৌকী টেনে নিয়ে আমার বিছানার পাশে তিনি বোস্‌লেন। আমার হাত দেখ্‌লেন। দস্তুরমত কত কথাই জিজ্ঞাসা কোল্লেন। কি কি অসুখ আছে, মনের ভিতর কি দুশ্চিন্তা আস্‌ছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে-সব কথাও জিজ্ঞাসা কোল্লেন। অতি ক্ষীণস্বরে থেমে থেমে আমি সেই সব কথার উত্তর কোল্লেম। প্রসন্নবদনে ডাক্তার সাহেব বোল্লেন, "তুমি বেশ আছ। যদি ইচ্ছা কর, একটু চা খেতে পার। আর একটু শুষ্ক রুটী।"—আহারের কথায় আর কিছুই বোল্লেন না।

কেন আমি সেই ভয়ানক রাত্রে সেই ভয়ানক গুপ্তগৃহে প্রবেশ কোরেছিলেম, ডাক্তার সাহেব সে কথার উল্লেখমাত্রও কোল্লেন না। তিনি আমারে যতগুলি কথা বোল্লেন, কোন নূতন লোকে তা যদি শুনতো, তা হোলে হয় ত মনে কোত্তে পাত্তো, অন্তরের করুণাবেশেই ডাক্তার আমার প্রতি দয়াপ্রকাশ কোচ্চেন। বাস্তবিক ঠিক সেই রকম। ডাক্তার আমারে বোল্লেন, "সর্ব্বক্ষণ প্রফুল্ল থাক! যা যখন দরকার, তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিও! কিছুরই অভাব হবে না। শীঘ্রই আরাম হবে।"—আমি ব্যস্ত হয়ে ধন্যবাদ দিতে যাচ্চি, বাধা দিয়ে ডাক্তারসাহেব বোল্লেন, "না না,—বেশী কথা বোলতে নাই, শান্ত হয়ে থাক! শীঘ্রই আরাম হবে।"—বোলেই অমনি চোলে গেলেন।

ধাত্রী আমারে ব্যবস্থামত পথ্য এনে দিলে। যৎকিঞ্চিৎ আহার কোল্লেম। আহারের পরেই শরীর অবসন্ন হয়ে এলো, আবার আমি ঘুমিয়ে পোড়লেম।

লোকে বলে নিদ্রারই মোহিনী শক্তি। কিন্তু আমি ত দেখছি, স্বপ্নের মোহিনী শক্তি নিদ্রার শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তত ক্ষীণ,—তত দুর্ব্বল, একটু মাথা তুল্লেই মাথা ঘোরে, কিন্তু যখনি নিদ্রা, তখনই স্বপ্ন। স্বপ্ন আমার পক্ষে সুখস্বপ্ন, কিন্তু যখন জাগি, তখন যেন আমার সম্মুখে অনন্ত অন্ধকার!

বোধ হলো আমি যেন জেগেছি। বোধ হলো, আমি যেন চেয়ে চেয়ে দেখছি। পরিষ্কার দিনমান। গবাক্ষের ছিদ্র দিয়ে বেলা দুইপ্রহরের দিবাকরের প্রচণ্ড কিরণ ঘরের ভিতর প্রবেশ কোচ্চে। আমি যেন শুনতে পাচ্চি, ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। আমি মনে কোল্লেম ধাত্রী আসছে। কিন্তু তা নয়। আনাবেলের মূর্ত্তি পরিগ্রহ কোরে যে প্রেতাত্মা স্বপ্নে দুতিনবার আমারে দেখা দিয়ে গিয়েছে, সেই মূর্ত্তিই আমার ঘরে! আবার সেই রকম খস্ খস্ কোরে কাপড়ের শব্দ হলো। পায়ের আঙুলে মাথায় ভর দিয়ে দিয়ে, খুব টিপি টিপি সেই মূর্ত্তি আমার বিছানার দিকে অগ্রসর হোচ্চে। সাঁ কোরে যেন আমার মশারির কাছ দিয়ে চোলে গেল। পোষাকের ঘর্ষণে মশারিখানা নোড়ে উঠলো। দেখছি ত স্বপ্ন, কিন্তু বোধ হোতে লাগলো যেন সব ঠিক। একদিক দিয়ে ঘুরে ঠিক আমার বিছানার কাছে এসে, সেই মূর্ত্তি দাঁড়ালো। মুখখানি বিষণ্ণ, বিষণ্ণবদনে করুণার চিহ্ন,—নয়নেও করুণাবাষ্প। সেই বাষ্পপূর্ণ করুণনয়নে আনাবেলের মূর্ত্তি নতবদনে আমার মুখপানে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। ভারী ইচ্ছা হলো কথা কই, দুটী একটী কথা বোল্লেও বোলতে পারি, বোধ হলো যেন তেমন শক্তি আমি তখন পেয়েছি। থাকতে পাল্লেম না। কথা কোয়ে ফেল্লেম।

শশব্যস্তে শঙ্কিতভাবে সেই মূর্ত্তিকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বল!—বল আনাবেল! কেন তুমি এসময়ে আমার সঙ্গে অমন কোরে দেখা কর? তুমি এখন পরলোকে যাত্রা কোরেছ, মানুষের জগৎ পরিত্যাগ কোরে অন্য জগতে প্রবেশ কোরেছ, সে জগতের কোন সংবাদ কি আমারে বলবার আছে? কোনরকমে তুমি কি আমারে সতর্ক কোত্তে চাও? আনাবেল! তুমি ত এখন সুখে আছ? আঃ! পরমেশ্বর তোমারে

সুখী করুন্।' আনাবেল! আ! যতদিন তুমি পৃথিবীতে ছিলে, ততদিন তোমারে যে আমি কি ভালবাস্‌তেম, আনাবেল! তা তুমি জান না! পৃথিবীতে কলঙ্কিনী হয়েছিলে, সৎপথ পরিত্যাগ কোরে বিপথে তোমার মতি হয়েছিল, তবু—তবু আনাবেল! তবু আনাবেল! তবু তোমারে আমি ভাল না বেসে থাক্‌তে পাত্তেম না! পূর্ব্বের প্রেম,—পূর্ব্বের ভালবাসা আমার হৃদয়ে একটুও কম ছিল না! আনাবেল! কথা কও! ওঃ! আনাবেল! প্রাণের সঙ্গে তোমারে যে এতদিন ভালবেসেছে, এতদিন যে তোমারে হৃদয়প্রতিমা ভেবেছে, তার সঙ্গে একটীবার কথা কও!"

যেন স্বর্গের বীণা ঝঙ্কার কোরে উঠ্‌লো। মরা আনাবেল কথা কইলেন! আনাবেলের প্রেতাত্মা সুমধুর সংগীতগুঞ্জনে আমার কথার উত্তর কোল্লে, "জোসেফ! প্রিয়তম জোসেফ!"—এ কি? কথা শুনে আমি মনে কোল্লেম, এ কি আশ্চর্য্য! এ ত ঠিক আনাবেলেরই কণ্ঠস্বর! পৃথিবীতেও যে স্বর্গের বীণার ঝঙ্কার! উল্লাসিত হয়ে বোলে উঠ্‌লেম, "আনাবেল! আমার সঙ্গে তুমি কথা কইলে?"—বোলেই সেই প্রেতাত্মার দিকে যুগল বাহু বিস্তার কোল্লেম। আনাবেল একখানি হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাতখানি আমি ধোল্লেম। ওঃ! আমি জাগ্রত! স্বপ্ন নয়! আনাবেলের প্রেতাত্মাও আমার কাছে দাঁড়িয়ে নয়! রক্তমাংসের সজীব শরীর! আমার বিছানার ধারে সজীব আনাবেল! হর্ষবিস্ময়ে আমি একান্ত অভিভূত হয়ে পোড়্‌লেম! চৈতন্য হারালেম! আনাবেলের মুখপানে চেয়ে চেয়েই আমি অচেতন!

যখন চৈতন্য ফিরে এলো, তখন দেখি, সেই ধাত্রী আমার বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আনাবেলকে দেখ্‌বার আকিঞ্চনে ঘন ঘন আমি গৃহের ইতস্তত দৃষ্টিসঞ্চালন কোল্লেম সে মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেলেম না। আনাবেল সেখানে ছিলেন না। আবার মনে হলো, সমস্তই গোলমেলে স্বপ্ন! চক্ষু দিয়ে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। স্বপ্ন,—সুখস্বপ্ন; কিন্তু তাই বা কেমন কোরে বলি? আনাবেল মোরেছে! স্বচক্ষে আমি আনাবেলের মৃত দেহ দেখে এসেছি! তবে আবার আনাবেল কি রকমে বেঁচে এলো? কি অলৌকিক ঘটনায় আনাবেলের পুনর্জ্জীবন লাভ হলো? কেনই বা আনাবেলের শোকবস্ত্র পরিধান? প্রশ্ন এলো অনেক, উত্তর এলো না। তর্ক এলো অনেক; কিন্তু মীমাংসা একটীও এলো না। মীমাংসার মধ্যে আমার অশ্রুপ্রবাহ!

"কেঁদো না জোসেফ, কেঁদো না!"—বৃদ্ধা ধাত্রী করুণনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে করুণস্বরে বোল্লে, "কেঁদো না! দেখ্‌তে পাবে! আবার সেই—"

হর্ষবিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে চোম্‌কে চোম্‌কে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "এ কি? কি কথা তুমি বোল্‌ছ? আমি যে কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম, স্বপ্নে যে কে এসে আমারে দেখা দিচ্ছিল, তা তুমি কেমন কোরে জান্‌লে? আমি যখন স্বপ্ন—"

"স্বপ্ন নয়! স্বপ্ন নয়!"—ত্রস্তভাবে বাধা দিয়ে ধাত্রী আমারে বোল্লে, "স্বপ্ন নয়! যারে তুমি দেখেছ, সে বেঁচে আছে!"

"আনাবেল বেঁচে আছে!"—সবিস্ময়ে এই বাক্য উচ্চারণ কোরেই বালিশের উপর আমি ঘুরে পোড়্‌লেম। ধাত্রী ধীরে ধীরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "হাঁ গো! বেঁচে আছে! লানোভারের কন্যা আনাবেল বেঁচে আছে! যারে তুমি মরা দেখেছ, সেটী সেই আনাবেলের যমজা সহোদরা বায়োলেট্‌।"

যমজা সহোদরা? কি আশ্চর্য্য কথা! আমার চক্ষু থেকে যেন একটা পর্দ্দা সোরে গেল! কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ চোম্‌কে গেল! ঘোর অন্ধকার ভেদ কোরে যেন প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মি বিকাশ পেলে! আনাবেলের যমজা সহোদরা বায়োলেট্‌! তবে ত আনাবেল নিষ্কলঙ্ক! তবে ত আনাবেলের ভগ্নীকে বিপথগামিনী দেখেই এতদিন আমি অসুখী হয়েছিলেম! একসঙ্গে সহস্র সহস্র কারণ আমার মনোমধ্যে উদয় হোতে লাগ্‌লো। থিয়েটারে বায়োলেট আমারে চিন্‌তে পারে নি, তারও কারণ এই। তারপর কতদিনপরে সার্ মালকমের গাড়ীতে যারে আমি দেখি, ভেবেছিলেম আনাবেল, কিন্তু সেটীও সেই বায়োলেট। কিছু পূর্ব্বে এক্‌টার্ নগরে বাজারের দোকানের সম্মুখে যে মূর্ত্তি আমি দেখেছিলেম, সেই মূর্ত্তিই প্রকৃত আনাবেলের মূর্ত্তি। এতক্ষণ যা যা দেখ্‌লেম, ব্যাধিশয্যায় দশদিনকাল যা যা আমি দেখ্‌লেম, কিছুই স্বপ্ন নয়, আনাবেল বেঁচে আছেন!

"ধাত্রি!" উৎসাহবিস্ময়ে পুলকিত হয়ে, ধাত্রীকে সম্বোধন কোরে, করুণবচনে আমি বোল্লেম, "ধাত্রি! যে কথা তুমি আমারে শুনালে, কাণে আমার যেন অমৃতবর্ষণ হলো! সঞ্জীবনী অমৃত! এখন আমার ভরসা হোচ্চে, শীঘ্রই আমি আরাম হব! ওঃ! আর আমার ভয় নাই! সমস্ত রোগ ভাল হয়ে যাবে!"

নিবারণ কোরে ধাত্রী আমারে বোল্লে, "অস্থির হয়ো না! উত্তেজিত হয়ো না! তা হোলে শীঘ্র আরাম হোতে পার্‌বে না! আবার হয় ত জ্বর আস্‌বে।"

"না, না, না!"—যথাশক্তি চীৎকার কোরে আমি বোল্লেম, না—না—না! কুমারী আনাবেল যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে থাক্‌বেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর আমার কোন অসুখ হবে না! ধাত্রি! তুমি শীঘ্র যাও! শীঘ্র গিয়ে বল, আমি—"

বোল্‌তে বোল্‌তে থেমে গেলেম। মনে কোল্লেম, যে কোন অবস্থাতেই হোক্, আমার সঙ্কটাপন্ন পীড়া। সহোদরাস্নেহে—আনাবেল আমার মাতুলকন্যা—ভগিনী-স্নেহে আনাবেল আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা কোরেছেন। তাই বোলে আমি যে তাঁরে ডেকে পাঠাব, যে ঘরে আমি একা আছি, সেই ঘরে আস্‌তে বোল্‌বো, সেটা আমার পক্ষে ভাল কাজ হয় না। আরও একটা ভয়ানক চিন্তা সেই সময় আমার মনোমধ্যে উদয় হলো। হয় ত সেই দুরন্ত লানোভার—যারে আমি কিছুতেই মামা বোল্‌তে রাজী নই, দায়ে পোড়ে যে কদাকার কুব্জ মূর্ত্তিকে মামা বোল্‌তে আমি বাধ্য, সেই লানোভার হয় ত এই ডাক্তারের বাড়ীতে এসেছে। যদি এসে থাকে, জানি না, ওঃ! যদি এসে থাকে, তা হোলে আবার যে আমার অদৃষ্টে কি ভয়ানক বিপদ ঘোট্‌বে

যা তখন আমি অনুভবে আন্‌তে পাল্লেম না। শঙ্কাকুলনয়নে ধাত্রীর মুখপানে চেয়ে উত্তেজিতভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ধাত্রি! বল! সত্য কোরে বল! আনাবেলের মাতাপিতা কি এখানে এসেছেন?"

ধাত্রী উত্তর দিলে, "কুমারী লানোভার একাকিনী এসেছেন। মাতাপিতা কেহই না। যেদিন বায়োলেট মরে, তার পরদিনেই আনাবেল এখানে এসে পৌঁছেছেন। মাতা লণ্ডনে, পিতা বিদেশে। আমি শুনেছি, দূরদেশে তাঁর কি একটা বিশেষ দরকার আছে, আনাবেলের পিতা সেই দরকারেই চোলে গেছেন।"

মনটা অনেক ঠাণ্ডা হলো। ধাত্রীও দেখলে, আমার মুখে আর সেপ্রকার আতঙ্কের চিহ্ন কিছুই থাক্‌লো না। একটু প্রফুল্ল হয়ে ধাত্রী আমারে আবার বোল্লে, "দুশ্চিন্তাকে স্থান দিও না! স্থির হয়ে থাকো। তা হোলে আর নূতন জ্বর আস্‌বার আশঙ্কা থাক্‌বে না। আমি শুনেছি, কুমারী আনাবেল তোমার মামাতো ভগ্নী। আগামী কল্য আনাবেল ঘরে যাবেন. আজি দিনমানের মধ্যেই আনাবেলকে তুমি এখানে দেখ্‌তে পাবে।"

আমি বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লেম। কত কথাই জিজ্ঞাসা কোর্‌বো মনে কোল্লেম। ধাত্রী আমার মুখপানে চেয়ে-চেয়ে সবিস্ময়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "এই দেখ! তুমি আমার পরামর্শ শুন্‌বে না? সুস্থির হবে না? যতবার বোল্‌ছি চুপ্ কোরে থাকো, ততবারই তুমি চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছো! ও কি?"

"কেমন কোরে আমি চুপ্ কোরে থাকি?"—অস্থিরভাবেই আমি বোলে উঠ্‌লেম, "আনাবেল এই বাড়ীতেই আছেন! ধাত্রি! কেমন কোরে আমি চুপ্ কোরে থাকি? ধাত্রি! যদি তুমি আমারে নিশ্চিন্ত রাখ্‌তে চাও, যদি তুমি আমারে সুস্থির দেখ্‌তে চাও, যত শীঘ্র পার,—মিনতি করি, যাও!—যতশীঘ্র পার, আনাবেলকে এনে দেও! আমার আনাবেলকে এনে দেখাও।"

"আচ্ছা আচ্ছা।"—উল্লাসিতবদনে বৃদ্ধা ধাত্রী বোল্লে, "আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। এখনই আমি যাচ্ছি।"

আমি সতৃষ্ণনয়নে ধাত্রীর মুখের দিকে চাইলেম। ধাত্রী চোলে গেল। একটু পরেই আবার ফিরে এলো। সঙ্গে আনাবেল! আনাবেলকে দেখে আহ্লাদে আমি এতদূর বিহ্বল হয়ে পোড়্‌লেম যে, ক্ষণকাল আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না। শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌লো। চক্ষের জলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হয়ে গেল। আনাবেল ধীরে ধীরে আমার নিকটে এসে আমার হাতে একখানি হাত দিলেন। সস্নেহে সেই হাতখানি আমি চুম্বন কোল্লেম। আনাবেল আপনার হাতখানি শীঘ্র শীঘ্র সোরিয়ে নিলেন না। পুনঃপুন সেই হস্ত আমি চুম্বন কোল্লেম। কুমারীর কমলবদনে একটু লজ্জা প্রকাশ পেলে। সলজ্জভাবে আমার দিকে চাইতে চাইতে ধীরে ধীরে হাতখানি তিনি টেনে নিলেন। ধাত্রী ঘরের ভিতরেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি। ধাত্রী তখন সেখান থেকে চোলে যায়, সেইটীই আমার ইচ্ছা। ওঃ! কত কথাই আনাবেলকে বল্‌বার আছে! কত কথাই

আমি মনে কোরে রেখেছি, নূতন ঘটনায় আরও কত নূতন কথাই উপস্থিত হয়েছে, আনাবেলকে আমি সেই সব কথা বোল্‌বো। ধাত্রী কিন্তু সে ঘর থেকে সোরে যাচ্চে না। অন্য লোকের সাক্ষাতে মনের কথা ফুট্‌তেও আমার সাহস হোচ্চে না।

চেয়ে আছি, আনাবেল একখানি আসনে উপবেশন কোল্লেন। বিছানার নিকটেই এসে বোস্‌লেন। অতি মৃদুস্বরে করুণবচনে আনাবেল আমার কাণে কাণে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "শুনেছ তুমি জোসেফ? আমার ভগ্নীটী মারা গেছে! হায় হায়! বার্সোলেট্‌কে আমি বড় ভাল বাস্‌তেম। আহা! আমি যদি——"

বোল্‌তে বোল্‌তেই আনাবেল থাম্‌লেন। পদ্মনয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। আনাবেলের চক্ষের জল আমার অসহ্য। আনাবেল কাঁদ্‌চেন, মুদনেত্রে আমি তা দেখ্‌তে পাল্লেম না। কি কথা বোলে সান্ত্বনা করি, সেটীও তখন বুদ্ধিতে এলো না। একটীও কথা কইতে পাল্লেম না। নূতন শোক! সে শোকের উপর যা আমি বোল্‌বো, তাতে কোরে শোক বরং আরও বেড়ে উঠ্‌বে। মনে যতই যাতনা হোচ্চে, সলজ্জবদনে সজলনয়নে আনাবেল ততই আমার মুখপানে চেয়ে আছেন। চেয়ে চেয়ে মৃদুবচনে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! অনেক কথা!—উঃ! অনেক দিনের অনেক কথা! কিন্তু এখন নয়।—সে সব কথা বল্‌বার সময় এখন নয়। অনেক কারণ। কাল আমি লণ্ডনে ফিরে যাব।—হাঁ, ভাল কথা। আমি একটী পুলিন্দা তোমার জন্যে রেখে যাব। ডাক্তার পম্‌ফেটের কাছেই থাক্‌বে। এখন তোমাকে দিব না। আরাম হও,—মনস্থির হোক্, শরীরে একটু বল পাও; দেখো।—মনোযোগ দিয়ে পাঠ কোরো। আমি স্বহস্তে সেই কাগজগুলি নকল কোরেছি। অনেক কথা তাতে লেখা আছে। এতদিন যা তুমি কিছুই জান্‌তে না, এখনো পর্য্যন্ত যা জান না, সেই কাগজগুলি পাঠ কোল্লে তার সমস্তই তুমি জান্‌তে পার্‌বে।"

"কাল তুমি লণ্ডনে যাবে?"—অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে আমি বোল্লেম, "আনাবেল! কালি-ই কি তুমি লণ্ডনে যাবে?—কিন্তু কবে,——ওঃ! কবে আবার আমি তোমারে দেখতে পাবো?"

"তা আমি জানি না।"—অবনতবদনে আনাবেল ধীরে ধীরে বোল্লেন, "তা আমি জানি না। তা আমি বোল্‌তে পারি না। অবস্থার গতিকে—"

ভঙ্গস্বর!—আমি দেখ্‌লেম, আনাবেলের কণ্ঠস্বর একটু একটু কাঁপ্‌লো। কথা বোল্‌তে বোল্‌তে কথা আটকে গেল। আমি বোলে উঠ্‌লেম, "আনাবেল! আমার কথা কি তুমি শুন্‌বে? অন্তরে অন্তরে আমি তোমারে কত ভালবাসি, আমার মুখে সে কথা কি তুমি শুন্‌বে? যত দিন বাঁচ্‌বো, ততদিন ভালবাস্‌বো,—যতদিন জীবন থাক্‌বে, তত দিন তোমারে ভুল্‌বো না!"

এতই ধীরে ধীরে বোল্লেম যে, ধাত্রী তার একটী বর্ণও শুন্‌তে পেলে না।

আনাবেল অবশেষে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে, আরও ধীরে ধীরে আমার

কাণের কাছে বোল্লেন, "জোসেফ! সব আমি জানি। সব আমার মনে আছে। যখন সময় হবে, সব কথা আমি তোমারে শোনাবো। কিন্তু আপাততঃ—"মৃদুস্বরকে আরও মৃদু কোরে আনাবেল আবার বোল্লেন, "ভারী কষ্টের কথা! দেখ, আমার পিতা শীঘ্রই লণ্ডনে ফিরে আস্বেন। একথাটা বোধ হয় তাঁর কাণে উঠ্বে। এখানেও হয় ত তিনি আস্তে পারেন। তুমি যে এ বাড়ীতে আছ, সেটা তিনি না জান্তে পারেন, আমি তার কোন উপায় কোত্তে পাল্লেম না। ডাক্তারের স্ত্রীকে আমি বোলেছি, তুমি আমার ভাই হও। আবার পিতা যদি এখানে আসেন, তুমি এখানে আছ, এ বাড়ীর লোকেরা সে কথা তাঁরে না বলেন, আমি কোনপ্রকারে সে বিষয়ে কাহাকেও সাবধান কোত্তে পাল্লেম না। কি বোলেই বা সাবধান করি? "জোসেফ উইলমট এ বাড়ীতে চাক্‌রী করে, আমার পিতাকে সে কথা বোলো না" এরূপ অনুরোধ কোত্তে আমার ভয় হয়। স্বভাবতই সে কথাতে কিছু সন্দেহ আসে। আমার পিতার চরিত্রেও এঁরা সন্দেহ কোত্তে পারেন। সেই ভয় আমার বড়। পিতা যদি জান্তে পারেন, তুমি এখানে আছ, তা হোলে তোমার কি হবে, তুমি যে তখন কি কোর্বে, তাই আমি ভাব্‌ছি!"

"তার আবার ভাবনা কি?"—অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উত্তেজিতস্বরে আমি বোল্লেম, "তার আবার ভাবনা কি? এ বাড়ীতে আমি থাক্‌বো না। এ অঞ্চলেই আর থাক্‌বো না। যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে চোলে যাব।"

"তাই কর! জোসেফ! তাই কর! আমি সে কথা তোমারে বোল্‌তে পাচ্ছিলেম না, কিন্তু বাস্তবিক আমার ইচ্ছাই তাই।"

আবার আমি সতৃষ্ণনয়নে আনাবেলের মুখপানে চাইলেম। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যদি আমি তোমারে পত্র লিখি,—যদি বিশেষ প্রয়োজন পড়ে,—একটীবার যদি আমি লিখি, কোন্ ঠিকানায়—"

"অসম্ভব! অসম্ভব!" যেন একটু শিউরে উঠে বাধা দিয়ে আনাবেল বোল্লেন, "অসম্ভব! অসম্ভব! অমন কাজ কোরো না! সে পত্র পিতার হাতে পোড়্‌তে পারে! তা হোলে যে কি হবে,——ওঃ! মনে কোল্লেও আমার বুক কাঁপে! থাক্, সে কথায় আর কাজ নাই।—না—না,—লিখো না!"

ধাত্রী হঠাৎ বাধা দিলে। আমারে সুস্থ রাখ্‌বার জন্য সেই সুশীলা স্নেহময়ী ধাত্রী সান্ত্বনাবাক্যে আমারে বোল্লে, "অনেক বোকেছ। এত ক্ষীণশরীরে অত কথা বলে না। চুপ কোরে থাকো। কুমারী লানোভার যদি ইচ্ছা করেন, সন্ধ্যার পর তোমার সঙ্গে আবার দেখা হোতে পারে। এখন তুমি স্থির হয়ে একটু ঘুমাও! আমরা এখন চোল্লেম।"

সন্ধ্যার পর আবার সাক্ষাৎ হবে বোলে ধাত্রীর সঙ্গে আনাবেল ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি শয়ন কোল্লেম। ধাত্রী বোলে গেল, নিদ্রা যাও!—নিদ্রা কি আমার হস্তগত? সেই ক্ষীণশরীরে ক্ষীণ অন্তরে কতই তুফান উঠ্‌তে লাগ্‌লো, শীঘ্র নিদ্রা এলো না। আনাবেল বেঁচে আছেন! আবার সন্ধ্যার পর আনাবেলের সঙ্গে

আমার দেখা হবে, আবার হয় ত মনের কথা বোল্‌তে পার্‌বো, এইরূপ সুখের কল্পনাকে মনে মনে নিমন্ত্রণ কোরে অনেকক্ষণ আমি চুপটী কোরে থাক্‌লেম। ধাত্রী আস্‌বে, ডাক্তার আস্‌বেন,—ডাক্তারের স্ত্রীও আস্‌বেন, তাও আমি শুনেছি। সর্ব্বদাই তাঁরা আসেন। যখন আমার জ্ঞান ছিল না, তখন সর্ব্বদাই তাঁরা আস্‌তেন। ডাক্তার সাহেব দিনের মধ্যে দুবার এসে দেখে যেতেন, ধাত্রীটীও সর্ব্বক্ষণ যাওয়া আসা কোত্তো। এখনও আসে। ঔষধ দেয়, সেবা করে, কাছে থাকে, সব আমি শুনেছি। অসময়ের বন্ধু! মনে মনে আমি তাঁদের ধন্যবাদ দিলেম। হৃদয়মন্দিরে আনাবেলের প্রতিমাকে ধ্যান কোত্তে কোত্তে চক্ষে আমার নিদ্রা এলো। আমি ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম।

যখন জাগ্‌লেম, তখন সন্ধ্যা। দেখ্‌লেম, ঘরে একটী আলো জ্বোল্‌ছে। ধাত্রী আমার বিছানার পাশে বোসে আছে। যখন জাগ্‌লেম, তখন ধাত্রী আমারে সস্নেহবচনে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেমন আছ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "অনেক ভাল।"

ধাত্রী আমারে কিছু পথ্য দিলে। আমি আহার কোল্লেম। একটু হাস্‌তে হাস্‌তে ধাত্রী আমারে বোল্লে, "তবে আর কি? এখন তুমি বেশ আছ। তোমার ভগ্নীকে ডেকে আনি।"—ধাত্রী গেল।—পরক্ষণেই আমার অক্ষিসমক্ষে আনাবেল।

এবারেও ধাত্রী সঙ্গে সঙ্গে আছে। ধাত্রী সেখানে উপস্থিত থাকে, সে ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু অবস্থার গতিকে বিবেচনা কোল্লেম, নিষেধ করা ভাল নয়। আনাবেল চোলে যাবেন। আবার কবে দেখা হবে, নিশ্চয় থাক্‌লো না। মন বড় অস্থির হলো। বড়ই কষ্ট হতে লাগ্‌লো। আনাবেলের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, এজন্মে আর দেখাসাক্ষাৎ হবে কি না, সে কথাই বা কে জানে? করুণাময়ের করুণা!—করুণাময়ের যদি মনে থাকে,—করুণাময়ের যদি করুণা হয়, তবেই আবার আনাবেলের দেখা পাব, এইমাত্র প্রবোধ। সেই প্রবোধেই এককালে হতাশ হোলেম না। দেখ্‌লেম, আনাবেলও অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। দুজনে তখন অতি অল্পমাত্রই কথা হলো। যে সব কথা বোল্‌বো মনে ছিল, একটীও বোল্‌তে পাল্লেম না। সব যদি বলি, আনাবেলের প্রাণে ব্যথা লাগ্‌বে। আনাবেলের বুকে নূতন ছুরী বসিয়ে দেওয়া হবে! সে আঘাত আনাবেলের কোমল প্রাণে সহ্য হবে না!—আমার প্রাণেও হবে না! এইটী ভেবেই সে সব কথার কিছুই উল্লেখ কোল্লেম না। কথার মাঝখানে বারবার আমি জিজ্ঞাসা কোরেছি, "আনাবেল! ব্যাধির উপদ্রবে নিদ্রার ঘোরে যে একটী স্বর্গসুন্দরী আমি বিছানার কাছে দর্শন কোরেছি, সে কি তুমি না স্বপ্ন?"

এ প্রশ্নে আনাবেল কেবল হেসেছেন। আমিও তখন নিশ্চয় ভেবেছি, স্বপ্ন নয়, যথার্থই সজীব আনাবেল।

আমি ত অনেক কথা চেপে গেলেম। অবশেষে আনাবেল বোল্লেন, "জোসেফ! তোমারে যে কতকগুলি কাগজ আমি দিয়ে যাব বোলেছি, তা আমি ভুলি নাই। সে কথা

আমি ভুল্বোনা, অবশ্যই রেখে যাব। যখন আরাম হবে, ডাক্তার তখন সেইগুলি তোমারে দিবেন। তাতেই তুমি আমাদের অনেক পরিচয় জান্তে পারবে। এখন আমি বিদায় হই। খুব ভোরেই আমি যাত্রা কোর্বো। এ যাত্রা আর আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।”

“ওঃ! কবে আবার দেখা হবে?”—আনাবেলের হস্ত চুম্বন কোরে মহা আগ্রহে কাতরকণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “কবে আবার দেখা হবে?”

“দুশ্চিন্তা কোরো না! সর্ব্বক্ষণ প্রফুল্ল থাক! ভরসা রাখ!”—সংক্ষেপে এইমাত্র উত্তর দিয়ে আনাবেল যেন অবসন্ন হয়ে পোড়্লেন। কণ্ঠস্বর কাঁপ্লো। বক্ষস্থলও কম্পিত হোতে লাগ্লো। শশব্যস্তে মুখখানি ফিরিয়ে নিয়ে, দুই চক্ষে রুমাল ঢাকা দিলেন।

“তুমি আমারে ভুলে যাবে না আনাবেল?”—ব্যস্তভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “তুমি আমারে ভুলে থাক্বে না?”

“ভুলে থাক্বো? না জোসেফ! ছলনা আমি শিখি নাই। প্রাণের বস্তু প্রাণের ভিতর গাঁথা থাকে। বুঝেছ আমার কথা?”

“বুঝেছি!”—সানন্দে আমি উত্তর কোল্লেম “প্রিয়তমে আনাবেল! তোমার কথা আমি বুঝেছি। আমি যে তোমারে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি, সেটী যে কেবল আমার একা ভালবাসা নয়, সেটী আমি বুঝেছি!”

সস্নেহে আনাবেল আমার হস্তধারণ কোল্লেন। মুখখানি নত কোরে আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমার অধরোষ্ঠে আনাবেলের ওষ্ঠ স্পর্শ হলো! পরক্ষণেই আনাবেল বিদায় হোলেন। ঘর অন্ধকার!

আমি বুঝ্তে পাল্লেম, আনাবেল এখন অবধি আমার আশায় বেঁচে থাক্বেন, আমিও আনাবেলের আশায় বেঁচে থাক্বো। ঈশ্বরেচ্ছায় শুভদিনের উদয় হোলে, দুজনেই আমরা সুখী হব, এই আশা আমাদের উভয়ের হৃদয়েই জাগরূক থাক্লো। আনাবেলের বিচ্ছেদ আমি সহ্য কোর্বো। সহ্য হোতো না, কিন্তু আশার উপদেশ!—ভবিষ্যতে মিলনের আশা! আশার উপদেশে সেই বিচ্ছেদকে আমি ভবিষ্যৎসুখের অঙ্কুর বোলেই হৃদয়ে ধারণ কোল্লেম।

আর এখানে বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। পরদিন প্রাতঃকালে আনাবেল চোলে গেলেন। বিদায়কালে আর আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হলো না। বৃদ্ধা ধাত্রী এসে সংবাদ দিলে, আনাবেল আমার মঙ্গলকামনা কোরে গেছেন। আমিও মনে মনে আনাবেলের মঙ্গলকামনা কোল্লেম।

দিন যাচ্ছে। কোন বাধা মান্ছে না,—কোন কথা শুন্ছে না, আপনার মনেই দিন চোলে যাচ্ছে। দ্রুত দ্রুত অনেকদিন চোলে গেল। দ্রুত দ্রুত আমিও আরাম হোতে লাগ্লেম। শয্যাগত ছিলেম, খানিক খানিক বোসে থাক্তে পারি, এমন সামর্থ্য জন্মালো। আনাবেল বিদায় হবার পর একপক্ষ অতীত। আমি নীরোগ।

PRINTED BY ... GHOSH ...

আনাবেলের বিদায়ের একপক্ষ পরে আনাবেলের প্রদত্ত পুলিন্দাটী ডাক্তার আমারে প্রদান কোল্লেন। শিরোনামটী আনাবেলের নিজের হাতের লেখা। ডাক্তারসাহেব যখন চোলে গেলেন, তৎক্ষণাৎ আমি সেই পুলিন্দাটী খুলে ফেল্লেম। দুখানা বড় বড় কাগজ। একখানা কাগজে খুব ঠাসলেখা,—অনেক লেখা। সেগুলিতে আনাবেলের নিজের পরিচয়; আর একখানি কাগজে বায়োলেটের চিঠীর নকল। বায়োলেটের মৃত্যুর পূর্ব্বে বিবি লানোভারের নামের যে চিঠীখানি আমি ডাকে দিয়ে আসি, সেই চিঠীর নকল। সেই চিঠী পেয়েই সালিস্‌বরীর ডাক্তারের বাটীতে আনাবেলের আসা। চিঠীখানি যখন আমি ডাকঘরে নিয়ে যাই, তখন ভেবেছিলেম, আনাবেলই পীড়িত। কিন্তু আশ্চর্য্য! রূপে যেমন উভয় ভগ্নী অভেদ, উভয়ের হস্তাক্ষরও সেই প্রকার অভেদ। এই সকল গতিকেই আমি স্থির কোরেছিলেম, বায়োলেট আর আনাবেল ভিন্নমূর্ত্তি নয়। যিনি আনাবেল, তিনিই বায়োলেট। সে ভ্রম আমার অনেকদিন ছিল। ভয়ানক ভয়ানক প্রমাণ পাঠকমহাশয় অনেক অবগত আছেন।

বারবার এক কথার পরিচয়ে পাঠকমহাশয়কে বিরক্ত করা আমার ইচ্ছা নয়। এখন দেখা যাক্, আনাবেলের পুলিন্দার মধ্যে যে দুখানি কাগজ আমি পেলেম, সে দুখানির সার সার নির্দ্দেশ কি? দেখা যাক্, কাগজেরা কি বলে!

সপ্তত্রিংশ প্রসঙ্গ।

যুগল সহোদরা।

আনাবেল আর বায়োলেট উভয়ে যমজ সহোদরা। লণ্ডনের একটী শোভাময়ী পল্লীতে এক শোভাময়ী অট্টালিকায় লানোভারের বাস ছিল। লানোভার তখন খুব টাকার মানুষ।—লম্বার্ডষ্ট্রীটের একটী বিখ্যাত ব্যাঙ্কের অংশী।—অগাধ টাকা। সংসারে স্ত্রী আর ঐ দুটী কন্যা। স্ত্রীর প্রতি পিশাচবৎ দুর্ব্ব্যবহার, বালিকা কন্যাদুটীর প্রতিও যারপরনাই নিষ্ঠুর। দুতিন বৎসর বয়সে ভগ্নীদুটী পিতার নামে কেঁপে উঠ্‌তো। ছেলেরা ছেলেখেলা করে, আপনার মনে হাসিখুসী করে, লোকে সে সব দেখ্‌তে ভালবাসে, কিন্তু লানোভারের ছোট ছোট মেয়ে দুটী খেলা কোত্তে কোত্তে যদি হেসে উঠ্‌তো, লানোভারের কাণে যদি সেই হাসি প্রবেশ কোত্তো, লানোভার তৎক্ষণাৎ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে দুটীকে যাচ্ছেতাই বোলে গালাগালি দিতো, সময়ে সময়ে ধাঁধা কোরে ঘুসিও বসাতো! মেয়েদের হাসির অপরাধে স্ত্রীকেও প্রহার কোত্তো!

ভগ্নীদুটীর বয়স যখন সাতবৎসর, তারা তখন মায়ের উপর পিতার দৌরাত্ম্য দেখে মনে মনে ভারী কষ্ট পেতো। জননী যখন মনের দুঃখে কাতর হয়ে নির্জ্জনে বোসে রোদন কোত্তেন, মেয়ে দুটীকে তখন কাছে যেতে দিতেন না। চক্ষু দিয়ে দরদরধারে জল পোড়্‌ছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হোচ্চে, আনাবেল আর বায়োলেট সেই সময় হঠাৎ যদি সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হতো, মায়ের কান্না দেখে তারাও সেই সময় কেঁদে ভাসাতো। মেয়ে দুটী সে বাড়ীতে বেশী লোকজনের সমাগম দেখ্‌তো না। লানোভারের যেরকম প্রকৃতি, যে রকম নৃশংস রাক্ষসের মত ব্যবহার, যেরকম দুষ্প্রবৃত্তির দুষ্ট বুদ্ধি, তাতে কোরে সহরের কোন ভাল লোক তার সঙ্গে দেখা কোত্তে আস্‌তেন না। ত্রিসীমাও মাড়াতেন না। পতির অমতে বিবি লানোভারও কোন ভদ্রলোকের কন্যাকে আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কোত্তে সাহস কোত্তেন না। দুইএকজন দেউলে বড়মানুষ আর দুই একজন নিষ্কর্ম্মা অপব্যায়ী বদ্‌লোক লানোভারের কাছে টাকা ধার কোত্তে আস্‌তো। সেই রকম লোকের সঙ্গেই লানোভারের ভাব। কাজেই বালিকাকালে মেয়েদুটীর সৎসঙ্গ বড়ই কম ছিল। সমাজের অবস্থা কিরূপ, সংসারের গতিক্রিয়া কেমন, বালিকাবয়সে কিছুই তারা জান্‌তো না।

যে ব্যাঙ্কে লানোভার অংশী, অকস্মাৎ সেই ব্যাঙ্কটা দেউলে হয়ে যায়। মহাজনেরা অংশীদের নামে নালিস করেন। প্রতারণার দাবীতে ফৌজদারী আদালতেও নালিস হয়। এখনকার অপেক্ষা তখন দেউলে আদালতের আইনকানুন বড় শক্ত ছিল। ফৌজদারী অভিযোগে দেউলে অংশীদারগণের কোনপ্রকার দণ্ড হলো না বটে, কিন্তু বাজারের পসার একবারে মাটী হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের সর্দ্দার অংশী ছিল লানোভার। মহাজনকে ফাঁকি দেওয়া, আর যত কিছু দুষ্কার্য্য কোরে অংশীগুলিকে দায়গ্রস্ত করা, লানোভারের নিজের কাজ। যে লোক পৃথিবীর সকল লোককে ফাঁকি দিতে চায়, আগেই সেই লোকের কপালে আগুন লাগে, এটা প্রায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দেউলে হওয়া হুজুগে ক্রূরমতি, পাপাশয়, আত্মম্ভরী লানোভারটাই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বস্বান্ত হয়।

পূর্ব্বেই বোলেছি, মেয়েদুটীর বয়স তখন সাতবৎসর। দেউলে লানোভার খেতে পায় না। মেয়ে দুটীকেই বা কে খেতে দেয়, স্ত্রীকেই বা কে প্রতিপালন করে? দেউলে লানোভারের তখন একটীও বন্ধু জোটে না। মুখের কথাতেও কেহ একটু সাহায্য করে না,—দেখাও করে না। শয়নঘরের আসবাব, রন্ধনগৃহের বাসন, মদের ঘরের মদ, সমস্তই বিক্রয় হোতে লাগলো। এমন কি, স্ত্রীর অলঙ্কার পর্য্যন্ত পোদ্দারের দোকানে চোলে গেল। ভদ্রাসন বাড়ীখানি পর্য্যন্ত গেল। সামান্য ভাড়াটে বাড়ীতে বাস কোত্তে হলো। পসার নষ্ট হয়েছে, জুয়াচোর দেউলে, কেহই দুঃখপ্রকাশ করে না,—কেহই সাহায্য করে না,—কোন কথায় কেহ কথাই কয় না। কি রকমে আবার নূতন কারবার আরম্ভ করে, কিসে সংসার চলে, লানোভার সে সমস্ত কিছুই ঠিক কোরে উঠ্‌তে পাল্লে না। কত রকম বুদ্ধি খাটায়, কত রকম কল্পনা করে, কত রকম ফাঁদ পাতে,

সমস্তই উড়ে যায়। কতদিন গেল, কিছুই উপায় হলো না। পরিবারের কষ্টের সীমাপরিসীমা থাক্‌লো না। মাতাপিতার কেহ আত্মীয় কুটুম্ব আছেন কি না, সাত-বছরের মেয়েছুটী তারও কিছুই জানে না। বাড়ীতে কখনও কাহাকে দেখেও নাই, মাতাপিতার মুখে কোন আপনার লোকের গল্পও শুনে নাই, কোন্ বংশে জন্ম, তা পর্য্যন্ত তারা জানে না।

ছুরাচার পতির দুর্ব্ব্যবহারে দুটী ছোট ছোট মেয়ে নিয়ে, লানোভারের পত্নী বড়ই ফাঁপরে পোড়লেন। দিন চলে না! প্রায় উপবাস আরম্ভ হলো! অনাহারে প্রাণ যায়! দুঃখিনী জননী তখন সূচীকার্য্য অবলম্বন কোল্লেন। হায়! যে রমণী এতদিন নানা ভোগসুখের অধিকারিণী ছিলেন, বদ্‌মাস স্বামীকে আর অজ্ঞান মেয়েছুটীকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহার দিয়ে বাঁচাবার জন্য, তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম কোত্তে লাগ্‌লেন।

মাথা রেখে থাকা আর কথঞ্চিৎ জঠরানল নির্ব্বাণ করা, এই দুটী কার্য্যের জন্যই সেই দুঃখিনী জননী ক্রমাগত তিনচারি বৎসর দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম কোল্লেন। ভরসা কেবল সূচীকার্য্য। এত পরিশ্রমের ভিতরেও একটু একটু অবকাশ কোরে, মেয়ে দুটীকে লেখাপড়া শিখাতে লাগ্‌লেন। লানোভারের পত্নী নিজে বেশ বিদ্যাবতী ছিলেন। জননীর কাছেই মেয়েছুটীর সুশিক্ষা হোতে লাগ্‌লো। এই তিনচারি বৎসরকাল লানোভারপরিবার দরিদ্রতার চরম সীমায় দাঁড়িয়েছিল। এক একদিন সমস্তই শূন্যময়! বিবি লানোভার সর্ব্বদা কাজকর্ম্ম পেতেন না, যখন পেতেন, তার দামও যৎসামান্য! কাজেই দুঃখকষ্টের একশেষ। এত দুঃখের সময়েও পতির দুর্ব্ব্যবহার থামে না। যে দুঃখিনী রমণী একটী কিছু কাজ পাবার জন্য প্রায় সমস্ত দিন পথে পথে, দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে ঘরে ফিরে আসেন, সেই দুঃখিনী রমণীর স্বামী সেই অপরাধে গালাগালি পাড়ে, প্রহার কোত্তে যায়, মেয়েছুটীকেও যখন তখন প্রহার করে! পত্নী যখন কায়িক পরিশ্রমে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করেন, যে উপার্জ্জনে সপরিবারের মুখের গ্রাস সংগ্রহ করা হবে, দুরাচার লানোভার সেগুলিও কেড়ে নিয়ে অপর জায়গায় বাজে খরচ করে! কোথায় নিয়ে যায়, কি করে, জিজ্ঞাসা কোল্লেই প্রহার!

আরও কিছুদিন যায়, মেয়েছুটীর দশম বর্ষ উত্তীর্ণ, সেই সময় লানোভার যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ কোরে একটা দালালী কার্‌বার আরম্ভ করে। সেই দালালীর সঙ্গে আরও নানারকম খুচরা কাজেরও বন্দোবস্ত করে। যদিও পসার মাটী হয়েছিল, তথাপি হঠাৎ আবার শুধরে উঠ্‌লো। গ্রেট্ রসেল ষ্ট্রীটে নূত বাড়ী নিলে। এই সময়েই তার অভাগিনী পত্নী অনবরত বহুশ্রমে পীড়িত হয়ে পোড়লেন। আর তখন কাজকর্ম্ম কর্‌বার শক্তি থাক্‌লো না। নূতন কার্‌বারে লানোভারের বেশ দশটাকা উপার্জ্জন হোতে লাগ্‌লো।

ভগ্নীছুটী প্রায় একাদশবর্ষীয়া! সংসার একরকম চোল্‌ছে। এই সময় লানোভারের দর্পটা আরও অনেক বেড়ে উঠেছে। স্ত্রীর প্রতি, মেয়েদের প্রতি, সর্ব্বদাই তর্জ্জন গর্জ্জন,—সর্ব্বদাই প্রহার!

আনাবেল আর বায়োলেট যুগল সহোদরা। রূপে এই যুগল সহোদরা নিখুঁত অভেদ। একটীকে রেখে আর একটী বোদলে আন্‌লে কার সাধ্য চিনে লয়, কে আনাবেল, কে বায়োলেট। আকৃতিতে এতখানি অভেদ, কিন্তু প্রকৃতিতে বিলক্ষণ বৈষম্য। আনাবেল শান্ত, বায়োলেট দুরন্ত;—আনাবেল সুধীরা, বায়োলেট চঞ্চলা; আনাবেল মৃদুভাষিণী, বায়োলেট মুখরা। পিতার কাছে কোন অপরাধ না হয়, আনাবেল সর্ব্বক্ষণ সেই ভয়ে সাবধান, বায়োলেট সে কথা মানে না। বায়োলেট কখনও অন্যায় সহ্য কোত্তে পারে না। দুর্ব্বৃত্ত পিতার সঙ্গে প্রায়ই বকাবকি হয়, মারামারিও ফাঁক যায় না! কতদিনই এই রকমে চলে, ক্রমশই বাড়াবাড়ি!

যুগলসহোদরা ত্রয়োদশবর্ষে উপনীত। এই বয়সে বায়োলেটের বড় তেজ। কথায় কথায় বাপকে ভয় দেখায়। সে কখনই মুখবুজে উপদ্রব সহ্য কবে না,—কিলের বদলে কিল দিতেও পেছু পা নয়। লানোভার যদি বায়োলেটকে মাত্তে যায়, বায়োলেট্‌ও তাই করে। সম্মুখে যা কিছু পায়, সেইটাই তুলে নিয়ে পিতাকে মাত্তে যায়। মাত্তে না পারে, সেই জন্যই সুধু বাধা দিতে যায় না, মুখেও বলে, "আমাকে মাল্লেই আমি মার্‌বো!"—দুঃখিনী জননী বারম্বার বায়োলেট্‌কে নিষেধ করেন, কিছুই ফল হয় না। আনাবেল আর বায়োলেট উভয়েই মাতৃবৎসলা, কিন্তু লানোভারের উপর প্রতিশোধ দিতে জননী যত নিরায়ণ করেন, বায়োলেট ততই অবাধ্য হয়ে উঠে।

ভগ্নীদুটীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত। একদিন লানোভার ভয়ানক রেগেছে। বায়োলেটের উপরেই বেশী রাগ। বায়োলেট্‌ও রেগেছে। লানোভার ডেকে ডেকে গালাগালি দিচ্চে, বায়োলেট্‌ও রেগে রেগে চেঁচিয়ে বোল্‌ছে, "তুমি সব পার! তুমি দেউলে হয়েছিলে! তোমার নামে ফৌজদারী মকদ্দমা হয়েছিল! তুমি অনেক লোককে ফাঁকি দিয়েছ! তোমাকে আমি বেশ চিনি!"

কন্যার এই প্রকার দুঃসাহসে লানোভার যেন বাঘের মত রেগে রেগে বায়োলেটের গায়ের উপর লাফিয়ে পোড়্‌লো। ধাক্কা দিয়ে মাটীতে ফেলে দিলে। বায়োলেটও লাফিয়ে উঠ্‌লো। মুখখানি রাঙা হয়ে এলো। সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। সাম্‌নে একখানা বৃহৎ কেতাব ছিল, সেই কেতাবখানা তুলে ঘুরিয়ে লানোভারকে ছুড়ে মাল্লে। ভয়ানক কাণ্ড! বিবি লানোভার ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। আনাবেলও ভয় পেলেন। লানোভার হয় ত আজ বায়োলেটকে খুন কোরে ফেল্‌বে, উভয়ের মনেই সেই ভয়।

রেগে রেগে লানোভার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিব! আর আমি বায়োলেটের মুখ দেখ্‌বো না! আজ থেকে বায়োলেট আমার ত্যজ্য কন্যা!"

রাগের মুখে এই ত লানোভারের প্রথম সংকল্প। বাড়ী থেকে এককালে দূর কোরে দেওয়াই সেই নরাধম পিতার স্থিরসংকল্প। শেষকালে পত্নীর অনেক কাঁদাকাটাতে, আরও হয় ত নিজের কোনপ্রকার ভবিষ্যৎ ভাবনাতে অবধারিত হলো, বায়োলেট্‌কে

কোন দূরদেশের পাঠাশালায় প্রেরণ করা হবে। তিনদিনের মধ্যেই পাঠাতে হবে। এই তিনদিনের মধ্যে বায়োলেট যেন একবারও লানোভারের চক্ষের কাছে উপস্থিত না হয়, এইরূপ কঠিন আজ্ঞা প্রচার করা হলো।

তিনদিন পরে সাউদাম্‌টনের একটী পাঠাশালায় বায়োলেটকে পাঠানো হয়। পাঠশালাতেই অবস্থান,—পাঠশালাতেই বিদ্যাশিক্ষা।—পাঠশালা ছেড়ে আর কোথাও যাবার অনুমতি থাক্‌লো না। পাঠাশালার নিয়মও বড় শক্ত। সেখানকার কোন ছাত্রী স্বেচ্ছাবশে চোল্‌তে পারে না। বিনা অনুমতিতেও বিদ্যালয়ের বাহিরে যেতে পারে না। শিক্ষয়িত্রীরা যখন যেরূপ আদেশ করেন, অনুচিত আদেশ হলেও, ছাত্রীগুলিকে সে সব আদেশ মুখবুজে পালন কোত্তে হয়। এমন যে পাঠাশালা, সেই পাঠশালায় পিতার ত্যজ্য কন্যা বায়োলেট্‌ ভর্ত্তি হলো।

বাড়ী থেকে বায়োলেট বিদায় হবার প্রায় সাত আট মাস পরে আমি আসি। লানোভার আমারে দেলমরপ্রাসাদ থেকে জোর কোরে ধোরে আনে। ১৮৩৬ অব্দের প্রথমেই বায়োলেটের নির্ব্বাসন। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লানোভারের বাড়ীতে আমি প্রথম আসি। বায়োলেট্‌ নামে আনাবেলের একটী ভগ্নী আছে, সে কথার কিছুই আমি জান্‌তেম না। দেড় মাস আমি লানোভারের বাড়ীতে ছিলেম। সেই দেড়মাসের মধ্যে একদিনও বায়োলেটের নাম শুনি নাই। আনাবেল একদিনও সে কথা আমারে বলেন নাই;—আনাবেলের জননীও না। একদিনও আমার কাণে বায়োলেটের নাম পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। মাতাদুহিতা গোপনে গোপনে অবশ্যই সেই নাম কোরে অশ্রুপাত কোরে থাক্‌বেন, আমি কিন্তু তা শুনি নাই। লানোভারের প্রকৃতি রাক্ষসের প্রকৃতি অপেক্ষাও ভয়ানক! সেই ভয়েই সমস্ত চুপ্‌চাপ্‌!

বায়োলেটের প্রতি—বায়োলেটের প্রতি না হোক্‌, বায়োলেটের জননীর প্রতি লানোভারের কেবল এই পর্য্যন্ত অনুগ্রহ, পাঠশালায় খরচপত্র লানোভার দিতো। তা ছাড়া আর কিছুই না। শাসিয়ে শাসিয়ে লানোভার বোলে রেখেছিল, কেহ যদি তার কাণে বায়োলেটের নাম করে, তা হলে কিছুতেই তার আর নিস্তার থাক্‌বে না। ত্যজ্যকন্যার মুখদর্শন কোত্তেও লানোভার নারাজ।

কিছুদিন যায়, হঠাৎ একদিন সংবাদ এলো, সাউদাম্‌টনের পাঠশালার শিক্ষয়িত্রী পত্র লিখ্‌লেন, বায়োলেট পালিয়ে গেছে! অকস্মাৎ সেই অশুভসংবাদে মায়ের প্রাণে যে কি হয়েছিল,—আনাবেলের প্রাণে যে কি আঘাত লেগেছিল, অনুভবেই বুঝা যেতে পারে। কথাটা লুকানো থাক্‌লো না, যে দিনের সংবাদ, সেই দিনেই লানোভারের কাণে উঠ্‌লো। দুঃখপ্রকাশ করা দূরে থাক্‌, নিরপরাধিনী স্ত্রীকন্যার উপরেই লানোভারের মহারাগ! মায়ের দোষেই বায়োলেট দেশত্যাগিনী। মা যদি সদুপদেশ দিয়ে মেয়েকে শান্ত কোরে রাখ্‌তেন, পিতাকে প্রহার করা,—পিতাকে গালাগালি দেওয়া, বায়োলেটের যদি অভ্যাস না হতো, তা হলে কখনই তেমন দুর্ঘটনা

হতো না। মায়ের দোষেই মেয়েটা অধঃপাতে গেল। মহা তর্জ্জনগর্জ্জনে সেই সব কথা বোলেই রাক্ষসটা যেন বারম্বার বাড়ীখানা ফাটিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌লো। আনাবেলের শিরেও দোষ পোড়্‌লো। দুজনেই গালাগালি খেলেন। পাঠশালা থেকে বায়োলেট পালিয়েছে! বিষম ভাবনার কথা! লানোভার মেয়ে খুঁজ্‌তে বেরুলো। প্রতিজ্ঞা কোরে গেল, যেখানে পায়, এক মাসের মধ্যেই ধোরে আন্‌বে।

লানোভার বেরুলো। কত জায়গায় অন্বেষণ কোল্লে, কোথাও কিছু সন্ধান পেলে না। একমাসের পর হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে এলো। রাগে একেবারে অগ্নি অবতার! ফিরে এসেও স্ত্রীকন্যাকে বিস্তর গালাগালি দিলে। বায়োলেট কোথায় গেল, কিছুই ঠিকানা হলো না।

আনাবেলের পত্রে এই পর্য্যন্ত আমি জান্‌তে পারি। ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের বাড়ী থেকে বায়োলেট আপন জননীকে যে পত্র লেখে, আনাবেল স্বহস্তে সেই পত্রের নকল কোরেছেন। পূর্ব্বেই বোলেছি, আনাবেলের পুলিন্দার মধ্যে সে নকলখানিও আমি পেয়েছি। বায়োলেট যে যে কথা লিখেছে, তার নিজের বর্ণনাতেই আমি জান্‌তে পাল্লেম, যে অবস্থায়,—যে গতিকে,—যে কারণে বায়োলেটের পলায়ন। পাঠশালাতে বড়ই শক্তাশক্তি ছিল। বায়োলেটের প্রকৃতি যেরূপ, তাতে কোরে তার উপর অপরের প্রভুত্ব,—স্বাধীন প্রবৃত্তিতে বাধা, কিছুতেই সহ্য হতো না। কোথাও একটু বেড়াতে গেলে অসম্ভব তিরস্কার সহ্য কোত্তে হতো। সে রকম তিরস্কার বায়োলেটের একান্ত অসহ্য। একটু কিছু দোষ হলেই সাজা হতো। পাঠশালার সংলগ্ন উদ্যানে একটু একটু বেড়াতে যাবার অনুমতি ছিল। সেই উদ্যানের পরেই একটা ময়দান। বায়োলেট এক একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে সেই ময়দান পর্য্যন্ত বেড়াতে যেতো। শিক্ষয়িত্রী সেইটী জান্‌তে পেরে বিস্তর তাড়না কোত্তেন। ঘরেই বন্ধ কোরে রাখা হতো। ঘরের বাহিরে পদার্পণ পর্য্যন্ত নিষেধ। দিন দিন বায়োলেট বড়ই উতলা হয়ে উঠ্‌লো। জননীকে পত্র লিখে ঘরে ফিরে যায়, মনে মনে সে ইচ্ছা আস্‌তো, কিন্তু পাত্তো না। দুর্ব্বৃত্ত পিতার ভয়ে সে ইচ্ছাকে ক্ষণমাত্রও মনের ভিতর স্থান দিতে পাত্তো না।

হাজার শাসন, হাজার পীড়ন সহ্য কোরেও বায়োলেটের স্বাধীন প্রবৃত্তি কিছুতেই নিস্তেজ হলো না। অবকাশ পেলেই বাগানে বেড়াতে যেতো। নিকটে কেহ না থাক্‌লেই মাঠের দিকে বেরিয়ে পোড়্‌তো! একদিন সেই মাঠের মাঝখানে হঠাৎ দুটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বায়োলেটের দেখা হয়। স্ত্রীলোকেরা এক প্রদেশীয় নাট্যশালার অভিনেত্রী। বায়োলেটের রূপ দেখে তারা মোহিত হয়ে যায়। বায়োলেটের সঙ্গে তাদের অনেকরকম কথা হয়। থিয়েটারে পৃথিবীর সুখ,—পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য একত্র;—যা যখন প্রয়োজন, সুখবিলাসের কোন বস্তুরই অভাব থাকে না;—অভিনয়ের সময় সহস্র সহস্র লোকে বাহবা দেয়;—তারিফ করে;—কতই সুনাম বাহির হয়;—দেশশুদ্ধ লোক বহু প্রশংসা করে;—রাশি রাশি খবরের কাগজে সুখ্যাতি বাহির হয়, রাজরাণীর মত

অতুল মানগৌরবে জীবনকাল কাটানো যায়। থিয়েটারের নায়িকারা বালিকা বায়োলেটকে এই রকম অনেক প্রলোভন দেখায়। বায়োলেটের মন টোলে যায়।

আহা! বায়োলেট বালিকা। পিত্রালয়ে সেই বালিকা একপ্রকার বন্দিনী ছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হতো না। জগতের কোথায় কি আছে, জগৎ-সংসারে কি রকম লোক বাস করে, সংসারখেলা কি রকমে চলে,—মানুষের প্রকৃতি কি প্রকার,—থিয়েটার কারে বলে, বালিকা বায়োলেট সে সব তত্ত্ব কিছুই জান্‌তো না। নায়িকাদের প্রলোভনে মন টোলে গেল। সে দিন কোন উত্তর দিলে না। পরদিন আবার দেখা হবে, এইরূপ অঙ্গীকার।

এ কথাও শিক্ষয়িত্রীর কাণে উঠ্‌লো। কি কথা বলাবলি হয়েছে, সে সব তিনি জান্‌তে পাল্লেন না, কিন্তু বায়োলেটকে ঘরের ভিতর কয়েদ কোল্লেন। বোলে দিলেন, "খবরদার! মনে কোল্লেই বাহিরে যাওয়া,—অচেনা লোকের সঙ্গে কথা কওয়া, গুরুতর অপরাধ! সে অপরাধে পাঠশালার মধ্যে কয়েদ থাকাই উচিত দণ্ড!"—বায়োলেট্ কয়েদ থাক্‌লো,—ঘরের ভিতরেই কয়েদ। অন্য অন্যদিন এই রকম কয়েদে বায়োলেটের যত কষ্ট হতো, সে দিন আর ততটা কষ্ট হলো না। সুযোগ পেলেই পালাবে, স্বাধীন হয়ে স্বাধীন বাতাস খাবে, সেই উল্লাসে একটু শান্ত হয়ে থাক্‌লো। দিনরাত ঐ রকমেই গেল। পরদিন যে সময় যে সঙ্কেতস্থলে দেখা হবার কথা, অবসর খুঁজে খুঁজে, সকলের অলক্ষিতে, বায়োলেট্ ঠিক সেই সময়েই সেই স্থানে গিয়ে উপস্থিত। নায়িকারাও সঙ্কেতস্থলে উপস্থিত। সে দিন তাদের সঙ্গে একজন যুবাপুরুষ ছিল। সেই যুবাপুরুষ সেই থিয়েটারের ম্যানেজার। দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী, কথাও বেশ নরম নরম, মুখ সর্ব্বদা হাসি হাসি। থিয়েটারের লোকে সচরাচর যেমন শিষ্টাচার দেখায়, বায়োলেটের কাছে সেই রকম শিষ্টাচার দেখিয়ে, ম্যানেজারসাহেব বায়োলেট্‌কে অনেক কথা বোল্লেন, অনেক রকম আশ্বাস দিলেন। সুখে রাখ্‌বেন অঙ্গীকার কোল্লেন। স্ত্রীলোকেরা যে যে কথা বোলেছিল, ম্যানেজার তার চেয়ে অনেক বেশী কথা বোল্লেন। ম্যানেজারের সাজগোজ দেখেও বালিকার মন ভুলে গেল। বায়োলেটের রূপেও ম্যানেজারের মন ভুলে গেল। পাঠশালায় বায়োলেটের নৃত্যশিক্ষা হোচ্চে, ম্যানেজারসাহেব সে কথাটীও শুন্‌লেন। ভারী উৎসাহ বাড়্‌লো।—ভারী আনন্দ হলো। আগামী কল্যই সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবেন। নূতন সঙ্কেতস্থান নিরূপণ করা হলো। সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক্‌ঠাক। ম্যানেজার চোলে গেলেন, স্ত্রীলোকেরাও সঙ্গে গেল, বায়োলেট্ পাঠশালায় এলো।

তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যাকালে বায়োলেট্ চুপি চুপি পাঠশালা থেকে বেরিয়ে সেই সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হলো। স্ত্রীলোক দুটীও দেখা দিল। সেদিন আর ম্যানেজার এলেন না। অদূরে একখানা পর্দ্দাঢাকা গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, বায়োলেট্‌কে সেই গাড়ীতে তুলে নাট্যশালার গুপ্তদূতীরা অতুল আহ্লাদে সেখান থেকে প্রস্থান কোল্লে। কুরঙ্গিণী ফাঁদে পোড়্‌লো!

নাটকের দল সেই সময় কিছুদিনের জন্য সাউদাম্‌টনে এসেছিল। বায়োলেট্‌কে পেয়ে দলের আনন্দের আর সীমাপরিসীমা থাক্‌লো না। সেই রাত্রেই তাঁরা সাউদাম্‌টন ছেড়ে অন্যস্থানে চোলে গেলেন। যেখানে গেলেন, সে স্থানটা সাউদম্‌টন থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূর।

এদিকে পাঠশালায় হুলস্থূল! বায়োলেট অদৃশ্য! কত লোক কতদিকে অন্বেষণে বেরুলো। সন্ধান পাওয়া গেল না। পাঠশালার সকলেই মহা উদ্বিগ্ন। শিক্ষয়িত্রী অগত্যা বায়োলেটের জননীকে পত্র লিখে সংবাদ দিলেন, বায়োলেট্‌ পালিয়েছে। সংবাদ পেয়ে জননী কি কোরেছেন, আনাবেল কি ভেবেছেন, পিতাই বা কি মনে কোরেছে, বায়োলেট্‌ সে সব কথা জানে না। বায়োলেট কেবল নিজের কথাই লিখেছে।

পাঠশালা থেকে চুরি কোরে আন্‌বার পর বায়োলেট্‌কে রঙ্গভূমির উপযুক্ত নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ম্যানেজারসাহেব পরমযত্নে বায়োলেট্‌কে লুকিয়ে রাখেন। উত্তম উত্তম বসনভূষণে নিত্য বায়োলেট্‌কে সাজানো হয়। রাজভোগ খেতে দেওয়া হয়। ম্যানেজারের কাছেই বায়োলেট্‌ থাকে। ম্যানেজারের স্ত্রী ছিল। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই বায়োলেট্‌কে ভালবাসেন, উভয়েই যত্ন করেন। বায়োলেট্‌ ভুলে গেল।—ভুলে গেল বটে, কিন্তু ম্যানেজারকে বোল্লে, নাটকের দল সেখান থেকে ১০০ মাইল দূরে না গেলে বায়োলেট্‌ রঙ্গভূমে দেখা দিবে না। তাহাই মঞ্জুর। কিছুদিন স্থানে স্থানে ক্রীড়া কোরে থিয়েটারের দল দূরদেশে চোলে যায়।

বায়োলেট নিত্য নিত্য নূতন সুখ উপভোগ করে। ম্যানেজারের স্ত্রী এতযত্নে, এত সাবধানে তারে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখেন যে, থিয়েটারের অন্য লোকেরা একবারও দেখা কোত্তে পায় না। যে সকল দুষ্ক্রিয়ার জন্য থিয়েটারের দুর্নাম, সে সকল পাপের প্রভুত্ব যাতে কোরে বায়োলেটের কাছে ঘেঁস্‌তে না পারে, ম্যানেজারদম্পতী সেজন্য সর্ব্বদাই সতর্ক,—সর্ব্বদাই যত্নবান্‌। অল্পদিনের মধ্যেই বায়োলেট্‌ নাট্যনৃত্যে বিলক্ষণ নিপুণা হয়ে উঠ্‌লো। নাট্যসম্প্রদায় ডিবন্‌শায়ারে উপস্থিত।

পাঠকমহাশয় স্মরণ কোত্তে পার্‌বেন, আমি তখন ডিবন্‌শায়ারে ছিলেম। থিয়েটার এসেছে শুনে রাবণহিল্‌ নিকেতনের চাকরদের সঙ্গে আমি একরাত্রে সেই থিয়েটার দেখ্‌তে যাই। বায়োলেট্‌ সেখানে রঙ্গভূমে পরী সেজে নৃত্য করে। আমি যবনিকার অন্তরালে প্রবেশ করি। যে রকমে বায়োলেটের সঙ্গে আমার দেখা হয়, সার্‌ মাল্‌কম্‌ বারেনহামের সঙ্গে বায়োলেটের যে রকম কথা চলে, যেরূপে বায়োলেট্‌কে আমি আনাবেল বোলে ডাকি, বায়োলেট্‌ কেঁপে উঠে, বায়োলেটের চক্ষে জল পড়ে, বায়োলেট্‌ ছুটে পালায়, আমার নাম বোলে সাজঘরে আমি খবর দিই, বায়োলেট্‌ আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চায় না, জোসেফ্‌ উইল্‌মটের নাম পর্য্যন্ত বায়োলেট্‌ জানে না, সাজঘরের ভিতর থেকে বায়োলেট্‌ আমারে সেইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বোলে পাঠায়। তখন আমার বিস্ময় জ্ঞান হয়েছিল। মর্ম্মান্তিক বেদনায় আমার প্রাণে ব্যথা লেগেছিল।

বায়োলেটের পত্র পাঠ কোরে সে ভ্রম আমার ঘুচে যায়। বায়োলেটের পত্রে আরও আমি জান্‌তে পারি, সার্ মাল্‌কমের কাছে যে রাত্রে আমি বায়োলেটকে প্রথম দেখি, সেই প্রথমরাত্রেই দুরাচার মালকম্ বসাভাসের কথা জানায়। দ্বিতীয় রাত্রে তার কিছু আরও বেশীরকম সাহস বাড়ে। ধনদৌলতের কথা,—অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা, সুখে রাখ্‌বার কথা,—দ্বিতীয় রাত্রে সেই রকমের সমস্ত কথাই সেই দুরাচার লম্পট নবীনা বালিকার কাণে তোলে। সে রাত্রেও নিশ্চয় জবাব পায় না। আমার মনের তখন যে প্রকার অবস্থা, যথাসময়েই সে সব আমি বোলেছি। এখানে আর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিছুদিন পরেই সার্ মালকমের সঙ্গে বায়োলেট্ পালিয়ে যায়। চার্লটন গ্রামের নিকটবর্ত্তী বারেনহাম উদ্যানে বায়োলেটের বিলাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হয়। বায়োলেট সেখানে বিবিধ ভোগ ঐশ্বর্য্যে ভুলে থাকে। বারেনহাম তারে বলে, "সমাজের বিবাহের প্রথাটা বড়ই ঘৃণাকর। বিবাহটা কেবল নির্ব্বোধ লোকের আড়ম্বরমাত্র। স্ত্রীপুরুষের বিবাহে কিছুমাত্র সুখ নাই। একঘেয়ে আমোদ স্ত্রীপুরুষ কাহারও প্রাণে ভাল লাগে না। স্বাধীনভাবে স্বাধীনক্ষেত্রে বিচরণ করাই অতুল আনন্দ!" স্বাধীনভাবে স্বাধীন আনন্দ উপভোগেই বায়োলেট্ তখন পরমসুখী। মালকম্ তাঁরে ঘোড়াচড়া শেখায়। চার্লটন্ গ্রামের নিকট দিয়ে বায়োলেট্ সেদিন মালকমের সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে চোলে যায়, আমিও সেদিন সেইখানে। আমিও সেদিন বায়োলেট্‌কে আনাবেল মনে করি। উচ্চৈঃস্বরে আনাবেল বোলেই ডাকি। নাম শুনেই বায়োলেট্ চোম্‌কে উঠে। বায়োলেট্ লিখেছে, সেদিন সে অবস্থাতেও বায়োলেট্ কেঁদেছিল।—মাকে মনে পোড়েছিল,—ভগ্নীকে মনে পোড়েছিল,—সুখের সংসারকে দুঃখময় বোলে বোধ হয়েছিল, আমি কিন্তু তার কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই।

থিয়েটার ত্যাগ কোরে বায়োলেট্ অসুখী ছিল না। যত দিন থিয়েটারে ছিল, ততদিন সুখের অভাব ছিল না সত্য, ম্যানেজারের ধনাগারে প্রচুর ধন বাড়িয়ে দিয়েছিল সত্য, কিন্তু বারেনহামের সহবাসে তার চেয়েও বেশী সুখ। থিয়েটারের সাজঘরে ম্যানেজার তারে লুকিয়ে রাখ্‌তে পাত্তেন না। ইয়ারকীর খাতিরে যে সকল কুচরিত্র লম্পট লোক অক্লেশে সাজঘরে প্রবেশ কোত্তে পাত্তো, ম্যানেজার তাদের নিষেধ কোত্তে পাত্তেন না। সেই সকল লোক যখন তখন নানারকম বিশ্রী কথা বায়োলেটকে শুনাত;—গায়ে গায়ে ঠেস্ মেরে যেতো।—এটা কি, ওটা কি, ওখানে কি হয়, এই রকমে ঘনিষ্ঠতা কোরে ছবি দেখাতো,—ছায়াপট দেখাতো,—পোষাক দেখাতো,—সঙ্গে সঙ্গে রসিকতাও জুড়ে দিতো। বায়োলেট লজ্জাহীনা ছিল না, সে সব কথায় লজ্জা পেতো,—বিরক্ত হতো,—তফাতে তফাতে চোলে যেতো, ইয়ারেরাও হল্লা কোরে সঙ্গে সঙ্গে ছুট্‌তো। থিয়েটারের মুটেমজুরেরাও চালাকী কোরে ইসারা কোত্তো। বারেনহামের বিলাসগৃহে সে সব উৎপাত ছিল না। ম্যানেজারের বাসাতে বায়োলেটের সঙ্গে আর কোন লোকের দেখাসাক্ষাৎ হতো না। রঙ্গভূমে বায়োলেটের প্রবেশে ম্যানেজারের

নিত্য নিত্য প্রচুর অর্থলাভ। প্রদেশীয় সমস্ত সংবাদপত্রে বায়োলেটের সুখ্যাতি প্রচার। নামটী ঠিক ছিল। বায়োলেট নাম ম্যানেজারের বেশ পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু ডাকনামটী গোপন কোরে, বায়োলেট নিজে ইচ্ছা কোরে নাম নিয়েছিল মর্টিমার। বায়োলেট নামের সঙ্গে মর্টিমার নামের সংযোগ। সকলেই জান্‌তো, বায়োলেট মর্টিমার।

বাবেনহামের কাছেও 'বায়োলেট মর্টিমার। সার্ মালকম বাবেনহাম অহরহ বায়োলেট মর্টিমারকে খুব সাবধানে রাখ্‌বার চেষ্টা কোত্তেন। কারণ ছিল অন্যপ্রকার। থিয়েটারের ম্যানেজার বায়োলেটকে লুকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কোত্তেন, তারও কারণ ছিল অন্যপ্রকার। ম্যানেজার ভাব্‌তেন, অপর কোন প্রতিযোগী দল যদি বায়োলেটের রূপ-গুণের পরিচয় পেয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা পায়, তা হোলে অনেক ক্ষতি হবে। তেমন সুন্দরী নায়িকা,—তেমন সুন্দরী পরী যে দলে যাবে, সেই দল ফেঁপে উঠ্‌বে, ম্যানেজার সেটী বুঝ্‌তেন। বাবেনহাম কি বুঝ্‌তেন, তাঁরিই মনে ছিল।

পঞ্চদশবর্ষ বয়সে বায়োলেট থিয়েটারে প্রবেশ করে। বেশী দিন থাক্‌তে না থাক্‌তে সার্ মালকম বাবেনহাম বড় লোভে দাগা দেন। পাঠশালা থেকে যারে ভুলিয়ে আনা হয়, বাবেনহাম তারে টাকার লোভ দেখিয়েই হরণ করেন। বেশীদিন বায়োলেট সে সুখের অধিকারিণী ছিল না। আমার সঙ্গে বায়োলেটের দেখা তিনচারিবারের অধিক নয়। এক্‌ষ্টার নগরে কাপড়ের দোকানের সম্মুখে আনাবেলকে আমি দেখি। সেইটীই প্রকৃত আনাবেল। তারই পরে মদের দোকানের সম্মুখে গাড়ীর ভিতর সেই মূর্ত্তি দেখি। তখনও আমি ভেবেছিলেম, আনাবেল। পাঠকমহাশয় বুঝ্‌তে পাচ্চেন, বাবেনহামের গাড়ী। বাবেনহামের গাড়ীতে আনাবেল ছিলেন না, সে মূর্ত্তিও বায়োলেটের। ক্রমে ক্রমে অনেক ভ্রম আমার ঘুচে গেল।

বায়োলেটের পত্রে অনেক বৃত্তান্ত আমি জান্‌তে পাল্লেম। লম্পটের প্রণয়, লম্পটের বিলাস, ক্ষণস্থায়ী হয়, জগতে তার সাক্ষী অনেক। বায়োলেটের ভাগ্যের এক সাক্ষী সার্ মালকম বাবেনহাম। কিছুদিন বাবেনহামের প্রাসাদে রাজপ্রসাদ উপভোগ কোরে বায়োলেটের অরুচি জন্মালো। সে সুখ আর ভাল লাগ্‌লো না। লম্পটের উপর অবিশ্বাস দাঁড়ালো। বায়োলেট নিজেই লিখেছে, সার্ মালকম্ ভয়ানক মাতাল! দিনরাত মদ খেতো! এক এক রাত্রে কোথায় পোড়ে থাক্‌তো, সন্ধান পাওয়া যেতো না। বায়োলেট নিজেই লিখেছে, যে সকল লম্পটের টাকা অনেক, তারা নিত্য নিত্য নূতন সুখ অন্বেষণ করে। একটীতে মন উঠে না! নিত্যই নূতন চায়! নূতন নূতন অবলা কুলবালার কুল মজায়! নামমাত্র একটী কি দুটী উপলক্ষ রাখে, তার পর নূতনের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়! মেয়েমানুষ রাখা তারা একপ্রকার আস্‌বাবের মধ্যেই গণনা করে। বড় লোকের যেমন দাসদাসী আস্‌বাবপত্র থাকে, সুন্দরী মেয়েমানুষ—বিবাহকরা নয়, স্বাধীনক্ষেত্রের সুন্দরী মেয়েমানুষ কেবল লোকদেখানো আস্‌বাবের মধ্যেই গণ্য! অহঙ্কার বাড়াবার বস্তু! লম্পটের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রণয় বাস করে না,—কখনই করে না।

প্রবঞ্চনা প্রতারণা তাদের প্রায় স্বভাবসিদ্ধ আভরণ। ক্রমে ক্রমে এই সকল জেনে শুনেই লম্পটের ভালবাসায় বায়োলেটের বিতৃষ্ণা জন্মে,—বিতৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ অবিশ্বাস! লম্পটের ভালবাসাটা বিষের লাড়ু!

এই স্থলে আর একটী স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৮৩৭ অব্দের ২৩এ জুন। আবার দক্ষিণায়ন পর্ব্ব রজনী। সেই দিন সন্ধ্যাকালে সার্ মালকম্ বায়োলেটকে বলেন, চার্লটন গ্রামে এক নিমন্ত্রণ আছে, ফিরে আস্তে অনেক বিলম্ব হবে। নিমন্ত্রণের কথায় বায়োলেটের বিশ্বাস হয় না। বাবেনহাম যখন বেরিয়ে যান, তার একটু পরেই বায়োলেট ছদ্মবেশে চুপি চুপি চার্লটন গ্রামে গমন করে। যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণের কথা, সেই বাড়ীর নিকটে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গা ঢাকা হয়ে লুকিয়ে থাকে। সার্ মালকম্ দেখা দিলেন না। বায়োলেটের সন্দেহ বাড়্লো। রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। দিব্য জ্যোৎস্না রাত্রি। আমিও সেই রাত্রে অভাগিনী ক্যাথারিণের কি দশা হলো, জান্বার জন্য চার্লটনে গিয়েছিলেম। রাত্রের শোভা সেই স্থানেই আমি বর্ণন কোরেছি। বায়োলেট যখন ফিরে আসে,—গোরস্থানের নিকট দিয়েই পথ,—পথে যেতে যেতে বায়োলেটের মনে একরকম খেয়াল উপস্থিত হয়। গোরস্থান দর্শনের কৌতুক জন্মে। কৌতুকে কৌতুকেই গোরস্থানের মধ্যে প্রবেশ করে। একটী কবরের পাথরের উপরে বোসে জননীর জন্য বায়োলেট রোদন করে। রাত্রি যখন দুই প্রহরের কাছাকাছি, সেই সময় বায়োলেট দেখ্তে পায়, দুটী লোক চুপি চুপি গির্জ্জাঘরের অন্যধার দিয়ে গোরস্থানের দিকে আসে। একজনের হাতে একটা লণ্ঠন, আর একজনের হাতে মাটী খোঁড়া খন্তা। কে তারা, বায়োলেট প্রথমে অনুমান কোত্তে পারে না।—ভূত নয়, মানুষ।—ভূতের ভয়ও বায়োলেটের ছিল না। ধীরে ধীরে উঠে বায়োলেট তাদের কাছে যায়, তাদের সঙ্গে কথা হয়। পরিচয়ে জান্তে পারে, একজন সেই ধর্ম্মশালার লোক আর একজন ভাড়াকরা মজুর লোক। ভোরে তারা একটী শবদেহের সমাধি দিবে, সেই জন্যই রাতারাতি আয়োজন কোত্তে এসেছে। বায়োলেট তাদের এক জনকে কিছু ঘুস্ দিয়ে গির্জ্জার মধ্যে প্রবেশ করে। আমিও সেই সময় গোরস্থানে। অন্য ধারে তারা ছিল, অন্যপথ দিয়েই তারা প্রবেশ কোরেছে, আমি তাদের দেখ্তে পাই নাই, তারাও আমারে দেখে নাই। আমিও অন্যপথে প্রবেশ করেছিলেম। বাবেনহামের সঙ্গে বায়োলেটের পলায়নের পাঁচমাস পরে এই ঘটনা।

বায়োলেট গির্জ্জার ভিতর প্রবেশ কোরেছিল। আমিও অলৌকিক দৈববাণীর পরীক্ষা কোত্তে গিয়েছিলেম। গির্জ্জার গবাক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ্ছিলেম। ঢং ঢং কোরে বারোটা বেজে গেল। গবাক্ষের দর্শনপথে আমি দেখ্লেম, আনাবেলের মূর্ত্তি! বায়োলেট তখন গবাক্ষপথে আমার পানে চেয়েছিল। সাদা ধব্‌ধবে পাংশুমূর্ত্তি! বায়োলেট আমারে দেখ্তে পায়। বায়োলেট লিখেছে, "কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল, আমারে দেখেই ছুটে পালালো।" আমি যে তখন অজ্ঞান

হয়ে পোড়েছিলেম, বায়োলেট তা দেখে নাই। জান্‌তোও না। সেই ঘটনায় বর্ষমধ্যে আনাবেলের মৃত্যুর নিদর্শন মনে কোরে আমি অস্থির হই। তার পর আবার কিছুদিন অতীত হয়। আসল ঘটনার কিছুই আমি জানি না। বায়োলেটও কিছু জানে না। আবার কিছুদিন যায়। কালিন্দীর সহচরী শার্লোটার সতীত্ব হরণের জন্য সার্ মালকম্ বারেনহাম তারে বারেনহামউদ্যানে ধোরে নিয়ে যান। একটী যুবতী সেই স্থানে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে শার্লোটাকে পরিত্রাণ করেন। শার্লোটার মুখে রূপবর্ণনা শুনে আমি মনে কোরেছিলেম আনাবেল। বায়োলেটের পত্রে প্রকাশ হলো, বায়োলেট। এই প্রকার অনেক ঘটনা,—অনেক কথা বায়োলেটের পত্রে আমি দেখ্‌লেম। ক্রমে ক্রমে মাল্‌কমের সঙ্গে বায়োলেটের ছাড়াছাড়ি। বায়োলেট গর্ভবতী। সে অবস্থায় কি হয়, কোথায় যায়, কিসে লজ্জাসম্ভ্রম রক্ষা হয়, লজ্জাশীলা অবিবাহিতা কুমারী সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে। বারেনহামের সঙ্গছাড়া হয়েছে, কুপথে আর মন যায় না, উপায় কি? এক উপায় জননীকে পত্র লেখা। তাতেও সাহস হয় না। বায়োলেট ভাব্‌লে, কি বোলেই বা পত্র লিখি? "আমি কুপথগামিনী হয়েছি, কুলে কলঙ্ক দিয়েছি, তোমরা আমারে আশ্রয় দাও!"—লজ্জা খেয়ে কোনমতেই ত এমন কথা লেখা যায় না। লিখ্‌তে পাল্লে না। ভেবে চিন্তে সার্ মালকম্ বারেনহাম্‌কেই সঙ্কটের কথা জানালে। বারেনহাম সে সময়ে নিষ্ঠুর হলেও হোতে পাত্তেন, কিন্তু একটু ভদ্রতা জানিয়ে সালিস্‌বরীর ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের সঙ্গে বন্দোবস্ত কোল্লেন। পম্‌ফ্রেটের বাড়ীতেই গর্ভবতী বায়োলেটের আসা হলো। গুপ্তগৃহের কাণ্ডকারখানা সংক্ষেপে আমি বোলে গেছি, সংক্ষেপের কথা সংক্ষেপেই যথেষ্ট। যে পত্রের নকল আমি পাঠ কোচ্চি, গর্ভবতী বায়োলেট আসন্নকালে সেই পত্রখানি লেখে। পত্রলেখার পর একটী মরাছেলে প্রসব কোরে অভাগিনী বায়োলেট পৃথিবী থেকে বিদায় হয়!

বায়োলেটের পত্রের বেশী নির্ঘণ্ট আমার এ কাহিনীর অঙ্গীভূত হলেও তত কথা আমি বোল্‌তে ইচ্ছা করি না। বায়োলেটের মৃত্যুতে আনাবেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আনাবেল আমারে ভয় দেখিয়ে গিয়েছেন, কথাটা লানোভারের কাণে উঠ্‌বে। লানোভার হয় ত এই বাড়ীতেই আস্‌বে। আমার তখন পলায়ন করা বড় দরকার। আলোচনার যা যা তখন বাকী থাক্‌লো, স্থানান্তরে প্রস্থান কোরে আলোচনা করা যাবে। আগে বাঁচি তার পর সব। এইটী সংকল্প কোরে আমি তখন প্রস্থানের পন্থাই অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম।

বায়োলেটের মৃত্যুসংবাদ সার্ মালকম্ বারেনহামের কাছে পৌঁছিল। তিনি তখন ডিবন্‌শায়ারে ছিলেন। ডাক্তার পম্‌ফ্রেট্ তাঁরে লিখে পাঠালেন, বায়োলেটের ভগ্নী এই বাড়ীতে আছেন, এখানে এখন তাঁর না আসাই ভাল। এই সংবাদে আমিও সন্তুষ্ট হোলেম। আনাবেল চোলে যাবার পরেও বারেনহামের উপস্থিত হবার কোন সম্ভাবনা দেখ্‌লেম না। বারেনহাম্ ডাক্তার পম্‌ফ্রেট্‌কে প্রচুর অর্থ পারিতোষিক পাঠালেন।

ডাক্তার খুসী হোলেন। আনাবেল যে কদিন সেখানে ছিলেন, পম্‌ফ্রেট্ দম্পতী সে কদিন তাঁর প্রতি যথোচিত আদরযত্ন দেখিয়েছেন। আনাবেল আমার মাতুলকন্যা, সেই খাতিরে আমারও খুব আদর।

অষ্টত্রিংশ প্রসঙ্গ।

আবার আমি কোথা ?

আনাবেলকে আমি বোলেছি, যত শীঘ্র পারি, সালিসবরী ছেড়ে চোলে যাব। ডাক্তারসাহেবকে আমার মনের ইচ্ছা জানালেম। ডাক্তারও বুঝ্‌লেন্, যে বাড়ীতে আমার একটী মাতুলকন্যা তাদৃশ শোচনীয় অবস্থায় মারা গেলেন, সে বাড়ীতে আমার আর থাকা সুখের থাকা হয় না। কাজেই আমার স্থানান্তরগমনে তিনি সম্মতি দিলেন। আমার পীড়ার সময় ডাক্তারপরিবার যথোচিত সেবাশুশ্রূষা কোরেছেন, তজ্জন্য আমি তাঁদের যথোচিত ধন্যবাদ দিলেম। ডাক্তার আমারে স্নেহবশে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় যেতে ইচ্ছা কর ?"

কোথায় যেতে ইচ্ছা করি, কিছুই আমার জানা ছিল না, কি উত্তর দিই ? শেষকালে ভেবে চিন্তে বোল্লেম, "ডিবন্‌শায়ারে যাব। সেখানে আমার দুটী একটী জানালোক আছেন, তাঁরা চেষ্টা কোরে আমার একটী কর্ম্ম জুটিয়ে দিতে পারেন।"—সার্টিফিকেট চাইলেম, ডাক্তারসাহেব আহ্লাদপূর্ব্বক একখানি সার্টিফিকেট দিলেন। বায়োলেটের চিকিৎসা কোরেছেন, অনেক টাকা পেয়েছেন, বায়োলেট আমার মাতুলকন্যা, আমারে একখানি সার্টিফিকেট দেওয়া তিনি অবশ্যই কর্ত্তব্যকর্ম্ম বোলে বিবেচনা কোল্লেন। আমি সার্টিফিকেট পেলেম।

পরদিন প্রাতঃকালে বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আমি গাড়ীর আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হোলেম। একজন পদাতিক আমার বাক্সটী নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোল্লো। কোথায় যাব, তা আমি জানি না। উত্তরে কি পূর্ব্বে, দক্ষিণে কি পশ্চিমে, কোন্ দিকে আমি যাত্রা কোর্‌বো, কিছু স্থির নাই। তীর্থযাত্রীরা যেমন চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, প্রাচীনকালের সন্ন্যাসীরা যেমন পৃথিবীর নানা দিগ্‌দিগন্তে পর্য্যটন কোরে বেড়াতেন, আমি ভাব্‌লেম, আমারও তখন সেই পন্থা। ডাক্তারকে বোলে এলেম, ডিবনশায়ারে যাব, কিন্তু তা আমি যাব না। মনে মনে লানোভারের ভয়! আনাবেলের পত্র পাঠ কোরে সেই ভয় আরও বেড়েছে। যে রাজ্যে প্রস্থান কোল্লে লানোভারের হাত এড়াবো, দূর দূরান্তরে সেই রাজ্যেই চোলে যাব। সেইটীই আমার নিরাপদের পন্থা বোলে

জ্ঞান হলো। কিন্তু কোথায় সেই নিরাপদের রাজ্য? গাড়ীর আড্ডায় জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, একখানি গাড়ী চেতনহাম নগরে যাত্রা কোর্‌বে। সেই চেতনহামেই চোলে যাব। সেখানে আর লানোভার আমারে ধোর্‌তে পার্‌বে না।

আড়ম্বর অনেকদূর হয়ে গেছে। এখানে আর আমি বেশী আড়ম্বর দেখাতে ইচ্ছা রাখি না। উপযুক্ত সময়ে চেতনহামে পৌঁছিলেম। স্থানটী বেশ রমণীয়। গাড়ী থেকে নেমে বাজারে একটী বাসা নিলেম। প্রায় একপক্ষ কাল সেই বাসাতেই থাক্‌লেম। ভয়ানক রোগভোগ কোরে উঠেছি, ভাল কোরে আরাম হোতে পারি নাই, চেহারাও খারাপ হয়ে আছে, সে চেহারা দেখ্‌লে ভদ্রলোকে কর্ম্ম দিতে রাজী হবেন না, সেই জন্য কিছুদিন স্বতন্ত্র বাসায় অবস্থান কোল্লেম। টাকা তখন আমার সঙ্গে যথেষ্ট ছিল; সেই সুখে একপক্ষকাল নিজের বাসায় বিশ্রাম কোল্লেম। একপক্ষ পরে শরীরে বেশ বল পেলেম। গায়েও বেশ রক্ত হলো, মুখের চেহারাও ফির্‌লো। তখন আমি দোকানে দোকানে চাক্‌রী অন্বেষণে বেরুলেম।

একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় নগরের একটা বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, দেখি, দিব্য সাজগোজপরা একটী পনিযোতা ছোট একখানি গাড়ী আমার দিকে ছুটে আস্‌ছে। একটী বিবি নিজে সেই গাড়ীখানি হাঁকাচ্চেন। পশ্চাতে একজন সইস বোসে আছে। গাড়ীখানি নিকটে এলো। যিনি হাঁকাচ্ছিলেন, দেখেই আমি চিন্‌লেম, তিনি অপর আর কেহই নহেন, লেডী জর্জ্জীয়ানার ভগ্নী লেডী কালিন্দী! আমিও চিন্‌লেম, তিনিও চিন্‌লেন। গাড়ীও থাম্‌লো, আমিও থাম্‌লেম। টুপি খুলে সেলাম কোল্লেম। দেখাটা না হওয়াই ভাল ছিল। যদি না দাঁড়াতেম, তা হলেই বুদ্ধির কাজ হতো। থেমে গিয়েই গোলমাল লেগে গেল। লেডী কালিন্দী লজ্জাবনতবদনে আমারে একখানি হাত বাড়িয়ে দিলেন। সহাস্যবদনে বোল্লেন, "উইলমট! তোমারে দেখে আমি বড়ই সুখী হোলেম।"—আমারে এই কথা বোলে সইসের দিকে ফিরে তিনি বোল্লেন, "দেখ, কাগজের দোকানে যেতে আমি ভুলে এসেছি। তুমি যাও!—কাগজ চাই,—চিঠীর খাম চাই, শিলবাতী চাই, এই সব কথা বলো গে!—যাও,—শীঘ্র যাও!—বলো গে! সন্ধ্যার মধ্যে সেগুলি যেন বাড়ীতে পৌঁছে।"

কি ছলে যে লেডী কালিন্দী সইসকে ঐ সব কথা বোলে বিদায় কোরে দিলেন, আমি তা বুঝ্‌লেম, সইস কিছুই বুঝ্‌লে না। সে বেচারা তাড়াতাড়ি গাড়ীর উপর থেকে লাফিয়ে পোড়ে, টুপী ছুঁয়ে সেলাম কোরেই দোকানের দিকে দৌড়ুলো।

ঈষৎ হেসে লেডী কালিন্দী আমারে বোল্লেন, "দেখ জোসেফ! তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া আমার বড়ই আবশ্যক হয়েছিল। পথের মাঝখানে সে সব কথা বলা হয় না। দেখ,—আজ সন্ধ্যার পর—মনে কর, রাত্রি নটার সময়,—তুমি, আমার সঙ্গে দেখা কোরো! এই রাস্তার মাথায় ঐ যে সব সারি সারি গাছ দেখ্‌তে পাচ্চো, ঐ গাছতলায় তুমি এসো,—অবশ্যই এসো,—বিশেষ দরকার! মনে কিছু সন্দেহ কোরোনা।

ক্ষণকালমাত্র গুটীকতক বিশেষকথা আমি তোমারে বোল্‌বো। ভুলো না,—দেখো, এসো। ঠিক রাত্রি নটা। বুঝেছ? এখন তবে তুমি যেতে পার।”

লেডী কালিন্দী যেমন বোলেছেন যেতে পার, অম্‌নি, আমি ছুট দিলেম। দেখা হয়েই গোলমাল লেগেছিল। কথা বোল্‌তেও জড়তা আস্‌ছিল। রাত্রিকালে সঙ্কেত-স্থানে দেখা, এ আবার কি ফ্যাসাত? কোনদিকে না চেয়েই আমি ছুট দিলেম। এদিকে সইসও ফিরে এলো। সেই সময় আমি একবার পেছন ফিরে কটাক্ষে চেয়ে দেখ্‌লেম, গাড়ীখানি ধীরে ধীরে চোলে গেল।

দেখা কোত্তে হবে! নির্জ্জনে—রাত্রিকালে সঙ্কেতস্থলে দেখা করা! যাই কি না যাই? মনে মনে কত ভাবনাই এলো। মনে জাগ্‌ছে আনাবেল! সঙ্কেতস্থলে যে যে কথা হবে, তা আমি কতক কতক বুঝ্‌তেই পাচ্ছি।—যাই কি না যাই? যাওয়াও দোষ, না যাওয়াও অকৃতজ্ঞতা।—চিন্তায় মন আকুল হলো।

চিন্তায় মন আকুল হলো। কিন্তু যে কাজে বেরিয়েছি, তাতে কোন বিঘ্ন জন্মালো না। চাক্‌রীর চেষ্টায় বেরিয়েছি, রাস্তার ধারে একখানি দোকানে প্রবেশ কোল্লেম। সেই দোকানেই আমি শুন্‌তে পেলেম, একটী বিধবা স্ত্রীর কাছে একটী কর্ম্ম খালি আছে। তিনি সম্প্রতি এখানে বাসা কোরে রয়েছেন। তিনি একজন ছোক্‌রা চাকর চান। দোকানদার আমারে নামঠিকানা লিখে দিলে, আমি সরাসর সেই বিধবার বাসায় গিয়ে হাজির হোলেম। সরাসর আমি সেই বাড়ীর দোতালা ঘরে উপস্থিত হোলেম। দেখ্‌লেম, একটী স্ত্রীলোক সেইখানে বোসে আছেন। বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত। দেখ্‌তে বড় সুশ্রী নয়, আকারপ্রকারে বোধ হলো পীড়িত। বিধবার মত কাপড়পরা নয়; বেশ রকমারী পোষাকে দেহখানি ঢাকা। বদনে প্রফুল্লতা নাই, বর্ণও মলিন মলিন। দেখ্‌লেই চিন্তাযুক্ত বোধ হয়। পরিচয়ে জান্‌লেম, নাম বিবি রবিন্‌সন।

বিবি রবিন্‌সনের দুটী কন্যা। একটীর বয়স দশ বছর, আর একটী আট বছরের। মেয়েদুটী রোগা। দেখ্‌তেও বড় সুশ্রী নয়, মুখ সর্ব্বদাই অপ্রসন্ন। বিবেচনা কোল্লেম, তারাও হয় ত পীড়িত। মুখ দুখানি ঠিক তাদের মায়ের মত। আমি যখন উপস্থিত হোলেম, মেয়েদুটী তখন পুতুলখেলা কোচ্ছিল। স্থিরনেত্রে আমার পানে চেয়ে রইলো। কেহই কিছু বোল্লে না।

নূতন চাক্‌রীর সময় যেমন দস্তুর,—নাম কি, বয়স কত,—কোথায় চাক্‌রী কোরেছ, সার্টিফিকেট আছে কি না, বিবি রবিন্‌সন্ আমারে এই সব কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে, সার্টিফিকেটগুলি আমি দেখালেম। মেমসাহেব খুসী হোলেন। আমার চাক্‌রী হলো।

যেখানে আমি বাসা নিয়েছি, প্রয়োজন হবামাত্র সেইখানে সংবাদ দিলেই আমি হাজির হব, এইরূপ অঙ্গীকার কোল্লেম। সেলাম কোরে বিদায় হবার উপক্রম কোচ্ছি, বিবি আমারে দ্বিতীয়বার বোল্লেন, “দেখ, আর এক কথা। আমি এখানে থাক্‌ছি না,

এ স্থান আমারে সহ্য হোচ্ছে না। আমার শরীর ভাল নয়, মেয়েদুটীরও অসুখ, আমার চিকিৎসক ব্যবস্থা দিয়েছেন, বীটদ্বীপে আমি হাওয়া বদ্‌লাতে যাব। দুই একদিনের মধ্যেই যাওয়া হবে। বীটদ্বীপ এখান থেকে অনেকদূর। কেমন, রাজী আছ ত?”

অনেকদূরে যাওয়াই আমার বড় দরকার। আহ্লাদ কোরে বোলে উঠ্‌লেম, “দূর আমি বড়ই ভালবাসি। দূরদেশে আপ্‌নি আমারে যেখানে নিয়ে যাবেন, যতই দূর হোক্‌, সেইখানেই আমি যাব।”

সেই সময় আমি দেখ্‌লেম, বিবি রবিন্‌সন্‌ কি যেন মনে কোরে রুমালে চক্ষু মার্জ্জন কোল্লেন। বোধ হলো যেন কাঁদ্‌লেন। একটু পরেই বোল্লেন, “দুই বৎসর হলো, আমার স্বামী মারা পোড়েছেন। তিনি সেনাদলের কর্ণেল ছিলেন। ভারতবর্ষেই তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতের জলহাওয়া তাঁর বরদাস্ত হলো না; তথাপি দেশের উপকারে ভারতেই তিনি প্রাণবিসর্জ্জন দিলেন!”

এই স্থলে বিবি রবিন্‌সন্‌ পুনর্ব্বার নেত্রমার্জ্জন কোল্লেন। আমি আর সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ালেম না। অনুমতি নিয়ে উপর থেকে নেমে আস্‌ছি, সিঁড়িতে এক নূতন মূর্ত্তি দেখে চোম্‌কে উঠ্‌লেম। কালো মূর্ত্তি! একটী স্ত্রীলোক। ফরসা কাপড় পরা, কপাল পর্য্যন্ত ফরসা কাপড়ের ঘোম্‌টা দেওয়া, কেবল অন্ধকার মুখটুকু বেরিয়ে আছে। তেমন মূর্ত্তি আর কখনো আমি দেখি নাই। মূর্ত্তি আমার পাশ কাটিয়ে চোলে গেল। আমি যে সেখানে আছি, সে হয় ত চেয়েও দেখ্‌লে না,—জান্‌তেও পাল্লে না। যখন আমি নীচে এলেম, বিবি রবিন্‌সনের একটী কিঙ্করীর সঙ্গে দেখা হলো। তারে আমি ঐ মূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। কিঙ্করী উত্তর দিলে, “সে আমাদের মেমসাহেবের আয়া।”

“আয়া!”—কথাটা শুনেই আমার বিস্ময় বোধ হলো। আয়া কারে বলে, কখনও আমি শুনি নাই। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “আয়া কি?”

কিঙ্করী উত্তর কোল্লে, “হিন্দুস্থানী দাসীদের আয়া বলে। আমার মনিবপত্নী স্বামীর সঙ্গে হিন্দুস্থানে ছিলেন কি না,—হিন্দুস্থানে আয়া পাওয়া যায়। আস্‌বার সময় সঙ্গে কোরে এনেছেন।—আয়ার ধরণধারণ কেমন এক রকম!—কেবল ভাত খায়!—আমাদের খাদ্যসামগ্রী কিছুই খেতে পারে না। যখন নিজের দেশের কথা কয়, কেহই বুঝ্‌তে পারে না। কাটাকাটা ছাড়া ছাড়া অশুদ্ধ ইংরেজী কথা শিখেছে। সে সব কথাও সকলে বুঝ্‌তে পারে না। এই সব দোষ, এদিকে কিন্তু মানুষ ভাল!”

আয়ার বর্ণনা আর আমি শুন্‌তে ইচ্ছা কোল্লেম না। বাড়ী থেকে বেরুলেম। বীটদ্বীপে যাব, বীটদ্বীপ অনেকদূর, লানোভার সেখানে আমার কোন সন্ধান পাবে না, এত শীঘ্র চাকরী পেলেম, মনে আমার তখন বড়ই আনন্দ। প্রফুল্লমনে বাসায় ফিরে গেলেম। তখন আবার মনে মনে তর্ক এলো, লেডী কালিন্দীর সঙ্গে দেখা করি কি না? আমার সঙ্কটসময়ে লেডী কালিন্দী আমার অনেক উপকার কোরেছেন। সাক্ষাৎ না করাটা অকৃতজ্ঞের কাজ হয়। ভেবে চিন্তে সাক্ষাৎ করাই উচিত বিবেচনা কোল্লেম।

রাত্রি নটা বাজ্‌তে পাঁচ মিনিট দেরী। সেই সময় আমি বাসা থেকে বেরুলেম। সঙ্কেতস্থানে পৌঁছিলেম। এক দিকে একটা ভাঙা প্রাচীর, পথ খুব সঙ্কীর্ণ। সেই প্রাচীরটা একটা বাগানের সীমানা। প্রাচীরের ধারে ধারে অনেকগুলো বড় বড় গাছ। সেই সকল গাছের ছায়ায় স্থানটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। আগষ্ট মাস, আকাশ পরিষ্কার। আমি সেই অন্ধকারে সেই সকল বৃক্ষতলে প্রায় পোনেরো মিনিট অপেক্ষা কোল্লেম। লেডী কালিন্দী এলেন না। আমি ভাব্‌লেম, হলো ভাল।—না আসাই ভাল। দোষ থেকে আমি খালাস পেলেম। কালিন্দী আর আমার দেখা পাবেন না। পত্র লেখ্‌বার ঠিকানাও জান্‌বেন না। যে দুই একদিন চেতনহামে থাক্‌তে হবে, খুব সাবধানে থাক্‌বো। যাতে কোরে তাঁর চক্ষে আর না পড়ি, সেই রকম সাবধানে সাবধানে বেড়াবো। এখন ফিরে যাই।

ফিরে আস্‌ছি, হঠাৎ বাগানের প্রাচীরের একটা দরজা খুলে গেল। হঠাৎ আমি ভয় পেলেম।—অচেনা জায়গায় এ আবার কি?—ভাব্‌ছি, বীণাস্বরে কে যেন আমারে ডাক্‌লে, "জোসেফ!"—আমি চেয়ে দেখি, লেডী কালিন্দী!

পথটা অতি সঙ্কীর্ণ। নিকটে একটী লাণ্ঠন জ্বোল্‌ছিল। কালিন্দীর মুখে একটু আলো পোড়্‌লো। দেখ্‌লেম, সে মুখে হর্ষকম্প একত্র হয়ে খেলা কোচ্চে।

"এই দিকে!—এই পথে!"—মৃদুস্বরে এই কথা বোলে কালিন্দীসুন্দরী আমার হাত ধোরে সেই বাগানের ভিতর নিয়ে গেলেন। যে দরজা খুলে বেরিয়েছিলেন, সে দরজাটী আস্তে আস্তে বন্ধ কোরে দিলেন। খানিকদূর গিয়ে বাগানের প্রান্তভাগে একটা লতাকুঞ্জের ধারে আমরা উপস্থিত হোলেম। বেশ নির্জ্জনস্থান। সেখানে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা কইলে কেহই শুন্‌তে পায় না।

আমি মনে মনে সঙ্কল্প কোরে গেছি, এইবার কালিন্দীকে মনের কথা খুলে বোল্‌বো। আশার আশা আর রাখ্‌বো না। আশা রাখা বড় দোষ। পূর্ব্বে যে কথা বোল্‌তে সাহস হয় নাই, আজ সেই কথা প্রকাশ কোরে অন্তরের ভার লাঘব কোর্‌বো।

কুঞ্জতলে উপবেশন কোরে কালিন্দী আমারে মধুরস্বরে বোল্লেন, "জোসেফ! তুমি আমারে পত্র লিখ্‌বে বোলেছিলে, লিখ্‌লে না? ওঃ! কত যে আমি ভেবেছি, তোমার জন্যে মাতাপিতার কাছে কত যে লাঞ্ছনা ভোগ কোরেছি, তা আর আমি বোলতে পারি না। কেন লেখ নাই?"

সাগ্রহে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "লিখেছি বই কি! যা যা আমার মনে ছিল, সমস্তই আমি খুলে লিখেছি!"

"লিখেছিলে?"—চমকিত হয়ে লেডী কালিন্দী বোলে উঠ্‌লেন, "লিখেছিলে? তবে সে চিঠী পরের হাতে পোড়েছে!—নিশ্চয়ই বেহাতী হয়ে গেছে! সে পত্রে তুমি কি কি কথা লিখেছিলে জোসেফ? পত্রে কি তুমি লিখেছিলে, আমি যেমন তোমারে ভালবাসি, তুমি আমারে তেম্‌নি ভালবাস? পত্রে কি তুমি লিখেছিলে, অচিরে

সাক্ষাৎ কোরে দুজনেই আমরা সুখী হব? পত্রে কি তুমি লিখেছিলে, আমি যেমন তোমার মনের অক্ষর পোড়্‌তে পারি, তুমিও কি সেই রকমে—"

"সব কথা আমি স্বীকার কোরেছিলেম! তোমার কাছে আমি অনেক প্রকার উপকারঋণে ঋণী। তুমি আমারে—"

"ও কথা আমি জিজ্ঞাসা কোচ্চি না! হায় হায়! পত্রখানা নিশ্চয়ই পরের হাতে পোড়েছে!"—এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে হঠাৎ আমার মুখপানে চেয়ে,লেডী কালিন্দী বোলে উঠ্‌লেন, "এ কি জোসেফ? এ কি? তোমার মুখ এমন বিষণ্ণ কেন? তুমি আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা কোচ্চো না কেন? আমি কি তোমার কাছে কোন অপরাধ কোরেছি? দেখদেখি জোসেফ, তোমাকে দেখে আমি কতই খুসী হয়েছি! আমারে দেখ্‌তে পেয়ে কি তোমার একটুও আহ্লাদ হোচ্চে না? আমরা সকলেই এখন এই চেতনহামে আছি। বাড়ী থেকে বাহির হওয়া রাত্রে আমার পক্ষে নিষেধ! মাথা ধরার ওজর কোরে আজ একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছি।—ওজরটা কেবল তোমারই জন্যে! বল জোসেফ! বল! তুমি কি আমারে ভালবাস?"

অন্তরে বড়ই ব্যথা পেয়ে ধীরে ধীরে আমি উত্তর কোল্লেম, "তুমি আমার কথা বুঝ্‌তে পার নি! কুঞ্জনিকেতনে যে সব কথা তুমি আমারে বোলেছ,—যে ভাবে আমি তোমার কথার উত্তর দিয়েছি, তা তুমি ভাল কোরে বুঝ্‌তে পার নি!"

"বুঝ্‌তে পারি নি?"—চোম্‌কে উঠে কালিন্দী বোল্লেন, "তোমার কথা আমি বুঝ্‌তে পারি নি? কুঞ্জনিকেতনে এমন কি কথা হয়েছে? কুঞ্জনিকেতনে তোমারে আমি দেখেছি, কুঞ্জনিকেতনে তোমারে আমি ভালবাস্‌তে শিখেছি, এই পর্য্যন্তই ত—না—না, বেসেছি!—ওঃ!—ও কি?"

একটু দূরে কে যেন খুব গম্ভীরস্বরে কালিন্দীর নাম ধোরে ডাক্‌লেন। কালিন্দী শিউরে উঠ্‌লেন। ভয় পেয়ে অমনি আমরা দুজনেই শিউরে উঠ্‌লেম। কালিন্দী কেঁপে কেঁপে বোল্লেন, "সোরে যাও জোসেফ! সোরে যাও! বাবা আস্‌ছেন!—বাবা আমারে ডাক্‌ছেন! শীঘ্র তুমি চোলে যাও! আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে! ঠিকানা বোলে যাও!—শীঘ্রই আমি তোমারে পত্র লিখ্‌বো!"

কালিন্দীসুন্দরী যত চুপি চুপি কথা কইলেন, তারও চেয়ে মৃদুস্বরে আমি বোল্লেম, "চেতনহামে আমি থাক্‌ছি না!"

"থাক্‌ছো না?—অ্যাঁ! কোথায় তবে যাচ্ছো?"

"রবিন্‌সন্ নামে এইখানে একটী বিবি আছেন, তাঁর কাছে আমি চাক্‌রী পেয়েছি। তিনি বাঁটদ্বীপে যাবেন, আমিও তাঁর সঙ্গে যাব। বাঁটদ্বীপে একটী নগর আছে, সেই নগরের নাম রাইড। সেই রাইডেই আমরা থাক্‌বো।"

আবার সেই রকম গম্ভীর গর্জ্জনে হুঙ্কার হলো, "কালিন্দী!"

স্বর যেন অতি নিকটেই শ্রবণগোচর হলো। কালিন্দী আমার হাত ধোরেছিলেন,

ত্রস্তভাবে ছেড়ে দিলেন। সেই সময় তরুশাখা ভেদ কোরে রূপার তারের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চন্দ্ররশ্মি সেই কুঞ্জপথে প্রবেশ কোল্লে। জ্যোৎস্নার আলোতে আমি দেখ্‌লেম, কালিন্দীর চক্ষে জলধারা পোড়্‌ছে। "শীঘ্র যাও জোসেফ! শীঘ্র যাও! আবার আমাদের দেখা হবে!"—এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে তিনি পশ্চিমদিকের ফটক খুলে দিলেন, আমি ধাঁ কোরে বেরিয়ে পোড়্‌লেম। যে সব কথা বোল্‌বো মনে কোরে এসেছিলেম, কিছুই বলা হলো না। ভয়ে আমার বুক লাফাতে লাগ্‌লো। কালিন্দী তাড়াতাড়ি ফটকটী বন্ধ কোরে দিলেন। আমি পলায়ন কোল্লেম।

ঊনচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

ভয়ঙ্কর ছবি !

আমি পালাচ্চি। দুধারেই গাছ, পথ অন্ধকার, মন আমার দুর্ভাবনায় কাতর। ছুটে ছুটে আমি পালাচ্চি। লর্ড মণ্ডবিলির কণ্ঠস্বর আমি শুনেছি। কালিন্দী নিজেই বোল্লেন, তাঁর পিতা ডাক্‌ছেন। পথে যদি ধরা পড়ি, মহাবিপদ্ ঘোট্‌বে, এই ভয়েই পালাচ্চি। একটু তফাতে দেখি, একটী লোক সেই অন্ধকারে, সেই সকল গাছের ভিতর দিয়ে পথে এসে দাঁড়ালো। যেখানে দাঁড়ালো, সে স্থানটা বড় অন্ধকার নয়। লোকটী আমারে দেখ্‌তে পেয়েই থোম্‌কে দাঁড়ালো। আমি যাচ্ছি, হঠাৎ সেই লোকটী ছুটে এসে আমার গলাধাক্কা দিলে। জোরে জোরে বোল্লে, "কে তুই? চল্ আমার সঙ্গে!"

আমার চক্ষে যেন ধাঁদা লেগে গেল। সেই লোক যে রকমে আমার গলাটিপে ধোল্লে, তাতে আমার যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেল। নিজের জন্য যত ভাবনা না হোক, কালিন্দীর জন্যই বেশী ভাবনা। লোকটীর চেহারা আমি দেখ্‌লেম।—ভদ্রলোক। দেখ্‌তেও বেশ রূপবান্, গঠন দীর্ঘাকার, বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর। সেই রকমে তিনি আমার গলা টিপে ধোরে পুনর্ব্বার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লেন, "চল্ আমার সঙ্গে!—অবশ্যই তোরে যেতে হবে!"

আমি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায় যাব?"

ভয়ানক ক্রোধে সেই ভদ্রলোকটী বোল্লেন, "আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছিস্? সব কথা প্রকাশ পেয়েছে!—সব আমরা জান্‌তে পেরেছি! তোর্ জন্য আমাদের বংশে কলঙ্ক পোড়েছে! চল্ আমার সঙ্গে! আমি তার ভাই হই! সেই পাপীয়সীর স্বেচ্ছাচারে আমি যেন পাগল হয়ে গেছি! তুই যদি আমার রাগ বাড়াস্, দেখ্ এই পিস্তল,—এই পিস্তলেই আমি তোর মাথা উড়িয়ে দিব!"

পিস্তলধারী আমারে পিস্তল দেখালেন! জোরে জোরে ঘাড় ধোরে ধাক্কা দিতে লাগ্‌লেন! কে তিনি, তা আমি জানি না। মনে কোল্লেম, লর্ড মণ্ডবিলি পুত্র। লর্ড বোলেই সম্বোধন কোল্লেম। সম্বোধনেই তিনি রেগে গেলেন। গর্জ্জন কোরে বোল্লেন, "ফের যদি কথা কবি, এক গুলিতেই তোর্ দফা রফা কোর্‌বো!"

ব্যগ্রতা কোরে আমি বোল্লেম, "পিস্তল আপ্‌নি রাখুন! আমারে ছেড়ে দিন! আমি আপ্‌নার সঙ্গেই যাচ্ছি। মনে কোর্‌বেন না যে, আপ্‌নার কথা শুনে আমি ভয় পেয়েছি। সহজেই আমি আপ্‌নার সঙ্গে যেতে রাজী হোচ্চি।"

রাগী লোকটী পিস্তলটী পকেটে রাখ্‌লেন। আমারে যেন বাবে ধোরেছিল! গলা থেকে হাতটীও সোরিয়ে নিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে যেতে লাগলেম। যাচ্চি, পথের মাঝখানে দেখি, সেই অন্ধকারের ভিতর আমাদের সাম্‌নে, খানিকটা তফাতে আর একজন যুবাপুরুষ। রাস্তায় এসে পোড়েই সেই লোকটা একবার থোম্‌কে দাঁড়ালো। বোধ হলো যেন, আমাদের দেখ্‌তে পেলে। দেখেই যেন তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে বনের দিকে লুকিয়ে গেল। যাঁর সঙ্গে আমি যাচ্ছিলেম, তিনি সন্দেহ কোরে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোর সঙ্গে কি আর কোন লোক আছে? কোন পুরুষমানুষ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "কেহই না!—একাই আমি এসেছি।"—প্রশ্নকর্ত্তার মুখ দেখে বুঝ্‌লেম, তিনি আমার ঐ রকম উত্তরে অবিশ্বাস কোল্লেন না।

আর কোন কথাবার্ত্তা নাই। দুজনেই আমরা নীরবে চোলে যাচ্ছি। মনে মনে আমি ভাব্‌ছি, এইবার আমারে লেডী কালিন্দীর পিতার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। যা থাকে কপালে, কিছুতেই আমি ভয় পাব না।—সত্যকথায় ভয় কি? সমস্তই প্রকাশ কোরে বোল্‌বো। আমি এইরকম সংকল্প কোচ্চি, আমার সঙ্গী যুবাপুরুষ আমারে একটা বাড়ীর ধারে নিয়ে গেলেন। একটা পাশদরজায় ঠুক্ ঠুক্ কোরে ঘা দিলেন। দরজাটায় সাসী বন্ধ ছিল, ভিতর থেকে খুলে গেল। আমরা সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। যিনি দরজা খুলে দিলেন, তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ। গঠন খর্ব্ব, তথাপি কুঁজো হয়ে পোড়েছেন। মুখে চক্ষে ভয়ানক ক্রোধের লক্ষণ বিরাজমান। ঘরটী খুব বড়। ঘরে কেবল একটীমাত্র মোমবাতী জ্বোল্‌ছিল। ঘরের অনেকদূর পর্য্যন্ত অস্পষ্ট অন্ধকার। সেই ঘরে যে আমার কি অবস্থা হলো, সব কথা আমি বোল্‌তে ইচ্ছা করি না। কথায় কথায় জান্‌তে পাল্লেম, তাঁরা উভয়ে পিতাপুত্র। নাম জান্‌তে পাল্লেম না। অনুমান কোল্লেম মাত্র। বৃদ্ধটী লর্ড মণ্ডবিলি, যুবাটী লর্ড মণ্ডবিলির পুত্র। পিতাপুত্র উভয়েই আমারে যৎপরোনাস্তি তাড়না কোল্লেন। কথা কইতে যাই, পিস্তল দেখান! মেরে ফেল্‌বো বলেন! প্রাণের ভয়ে আমি তখন মহাবিপদ্‌গ্রস্ত। বৃদ্ধটী খুব রেগে রেগে আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দেখ্, যে বংশে কখনও কোন কলঙ্ক ছিল না, সেই বংশে তুই কলঙ্ক এনেছিস্! যারে আমি আগে কন্যা বোলে আদর কোত্তেম, সে এখন পাপিনী! সে এখন আর আমার কন্যা নয়! সেই কলঙ্কিনীর কলঙ্কের অংশী তুই! লজ্জা খেয়ে সে আমাদের

কাছে সব কথা বোলে দিয়েছে। তুই এ সহরে এসেছিস্, আজ রাত্রে দেখা হবে, আজ রাত্রেই বিবাহ হবে, সব কথাই সে প্রকাশ কোরেছে!"

কথাগুলো আমি শুন্‌ছি, একটু একটু কাঁপ্‌ছি, অকস্মাৎ ঘরের দেয়ালের দিকে আমার চক্ষু পোড়্‌লো। দেখ্‌লেম একখানা ভয়ঙ্কর ছবি!



চেয়েই আতঙ্কে চক্ষু ফিরিয়ে নিলেম। সজীব পদার্থ নয়,—চিত্রকরা ছবি! তাই দেখেই আমার আতঙ্ক! প্রকাণ্ড একটা কালসর্প! একটা গাছের ডালের উপর থেকে লাফিয়ে পোড়ে, ফণাবিস্তার কোরে, একজন অশ্বারোহীর সর্ব্বাঙ্গ পরিবেষ্টন কোরেছে! সাপের লেজটা তখনো খানিকদূর পর্য্যন্ত গাছের ডালে জড়ানো আছে। মানুষটা ত মরার মত হয়ে গেছে! ঘোড়াটাও খুব ভয় পেয়েছে! হিন্দুস্থানের কোন জঙ্গলের দৃশ্য! হিন্দুস্থানী সাপ! ছবিরও বহুৎ তারিফ! দেখ্‌লেই সজীব চেহারা বোধ হয়।

ভয়ে আমি কেঁপে উঠ্‌লেম। ছবি দেখে ভয় হলো, এটা বড় লজ্জার কথা! বুড়োটার দিকে চক্ষু ফিরালেম। যুবাপুরুষ অনেকবার আমারে পিস্তল তুলে মাত্তে এসেছিলেন। আমি একবার পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে, তাঁকে একটা ধাক্কা দিয়েছিলেম। তাতে আরও রাগ বাড়ানো হয়েছিল। হলো হলো, তাতেই বা আমার ভয় কি? তাঁরা আমারে বিস্তর গালাগালি দিলেন, বিস্তর পীড়ন কোল্লেন, বিস্তর ভয় দেখালেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমারে একটীও কথা কইতে দিলেন না। পরিশেষে সেই বৃদ্ধলোকটী একটু নরম কথায় আমারে বোল্লেন, "সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক্‌ঠাক! আজ রাত্রেই বিবাহ। পুরোহিত এখনি আস্‌বেন। তোদের জন্যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা কলিকাতায় প্রেরণ করা যাবে। যে মেয়েটা তোর স্ত্রী হবে, তারে সঙ্গে কোরে তুই কলিকাতায় চোলে যা! সেখানে উপস্থিত হবামাত্র ঐ টাকা তোরা পাবি। কলিকাতায় পৌঁছিবার খরচাও আমি দিব। আমার এই পুত্র, যিনি তোর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, ইনিই তোদের সঙ্গে কোরে জাহাজে তুলে দিয়ে আস্‌বেন। কলিকাতায় কোন রকম কারবার কোরে তোরা সুখে থাক্‌তে পার্‌বি। কিন্তু দেখ্‌, খবরদার! যতদিন বাঁচ্‌বি, আমার পরিবারের কোন লোককে কোন পত্রাদি লিখ্‌তে পাবি না। মেয়েটাকে পরিত্যাগ করা গেছে! জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে!"

বৃদ্ধ যখন এই সব কথা বলেন, সেই সময় একবার বুকের পকেট থেকে ঘড়ী বার কোরে সময় দেখ্‌লেন। দেখেই একবার মুখ বাঁকালেন। পুরোহিত কখন আস্‌বেন, সেইটী স্থির কর্‌বার জন্যই বোধ হয় ঘড়ী দেখা।

আমি অত্যন্ত অস্থির হোলেম। কি করি, কি বলি, কিছুই বুদ্ধিতে যোগালো না। অবশেষে ভেবে চিন্তে বোলে উঠ্‌লেম, "আপ্‌নারা যদি আমার কথা শোনেন,—"

"তোর কথা? কি কথা তোর বল্‌বার আছে?"—সেই ক্রোধান্ধ যুবাপুরুষ পূর্ব্বাপেক্ষা একটু যেন নরম হয়ে সমস্বরেই আমারে বোল্লেন, "কি তোর বল্‌বার আছে? বল্‌! কেবল মুখের কথায় হবে না,—এ বড় শক্তাশক্তি ব্যাপার!—মাথার উপর পরমেশ্বর, চেষ্টার চরম চেষ্টা আমি পাব!"—পিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে সেই কর্কশভাষী যুবা পুনরায় বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আপ্‌নি কিছু কথা কবেন না। যে পাপাত্মা আমার ভগ্নীকে পাপপঙ্কে লিপ্ত কোরেছে, তারে যে কি রকম শাস্তি দেওয়া উচিত, তা আমি ভাল জানি!"—আবার পিস্তল তুলে আমার দিকে অগ্রসর হয়ে সেই যুবা বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "শোন্‌ আমার কথা!—চুপ্‌ কোরে শোন্‌!—একটী কথা বোল্লেই প্রাণ যাবে! পুরোহিত এখনিই আস্‌বেন। যা আমরা বোল্‌ছি, তাতে যদি তুই রাজী না হোস্‌, আমি শপথ কোল্লেম, এক গুলিতে আমি তোরে আমার পদতলে শোয়াবো! তা হোলেই তোর উচিত পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত হবে! খুন্‌ কোত্তে আমি ভয় করি না! যে কাজ তুই কোরেছিস্‌, এমন কাজে খুন্‌ করাকে ফৌজদারী আইনে অপরাধ বলে না! এটা আমার আইনসিদ্ধ কাজ! আমাদের কথায় যদি বাধা দিতে যাস্‌, যারে তুই কলঙ্কিনী কোরেছিস্‌,

তারে বিবাহ কোত্তে যদি নারাজ হোস্,—নিশ্চয় জানিস্, এই ক্ষেত্রে—এই মুহূর্ত্তে, নিশ্চয়ই তোর মরণ! এই কাজের জন্যই এই ঘরটী ঠিক করা হয়েছে। বাড়ীর পরিবারেরা যেদিকে থাকেন, দাসীচাকরেরা যে দিকে থাকে, সেদিকের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই। এ একটী স্বতন্ত্র মহল। আমি যদি এখানে তোরে গুলি কোরে মারি, পিস্তলের আওয়াজটা পর্য্যন্ত সে মহলে যাবে না! এই ঘরের ভিতরেই তোরে নিকেস কোর্‌বো! গুলি যখন তোর মাথার খুলী উড়িয়ে দিবে, তখন আমি কি কোর্‌বো তা জানিস্? দেহটা আমি বাগানের ভিতর টেনে নিয়ে যাব! পাঁচীল ডিঙিয়ে ফেলে দিব! ফাঁকে এসে আর একটা ফাঁকা আওয়াজ কোর্‌বো! শব্দ শুনেই আমি যেন বেরিয়ে এসেছি, এই কথা সকলকে জানাব। পিস্তলের শব্দও সকলে শুন্‌তে পাবে। যেখানে আমি তোরে ফেলে দিব, খুঁজে খুঁজে সেইখানেই মৃতদেহ পাওয়া যাবে! সকলেই মনে কোর্‌বে, বদ্‌মাস জোর কোরে বাড়ীতে প্রবেশ কোত্তে এসেছিল, তারই এই প্রতিফল!"

ঠিক আমার মাথার কাছে পিস্তল ধোরে সেই উন্মত্ত যুবা বারবার এইরকম গর্জ্জন কোর্ত্তে লাগ্‌লেন। পুনঃপুন বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বল্ শীঘ্র! এ বিবাহে তুই রাজী কি নারাজ? আমি আর ধৈর্য্য রাখ্‌তে পারি না!—বল্ শীঘ্র!"

বৃদ্ধলোকটী বাধা দিলেন। পুত্রকে সম্বোধন কোরে গম্ভীরবদনে তিনি বোল্লেন, "দেখ ইউজিন্! আমার একটী কথা শোন। তোমার ভগ্নীকে এই খানে আনাও! চোখোচোখি হোলে এ ছোঁড়া কি করে, দেখ।—এ যদি বিবাহ কোত্তে রাজী না হয়, তাহোলে তোমার যা ইচ্ছা, তাই কোরো।"

"ইউজিন্"—এই নামটী বৃদ্ধের মুখে আমি প্রথম শুন্‌লেম্। পিতার নাম জান্‌তে পাল্লেম না, পুত্রের নাম ইউজিন্। পিতার অনুরোধে ইউজিন্ তাঁর ভগ্নীকে আমার সম্মুখে উপস্থিত কোত্তে রাজী হোলেন। নিজে গেলেন না, বৃদ্ধ পিতাকেই পাঠালেন। বোলে দিলেন, "ছোঁড়াটাকে আমি চৌকী দিই। যাতে কোরে না পালায়, তাই দেখি। আপনি তারে নিয়ে আসুন!"

বৃদ্ধলোকটী পুত্রের অনুরোধ রক্ষা কোল্লেন। ইউজিন আমার পাহারায় থাক্‌লেন! কথাবার্ত্তা কিছুই না। আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, কালিন্দী এইবার আস্‌বেন! পিস্তল এদিকে গর্জ্জন কোচ্চে!—করি কি? হয় কি? প্রাণের ভয় দেখিয়ে কি এরা আমারে কালিন্দীর সঙ্গে বিবাহ দিবে? টাকার লোভ দেখিয়েই কি কালিন্দীর সঙ্গে এরা আমার বিবাহ দিবে? আনাবেলকে পরিত্যাগ কোরে কালিন্দীকে নিয়ে কি আমি কলিকাতায় পালাবো? ওঃ! কি বিপদ! জগদীশ! কিসে এ বিপদে পরিত্রাণ পাই!

ভাব্‌ছি, দরজা খুলে গেল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী প্রবেশ কোল্লেন। সঙ্গে একটী যুবতী। আমারে দেখেই সেই যুবতী যেন আতঙ্কে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কোরে উঠ্‌লো! পিতাভ্রাতা উভয়েই সচকিত! বৃদ্ধ পিতা সবিস্ময়ে কন্যাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হলো তোর?—কে এটা?—অমন করিস্ কেন?"

ইউজিনও সেই রকম বিস্ময়ে সক্রোধে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি বলিস্ তুই? বেরালের মত অমন কোরে চেয়ে আছিস্ যে?—বল্ তোর মনের কথা!"

আমি কথা কইলেম না। ইউজিনের পিতা যে যুবতীকে সঙ্গে কোরে আন্‌লেন, সেই যুবতী থতমত খেয়ে বোলে উঠ্‌লো, "এ কেন?—এ তো সে নয়! একে আমি চিনি না! ওঃ! কি লজ্জা! কি লজ্জা! কেন তুমি আমারে এখানে আন্‌লে?"

সবিস্ময়ে ইউজিন্ বোলে উঠ্‌লেন, "নিয়ে যান! নিয়ে যান! পিতা! শীঘ্র ছুঁড়ীটাকে এখান থেকে নিয়ে যান!"

কন্যা প্রায় জ্ঞানশূন্য! সেই জ্ঞানশূন্য অবস্থায় শশব্যস্তে তারে নিয়ে বৃদ্ধ পুনর্ব্বার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইউজিন্ তখন আমারে একটু ভাল কথায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি? রাত্রিকালে সে স্থানে তুমি কেন গিয়েছিলে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার নাম জোসেফ উইলমট। দৈবগতিকে সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে পোড়েছে।"

"দৈব?"—সংশয়ে কট্‌মট্ চক্ষে আমার পানে চেয়ে ইউজিন্ প্রতিধ্বনি কোল্লেন, "দৈব?—কি রকম দৈব? যে জন্যে আমি তোমারে ধোরেছিলেম, দৈবগতিকে তা কি তুমি বুঝ্‌তে পেরেছিলে?"

"তা আমি কেমন কোরে জান্‌বো?—আমি নিরপরাধী।—স্মরণ করুন, আপ্‌নি আমারে সঙ্গে আস্‌তে বোল্লেন, আমিও—"

"না না,—ও কথা না!—যাঁর সঙ্গে তোমার ভালবাসা, সে তোমারে—"

আমার মনে তখন যেন বিদ্যুৎ চোম্‌কে গেল! সচকিতে বোলে উঠ্‌লেম, "ওঃ! এখন আমার মনে পোড়্‌ছে। কেন আমি সেখানে গিয়েছিলেম, সে কথা আমি তোমারে বোল্‌বো না। সেটা আমার অন্তরের কোন বিশেষ গোপনীয় কথা। সে কথা তুমি আমারে জিজ্ঞাসা কর, এমন অধিকারও তোমার নাই। তোমারে আমি চিনিও না। কে তুমি, তাও আমি জানি না। তোমার পিতার নামও আমি জানি না। জন্মাবধি তোমার ভগ্নীকে আমি দেখিও নাই। এইমাত্র যা দেখ্‌লেম, এই পর্য্যন্ত।"

ইউজিন্ যেন অন্যমনস্ক হোলেন। তথাপি কিন্তু সন্দিগ্ধ নয়নে আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লেন। অস্থিরচিত্তে ঘরের এধার ওধার পাইচারী আরম্ভ কোল্লেন। একটু পরেই তাঁর বৃদ্ধ পিতার পুনঃপ্রবেশ। ঠিক সেই সময়েই সেই সাসীদরজার আয়নায় ঠুক্ ঠুক্ কোরে কি শব্দ হলো। তাড়াতাড়ি ইউজিন সেই দিকে গেলেন। তখনি আবার ফিরে এলেন। তখনি আমি অনুমান কোল্লেম, পুরোহিত এসেছিলেন। চতুর ইউজিন্ তাঁরে চুপি চুপি বিদায় কোরে দিলেন।

নিতান্ত বিষণ্ণ হয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ সকল তবে কি কাণ্ড? এ রকম আশ্চর্য্য ঘটনার মূল কি? এ ছোক্‌রা কে? এ ভ্রমটা কি রকমে ঘোট্‌লো?"

ইউজিন তাড়াতাড়ি উত্তর কোল্লেন, "এ বলে, এর নাম জোসেফ উইলমট।

এ বলে, দৈবগতিকে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। এ বলে, অপর একজনের সঙ্গে দেখা করা—"

হঠাৎ একটা কথা স্মরণ হলো। হঠাৎ আমি বোলে উঠ্‌লেম, "পথে আমরা আস্‌তে আস্‌তে অন্ধকারের মাঝখানে যে তৃতীয় মূর্ত্তি দেখেছিলেম, আমাদের দেখ্‌তে পেয়েই যে মূর্ত্তি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল!—সে কে?"

ইউজিন বোলে উঠ্‌লেন, "সত্য সত্য! সেই তবে হবে! পিতা! সত্যই তবে ভুল হয়েছে!—ভয়ানক ভুল!"

ত্বরিতস্বরে আমি আবার বোলে উঠ্‌লেম, "আপ্‌নারা যদি আগে আমারে এ সব কথা জিজ্ঞাসা কোত্তেন, তা হোলে বোধ হয়, এতদূর ঢলাঢলি হতো না!"—বৃদ্ধের দিকে চেয়ে বোল্লেম, "আপ্‌নার কন্যা কি রকমে কলঙ্কিনী হোচ্চে?"—ইউজিনের দিকে ফিরে বোল্লেম, "আপ্‌নার ভগ্নী কি রকমে কুলে কালী দিচ্ছে? গোড়ার কথা আগে আমারে ভেঙে বোল্লে এত ঘৃণাকর কাণ্ড কিছুই আমি জান্‌তে পাত্তেম না। রেগে রেগেই আপ্‌নারা সব মাটী কোরেছেন! অহঙ্কারই আপ্‌নাদের শত্রু! এখনো আপনাদের অহঙ্কার কমে না!—দেখুন্, আপনারা ——"

একটু নম্রভাবে বৃদ্ধ বোল্লেন, "গোড়ার কথা যদি তুমি জান্‌তে, আমাদের আচরণ দেখে কখনই তোমার বিস্ময় বোধ হতো না!"

"গোড়ার কথা?"—তীক্ষ্ণস্বরে ইউজিন্ বোলে উঠ্‌লেন, "আগাগোড়া কি আর জান্‌তে বাকী আছে? এখন উপায়? এখন আমরা তবে কি করি?"

কম্পিতস্বরে বৃদ্ধ আমারে বোল্লেন, "বল তুমি কে? কোথায় তুমি থাক? কোন্ বংশে তোমার জন্ম? কি কর্ম্ম তুমি কর? সব কথা আমাদের ভেঙে বল!"

আমি উত্তর কোল্লেম, "যে ঘটনা দাঁড়িয়েছে, এমন ঘটনা যদি না হতো, তা হোলে আমি একটী কথাও বোল্‌তেম না। আপ্‌নারা আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কোল্লেন, এতে কোরে আপ্‌নাদের কাছে পরিচয় দিতে আমার ঘৃণা হতো। দেখ্‌ছি আপনারা সম্ভ্রান্ত লোক, আমার কাছে আপ্‌নাদের সাংসারিক মানসম্ভ্রমের যেরূপ লঘুতা প্রকাশ পেলে, তাতে আমি যথার্থই দুঃখিত হোচ্চি!"

বৃদ্ধ বোল্লেন, "ঠিক কথা বোলেছ! আমাদের মানসম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে! সেই জন্যই তোমাকে আমি অত কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চি। বুঝ্‌তেই পাচ্চো, আমাদের মানসম্ভ্রম এখন তোমারিই হাতে!"

"আমিও শপথ কোরে বোল্‌ছি, আমার মুখে কিছুই প্রকাশ পাবে না। আপ্‌নাদের গোপনকথা গোপনেইথাকবে। আমি কে, তা যদি জান্‌তে চান, সে কথা আমি বোল্‌ছি। আমি বালক, আমার মাতাপিতা নাই,—আমার বন্ধুবান্ধব নাই। কায়িক পরিশ্রমে আমি আপ্‌নার জীবিকা অর্জ্জন করি। সামান্য চাক্‌রীতে আমার প্রাণধারণ হয়।"

যেন কতই আদর কোরে আমার পিট চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বোল্লেন,

"বেশ ছেলে তুমি! এতক্ষণ আমরা বুঝতে পারি নি। অবশ্যই আমি তোমার কিছু উপকার কোর্‌বো।"

"কিছুই উপকার আমি চাই না।"—ব্যগ্রকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ আমি বোলে উঠ্‌লেম, কিছুই আমি প্রত্যাশা করি না। ভুলে যে কাজটা হয়ে গেছে, তার জন্যে আর—"

আমার অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্যে বাধা দিয়ে, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আপনার পকেট থেকে খানকতক ব্যাঙ্কনোট বাহির কোল্লেন।—বোল্লেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি অবশ্যই তোমায় সংকিঞ্চিৎ পুরস্কার—"

"কি! ভদ্রলোকের গুহ্যকথা চেপে রাখ্‌বো, সেই জন্য ঘুষ?"—নিকটে ছিলেম, পশ্চাতে সোরে দাঁড়ালেম। ব্যথিতস্বরে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "ঘুষ? না মহাশয়! ঘুষ খাওয়া আমার অভ্যাস নয়। বিবেচনা করুন, যদি ঘুষ খাই, তা হোলে আমারে বিশ্বাস কি? ঘুষখোরের বাক্যে আপ্‌নারা কিসে প্রত্যয় রাখ্‌বেন? আপ্‌নারা নিশ্চিন্ত থাকুন, জগতের কোন প্রাণীই আমার মুখে আপ্‌নার কন্যার কলঙ্কের কথা শুন্‌তে পাবে না। ঘুষের নাম কোরে আপ্‌নারা আমারে যা কিছু প্রদান কোত্তে ইচ্ছা কোর্‌বেন, ঘৃণাপূর্ব্বক সমস্তই আমি পরিত্যাগ কোর্‌বো!"

"তবে তুমি শপথ কোচ্চো?"—মিনতিস্বরে বৃদ্ধ বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ঠিক বল জোসেফ উইলমট! তবে তুমি শপথ কোচ্চো, এ রাত্রে যা যা এখানে হলো, কিছুই প্রকাশ হবে না?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "ঈশ্বরের নামে শপথ কোচ্চি, আত্মার নামে শপথ কোচ্চি, পৃথিবীর নামে শপথ কোচ্চি, ভদ্রলোকের কুৎসাকথা গল্প করা আমার স্বভাব নয়। আপ্‌নার নাম আমি জানি না, কার বাড়ীতে আমি এসেছি, তাও পর্য্যন্ত আমি জানি না। এ নগরেও আমার নূতন আসা।—দু একদিনের মধ্যেই এখান থেকে আমি চোলে যাব। আর এদেশে ফিরে আস্‌বো না। যে দু একদিন এখানে থাকি, এ পথেও আর চোল্‌বো না। দৈবাৎ আপ্‌নাকে কিম্বা আপ্‌নার পুত্রকে যদি আমি পথে দেখ্‌তে পাই, আপ্‌নারা কে, সে কথা আমি জিজ্ঞাসাও কোর্‌বো না। সমস্ত শপথের চেয়ে এইটাই আমার বড় শপথ! এ শপথে আপ্‌নার বিশ্বাস হয় কি?"

"আচ্ছা, আচ্ছা!"—উত্তেজিতভাবে বৃদ্ধ বোল্লেন, "আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি বেশ ছেলে! সব আমি বুঝেছি। আচ্ছা উইলমট! আমার হাতে কি তুমি কিছুই সাহায্য গ্রহণ কোর্‌বে না?"

"না মহাশয়! না,—কিছুই না।" বোল্‌তে বোল্‌তেই আমি সাসীদরজার দিকে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। ইউজিন্ আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে লাগ্‌লেন। যখন আমরা ফটকের ধারে এলেম, ইউজিন তখন আমার একখানি হাত ধোরে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "জোসেফ! আমাকে নিতান্ত মন্দলোক বোলে তোমার ধারণা থাক্‌বে না ত?"

তাচ্ছিল্যভাবে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যভাবেই আমি উত্তর কোল্লেম,

"দেখুন, আপ্‌নি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার কোরেছেন, আমার প্রাণের উপর আঘাত কোত্তে যে রকমে আপ্‌নি প্রস্তুত হয়েছিলেন, তাতে আমার বেশ ধারণা হয়েছে, সমস্ত দুষ্কার্য্যেই আপনি সুপণ্ডিত!"—এই কথা বোলেই আমি দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে এলেম। কতকদূরে এসে আবার আমার ধাঁদা লাগ্‌লো। কোন্ দিকে যাই? কোন্ দিকে গেলে বাসায় পৌঁছিতে পারি? পথের লোককে জিজ্ঞাসা কোরে কোরে বাসায় এসে পৌঁছিলেম। রাত্রি তখন এগারোটা।

ইউজিনের পিতাকে যেরূপ বাক্য দিয়ে এলেম, তার কিছুই অন্যথা কোল্লেম না। জনপ্রাণীকেও সে সব কথার ছন্দাংশও জানালেম না। চেতনহামের রাজপথে পরদিন তাঁদের কাহাকেও দেখ্‌তে পেলেম না। লেডী কালিন্দীর সঙ্গেও আর দেখা হলো না। বেলা দুই প্রহরের পর বিবি রবিন্‌সনের পত্র পেলেম। পরদিন প্রভাতেই গাড়ীর আড্ডায় আমি উপস্থিত থাক্‌বো, এক সঙ্গেই প্রস্থান করা হবে।

তৃতীয় দিবসের প্রভাত। আমি গাড়ীর আড্ডায় উপস্থিত। বিবি রবিন্‌সন্, হিন্দুস্থানী আয়া, দুটী মেয়ে, গাড়ীর ভিতরে বোস্‌লেন, আমি আর প্রধানা কিঙ্করী গাড়ীর বাহিরে বোস্‌লেম। গাড়ী ছেড়ে দিলে। খানিকদূর গেছি, হঠাৎ দেখি, সুন্দর পোষাকপরা একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক আমার দিকে চেয়ে চেয়ে ঘন ঘন রুমালে নাড়া দিচ্চেন। দেখেই চিন্‌লেম, সহচরী শার্লোটী। আমারে দেখে শার্লোটী যেন কতই খুসী! গাড়ী দ্রুতগতি চোলেছে, শার্লোটীর সঙ্গে আমার তখন একটীও কথা হলো না।

চত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

কার জন্য ছদ্মবেশ?

আমরা বীটদ্বীপে পৌঁছিলেম। নগরের নাম রাইড্। আমরা রাইড্ নগরে উপস্থিত হোলেম। সহরটী দেখ্‌তে অতি চমৎকার! স্বভাবের শোভা অতি সুন্দর! সহরের আধ ক্রোশ দূরে বিবি রবিন্‌সনের বাড়ী লওয়া হলো। সে স্থানটীও অতি সুন্দর! বাড়ীখানি ছোট। সম্মুখে একটী ফুলবাগান। ফুলবাগানের পরেই সদর রাস্তা। বাড়ীর পশ্চাতে একটী ভালরকম তরিতরকারির বাগান। বারো মাস সে বাগানে নানারকম ফসল উৎপন্ন হয়। ভাবগতিক দেখে শুনে পূর্ব্বেই আমি মনে মনে ভেবেছিলেম, বিবি রবিন্‌সনের বেশী টাকা নাই।—নিতান্ত গরিব নহেন, পতিবিয়োগে সাংসারিক আয় অনেক অল্প হয়ে পোড়েছে। বাড়ীতে অধিক দাসদাসী রাখ্‌তে পাল্লেন না। চেতনহামের সেই বিলাতী সহচরী, সেই হিন্দুস্থানী আয়া, একটী পাচিকা, আর আমি। বাগানের

এ সকল কাজে চরিত্রের প্রমাণ আগে চাই। যে স্ত্রীলোক মিথ্যানামে ছদ্মবেশে এখানে আস্‌ছে, সে স্ত্রীলোক আমার চেনা। চরিত্রের প্রথমেই ত এই প্রতারণা! আমি যাঁর চাকরী করি, শিক্ষয়িত্রীর ছদ্মবেশের কথা জেনেও তাঁর কাছে আমি সত্য প্রকাশ কোর্‌বো না! তবে ত আমি ধূর্ত্ত!—তবে ত আমিও একজন প্রতারক! এ সঙ্কট কেন এলো? একবার ভাব্‌লেম, ফিরে যাই;—চিঠীখানা বিবি রবিন্‌সন্‌কে দেখাই। আবার ভাব্‌লেম, যদি আনাবেল হয়, আনাবেল যদি পিতার দৌরাত্ম্যে গৃহত্যাগ কোরে এই রকম সাধ্বীবৃত্তিতে উপজীবিকা অর্জ্জনে ইচ্ছা কোরে থাকেন, তা হোলে ত আমার সে কাজটা বড় মন্দ কাজ হবে। চিঠী দেখানোর ইচ্ছাটা চেপে গেলেম। স্থির কোল্লেম, আসুক আগে, আজ রাত্রেই ত আস্‌বে, আগে দেখি, কে সেই ছদ্মবেশিনী শিক্ষাদায়িনী, তার পর যা কর্ত্তব্য হয়, করা যাবে।

চিন্তা কোত্তে বেশীক্ষণ গেল না। সহরের দিকে চোল্লেম। বালককে যদি ধোত্তে পারি, সেইটী মনে কোরে খুব হন্‌ হন্‌ কোরে চোল্লেম। বালক যে কোথায় উড়ে গেছে, দেখ্‌তেও পেলেম না। যে কাজের জন্য সহরে যাওয়া, সে কাজটী সমাধা কোরে বাড়ীতে ফিরে এলেম। সমস্ত বেলাটা আমার সন্দেহে সন্দেহেই কেটে গেল। সন্ধ্যা হলো। শিক্ষয়িত্রী দেখ্‌বার জন্য বাড়ীর সকলেই ব্যগ্র। যতবার সদর দরজায় ঘণ্টা বাজে, ততবার আমি ছুটে ছুটে দরজা খুল্‌তে যাই। দরজা খুল্‌তে ঘন ঘন আমার বুক কেঁপে উঠে। এখনি হয় ত আনাবেল আমার চক্ষের উপর দাঁড়াবেন! যদি আনাবেল না হয়, আর তবে কারে আমি কুমারী পামর নামে চিন্‌তে পার্‌বো?

রাত্রি প্রায় নটা। ফুলবাগানের ফটকে একখানা গাড়ী এসে লাগ্‌লো। আগেভাগে আমিই গাড়ীর কাছে ছুটে গেলেম। আমিই স্বহস্তে গাড়ীর দরজাটা খুলে ফেল্লেম। অন্ধকার!—বাগানের ফটকে আলোও ছিল না যে, গাড়ীর ভিতর কি আছে, ভাল কোরে দেখি। হাত ধোরে নামালেম।—নামালেম একটী নারীমূর্ত্তি। আগাগোড়া কৃষ্ণবসনে অবগুণ্ঠনবতী। হাত ধোরে যখন তাঁরে আমি নামাই, তিনি তখন এম্‌নিভাবে আমার পাণিপেষণ কোল্লেন যে, সেই করস্পর্শে মানসিক স্নেহরস অনুভূত হলো।

মুখে ঘোমটা। মুখ দেখ্‌তে পাচ্চি না। হাত ধোরে নিয়ে আস্‌ছি। নিকটে কেহই নাই। সহসা চঞ্চলহস্তে অবগুণ্ঠনবতী একবার মুখের অবগুণ্ঠনটা খুলে ফেল্লেন। চকিতের ন্যায় আমি কেঁপে উঠ্‌লেম। প্রকাশ পেলে, লেডী কালিন্দীর মধুময় মুখমণ্ডল!

এ কথাটাও একবার আমার মনে উঠেছিল। সেই কথাটাই ঠিক হলো। কি আশ্চর্য্য! কালিন্দীর এ পাগ্‌লামী কেন? কালিন্দীরে দেখে আমি ত এককালে বিস্ময়-বিরাগে জড়ীভূত হয়ে পোড়্‌লেম!

কালিন্দী চুপিচুপি বোল্লেন, "জোসেফ! প্রিয়তম জোসেফ! তোমারি জন্যে, কেবল তোমারি জন্যেই এই কাজ আমি কোরেছি!"

এ কথায় আমি উত্তর কোত্তে পাল্লেম না। জিবের আগায় অনেক কথা জুগিয়েছিল,

বল্‌বার হোলে ঝড়ের মত বক্তৃতা ঝেড়ে দিতে পাত্তেম, কিন্তু তখন ক্ষমতা এলো না। বিস্ময়বিরাগে আমার তখন যেন বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেল!

শিক্ষয়িত্রী গৃহে প্রবেশ কোল্লেন। ঘরের আলোতে আমি দেখ্‌লেম, গভীর কৃষ্ণবর্ণ শোকবস্ত্র পরিধান! কালিন্দীর হয় ত মাতৃবিয়োগ কি পিতৃবিয়োগ হয়েছে। কৃষ্ণবর্ণ পোষাকে কালিন্দীকে যথার্থই শিক্ষয়িত্রী মানিয়েছে। বেনামীপত্রে আমি যে সকল উপদেশ পেয়েছিলেম, সাধ্যমত যত্নে সেগুলি আমি পালন কোল্লেম। শিক্ষয়িত্রী বাড়ীতে থাক্‌লেন, সেদিকে আমি বড় একটা চেয়েও দেখি না।

শিক্ষয়িত্রী থাক্‌লেন। আমিও যেমন শিক্ষয়িত্রীকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করি না, শিক্ষয়িত্রীও নিজে সেই রকম সাবধান! কতদিন গেল, তার মধ্যে কেবল তিনবার মাত্র চকিতের ন্যায় কালিন্দীকে আমি দেখেছিলেম।—চকিতমাত্র! কালিন্দী কেবল আমার দিকে এক একবার ঈষৎ কটাক্ষসন্ধান করেন।—সন্ধান কোরেই নিমেষমধ্যে চক্ষু ফিরিয়ে লন। ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শিক্ষয়িত্রীর কি কি কাজ, তার সময় ভাগ করা ছিল। প্রাতঃকালে মেয়েদুটীকে শিক্ষা দেওয়া। বেলা দুটোর সময় মেয়েদুটীর সঙ্গে আহার করা। বৈকালে মেয়েদুটীকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া। রাত্রি নটার সময় মেয়েরা নিদ্রা যায়, সেই সময় বিবি রবিন্‌সনের ঘরে গিয়ে কুমারী পামর দুঘণ্টাকাল খোসগল্প করেন। বিবি রবিন্‌সন নিজে না ডাক্‌লে সে ঘরে তিনি ইচ্ছা কোরে প্রবেশ করেন না। শিক্ষয়িত্রী যে কে, কোন্ বংশে তাঁর জন্ম, সমস্ত কার্য্যপ্রণালী দেখেও বিবি রবিন্‌সন তার কিছুমাত্র অনুভব কোত্তে পাল্লেন না।

কতদিন গেল, নির্জ্জনে কালিন্দীর সঙ্গে ক্ষণকালের জন্যেও আমার দেখা হলো না। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত দেখা শুনা হয়, তিনিও আড়ে আড়ে চেয়ে দেখেন, আমিও এক একবার আড়ে আড়ে চাই, এই পর্য্যন্ত আলাপ। সেই আলাপটুকু দেখেই বিবি রবিন্‌সনের সখীটী মাঝে মাঝে তামাসা কোরে বলেন, "কুমারী পামরের উপর জোসেফ উইলমটের লোভ পোড়েছে!"

দেখা হবার অবকাশ হয় না। কালিন্দীকে নির্জ্জনে আমি দেখ্‌তে পাই না। একদিন কালিন্দীর সহরে যাবার প্রয়োজন পড়ে। অক্‌টোবর মাসের শেষ, ছাত্রদুটীর গায়ের গরম কাপড় কিন্‌তে বিবি রবিনসন তাঁরে পাঠালেন। কালিন্দী একাকিনী গেলেন। আমার প্রতিও সেই সময় আর একটী কাজের জন্য সহরে যাবার আদেশ হলো। সেই অবকাশেই পথে আমাদের দুজনের দেখা হয়। কালিন্দী আবার প্রেমের কথা উত্থাপন করেন। আমার প্রতি তাঁর মনপ্রাণ সমর্পণ, এ কথা পর্য্যন্ত মুখ ফুটে অঙ্গীকার করেন। আমার মনে জাগে আনাবেল! ঘোরতর নিষ্ঠুর হোলেম। সমস্ত মনের কথা প্রকাশ কোল্লেম। নির্ঘাত আঘাতে কালিন্দীসুন্দরীর আশালতা ছিঁড়ে দিলেম। কালিন্দী ক্ষণকাল যেন ভুজঙ্গিনীর রূপ ধারণ কোল্লেন। দুই তিনবার নিশ্বাস ফেলে

অবশেষে একটু নরম হয়ে বোল্লেন, "সে আশা ঘুচে গেল! এখন অবধি ভাইভগ্নীর যে স্নেহভাব, সেই ভাব তোমাতে আমাতে থাক্‌লো।"—আমিও একটী নিশ্বাস ফেলে, আনাবেলকে স্মরণ কোরে সেই বাক্যে সায় দিলেম।

কিছুদিন যায়, রিচার্ড ফ্রাঙ্কলিন নামে একজন যুবাপুরুষ বিবি রবিন্‌সনের বাড়ীতে গতিবিধি আরম্ভ কোল্লেন। কুমারী পামর সর্ব্বদাই রিচার্ডের কাছে ঘেঁসে বসেন, হেসে হেসে কথা কন, সে ব্যক্তিও সেই রকম ঘনিষ্ঠভাব জানায়। আমার কেমন হিংসা হয়। কালিন্দীর আকিঞ্চন বিফল কোরে দিয়েছি, সে ইচ্ছা রাখি না, তবু কেমন হিংসা হয়। কালিন্দী কেন অপরের কাছে বোস্‌বেন? কালিন্দী কেন অপর পুরুষের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কবেন? সেটা আমার সহ্য হয় না। থাকি থাকি, সেখান থেকে সোরে যাই। দৈবাৎ যখন এসে পড়ি, এসেই যখন দুজনকে এক সঙ্গে দেখি, বিবি রবিন্‌সন সেই ঘরেই শুয়ে থাকেন, কিছুই বলেন না, সেটা আমি সইতে পারি না। হিংসার সঙ্গে রাগ হয়। সেখানে আর বেশীক্ষণ দাঁড়াই না। এই রকমে দিন যায়।

আর একদিন নগরের পথে লেডী কালিন্দীকে আমি দেখ্‌তে পাই। সেদিন একাকিনী নয়, রিচার্ড ফ্রাঙ্কলিনের বাহু অবলম্বনে পাইচারী করা। দেখেই ত মনে মনে আমি খেপে উঠ্‌লেম।—কেন যে ক্ষিপ্তভাব, সেটা কিন্তু কিছুই বুঝ্‌লেম না। জানি না, কালিন্দীকে অপরপুরুষের পাশে দেখে কেন আমার গা জ্বালা করে।

খানিকদূর গিয়ে পরস্পরে কি কথা হলো, পাণিস্পর্শে অভিবাদন করা হলো, রিচার্ড চোলে গেলেন। কালিন্দী তখন একাকিনী। আমি যে পশ্চাতে আছি, আমি যে সেদিন নগরে আস্‌বো, কালিন্দী সেটী জানতেন কি না, তা আমি জানি না। রিচার্ড যেদিকে গেলেন, কালিন্দী সেদিকে গেলেন না। তিনি আমাদের বাড়ীর দিকে বাঁকাপথ ধোল্লেন। ক্ষণকাল দ্রুত চোলে কালিন্দীর পাশে গিয়ে আমি দাঁড়ালেম। কালিন্দী আমারে দেখে বিস্ময়বোধ কোল্লেন না। আমি মনে কোল্লেম, পশ্চাতে আমি আস্‌ছি, কালিন্দী অগ্রেই সেটী জান্‌তে পেরেছিলেন। প্রাণ আমার আরও জ্বোলে উঠ্‌লো। ত্বরিতগতি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রিচার্ড তোমার কে হয়?"

মৃদু হেসে কালিন্দী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেন?—কেন তুমি ও কথা জিজ্ঞাসা কর? রিচার্ড পরম রূপবান।—কেমন, রূপবান নয়?"

চকিতভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "দেখেছি, ভাল কোরেই আমি দেখেছি। ফ্রাঙ্কলিন্ পরমসুন্দর! কালিন্দি! তুমি কি তাঁরে ভালবেসেছ?"

কালিন্দী আবার বোল্লেন, "কেন তুমি ও কথা জিজ্ঞাসা কর? আমি যদি বলি, রিচার্ডের অভিপ্রায় ভাল, তিনি আমারে বিবাহ কোত্তে চান, তোমায় আমায় যে সব কথা হয়ে গেছে, তাতে কোরে যত শীঘ্র উভয়ে আমরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাক্‌তে পারি, ততই মঙ্গল, এ কথা যদি আমি বলি, তা হলে তুমি কি কর? যদি আমি রিচার্ডকে ভালবেসে থাকি, মন যদি তারে চায়, কেনই বা অস্বীকার কোর্‌বো?

বেসে যদি না থাকি, কেনই বা মিথ্যাকথা বোল্‌বো ? চেয়ে থাকি রিচার্ডের দিকে, মনে মনে চিন্তা করি তোমারে !—এই রকমে থাক্‌তে থাক্‌তে তোমার উপর আমার যে অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল, সেই ভালবাসা আমি রিচার্ডের উপর সমর্পণ কোচ্চি। আমি সুখী হব, আমারে আর এ রকমে চাক্‌রী কোত্তে হবে না, একথা শুনে কি তোমার আহ্লাদ হবে না ? ভাই তুমি, বন্ধু তুমি, ভগ্নী আমি, আমার সুখের কথায় তোমার কি আহ্লাদ জন্মাবে না ?"

"আহ্লাদ ?"—অত্যন্ত অস্থির হয়ে, রাস্তায় পা ঠুকে ঠুকে, আমি অতি তীব্রস্বরে বোলে উঠ্‌লেম, "আহ্লাদ ? কালিন্দি ! তুমি অপরের হবে, অপরে তোমারে আপনার বোলে দাবী কোর্‌বে, সেই কথা শুনে আমার আহ্লাদ হবে ?"

"কেন জোসেফ ?"—একটু ছল পেয়ে কালিন্দী অম্‌নি সবিস্ময়ে ত্বরিতস্বরে বোল্লেন, "কেন জোসেফ ? তুমি ত আর একজনকে ভালবেসেছ ! নিজের মুখেই ত তুমি আমারে বোলেছ, আর একজনের প্রাণেই তোমার প্রাণ সমর্পণ । তবে কেন ? তবে কেন জোসেফ !—আমি কেন তবে আর একজনকে ভালবাস্‌তে পার্‌বো না ? আচ্ছা বল, যদি আমি এখন তোমারে বলি, রিচার্ড ফ্রাঙ্ক্‌লিন্‌কে আমি ভালবাসি, তা হোলে তুমি কি কর ?"

"তা হোলে আমি ক্ষেপে যাই, আর কি করি ?"—সত্যই যেন ক্ষিপ্তের মত কালিন্দীর প্রশ্নে আমি এই উত্তর প্রদান কোল্লেম।

কালিন্দী সমভাবে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আচ্ছা, যদি বলি, রিচার্ডকে আমি ভালবাসি না, তা হোলে তুমি কি কর ?"

"তা হোলে আমি সুখী হই !"—উৎসাহে আহ্লাদিত হয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "তা হোলে আমি সুখী হই !"

"তবে কি এখনো তুমি আমারে ভালবাস ?"

"অবশ্য ভালবাসি,—অবশ্যই ভালবাসা হবে !"

উৎফুল্লকণ্ঠে কালিন্দীসুন্দরী সহর্ষে বোলে উঠ্‌লেন, "তবে আমি ফ্রাঙ্ক্‌লিন্‌কে ভালবাসি না ! রিচার্ড ফ্রাঙ্ক্‌লিন্‌ আমার কাছে কিছুই নয় ! রিচার্ড আমার কেহই নয় ! তোমারেই আমি প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি !"

আমি যেন মোহ গেলেম। কালিন্দী পরের হবেন, সে যাতনা আমার অসহ্য ! মোহপ্রভাবে ক্ষণকালের জন্য আনাবেলকে আমি ভুলে গেলেম ! কালিন্দীর অনুরাগে চিত্ত আমার বিমোহিত হয়ে গেল। সস্নেহে কালিন্দীকে আমি আলিঙ্গন কোল্লেম। কালিন্দী বোল্লেন, "রিচার্ড ফ্রাঙ্ক্‌লিনের—না না,—সে নাম আর তুমি একবারও আমার মুখে শুন্‌তে পাবে না !"—আবার আমি আলিঙ্গন কোল্লেম।

অল্পক্ষণ অল্প কথাবার্ত্তার পর কালিন্দী আমারে আলিঙ্গন কোরে বিদায় হোলেন ! আমি খানিকক্ষণ সেইখানে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। কি কোল্লেম ?

আনাবেলের কাছে পাপী হোলেম! আনাবেলকে চিন্তা কোত্তে কোত্তে বাড়ীতে ফিরে গেলেম। সেখানে আবার পূর্ব্বভাব। পথের ভাব আর নাই।—পরামর্শই ছিল, কালিন্দীও সাবধান, আমিও সাবধান।

যেদিনের কথা, সে রাত্রেও ফ্রাঙ্ক্লিন এলেন। বিবি রবিন্সন্ আদর কোল্লেন, মাথাধরা ওজর কোরে কালিন্দী সে রাত্রে সেখানে এলেন না। পরদিন রাত্রেও ফ্রাঙ্ক্লিন আবার এলেন। কালিন্দীও সে রাত্রে দেখা কোল্লেন।—কিন্তু আগেকার মত কাছাকাছি বসা নয়। অনেক তফাতে বিবি রবিন্সনের কৌচের উপর কালিন্দী ফ্রাঙ্ক্লিনের সঙ্গে দুটী একটী কথা হোচ্ছে। কালিন্দী যেন ঔদাস্যভাবে অবনতবদনে মৃদু মৃদু দুটী একটী উত্তর দিচ্ছেন। ঘরে প্রবেশ কোরে স্বচক্ষে আমি এই ভাব দেখ্লেম। প্রধানা কিঙ্করীও সেই রকম ঔদাস্যভাব দেখেছে। ভাবগতিক দেখে আগে তারা ভেবেছিল, রিচার্ডের সঙ্গেই কুমারী পামরের বিবাহসম্বন্ধ হোচ্ছে। কুমারী তাতে সুখী হবেন, রিচার্ড ফ্রাঙ্কলিন বেশ লোক। কিঙ্করীরা পরস্পর একথা বলাবলি কোরেছিল। আমিও একদিন শুনেছিলেম। কিন্তু সে রাত্রের গতিক্রিয়া দেখেশুনে তারা যেন অবাক্ হয়ে গেল।

একচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

আমার মতিভ্রম।

দিনকতক সত্যসত্যই আমার মতিভ্রম ঘোট্লো। কে যেন আমার বুদ্ধিশুদ্ধি হরণ কোরে নিলে। সত্যসত্যই যেন আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেম। লর্ড মণ্ডবিলির কন্যা পরের হাতে যাবে,—লেডী কালিন্দী পরের হবে, সেটা আমি সহ্য কোত্তে পাল্লেম না। কালিন্দীর সঙ্গে কোনমতেই আমার বিবাহ হোতে পারে না, সেটা ঠিক জান্‌ছি। মনে জাগে আনাবেল, সেটীও অহরহ বেশ জান্‌ছি, কিন্তু তবু কেন এমন হয়? সর্ব্বক্ষণ কালিন্দীকে দেখি, সর্ব্বক্ষণ কালিন্দীর সঙ্গে গোপনে কথাবার্ত্তা কই, সর্ব্বক্ষণ কালিন্দীকে নির্জ্জনে পাই, সর্ব্বক্ষণ সেই ইচ্ছাই প্রবলা! সেই চিন্তাই যেন তখনকার উপাসনা! কিন্তু ঘটে না! সাবধান থাকা দরকার, দিবা-রাত্রের মধ্যে একবারও যাতে দেখাসাক্ষাৎ না হয়, সেইটাই তখনকার আকিঞ্চন। মন কিন্তু মানে না। যাতে মানে, সেই ফল ফোলে গেল। অবসরটীও বেশ ঘোটে দাঁড়ালো। বিশেষ দরকারী বিষয়কর্ম্মের বন্দোবস্তের জন্য লণ্ডন থেকে বিবি রবিন্সনের

নামে উকীলের চিঠী এলো। বিবি রবিন্‌সন্‌ বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট ভালবাসেন না, দেশে বিদেশে ছুটোছুটি কোত্তেও তাঁর মন চায় না, একজায়গায় বোসে থাক্‌তেই তিনি খুব ভালবাসেন। কিন্তু হোলে কি হয়; জীবিকা চাই। যে বিষয়কর্ম্মের চিঠী এসেছে, তার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক গাঁথা। স্বামীর ত্যজ্যসম্পত্তির অধিকার। না গেলেই নয়। তিনি লণ্ডনে গেলেন। প্রধানা সহচরীমাত্র সঙ্গে গেল, আমরা সকলেই বাড়ীতে থাক্‌লেম। শান্তমতিতেই হোক্, কিম্বা ভ্রান্তমতিতেই হোক্, মন সর্ব্বক্ষণ যা চায়, তা পায়। অবসরটাও বেশ ঘোটে দাঁড়ালো। তখন আর নির্জ্জনে কালিন্দীর সঙ্গে বেশীক্ষণ দেখাসাক্ষাতের পথে কোন বাধাবিঘ্নই থাক্‌লো না। বেশীক্ষণ দর্শনালাপে আমাদের উভয়েরই তখনকার মনস্কামনা পরিপূর্ণ হোতে লাগ্‌লো। বুঝ্‌তে পাচ্ছি মতিভ্রম, তফাত হোতে পাচ্চি না! কালিন্দীকে তখন চক্ষের অন্তর কোত্তে গেলেই যেন অন্তরে ব্যথা লাগে! ক্ষণে ক্ষণে আনাবেলকে যেন ভুলে যেতে লাগ্‌লেম! মন উড়্‌ছে না! বোসে আছে! কিন্তু আমি জান্‌তে পাচ্চি, স্থানভ্রষ্ট হয়েছে! বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তথাপি কিন্তু স্বস্থানে আসন দিবার চেষ্টা কোচ্চি না! কালিন্দীর উপরেই যেন গাঢ় অনুরাগ!—গাঢ়-প্রগাঢ় পাপের অনুরাগ! কালিন্দীই যেন তখন আমার সর্ব্বস্ব! কালিন্দীর প্রেমেই আমি পাগল!

কিছুদিন এই রকমে গেল। বিবি রবিন্‌সন একপক্ষ লণ্ডনে থাক্‌বেন, এই রকম কথা, কাজের গতিকে একমাস হয়ে গেল। আমাদেরও দিনদিন বাড়াবাড়ি হয়ে দাঁড়ালো! একমাস পরে বিবি রবিন্‌সন্ ফিরে এলেন। দিনকতক আবার কালিন্দীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তখন আবার কৃতপাপের অনুতাপ! তখন আবার হৃদয়পটে আনাবেলের প্রতিমা!

এক হপ্তা গেল। কালিন্দী একদিন বেলা এগারোটার সময় রবিন্‌সনের বাজার কোত্তে সহরে গেলেন। অপরাহ্ন হলো, তখনও ফিরে এলেন না। বিবি রবিন্‌সন বড়ই উদ্বিগ্ন হোলেন।—সকলেই উদ্বিগ্ন। আমি ত হোতেই পারি। আমার মনে নানা দুর্ভাবনা উপস্থিত হোতে লাগ্‌লো। বেলা যখন পাঁচটা, সেই সময় ফটকে একজন লোক এলো। আমার সঙ্গে তার দেখা হলো। সে আমার নাম জিজ্ঞাসা কোল্লে। চুপিচুপি আমার হাতে একখানা পত্র দিলে। দিয়েই তৎক্ষণাৎ সেলাম কোরে চোলে গেল। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেম। লোকটী চোলে যাবার পর চৈতন্য হলো। তারে কিছু জিজ্ঞাসা কোর্‌বো মনে কোল্লেম। দৌড়ে যেতে ইচ্ছা হলো; কিন্তু গেলেম না। মনে কোল্লেম, পত্রেই সব কথা জানতে পার্‌বো, পত্রখানাই পড়ি। পোড়্‌লেম। পত্রখানি কালিন্দীর লেখা। কালিন্দী লিখেছেন,—আমারেই লিখেছেন:—"বাবা এসেছেন, আমার এক ভাই এসেছেন। তাঁরা আমারে ধোরেছেন। সঙ্কটে পোড়ে সব কথা আমি স্বীকার কোরেছি। কেবল যেটী আমাদের নিতান্ত গুহ্যকথা, সেইটী ছাড়া সমস্তই আমি প্রকাশ কোরেছি। এখন কেবল তোমার হাতেই আমার

লজ্জাসম্ভ্রম নির্ভর কোচ্চে। সরাইখানায় আমি আছি। তাঁরাও আছেন। বাবা তোমারে ডেকে পাঠিয়েছেন। যে লোক ডাকতে গেল, গোপনে তারই হাতে আমি এই পত্র দিলেম। এখন যাতে আমার মানসম্ভ্রম রক্ষা হয়, তোমার কাছে আমার কেবল এই মাত্র মিনতি,—এইমাত্র প্রত্যাশা,—এইমাত্র ভিক্ষা।"

পত্রখানি পাঠ কোরে মন বড় উচাটন হলো। লর্ড মণ্ডবিলি আমারে ডেকে পাঠিয়েছেন। কি রকমেই বা যাই? গেলেই বা কি বিপদে পোড়তে হবে? বাড়ীতেই বা কি বোলে যাই? ভাবছি, বিবি রবিন্‌সন্ ঘণ্টা বাজালেন। আমি ছুটে গেলেম। দেখলেম, তিনি অত্যন্ত অধীরা হয়েছেন। আমারে দেখেই তিনি বোল্লেন, "জোসেফ! আমার বড় ভাবনা হয়েছে। সন্ধ্যা হয়, কুমারী পামর এখনও ফিরে এলেন না। বুঝি কোন বিপদ ঘোটেছে। তুমি শীঘ্র যাও। যে যে দোকানে তাঁর দরকার ছিল, নাম বোলে দিচ্ছি, নম্বর বোলে দিচ্ছি, তুমি শীঘ্র যাও!"

শীঘ্র যাবার জন্য আমিও প্রস্তুত। বিবি রবিন্‌সন্ তিনচারিখানি দোকানের নাম, নম্বর, বোলে দিলেন। যেখানে যেতে হবে, তা আমি ভাল জানি। কালিন্দীর পত্রে সরাইখানার নাম লেখা আছে। বিবিকে সেলাম কোরে তৎক্ষণাৎ আমি বেরুলেম।

আনন্দ আর ভয়! লেডী কালিন্দী ধরা পোড়েছেন। তিনি আর এখানে ফিরে আসতে পারবেন না। আনারও আর সেদিকে মন যাবে না। আনাবেলের প্রতিমাই আমার হৃদয়ে বিরাজ কোরবে। এইটীই তখনকার আনন্দ। প্রতাপশালী লর্ড মণ্ডবিলির সম্মুখে আজ উপস্থিত হোতে যাচ্ছি, কালিন্দী সব কথা প্রকাশ কোরেছেন, আমি একজন সামান্য চাকর, তিনি একজন মহামান্য লর্ড, লর্ডের কন্যার সঙ্গে আমার প্রেমালাপের কথা! কপালে যে কি ঘটে, কারে যে কি বলি, লর্ড মণ্ডবিলি আমারে কি দণ্ড প্রদান করেন, এই তখনকার ভয়।

দুই ভাবকে দুই পাশে রেখে সাহসকে মাঝখানে আনলেম। সাহসে বুক বেঁধে বিচারকর্তার সম্মুখে উপস্থিত হোতে চোল্লেম। হোটেলে উপস্থিত হোলেম। কালিন্দীর সঙ্গে দেখা হলো না। কালিন্দীর পিতাভ্রাতা উভয়েই একটী ঘরে বোসে ছিলেন, আমি গিয়ে সেলাম কোরে দাঁড়ালেম। তাঁদের চেহারাতে সহসা অসাধুভাব দেখতে পেলেম না। কিন্তু তাঁরা প্রথমেই আমার পরিচয় পেয়ে, বিলক্ষণ আসর গরম কোরে নিলেন। কালিন্দীর ভ্রাতার নাম লর্ড হুবার্ড। তিনি আমারে প্রাণের ভয় পর্য্যন্ত দেখালেন। বিবাহের প্রসঙ্গ কালিন্দীই উত্থাপন কোরেছিলেন, সাহসপূর্ব্বক আমি সে কথা বোল্লেম। ঘৃণায় লর্ড হুবার্ড মুখ বাঁকালেন। ঘৃণার কারণ পূর্ব্বেও আমি অনুমান কোরেছিলেম, তখনও বুঝলেম। ঘৃণা হবার ত কথাই বটে!—লেডী কালিন্দী একজন মহাসম্ভ্রান্ত লর্ডের কন্যা, আমি একজন সামান্য চাকর।

সব গোল চুকে গেল। লেডী কালিন্দীকে লজ্জাশীলা পবিত্র কুমারী বোলে আমি তাঁদের বিলক্ষণ প্রত্যয় জোন্মে দিলেম। আমার সরলতা দেখে শেষটা তাঁরা খুসী

হোলেন। লর্ড মণ্ডবিলি বিশেষ সমাদরে স্নেহবাক্য বোলে আমারে বক্সীস দিতে চাইলেন। আমি গ্রহণ কোল্লেম না। যে কারণে অপরাপর জায়গায় বক্সীসের নামে ঘুষ নিতে আমি নারাজ, কালিন্দীর পিতার কাছেও সেই কারণের উল্লেখ কোল্লেম। কিছুই পুরস্কার গ্রহণ কোল্লেম না। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে অবশেষে আমারে বোল্লেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, যাতে তোমার ভাল হয়, এখন যেমন আছ, যাতে কোরে এর চেয়ে বেশী সুখে থাক্‌তে পার, তার উপায় আমি কোচ্চি। শীঘ্রই তুমি একখানি পত্র পাবে। সেই পত্রে যা লেখা থাক্‌বে, সেই অনুসারে কাজ কোরো।"

কর যোড়ে আমি অভিবাদন কোল্লেম। একটু ইতস্তত কোরে বিনীতভাবে বোল্লেম, "যাঁর কাছে আমি আছি,—ছদ্মবেশে লেডী কালিন্দী যাঁর কাছে ছিলেন, তিনি বড়ই ভাবিত হয়ে আমারে অন্বেষণে পাঠিয়েছেন।

সচকিতে আমার দিকে চেয়ে লর্ড মণ্ডবিলি বোল্লেন, "বেশ কথা! তুমি ফিরে যাও! তাঁরে গিয়ে বল, সন্ধান পাওয়া গেল না। সেটা কিছু মিথ্যাকথা হবে না। কালিন্দীকে আমরা নিয়ে যাব। অনেক অনুসন্ধানের পর নিশ্চিত সংবাদ পেয়ে, ছদ্মবেশে আমরা পিতাপুত্রে এই রাইড্‌নগরে এসে রয়েছি। কালিন্দীকে আমরা নিয়ে যাব। সন্ধান পাওয়া গেল না, এ কথা ছাড়া তুমি আর তোমার মনিবকে কি নূতনকথা বোল্‌তে পার? যাও! তাই বল গে! তোমার মঙ্গল হোক্!"

পিতাপুত্রকে অভিবাদন কোরে আমি বিদায় হোলেম। বুকের উপর থেকে যেন একখানা পাষাণ নেমে গেল! বিপদের মুখে এসেছিলেম, সমাদরে বিদায় হোলেম। কালিন্দীর ভাবনাও ঘুচে গেল। একদফা নিশ্চিন্ত হোলেম। ঘরে গিয়ে বিবি রবিন্‌সনকে বোল্লেম, সন্ধান পাওয়া গেল না।

সকলেই দুঃখিত হোলেন। পাঁচসাতদিন পরে বিবি রবিন্‌সন্ আবার একটী শিক্ষয়িত্রীর জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠালেন। নূতন কে এলেন, তা আর আমারে দেখ্‌তে হলো না। তিনদিন পরে ডাকযোগে আমি একখানি পত্র পেলেম। পত্রের খামের উপর এন্‌ফিল্‌ডের ডাকমোহর।—দেখেই আমি ঠিক অনুমান কোল্লেম। খুলে দেখ্‌লেম। লেখা আছে:—

"জোসেফ উইলমটের একটী কর্ম্ম হইয়াছে। জোসেফ উইলমট পত্র পাইয়া প্রথমে লণ্ডনে যাইবেন। তথা হইতে এডিন্‌বরা যাইবেন। তথা হইতে পার্থশায়ারে যাইবেন। ইঞ্চমেথ্‌লিন গ্রামে বিনচারসাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইবেন, সেইখানেই কর্ম্ম হইল। বার্ষিক বেতন ত্রিশ গিনি। রাহাখরচের জন্য বিনাচারসাহেব বিংশতি পাউণ্ডের চেক্ পাঠাইয়াছেন। তাহাও এই পত্রমধ্যে দেওয়া গেল।"

পত্রে স্বাক্ষর ছিল না, তথাপি আমি বুঝ্‌লেম, লর্ড মণ্ডবিলির অঙ্গীকারপালন। আহ্লাদিত হোলেম। উদ্দেশে তাঁরে শত শত সাধুবাদ অর্পণ কোল্লেম। সেদিন আর কোন কথা হলো না। পরদিন বিবি রবিন্‌সনের কাছে নূতন চাক্‌রীর কথা জানিয়ে

বিদায় গ্রহণ কোল্লেম। আর আর সকলের কাছেও বিদায় নিলেম। নিজের জিনিসগুলি বাক্সবন্দী কোরে লণ্ডনে যাত্রা কোল্লেম।

হঠাৎ একটা ভয় এলো। লণ্ডনে যাচ্ছি, যদি লানোভারের সঙ্গে দেখা হয়? ভয়ের সঙ্গে আবার লজ্জা এলো। হাসি পেলে। কি একটা মিছে ভয়, তখন আর আমি বালক নই, বয়স প্রায় আঠারো বৎসর পূর্ণ হয়ে এসেছে। পৃথিবী জান্তেম না,—মানুষ চিন্তেম না, বিপদে ঠেকে ঠেকে—অনেক ভোগ ভুগে ভুগে, তখন আমি অনেকটা জ্ঞান লাভ কোরেছি। অনেকটা সাহস পেয়েছি। বিলক্ষণ সাবধান হোতে শিখেছি। লানোভারকে ভয় কি? অতবড় জনপূর্ণ সহরের ভিতর লানোভার আমার কি কোত্তে পারে? আর একবার আমি লণ্ডন সহর দেখ্বো।

গাড়ীভাড়া কোল্লেম। যথাসময়ে লণ্ডনে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। একটী সরাইখানায় নিশাযাপন কোল্লেম। পরদিন প্রাতঃকালে চেক ভাঙাতে হবে, ব্যাঙ্কে যাওয়া চাই। সরাইখানায় জলযোগ কোরে লম্বার্ডষ্ট্রীটে চোল্লেম। ডাকঘরের সম্মুখ দিয়ে যেতে হয়। ডাকঘরটী আমার ভাল কোরে দেখা ছিল না। দেখ্বার জন্য রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছি। দেখ্‌ছি, খানিকক্ষণ আছি, হঠাৎ দেখি, একটী সাহেব আর একটী বিবি হাত ধরাধরি কোরে ডাকঘরের সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌ছেন। সাহেবটী ডেকে ডেকে একখানি চিঠী পোড়্‌ছেন, বিবিটী শুন্‌ছেন। তাঁরা যখন নিকটে এলেন, দেখেই আমি চিন্‌লেম, চার্লটন গ্রামের পাদ্‌রী হাউয়ার্ড আর দেল্‌মরের কন্যা এদিথা।

অনেকদিনের পর এদিথাকে আমি দেখ্‌লেম। দেখা কর্‌বার জন্যে ছুটে গেলেম। সেলাম কোরে সম্মুখে দাঁড়ালেম। একদৃষ্টে তাঁরা দুজনে আমার পানে চেয়ে রইলেন। বোধ হলো, চিন্‌তে পাল্লেন না। পাদ্‌রীসাহেব ত পার্‌বেনই না। কে আমি, তাও তিনি জানেন না। এদিথাও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক্ হয়ে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। তিন জনেই আমরা নির্ব্বাক্। অবশেষে মৌনভঙ্গ কোরে এদিথা আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি সেই জোসেফ উইলমট?"

নতমস্তকে আমি আবার অভিবাদন কোল্লেন। এদিথার চক্ষে জল গোড়্‌তে লাগ্‌লো। পাদ্‌রীসাহেব আমার পরিচয় পেলেন। ক্ষণেকদর্শনে সুখদুঃখের স্রোতে যতটুকু আলাপ হওয়া সম্ভব, পরস্পর কুশলজিজ্ঞাসার পর, সেই রকমের কতকগুলি কথাবার্ত্তা হলো। পাদ্‌রী হাউয়ার্ড বেশ ঘনিষ্ঠভাবে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলেন। 'মল্‌গ্রেভদম্পতী কেমন আছেন, আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। পাদ্‌রীসাহেব উত্তর দিলেন, "অনেক দিন দেখা নাই।" সে সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর। ক্ষণকাল যেন কি চিন্তা কোরে পাদ্‌রীসাহেব অতি নম্রস্বরে আমারে বোল্লেন, "দেখ জোসেফ উইলমট! সংসারে প্রবেশ কোল্লে অনেকরকম সম্পদ্‌বিপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে হয়। সকল অবস্থায় প্রফুল্ল থাকা উচিত। 'ধনের জন্য -"

পাদ্‌রী হাউয়ার্ড থেমে গেলেন। করুণাপূর্ণনয়নে এদিথার মুখপানে চাইলেন।

সজলনয়নে এদিথা বোল্লেন, "ধনের জন্য নয়,—ধনদৌলত আমার নাই, সে জন্য আমি তত দুঃখিত নই। যাঁদের জন্য আমি কাঁদি, তাঁদের নির্দ্দয় ব্যবহারে—"

বিস্ময়ে এদিথার মুখপানে চেয়ে আমি সচকিতে বোলে উঠ্লেম, "ধনদৌলত নাই ? সে কি ? আমি ত জানি, তুমি প্রচুর ধনের ঈশ্বরী। তোমার পিতা—আমার করুণাময় আশ্রয়দাতা তোমার জন্য প্রচুর—"

সবিস্ময়ে পাদ্রী হাউয়ার্ড আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি জোসেফ উইলমট ? কি কথা বোল্‌ছো তুমি ?"

"আপ্‌নারা আমারে বে-আদব মনে কোর্‌বেন না। আমি চাকর, আপনারা মনিব, আমি আপ্‌নাদের কাছে ফাজিল কথা বোল্‌ছি না। আমার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা আছে। আমি শুনেছি,—মহাত্মা দেল্‌মর—"

'কি তুমি শুনেছ ?"—পূর্ব্ববৎ বিস্ময়ে পাদ্রী হাউয়ার্ড আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি তুমি শুনেছ ?"

"আমি শুনেছি, মহাত্মা দেল্‌মরের পত্নী মৃত্যুশয্যায় শয়ন কোরে পতিকে বাক্যবন্দী' কোরে যান, দুটী কন্যাকে যেন সমান সমান অংশে সমস্ত বিষয় বিভাগ কোরে দেওয়া হয়। মহাত্মা দেল্‌মর সেই মর্ম্মেই উইল কোরে গেছেন। তাঁদের দুজনে যখন কথা হয়,—"

"কার সঙ্গে কার কথা ?"—অধিক বিস্ময়ে পাদ্রীসাহেব পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কার সঙ্গে কার কথা হয় ?"

"আমার শোচনীয় আশ্রয়দাতা মহাত্মা দেল্‌মরবাহাদুরের সঙ্গে মাননীয় মল্‌গ্রেভ বাহাদুরের কথা হয়।"

"তুমি কেমন কোরে শুন্‌লে ?"

"ইচ্ছা কোরে শুনি নাই,—আমি শুনি, তাঁদেরও ইচ্ছা ছিল না, দৈবাৎ শুনে ফেলেছি। লাইব্রেরীতে কথোপকথন হয়, আমি তখন জাদুঘরে ছিলেম। ঘটনাক্রমে দৈবাৎ সে সব কথা আমার কাণে এসেছে। অনেক কথার ভিতর আমি শুনেছি, দুই ভগ্নীর নামে সমান সমান উইল।"

এদিথার চক্ষু সজল ! এদিথার শরীরখানি যেন কাঁপ্‌ছে। মুখখানি একবার প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ছে, একবার বিষণ্ণ হয়ে পোড়্‌ছে। এদিথা কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন ! গোড়ার কথা মনে পোড়্‌লো। আমিও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন কোল্লেম। এদিথার বাক্‌শক্তি হোরে গেল। ঠোঁটদুখানি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো ! যেন মূর্চ্ছা যান যান, এম্‌নি হয়ে পোড়্‌লেন।

"আচ্ছা জোসেফ ! তবে আজ আমারা বিদায় হোলেম। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"—আমারে এই কথা বোলে রাস্তার একখানি গাড়ী ডেকে, পাদ্রী হাউয়ার্ড তাড়াতাড়ি এদিথাকে সেই গাড়ীতে তুলে সেখান থেকে চোলে গেলেন। দেখ্‌তে

দেখ্‌তে গাড়ীখানি অদৃশ্য! আমার মনে তখন দেলমরপ্রাসাদের সম্পদ্‌বিপদ্ যেন রথচক্রের ন্যায় বিঘূর্ণিত হোতে লাগ্‌লো। কথাপ্রসঙ্গে আমি জান্‌তে পেরেছি, পাদ্‌রী হাউয়ার্ডের সঙ্গে দেল্‌মরকন্যা এদিথার বিবাহ হয়েছে। এটীও তখন আমার চঞ্চলচিত্তের একটী উত্তম প্রবোধ।

আমি ব্যাঙ্কে যাচ্ছি। ডাকঘরের পাশের রাস্তা ঘুরে আপনার মনেই আমি চোলেছি। কতকদূরে গেছি, মনে কতপ্রকার চিন্তাই যাওয়া আসা কোচ্চে। চেকখানি ভাঙাব। আগে একবার ভেবেছিলেম, ভাঙাব না, ফেরত দিব। নূতন চাক্‌রীস্থলে চাকরেরাই নিজে রাহাখরচ দেয়। কেন লব? লর্ড মণ্ডবিলিই এই চেকের যোগাড় কোরেছেন। সে সূত্রে কোনপ্রকার অর্থগ্রহণ করা আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দূরপথে যেতে হবে, সংস্থান চাই। বিশেষতঃ ফেরত পাঠালে লর্ড মণ্ডবিলি ক্ষুণ্ণ হবেন। ভেবে চিন্তে গ্রহণ কোরেছি। ভাঙাতে হবে। যাচ্ছি, একটা গলির মোড় ফিরেছি, অকস্মাৎ আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লেম! বোধ হলো যেন, বিজন অরণ্যের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড একটা কালসাপ ফণা ধোরে দাঁড়ালো! কিম্বা যেন একটা ভয়ানক কালবাঘ আমার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পোড়্‌লো! চক্ষের উপর একহাত অন্তরে সেই প্রকাণ্ড কুঁজভারাক্রান্ত বিকটাকার লানোভার!

আমি ত ভয়ে একেবারে কাট! যেখানে পদক্ষেপ কোরেছিলেম, কে যেন সেই স্থানের রাস্তার সঙ্গে আমার পায়ে প্রে মেরে দিলে। পা তুল্‌তে পাল্লেম না। চক্ষু স্থির হয়ে গেল! শরীরের ভিতর যেন বিদ্যুৎ খেলা কোত্তে লাগ্‌লো। বুকে যেন আগুন জ্বোলে উঠ্‌লো! নিঃসাড়—নিস্পন্দ, নির্ব্বাক্!

লানোভারও নড়ে না! কথাও কয় না। তার চক্ষু দিয়ে যেন আগুনের জ্যোতিঃ নির্গত হোচ্চে। আমার গায়ে যেন তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ তীর ফুট্‌ছে। চেয়ে আছি, লানোভারও চেয়ে আছে। যে চেহারা দেলমরপ্রাসাদে প্রথম দেখেছিলেম, তার কিছুমাত্র বদল হয় নাই, ঠিক সেই রাক্ষসাকার দুরন্ত চেহারা!

আমার হাত ধোর্‌বে বোলে লানোভার একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে। মিষ্টস্বরে কথা কইলে। আমি ভাব্‌লেম, এ কি? ভয়ে ভয়েই হস্তবিস্তার কোল্লেম। লানোভার আমার হাত ধোল্লে। বারম্বার সস্নেহে পরিপেষণ কোল্লে। ভিতরে ভিতরে আমি কেঁপে উঠ্‌লেম। পথে ভেবেছিলেম, লানোভারের সঙ্গে যদি দেখা হয়, ভয় পাব না। ও কপাল! তার চেয়ে আরও বেশী ভয় হলো! হাত ধোরেছে! হাত হয় ত ছাড়্‌বে না! জোর কোরে হয় ত হিড়্‌হিড় কোরে কোথা টেনে নিয়ে যাবে! কোন বুদ্ধিই তখন জোগালো না। চঞ্চলচক্ষে আসে পাশে চেয়ে দেখ্‌লেম, অনেক লোক। একটু ভরসা হলো। দিনের বেলা,—রাজধানী জায়গা, এত লোকের গতিবিধি, এর ভিতর কি রাক্ষসে খাবে?—এত লোকের সাক্ষাতে কি ওরকম বিকট চেহারার একটা লোক একজন নির্দ্দোষীকে টেনে নিয়ে যেতে পারে?

সাহসের উপাসনা কোচ্চি, বেশ বিনম্রস্বরে লানোভার আমারে বোল্লে, "জোসেফ ! তুমি কি আমাকে চিন্‌তে পাচ্চো না ? আমি তোমার মামা হই। তুমি কি এখন লণ্ডনেই আছ ? অনেকদিন তোমাকে আমি দেখি নাই। ওঃ !—অনেক দিন ! তুমি এখন বেশ সুখে আছ ! চেহারা দেখেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তোমার এখন ভাল হয়েছে। দেখে আমি বড়ই খুসী হোচ্চি। তুমি এখন বেশ বড় হয়েছ ! বেশ রূপ ফুটেছে ! বাঃ ! জোসেফ ! বড়ই সুন্দর ছেলে তুমি ! সত্য বোলছি, তোমার মত সুন্দর ছেলে জন্মাবধি আমি একটীও দেখি নাই !"

কি সব কথা শুন্‌ছি, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। যে রকম মুখের ভাব দেখাচ্ছে, যে রকম মিষ্ট মিষ্ট কথা বোলছে, তাতে কোরে বোধ হোচ্চে যেন, ঐ লানোভার সে লানোভার নয়। তথাপি কিন্তু বিশ্বাস হোচ্চে না। যে লোক আমারে মেরে ফেল্‌বার ষড়যন্ত্র কোরেছিল, সে যে একেবারে এতদূর ঠাণ্ডা ভদ্রলোক হয়ে উঠ্‌বে, এটাই বা কার বিশ্বাসে আসে ?

লানোভার আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "দেখ জোসেফ ! আমার উপর রাগ কোরো না তুমি ! আমার মেজাজটা কখন কখনও একটু গরম হয়ে উঠে,—আপ্‌নার লোকের উপরেই অভিমান হয়। অন্যায় দেখ্‌লে এক এক সময় আমি যেন খেপে উঠি। তা বোলে তুমি আমারে বদ্‌লোক বোলে বিবেচনা কোরো না !"

"না ;—বদ্‌লোক মনে কোর্‌বো কেন ? আমারে প্রাণে মার্‌বার যোগাড় কর তুমি ! তোমারে অবশ্য সাধুলোক বোলেই বিবেচনা করা উচিত ! জিবের আগায় এই কথাটা জুগিয়েছিল। বলি বলি মনে কোচ্চি, আনাবেলকে মনে পোড়্‌লো। তৎক্ষণাৎ চেপে গেলেম। মনের বেগ মনেই সম্বরণ কোল্লেম।

লানোভার আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ছেলেবেলা বড়ই অবাধ্য ছিলে তুমি। আমি তোমার মামা। পরের বাড়ী থেকে আদর কোরে আমি তোমারে নিয়ে এলেম। কত আদর কোল্লেম,—কত যত্ন কোল্লেম, কিছুতেই তোমাকে বশে আন্‌তে পাল্লেম না। কত উপদ্রবই তুমি আমার উপর কোরেছ।—মেরেছ !—ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছ !—মনে কোরে দেখ, যেদিন আমি তোমাকে ঘরের ভিতর কয়েদ কোরে রাখি, সেদিন তুমি আমার উপর কি দৌরাত্ম্যই না কোরেছ ? কিন্তু বৎস ! সব আমি ভুলে গেছি —সব আমি সহ্য কোরেছি। আর আমি তোমারে কিছু বোল্‌বো না। আমি তোমার মামা, তুমি আমার ভাগ্‌নে। যাতে তুমি সুখে থাক, তোমার মুখের উপর সে অঙ্গীকার আমি কোরেছিলেম,—তা আমি কোর্‌বো,—তাই আমি কোত্তেম। তা তুমি পালালে কেন ?"

"সে যন্ত্রণা, আমি সহ্য কোত্তে পাল্লেম না !"

"যন্ত্রণা ?"—যেন কতই বিস্ময়ে চোম্‌কে চোম্‌কে লানোভার বোল্লে, "যন্ত্রণা ? বোকা ছেলে ! তাকে কি যন্ত্রণা বলে ? দুরন্ত হয়েছিলে, একটু শাসিত কোরেছিলেম।

এখন তুমি বড় হয়েছ, বুদ্ধিও একটু পেকেছে, এখন আর শাসন কোত্তে হবে না। দুজনেই আমরা একসঙ্গে কাজকর্ম্ম কোর্‌বো।—তুমিও আমার উপকারে আস্‌বে, আমিও তোমার উপকারে লাগ্‌বো। যদি—আর যদি তেমন দিন ঘটে, তুমি আমার জামাই হবে, আনাবেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিব। আহা! আনাবেলও বড় হয়েছে। কতকখানি রূপ খুলেছে! কি সুন্দরীই হয়েছে! তেমন সুন্দরী মেয়ে আমার চক্ষে ঠেকে না। আনাবেলের পিতা আমি, এটা আমার ভারী গৌরবের কথা!"

হর্ষবিস্ময়ে আমি শিউরে উঠ্‌লেম। সত্যই কি পাপের অনুতাপ কোরে সাধু হয়েছে? আমার বুকের ভিতর আশালতা মুঞ্জরিত হলো।—নিষ্কণ্টক লতা নয়, আশার সঙ্গে সংশয়। যে লোক আমারে প্রাণে মাত্তে চায়, সে কি না এখন জামাই কর্‌বার কথা বলে! কি ব্যাপার!

আশার সঙ্গে সন্দেহ।—আশার সঙ্গে আতঙ্ক! আমারে অন্যমনস্ক দেখে, সেই রকম বিনম্রস্বরে লানোভার একটু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আচ্ছা জোসেফ! তুমি কি আমার আনাবেলকে মনে কর?"

আমি মাথা হেঁট কোল্লেম। লানোভারের অলক্ষিতে অন্তর্ভেদী লজ্জা আমার বদনে ক্ষণকাল খেলা কোরে গেল। আমি কথা কইলেম না।

লানোভার আবার বোল্লে, "আচ্ছা জোসেফ! আনাবেলকে দেখ্‌তে কি তোমার ইচ্ছা হয় না? তোমার মামীর সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য তোমার মন কি একবারও অস্থির হয় না? ওঃ! না,—তা আর মোটেই নয়! তুমি এখন বড়মানুষ হয়েছ, তোমার এখন সুখসম্পদ্ হয়েছে। তুমি আর গরিবের বাড়ীতে যাবে না!"

এই সব কথা বোলে লানোভার এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লে। মুখখানা একটু কাঁচুমাচু কোরে, আবার এক দীর্ঘনিশ্বাস্ ত্যাগ কোরে, লানোভার থেমে থেমে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আহা! আমরা এখন বড়ই কষ্টে পোড়েছি! বাড়ীখানা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছে! কাজকর্ম্ম কিছুই নাই! বড়ই গরিব হয়ে পোড়েছি! আহা! আনাবেল দিনরাত খাটে! তাতেই আমাদের সংসার চলে। এক একদিন আহার পর্য্যন্ত বন্ধ হবার উপক্রম হয়। আহা!"—বোল্‌তে বোল্‌তে তার দুই চক্ষে দুফোঁটা জল দেখা দিলে। রুমালে চক্ষু মার্জ্জন কোরে লানোভার আবার বোল্লে, "যে পাড়ায় সব গরিবলোক থাকে, সেই পাড়ায় সামান্য একটা ভাড়াবাড়ীতে আমরা থাকি! যখন যেমন, তখন তেমন।—উপরে উঠ্‌তেও বেশীক্ষণ নয়, রসাতলে যেতেও বেশীক্ষণ লাগে না! সংসারের খেলাই এই রকম! এই আমি একজন ব্যক্তি,—বিবেচনা কর, এই আমি,—তোমার মামা আমি—আমি যে কতবার বড় হোলেম, কতবার ছোট হোলেম, সে সব কথা বোল্‌তে গেলে এখন যেন গল্পকথা মনে হয়। ভাড়াবাড়ীতে বাস করি, লোকজন কেহই দেখা করে না, বড়ই দুর্দ্দশা আমাদের!"

লানোভারের মনে যে কোনরকম প্রতারণাবুদ্ধি আছে, তখনকার ভাবগতিক

দেখে আমি ত তার কিছুই ঠাওরাতে পাল্লেম না। আনাবেল দিবারাত্রি পরিশ্রম কোরে জীবিকা অর্জ্জন কোচ্চেন। রুগ্নশয্যাশায়িনী জননীর সেবাশুশ্রূষা কোরে-তত পরিশ্রমে কি কোরে জীবনধারণ কোচ্চেন, সেই ভাবনায় আমি বড়ই অস্থির হোলেম। আমার সঙ্গে তখন অনেকগুলি টাকা ছিল। মনে কোল্লেম, লানোভারকে দিই। আনাবেলের উপকারের আসবে। আবার ভাব্‌লেম, তা নয়। একটীবার দেখে আসি। দর্শনেচ্ছা বলবতী হলো। উৎকণ্ঠায়, উল্লাসে, উপকারের ইচ্ছায়, তৎক্ষণাৎ মুক্তকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লেম, "যাব !"

"যাবে ? আমার সঙ্গে আনাবেলকে দেখ্‌তে যাবে ?"—যেন উদাসভাবে গুন্ গুন্ স্বরে এই কথা বোলে লানোভার আবার সেই রকমে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "যেতে চাও, চল ! দেখে এসো আমাদের দুর্দ্দশা ! এবারে না পার, আর এক সময় না হয় এসো। আমরা ভারী গরিব !"

কোন কথার আমি কাণ দিলেম না। আনাবেলকে দেখ্‌বো।—দর্শনেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী। সমান আগ্রহে বোলে উঠ্‌লেম, "আপনার সঙ্গেই আমি যাব।"

সেই রকম উদাসভাবে লানোভার বোল্লে, "আহা ! আপনার লোকের টান এই রকম বটে ! কে বলে, তুমি অবাধ্য ? কে বলে তুমি দুরন্ত ? বেশ ছেলে তুমি !"

ও সকল চাটুবাদের দিকে আমার মন ছিল না। বারবার জেদ কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেম,—"যাব !"—লানোভার যেন অগত্যা অনিচ্ছাতেই রাজী হলো। রাজী হয়েও তবু একটু আম্‌তা আম্‌তা কোরে বোল্লে, "এ যাত্রা না গেলেই হতো ভাল ! বড়ই দুর্দ্দশা আমাদের !—না গেলেই হয় ভাল !—তবে, যখন তোমার দেখ্‌বার সাধ, তোমার মামী,—তোমার ভগ্নী, তুমি দেখ্‌তে যাবে,—চলো !"

আতঙ্ককে পশ্চাতে ঠেলে ফেলে দিলেম। সংসারকেও একধারে সোরিয়ে রাখলেম। আশাকে পুরোবর্ত্তিনী কোরে, মানসিক সাহসে, লানোভারের সঙ্গে আমি আনাবেলকে দেখ্‌তে চোল্লেম। বড় রাস্তা অতিক্রম কোরে লানোভার আমারে ছোট ছোট গলি রাস্তার ভিতর দিয়ে নিয়ে চোল্লো। কতদূর গেলেম, লানোভার কোথাও থাম্‌লো না। হাত ছেড়ে দিলে। আমি আর পালাবো না, সেটা বেশ বুঝ্‌লে। পাশাপাশি হয়ে চোলে যাচ্ছি, এক একবার একটু পেছিয়ে পোড়্‌ছি, লানোভার এক একবার চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে, আমি সেদিকে নজর রাখ্‌ছি না। মনে কেবল ভাবনা কোচ্চি, আনাবেল। যে পথে চোলেছি, সে পথে ভাল বাড়ী একখানিও নাই, সমস্তই গরিবলোকের ঘর। পল্লীটার দিকে চক্ষু ফিরিয়ে দেখ্‌লেই ভয় করে। উপবাসের কষ্টে দরিদ্র পরিবারের যতবিধ যন্ত্রণা, দরিদ্রপল্লীতে সেই সব যন্ত্রণার সজীব চেহারা যেন আমি দেখ্‌তে লাগ্‌লেম ! ওঃ ! না জানি কত কষ্টেই আনাবেল এই ভয়ানক পল্লীতে অবস্থান কোচ্চেন ! এদিথা আমারে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, আজ পর্য্যন্ত আমি লানোভারের বাড়ীতে আছি কি না ? লানোভার আমারে সুখে রাখ্‌বার অঙ্গীকার কোরেছিল, সে অঙ্গীকার পালন

কোরেছে কি না? আমি তাতে কি উত্তর দিয়েছিলেম?—কিছুই না। বাড়ী ছেড়ে আমি চোলে গেছি, এদিথা সে সব কথা জানেন না। জান্‌লে এককালে অবাক্ হয়ে যেতেন। সে সব কথা আমি বলি নাই। এখন আবার মামার বাড়ী যাচ্ছি! একখানা জীর্ণবাড়ীর দরজার কাছে লানোভার আমারে নিয়ে দাঁড় করালে। দরজায় আঘাত কোল্লে। একটা কদাকার বুড়ী এসে দরজা খুলে দিলে। বুড়ীটার মুখ দেখ্‌লেই রাগ হয়,—ঘৃণা হয়,—দিনের বেলাও ভয় হয়! লানোভার একটু বিমর্ষবদনে সেই বুড়ীকে বোল্লে, "এটী আমার ভাগ্‌নে হয়। মামীকে দেখ্‌তে এসেছে, আনাবেলকে দেখ্‌তে এসেছে। জেদ কোরেই এসেছে। দুঃখের দশা, সঙ্গে কোরে আমি আন্‌তেম না, কি করি,—ছেলেমানুষ,—মায়ার টান—ভারী পীড়াপীড়ি কোরে ধোল্লে, কাজেই আন্‌তে হয়েছে! আহা! কি কষ্টই আমাদের সংসারে!—দেখেছ ত,—দেখ্‌তেই ত পাচ্চো, আনাবেল আমার কত কষ্টেই সংসার চালাচ্চেন!—আহা! দেখ্‌তেই ত পাচ্চো, আনাবেলের দুঃখিনী জননী কত কষ্টই পাচ্চেন!"

বুড়ী বারকতক মাথানাড়া দিলে। লানোভার যা যা বোল্লে, সে যেন সব জানে, কষ্টের কথায় নিজেও যেন কষ্ট পেলে। কুটুরে চক্ষে ফোঁটা ফোঁটা জল ফেল্লে! চক্ষে আঁচল ঢাকা দিলে! বুঝ্‌লেম, বুড়ীটার ভারী মায়ার শরীর!

দরজা বন্ধ হলো। বুড়ী অন্যঘরে চোলে গেল। ছোট ছোট দুতিনটে ঘরের ভিতর দিয়ে লানোভার আমারে একটা সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেল। সিঁড়িটা ঘোর অন্ধকার! ছোট ছোট ধাপ। অগ্রে লানোভার, পশ্চাতে আমি। "সাবধানে এসো! গরিবের বাড়ী, তাতে তোমার অচেনা। দিনের বেলাও অন্ধকার!—এই দিকে! এই দিকে!—আঃ! এসময় কেনই বা তুমি এলে? বড় দুঃখের দশায় পোড়েছি আমরা! আহা! এই দুর্দশার সময় আনাবেল তোমারে দেখে কতই লজ্জা পাবে! আমার পত্নী!—আহা! অভাগিনী! সে আর বাঁচে না! আহা! জোসেফ! যে বিপদে আমরা ভাস্‌ছি,—আঃ! এই পথে এসো! ভারী অন্ধকার!"

আমার মুখে কথা নাই। মাঝে মাঝে লানোভার কেবল ঐরকম খাপ্‌ছাড়া খাপ্‌ছাড়া কথা বোল্‌ছে, আর মাঝে মাঝে চক্ষের জল ফেল্‌ছে। আনাবেলকে দর্শন কর্‌বার উল্লাসে সে সব তুচ্ছকথায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না কোরে, অন্ধকারে দেয়াল ধোরে ধোরে আমি উপরে উঠ্‌ছি। অবশেষে একটা চৌকাঠের উপর উপস্থিত। অগ্রে লানোভার, পশ্চাতে আমি। লানোভার একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। ইঙ্গিত কোরে আমারেও ডাক্‌লে। আমি মনে কোল্লেম, সেই ঘরেই আনাবেল আছেন। অতর্কিতে আমি গিয়ে উপস্থিত হব, হঠাৎ দর্শনে আনন্দটা কিছু বেশী হবে, সেই মৎলবেই হয় ত লানোভার কিছু ভাঙ্‌লে না। ইসারা কোরেই আমারে ডাক্‌লে। আমার মনে তখন কোন সন্দেহই ছিল না। উৎসাহে উৎসাহে সেই ঘরের চৌকাঠ আমি পার হোলেম। সবেমাত্র ঘরের ভিতর আমি পা দিয়েছি, ভিতর দিক্ থেকে ছুটে এসে

সজোরে এক ধাক্কায় রাক্ষসটা আমারে ঘরের ভিতর ফেলে দিলে ! আমি চিৎপাত হয়ে শুয়ে পোড়্‌লেম ! রাক্ষসটা এক লাফে বাইরে গিয়ে পোড়্‌লো ! ঝনাৎ কোরে দরজা বন্ধ কোরে দিলে। শব্দে বুঝ্‌লেম, চাবী বন্ধ কোল্লে। চাবীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসটার ভয়ানক দাঁত কড়্‌মড়শব্দ শোনা গেল ! ঘোরতর চাতুরীচক্রে আমি আট্‌কা পোড়্‌লেম !

দ্বিচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

মতিভ্রমের ফলাফল !

লাফিয়ে উঠ্‌লেম। যেমন পোড়ে গেলেম, তৎক্ষণাৎ অমনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেম। ঘরটার চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। বোধ হলো, ঘরে মানুষ থাকে। খানকতক ছেঁড়া কাপড়, একটা ভাঙা টেবিল, খানচারপাঁচ ছেঁড়া চেয়ার, দুই এক জোড়া ছেঁড়া জুতা, ঠাঁই ঠাঁই ছড়াছড়ি হয়ে পোড়ে আছে। ঘরে আগুন জ্বলে। আগুনের আংটা দেখ্‌লেম। ঠাণ্ডা ঘর ! ভয়ানক দুর্গন্ধ ! বাতাসের নাম নাই ! লানোভার আমারে কয়েদ কোরে গেল ! একটু পরেই এসে হয় ত মেরে ফেল্‌বে ! সর্ব্বশরীর থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। কি ভয়ানক প্রতারণা। কোথায় বা আনাবেল, কোথায় বা আনবেলের জননী ! সমস্তই প্রতারণা ! ধূর্ত্তের চাতুরী বোঝা সহজ কথা নয় ! ধূর্ত্ত বদ্‌মাস ! খুনে ডাকাত ! তার প্রতারণায় আমি বিমোহিত হয়েছি ! বোল্লে কি না, গরিব হয়ে পোড়েছে ! আমি পাগল ! আমি মূর্খ ! আমি উন্মাদ ! সেই প্রতারণায় ভুলে গেলেম ! মায়াকান্না কাঁদ্‌লে ! স্ত্রীকন্যা উপবাস কোচ্চে বোল্লে ! তাতেই আমি ভুলে গেলেম ! যে রকম পোষাক পোরেছিল, তাতে ত গরিব লোক বুঝায় না। আনাবেল্লকে দেখ্‌বার উল্লাসে সেটা তখন আমি বিবেচনাই কোত্তে পাল্লেম না। সাংঘাতিক ফাঁদে আমারে জোড়িয়ে ফেলেছে ! ভাব্‌লে আর কি হবে ? প্রাণ যাবে ! সাংঘাতিক ভাবনা ! সাহসে ভর কোল্লেম। শরীরে যতদূর শক্তি ছিল, সব শক্তি একত্র কোরে বারবার সেই বন্ধ দরজায় আঘাত কোত্তে লাগ্‌লেম। কপাটজোড়াটা একটু কাঁপ্‌লোও না। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আমি বোসে পোড়্‌লেম। ঝর্ ঝর্ কোরে ঘাম পোড়্‌তে লাগ্‌লো। ঘন ঘন নিশ্বাস ! দম বন্ধ হয় হয়, এম্‌নি উপক্রম ! কি কোরে নিস্তার পাব, কি উপায়ে পালাব, কি উপায়ে প্রাণরক্ষা হবে, দারুণ দুর্ভাবনায় অত্যন্ত আকুল হয়ে পোড়্‌লেম !

ঘরের একদিকে একটা জানালা ছিল। মনে কোল্লেম, চেঁচিয়ে উঠি। জানালাটা খুলে ফেলি। যতদূর পারি, চীৎকার কোরে ডাকি। কেহ না কেহ অবশ্যই শুনতে পাবে।

তা হোলেই আমার বাঁচ্‌বার উপায় হবে। জানালাটার কাছে ছুটে গেলেম। খুলে ফেলি মনে কোচ্চি, ঘরের চাবী খোলা শব্দ হলো। চক্ষের নিমেষে দরজাটা খুলে গেল। প্রবেশ কোল্লে লানোভার। সঙ্গে সঙ্গে আর দুজন ডাকাত! সেই টাডি আর বাক্‌বিয়ার্ড! সেই দুটো ডাকাত পূর্ব্বে তিবর্ত্তনের বাড়ীতে চুরি কোর্ত্তে গিয়েছিল। চেহারা বড়ই ভয়ানক! আমার তখন নিশ্চয় মনে হলো, মুহূর্ত্তমধ্যেই প্রাণ যাবে! তরুণ বয়সে তরুণ প্রাণ হারাবো! ডাকাতের হাতেই মারা পোড়্‌লেম! ইচ্ছা হলো, একলাফে তিনটা জীবনবৈরীকে ঠেলে ফেলে, সাঁ কোরে ছুটে পালাই। পাল্লেম না। তৎক্ষণাৎ ভিতর দিক্ থেকে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। পালাবার আশা বিফল হলো!—প্রাণের আশা ছেড়ে দিলেম!

আমি তখন মোরিয়া। ঘরে যে আংটায় আগুন থাকে,—আগুন তখন ছিল না, চক্ষের নিমেষে সেই দিক্‌টায় ছুটে এসে দুহাতে দুটো আংটা তুলে নিলেম। ব্যাঘ্রলম্ফনে টাডি আর বাক্‌বীয়ার্ড হুড্‌মুড় কোরে আমার ঘাড়ে পোড়্‌লো। খুব জোরে সেই আংটার বাড়ি দুজনকে আমি ঠকাঠক প্রহার কোল্লেম। তাতে কোরে হলো কি? সাপের লেজে বাড়ি পোড়্‌লো! রাগের চোটে তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লো। নিমেষমধ্যে আমার হাতের আংটাদুটো কেড়ে নিয়ে, তারা আমারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাটীর উপর ফেলে দিলে! আমি চিৎপাত হয়ে পোড়ে গেলেম। টাডি সেই সময় কঠোর কর্কশহস্তে আমার গলা টিপে ধোর্‌লে। আমি হাঁপাতে লাগ্‌লেম। ভাল কোরে নিশ্বাস ফেল্‌তে পাল্লেম না। প্রাণঘাতক কুঁজো লানোভার সেই সময় হামাগুড়ি দিয়ে, কট্‌মট্ চক্ষে আমার দিকে চাইতে চাইতে আমার মুখে রুমাল বাঁধ্‌তে বোসলো! টাডিটা থেকে থেকে অন্তরটিপ্‌নি দিচ্ছে! যাই আর কি! মুখ বেঁধে ফেল্লে! একটু আগে চীৎকার কোরে উঠেছিলেম। আর চেঁচাতে না পারি, সেই জন্যেই পথটা বন্ধ কোরে দিলে! বাক বিয়ার্ড সেই সময় আমার পাঁজরে এক বজ্রমুষ্টি প্রহার কোল্লে! বেদনায় আমি অস্থির হোলেম। সেই অবস্থায় ধরাধরি কোরে তারা আমারে দাঁড় করালে। টাডি তখন আমার গলা ছেড়ে দিয়েছে। বাকবিয়ার্ড মহাক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে আবার আমার কপালে খুব জোরে গুম্ কোরে এক কিল মাল্লে! সেই নির্ঘাত আঘাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লেম!

কতক্ষণ পরে চৈতন্য হলো। ভিজে স্যাঁৎস্যাঁতে মেজের উপর আমি শুয়ে পোড়ে আছি। মিট্‌মিট্ কোরে চেয়ে দেখছি, কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না। ঘরটা তখন ঘোর অন্ধকার! কোথায় আমি? ভাবনা আস্‌ছে, হয় ত স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম। পাশ ফিল্লেম। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা! দারুণ প্রহারে আমার যেন অস্থিভেদ কোরে গেছে! আস্তে আস্তে বহুকষ্টে একটু কাত হয়ে বোস্‌লেম। স্বপ্ন নয়, ডাকাতেরা সত্যই আমারে কয়েদ কোরেছে! অন্ধকারে হাত দিয়ে দিয়ে জান্‌লেম, হাতে দেয়াল ঠেক্‌লো। ঘরেই আছি। এখানে তারা আমারে মেরে ফেল্‌বে না। আবার এখনি হয় ত আস্‌বে, আর কোথাও

নিযে গিয়েই হয় ত খুন কোর্বে !—সেই পরামর্শই হয় ত এঁটেছে!—হায় ! আনাবেল ! এজন্মে আর আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাব না !

কতক্ষণ আমি অজ্ঞান ছিলেম, মনে পড়ে না। অনুমানে বুঝ্‌লেম, অনেকক্ষণ। রাত্রি হয়েছে। ঘোর অন্ধকার রাত্রি ! ঘরের ভিতর ঘোর অন্ধকার ! তখনো আবার সেই অন্ধকারে প্রাণপণে দরজায় ধাক্কা মাল্লেম। আন্দাজে আন্দাজে দেয়ালের গায়ে হাত ঘোষে ঘোষে দেখ্‌লেম, কোন দিকে পালাবার পথ আছে কি না। ইচ্ছা হলো, নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে দেয়ালটা ফাঁক কোরে ফেলি। বিদ্যুতের মত চেষ্টা,—বিদ্যুতের মত চিন্তা,—বিদ্যুতের মত নিরাশ !

এইভাবে অনেকক্ষণ আছি, ঘরের দরজা খোলা শব্দ হলো। একটা বাতী হাতে কোরে একটা দাসী ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। তার পশ্চাতে লানোভারের সঙ্গী সেই দুই ডাকাত ! টাডির হাতে একটা পিস্তল। আমার ত প্রাণ উড়ে গেল ! গোর্জ্জে গোর্জ্জে টাডি বোল্লে, "চুপ্‌ কোরে থাক্‌ ! যদি কথা কবি, এখনি এই পিস্তলের গুলিতে তোর মাথা উড়ে যাবে !"

অন্তরে অন্তরে আমি কাঁপ্‌লেম। অনেক মিনতি কোরে বোল্লেম, "ছেড়ে দাও ! কেন আমাকে মেরে ফেল্‌বে ? আমি তোমাদের কোরেছি কি ?"

সমস্তই বৃথা হলো। দাসীটা আমার জন্যে কিছু খাবার এনেছিল, ঘরের ভিতর সেইগুলি রেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দয়া কোরে বাতীটা রেখে গেল। তিনজনেই চোলে গেল। আবার কট্‌কট্‌ শব্দে দরজায় চাবী পোড়্‌লো।

ক্ষুধা হয়েছিল, কিন্তু কিছুই আহার কোল্লেম না। প্রাণ যেন ধড়্‌ফড় কোত্তে লাগ্‌লো। একটু যেন আশ্বাস পেলেম। এখন এরা আমাকে খুন কোর্‌বে না। সে মৎলব থাক্‌লে এতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখ্‌তো না, খাবার দিয়েও যেতো না। মনের ভিতর তখন যে কতই হতাশ, কতই দুশ্চিন্তা, সে সব এখন স্মরণ হয় না।

উঃ ! সেই মাগী ! লানোভার যখন আমাকে আনে, সেই মাগীই দরজা খুলে দেয়। স্ত্রীকন্যার দুর্দ্দশার কথা বোলে লানোভার যখন তার কাছে আমার পরিচয় দেয়, মাগী তখন আঁচল দিয়ে চক্ষু মুছেছিল ! কেঁদেছিল !—সেই মাগী ! উঃ ! কি ভয়ানক ধূর্ত্ততা ! কি ভয়ঙ্কর কুচক্রের সৃষ্টি ! আমি তখন সেই মহা কুচক্রের শিকার ! কথাগুলো মনে কোত্তেও এখনো পর্য্যন্ত গা কাঁপে !

আরও কতক্ষণ আছি। আবার সেই মাগীটা প্রবেশ কোল্লে। আবার কিছু খাবার দিয়ে গেল। আবার একটা বাতী রেখে গেল। সেবারে সঙ্গে কেবল টাডি ছিল। পিস্তল এনেছিল। কথা কইলেই গুলি কোর্‌বে, পালাবার চেষ্টা কোল্লেই মেরে ফেল্‌বে, বারবার সেই কথা বোলে ভয় দেখালে। আমি নীরবে মাথা হেঁট কোরে থাক্‌লেম। দরজা বন্ধ কোরে আবার তারা চোলে গেল।

মাত্তে আসে, মারে না। ব্যাপার কি ?—মৎলব কি ? কিছুই ত স্থির কোত্তে

পাল্লেম না। বতোসের মত মনে একটা সাহস এলো। স্থির কোল্লেম, এবার যখন দাসীটা আসবে, সঙ্গে যদি ডাকাত না থাকে, এক ধাক্কায় মাগীটাকে গড়িয়ে ফেলে দিয়ে একলাফে আমি পালিয়ে যাব। সেই উপায়টাই স্থির উপায়। ভাব্‌ছি।—আরও কত কি ভাব্‌ছি। লানোভার আমার এমন শত্রু কেন? জীবনের বৈরী! এ মৎলব কেন তার? মুখে বলে মামা,—মামা হয়ে কি প্রাণে মারবার মৎলব করে? গরিব আমি, বালক আমি, আমার প্রাণে তার এমন কি দরকার? যদি কোন অপর লোকের মন্ত্রণায় খুন করবার মৎলব এঁটে থাকে, কে সেই অপর লোক? আমার প্রাণের সঙ্গে সেই অপর লোকের কি সম্পর্ক? এত বড় পৃথিবীতে আমি বেঁচে থাক্‌লে কার কি অপকার হোতে পারে? ক্ষুদ্র জীব আমি, নিরাশ্রয় নির্ব্বান্ধব! আমার প্রাণে কার কি দরকার?

কতখানাই ভাব্‌ছি। প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি, তবু কেন প্রাণের মায়া আসে? রাত্রি কত? আপ্‌না আপ্‌নি প্রশ্ন কোল্লেম, রাত্রি কত? পকেটে ঘড়ী ছিল, অন্বেষণ কোল্লেম, ঘড়ী নাই! সংসারে আমার যা কিছু সম্বল, সমস্তই সেদিন সঙ্গে ছিল। অন্বেষণ কোল্লেম, কিছুই নাই! এককালে হতাশ! যখন আমি অজ্ঞান হয়ে পোড়েছিলেম, ডাকাতেরা সেই সময় আমার যথাসর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে! আমি যেন কেবল মরুভূমে পোড়ে আছি!

নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম। কোনদিকেই কোন শব্দ ছিল না, ঘরের ভিতর এক একবার কেবল আমারই নিশ্বাসের শব্দ। বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, পাতালের ভিতর ঘর!—শীতে সমস্ত অঙ্গ যেন জমাট বেঁধে যাচ্চে!—হাতে পায়ে খিল ধোচ্চে!—মাথা ঘুর্‌ছে! চক্ষে যেন কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না! কোথায় এলেম? যেখানে এসে পোড়েছি, প্রাণ থাক্‌তে থাক্‌তে সেখান থেকে আর বেরুতে পার্‌ না! জন্মের মত সমস্ত খেলা সায় হয়ে গেল!—আমি কাঁদ্‌লেম।

চাবীখোলা শব্দ হলো। তত হতাশের মাঝখানেও পূর্ব্বসাহস ফিরে এলো। সচঞ্চলে উঠে দাঁড়ালেম। লাফিয়ে পোড়্‌বো। দাসীটা প্রবেশ কোল্লেই তার ঘাড়ের উপর আমি লাফিয়ে পোড়্‌বো। টাডি যদি এবারে পিস্তল না আনে, নিশ্চয়ই এবার আমি পালাব। কোন বাধাই মান্‌বো না।—খুব মোরিয়া হয়ে, সাহসে ভর কোরে, দৃঢ়সংকল্পে ঠিক সেই ভাবে আমি দাঁড়ালেম।

দাসী প্রবেশ কোল্লে। আমি তার কাঁধের উপর দিয়ে উকি মেরে দেখ্‌লেম, টাডির হাতে পিস্তল আছে কি না। টাডিও ছিল না। বেশ সাহস হলো। মাগীটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই, ঠিক এম্‌নিভাবে দাঁড়িয়েছি, মৎলব বুঝ্‌তে পেরেই, অথবা না পেরেই, দাসীটা ছুখানা কম্বল ঘরের ভিতর ফেলে দিলে। চুপিচুপি বোল্লে, "আমি তোমারে মুক্ত কোত্তে এসেছি। ভয় নাই। তুমি নির্দ্দোষী। আহা! তোমার ভারী কষ্ট হোচ্চে। আমিই তোমারে খালাস কোরে দিব। দেখ দেখি, আমি তোমার কত উপকার কোচ্চি। ওরা বলে, সুধু কেবল পোড়া রুটী আর সুধু জল। আহা!

তাও কি কখনো তুমি খেতে পার। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার জন্যে মাংস আন্‌ছি। ভাল ভাল খাবার আন্‌ছি। অন্ধকারে থাকো, আলো রেখে যাচ্ছি। আবার এই দেখ, ভিজে মাটীতে পোড়ে থাকো, কতই কষ্ট হয়, এই দেখ, তোমার শোবার জন্য কম্বল এনেছি। তোমার উপর আমার ভারী দয়া হয়েছে। তোমার জন্য আমি সরাপ এনেছি। বেশ গরম হবে, শরীর তাজা হবে, বেশ নিদ্রা হবে। এই নেও! খাও! এইটুকুই আগে খাও!"

সত্য সত্যই দাসীর হাতে একটা খুব বড় গেলাস ছিল। গেলাসটী দাসী আমার হাতে দিলে। দেখ্‌লেম, পূর্ণ এক গেলাস পোর্টসরাপ। এক নিশ্বাসে সমস্তই আমি খেয়ে ফেল্লেম। বড় কষ্ট হোচ্ছিল, একটু যেন ঠাণ্ডা বোধ হলো। মনে কোল্লেম, তবে ত আমি বড় অন্যায় কোরেছি। এমন ভালমানুষ এই দাসী, এর প্রতি সন্দেহ কোরে আমি ত ভাল কাজ করি নাই। মনে একটু অনুতাপ এলো। দাসী আমারে মুক্ত কোরে দিবে, মনে একটু আশ্বাস পেলেম। তত বিপদের সময়েও উৎসাহের সঙ্গে আহ্লাদ জন্মালো।

এ কি? শরীর এমন করে কেন? সর্ব্বশরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ কোত্তে লাগ্‌লো। চক্ষের পাতা ভারী হয়ে এলো। ভাল কোরে চাইতে পাচ্ছি না। চৈতন্য যেন উড়ে উড়ে যা'চ্ছে! সমস্তই ঘোর ঘোর লাগ্‌ছে! হলো কি?

আর চাইতে পাল্লেম না। শব্দে বুঝ্‌লেম, দাসী চোলে গেল। দরজা বন্ধ হলো। একবার মাত্র ধীরে ধীরে চেয়ে দেখ্‌লেম, ঘরে আর আলো নাই! কম্বল জড়িয়ে সেইখানেই আমি শুয়ে পোড়্‌লেম। শয়নমাত্রেই নিদ্রা। সে নিদ্রায় আমার আর তখন কিছুমাত্র চৈতন্য থাক্‌লো না।

ত্রিচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

দুর্জ্জয় বিপদ!

আমি ঘুমিয়ে আছি। এ কি নিদ্রা? একবার একবার যেন মনে হোচ্চে, আমি জেগেছি। বোধ হোচ্চে যেন, কারা আমারে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। বোধ হোচ্চে যেন গাড়ী। ঘোড়ার খুরের শব্দ পাচ্চি, চক্ষে ঝাপ্সা লাগ্‌চে। একএকবার এক একটা চোখ্‌তি আলো দেখ্‌তে পাচ্চি। গাড়ী কোরেই আমারে নিয়ে যাচ্চে। চেয়ে দেখ্‌লেম। তখন একটু একটু জ্ঞান হয়েছে। গাড়ীর ভিতর তিনজন লোক।—লানোভার নিজে আর তার সেই দুজন সঙ্গী ডাকাত। লানোভার আমার মুখের কাছে একটা বোতল

ধোরে আস্তে আস্তে আমার ঠোঁটে কি যেন ঢেলে দিচ্ছে! জোর কোরে কি যেন খাইয়ে দিলে! আবার আমি অজ্ঞান হয়ে পোড়্লেম।

এ অবস্থায় আবার কতক্ষণ গেল, মনে নাই। যখন একটু একটু জাগ্লেম, তখন মনে হলো যেন, একবার উপরে উঠ্ছি, একবার নীচে পোড়্ছি! অঙ্গটা যেন দুল্ছে। চারিদিকে বোঁ বোঁ ভোঁ ভোঁ কোরে ভয়ানক শব্দ হোচ্চে। অন্ধকার! যে আধারে আমাকে তুলেছে, সেটা কি? আন্দাজে আন্দাজে হাত দিয়ে দিয়ে দেখ্লেম, তক্তায় হাত ঠেক্লো। সিন্ধুকের ভিতরেই যেন আমি আছি। বেঁচে আছি, তবে কেন সিন্ধুকে বন্ধ? এরা কি তবে আমারে জীবন্তই গোর দিবে?

ক্রমশই শব্দের বৃদ্ধি! ক্রমশই ভয়ানক দোলা! একবার এধার, একবার ওধার! একবার উপর, একবার নীচে! অল্পে অল্পে বেশ চৈতন্য ফিরে এলো। চৈতন্যের সঙ্গে ভয়ানক আতঙ্ক! কোথায় আছি, কোথায় নিয়ে যাচ্চে, তখনও পর্য্যন্ত ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। শুয়ে আছি, মানুষের কলরব শুন্তে পাচ্চি, পলকে পলকে দোলা খাচ্চি, হঠাৎ দুজন লোকের কথোপকথন আমার কাণে এলো। একজন বোল্লে, "কতদূর?" আর একজন বোল্লে, "ছ সাত মাসের পথ। এমন জান্লে এ জাহাজে আমি উঠ্তেম না। কুলীজাহাজ। উপনিবেশে কুলী পাঠাচ্চে। আমরা সেখানে উপনিবেশী হোতে যাচ্চি। না এলেই হতো ভাল!"

প্রথম ব্যক্তি বোল্লে, "ছোঁড়াটা কিন্তু খুব ঘুমুচ্চে। ভারী মদ খেয়েছিল!"

"ছেলেমানুষ, মাথা কতটুকু? কত গরম সহ্য কোত্তে পারে? বেহুঁস হয়ে পোড়েছে। দেখ্ছ না, একেবারে বে-এক্তার!"

"তা বটে! ওর মামা আমাদের হাতে হাতে সোঁপে দিয়েছে। সেই মামা কেমন একরকম খামখেয়ালী লোক। ছেলেমানুষ যদি দৈবাৎ একটু বেশী মদ খেয়ে ফেলেছে, তা বোলে কি এত রাগ কোত্তে হয়? একেবারে দেশান্তর?"

"কেন? দেশান্তর কেন? ওর মামা বোলেছে, সেখানে অনেক আপ্নার লোক আছে। ছোঁড়াটা ভারী বদ্ হয়ে গেছে। সেখানে গেলে এমন বে-আদব থাক্তে পাবে না। স্বভাবটা শুধ্রে যাবে! বেশ থাক্বে। জেগেছে কি?"

পরস্পর এই রকম বলাবলি হলো। আমারে উদ্দেশ কোরে তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি হে ছোক্রা! তুমি কি জেগেছ?"

আমি কথা কইলেম না। মনে মনে বুঝ্তে পাল্লেম, সব। আরও হয় ত বেশী কথা শুন্তে পাব, আরও হয় ত আমার কথাই তারা বলাবলি কোর্বে, সেইটী অনুমান কোরে আমি চক্ষু বুজে থাক্লেম। মুখ বুজে থাক্লেম। প্রাণ কিন্তু কাঁপ্তে লাগ্লো। ছ সাত মাসের পথ! আমারে তবে কুলীজাহাজে দ্বীপান্তরে পাঠাচ্ছে! সেই বিদেশে নিয়ে গিয়েই মেরে ফেল্বে! যদি মেরেও না ফেলে, দেশে আর ফিরে আস্তে পাব না! আশা আমার নিরাশাসাগরে ভাস্লো!

সেই দুজনের আর একজন আবার বোল্লে, "বেশ ঘুমুচ্ছে। নেসা এখনো ছাড়ে নি। উঃ! জাহাজখানা এমন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌লো কেন?"

সত্যই জাহাজখানা ভয়ানক কেঁপে উঠ্‌লো। আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, জাহাজে বিস্তর লোক। তার ভিতর রোগীলোকও অনেক। জাহাজের কাঁপুনিতে রোগীরা ভয় পেয়ে গোঁ গোঁ কোরে উঠ্‌লো।

ক্রমে আমি জান্‌তে পাল্লেম, প্রকাণ্ড জাহাজ। সহস্র সহস্র আরোহীতে পরিপূর্ণ। জাহাজের গতিতে বোধ হলো, ঝড় উঠেছে!—ভয়ানক ঝড়! জাহাজখানা জলের উপর যেন তোলপাড় কোচ্চে! পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ উঠ্‌ছে! অনন্ত জলরাশি!—একটু উঠে বোসে আমি দেখ্‌লেম, বামদিকে কেবল অনন্ত জলরাশি! ধোঁয়ার মত ধূধূ কোচ্চে! সম্মুখেও কেবল ধূমরাশি! দক্ষিণ হস্তের দিকে অনেকটা দূরে একটু একটু তীরভূমি নয়নগোচর হোচ্চে। ঝড়ের গর্জ্জনে জাহাজের সমস্ত লোক প্রাণের ভয়ে চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। নাবিকেরা ইতস্তত ছুটোছুটী কোচ্চে। কাপ্তেন সাহেব শিঙা বাজিয়ে সকলকে সতর্ক কোচ্চেন। আমি আর স্থির হয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না। ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতার তুফানে আমি পোড়েছি! সাগরেও মহা তুফান! তখনকার উভয় তুফানই আমার পক্ষে সমান! নেসা কোরে অজ্ঞান হয়ে পোড়ে আছি, যে দুটী লোক ঐ কথা বলাবলি কোচ্ছিল, তাদের সঙ্গে ঠারে ঠোরে দুটী একটী কথা কইলেম। প্রাণের ভয়ে বহুকষ্টে আমি কাপ্তেনের কাছে ছুটে গেলেম। কাপ্তেন আমার দুটী একটী কথা শুন্‌লেন। জোর কোরে আমারে জাহাজে তুলে দিয়েছে, ঔষধ খাইয়ে অজ্ঞান কোরে ছিল, ভয়ানক কুচক্রে আমি ধরা পোড়েছি, সকাতরে এই সব কথা আমি জানালেম। তীরে আমারে তুলে দিতে বোল্লেম। মিনতি কোরে প্রার্থনা কোল্লেম। কাপ্তেন তখন জাহাজের সর্ব্বোপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তুফানের জলে সমস্তই ভেসে যাচ্চে! বারবার আমারে তিনি কেবিনের ভিতর নেমে আস্‌তে হুকুম দিলেন। আমি রাজী হলেম না। কাপ্তেনও আর আমার কথা শুন্‌লেন না। শোন্‌বার অবকাশও পেলেন না। ভয়ানক গর্জ্জনশব্দে জলশুদ্ধ জাহাজখানা যেন অনেক উপরে উঠে গেল! বাতাসের জোরে ভোঁ ভোঁ কোরে ঘুরে ঘুরে, ঝুপ্ কোরে আবার নেমে পোড়্‌লো! ঠিক বোধ হলো, একবারেই যেন তলিয়ে গেল! আবার ভুস্ কোরে ভেসে উঠ্‌লো! উপর দিয়ে বড় বড় ঢেউ চোলে যাচ্চে। বোধ হোচ্চে যেন, বড় বড় পাহাড়পর্ব্বত গোড়িয়ে গোড়িয়ে বেড়াচ্চে! উপরে আকাশ, নীচে সমুদ্র। আকাশের বর্ণ আর জলের বর্ণ একাকার! আরোহী লোকেরা পরিত্রাহি চীৎকার কোচ্চে। জাহাজে যে সকল পশুপক্ষী ছিল, সমস্তই প্রায় সাগরগর্ভে লীন হয়ে যাচ্চে! এক ঝাপ্‌টায় আমিও সাগরের জলে পোড়্‌লেম! গোটাকতক মুরগীর খাঁচা ভেসে যাচ্ছিল, জীবনের শেষ ভরসা বিবেচনা কোরে সেই তৃণরাশি অবলম্বনে সাগরের জলে আমি ভাস্‌লেম!—ভেসে ভেসেই চোল্লেম! জাহাজের লোকের পরিত্রাহি চীৎকার এক একবার আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোচ্চে,

আবার যেন থেমে যাচ্ছে। প্রাণের দায়ে সাগরের জলে আমি ভাস্‌ছি! জাহাজখানা ডুবে গেল! লোকজন সব কে কোথায় গেল, সাগরছাড়া আর কেহই কিছু সে কথার উত্তর দিতে পাল্লে না! আমি ভাস্‌ছি। পরমায়ু থাক্‌তে কেহই মার্ত্তে পারে না! যিনি জগতের জীবন, সর্ব্বজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, সর্ব্বজীবের রক্ষাকর্ত্তা যিনি, তিনিই যেন সদয় হয়ে আমারে একখানি নৌকা মিলিয়ে দিলেন। নৌকার নাবিকেরা একটী নিশান দেখিয়ে আমারে সঙ্কেত কোল্লে। নৌকাখানি তীরবেগে ছুটে এলো। নাবিকেরা আমারে নৌকায় তুলে নিলে।—বোল্লে, "রক্ষা কর্‌বার জন্যে যাচ্ছিলেম। সমস্তই শেষ হয়ে গেছে! জনপ্রাণীও জীবিত নাই! সমস্ত প্রাণীই সাগরগর্ভে জন্মের মত শয়ন কোরেছে! বেঁচে আছ কেবল তুমিমাত্র একা!"

আমি শুন্‌লেম, সমস্তই ফরসা হয়ে গেছে! বেঁচে আছি কেবল আমিমাত্র একা! অদূরে একখানি ওলন্দাজী-জাহাজ আস্‌ছিল। আমাদের জাহাজকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখে, সেই জাহাজের কাপ্তেন তাড়াতাড়ি সাহায্য কোর্ত্তে আস্‌ছিলেন। সময়ে কুলালো না। সে জাহাজ পৌঁছিবার অগ্রেই বিপন্ন জাহাজখানি রসাতলে চোলে গেল! আমি মাত্র বাঁচলেম! ওঃ! সেদিনের বিপদের কথা এ জীবনে আমি ভুল্‌বো না! ওঃ! তেমন বিপদে যাঁরা ঠেকেছেন, তাঁরাই আমার সাক্ষী!—ওঃ! কতদিন হয়ে গেল, কতকালের কথা, এখনো আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেই সকল ভয়ঙ্কর শব্দ শুন্‌তে পাই।

নৌকার নাবিকেরা আমারে সেই ওলন্দাজী জাহাজে তুলে দিলে। আমি নিরাপদ হোলেম। সে জাহাজের কাপ্তেনটী বেশ লোক। তিনি কিছু কিছু ইংরেজীভাষা বুঝেন। কিছু কিছু বোল্‌তেও পারেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া আমার বড় কষ্টকর হলো না। আমি আমার অবস্থার কথা তাঁরে জানালেম। যে জাহাজখানি ডুবে গেল, তাতে যে কত লোক ছিল, তার নিশ্চিত সংখ্যা আমি জানি না, কিন্তু সেই সকল লোকের জন্যে আমার অন্তর বড়ই কাতর হলো। নিজে রক্ষা পেলেম, জগদীশ্বর সদয় হোলেন, ইহাই তখনকার সান্ত্বনা। প্রাণসঙ্কট মহাবিপদে প্রাণরক্ষা হলো। প্রাণের প্রাণ পরমপিতাকে প্রাণ ভোরে আমি প্রণিপাত কোল্লেম।

চতুশ্চত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

নূতন চাকরী।—নূতন রহস্য।

ওলন্দাজী জাহাজে আশ্রয় পেয়ে নিরাপদে আমি কাপ্তেনের বাড়ীতে পৌঁছিলেম। কাপ্তেনটীও ওলন্দাজ। ব্যবহারেও বেশ ভালমানুষ। যে সকল কথায় কোন বাধা হোতে পারে না, কোন দোষ দাঁড়াতে পারে না, সেই রকমে আপনার পরিচয় দিয়ে কাপ্তেনকে আমি সন্তুষ্ট কোল্লেম। কাপ্তেন অনেকপ্রকার দুঃখ প্রকাশ কোরে কিছু-দিন তাঁর বাড়ীতে আমারে থাক্‌বার অনুরোধ কোল্লেন। জাহাজডুবীতে বড়ই কষ্ট পেয়েছিলেম, রাজী হোলেম। দিনকতক আমি কাপ্তেনের বাড়ীতে রণ্টর্ডমে থাক্‌লেম। অনেকদিন পরে কাপ্তেনসাহেব বাড়ীতে গিয়েছেন, স্ত্রীপুত্রেরা বড়ই খুসী।—আমারও যথেষ্ট আদর। ওলন্দাজ কাপ্তেন যবদ্বীপে যাত্রা কোরেছিলেন। ওলন্দাজী জাহাজ প্রায় সর্ব্বদাই যবদ্বীপে গতিবিধি করে। কাপ্তেনের মুখে যবদ্বীপের কতক কতক আশ্চর্য্য ঘটনা আমি শুন্‌লেম। সে সব কথা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

আমি সাগরে ডুবেছিলেম, সর্ব্বস্বই আমার ভেসে গিয়েছে,—এইটী তখন কাপ্তেন সাহেবের অনুমান। বাস্তবিক আমার সঙ্গে কি ছিল, পাপাত্মা লানোভার কি কি বস্তু জাহাজে আমার সঙ্গে দিয়েছিল, তা আমি জানি না। অজ্ঞানাবস্থায় জাহাজে তুলেছিল, একাকীই আমি জাহাজে ছিলেম, জাহাজের অন্যলোকের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র জানা-শুনা ছিল না,—একাকীই সাগরে পোড়েছিলেম, ঈশ্বরের করুণায় একাকীই বেঁচে এসেছি, এই পর্য্যন্ত জানি। ইহা ছাড়া কিছুই আমি জানি না। কাপ্তেন আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় যেতে চাও ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "ইঙ্ক্‌ মেথ্‌লিন।"

ইঙ্ক্‌মেথ্‌লিন কোথায়, ভূগোলের নক্‌সা দেখিয়ে কাপ্তেনকে সে কথা বোলে দিতে হলো না। নিশ্চয়ই তিনি বুঝ্‌লেন, আমি স্কট্‌লণ্ডে যাব। সদয়ভাবে তিনি আমারে কিছু অর্থসাহায্য কোত্তে চাইলেন। কাজেই ধন্যবাদ দিয়ে সেটী তখন আমায় গ্রহণ কোত্তে হলো। কিন্তু সবিনয়ে বোল্লেম, "এ ঋণ আমি রাখ্‌বো না। আপনার কাছে ঋণী থাক্‌লেম, সময়ে পরিশোধ কোর্‌বো।"

কাপ্তেনের অনুগ্রহে আমি একখানি গাড়ী কোরে পার্থশায়ারে পৌঁছিলেম। সেই গাড়ীতে একটী ভদ্রলোক উঠ্‌লেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। তাঁর নাম ডঙ্কন। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত উকীল। আমার অদৃষ্টের স্থূল স্থূল ঘটনা তাঁরে আমি জানালেম। উকীল তিনি, অভ্যাসবশে বেশী কথা বলাই তাঁর অভ্যাস, নানাপ্রসঙ্গে

তিনি আমার সঙ্গে নানাপ্রকার গল্প আরম্ভ বোল্লেন। দেখ্‌লেম, অমায়িক ভাব। দিব্য সরলপ্রকৃতি। আমার মুখে ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনের নাম শুনে তিনি বোল্লেন, "সে স্থান আমি জানি। পল্লীগ্রাম বটে, কিন্তু সুবিস্তৃত জমীদারী। অধিকারীর নাম বিনাচার। তিনিই সেই গ্রামের সর্দ্দার;—সর্দ্দার মণ্ডল। জমীদারীর নামেই সেই সর্দ্দারের উপাধি হয়েছে, ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিন। লোকটী বেশ।—বিষয় আশয়ও বিস্তর। অনেক বড়মানুষ যেমন ধনমদে গর্ব্বিত হয়ে থাকেন, ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনের সে দোষটী আছে। কিন্তু তিনি কোন ভদ্রলোকের অমর্য্যাদা করেন না। বড়মানুষী কায়দায় নিজে বড় থাক্‌বো, অপরে ছোট থাক্‌বে, একটীও তাঁর ইচ্ছা। ঘোটেছেও তাই। এই স্থানের অদূরেই করন্দেল্‌ জমীদারী। এখানেও জমীদারীর নামে জমীদারের উপাধি হয়েছে, করন্দেল্‌। করন্দেল্‌-পরিবারের পুরুষানুক্রমিক অপব্যয়স্রোতে বিস্তর দেনা দাঁড়িয়েছে; সমস্ত জমীদারীই বন্ধক পোড়েছে। বংশের যিনি শেষ উত্তরাধিকারী, শৈশবেই তিনি একরকম সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন। তিনি এখন দেশে নাই। দেনার ভয়ে লুকিয়ে আছেন। তাঁর পিতা ছিলেন সার্‌ আলেক্‌জন্দর করন্দেল্‌। পুত্রটীও সেই উপাধির অধিকারী। কিন্তু এখন তিনি সে উপাধি ধারণ করেন না। কোথায় আছেন, কেহই সে কথা জানে না। শিশুকাল থেকেই তিনি একরকম নিরুদ্দেশ। বোল্লেম নিরুদ্দেশ,—কিন্তু আমার কাছে নিরুদ্দেশ নয়। তিনি কোথায় আছেন, কেবল আমিই তা জানি। এ অঞ্চলে আর কেহই তাহা জানে না। আমিই তাঁর উকীল।

আদালতে মকদ্দমা হোচ্চে। করন্দেল্‌ জমীদারী দখল করবার মৎলবে মহাজনেরা নালিস কোরেছেন। যাঁদের কাছে জমীদারী বন্ধক আছে, ক্রমাগত বিশবৎসর কাল তাঁরা মকদ্দমা কোচ্চেন। ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনের সর্দ্দার বিনাচারের সঙ্গে এই করন্দেল্‌পরিবারের মনোবাদ আছে। আমি ত প্রাণপণযত্নে চেষ্টা কোচ্চি, সার্‌ আলেক্‌জন্দর করন্দেল্‌ যাতে কোরে পৈতৃক বিষয় পুনঃপ্রাপ্ত হন। জিত হবে, এই ত আমার স্থির বিশ্বাস। ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে যদি আমার দেখা হয়, ফলাফল সমস্ত জান্‌তে পার্‌বে।"

আমি যে বিনাচারের সরকারে চাক্‌রী কোত্তে যাচ্ছি, উকীলের কাছে সে কথাটী ভাঙ্‌লেম না। কিন্তু আমার কথাবার্ত্তা শুনে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোলেন। বুদ্ধিমান্‌ ছোক্‌রা বোলে অনেক প্রশংসা কোল্লেন। পার্থশায়ারে গাড়ী পৌঁছিল। উকীল যথাস্থানে চোলে গেলেন। আমি আবার একখানি গাড়ী নিয়ে ঠিকানায় পৌঁছিলেম। গাড়ী থেকে নেমেই দেখ্‌লেম, একটী হ্রদ।—অতি সুন্দর হ্রদ। সেই হ্রদের পরপারে ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিন। হ্রদের তীরে আমি উপস্থিত হবামাত্র একজন লোক আমার সম্মুখে এসে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "পারে যাবে?"

আমি বিনাচারের নাম কোল্লেম। সে লোকটীও আমার নাম জান্‌তে পাল্লে। জেনেই যেন চেনালোকের মত যত্ন কোরে আমারে পার কোরে নিয়ে গেল। বিনাচারের বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম। সর্দ্দার বিনাচারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো।

আমি চাক্‌রী পেলেম। তিনি বোল্লেন, "পূর্ব্বেই আমি পত্র পেয়েছি। তোমার নামে খুব জোর সুপারিস আছে। নূতন পরিচয় আর কিছুই প্রয়োজন করে না। তুমি এখানে বেশ সুখে থাক্‌তে পার্‌বে।"

সুখেই আমি থাক্‌লেম। বিনাচারের দুই বিবাহ। দুটী স্ত্রীর একটীও বেঁচে নাই। প্রথমপক্ষের একটী পুত্র। তাঁর নাম লেনক্স্। বয়ঃক্রম বিংশতির কিছু উপর। দ্বিতীয় পক্ষের দুটী পুত্র।—একটীর বয়ঃক্রম দশ বৎসর, অপরটীর আট বৎসর। শিশুদুটীর শিক্ষার জন্য একটীর শিক্ষক আছেন। কর্ত্তার একটী কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তিনি জীবিত নাই। তাঁর একটী কন্যা আছেন। কন্যার নাম এমিলাইন।

কুমারী এমিলাইনের রূপ বড় চমৎকার! বয়সেও যৌবনপ্রাপ্ত।—পরম রূপবতী। আমার চক্ষে আনাবেলের তুল্য রূপবতী ঠেকে না; সুতরাং আমি স্থির কোল্লেম আনাবেলের নীচেই এমিলাইন সুন্দরী। এমিলাইনের বিদ্যাশিক্ষার জন্য একটী পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন, তাঁর উপাধি দমিনী। বয়স অনেক, কিন্তু লোকটী বড় ফাজিল কথা বলেন। এত এলোমেলো বকেন, কিছুই মানে বুঝা যায় না। ছোট ছেলেদুটীর জন্য যে শিক্ষকটী নিযুক্ত আছেন, তাঁর নাম ষ্টুয়ার্ট। বয়সে যুবা, বড়লোকের মত সুন্দর চেহারা, কথায়বার্ত্তায় বেশ সদালাপী। কথায় কথায় আরো আমি জানতে পাল্লেম, বিনাচারের জ্যেষ্ঠ পুত্র লেনক্সের সঙ্গে কুমারী এমিলাইনের বিবাহসম্বন্ধ হোচ্চে। লেনক্সের স্বভাব বড় উগ্র। চেহারা মন্দ নয়, কিন্তু সকলের উপরেই যেন তিনি কিছু সন্দেহ করেন। সেই লেনক্সের কাজের জন্যই আমারে নিযুক্ত করা হলো। কুমারী এমিলাইন পরোপকারব্রতে বড়ই আমোদিনী। হ্রদের অপর পারে একটী পাঠশালা আছে। জমীদারীর খরচেই সেই পাঠশালা চলে। কুমারী মাঝে মাঝে সেই পাঠশালাটী তদারক কোত্তে যান। কুমারী যুবতী। একদিন কোন কাজের গতিকে আমি সেই পাঠশালার ধার দিয়ে যাচ্ছি, দেখি, একটু দূরে কুমারী এমিলাইন একজন যুবাপুরুষের সঙ্গে হাত ধরাধরি কোরে বেড়াচ্চেন। আমি মনে কোল্লেম, লেনক্স। তাঁরা আমারে দেখ্‌তে পেলেন না। আমি একটী গাছের আড়ালে দাঁড়ালেম। তাঁরা যখন সেই ধার দিয়ে যান, তখন চিন্‌তে পাল্লেম, লেনক্স নয়, ছেলেদের শিক্ষক ষ্টুয়ার্ট। মনে একটা ধোঁকা লাগ্‌লো। বেশ হাসিখুসী কোত্তে কোত্তে তাঁরা পাশ্ কাটিয়ে চোলে গেলেন। একটু পরেই দুজনে ছাড়াছাড়ি হোলেন: হ্রদতীরে এমিলাইন একাকিনী। খেয়ানৌকা ঘাটে এলো। আমিও সেইখানে উপস্থিত হোল্লেম। কুমারী নৌকায় আরোহণ কোল্লেন। আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। মনিবের কন্যার সঙ্গে এক নৌকায় যাওয়া অপরামর্শ ভাব্‌লেম। কিন্তু কুমারীর স্বভাব বড় ভাল। তিনি আমারে ডাক্‌লেন। একসঙ্গেই পার হওয়া হলো।

বাড়ীর নিকটে যেতে যেতে লেনক্সের সঙ্গে দেখা হলো। দুজনকে এক সঙ্গে দেখে তিনি মনে কোল্লেন, আমিই সঙ্গে গিয়েছিলেম, এক সঙ্গেই ফিরে আস্‌ছি। রাগ কোল্লেন না। বরং আরো ভাল কোরে বোলে দিলেন, "বেশ কোরেছ! এই রকমই

কোরো! এমিলাইন যখন একাকিনী কোথাও যাবেন, তুমি সঙ্গে সঙ্গে যেও! আমার অনুমতি থাক্‌লো। সঙ্গছাড়া হয়ো না। সঙ্গে সঙ্গেই থেকো!"

আমি সেলাম কোল্লেম। সেই দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ীর কর্ত্তাও আমারে ঐরূপ আদেশ দিলেন। বুঝ্‌লেম, পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ কোরেই আদেশ দেওয়া হলো।

ক্রমে ক্রমে আমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, লেনক্সের সঙ্গে এমিলাইনের বিবাহের প্রসঙ্গ কেবল লেনক্সের মনেই আছে। বাড়ীর লোকেরাও তাই স্থির কোরেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমিলাইনের প্রকৃত প্রণয়পাত্র সেই যুবাশিক্ষক ষ্টুয়ার্ট। দুতিনবার ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে এমিলাইনকে আমি নির্জ্জনে বেড়াতে দেখ্‌লেম। প্রেমভাবের কথাবার্ত্তাও শুন্‌লেম। তাতে আমার মনে কিছু কু-ভাব দাঁড়ালো না। রূপে গুণে এমিলাইনের উপযুক্তপাত্রই ষ্টুয়ার্ট। আমি একদিন এমিলাইনের সঙ্গে পাঠশালে গেছি, এমিলাইন পাঠশালে প্রবেশ কোল্লেন, একটা ছল কোরে খানিকক্ষণের জন্য আমি স্থানান্তরে চোলে গেলেম। পথে আবার ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে এমিলাইন। একটু দূরে দমিনী। দমিনীকে তাঁরা দেখ্‌তে পেলেন না। আমি তফাতে ছিলেম, হঠাৎ আমার কাণে ঘোড়ার খুরের শব্দ এলো। চেয়ে দেখি, লেনক্স। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেম, তাড়াতাড়ি একচক্র ঘুরে একটা বেড়া লঙ্ঘন কোরে এমিলাইনের সম্মুখে পোড়্‌লেম। আমারে দেখেই উভয়ে তাঁরা জড়সড় হোলেন। ষ্টুয়ার্ট সোরে গেলেন, এমিলাইন আমার সঙ্গে নদীতীরে।

জানি না, বাড়ীতে কি রকম কথাবার্ত্তা হয়েছিল, লেনক্স্ যেন ভাবনাযুক্ত। মনে যেন তাঁর গুপ্তভাবে হিংসার আগুন জ্বোলে উঠ্‌লো।

কিছু দিন যায়, বিনাচার সপরিবারে জলক্রীড়া কর্‌বার জন্য সেই মনোহর হ্রদে যাত্রা কোল্লেন। দুখানি সখের বজ্‌রা আছে। দাঁড়ি মাঝি বারোজন। সেই বজ্‌রাতেই মাঝে মাঝে জলবিহার করা হয়। যেদিনের কথা আমি বোল্‌ছি, সেই দিন শেষবেলায় বজ্‌রাদুখানি ঘাটের কাছে এলো। কর্ত্তার বজ্‌রা আগে লাগ্‌লো। যে বজ্‌রায় এমিলাইন আর ছোট ছোট ছেলেরা, সেখানি একটু তফাতে। ছেলেরা নিজেই দাড়-বেয়ে আস্‌ছিলেন। বালকসুলভ চাঞ্চল্যে ছেলেদুটী এম্‌নি বেআড়া রকমে এক এক হেঁচ্‌কা টান মাল্লেন, বজ্‌রাখানি উল্‌টে পোড়ে গেল! সকলেই ডুবে গেলেন! কর্ত্তা চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্‌লেন! পাগলের মত ছুটে জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলেন, তিনি সাঁতার জানেন না, লেনক্স ব্যস্ত হয়ে তাঁরে বাধা দিলেন। ষ্টুয়ার্ট দোড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও গিয়ে জলে পোড়্‌লেম। আমি তুল্লেম একটী ছেলেকে, ষ্টুয়ার্ট তুল্লেন এমিলাইনকে। ছোট ছেলেটী পাওয়া গেল না! ছোট ছেলেটী কর্ত্তার অত্যন্ত ভালবাসা। কর্ত্তা এককালে শোকে অধীর হয়ে আছাড়ি পিছাড়ি খেতে লাগ্‌লেন। সদাশয় ষ্টুয়ার্ট পুনর্ব্বার ঝাঁপ দিলেন। অচেতনাবস্থায় ছেলেটীকে তুলে আন্‌লেন। দলের ভিতর আনন্দধ্বনি উঠ্‌লো। ষ্টুয়ার্ট আর আমি সকলেরই প্রশংসাপাত্র হোলেম। বিশেষতঃ কর্ত্তার।

সেইদিন এমিলাইন প্রকাশ্যরূপে ষ্টুয়ার্টের কাছে সহাস্যবদনে দাঁড়ালেন। জীবনদাতা বোলে কৃতজ্ঞতা জানালেন। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, জোরে হাত ধোরে ফিরিয়ে, লেনক্স তাঁরে পাঁচহাত তফাতে ফেলে দিলেন।

জলক্রীড়ার আমোদ, জলমগ্নের বিষাদ, পুনর্জ্জীবনের আনন্দ, লেনক্সের ঈর্ষা, পরস্পর বিরোধী এই সব নূতন নূতন ঘটনা একসঙ্গে জড় হয়ে, ইঞ্চমেথ্‌লিনের দুর্গে যেন এক রকম হুলুস্থূল বাধিয়ে তুল্লে। দিন যায়, লেনক্সের মনোমালিন্য যায় না। দিন দিন বরং বেড়ে বেড়ে উঠে।

সদাশয় ষ্টুয়ার্ট আমার প্রতি বড় সদয় হোলেন। লেনক্সের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম কোত্তে কিছুমাত্র বাকী থাক্‌লো না। আমিও সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেম। কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি আমার কাছে কোন কথাই ভাঙ্‌লেন না। অবকাশকালে আমার সঙ্গে তাঁর অন্যান্য কথাবার্ত্তা অনেক হয়। যখন বেড়াতে যান, আমারে ডাকেন, আমিও সঙ্গে যাই। স্কটলণ্ডের পার্ব্বতীয় শোভা দিন দিন নূতন নূতন দর্শন করি। সে অঞ্চলে প্রকৃতির শোভা ইংলণ্ডের শোভার চেয়ে অনেক বেশী। যে ভাগে ইঞ্চমেথ্‌লিন অবস্থিত, সে ভাগে করন্দেল জমীদারী অবস্থিত, সেই ভাগের শোভাই আমার বেশী দেখা হলো। সমস্ত শোভাই আমার চক্ষে রমণীয়!

এ অঞ্চলের মানুষগুলি ইংলণ্ডের মানুষ অপেক্ষা অনেক বড়। ইঞ্চমেথ্‌লিনে* আমি দেখেছি, সচরাচর ইতরভদ্র সমস্ত লোক মাপে প্রায় চারি হাত সাড়ে চারি হাত। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ লোকেরা মাথায় প্রায় ছ হাত সাড়ে ছ হাত উঁচু হয়। এই অঞ্চলের লোকেরাই হাইল্যাণ্ডার। ইহাদের বীরত্বের বিষয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে বেড়াতে যাই; নির্জ্জনে কথা হয়, তিনিও আমারে অনেক বিশ্বাসের কথা বলেন। আমিও আমার পরিচয় যতদূর জানি, তার মধ্যেও যেগুলি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, ষ্টুয়ার্টের কাছে তা গোপন রাখি না। তার কাছে আমি তখন সামান্য ব্যক্তি হলেও আমারে তিনি বন্ধু বোলে স্বীকার কোল্লেন। কথায় কথায় আমি একদিন আমাদের জাহাজডুবীর পর স্কটলণ্ডে আস্‌বার পথের কথা তুলি। সদালাপী উকীল ডঙ্কন আমার সঙ্গে একগাড়ীতে এসেছিলেন। তাঁর কাছে আমি করন্দেল্‌জমীদারীর গল্প শুনেছি, বিশবৎসর মকদ্দমা চোল্‌ছে, তাও শুনেছি, বিধিসিদ্ধ স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী সার্‌ আলেক্‌জণ্ডর করন্দেল্‌ সেই বিষয়গুলি পুনঃপ্রাপ্ত হন, সেটী আমার আন্তরিক ইচ্ছা, সে কথাগুলিও ষ্টুয়ার্টকে জানালেম। সার্‌ আলেক্‌জণ্ডর কোথায়

* Inchmethlin এই ইঞ্চমেথ্‌লিনের প্রসঙ্গে উইলমটের অনেকপ্রকার বর্ণনা আছে। আখ্যানকর্ত্তা রেনল্ড্‌ সাহেব এই স্থানের বর্ণনায় বিশেষ লিপিচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকার পক্ষে সে সকল বর্ণনায় বিশেষ রসবোধ হ [illegible] না, এইটী অনুমান করিয়া যেগুলি নিতান্ত আবশ্যক, আখ্যায়িকার [illegible] যে কথাগুলির—যেঘটনাগুলির সবিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কেবল সেইগুলিই পরিগৃহীত হইল।

অনুবাদক।

আছেন, কেবল ডঙ্কন জানেন। ডঙ্কন বোলেছেন, তাঁর এখন বড় দুরবস্থা। এই প্রসঙ্গে সার্ আলেকজণ্ডরের জন্য আমি অনেক দুঃখপ্রকাশ কোল্লেম।

চকিতনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে ষ্টুয়ার্ট যেন অকস্মাৎ বিস্ময় প্রকাশ কোল্লেন। উদাসভাবে আমার দুটী একটী কথায় দু একবার কেবল ছোট ছোট উত্তর দিলেন।

আর কিছুদিন গেল। লেনক্সের ঈর্ষাভাব দিন দিন পরিবর্দ্ধিত। মুখামুখি ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে তিনি কলহ আরম্ভ কোল্লেন। কর্ত্তাটীও ষ্টুয়ার্টের প্রতি দিন দিন অসন্তুষ্ট হোতে লাগলেন। লেনক্স একদিন ষ্টুয়ার্টকে "পথের ভিখারী। হুকুমের গোলাম!" বোলে গালাগালি দিলেন। কর্ত্তার সাক্ষাতেই এই ঘটনা হয়। কর্ত্তা সে বিষয়ে পুত্রের পক্ষই অবলম্বন কোল্লেন। তৎক্ষণাৎ ষ্টুয়ার্টের কর্ম্মে জবাব হলো! ষ্টুয়ার্ট বিদায় হোলেন। আমি বড় দুঃখিত হোলেম। ষ্টুয়ার্ট যে দুটী ছেলের শিক্ষক ছিলেন, তারা কাঁদতে লাগলো। বিদায়ের পূর্ব্বে জবাবের সময় বিনাচার ইঞ্চমেণ্‌লিন উগ্রভাবে ষ্টুয়ার্টকে এই কথা বোলে দেন যে, ভবিষ্যতে তিনি যেন আর ইঞ্চমেণ্‌লিনে পদার্পণ না করেন। এই হুকুমে এমিলাইনের মন কেমন হয়েছিল, পাঠকমহাশয়েরা অনুভবেই সিদ্ধান্ত কোরবেন।

এমিলাইন বিষণ্ণ, লেনক্স প্রসন্ন। গৃহস্বামী একদিন আমারে কবন্দেলজমীদারীতে প্রেরণ করেন। জমীদারী নীলাম হবে, কতক কতক তিনি নিজে খরিদ করবার ইচ্ছা রাখেন। কতদিনে নীলাম, কি কি প্রকার নিয়ম, সেইগুলি জানবার জন্যই আমারে পাঠান। আমি অশ্বারোহণে কবন্দেলে যাই। উকীল ডঙ্কনের সঙ্গে দেখা হয়। নীলামের কথা কিছুই শুনলেম না। মকদ্দমার সুবিধা হবে, উকীলের মুখে সেই শুভবার্ত্তাই শুনলেম। ফিরে এসে আসলকথা কিছুই ভাঙলেম না। নীলাম এখনো অনিশ্চিত, কেবল সেই কথাটীই জানালেম।

একমাস অতীত। ডঙ্কনের পত্রে আমি মকদ্দমার সংবাদ পেলেম। সার আলেক্‌জণ্ডর বিষয় প্রাপ্ত হয়েছেন। যে সকল লোকের কাছে বন্ধক ছিল, তাঁরা ভয়ানক সুদখোর। একগুণ আসলে পাঁচগুণ দাবী। আদালত সে দাবী অগ্রাহ্য কোরেছেন। সার আলেক্‌জণ্ডর স্বীকার কোরেছেন, যথার্থ আসল টাকাগুলি হিসাবমত পরিশোধ কোরে দিবেন। মহাজনেরা তাতে সম্মত হয়েছে। ত্রিংশতিবর্ষকালই ষ্টেট টী ঋণিবরের হাতে ছিল, অনেক টাকা জমা হয়েছে। মহাজনের আসল টাকা পরিশোধ কোত্তে বিষয়াধিকারী অসমর্থ হোলেন না।

মকদ্দমার প্রতি অনেক লোকের নজর ছিল। ধর্ম্মের দিকে যাঁদের মন, মকদ্দমার রায় প্রকাশের পর তাঁরা সুখী হোলেন। পরশ্রীকাতর লোভী লোকেরা অসুখী হলো। সকলেই জানতে পাল্লেন, নিরুদ্দিষ্ট সার্ আলেক্‌জণ্ডর কবন্দেল্ আপনার পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হয়েছেন। এই ঘটনার পর বিনাচারের নামে আর আমার নামে দুখানি পত্র আসে। দুখানিই ষ্টুয়ার্টের লেখা। আমার পত্রে আমি পোড়লেম, বন্ধুত্বের

কথা—বিশ্বাসের কথা। বিনাচারকে যে পত্র লিখেছেন, আমার চিঠীর ভিতর সেই পত্রের নকল পাঠিয়েছেন। তাতে লিখেছেন, নকলে যা আমি দেখলেম, সেই কথাগুলি বল্‌বার অগ্রে পাঠকমহাশয়কে একটী কিছু পুরাতন কথা বলা আবশ্যক। বজ্‌রাডুবীর সময় ষ্টুয়ার্ট নিজের প্রাণের আশায় বিসর্জ্জন দিয়ে, বিনাচারের পুত্রকন্যার জীবন রক্ষা কোরেছিলেন। কর্ম্মে জবাব দিবার অগ্রে বিনাচার সেই কথা স্মরণ কোরে ষ্টুয়ার্টকে কিছু পুরস্কার দিতে চান। যা চাইবেন, তাই পাবেন, এই রকম অঙ্গীকার। ষ্টুয়ার্ট সে সময় কোনপ্রকার পুরস্কার গ্রহণে রাজী হন নাই। বোলেছিলেন, "এখন না।" সেই যে তখনকার এখন না, ঐ পত্রে এখন তিনি সেই পুরস্কারটী চেয়েছেন। নকলে আমি দেখলেম, সেই অঙ্গীকারের উল্লেখ কোরে ষ্টুয়ার্ট লিখেছেন, "করন্দেলের অধিকারীর সহিত আপনার যে বৈরভাব আছে, সেই ভাবটী পরিত্যাগ করিয়া যদি মিত্রভাবে তাঁর সঙ্গে আপনি সদ্ব্যবহার করেন, তবেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার লাভ হয়। আপনার অভিপ্রায় অবগত হইলেই সার্ আলেক্‌জণ্ডর করন্দেল স্বয়ং আপনার নিকেতনে উপস্থিত হইয়া সখ্যভাব সংস্থাপন করিবেন।"

আমার কেমন উৎসাহ বাড়্‌লো। উৎসাহের ফলও শীঘ্র জান্‌তে পাল্লেম। সখ্যভাব স্থাপনে বিনাচারের মতি হলো। সার্ আলেক্‌জণ্ডরের আগমনের শুভদিন নিরূপিত হলো। বিনাচার মহাসমারোহে বজ্‌রা সাজিয়ে হ্রদতীরে উপস্থিত হোলেন। বাড়ীর সমস্তলোক সার্ আলেক্‌জণ্ডরের অভ্যর্থনার জন্য হ্রদতীরে উপস্থিত। পরপারে চারিঘোড়ার গাড়ী এসে লাগ্‌লো। পর পারেই বজ্‌রা প্রস্তুত। বজ্‌রা এ পারে এসে লাগ্‌লো। একটী ভদ্রলোক সর্ব্বপ্রথমে বজ্‌রা থেকে বেরিয়ে তীরের উপর উঠ্‌লেন।—দেখেই সকল লোক বিস্ময়াপন্ন। লেনক্স ত একেবারেই খেপে গেলেন! ভদ্রলোকটীকে তিনি মহাক্রোধে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তুমি কেন? কে তোমাকে এখানে আস্‌তে বোল্লে? তুমি জান, ষ্টুয়ার্ট নামে কোন লোক এখানে পদার্পণ কোত্তে পারে না, প্রতাপশালী ইঙ্ক্‌মেথ্‌লিনের এইরূপ দৃঢ় আদেশ আছে, তা তুমি জান?"

ভদ্রলোকটী একটু হেসে উত্তর কোল্লেন, "তা ত জানি, কিন্তু আগেই আমি এসেছি। সার্ আলেক্‌জণ্ডর করেন্দেল্ পশ্চাতে আস্‌ছেন।"

"কোথায়?"—মহাক্রোধে লেনক্স্ বিনাচার চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেন, "কোথায়?—কোথায় সার্ আলেক্‌জণ্ডর?"

যে ভদ্রলোকটীর সঙ্গে লেনক্সের ঐ রকম জোরে জোরে কথা হোচ্চে, তিনিই সেই গৃহশিক্ষক ষ্টুয়ার্ট।

লেনক্সের প্রশ্নে ষ্টুয়ার্ট উত্তর কোল্লেন, "আমিই সার্ আলেক্‌জণ্ডর করন্দেল্।"

পূর্ব্বের বিস্ময়ভাব আর একপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হলো! দর্শকমণ্ডলী নূতনপ্রকার বিস্ময়রসে পরিপ্লুত! দর্শকদলের তখনকার মনের কথা চেপে রেখে, আমি এই স্থলে আমার নিজের গুটীকতক দরকারী কথা প্রকাশ করি। ডঙ্কনের মুখে আমি

বিস্তারিতরূপে শুনেছি, পিতৃপিতামহের অপব্যয়দোষে বর্ত্তমান সার্ আলেক্জণ্ডর কবন্দেল্ অতি শৈশবেই ফকির হন। মাঞ্চেষ্টারে বিদ্যাশিক্ষা হয়েছিল, স্কুলেও নূতন নাম। কিঞ্চিৎ জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি বিবেচনা কোল্লেন, সংসারে যার সম্ভ্রমের উপযুক্ত অর্থ নাই, সম্ভ্রমটী তার তখন লোকের কাছে জানানই বুদ্ধির ভুল। বিষয় ঋষিবরের হাতে, বিষয়ের উপর দেনা অনেক, নূতন উত্তরাধিকারী কিছুই উপস্বত্ব পাবার অধিকারী নন, সে অবস্থায় দুরবস্থার দাস হয়ে, ছদ্মবেশে গুপ্ত থাকাই ভাল। তাই তিনি ছিলেন। ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে বিনাচারের বাড়ীতে ছদ্মনামে পরিচয় দিয়ে, ডনাল্‌ড্ ষ্টুয়ার্টনামে কিছুদিন কালযাপন করেন। শৈশবাবধি প্রতিবাসীরা কেহই তাঁরে দেখেন নাই। নিতান্ত শৈশবে যদি কেহ দেখে থাকেন, বয়সের স্রোতে সে চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন ঘোটে গেছে। ডনাল্‌ড্ ষ্টুয়ার্ট সকল লোকের কাছেই ডনাল্‌ড্ ষ্টুয়ার্ট ছিলেন। এতদিনের পর এখন প্রকাশ হোলেন।—সকলেই জান্‌লেন, সকলেই দেখ্‌লেন, সার্ আলেক্জণ্ডর কবন্দেল।

মহাসমারোহে ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে সার্ আলেক্জণ্ডরের অভ্যর্থনা করা হলো। সার্ আলেক্জণ্ডর সকলের সঙ্গেই প্রসন্নবদনে কথাবার্ত্তা কহিলেন। ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে পূর্ব্বে যিনি যেমন ব্যবহার কোরেছিলেন, নূতন পরিচয়ের পরেও তাঁদের কাছে তিনি ঠিক সেই ভাব জানালেন। কিছুমাত্র দাম্ভিকতার চিহ্ন প্রকাশ পেলে না। সকলেই তুষ্ট হোলেন। লেনক্স্ কেবল মনে মনে পুড়্‌তে লাগ্‌লেন।

সার্ আলেক্জণ্ডর কিছুদিন ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে থাক্‌লেন। সকলের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা হয়, আমার সঙ্গেও হয়। এমিলাইন কেবল একটীদিনমাত্র নূতনবেশে তাঁরে দেখিছিলেন, তার পর আর নয়। সার্ আলেক্জণ্ডর যে কদিন ছিলেন, তার মধ্যে এমিলাইন আর একদিনও সে মজ্‌লিসে আস্‌তে পান নাই। লেনক্স্ তাঁরে সর্ব্বক্ষণ কাছে কাছে চোকে চোকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখ্‌তেন। এমিলাইন যেন সে কদিন ঘরের ভিতর একরকম কয়েদ!

কদিনের পর সার্ আলেক্জণ্ডর বিদায় হোলেন। বিনাচারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন হলো। তিনি আপন জমীদারীতে উপস্থিত হয়ে গৃহসজ্জা, উদ্যান মেরামত, নষ্ট বস্তুর উদ্ধার, বিষয়কর্ম্মের ব্যবস্থা,—এই সকল কর্ম্মের বন্দোবস্তেই ব্যাপৃত থাক্‌লেন। মন অবশ্য এমিলাইনের দিকে থাক্‌লো।

১৮৩৯ অব্দের শেষ মাস। দিন ২ রা ডিসেম্বর। লেনক্সের প্রধান অনুচর কামীরণ আমার সঙ্গে দেখা কোরে এমিলাইনের কথা তুল্লে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আমার অনেক কথা হতো। বিশেষ কোন ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক নাই বোলে সে সকল কথা আমি পাঠকমহাশয়কে জানানো আবশ্যক বোধ করি নাই। এদিনের কথাটা জানানো দরকার,—বিশেষ দরকার। কামীরণ আমারে বোল্লে, "কুমারী এমিলাইন এতদিনের পর ভুলে গেছেন। ষ্টুয়ার্টের প্রতি তাঁর মন ছিল,—ষ্টুয়ার্ট এখন একজন বড়লোক,

তাঁরে বিবাহ কোত্তে হয় ত এতদিন মন ছিল, এখন কিন্তু ভুলে গেছেন। আমার প্রভু লেনক্সের সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হবে।"

"কেমন কোরে জান্‌লে?"—সন্দিগ্ধভাবে তাড়াতাড়ি আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সার্ আলেক্‌জণ্ডরকে ভুলে গেছেন, একথা তুমি কেমন কোরে জান্‌লে?"

"কেমন কোরে জান্‌লে কি?—দেখ্‌লে না? ষ্টুয়ার্ট—না, না, সার্ আলেক্‌জণ্ডর করেন্দল্ এখানে যে কদিন ছিলেন, কুমারী এমিলাইন একদিনও তাঁর সঙ্গে দেখা কোল্লেন না,—কাছেও ঘেঁস্‌লেন না। কেবল ভাইটীর সঙ্গেই সর্ব্বদা মুখামুখী হয়ে বোসে থাক্‌লেন।"

"বোসে থাক্‌লেন বোল্লেই যে লেনক্সের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে, সেটা তুমি কি প্রকারে নিশ্চয় কোরে ঠিক কোল্লে?"

"বলে কি প্রকারে নিশ্চয় কোরে ঠিক কোল্লে! দিনস্থির হয়ে গেছে। আগামী ৮ই ডিসেম্বরে বিবাহ।"

মনটা আমার চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। এত তাড়াতাড়ি? সার্ আলেক্‌জণ্ডরের ভয়েই এরা ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু আমি এখন কি করি? মাঝে কেবল পাঁচটী দিন। কি কোরেই বা সম্বাদ যায়? এমিলাইনের মন আমি বুঝেছি। এ বিবাহ যদি হয়, জুলুমের উপরেই হবে। প্রেমময়ী কুমারী কখনই এ বিবাহে সুখী হবেন না। উপায় কি হয়? ভাব্‌তে ভাব্‌তে কামীরণকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এমিলাইন রাজী হয়েছেন?"

আমি যেন কিছুই বুঝি না, এইটী মনে কোরে, তাচ্ছিল্যভঙ্গীতে আমার পানে একবার চেয়ে, কামীরণ আপ্‌না আপ্‌নি বোক্‌তে বোক্‌তে দ্রুতপদে অন্যকাজে চোলে গেল। লোকটার কাণ্ডজ্ঞান বড় কম। মনে করে, প্রভুভক্তি দেখায়; কিন্তু কিসে ভক্তি আসে, কিসে যায়, সে জ্ঞান তার একেবারে নাই বোল্লেই হয়।

আমার যা সাধ্য,—তখন যেটী আমি কর্ত্তব্য বিবেচনা কোল্লেম,—পাঁচদিনমাত্র বাকী, সাধ্যমত সে কর্ত্তব্যটী আমি পালন কোল্লেম। দুখানি পত্র লিখ্‌লেম। একখানি ডঙ্কনকে আর একখানি সার্ আলেক্‌জণ্ডর করেন্দেলকে। পত্র যথাসময়ে পৌঁছিল কি না, বুঝ্‌তে পাল্লেম না। উত্তরও পেলেম না। মনটা বড়ই অস্থির হয়ে থাক্‌লো। দিনের পর দিন গেল, ২রা ডিসেম্বরের পর পাঁচটী সূর্য্য উদয় হোলেন, পাঁচটী সূর্য্য অস্ত গেলেন। ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকাল। রজনীপ্রভাতেই বিবাহ। এমিলাইনের সঙ্গেও দেখা হলো না। পত্র পৌঁছে নাই, সেইটীই তখন স্থির কোল্লেম।—নিরুপায়!

রাত্রি যখন নটা, সেই সময় এমিলাইনের সহচরী চাকরদের ঘরে প্রবেশ কোল্লে। আমিও সেইখানে বোসে ছিলেম। কি কাজে এলো, কেন এলো, কিছুই বোল্লে না। সহচরীর নাম গ্রেস্। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আমার দেখাশুনো হতো, কিন্তু কোন বিশেষ কথা হতো না। তার স্বভাবচরিত্র কেমন, সেটীও আমি ভাল কোরে জানি না। অনেক লোকের মাঝখানে এসেছে, কিছু না কিছু অবশ্যই বোল্‌তে হয়, দুই একটা

আলগাকথা চোল্‌ছে। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে আছি। সে একবার এম্‌নি ভাবে আমার দিকে কটাক্ষ কোল্লে, আমি যেন বুঝ্‌লেম, আমার সঙ্গেই তার কি কথা আছে। একটু ইতস্তত কোরে আমি বাইরে গেলেম। একটু পরেই সহচরী বেরিয়ে এলো। একটু তফাতে গেলেম। চারিদিক চেয়ে চুপি চুপি গ্রেস্‌ আমারে গুটীকতক কথা বোল্লে। সরলভাবে বোল্‌ছে, কি চাতুরী খেল্‌ছে,—স্বভাবচরিত্র আমি জানি না, কথার কৌশলে তর্কবিতর্ক কোরে বুঝ্‌লেম, সরল কথা। পরামর্শে রাজী হোলেম। সহচরী চোলে গেল।

মাঝে মাঝে আমি আস্তাবলে যাওয়া আসা করি। সর্দ্দার সইস আমার কথাবার্ত্তা শোনে। সেই রাত্রে তারে আমি মদ খেতে দিই। এক গেলাস মদে একটু বেশীমাত্রায় স্পিরিট মিশিয়ে তারে ঘুম পাড়িয়ে ফেলি। অকাতরে নিদ্রা যায়। রাত্রি যখন দুই প্রহর, বাড়ী নিশুতি, কেহই আর জেগে নাই, সেই সময় আমি আবার চুপি চুপি আস্তাবলে প্রবেশ করি। কোন্‌ ঘোড়া কেমন ঠাণ্ডা, তা আমি চিনি। তিনটা শান্ত শান্ত ঘোড়া বেছে নিলেম। ঘোড়ার গায়ে যে র‍্যাপার থাকে, এক একখানা র‍্যাপার চারিখণ্ড কোরে কাট্‌লেম। তিনখানা র‍্যাপারে বারো খণ্ড হলো। চোলে গেলে খুরের শব্দ হবে বোলে ঘোড়াদের পায়ে পায়ে সেই র‍্যাপার জোড়িয়ে বাঁধ্‌লেম। ঘোড়া তিনটী খুলে নিয়ে বাগানের ধারে টিপিটিপি উপস্থিত হোলেম। পায়ে র‍্যাপার জড়ানো, তবুও খট্‌ খট্‌ কোরে শব্দ হতে লাগ্‌লো। উপরের একটা জানালা খুলে কামীরণ সহসা জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে ওখানে?"—আকাশে মেঘ ছিল, রাত্রি অন্ধকার, আমি কোথায়, কামীরণ দেখ্‌তে পেলে না। আমিও একটু সোরে দাঁড়ালেম। কামীরণ আবার জানালা বন্ধ কোরে নিস্তব্ধ হলো। এই অবকাশে কুমারী এমিলাইন আর সহচরী গ্রেস্‌ ঘোড়সওয়ারের পোষাক পোরে উদ্যানপথে উপস্থিত হোলেন। তিনজনেই তিন ঘোড়ায় সওয়ার হোলেম। চকিতমাত্রেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেম।

"চোর! চোর!—ঘোড়া! ঘোড়া!"—এই রকমে চীৎকার কোত্তে কোত্তে একটা লোক আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে আস্‌তে লাগ্‌লো। স্বরে বুঝ্‌লেম, কামীরণ। তড়াক কোরে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পোড়ে, এক ধাক্কায় কামীরণকে আমি মাটীতে ফেলে দিলেম। বোল্লেম, "চেঁচিও না! গোল কোরো না! গোল কোল্লেই বিপদ হবে!"

কামীরণ আমার কথার ভাবার্থ বুঝ্‌তে পাল্লে কি না, সেটা জান্‌বার তখন সময় ছিল না। হঠাৎ ঐ রকম কাণ্ড দেখে সে যেন হতভম্ব হয়ে পোড়ে রইলো। চক্ষের নিমেষে সওয়ার হয়ে আবার আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেম। তফাত থেকে শুন্‌তে পাচ্ছি, কামীরণ আবার সেই রকমে "চোর!—চোর!—ঘোড়া!—ঘোড়া!" কোরে চেঁচাচ্চে। তখন আর কে শোনে?—দৌড়! যে পথে গেলে ধরা পড়্‌বার ভয়, সে পথ দিয়ে না গিয়ে, আর একটা বাঁকাপথে আমরা প্রস্থান কোল্লেম।

দেড়ঘণ্টার মধ্যে করন্দেল্‌হোটেলে উপস্থিত। মেয়েরা বড়ই শ্রান্ত হয়েছিলেন,

আমি তাঁদের নামিয়ে নিলেম। বাহিরে একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল, তাঁরা দুজনে সেই বেঞ্চের উপর বোসে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। নিকটেই অশ্বের পদধ্বনি!

আমি চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেম, "ওঠ! ওঠ! সওয়ার হও! সওয়ার হও! ঐ তারা দৌড়তে আস্‌ছে!"

চকিতমাত্রে ভয় পেয়ে এমিলাইন তৎক্ষণাৎ আবার ঘোড়ার উপর উঠে বোস্‌লেন। সখীও সওয়ার হলো। আমিও প্রস্তুত। অশ্বারোহী নিকটে! আশ্চর্য্য!—কে এই অশ্বারোহী? সার্‌ আলেক্‌জণ্ডর করন্দেল্‌!

আতঙ্ক গেল, আনন্দ এলো। সে সময় আমাদের পরস্পরের মনোভাব আমরা নিজে নিজেই অনুভব কোল্লেম। বোলে জানাবার নয়। সার্‌ আলেক্‌জণ্ডর বোল্লেন, "সময়ে তোমার পত্র পৌঁছে নাই, আমরা এখানে ছিলেম না, এডিন্‌বরায় গিয়েছিলেম, বিলম্বে পত্র পাই। কোন সুযোগে—অতি সংগোপনে এমিলাইনকে ঐ রকম পরামর্শ দিয়ে পাঠাই। তোমরা আমার যথেষ্ট উপকার কোরেছ। আমার উকীল ডক্সন পীড়িত, তারে ফেলে আস্‌তেও পারি না,—না এলেও নয়;—সেই জন্যই আস্‌ছি।"

সে রাত্রি হোটেলেই থাকা হলো। সার্‌ আলেক্‌জণ্ডর আমারে অভয় দিলেন। ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনের লোকেরা সেখানে আমাদের কেশস্পর্শ কোত্তেও পার্‌বে না। আমরা নির্ভয়ে থাক্‌লেম। বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহের পর সার্‌ আলেক্‌জণ্ডর আমারে ডক্সনের সহকারী নিযুক্ত কোল্লেন। যাতে আমার ভাল হয়, তা তিনি কোর্‌বেন অঙ্গীকার কোল্লেন। তারই কাছে আমি থাক্‌লেম। ঘোড়া তিনটী ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে ফেরত পাঠানো হলো। নিকটে থাক্‌লে পিতা-ভ্রাতা দৌরাত্ম্য কোর্‌বে, এই আশঙ্কায় এমিলাইন যাতে অসুখী না থাকেন, সার্‌ আলেক্‌জণ্ডর সেই উপায় অবধারণ কোল্লেন। নবপ্রণয়িনীকে সঙ্গে কোরে তিনি ইংলণ্ডে চোলে গেলেন। আমি ডক্সনের কাছে সহকারী নিযুক্ত হয়ে থাক্‌লেম। চিঠীপত্র পড়ি,—চিঠীপত্র লিখি, যা যখন তিনি বলেন, সেই সকল কাজকর্ম্ম করি। তখনো তিনি ভাল কোরে আরাম হোতে পারেন নাই, সর্ব্বদাই তাঁর কাছে বোসে থাকি। ক্রমশই তিনি আরোগ্যলাভ কোচ্চেন। আমারও মনে স্ফূর্ত্তি আস্‌ছে। হাতেও তখন আমার অনেকগুলি টাকা। মাসে মাসে বেতন পেয়েছি, সমস্তই সঙ্গে আছে। যে দিন বিনাচারের ছোট ছেলেকে জল থেকে তুলি, বিনাচার সেই দিন আমারে পঞ্চাশটী গিনি পুরস্কার দেন। সার্‌ আলেক্‌জণ্ডর করন্দেল্‌ আমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে ১০০ গিনি পুরস্কার দিয়েছেন। ডক্সন ইতিপূর্ব্বে পত্রযোগে দশ পাউণ্ড প্রেরণ কোরেছিলেন। খরচের মধ্যে রটর্ডামের ওলন্দাজ কাপ্তেনের হাওলাতী পরিশোধ করা হয়েছে;—আর কিছুই না। সমস্তই সঙ্গে আছে। আমি সেখানে বেশ আছি।

মহাজনদের দেনা পরিশোধ হোচ্চে। যাঁর যেমন দাবী, তিনি সমস্তই বুঝে পাচ্ছেন।

একদিন আমি ডঙ্কনের কাছে বোসে আছি, একজন চাকর এসে সংবাদ দিলে, একজন ইংরেজ মহাজন এসেছেন।

আমি বিস্ময়াপন্ন হোলেম। বিস্মিতভাবে ভয়ে ভয়ে ডঙ্কনকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ইংরেজ মহাজন কে?"

ডঙ্কন উত্তর কোল্লেন, "নামটা আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কি যেন ডবল—কি ডব্‌লি,—এই রকম হবে।"

কথা হোচ্চে, একখানা পত্র এলো। পত্রখানি পাঠ কোরে সকৌতুকে ডঙ্কন বোলে উঠ্‌লেন, "এই বটে! এই বটে!—নামটা হোচ্চে ডবিন্।"

ডবিন! ওঃ! ডবিনের নাম আমি বেশ জানি। একষ্টার নগরে যেদিন একটা দোকানের সাম্‌নে আনাবেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়, সেই দোকানের মাথায় লেখা আছে, ডবিন। সেই ডবিন এখানে এসেছে। দেখ্‌বার জন্য ঘর থেকে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, সম্মুখে দেখি, বিকটাকার লানোভার!

সর্ব্বশরীরের রক্ত শুকিয়ে গেল! এগুতেও পারি না, পেছুতেও পারি না! যে ঘরে আমি একা থাকি, ঘন ঘন সেই ঘরের দিকে চাচ্চি। লানোভার কট্‌মট্‌চক্ষে আমার পানে চেয়ে আছে। আমারে দেখে সে যেন আকাশ থেকে পোড়েছে, এম্‌নি ভাবটা বুঝ্‌তে পাচ্চি। কেন না, নিশ্চয়ই সে ভেবেছিল, কুলীজাহাজ ডুবে গেছে, নিশ্চয়ই আমি ডুবে মোরেছি! জাহাজডুবীর পর যখন বাঁচি, তখনও ঐ কথাটা মনে হয়েছিল। লানোভারের ভয় গেল। আমি মোরে গেছি, এইটী নিশ্চয় কোরে লানোভার আর আমার অন্বেষণ কোর্‌বে না। একরকমে আমি নিষ্কণ্টক হোলেম। হা অদৃষ্ট! আবার লানোভার আমার সম্মুখে! আমি বেঁচে আছি, দেখেই লানোভার বিস্ময়াপন্ন! ডঙ্কনের ঘরের ভিতর আমি ছুটে গেলেম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে, মশারির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে, ডঙ্কন শশব্যস্তে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি জোসেফ! হয়েছে কি?"

আমি উত্তর দিবার অগ্রে লানোভার তাড়াতাড়ি প্রবেশ কোল্লে। হাত কাম্‌ড়াতে কাম্‌ড়াতে আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "জোসেফ! বৎস! এ কি? তুমি এখানে?" বোলেই আমার হাত ধর্‌বার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে। পাঁচ পা পেছিয়ে এসে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমি বোল্লেম, "না, না!—তুমি সোরে যাও! তুমি আমারে ছুঁয়ো না! তোমার হাত আমি ছোঁব না!"

"কেন জোসেফ? তুমি আনাবেলকে ভালবাস—"

"না না!—আমি এখান থেকে চোলে যাই! তুমি যে কাজের জন্যে এসেছ, সেই কাজের বন্দোবস্ত কর। আমি চোল্লেম!"—বোলেই তাড়াতাড়ি টুপী হাতে কোরে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে গেলেম।

ডঙ্কন্ বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "যাও কেন? যাও কেন? অমন কোরে পালাচ্চো কেন? এটা কিছু গোপনীয় কাজ নয়, থাক তুমি!"

কথা আমি শুন্‌লেম না, দ্রুতপদে ছুটে পালাতে লাগ্‌লেম। লানোভার আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুট্‌লো। ডেকে ডেকে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "জোসেফ! জোসেফ! যেও না! যেও না! শুনে যাও! একটী কথা শুনে যাও!—একটীমাত্র কথা। আনাবেলের নাম কোরে বোল্‌ছি, একটীমাত্র কথা!"

বারাণ্ডার মোড়ের মাথায় আমি থোম্‌কে দাঁড়ালেম। আতঙ্ক—ঘৃণা—বিরক্তি, আমার মনে তখন তিনভাব একত্র। আমার তখনকার অবস্থা মনে কোরে ভয়টা একটু কমালেম। ঘৃণা দমন কোত্তে পাল্লেম না,—দাঁড়ালেম। নিকটবর্ত্তী হয়ে লানোভার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ভয় কি জোসেফ! ভয় কি? আমি তোমার প্রতি কর্কশব্যবহার কোরেছি সত্য, কিন্তু শোন আমার একটী কথা! নির্জ্জনে ক্ষণকালমাত্র আমার একটী মাত্র কথা।—একটী কথা তুমি শোন!"

ঠিক পাশেই আমার ঘর। সেই ঘরেই আমি প্রবেশ কোল্লেম। লানোভারও প্রবেশ কোল্লে। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লানোভার! তুমি আমার কাছে কি চাও?"

বেশ যেন নম্রভাব ধারণ কোরে, নরম নরম কথায় লানোভার বোল্‌তে লাগ্‌লো, "দেখ জোসেফ! আমার উপর তোমার ভারী ঘৃণা জন্মেছে!—জন্মাতে পারে, কেন না, তোমার ভালর জন্যেই আমি—"

মহাক্রোধে বাধা দিয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ভালর জন্যেই বটে! যদি আমি এখনি পুলিসে সংবাদ দিই, তা হোলে তোমারে নিশ্চয়ই সমুদ্রপারে দ্বীপান্তরে যেতে হয়। সমুদ্রের গর্ভে আমি ডুবে মোরেছি, মনে মনে তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস কোরে রেখেছিলে। ফৌজদারীর লোকেরা সেই সমুদ্রপারেই তোমারে চালান দিবে!"

একটু যেন ভয় পেয়ে লানোভার কাতরভাবে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "জোসেফ! প্রিয়-বৎস! তুমি আমার ভাগ্‌নে!—তুমি অমন কর্ম্ম—"

"না না,—তা আমি কোর্‌বো না। তেমন ইচ্ছাও আমার নয়। কেন তুমি আমার সঙ্গে সে রকম দুর্ব্যবহার কোরেছিলে, সে কথা যদি আজ সত্য কোরে বল, তা হোলে আমি তোমারে পুলিসে দিব না। আরও এককথা।—ভবিষ্যতে আর তুমি আমার উপর কোন দৌরাত্ম্য কোর্‌বে না, আমি তার জামিন চাই!"

"দেখ জোসেফ! তুমি আমার ভাগ্‌নে! তুমি—"

"না না!—আমি তোমার ভাগ্‌নে নই!"—ক্রোধে উগ্রস্বরে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কখনই আমি তোমার ভাগ্‌নে হোতে পারি না! অসম্ভব কথা! তোমার সঙ্গে যদি আমার কোন শোণিতসংস্রব থাক্‌তো, তা হোলে তুমি কখনই আমার প্রতি সে রকম রাক্ষসবৎ ব্যবহার কোত্তে পাত্তে না। যাই কেন হোক্ না, আমি কখনই তোমারে মামা বোল্‌তে পার্‌বো না! মামা হোতে এসে তুমি যে, আমার কোন উপর প্রভুত্ব দেখাতে পার, কিছুতেই তা আমি স্বীকার কোর্‌বো না!'

ঘোরতর মায়াবী! তার পেটের ভিতর যে কতরকম মায়া খেলা করে, সে সব

খেলা নরলোকের বুদ্ধিসাধ্যের অগোচর! সেই আকৃতি,—সেই প্রকৃতি,—সেই দুষ্ট মতি! সমস্তই সেই, কিন্তু দেখাতে লাগ্‌লো যেন, কতই ভালমানুষ! দেখাতে লাগ্‌লো যেন, আমার উপর তার কতই স্নেহ! আমার উপকারের জন্য—আমার মঙ্গলের জন্য, সে আমারে শাসন কোরেছে, দুষ্ট অভিপ্রায় কিছুই ছিল না, আমি তার আসল মৎলব বুঝ্‌তে পারি নাই, এই রকম আদরের কথা বোলে লানোভার আমার মন ভিজাবার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লো। ভণ্ডামীর চূড়ান্ত! বেগবতী নদীর স্রোত রোধ করা বরং সহজ, লানোভারের মায়ার স্রোত অনিবার্য্য বেগ ধারণ করে! মায়াকাতরকণ্ঠে মায়াবী আবার মায়া জানিয়ে জানিয়ে, ছলছলচক্ষে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "জোসেফ! দেখ্‌ছি তুমি আমার উপর ভারী রেগে আছ! কিন্তু যখন তুমি আমার মনের কথা জান্‌তে পার্‌বে, তখন আর আমাকে ওরম কড়া কড়া কথা বোল্‌তে তোমার ইচ্ছা হবে না!"

আরও বেশী ঘৃণা জন্মালো।—বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বল দেখি, কি তোমার মই সব মনের কথা?"

মায়াবী মায়াবক্তৃতা আরম্ভ কোল্লে। প্রথমেই ধুয়া ধোল্লে, "দেখ জোসেফ! আমি একজন ভদ্রলোক। আমি একজন বড়লোক। বোধ হয় তুমি জান, ইংলণ্ডের এক প্রধান ব্যাঙ্কের আমি একজন প্রধান অংশী ছিলেম। তোমারও ভদ্রবংশে জন্ম, কেননা, তুমি আমার ভাগ্‌নে। দেখ, সর্ব্বদাই আমি ভাব্‌তেম, আমার ভাগ্নে হয়ে জোসেফ উইলমট কি না পরের দ্বারে দ্বারে দাসত্ব কোরে ফিচ্চে! ভালপথে আন্‌বার চেষ্টা পেলেম, সুখে রাখ্‌বার চেষ্টা কোল্লেম, তুমি বর্ণ মান্‌লে না! একগুঁয়ে হয়ে দাঁড়ালে!—ভারী অবাধ্য হোলে! সুখে রাখ্‌বার জন্য যে বাড়ীতে আমি তোমাকে নিয়ে গেলেম, সে বাড়ীতে তুমি থাক্‌লে না। তখন তোমার উপায় কি হয়, কাজেই দাসত্ব না কোল্লে পেট চলে না, আবার দাসত্বস্বীকার কোল্লে। শুনে শুনে আমার ভারী কষ্ট হোতে লাগ্‌লো। আমি সঙ্কল্প কোল্লেম, তোমাকে দূরদেশে পাঠিয়ে দিব। যে দেশে আমার অনেক আত্মীয়কুটুম্ব,—অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন, সেই দেশে গেলেই তোমার মন ফিরে যাবে! তাঁরা সেখানে বড় বড় সদাগরী হাউস রাখেন, তুমি যাতে সুখে থাক্‌তে পার, তাঁরা অবশ্যই তার উপায় কোরে দিবেন। শীঘ্র শীঘ্রই তুমি বড়মানুষ হয়ে যাবে। বাস্তবিক বোল্‌ছি, সেই ইচ্ছাই আমার ছিল। যে রকম অবাধ্য তুমি,—যে রকম মাথাপাগ্‌লা তুমি, তাতে আর সহজ উপায়ে তোমাকে বশীভূত করা অসম্ভব, এই ভেবেই আমারে কিছু ছলনা অবলম্বন কোত্তে হয়েছিল। বল প্রকাশ করাও নিতান্ত অনাবশ্যক ছিল না। তাও তুমি জান। তা ভিন্ন তখন আর আমি কি কোত্তে পারি? কৌশল কোরেই তোমাকে আমি বিদেশে পাঠিয়েছিলেম। তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমারে আমি জাহাজে তুলে দিয়েছিলেম। বুঝ্‌লে এখন আমার কথা?—বুঝ্‌লে আমার অভিপ্রায়? এখন শোন!—ঠাণ্ডা হয়ে শোন! ভাল কোরে বুঝে, এখন বল দেখি, আমার কাছে তোমার কতদূর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত?"

নিতান্ত অধৈর্য্য হয়েই আমি লানোভারের সেই দীর্ঘবক্তৃতা শ্রবণ কোল্লেম। একটী বর্ণও আমার বিশ্বাস হলো না। তুমি আমারে প্রাণে মার্‌বার ষড়যন্ত্র কোরেছিলে, তৎক্ষণাৎ সেই কথাটী বোলে ফেলি,—কথা আমার ওষ্ঠাগ্রেও এসেছিল, আর একটা কথা মনে এলো। সাবধান হয়ে চেপে গেলেম। আনাবেলের মুখে আমি শুনেছি, টাডি আর লানোভার দুজনে মদ খেতে খেতে আমাকে খুন কর্‌বার পরামর্শ কোচ্ছিলো, আনাবেল তা শুনেছিলেন, আর কেহই জানুতো না। কথাটী প্রকাশ কোরে ফেল্লে আনাবেলের উপরেই রাক্ষসটার দৌরাত্ম্য বাড়্‌বে, সেই শঙ্কায় সে কথা আমি বোল্লেম না। যে কথাটা আমার তখন মনে এলো, সেটা কোন্ সময়ের কথা? যে রাত্রে আমি লানোভারের বাড়ী থেকে মেয়েমানুষ সেজে পালাই, সেই রাত্রেই লানোভারের হাতে আমার প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছিল!

অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে অবশেষে আমি বোল্লেম, "দেখ লানোভার! তুমি ত ঢের কথাই বোল্লে। তোমার চক্ষে আমি যতই নির্ব্বোধ, যতই অপদার্থ ঠেকি, বাস্তবিক আমি তা নই। তোমার একটী কথাও আমি বিশ্বাস কোল্লেম না।—না লানোভার! তোমার দীর্ঘবক্তৃতার একটী বর্ণেও আমার বিশ্বাস দাঁড়ালো না!"

চকিতমাত্রে লানোভারের বিকটমুখে যেন সয়তানের ছায়া দেখা দিলে! তখনি আবার রূপান্তর! তখনি যেন আবার বেশ ভালমানুষের মুখোস মুখে দিলে! পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক আত্মীয়কথায় স্নেহের স্বরে আমারে বোল্লে, "জোসেফ! চল! আমার সঙ্গে ঘরে চল! পরমাত্মার নামে শপথ কোরে আমি বোল্‌ছি, আনাবেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিব!"

ক্ষণমাত্র অম্‌নি যেন স্বপ্নসুখ অনুভব কোল্লেম। তখনি আবার লণ্ডনের শেষ সাক্ষাতের কথা মনে পোড়্‌লো। নরাধম পাষণ্ড আমারে আনাবেলের সঙ্গে দেখা করাবে বোলে অন্ধকূপে কয়েদ কোরেছিল। সেখান থেকে কুলীজাহাজে চালান কোরেছিল। সমুদ্রে আমার প্রাণ ত গিয়েইছিল! উঃ! ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক! না জানি, আবার কি নূতনবিপদে নিক্ষেপ কোর্‌বে। এই ভেবেই চোম্‌কে গেলেম। কে যেন আমার মনকে চুপি চুপি বোলে দিলে, "সাবধান! সাবধান! নূতন চক্রের সৃষ্টি! সম্মুখে আবার নূতন মহাবিপদ! কলে কৌশলে সুবিধা পেলে দুষ্ট মৎলব চেপে রাখ্‌বে, দুরভিসন্ধি ভুলে যাবে, সুবিধা পেলে নিজমূর্ত্তি ধোর্‌বে না; নৃশংস লানোভার কখনই সে প্রকৃতির লোক নয়!"

ঝড়ে যেমন মহাসাগর তোলপাড় করে, ঐ সকল চিন্তাঝড় আমার মাথার ভিতর তখন সেই রকম তোলপাড় কোরে উঠ্‌লো। লানোভারকে আমি বোল্লেম, "দেখ, যে সব কথা তুমি বোল্লে, আমি ভাল কোরে বিবেচনা করি। একটু পরে প্রকৃত উত্তর দিব। এখন তুমি যাও! যে কাজে এসেছ, উকীলের সঙ্গে সে কাজটার বন্দোবস্ত করো গে। কিন্তু দেখ, সাবধান! আমার প্রতি তোমার যে রকম কুসংস্কার, আমার

উপকারী বন্ধু ডঙ্কনের কাছে সে সংস্কারের ছন্দাংশও প্রকাশ কোরো না। যদি কর, সাবধান! কিছুমাত্র প্রকাশ যদি কর, হাতে হাতে প্রতিফল পাবে! সাবধান!”

ত্বরিতস্বরে লানোভার বোলে উঠ্‌লো, “তুমিও আমার—”

সতেজে গম্ভীরভাবে বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, “ও কথা আবার কেন? এত দিন কি আমি কিছু কোরেছি? যত বিপদে তুমি আমারে ফেলেছ, তোমার হাতে যত যন্ত্রণা আমি পেয়েছি, এ পর্য্যন্ত একটী কথাও কি কাহারো কাছে আমি বোলেছি? কি না তুমি কোরেছ? মুখ বুজে সমস্তই কি আমি সহ্য করি নাই? যাও!—উকীলের সঙ্গে বিষয় কর্ম্মের কথাবার্ত্তা শেষ করো গে! কাজ সমাধা কোরে আমার কাছে এসো। এইখানেই আমি থাক্‌লেম।”

রাক্ষসটা খানিকক্ষণ ইতস্তত কোল্লে, ঘাড় হেঁট কোরে মনে মনে কি ভাবলে। চক্ষু পাকিয়ে পাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে মৃদুপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উকীলের ঘরে প্রবেশ কোরে লানোভার যখন দরজা বন্ধ কোরে দিলে, শব্দ পেয়েই আমি অস্থিরগতিতে উপর থেকে নেমে এলেম। একদৌড়ে আস্তাবলে উপস্থিত। “সার্ আলেক্‌জণ্ডরের হুকুমে আমি সহরে যাচ্ছি, একটী দ্রুতগামী অশ্ব প্রয়োজন।” আস্তাবলের লোকজনকে এই কথা বোলে অশ্বারোহণে সেখান থেকে আমি পলায়ন কোল্লেম। প্রথমেই করন্দেলগ্রামে উপস্থিত হোলেম। পথে যেতে যেতে ভয়ানক চিন্তা এলো। লানোভার প্রথমে আমারে মেরে ফেল্‌বার মন্ত্রণা কোরেছিল। একবার আনাবেলের নাম কোরে ভুলিয়ে নিয়ে অন্ধকূপে কয়েদ কোরেছিল। ঔষধ খাইয়ে অজ্ঞান কোরে কুলীজাহাজে তুলে দিয়েছিল। পৃথিবীর এক প্রত্যন্তপ্রদেশে এসে পড়ি, সেই ইচ্ছাই থাক্ কিম্বা আর কোন বিপদে পোড়ে প্রাণ হারাই, সেই ইচ্ছাই থাক্, লানোভার যে আমার জীবনবৈরী, কোন রকমেই ত সে বিষয়ে আর সন্দেহ আসে না। জাহাজডুবীর খবর পেয়ে সে নিশ্চয় ভেবেছিল, আমি মোরে গেছি। অপ্রত্যাশিতরূপে এখানে এসে দেখ্‌লে, আমি বেঁচে আছি। এবারে অবশ্যই কোনরকম নূতন কুচক্র সৃজন কোচ্চে। এ অঞ্চলে থাক্‌লে আর নিস্তার নাই। পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। পলায়নে কাপুরুষতা আছে, বুঝি, কিন্তু পলায়ন ভিন্ন তখন আর উপায় কি? পলায়ন কোল্লেম। করন্দেলের সরাইখানায় উপস্থিত হয়ে দুখানি চিঠী লিখ্‌লেম। একখানি সার্ আলেক্‌জণ্ডর করন্দেলের নামে, আর একখানি আমার উপকারী উকীল ডঙ্কনের নামে। কোন অপ্রকাশ্যকারণে তেমন সুখের কর্ম্ম হঠাৎ আমি পরিত্যাগ কোল্লেম, তাঁরা আমারে অপরাধী অথবা অবিশ্বাসী না ভাবেন, ক্ষমাপ্রার্থনা কোরে সেই দুই পত্রে মনের কথা আমি লিখ্‌লেম। সময়মত পত্রদুখানি রওনা কোরে, করন্দেল থেকে আমি শশব্যস্তে প্রস্থান কোল্লেম।

এখন যাই কোথা? কিছুই স্থির হলো না। হাতে টাকা আছে। সর্ব্বপ্রকারে মোটে একশত পঞ্চাশ পাউণ্ড আমার কাছে নগদ মজুত। সেইগুলিই আমার সর্ব্বস্ব।

প্রথমে আমি গ্লাস্‌গো নগরে পৌঁছিলেম। সন্ধান পেয়ে লানোভার যদি সেখানেও আসে, সেই ভয়ে অবিলম্বেই কার্‌লাইলে যাত্রা কোল্লেম। সেখান থেকে মাঞ্চেষ্টর। মাঞ্চেষ্টরে আমি একরকম নিরাপদ ভাব্‌লেম।

পঞ্চচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

ধার্ম্মিক জুয়াচোর !

দাসত্ব আর স্বীকার কোর্‌বো না। একটা কোন কারবার অবলম্বন কোরে স্বাধীনভাবে কাল কাটাবো। সমাজের লোকের কাছে যাতে জোরে ভদ্রলোকের মত মান্যগণ্য হোতে পারি, সেই ইচ্ছাই তখন বলবতী হলো। টাকা আছে, তবে কেন আর দাসত্ব ? কার্‌বার করাই স্থির, কিন্তু কি কার্‌বার ?

কারবারের সঙ্কল্পে কিছুদিন আমি মাঞ্চেষ্টরে আছি, কি হোলে ভাল হয়, কোথায় সুবিধা পাই, মনে মনে দিবারাত্রি তর্কবিতর্ক করি। একদিন একখানি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখ্‌লেম, একজন পাদ্‌রী একটী নূতন স্কুল খুল্‌বেন, একজন সচ্চরিত্র ন্যায়পরায়ণ অংশী চান। একশো পাউণ্ড কি দুশো পাউণ্ড তাঁর হাতে প্রদান কোল্লেই অংশী হওয়া যায়। নিকটবর্ত্তী ওল্‌ড্‌হামনগরে সেই পাদ্‌রীসাহেব বাস করেন। সেই নগরেই স্কুল করা হবে।

আহ্লাদিত হয়ে আমি ওল্‌ড্‌হামনগরে যাত্রা কোল্লেম। লানোভারের ভয়ে আমি সার্‌ আলেকজণ্ডর করন্দেলের অনুগ্রহে অবহেলা কোরে পালিয়ে এসেছি। নির্ব্বুদ্ধির কাজ হয়েছে। ক্ষণেকের জন্য সেই চিন্তা মনে এলো। কতদিন আর এরকমে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবো ? চিরদিন যদি লানোভারের ভয়েই অস্থির হয়ে থাক্‌তে হয়, তবে ত চিরদিনই আমারে পৃথিবীর নানাস্থানে সন্ন্যাসীর মত পর্য্যটন কোত্তে হবে ! একটী নির্দ্দিষ্ট স্থলে অবস্থিত হওয়া এ জীবনে ত আর ঘোটে উঠ্‌বে না। চিন্তা কোল্লেম বটে, কিন্তু তখনকার চিন্তা বিফল। ভাব্‌তে ভাব্‌তে ওল্‌ড্‌হামে পৌঁছিলেম। বিজ্ঞাপনে যে ঠিকানা পেয়েছি, সেই ঠিকানায় উপস্থিত হোলেম। চমৎকার বাড়ী। একটী অল্পবয়সী দাসী এসে দরজা খুলে দিলে। আমি প্রবেশ কোল্লেম। বিজ্ঞাপনের কথা বোল্লেম। দাসী বোল্লে, "বেশ হয়েছে। পাদ্‌রীসাহেব উপরে আছেন।"—জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, পাদ্‌রীসাহেবের নাম দর্‌চেষ্টার।

আমি উপরে গেলেম। পাদ্‌রী দর্‌চেষ্টারের সঙ্গে দেখা হলো। দিব্য প্রশান্ত চেহারা ! বয়স অনুমান ষাট বৎসর। মাথার চুলগুলি সব সাদা হয়ে গেছে। গঠন

দীর্ঘাকার, কিছু কাহিল। চক্ষে একজোড়া রূপার চস্‌মা। গাত্রোত্থান কোরে তিনি আমারে একখানি আসন দেখিয়ে দিলেন, আমি বোস্‌লেম। তিনিও বোস্‌লেন। কথাবার্ত্তা চোল্‌তে লাগ্‌লো। কথায়বার্ত্তায় দিব্য অমায়িক! প্রকৃতি অতি শান্ত। কথাগুলিও বেশ মিষ্ট মিষ্ট!

কাযের কথা পোড়্‌লো। আমি মনের কথা বোল্লেম। আমার নাম জোসেফ উইলমট্, আমার কিছু টাকা আছে, স্কুলের জন্য দিতে পারি, সে কথাও বোল্লেম।

"বড়ই বাধিত হোলেম। আপনি অনুগ্রহ কোরে এতদূরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছেন, বড়ই বাধিত হোলেম। আহা! বড়ই দুঃখিত হোচ্চি, আপ্‌নার এ কষ্টটা বোধ হয় বৃথা হলো। আজ প্রাতঃকালে আর একটী ভদ্রলোক এসেছিলেন,—রাজী হয়েছেন, টাকা আন্‌তে গিয়েছেন। বোলে গেছেন, তাঁর আত্মীয় লোকে টাকা দিবেন, কথা আছে। এখন পাওয়া যাবে কি না, সেইটীই জান্‌তে গিয়েছেন।"

পাদ্‌রীসাহেবের কথা শুনে আমি বোল্লেম, "আচ্ছা, এমনও ত হোতে পারে, তিনি যদি আত্মীয়লোকের কাছে টাকা না পান,—"

"হোতে পারে। আচ্ছা।"—গম্ভীরবদনে পাদ্‌রীসাহেব বোল্লেন, "আচ্ছা, যদিই তা হয়, যদিই তিনি টাকা না আনেন, তাতে আমি দুঃখিত হব না। আপ্‌নার চেহারা দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি। আপ্‌নাতে আমাতে একসঙ্গে থাক্‌লেই বেশ হবে। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটীকে বাক্য দিয়েছি, দেখা চাই, তিনি কি করেন।"

আহ্লাদিত হয়ে আমি বোল্লেম, "আপনি অতি ধার্ম্মিকলোক। আপনার অভিপ্রায় খুব ভাল। আপনার মত লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া বড়ই গৌরবের কথা। আমি মাঞ্চেষ্টর থেকে এসেছি। ঐ কাজে—"

শিষ্টাচারে বাধা দিয়ে সেই ধার্ম্মিকলোকটী নম্রস্বরে বোল্লেন, "আপ্‌নার কথা আমি বুঝেছি। সেই ভদ্রলোকটী—যিনি আস্‌বেন বোলে গেছেন, সেই ভদ্রলোকটী যদি অপারক হন, কিম্বা যদি না আসেন, কিম্বা যদি কম টাকা আনেন, তা হোলে আপ্‌নার এপর্য্যন্ত আসা বিফল হবে না।"

আমি বোল্লেম, "আগেই আমি ঐ কথা মনে কোরেছি। আপনি মহৎলোক। আপনার আশয় অতি উচ্চ।"

আমার স্তুতিবাদে আমোদিত হয়ে রেভারেণ্ড্ দরচেষ্টার গম্ভীরবদনে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দেখুন উইলমট! আমি আপ্‌নার কাছে সমস্তই সরল কথা বোল্‌ছি। পূর্ব্বে আমি খুব বড়মানুষ ছিলেম। দুখানা বাড়ী ছিল। লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী এন্‌ফিল্‌ড্ নগরে আমার একটী চমৎকার স্কুল ছিল।"

উৎসাহিত হয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "আমি এন্‌ফিল্‌ড্ জানি,—বেশ জানি। ওঃ! কতদিন আপ্‌নি—"

"ওঃ! অনেক দিন।"—পাদ্‌রীসাহেব বোলে উঠ্‌লেন, "অনেকদিন। যে সময়

আমার দুর্দ্দশা ঘটে,—যে সময় আমি ভারী কষ্টে পড়ি, সেই সময় বাড়ীখানি যায়, স্কুলও ভেঙে যায়, আমি স্থানছাড়া হয়ে পড়ি।"

দুঃখের কথাতেও আমার একটা কৌতূহল বাড়্লো। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপ্নি দেল্মরপরিবার জান্তেন ?"

"দেল্মর পরিবার ?"—চমকিতভাবে মাথা নেড়ে, একটু যেন কাতরস্বরে দরচেষ্টার বোলে উঠ্লেন, "ওঃ! দেলমরপরিবারের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আঃ! কি বোল্বো উইলমট! দুঃখের কথা বোল্তে চক্ষে জল আসে, হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যায়, যখন আমি সংবাদপত্রে পাঠ করি,—তিন চারি বৎসরের কথা হবে, যখন আমি পাঠ করি,—ওঃ! ভয়ান গুপ্তচক্রে আমাদের সমাজের একটী শোভাময় অলঙ্কার পৃথিবী থেকে অপহৃত হয়েছে,—ভারী দুঃখের কথা! সমাচারপত্রে যখন আমি সেই দুঃখের কথা পাঠ করি, তখন আমার প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত ব্যথা লেগেছিল! হাঁ উইলমট! তাঁদের সকলকেই আমি জান্তেম। দেল্মরের কনিষ্ঠা কন্যা এদিথাকে আমি কোলে কোরে মানুষ কোরেছি। মল্গ্রেভের সঙ্গে ক্লারার যখন বিবাহ হয়, সেই বিবাহসভায় আমি উপস্থিত ছিলেম। আহা! দেল্মরের অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে অল্পবয়সে মারা পড়ে, তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও আমি মন্ত্র পড়িয়েছি!"—এই সব কথা বোলে একটু থেমে, পাদ্রীসাহেব সচকিতে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনিও কি দেল্মরপরিবারকে জানেন ?"

"জান্তেম।"—তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কোল্লেম, "দেল্মরপরিবারকে আমি বেশ জান্তেম।"—পাদ্রী দরচেষ্টরের সরলব্যবহারে অবশ্যই আমার মনে ভক্তির উদয় হয়েছিল। ঐ সকল পরিচয় শুনে আরও ভক্তি হলো। সহসা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এদিথার বিবাহ হয়েছে, তাও হয় ত আপ্নি জানেন ?"

"না!—যখন আমি এন্ফিল্ডে ছিলেম, সে অনেক দিন। এদিথা তখন খুব ছোট। কার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে ?"

পাদ্রীসাহেবের প্রশ্নে আমি ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম, "তিনিও একজন পাদ্রী। ডিবন্শায়ারের চার্লটনগ্রামে তিনি থাকেন। নাম রেভারেণ্ড হাউয়ার্ড।"

"ওঃ! তাকে আমি চিনি। তাকে আমি দেখেছি। যখন দেখেছিলেম, সে তখন খুব ছেলেমানুষ।—হেনিরী হাউয়ার্ড। দেল্মরের স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র সেই হেনিরী হাউয়ার্ড। সম্পর্কে এদিথার মাতুলপুত্র।—হাঁ, কি কথা বল্ছিলেম ?—আমি দুর্দ্দশায় পোড়্লেম। বাড়ী গেল, স্কুল গেল,—সব গেল! দুঃখের একশেষ হয়ে দাঁড়ালো! পূর্ব্বে আমি বড়মানুষ ছিলেম। একটু পূর্ব্বেই সে কথা আমি আপনাকে বোলেছি।—অবস্থার গতিকে দুঃখের দশা ঘটে! দুঃখের আর শেষ ছিল না! আমার সহধর্ম্মিণী যথার্থই যেন স্বর্গকন্যা ছিলেন! আহা! স্বর্গের ধন স্বর্গে চোলে গেছে!"

কথা বোল্তে বোল্তে পাদ্রীসাহেব হঠাৎ থেমে গেলেন। রূপার চস্মা উঁচু

কোরে তুলে, নেত্রজল মার্জ্জন কোল্লেন। ওষ্ঠপুট কম্পিত হলো। কণ্ঠস্বর কম্পিত কোরে তিনি আবারো বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমার পত্নীর এক সহোদর ছিলেন। তিনি লণ্ডনসহরে সওদাগরী কোত্তেন। একদিন তিনি আমার কাছে এসে টাকার অনাটন জানান। দিনকতকের জন্য কিছু টাকার সাহায্য চান। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে তখন আমার পোনেরো হাজার পাউণ্ড জমা ছিল। সবগুলিই আমি সেই শালাকে প্রদান কোল্লেম। তাতেও তাঁর মন উঠ্‌লো না। তিনি বোল্লেন, "আরও চাই! আরও পঁচিশ হাজার দরকার!" ঐ পঁচিশ হাজার ঋণ করা হবে, সেই খতে আমাকে তিনি জামিন হোতে বলেন। পত্নীর সহোদর,—শুনেছিলেম, চরিত্রও ভাল, আমি কোন মারপ্যাঁচ বুঝি না,—বুঝ্‌তেই পাচ্চেন জোসেফ,—সরলমানুষ আমি, কাজেই তাই কোল্লেম। পঁচিশ হাজার পাউণ্ডের খতে জামিন হোলেম। মাসকতক যেতে না যেতেই কারবারটা উঠে গেল! শালা আমার দেউলে হোলেন! যাঁদের কাছে আমি জামিন হয়েছিলেম, মকদ্দমা মাম্‌লা কোরে তাঁরা আমারে বিস্তর কষ্ট দিলেন। অকপট খৃষ্টান আমি,—অকপট ধার্ম্মিক, সে সকল লোকের সমস্ত দোষ আমি ক্ষমা কোল্লেম। তথাপি আমার উপর তাঁদের দয়া হলো না। আমার বাড়ীর আস্‌বাবপত্র ক্রোক কোল্লেন! বাড়ী বিক্রয় হয়ে গেল। স্কুলটীও ভেঙে গেল! এটাও অনেক দিনের কথা। এখন আমার অবস্থা বড় ভাল নয়। বড়জোর সাতশত পাউণ্ডমাত্র আমার সম্বল। সেইগুলি খাটিয়ে বৃদ্ধকালে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, শেষ দশাটা এক রকমে সুখে দুঃখে কেটে যায়, এই আমার ইচ্ছা। সেই মৎলবেই স্কুল করা। একজন সচ্চরিত্র অংশী হন, এইটীই আমার বাসনা। তাঁরে আমি শিক্ষকের পদেও প্রতিষ্ঠা কোর্‌বো। ১০০ পাউণ্ড কিম্বা ১৫০ পাউণ্ড কিম্বা ২০০ পাউণ্ড অগ্রিম প্রদান কোল্লেই আমার সঙ্গে তিনি যোগ দিতে পার্‌বেন। এই হিতকর ব্রতে সম্ভবমত অর্থলাভও আছে।"

দরচেষ্টারকে সাধুবাদ প্রদান কোরে সরলভাবে আমি বোল্লেম, "যথার্থই আপ্‌নি সদাশয়। যে ভদ্রলোক আপ্‌নারে বাক্য দিয়ে গিয়েছেন, তিনি যদি না পারেন, আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক নগদ দেড়শত পাউণ্ড আপনার হাতে সমর্পণ কোর্‌বো। কেবল কথা এই যে, ঘটনার গতিকে যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়, তা হোলে——"

"বুঝেছি আপনার কথা। আপ্‌নি বোল্‌তে চাচ্চেন, যদি ছাড়াছাড়ি হয়, অংশের টাকা ফেরত পাবেন;—অবশ্যই পাবেন। যা আপ্‌নি আমারে প্রদান কোর্‌বেন, সেটা কেবল মূলধনের জামিনস্বরূপ থাক্‌বে।"

আমার আর কোন দ্বিধা থাক্‌লো না। সম্মত হোলেম। ছোট ছোট দুটী একটী কথা বোল্‌ছি, সেই দাসীটী প্রবেশ কোল্লে। পাদ্‌রীসাহেবের হাতে একখানি পত্র দিলে। আমি বিদায় হয়ে চোলে আস্‌ছিলেম, পত্রের শিরোনামটী দেখেই আমার দিকে কটাক্ষপাত কোরে পাদ্‌রীসাহেব বোল্লেন, "একটু থাকুন। অল্পক্ষণমাত্র। যে ভদ্রলোকটী আমার অংশী হবেন বোলে গেছেন, তাঁরই এই পত্র।"

আমি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কোল্লেম। বিষয়ীলোকের মত মনোযোগ দিয়ে পত্রখানি তিনি পাঠ কোল্লেন। বোল্লেন, 'হলো না!—বেশ হলো! আমি খুসী হোলেম। তাঁর আত্মীয়েরা তাঁরে বিশ্বাস কোল্লেন না। পূর্ব্বে তিনি দুশ্চরিত্র অপব্যয়ী ছিলেন,—বদ্‌-কেয়ালি ছেড়ে দিয়েছেন বোলে তাঁদের প্রত্যয় জন্মিয়েছিলেন, তাঁরা হয় ত বুঝ্‌লেন, সেটা মিথ্যা কথা। সেই জন্যই অর্থসাহায্যে অসম্মত। হলো ভাল। আপনিই থাকুন। আমার সমস্ত অর্থ সহরের ব্যাঙ্কে জমা আছে, ব্যাঙ্কেই আমি সব টাকা রাখি। আপনার টাকাগুলিও সেই ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হোক্।"

আমি বোল্লেম, "কাল আমি আস্‌বো, একশো পঞ্চাশ পাউণ্ড আমার মজুত আছে। সেইগুলিই আমার যথাসর্ব্বস্ব।"

পাদ্‌রীসাহেব বোল্লেন, "আচ্ছা, কল্যই সব ঠিকঠাক করা যাবে, আজ আপ্‌নি এইখানেই কিছু জলযোগ করুন। স্কুলের জন্য যে বাড়ীখানি পছন্দ কোরেছি, দুজনে মিলে সেই বাড়ীখানি একবার দেখে আসা যাবে। ঘণ্টা দুঘণ্টামাত্র দেরী। যাঁর বাড়ী, তিনি অতি ভদ্রলোক। তিনি আমার পরমবন্ধু। তাঁর নাম পইণ্টার। তাঁর তিনটী পুত্রকে আমার স্কুলে দিবেন অঙ্গীকার কোরেছেন। তা ছাড়া, নিজের বন্ধুবান্ধবগণকে অনুরোধ কোরে, আর নয় দশটী ছাত্র যোগাড় কোরে দিয়েছেন। অতি ভদ্রলোক। তাঁর দ্বারা আমাদের বিস্তর উপকার হবে।"

আমার তখন বেশী দেরী কর্‌বার ইচ্ছা ছিল না। "কল্যই বাড়ী দেখা হবে" এই কথা বোলে সে উদ্দেশে সেদিন তাঁরে ক্ষান্ত কোল্লেম; কিন্তু জলযোগের অনুরোধ এড়াতে পাল্লেম না। পাদ্‌রীসাহেব সেই বালিকা কিঙ্করীটীকে ডেকে আমাদের উভয়ের জন্যই জলখাবার আন্‌তে বোল্লেন।—বোলে দিলেন, "রুটী আনো।—ফল আনো। সরাপ আনো। আমার জন্য ফোয়ারার জল আন্‌তে ভুলো না!"

জলযোগের আয়োজন হলো। আমি যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কোল্লেম। মদ খাওয়া নিত্য আমার অভ্যাস নয়, তীব্র সুরা প্রায় কখনই আমি স্পর্শ করি না, যৎকিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা সরাপ পান কোল্লেম। পাদ্‌রীসাহেব মদ খেলেন না। তিনি বোল্লেন, "বিশ বৎসর মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। এখন কেবল ঠাণ্ডা জল খেয়ে বেঁচে থাকি।"

দেখ্‌লেমও তাই। একটু রুটী, গোটাকতক পানিফল, আর একগেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে, তিনি যেন পরিতোষ লাভ কোল্লেন। আমার আরও ভক্তি বাড়্‌লো। কথায়-বার্ত্তায় যতদূর আপ্যায়িত হোলেম, পান-আহারের সুনিয়ম দেখে তদপেক্ষা আরও কিছু বেশী ভক্তি জন্মালো। আশ্বাসে পুলকিত হয়ে মাঞ্চেষ্টরে আমি ফিরে এলেম। রাত্রি প্রভাত হলো। প্রভাতেই আমি দর্‌চেষ্টারের বাড়ীতে যাত্রা কোল্লেম। দেখ্‌লেম, তিনি একখানি পুস্তক পাঠ কোচ্ছেন। জীবলোকে মরণ সত্য, সেই পুস্তকখানিতে নিরবচ্ছিন্ন সেই বিষয়ই বর্ণিত আছে। আমারে দেখে মিষ্টবাক্যে অভ্যর্থনা কোরে গম্ভীরবদনে তিনি বোল্লেন, "পুস্তকখানি বড় ভাল। যতবার পড়ি, ততবার আমার

সংসার বৈরাগ্যের উদয় হয়। নিত্যধামেই নিত্য মন যায়। মনে করি যেন, অচিরেই আমি ইহসংসার পরিত্যাগ কোরে যাব।"

বৈরাগ্যলক্ষণ জানিয়ে, এই সব কথা বোলে, পুস্তকখানি তিনি মুড়ে রাখ্‌লেন। বোল্লেন, "আগে চলুন, বাড়ী দেখে আসি।"

দুজনেই আমরা বাড়ী দেখ্‌তে বেরুলেম। তিনি আমারে একটী সুপ্রশস্ত নিকেতনে নিয়ে গেলেন; বাড়ীর সংলগ্ন একটী চমৎকার উদ্যান!—সুপ্রশস্ত ক্রীড়াভূমি, বাড়ীখানিও অতি সুন্দর। সম্প্রতি ভালরকমে মেরামত করা হয়েছে। বাড়ীতে সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশটী ঘর। যে কাজের জন্য প্রয়োজন, বাড়ীখানি সর্ব্বাংশেই সেই কাজের উপযুক্ত। ভাড়ার কথা শুনে চমৎকৃত হোলেম। অতবড় বাড়ী বার্ষিক ভাড়া চল্লিশ পাউণ্ডমাত্র! দরচেষ্টার আমারে বোল্লেন, "গৃহস্বামী পইণ্টারসাহেব একজন সম্ভ্রান্ত সওদাগর। ব্যবসায়ের কল-কারখানা তাঁর অনেক। পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় যা কিছু সাহায্য আবশ্যক, আহ্লাদপূর্ব্বক তা তিনি আমারে প্রদান কোর্‌বেন স্বীকার কোরেছেন।"

বাড়ী দেখা হলো। আমরা তাঁর বাসস্থানে ফিরে চোল্লেম। পথে আমাদের গা ঘেঁসে একখানি গাড়ী ছুটে গেল। গাড়ীতে দুটী সাহেববিবি। পাদ্‌রীসাহেব তাঁদের সেলাম কোল্লেন। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বোল্লেন, "আমার বন্ধু পইণ্টারসাহেব আমার স্কুলের জন্য যে কয়েকটী ছাত্র সংগ্রহ কোরে দিয়েছেন, তার মধ্যে দুটী বালকের পিতামাতা এঁরা।"

আর একটু দূরে আর একখানা গাড়ী। সে গাড়ীতে কেবল একটী ভদ্রলোক ছিলেন। দরচেষ্টার তাঁরে অভিবাদন কোল্লেন। গাড়ী চোলে গেল। দরচেষ্টার বোল্লেন, "তিনটী ছাত্রের অভিভাবক ইনি। তাদের মাতাপিতা নাই। ইনিই তাদের ভরণপোষণ করেন। আমাদের স্কুলেই তারা ভর্ত্তি হবে।"

যাচ্ছি, যেতে যেতে পাদ্‌রীসাহেব আবার আমারে বোল্লেন, "পইণ্টারসাহেবের সঙ্গে আপনার পরিচয় নাই। চলুন, সাক্ষাৎ কোরে যাই।"—চোল্লেম। ধারে ধারে বড় বড় কারখানা বাড়ী, মধ্যস্থলে একটী পরমসুন্দর নিকেতন। দরচেষ্টার সেই বাড়ীর দরজার কাছে গেলেন। আমি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। সঙ্গে যেতে ভয় হলো। সামান্য সামান্য চাক্‌রী করা আমার অভ্যাস,—আমি সামান্য লোক, পাদ্‌রীসাহেব এক জন বড়লোক। যাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে যাচ্ছেন, তিনিও সম্ভ্রান্ত বড়লোক। কোন রকমে যদি প্রকাশ পায়, সত্য সত্য কি আমি, তা হোলে তাঁরা আমার উপর রাগ কোর্‌বেন,—ঘৃণা প্রকাশ কোর্‌বেন, তাই ভেবেই একটু তফাতে থাক্‌লেম। সঙ্গে গেলেম না। একজন চাকর এসে দরজা খুলে দিলে। পাদ্‌রীসাহেবের সঙ্গে তার কি কথা হলো, শুন্‌তে পেলেম না। পাদ্‌রীসাহেব আমার কাছে ফিরে এসে একটু যেন দুঃখস্বরে বোল্লেন, "বন্ধু এখন বাড়ীতে নাই।"

আমরা ফিরে চোল্লেম। বাড়ীতে এসে পৌঁছিলেম। পাদ্‌রীসাহেব আমারে

আহারের নিমন্ত্রণ কোল্লেন। আহার করা হলো। আমি একটু সরাপ খেলেম। মাংসও খেলেম। পাদ্রীসাহেব মদ খান না, মদ খেলেন না, কেবল জল খেলেন! উপকরণের মধ্যে একখানিমাত্র মাংসের বড়া!

আহার সমাপ্ত হবার পর তিনি অনেকবার আমারে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বোল্লেন, "আপনার মত বয়সে একটু একটু মদ খাওয়া দোষের নয়। আমি পরিত্যাগ কোরেছি। ধর্ম্মসংসারে আমি বিচরণ করি, দেশের লোককে ধর্ম্মপথের উপদেশ দিই। আমার মত লোকের শুদ্ধসাধ্য থাকাই উচিত!"

নানাপ্রসঙ্গে নানাপ্রকার কথোপকথন হলো। বেলা চারটে। পাদ্রীসাহেব আমারে বোল্লেন, "ঐ যা! ব্যাঙ্কে যেতে ভুলে গেছি! বুঝ্লেন উইলমট! আপনার টাকাগুলি অদ্যই জমা দিলে ভাল হতো।"

তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কোল্লেম, "সঙ্গে কোরেই এনেছি। গ্রহণ করুন্। কিন্তু একটী কথা। সে কথাটী আপনাকে জানানো অবশ্যই আমার কর্ত্তব্য। কথাটা শুনে যদি আপনার মন ফিরে যায়, তা হোলে—"

চকিতভাবে দরচেষ্টার বোল্লেন, "যদি আপনার অধর্ম্মের টাকা হয়,—অসদুপায়ে যদি আপনি অর্জ্জন কোরে—"

"না মহাশয়! অধর্ম্মে আমার বড় ভয়! কখনও আমি অধর্ম্মের কাজ করি নাই!"

"মাপ করুন্! মাপ করুন্!"—হস্ত বিস্তার কোরে গম্ভীরবদনে পাদ্রীসাহেব বোল্লেন, "মাপ করুন! কি কথাটী আপনি বোল্বেন বোল্ছিলেন?"

সসম্ভ্রমে আমি উত্তর কোল্লেম, "এ পর্য্যন্ত আমি ছোট ছোট চাক্রী—"

"ওঃ! এই কথা? তার জন্য অত কুণ্ঠিত হোচ্চেন কেন? ছোট কাজ থেকেই ক্রমে লোকে বড় হয়। আপ্নি যে আমার কাছে সব সত্যকথা বোল্ছেন, তাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হোলেম। আপনার উপর আরও আমার বেশী প্রত্যয় বাড়্লো। আপনাকে আমি বন্ধু বোলেই গ্রহণ কোল্লেম। কোন চিন্তা নাই।"

আহ্লাদিত হয়ে দরচেষ্টারের হাতে আমি দেড়শত পাউণ্ডের ব্যাঙ্কনোট প্রদান কোল্লেম। তিনি আমারে একখানি রসীদ লিখে দিলেন। রসীদ আমি চাইলেম না, তথাপি তিনি বোল্লেন, "চাই এ সব। বিষয়কর্ম্মের পদ্ধতিই এই। আপ্নি রাখুন!" কাজেই গ্রহণ কোত্তে হলো। রসীদ্খানি আমি রাখ্লেম। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আরও অনেক কথোপকথন চোল্লো! আগাগোড়া সমস্ত আলাপেই আমি পরিতুষ্ট হোলেম। ধর্ম্মযাজকের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা বেশী দাঁড়ালো। আগামী কল্য বেলা ১১ টার সময় আমারে তিনি আস্তে বোল্লেন। নূতন স্কুলঘরের আস্বাবপত্র খরিদ করা আরম্ভ হবে। স্বীকার কোরে আমি বিদায় হোলেম।

আমি চোলে এলেম। যে কদিন আমি মাঞ্চেষ্টরে ছিলেম, কারখানাকুঠীর কার্য্য প্রণালী পরিদর্শনের জন্য মনে বড় ঔৎসুক্য জন্মেছিল। কাজের গতিকে এখন আমি

ওলড্‌হামে এসেছি। এ নগরেও কারখানাকুঠী বিস্তর। ইচ্ছা হলো, দেখে যাই। যে সময়ের কথা আমি বোল্‌ছি, সে সময় শ্রমজীবী লোকের কাজকর্ম্মের সময় অসময় নিরূপিত ছিল না। কোন কোন কুঠীতে অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত কাজ চোল্‌তো। বেড়িয়ে বেড়িয়ে আমি অনেকগুলি কলঘর পরিদর্শন কোল্লেম। কলের লোকেরা ঠিক যেন ক্রীতদাস! সে সকল লোকের বিশ্রামকাল বড়ই কম। দেখে দেখে আমার মনে কতরকম ভাবের উদয় হোতে লাগ্‌লো, সে সব কথায় এখন প্রয়োজন নাই। রাত্রি যখন প্রায় সাড়ে দশটা, তখন আমি সরাইখানায় ফিরে চোল্লেম। নগরের পথে বিস্তর লোক গতিবিধি কোচ্চে। একটা অপ্রশস্ত গলির ভিতর দিয়ে আমি যাচ্চি, দুধারে সারি সারি বড় বড় কলঘর, হঠাৎ একটা দোকানের কাছে ভয়ানক গোলমাল শুন্‌তে পেলেম। অনেক লোক সেইখানে জড় হয়েছে। দুজন লোক মারামারি কোত্তে কোত্তে দোকান থেকে বেরিয়ে পোড়্‌লো। আরও দশবারোজন মাতাল দোকানের দরজার উপর দাঁড়িয়ে মাতলামী রকমের চীৎকার কোরে, দাঙ্গাবাজ লোক-দুটোকে উৎসাহ দিতে লাগ্‌লো। পাঁচ ছজন পুলিসকন্‌ষ্টেবল্‌ এসে উপস্থিত হলো। রৈ রৈ ব্যাপার!—মদের দোকানের সম্মুখে যেন হাট বোসে গেল! আমি তাদের মাঝখানে গিয়ে পোড়্‌লেম।

পুলিসের লোকেরা দস্তুরমত প্রতাপ জানিয়ে, ভিড় তফাত কোরে দিলে। যারা মারামারি কোচ্ছিল, তাদের মধ্যে একজন তার বিপক্ষের নির্ঘাত প্রহারে অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লো! লোকে মনে কোল্লে, মৃগীরোগ ছিল, মোরে গেল! কিন্তু তা নয়, মরে নি। ঔষধপত্র দেওয়াতে ঝেড়ে ঝুড়ে আবার উঠ্‌লো। এই সময় দোকানের একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। একটা লোক গোলাপীনেসায় তর্‌ হয়ে, চুরোটের ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে, চৌকাঠের উপর এসে দাঁড়ালো। হাকিমীধরণে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লো, "কোথাকার মাতাল? কিসের গোলমাল?—কি কোচ্চিস্‌ তোরা?"

লোকটার দিকে একবারমাত্র কটাক্ষপাত কোরেই আমার ঘৃণা জন্মালো। মনে কোচ্চি, এই ইতরস্থান থেকে সোরে যাই। হঠাৎ সেই ঘরের ভিতর দেখি, ঠিক যেন সেই পাদরী দর্‌চেষ্টারের চেহারার মত একটা লোক। চেহারা সেইরকম বটে, কিন্তু বেশ পাকা রকম মাতাল। মাথার চুলগুলো উস্‌কোখুস্‌কো, মুখখানায় ঠাঁই ঠাঁই রক্তবর্ণ দাগ;—চেঁচিয়ে ভয়ানক মাৎলামী কোচ্চে, আর একটা মাতালের সঙ্গে নানারকম তর্কবিতর্ক তুলে বচসা জুড়ে দিয়েছে। দেখেই ত আমি অবাক্‌!—কাট হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকলেম! চুরোটওয়ালা মাতালটা ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। আমার ইচ্ছা হলো দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর ছুটে যাই। মনে যেটা ধোঁকা লেগেছে, ধোঁকাটা সত্য কি মিথ্যা, ভাল কোরে দেখে যাই। ক্ষণমাত্রেই আবার সেই ইচ্ছাকে দমন কোল্লেম। আর সেখানে দাঁড়ালেম না। সংশয়দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে, মনের ঘৃণায় ধাঁ কোরে সেখান থেকে বেরিয়ে পোড়্‌লেম। পথে এসেই

লজ্জা হলো। কি ঘৃণার কথা! তেমন ধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজকের উপর আমার সন্দেহ! সন্দেহমাত্রেই হয় ত আমার মনে পাপ প্রবেশ কোরেছে। তেমন ধার্ম্মিক পাদ্‌রী কি মাতাল হবেন?—তেমন কখনই হোতে পারে না।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে সরাইখানায় পৌঁছিলেম। রাত্রি হয়েছিল, শয়ন কোল্লেম। শীঘ্র নিদ্রা এলো না। পাদ্‌রী দবচেষ্টাবের কথা আলোচনা কোবে, মনের সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা যুক্তি খাটিয়ে, বিচার আরম্ভ কোল্লেম। বাস্তবিক সে রাত্রে আমার অতি অল্পই নিদ্রা হয়েছিল। খুব ভোরেই আমি গাত্রোত্থান কোল্লেম। প্রভাতেই দরচেষ্টারের বাড়ীর দিকে ছুটে গেলেম। দরজার কাছে গিয়েই মনে কেমন একটা চিন্তা এলো। আমি কোচ্চি কি? বেলা এখনও আটটা বাজে নি। এগারোটাব সময় আস্‌বার কথা, কেন এত সকালে?—যদি তিনি এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, কি উত্তর দিব? কি ওজর জানাব? গতরাত্রে মাতালের ভিড়ে মনে যে সন্দেহটা প্রবল হয়েছিল, সেটা যদি মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়, দবচেষ্টারকে আমি কি বোল্‌বো? গতরাত্রে তিনি কোথায় ছিলেন, কত রাত্রে ঘরে এসেছেন, দাসীকেই বা কি বোলে সে কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বো?

হলো না। ফিরে এলেম। সরাইখানায় এসে কিছু আহার কোল্লেম। উৎকণ্ঠিত মনকে যতটুকু শান্ত কোত্তে পারি, বিশেষ চেষ্টায়—বিশেষ যত্নে সেই রকমে শান্ত কোল্লেম। কিন্তু হলো না।—তবুও আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পাল্লেম না। আবার আমি দরচেষ্টারের বাড়ীর ধারে গেলেম। তখন বেলা নটা। সেই দাসীটা তখন কতকগুলি পানিফল হাতে কোরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোচ্ছিলো। দেখেই মনে কোল্লেম, ঠিক কথা! ধার্ম্মিক পুরোহিতটী এই রকম নিয়মিত আহারেই অভ্যস্ত। তাঁর প্রতি সন্দেহ কোরে আমি বড় অন্যায় কাজ কোরেছি। মাতালের ভিড়ের ভিতর মাতাল দেখেছি, সেই চেহারার আর কোন মাতাল। পাদ্‌রীসাহেব কখনই না। দাসীটা যেন বিস্মিত-নয়নে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে গেল। আবার আমি সেখান থেকে ফিরে এলেম। প্রায় দুঘণ্টাকাল সহরের এদিক্ ওদিক্ দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেম। এগারোটা বাজ্‌তে দশমিনিট বাকী।

পাদ্‌রীসাহেবের দরজায় আমি আবার উপস্থিত। দ্বারে আঘাত কোল্লেম। কি জানি, কেন ধড়্‌ফড়্ কোরে আমার বুক লাফাতে লাগ্‌লো। সেই দাসীটা বেরিয়ে এলো। মহাসন্দেহে তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "পাদ্‌রীসাহেব ঘরে আছেন?"

সবিস্ময়ে আমার মুখপানে চেয়ে দাসী উত্তর কোল্লে, "না গো না! কাল রাত্রেই তিনি চোলে গেছেন।"

"চোলে গেছেন?"—কথা ঠিক রাখ্‌তে পাল্লেম না!—মাথা ঠিক রাখ্‌তে পাল্লেম না! যেন বিভ্রান্ত হয়েই আপ্‌না আপ্‌নি বোলে উঠ্‌লেম, "গতরাত্রেই চোলে গেছেন? ওঃ! কি কথা শুনি?"—মুহূর্ত্তের মধ্যে গতরাত্রের সংশয়টাই আমার আকস্মিক ভয়ের সঙ্গে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ালো।

দাসী বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আমি শুনেছি, আপনিও তাঁর সঙ্গে গেছেন। তাঁর মুখেই আমি শুনেছি। বেলা নটার সময় আপনি এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি দেখ্‌তে পেয়েছিলেম। আপনিও বোধ হয় দেখেছেন, আপ্‌নাকে দেখে আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হয়েছিল। ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ কোরে আমি আপনার দিকে চেয়ে দেখেছিলেম। সেই দরচেষ্টার কেবল দিনকতকমাত্র এ বাড়ীতে ভাড়াটে ছিলেন। আপ্‌নি কি তা জান্‌তেন?"

খর্ব্বকায়, স্থূলাকার, আধবয়সী একটী স্ত্রীলোক সেই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হয়েছি কি?"

ভয়ে—ক্রোধে—বিস্ময়ে—ঘৃণায় অস্থির হয়ে, আমি উত্তর কোল্লেম, "জুয়াচোরে আমারে ফাঁকি দিয়েছে! সেই ভণ্ড ধার্ম্মিক জুয়াচোরটা আমায়—"

"জুয়াচুরি?"—সেই স্ত্রীলোকটী আর সেই দাসী সবিস্ময়ে সমস্বরে বোলে উঠ্‌লো, "জুয়াচুরি? অ্যাঁ! জুয়াচুরি কোরেছে? ওঃ! এই জুয়াচুরির যোগাড়েই বুঝি সেই সকল চিঠীপত্র আস্‌তো?"—বেশীর ভাগে দাসী প্রকাশ কোল্লে, "জুয়াচুরির জন্যেই বুঝি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল?"

পরিচয়ে জান্‌লেম, সেই স্থূলাকার স্ত্রীলোকটীই সেই বাড়ীর অধিকারিণী। তিনি আমারে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তে বোল্লেন। চঞ্চলভাবেই আমি প্রবেশ কোল্লেম। গৃহস্বামিনী আমারে সঙ্গে কোরে তাঁর আপ্‌নার ঘরে নিয়ে গেলেন। উত্তেজিতভাবে বোল্লেন, "এটী ভদ্রলোকের বাড়ী। বিশবৎসর এই বাড়ী আমার দখলে আছে। আমি দস্তুরমত ট্যাক্সখাজনা দিয়ে আস্‌ছি। এখানকার সকল লোকেই আমারে জানে। কাহারো সঙ্গে কখনো আমি কোন প্রতারণা করি নাই।"

আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। অত্যন্ত চঞ্চল হয়েই আমি বোল্লেম, "জুয়াচোরের সঙ্গে আপ্‌নার কোনপ্রকার ষড়্‌যন্ত্র ছিল, মুহূর্ত্তের জন্যেও এমন আমি বিবেচনা করি না;—কখনই না। বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সেটা মনে করাও পাপ। হায় হায়! আমার দেড়শো পাউণ্ড ঠকিয়ে নিয়ে গেছে!"

বিস্ময়ে শিউরে উঠে গৃহস্বামিনী বোল্লেন, "কি পাষণ্ড! কি পাষণ্ড! ওঃ! আমি মনে কোত্তেম, ধার্ম্মিক লোক!"

উন্মনা হয়ে সেই সুশীলা কিঙ্করীটী তার কর্ত্রীকে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আপ্‌নার স্মরণ হোতে পারে, দুতিনদিন আমি আপ্‌নারে বোলেছি, দরচেষ্টার অনেকরাত্রে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘরে আস্‌তো। জিজ্ঞাসা কোল্লে বোল্‌তো, একজন গরিবলোকের পীড়া হয়েছে, দেখ্‌তে যায়! পীড়া শক্ত দেখে তার মনটা কেমন অস্থির হয়ে উঠে!"

আমি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লেম। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেম, "গতরাত্রে কোথায় ছিল? কতরাত্রে চোলে গেছে? সব কথা আমারে বল! এখনি আমি মাজিষ্ট্রেটের কাছে ছুটে যাব!"

গৃহস্বামিনী বোল্লেন, "রাত্রি সাড়ে নটার সময় চোলে গেছে। আমারে বোলে গেছ,

তাতে আপনাতে মাঞ্চেষ্টারে একটা স্কুল খুলবেন, সেই জন্যই দুজনে একসঙ্গে যাচ্চে। তার কাছে আমার যা পাওনা হয়েছিল, সে সব চুকিয়ে দিয়েছে। তাতেই আমি ভেবেছিলেম, কথাটা হয় ত ঠিক।”

“গতরাত্রে আমি তারে মদের দোকানে দেখেছি! মাতাল হয়েছিল। ওঃ! ভয়ানক জুয়াচোর! ভয়ানক বদ্‌মাস! যে লোক কুড়ী বৎসর মদ ছোঁয় না, শুধু কেবল ঠাণ্ডা জল খায়, সে লোকটা কি না পাকা মাতাল! ভয়ানক বদ্‌মাস!”

দাসী বোলে উঠ্‌লো, “ভারী বুজ্‌রুক্! সমস্তই ভণ্ডামী! রবিবারে আমি গির্জ্জায় যাই না বোলে আমারে কতই গালাগালি দিত! রন্ধন কোত্তে আমার কষ্ট হবে বোলে প্রায়ই বাসী খানা খেতো!”

ক্রমে ক্রমে বুঝ্‌তে পেরে আমি বোলে উঠ্‌লেম, “সমস্তই আমি বুঝেছি! খবরের কাগজে জুয়াচুরি বিজ্ঞাপন দিয়ে, অনেক লোককেই ঠকাবার মৎলব কোরেছিল। অবশেষে আমার মাথায় মুগুর মেরেছে! চালাকী কি কম? গাড়ীতে অচেনা ভদ্রলোক যাচ্ছেন, ছুটে গিয়ে সেলাম কোল্লে! আমার কাছে পরিচয় দিলে, ‘ওঁরা আমার বন্ধু!’ তাঁদের ছেলেরা নূতন স্কুলে ভর্ত্তি হবে!” এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, কাহারও সঙ্গে তার আলাপ ছিল না।—পাজী নরাধম! ওঃ! কেমন কোরে পালালো? কে তার জিনিসপত্র নিয়ে গেল? বোধ হয় এখনো পর্য্যন্ত সহর ছেড়ে পালাতে পারে নি। আমি—”

আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে গৃহকর্ত্রী বোল্‌তে লাগ্‌লেন, “অতটা ব্যস্ত হয়ো না! একটু শান্ত হও! যতদূর জানি, সব কথা আমি তোমারে বোল্‌ছি। গতরাত্রে যখন তুমি চোলে গেলে, দবচেষ্টার সেই সময় আমার ঘরে এলো। ভাড়া চুকিয়ে দিলে। বিদায় চাইলে। আমি তার বদ্‌মৎলব তখন কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। যদিও বুঝ্‌তে পাত্তেম, কিছুই কোত্তে পাত্তেম না। আমার কাছে বিদায় হয়ে পাপ্‌নার ঘরে গেল। রাশীকৃত চিঠিপত্র ছিঁড়ে ফেল্লে! উঃ! কতই চিঠী!—কতই কাগজ!—ঘরময় ছড়াছড়ি। এখনও পর্য্যন্ত আমরা সে সব পরিষ্কার কোত্তে পারি নি। এসো এসো! উপরে এসো! দেখ এসে! কত কাগজ ছিঁড়ে ফেলে রেখে গেছে!”

গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি আমি উপরঘরে উঠ্‌লেম। দাসীটীও সঙ্গে গেল। যথার্থই দেখ্‌লেম, ঘরময় ছেঁড়া কাগজ ছড়াছড়ি। শশব্যস্তে আমি চারিপাঁচখানা বড় বড় টুকরা কুড়িয়ে নিলেম। একটু একটু পোড়ে দেখ্‌লেম। যে বিজ্ঞাপনের ফাঁদে আমারে জোড়িয়ে ফেলেছে, সেই বিজ্ঞাপনের উমেদারের চিঠীপত্র। চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি, আর এক রকমের আর একখানা কাগজের উপর আমার দৃষ্টি পোড়্‌লো। তৎক্ষণাৎ তুলে নিলেম।—দেখ্‌লেম, বিবাহের দলীল। রেজিষ্টারী বহীর একখানা পাতা ছেঁড়া! ভাল কোরে দেখ্‌লেম। কতদিনের পূর্ব্বকথা যে আমার মনের ভিতর উদয় হোতে লাগ্‌লো, কেবল আমিই তা বুঝ্‌তে পাল্লেম। দেল্‌মরের জ্যেষ্ঠাকন্যা ক্লারার সঙ্গে মলগ্রেভের বিবাহ। সেই বিবাহের রেজিষ্টারী বহীর একখানা পাতা। দুঃখের উপর

বিস্ময়! বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! আবার সেই দলীলের প্রতি দৃষ্টিপাত কোল্লেম। ১৮২০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরে সেই বিবাহ হয়। সেটী আমার জানা ছিল না। জুয়াচোরের দখলে সেই দলীল ছিল, এতদিনের পর আমার হাতে এলো। যত্ন কোরে সেই কাগজখানি আমি পকেটে রাখ্লেম।

গৃহস্বামিনী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি পেলে?"—আমি উত্তর বোল্লেম, "যাতে কোরে জুয়াচোরটাকে পাক্ড়া কর্‌বার কিছু সন্ধান পাওয়া যায়, ওখানাতে তাই আছে।"—এই কথার পর তিনি আর কিছুই আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন না।

সে বাড়ী থেকে আমি বেরুলেম। কোথায় যাই? কি হয়? কোথায় সেই জুয়াচোরের সন্ধান পাই? সর্ব্বস্বই আমার গেল! যা যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গে ছিল, তাতেই বা কদিন চলে? এইবারেই দেখ্‌ছি, আবার আমারে পথের ভিখারী কোল্লে! অস্থিরচিত্তে নগরের অনেকস্থানে অন্বেষণ কোল্লেম, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পইণ্টারসাহেবকে সেই জুয়াচোরটা বন্ধু বোলে পরিচয় দিয়েছিল। আমারে সঙ্গে কোরে তার দরজায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। দেখি দেখি, সেখানেও যদি কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। সেই বাড়ীতে ছুটে গেলেম। যে লোকটীর সঙ্গে দরওয়ানের পূর্ব্বদিন কথা হয়েছিল, সেই লোকটী বেরিয়ে এলো। তারে আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কাল যে লোকটী এখানে এসেছিল, তারে তুমি চেন?"—লোক উত্তর কোল্লে, "চিনি না। কি একটা বাড়ীভাড়ার কথা তুলে দুতিনদিন এখানে যাওয়া আসা কোরেছিল, এইমাত্র জানি। আমার প্রভু তার কোন কথায় বিশ্বাস কোল্লেন না, ভাড়া দিতেও রাজী হোলেন না। আপ্‌নি যদি আমার মনিবের সঙ্গে দেখা করেন, তিনি আপ্‌নারে বিশেষ বৃত্তান্ত বোল্‌তে পারেন।"

কিছুই আর বুঝ্‌তে বাকী থাক্‌লো না। বন্ধুত্বের কথাটা সরাসর মিথ্যা!—সমস্তই জাল!—আর তখন কোথায় যাই! বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করা বিফল মনে কোল্লেম। আশা-ভরসা সমস্তই উড়ে গেল! যে মদের দোকানে দাঙ্গা হয়েছিল, অস্থিরচিত্তে সেই দোকানে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। দোকানী আমারে বোল্লে, "গত রাত্রে—রাত্রি যখন প্রায় দশটা, সেই সময় একটা সিন্ধুক নিয়ে সেই মাতাল সেইখানে উপস্থিত হয়। অত্যন্ত মাতাল হয়েছিল, যেতে পারে নি, দোকানেই সমস্ত রাত্রি পোড়েছিল! ভোরে একখানা ভাড়াটে গাড়ীতে চোলে গিয়েছে!"

আমার শেষ ভরসা শেষ হয়ে গেল! বৃথা আর ছুটাছুটী করা,—কোথাও কিছু সন্ধান পাওয়া যাবে না! নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে আমি মাঞ্চেষ্টারে ফিরে এলেম।

ষট্‌চত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

আবার নিরাশ্রয় !

সর্ব্বস্ব গেল ! কোথায় থাকি, কি খাই, কি উপায়ে প্রাণধারণ হয়, সেই ভাবনা ছাড়া তখন আর অন্য ভাবনা থাক্‌লো না। একবার মনে কোল্লেম, করন্দেলের উকীল ডক্সনকে একখানা চিঠী লিখি; কিম্বা সার্ আলেকজণ্ডর করন্দেলকেই আমার এই উপস্থিত বিপদের কথা জানাই। আবার ভাব্‌লেম, না বোলে পালিয়ে এসেছি, ঘৃণা কোরে তাঁরা যদি আমার পত্রের কোন উত্তর না দেন, পলাতক বোলে যদি অবিশ্বাস করেন, তবে ত একে আর হবে। সঙ্কল্প ত্যাগ কোল্লেম। চিঠী লিখ্‌লেম না। ম্যাঞ্চেষ্টরে আবার চাক্‌রী অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। কোথাও চাক্‌রী জুট্‌লো না। নগরময় বেড়িয়ে বেড়িয়ে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, নিরাশ-অন্তরে সরাইখানায় ফিরে গেলেম। পাঁচসাতদিন সেইখানে থাক্‌লেম। নিত্য নিত্য চাক্‌রী অন্বেষণ করি, সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়। যা যৎকিঞ্চিৎ সম্বল ছিল, সমস্তই ফুরালো। এককালে নিঃসম্বল! নিরুপায়ের উপায় ভেবে, যা থাকে কপালে, ডক্সনকে চিঠী লিখ্‌লেম। পত্রের উত্তর আস্‌বে, সেই প্রত্যাশায় দিনদিন পথপানে আমি চেয়ে থাকি। দিন যেতে লাগ্‌লো, উত্তর এলো না। হায় হায় ! বুদ্ধির দোষে তেমন বন্ধু হারালেম ! ফুটে বোল্‌তে লজ্জা কি, মনের দুঃখে আমি কাঁদ্‌লেম !—নিরুপায় !

সরাইখানায় আর থাকা হলো না। এক পল্লীতে ছোট একটী ঘর ভাড়া নিলেম। সে ঘরের ভাড়াও দিয়ে উঠ্‌তে পাল্লেম না ! আহার পর্য্যন্ত জোটে না ! কাপড় বন্ধক দিয়ে খেতে লাগলেম ! অনেক কষ্ট পেয়েছি,—অনেক সময় অনেক স্থানে নিঃসম্বল হয়েছি, কিন্তু জীবনের মধ্যে পোদ্দারের দোকানের চৌকাঠ কখনও পার হই নাই। এতদিনের পর সেটাও আমার ভাগ্যে ঘোটে গেল ! তিন চারি হপ্তা অতীত হলো। কাপড়গুলি সব ফুরিয়ে গেল ! তাতেও পেট চলে না ! কাপড় বেচে খাওয়া,—সে খাওয়ায় কিছুমাত্র সুখ নাই ! খাই কেবল একটু একটু রুটী আর একটু একটু জল। তাতেও রুচি হয় না ! পরিশ্রমের ধনে- যৎসামান্য হলেও,—তাতে যেমন মনের তৃপ্তি থাকে, তেমন তৃপ্তি আর কিছুতেই থাকে না। জীবনে বিড়ম্বনা জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো।

সব গেল, কেবল পরিধান বস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট। যে ঘরে বাস কোচ্ছিলেম, ভাড়া দিতে পাল্লেম না ! যাঁর ঘর, তিনি আমারে তাড়িয়ে দিলেন ! সেই দিন আমি গৃহশূন্য, বন্ধু-শূন্য, নিরন্ন, পথভিখারী হয়ে দাঁড়ালেম ! ম্যাঞ্চেষ্টরের পথে পথে আমি ভিখারী !

ওঃ! সেদিনটী আমার চিরদিন স্মরণ থাকবে! ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। শীতে আমার অস্থি-মজ্জা ভেদ হোতে লাগলো!

ওঃ! আমি নিঃসম্বল,—নিরাশ্রয়!—নিঃসম্বল নির্ব্বান্ধব নিরাশ্রয়! মাঞ্চেষ্টরের পথে আমি যেন তখন উদাসীন সন্ন্যাসী!

উপবাস আরম্ভ হলো। জীবনের মধ্যে সেই আমার প্রথম উপবাস। পথে পথে পরিভ্রমণ কোচ্চি, ক্ষুধানলে জঠর জ্বোলে যাচ্চে, কেহই আমার পানে চেয়ে দেখ্‌ছে না! ক্রমাগতই ভ্রমণ কোচ্চি। রাত্রি এলো। চব্বিশ ঘণ্টা উপবাসে গেল! শুই কোথা? তৃণশয্যায় শুয়ে থাকি, এমন একটু স্থান নাই! দোকানপাট বন্ধ। রাস্তাতেও আর লোক চলে না। ঠাঁই ঠাঁই কেবল বদমাস্ লোকেরা ওৎ কোরে কোরে ফিচ্চে। রাত্রি-কালে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করাও মহাবিপদ। ভয়ানক শীত! ক্ষুধাপিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত! কি করি? কোথায় যাই? গির্জ্জার ঘড়ীতে রাত্রি দুইপ্রহরের ধ্বনি বাজ্‌লো। আর আমি চোল্‌তে পাল্লেম না। দাঁড়ালেই যেন পোড়ে যাই!—একটী বাড়ীর বাহিরের সিঁড়ির উপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পোড়্‌লেম!

অল্পক্ষণ সেইখানে পোড়ে আছি, একখানা গাড়ী এসে সেই বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়ালো। গাড়ীর পেছন থেকে একজন চাকর লাফিয়ে পোড়্‌লো। দরজার কাছে অগ্রসর হোতে যাচ্চে, অবশ অঙ্গে সিঁড়ির উপর পোড়ে পোড়ে আমি কাঁপ্‌ছি, আমার গায়ের উপর হোঁছট খেয়ে সেই লোকটী পোড়ে গেল। চকিতের ন্যায় আমি মনে কোল্লেম, এইবারেই আমার দফা সার্‌লে!—এইবারেই এরা আমারে পুলিসে দিবে! কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দাঁড়িয়ে উঠে, ছুটে পালাবার চেষ্টা কোচ্চি, সচকিতে সেই লোকটী বোলে উঠ্‌লো, "কে তুমি? কে তুমি?—আহা! গরিব!—গরিব! আহা! বড়ই কি কাতর আছ?"—আমারে এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে চাকরটী সদরদরজার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে। গাড়ীর ভিতর থেকে একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক চীৎকার কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি ওখানে টমাস্?"

টমাস্ উত্তরকোল্লে, "একটী গরিব লোক! সিঁড়ির উপর শুয়ে ছিল।—বড় গরিব! সাধারণ ভিখারী বোলে বোধ হয় না। বোধ হয় যেন, ভদ্রলোকের ছেলে।"

দরজা খোলা হলো। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী গাড়ী থেকে নাম্‌লেন। একটী বয়োধিকা রমণীকে হাত ধোরে নামালেন। ভদ্রলোকটী আপ্‌নার পকেটে হাত দিয়ে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেম, "আমি চাক্‌রী করি। অনেক ভাল ভাল জায়গায় চাক্‌রী কোরেছি। আমার সার্টিফিকেট আছে। আমার যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ছিল। ওল্‌ড্‌হামনগরে এক জুয়াচোর সমস্তই ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে! এখন আমি খেতে পাই না! মাথা রেখে থাকি, এমন জায়গা নাই!—কত জায়গায় চাক্‌রী অন্বেষণ কোচ্চি, কোথাও কিছু জুট্‌ছে না।"

বৃদ্ধদম্পতী আর সেই চাকরটী তিনজনেই আমার দুর্দ্দশার কথা শুনে নির্নিমেষে

আমার পানে চেয়ে থাক্‌লেন। কর্ত্তা আমারে যেন কিছু দান কোর্‌বেন, এই ভাবে পকেটে হাত দিলেন। বৃদ্ধাটী সেই সময় তাঁর কাণে কাণে কি কথা বোল্লেন।

"বেশ বেশ!—সেই কথাই ভাল!"—বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী সদয়-প্রফুল্লবদনে পত্নীকে এই কথা বোলে, আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন, "এসো তুমি! বাড়ীর ভিতরেই এসো। আহার পাবে, শয্যা পাবে, রাত্রিটী এইখানেই তুমি থাকো। আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হোতে পারে, প্রভাতে বিবেচনা করা যাবে।"

কৃতজ্ঞতার অশ্রু আমারে যেন অন্ধ কোরে তুল্লে। আশ্রয়দাতার আশ্রমে আমি প্রবেশ কোল্লেম। স্বচ্ছন্দে আহারাদি কোরে, সে রাত্রি সেই থানেই যাপন কোল্লেম। একটী কিঙ্করী দরজা খুলে দিয়েছিল, আমি যখন আমার দুঃখের কথা বলি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবগুলি সে শুনেছিল। আমি তার দয়ার পাত্র হোলেম। মনে মনে সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা জানালেম। সজলনয়নে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেম। প্রভাতে কর্ত্তা আমারে ডেকে পাঠালেন। আমি গেলেম। কর্ত্তা-গৃহিণী উভয়েই একস্থানে বোসে ছিলেন। আমি গিয়ে অভিবাদন কোল্লেম। আকৃতি দেখেই প্রকৃতির পরিচয় পেলেম। অতি বিনম্র শান্তমূর্ত্তি। কর্ত্তার প্রশ্নে আমি আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব চাক্‌রীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেম। সার্ আলেক্‌জণ্ডর করন্দেলের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে, জুয়াচোরের হাতে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া পর্য্যন্ত সংক্ষেপে সংক্ষেপে সমস্তই আমি নিবেদন কোল্লেম।

গম্ভীরভাব ধারণ কোরে,—গম্ভীর অথচ প্রফুল্লবদনে আমার আশ্রয়দাতা বোল্লেন, "সমস্তই তুমি সত্য বোলেছ। তোমার সব কথায় আমার বিশ্বাস হয়েছে। তথাপি তোমারে আমার আর একটু পরীক্ষা করা দরকার। কেননা, সত্য সত্যই জুয়াচোরে তোমার এ দশা কোরেছে কিম্বা তুমি তোমার নিজের দোষেই সর্ব্বস্ব হারিয়েছ, সেটীতে আমার সন্দেহভঞ্জন করা আবশ্যক। সন্দেহভঞ্জন হোলেই তোমারে আমি একটী যেমন তেমন চাক্‌রী দিতে পারি।"

আবার আমি কৃতজ্ঞতা জানালেম। যে রকমে পরীক্ষা করা তাঁর ইচ্ছা, সেই রকম পরীক্ষাতেই প্রস্তুত, আহ্লাদপূর্ব্বক এ কথা আমি বোল্লেম।

এই স্থলে প্রকাশ রাখা উচিত, এ বাড়ীর কর্ত্তার নাম রোলাণ্ড। যে খবরের কাগজে জুয়াচোর দরচেষ্টারের বিজ্ঞাপন আমি দেখেছিলেম, নিকটের এক বাড়ী থেকে মিষ্টার্ রোলাণ্ড সেই কাগজের ফাইল্ চেয়ে আন্‌লেন। যেটী তাঁর দেখা দরকার, ফাইল উল্‌টে উল্‌টে আমিই তা দেখিয়ে দিলেম।

রোলাণ্ড তখন আমার সমস্ত কথায় বিশ্বাস কোল্লেন। সস্নেহবদনে বোল্লেন, "আচ্ছা, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এখনই এখানে আস্‌বেন, তাঁরে আমি ওল্‌ড্‌হামনগরে পাঠাব। যে বাড়ীতে সেই জুয়াচোর পাদ্রী বাস কোত্তো, সেই বাড়ীর অধিকারিণীর সঙ্গে দেখা কোরে আস্‌বেন। ঘটনাটা কি রকম, ভাল কোরে জান্‌বেন।"

একটী যুবাপুরুষ প্রবেশ কোল্লেন। দিব্য সুশ্রী যুবাপুরুষ। বয়স অনুমান বাইশ

তেইশ বৎসর। তিনিই কর্ত্তার ভ্রাতুষ্পুত্র। নাম ষ্টিফেন। আমারে সেইখানে দেখে ষ্টিফেন তাঁর পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা বোল্লেন, "গতরাত্রে আপনি কি এই গরিব বালকটীর কথাই বোল্‌ছিলেন ?"

"হাঁ,—এই সেই দরিদ্র বালক! এই বালক যে যে কথা বোল্লে, সব যদি ঠিক ঠিক হয়,—আমি জান্‌তে পাচ্ছি সমস্তই ঠিক,—আর যদি কোন গোলমাল না থাকে, তা হোলে বালকটীকে আমি রেখে দিব। তুমি একবার তত্ত্ব জেনে এসো!"

বিবি রোলাণ্ড মৃদুবিনম্রস্বরে স্বামীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আরও কি অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক ?"

স্বামী উত্তর কোল্লেম, "এই বালকের উপকারের জন্যই অনুসন্ধান আবশ্যক। ষ্টিফেন যাবেন, সেই জুয়াচোরটাকে গ্রেপ্তার কর্‌বার যদি কোন সুযোগ জেনে আস্‌তে পারেন, সে কাজটা খুব ভালই হবে।"

সেপক্ষে সুযোগ হোক্ না হোক্, আমার জীবনধারণের পক্ষে একটু সুযোগ হলো। তত্ত্বানুসন্ধানে আমার সমস্ত কথাই ঠিক ঠিক মিল্লো। আমি চাকরী পেলেম। মাঞ্চেষ্টর নগরে রোলাণ্ডের বাড়ীতে আমি চাকর হোলেম।

সপ্তচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

নিরুপায়ের উপায়।

মাঞ্চেষ্টরনগরে রোলাণ্ডের বাড়ীতে আমি চাকর হোলেম। আবার আমারে উর্দ্দী পরিধান কোত্তে হলো। দয়ালু রোলাণ্ড আমারে প্রচুর বেতন দিবেন অঙ্গীকার কোল্লেন। রোলাণ্ডের সন্তানসন্ততি হয় নাই। কেবল ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রটীকে সন্তানের মত প্রতিপালন করেন। ষ্টিফেনের পিতা রোলাণ্ডের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। লণ্ডননগরে তাঁর সওদাগরী কারবার ছিল। বুদ্ধির দোষে—স্বভাবদোষে—অসম্ভব অপব্যয়ে, দুবার তিনি দেউলে হন। তাঁর একটী সন্তান হয়। সহোদরের অকালমৃত্যুর পর সদাশয় রোলাণ্ড সেই পিতৃহীন পুত্রটীকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন কোরে আস্‌ছেন। ষ্টিফেনের প্রকৃতি পিতৃদৃষ্টান্তে খারাপ হয়ে উঠেছিল, রোলাণ্ড এখন তাঁরে সৎপথে এনেছেন। চরিত্র বিশুদ্ধ হয়েছে। আমি শুন্‌লেম, চিল্‌হামের মারকুইস্ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠাকন্যা লেডী লেষ্টারের সঙ্গে ষ্টিফেনের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়েছে। অতিশীঘ্রই বিবাহ হবে। ষ্টিফেনের একজন সহচর চাই। আমার ভাগ্যে ছিল তাঁর সহচর হওয়া, সেই কাজটাই আমি পেলেম। বেতন প্রচুর হলো, কেবল এইমাত্র উপকার নয়, আমার নূতন প্রভু আমারে

অনেকগুলি টাকা অগ্রিম প্রদান কোল্লেন। ভিখারী অবস্থায় যে কাপড়গুলি আমি বন্ধক দিয়েছিলেম, সেগুলি খালাস কোরে আন্‌লেম। যে ঘরভাড়া বাকী ছিল, সেগুলিও পরিশোধ কোল্লেম। সরাইখানা ত্যাগ কোরে আমি এসেছি, আমার প্রিয়বন্ধু ডঙ্কন যদি পত্রের জবাব দেন, নূতন ঠিকানা জান্‌বেন না, সরাইখানার ঠিকানতেই পত্র পাঠাবেন, আমি সেই সরাইখানায় গেলেম। আমার বাক্স-তোরঙ্গ যা যা সেখানে ছিল, সমস্তই আন্‌লেম। যদি পত্র আসে, নূতন ঠিকানায় যেন পাঠান হয়, বাড়ীর অধিকারীকে বিশেষ অনুরোধ কোরে সে কথাটী আমি বোলে এলেম।

পরদিন প্রভাতেই এক পত্র এলো। পত্রে লেখা ছিল :——

"এডিন্‌বরা, ২৪এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪০।"

"প্রিয়বন্ধু!

কোন অনিবার্য্য কারণে তোমার পত্র প্রাপ্ত হইতে আমার অসঙ্গত বিলম্ব হইয়াছে। এইমাত্র সে পত্র পাইলাম। যে কারণে তুমি হঠাৎ এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছ, তাহা আমি বুঝিলাম। সত্য সত্যই লানোভার হইতে যদি তোমার বিপদের ভয় থাকে, অবশ্য তাহা সম্ভব। সে অবস্থায় এ অঞ্চল পরিত্যাগ করা তোমার ভালই হইয়াছে। সার্ আলেকজণ্ডরকে তুমি যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহা তাঁহাকে আমি পাঠাইয়া দিয়াছি। এ সংসারে চাক্‌রী করিতে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, সার্ আলেক্‌জণ্ডর অবশ্যই আহ্লাদ পূর্ব্বক তোমারে নিযুক্ত করিবেন। তোমার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও বন্ধুত্বভাব অক্ষত রহিয়াছে। সে জন্য কোন সন্দেহ করিও না। তোমার এখন অর্থের অভাব হইয়াছে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আপাততঃ যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাঠাই, গ্রহণ করিও। অল্প হইল বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইও না। তোমার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের যৎসামান্য নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিও;—উপেক্ষা করিও না।

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

ডঙ্কন্।"

পত্রখানি পাঠ কোরে আমি পরম পুলকিত হোলেম। মনে মনে যে সন্দেহ দাঁড়িয়েছিল, সে সন্দেহটী তফাত হয়ে গেল। পত্রমধ্যে দেখ্‌লেম, বিংশতি পাউণ্ডের একখানি ব্যাঙ্কনোট। বিস্তর উপকার বোধ হলো। উদ্দেশে সাধুবাদ প্রদান কোল্লেম। করন্দেলের সংসারে পূর্ব্বপদে বাহাল হোতে পারি, পরিষ্কার আশ্বাস পেলেম। কিন্তু করি কি? ঘোর দুঃসময়ের উপকারী আশ্রয়দাতা রোলাণ্ড, হঠাৎ কি বোলেই বা তাঁরে পরিত্যাগ করি? সরাসর অবস্থা বর্ণন কোরে ডঙ্কনের পত্রের উত্তর লিখ্‌লেম। সময়ে দর্শন কর্‌বার আশা রাখ্‌লেম। আশু সাক্ষাৎ কোত্তে পাল্লেম না, ক্ষমা চাইলেম। পত্রখানি ডাকে চোলে গেল।

আমি মাঞ্চেষ্টরেই থাক্‌লেম। দিনকতক আছি, সেই টমাস্,—প্রথম রাত্রে যে আমার উপর হোঁচট খেয়ে পোড়েছিল, তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়েছে। অনেকদিন যাবৎ

টমাস্ সেই সংসারে কাজ কোচ্চে, ঘরাও কথা অনেক জানে, ষ্টিফেনের বিবাহসম্বন্ধে টমাসের মুখে আমি অনেক কথা শুন্‌লেম। টমাস্ বোল্লে, "প্রায় দুই তিন বৎসরাবধি লেডী লেষ্টারের সঙ্গে ষ্টিফেনের প্রেমালাপ চোলে আস্‌ছে। কোন্ সময়ে কি প্রকারে প্রথম দেখা, তা আমি ঠিক জানি না। কেবল আমি কেন, লেডী লেষ্টারের পিতা কিম্বা সে পরিবারের অপর কেহই এ বিষয় কিছুই জান্‌তেন না। এখন জেনেছেন। বিবাহ হবে, সম্মতিও দিয়েছেন। কিন্তু এখনো আমার সন্দেহ আছে। লর্ড চিলহাম বংশমর্য্যাদায় মহাগর্ব্বিত। রোলাণ্ডপরিবারের সঙ্গে তাঁদের কুটুম্বিতা তিনি অতি ঘৃণার বিষয় বিবেচনা করেন। লেডী লেষ্টার আমাদের ষ্টিফেনকে অন্তরের সঙ্গে ভালবেসেছেন, সেই জন্যই যেন দায়ে পোড়েই সেই মহাগর্ব্বিত মার্‌কুইস্ এ কাজে সম্মতি দিয়েছেন।"

টমাস্ আমারে আরো বোল্লে, "শুধু কেবল তাই নয়, যেতে হবে। আমাদের কর্ত্তা-গৃহিণী উভয়েই বিবাহ দিতে মার্‌কুইসের বাড়ীতে যাবেন। গোপনে চুপি চুপি যেতে হবে। যেদিন প্রাতঃকালে বিবাহ, তার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হবার বন্দোবস্ত। বিবাহটীও গোপনে সমাধা হবে। বিবাহের পরেই বরকন্যা স্থানান্তরে চোলে যাবেন। আমাদের প্রভু মাঞ্চেষ্টরে ফিরে আস্‌বেন।"

বৈঠকখানায় ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। আমাদের কথোপকথন বন্ধ হয়ে গেল।

গ্নসেষ্টারশায়ারে মার্‌কুইসের বাড়ীতে বিবাহ হবার কথা। পরদিনেই যাত্রার আয়োজন। আমারে সঙ্গে যেতে হবে। কর্ত্রীর সহচরীও যাবে। মাঞ্চেষ্টর থেকে বিবাহবাড়ী প্রায় একশত ত্রিশমাইল দূর। ডাকের ঘোড়ারা অনায়াসে দুদিনে পৌঁছিতে পারে। বেলা নটার সময় আমরা সকলে গাড়ীতে উঠ্‌লেম। কর্ত্তা, গৃহিণী, আর ষ্টিফেন গাড়ীর ভিতরে বোস্‌লেন, আমি আর হেলেন পশ্চাতে বোস্‌লেম। কর্ত্রীর সহচরীর নাম হেলেন। গ্নসেষ্টারশায়ার!—আমি জানি না, গ্নসেষ্টারশায়ারের কোন্ প্রদেশে যেতে হবে। হেলেনকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায় আমরা যাচ্ছি?"

হেলেন আমার প্রশ্ন শুনেই হেসে উঠ্‌লো। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "কি আশ্চর্য্য কথা! কোথায় যাচ্চো, নিজে তা তুমি জান না? আগে এ কথা জিজ্ঞাসা কর নাই কেন? এখন আমি বোল্‌বো না। যখন পৌঁছিব, তখন বোল্‌বো।"

সকৌতুকে আমি বোল্লেম, "একটু একটু আমি শুনেছি। গ্নসেষ্টারশায়ারের কোন এক জায়গায় আমাদের যেতে হবে।"

"আ! তবে ত তুমি অনেক শুনেছ। সেখানে অনেক নগর। তুমি কি কখনো গ্নসেষ্টারশায়ারে গিয়েছিলে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "গিয়েছিলেম। অতি অল্পদিনের জন্যই যাওয়া। গত বৎসরের পূর্ব্ববৎসরে গিয়েছিলেম।"

হেলেন জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কোথায়?"

আমি উত্তর কোল্লেম; "চেস্তনহাম।"

হেলেন চোম্‌কে উঠ্‌লো। প্রতিধ্বনি কোল্লে, "আঃ! চেতনহাম! মজার জায়গা! আচ্ছা, আর কিছুবুঝ্‌তে পেরেছ?"

'বুঝ্‌তে পাচ্চি যেন চেতনহাম।"

"তবে আর কি? তবে ত তোমার অনুমান ঠিক!"

আমিও সেই সময় চোম্‌কে উঠ্‌লেম। নিশ্চয়ই বুঝ্‌লেম, চেতনহামে যাওয়া হোচ্চে। সেই সময়ে কত কথাই যে আমার মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, পাঠকমহাশয় অনুভবেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। লেডী কালিন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ! কালিন্দীর পিতার উদ্যানে সঙ্কেতস্থান! সেই সাপজড়ানো মানুষের ভয়ানক ছবি! পিতাপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ, মহাবিপদের আশঙ্কা, চেতনহাম ছেড়ে পলায়ন, এই প্রকারে কত কথাই যে আমি ভাব্‌লেম,—ভেবে ভেবে তখন কতখানাই যে আমার মনে সংশয় আস্‌তে লাগ্‌লো, মুখ আমার কেমন হয়ে এলো, হেলেন হয় ত তাব কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লে না।

আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেম।—ঠিক সন্ধ্যার সময়েই পৌঁছিলেম। অভ্যর্থনার ত্রুটি হলো না। নিশাকালের শয়নস্থান নির্দ্দিষ্ট হলো। একজন চাকর আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে একটী প্রশস্ত ঘর দেখিয়ে দিলে।—বোল্লে, "এই ঘরে তোমার প্রভু ষ্টিফেন শয়ন কোর্‌বেন, এই ঘরের পাশের ঘরে তুমি থাক্‌বে। বড় আশ্চর্য্য বিবাহ! বাড়ীর কেহই এতদিন একথা জান্‌তে পারে নাই। লেডী লেষ্টার কাহাকেও বিবাহ কোরবেন বোলে মনে মনে স্থির কোরে রেখেছেন, এ কথার কিছুই আমরা শুনি নাই। বোধ হোচ্চে যেন, ইন্দ্রজালের খেলা!"

কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি সেই চাকরটীর সঙ্গে অন্য ঘরে আরাম কোত্তে গেলেম। সেখানে মদ খাওয়া হলো। কখনও যা হয় না, সে রাত্রে আমার তাই হলো। মাত্রা কিছু বেশী চোড়ে গেল। রাত্রি যখন এগারোটা, আমার শয়নের সময় হলো। পূর্ব্ব-কথিত চাকরটী আমারে বোল্লে, "তোমার ঘরে বাতী জ্বেলে রেখে এসেছি, যাও! তোমার প্রভুর পাশের ঘর!—চিন্‌তে পার্‌বে ত? পথভুল হবে না ত?"

লজ্জিত হয়ে আমি বোল্লেম, "ভুল কখনই হবে না।"

আমি উপরে উঠে গেলেম। বারাণ্ডা পার হয়ে চোল্লেম। দুধারেই পুতুলের হাতে বাতী জ্বোল্‌ছে। আমি সটান চোলে যাচ্ছি। কত ঘর পার হয়েই যাচ্ছি। ঠোকে গেলেম। বোলে এলেম, ভুল হবে না, কিন্তু বিলক্ষণ ভুল হলো। ঘর চিন্‌তে পাল্লেম না। অল্প অল্প নেসার আমেজ এসেছিল। পথ ভুলে গেলেম! বারাণ্ডার দুধারেই ভিন্ন ভিন্ন ঘরের দরজা দেখ্‌ছি। কোন্ ঘরে যেতে হবে, ঠিক কোত্তে পাচ্চি না!

এইটেই বুঝি হবে! একটা ঘরের দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে মনে মনে অবধারণ কোল্লেম, এই ঘরটাই হবে। দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। ঘর অন্ধকার! এককালে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার নয়, ঘরের একধায়ে একটা মিড়্‌মিড়ে আলো ছিল, সে আলোতে কিছুই ভাল কোরে দেখা যায় না। যেটুকু জ্বোল্‌ছিল, সেটুকুও নির্ব্বাণ প্রায়।

বড়ই সঙ্কটে পোড়্লেম। স্থির হয়ে দাঁড়ালেম। মনে মনে জল্পনা কোত্তে লাগ্লেম, এই ঘরটাই যদি ঠিক হয়, ষ্টিফেনের ঘরের দরজা তবে অবশ্য এই দিকেই হবে। সেই দিকেই অগ্রসর হোতে লাগ্লেম। হাতে একটা পর্দ্দা ঠেক্লো। পর্দ্দাটা সোরিয়ে ফেল্লেম। মনে কোল্লেম, এই ঠিক। একবার দেখে গিয়েছি, আমাদের.দুটী ঘরের মধ্যস্থলে পর্দ্দা ফেলা। হস্ত বিস্তার কোল্লেম। এক হাতে দরজার একটা কড়া ঠেক্লো। ঘুরালেম। দেখ্লেম, ভিতরদিকে বন্ধ। আঘাত কোল্লেম। একটা জানালার সাসীতে আর একখানা হাত ঠেক্লো। দরজাটার দিকে আর একটু অগ্রসর হোলেম।—কাষ্ঠের দরজা নয়, কাঁচের দরজা। পর্দ্দাঢাকা সাসীদরজা। এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! দ্রুতগতি ফিরে দাঁড়ালেম। আলোটা তখনো পর্য্যন্ত মিট্‌মিট্ কোরে জ্বোল্‌ছিল। দেয়ালের দিকে চেয়ে দেখ্লেম। দেয়ালের গায়ে একটা বৃহৎ চতুষ্কোণ পদার্থ নয়নগোচর হলো। কি সেটা, সে আলোতে ভাল কোরে দেখ্তে পেলেম না। নিকটে এগিয়ে গেলেম। যে টেবিলের উপর আলো ছিল, সেই টেবিলের গায়ে হাত লাগ্লো। নাড়া পেয়ে আলোটা একবার একটু উজ্জ্বল হয়ে জ্বোলে উঠ্লো। সেই আলোতে দেয়ালের দিকে আমি আবার চেয়ে দেখ্লেম। কি দেখ্লেম?—ওঃ! সেই ঘর!—সেই ছবি!—সেই ভয়ানক দৃশ্য! অশ্বারোহী পুরুষকে কালসাপে জড়িয়ে ধোরেছে! সেই ভয়ানক ছবি আবার আমি দেখ্লেম। সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হলো! ও পরমেশ্বর! এ আবার কি বিপদ? এখানে আবার আমি কেন এলেম? দেড় বৎসর পূর্ব্বে ঘটনাগতিকে এই ভয়ানক ঘরে একবার আমি এসে পোড়েছিলেম!

সবেমাত্র আমার মুখ দিয়ে পরমেশ্বরের নামটী উচ্চারিত হয়েছে, ঠিক সেই সময় শুন্তে পেলেম, কে যেন আমার অতি নিকটে ধীরে ধীরে চোলে আস্‌ছে। সচঞ্চলে সেই দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেম। দেখ্লেম, একজোড়া তীক্ষ্ণচক্ষু কটমট কোরে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে! ওঃ! সেই চক্ষু! সেই ভয়ানকরাত্রে যে চক্ষু দেখে আমার শরীরের রক্ত জল হয়ে গিয়েছিল, সেই চক্ষু আবার এই!

"ইউজিন্! তুমি কি এখানে?"—সেই রকম কম্পিত রুক্ষস্বরে এই রকম প্রশ্ন হলো। দেড়বৎসর পূর্ব্বে ঠিক সেই ঘরে সেই স্বর আমি শুনেছিলেম। সেই স্বর আবার বোল্‌তে লাগ্লো, "আমি ঘুমিয়ে পোড়েছিলেম। আগুন নিবে গেছে; বাতীটাও প্রায় নিবে যায় যায় হয়েছে। আঃ! ভাবনায় ভাবনায় আমি অস্থির হয়ে পোড়েছি। ভাব্‌তে ভাব্‌তেই ঘুমিয়ে পোড়েছিলেম। ঘণ্টা বাজাও! আলোটা জ্বেলে দিয়ে যেতে বল! ইউজিন! কথা কোচ্চো না কেন?"

আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্লো। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমি বোল্লেম, "মহাশয়! আমি ইউজিন নই!"

"কে তুই? ওঃ! সেই স্বর! নিশ্চয়!—নিশ্চয়!—নিশ্চয়!—এ স্বর পূর্ব্বে আমি নিশ্চয়ই শুনেছি। এ আবার কোথা থেকে এখানে এলো?—কে তুই? বল্ কে তুই?"

PRNTED BY KHIRODE NATH GHOSH RAMAYANA PRESS NO 44 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

রেগে রেগে এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে একটী বৃদ্ধলোক দৃঢ়মুষ্টিতে আমার গলাবন্ধ টেনে ধোল্লেন। রেগে রেগে গর্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লেন। কে তিনি? মার্‌কুইস্ অফ চিল্‌হাম। এই বৃদ্ধ মার্‌কুইসের কন্যাই লেডী লেষ্টার।

বাতীটা নিবে গেল। নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। ভয়ে আমার আত্মাপুরুষ কাঁপ্‌তে লাগলো। আবার আমি সেই ভয়ানক স্থানে এসে পোড়েছি। আতঙ্কে কম্পিতকণ্ঠে আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "মহাশয়! মহাশয়! দোহাই মহাশয়! দৈবগতিকে—"

"ঠিক সেই! ওঃ! স্বর আমি চিনেছি! দাঁড়া এই খানে! যদি নড়িস্, প্রাণ যাবে!"—এই কথা বোলেই সেই ক্রোধান্ধ মার্‌কুইস আমার গলা ছেড়ে দিলেন। সেই সময় আমি যেন পিস্তল আকর্ষণের খট্‌খট্ শব্দ শুন্‌তে পেলেম। প্রাণ যায় আর কি। মনে কোল্লেম, লাফিয়ে গোড়ে পিস্তলটা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিই। আবার সেই রকম শব্দ হলো। শেষের শব্দটা আরও স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেম। পিস্তল নয়,—ঘণ্টার তারের শব্দ। লজ্জা পেলেম। ঠিক সমভাবেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম।—চুপ কোরে থাক্‌লেম না, কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে বোল্লেম, "আমি নিশ্চয় বোল্‌ছি, আমার মনে কোন কু-অভিপ্রায় নাই। আমি নির্দ্দোষী। কোন অপরাধ করি নাই। একটা দৈবঘটনায় দৈবাৎ আমি এখানে এসে পোড়েছি।"

"চুপ্ কোরে থাক্! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোকে কথা কইতে না বলি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ্ কোরে দাঁড়িয়ে থাক্!"

ঘরের চৌকাঠের উপর একজন পদাতিক দেখা দিলে। লর্ড চিল্‌হাম ব্যগ্রভাবে তারে বোল্লেন, "আর একটা আলো জ্বেলে আন! খুব যেন ভাল জ্বলে।—আর দেখ! লর্ড লেষ্টারকে এখানে আস্‌তে বল!"

পদাতিক চোলে গেল। একটু পরেই একটা প্রজ্বলিত বাতী হাতে কোরে পুনঃ-প্রবেশ কোল্লে। সঙ্গে সঙ্গেই লর্ড লেষ্টার। পাঠকমহাশয় স্মরণ কোর্‌বেন, এই লর্ড লেষ্টার আমার চক্ষে নূতনলোক নহেন। দেড় বৎসর পূর্ব্বে বিবি রবিন্‌সনের কাছে চাক্‌রী কর্‌বার অভিলাষে যখন চেতনহামে আসি, লেডী কালিন্দীর সঙ্গে দেখা কোত্তে গিয়ে অকস্মাৎ যে যুবাপুরুষের হাতে আমি ধরা পড়ি, এখন যে ঘরে এসেছি, তখনো এই ঘরে প্রবেশ কোরেছিলেম। যে বৃদ্ধটী এখন লর্ড চিল্‌হাম, তখন তাঁরে আমি চিন্‌তেম না। লর্ড লেষ্টারকেও চিন্‌তেম না। যাঁর নাম ইউজিন, তিনিই সেই লর্ড লেষ্টার। তাঁরে দেখেই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হলো। তিনিই আমারে সেই ভয়ানক রাত্রে গুলী কোত্তে চেয়েছিলেন! এবারেই বা কি ঘটে! রোলাণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র ষ্টিফেন দেড়বৎসর পূর্ব্বে সেই ভয়ানক রাত্রে পথের মাঝখানে বনের ধারে একবারমাত্র দেখা দেন।—দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়েছিলেন। তাঁরে ধোত্তে গিয়েই ভুলে আমারে ধরা। সেটা আমার মনে তখন ঠিক লাগ্‌লো। অবাক্ হোয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম।

পদাতিক আবার বেরিয়ে গেল। লর্ড লেষ্টার ক্রোধে যেন অগ্নি অবতার হোলেন। প্রজ্জ্বলিতনয়নে আমার দিকে চাইতে চাইতে ক্রোধকম্পিতস্বরে গর্জ্জন কোরে উঠ্‌লেন, "জোসেফ উইলমট এখানে! ওঃ! জোসেফ উইলমট! এই বুঝি তোর ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা? আবার তুই আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ কোরেছিস্?"

পূর্ণসাহসে আমি উত্তর কোল্লেম, "আগে আমার কথা শুনুন; তার পর ক্রোধ প্রকাশ কোর্‌বেন। শুন্‌তে হয় শুনুন,—অগ্রাহ্য কোত্তে ইচ্ছা হয়, তাই করুন; কিন্তু নিশ্চয় জান্‌বেন, সহসা যদি বলপ্রকাশ করেন, ভাল হবে না। সহজে আপনার গোঁয়ারগিরিতে অভিভূত হব না!"

বিষাক্তনয়নে আমার দিকে আবার চেয়ে চেয়ে, লর্ড লেষ্টার আবার বোলে উঠ্‌লেন, "আবার সেই রকম জোর জোর কথা!"

পুত্র জোর কথা আরম্ভ কোল্লেন। পূর্ব্ববৎ ধমক দিতে লাগ্‌লেন। বৃদ্ধ মারকুইস্ একটু নরম হয়ে তাঁরে চুপ্ কোত্তে বোল্লেন। পিতাপুত্র উভয়েই আমার উপর নানাপ্রশ্ন বর্ষণ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। আমি কাটাকাটা উত্তর দিতে লাগ্‌লেম। প্রথমেই বোল্লেম, "আমার শয়নঘর চিন্‌তে না পেরে—"

"তোর শয়নঘর?"—চমকিতভাবে পিতাপুত্র উভয়েই আমার ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি কোরে উঠ্‌লেন। আমি বোল্লেম, "হাঁ মহাশয়! দৈবঘটনায় আপ্‌নাদের বাড়ীতে আবার আমি এসে পোড়েছি!"

কি যেন একটু চিন্তা কোরে ইউজিন বোল্লেন, "তবে বুঝি তুই ঐ সকল অর্থপিশাচ ছোটলোকদের সঙ্গে—"

গম্ভীরভাবে লর্ড লেষ্টারের প্রতি ঘৃণা জানিয়ে, আমি উত্তর কোল্লেম, "যাঁদের আপ্‌নি ছোটলোক বোল্‌ছেন, এ অঞ্চলের বড় বড় লোকের মত তাঁরা অবশ্যই মহৎলোক। আপনি যেমন মহাদাম্ভিক, আপ্‌নাদের যেরূপ মানসম্ভ্রম, যাঁদের সঙ্গে আমি এসেছি, কিছুতেই তাঁরা সে রকম মানসম্ভ্রমে আপ্‌নাদের চেয়ে ছোট নন।"

সক্রোধে ইউজিন পুনর্ব্বার বোল্লেন, "ভয়ঙ্কর চাতুরী! ভয়ানক প্রতারণা! এর ভিতর কিছু কাণ্ডকারখানা আছে!"

পিতা একটু নরম হন, পুত্র আরও বেশী রেগে রেগে উঠেন। কিছুতেই আমি ভয় পাই না। অনেক ভেবে চিন্তে মারকুইস অবশেষে একটু নম্রস্বরে বোল্লেন, "দেখ জোসেফ উইলমট! তোমার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা মনে কর। ইংলণ্ডের এক মহৎবংশের মানগৌরব এখন তোমার হাতে, তা তুমি জান?"

"জানি মহাশয়! থাক্‌বেও তা। যে ঘটনা ঘোটেছিল, কাণে কাণেও কি কাহারো কাছে সে কথা আমি বোলেছি? দেড়বৎসর পূর্ব্বে এই ঘরে যে যে কাণ্ড হয়ে গেছে, জনরবেও কি আপ্‌নারা তার কোন বিন্দুবিসর্গ শুন্‌তে পেয়েছেন?"

মারকুইস্ বোল্লেন, "সে কথা সত্য! এত দিন তুমি তোমার অঙ্গীকার পালন

কোরেছ, তাতে আমার সন্দেহ হোচ্চে না, কিন্তু হয়েছে কি জান ? ব্যাপারখানা এখন আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্তই হয় ত তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ। ষ্টিফেন রোলাণ্ড তোমাকে সঙ্গে কোরে এনেছেন। তাঁর কাছে তুমি চাক্‌রী কর ?"

"হাঁ, চাক্‌রী করি। ষ্টিফেনকে আমি ভক্তিও করি।"

"আমার কন্যাকে নিয়ে ষ্টিফেন যেখানে যাবে, তুমিও ত সঙ্গে থাক্‌বে ?"

"এই রকম বন্দোবস্ত বটে।"

বৃদ্ধ মারকুইস্ মানসিক চাঞ্চল্যে অত্যন্ত অস্থির হয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তা কখনই হোতে পার্‌বে না। আমার কন্যা তোমাকে চিন্‌বে। এই ঘরে সে তোমাকে দেখেছিল, সে কথা তার মনে হবে। লজ্জায় মোরে যাবে !"

সক্রোধে ইউজিন বোলে উঠ্‌লেন, "সে কথায় আমাদের কাজ কি ? লজ্জা !—সে ছুঁড়ীর আবার লজ্জা আছে ?"

"চুপ কর তুমি !"—পুত্রকে বাধা দিয়ে মারকুইস্ বোলে উঠ্‌লেন, "এ কাজটা পিতার কাজ, ভ্রাতার নয়। তুমি চুপ কোরে থাক ! দেখ জোসেফ উইলমট ! মেয়েটার উপর এখনো আমার স্নেহ আছে। আমার ইচ্ছা এই, তোমাকে সে যেন কোথাও দেখ্‌তে না পায়। তুমি আর ষ্টিফেন রোলাণ্ডের—"

"চাক্‌রী কোর্‌বে কি না কোর্‌বে,—দেখা কোর্‌বে কি না কোর্‌বে, সে সকল গুপ্তকথা প্রকাশ কোর্‌বে কি অপ্রকাশ রাখ্‌বে, কেন পিতা,—একটা বিদেশী বেহায়া ছোঁড়ার কাছে সে সব কথা আপ্‌নি কেন তুল্‌ছেন ?"

"তবে আমি কি কোর্‌বো ?"—পুত্রের উক্তিতে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে, কপালে হাত রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে, বৃদ্ধ মারকুইস্ চঞ্চলভাবে বোল্লেন, "তবে আর আমি কি কোর্‌বো ?—তুমি আমাকে কি কোত্তে বলো ?"

"আপ্‌নি আর কি কোর্‌বেন ? এই জোসেফ উইলমট এখনি এখান থেকে প্রস্থান করুক্। কেহই না দেখ্‌তে পায়, গোপনে প্রস্থান করুক্। আর দেখুন, উইলমটকে কিছু টাকা দিন, কিম্বা আর কিছু—"

"আমি টাকা চাই না !"—সক্রোধে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "দেখুন, লর্ড লেষ্টার ! আপ্‌নি আমারে টাকার লোভ দেখাবেন না। চুপি চুপি রোলাণ্ডের চাক্‌রী ছেড়ে আমি পালাবো, কখনই তা হবে না। তেমন অকৃতজ্ঞ আমি নই। কৃতজ্ঞতা কি বস্তু, তা আমি জানি। ষ্টিফেনের কাছে আমি যদি থাকি, আপনারা তাতে সুস্থির থাক্‌বেন না, সেটাও আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। আরও বুঝ্‌তে পাচ্চি, আমারে নিয়ে যে সব কাণ্ড আপনারা কোরেছিলেন, ষ্টিফেন সেই সমস্ত গুপ্তকথা কিছুমাত্র জান্‌তে না পারেন, এইটাই আপনাদের ইচ্ছা। কিন্তু ভাবুন দেখি লর্ড লেষ্টার ! আমারে যখন আপনি ধোরেছিলেন,—আমি বোলে জান্‌তেন না, ষ্টিফেন বোলেও জান্‌তেন না, কিন্তু পিস্তল মেরে খুলি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন ! লেডী লেষ্টারকে বিবাহ কোত্তে বোলেছিলেন !

সে সব কথা কি মনে পড়ে না? লেডী লেষ্টার আমারে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বেন, অবশ্যই শিউরে উঠ্‌বেন, ষ্টিফেন যদি জিজ্ঞাসা করেন, লেডী লেষ্টার তখন—”

উচ্চকণ্ঠে ইউজিন বোলে উঠ্‌লেন, “লেডী লেষ্টার আমাদের কাছে শপথ কোরেছে। সে রাত্রের কথা কাহারো কাছে প্রকাশ কোর্‌বে না।”

ইউজিনকে কিছুতেই আমি ঠাণ্ডা কোত্তে পাল্লেম না। তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, “ষ্টিফেনকে সে সকল কথা জান্‌তে দেওয়া আমারও ইচ্ছা নয়। কর্ম্মটা আমি ছেড়ে দিব। বৃদ্ধ রোলাণ্ডকে সব কথা আমি বুঝিয়ে বোল্‌বো। তা হোলেই তিনি আমারে ছেড়ে দিতে রাজী হবেন। তা হোলে আমারেও আর নবদম্পতীর সঙ্গে কোন স্থানে যেতে হবে না। চাক্‌রী আমি ছেড়ে দিব। আমার দ্বারা যাতে আপনাদের কোন উপকার হয়, কখনই তাতে আমি অপ্রস্তুত থাক্‌বো না।”

মারকুইস্‌ বোল্লেন, “আচ্ছা, রোলাণ্ডের কাছে সেই সব কথা প্রকাশ না কোল্লে কি অন্য রকমে তুমি চাক্‌রী ছাড়্‌তে পার না?”

“কিছুতেই না।”

মারকুইস্‌ বোল্লেন, “তবে তাই করো।”—সংক্ষেপে এই কথা বোলেই পুত্রের অভিপ্রায় জান্‌বার জন্য পুত্রের মুখপানে চাইলেন।

আরক্তবদনে পিতার মুখের দিকে চেয়ে চাপা চাপা কথায় ইউজিন বোল্লেন, “তবে যা ইচ্ছা তাই করুন্‌! জোসেফ উইলমটকে যা বোল্‌তে ইচ্ছা করেন, আপ্‌নারা দুজনেই তার মিট্‌মাট কোরে ফেলুন, আমি চোল্লেম!”—অভিমানে উগ্রস্বরে এই সব কথা বোলেই লর্ড লেষ্টার সচঞ্চলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লর্ড চিল্‌হাম অসন্তুষ্ট হোলেন না। পুত্রের প্রস্থানে বরং একরকম নিশ্চিন্ত হয়েই তিনি আমারে সদয়ভাবে বোল্লেন, “জোসেফ! তুমি বেশ কথা বোলেছ। হঠাৎ পরিত্যাগ কোরে যাওয়াটা যেন পালিয়ে যাওয়া হয়। সে কথা কিছু নয়। তুমি বেশ কথা বোলেছ। তা আচ্ছা, কখন তুমি রোলাণ্ডকে সে সব কথা বোল্‌বে?”

“প্রাতঃকালেই বোল্‌বো। সব কথাই আমি বোল্‌বো। দেড়বৎসর পূর্ব্বে এখানে যা যা ঘোটেছিল, কিছুই আমি বাকী রাখ্‌বো না। বুঝেছেন আপ্‌নি?”

“হাঁ হাঁ! বুঝেছি,—বুঝেছি। প্রকাশ করারও প্রয়োজন দেখ্‌ছি। কিন্তু উইলমট্‌! আর একটী কথা। তুমি যেমন গোপন রেখেছ, তোমার বর্ত্তমান প্রভু রোলাণ্ড কি সেই রকমে গোপন রাখ্‌তে পার্‌বেন? তোমাকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মনে কোরে আমরা এখানে ধোরে এনেছিলেম, তোমার উপর ততদূর দৌরাত্ম্য কোরেছিলেম, সে সব কথা শুনে কি তিনি রাগ সম্বরণ কোত্তে পার্‌বেন?”

“পার্‌বেন।”—তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কোল্লেম, “অবশ্যই পার্‌বেন। তিনি অতি মহৎলোক। অল্পদিনেই আমি জান্‌তে পেরেছি, রোলাণ্ড একজন ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিক লোক। মনুষ্যত্ব কারে বলে, তা তিনি খুব ভালই জানেন। কোন চিন্তা কোর্‌বেন না।

কিন্তু আমার আর একটী ভাবনা হোচ্চে। যতটুকু তিনি শুন্‌তে পাবেন, তা ছাড়া আরও গোড়াব কথা যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—সে সকল কথা জান্‌তে যদি তাঁর কৌতূহল জন্মে, আমি ত তার কিছুই জানি না। সে সম্বন্ধে আমি তাঁরে কি বোল্‌বো? আপ্‌নাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, আপ্‌নি কি প্রকাশ কোর্‌বেন?"

"না জোসেফ! তোমার কথাবার্ত্তা শুনে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, যে যে কথা তুমি বোল্‌বে, তাতেই সব কথা থেমে যাবে।"

আমি বোল্লেম, "আমার যতদুব সাধ্য, তাঁব কিছু ত্রুটি হবে না। ১৮৩৮ সালের আগষ্ট মাসে আপনার পুত্র আমাকে ধবেন,—জোরে ধোরে এই ঘরে আনেন। পিস্তল মেরে খুন কোর্‌বেন বলেন। আর——"

"সে কথাটা ভুলে যাও! ইউজিন ভেবেছিলেন, তুমিই ষ্টিফেন বোলাণ্ড। কেন সে রকম সন্দেহ হয়, তাও তোমাকে বলি। একখানা চিঠী এসেছিল। চিঠীখানা ষ্টিফেনেব লেখা। আমার কন্যাব নামেই চিঠী। চিঠীখানা আমাব স্ত্রীর হাতে পড়ে। কাজে কাজে কন্যার মুখেই সব কথা প্রকাশ পায়। তারই মুখে ষ্টিফেন রোলাণ্ডের নাম আমবা শুনি। চেহাবা কখনও দেখি নাই।"

আমি বোল্লেম, "আর আপ্‌নাকে কিছুই বোল্‌তে হবে না। আমিই সব কাজ ঠিকঠাক কোব্‌বো।"—এই কথা বোলেই বিনীতভাবে অভিবাদন কোরে, ঘর থেকে আমি বেরুলেম। তখন আব ঘর চিনে নিতে কোন কষ্ট হলো না। যে ঘর আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, সেই ঘরে গিয়ে আমি শয়ন কোল্লেম। ক্ষণেকের মধ্যে যে যে ঘটনা হয়ে গেল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সব কথা চিন্তা কোল্লেম। শীঘ্র নিদ্রা এলো না। অনেকক্ষণ পরে নিদ্রা হলো। প্রভাতে গাত্রোত্থান কোল্লেম। চুপি চুপি হেলেনেব সঙ্গে দেখা কোল্লেম। চুপি চুপি তাকে বোল্লেম, "কর্ত্তার সঙ্গে আমার কিছু গোপন কথা আছে, গোপনে একবার সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন।" হেলেন সেই কথা কর্ত্তাকে বোল্‌তে গেল। ফিরে এসে সংবাদ দিলে, "যে ঘরে রাত্রে শয়ন কোরেছিলেন, সেই ঘরেই তোমারে ডাক্‌ছেন।"—দ্রুতপদে আমি সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম।

কি কথা আমি বোল্‌বো, কেন গোপনে সাক্ষাতের প্রয়োজন, প্রথমে কিছু বুঝ্‌তে না পেরে কর্ত্তা অনেকটা বিস্ময় প্রকাশ কোল্লেন। কথার কৌশলে সে বিস্ময়টা আমি শীঘ্রই তফাৎ কোরে দিলেম। প্রকাশ না হয়, সে কথা বোলে, কর্ত্তাকে সাবধান কোরে দিতেও ভুল্লেম না। রোলাণ্ড বোল্লেন,—গোপনের কথা গোপনেই রাখ্‌বেন। স্ত্রীর কাছেও প্রকাশ কোব্‌বেন না। তিনি আমারে আবও বোল্লেন, "তোমারে বিদায় দিতে আমার ইচ্ছা হোচ্চে না। আমার সঙ্গে তোমারে মাঞ্চেষ্টরে যেতে হবে। সেখানে আমি তোমারে কিছুদিন রাখ্‌বো। তার পর, কোন রকম ছল কোরে তোমারে আমি অন্য কর্ম্মে অন্যস্থানে পাঠাব। রাত্রে যেখানে ছিলে, এখন তুমি সেই ঘরে গিয়েই বোসে থাক। বিবাহেব পর বরকন্যা যখন বিদায় হবে, তার পর আমরা চোলে যাব।

তোমার চরিত্র অতি পবিত্র! তুমি আমার যে উপকার কোল্লে, তার প্রত্যুপকার আমি যা কোত্তে পারি, কখনই সে বিষয়ে উদাসীন থাক্‌বো না।"

কথাবার্ত্তা সব ঠিকঠাক হলো। বিবাহ হয়ে গেল। বরকন্যা বিদায় হোলেন। বৃদ্ধ রোলাণ্ডের সঙ্গে আমি মাঞ্চেষ্টরে ফিরে এলেম।

তিন সপ্তাহ অতীত। বৃদ্ধ রোলাণ্ড একদিন আমারে নির্জ্জনে ডেকে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! তোমারে বিদায় দিতে আমি বড়ই কাতর হোচ্ছি। এদিকেও দেখ্‌তে পাচ্ছি, একস্থানে থাকা আর হয় না। আমি আর আমার স্ত্রী শীঘ্রই এখান থেকে চোলে যাব। পরিণীত দম্পতী যেখানে গেছেন, সেই খানেই যাব। আমাদের সঙ্গেই তাঁরা মাঞ্চেষ্টরে আস্‌বেন। এলেই মার্কুইসের কন্যা তোমারে চিন্‌তে পার্‌বেন। চিন্‌লেই ভয় পাবেন। সেটা কিন্তু——"

আমি নিবেদন কোল্লেম, "সে জন্যে আপ্‌নাকে ভাব্‌তে হবে না। নিজে আমি যে উপায় উদ্ভাবন কোরেছি, তাতে আর আপ্‌নার উতলা হবার প্রয়োজন কি? আপ্‌নার মহত্ত্ব আমার অজ্ঞাত নাই। আপ্‌নার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। উপবাসে আমার প্রাণ যাচ্ছিল, দয়া কোরে আশ্রয় দিয়ে আপ্‌নি আমার প্রাণরক্ষা কোরেছেন। যতদিন বেঁচে থাক্‌বো, জীবনের এ কৃতজ্ঞতা কখনই আমি বিস্মৃত হব না।"

"তোমার কুশলসংবাদে সর্ব্বদাই আমি সুখী হব। কিন্তু জোসেফ! শুধু শুধু তোমাকে ত বিদায় দিতে পারি না। আমার পত্নীর সঙ্গে আমি পরামর্শ কোরেছি। বর্কশায়ারপ্রদেশে আমার স্ত্রীর কিছু দূরসম্পর্কীয় কুটুম্বসাক্ষাৎ আছেন। তাঁদের কাছেই তুমি কর্ম্ম পাবে। তাঁরা দূরদেশে আছেন, আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা হয় না, কিন্তু বন্ধুত্ব ঠিক আছে। যেস্থানে তাঁরা আছেন, সেই বাড়ীর নাম আরণ্যনিকেতন। বাড়ীর অধিকারীর নাম সাকল্‌ফোর্ড। তাঁর বাড়ীতে একটী লোক দরকার আছে। আমার স্ত্রীকে তাঁরা এ কথা লিখেছেন। সেই কর্ম্ম তুমিই পাবে। তাঁরা লোক ভাল। বেতনও যথেষ্ট হবে। আমি আশা করি, সেখানে তুমি সুখে থাক্‌তে পার্‌বে।"

বিনা আপত্তিতে সেই কথাই আমি স্বীকার কোল্লেম। রোলাণ্ড বোল্লেন, "আমি তবে তাঁদের ডাকে পত্র লিখি। কল্য কিম্বা পরশ্ব তুমি এখান থেকে রওনা হবে। রাস্তাটা কি রকম জান? আগে এখান থেকে বার্মিংহামে যাবে, সেখান থেকে অক্স্‌ফোর্ডে পৌঁছিবে। তার পর বাগ্‌সট্‌। সেই বাগ্‌সট্‌ নগরে তত্ত্ব কোল্লেই আরণ্যনিকেতনের সন্ধান পাবে। বাগ্‌সট্‌ থেকে সে স্থানটী পাঁচ ছয় মাইলের অধিক নয়।"

আমি সম্মত হোলেম। শুভপ্রস্থানের আয়োজন কোত্তে লাগ্‌লেম। মনে মনে বুঝ্‌তে পাচ্ছি, রোলাণ্ড মহোদয় যে স্থানের কথা বোলে দিলেন, সে স্থানটী লণ্ডন থেকে বিশ ত্রিশ মাইলের বেশী দূর হবে না। লণ্ডনের তত নিকটে আমি থাক্‌বো? তবে কি না, একটা কথা হোচ্ছে, রোলাণ্ডের মুখে শুনেছি, স্থানটী বড় নির্জ্জন। সেখানে বড় বেশী লোকের গতিবিধি থাক্‌বে না। আর একদিন আমি মাঞ্চেষ্টরে থাক্‌লেম।

দ্বিতীয় প্রভাতে রোলাণ্ড আমারে পথখরচ প্রদান কোল্লেন, আরও বিংশতি পাউণ্ড পুরস্কার দিলেন। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই আমারে আশীর্ব্বাদ কোরে বাড়ী থেকে বিদায় দিলেন। আমি ম্যাঞ্চেষ্টর ছেড়ে চোল্লেম।

অষ্টাচত্বারিংশ প্রসঙ্গ।

আরণ্য নিকেতন।

বাব্‌মিংহামে পৌঁছিলেম। এ স্থানটী সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসাবাণিজ্যস্থান। খানিকক্ষণ আমি নগরের শোভা আর শ্রমজীবী লোকের কর্ম্মস্থান দেখে দেখে বেড়ালেম। তার পর বাগ্‌সটের এক সরাইখানায় পৌঁছিলেম। সেই খানেই নিশাযাপন কোল্লেম। সেখান থেকে আরণ্যনিকেতন কতদূর, জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, ঠিক পাঁচ মাইল। সেই দিনেই আমার আরণ্যনিকেতনে পৌঁছিবার কথা। যানবাহনের অনুসন্ধান কোচ্ছি, একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। সরাইখানার লোকের মুখে শুন্‌লেম, সেই লোকটীর নাম হেন্‌লী। আমি সেই সরাইখানার লোককে আরণ্যনিকেতনের কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, হেন্‌লী সে কথা শুনেছিলেন। তিনি বোল্লেন, "আমিও সেই দিকে যাব। আমার গাড়ী আছে, আমার সঙ্গে যদি তুমি যেতে চাও, আরণ্যনিকেতনের কাছে তোমারে নামিয়ে দিয়ে যাব।"

সুবিধা বুঝে আমি সম্মত হোলেম। যে লোকটীর সঙ্গে হেন্‌লীর কথোপকথন হয়, সেই লোকটী হেন্‌লীকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "বেশী টাকা তো সঙ্গে নাই ?

একরাশি চুরোটের ধোঁয়া উড়িয়ে বিদ্রূপের স্বরে হেন্‌লী বোলে উঠ্‌লেন, "টাকা কম থাক্ আর বেশী থাক্, তোমার সে কথায় কি দরকার ?"

লোক বোল্লে, "ডাকাতের ভয় ! যে পথে তুমি যাচ্ছো, তুমি কি জান না ? প্রায় সর্ব্বদাই সে পথে রাহাজানী হয়!"

আমার কৌতূহল বাড়্‌লো। ডাকাতের কথার প্রসঙ্গে তাঁদের দুজনে অনেক কথা বলাবলি হলো। হেন্‌লী কিছুতেই ভয় পান না। পাগলের কথা বোলে হেসে হেসে উড়িয়ে দেন। লোকটী আরও দশ রকম নজীর তুলে ক্রমাগতই ভয় দেখায়। "অমুকের নিয়েছে, অমুককে মেরেছে, অমুক বড়লোকের যথাসর্ব্বস্ব লুট কোরেছে" এই রকমের অনেক কথা,—অনেকে নজীর। "ঘোড়সওয়ার ডাকাত ! কৃষ্ণবর্ণ মুখোস পরা। সে পথে যে যায়, তাকেই ডাকাতে ধরে ! প্রাণে মারে না, অলঙ্কারপত্রাদিও লুটপাট করে না, কেবল নগদ টাকা কেড়ে কেড়ে লয় !"

পরিহাস ভেবে হেন্‌লীও পরিহাস জুড়ে দিলেন।—"ঘোড়ায় চড়া ডাকাত, মুখোসপরা ডাকাত, এক রকম নাটকের খেলা! ভিক্টোরিয়া থিয়েটারের অভিনয়!" আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "কি বল জোসেফ?"

একটু পূর্ব্বেই হেন্‌লী আমার নাম শুনেছিলেন। ডাকাতের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি বল জোসেফ? তুমি কি ভয় পাচ্চো?"

গম্ভীরবদনে আমি উত্তর কোল্লেম, "ভয়?—বাজেকথায় আমি ভয় করি না!" বোল্লেম বটে, কিন্তু একসঙ্গে যেতে আমার মন সোর্‌লো না। হেন্‌লীকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর গাড়ীতে যেতে আমি অসম্মতি জানালেম। তাঁর গাড়ীখানি বেরিয়ে গেল। সরাইখানায় প্রবেশ কোরে আহারাদির পর আমি শয়ন কোল্লেম। সন্ধ্যাকালেই হেন্‌লীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন সে রাত্রি এই রকমেই গেল। পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান কোরে পদব্রজেই আমি আরণ্যনিকেতনে যাত্রা কোল্লেম। আমার সিন্ধুকবাক্স সরাইখানায় থাক্‌লো। অন্য গাড়ীতে রওনা হবে, এইরূপ বন্দোবস্ত কোরে গেলেম। পাঁচ মাইল পথ। স্বচ্ছন্দে বেড়াতে বেড়াতে চোলে যাব। দেড়ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছিব। সময়টীও রমণীয়। মার্চ্চমাসের অবসান। আমি যাত্রা কোল্লেম। ভূতের ভয় একবার আমারে যে রকম ধাঁদা লাগিয়েছিল, একবারের ডাকাতের ভয়টাও সেইরকম ভাব্‌লেম। যেদিকে ডাকাত থাকে শুন্‌লেম, সে পথটা ধোল্লেম না। অন্যদিকে চোল্লেম। বনপথ অতিক্রম কোরেই যাচ্চি। পথে একটী মনোহর অট্টালিকা আমার নয়নগোচর হলো। সরাইখানায় আমি শুনেছিলেম, সেই সুন্দর অট্টালিকা একটী কালেজ;—সামরিক বিদ্যালয়। ইংরাজী নাম রয়াল মিলিটারী কলেজ। দূর থেকে সেই অট্টালিকার শোভা অতি সুন্দর! নানাস্থান দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমশই আমি অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। বড় বড় বৃক্ষ, স্থানে স্থানে হ্রদ, স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র, ধারে ধারে বন, লোকালয় অল্প। ক্রমশ লোকালয়ে প্রবেশ কোল্লেম। লোকালয় পার হয়ে আবার বন। একদিকে বন, একদিকে শস্যক্ষেত্র। নয়নরঞ্জন শোভা! নবীন বসন্তকাল! সে অঞ্চলের বাসন্তী শোভা দর্শন কোরে আমার চঞ্চলচিত্ত অনেক পরিমাণে বিমোহিত হয়ে গেল। গরু চোরে বেড়াচ্চে, নানাজাতি ফলপুষ্পে বনস্থলী সুশোভিত হয়েছে, সেই সকল শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি আরণ্যনিকেতনের দিকে অগ্রসর হোচ্চি। আরণ্যনিকেতন নয়নগোচর হলো। যাচ্চি, পথের ধারে একটী শ্বেতবর্ণ বাড়ী। একটী স্ত্রীলোক ছুটে বেরুলো। এলো চুল,—চঞ্চল দৃষ্টি,—নেত্র সজল,—মুখ বিবর্ণ! দেখ্‌তে পরমসুন্দরী! বয়স অনুমান আটাশ বৎসর। চেহারা দেখে বোধ হলো, কোন ভয়ানক বিপদ ঘোটেছে। আকারপ্রকারে বুঝ্‌লেম, ভদ্রলোকের কন্যা। সম্মুখে আমারে দেখেই সেই স্ত্রীলোকটী চীৎকার কোরে বোল্লেন, "ওগো! আমি ভারী বিপদে পোড়েছি! আমার সর্ব্বনাশ হয়! তুমি—তুমি কি আমার কিছু উপকার কোত্তে পারো?"

শশব্যস্তে আমি উত্তর কোল্লেম, "অসাধ্য না হোলে অবশ্যই পারি। আপ্‌নি আমারে কি কোত্তে বলেন ?"

দুই হাতে মুখচক্ষু ঢেকে, ঘনঘন নিশ্বাস ফেলে, হাঁপাতে হাঁপাতে সকরুণস্বরে সেই স্ত্রীলোকটী বোল্লেন, আমার স্বামী—উঃ! হায় হায়! আমার স্বামী বুঝি বাঁচেন না! ভারী শক্ত পীড়া!"

অত্যন্ত কাতর হয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বাঁচেন না? সে কি? ডাক্তার কি বলেন? ডাক্তার কি এসেছেন? আপ্‌নি কি আমারে ডাক্তার ডাক্‌তে বোল্‌ছেন?"

স্ত্রীলোক বোল্লেন, "হাঁ গো! আমার এই উপকারটী তুমি করো! বড়ই বিপদে আমি পোড়েছি! শীঘ্র যাও! নিকটেই একখানা গ্রাম আছে,—বেশী দূর নয়,—বড় জোর দুমাইল,—ঐ পাহাড়ের পরেই সেই গ্রাম।—সেই গ্রামে একজন ডাক্তার থাকেন। মিনতি কোরে বোল্‌ছি, এই উপকারটী তুমি করো! তোমার মঙ্গল হবে!—দয়া করো! শীঘ্র যাও! দেরী হোলে আমার স্বামী আর বাঁচ্‌বেন না!"

"এখনি আমি যাচ্ছি।"—ত্বরিতস্বরে এই উত্তর দিয়ে ত্বরিতগতিতে আমি ছুটে চোল্লেম।—যাচ্ছি, বিবি আবার পাছু ডাক্‌লেন। আবার আমি ফির্‌লেম। তিনি বোল্লেন, "ঘোড়া নিয়ে যাও! শীঘ্র পৌঁছিতে পার্‌বে। ডাক্তারকে ঘোড়াটী দিও! ডাক্তারের নাম গেম্‌স্‌। ডাক্তারকে তুমি বোলো, মরণজীবন তাঁর হাতে! এই পথ! এই দিকে! শীঘ্র যাও!"

অশ্বে আরোহণ কোরে আমি ছুটে চোল্লেম। বিবি আমারে আবার ডাক্‌লেন। আবার আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম কি? যিনি আমার এই পরম উপকার কোল্লেন, তাঁর নামটী কি, আমার জেনে রাখা চাই।"

"আমার নাম জোসেফ উইলমট। আমি আরণ্যনিকেতনে যাচ্ছি। সেখানে আমি একটী চাক্‌রী পেয়েছি।"

"বেশ!—বেশ! জোসেফ উইলমট্‌! আমি তোমারে ধন্যবাদ দিচ্ছি! কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ কর!"—এই কথা বোলে সেই স্ত্রীলোকটী আমার হাতে একটী মোহর দিতে এলেন।

"কিছুতেই না, কিছুতেই না! এ রকম পুরস্কার আমি গ্রহণ কোত্তে জানি না!" এই উত্তর দিয়েই আমি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেম।

ঘোড়া যেন বাতাসের মত উড়ে চোল্লো। ডাক্তারের বাড়ীতে আমি উপস্থিত হোলেম। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলো। সংক্ষেপে সবকথা খুলে বোল্লেম। ডাক্তারকে আমি অনুরোধ কোল্লেম, "আসুন! এই অশ্বে আরোহণ করুন! আমার পশ্চাতে বসুন! খুব শক্ত কোরে আমারে ধরুন্‌। শীঘ্র পৌঁছিতে হবে। বিবি বোলেছেন, শক্ত পীড়া বিলম্ব হোলেই সেই লোকটীর প্রাণ যাবে!"

ডাক্তারকে ঘোড়ার উপর তুলে নিলেম। অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগীর বাড়ীতে

পৌঁছিলেম। ডাক্তারের মুখেই শুন্‌লেম, যে লোকটীর পীড়া, তাঁর নাম ফলী। আমরা উপস্থিত হবামাত্র বিবি ফলী এলোচুলে ছুটে বেরুলেন। ডাক্তারকে সঙ্গে কোরে উপরের ঘরে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় দুটী চারিটী কথায় বিবি ফলী আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন।

ঘোড়াটী নিয়ে আমি তাঁর আস্তাবলে প্রবেশ কোল্লেম। সইস ছিল না। ফলী সাহেব নিজেই ঘোড়ার সেবা কোত্তেন। অত্যন্ত দ্রুতগমনে ঘোড়াটী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পোড়েছিল। জামাজোড়া খুলে ফেলে পরমযত্নে আমি যতদূর সাধ্য, অশ্বসেবায় নিযুক্ত হোলেম।—সইসের কাজ কোল্লেম। কিছু দানা দিলেম। ঘোড়ার সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌লেম। ঘোড়াটী বেশ ঠাণ্ডা। আমার মুখপানে চেয়ে চুপটী কোরে দাঁড়িয়ে রইলো।

একঘণ্টা অতীত। আবার আমি পোষাক পোরে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এলেম। ফলীসাহেব কেমন আছেন, সংবাদপ্রতীক্ষায় বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। রন্ধনশালায় প্রবেশ কোল্লেম। সেখানে একটী দাসী ছিল। বয়স অনুমান চব্বিশ বৎসর। সেই স্ত্রীলোকটী ফ্যাল্‌ফ্যাল কোরে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌লো। একটীও কথা কইলে না। যে যে কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, কিছুই উত্তর দেয় না। মুখখানি যেন বিবর্ণ হয়ে এলো। ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম না। আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। স্ত্রীলোকটী মাথা নাড়্‌লে। কাণে হাত দিলে। তখন আমি বুঝ্‌লেম, মেয়েটী বোবা।—কালা বোবা দুই। ইসারা কোরে কথা বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেম। সেখানে কিছু খাবার সামগ্রী ছিল, ইসারা কোরে সে আমারে দেখিয়ে দিলে। ভাবে আমি বুঝ্‌লেম, ইসারায় ইসারায় সকলের সঙ্গে তার কথা চলে। আমি কে, কি কাজে এসেছি, বিবি ফলী হয় ত ইসারা কোরে তারে সেটী বুঝিয়ে দিয়ে থাক্‌বেন। সেই জন্যই যত্ন কোরে কিছু খেতে বোল্লে।

সে সময়ে কি খাওয়া যায়? ক্ষুধা-তৃষ্ণা অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু যে বাড়ীতে তত বিপদ,—মানুষের জীবন সঙ্কটাপন্ন, সেখানে কি আহার কোত্তে প্রবৃত্তি হয়? সে সময় কি আহার করা ভাল লাগে? সেখান থেকে আমি বেরিয়ে এলেম। বিবির সঙ্গে আর দেখা হলো না। পথে যেতে যেতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোল্লেম, রোগীটী যেন শীঘ্র আরোগ্যলাভ করেন।

আরণ্যনিকতনে পৌঁছিলেম। সদররাস্তা থেকে প্রায় আশী হাত তফাতে বাড়ী। সম্মুখের স্থানটী তৃণলতায় সুশোভিত। রেল দেওয়া ছিল না, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের গায়ে চিত্রবিচিত্র লতাজাল। দূর থেকে দেখ্‌লে বোধ হয়, কুঞ্জবেষ্টিত লতামণ্ডপ। বাড়ীখানি আমি দেখ্‌লেম। বাড়ীর প্রায় অর্দ্ধেকটা মহল এককালে অবরুদ্ধ। সমস্ত জানালা দরজা ভিতর দিক থেকে বন্ধ। সেই বন্ধমহলে একটী ঘরের তিনটী জানালা খোলা। যে মহলে, সাকল্‌ফোর্ড বাস করেন, সে মহলে কেবল তিনি আর তাঁর স্ত্রী। অপর আর কেহই নয়। সাকল্‌ফোর্ডের বয়ঃক্রম প্রায় ষাটবৎসর।

গৃহিণীটী পঞ্চাশবর্ষীয়া। আকার প্রকারে দেখ্‌লেম, ভদ্রলোক। কথাবার্ত্তাতেও বেশ অমায়িক ভাব প্রকাশ পেলে। আমি আমার পরিচয় দিলেম। বিবি সাকল্‌ফোর্ড কি যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে প্রফুল্লবদনে বোল্লেন, "তোমারই নাম জোসেফ উইলমট ?"ওঃ! ঠিক কথা! তাঁরা যেমন যেমন লিখেছেন, তোমার আকৃতিতে ঠিক সেইরকম আমি দেখ্‌ছি।"—আমি মনে কোল্লেম, রৌলাণ্ডের অনুরোধপত্রের কথা বোল্‌ছেন। তাঁর স্বামীও প্রশান্তবদনে সংক্ষেপে গুটীকতক কথা বোলে আমার বেতনের কথা অবধারণ কোল্লেন। কি কি কাজ কোত্তে হবে, সে কথাও বোলে দিলেন। আমি নিযুক্ত হোলেম।

বাড়ীতে একটী দাসী,একটী পাচিকা, আর একটী চাকর।—তিনজনেই বৃদ্ধ। চাকরটীর বয়ঃক্রম পৈঁষট্টি বৎসরের কম নয়। দাসী আর পাচিকা প্রায় সমবয়স্কা।—বয়স অনুমান ষাট বাষট্টিবৎসর। তাদের সঙ্গেও আমার পরিচয় হলো। সেই বাড়ীতে আমি থাক্‌লেম। কিছুদিন যায়, বদ্ধমহলের ব্যাপারখানা আমি ভাবি। কেন এ রকমে বন্ধ থাকে? বাড়ীতে লোকজন কম, সেই জন্যই হয় ত বেশী ঘরের প্রয়োজন হয় না, সেই কারণেই আধখানা বন্ধ। মনে মনে এইটীই তখন ধারণা হলো, কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্ত হলো না।

থাকি, কাজকর্ম্ম করি, দেখে শুনে বেড়াই, মাঝে মাঝে ব্যাগসট্‌ নগরে যাই। ফলীসাহেব কেমন আছেন, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা কোরে আসি। সেই ডাক্তারটীর সঙ্গেও পথে একদিন দেখা হলো। ব্যগ্রতা জানিয়ে তাঁরেও জিজ্ঞাসা কোল্লেম। প্রথমে তিনি আমার কোন কথায় উত্তর দিলেন না। খানিকক্ষণ অনিমেষলোচনে আমার পানে চেয়ে চেয়ে শেষে বোল্লেন, "রোগ বড় শক্ত! ও সকল রোগে প্রায়ই মানুষ বাঁচে না! এখনো ততদূর হয় নাই, বোধ হয় আরাম হোতে পারে।"

শুনে আমি সন্দিগ্ধচিত্তে বাড়ীতে ফিরে এলেম। বিবিটী বড় ভাল। তাঁর স্বামী শীঘ্র শীঘ্র বেঁচে উঠেন, সর্ব্বদাই আমার এই ইচ্ছা হোতে লাগ্‌লো। যে বাড়ীতে আমি আছি, সে বাড়ীর কর্ত্তাগিন্নীর সঙ্গে ফলীসাহেবের জানাশুনা আছে কি না, সেটী আমি জান্‌তে পাল্লেম না, জিজ্ঞাসাও কোল্লেম না।

একদিন সেই বৃদ্ধা পাচিকার সঙ্গে কথোপকথন কোচ্চি, ডাকাতের কথা উঠ্‌লো। পাচিকা বোল্লে, "ডাকাত আছে! পথে পথে ঘোড়া চোড়ে বেড়ায়, বনের ধারে ওৎ কোরে থাকে, পথিক দেখ্‌তে পেলেই লুঠপাট করে। কালো মুখোস মুখে দেয়!"

কথার অবসরে বৃদ্ধা দাসী আর সেই বৃদ্ধ চাকর সেইখানে এসে উপস্থিত হলো। কথায় কথায় ডাকাতের গল্পটা খুব জেঁকে উঠ্‌লো। কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ দিন ডাকাতের হাতে পোড়েছিল, কার কি লুটে নিয়েছে, কর্ত্তা একদিন ডাকাতের হাতে পোড়েছিলেন, প্রাণে প্রাণে বেঁচে এসেছেন, এই রকম অনেক প্রমাণ তারা দেখালে।

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বারোমাস কি ঐ বনপথে ডাকাত বেড়ায়?"

পাচিকা উত্তর কোল্লে, "বারোমাস বেড়ায় না। মাঝে মাঝে কোথায় উধাউ হয়ে যায়। একমাস দুমাস কিছুই শুনা যায় না। তারপর আবার নূতন উৎপাত আরম্ভ করে।"—নগরের সরাইখানায় আমি ডাকাতের গল্প শুনেছিলেম, এখানেও সেই রকম কথা শুন্‌লেম। পাচিকা বোল্লে, "নিকটে একটী ভদ্রলোক বাস করেন, তাঁর নাম ফলী। তাঁরে একবার ডাকাতে ধোরেছিল। অনেকক্ষণ হুড়াহুড়ি হয়েছিল। ডাকাতটা শেষে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যায়। ফলীসাহেব নিরাপদে ফিরে আসেন।"

সবিস্ময়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ফলী? ওঃ! তাঁর বড় শক্ত রোগ হয়েছে! শুনে এসেছি, সঙ্কটাপন্ন পীড়া!"

বিষণ্ণবদনে মাথা নেড়ে পাচিকা বোল্লে, "শক্ত হয়েছিল বটে, এখন একটু ভাল আছেন। আহা! তাঁরা বেশ লোক! আমাদের কর্ত্তা-গিন্নী দুজনেই আজ দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। বিবি ফলী—"

কথার মাঝখানে দাসী বোলে উঠ্‌লো, "হাঁ জোসেফ! তাঁরা বেশলোক! বিবি ফলী তোমার কত সুখ্যাতিই কোল্লেন। ডাক্তারকে এনে দিয়েছ, ঘোড়ার সেবা কোরেছ, তোমার উপর তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন। পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, তা তুমি গ্রহণ কর নাই, এই সব কথা তুলে তিনি তোমার কতই সুখ্যাতি কোল্লেন। তোমার উপর তিনি বড়ই সদয়।"

সে কথায় কোন উত্তর না দিয়ে, হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ডাক্তার গেম্‌স্ কি খুব পণ্ডিতলোক?"

দাসী উত্তর কোল্লে, "কেহ বলে পণ্ডিত, কেহ কেহ বলে খুব ভাল নয়। আমরা তাঁরে ভাল জানি না। এবাড়ীতে যখন কাহারো কোন পীড়া হয়, বাগ্‌সট্ থেকে আমরা ডাক্তার উইলিস্‌কে ডেকে আনি।"

পাচিকা বোল্লে, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবাড়ীতে কাহারই প্রায় পীড়া হয় না। গত তিন বৎসরের মধ্যে কেবল একবারমাত্র ডাক্তার উইলিস্ এ বাড়ীতে এসেছিলেন। সেটা প্রায় ছমাসের—"

দাসী যেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে চক্ষু টিপে পাচিকার প্রতি কি ইঙ্গিত কোল্লে। পাচিকা থেমে গেল। যে কথাটা বোল্‌ছিল, সেটা আর বোল্লে না। আমিও কিছু বুঝ্‌তে পাল্লেম না। সেই সময়েই কর্ত্তার ঘরে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেম। সে কথার দিকে বড় একটা আর মন থাক্‌লো না।

বাড়ীর নিয়ম এই, রাত্রি দশটার পর সকলেই শয়ন করে। ভোরেই সকলের ঘুম ভাঙে। দশটার পর কেহই আর ঘর থেকে বাহির হয় না। একরাত্রে আমি শয়ন কোত্তে যাচ্চি, একটা কথা আমার মনে পোড়্‌লো। রোলাণ্ডকে একখানি পত্র লিখ্‌তে বোস্‌লেম। হঠাৎ আর একটা কথা মনে হলো। সেইদিন আমার নূতন কাপড় এসেছিল। রন্ধনগৃহেই ফেলে এসেছি। প্রভাতেই পরিধান করা চাই। যদিও দশটার পর ঘর থেকে

বাহির হওয়া নিষেধ, কিন্তু করি কি, যেতে হলো। চুপিচুপি আমি নেমে গেলেম। রন্ধনগৃহে রন্ধন হোচ্চে। রাত্রি এগরোটা। কে রন্ধন কোচ্চে, মানুষ দেখ্‌তে পেলেম না। কিছু আশ্চর্য্য বোধ হলো। কাপড়গুলি নিয়ে আমি ফিরে আস্‌ছি, পাচিকা প্রবেশ কোল্লে। আমারে দেখেই পাচিকা চোম্‌কে উঠ্‌লো। আমিও তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি এখনো জেগে আছ?"

পাচিকা বোল্লে, "তুমি কেন অসময়ে এখানে?"

যা আমার বল্‌বার ছিল, তাই আমি বোল্লেম। পাচিকা বোল্লে, "শীঘ্র চোলে যাও! যা কিছু দেখ্‌লে, প্রকাশ কোরো না! এমন সময় আস্‌বে তুমি——"

বোল্‌তে বোল্‌তে আর বোল্লে না। শোন্‌বার জন্য আমিও আর দাঁড়ালেম না। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে যাচ্ছি, সিঁড়ির পথে গৃহিণীর সঙ্গে দেখা হলো। যে মহলটা বন্ধ থাকে, সেই দিকের একটা দরজা খুলে, সিঁড়ির পথে তিনি বেরিয়েছেন। ভয় পেয়ে আমি থোম্‌কে দাঁড়ালেম। মনে কেমন একটা সংশয় উপস্থিত হলো। গৃহিণী কিন্তু রাগ কোল্লেন না। জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কেন আমি সেখানে? আমি ঠিক ঠিক উত্তর দিলেম। তিনি বোল্লেন, "আচ্ছা যাও! শয়ন করো গে! আর কখনো যেন এ রকম না ঘটে। শয়নের পর ঘরের বাহির হওয়া নিষেধ।"

আর কোন কথা না বোলেই, আপনার ঘরে গিয়ে আমি শয়ন কোল্লেম। বন্ধ মহলের কথাটাই সেই রাত্রে আমার বেশী আলোচনার বিষয় হলো। শূন্য আলোচনায় কিছুই ফল হয় না,—কিছুই নিরূপণ কোত্তে পাল্লেম না। সে রাত্রি এই রকমেই গেল। আরও দু তিন রাত্রে আমি একটা নূতন কাণ্ড দেখ্‌লেম। ঘরের বাহির হোলেম না,—ঘর থেকেই দেখ্‌লেম। বন্ধমহলের পশ্চাতেই একটা উদ্যান। আমার ঘরের জানালা থেকে সেই উদ্যান দেখা যায়। এক রাত্রে শয়ন কর্‌বার অগ্রে সেই দিকের জানালাটী খুলে আমি বোসে আছি, অল্প অল্প বাতাস আস্‌ছে, বাগানের পানে চেয়ে আছি, অল্প অল্প জ্যোৎস্না আছে, হঠাৎ দেখ্‌লেম, দুটী স্ত্রীলোক চুপি চুপি সেই বাগানের ভিতর চোলে যাচ্চে। অনেকক্ষণ দেখ্‌লেম, চিন্‌তে পাল্লেম না। বাড়ীর কেহ কি না, দূর থেকে সেটা ভাল নজর হলো না। তারা চোলেছে। একজনের কোলে যেন একটী শিশু দেখ্‌লেম। কি ব্যাপার, কিছুই অবধারণ কোত্তে পাল্লেম না। কে তারা? কোন্ দিকে গেল, কি কোল্লে, সেটাও জান্‌তে পাল্লেম না। বাগানের সেই দিকে অনেকগুলো বড় বড় দেবদারু গাছ। গাছের অন্ধকারের ভিতর ক্ষণকালের মধ্যেই তারা যেন মিলিয়ে গেল। আরও খানিকক্ষণ চেয়ে থাক্‌লেম, কিছুই দেখা গেল না।

দুতিন রাত্রে আমি ঐ রকম দেখি। দিনের বেলা বন্ধমহলের দিকে বেড়াতে যাই। পূর্ব্বেই বোলেছি, সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ, কেবল একটী ঘরের তিনটী জানালা খোলা। উর্দ্ধদৃষ্টিতে সেই জানালার দিকে আমি চেয়ে থাকি, কিছুই দেখ্‌তে পাই না। রাত্রি-কালে দুটী স্ত্রীলোককে সেই ভাবে দেখ্‌তে পাই। একজনের কোলে যেন একটী শিশু

থাকে। সত্য সত্য শিশু কি কোন পুতুল, তাও আমি বুঝ্‌তে পারি না। একরাত্রে আমার সে সন্দেহ ঘুচে গেল। যে সময়ে তারা বাহির হয়, ঠিক সেই সময় জানালার ধারে আমি দাঁড়িয়ে আছি। দেখ্‌লেম, তারা বেরুলো। সত্য সত্যই ছোট ছেলে কোলে! সেই রাত্রেই তা আমি বেশ জান্‌লেম। ছেলেটী একবার অস্ফুটরবে চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। কোন রকমে শান্ত করবার কৌশল কোরে স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি আবার বাড়ীর দিকে ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লো। সেইবারে আমি দেখ্‌লেম, যাঁর কোলে ছেলে, তিনি আমার সেই পূর্ব্বপরিচিতা বিবি ফলী। তিনি কেন এত রাত্রে এখানে আসেন? সঙ্গের স্ত্রীলোকটীই বা কে? তারে আমি আর কখন সে বাড়ীতে দেখি নাই। মুখ অন্যদিকে ছিল, মুখের চেহারাও দেখ্‌তে পেলেম না। তাড়াতাড়ি তাঁরা বাড়ীর ভিতর লুকিয়ে গেলেন। মনের ভিতর আমার যে কত রকম তর্কবিতর্ক এলো, এখানে সে সব কথার উল্লেখ কোরে পাঠকমহাশয়কে বিরক্ত করা আমার ইচ্ছা নয়। আমি শয়ন কোল্লেম;—নিশ্চিন্ত হয়ে শয়ন নয়, চিন্তাকে সহচরী কোরে নিদ্রাকে আহ্বান কোল্লেম। অনেক বিলম্বে নিদ্রা এলো। নিদ্রার সময় অনেক রকম স্বপ্ন দেখ্‌লেম।

মাঝে মাঝে আমি নগরে যাই। যাবার সময় বিবি ফলীর সঙ্গে দেখা কোরে যাই। তাঁর স্বামী ক্রমে ক্রমে আরোগ্যলাভ কোচ্চেন, শুনে শুনে আমি সন্তুষ্ট হই। নগরের পথে একদিন সেই হেন্‌লীসাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমায় দেখ্‌তে পেয়েই কাছে এসে উচিতমত সম্ভাষণ কোল্লেন। তিনি আমারে নিজের গাড়ী কোরে আন্‌তে চেয়েছিলেন, তাঁর কাছে আমি বাধিত আছি, কাজ থাক্‌লেও মন দিয়ে তাঁর কথাগুলি শুন্‌তে হলো। গম্ভীরবদনে তিনি বোল্লেন, "মিথ্যা কথা নয়, সেদিন সরাইখানায় আমি মুখোসপরা ডাকাতের কথা শুনে, উপহাসে উড়িয়ে দিয়েছিলেম, কিন্তু জোসেফ! উপহাসের কথা নয়, সত্য সত্যই ওখানকার বনপথে ডাকাত বেড়ায়। আমাকেই ধোরেছিল!— সেই রাত্রেই ধোরেছিল! মাথার কাছে পিস্তল তুলে গর্জ্জন কোরেছিল! ভয় দেখিয়ে বোলেছিল, "সঙ্গে কি আছে দে! হয় টাকা, নয় প্রাণ!"—টাকার বদলে, প্রাণের বদলে, আধছটাক আন্দাজ সীসের গুলি আমি তারে বস্‌কিস্ দিলেম! সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে পিস্তল থাকে। ধাঁ কোরে আওয়াজ কোল্লেম। ঠিক তাগ কোরে মাত্তে পাল্লেম কি না, বোল্‌তে পারি না, কিন্তু ডাকাতটা যেন ঘোড়ার উপর একটু কাত হয়ে পোড়্‌লো। বেশ সুশিক্ষিত ঘোড়া, চক্ষের নিমেষে বাতাসের মত সওয়ারটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমি বেঁচে গেলেম। সত্যই এ অঞ্চলে ডাকাত বেড়ায়! রাত্রিকালে সেই বনপথে লোকজনের চলাচল বন্ধ!"

তিনবার আমার এই কথা শুনা হলো। চাকর আমি, কখন কি কাজ পড়ে, রাত্রেও নগরে আসা অসম্ভব নয়, আতঙ্ক হলো! হেন্‌লীসাহেব চোলে গেলেন। আমিও আপনার কাজ সেরে বাড়ীতে ফিরে এলেম।

সাকল্‌ফোর্ডের দুখানি গাড়ী আছে। একখানি ফেটীং, আর একখানি আফিসগাড়ী।

আমি গাড়ী হাঁকাতে জানি কি না, প্রভু আমারে একদিন সেই কথা জিজ্ঞাসা করেন। জান্‌তেম না, কিন্তু সাহস কোরে বোল্লেম,"জানি।"—এক একদিন সে কাজটাও আমারে কোত্তে হলো। প্রয়োজন পোড়্‌লে একাকীই গাড়ী হাঁকিয়ে সহরে যাই। বেশ অভ্যাস হয়ে'গেল। এইরকমে কিছুদিন যায়, মে মাস, তরু-লতা,—নর-নারী, সকলেই যেন বসন্তজীবনে সুশোভিত! একদিন বৈকালে আমার কোন কাজ ছিল না। বাড়ীর পশ্চাতের বাগানে আমি বেড়াচ্চি, যে ঘরের তিনটী গবাক্ষ অবরুদ্ধ থাকে না, সেই ঘরের দিকে চেয়ে চেয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ শুন্‌তে পেলেম, একটা গবাক্ষের সাসী, ঝন্ ঝন্ কোরে উঠ্‌লো। চঞ্চল হয়ে আমি সেই দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। একখানা পরকলা ভাঙা ছিল, তারই ভিতর দিয়ে একখানি হাত বেরুলো। একটী স্ত্রীলোকের আকৃতিও অল্প অল্প দেখা গেল। সেই জানালা থেকে একখানি কাগজ বাতাসে উড়ে উড়ে নীচে পোড়্‌তে লাগ্‌লো। সেইখানি আমি কুড়িয়ে নিবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে যাচ্চি, পশ্চাদ্দিকে সাকল্‌ফোর্ডের উগ্রস্বর কর্ণগোচর হলো। ভয়ানক রেগে বেগে কি সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে সেই দিকে তিনি দৌড়ে এলেন। আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। কাগজখানি বাগানে পোড়্‌লো। আমার প্রভু শশব্যস্তে সেইখানি কুড়িয়ে নিয়ে, তাড়াতাড়ি পোড়ে দেখ্‌লেন।—দেখেই পকেটে রেখে দিলেন। রাগটা কিছু কোমে এলো। আমারে ইসারা কোরে ডাক্‌লেন। আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গেলেম। একটী ঘরে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে কতকগুলি পুস্তক সাজানো ছিল। তাঁরা সেইটীকে লাইব্রেরী বলেন। ছোটখাটো পুস্তকালয়। সেই পুস্তকালয়ে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। কর্ত্তা খানিকক্ষণ সুস্থিরনয়নে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌লেন। যেন কত কি ভেবে, ধীরে ধীরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দেখ জোসেফ! তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। যাঁদের অনুরোধে তুমি এখানে কর্ম্ম পেয়েছ, তাঁরা ভাললোক। পরীক্ষা কোরেই তাঁরা তোমারে সচ্চরিত্র বোলে জেনেছেন। আমিও পরীক্ষা কোরে জেনেছি, তুমি বিশ্বাসপাত্র। তোমারে আমি একটী কথা বলি। প্রকাশ কোরো না! স্থির হয়ে শোন! বাগানের যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে,—যে ঘর থেকে কাগজ পোড়্‌লো, যে ঘরের তিনটী জানালা খোলা, সে ঘরে একটী মেয়েমানুষ আছেন। আমার স্ত্রীর আপনার লোক। স্ত্রীলোকটী যুবতী। বড় বিপদে পোড়েছেন। পাগলের মত হয়েছেন। দৈবগতিকে তাঁর সতীত্ব নষ্ট হয়েছে। আমরা দয়া কোরে তাঁরে এই স্থানে লুকিয়ে রেখেছি। তাঁর স্বামী তাঁরে খুন কোর্‌বেন বোলেছেন। ভারী রাগ! আমরা এরকমে লুকিয়ে না রাখ্‌লে এতদিনে তাঁর প্রাণ যেতো! আমরা তোমার স্বভাব-চরিত্র বুঝেছি। সেই অভাগিনী স্ত্রীলোকটীকে যদি তুমি দেখ, অবশ্যই তোমার দয়া হবে। মনের ভ্রান্তিতে, অথবা গ্রহের বিপাকে তিনি কুপথগামিনী হয়েছিলেন। তা বোলে আমরা তাঁরে ঘৃণা করি না। দয়া কোরেই এখানে তাঁরে আশ্রয় দিয়েছি। খ্রীষ্টানহৃদয়ে যেমন নিঃস্বার্থ দয়া, সেই দয়ার কার্য্যই আমরা পালন কোচ্চি। তাঁর এখানে বিশেষ

কষ্ট কিছুই নাই, বেশ আদরযত্নেই তাঁরে আমরা লুকিয়ে রেখেছি। সময়ে সময়ে বাগানে বেড়িয়ে আস্‌বার অনুমতি আছে। তা তিনি যান;—বেড়াতে পান। ভালভাল খাদ্যসামগ্রী আমরা তাঁরে প্রদান করি। যত্নের ক্রটি কিছুই হয় না। কি রকমে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়, আমি বোধ করি, তা তুমি কিছু কিছু জান্‌তে পেরেছ। কেন না, আমি শুনেছি, এক রাত্রে তুমি হঠাৎ রন্ধনগৃহে উপস্থিত হয়ে, রন্ধনের আয়োজন দেখে এসেছ। সে কথা আমি শুনেছি। কথাটা কিন্তু প্রকাশ করাতে তোমার কোন ফল নাই। লাভে হোতে আমি অসন্তুষ্ট হব, আমার পত্নীও রাগ কোর্‌বেন।

চমকিত হয়ে আমি বোল্লেম, "ও সব কাজ আমার নয়! আমি লুকাচুরি শিখি নাই! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার মুখে—"

"তা আমি জানি।"—কর্ত্তা আমারে বাধা দিয়ে বোলে উঠ্‌লেন, "তোমার চরিত্র আমি ভাল কোরে জেনেছি। রোলাণ্ডদম্পতী তোমার সম্বন্ধে যে যে কথা লিখেছিলেন, কার্য্য দেখে আমরাও তার বিশেষ প্রমাণ পেয়েছি। এখন তুমি যেতে পার!"

আমি চোলে এলেম। যে অদ্ভুত ঘটনার কিছুই এতদিন জান্‌তেম না, তার অনেকদূর জানতে পাল্লেম। কিন্তু সংশয় গেল না। কে সেই স্ত্রীলোক? বিবি ফলী? তাই বা কেমন কোরে স্থির করি? ছেলে আছে। বিবি ফলী সধবা স্ত্রীলোক, তিনি কেন ছেলে লুকিয়ে রাখ্‌বেন? কে তবে? কর্ত্তা সেকথা কিছুই ভেঙে বোল্লেন না। কার কাছে জানি? বিবি ফলীকে বাগানে দেখেছি। তিনি হয় ত গুপ্তবৃত্তান্ত জানেন। কি বোলেই বা জিজ্ঞাসা করি? বাড়ীর দাসী-চাকরেরা অনেকদিন আছে, তারাও অবশ্য জানে। কোন কৌশলে তাদের কাছেই সন্ধান নিতে হবে। মনে মনে এইটী স্থির কোরে রন্ধনশালায় আমি প্রবেশ কোল্লেম। দাসী আর পাচিকা সেই খানে বোসে ছিল। কর্ত্তার মুখে আমি যেটুকু শুনেছি, কৌশলে তাদের কাছে আমি সেই কথা একটু ভাঙ্‌লেম। দাসী বোল্লে, "শুনেছ? সাবধান! আমরা যেমন গোপন কোরে রেখেছি, তেম্‌নি রেখো!" পাচিকাও বোল্লে, "শুনেছ? আমি বড় খুসী হোলেম! একসঙ্গে থাক্‌তে হয়, সর্ব্বদা লুকিয়ে লুকিয়ে রাখা সোজা কথা নয়। একদিন আমি তোমারে—"

এই সময় একটু মৃদু হেসে, মাথা নেড়ে, পাচিকা আবার বোল্লে, "একদিন আমি তোমারে একটু আভাস দিয়েছিলেম। মনে আছে তোমার?—যখন সময় আস্‌বে, তখন তুমি সকল কথাই জান্‌তে পার্‌বে।"

তাড়াতাড়ি আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সেই অভাগিনী কামিনী কতদিন এই আরণ্যনিকেতনে আছেন?"

"একবৎসরের বেশী। তাঁর একটী ছেলে!—আমি বোধ করি, কর্ত্তা তোমারে অবশ্যই বোলেছেন। সেই স্ত্রীলোকটীর একটী ছেলে হয়েছে। এই বাড়ীতেই জোন্মেছে। ডাক্তার উইলিস্ এবাড়ীতে এসেছিলন, সেই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আমি থেমে গিয়েছিলেম। তাও হয় ত তোমার মনে আছে!"

শশব্যস্তে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বৃদ্ধ জেকব এ সব কথা জানে। সে যে রকম এলোমেলো বকে, তার মুখে ত এসব কথা প্রকাশ পাবে না?"

বাড়ীতে যে বৃদ্ধ চাকর আছে, তার নাম জেকব। সে বৃদ্ধ অনেক কাজ করে। গাড়ী হাঁকায়, ঘোড়ার সেবা করে, বাগানে মালীগিরিও করে। জেকবের কথা উত্থাপন হবামাত্র পাচিকা একটু হেসে বোল্লে, "এলোমেলো বকে বটে, কিন্তু এসব কাজে বেশ চাপা। কেন? তুমি কি জান না, এতদিনের মধ্যে একদিনও কি তার মুখে তুমি কোন কথা শুন্‌তে পেয়েছ? সকলেই চাপা, আমিই কেবল এক একবার হাল্কা হয়ে পড়ি!"

সেদিনের কথা এই পর্য্যন্তই শেষ। আরও অনেককথা আমার জিজ্ঞাসা কর্‌বার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একদিনেই সহসা তত আগ্রহ জানালেম না। কিছু সন্ধান যখন পেয়েছি, ক্রমে ক্রমে অবশ্যই সব কথা জান্‌তে পার্‌বো, এইটী মনে কোরে চুপ্ কোরে গেলেম। সন্ধ্যার সময় পাচিকার সঙ্গে আমার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হলো। আবার আমি সেই কথা তুল্লেম। দেখ্‌লেম, আমি যতটুকু জেনেছি, পাচিকাও সেইটুকুমাত্র জানে, বেশী আর কিছুই না।—নাম পর্য্যন্ত জানে না। চেহারাও বোল্‌তে পারে না। একদিন একবারমাত্র দেখেছে। বিশেষ কিছুই বোল্‌তে পাল্লে না। কেবল এই পর্য্যন্ত জানে; দেখ্‌তে পরমরূপবতী। বিবি সাকল্‌ফোর্ড নিজে সেবাশুশ্রূষা করেন, দাসীও যায়। অন্য লোক কেহই সে ঘরে প্রবেশ করে না।—অন্য লোকের মধ্যে বিবি ফলী, আর ডাক্তার উইলিস্।—তা ছাড়া আর কেহই না, কর্ত্তাও নয়।"

আমি বোল্লেম, "তবে একরকম কয়েদ। জানালা দিয়ে একখানা কাগজ ফেলে দিয়েছিলেন। কয়েদ থাকাটা বোধ হয় তাঁর পক্ষে বড় যন্ত্রণার বিষয় হয়েছে। আমারে হয় ত সেই কাগজে কি লিখে থাক্‌বেন।"

"তাই-ই বোধ হয়।"—পাচিকা একটু চিন্তা কোরে বোল্লে, "আমারও তাই বোধ হয়। কেননা, দাসী আমারে বোলেছে, ছেলেটীর প্রতি সেই অভাগিনীর অত্যন্ত যত্ন। ছেলেটী কোলে কোরে সর্ব্বক্ষণ তার মুখপানে চেয়ে থাকে। পাগল হয়ে গেছে! আহা! তার স্বামীটা একটা জানোয়ার! ব্যবহার শুনে তাই ত আমার বোধ হয়। পশু না হোলে অমন সুন্দরী স্ত্রীকে মেরে ফেল্‌বে বলে? কাজে কাজেই লুকিয়ে ফেল্‌তে হয়েছে!"

বিমর্ষভাবে আমি বোল্লেম, "এখানে যদি এমন কোরে কয়েদ রাখা না হতো, তা হোলে নিশ্চয়ই পাগ্‌লা-গারদে—"

পাচিকা বোল্লে, "এখানে বেশ যত্নে আছে। তা থাক্‌লে কি হয়! গতিকটা যে রকম দেখ্‌ছি, যতদিন বাঁচ্‌বে, ততদিন এই রকমেই কয়েদ থাক্‌তে হবে।"

আমি বোল্লেম, "রাত্রে বেড়াতে যাওয়া হয়। সঙ্গে যায় কে?"

পাচিকা উত্তর কোল্লে, "আমাদের কর্ত্রী, কিম্বা দাসী, রাত্রি দশটার পর তার কাছে যান। রাত্রি যদি খোলসা না থাকে, বাগানে বেড়াতে যাওয়া হয় না। আমি শুনেছি, সেই স্ত্রীলোকটী আমাদের কর্ত্রীর খুব আপনার লোক।"

সাগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনার লোক। সম্পর্কটা কি, জানো?"

পাচিকা উত্তর কোল্লে, "তা কেমন কোরে জান্‌বো? কেহ বলে, ভগ্নী, কেহ বলে ভাইঝি, কেহ বলে কন্যা।"

সবিস্ময়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কন্যা?—যদি কন্যা হবে, তবে আমাদের কর্ত্তা সে ঘরে যান না কেন?"

"কর্ত্তার কন্যা নয়। আমাদের গৃহিণীর দুই বিবাহ। শুনেছি, প্রথম স্বামীর ঐ কন্যা। সেই স্বামীর মৃত্যুর পর আমাদের কর্ত্তার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। আমি এ বাড়ীতে দশ বৎসর আছি। গৃহিণীর যে কন্যা আছে, দশবৎসরের মধ্যে একদিনও আমি শুনি নাই। সে সকল কথায় আমাদের দরকারই বা কি? একটী স্ত্রীলোক এসে এখানে লুকিয়ে রয়েছে, আদরযত্ন করা যাচ্ছে, সম্ভবমত কোন কষ্ট হোচ্চে না, এই পর্য্যন্তই জানি,—এই পর্য্যন্তই আমাদের দরকার;—এই পর্য্যন্তই ভাল।"

আমি বোল্লেম, "তার আর সন্দেহ কি? যার দোষ, তারই আছে। দয়া-মমতা রাখ্‌লেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু নাম কি? সত্য নাম যদি গোপন থাকে, একটা কোন মিথ্যা নামও কি নাই?"

পাচিকা বোল্লে, "কিছুই না। ছেলেটীকে কিন্তু——"

মহা আগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ছেলেটীকে কিন্তু কি?—কি বোল্‌ছিলে, বল না!—ছেলেটীর কি নাম হয়েছে?"

"দিব্য ছেলে! তেমন সুন্দর ছেলে হয় ত তুমি দেখ নাই! বয়স সবে সাত আট মাস, এখনই যে কি সুন্দর, তা আর তোমারে বোল্‌তে পারি না! আহা! ছেলেটী যখন বড় হবে,—মা ঐ রকম,—ঐ রকম কলঙ্কে তার জন্ম, ছেলেটী যখন এই কথা শুন্‌বে, তখন তার মনে যে কি হবে, তা আমি——"

"ছেলেটীর কি নাম হয়েছে?"—আবার আমি মহা আগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এই না তুমি বোল্‌ছিলে নামের কথা?"

চমকিতভাবে পাচিকা উত্তর কোল্লে, "চমৎকার নাম! ছেলের নাম জোসেফ! আঃ! তোমারও নাম জোসেফ! এটা আমি আগে বিবেচনা করি নি! আশ্চর্য্য! এ রকম নামের মিলন কি কোরে হলো?"

সলজ্জভাবে আমি বোল্লেম, "আশ্চর্য্যই বা কি? পৃথিবীতে কত জোসেফ আছে, তা কে জানে? এই যেমন তোমার নাম মেরী, আমি এমন কত মেরী জানি।"

কথা বোল্‌ছি, দাসী আর জেকব প্রবেশ কোল্লে। আর আমাদের ছেলের কথা চোল্লো না। অন্য কথা আরম্ভ হলো।

——

উনপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

বন্দিনী যুবতী।

আরণ্যনিকেতনে আমি ছমাস আছি। একদিন আমি বাগ্‌সট্ নগর থেকে ফিরে আস্‌ছি, দেখি, বিবি ফলী আপ্‌নার বাড়ীর সম্মুখের বাগানে পাইচারী কোচ্চেন। নিকটে গিয়ে আমি সাক্ষাৎ কোল্লেম। সাদরে তিনি আমার সঙ্গে সম্ভাষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তাঁর পতি কেমন আছেন। তিনি একটু প্রফুল্ল হয়ে বোল্লেন,"অনেক ভাল হয়েছেন। একটু একটু বোস্‌তে পারেন। তোমার কথা আমি তাঁরে বোলেছি। তোমারে দেখ্‌লে তিনি বড়ই সুখী হবেন। দেখা কোত্তে চেয়েছেন।—এসো তুমি আমার সঙ্গে!"

বিবি ফলীর সঙ্গে আমি তাঁর স্বামীর ঘরে গেলেম। স্বামীকে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, "জোসেফ উইলমট তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছেন।"

অতি ক্ষীণস্বরে ফলীসাহেব আমার সঙ্গে সদালাপ কোল্লেন। আমি তাঁর যৎকিঞ্চিৎ উপকার কোরেছিলেম, তজ্জন্য মিষ্ট মিষ্ট বাক্যে আমারে সাধুবাদ দিলেন। আমিও বোল্লেম, তাঁর আরোগ্য সংবাদে আমি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি।

বেশী কথা কিছুই হলো না। অভিবাদন কোরে আমি চোলে এলেম।

জানালা দিয়ে যেদিন চিঠী পড়ে, তার পর তিনচারিদিন অতীত হয়ে গেছে। সেই তিনচারিদিন আমি আর বাগানে বেড়াতে যাই নাই। ফলীসাহেবের বাড়ী থেকে ফিরে এসে শুন্‌লেম, বিবি সাকল্‌ফোর্ড হঠাৎ পীড়িত হয়েছেন। আমি গাড়ী হাঁকাতে জানি, বিবি সাকল্‌ফোর্ড নিত্য নিত্য ফেটীং গাড়ীতে বেড়াতে যান, আমি কোচমানের কাজ করি। সেদিন তিনি বেড়াতে যাবেন না, আমার অবকাশ বিলক্ষণ। মনের কৌতুকে বাগানের দিকে বেড়াতে গেলেম। উপরের গবাক্ষের দিকে চাইলেম। মন কেমন উতলা হয়ে উঠ্‌লো। স্ত্রীলোক!—যুবতী স্ত্রীলোক!—তার দোষ থাক্ না, যতই কেন সে পাপী হোক্ না, কয়েদ কোরে রেখেছে! স্বামীর ভয়ে কয়েদ! এমন নিষ্ঠুর স্বামী? চিরজীবন কয়েদ হয়ে থাক্‌বে? কে সেই স্ত্রীলোক?—কে সেই স্বামী? মন বড়ই চঞ্চল হলো। পুনঃপুন গবাক্ষের দিকে চাইতে লাগ্‌লেম।

হঠাৎ গবাক্ষপথে একটী স্ত্রীলোকের আকৃতি আমার নয়নগোচর হলো। স্ত্রীলোক যেন কি ভাবে আমারে কি ইঙ্গিত কোচ্চে। আমার দিকে চেয়েই যেন আপ্‌নার হস্ত আপ্‌নি চুম্বন কোচ্চে। আমি শুনেছি পাগল, মনে কোল্লেম ওটা পাগ্‌লামী। জানালাটার সাসী ভাঙ্গা, একখানা মেটে রঙের কাগজ দিয়ে ঢাকা। স্পষ্ট চেহারা দেখা গেল না।

মাথাটী দেখা গেল, বুকের আধখানাও দেখ্‌তে পেলেম। জানালার কাছে আরও অনেকরকম জিনিসপত্র সাজানো ছিল, শরীরটী তাতে ঢাকা পোড়ে গেছে। চেয়ে আছি, আর দেখ্‌তে পেলেম না। একটু পরেই আবার ফিরে এলো। সেবারে ছেলে কোলে!—বোধ হলো যেন, ছেলেটী নাচিয়ে নাচিয়ে আমার দিকে দেখাচ্ছে! জানাচ্ছে যেন, ছেলেটীর প্রতি আমি দয়া করি;—কারাগার থেকে তাদের যেন আমি খালাস কোরে নিয়ে যাই!—দেখ্‌ছি, বৃদ্ধ জেকব সেইখানে এসে উপস্থিত। শশব্যস্তে গবাক্ষ থেকে আমি চক্ষু ফিরিয়ে নিলেম। আর সেদিকে চাইলেম না। মাথা হেঁট কোরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।

বৈকালে এই ঘটনা হয়। যা যা দেখ্‌লেম, সন্ধ্যাপর্য্যন্ত সে ভাবনা গেল না। সন্ধ্যার পর বিবি সাকল্‌ফোর্ডের পীড়া এত বৃদ্ধি হয়ে উঠ্‌লো যে, আমারে বাগ্‌সট্‌ নগরে ডাক্তার আন্‌তে যেতে হলো। গাড়ী নিয়ে আমি বেরুলেম। মে মাস গত হয়ে গেছে, জুনমাস আরম্ভ। শকটারোহণে আমি বনপথ অতিক্রম কোরে চোলেছি। সেই পথে মুখোসপরা ডাকাত বেড়ায়। শুনে শুনে ভয়টা আমার বেড়েছে। ভয়ে ভয়ে চারিদিকে আমি চেয়ে চেয়ে যাচ্ছি। কোন ভয় পেলেম না। নিরাপদে বাগ্‌সটে পৌঁছিলেম। ডাক্তারকে সঙ্গে কোরে নিয়ে এলেম। ডাক্তার উইলিস্‌ রোগী দেখে বোল্লেন, "পীড়া নিতান্ত সামান্য নয়, সমস্ত রাত্রি একজন দাসী নিকটে থাকা দরকার। যখন তিনি বাড়ী যান, জেকব তাঁর সঙ্গে গেল। জেকব সারারাত ডাক্তারের বাড়ীতেই থাক্‌বে। প্রাতঃকালে সেই গাড়ীতেই আবার ডাক্তারসাহেবকে সঙ্গে কোরে নিয়ে আস্‌বে। এই রকম বন্দোবস্ত হলো।

বাড়ীর দাসী কর্ত্রীর সেবায় নিযুক্ত থাক্‌লো। কর্ত্তা আমারে ডেকে পাঠালেন।

আমি নিকটস্থ হবামাত্র কর্ত্তা আমারে বোল্লেন, "জোসেফ! এইবার তোমার হাতে একটী গুরুকার্য্যের ভারার্পণ। সাবধান! সাবধান! যেমন বিশ্বাসের পাত্র তুমি, এ কাজটাও তেম্‌নি বিশ্বাসের উপযুক্ত। পূর্ব্বেই তোমারে বোলেছি, এ বাড়ীতে একটী স্ত্রীলোক আছে। রাত্রে তাকে বাড়ীর বাগানে বেড়াতে যেতে দেওয়া হয়। আমার পত্নী তার সঙ্গে থাকেন। এক একরাত্রে আমাদের দাসীটীও সঙ্গে যায়। আজ ত দেখ্‌ছ, দুদিকেই ব্যাঘাত। গৃহিণীর পীড়া, দাসীটীও ব্যাধিশয্যার পার্শে নিযুক্ত। তুমি এক কর্ম্ম কর! আমি তোমারে গুপ্তগৃহের চাবী দিচ্ছি, চাবী খুলে তুমিই তাঁরে সঙ্গে কোরে বেড়িয়ে আনো! সাবধান! পালাতে দিও না! যে কদিন গৃহিণী আরাম না হন, সে কদিন তোমার হাতে এই কাজ।"

আসল কথা জান্‌বার জন্য আমার যে বিজাতীয় কৌতূহল, আকার-ইঙ্গিতে কর্ত্তাকে সে ভাবটী কিছুই জান্‌তে দিলেম না। আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তৎক্ষণাৎ আমি সম্মত হোলেম। কর্ত্তা আমারে সঙ্গে কোরে সেই বদ্ধ মহলের দিকে নিয়ে গেলেন। দরজা দেখিয়ে দিলেন। যে দরজা খুলে গৃহিণী একরাত্রে সিঁড়ির পথে বেরিয়েছিলেন, সেই

দরজার কাছেই আমরা উপস্থিত। কর্ত্তা বোল্লেন, "এই পথ!"—ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগ্‌লেন। বোল্লেন, "যখন খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত হবে, তখন আবার আমার কাছে এসো। আমি তোমারে চাবী দিব। ঘরে প্রবেশ কোরেই চাবী বন্ধ কোরো। আর কাহারও হাতে চাবী দিও না। পকেটে রেখো। প্রতিদিন প্রভাতে সেই স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে তুমি দেখা কোরো। যখন তিনি বেড়াতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ কোর্‌বেন, সেই সময়ে আমার কাছে আবার এসো। আমি তোমারে বাগানের দরজার চাবী দিব। বুঝ্‌লে সব কথা?—সাবধান!"

কর্ত্তা আপ্‌নার ঘরে চোলে গেলেন, আমি রন্ধনশালায় নেমে এলেম। রাত্রি তখন দশটা। পাচিকা আমারে বোল্লে, "কয়েদী স্ত্রীলোকের ঘরে খাবার সামগ্রী রেখে আস্‌তে হবে।"—কর্ত্তা আমারে হুকুম দিয়েছেন, পাচিকা সে কথা শুনেছিল। একটু হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "এইবার তুমি দেখ্‌তে পাবে! যার কথা শোন্‌বার জন্যে তোমার তত সাধ, স্বচক্ষে তারে তুমি দেখ্‌বে! যাও! এই সকল খাবার নিয়ে যাও!"

আমি কর্ত্তার কাছ থেকে চাবী চেয়ে এনে, খাবার সামগ্রীগুলি নিয়ে, সেই গুপ্তগৃহে প্রবেশ কোত্তে চোল্লেম। চাবী খোল্‌বার সময় আমার হাত কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। গোটা-কতক ঘর পার হয়ে, শেষের ঘরের দরজায় আঘাত কোল্লেম। কেহই উত্তর দিল না। দ্বিতীয়বার আঘাত। একটী মৃদুস্বর ভিতর থেকে আমারে আহ্বান কোল্লে। স্বরটী বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট শোনা গেল। আশ্চর্য্য ব্যাপার! স্বর আমার চেনা! স্বর শুনেই আমার সর্ব্বশরীরে কম্প! চেনা স্বর, কিন্তু কার?—কোথাকার?—স্মরণ হলো না।

দরজা খোলা হলো। দেখ্‌লেম, একটী যুবতী টেবিলের ধারে মাথা হেঁট কোরে বোসে আছেন। আমি প্রবেশ কর্‌বামাত্র মুখ তুলে আমার দিকে চাইলেন। অকস্মাৎ অস্ফুট আনন্দধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে। যুবতী চক্ষের নিমেষে আসন থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লেন! পরক্ষণেই আমি দেখ্‌লেম, অপরূপ মূর্ত্তি! লেডী কালিন্দীর বাহুবেষ্টনে আমি বিস্ময়াপন্ন!

———

পঞ্চাশত্তম প্রশঙ্গ।

আমার ছেলে!

তখন আমার মনের অবস্থা যে কি,—শরীরের অবস্থা যে কি,—হর্ষবিস্ময় যে কত, পৃথিবীর কোন ভাষায় সে সব কথা বর্ণনা করা যায় না। বিস্ময়—বিষাদ—ক্রোধ আমার হৃদয়ে তখন একসঙ্গে এই তিনভাব একত্র! বিস্ময়ের কারণ, লেডী কালিন্দী কয়েদী! বিষাদের কারণ,লেডী কালিন্দী বিপদাপন্ন! ক্রোধের কারণ,যারা এইরকমে কয়েদ কোরে রেখেছে, তারা কি ভয়ানক নিষ্ঠুর! যেমন ভাব উদয়, তেম্নি নিবৃত্তি! সঙ্গে সঙ্গে আরও কত ভাব আমার মনের ভিতর ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। চক্ষু আর ফেরে না! বুকের কম্পও থামে না! ছেলে!—কালিন্দীর ছেলে!—এ কথা কি সম্ভব? প্রকৃতির প্রত্যাদেশ যেন আমার কর্ণে এলো!—ওঃ! এ ছেলে কি আমার নিজের ছেলে?

"জোসেফ! প্রিয়তম জোসেফ!"—কম্পিত কোমলকণ্ঠে কয়েদী কালিন্দী এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আমারে গাঢ়তর আলিঙ্গন কোরে রইলেন। থেমে থেমে বোল্‌তে লাগ্‌লেন "জোসেফ! ওঃ! আবার তোমার দেখা পেলেম!. আবার আমাদের পরস্পর মিলন হলো! ওঃ! তোমার রূপ যেন কতই বেড়ে উঠেছে! ওঃ! এসো! এসো! শীঘ্র এসো! এই দিকে!—এই দিকে!"—বোল্‌তে বোল্‌তে আমার হাত ধোরে; দ্রুতগতি কালিন্দী আমারে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন। প্রেমানন্দে তাঁর বদনমণ্ডল তখন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ কোল্লে। আনন্দাশ্রুপাতে চক্ষের পাতা ভিজে গেল। চক্ষু আমার চক্ষে, হস্ত আমার হস্তে। মনে মনে যেন এই ভয়, মুহূর্ত্তমধ্যে আমি সোরে যাব! কিম্বা কেহ আমারে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যাবে! আনন্দ-উৎসাহে আমি যেন হতজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লেম। বিষাদমিশ্রিত আনন্দ! ঘরের ভিতর দিয়ে আর একটা দরজা খুলে, কালিন্দী আমারে শয়নঘরে নিয়ে গেলেন। দোলাতে ছেলে শুয়ে ছিল। ছেলেটী তুলে কালিন্দী আমার কোলে দিলেন।—বোল্লেন, "জোসেফ! জোসেফ! এই লও! তোমার ধন তুমি লও!"

ওঃ! প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য খেলা! কোথা থেকে পিতৃস্নেহ আমার হৃদয়ে এসে সঞ্চারিত হলো! ঘুমন্ত শিশুর সুন্দর কপোলে আমি বারম্বার চুম্বন কোল্লেম! দুটী চক্ষে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো। পুনঃপুন সেই শিশুবদন আমি চুম্বন কোত্তে লাগ্‌লেম। ছেলেটী জেগে উঠ্‌লো। আহা! কি সুন্দর মুখ! কি সুন্দর চক্ষু! চক্ষু আর ফিরাতে ইচ্ছা হলো না। যতই চুম্বন করি, ততই চুম্বনেচ্ছা বাড়ে! পুনঃপুন

চুম্বন কোল্লেম। ছেলেটী কাঁদ্‌লে না! ছেলে কোলে কোরে আমি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম। একখানা চেয়ারের উপরে বোসে পোড়্‌লেম। কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। কেন কাঁদি! ছেলে দেখে কাঁদি কেন?—আমি জানি না!

আমার কোল থেকে ছেলেটী তুলে নিয়ে সুমধুর মাতৃস্নেহে কালিন্দী কতরকম আদর আরম্ভ কোরে দিলেন। আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "জোসেফ! ওঃ! পরমেশ্বর তোমারে এখানে এনে দিলেন! পরমেশ্বরের কি করুণা! জোসেফ! ওঃ! তুমি এসেছ! ওঃ! আমি যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছি!"

কেন এসেছি, কতক্ষণের জন্যে এসেছি, ক্ষণকাল সে কথা যেন ভুলে গিয়েছিলেম। কথাটা স্মরণ হলো। বেশীক্ষণ দেরী করা বড় দোষ! যত শীঘ্র পারি, সোরে আস্‌বো। কর্ত্তার সঙ্গে যে যে কথা আমার হয়েছে, খাবার দিয়ে যাব, সঙ্গে কোরে বাগানে বেড়াতে নিয়ে যাব প্রাঃতকালে আবার আস্‌বো, এই সব কথা বোলে শীঘ্র শীঘ্র বেরিয়ে আস্‌বার জন্যে ব্যস্ত হোলেম।

আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হয়ে কালিন্দী বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "খুব সকালে এসো! খুব সকালে এসো! আমার নিজের মনের গতিক দেখে তোমার মনের ভাব যদি আমি বিবেচনা কোত্তে পারি, তা হোলে অবশ্যই তুমি খুব সকালেই ছেলেটীকে কোলে নিতে আস্‌বে, স্নেহকাতরমনে এটী আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্চি!"

"হাঁ কালিন্দি!"—আনন্দবিকম্পিতকণ্ঠে আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ কালিন্দি! অবশ্যই আমি আস্‌বো! যত সকালে পারি, তত সকালেই দেখা কোর্‌বো!"

"তোমার কাছে আমার অনেক কথা বল্‌বার আছে!"—প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে, ত্বরিতস্বরে কালিন্দী বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ওঃ! অনেক কথা! অনেক কথা! অনেক পরামর্শ! ওঃ! জোসেফ! তুমি এখানে এসেছ! দয়াময় দয়া কোরে তোমারে এনে দিয়েছেন! আর আমারে বেশীদিন কয়েদ থাক্‌তে হবে না! বল,—বল জোসেফ! কতদিন আর আমারে কয়েদ থাক্‌তে হবে?"

মানসিক চাঞ্চল্যে আমি উত্তর কোল্লেম, "বেশীদিন না! আর অধিকদিন তোমারে এ অবস্থায় থাক্‌তে হবে না! বহুদিন তুমি এ যন্ত্রণা ভোগ কোচ্চো! বহুযন্ত্রণা সহ্য কোরেছ! অচিরেই মুক্তিলাভ হবে!"

চঞ্চলহস্তে আমার হাতখানি ধোরে কালিন্দী তখন প্রেমাশ্রুবর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! তোমার কথা শুনে আমার অন্তরাত্মা শীতল হলো! ও! কতই আমি ভেবেছি!—দিনরাত কেবল তোমার ভাবনাই ভেবেছি! তোমার জন্য ভেবে ভেবে কত যন্ত্রণাই আমি সহ্য কোরেছি! কোথায় তুমি আছ, কি তোমার ঘোটেছে, এজন্মে আর দেখা হবে কি না, কিছুই আমি জান্‌তে পারি নি! কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা কোরেছি, তুমি এসো! তোমার ছেলে! তুমি আমার কাছে এসে তোমার ছেলে কোলে কর! পরমেশ্বর আমারে সেই দিন দিন! অহর্নিশি

কেঁদে কেঁদে কেবল সেই প্রার্থনাই আমি কোরেছি! আমার মনের কষ্ট আমার মনেই মিশে থাক্‌তো!—ওঃ! এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো!"

আবার আমি নেত্রনীরে অভিষিক্ত হোলেম। আবার আমি ছেলেটীকে কোলে কোরে নিলেম। গাঢ়তর স্নেহে পুঃনপুন চুম্বন কোত্তে লাগ্‌লেম! কালিন্দীও আমারে সস্নেহে আলিঙ্গন কোল্লেন। আমি বাধা দিতে পাল্লেম না। ছেলে হয়েছে! আমার উপর কালিন্দীর তখন আন্তরিক ভালবাসার পূর্ণবিকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমিও কালিন্দীরে আলিঙ্গন কোল্লেম।

আর বিলম্ব কোত্তে পাল্লেম না। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, প্রভাতেই আস্‌বো অঙ্গীকার কোরে, ধীরে ধীরে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলেম। কর্ত্তার কাছে চাবী রেখে, আমি চোলে আস্‌ছি, তিনি তখন একখানি পুস্তক পাঠ কোচ্ছিলেন। পুস্তক থেকে চক্ষু তুলে, আমার দিকে চেয়ে, মৃদুস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে অভাগিনীকে তুমি দেখেছ জোসেফ? আহা! কলঙ্কিনী অভাগিনী এখন পাগলিনী! যে সব কথা আমি তোমারে বোলে দিয়েছি, তা তুমি তাঁরে বোলেছ?"

কথা কইতে আমার তখন রসনা শুষ্ক হয়ে আস্‌ছিল। মনোভাব গোপন কোরে ধীরে ধীরে আমি উত্তর কোল্লেম, "দেখেছি। বোলেছি। তিনি আমারে খুব সকালে যেতে বোলেছেন।"

কর্ত্তা বোল্লেন, "যত সকালে বলে, তত সকালেই তুমি যেও!"

আমি বেরিয়ে এলেম। আমার মুখ চক্ষু দেখে কর্ত্তা কিছুই অনুমান কোত্তে পাল্লেন না। আমি রন্ধনগৃহে প্রবেশ কোল্লেম। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলে পাচিকা যেন আমারে সওয়ালে সওয়ালে চাপা দিয়ে ফেল্লে! "বন্দিনীকে তুমি দেখেছ? দেখে তুমি কি বিবেচনা কোল্লে? তিনি কি তোমার সঙ্গে কথা কয়েছেন? রূপ কেমন দেখ্‌লে? বিষণ্ণ হয়ে বোসে আছেন কি? ছেলেটীকে দেখেছ?"

সব কথার উত্তর না দিয়ে শেষের কথার উত্তর আমি দিলেম। শান্তভাবেই বোল্লেম, "ছেলেটী আমি দেখেছি। ছেলে তখন জেগে ছিল।"—এইটুকু বোলেই আর কিছু বোল্‌তে পাল্লেম না। সংসারের মায়ায়, তখনো আমার যেন চক্ষে জল আস্‌তে লাগ্‌লো। পাচিকা পাছে কিছু টের পায়, লক্ষণ দেখে যদি কিছু সন্দেহ করে, তাই ভেবে ধাঁ কোরে সেখান থেকে সোরে গেলেম।

শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেম। শয়নাগারটীই আমার ভাবনাচিন্তার আগার। চিন্তাগারে আমার প্রাণ যেন ছট্‌ফট্ কোত্তে লাগ্‌লো। আমি পিতা হয়েছি! আমার ছেলে হয়েছে! ছেলের বাপ হওয়া কতই হর্ষের কথা! আমার হৃদয়ে হর্ষবিষাদ একসঙ্গে লড়াই কোচ্চে! আনাবেলকে মনে পোড়ছে! যে আনাবেলকে আমি ভালবাস্‌তেম, সেই আনাবেল এখন আমার পর হয়ে দাঁড়ালো! আনাবেলকে আমি যেমন ভালবাসি, কালিন্দীকে তেমন ভালবাসি না! এখন সেই আনাবেল আমার পর!

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No. 44, MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

কালিন্দীর ছেলে হয়েছে। এখন অবশ্যই কালিন্দীকে বিবাহ করা চাই। চিন্তা কোত্তেও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা বোধ হোতে লাগ্‌লো। বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, কোন অদৃশ্যমূর্ত্তি অকস্মাৎ আমারে কোলে কোরে তুলে, হাজার হাজার ক্রোশ দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে!

মনের কথা মনই জানে। সে সকল কথায় পাঠকমহাশয়ের ধৈর্য্য হরণ করা আমার অনুচিত। কাজের কথা বলি। অনিদ্রায় রজনী প্রভাত হলো। বেলা যখন আটটা, সেই সময় আমি গৃহস্বামীর কাছে চাবী চেয়ে নিয়ে, কালিন্দীর ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। কালিন্দী তখন ছেলে কোলে কোরে আমার অপেক্ষায় ঘরের সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি প্রবেশ কোরেই কালিন্দীর কোল থেকে ছেলেটী বুকে কোরে নিলেম। স্নেহভরে বারম্বার চুম্বন আরম্ভ কোল্লেম।

ভালবাসার আনন্দে প্রফুল্লমুখী হয়ে, সস্নেহে কালিন্দী বোল্লেন, "জোসেফ! এটীকে তবে তুমি ভালবেসেছ? তাই ত দেখ্‌ছি!—বেশ ভালবেসেছ! সেই জন্যই আমি তোমার নামেই নাম রেখেছি! মন যখন জ্বোলে উঠে, ছেলেটীকে জোসেফ বোলে ডেকে, আমি তখন আমোদে আমোদে শীতল হই!"

কালিন্দীর চক্ষুপানে চেয়ে চেয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "ঠিক্ কালিন্দি!—ছেলটী বেশ সুন্দর হয়েছে!—চক্ষুদুটী ঠিক তোমার মতন!"

"আর সব অঙ্গ তোমার মতন!"—মৃদু হেসে গম্ভীরভাবে কালিন্দী বোল্লেন, "আর সব অঙ্গ ঠিক তোমার মতন! যদিও এখন খুব ছোট, কিন্তু মায়ের চক্ষু ঠিক তাই-ই দেখে!—ঠিক তোমার মতন! কতক্ষণ আমি মুখপানে চেয়ে চেয়ে, কোলে কোরে বোসে থাকি, কেমন দেখি!—এত ছোট, তবুও ঐ ছোটমুখে তোমারেই যেন আমি দেখি! আচ্ছা চল, এখন আমরা একবার বেড়িয়ে আসি। এমন দিন হবে, এটা আর মনে ছিল না!—অনেক পরামর্শ আছে! ওঃ! কতই পরামর্শ!"

ছেলে কোলে কোরে কালিন্দী বেরুলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। উদ্যানে উপস্থিত হোলেম। যে দিকে দেবদারুবৃক্ষের বন, সচরাচর যে দিকে মানুষজন চলে না,—যে দিকে মানুষ থাকলেও তফাৎ থেকে দেখা যায় না, সেই বিজন দেবদারু-কুঞ্জে আমরা উভয়ে হাত ধরাধরি কোরে বেড়াতে লাগ্‌লেম। গতকথার আলোচনা হোতে লাগ্‌লো। সংক্ষেপে সংক্ষেপে সব কথাই বোল্লেম, কেবল লানোভারের কথা বোল্লেম না। যেখানে যেখানে চাকুরী কোরেছি, যে রকমে আরণ্য-নিকেতনে এসে পোড়েছি, সকল কথাই খুলে বোল্লেম। কিছুই আর বাকী রাখ্‌লেম না।

"আমিও সেই কথা বলি!"—উল্লাসে সজলনয়ন বিস্ফারিত কোরে, কালিন্দী বোল্লেন, "আমিও তাই বলি! পরমেশ্বর তোমারে এনে দিয়েছেন! আমার দুঃখের কথা শোন! সেই ত রাইড্‌নগরে পিতা আমারে ধোরে ফেল্লেন, বাড়ী নিয়ে গেলেন, তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোট্‌লো, আর কেহই সে কথা জান্‌লে না। কাজের কথা তুমি যে বেশ গোপন রাখ্‌তে জান, সেটী আমি বেশ জানি। পিত্রালয়ে কিছু দিন থাক্‌তে থাক্‌তে বুঝ্‌তে

পাল্লেম, আমি গর্ভবতী! মন যে আমার কেমন হলো, হয় ত সেটা তুমি বুঝ্‌তেই পাচ্চো। কিন্তু জোসেফ! কিন্তু সেটা আমার অন্তরের আনন্দ! তোমার মত ছেলে হবে, নিত্য নিত্য ছেলের মুখে আমি তোমার মুখ দেখ্‌বো, লোকনিন্দায় কর্ণপাত কোর্‌বো না, এই তখন আমার আনন্দ! লাঞ্ছনা-যাতনা যত সহ্য কোত্তে হয়, তোমারই মুখ চেয়ে সমস্তই আমি সহ্য কোরেছি। গর্ভলক্ষণ কিছুদিন গোপন ছিল। একবার আমার অত্যন্ত পীড়া হয়। ডাক্তারের কাছে গোপন থাকলো না। তিনি চুপি চুপি সেই কথা প্রকাশ কোরে দিলেন। পিতা কিন্তু আমারে কিছুই বোল্লেন না। বরং আরও স্নেহবশে দুঃখিত হয়ে, আমারে নানাপ্রকার প্রবোধ দিলেন।—বোল্লেন, আমার ভ্রাতা-ভগ্নীরা একথা যেন না শোনে। চুপি চুপি আমারে লুকিয়ে ফেল্‌বার মন্ত্রণা কোল্লেন। সে মন্ত্রণায় কি ফল হলো, দেখ্‌তেই পাচ্চো! পিতার কৌশলেই আমি আরণ্য-নিকেতনে বন্দিনী হোলেম! তখন ভেবেছিলেম, পিতা বুঝি আমার প্রতি সদয় হয়েই এখানে আন্‌লেন। তার পর দেখি, সমস্তই বিপরীত!”

মহা উত্তেজিত হয়ে আমি বোল্লেম, “এঁরা তোমারে এইখানে কয়েদ কোরেছে! কিন্তু কালিন্দি! এরা ত তোমার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করে নাই?”

“দুর্ব্যবহার?—”চমকিতভাবে কালিন্দী বোল্লেন, “দুর্ব্যবহার? সে কথা মনে কোত্তেও নাই। বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার কোরেছেন। উপদেশ আছে কয়েদ রাখ্‌বার, টাকাও পাচ্চেন প্রচুর, তাতে আর এঁদের দোষ কি? এঁরা আমারে বেশ দয়া মমতা দেখিয়েছেন। ঘরের বাহির হোতে দেওয়া পিতার নিষেধ, কিন্তু বিবি সাকল্‌ফোর্ড ততদূর আঁটাআঁটি রাখেন নাই। স্বচ্ছন্দে আমি উদ্যানে বেড়াতে যাই। বিবি ফলীও আমারে বিশেষ যত্ন করেন। ছেলেটীকেও কোলে কোরে আদর করেন। বিবি ফলীকে তুমি জানো?—বড়ই সৎ স্বভাব তাঁর।”

সকৌতুকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “সে দিন তুমি জানালা দিয়ে যে কাগজখানা ফেলে দিলে, তাতে কি লেখা ছিল?”

একটী নিশ্বাস ফেলে কালিন্দী বোল্লেন, “তুমি এখানে এসেছ। দুমাস হলো, এই বাড়ীতে তুমি আছ। বাগানে বেড়াতে যাও, জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখি। তুমি আমারে দেখতে পাও না। কি কোরে দেখা করি? ভেবে চিন্তে সেই কাগজখানি ফেলে দিলেম। বেশী কথা কিছুই লেখা ছিল না, কেবল এইমাত্র লিখেছিলেম, ‘একটী বন্দিনী যুবতী তোমার সহানুভূতি প্রত্যাশা করে।’ কেবল এইমাত্র লেখা। কি জানি, সেটুকু যদি অপরের হাতে পড়ে, বেশী কথা লেখা থাক্‌লে গোলমাল হবে, সেই জন্যই সংক্ষেপে লিখেছিলেম। হাতের লেখা দেখ্‌লেই তুমি চিন্‌তে পার্‌বে, এইটীই আমার নিশ্চিত ধারণা। সাকল্‌ফোর্ড সে আশা আমার বিফল কোরে দিলেন। যাই হোক্‌, তোমারে আমি পেয়েছি, এইটীই আমার পরম সুখ। বিধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন! কিন্তু জোসেফ! এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?”

"কর্ত্তব্য আর কি? এখানে তোমার থাকা হবে না। না না,—কখনই না! তোমারে বন্দিনী রাখা বড়ই নিষ্ঠুরের কাজ!"

"নিষ্ঠুরের কাজ সন্দেহ কি, কিন্তু জোসেফ! তোমার নামেই ছেলেটীর নামকরণ কর! এখন অবধি আমি যেন জানতে পারি, নিশ্চয়ই আমি তোমার!"

আনাবেলের প্রতিমা যেন সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। কি উত্তর দিই, চিন্তা কোচ্চি, ছেলেটীর মুখের দিকে চক্ষু পোড়্লো। ব্যগ্রভাবে বোলে উঠ্লেম, "হাঁ কালিন্দি! তোমার সঙ্গেই আমার বিবাহ হবে!"

হর্ষবিহ্বলে কালিন্দী বোল্লেন, "জোসেফ! প্রিয়তম! যেখানে ভালবাসা নাই, রাজপ্রাসাদ হোলেও সেখানে আমি সুখী হব না! যেখানে তুমি থাক, সামান্য ক্ষুদ্র তৃণকুটীর হোলেও সেখানে আমার সর্ব্ব সুখ!"

আমি বিস্মিতভাবে বোলে উঠ্লেম, "সে কি কালিন্দী? আমার কাছে তুমি সুখের প্রত্যাশা কর? সামান্য চাক্রী কোরে আমি দিন গুজরাণ—"

বাধা দিয়ে কালিন্দী বোল্লেন, "না জোসেফ! ও সব ভয় আমি রাখি না! তোমার সঙ্গে যদি বিচ্ছেদ না ঘটে, সংসারের কোন কষ্টেই আমি ডরাই না! পিতা যখন এখানে আমারে আনেন, তখন আমার অলঙ্কারপত্র সমস্তই প্রদান কোরেছেন, নগদ দুই শত পাউণ্ড দান কোরেছেন। তাঁর মনে যে কুমন্ত্রণা ছিল, ঐ রকম ব্যবহারে সেটা আমি তখন বুঝ্তে পারি নি। যা হোক, যা কিছু আমার এখন আছে, নগদে জিনিসে প্রায় ৫০০ ৬০০০ পাউণ্ড হবে। কোন একটা কারবারে খাটিয়ে দুজনে আমরা অবশ্যই সুখে থাক্তে পার্বো। টাকার জন্য চিন্তা কি? এখান থেকে পলায়ন করাই এখন কাজের কথা। তার উপায় কি?"

সকৌতুকে আমি উত্তর কোল্লেম, "সে উপায় এক মুহূর্ত্তেই হোতে পারে। কিন্তু সে রকম করা হবে না। বিশেষ সাবধান হয়ে—বিশেষ বিবেচনা কোরে, কাজ করা চাই। যদিও আমার কাছে চাবী আছে, যদিও চাইলেই আমি চাবী পাই, ইচ্ছা কোল্লে তুমিও এই প্রাচীর ডিঙিয়ে এখনি পালাতে পার, কিন্তু কালিন্দি! যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা হোলেই বিষম বিভ্রাট!—এখনই অনুসন্ধান আরম্ভ হবে, অতি নিকটেই আমরা ধরা পোড়্বো! নূতন বিপদ উপস্থিত হবে!"

"আমিও তাই ভেবেছি। রাত্রেও পালানো হোতে পারে না। ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে ছেলেটী একেবারে সারা হয়ে যাবে!"

"আমি একখানা গাড়ী যোগাড় করি। দু একদিনের মধ্যেই তোমারে মুক্ত কোরে দিব। কিন্তু যতদিন গৃহ-কর্ত্রীর পীড়া থাকে, ততদিন বাড়ী ছেড়ে যাওয়া হবে না। তোমার কাজ-কর্ম্ম আমারেই কোত্তে হবে, নগরে যাবারও সময় পাব না, নগরে না গেলেও গাড়ী পাওয়া ভার!"

কালিন্দী বোল্লেন, "একটা ছল কর না কেন? যাতে কোরে শীঘ্র তুমি বাগানটে

যেতে পার, ছল কোরে এমন একটা সহজ উপায় কি ঠাওরাতে পার না? মনে কর, কল্যই—কল্য প্রাতে যখন তুমি আমার কাছে—"

কালিন্দীর মনের ভাব বুঝ্তে পেরে তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "বুঝেছি, বুঝেছি! যে কথা তুমি বোল্বে, তা আমি বুঝেছি! কল্য প্রাতে তুমি বেড়াতে আস্বে না। তা হোলেই আমি অবকাশ পাব। কর্ত্তার কাছে অনুমতি নিয়ে, বাজার করবার ছল কোরে, আমি বাগ্‌সটে যাব। বেশ কথা! এই পরামর্শই ঠিক!"

"কালিই তবে হবে?"—উৎফুল্লনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে কালিন্দী বোল্লেন, "কালিই তবে হোক্! পরশুই আমরা পালাবো!"

পরামর্শ ঠিকঠাক হলো। সেই পরামর্শমতেই আমি কাজ কোল্লেম। নগরে গিয়ে গাড়ী ঠিক কোল্লেম। গাড়ী এসে যেখানে দাঁড়াবে, গাড়োয়ানকে সে কথা বোলে এলেম। নিকেতনের অদূরেই একটা পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের ধারে গাড়ী দাঁড়াবে। গাড়োয়ান রাজী হলো। ভাড়ার অন্দরে দুটী গিনি অগ্রিম দিয়ে আমি চোলে এলেম। গাড়োয়ানকে আরও বোলে এলেম, "পাহাড়ের ধারে আধঘণ্টা অপেক্ষা কোরো। আধঘণ্টার মধ্যে আমি যদি না আসি, ফিরে এসো। আবার নূতন দিন স্থির কোরে আমি তোমারে বোলে যাব। কাহারো কাছে কোন কথা প্রকাশ কোরো না।"—এ কথাতেও গাড়োয়ান রাজী হলো। আমি নিকেতনে ফিরে এলেম। সবেমাত্র এসে পৌঁছেছি, কর্ত্তা সাকল্‌ফোর্ড ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এসে, ব্যস্তভাবেই আমারে বোল্লেন, "জোসেফ! আবার তোমারে বাগ্‌সটে যেতে হবে,—এখনই,—এখনই!"

আমিও ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "গৃহিণীর পীড়া কি বেড়েছে?"

"না না,—তাঁর কথা নয়। যদিও তাঁর পীড়া শক্ত, কিন্তু সে জন্য তোমারে যেতে হোচ্চে না। সেই ছেলেটী—"

"ছেলে?"—চোম্‌কে উঠে, থর্ থর্ কোরে কেঁপে, অর্দ্ধ উক্তিতে আমি অতি শঙ্কিতকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লেম, "ছেলে?"

কর্ত্তা বোল্লেন, "হাঁ জোসেফ! শীঘ্র যাও! ধনুষ্টঙ্কার!—অকস্মাৎ!"

সভয়ে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পোড়্‌তে পোড়্‌তে আমি প্রতিধ্বনি কোল্লেম, "ধনুষ্টঙ্কার?—সর্ব্বনাশ!"

সাকল্‌ফোর্ড বোল্লেন, "ভয় পাও কেন? অমঙ্গল ভাবো কেন? যতটা তুমি মনে কোচ্চো, ততটা নয়। সামান্য।"

"না না,—সে কথা বোল্‌ছি না। কিন্তু ধনুষ্টঙ্কার?—ওঃ! সে রোগে ত বাঁচে না! বড়ই ভয়ানক রোগ!"

কর্ত্তা বোল্লেন, "সে আশঙ্কা নাই। তুমি শীঘ্র যাও! ডাক্তার আন!"

তৎক্ষণাৎ আমি গাড়ী ফিরালেম। ঘোড়াটী অত পথ গিয়েছে, এসেছে, সে কথা কিছুই মনে কোল্লেম না। জোরে চাবুক মেরে আবার আমি গাড়ী হাঁকিয়ে দিলেম।

একপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

বনপথ।

কার জন্য কে কাঁদে? ধনুষ্টঙ্কারের নাম শুনে কেন আমার মন কেঁদে উঠেছিল, কেন তত কাতর হয়েছিলেম, সাকল্‌ফোর্ড তার কিছুই বুঝ্‌লেন না। ভালই হলো। অস্থিরচিত্তে আমি বাগ্‌সটে পৌঁছিলেম। ডাক্তার উইলিস বাড়ীতেই ছিলেন, বিবি সাকল্‌ফোর্ডকে দেখ্‌তে একবার এসেছিলেন, আবার আস্‌তে হবে,—নূতন রোগী, এই কথা তাঁরে জানালেম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার সঙ্গে এলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা নিকেতনে পৌঁছিলেম। এসেই শুন্‌লেম, ছেলেটী একটু ভাল আছে। ডাক্তার দস্তুরমত ব্যবস্থা কোরে গেলেন। অভয় দিয়ে বোলে গেলেন, "প্রাণের ভয় নাই।"

ছেলেটী একমাস কাল শয্যাগত থাক্‌লো। এখন যায়, তখন যায়। সকলেই চিন্তাকুল। আমি আর কালিন্দী এককালেই যেন জ্ঞানহারা। একপক্ষ কাল কালিন্দী ঘরের বাহির হন নাই। পক্ষান্তে একদিন উদ্যানে বেড়াবার ইচ্ছা হলো। আমিই সঙ্গে কোরে বাগানে নিয়ে এলেম। গাড়ীর বন্দোবস্তের কথা বোল্লেম, সে বন্দোবস্ত ভেঙে গেছে। কালিন্দী বোল্লেন, "আবার ঠিক কর! আর একপক্ষ পরেই বেশ আরাম হবে। আগে থাক্‌তেই বন্দোবস্ত কর!"

আমিও রাজী হোলেম। একমাস গেল। আমাদের পরামর্শ ঠিক। কর্ত্তার কাছে ছুটী নিয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি গাড়ীর বন্দোবস্তে যাত্রা কোল্লেম। ঘটনাগতিকে সেদিন পদব্রজেই যেতে হলো। গাড়ী স্থির কোল্লেম।

ফিরে আস্‌ছি, রাত্রি নটা। অন্ধকার রাত্রি, অল্প অল্প বৃষ্টি। আকাশময় মেঘ ছুটাছুটী কোচ্চে। বনপথে জোর জোর হাওয়া উঠেছে। সেই অন্ধকারে আমি চোলে আস্‌ছি। ডাকাতের ভয় মনে মনে জাগ্‌ছে। ক্ষণে ক্ষণেই যেন মনে কোচ্চি, মুখোসপরা ডাকাত বুঝি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো! সেই মুহূর্ত্তেই অশ্বের পদধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হলো। মনে কোল্লেম, নিশ্চয়ই ডাকাত আস্‌ছে। আমার হাতে একটা ছাতী ছিল। বাতাসের জোরে খুলে রাখ্‌তে পারি নি। গজদন্তের বাঁট। বেশ কোরে বাগিয়ে ধোরে ঠিক হয়ে দাঁড়ালেম। ডাকাতটা কাছে এলেই সজোরে প্রহার কোর্‌বো, এই পর্য্যন্ত ভরসা। অশ্বের পদধ্বনি নিকটে। গাঢ় অন্ধকার! লোকটা আমি দেখ্‌লেম। মুখে মুখোসপরা অনুমান কোল্লেম। কেননা, মাথার টুপী থেকে মুখ পর্য্যন্ত সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ!

আমার মাথার দিকে তাগ কোরে একটা পিস্তল তুলে, গভীর গর্জ্জনস্বরে সেই অশ্বারোহী বোল্লে, "হয় টাকা, নয় প্রাণ!"

বিদ্যুতের মত লম্ফ দিয়ে, পাশ কাটিয়ে, ছাতীর বাঁটের বাড়ি এক আঘাত! আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম, "নরাধম!"—পরক্ষণেই ডাকাতের ঘোড়াটা নক্ষত্রগতিতে ডাকাতকে নিয়ে, বনের ভিতর লুকিয়ে গেল! এক মিনিটের মধ্যেই কর্ম্ম রফা! অন্ধকারপথে ডাকাতের প্রবেশ প্রস্থান ঠিক যেন ইন্দ্রজালের মত বোধ হলো। ডাকাতের পিস্তলটা গুলীভরা ছিল কি না, সেটা আমি জানি না। রক্ষা পেলেম। চারিদিকে চাইতে চাইতে, ভয়ে ভয়ে আবার আমি অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোলেম। ফলীসাহেবর সুনাম, বিবি ফলীর অমায়িকতা, সকলের মুখেই শুনি। পরদিন বৈকালে কতকগুলি সওগাদ নিয়ে ফলী সাহেবের বাড়ীতে আমারে যেতে হলো। তাঁরা স্ত্রীপুরুষে আমারে বেশ আদরযত্ন কোল্লেন। যখন ফিরে আসি, পথে তখন ডাক্তার গেম্‌সের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমারে কত কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। ফলীসাহেবের কি পীড়া হয়েছিল, ডাক্তার গেম্‌স্‌কে সেই দিন আমি সেই কথা জিজ্ঞাসা করি।

ফলীদম্পতীর বিস্তর প্রশংসা কোরে, ডাক্তার গেম্‌স্ বিশ্বস্তভাবে আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বড়ই গোপনীয় কথা! তোমার স্বভাব-চরিত্র ভাল. বিবি ফলীর মুখে আমি শুনেছি, তাঁর স্বামীও বোলেছেন, তোমার প্রতি কিছুমাত্র সন্দেহ হোতে পারে না। ভারী গোপনীয় কথা! দেখ, নিকটে একটা সহর আছে, সেখানে যুদ্ধের এক দল সেনা থাকে। সেই রেজিমেণ্টের একজন সৈনিক-পুরুষ বিবি ফলীকে ঠাট্টা করে। সেই উপলক্ষে ফলীসাহেবের সঙ্গে তার পিস্তল-লড়াই হয়.। ফলীর হাতে গুলী ফুটে থাকে। সেই গুলী আমি বাহির করি। ঠিক সময়ে তুমি উপস্থিত হয়েছিলে,—ঠিক সময়ে আমি দেখেছিলেম,—ঠিক সময়েই চিকিৎসা হয়েছে, তাতেই এ যাত্রা তিনি বেঁচে গেছেন। তা যদি না হতো, কিছুতেই রক্ষা হতো না। আহা! তেমন ভদ্রলোক, তেমন উপকারী বন্ধু, তেমন সতীসাধ্বী স্ত্রী, আহা! ফলী যদি না বাঁচ্‌তেন, তা হোলে সেই পতিপ্রাণা স্ত্রীর যে কি দুর্দ্দশা হতো, তা আমি বোল্‌তে পারি না। পতির শোকে সতীও হয় ত বাঁচ্‌তেন না।"

এই প্রসঙ্গে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হলো। ফলীদম্পতীর খোস্‌নাম শুনে শুনে আহ্লাদে আমি ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম। বিবি ফলীর যৎকিঞ্চিৎ উপকার কোরেছিলেম, সকলের কাছে সেই কথা গল্প কোরে তিনি আমার প্রশংসা করেন, সম্পর্ক না জেনেও কাম্বিন্দীকে তিনি দয়া করেন, ক্ষুদ্র জোসেফকে বুকে কোরে নিয়ে আদর করেন। পরম দয়াবতী স্নেহবতী রমণী! যেমন স্ত্রী, তেম্‌নি স্বামী। তাঁর স্বামীও আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে ত্রুটি করেন না। তাঁদের চরিত্রচর্য্যা দেখে শুনে যথার্থই আমার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়েছে।

মনে মনে কত কি আন্দোলন কোত্তে কোত্তে নিকেতনে পৌঁছিলেম। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় ডাক্তার উইলিসের কাছ থেকে ঔষধ আন্‌বার কথা কর্ত্তা আমারে আবার

বাগ্‌সটে পাঠালেন। আমি বেরুলেম। খানিকদূর যেতে যেতে ঘোড়া আর চোল্‌তে পাল্লে না। আমি মনে কোল্লেম, পায়ে বুঝি পাথর ফুটেছে। পরীক্ষা কোরে দেখ্‌লেম, তা নয়। হঠাৎ যেন খোঁড়া হয়ে গেল। আর আমি তারে গাড়ীতে জুড়ে সহর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পাল্লেম না। বৃদ্ধ অশ্ব। অনেকবার অনেক আঘাত সহ্য কোরেছে। গায়ের ঠাঁই ঠাঁই বেলেস্তার দাগ আছে। আমি তারে সহরে নিয়ে গিয়ে একটা সরাইখানায় রাখ্‌লেম। সে রাত্রে আর বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হলো না। ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ নিয়ে, পদব্রজেই আমি ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লেম। রাত্রি দশটা।

পূর্ব্বরাত্রের ন্যায় সে রাত্রেও মেঘ অন্ধকার! সে রাত্রেও ঝড়-বৃষ্টি! সহর ছেড়ে খানিকদূর আমি এসেছি, বনের ধারে পোড়েছি, আবার সেই ডাকাতের ভয় আমারে অস্থির কোরে তুল্লে। ছাতীটা বাগিয়ে ধোল্লেম। কিন্তু ডাকাত দেখ্‌তে পেলেম না। সহর থেকে প্রায় তিন মাইল এসেছি, পশ্চাতে ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো। ছুটে ছুটে আস্‌ছে না, একটু মাঝারী চাল। ক্রমশই নিকটবর্ত্তী। চেয়ে দেখ্‌লেম, দুজন লোক। ডাকাত হয় ত সঙ্গী জুটিয়ে এনেছে। দেখ্‌ছি, ক্রমশই অশ্বারোহীরা নিকটে। ডাকাতের ভয়টা তখন সোরে গেল। আমি দেখ্‌লেম, অশ্বারোহী পুলিসের লোক। সে রাত্রে কেন তারা সেখানে, বুঝ্‌তে আর বাকী থাক্‌লো না। পুলিসের লোকেরা আমারে সেলাম কোরে চোলে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে গেল। খানিক-দূর তারা চোলে গিয়েছে, হঠাৎ একটা পিস্তলের আওয়াজ শুনতে পেলেম। সেই সময়ে ঘোড়ার পায়ের টপাটপ শব্দ কাণে এলো। ঘোড়ারা তখন দ্রুতগতি ছুটেছে। যে দিক্ দিয়ে আমি যাচ্চি, সে স্থানটার দুদিকে দুটো রাস্তা। একটা সংকীর্ণ, একটা প্রশস্ত। সংকীর্ণ পথে আমি; যে দিক্ থেকে শব্দ এলো, সেই দিক্‌টায় প্রশস্ত পথ। আমি নিশ্চয় মনে কোল্লেম, ডাকাত বেরিয়েছে। গুলী কোল্লে কে?—ডাকাত যাকে পেয়েছে, তারই গুলী, কিম্বা ডাকাতের গুলী, সেটা তখন স্থির কোত্তে পাল্লেম না। দ্রুতপদে সেই দিকে ছুট্‌তে লাগ্‌লেম। একটু একটু আলো দেখা গেল। একবার দেখ্‌ছি আলো, তখনই আবার অন্ধকার! আরও দ্রুত চোল্‌তে লাগ্‌লেম। নিকটবর্ত্তী হোতে হোতে মানুষের উচ্চ কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে। আরও নিকটে আমি ছুটে চোল্লেম। স্পষ্ট স্পষ্ট স্বর শুনতে পেলেম। এক স্বর বোল্‌ছে, "না না, তুমি বেশ লোক! তুমি যাও! আমার—"

সেই সময় একটা বাতাসের দম্‌কা উঠ্‌লো। সব কথা শুন্‌তে পেলেম না। একটু পরে আবার শুন্‌লেম, আর একস্বর বোল্‌ছে, "আমি শপথ কোচ্চি, যদি তুই ধরা পড়িস্, বিশ মাইল্ তফাতে যদি তোর ফাঁসী হয়, তত্দূর গিয়েও তোর ফাঁসী দেখ্‌বো! দেখ্‌বোই দেখ্‌বো। দুবার দুবার তুই——"

আবার এক দম্‌কা বাতাসে শেষের কথা মিশিয়ে গেল। তথাপি আমি বুঝ্‌লেম, সেই পান্থ-সওদাগর হেন্‌রীর কণ্ঠস্বর!

ক্ষণকালমধ্যেই সেই স্থানে আমি উপস্থিত। সম্মুখেই দেখি, হেন্‌লীসাহেবের গাড়ী। দূর থেকে আমি সেই গাড়ীর আলোটা মাঝে মাঝে দেখ্‌ছিলেম। হেন্‌লী তখন গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন, পুলিসের লোকেরাও সেই খানে। তারাও তখন ঘোড়া থেকে নেমেছে। মাঝখানে একজন লোক। লোকটার হাত বাঁধা। দেখেই আমি নিশ্চয় কোল্লেম, ডাকাত। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল, মুখ দেখ্‌তে পেলেম না। মুখোস্‌ ছিল কি না, সেটাও ঠাওর হলো না। ব্যগ্রভাবে হেন্‌লীসাহেবকে বোল্লেম, "আঃ! আপনার বৈরী তবে ধরা পোড়েছে!"

আমারে সেইখানে দেখেই হর্ষবিস্ময়ে হেন্‌লী বোলে উঠ্‌লেন, "জোসেফ উইল্‌মট! কি আশ্চর্য্য! এমন সময় তুমি এখানে উপস্থিত?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "পিস্তলের আওয়াজ শুনে—"

"আমিই আওয়াজ কোরেছি!"—আমার কথা সমাপ্ত হবার অগ্রেই হেন্‌লী বোলে উঠ্‌লেন, "আমিই পিস্তল ছুড়েছি! কিন্তু লাগে নি। ডাকাতটা আমাকে চাবুক পেটা কোরেছে! অনেকক্ষণ হুড়াহুড়ি কোরেছি। ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে ফেলেছি। ঠিক সেই সময়েই পুলিসের লোক এসে উপস্থিত হয়েছে।"

ডাকাতের ঘোড়া যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, হেন্‌লী আমারে সেই দিক্‌টা দেখিয়ে দিলেন। চক্ষু ঘুরিয়ে সেই দিকে আমি চেয়ে দেখ্‌লেম। ঘোড়া দেখেই আমি অবাক্‌! বিস্মিতনয়নে চাইতে চাইতে ঘোড়ার কাছে আমি অগ্রসর হোলেম। দেখেই চিন্‌লেম, অদ্ভুত ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য! চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেম, "কি আশ্চর্য্য! এ যে দেখ্‌ছি ফলীসাহেবের ঘোড়া! ঘোড়ার নাম জুপিটার!"

অকস্মাৎ সেই সময় একটা অস্ফুট গর্জ্জনশব্দ কাণে এলো! ভয়ানক সংশয় বিস্ময়ে নিকবর্ত্তী হয়ে আমি দাঁড়ালেম। প্রথম যে রাত্রে হেন্‌লীসাহেবকে ডাকাতে ধরে, হেন্‌লী তখন গুলী কোরেছিলেন,—গুলী অবশ্য ডাকাতের গায়ে লেগেছিল। তার পর কি হলো?—ফলীসাহেবের ঘোড়া! বন্দীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, সেই ব্যক্তিই ফলীসাহেব! ওঃ! ডাক্তার গেম্‌স্‌ আমার সাক্ষাতে মিথ্যাকথা বোলেছেন! পিস্তলযুদ্ধের কথা! কাণ্ডই মিথ্যা! হেন্‌লীর গুলীই এই ব্যক্তির প্রাণঘাতক হয়ে উঠেছিল! ডাক্তার গেম্‌স্‌ বাঁচিয়ে তুলেছেন। ফলীসাহেব ডাকাত! ওঃ! কথাটা যেন স্বপ্নের অগোচর বোধ হোচ্চে! কি ভয়ানক ঘটনা! তেমন সুন্দরী স্নেহবতী স্ত্রীলোকটী—এখন হলো কি না, একজন বোম্বেটে ডাকাতের পত্নী!

অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ফলীর দিকে চেয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কি দুর্দ্দৈব! কি দুর্দ্দৈব! একথা শুনে তোমার অভাগিনী স্ত্রী কি বোল্‌বেন?"

কম্পিতশরীরে, কম্পিতকণ্ঠে, কম্পিত নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ফলী বোলে উঠ্‌লো, "তাই ভেবেই আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি! যাও! তুমি যাও! এখনই যাও! এটা যে ঘোট্‌বে, তা আমি জান্‌তেম! একদিন না একদিন ধরা পোড়্‌তে হবে, জানা ছিল।

মনে মনেই জাগ্‌ছিল। যাও তুমি! বলো গে!"—পুলিসের লোকের দিকে ফিরে বন্দী ডাকাত জিজ্ঞাসা কোল্লে, "ইনি আমার ঘোড়াটী নিয়ে যেতে পারেন ?"

গম্ভীর রুক্ষস্বরে পুলিসের লোকেরা বোল্লে, "না না,—কখনই হোতে পারে না। তোমার নামে আরও নালিস চোড়্‌বে কি না, তা আমরা কি কোরে জান্‌বো? যে সকল পথিক লোককে তুমি হায়রাণ কোরেছ, ঘোড়াটা দেখ্‌লে তারা অবশ্যই চিন্‌তে পার্‌বে। আচ্ছা, আচ্ছা, তারাও যদি কেউ না আসে, আর যদি নূতন নালিস নাও চড়ে, আজকের এই ঘটনাতেই তোমার ফাঁসী—"

"তবে যাও জোসেফ উইলমট! শীঘ্র যাও! আর কোন দিক্ থেকে আর কোন লোকের মুখে সে অভাগিনী যদি একথা শোনে, দম ফেটে মোরে যাবে!—কেহই রক্ষক নাই!—পোড়্‌বে আর মোর্‌বে! শীঘ্র যাও!"

আমার দিকে চেয়ে একজন পুলিসের লোক সদম্ভ গম্ভীরগর্জ্জনে বোল্লে, "তুমি কি এই লোকটাকে চেনো?"

আমি দেখ্‌লেম, সঙ্কট! যদি চিনি বলি, পুলিস আমারে ডাকাতের সহকারী বোলে গ্রেপ্তার কোরে ফেল্‌বে! কিন্তু একরকম হলো ভাল। আমি উত্তর কর্‌বার অগ্রেই হেন্‌লী সাহেব বোল্লেন, "জোসেফের হয়ে আমিই জবাব কোচ্চি। এই জোসেফ উইলমট চাক্‌রী করেন।—কি সেই বাড়ীখানার নাম?"

"আরণ্যনিকেতন।"—হেন্‌লীর সঙ্কেত বুঝে তৎক্ষণাৎ আমি প্রকাশ কোল্লেম, "আরণ্য নিকেতন।"

পুলিসের লোকরা আর আমার উপর সন্দেহ রাখ্‌লে না। আমি চোলে গেলেম। একবারমাত্র ফলীর মুখ আমি দেখেছিলেম, আর সে দিকে চাইলেম না। দ্রুতপদে ফলীসাহেবের বাড়ীর দিকে ফিরে চোল্লেম। বুক তখন লাফাচ্চে! বোল্‌বো কি? যে স্নেহবতী মহিলাকে অন্তরে অন্তরে আমি ভক্তি করি, ডাকাতের সহকারিণী তিনি! ডাকাতের বিবাহ করা পত্নী তিনি! ওঃ! কি বোলেই বা দেখা করি? ভাব্‌তে ভাব্‌তে দরজায় আঘাত কোল্লেম। বিবি ফলী নিজেই এসে দরজা খুলে দিলেন। আমার মুখের ভাব দেখেই উৎকণ্ঠিতভাবে বিবি ফলী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি সংবাদ জোসেফ? তোমার চেহারা দেখে আমার অনুমান হোচ্চে, তুমি কোন কুসংবাদ এনেছ! ওঃ! কি হয়েছে জোসেফ? এমন চেহারা কেন তোমার? বিবি সাকল্‌ফোর্ড কি মারা গেছেন? এসো এসো! ভিতরে এসো! বোসো! দেখ্‌ছি তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পাচ্চো না!"

আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। দরজা বন্ধ কোরে দিলেম। কি কথা বোল্‌বো, মনে মনে অনেকক্ষণ আন্দোলন কোত্তে লাগ্‌লেম। বিবি ফলী পুনঃপুন জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, "কি হয়েছে জোসেফ? ঘোটেছে কি? অমন কোচ্চো কেন?"

শীঘ্র আমি সেই নিদারুণ কথা প্রকাশ কোত্তে পাল্লেম না। ক্রমে ক্রমে থেমে থেমে

শেষে আমি বোল্লেম, "আপ্নার স্বামী—ওঃ! বোল্‌তে আমার যেন বুক ফেটে যাচ্ছে! আপ্‌নার স্বামী—"

"বেঁচে আছে ত?"—আমার মুখের কাছে লাফিয়ে পোড়ে পাগলিনীর মত উচ্চ কণ্ঠে সেই অভাগিনী বোলে উঠ্‌লেন, "বেঁচে আছে ত? বল জোসেফ! শীঘ্র বল! আমার প্রাণ যেন ঠিক্‌রে বেরুতে যাচ্ছে!"

"হাঁ, বেঁচে আছেন, বেঁচে আছেন!"—অগ্রেই আমি এই শুভসংবাদ দিলেম। এ কথাটা শুন্‌লেও প্রাণটা অনেক ঠাণ্ডা হবে, তাই ভেবে প্রাণের কথাটাই আমি আগে বোল্লেম। শেষে বোল্লেম, "পুলিসের লোকেরা তাঁরে ধোরেছে!"

কপাল চাপ্‌ড়ে, বুকে হাত চাপ্‌ড়ে, ঠিক যেন উন্মাদিনীর মত বিবি ফলী বড়ই অস্থির হয়ে পোড়্‌লেন। তাঁর কষ্ট দেখে আমার চক্ষেও জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। আমি বোল্লেম, "যদি কিছু উপায় থাকে, কি কোল্লে ভাল হয়, আপ্‌নি আমারে হুকুম কোত্তে পারেন। আপ্‌নার কোন উপকারে আমি অপ্রস্তুত নই।"

"কিছুই না, কিছুই না!—কিছুই উপায় নাই! যাও জোসেফ! তুমি এখান থেকে চোলে যাও! তোমার চরিত্র নির্ম্মল। তুমি সাধু! তোমার কাছে মুখ দেখাতে আমার আজ বড়ই লজ্জা হোচ্চে।"

দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে, তিনি আমারে বেরিয়ে আস্‌বার জন্য সঙ্কেত কোল্লেন। আমি আর দ্বিরুক্তি কোত্তে পাল্লেম না। সেই রকম যন্ত্রণার মুখে সেই অভাগিনীকে নিক্ষেপ কোরে, দুঃখিতহৃদয়ে সে বাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে এলেম।

নিকেতনে যখন ফিরে এলেম, রাত্রি তখন এগারোটা বেজে গেছে। ঘোড়াটী খোঁড়া হয়েছে, কাজে কাজেই গাড়ীখানি সহরে রেখে এসেছি। ঘোড়াও সেইখানে আছে। হেঁটে হেঁটেই আমি ফিরে এসেছি। কর্ত্তা আমারে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন। ডাকাতের হাঙ্গামার কথা বোল্লেম। ফলীসাহেব ধরা পোড়েছেন, ফলীসাহেব বোম্বেটে ডাকাত, আমার মুখে এই কথা শুনে, কর্ত্তা প্রথমে আমারে পাগল ঠাওরালেন। যারা যারা শুন্‌লে, তারাও মনে কোল্লে, আমি পাগল হয়েছি। তার পর যখন আমি তাঁদের সমস্ত কথা ভেঙে বোল্লেম, তাঁরাও তখন বিস্ময়াপন্ন হোলেন। কর্ত্তা এতদূর অন্যমনস্ক যে, গাড়ীঘোড়া কোথায়, সে কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোত্তেই ভুলে গেলেন। গৃহিণীর জন্য ঔষধ আন্‌তে গিয়েছিলেম,—ঔষধ এনেছি,—দিতে মনে হলো না! কর্ত্তাও জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। যখন আমি শয়ন কোত্তে যাই, তখন সে কথা আমার মনে পোড়্‌লো। কর্ত্তার কাছে ফিরে এসে ঔষধের পুরিয়াটী দিলেম। গাড়ীঘোড়ার কথাও বোল্লেম। তিনি চুপ কোরে থাক্‌লেন। আমি শয়ন কোত্তে গেলেম।

নিদ্রা কেবল নামমাত্র। একবার চক্ষের পাতা বুজি, তখনি যেন কি স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। ডাকাতের চেহারা, উন্মাদিনী নারীদের চেহারা, বিচারপতির গম্ভীর চেহারা, মানুষকে ফাঁসী দিবার ভয়ানক ভয়ানক দৃশ্য, সেই অন্ধকারে আমার কল্পনার চক্ষে যেন

ঘন ঘন যাওয়া আসা কোত্তে লাগ্‌লো!—ভূতপ্রেত নাচ্‌তে লাগ্‌লো! সমস্ত রজনীই নয়ন চঞ্চল, বুদ্ধি চঞ্চল, মন চঞ্চল!

রজনী প্রভাত। সেই প্রভাতেই আমাদের পলায়নের দিন। কালিন্দীকে নিয়ে, ছেলেটীকে নিয়ে, সেইদিন বেলা দুইপ্রহরের পূর্ব্বে আমার পলায়ন করাই অবধারিত ছিল। গাড়ীর বন্দোবস্ত আছে, পাহাড়ের ধারে গাড়ী এসে দাঁড়াবে। এদিকে ত এই সঙ্কট! কি যে হয়, কিছুই স্থির হলো না। বেলা যখন নটা, সেই সময় আমি কালিন্দীর ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। ছেলেটী অনেক ভাল আছে। দেখে আহ্লাদ হলো। পলায়ন কোত্তেই হবে। যদি ধরা পড়ি, জীবনের আশা-ভরসা জন্মের মত ফুরিয়ে যাবে। যে কলঙ্ক অনিবার্য্য, জন্মের মত সেই কলঙ্কে আমি দাগী হয়ে, থাক্‌বো। কেহই আর বিশ্বাস কোর্‌বে না! অন্তরে অন্তরে কাঁপ্‌তে লাগলেম।

চঞ্চলদৃষ্টিতে আমার মুখপানে চেয়ে, কালিন্দী চঞ্চলভাবে চঞ্চলস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হয়েছে জোসেফ?"

কি ওজর করি? সত্য কথাই বোল্‌তে হলো। সত্য কথাই বোল্লেম। ফলীসাহেবের যে দশা ঘোটেছে, ফলীর স্ত্রীকে আমি যে সংবাদ দিয়ে এসেছি, সেই সব কথা শুনে কালিন্দী চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন। চমকিতভাবে বোল্লেন, "ডাকাতের স্ত্রী? ডাকাতের স্ত্রীর সঙ্গে আমি আলাপ কোরেছি? কি কথা বলো তুমি!—ডাকাতের স্ত্রী আমার ছেলেকে কোলে কোরে আদর কোরেছে?"

"সেই জন্যই ত আমি এত কাতর হোচ্চি। আহা! বিবি ফলীর প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি জোন্মেছিল, সেইটী মনে কোরেই আমি এত কাতর। আহা! যে সকল স্ত্রীলোক এই উপস্থিত ঘটনা শুনে, বিবি ফলীকে ঘৃণা কোর্‌বে, তাদের প্রকৃতি সেই ডাকাতের স্ত্রীর প্রকৃতি অপেক্ষা অধিক নির্ম্মল, এমন ত আমার বিবেচনা হয় না। কিন্তু কাজের গতিকে বিপরীত হয়ে দাঁড়ালো!"

আমার কথা শুনে কালিন্দী কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। সজলনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আহা! বিবি ফলীর এমন দশা ঘোটেছে? আমার ছেলেটীকে তিনি কতই ভালবাস্‌তেন, আমারেই বা কত যত্ন কোত্তেন! তাঁর এখন এই দশা? রক্ষা কর্‌বার কি কোন উপায় হয় না?"

আমি চুপ্ কোরে থাক্‌লেম। আমারে নিরুত্তর দেখে, কালিন্দী আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তুমি এখন বিবেচনা কোচ্চো কি? বিবি ফলীর উপকার করা আর আমারে উদ্ধার করা। এই দুটী কার্য্যই ত এখন হাতে হাতে।"—এই পর্য্যন্ত বোলে একটু কি চিন্তা কোরে, নির্নিমেষনেত্রে আমারে নিরীক্ষণ কোল্লেন। একটু যেন কুণ্ঠিত-ভাবে আবার বোল্লেন, "আচ্ছা জোসেফ্! একটী কথা আমি তোমারে জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, তুমি যে আমায় উদ্ধার কোত্তে চাচ্চো, সেটা কি শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধে কিম্বা যথার্থ স্নেহের অনুরোধে? মানুষে যেমন বিপন্ন মানুষের উপকার করে, সেই রকম

কর্ত্তব্যজ্ঞানেই যদি এ কাজে তোমার মতি হয়ে থাকে, তবে কাজ নাই। যে কাজে অন্তরের তৃপ্তি না জন্মে, সে কাজে তোমারে প্রবৃত্তি দিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। না জোসেফ! তেমন কাজ আমি তোমারে কোত্তে বলি না। তোমার যাতে মঙ্গল হয়, তুমি যাতে সুখে থাকো,—তোমার মন যাতে খুসী থাকে, তুমি তাই করো। তোমারে খুসী রাখ্‌বার জন্য আমি সহস্র বিপদ সহ্য কোত্তে পারি। আমার কপালে যা ঘটে ঘটুক, তুমি সুখী হও! চিরজীবন আমি এই কারাগারেই কয়েদ থাক্‌বো, তাও স্বীকার, তোমারে অসুখী করা আমার প্রাণে একান্ত অসহ্য!"

ওষ্ঠে বাক্য, নয়নে অশ্রু! অশ্রুপূর্ণনয়নে চঞ্চলপদে দোলার কাছে গিয়ে, কালিন্দী সুন্দরী ছেলেটীকে বুকে কোরে তুলে আন্‌লেন। নিজের কোল থেকে আমার কোলে দিলেন। শিশুমুখে বারম্বার চুম্বন কোরে, পুত্রবাৎসল্যে আমি যেন আনন্দে দ্রব হয়ে গেলেম। কালিন্দীর চক্ষেও জল পোড়্‌লো।

আমি আর বেশীক্ষণ দেরী কোত্তে পাল্লেম না। সে অবস্থায় যদি কেহ দেখে, নূতন বিপদ উপস্থিত হবে! কালিন্দীকে উদ্ধার করা হবে না! সেই ভাবনায় শীঘ্র শীঘ্র আমি বেরিয়ে এলেম। বোলে এলেম, বেলা সাড়ে এগারটারো সময় উদ্যানভ্রমণ। চাবীটী কর্ত্তার কাছে রেখে তাঁরে আমি জানালেম, দুইপ্রহরের পূর্ব্বেই উদ্যানভ্রমণের কথা আছে। তিনিও সম্মতি দিলেন।

পলায়নের পূর্ব্বে কি কি প্রয়োজন?—জিনিসপত্রগুলি একসঙ্গে গুছিয়ে রাখা, কি উপায়ে প্রস্থান করা হবে, সেটীও অবধারণ করা। কালিন্দীর মূল্যবান্ অলঙ্কার, নগদ টাকা, আবশ্যকমত বস্ত্রাদি, কালিন্দী সব ঠিকঠাক কোরে রাখ্‌বেন পরামর্শ আছে, আমিও আমার জিনিসগুলি পুঁটুলী বাঁধ্‌লেম। জানালা গলিয়ে নীচের বাগানে ফেলে দিলেম। এই রকমেই পূর্ব্বসাবধান হওয়া হলো। বেলা সাড়ে এগারোটা। নূতন উর্দ্দী আমি পরিধান কোল্লেম। দস্তরমত চাবী চেয়ে নিয়ে, শঙ্কিতভাবে কালিন্দীর গৃহে প্রবেশ কোল্লেম। কালিন্দীও প্রস্তুত।

উপর থেকে আমরা নেমে এলেম। বাগানে যে পুঁটুলীটী ফেলে দিয়েছিলেম, কুড়িয়ে নিলেম। কালিন্দীর কোলে ছেলে, আমার হাতে জিনিসপত্র। বাগানে প্রবেশ কোরেই সরাসর প্রান্তভাগে উপস্থিত। সেই দিকে ঘন ঘন দেবদারুবন। কালিন্দীর কোলে ছেলেটী তখন নিদ্রাভিভূত। মাতৃস্নেহে কিয়ৎক্ষণের জন্য সেটীকে ঘাসের উপর শুইয়ে রেখে, কালিন্দী প্রাচীর লঙ্ঘন কোরে বাহিরে পোড়্‌লেন। প্রাচীরে উঠে ছেলেটী আমি তাঁর কোলে দিলেম। পরক্ষণে আমিও লাফ দিয়ে বাইরে পোড়্‌লেম।

ছেলে কোলে কোরে শীঘ্র শীঘ্র চোলে যেতে কষ্ট হবে, তাই ভেবে ছেলেটী আমি চেয়ে নিলেম। চারিদিকে চাইতে চাইতে অত্যন্ত দ্রুতপদে আমরা পাহাড়ের দিকে যেতে লাগ্‌লেম। একটা মোড় পার হয়ে যেতে হয়। যেতে যেতে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ছি। দূরে কে একজন ধীরে ধীরে ভ্রমণ কোচ্ছেন দেখ্‌তে পেলেম। কালিন্দীরও সেই দিকে

চক্ষু পোড়্লো। যিনি বেড়াচ্চেন, তিনি যেন অন্যমনস্ক। অনেকটা তফাৎ। অতি মৃদুপদেই পাইচারা কোচ্চেন। কে তিনি?—সর্ব্বনাশ! গৃহস্বামী সাকল্ফোর্ড স্বয়ং! অস্ফুটরবে কালিন্দী চেঁচিয়ে উঠ্লেন। সাকল্ফোর্ডের চক্ষুও সেই চীৎকারশব্দে আমাদের দিকে নিক্ষিপ্ত হলো। তিনি দৌড়িলেন।

"দৌড়!—দৌড়!—কালিন্দি!—দৌড়! যদি ধোরে ফেলেন, আমার সঙ্গেই লড়াই হবে। তোমার জন্যে আমি যুদ্ধ কোর্বো! তুমি পালাও! আগে পালাও!"

কালিন্দীকে এই কথা বোলে কালিন্দীর সঙ্গে আমিও দৌড়িলেম। বনের দিকেই ছুট্লেম। কালিন্দী আমাকে তাড়াতাড়ি গুটীকতক কথা বোল্লেন। পশ্চাতে সাকল্ফোর্ড ছুটে আস্ছেন! আমার নাম ধোরে ডাক্ছেন! একবার জোরে জোরে হুকুম কোচ্চেন, এক একবার মিনতি কোরে থাম্তে বোল্ছেন। একবার আইন-আদালতের ভয় দেখাচ্চেন, পরক্ষণেই আবার ঘুস্ কব্লাচ্চেন!—কুড়ী—পঞ্চাশ—একশো—এইরকম অঙ্গীকার! শেষে তিনি চীৎকার কোরে বোল্লেন, "একশো গিণি পুরস্কার!"—আমি সে কথায় কাণই দিলেম না।—গোঁ ভরেই ছুটে চোল্লেম। যতটা এসেছি, আর প্রায় ততটা গেলেই পাহাড় পাওয়া যায়। পাহাড়ের পশ্চাতেই আমাদের গাড়ী আছে। ছুটে ছুটে কর্ত্তা অনেকদূর এগিয়ে এসেছেন। বৃদ্ধলোক, বেশী ছুট্তে পাচ্চেন না, কিন্তু অনেকদূর এগিয়ে এসে পোড়েছেন। আমি স্বচ্ছন্দে তাঁরে অনেক পশ্চাতে ফেলে, এগিয়ে যেতে পাত্তেম, কালিন্দীকে লয়েই বিপদ! কালিন্দী ছুটে ছুটে প্রায় হাঁপিয়ে পোড়েছেন। তাঁর কোলে আমি ছেলে দিলেম।—বোল্লেম, যত দ্রুত পার, পাহাড়ের কাছে ছুটে যাও! গাড়ী দেখ্তে পাবে।—সেই গাড়ীতে আরোহণ কোরে হাইকুম্ব নগরে প্রস্থান কর! সেইখানেই আমার দেখা পাবে।"

হাইকুম্ব নগর আমি নিজেই জানি না। হেন্লীসাহেবের মুখে ঐ নাম একবার শুনেছিলেম। মুখে এলো, বোলে ফেল্লেম, হাইকুম্ব।

আমার মুখে প্রেমপূর্ণ কটাক্ষপাত কোরে, কালিন্দী ছুট দিলেন। আমি ফিরে দাঁড়ালেম। তখনি তখনি সাকল্ফোর্ড আমার মুখামুখি উপস্থিত! ভয়ানক রাগে মুখচক্ষু রক্তবর্ণ! মুখবেয়ে টস্টস্ কোরে ঘাম পোড়্ছে। আমি তাঁর পথ আট্কে দাঁড়ালেম।

"বাধা দিও না জোসেফ! বাধা দিও না!"—মহাক্রোধে যেন উন্মত্ত হয়ে সাকল্ফোর্ড বোল্লেন, "খবরদার! বাধা দিও না! যদি গোলমাল কর, ভাল হবে না!"

গম্ভীরগর্জ্জনে আমি বোল্লেম, "আপনি কখনই ঐ কামিনীকে ধোত্তে পার্বেন না!" বোলেই সজোরে তাঁর গলাবন্ধটা আমি টেনে ধোল্লেম।

আমার মুখের কাছে ঘুসী তুলে, উত্তেজিতস্বরে সাকল্ফোর্ড বোল্লেন, "কি? তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা? তুই আমারে মার্বিস্?"

সাকল্ফোর্ড ঘুসী তুল্লেন, কিন্তু প্রহার কোল্লেন না। হঠাৎ কি ভেবেই যেন হাত গুটিয়ে নিলেন।

আমি উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয়! আপ্‌নাকে আমি প্রহার কোর্‌বো না। মাঝে দাঁড়ালেম। কামিনীকে আপ্‌নি ধোত্তে পার্‌বেন না। আপ্‌নি একটী স্ত্রীলোককে কয়েদ কোরে রেখেছিলেন। বড়ই ভয়ানক কথা! আপ্‌নি আইন মানেন না, আদালত মানেন না,—বিচার মানেন না, কিছুতেই আমি আপ্‌নাকে ছাড়্‌তে পারি না!"

"ছেড়ে দে আমাকে!"—গর্জ্জন কোরে সাকল্‌ফোর্ড বোলে উঠ্‌লেন, "ছেড়ে দে আমাকে!"—জোরে জোরে কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আমার হাত ছাড়াবার মৎলবে তিনি আমার সঙ্গে বিস্তর হুড়াহুড়ি কোল্লেন। আমিও খুব শক্ত কোরে ধোরেছিলেম, ছাড়াতে পাল্লেন না। কাজে কাজেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হলো।

ক্রোধে সাকল্‌ফোর্ডের ওষ্ঠপুট সাদা হয়ে গেল। থর থর কোরে অধরোষ্ঠ কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। বারম্বার আমারে ভয় দেখিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "পাজি!—লম্পট!—নেমক-হারাম! এর প্রতিফল তুই হাতে হাতে পাবি! তুই আমার উর্দ্দী-পোষাক চুরী কোরে নিয়ে পালাচ্ছিস্। এখনি তোরে আমি পুলিসে দিব।"

কাপড়ের পুঁটুলী তখন আমি বনের ভিতর ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেম। সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে, আমি বোল্লেম, "দেখুন, উর্দ্দী আমি নিয়ে যাব না। আপনার উর্দ্দী আপ্‌নার কাছেই ফেরত পাঠাব। ঐ পুঁটুলীতে আমার অন্যবস্ত্র আছে। সে জন্য ভাবিত হবেন না। ওঃ! আপ্‌নি আমারে পুলিসে দিতে চাচ্চেন? আচ্ছা, আগে একজন কনেষ্টবল ডাকুন!"

সাকল্‌ফোর্ড আমার গলা টিপে ধোল্লেন। চীৎকার কোরে বোল্লেন, "যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুলিস না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমিই তোরে এখানে আটক রাখ্‌বো!"

"তাই রাখুন!"—পশ্চাতে মুখফিরিয়ে চেয়ে দেখে, সাহসের স্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "আচ্ছা, তাই রাখুন্! আপ্‌নি আমারে পুলিসে দিতে চাচ্চেন। আচ্ছা, আমিই যদি আপ্‌নাকে পুলিসে ধোরিয়ে দিই, তা হোলে কি হয়? দেশটাতে যত লোক বাস করে, তত লোকের মধ্যে আপ্‌নি যে একজন ঘোরতর পাপী,—আইন অমান্যকারী, লোকের স্বাধীনতা-অপহারক, মাজিষ্ট্রেটের কাছে এখনি যদি আমি এ কথা জানাই, তা হোলে কি হয়?"

সাকল্‌ফোর্ড যেন একটু ভয় পেলেন। একটু নরম হয়ে বোল্লেন, "স্থির হও জোসেফ! বিবাদে কাজ কি? আমি তোমাকে দুশো গিণি দিচ্চি। তুমি শীঘ্র যাও! ছুটে যাও! ঐ স্ত্রীলোকটীকে ফিরিয়ে আন! তোমার বিবাদ করায় কি ফল?"

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে গম্ভীরস্বরে আমি বোল্লেম, "ঘুস দিবেন? যদি আপনি আমাকে দুহাজার গিণি দেন,—বিশলক্ষ গিণি দেন, তা হোলেও————"

"হায় হায় হায়!"—আমারে বাধা দিয়ে সাকল্‌ফোর্ড বোলে উঠ্‌লেন, "হায় হায় হায়! অবিশ্বাসীকে স্থান দিয়ে আমিই অবিশ্বাসী হোলেম! যারা আমার কাছে ঐ মেয়েটীকে রেখে গিয়েছিল, তাদের কাছে আমি কি বোল্‌বো?"

"যা তোমার ইচ্ছা, তাই বোলো! আমি তার কি জানি?"—দম্ভভরে গর্জ্জনস্বরে

আমি বোল্লেম, "আমি তার কি জানি ? রাখ্‌তে পার রাথ ! ফের যদি কয়েদ কোত্তে পার, কয়েদ কর ! আমার দোষ কি ? আমি তোমারে নিশ্চয় বোল্‌ছি, যেদিন আমি জান্‌তে পেরেছি, তোমার বাড়ীতে একজন কয়েদী আছে,—তুমি একটী অজ্ঞাত স্ত্রীলোককে আপনার বাড়ীতে কয়েদ কোরে রেখেছ, সেই দিনেই,—সেই মুহূর্ত্তেই আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছি, তারে আমি খালাস কোরে দিব। দৃঢ় সংকল্প !"

ব্যগ্রভাবে সাকল্‌ফোর্ড জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে ও, তা কি তুমি জান ?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর মুখপানে চেয়ে চেয়ে আমি অনুমান কোত্তে লাগ্‌লেম, বাস্তবিক তিনি কালিন্দীর পরিচয় জানেন কি না। লক্ষণে বুঝ্‌লেম, কিছুই জানেন না। দম্ভভরে খুব জোরে জোরে আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ !"

"বল জোসেফ ! ব্যগ্রতা করি, বল, কে ও ? এখন ত তুমি তারে খালাস কোরে দিয়েছ, এখন আর বোল্‌তে বাধা কি ? বল বল, কে ঐ স্ত্রীলোক ?—নাম জান্‌তে পাল্লে সেই সকল লোকের কাছে এ কথা আমি লিখে পাঠাই।"

সমান তেজেই আমি উত্তর কোল্লেম, "নাম আমি বোল্‌বো না !—পরিচয় দিব না ! "আমার মুখে সে গোপনীয় কথা একটীও শুন্‌তে পাবেন না !"

তখনো পর্য্যন্ত খুব জোর কোরে আমি তাঁরে ধোরে রেখেছি। ক্ষণকাল তিনি নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌লেন। এক একবার এদিক্ ওদিক্ কটাক্ষপাত কোত্তে লাগ্‌লেন। নিকটে কোন লোক আছে কি না, তাই যেন চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কেহ কোথাও নাই। আমিও চারিদিকে কটাক্ষপাত কোল্লেম। কালিন্দী অনেকদূর চোলে গেছেন। একবারেই আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তর !

বিড়্ বিড়্ কোরে কি বোক্‌তে বোক্‌তে সাকল্‌ফোর্ড আমার মুখে এক ভয়ানক ঘুসী তাগ কোল্লেন। ত্রস্তগতিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, একধাক্কায় তাঁরে আমি মাটীতে ফলে দিলেম। বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে বোস্‌লেম।

"চোর !—চোর !—খুন !—খুন !—পুলিস !—পুলিস !"—এই রকমে চেঁচাতে চেঁচাতে সাকল্‌ফোর্ড আবার আমার সঙ্গে হুড়াহুড়ি আরম্ভ কোল্লেন। আমারে ঠেলে ফেলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা পেলেন।

সাধ্য কি ? যে ভাবে আমি তাঁরে ধোরেছি, আমার হাত ছাড়িয়ে পালান, সাধ্য কি ? সদম্ভে সমস্বরেই আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "যদি তুমি অমন কোরে চেঁচাও, আমারে আঘাত কোত্তে যদি তুমি সাহস কর, পুলিস বোলে আমিও এখনই চেঁচাবো। আপ্‌নিই তুমি বিপদে পোড়্‌বে। কেন কয়েদ রেখেছিলে, মাজিষ্ট্রেটের কাছে কখনই তুমি সে কথার জবাব দিতে পার্‌বে না। সে স্ত্রীলোক এমন কোন অপরাধ করে নাই, যাতে কোরে তুমি তারে কয়েদ রাখ্‌তে পার। তোমরা বোলেছিলে, পাগল হয়েছে। আমি বেশ দেখেছি, সে কথা সম্পূর্ণই মিথ্যা ! যদিই সত্য হতো, তা হোলেই বা তোমার কি ? তুমি কি পাগ্‌লাগারদ রাখ্‌বার সরকারী হুকুমনামা পেয়েছ ?"

সাকল্‌ফোর্ডের চীৎকার থেমে গেল। আর কোন কথাবার্ত্তা নাই। আমিও মনে কোল্লেম, কালিন্দী এতক্ষণে গাড়ীতে উঠে প্রস্থান কোরেছেন। সাকল্‌ফোর্ডকে ছেড়ে দিলেম। কাপড়ের পুঁটুলীটা কুড়িয়ে নিয়ে, ভোঁ কোরে আমি বনের দিকে ছুট দিলেম! পাহাড়ের কাছে পৌঁছিলেম। যেখানে গাড়ী দাঁড়াবার কথা, সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালেম। দূরে চেয়ে দেখ্‌লেম, যে দিকে নিবিড় দেবদারুকুঞ্জ, সেইদিকেই একটা মোড় ফিরে, গাড়ীখানা প্রায় আধ মাইল দূরে গিয়ে পোড়েছে। কালিন্দী নিরাপদ!

এই সময় ক্ষণকালের জন্য আমার মনে একপ্রকার ধূর্ত্ততার ছায়া এলো। গেল গেল কালিন্দী গেল, আর যদি আমি কালিন্দীর সঙ্গে দেখা না করি, তা হোলেই বা আমার কে কি কোত্তে পারে? আনাবেলের সুন্দরী প্রতিমা যেন আমার চক্ষের সম্মুখে উঠে দাঁড়ালো। তখনই আবার সে ভাবটা ফিরে গেল। তেমন কর্ম্ম কোত্তে নাই। না না, সেটা বড়ই অধর্ম্ম। আনাবেলের প্রতিমা তৎক্ষণাৎ আমার চক্ষের কাছ থেকে সোরে গেল। ছোট ছেলেটীর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। আমি ছুট্‌ দিলেম। ক্ষণকালের মধ্যেই একটা গ্রামের মধ্যে পৌঁছিলেম। উর্দ্দী ফেরত পাঠাতে হবে। গ্রাম্য সরাইখানায় কাপড় ছেড়ে, সাকল্‌ফোর্ডের ঠিকানা লিখে, একখানা কারবারী গাড়ীতে উর্দ্দী পোষাকগুলি পাঠিয়ে দিলেম। গাড়ীভাড়াও চুকিয়ে দিলেম। নিজে আর একখানি গাড়ী কোরে হাইকুম্ব নগরের দিকে চোল্লেম। যখন সেখানে পৌঁছি, জিজ্ঞাসা কোরে সেইখানেই জানি, আমাদের সেই ডাকগাড়ীখানা সেইখান দিয়েই চোলে গেছে। আর একখানি ভাল গাড়ী আমি ভাড়া কোল্লেম। দ্রুতগামী ঘোড়ারা অতি দ্রুত ছুট্‌তে লাগ্‌লো। তথাপি আমি কালিন্দীর গাড়ী ধোত্তে পাল্লেম না। হাইকুম্বের নিকটবর্ত্তী হয়ে আমি জান্‌লেম, সেই গাড়ীখানি প্রায় একঘণ্টার পথ এগিয়ে গেছে। আমার গাড়ীও দ্রুত ছুটে চোল্লো। আর সিকি মাইল গেলেই নগর পাওয়া যায়। এমনি জায়গায় আমি পৌঁছেছি, এমন সময় দেখি, একখানা সুসজ্জিত চৌঘুড়ী ভয়ানক দ্রুতগতিতে ছুটে আস্‌ছে। আমার গাড়ীর গা ঘেঁসে সেই চৌঘুড়ীখানা তীরের মত বেরিয়ে গেল! সেই গাড়ীর ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের উচ্চ চীৎকারধ্বনি আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ কোল্লে। আমার হৃদয়ের নিভৃত গহ্বরেও যেন সেইরূপ চীৎকার শুনতে পেলেম। কি দুর্দ্দৈব! কালিন্দীর কণ্ঠস্বর! পলকের ন্যায় আমি দেখ্‌লেম, গাড়ীতে একটী স্ত্রীলোক আর দুটী পুরুষ। চৌঘুড়ীখানা বিদ্যুৎগতিতে ছুটেছে, মানুষ চিন্‌তে পাল্লেম না। কাতর কণ্ঠস্বরে বুঝ্‌লেম, কালিন্দী। গতিকে বোধ হলো, সেই পুরুষদুটী হয় ত কালিন্দীর পিতা আর সহোদর।

শকটচালককে আমি সেই চৌঘুড়ীর পাছু নিতে হুকুম দিলেম। ধোত্তে পার্‌বো, এমন আশা ছিল না,—কালিন্দীকে উদ্ধার কোত্তে পার্‌বো, সে আশাও একেকালে পরিত্যাগ কোল্লেম, তথাপি গাড়ী ফিরাতে বোল্লেম। গাড়ীখানা যদি ধোত্তে না পারি, কোথায় যায়, জান্‌তে পার্‌বো। আরণ্যনিকেতনের কয়েদখানায় যায় কি আর কোথাও যায়, সেটা জানা আমার অবশ্যই দরকার। উইণ্ডসর পর্য্যন্ত পাছু পাছু আমার গাড়ী

PRNTED BY KHIRODE NATH GHOSH RAMAYAN PRESS

দৌড়িল। উইণ্ডসরে পৌঁছিলেম। সেখানে গিয়ে আর কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না। চৌঘুড়ীখানা কোন্ দিকে গেল, কেহই সেটা ঠিক কোরে বোল্‌তে পাল্লে না। আমিও জান্‌তে পাল্লেম না। উইণ্ডসরে একটা সরাইখানায় বাসা নিয়ে,—কি করা কর্ত্তব্য, তখনকার উপায় কি, মনে কেবল সেইটীই অবধারণ কোত্তে লাগ্‌লেম। কালিন্দী তখন পিত্রালয়েই ফিরে গেলেন কিম্বা অন্য লোকে তাঁরে ধোরে আবার সেই সাকল্‌ফোর্ডের কারাগারেই নিয়ে গেল, সে কথা আমারে তখন কে বলে? আমারও তখন বুদ্ধি স্থির ছিল না। কালিন্দীর পিতা হয় ত জান্‌বেন, কালিন্দীর পালাবার পরামর্শদাতা আমি,—যোগাড়কর্ত্তা আমি;—কিম্বা হয় ত গাড়ীতে আমারে তাঁরা দেখেই থাক্‌বেন। পরিণামে যে কি হবে, আমি সেটা স্থির কোত্তে অক্ষম হোলেম।

দুতিনদিন আমি উইণ্ডসর নগরেই ঘুরে ঘুরে বেড়ালেম। কিছুই ফল হলো না। উইণ্ডসর নগর মহাসমৃদ্ধিশালী। দিবারাত্র সে নগরে অসংখ্য অসংখ্য গাড়ীঘোড়া গতায়াত করে। কোন্‌দিকে কত গাড়ী যায়, কে তার খবর রাখে? সমস্ত চেষ্টাই আমার বিফল হলো। ওদিকে ত এই, এদিকে আমি আবার নিজেই ফকির!

দুঃখের সময় আর এক ভাবনা উপস্থিত। সাকল্‌ফোর্ড যদি সত্য অবস্থা গোপন কোরে, মাঞ্চেষ্টরে রোলাণ্ডের কাছে আমার দুর্নাম লিখে পাঠান, তা হোলে সেই ভদ্রলোকের নজরে অকারণে আমি কলঙ্কিত হব। কথাটা ভাল নয়। আমি নিজেই রোলাণ্ডকে পত্র লিখ্‌লেম। সমস্ত ঘটনাই খুলে লিখ্‌তে হলো। সুতরাং পত্রখানা দীর্ঘ হয়ে পোড়্‌লো। সব কথাই লিখ্‌লেম, কেবল লেডী কালিন্দীর নামটী প্রকাশ কোল্লেম না। নামটী চেপে রেখে উপসংহারে আমি লিখ্‌লেম, "ঈশ্বরের রাজ্যে মনুষ্যত্বের অনুরোধে, মানবজাতির সততার অনুরোধে আমি একটী দুর্দ্দশাপন্ন স্ত্রীলোককে উদ্ধার কোরে দিলেম।" উপযুক্ত সময়ে পত্রখানির উত্তর পেলেম। রোলাণ্ডদম্পতী আমার পত্র পা কোরে বিস্ময় প্রকাশ কোরেছেন। যে কার্য্য আমি কোরেছি, তাতে তাঁরা আমারে কিছুমাত্র দোষী বিবেচনা করেন নাই। যা কোরেছি, ভালই কোরেছি, আমার পত্রের উত্তরে এইটুকু জান্‌তে পেরে, সে ভাবনায় আমি নিশ্চিন্ত হোলেম।

দ্বিপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

আমার নূতন মনিব।

যে ঘটনায় চাক্‌রী ছেড়ে চোলে এসেছি, সে কথাব আর পুনরুক্তি কবা বিফল। বিফল বটে, কিন্তু কালিন্দীর প্রতি মায়া দয়া-শূন্য হোলেম না। সন্তানের খাতিরেই বেশী মায়া! কালিন্দীকে উদ্ধার কব্‌বার উপায় কোল্লেম, উপায় কোরেও পথের মাঝখানে হারালেম! শিশু পুত্রটীকে কিছুতেই ভুল্‌তে পাল্লেম না। লেডী কালিন্দী সেই শিশুর জননী। পূর্ব্বে কালিন্দীকে বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছা ছিল না। দুরন্ত রিপুবশে আমি সন্তানের পিতা হয়ে পোড়েছি! কালিন্দীর গর্ভে আমাব সন্তান উৎপত্তি হয়েছে! এখন আর কালিন্দী আমার উপেক্ষার সামগ্রী নয়। পুনবায় যদি কালিন্দীর সঙ্গে আমাব সাক্ষাৎ হয়, ধর্ম্মের অনুরোধে কালিন্দীকে আমি পরিণয়সূত্রে সহধর্ম্মিণী বোলে স্বীকার কোর্‌বো। গত কথার উত্থাপনে ভবিষ্যতের চিন্তায় পাঠকমহাশয়কে এখন আমি আর ধৈর্য্যহারা কোত্তে ইচ্ছা করি না। যখনকাব কথা, তখনকাব ক্ষেত্রে সে সব কথার মীমাংসা হবে। এখন আমি নিজের দায়েই দায়গ্রস্ত। আবাব একটী চাক্‌রী চাই। জীবনসম্বল অগ্রে প্রয়োজন। চাকৃবী এখন মিলে কোথায়?

বর্কশায়ারের একখানি সংবাদপত্রে একদিন আমি একটী বিজ্ঞাপন দেখি। একজন বৃদ্ধলোক একজন চাকর চান। বিজ্ঞাপনে অনেক অদ্ভুত কথা দেখ্‌লেম। থাকে থাক্ অদ্ভুত, কার্য্যটী আমার গ্রহণ করাই শ্রেয় বোধ হলো। বিজ্ঞাপনদাতার বাসস্থান রিডিং নগর। উইণ্ডসর নগর থেকে রিডিং নগর অতি নিকট, আমি রিডিং নগরে যাত্রা কোল্লেম। চাক্‌রী অন্বেষণ ছাড়া সেখানে আমার আব একটী গুরুতর প্রয়োজন ছিল। হতভাগ্য ফলীসাহেব ডাকাতী অপরাধে ধরা পোড়েছে;—রিডিং নগরের জেলখানায় হাজতে আছে। বিচার কিরূপ হয়, তার হতভাগিনী পত্নীর দশা কি দাঁড়ায়, সেটী জানা আমার একান্তই কর্ত্তব্য। দুই উদ্দেশে আমি রিডিং নগরে যাত্রা কোল্লেম।

যে সংবাদপত্রে আমি চাক্‌রীর বিজ্ঞাপন দেখি, সেই সংবাদপত্রে আরও দেখি, ভ্রমণকারী সওদাগর হেন্‌লীসাহেবের এজেহারেই ঐ ডাকাতী মোকদ্দমার বিচার হবে। ফলীর বিরুদ্ধে অন্য কোন অভিযোগ উপস্থিত নাই। আর কোন ফরিয়াদীও খাড়া হয় নাই। মোকদ্দমার মূলে একমাত্র হেন্‌লী।

রিডিং সহরের সদর রাস্তায় আমি ভ্রমণ কোচ্চি, পশ্চাৎ থেকে কে একজন আমার নাম ধোরে ডাক্‌লে। চেয়ে দেখি, দুটী স্ত্রীপুরুষ হাত ধরাধরি কোরে বেড়াচ্চেন। দেখেই চিন্‌লেম, চার্লস লিণ্টন আর কালিন্দীর সহচরী শার্লোটী। প্রফুল্লবদনে আমার

নিকটে এসে তাঁরা প্রিয়সম্ভাষণে আমার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। তাঁদের দর্শন কোরে আমার চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেশ আনন্দের সঞ্চার হলো। যতটুকু আমার কুশল, সংক্ষেপেই ততটুকু উত্তর দিলেম। কথার কৌশলে তৎক্ষণাৎ আমি শুনলেম, লিণ্টনের সঙ্গে শার্লোটীর বিবাহ হয়েছে। শার্লোটী এখন বিবি লিণ্টন নাম ধারণ কোরেছেন। তাঁরা উভয়েই আমারে অগণিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগলেন। আমি কি কোচ্চি, কোথায় আছি, চাকরী কোচ্চি কি না, অবস্থার উন্নতি হয়েছে কি না, এই রকমের কত প্রশ্নই যে এককালে তাঁদের উভয়ের মুখ দিয়ে বিনির্গত হলো, সব আমি স্মরণ কোরে রাখতে পাল্লেম না। সংক্ষেপে অনেক কথার উত্তর দিলেম। সংসারে আমি সুখের মুখ দেখতে পাই নাই, কায়িক শ্রমেই উদর পোষণ কোচ্চি, কত চাকরী হোচ্চে, কত চাকরী যাচ্চে, সংপ্রতি একটী নূতন চাকরী অন্বেষণে এই নগরে আসা, এই সব কথা তাঁদের আমি জানালেম।

অন্যান্য প্রসঙ্গেও আমাদের নানাপ্রকার কথোপকথন হলো। শার্লোটীকে দেখলেম, কতই সুখী। কতই সুন্দরী! বিবাহের পর শার্লোটীর অবয়বের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সাংসারিক সুখশান্তিও বেড়ে উঠেছে, সেটী আমি নিশ্চয় বুঝলেম। জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, একবৎসরের অধিক হলো, তাঁরা উভয়ে পরিণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছেন। শার্লোটীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যতদিন তোমার বিবাহ হয় নাই, ততদিন কি তুমি লেডী কালিন্দীর কাছেই ছিলে?"

"ছিলেম। লর্ড মণ্ডবিলীর নিকেতনেই আমরা থাকতেম। কালিন্দী একবার দেশভ্রমণে যান, সে সময় আমি সঙ্গে যাই নাই।"

দেশভ্রমণই বটে!—শার্লোটীর কথা শুনে তৎক্ষণাৎ আমি মনে কোল্লেম, দেশ-ভ্রমণই বটে! সরলা শার্লোটী কোন্ সময়ের কথা বোল্লেন, তৎক্ষণাৎ আমি সেটী বুঝে নিলেম। কালিন্দী যখন কুমারী পামর নামে পরিচয় দিয়ে, বীটদ্বীপে বিবি রবিন্সনের কাছে ছদ্মবেশে চাকরী স্বীকার করেন, সেই সময়ের কথা। কথাটা আমি ভাঙলেম না। সেই বীটদ্বীপে আমার প্রতি কালিন্দীর যে প্রকার অদ্ভুত প্রেমানুরাগ বাড়ে, যে অনুরাগে আমিও বিমোহিত হয়ে পড়ি, শার্লোটী তার বিন্দুবিসর্গও জানতেন না, শুনেনও নাই। লেডী কালিন্দী কেন সে সময় অকস্মাৎ বাড়ী ছেড়ে চোলে গিয়েছিলেন, শার্লোটী সে কথার কিছুমাত্র উল্লেখও কোল্লেন না। আমি কিছু জিজ্ঞাসা কোরবো মনে কোচ্চি, অযাচিত হয়ে শার্লোটী নিজেই বোলতে আরম্ভ কোল্লেন, "মণ্ডবিলীপরিবারের চাকরী ছেড়ে অবধি, সে বাড়ীর কাহারও সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। বিবাহের পরেই আমরা আবিংডনপ্রদেশে চোলে আসি। সেই স্থানেই আমরা আছি।"—সেই কথা বোলতে বোলতে প্রমোদিনী একবার লিণ্টনের প্রতি প্রেমকটাক্ষ নিক্ষেপ কোল্লেন। আমার দিকে চেয়ে আবার বোল্লেন, "জোসেফ! আবিংডন কোথায়, তা কি তোমার জানা আছে? এখান থেকে বেশীদূর

নয়, অতি নিকটেই আমরা থাকি। বিশেষ প্রয়োজনে আজ এখানে এসেছি; আজি আবার ফিরে যাব। তুমি কি একবার আবিংডনে যাবে? আ! জোসেফ! যদি তুমি যাও, তোমারে পেয়ে আমরা যে কতই সুখী হব,—"

মৃদু হেসে চার্লস্ লিণ্টন বোল্লেন, "তুমি হয় ত মনে কোচ্চো, আমরা তামাসা কোচ্চি। পথে দেখা হয়ে গেল, একটু শিষ্টাচার দেখানো চাই, বাড়ীতে যেতে নিমন্ত্রণ কোত্তে হয়, নিমন্ত্রণ করা গেল। যাও যাও, না যাও না যাও,—সেটা হয় ত আমাদের মনোগত কথা নয়, অবশ্যই তুমি এটা বিবেচনা কোত্তে পার; কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। তুমি যদি আমাদের বাড়ীতে যাও, আমরা বড়ই সুখী হব। তুমি যেয়ো! আমি তোমারে ব্যগ্রতা কোরে বোল্‌ছি, অবকাশ পেলেই তুমি একবার যেও! বাড়ীখানি ভাল নয়। ঠিক সোজা পথ ধোরে গেলেই সদর রাস্তার দক্ষিণধারে আমাদের বাড়ী দেখ্‌তে পাবে। জানালায় নানাপ্রকার টুপী, রিবন, মাথার ফুল, এই রকম অনেক বিবিয়ানা পোষাকের নমুনা দেখ্‌তে পাবে। দরজার মাথার উপর একখানা পিত্তল-ফলকে লেখা আছে, "বিবি লিণ্টনের কাপড়ের দোকান।"—আরও আমি তোমারে বোল্‌ছি, বিবি লিণ্টন সেই দোকানে চার পাঁচটী স্ত্রীলোক নিযুক্ত কোরেছেন। তারাই সব কাজকর্ম্ম করে। আর একখানা সাইনবোর্ড আছে। সেখানা অন্যঘরের দরজায়।"

রসাভাসে মৃদু হেসে শার্লোটী বোল্লেন, "সেখানাতে লেখা আছে, মিষ্টার লিণ্টনের মদের দোকান। আরও ঘর আছে। একটী ঘর আমরা বেশী রেখেছি। সেই ঘরেই তুমি থাক্‌তে পার্‌বে। যেয়ো!"

আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোল্লেম। নবদম্পতীর সুখের পরিচয় শুনে, অন্তরে অন্তরে আমি সুখী হোলেম। সেই প্রসঙ্গে আরও দুপাঁচটী রসালাপের পর, সহসা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ওয়াল্‌টার রাবণহিল কেমন আছেন? যে সুন্দরীকে তিনি বিবাহ কোরেছিলেন, তিনি এখন কেমন আছেন?"

লিণ্টন উত্তর কোল্লেন, "ও! ওয়াল্‌টার এখন লর্ড রাবণহিল! কুমারী জেঁকিসন্ এখন লেডী রাবণহিল।"

সাগ্রহে আমি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি! বৃদ্ধ লর্ডের কি মৃত্যু হয়েছে?"

"উভয়েই,—উভয়েই!—উভয়েই তাঁরা ইহলোক পরিত্যাগ কোরে গেছেন! প্রায় দেড়বৎসর হলো, বৃদ্ধ লর্ড ইটালীতে প্রাণত্যাগ করেন! পতির মৃত্যুর দুই মাস পরে ওয়াল্‌টারের জননীও পারিস্‌নগরে দেহত্যাগ কোরেছেন! বৃদ্ধ জেঁকিসনও মারা গিয়েছেন! আমাদের যুবা লর্ডের সৌভাগ্য আবার ফিরে এসেছে। চার্লটনপ্রাসাদ আর ডিবন্‌শায়ারের জমীদারী আবার তিনি খরিদ কোরে নিয়েছেন।"

"সুখের সংবাদ! সুখের সংবাদ! শুনে আমি বড়ই খুসী হোলেম! আচ্ছা, সেই সুকুন্দ বোষ্টিদের কি দশা হয়েছে, তা কি তুমি শুনেছ?"

"ওঃ! সেই ছোটলোকদের কথা? টাকার গুমরে ভারী দাম্ভিক হয়েছিল। তারা

এখন অধঃপাতে গেছে ! উফেমিয়াকে তোমার মনে আছে ? তার সেই অহঙ্কারের মাথানাড়া তোমার মনে পড়ে ? একটা লোক পোলাণ্ডের রাজকুমার বোলে পরিচয় দিয়ে, উফেমিয়াকে চুরী কোরে নিয়ে পালায় ! বাস্তবিক সে লোকটা ভিখারী ! দেখ্‌তেও যেমন কদাকার, ব্যবহারেও তেম্‌নি ছোটলোক। উফেমিয়ার দুরবস্থার শেষ নাই ! বুড়ী বোষ্টীদ এখন ধোপানীর কাজ করে ! অহঙ্কারী বুড়ো বোষ্টীদ কাপড়গুলো ইস্ত্রী কোরে দেয় ! দাম্ভিকের পতন এই রকমেই হয়ে থাকে ! তা যা হোক্, ওয়াল্‌টার রাবণহিল এখন পরমসুখী হয়েছেন, সেই আমাদের সুখ।”

আমাদের এই রকম কথাবার্ত্তা হোচ্চে, গির্জ্জার ঘড়ীতে বেলা দুইপ্রহর বাজ্‌লো। শীঘ্র যেতে হবে বোলে, শিষ্টাচারে আমার কাছে বিদায় নিয়ে, আবার আমারে নিমন্ত্রণ কোরে তাঁরা উভয়ে প্রফুল্লবদনে প্রস্থান কোল্লেন। বিজ্ঞাপনের নম্বর ধোরে আমি আমার চাক্‌রীর উমেদারীতে বেরুলেম। যে বাড়ীতে পৌঁছিলেম, সেই বাড়ীখানি দেখ্‌তে বড় ভাল নয়, সেকেলে ধরণের গাঁথুনি, ছোট ছোট জানালা দরজা, বাড়ীখানিও ছোট। দরজায় আমি উপস্থিত হোলেম। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিলে। বুঝ্‌তে পাল্লেম, দাসী। তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “গৃহস্বামীর নাম কি ?”

মুখ বেঁকিয়ে চোক্ ঘুরিয়ে দাসীটা বোল্লে, “কেমন লোক তুমি ? যাঁর বাড়ীতে এসেছ, তাঁর নাম জানো না ?”

এই অবকাশে আর একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সহসা বেরিয়ে এসে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, “তোমার এখানে কি দরকার ?”

আমি উত্তর কোল্লেম, “একটী বিজ্ঞাপন দেখে আমি এখানে এসেছি।”

সেই দ্বিতীয়া স্ত্রীলোক আমার চেহারা দেখে, অনেকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়ে রইলো। অনেকক্ষণ কি চিন্তা কোরে, আমারে সঙ্গে কোরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কোল্লেম। কর্ত্তার চেহারা দেখে খানিকক্ষণ আমি অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। বৃহৎ একখানি চেয়ারের উপর তিনি শুয়ে আছেন। বয়ঃক্রম সত্তর বৎসরের কম নয়। অত্যন্ত কৃশ,—মাথার চুল, চক্ষের ভ্রূ, চক্ষের পাতা সমস্তই শুভ্রবর্ণ। মুখ বিষণ্ণ ;—চাউনি কট্‌মোটে ;—হঠাৎ দেখ্‌লেই বোধ হয়, সর্ব্বক্ষণ রেগে বোসে আছেন। সম্মুখে গিয়ে আমি দাঁড়ালেম। ক্ষণকাল তিনি কুঞ্চিতনয়নে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমার ভয় হোতে লাগ্‌লো। মনে কোল্লেম যেন, কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়ে তাঁর কাছে আমি উপস্থিত হয়েছি। তিনি যেন আমারে কোনপ্রকার দণ্ড প্রদান কোত্তে উদ্যত হয়েছেন ! অনেকক্ষণ পরে তাঁর ঠোঁটদুখানি একটু নোড়ে উঠ্‌লো। দাসীদের মুখে একটু পূর্ব্বেই আমি শুনেছি, তাঁর নাম স্যর্ ম্যাথু হেসেল্‌টাইন।

আমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে, কেমন একরকম বিকৃতস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “তুমি কি এখানে চাক্‌রী কোত্তে এসেছ ?”

প্রশ্ন শুনেই সসম্ভ্রমে আমি উত্তর কোল্লেম,"হাঁ মহাশয়! সংবাদপত্রে আমি বিজ্ঞাপন দেখেছি। সেই বিজ্ঞাপনে——"

"বিজ্ঞাপন কি তুমি নিজেই পোড়েছ?—না আর কেহ?—আর কেহ কি তার মর্ম্মটুকু তোমারে শুনিয়ে, দিয়েছে"

ক্ষুণ্ণভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "নিজেই আমি পোড়েছি।"

"তবে ভাল! তবে তুমি পোড়্‌তে পার?—আমি এমন অনেক লোক দেখেছি, বেশ ফর্‌সা ফর্‌সা পোষাক পরে, লেখাপড়ার নামমাত্রও জানে না। তুমি তবে পোড়্‌তে জান? আচ্ছা, পড় দেখি একটু! ঐ সব কেতাব আছে, একখানা নিয়ে পড় দেখি!"

শুষ্ক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কোরে, টেবিলের উপর কতকগুলি পুস্তক তিনি আমারে দেখিয়ে দিলেন। সম্মুখে যেখানা পেলেম, সেইখানা আমি তুলে নিলেম। খুলে দেখি, লাটিন। সেখানি মুড়ে রেখে আর একখানি নিতে যাচ্ছি, আরও বিকৃতস্বরে ভ্রুকুটীভঙ্গী কোরে, সার্‌ মাথু বোলে উঠ্‌লেন, "না না, ঐখানাই পড়! যা ধোরেছ, তাই পড়!"

কাজে কাজেই সেই পুস্তকের কয়েক ছত্র আমি পাঠ কোল্লেম। আরও পোড়্‌তে যাচ্ছি, আড়ে আড়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, বৃদ্ধের কপালের সমস্ত শিরা কুঁচ্‌কে কুঁচ্‌কে উঠেছে। মুখে বিলক্ষণ বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্চে। ভ্রূযুগল বিকুঞ্চিত হয়ে কপাল স্পর্শ কোত্তে চোলেছে। চেয়ারের উপর তিনি একটু সোজা হয়ে বোস্‌লেন।—বোল্লেন, "ঐ ভাল, ঐ ভাল! আমি মনে কোরেছিলেম, কোন ইংরাজী কেতাব। তা আচ্ছা, লাটিন তুমি কেমন কোরে শিখ্‌লে?"

"স্কুলে শিখেছি।"

স্কুলের কথা শুনেই বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি?"

"আমার নাম জোসেফ উইলমট। কিন্তু———"

"রাখ তোমার কিন্তু!"—ভঙ্গস্বরে গর্জ্জন কোরে বৃদ্ধ বোল্লেন, "রাখ তোমার কিন্তু! নাম হোচ্চে জোসেফ উইলমট। তাতে আবার কিন্তু!—বয়স কত?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "কুড়ী বৎসর।"

"মাতাপিতা কে? আত্মীয়লোক কে কে আছে?"

"কেহই নাই!"

"ওঃ! তোমার কোন সার্টিফিকেট আছে?"

"আছে। কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্চি, আমি আপ্‌নার কাজের উপযুক্ত হব না।"—বোলেই আমি দরজার দিকে সোরে যেতে লাগ্‌লেম।

বৃদ্ধ যেন খিঁচিয়ে উঠ্‌লেন। বোল্লেন, "আমার কাজ তোমাকে বুঝি ভাল লাগ্‌বে না? ভারী যে ফাজিল চালক দেখছি! আমি বুঝি তোমার চেহারা দেখেই কর্ম্ম দিব? চেহারা ত দেখ্‌ছি বেশ! আমার নিজের চেহারাটা ভাল নয়, তাই বোলে বুঝি—আচ্ছা, দেখি তোমার সার্টিফিকেট!"

এই সময় আমি দেখ্‌লেম, আমার পরীক্ষাকর্ত্তার লোল ললাটের,—লোল গণ্ডের সমস্ত মাংস বিকুঞ্চিত!—ঠোঁট দুখানা যেন মুখের ভিতর লুকিয়ে গেছে!—মুখের আকৃতিতে ক্রোধরিপু মূর্ত্তিমান্! তেমন ভয়ানক চেহারা জন্মাবধি আর কখনও আমি দেখি নাই! এক একবার মনে হোতে লাগ্‌লো, বুড়ো হয় ত বাঘের মত আমার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পোড়বে! কিম্বা হয় ত পাগলের মত হো হো কোরে হেসে, আমার সমস্ত কথাই উড়িয়ে দিবে! দেখ্‌লেম কিন্তু সে ভাব নয়। যেখানকার মানুষ, সেইখানেই বোসে থাক্‌লেন। রাবণহিলপ্রাসাদে আর তিবর্ত্তনের কুঞ্জনিকেতনে যে দুখানি নিদর্শনপত্র পেয়েছিলেম, তাই তাঁরে দেখালেম। তিনি হাতে কোরে নিলেন।—পাঠ কোল্লেন। চস্‌মা নিলেন না। সত্তর বৎসর বয়সে বিনা চস্‌মায় হাতের লেখা দেখ্‌তে পান, এটা তখন আমার আশ্চর্য্য বোধ হলো। সার্টিফিকেট দেখে তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "এত অনেক দিনের পুরাতন! এতদিন তুমি কি কাজ কোরেছ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আরও অনেক জায়গায় চাক্‌রী কোরেছি। শেষে যাঁর কাছে ছিলেম, তাঁর নাম সাকল্‌ফোর্ড। বাগ্‌সটের নিকটেই তাঁর বাড়ী। কিন্তু তাঁর কোন নিদর্শন আমি আপনাকে দেখাতে পাচ্ছি না।"

"কেন গা? লোকটা বুঝি মোরে গেছে? দ্বীপান্তরে বুঝি চালান হয়েছে?"

মনে মনে একটু হেসে আমি বোল্লেম, "তা নয়। আর একজন সম্ভ্রান্তলোকের চিঠী আমার কাছে আছে। মাঞ্চেষ্টরের মাননীয় রোলাণ্ড সাহেব। যে জন্য আমি সাকল্‌ফোর্ডের কর্ম্মত্যাগ কোরেছি, সে কথা তাঁরে আমি লিখেছিলেম। তাই দেখে তিনি আমারে প্রশংসা কোরে এই পত্র লিখেছেন।"

"অ্যাঁ?—মাঞ্চেষ্টর?—চিঠীখানা যে তুমি জাল কর নাই, এটা আমি কেমন কোরে বিশ্বাস কোর্‌বো? অ্যাঁ?"—এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেও বৃদ্ধের ঠোঁটদুখানা মুখের ভিতর ঢুকে গেল! কুটিলনেত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে যেন আগুন জোল্‌তে লাগ্‌লো! আমি আর শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই যাই হয়েছি, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন্ পাছু ডেকে বোল্লেন, "দাঁড়াও! দাঁড়াও! অমন কোরে ছুটে পালিও না! ভারী চালাক্ দেখ্‌ছি যে!—পালালেই বুঝি—হাঁ—হাঁ পালালেই মনে কোর্‌বো, যা যা বোলেছি, সমস্তই ঠিক!—চিঠিখানা জাল!"

মানের খাতিরে আবার আমি ফিরে দাঁড়ালেম। বৃদ্ধের অনুচিত উক্তিতে একটু অস্থিরভাবেই আমি বোল্লেম, "রোলাণ্ডের চিঠীখানা পোড়ে দেখুন!"

"সেই জন্যই আমি ডেকেছি।"—এই কথা বোলেই সার্ মাথু ব্যগ্রভাবে চিঠীখানি আমার হাত থেকে নিয়ে, আগাগোড়া পোড়ে দেখ্‌লেন। মাথা নেড়ে নেড়ে ধীরে ধীরে বোল্লেন; "না,—এটা ত জাল বোধ হয় না। কিন্তু তা বোলে তুমি আমাকে ভুলাতে পার্‌বে না। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমার কথাবার্ত্তা শুনে তুমি আমাকে নিতান্তই বদ্‌লোক মনে কোচ্চো। আচ্ছা, আচ্ছা, হোতে পারে আমি মন্দলোক;—মন্দও হোতে

পারি, মন্দ নাও হোতে পারি। তা আচ্ছা, আমি যদি মাঞ্চেষ্টরে দুখানা চিঠী লিখি, তাতে কোন আপত্তি আছে? একখানা সেখানকার মেজরকে, আর একখানা তোমার সেই সম্ভ্রান্ত রোলাণ্ডকে। যদি আমি লিখি,—রোলাণ্ড নামে মাঞ্চেষ্টরে কোন লোক আছে কি না, চিঠী লিখে তা যদি আমি জানি, তাতে তোমার আপত্তি————”

“কিছুমাত্র আপত্তি নাই! বরং তাতে আমি খুসীই হব। সাধুলোকে সাধুতার পরিচয় পেলেই খুসী থাকে। কিন্তু মহাশয়! ক্ষমা করুন, আমার ইচ্ছা হোচ্চে, এ কাজটা আমি অস্বীকার করি। আপ্‌নি আমার প্রতি অবিচার কোচ্চেন!”

“অবিচার?”—গর্জ্জন কোরে সার্ মাথু বোলে উঠ্‌লেন, “অবিচার? তুমি নিজেই ত অন্যায় কথা বোল্‌ছো। তুমি কি মনে কর, বাড়ীতে এসেই অম্‌নি লাফ দিয়ে চাক্‌রী পাবে? কে তুমি,—কেমন লোক তুমি, সেটা আমি ভাল কোরে জান্‌বো না? আমি ত দেখ্‌ছি, লাটিনভাষা তুমি যেমন জান, নিজের উপকার, নিজের ভালমন্দ, তেমন তুমি জান না। মাঞ্চেষ্টরে পত্র লিখি,—মনে কর, যা তুমি বোল্লে, তাই যদি ঠিক হয়, তবে আর গোলমাল কি? বৎসরে চল্লিশ গিনি বেতন,—দুশুট পোষাক,—উত্তম আহার, সদয় ব্যবহার,—সুখের বাসস্থান, এ সকল তুমি কেমন বিবেচনা কর? তাচ্ছিল্যভাবে এগুলিও কি অগ্রাহ্য কোত্তে ইচ্ছা হয়?”

এই সকল কথার সঙ্গে সঙ্গেও বৃদ্ধলোকটীর চক্ষু, ভ্রূ, ললাট, ওষ্ঠ, সমস্তই বারবার বিকুঞ্চিত হোতে লাগ্‌লো। তিনি আমারে বিদ্রূপ কোচ্চেন কি না, ঠিক বুঝ্‌তে পাল্লেম না। ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম, “আমার আসল মৎলব কি জানেন, একটী আশ্রয় পাই, সুখে থাক্‌তে পারি, নিজের পরিশ্রমের উপার্জ্জিত অর্থে উদর পোষণ করি। অকারণে লোকে আমারে মন্দ কথা না বলেন, তা হোলেই আমি সুখী হই। কাজকর্ম্মে কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না। প্রাণপণে আমি মনিবের মন যোগাতে জানি।”

“বোসো!”—একটু গম্ভীরভাবে একখানি আসন দেখিয়ে দিয়ে, সার্ মাথু বোল্লেন, “ঐ চেয়ারখানিতে বোসো!”

আমি বোস্‌লেম। তখন মনে হোতে লাগ্‌লো, পরীক্ষার ছলে বৃদ্ধ আমার সঙ্গে পরিহাস কোচ্চেন। এই সময় কাজের কথা পোড়্‌লো। সার মাথু বোল্‌তে লাগ্‌লেন, “শোন জোসেফ উইলমট! কথার উপর কথা ফেলো না! স্থির হয়ে শোন! আমি বুড়ো মানুষ। আমার জ্ঞাতিকুটুম্ব আত্মীয়লোক কেহই নাই,—কথাটা কি জান, যাদের আমি আপ্‌নার লোক বোল্‌তে পারি, আপ্‌নার লোক বোল্‌তে ইচ্ছা করে, এমন লোক আমার কেহই নাই! আমি নির্জ্জনবাসী;—আমি একাকী। যে স্ত্রীলোকটী তোমারে এখানে আন্‌লে, সেটী আমার প্রধানা কিঙ্করী। সে আমার মনের ভাব বেশ বুঝ্‌তে পারে। আর একজন দাসী যে দেখেছ, সে কেবল রন্ধনশালার কাজকর্ম্ম বোঝে; আর কিছুই বুঝে না। পুরুষ-চাকর আমি কখনই রাখি না;—রাখ্‌বোও না। বাহিরের লোকে বলে, আমার অনেক টাকা আছে,—আমি ভয়ানক কৃপণ, সত্যই কি আমি তাই?

PRNTED BY KHIRODE NATH GHOSH RAMAYANA PRESS NO 44 ... STREET CALCUTTA

তাই কি না, বল্‌বার দরকার নাই। লোকে যা বুঝে, তাই বুঝুক্। তা আমি মনেও করি না। আমি একজন লোক রাখ্‌বো। জাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে, সে আমার এখানে ভর্ত্তি হবে, জেলখানার ঘানিটানা ছেড়ে, ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় পাবে,—লোকে ভাবে, আমি টাকার মানুষ, সেই লোভে রাত দুই প্রহরের সময় আমার চাকর আমার গলায় ছুরী দিবে, সেটা আমি ভাল বুঝি না। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, সর্ব্বদাই আলস্য হয়, কাজকর্ম্ম ভাল লাগে না,—এই তুমি দেখ্‌লে, তোমার ঐ চিঠীখানা আমি বেশ পোড়্‌লেম, কিন্তু আমার চক্ষের দোষ ধোরে আস্‌ছে। আমি এমন একটী লোক চাই, যে আমার চিঠীপত্র পড়ে,—খবরের কাগজ পড়ে, আমি বোসে বোসে শুনি। মাঝে মাঝে দুই একখানা বিষয়-কর্ম্মের চিঠী লিখ্‌তে হয়। চিঠী এলে জবাব দিতে হয়। বৃদ্ধ আমি, হাত কাঁপে, আমার চিঠীগুলি লিখে দেয়, এই রকম লোক আমি চাই। নিজে কাপড় পোর্‌তে কষ্ট হয়। সে কাজে একজন আমার সাহায্য করে, এমন লোক আমি চাই। একা আমি বেড়াতে যেতে পারি না। একজন আমার হাত ধোরে নিয়ে যায়, এমন লোক আমি চাই। বুঝ্‌লে এখন? এই রকম লোক আমি চাই। খোরাক, পোষাক, বেতন, যে রকম বন্দোবস্ত, তা তুমি শুনেছ। এখন তোমার ইচ্ছা হয় থাক, ইচ্ছা না হয়, যা খুসী কর! এমন মনে কোরো না, তুমি আমার চাক্‌রী স্বীকার না কোল্লে পৃথিবীতে আর আমি চাকর পাব না!"

এ কথার কি উত্তর আছে? একবার ভাব্‌লেম, রাজী হই। কি ভাব দাঁড়ায়, কিছু দিন দেখা যাক্। আবার ভাব্‌লেম, যে রকম খিট্‌খিটে মেজাজ দেখ্‌ছি, তাতে কোরে কাজকর্ম্মে সন্তুষ্ট কোত্তে পার্‌বো কি না, বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তিনি আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ভাব্‌চো কি? এই রকম মেজাজ আমার। কখনও একটু ভাল থাকি, কখনও বা গরম হয়ে উঠি। গরম হওয়াটাই বেশীর ভাগ। আরও দেখ, বিজ্ঞাপনেই তুমি দেখেছ, মুখেও আমি বোল্‌ছি, এখানে তুমি পাঁচ রকম হাসি-তামাসা দেখ্‌তে পাবে না। একঘেয়ে রকমেই দিন কাটাতে হবে। লোকজন নিমন্ত্রণ করা আমার অভ্যাস নয়। লোকজনের ম্লানদানী আমি ঘৃণা করি।—সমাজকে আমি ঘৃণা করি। বেশী কথা কি বোল্‌বো, জগৎকেই আমি ঘৃণা করি! জগৎসংসারে আমি ভারী ভারী দাগা পেয়েছি!—আমার কথা শুনে তুমি কি ভয় পাচ্চো?"

"ভয় পাব কেন? কাজ কোত্তে আমি রাজী আছি। আপনি কবে ম্যাঞ্চেষ্টরে পত্র লিখ্‌বেন?"—এই কথা বোলেই আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেম। সার্ মাথু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে, উগ্রস্বরে বোল্লেন, "ওঃ! ম্যাঞ্চেষ্টর? ম্যাঞ্চেষ্টরের চিঠী? আজিই আমি লিখ্‌বো। পালিও না তুমি! পরীক্ষা করা চাই। চিঠীর জবাব যদি মন্দও হয়, তবু আমি তোমারে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিব না। জেলখানাতেও পাঠাব না। সে ভয় তোমার নাই!—কখন আস্‌বে?"

একটু ইতস্তত কোরে আমি বোল্লেম, "একঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরে আসবো।"

এই রকম উত্তর দিয়েই তাঁর সম্মুখ থেকে আমি বেরুলেম। সহরের রাস্তাগুলি ভাল কোরে দেখবার জন্য একটা বড় রাস্তা ধোরে চোল্লেম। চোলেছি, হঠাৎ বিবি ফলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লজ্জায় জড়ীভূত হয়ে, বিবি ফলী পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছিলেন, দ্রুতগতি সম্মুখে গিয়ে আমি সাক্ষাৎ কোল্লেম। আহা! সে চেহারা আর কিছুই নাই! এক সপ্তাহমাত্র অদর্শন, ইতিমধ্যেই যেন আর চিন্‌তে পারা যায় না। মুখখানি শুকিয়ে গেছে,—চক্ষু বোসে গেছে, অত্যন্ত কৃশ হয়ে পোড়েছেন! আমারে দেখেই তিনি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। আমিও চক্ষের জল সম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বিচারের দেরী কত?"

বিবি উত্তর কোল্লেন, "তিনমাস দেরী! আহা! আমার স্বামীর যে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, আহা! সে সব যন্ত্রণা দেখে দেখে আমার বুক ফেটে যায়! সংসারে তিনি একা হোলে বোধ করি, কিছুই যন্ত্রণা হতো না! কেবল আমার জন্যই—"

ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে স্বরস্তম্ভ হলো। তাঁর তখনকার অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত কাতর হোলেম। একটু চিন্তা কোরে বোল্লেম, "ফরিয়াদী কেবল হেন্‌লী। সেই হেন্‌লীর সঙ্গে আমার একটু একটু আলাপ আছে। তিনি ভদ্রলোক;—বেশমানুষ। তিনি যদি আপনার স্বামীর অনুকূলে—"

অশ্রুপূর্ণনয়নে আমার হাত দুখানি ধোরে, অভাগিনী কাতরস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তা যদি তুমি কর,—তিনি যদি দয়া করেন, তোমার কাছে আমি চিরজীবনের জন্য চিরঋণে আবদ্ধ থাক্‌বো। দণ্ডটার যদি কিছু লাঘব হয়, তা হোলেই—"

নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা কোরে, সেই কথাই আমি অঙ্গীকার কোল্লেম। অবশেষে বোল্লেম, "আমি যদি আপনারে এখন কিছু অর্থসাহায্য কোত্তে পারি—"

"না না, তা আমি চাই না!"—অশ্রুমুখী অভাগিনী করুণস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "সে রকম সাহায্য আমি চাই না! ধন্যবাদ!—সহস্র ধন্যবাদ! হেন্‌লী সাহেবকে তুমি যে কথা বোল্‌বে বোল্লে, তাতেই আমি যেন প্রাণ পেলেম!"

দুঃখের সময় দুঃখের কথা বাড়ালেই বাড়ে। কথা বাড়াতে আমি ইচ্ছা কোল্লেম না। গদ্‌গদকণ্ঠে বিবি ফলী কেবল হেন্‌লীর কথাই বোল্‌তে লাগ্‌লেন। দয়াপ্রত্যাশা কোত্তে লাগ্‌লেন। আবার আমি অঙ্গীকার কোল্লেম। সজলনয়নে আমার দিকে চাইতে চাইতে চঞ্চলপদে বিবি ফলী অন্যদিকে চোলে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ ইতস্তত ভ্রমণ কোরে, আমার নূতন চাক্‌রীস্থলে ফিরে যেতে লাগ্‌লেম। বিবি ফলীর দুঃখেই আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হোতে লাগ্‌লো।

চাক্‌রীস্থলে ফিরে এলেম। কাজকর্ম্ম যে রকম নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, দস্তুরমত সেই সকল কার্য্যই নির্ব্বাহ কোত্তে লাগ্‌লেম। থাক্‌তে থাক্‌তে বুঝ্‌লেম, সার্ মাথু হেসেলটাইনের মেজাজ ভারী কড়া। কিন্তু সকল সময় সমান ভাব থাকে না। ক্ষণেক তুষ্ট, ক্ষণেক রুষ্ট। লোকজনের প্রতি তাঁর বিশ্বাস বড় কম। আমি কিন্তু বড় একটা অসুখী হোলেম না।

সকল সময়ে তাঁর মতে চোল্‌তে না পাল্লেই তিনি রেগে উঠেন। তাঁর মনের মত কথা না হোলেই তিনি জোলে যান। মেজাজটা আমি বুঝে নিলেম। যখনি দেখি রাগ, তখনিই সেখান থেকে সোরে যাই। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করি, "মাঞ্চেষ্টরে পত্র লেখা কবে হবে?—"—রেগে রেগে তিনি উত্তর দেন, "আজিই লিখ্‌বো!"

দুমাস গেল। সমভাব। আমি দস্তুরমত কাজকর্ম্ম করি, সন্তোষ দেখ্‌তে পাই না। মনে মনে ভাবি, প্রথম অবস্থায় হয় ত তিনি কোনরকমে প্রতারিত হয়েছেন, লোকে হয় ত তাঁরে মর্ম্মান্তিক দুঃখ দিয়েছে, তাতেই তাঁর ওরকম প্রকৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন প্রায় তিন ঘণ্টাকাল তাঁর কাছে বোসে আমি খবরের কাগজ পড়ি, চিঠীপত্র পড়ি, সঙ্গে কোরে বেড়াতে নিয়ে যাই,—যা তিনি বলেন, তাই করি, কিন্তু সন্তোষ দেখ্‌তে পাই না। মাঝে মাঝে চিঠী লিখি। লণ্ডনে তাঁর একজন উকীল আছেন, তাঁকেও লিখি, আর একটী স্থানে আর একটী লোককেও লিখি। ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পাল্লেম, লণ্ডনে তাঁর বাড়ী আছে, জমীদারী আছে, অনেক টাকাও জমা আছে। কিন্তু কত টাকা, তা আমি বুঝ্‌তে পারি না। চিঠীপত্রের যে যে বয়ান তিনি বোলে দেন, তাই কেবল আমি লিখি।

পূর্ব্বে আমি কি ছিলেম, বাস্তবিক কে আমি, লেখাপড়া জানি, অথচ কেন সামান্য সামান্য চাকরী করি, একদিনও সে সকল কথা তিনি আমারে জিজ্ঞাসা করেন না। নিজমুখেই তিনি বোলেছেন, জগতের সমস্ত লোকের প্রতিই তাঁর অবিশ্বাস! আমার প্রতি বিশ্বাস কি অবিশ্বাস, তার কোন স্পষ্ট নিদর্শন পাই না।

যেদিন চাকরী হয়, সেই দিনমাত্র বিবি ফলীর সঙ্গে পথে আমার দেখা হয়েছিল, তার পর দুমাসের মধ্যে আর না। অন্যলোকের মুখে আমি শুনতে পাই, বন্দীদশায় ফলীসাহেবের অনন্ত দুর্দ্দশা! বিবি ফলী মাঝে মাঝে জেলখানায় দেখা কোত্তে যান, জেলখানার যে রকম নিয়ম, আত্মীয়লোক যতক্ষণ দেখা কোত্তে পারে,—যতক্ষণ থাক্‌তে পারে, বিবি ফলী সেই নিয়মের বাধ্য।

একদিন আমি আমার মনিবের কাছে খবরের কাগজ পোড়্‌ছি, একখানি কাগজে ঐ ডাকাতী মোকদ্দমার কথা দেখ্‌লেম। বিবি ফলীর কষ্টের কথাও দেখ্‌লেম। কতকগুলি দয়াবতী রমণী কিছু কিছু সাহায্য করেন, তাতেই তাঁর দিন চলে। তা না হোলে অনাহারে সারা হোতেন। সার্ মাথুকে সেই কথাগুলি আমি পোড়ে শুনালেম। ভয়ানক রেগে উঠে, ঘৃণার স্বরে তিনি বোল্লেন, "ডাকাতের স্ত্রীকে সাহায্য?—এমন ঘৃণাকর কথা ত আমি কখনও শুনি নাই! যারা সাহায্য করে, আমার বিবেচনায় তাদের সকলকেই ফাঁসী দেওয়া উচিত! পাপের চূড়ান্ত!—পাপে উৎসাহ দেওয়ার চূড়ান্ত! অমন কাজ আমি কখনই করি না! তুমি বুঝি মনে কোচ্চো তা আমি করি?—তা যদি মনে কর, এখনিই এক রুলের বাড়ীতে তোমার মাথা ভেঙে দিব! ঐ কেতাবখানা তোমারি মাথায় ছুড়ে মার্‌বো! —এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিকেস্ কোরে দিব!"

আমি কথা কইলেম না। শেষটা কি দাঁড়াবে, তা আমি কতক কতক বুঝেছিলেম। আমারে নিস্তব্ধ দেখে, মহাক্রুদ্ধভাবে তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "থাম্‌লে যে? পোড়ে যাও! তুমি বুঝি ভাবছো, আমি আরও কিছু বোল্‌বো? আর কিছুই আমার বল্‌বার নাই! আমি বোবা হয়ে গেছি!—কি? বিশ্বাস কোচ্চো না? ডাকাতের স্ত্রীকে সাহায্য করা! মর্ম্মান্তিক ঘৃণার কথা! মহাপাপ!—মহাপাপ! সাহায্য না কোল্লে শুকিয়ে মোরে যাবে?—যায় যাবে!—ভালই ত! ডাকাতের স্ত্রীর মোরে যাওয়াই ত ভাল! তুই যে দেখ্‌ছি, আমার টাকার তোড়াটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিস্?—চুরী কোর্‌বি বুঝি? আমি একটু অন্যমনস্ক হোলেই বুঝি চুরী কোরে চম্পট দিবি? রাস্কেল! কখনই তা হবে না!"

প্রশান্তভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "ও রকম কাজ কখনও আমি করি না! আপ্‌নি যদি মনে করেন, ও কাজ আমি পারি, তা হোলে আর এক মুহূর্ত্তও আমারে বাড়ীতে রাখা আপনার উচিত নয়!"

"চুরি কোত্তে পারিস্ না?"—ভ্রুকুটী ভঙ্গীতে খিঁচিয়ে খিচেয়ে তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "টাকা চুরি কোত্তে তুই পারিস্ না?—খুব পারিস্! পৃথিবীতে সকল লোকেই সমস্ত পাপকর্ম্ম কোত্তে পারে! সকলেই আমরা পাপকর্ম্মের দাস! সকলের উপরেই আমার সন্দেহ! তুই যে বড় চোম্‌কে চোম্‌কে উঠ্‌ছিস্? তোর মুখখানা যে লাল হয়ে উঠেছে? তুই পারিস্ তা!—টাকার তোড়া চুরি কোরে, পালাতে তুই পারিস!—দে আমাকে! ঐ টাকার তোড়াটা দে আমাকে!"

তৎক্ষণাৎ আমি দিলেম। সাব্‌মাথুর্ঘা কোরে আমার হাত থেকে সেই তোড়াটা কেড়ে নিলেন। যে সকল স্ত্রীলোক বিবি ফলীকে সাহায্য করে, বিড়্ বিড়্ কোরে তাদের কতই গালাগালি দিলেন! আমি দেখতে পাচ্চি, যতক্ষণ তিনি ঐ রকমে গালাগালি দিচ্চেন, ততক্ষণ সেই তোড়া থেকে কিছু যেন বাহির কোরে নিচ্চেন। বেগে বেগে বোল্‌ছেন, "পাপের সাহায্য! পাপের উৎসাহ! কোথাকার লোক তারা! দানের কাজে দান করে না কেন? সৎপথে দান করে না কেন? কি দেখ্‌ছিস্ তুই? আমার টাকার দিকে তোর নজর কেন? মর্কট বানর! তুই বুঝি মনে করিস্, তুই ভারী সুন্দর ছেলে? হ্যাঁ, চুলগুলো নতিয়ে নতিয়ে পোড়েছে,—আপ্‌না আপ্‌নি কুঁচ্‌কে গেছে, বাহুরে চেহারা! তুই বুঝি মনে করিস্, তুই ভারী বুদ্ধিমান্?—মনে মনে ভাবিস্ বুঝি তুই ভারী চালাক? টাকার উপরেই লোভ! টাকার দিকেই চেয়ে আছে! তুই বুঝি ভাব্‌ছিস্ এ টাকা তোর? ভারী ফাজিল চালাক! আয়! এই নে! যা! এখনি যা!—ছুটে যা! যে মেয়েটা কষ্টে পোড়েছে—না না, যারে গরিব দেখ্‌বি, যে কেন হোক্ না,—সেই মেয়েটাকে—যাকে সাম্‌নে পাবি, যাকে গরিব দেখ্‌বি, তাকেই দিয়ে আয়!"—এই সব কথা বোলেই তিনি আমার হাতে পাঁচটী গিনি দিলেন। টাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর আরও বেশী গালাগালি ঝাড়তে লাগ্‌লেন!

স্বভাবটা আমি কতক কতক বুঝেছিলেম, গিণি পাঁচটী হাতে কোরে নিয়ে, অসঙ্কোচেই বোল্লেম, "আপ্‌নি বুঝি বিবি ফলীকে দিতে বোল্‌ছেন ?"

"কোথাকার পাগল! বিবি ফলী! কে সে? আচ্ছা, তাই যদি হয়, কি তা ?" কথা বোল্‌তে বোল্‌তে কট্‌মট্‌ কোরে ঘন ঘন তিনি আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লেন। তারেই যদি আমি দিতে বলি, তোর তাতে কি? সে আরও লজ্জা পাবে! তুই যা! কে দিলে, সে যেন না জান্‌তে পারে! খবরদার! নাম বলিস্‌নি! আমি নাম চাই না! খবরের কাগজে সুখ্যাতি দেখ্‌তে চাই না! আর—আর—না, এখান থেকে আরও কিছু পাবে, সে যেন এমন আশা না রাখে! যা!—ছুটে যা! দি গে যা!"

আমি ছুটে চোল্লেম। কিন্তু যাই কোথা? বিবি ফলী এখন কোথায় থাকেন, তা জানি না। যে খবরের কাগজে বার্ত্তা পেলেম, সেই কাগজখানা যেখান থেকে প্রচার হয়, সেই আফিসে ছুটে গেলেম। সেই খানেই সন্ধান পেলেম। ঠিকানা নিয়ে ক্ষুদ্র একটা গলির ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। বাড়ী পেলেম, কিন্তু যাঁরে খুঁজি, তাঁরে পেলেম না। শুন্‌লেম, তিনি তখন কারাগারে। শীঘ্রই ফিরে আস্‌বেন, নিশ্চিত সংবাদ পেয়ে খানিক ক্ষণ সেইখানে আমি অপেক্ষা কোল্লেম। যে বাড়ীতে তিনি থাকেন, সেই বাড়ীর অধিকারিণী আমারে অনেক কথা বোল্‌তে লাগ্‌লেন। বিবি ফলীর দুরবস্থার কথা তাঁর মুখেই আমি বেশী শুন্‌লেম। দিন দিন উপবাস পর্য্যন্ত হয়ে গেছে! সকলে এ কথা জানে না। বাড়ীওয়ালী নিজেই চেষ্টা কোরে ধনবতী মহিলাদের কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য এনে দেন, কথাপ্রসঙ্গে সে ইঙ্গিতটীও আমি পেলেম।

বিবি ফলী ফিরে এলেন। বাড়ীওয়ালী তখন আমার কাছে তাঁরে রেখে, সে ঘর থেকে শীঘ্র শীঘ্র বেরিয়ে গেলেন। দুমাস আমি বিবি ফলীকে দেখি নাই। সেদিন দেখ্‌লেম, অস্থিচর্ম্ম অবশেষ। আমারে দেখেই তিনি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। অনেকক্ষণ কথা কইতে পাল্লেন না। অনেকক্ষণ সাম্‌লে সাম্‌লে অবশেষে রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বোল্লেন, "আজিও কি তুমি এই সহরে আছ, না হঠাৎ বেড়াতে এসেছ ?"

"এইখানেই আমি আছি!"—সেই কথা শুনে বিবি ফলী সাশ্রুনয়নে বোল্লেন, "তবে তুমি সুখে আছ? যেখানেই তুমি থাক, সুখেই থাক্‌বে, তা আমি জানি। তোমার যেমন মন, তেম্‌নি সুখেই তুমি থাক্‌বে,—অবশ্যই তোমার মঙ্গল হবে। আমি আমার পাপের ভোগ আপ্‌নিই ভোগ কোচ্চি!—সমুচিত দণ্ড পাচ্চি! তুমি যে এমন অসময়ে আমারে মনে কোরে রেখেছ, স্মরণ কোরে দেখা কোত্তে এসেছ, এতে কোরে আমি বড়ই সুখী হোলেম! জোসেফ! সে কথাটা তুমি ভুলে—"

মনের কথা বুঝে তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কোল্লেম, "তা আমি ভুলি নাই। হেন্‌লী-সাহেবকে যে কথা বোল্‌বো, তা আমার স্মরণ আছে। আমি বোধ করি, আমার অনুরোধ তিনি অবহেলা কোর্‌বেন না।"

আমার দুখানি হস্ত ধারণ কোরে, অভাগিনী আমারে পুনঃপুন সাধুবাদ দিলেন।

সেই সময় তাঁর হাতে আমি পাঁচটী গিনি প্রদান কোল্লেম। কোথা থেকে এলো, কে দিলে, নাম কোল্লেম না।

"না জোসেফ! এটাকা—আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, এ টাকা—"

"আমিও বুঝ্‌তে পাচ্ছি।"—বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "আমিও বুঝ্‌তে পাচ্ছি, যা তুমি ভাব্‌ছো! কিন্তু তা নয়,—টাকা আমার নয়। এ টাকা আমি দিচ্ছি না। একজন দাতালোক দয়া কোরে আমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

আমার কথায় প্রত্যয় কোরে, তখন তিনি গ্রহণ কোল্লেন।—বোল্লেন, "তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাক্‌লেম। দাতালোকে যদি আমার উপর দয়া না কোত্তেন, তা হোলে আমার যে কি দুর্দ্দশা হতো, তা আমি বোল্‌তে পাচ্ছি না! বোসো জোসেফ! তোমার সাক্ষাতে আমার গুটীকতক বিশেষ কথা বল্‌বার আছে।"

দুর্ভাগ্য!—দুরবস্থা যখন আসে, তখন "গুটীকতক বিশেষ কথা" অবশ্যই লোকের মর্ম্মভেদী হয়ে থাকে। শোন্‌বার জন্যেও আমার বিশেষ আগ্রহ উপস্থিত হলো। আগ্রহ, আবার অনুরোধ।—কাজেই আমি বোস্‌লেম।

ত্রিপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

পরিচয়ের আভাস।

অশ্রুমুখী বিবি ফলী পুনঃপুন অশ্রুমার্জ্জন কোরে, পুনঃপুন চারি পাঁচটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। আগ্রহে আগ্রহে আমি মুখপানে চেয়ে আছি, নিশ্বাস ত্যাগ কোরে তিনি বোল্লেন, "দেখ জোসেফ! যা তুমি আমাদের দেখ্‌ছো, তা আমরা নই। আমার স্বামীর নামও ফলী নয়, আর আমিও বিবি ফলী নই। অবস্থার গতিকে মিথ্যানাম ধারণ কোত্তে হয়েছে। আগে আমি আপনার কথাই বলি। ভদ্রবংশেই আমার জন্ম। আমার মাতুলগোষ্ঠী অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। আমার মাতাপিতার তাদৃশ ধনসম্পত্তি ছিল না। আমার জননী একজন সম্ভ্রান্তলোকের ভগ্নী। সেনাদলের একজন আফিসারকে গোপনে তিনি ভালবাসেন। তাঁর সঙ্গেই বিবাহ হয়। বেতনের টাকা ছাড়া তাঁর স্বামীর আর অন্য কোনপ্রকার আয় ছিল না। তাঁর নাম গ্রান্‌বী। কেবল দেখ্‌তেই তিনি সুশ্রী ছিলেন না, তাঁর শরীরে অনেক গুণ ছিল। তিনি একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। সেই বিবাহে পরিবারের সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠেন। একসঙ্গে বাস কোত্তেও তাঁদের ইচ্ছা হয় না। সকলেই তিরস্কার করেন,—কেহই ভাল কোরে কথা কন না,—অর্থ দিয়ে সাহায্য করা দূরের কথা, মুখামুখি দেখা করাও

তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বাড়ীতে তাঁদের থাকা হলো না। বিবাহের কিছুদিন পরেই আমার পিতা অন্যস্থানে চোলে যান। যে সেনাদলে তিনি কাজ কোত্তেন, সেই সেনাদল মাল্টাদ্বীপে প্রেরিত হয়। পিতা যান, মাতাও সঙ্গে যান। মাল্টাদ্বীপেই আমার জন্ম হয়। কেবল আমিই তাঁদের একমাত্র সন্ততি। তাঁরা আমার নাম রাখেন, এমিলিয়া। মাতাপিতার আমি পরম স্নেহপাত্রী ছিলেম। সেনাদল কয়েক বৎসর মাল্টায় থেকে করফুপ্রদেশে যাত্রা করে। সেখান থেকে ইংলণ্ডে ফিরে আসে। আমার মাতুলের বাড়ী থেকে বহুদূরে, এক নির্জ্জনস্থানে আমাদের বাসস্থান নিরূপিত হয়। আমার পিতা মেজরের পদ প্রাপ্ত হন। যখন আমার চোদ্দবৎসর বয়স, সেই সময় আমার জননীও ইহলোক পরিত্যাগ কোরে যান। তাঁরা যতদিন বেঁচে ছিলেন, আমার ধনশালী গৌরবান্বিত মাতুল ততদিন আমাদের কোন তত্ত্বই লন নাই। আমাদের প্রতি ততদিন তাঁর অত্যন্ত বিরাগ ছিল। মাতার মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মাতুল উপস্থিত হন। সমাধি সমাধা হয়ে গেলে পর, স্নেহবশে আমারে সঙ্গে কোরে, তিনি আপন নিকেতনে নিয়ে আসেন। মাতুলের নাম আমি তোমারে এখন বোল্‌বো না। সংসারে তিনি এখনও জীবিত আছেন। নাম আমি বোল্‌তেম, কিন্তু যে পথে আমি এখন দাঁড়িয়েছি, যে দুরবস্থায় পোড়েছি, এসময় সে নাম প্রকাশ কোরে তাঁরে লজ্জা দিতে আমি ইচ্ছা করি না।”

যখন এই পর্য্যন্ত বলা হলো, বিবি ফনী তখন সজলনয়নে আমার পানে চেয়ে, যেন একরকম অবসন্ন হয়ে পোড়্‌লেন। খানিকক্ষণ কথা কইতে পাল্লেন না। মনোবেগ সম্বরণ কোরে ক্ষণকাল পরে তিনি আবার বোল্‌তে লাগলেন :—

“আমার মাতুলের স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল। তিনি আর বিবাহ করেন নাই। একটী কন্যা ছিল, কন্যাটীরও বিবাহ হয়। বহুদিন তিনি সেই কন্যার মুখ দেখেন না। সেপর্য্যন্ত মুখে আনেন নাই। কোন নিগূঢ়কারণে কন্যার প্রতি তাঁর স্নেহের হ্রাস হয়েছিল। কিন্তু কেন সেপ্রকার উদাসভাব, আমি তার কিছুই জানি না। আমার মাতুলকন্যাকে চক্ষে ত আমি কখনও দেখি নাই;—নামটী পর্য্যন্ত জানি না। আজি পর্য্যন্ত বেঁচে আছেন কি না, সেটীও অজ্ঞাত। মাতুলের আশ্রয়ে দুইবৎসর আমি বাস করি। সুখে ছিলেম, কিন্তু মনের সুখ ছিল না। আপ্‌নার ইচ্ছায় আমি কোন কাজ করি, আমার মাতুল সেটী দেখ্‌তে পাত্তেন না। সে ধাতুর লোক তিনি নন। পিতামাতার শোকে আমি কাতর হোতেম, তাতে তাঁর রাগ হতো। সেই অপরাধে আমার প্রতিও তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট। মনে মনে আমি বড়ই অসুখী! দৈবগতিকে আমি একজন যুবাপুরুষের চক্ষে পড়ি। সেই যুবার নাম হবার্ড লেস্‌লী। দিন দিন সেই যুবার প্রতি আমার অনুরাগ সঞ্চার হয়। তিনিও আমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেন। অল্পবয়সে তিনি মাতৃপিতৃহীন হয়েছিলেন, একটী আত্মীয় স্ত্রীলোক তাঁরে প্রতিপালন করেন। তাঁর যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর হবার্ড লেস্‌লী

সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। বার্ষিক উপস্বত্ব প্রায় তিন শত পাউণ্ড। দিন দিন আমাদের পরস্পর অনুরাগ বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো। আমার মামাও ক্রমে ক্রমে সেটী জান্‌তে পাল্লেন। ঘোর বিপদ উপস্থিত হলো! আমার জননীও তাঁর অমতে বিবাহ কোরেছিলেন, সেই দৃষ্টান্তের অনুগামিনী হয়ে, আমি যাতে তাঁর অমতে বিবাহ না করি, একদিন নির্জ্জনে আমারে ডেকে সেই কথা তিনি বল্লেন। আরও বল্লেন, তা যদি আমি করি, তিনি আমার মুখ দেখ্‌বেন না। মায়েরও যে দশা হয়েছিল, আমারও সেই দশা হবে। আমি তখন করি কি, লেস্‌লীর প্রতি আমার অন্তরের অনুরাগ, মামার কথা আমারে ভাল লাগ্‌লো না। লেস্‌লীর সঙ্গে আমি পলায়ন কোল্লেম। পলায়নের পর আমাদের বিবাহ হয়।”

সন্দিগ্ধভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “তবে সেই হবার্ড লেস্‌লী কি—”

“শোন না বলি!”—বিবি ফলী আমারে বাধা দিয়ে চঞ্চলভাবে বোল্লেন, “শোন না বলি। সব কথাই বোলছি। হাঁ! পলায়নের পরেই আমাদের বিবাহ হয়। মামাকে চিঠী লিখে আমি সমাচার দিই। প্রাণ আমার যাঁরে ভালবাসে, তাঁরে আমি বিবাহ কোরেছি, এ অপরাধ যদি ক্ষমা করেন, তা হোলে আমি ঘরে যেতে পারি। চিঠীখানা আমার কাছেই ফিরে এলো। মামা সেখানি খুলেছিলেন, পোড়েছিলেন, অন্য খামের ভিতর দিয়ে আমার কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে কিছুমাত্র লিখে দেন নাই। তাই দেখেই আমি বুঝ্‌লেম, তিনি আর আমার মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন না। যা বোলেছিলেন, তাই কোল্লেন। তখন আমি কি করি, পতির সঙ্গে লণ্ডনে চোলে গেলেম। লণ্ডনেই আমরা বাস কোল্লেম! হবার্ড লেস্‌লী অতিশয় আমোদপ্রিয়, খরচপত্রে কুণ্ঠিত নন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদ কোত্তে ভালবাসেন, ভোজের ব্যাপারে নিত্য নিত্যই ঘটাঘটি হয়, দিন দিন তিনি অবস্থা ছাপিয়ে চলেন, খরচের সময় দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। আমিও নিবারণ কোত্তে পারি না,—নিবারণ কোল্লেও তিনি শুনেন না। ফল হলো কি?—দেনদার হয়ে পোড়্‌লেন! বিষয়-আশয় বিক্রী হয়ে গেল! তিন চারি বৎসরের মধ্যেই তিনি সব খোয়ালেন! সেরিফের লোকেরা আমাদের জিনিসপত্রগুলি ক্রোক কোল্লে!—বেঁচে নিলে! পতি আমার দেওয়ানী জেলে কয়েদ হোলেন! সেই দুরবস্থার সময় বিস্তর কাকুতি-মিনতি কোরে, আবার আমি মামাকে একখানি পত্র লিখ্‌লেম। সে পত্রেরও জবাব এলো না! আবার লিখ্‌লেম, সেখানিরও উত্তর পেলেম না! অবশেষে একদিন দুখানি চিঠীই একখানি সাদা খামের ভিতর ফিরে এলো! একটী ছত্রও তাতে লেখা ছিল না। আশা ছিল, বিপদের সময় মামার কাছে কিছু উপকার পাব, সে আশায় জলাঞ্জলি হয়ে গেল। দেউলে আদালতের আশ্রয় নিলে জেলখানায় বাস কোত্তে হয় না, কিন্তু আমার পতি তাতে রাজী হোলেন না। দেউলে হোলে মান যাবে,—লোকে অগ্রাহ্য কোর্‌বে, এই ভেবে সেদিকে তাঁর মন গেল না। জেলখানা থেকে তিনি পলায়ন কোল্লেন।

পলায়নের পর উভয়ে আমরা ফরাসীদেশে প্রস্থান কোল্লেম। জেলখানা থেকে পলায়ন, কাজে কাজেই পলাতককে গ্রেপ্তার কর্‌বার জন্য পরোয়ানা বেরুলো। পুরস্কারের ঘোষণা প্রচার হলো। কাজেকাজেই আমার স্বামী হবার্ড লেস্‌লী তখন ফরাসীরাজ্যে নূতন নাম ধারণ কোল্লেন। নাম হলো, ফর্দীনন্দ ফলী। দুই বৎসর আমরা সেই ভাবেই থাকি। কিপ্রকারে আমাদের খরচপত্র চলে?"

এইখানে বিবি ফলী আবার একটু থাম্‌লেন। থেমেই আমার মুখপানে চেয়ে আবার আরম্ভ কোল্লেন, "জানি না জোসেফ! কেন আমি তোমার কাছে ঘরসংসারের এত সব ছোট ছোট কথা বোল্‌ছি!—জানি না। কিন্তু বড় দুঃখে পোড়েছি! তুমি আমার দুঃখে দুঃখ বোধ কোচ্চো, তাই দেখেই তোমার কাছে দুঃখের কাহিনী বোল্‌তে আমার ইচ্ছা হোচ্চে। সহোদরা ভগ্নী যেমন সহোদর ভাইকে অকপটে স্নেহ করে, তোমার উপরেও আমার সেই রকম স্নেহ আস্‌ছে। শোন আমার দুঃখের কথা! পতি আমার জুয়াখেলায় মেতে গেলেন! ঘোরতর জুয়ারী হয়ে উঠ্‌লেন! হায় হায়! তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চো জোসেফ! জুয়াখেলা অভ্যাস কোরে দিনদিন তিনি অসৎসঙ্গে মিশ্‌তে লাগ্‌লেন! চরিত্রও খারাপ হয়ে উঠ্‌লো। জুয়ার আড্ডার ঝগ্‌ড়া-কলহ কোরে, ভদ্রলোকের কাছে দিনদিন ছোট হয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন। জুয়াখেলার বিবাদে একজনের সঙ্গে একদিন পিস্তলযুদ্ধ ঘটে! সেই যুদ্ধে প্রতিপক্ষের প্রাণ যায়! ফৌজদারীর লোকেরা আমার স্বামীর কাছে পাস্ দেখ্‌তে চায়। পাস্ ছিল না। তখন আর কি হয়, হাকিমের লোকেরা হুকুম দিলে, চব্বিশঘণ্টার মধ্যে ফ্রান্স্ ছেড়ে চোলে যাও!—আমরা ফ্রান্স ছেড়ে চোলে এলেম। আবার আমরা ইংলণ্ডে।—পতি আমার দেনদার,—জেলখানার পলাতক! কাজে কাজে নির্জ্জনে লুকিয়ে থাক্‌তে হলো। বাগ্‌সটের নিকটে সেই ক্ষুদ্রকুটীরে কৃত্রিম নামে আমরা বাস কোত্তে লাগ্‌লেম। সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ছিল, অল্পদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। তখন আবার কি হয়?—কি হয়, তা তুমি বুঝেছ। আমরা লুকিয়ে আছি, কি রকমে সংসার চোল্‌ছে? কেহ কিছু জান্‌তে না পারে, সেই মৎলবেই একটী বোবা কালা দাসী রেখেছিলেম। মৎলব তুমি জান না, কিন্তু তারে তুমি দেখেছ। সংক্ষেপে আমি তোমারে আমার জীবনকাহিনী জানালেম। যে কুকর্ম্ম কোরেছি, তার উপযুক্ত শাস্তি পাচ্চি! এই তার প্রতিফল!"

বিবি ফলী চুপ কোল্লেন। চক্ষের জলে ভেসে গেলেন। গির্জ্জার ঘড়ীতে দুটো বেজে গেল। বিবি ফলী শশব্যস্তে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আমার হাতদুখানি ধোরে, কাতরস্বরে বোল্লেন, "সময় হয়েছে। এখন আমি আমার স্বামীর কাছে কারাগারে যাই। তোমারে ধন্যবাদ! যে মহাত্মা এই দুঃখিনীকে দয়া কোরে তোমার হাতে সাহায্য প্রেরণ কোরেছেন, তাঁরেও আমার শত শত ধন্যবাদ! দেখ জোসেফ! দুঃখের স্রোতে যে সকল বাক্যস্রোত প্রবাহিত হলো, এ সব কথা কেহ যেন না শুনে।"

আমিও অঙ্গীকার কোল্লেম, "গোপন রাখ্‌তে আমি বেশ জানি।"

বিবি ফলী কারাগারে চোলে গেলেন, আমিও মনিববাড়ী ফিরে এলেম। মনিবের কাছে উপস্থিত হয়ে সংক্ষেপে আমি বোল্লেম, "বিবি ফলীর সঙ্গে দেখা কোরেছি, পাঁচটী গিনি তাঁর হাতে দিয়েছি, তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।"

বৃদ্ধ বারোনেট অভ্যাসমত মুখ খিচিয়ে, আমারে গালাগালি দিয়ে জিজ্ঞাসা কৌল্লেন, "নাম বুঝি বোলেছিস্?"

"না মহাশয়! নাম আমি বলি নাই। বল্‌বার ইচ্ছা ছিল,—তেমন সৎকার্য্য গোপন রাখা ভাল নয়, কিন্তু——"

গভীরগর্জ্জনে সাব্ মাথু বোলে উঠ্‌লেন, "ভারী বেআদব!—পাজি!—রাস্কেল! তুই আমাকে ভদ্রতা শিখাতে চাস্! সর্ব্বদাই তোরে আমি বারণ করি, সর্ব্বদাই ঐ রকম বেআদব! আমি তোরে চাকর রেখেছি। সর্ব্বক্ষণ দেখি, তুই যেন আমার উপর মনিবগিরি চালাতে চাস্! এটা কেবল আমারই দোষ! না জেনে—না শুনে, তোর মত একটা ফাজিলচালাক ছোঁড়াকে চাকরী দেওয়া আমারই দোষ! গাড়ীর পেছোনে বেঁধে আমার পিঠে যদি কেহ সপাসপ চাবুক বসায়, তা হোলেও আমার এরকম নির্ব্বোধের কাজের উচিত দণ্ড হয় না! আমারই দোষ!"—কথা বোল্‌তে বোল্‌তে তিনি যেন তখন আসন থেকে অর্দ্ধেক উঠে দাঁড়ালেন। এম্‌নিভাবে আমার পানে চাইলেন, দেখে আমার ভয় হলো। পাছে লাফিয়ে পোড়ে আমারে এককালে টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে ছিঁড়ে ফেলেন! সসম্ভ্রমে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেন মহাশয়! না জেনে—না শুনে, একথা কেন বোল্‌ছেন মহাশয়? আপ্‌নি বোলেছিলেন, সত্য মিথ্যা ধর্‌বার জন্য মাঞ্চেষ্টরে রোলাণ্ডকে পত্র লিখ্‌বেন, কেন তা লিখ্‌ছেন না?"

"তুই বুঝি মনে কোরেছিস্?—আমি বুঝি লিখ্‌বো না? আমি বুঝি সেটা ভুলে গেছি? তাই ভেবে তুই বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছিস্? অবশ্যই আমি লিখ্‌বো;—আজই আমি লিখ্‌বো। থাক্, থাক্! তোরে লিখ্‌তে হবে না!—তোরে কাগজ কলম ধোত্তে হবে না! সে চিঠী আমি নিজে লিখ্‌বো। আচ্ছা, আচ্ছা, সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোকের——আঃ! আমি পাগল হোলেম না কি? তার কথা আবার আমি কেন বলি? বেশ হয়েছে! যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল!"

ভাবভক্তি বুঝ্‌তে পেরে তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "তাঁর দোষ কি? স্বামীর দোষে দোষী, সে দোষের উচিত দণ্ড ত হয়ে গেছে। এখন তাঁর প্রতি দয়া করা উচিত। সে অভাগিনী এখন দয়ার পা——"

"দূর হ! দূর হ! এখনি আমার সম্মুখ থেকে চোলে যা! ডাকাতের স্ত্রীর প্রতি দয়া! দূর হ!—দূর হ!—থেগে যা!"

তৎক্ষণাৎ আমি বুঝ্‌তে পালেম, মনের কথা কি। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, মৃদু হেসে, সেখান থেকে আমি বেরিয়ে এলেম।

———

চতুঃপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

ডাকাতী মোকদ্দমা।

একমাস অতীত। অক্টোবর মাস আগত। রিডিং নগরে শরৎঋতুর আগমন। তিনমাস পূর্ব্বে বিবি ফলী বোলেছিলেন, তিনমাস পরে বিচার হবে। তিন মাস পরিপূর্ণ। হেন্‌লী সাহেবের সঙ্গে দেখা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোথা দেখা পাব? শুনেছি, হোটেলেই তিনি আছেন। সওদাগরী গন্তগিরেরা যে হোটেলে অবস্থান করেন, সন্ধান কোরে সেইটী জেনে, সেই হোটেলে আমি উপস্থিত হোলেম। সন্ধ্যাকালেই গেলেম। হেন্‌লীর সঙ্গে দেখা হলো। সেদিন আমার যে উদ্দেশে যাওয়া, সেই সময় তাঁরে আমি সেই কথা বিশেষ কোরে জানালেম। যে রকমে পরিচয় দিলে ভদ্রলোকের হৃদয়ে দয়া আসে, দুঃখিনী বিবি ফলীব দুঃখের কথা সেই রকমে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বোলে,দয়া প্রার্থনা কোল্লেম। তিনি ছাড়া আব কোন ফরিয়াদী নাই, তিনি একটু সদয় হোলেই মকদ্দমা হাল্‌কা হয়ে যায়, অভাগার প্রাণ বাঁচে, অভাগিনীও প্রাণ পায়, এক এক কোরে সেই সব কথা তাঁরে আমি বোল্লেম। শুনে তিনি অনেকক্ষণ চুপ কোরে থাক্‌লেন। অবশেষে একটু ঘাড় নেড়ে নেড়ে বোল্লেন, "হোতে পারে, হোতে পারে, যা তুমি বোল্‌ছো, তা হোতে পারে; কিন্তু আমি ত একা নই, দশজনের মত নিয়ে আমারে কাজ কোত্তে হয়। সকলেই আমরা সওদাগরের গন্তগির। সর্ব্বদাই আমাদের ঐ সকল পথে গতিবিধি কোত্তে হয়। সওদাগরী কাজ, সকলের সঙ্গেই টাকা থাকে। ডাকাতের ভয়! ডাকাতের ভয়ে সকলেই শশব্যস্ত। ডাকাতটা ধরা পোড়েছে, সকলেই খুসী আছে। পাপীলোকের দণ্ড হয়, সে ইচ্ছা সকলেরই। একা আমি কি কোত্তে পারি? দশজনের মত নিয়ে কাজ।"

কাতরভাবে আমি বোল্লেম, "আহা! আপ্‌নি যদি সেই অভাগিনীকে দেখেন, স্বামীর প্রতি তার কত ভক্তি,—কত অনুরাগ,—কত ভালবাসা, তা যদি আপ্‌নি শুনেন, ওঃ! স্ত্রীপুরুষের তেমন প্রণয়—বিপথগামী পতির প্রতি তত ভক্তি, অন্য কোন স্ত্রীলোকের সম্ভবে কি না, তাতেও আমার সন্দেহ। আপনি যদি দেখেন, অবশ্যই আপ্‌নার মন গোলে যাবে। দশজনের কথা বোল্‌ছেন, আমি ত ভরসা কোচ্চি; যদি দেখ্‌তে পাই, দশজন কেন, সহস্রজনকেও আমি কাঁদিয়ে ফেল্‌তে পারি।"

"পার?"—মৃদু হেসে হেন্‌লী সাহেব বোল্লেন, "কাঁদিয়ে ফেল্‌তে তুমি পার? তবে এসো!—আমার সঙ্গে এসো! এই বাড়ীতেই অনেকগুলি আছেন, সকলের সঙ্গেই দেখা হবে। উপরে এসো!"

আশ্বস্তহৃদয়ে হেন্‌লীসাহেবের সঙ্গে আমি সেই হোটেলবাড়ীর উপরের একটী ঘরে

প্রবেশ কোল্লেম। রাত্রি নটা। প্রবেশ কোরেই দেখ্‌লেম, চুরোটের ধোঁয়ায় ঘরটা যেন অন্ধকার হয়ে পোড়েছে। ঘরের ভিতরেই যেন মেঘ উঠেছে। বাতীর আলোরা সেই ধোঁয়ার ভিতর যেন ঢাকা পোড়ে রয়েছে। মেঘের ভিতর যেমন একটু একটু নক্ষত্র জ্বলে, সেই রকম আলো। বৃহৎ একটা গোলাকার টেবিল, তারই চতুর্দ্দিকে আট দশ জন লোক। সকলেই আমোদ কোরে মদ খাচ্চেন। সে রকম মদের মজ্‌লিসে যেমন নানারকম আমোদের গল্প চলে,—হো হো শব্দে হাসি চলে, সেই রকম হল্লা হোচ্চে। সকলের মুখেই চুরোটের নল। সকলেই বক্তা। ঘরের ভিতর নানাস্থানে বড় বড় গাঁটরী জমা হয়ে রয়েছে। দেয়ালের গায়ে গায়ে জামাজোড়া ঝুল্‌ছে। ছাতী, ছড়ী, ঘোড়ার চাবুক, আরও নানারকম জিনিসপত্র যথায় তথায় বিনিক্ষিপ্ত। হেন্‌লী আমারে সেই মজ্‌লিসে উপস্থিত কোল্লেন। নূতন বন্ধু বোলে বন্ধুদের কাছে আমার পরিচয় দিলেন। তাঁরা সকলেই আমারে অভ্যর্থনা কোরে বসালেন। আমার জন্যেও এক বোতল মদ আর চুরোটের হুকুম হলো। আমি খেলেম না। তাঁদের সেই রকমের হাসিখুসী দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। গল্পের সূত্র কিছুই ধোত্তে পাল্লেম না। আমোদের ঘটা দেখে, অনেকক্ষণ অবাক্ হয়ে বোসে থাক্‌লেম। ঢাল্‌ছে—খাচ্চে,—হো হো কোরে হেসে উঠ্‌ছে, আমোদের বিরাম থাক্‌ছে না। প্রায় একঘণ্টাই আমি বোসে আছি। হেন্‌লী আমার কাছেই বোসে ছিলেন, তাঁর কাণে কাণে আমি বোল্লেম, "যে জন্য আপ্‌নি আমারে এনেছেন, সে কথাটা কখন হবে?"

হেন্‌লী বোল্লেন, "এখনও 'সময় হয় নাই।"—কখন্ সময় হবে, অপেক্ষা কোরে থাক্‌লেম। মাঝে মাঝে হেন্‌লীর কাণে কাণে কথা বলি, তিনি বলেন, "সময় হয় নাই।" একবার তিনি চুপি চুপি আমারে বোল্লেন, "দলের ভিতর যিনি আমাদের সভাপতি, তাঁর মেজাজ ভারী কড়া। মদ খেলেই ঠাণ্ডা হন। যখন ভালরকম নেসা ধরে, তখন তাঁর কাছে যে কথাটা উপস্থিত করা যায়, ভাল কোরে যে কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তাতেই তিনি জল হয়ে পড়েন।"—আমি সেই পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কোরে থাক্‌লেম।

অবকাশ উপস্থিত হলো। হেন্‌লীসাহেব কথা তুল্লেন। আমার দিকে ইঙ্গিত কোল্লেন। আমিও দস্তুরমত ভূমিকা কোরে,মজ্‌লিসের ভিতর সমস্ত কথাই বুঝিয়ে দিলেম। আমার দীর্ঘবক্তৃতায় সকলেরই যেন মন ভিজে গেল। মকদ্দমার সময় আদালতে দয়া প্রার্থনা করা হবে, অবশেষে সেই কথাটী স্থির হলো। আমি আহ্লাদিত হোলেম। দলপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে, বিশেষ শিষ্টাচারে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, হোটেল থেকে আমি বেরুলেম। যখন বেরুলেম, তখন রাত্রি দুই প্রহর। আমি মনে মনে কোচ্চি, মনিবের কাছে আজ আর নিস্তার থাক্‌বে না। সম্মুখে উপস্থিত হবামাত্রেই জবাব্ হয়ে যাবে। স্থির কোল্লেম, রাত্রে আর দেখা কোর্‌বো না, প্রাতঃকালে যা হবার, তাই হবে। পরদিনেই মকদ্দমা। যা থাকে অদৃষ্টে, তাই হবে! চাক্‌রী থাকে না থাকে, সে কথাটা গ্রাহ্যই কোল্লেম না। বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। অনুরোধে পোড়ে দুই এক

পাত্র মদ আমারে খেতে হয়েছিল। সে অবস্থার লক্ষণ দেখে, কেহই কিছু বুঝ্‌তে পারেন, এমন নেসা কিছুই হয় নাই। দরজায় আমি পৌঁছিলেম। প্রধানা কিঙ্করী এসে দরজা খুলে দিলে। তার হাতে আলো ছিল, সেই আলোতে কিয়ৎক্ষণ আমারে ভাল কোরে চেয়ে চেয়ে দেখলে। চেয়ে চেয়ে চুপি চুপি বোল্লে, "দেখ্‌ছি তুমি ঠিক আছ, তাতেই দেখ্‌ছি রক্ষা। আমাদের কর্ত্তা তোমার জন্য এখনো পর্য্যন্ত জেগে বোসে আছেন। তুমি এসে উপস্থিত হোলেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে, আমাদের প্রতি এই রকম আদেশ। যাও তুমি সেখানে! দেখা করো গে!"

আমি বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেম। সার্ মাথু বোসে ছিলেন। মুখের ভাব দেখে বুঝ্‌লেম, ভয়ানক রাগ! সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম। আমারে দেখেই তিনি চেয়ারের উপর উঁচু হয়ে বোস্‌লেন। ঠোঁট দুখানি মুখের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। চক্ষু যেন দপ্ দপ্ কোরে জ্বোল্‌তে লাগ্‌লো। সেদিকে আমি ভাল কোরে চাইতে পাল্লেম না। চক্ষু বুজিয়ে মাথা হেঁট কোল্লেম। একটু একটু হাসিও এলো। প্রভুর ভাবগতিক দেখে হাস্য সম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না।

গর্জ্জনস্বরে প্রভু হঠাৎ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুই বুঝি মাতাল হয়ে এলি?"

সমান সপ্রতিভ হয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয়! দেখুন! বিবেচনা করুন্! আমি সত্য কথা বোল্‌ছি কি না!"

"আমি আবার কি দেখ্‌বো? আমি আবার কি বিবেচনা কোর্‌বো? আমি কেমন কোরে জান্‌বো? জন্মাবধি আমি কখনও মাতাল হই নাই!"

সমভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "আমিও কখনও হই নাই।"

"তবে এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?"

"একটা কাজে হঠাৎ দেরী হয়ে গেছে, সেই জন্যে আমি—"

"মিথ্যা ওজর! সমস্তই মিথ্যা কথা! ছিলি কোথা?"

"হেন্‌লী সাহেবর সঙ্গে দেখা কোত্তে গিয়েছিলেম। রাত্রি প্রভাতেই মকদ্দমা, ফলী সাহেবের মকদ্দমায় তিনিই ফরিয়াদী, অভাগার প্রতি যাতে দয়া হয়, সেই—"

"ওঃ! এই কাজ?—এত বড় কাজ তোর? বেরুলি ত আটটার সময়, এলি রাত দুই প্রহরে! একটা সামান্য কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে এত দেরী?"

"সময় হয়ে উঠ্‌লো না। অনেক বিবেচনা কোরে তিনি উত্তর দিলেন। এই সবে আধ ঘণ্টা হলো, তাঁর মনের কথা আমি পেয়েছি।"

"এতক্ষণ লাগ্‌লো?—কেন? সে বুঝি মাতাল হয়েছিল? যতক্ষণ পর্য্যন্ত নেসা না ছুট্‌লো, ততক্ষণ তুই বুঝি বোসে ছিলি?"

বাজে কথায় বাদানুবাদ করা আমার ভাল লাগ্‌লো না। বাস্তবিক যেমন যেমন ঘোটেছে, সংক্ষেপে সব কথা আমি বুঝিয়ে বোল্লেম। সার্ মাথু সুস্থির হয়ে আমার কথাগুলি শুন্‌লেন। মুখচক্ষের ভাব দেখে আমার হাসি পেতে লাগ্‌লো। হঠাৎ তিনি

বোলে উঠ্লেন, "বেশ মাতালের দল! আপনার মুখেই ত তুই সব কথা প্রকাশ কোরে ফেল্লি! সকলেই বুঝি মাতাল হয়েছে?"

"না মহাশয়! সকলে না। অনেকেই কেবল একটু একটু আমোদ—"

"তুই কেন সেই রকম আমোদ কল্লি না?"

এইবার আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয়! আমার সে রকম আমোদ কর্‌বার ইচ্ছা হয় না।"

"কেন হয় না? কাল রাত্রে আবার যাবি? পরশু রাত্রে আবার যাবি?—রোজ রাত্রেই যাবি?—কেমন? কি বলিস্?"

"না মহাশয়! আমার সে রকম ইচ্ছা হয় না। আমি মদ খেতেও ভালবাসি না, রাত জাগ্‌তেও ভালবাসি না। এত রাত্রে বাড়ীতে ফিরে আসাও আমার কখনও অভ্যাস নয়। কাজের গতিকে—দৈবগতিকে কেবল আজ এই রকম ঘোটে পোড়েছে। সন্ধ্যাকালে কোথাও আমি প্রায় থাকি না।"

"এই বুঝি তোর সন্ধ্যাকাল? রাত্রি দুই প্রহরকে তুই বুঝি সন্ধ্যাকাল বলিস্? এটা ত প্রাতঃকাল! তা আচ্ছা, ফলী একজন ডাকাত। ডাকাতের মকদ্দমা নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন? ফলীর স্ত্রীর রূপ দেখে তুই বুঝি—"

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জোলে উঠ্‌লো। ইচ্ছা হলো, তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। বাস্তবিক আমি ছুটে বেরুতে চোল্লেম। সার্ মাথু চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দাঁড়া! দাঁড়া! কোথায় যাবি? আমি কি তোরে ছুটী দিয়েছি? ফলীর প্রতি তোর দয়া হয়েছে, তুই মনুষ্যত্ব দেখাতে চাস্,—সেই জন্য অতদূর ছুটে গেছিস্? সেই জন্য টাকা খরচ কোরে সকলকে মদ খাইয়েছিস্,—সঙ্গে সঙ্গে আপ্‌নিও খেয়েছিস্! চাক্‌রীটা যাবে, সেটাও গ্রাহ্য কোরিস্ নাই, কে এ কথায় বিশ্বাস কোর্‌বে? আমি এমন পাগল নই যে, তোর ঐ মিথ্যা বাহানায় ভুলে যাই!"

"আপ্‌নি বিশ্বাস করুন্ আর নাই করুন্, যা আমি বোল্‌ছি, তার একবিন্দুও মিথ্যা নয়। একজন দুষ্কর্ম্ম কোরেছে সত্য, কিন্তু সেই দরিদ্রদম্পতীর যেরূপ অকপট প্রণয়, সেটী মনে কোত্তে গেলে সে দুষ্কর্ম্মের কথা ভুলে যেতে হয়।"

"ভারী ত দেখ্‌ছি ধর্ম্মজ্ঞানী! যা যা! এখন যা! রাত হয়েছে, শুগে যা!"

আমি সেলাম কোল্লেম। তিনি কথা কইলেন না। চেয়ারের উপর হেলে পোড়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। চক্ষু দেখ্‌লেই ভয় হয়!—ভাব দেখে ভালমন্দ কিছুই আমি অনুভব কোত্তে পাল্লেম না।

ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম। রাত্রে আর কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হলো না। প্রভাতে উঠে মকদ্দমার কথাই চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেম। একজন দাসী এসে বোল্লে, "আজ ডাকাতী মকদ্দমা। আদালতের দরজায়—জেলখানার দরজায়—ভারী ভিড়! সমস্ত লোকেই মকদ্দমার কথা বলাবলি কোচ্চে। কতক্ষণে মকদ্দমা,—ফলাফল কি

হবে, সকলের মুখেই সেই সব কথা। সার্ মাথু আমারে ডেকে পাঠালেন। আমি সম্মুখে গেলেম। গম্ভীরবদনে তিনি বোল্লেন, "আজ তোমার কোন কাজ নাই। লেখাপড়া কিছুই কোত্তে হবে না, আমাকেও কোথাও নিয়ে যেতে হবে না;—তোমার যদি অন্য কাজ থাকে, সেই কাজেই যেতে পার।"

তাঁর মনের ভাব আমি বুঝ্তে পাল্লেম। আমি মকদ্দমা দেখ্তে যাই, বোধ হলো সেইটীই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তা আমি গেলেম না। উত্তরও কোল্লেম না। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে, আপ্নার ঘরেই বোসে থাক্লেম। একটার সময় যখন নেমে আসি, রন্ধনশালায় প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছি, জান্তে পেরে সার্ মাথু পুস্তকালয়ের ভিতর থেকেই চীৎকার কোরে আমারে ডাক্লেন। তৎক্ষণাৎ আমি আজ্ঞা পালন কোল্লেম। ভয়ানক কোপদৃষ্টে আমার মুখপানে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় গিয়েছিলি? এত বেলা পর্য্যন্ত কোথায় ছিলি?"

"নিজের ঘরেই ছিলেম। একখানি পুস্তক পাঠ কোচ্ছিলেম।"

"ডাকাতের ইতিহাস বুঝি? কোথায় কত ডাকাত থাকে, তাই বুঝি?—জেলখানায় কত কয়েদী থাকে, তাদেরই সব নাম ঠিকানা বুঝি?"

নতবদনে আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয়! সে সকল পুস্তকে এখন আমার দরকার নাই!"

কর্ত্তা আবার গর্জ্জন কোরে বোল্লেন, "সত্য কথা বল্! সেই যে কি একটা মকদ্দমা, সে মকদ্দমাতে তুই—"

প্রশ্ন সমাপ্ত হোতে না হোতে তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কোল্লেম, "না না,—সেখানে আমি যেতে পার্বো না। যে লোকটীকে আমি ইতিপূর্ব্বে ভাললোক বোলে জান্তেম, আদালতের চপ্রাসীরা তারে বেঁধে টানাটানি কোরে নিয়ে যাবে, তা আমি দেখ্তে পার্বো না। বিশেষতঃ তাঁর স্ত্রীও হয় ত সেইখানে উপস্থিত থাক্বেন। তিনি আমারে চেনেন, আমিও তাঁরে চিনি। সেই বিপদক্ষেত্রে আমারে দেখে, অবশ্যই তাঁর লজ্জা হবে। তিনি আমার দিকে চাইতে পার্বেন না। আমিও সেখানে থাক্তে পারবো না। সেখানে যাওয়া আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর!"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বোল্তে লাগ্লেন, "ওঃ! এ সব কথা ত বেশ শুন্লেম!—কথাগুলি ত বেশ পাকা পাকা!—কিন্তু তুই যে সত্যকথা বোল্ছিস, তা আমি কেমন কোরে জান্বো?"

"কিসে আপ্নি বিশ্বাস কোর্বেন, তাই বা আমি কেমন কোরে জান্বো? আপ্নি আমারে মকদ্দমা দেখ্তে যেতে বলেন?"

"আমি তোরে মকদ্দমা দেখ্তে যেতে বলি? পাজী রাস্কেল!"—জলদগর্জ্জনে এই প্রকারে ক্রোধ প্রকাশ কোরে, তিনি আবার বোল্লেন, "যা যা! এখান থেকে চোলে যা! যেখানে যাচ্ছিলি যা! চক্ষের কাছ থেকে সোরে যা!"

আমি তাঁর চক্ষের কাছ থেকে সোরে এলেম। ভোজনান্তে লাইব্রেরীঘরে প্রবেশ কোরে কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তিনি বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করেন কি না? একটী হাই তুলে তিনি উত্তর কোল্লেন, "বেড়াতে?—না। আমার দরকার নাই। তুই যা! তোর মতন বয়সে সারাদিন ঘরের কোণে বোসে থাকা বড় দোষ। মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। কুড়ে হয়ে যাবি! আপ্‌নি যা! একলাই বেড়িয়ে আয়!"

আমি উত্তর কোল্লেম না। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। কিন্তু আজ্ঞাপালন কোল্লেম না। বাড়ী ছেড়ে কোথাও গেলেম না। আপ্‌নার শয়নঘরে প্রবেশ কোরে, পুস্তক নিয়ে বোস্‌লেম। কেন গেলেম না, তার বিশেষ কারণ আছে। পাছে তিনি মনে করেন, মকদ্দমা দেখ্‌বার সাধ আছে, আমি বুঝি মকদ্দমা দেখ্‌তেই বেরিয়েছি। সেটা আমার ইচ্ছাই হলো না। তাঁর সাক্ষাতে যে কথা বোলে এসেছি, সেইটী আমার মনের কথা। যদিও বিচারের ফলাফল জান্‌বার জন্যে বড়ই উৎসুক হয়েছিলেম, কি রকম দণ্ডাজ্ঞা হয়, কি রকম ফলাফল দাঁড়ায়, জান্‌বার ইচ্ছা নিতান্ত বলবতী হয়েছিল, কিন্তু আদালতে যাবার ইচ্ছা হলো না। সমস্ত দিন বাড়ীতেই বোসে থাক্‌লেম। বেলা যখন পাঁচটা, তখন আমি উপর থেকে নেমে এলেম। সেই দাসীটী—প্রথম দিন যে আমারে দরজা খুলে দিয়েছিল, প্রাতঃকালে যার মুখে আমি আদালতের ভিড়ের কথা শুনেছিলেম, সেই দাসীটী সেই সময় বাড়ীতে ফিরে এলো। পূর্ব্বে আমি বলি নাই, কথার প্রসঙ্গে এখন বোল্‌তে হলো, সর্ব্বদাই সে ঢুক ঢুক কোরে মদ খায়। সর্ব্বদাই তার মুখে জিনসরাপের গন্ধ পাওয়া যায়। সেদিনও তার মুখে সেই রকম গন্ধ। প্রধানা কিঙ্করীর সঙ্গে চুপি চুপি সে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "মকদ্দমাটা চুকে গেছে। আমি শুনে এসেছি। তোমরা তাদের কি বল?—হাঁ হাঁ, জুরী।—সেই জুরীরা—যে বাড়ীতে আমার বাসা, সেই বাড়ীর যিনি কর্ত্তা, তিনি একজন জুরী ছিলেন। তাঁর মুখে আমি শুনে এলেম, সব গোলমাল চুকে গেছে।

আমার আগ্রহ বেড়ে উঠ্‌লো। ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি রকম তুমি শুনে এলে? মকদ্দমাটা কি রকমে চুকে গেছে?"

অনেকরকম বাজে কথার ভূমিকা কোরে, দাসী আমারে মকদ্দমার কথা বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লো। ফরিয়াদী পক্ষের বারিষ্টার কি একটা ভুল কোরেছিলেন, তাতেই মকদ্দমাটা উড়ে গেছে। আসামী খালাস পেয়েছে।

আহ্লাদে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো! বেশী কথা শোন্‌বার জন্য সেখানে আর দাঁড়াতে পাল্লেম না। কর্ত্তার কাছে ছুটে গেলেম। তিনি তখন লাইব্রেরীঘরে ছিলেন। দরজায় আঘাত না কোরে, জোরে দরজা ঠেলে, যেন পাগলের মত ঘরের ভিতর আমি প্রবেশ কোল্লেম। রকম দেখে কর্ত্তা বোলে উঠ্‌লেন, "কি হয়েছে তোর? এমন কোরে এলি কেন? মকদ্দমা দেখে এলি বুঝি?—সেই ডাকাতটার বুঝি ফাঁসীর হুকুম হয়েছে?"

আনন্দের স্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয় ! তা নয় !—মকদ্দমা চুকে গেছে। আসামী খালাস পেয়েছে !"

সার্ মাথু উত্তর কোল্লেন না। অচঞ্চলনয়নে আমার পানে কেবল চেয়েই থাক্‌লেন। ভ্রূ উল্‌টে কপালের দিকে উঠ্‌লো। ঠোঁটদুখানি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "হাঁ মহাশয় ! অভাগা ফলী খালাস পেয়েছে! নালিসের এজেহারে দোষ পোড়েছিল। মকদ্দমা খারিজ হয়ে গেছে !"

"কে তোরে এ খবর দিলে ?"—ত্বরিতস্বরে সার্ মাথু সচঞ্চলে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তোরে এ খবর দিলে ?"

আমি সেই দাসীর নাম কোল্লেম। কর্ত্তা গর্জ্জন কোরে উঠ্‌লেন। "গাধা তুই ! পাগল তুই ! আস্ত পাগল ! দাসীর কথায় বিশ্বাস ? দাসী তোকে বোল্লে, মকদ্দমা খারিজ ! একটা মূর্খ,—মাতাল,—সামান্য চাক্‌রাণী, তার কথায় বিশ্বাস ?—তাই তুই শুনে এলি ?—তাই তুই বুঝলি ?—তাই তুই আমার কাছে খবর দিতে এসেছিস্ ? যা ! চোলে যা ! এখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা ! মকদ্দমার খবর জান্‌তে তোর যদি কোন বিশেষ দরকার থাকে—আমার ত কিছুই দরকার নাই,—মকদ্দমার জন্যে তুই সর্ব্বক্ষণ টানাছেঁড়া কোচ্চিস্, তুই যা ! আপ্‌নি গিয়ে জেনে আয় !"

তখন আর আমি মনিবের হুকুমে অবহেলা কোল্লেম না। যে হোটেলে হেন্‌লী সাহেব থাকেন, সেই হোটেলে আমি ছুটে গেলেম। হোটেলের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে, হেন্‌লী তখন চুরোট খাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি সম্মুখে গিয়ে মকদ্দমার কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। আগাগোড়া বৃত্তান্ত তিনি আমার কাছে প্রকাশ কোল্লেন। দাসীর মুখে যা যা শুনেছিলেম, সমস্তই ঠিক মিল্‌লো। "এজেহারে ঘটনার তারিখ ভুল হয়েছিল। আরও একটা মারাত্মক দোষ দাঁড়িয়েছিল। আসামীর বারিষ্টার সেই কথার উপর জোর দিয়ে, সুদীর্ঘ বক্তৃতা জুড়ে দিলেন। কি তাঁর বিশেষ আপত্তি, তা আমার স্মরণ নাই। বাস্তবিক মকদ্দমাটা খারিজ হয়ে গেছে। জজসাহেব হুকুম দিয়েছেন, ফলীর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আর যদি কোন নূতন নালিস উপস্থিত না হয়, আর যদি কোন নূতন ফরিয়াদী এসে না দাঁড়ায়, আসামী বেকসুর খালাস পাবে। সে রকম ফরিয়াদী কেহই উপস্থিত হয় নাই। ঐই পর্য্যন্তই আমি জানি।"

হেন্‌লী সাহেবকে আমি শতশত সাধুবাদ অর্পণ কোল্লেম। তিনি আমারে একসঙ্গে আমোদ কর্‌বার নিমন্ত্রণ কোল্লেন। অস্বীকার কোরে আমি ফিরে এলেম। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন্ প্রকারান্তরে ঐ মকদ্দমায় ফলীর প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছেন, সেটী আমি বুঝেছিলেম। বুঝেও কিন্তু সংশয়দোলায় দুল্‌তেছিলেম। মহাবিস্ময় জ্ঞান হয়েছিল। নিশ্চিত সংবাদটী তাঁরে প্রদান কর্‌বার জন্য তাঁর কাছেই আমি আগে গেলেম। আমারে দেখেই তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "আবার বুঝি সেই সব কথা ? তাই বুঝি বোল্‌তে এসেছিস্ ? যে সব লোকের কথা আমি তৃণজ্ঞানও করি না, সেই

সব লোকের মুখে তত বড় মকদ্দমার কথা?—তাই শুনে আবার বুঝি আমাকে জ্বালাতন কোত্তে এসেছিস্? দাসীর কথাগুলো সমস্তই ত মিথ্যা হয়ে গেছে? এবার বুঝি—”

সানন্দে বাধা দিয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, “না মহাশয়! সে সব লোকের কথা নয়! দাসীর মুখে যা শুনেছি, সব সত্য। ফরিয়াদীর মুখেই আমি শুনে এলেম।”—এই পর্য্যন্ত বোলে হেন্‌রীর মুখে যা যা শুনেছিলেম, বর্ণে বর্ণে সমস্ত কথাই কর্ত্তার কাছে আমি বর্ণন কোল্লেম।

“তুই তবে ভারী খুসী হয়েছিস্?”—অভ্যাসমত গর্জ্জন কোরে কর্ত্তা অকস্মাৎ বোলে উঠ্‌লেন, “ডাকাতটা খালাস পেয়েছে, তুই ভারী খুসী হয়েছিস্?”

নম্রস্বরে আমি বোল্লেম,—“যদি বলি, আমি খুসী হই নাই, তা হোলে ইচ্ছা কোরেই সম্পূর্ণ মিথ্যাকথা বলা হয়!”

“বোসো জোসেফ! না—ওখানে না—অতদূরে না—আমার কাছে এসে বোসো! এইখানে!”—এ মানুষ যেন সে মানুষ নয়!—আদরে সম্ভাষণ কোরে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন হস্তসঙ্কেতে আমারে একখানি আসন দেখিয়ে দিলেন। বিস্মিতহৃদয়ে সেই আসনে আমি উপবেশন কোল্লেম। অনেকক্ষণ আমার পানে চেয়ে চেয়ে, হঠাৎ আদরের স্বরে তিনি আমারে বোল্লেন, “এক গেলাস সরাপ খাও!”

আমি আজ্ঞাপালন কোল্লেম। যতক্ষণ খেলেম, ততক্ষণ তিনি আমার দিকে সমভাবেই চেয়ে রইলেন। কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। ভাব দেখে আমি অনুমান কোল্লেম, তিনি হয় ত ভাব্‌ছেন, এতদিন যে রকমে আমার সঙ্গে ব্যবহার কোরে এলেন, সেই রকমই থাক্‌বে কিম্বা আজ সদয়ভাবেই কথাবার্ত্তা কবেন। ফলেও দেখ্‌লেম তাই। যে ভাবে কখনও আমার সঙ্গে কথা কন নাই, সেই ভাবে প্রিয়সম্ভাষণে তিনি আবার বোল্লেন, “তবে তুমি খুসী হয়েছ? বেশ! তোমাকে তিরস্কার কোত্তে আর আমার ইচ্ছা হোচ্চে না। মন আমার সে দিকে আর যেতেই চাচ্চে না। তুমি বেশ কাজ কোরেছ! এতদিন তোমাকে যে রকম দুষ্টছেলে ভেবেছিলেম, এখন দেখ্‌ছি, তা তুমি নও! তুমি বেশ ছেলে!” আর এক গেলাস সরাপ খাও!”

“না মহাশয়! আর আমি খাব না। আপনাকে ধন্যবাদ!”

“আমি বোল্‌ছি, খাও আর এক গেলাস! আমার জন্যও এক গেলাস ঢাল!” এইটুকু বোলে বেশ বিনম্র-মৃদুস্বরে তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, “দেখ জোসেফ! লোকে দুরবস্থায় পোড়্‌লে—লোকে বিপদে পোড়্‌লে, তুমি যেমন সহানুভূতি দেখাতে জান, একসময়ে আমার অন্তরেও ঐ রকম সহানুভূতি ছিল। কিন্তু—আঃ!—সে সব এখন হৃদয় থেকে মুছে গেছে! ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে! বুকের দয়া, বুকের ভিতরেই যেন মিলিয়ে গেছে!”

বৃদ্ধের সেই রকম কাতরোক্তি শুনে, আনন্দে আমি বিহ্বল হয়ে উঠ্‌লেম। ভাব তখন আমি বুঝ্‌লেম। তাঁর প্রকৃতির প্রতি যে আমার একটু একটু সংশয় ছিল

ধোঁয়ার মত সেটুকু তখন উড়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তেই আমি যেন তাঁকে ভক্তি কোত্তে শিখ্লেম। গদ্গদস্বরে বোল্লেম, "না মহাশয়! আপনি অমন কথা বোল্বেন না। আপ্নি দাতা,—আপনি দয়ালু, আপ্নার যে রকম প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির বশে আপ্নি গরিবলোকের উপকারী বন্ধু। তা যদি আপ্নি না হবেন, আপনার হৃদয়ে যদি সুবিমল দয়ার স্রোত প্রবাহিত না হবে, তবে আপ্নি সেই দুঃখিনীর উপকারের জন্য মোহর পাঠাবেন কেন? আপনি মহৎলোক!"

"কি বোল্লে? কি বোল্লে? আমার প্রকৃতির বশে? ভাল ভাল! ওঃ! জোসেফ! তুমি জান না, এ জীবনে আমি কত যন্ত্রণাই ভোগ কোরেছি! কৃতঘ্নের জ্বালায় আমার শরীর জর্জ্জরিত হয়ে আছে! নিজের প্রাণ অপেক্ষাও যাদের আমি ভালবাস্তেম, ওঃ! তারা আমার জীবনবৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছে! অবাধ্যতা!—অকৃতজ্ঞতা!—আঃ! কেবল ঐ—কেবল ঐ দুই বিষে দেবতুল্য লোকেরও মেজাজ পুড়ে যায়!"

তিনি থাম্লেন। আমিও চুপ্ কোরে রইলেম। মনে সম্পূর্ণ বিস্ময়রসের আবির্ভাব। বেশ বুঝ্তে পাল্লেম, তিনি আমারে প্রাণের কথা বোল্ছেন। এতদিন দেখে আস্ছিলেম, কথায় কথায় যেন খেঁকী কুকুর! বৃদ্ধ হোলেই খিট্খিটে হয়, তাই ভাব্তেম, এখন দেখি, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! তিনি আজ আমারে প্রাণের কথা বোল্ছেন। আমি চুপ্ কোরে থাক্লেম।

মৌনভঙ্গ কোরে সাব্ মাথু প্রথমেই বোল্তে লাগ্লেন, "হাঁ, তাই ঠিক! শোন জোসেফ উইলমট! আমার দুঃখের কথা যদি তুমি জান্তে, তা হোলে আমার উপর তুমি কখনই বেজার হোতে না। বেজার হয়েছিলে কি না,—আমার স্বভাব দেখে মনে মনে তোমার রাগ হতো কি না, তা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু হওয়াই খুব সম্ভব। তা আমি বেশ বুঝি। যে সকল ঘটনায় মানুষ পাগল হয়,—প্রকৃতিসিদ্ধ দয়ামমতা হারায়, সেই সকল ঘটনা আমার মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে! হয় ত তুমি মনে মনে ভেবেছিলে, আমার দয়া নাই;—ধর্ম্ম নাই,—হৃদয় নাই, কিছুই নাই।—ঠিক!—হয়েছিও আমি তাই!—তাই-ই আমি! যারা আমার কাছে অপরাধী হয়েছে, যারা আমার প্রাণে ব্যথা দিয়েছে, তাদের উপর আমার দয়া নাই,—স্নেহ নাই,—বিশ্বাস নাই,—কিছুই নাই। তাদের প্রতি আমি দয়ামমতাবিহীন, নৃশংস, পাষণ্ড! জোসেফ! কেন আমি আজ তোমার কাছে এসব কথা বোল্ছি? তুমি বিদেশী। আজ পর্য্যন্ত তুমি আমার কাছে অপরিচিত। তথাপি তোমার প্রতি আমার দয়া হোচ্চে। আমার প্রাণ তোমাকে বিশ্বাস কোত্তে চাচ্চে;—কোরেছে। অহো!—এ কি? আমি যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু হোলেম!—আমার যেন জ্ঞানবুদ্ধি হোরে গেল!—চোলে যাও! চোলে যাও! শীঘ্র আমার সম্মুখ থেকে সোরে যাও!"

ধীরে ধীরে আমি আসন থেকে উঠ্লেম। ধীরে ধীরে দরজার কাছে অগ্রসর হোতে লাগ্লেম। নিশ্চয় বোধ হোতে লাগ্লো, তিনি আমারে আবার ডাক্বেন।

দরজার কাছ পর্য্যন্ত গেলেম। একটী কথাও বোল্লেম না; তিনিও কিছু বোল্লেন না। হঠাৎ আমি তাঁর দিকে একবার ফিরে চাইলেম।—দেখ্‌লেম, বিষণ্ণবদনেই তিনি বোসে আছেন। সে মুখে সে রাগের লক্ষণ কিছুই নাই। যে আসনে আমি বোসেছিলেম, হাত বাড়িয়ে সেই আসনের দিকে, তিনি আমারে ইঙ্গিত কোল্লেন। তখনই আবার সেই আসনে গিয়ে আমি বোস্‌লেম। মুহূর্ত্তমাত্র কি চিন্তা কোরে, তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "উঃ! কত যন্ত্রণাই আমি সহ্য কোরেছি! সে যন্ত্রণার কথা তোমার কাছে যদি আমি বোল্‌তে চাই, আগাগোড়া সব বোল্‌তে পার্‌বো না। সব আমার মনে আছে, কিন্তু সব কথার আলোচনা আমার প্রাণে অসহ্য হয়ে উঠ্‌বে! সংক্ষেপেই তোমাকে আমি বলি। আমি ধনবান্ লোক ছিলেম। আজিও ধনবান্ আছি। হাঁ হাঁ, তোমাকে আমি বিশ্বাস কোত্তে পারি। বিশ্বাসের প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমি তোমাকে ভাল কোরে পরীক্ষা কোরেছি। অনেক বিষয়ে অনেকপ্রকারে পরীক্ষা কোরে দেখেছি। নিষ্কলঙ্কে সে সকল পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। শোন আমার দুঃখের কথা! চল্লিশ বৎসর গত হলো, আমার পরম রূপবতী যুবতী স্ত্রী একটী কন্যাসন্তান প্রসব করেন। বিবাহের দেড় বৎসর পরে সেই কন্যা হয়। উঃ! আমরা তখন কি সুখীই ছিলেম! সে সুখ দেখ্‌লে দেবতাদেরও ঈর্ষ্যা হতো। তিনবৎসর পরে, আমার সুখনিকেতনে মর্ম্মভেদী রোদনধ্বনি উঠ্‌লো! আমার পরমপ্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী ইহসংসার পরিত্যাগ কোরে গেলেন! হেসেল্‌টাইনবংশের সুখময়ী পদ্মিনী জন্মের মত ডুবে গেলেন! আমার প্রাণে বজ্রসম সেই প্রথম আঘাত! মাতাপিতার মৃত্যুর পর তেমন শোক আমি আর কখনই পাই নাই। আমার একটী ছোট ভগ্নী ছিল। সেটীও পরম রূপবতী। আমার স্ত্রীর যখন মৃত্যু হয়, সেই ভগ্নীটীর বয়স তখন ষোড়শবর্ষ। আমাকে শান্ত করার ইচ্ছায় সেই ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা আমার তৃতীয়বর্ষীয়া দুহিতার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ কোল্লে। অকপট স্নেহযত্নে প্রতিপালন কোত্তে লাগ্‌লো। ক্রমেই দিন যায়, দিনে দিনে শোক কমে। কন্যাটীকে লালনপালন কোরে আমার শোকভার একটু লঘু হয়ে এলো। কন্যাই তখন আমার সংসারসর্ব্বস্ব!—জীবনসর্ব্বস্ব!—না না,—সর্ব্বস্ব না,—আমার সেই ভগ্নীটী, যথার্থ জননীস্নেহে যে ভগ্নীটী আমার শিশু সন্তানটীর লালনপালন কোল্লে, সেই ভগ্নীটী আমার সাংসারিক স্নেহের পূর্ণ অংশী থাক্‌লো। পূর্ব্বেই বোলেছি, ভগ্নীটী আমার পরম রূপবতী। আমি ধনবান্। মানমর্য্যাদাতেও সমাজমধ্যে আমি বড়। বহুকালের প্রাচীন বনিয়াদিবংশে আমার জন্ম। আমার একান্ত ইচ্ছা, কোন সম্ভ্রান্ত বড়ঘরেই ভগ্নীটীর বিবাহ দেওয়া।—যেখানে আমার নিবাস, সেখানে অনেক বড় বড় লোক বাস করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরে ইচ্ছা, তাঁরেই আমার ভগ্নী স্বচ্ছন্দে পতিত্বে বরণ কোত্তে পাত্তো। তুমি জান, জোসেফ! কোথায় আমার নিবাস? যেখানে আমি সদাসর্ব্বদা চিঠীপত্র লিখি, তুমিই লেখ, যে ঠিকানায় লেখা হয়, মনে আছে তোমার?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বেশ মনে আছে। ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড।"

"আচ্ছা, ঐ বটে। তার পর কি বোল্‌ছিলেম? হাঁ, আমার ভগ্নী। ইচ্ছানুসারে আমার ভগ্নী যে কোন সম্ভ্রান্ত বড়লোককেই বিবাহ কোত্তে পাত্তো। কিন্তু হায়! আমার সে আশালতা সমূলে নির্ম্মূল হয়ে গেল! তেইশ বৎসর বয়সে—আঃ! সেটা আজ প্রায় ত্রিশবৎসরের কথা।—তেইশবৎসর বয়সে আমার ভগ্নী একজন সৈনিকের সঙ্গে পলায়ন কোল্লে! বেতনছাড়া সে লোকটার খাবার সংস্থান ছিল না!"

অকস্মাৎ আমি শিউরে উঠ্‌লেম। কথাটা শুনেই মনটা আমার ঝাঁৎ কোরে চোম্‌কে উঠ্‌লো। একটা পূর্ব্বকথা মনে কোরেই আসন থেকে উঁচু হয়ে উঠ্‌লেম। সন্দেহে সন্দেহে মনের ভিতর যেটা ধারণা কোরে রেখেছিলেম, মনে কোল্লেম, সত্যই বুঝি সেইটীই ঘোটে দাঁড়ালো। কথা কইতে পাল্লেম না। অবশেষে অস্ফুটস্বরে চীৎকার কোরে বোল্লেম, "হা পরমেশ্বর!"

প্রভু আবার পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন। সেই রকমে কট্‌মট্‌ কোরে চেয়ে, ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে বোলে উঠ্‌লেন, "অমন কোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লি যে? বল্‌! কি শুনে চেঁচিয়ে উঠ্‌লি বল্‌! আমার পানে অমন কোরে চেয়ে থাক্‌লে হবে না। তুই পাগল! আমি গাধা! না না, গাধার চেয়েও অপকৃষ্ট! তোর্ কাছে আমি এই সব কথা গল্প কোচ্চি! দূর হ! পাজি! দূর হ! এখনই এখান থেকে চোলে যা!"

"না মহাশয়! আপ্‌নি জান্‌তে পাচ্চেন না, কেন আমি হতজ্ঞান হয়ে গেছি। দোহাই আপ্‌নার! একটী কথা আমি আপ্‌নারে জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই। সেনাদলের যে লোকটীকে আপ্‌নার ভগ্নী বিবাহ কোরেছেন, সে লোকটীর নাম———"

"নাম?"—সার্ মাথু চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেন, "নাম? তার নামে তোর কি দরকার? তুই তাকে জানিস্ না, চিনিস্ না, তার নামে তোর কি?"

পুনঃপুন মিনতি কোরে আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেম, "তাঁর নামটী কি? তাঁর নামটী কি?—বলুন্ মহাশয়! তাঁর নামটী কি? নাম শুন্‌লে বোধ করি আমি কিছু কিছু বোল্‌তে———"

"আঃ!—ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে!"—আমার ঐ রকম আগ্রহ দেখে সার্ মাথু যেন অন্যমনস্ক ভাবেই বোলে উঠ্‌লেন, "ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে!"

সমান আগ্রহে আমিও উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয়! আমি পাগল নই! বলুন আপনার ভগ্নীপতির নামটী কি? বারবার মিনতি কোরে বোল্‌ছি, তাঁর নামটী অনুগ্রহ কোরে বলুন!—বলুন তাঁর নামটী কি?"

সার্ মাথু কি যেন ভাব্‌লেন। সংশয়াকুললোচনে ক্ষণকাল আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কোল্লে, ধীরে ধীরে বোল্লেন, "তার নাম ছিল গ্রান্‌বি।"

আকস্মিক বিস্ময়ে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লেম। কি আশ্চর্য্য সংঘটন! হঠাৎ কি যেন আমার মনে পোড়্‌লো। হৃদয়ে আনন্দলহরী খেলা কোত্তে লাগ্‌লো। সে সময়ের আনন্দভার আমি যেন বহন কোত্তে অসমর্থ হোলেম। আনন্দবিস্ময়ে তাঁর মুখপানে

চেয়ে, চেয়ে চেয়ারের উপর আমি হেলে পোড়্লেম। চক্ষে তখন পলক পোড়্লো না। মুখে একটী অস্ফুটবাক্য বিনির্গত হলো।

সার্ মাথু আমার সেই ভাব দেখে সবিস্ময়েই বোলে উঠ্লেন, "এ বালক কেন এমন করে? জোসেফ! তুমি অমন শিউরে উঠ্লে কেন? আমি তোমাকে কি কোন রূঢ় কথা বোল্লেম? না না, আমি তোমার উপর রাগ কোর্বো না। আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার কথাবার্ত্তার ধরণই ঐ রকম।"

একটু সাহস পেয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "কতক কতক আমি বুঝ্তে পাচ্চি। একটু স্থির হয়ে আমার কথাগুলি শুনুন! আপনার ভগ্নী যাঁকে বিবাহ করেন, তাঁর নাম ছিল, গ্রান্‌বি।—কাপ্তেন গ্রান্‌বি। তার পর তিনি মেজর হন। সেই——"

সবিস্ময়ে সার্ মাথু গভীরগর্জ্জনে বোল্লেন, "তুমি কি কোরে জান্লে?"

সেদিকে আমি বড় একটা কাণ দিলেম না। আপ্‌নার ভাবেই আপ্‌নি মত্ত হয়ে; হঠাৎ বোলে উঠলেম, "তাঁদের একটী কন্যা আছে।—একটীমাত্র কন্যা। আপ্‌নি জানেন, আপ্‌নার সে ভগ্নীটী কি বেঁচে আছেন? সে কন্যাটীও কি বেঁচে আছেন?"

"কন্যা?"—উচ্চৈঃস্বরে সার্ মাথু প্রতিধ্বনি কোল্লেন, "কন্যা? ওঃ! আমার ভগ্নী যা কোরেছে, ভগ্নীর কন্যাও তাই কোরেছে!—হায় হায়! আমার নিজের কন্যাও তাই কোরেছে! ভগ্নীর কন্যা!—সে আমারে ছেড়ে পালিয়ে গেছে! আমার অবাধ্য হয়ে, আমার অমতেই বিবাহ কোরেছে! আজ পর্য্যন্ত বেঁচে আছে কি না, তা আমি জানি না।—আর—আর—আমি—আমি—সে কথা শুন্তেও চাই না!"

"হাঁ মহাশয়! আপ্‌নি শুন্তে চান!—আপ্‌নি শুন্‌বেন! আমার মুখে সে কথা আজ আপ্‌নাকে শুন্তেই হবে!"

"এত সাহস তোর? অত সাহসে আমার সহিত কথা কোচ্চিস?—আমার কথার উপর কথা ফেল্‌চিস?—আমি যাকে গ্রাহ্য করি না, আমি যার কথা শুন্‌তে চাই না, তুই বলিস্ কি না শুন্‌তেই হবে?—তার কথায় আমার দরকার কি? আছে কি মোরেছে, আমার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি? আমি তাকে প্রচুর ধনের ঈশ্বরী কোত্তে পাত্তেম। সে আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হতো। সে কি না পালিয়ে গেল! আমিও তারে চিরকালের মত পরিত্যাগ কোরেছি!"

কর্ত্তার এই শেষের কথাগুলি শুনে, সমান উৎসাহেই আমি বোল্লেম, "আপনার সেই ভাগ্‌নী এখনও বেঁচে আছেন। একথা যদি আপনি জান্‌তেন, তিনি এখন যে কষ্টে পোড়েছেন,—না না, আপ্‌নি শুনেছেন,—তাঁর দুঃখের কথা শুনে, আপ্‌নি তাঁরে মোহর পাঠিয়েছেন। আপনার ভাগ্‌নী এমিলিয়া লেস্‌লী বেঁচে আছেন। আমি তাঁরে জানি। আমি তাঁরে দেখেছি!—আপনিও তাঁরে জানেন!"

"আমি তারে জানি?—এমন কথা তুই বলিস্?"

"হাঁ মহাশয়! আমি মিথ্যাকথা জানি না। আপ্‌নার ভাগ্‌নী এমিলিয়া বেঁচে আছেন।

অতি নিকটেই আছেন। আপনি বলুন, আপ্নার মুখের অনুমতি পেলেই, এখনি তিনি আপ্নার পদতলে এসে উপস্থিত হবেন ! যে দুষ্কর্ম্ম কোরেছেন, তার জন্যে এখনি এসে তিনি আপ্নার পায়ে ধোরে ক্ষমা চাইবেন !”

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মুখে একটীও কথা বোল্লেন না। আমি আরও কাতরতা জানিয়ে, পুনঃপুন বোল্‌তে লাগ্‌লেম, “হাঁ মহাশয় ! তিনি বেঁচে আছেন। তিনি আস্‌বেন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত কোরেছেন। যথোচিত দণ্ডভোগ কোরেছেন। আব তাঁর প্রতি নির্দ্দয় হওয়া আপনার উচিত হয় না।”

“আচ্ছা আচ্ছা, আমি বিবচনা কোর্‌বো।”—গম্ভীরবদনে সার্‌ মাথু ধীরে ধীবে বোল্লেন, “অবশ্যই বিবেচনা করা যাবে। তোমার উপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু তা বোলে তুমি আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ো না। আমার কথাই ঐ রকম। কি বোল্লে তুমি ? আমার ভাগ্‌নী বেঁচে আছে ?—ভারী কষ্টে পোড়েছে ?”

“হাঁ মহাশয়। ভাবী কষ্ট !—ভাবী কষ্ট ! যাঁর নাম ফণী, তিনিই আপ্নার ভাগ্‌নী। তিনিই আপ্নার এমিলিয়া লেস্‌লী।—আহা ! বড়ই দুর্দ্দশা তাঁর ! আপনি অনুমতি করুন্, আমি যাই, তাঁরে আমি এনে দিই। এখনি ছুটে গিয়ে, তাঁরে আমি আনি। তাঁব মুখ দেখে অবশ্যই আপ্নার দয়া হবে !”

সার মাথু গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, “জোসেফ ! আমি তোমাকে নিষেধ কোচ্চি, অমন কর্ম্ম কোবো না ! খবরদার ! যদি তুমি যাও,—যদি তারে এখানে আন, কখনই আমি তোমাকে ক্ষমা কোর্‌বো না। তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি কোরে তুল্‌ছো !—আমি তোমাকে বারবার বোলেছি, তুমি যেন এ বাড়ীর কর্ত্তা হোতে চাও !—এমন বুদ্ধি কেন তোমার ? মাগাপাগ্‌লা কুকুব !—আমাব হুকুম মান্য কোত্তে চায় না। যাও ! —আপ্নার ঘরে চোলে যাও ! ওসব কথা আর মনেও রেখো না ! যদি আমার ভাগ্‌নীর কাছে যাও, বারবার নিবারণ কোচ্চি, তা যদি তুমি না শোন, তোমার নিজেরি মন্দ হবে। তারেও আমি ক্ষমা কোব্‌বো না,—তোমারেও না ! খবরদার ! খবরদার ! তারে এখানে এনো না। সে যদি এ বাড়ীতে প্রবেশ করে,—জোর কোরে যদি আমার সম্মুখে আস্‌তে চায়, আঃ ! দরজায় আমি চাবী দিয়ে রাখ্‌বো !—আঃ ! কি ভাব্‌ছো তুমি ? যা তুমি ভাব্‌ছো, তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। দরজাটা বুঝি তুমি ভেঙে ফেল্‌বে ? বাঃ ! ভাল লোককে আমি চাক্‌রী দিয়েছি বটে ! রোলাণ্ডকে পত্র লেখা অবশ্যই আমার উচিত ছিল। রোলাণ্ডের কাছে নিশ্চয়ই আমি নূতন নূতন মজার কথা শুন্‌তে পেতেম ! তা হোলে কখনই আমি তোমাকে এ বাড়ীতে জায়গা দিতেম না ! কি ?—জেদ্ কোরেই যেতে চাও না কি ? কি আশ্চর্য্য ! খবরদার ! কেহ যেন এসব কথা জানে না ! কেহই যেন কিছু শুন্‌তে পায় না ! সহরময় গোল কোরো না ! একটা তুচ্ছকথা নিয়ে, বাড়ির চারিদিকে লোক জড়ো কোরো না ! পাগলের মত মেতে উঠো না ! এমিলিয়াকে এখানে আন্‌তে যদি তুমি একান্তই জেদ কর, তোমার যদি বিবেচনা থাকে, সেই—”

বাধা দিয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম—"সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। যে কাজ যে রকমে নির্ব্বাহ কোত্তে হয়, তা আমি ভাল বুঝি।"

গর্জ্জনস্বরে সার্ মাথু বোলে উঠ্‌লেন, "কিন্তু ঠিক মনে রেখো, আজ রাত্রেই যদি এমিলিয়াকে তুমি এখানে আন, কল্য প্রাতঃকালেই তোমার জবাব হবে!"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বেশ কথা! আপনার ভাগ্নীকে যদি আপনি গ্রহণ করেন, সেই অভাগিনীর প্রতি যদি আপনার দয়া হয়, দুঃখিনীকে যদি আপনি আশ্রয় দেন, স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে চাক্‌রী ছেড়ে আমি চোলে যাব।"

এই রকম উত্তর দিয়েই আসন থেকে আমি উঠে দাঁড়ালেম। ভোঁ কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেম। ভোঁ কোরেই ছুট দিলেম। কেবল ছুটে যাওয়া নয়, পাখীর মত উড়ে গিয়েই বিবি ফলীর বাসস্থানে আমি উপস্থিত হোলেম। মনে তখন আমার যতখানি আনন্দ, সে আনন্দ মুখে প্রকাশ করা অসাধ্য। অসীম আনন্দে বিবি ফলীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম। মকদ্দমার বিচারের কথা তুলে, তাঁরে আমি মনের সঙ্গে অভিনন্দন কোল্লেম। আগামী কল্য সূর্য্য অস্তের পরেই তাঁর স্বামী খালাস পাবেন, প্রফুল্লবদনে সে কথাও বোল্লেম। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিবি ফলী আমারে শত শত সাধুবাদ দিলেন। অবশেষে আমি বোল্লেম, "আপনারে আজ আমি আর একটী শুভসংবাদ দিতে এসেছি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন! এক জায়গায় আমি আপনারে নিয়ে যাব। সেখানে আপনি এক জনকে দেখ্‌তে পাবেন। একমাস পূর্ব্বে আমারি হাতে যিনি আপনারে মোহর প্রেরণ কোরেছিলেন, তাঁরি কাছে নিয়ে যাব। আপনাদের কুগ্রহ কেটে গেছে। শুভদিন ফিরে আসছে,—সৌভাগ্য ফিরে আস্‌ছে। আসুন আপনি!"

ব্যগ্রভাবে বিবি ফলী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তিনি?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "তাঁর কাছে আমি চাক্‌রী করি। তিনি একজন বৃদ্ধলোক। আসুন আপনি। সাক্ষাতেই সব জান্‌তে পারবেন।"

বিবি ফলী কম্পিতগাত্রে সন্দিগ্ধচিত্তে, তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গিনী হোলেন। পথ দেখিয়ে দেখিয়ে আমি তাঁরে সঙ্গে কোরে নিয়ে এলেম। বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম। গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো;—পা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।—যে ঘরে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন উপবিষ্ট, দরজা ঠেলে এককালে সেই ঘরেই উভয়ে আমরা উপস্থিত।

আমাদের দেখেই চমকিতভাবে আসন থেকে গাত্রোত্থান কোরে, সার মাথু চীৎকার স্বরে বোলে উঠ্‌লেন, এ কি! "একি! এ কি জোসেফ? কাণ্ডখানা কি?"

বিবি ফলী সাশ্রুনয়নে বৃদ্ধের দুটী চরণ ধারণ কোল্লেন। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে অস্ফুটস্বরে বোল্‌তে লাগলেন, "মামা! বড়ই অপরাধিনী আমি! ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন!"

উগ্রস্বরে গালাগালি দিয়ে সার্ মাথু বোলে উঠ্‌লেন, "জোসেফ! রাস্‌কেল্! এই বুঝি তোর্—আমি—আমি—"

তাঁরে গালাগালি সায় কোত্তে দিলেম না!—"আপনার ভাগ্নী আপনার পদতলে!"

এই কথা বোলেই আমি ছুটে পালালেম !—হাসি পেতে লাগ্‌লো ! এক মুহূর্ত্তও আর সেখানে দাঁড়ালেম না। বেরিয়ে এসেই ঝনাৎ কোরে ঘরের দরজা বন্ধ কোরে দিলেম। একটী বাতী হাতে কোরে, তৎক্ষণাৎ আমি নিজের শয়নঘরে চোলে গেলেম। দরদর ধারে আমার চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো। সৎকার্য্য সাধনে হৃদয়ে যেপ্রকার অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, সেই বিমল আনন্দেই তখন আমি বিহ্বল !

একঘণ্টা অতীত। ধীরে ধীরে সদর দরজা খোলা হলো। আবার তখনি বন্ধ হলো। ঘরে বোসে বোসে সে শব্দ আমি শুন্‌তে পেলেম্। মনে কোল্লেম, এতক্ষণের পর কিবি ফলী চোলে গেলেন। মামার কাছে একঘণ্টা ছিলেন, অবশ্যই রাগ পোড়ে গেছে, অভাগিনীর কপাল ফিরেছে। আমি নেমে এলেম। রন্ধনশালার দিকে যাচ্ছি, প্রভু আমারে ডাক্‌লেন। তৎক্ষণাৎ আমি তাঁর সম্মুখেই হাজির। মুখচক্ষু দেখেই বুঝ্‌লেম, করুণরসে তাঁর কঠিন হৃদয় দ্রব হয়ে গেছে। অভ্যাসবশে সে ভাবটী তিনি আমার কাছে গোপন কর্‌বার চেষ্টা কোল্লেন। আমার চক্ষের কাছে লুকাতে পাল্লেন না। আমারে দেখেই তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কথা শোন না তুমি ! যা বারণ কোল্লেম, তাই কোল্লে ! আচ্ছা, আচ্ছা ! এর ফল তুমি পাবে ! আমি তোমাকে ভাল রকমেই শিক্ষা দিব !—কিন্তু এখানে নয়,—এবাড়ীতে নয়,—অবশ্যই আমি তোমাকে জবাব দিব ! কিন্তু আজি নয়। এমাসটা যতদিনে পূর্ণ না হয়, ততদিন থাক্‌তে পাবে ! আর আমাকে রাগিও না ! যা কোরেছ, সেই ভাল ! দাসী-চাকরদের কাছে এই সকল কথা গল্প কোরে, আমার উপর আর আমার জ্বালা বাড়িও না ! দেখ, এখন এক কাজ কর ! তোমার সব জিনিসপত্র এক সঙ্গে গুছিয়ে রাখ ! আমার নিজের জিনিসপত্রগুলিও প্রস্তুত কোরে রাখ ! আমি দেশভ্রমণে যাব ! তোমাকেও যেতে হবে ! কল্য প্রত্যূষেই যাত্রা করা স্থির। এখন যাও,—আপনার কাজ করো গে !"

এই সব কথা বোলেই তিনি সস্নেহে আমার হস্ত পেষণ কোল্লেন। আপ্‌না আপ্‌নি বোল্লেন, "আমি এ সব কোচ্চি কি ? আমি যেন পাগল হয়ে গেছি ! তুমি—তুমি স্বেচ্ছাচার—ভারী একগুঁয়ে—রাস্‌কেল ! আচ্ছা, আচ্ছা ! কালিই আমি রোলাণ্ডকে চিঠী লিখবো !—যাও—যাও এখুন !"—বোল্‌তে বোল্‌তে তিনি আস্তে আস্তে আমার পিট চাপ্‌ড়ে, ঘর থেকে ঠেলে বাহির্ কোরে দিলেন !

পঞ্চপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

পরিবারের মিলন।

পাঠকমহাশয় অবশ্যই বুঝেছেন, বিবি ফলী কে?—অনুতপ্ত বৃদ্ধ সার মাথু হেসেল্‌টাইন এত দিন সে পরিচয় কিছুই জান্‌তেন না। ঘটনাবশে অগ্রে সে কথা আমি জান্‌তে পারি, ঘটনাবশে আমিই তাঁরে জানাই। পরিণাম কি রকম দাঁড়ালো, বিবি ফলী কোথায় গেলেন? ক্রমে ক্রমে সকলেই সেটী জান্‌তে পার্‌বেন।

পরদিন প্রত্যূষেই বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, আমরা রিডিং নগর থেকে দেশভ্রমণে যাত্রা কোল্লেম। পথে সার্‌ মাথু প্রায় মৌনাবলম্বন কোরেই ছিলেন। সর্ব্বক্ষণ যেন গভীরচিন্তায় নিমগ্ন। যে দুটী চারটী কথা হয়েছিল, তাতে কোনপ্রকার উগ্রভাব আমি জান্‌তে পাল্লেম না। সদয়ভাবও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেলে না। অভ্যাসবশে সর্ব্বক্ষণ গোপন কর্‌বার চেষ্টা। পথে যত খরচপত্র হবে, সব টাকাগুলি তিনি আমার হাতেই দিলেন। ও সকল ঝঞ্ঝাট তিনি ভালবাস্‌তেন না। ছোট ছোট ঝঞ্ঝাটের কাজ আমিই সব নির্ব্বাহ কোর্‌বো, সেই জন্যই আমারে রাখা। পথে যেতে যেতে সে কথাটীও তিনি আমাবে নূতন কোরে বোলে দিলেন।

ডাকগাড়ীতেই আমরা যাচ্চি। গাড়ীখানি উত্তরের রাস্তা ধোরেই চোলেছে। উত্তর মুখেই আমরা যাচ্চি। গাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত। দ্বিতীয় দিবসের সন্ধ্যাকালে আমরা মাঞ্চেষ্টরে পৌঁছিলেম। সার্‌ মাথু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হয়েই বোসে ছিলেন। মাঞ্চেষ্টর নগরে প্রবেশ কোরেই, সহসা মৌনভঙ্গ কোল্লেন। আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "এইবার বুঝি তুমি ভয় পাচ্চো?"

কেন তিনি ও কথা বোল্লেন, তৎক্ষণাৎ আমি সেটী বুঝ্‌লেম। তথাপি কিছুই যেন বুঝ্‌লেম না, ভয়ের যেন কোন অদ্ভুত কাণ্ডই আছে, ঠিক সেই ভাবে, একটু উদাসস্বরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ভয়?—কিসের ভয় মহাশয়?"

"কেন?—তুমি হয় ত ভাব্‌ছো, এইবার আমি মাঞ্চেষ্টরে এসেছি, এইবার হয় ত রোলাণ্ডের বাড়ীতে যাব, তোমার গুণাগুণের কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বো, তা হোলেই সব ধরা পোড়্‌বে! রোলাণ্ডনামে কোন লোক মাঞ্চেষ্টরে আছে, বরাবর আমি সেই কথাটা মনে কোরে আস্‌চি। তাই ভেবেই তুমি ভয় পাচ্চো!"

আমি উত্তর কোল্লেম, "তা কেন?—যদি সময় পেতেম, তা হোলে আমি নিজেই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তেম।"

"আচ্ছা, আচ্ছা!"—আমার মুখপানে চেয়ে সার্‌ মাথু বোল্লেন, "আচ্ছা আচ্ছা!

এখন আমার বিশ্বাস হোচ্চে, ঐ নামের লোক একজন আছে। তা যাই হোক্, তোমাকে আমি যে রকম জেনেছি, তারাও ঠিক তাই বোল্‌বে, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হোচ্চে না। তুমি বুঝি মনে কোচ্চো, তারা তোমার খোস্‌নাম কোর্‌বে? আচ্ছা, আচ্ছা! দেখা যাক্, কিসে কি দাঁড়ায়।”

মুখের ভাব দেখে আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, প্রকৃত তাৎপর্য্য কি।

রাত্রি অটটা। আমরা গাড়ী থেকে নাম্‌লেম। মাঞ্চেষ্টরের একটী হোটেলে সে রাত্রের মত আমরা বাসা নিলেম। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সার্ মাথু আমারে বোল্লেন, “সহরে যদি তোমার কিছু প্রয়োজন থাকে, বেড়িয়ে আস্‌তে পার। আলাপী লোকজের সঙ্গে দেখা কোত্তে পার।—এখন বিশেষ কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই।”

হোটেল থেকে আমি বেরুলেম। রোলাণ্ডসাহেবের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। দেখা হলো না। তিনি তখনও লণ্ডনে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ষ্টিফেন সস্ত্রীক লণ্ডনেই আছেন, দেখা কোত্তে গিয়েছেন। কাজে কাজেই আমি ফিরে এলেম।

পরদিন প্রভাতে আবার আমরা শকটারোহণে যাত্রা কোল্লেম। কোথায় যেতে হবে, সার্ মাথু সে কথা কিছুই আমারে বলেন নাই, অনুভবেও কিছু জান্‌তে পারি নাই। আমরা কেন্দালনগরে পৌঁছিলেম। বেলা তখন অপরাহ্ণ। প্রায় পাঁচটা বাজে। সেইখানে গাড়ীখানি বিদায় কোরে দেওয়া হলো। কেন্দালের এক হোটেলে আমাদের জিনিসপত্র সব থাক্‌লো। যেখানে যাচ্ছি, তখন আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। কেন্দালের অতি নিকটেই হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদ। হেসেল্‌টাইনে সার্ মাথুর পৈতৃক ভদ্রাসন। সে অনুমান আমার কিসে এলো?—ঐ ঠিকানায় যখন আমি চিঠীপত্র লিখ্‌তেম, তাতে তখন ঠিকানা থাক্‌তো, “কেন্দাল্ পোষ্ট আফিস।”

সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন দ্বাদশবর্ষ দেশত্যাগী। মনের দুঃখে দ্বাদশবর্ষ প্রবাসী! আমার কাঁধের উপর ভর দিয়ে, সার্ মাথু ধীরে ধীরে নগরের পথে পদচারণ কোত্তে লাগ্‌লেন। অকস্মাৎ এক দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর রসনায় উচ্চারণ হলো, “দ্বাদশ বৎসর! বাড়ীর লোকেরা কে কি কোচ্চে, কে কেমন আছে, তা আমাকে দেখ্‌তে হবে! দাসীচাকরের দশা সকল জায়গায় সমান। সে সকল লোককে কিছুতেই আমি বিশ্বাস কোত্তে পারি না। দুই একজন ছাড়া সকলেই অবিশ্বাসী!”

“দুই একজন ছাড়া।”—এই কথাটীতে আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমারেই লক্ষ্য কোরে সার্ মাথু হয় ত ঐ কথা বোল্লেন।

সন্ধ্যা হলো। অক্টোবর মাস। অক্টোবরের সন্ধ্যাকাল। অতিশয় শীত। সেই সময় আমরা নগর ছেড়ে বেরুলেম। যে পথে আস্‌ছিলেম, সে পথটা ছেড়ে অন্য দিকে চোল্লেম। সার্ মাথু আমার হাত ধোরে রয়েছেন। হাতখানি কাঁপ্‌ছে। বহুদিনের পর দেশে ফিরে আস্‌ছেন, সুভাবনা-দুর্ভাবনা মনের ভিতর কতই যাওয়া আসা কোচ্চে, তাতেই তাঁর গাত্রকম্প। সেইটী আমার অনুভব।

প্রায় দুই মাইল পথ আমরা অতিক্রম কোল্লেম। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হোলেম। সেই সময় সার্ মাথু চুপি চুপি আমারে বোলে দিলেন, "এখানে আমার নাম উচ্চারণ কোরো না। লোকেরা কে কি কোচ্চে, গোপনে আমি অনুসন্ধান কোরবো। আমার জমাদার রিডিং নগরে যে যে কথা লিখে পাঠিয়েছিল, সে সব কথা সত্য কি মিথ্যা, গোপনে সে সব আমি বিশেষরূপে জানবো।"

বাড়ীর ফটকের কাছে উপস্থিত হোলেম। সার্ মাথু স্বহস্তেই ঘণ্টাধ্বনি কোল্লেন। একটী যুবতী এসে দরজা খুলে দিলে। বয়স অনুমান চব্বিশ বৎসর। দেখ্‌তেও বেশ সুশ্রী!—আমাদের দেখেই সে যেন চোম্‌কে গেল!

সার্ মাথু তারে উগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুই?"

যুবতীও তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তোমরা কে?"

সার্ মাথু উত্তর কোল্লেন, "সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের বন্ধু আমি। এই বাড়ীর একজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কর্‌বার প্রয়োজন।"

সেই যুবতী উচ্চৈঃস্বরে তার পিতাকে আহ্বান কোল্লে। একজন বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হলো। তার সঙ্গে আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।

এই স্থানে অনেক প্রকার নূতন নূতন ঘটনা। দ্বাদশবর্ষ অনুপস্থিত। সেই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে পুরাতন লোকেরা কেহ কেহ পৃথিবী ত্যাগ কোরে গেছে, কেহ কেহ অতি বৃদ্ধ হয়ে পোড়েছে, কত বালক-বালিকার জন্ম হয়েছে। সার্ মাথু যেগুলিকে ছোট ছোট দেখে গিয়েছিলেন, তারা বড় হয়েছে। তাদেরও সন্তানসন্ততি জন্মেছে। সার্ মাথু তাদের সকলকে চিন্‌তে পাল্লেন না। তাঁরাও তাঁরে চিন্‌তে পাল্লে না! যে দুই একজন বৃদ্ধ জীবিত ছিল, কেবল তারাই অনেক বিলম্বে চিন্‌তে পাল্লে। কেননা, দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে গৃহস্বামীর অবয়বের অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। পরিচয় নিয়ে সকলের সঙ্গেই জানাশুনা হলো। বহুদিনের পর প্রভুদর্শনে বৃদ্ধ দাসদাসীরা সকলেই আনন্দ প্রকাশ কোল্লে। আমরা বাড়ীতেই থাক্‌লেম।

পরদিন জমীদারীর প্রজারা সকলেই এসে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে অভিবাদন কোল্লে, প্রত্যাগমনে অভিনন্দন কোল্লে। সকলেই যেন খুসী হলো। এই রকমে তিন চারি দিন কেটে গেল। আমার হাতে কিছুমাত্র কাজ নাই, চিঠীপত্রও লেখা হয় না, চিঠীপত্রও আসে না। কোন কিছু পাঠ কর্‌বার জন্য সার্ মাথু আর আমারে ডাকেনও না। প্রভাতে আর সন্ধ্যাকালে কেবল ক্ষণকালমাত্র আমরা দুজনে একসঙ্গে বোসে কথাবার্ত্তা কইতেম। রিডিং নগরে যে ভাব ছিল, সেখানে আর সে রকম নয়। সার্ মাথু আমারে বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করেন। কথার অবসরে কোন কোন নূতন কথাও আমি শুন্‌তে পাই। পূর্ব্বের খিট্‌খিটে ভাবটা তখন যেন একেবারেই সেরে গেল। এক একবার কেবল পুরাতন অভ্যাসবশে একটু একটু রাগ প্রকাশ করেন।

ছ দিনের দিন সন্ধ্যাকালে একখানা ডাকগাড়ী এসে পৌঁছিল। ছুটে আমি দেখ্‌তে

গেলেম।—দেখেই আমার হর্ষবিস্ময় একত্র! গাড়ী থেকে নাম্‌লেম, এমিলিয়া লেস্‌লী! তিনি একাকিনী এসেছেন। স্বামী সঙ্গে আসেন নাই। এমিলিয়া ঈষৎ হাস্যবদনে আমার প্রতি একবার নেত্রসঞ্চালন কোল্লেন। বৃদ্ধা পরিচারিকার হস্ত ধারণ কোরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। বৈঠকখানায় যে গৃহে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন, সর্বাসর সেই গৃহেই তাঁরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই পর্য্যন্তই আমার দেখা। সে রাত্রে তাঁর সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হলো না। কি কি ঘটনা পূর্ব্বে হয়ে গেছে, এমিলিয়ার পতি কোথায়, কি অবস্থায় তিনি পোড়েছিলেন, সে বাড়ীর দাসীচাকরেরা সে সব কথা কিছুই জানে না। তখনো পর্য্যন্ত জান্‌তে পাল্লে না। সার্ মাথু নিজেও সে কথা কিছু বলেন নাই, আমারেও প্রকাশ কোত্তে নিষেধ কোরেছিলেন। জিজ্ঞাসাও কেহ করে নাই। আমিও কিছু বলি নাই।

এমিলিয়া লেস্‌লী এক সপ্তাহকাল হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে বাস কোল্লেন।—নির্জ্জনেই বাস। যে সকল লোক দেখাসাক্ষাৎ কোত্তে আস্‌তেন, কাহারও সম্মুখে তিনি বেরুতেন না। সর্ব্বদাই প্রায় মামার কাছেই বোসে থাক্‌তেন। যখন প্রয়োজন হতো, ডাক্‌তেন, কেবল তখনই আমি সেই ঘরে প্রবেশ কোত্তেম।—দেখ্‌তেম, উভয়ে তন্মনস্ক হয়ে কোনরকম গুপ্ত পরামর্শে ব্যাপৃত। একসপ্তাহ পরে সকলে বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো, বিবি এমিলিয়া আর এ বাড়ীতে থাক্‌ছেন না, শীঘ্রই তিনি চোলে যাবেন।

কথাটা ঠিক! যেদিন আমি সেই কথা শুনলেম, সেইদিন বেলা তিনটার পর লাইব্রেরীঘরে আমার ডাক হলো। আমি সেইখানে উপস্থিত হোলেম। দেখ্‌লেম, মামাভাগ্নী উভয়েই সেইখানে বোসে আছেন। আমি প্রবেশ কর্‌বামাত্রই সার্ মাথু ধীরে ধীরে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বক্রনয়নে আমার দিকে চাইলেন। একটী কথাও বোল্লেন না। কোনপ্রকার অপ্রিয় লক্ষণও দেখালেন না। কোন কথা না বোলেই, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এমিলিয়ার কাছে আমি থাক্‌লেম। তিনি আমারে বোস্‌তে বোল্লেন। যে আসনে কর্ত্তা বোসে ছিলেন, সেই আসনেই আমি বোস্‌লেম। অনেকক্ষণ এমিলিয়ার মুখপানে চেয়ে রইলেম। একপক্ষ পূর্ব্বে রিডিং নগরে যখন আমি তাঁরে তাঁর মামার কাছে এনে দিই, তখন তাঁর চেহারা যতদূর বিশ্রী হোতে হয়, ততদূর বিশ্রী ছিল। সেদিন দেখ্‌লেম, চমৎকার পরিবর্ত্তন! মুখে আর ভাবনাচিন্তার লক্ষণ কিছুমাত্র ছিল না। বদন প্রফুল্ল! সেই প্রফুল্লবদনে মৃদুমধুর হাসি!—কতই যেন সুখী! কতই যেন চমৎকার রূপ! এমিলিয়া তখন কতই যেন সুখী! বাগ্‌সটনগরের নিকটে সেই ক্ষুদ্র শুভ্রকুটীরে যেদিন তাঁরে আমি প্রথম দেখি, সেদিনও সেই এলোকেশী রূপ ছিল,—রূপের এতখানি মাধুরী ছিল না! হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদের পুস্তকাগারে সেই এমিলিয়া লেস্‌লী আমার নয়নে চমৎকার রূপবতী!

সুস্নিগ্ধস্বরে এমিলিয়া আমারে বোল্লেন, "জোসেফ! তুমি আমার বিস্তর উপকার কোরেছ। আমার হৃদয় তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তোমার অকপট সাধুতার বিশেষ

পরিচয় আমি প্রাপ্ত হয়েছি। ঈশ্বরের প্রসাদে অবশ্যই পৃথিবীতে তুমি সুখী হবে। আজ তোমার সঙ্গে আমার অনেকগুলি বিশেষ কথা আছে। আগে আমি আমাদের নিজের কথা বলি, তার পর অন্য কথা। তোমার অনুগ্রহে যেদিন মামার কাছে অভয় পাই,—যে দিন তিনি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কোরে, আমারে আশ্রয় দেন, সেদিন এক ঘণ্টাকাল আমি তাঁর কাছে ছিলেম। অনেক রকমের অনেক কথা হয়েছিল। তোমার গুণের কথা বারবার আমি তাঁরে বোলেছিলেম। সার্ মাথ্যু হেসেল্‌টাইনকে তুমি কেবল রাতদিন খিট্‌খিটে দেখেছিলে,—খেঁকী দেখেছিলে, বস্তুত তাঁর আসল প্রকৃতি তুমি জান না। স্থূল কথা আমি যতদূর জানি, তত তুমি জান না। অন্তরে অন্তরে তিনি তোমারে অত্যন্ত স্নেহ করেন।—অন্তরে অন্তরে অকপট বিশ্বাস করেন। মিত্রভাবে তোমারে তিনি ভালবাসেন। বহুদিবসাবধি পৃথিবীর কোন লোকের উপরেই তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। এখন দেখ্‌ছি,—তাঁর মুখেই আমি শুনেছি, তুমিই কেবল একমাত্র তাঁর বিশ্বাসপাত্র। কত বিশ্বাস তোমার উপর, অবিলম্বেই তা তুমি জান্‌তে পার্‌বে। কত বড় একটী বিশ্বাসের কাজ তোমার হাতে সমর্পিত হবে, সেই কথাই এতক্ষণ হোচ্ছিল। কত বড় গুরুতর একটী কার্য্য তোমারে সম্পাদিত কোত্তে হবে, এখনই হয় ত তা তুমি জান্‌তে পার্‌বে। আমিও বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আহ্লাদপূর্ব্বক তুমি সে কাজে সম্মত হবে। তোমার অন্তঃকরণ আমি জেনেছি। তোমার মহত্ব আমি বুঝেছি। দেখ জোসেফ! মনের কথা আজ খুলে বলি। কৃতজ্ঞতার চক্ষে আমি দেখি, তুমি যেন আমার সহোদর ভাই!"

এইখানে এমিলিয়া একটু থাম্‌লেন। প্রশান্তনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে, কিয়ৎক্ষণ যেন কি চিন্তা কোল্লেন। ধীরে ধীরে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেনঃ—

"মামা আমারে বোলেছেন, আমার স্বামীর সঙ্গে তিনি দেখা কোত্তে ইচ্ছা করেন না। জেদ কোরে দেখা করাই, সে সাহসও আমার হয় না। আমি জানি, যে কথা তিনি বলেন, সে বিষয়ে বিলক্ষণ দৃঢ়সংকল্প থাকেন। যে রাত্রে তুমি আমারে এনে দেও, সে রাত্রে তিনি আমার হাতে কিছু টাকা দেন। আপাতত আমাদের যে সকল খরচপত্রের আবশ্যক, সেই টাকাতেই তা আমি নির্ব্বাহ করি, সেইটীই তাঁর ইচ্ছা। তিনি আমারে আরও বলেন, যাতে আমার পতির চরিত্র ভাল হয়, সে চেষ্টায় আমি যেন বিরত না থাকি। তিনি আমারে আরও পরামর্শ দেন, পতি খালাস হবার পর আমরা যেন লিভারপুরে চোলে যাই। সেখান থেকে মার্কিণ দেশে গিয়ে বাস করি। এই বাড়ীতে আস্‌বার উপদেশ ছিল, সেই জন্যই আমি এসেছি। কালিই আমি চোলে যাব। কালিই আমি আমার স্বামীর সহিত লিভারপুলে যাত্রা কোর্‌বো। এক সপ্তাহের মধ্যেই ইংলণ্ড পরিত্যাগ কোরে যাব। বোধ হয়, এ জীবনে আর ফিরে আস্‌বো না। চিরদিনের মত বিদেশবাসী হব। ফলী নামে যে সকল দুষ্ক্রিয়া হয়ে গেছে, দেশে থাক্‌লে সেই কথা তুলে সকল লোকেই উপহাস কোর্‌বে,—ঘৃণা কোর্‌বে, কাজে কাজেই

বিদেশে যাওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। সেখানে আমরা প্রকৃতনামে পরিচয় দিয়ে—সৎপথে থেকে জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হব। কোন রকম কার্‌বার কোরে স্বচ্ছন্দে গুজরাণ কর্‌বার উপায় হবে। মামাই তার উপায় কোরে দিয়েছেন। প্রচুর মূলধন আমার হাতে দিয়েছেন। কালিই আমি বিদায় হব।”

এমিলিয়ার এই সকল কথা শুনে অবিরলধারে আমার অশ্রুপাত হোতে লাগ্‌লো। হৃদয় অত্যন্ত কাতর হলো। কথা ফুট্‌লো না!—ব্যস্ত হয়ে অশ্রুমার্জ্জন কোল্লেম। এমিলিয়া আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেনঃ—

“শোন জোসেফ উইলমট! অনেক সৎকার্য্য তুমি কোরেছ। আরও সৎকার্য্য তোমার বাকী আছে। তোমার দ্বারা আমাদের আরও অনেক উপকার হবে। পরমেশ্বর দয়া কোরে তোমারে আমার মামার কাছে এনে দিয়েছেন। তোমা হোতেই তাঁর ভগ্নহৃদয়ে পুনর্ব্বার দয়ামমতা স্থান পেয়েছে। এ সকল ঈশ্বরের লীলা সন্দেহ কি? তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের করুণা,—তাঁর কর্ণে ঈশ্বরের বাক্য! ঈশ্বরের অনুগ্রহেই তিনি এখন পরিবারের প্রতি সদয় হয়েছেন। ঈশ্বরের উপদেশেই তিনি এই হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে ফিরে এসেছেন। এখন শোন তাঁর মনের নিগূঢ় অভিপ্রায় কি? তাঁর মুখেই আমি শুন্‌লেম, ইতিপূর্ব্বেই তিনি নিজমুখে তোমার কাছে কতক কতক প্রকাশ কোরেছেন। চল্লিশ বৎসর হলো, লেডী হেসেল্‌টাইন একটী কন্যা প্রসব করেন। তিনবৎসর পরে তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ কোরে যান। পত্নীবিয়োগে কিছুদিন আমার মামার সাংসারিক সুখশান্তি নষ্ট হয়েছিল। আমার জননী সেই মাতৃহীনা কন্যাটীকে প্রতিপালন করেন। কিছুদিন পরে কাপ্তেন গ্রান্‌বিব সঙ্গে আমার জননী পলায়ন করেন। একে পরম প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীবিয়োগ, তাহার উপর সেই ভালবাসা ভগিনীর পলায়ন! উপর্য্যুপরি দুটী নিদারুণ আঘাত! কাপ্তেন গ্রান্‌বি আর আমার জননীর কি দশা হয়, সেকথা আর আমি বোল্‌বো না। তাঁরাই আমার জনকজননী। তুমিও তাঁদের অনেক পরিচয় পেয়েছ। এখন আমি যে কথা তোমারে বোল্‌বো, সেটী হোচ্চে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কন্যার কথা। পূর্ব্বে আমি এসব কথা জান্‌তেম না। আজ এইমাত্র মামার মুখে সে সব কথা শুন্‌লেম। নিজে তিনি তোমারে সে সকল কথা বোল্‌বেন না,—বোল্‌তে ইচ্ছাও করেন না, সেই কারণেই আমার উপর ভার হয়েছে। আমি তোমারে অনুরোধ কোচ্চি, স্থির হয়ে আমার কথাগুলি শোন!”

“আমি ত স্থির হয়েই আছি। আপ্‌নার সমস্ত কথাই ত আমি মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ছি। বলুন আপ্‌নি!”—এমিলিয়া বোল্‌তে লাগ্‌লেনঃ—

“আমার মাতুলকন্যার বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর, সেই সময় তাঁর পিসী নিরুদ্দেশ হন। সেটা আজ ত্রিশবৎসরের কথা। আঘাতের উপর আঘাত! মামার দুঃখের সীমাপরিসীমা থাকুলো না। জগৎকে তিনি অবিশ্বাস কোত্তে লাগ্‌লেন।—না, জগৎ শুদ্ধ সব নয়, একটী প্রাণী ছাড়া। সেই একটী প্রাণী কে?—তাঁর পরমসুন্দরী স্নেহবতী

বালিকা কুমারী। যে ভগ্নীকে তিনি প্রাণতুল্য ভালবাস্‌তেন, সেই ভগ্নীর পলায়নের পর সমস্ত স্নেহ,—সমস্ত বিশ্বাস, কেবল সেই কন্যাটীর উপরেই বিন্যস্ত থাক্‌লো। স্নেহের বদলে ভগ্নীর উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মালো। সেই কন্যাই তখন তাঁর জগৎসর্ব্বস্ব। নিজে আর বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছা হলো না। বিমাতা পাছে কন্যার প্রতি অযত্ন করেন, হিংসা করেন, তাই ভেবেই তিনি আর বিবাহ কোল্লেন না। মেয়েটীর যাতে ভাল হয়, মেয়েটী যাতে সুখী থাকে, সাংসারিক জীবনে সেইমাত্রই তাঁর লক্ষ্য হলো। প্রাণের ভিতর সর্ব্বদাই ভয়! মেয়েটীকে স্কুলে দিলেন না, বাড়ীতেই শিক্ষয়িত্রী রেখে দিলেন। মেয়েটীর বেশ লেখাপড়া শিক্ষা হলো। দিন যায়,—মাস যায়—বৎসর যায়, কুমারী হেসেল্‌টাইন সপ্তদশবর্ষে উপনীত। কন্যার বিবাহসম্বন্ধে সার্ মাথু ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। যেমন সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম, সেই রকম সম্ভ্রান্তপরিবারের সহিত কুটুম্বিতা হয়, সেইটীই তাঁর ইচ্ছা। পুত্রসন্তান নাই,—বংশের উপাধির উত্তরাধিকারী থাক্‌বে না,—নিজের জীবনের সঙ্গেই সেই উপাধিটী ডুবে যাবে, অবশ্যই সেটী তিনি জান্‌তেন। সমস্ত বিষয় বিভব কন্যাটীকেই দিয়ে যাবেন, এই তাঁর অভিলাষ ছিল। স্বামীর উপাধিতে কন্যার আরও উচ্চ উপাধি লাভ হবে, মনে মনে সে আশাও তিনি রেখেছিলেন। কন্যার যখন অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় একজন উচ্চপদস্থ যুবাপুরুষ তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। সেই যুবাপুরুষের নাম লর্ড বর্লে। বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশবৎসর। শৃগালশিকারে ভারী আমোদ। আহার-বিহারে ভারী সৌখীন। যে কুমারী তত নির্জ্জনে প্রতিপালিতা হয়েছে, সে কুমারীকে বিবাহ কোরে তিনি সুখী হবেন কি না,—যার সঙ্গে বিবাহ হবে, তারেও সুখে রাখ্‌তে পার্‌বেন কি না, লর্ড বর্লে সে দিকে বড় একটা নজর রাখ্‌তেন না। সার্ মাথু ক্রমে ক্রমে কন্যাকে ঐ সম্বন্ধের কথা জানালেন। সেই যুবাকেই বিবাহ কোত্তে হবে, এই রকম অনুরোধও কোল্লেন। কন্যাও সেইরূপ আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। পিতার অনিচ্ছায়—পিতার অমতে, কোন কার্য্যেই তার প্রবৃত্তি ছিল না। পিতার কথার উপর কখনই দ্বিরুক্তিও কোত্তেন না;—কিন্তু অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাতে পারে? আর একজনের প্রতি কন্যার তখন মন মোজেছিল। কেন্দালনগরের একজন ধর্ম্মযাজকের প্রতি তিনি তখন অনুরাগিণী। সেই যাজকের নাম বেণ্টিঙ্ক। বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসরমাত্র। মামার মুখে শুন্‌লেম, সেই বেণ্টিঙ্ক পরমরূপবান্, বুদ্ধিমান্, অতি অমায়িক। সেই সকল গুণেই কুমারী হেসেল্‌টাইন মোহিত হয়ে পড়েন। পিতার মন একদিকে, কন্যার মন অন্যদিকে। তেমন অবস্থায় বিপরীত ঘোটে দাঁড়ালো! লর্ড বর্লের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, তিনি বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে পলায়ন কোল্লেন! যখন পলায়ন করেন, পিতার নামে তখন একখানি পত্র লিখে যান। সে পত্রে লেখা ছিল, তিনি বিবাহ কোর্‌বেন। বিবাহের পর পতিসমভিব্যাহারে হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে ফিরে আস্‌বেন। পিতার পদতলে ক্ষমা প্রার্থনা কোর্‌বেন!

"সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন!—আহা! কি প্রকৃতির লোক, অকস্মাৎ কি হয়ে গেলেন!

পত্নীর মৃত্যু,—ভগ্নীর পলায়ন, কন্যার পলায়ন ! তিন আঘাত ! হৃদয়ের দয়ামায়া সমস্তই যেন উড়ে গেল ! আজ আমি তাঁরিই মুখে শুনলেম, কন্যার সেই পত্রখানি যখন তিনি পড়েন, তখন তাঁর রাগও হলো না, চক্ষেও জল পোড়লো না ! জাদুকরের ভেলকীতে তিনি যেন পাষাণ হয়ে গেলেন ! যে কন্যা তাঁর হৃদয়ের পবিত্র ভালবাসার সামগ্রী, সেই কন্যাকে তিনি জন্মের শোধ বর্জ্জন কোল্লেন ! কন্যার নাম মুখেও আর আনলেন না ! রজনীপ্রভাতেই হেসেলটাইনপ্রাসাদ পরিত্যাগ কোরে গেলেন ! কন্যার নামে একখানি চিঠী লিখে রেখে গেলেন। বিবাহের পর কন্যা যদি বাড়ীতে ফিরে আসে, সেই পত্র দেখবে। পত্রে ছিল কি ?—জন্মশোধ পরিবর্জ্জন !

"সার্ মাথু হেসেলটাইন আপনার শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ কোরে, দেশে দেশে পর্য্যটন কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন ! যেখানে যান, কোথাও মনস্থির হয় না ! দিবানিশি মন পোড়ে ! পৃথিবীর যে দেশে—যে নগরে—যে পল্লীতে, যত নরনারী তিনি দর্শন করেন, সকলকে দেখেই ঘৃণা হয় ! কোনকালে জানা নাই, শুনা নাই, সকলের প্রতিই অবিশ্বাস ! একাকী যেন সন্ন্যাসীর মত দেশে দেশে ভ্রমণ করেন ! একটীমাত্র চাকরও সঙ্গে ছিল না ! ইউরোপের সমস্ত দেশ তিনি পর্য্যটন করেন। আকাশবিহারী প্রেতাত্মা যেমন ইচ্ছাবশে হেথা সেথা উড়ে উড়ে বেড়ায়, সার্ মাথু হেসেলটাইন ঠিক যেন সেই রকম হোলেন !—উড়ে উড়েই বেড়াতে লাগলেন ! কোন স্থানেই বেশীদিন বাস করেন না। মানুষের সঙ্গেও দেখা করেন না !—সমাজের লোককে যেন বিষ দেখেন ! ক্রমে ক্রমে মেজাজ বিগড়ে গেল !—ঘোরতর রাগী—খেঁকী—খিটখিটে হয়ে উঠলেন ! অভ্যাসবশে সেই উগ্রপ্রকৃতিই যেন তাঁর দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে দাঁড়ালো ! একবৎসর কাল বাহিরে বাহিরেই কাটালেন। সেই একবৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড থেকে তাঁর নামে রাশি রাশি চিঠী পৌঁছিল। হস্তাক্ষর দেখেই তিনি জানতে পাল্লেন, সে সকল চিঠী তাঁর কন্যারই লেখা। একখানিও তিনি পাঠ কোল্লেন না ! যেমন হাতে পড়ে, তৎক্ষণাৎ অমনি আগুনে দেন ! ক্রমাগত রাশি রাশি চিঠীই ভস্মরাশি ! একবৎসর পরে বিষয়কার্য্যের অনুরোধে, তাঁরে একবার দেশে ফিরে আসতে হয় !—এই প্রাসাদেই ফিরে আসেন। এখানে এসে আর একখানি পত্র পান। সেখানিও কন্যার লেখা। কিন্তু সেই চিঠীর খামের উপরে কৃষ্ণরেখা সমঙ্কিত !—শোকসূচক চিহ্ন দেওয়া ! শোকসূচক পত্রিকা ! সেখানি তিনি না খুলে থাকতে পাল্লেন না। খুল্লেন।—দেখলেন, সুদীর্ঘ চিঠী। শোকপূর্ণ—করুণাপূর্ণ—বিষাদ-পূর্ণ—মিনতিপূর্ণ সুদীর্ঘ চিঠী। বেণ্টিঙ্কের মৃত্যুসংবাদ ! কেবল সেইমাত্র শোকসংবাদ নয়, পতির মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তার একটী কন্যাসন্তান জন্মেছে ! বিবাহের পর সম্বৎসরকাল অতিকষ্টেই দিন গিয়েছে ! বেশী কথা কি, প্রায় উপবাসেই দিন কেটেছে ! বেণ্টিঙ্কের কর্ম্ম যায়। অন্য কর্ম্ম অন্বেষণ করেন। তাও জোটে না ! দুঃখের শেষ নাই ! বিধবা অবস্থায় নানাকষ্টে হতভাগিনীর ভয়ানক ব্যাধি জন্মেছে ! সেই পত্রে হতভাগিনী পিতার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কোরেছেন। আরও লিখেছেন, বাড়ীতে যদি স্থান না দেন,

উপবাসে যাতে না মরি, ক্ষুদ্র শিশু কন্যাটী যাতে অনাহারে না মরে, এমন কিছু উপায় করেন!—উঃ! শেষ কথা বোল্‌তে কষ্টে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে! মামার মুখেই শুন্‌লেম, মামা তখন ভয়ানক নিষ্ঠুর! তাঁর হৃদয় তখন যেন পাষাণ অপেক্ষাও পাষাণ হয়ে উঠ্‌লো! যে আসনে তুমি বোসে আছ, একঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ আসনেই তিনি বোসে ছিলেন, আমার কাছে ঐ কথা বোল্‌তে বোল্‌তে তখন তিনি ঐ আসনের উপর কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন! স্বীকার কোল্লেন, সে সময় তাঁর মায়াদায়া কিছুই ছিল না। এখন কিন্তু আর সাম্‌লাতে পাল্লেন না! শোক যেন নূতন হয়ে ফুলে উঠ্‌লো! এক-খানি চিঠীর ভিতর পঞ্চাশ পাউণ্ডের একখানি ব্যাঙ্কনোট দিয়ে, সেই সময় তিনি উত্তর পাঠালেন। সেই পর্য্যন্তই তাঁর শেষ!—উত্তরে লিখে দিলেন, আর যেন পিতার কাছে তিনি কিছুমাত্র প্রত্যাশা রাখেন না!—চিঠি আসিলে মোড়কশুদ্ধ আগুনে যাবে! পূর্ব্বে যত চিঠী এসেছিল, সমস্তই জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে!

"যে কাজের জন্য ইংলণ্ডে আসা হয়েছিল, সে কাজটী সমাধা কোরে, সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন পুনর্ব্বার বিদেশবাসী হোলেন। পূর্ব্ববৎ উদসীনবেশে ক্রমাগত দুই বৎসর তিনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ কোল্লেন! দুই বৎসরের মধ্যেও কন্যার হস্তাক্ষরী অনেক-গুলি চিঠী প্রাপ্ত হন। একখানিও পাঠ করেন নাই! তার পর চিঠী আসা বন্ধ হয়। দুই বৎসর পরে পুনরায় তিনি ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। এই হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদেই বাস করেন। লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন না! কাহারও সহিত আলাপও করেন না! খিট্‌খিটে মেজাজ, দিনদিন আরও খিট্‌খিটে হয়ে উঠ্‌লো। কিছুদিন পরে লোকমুখে তিনি শুন্‌লেন, বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ হয়েছে। তার নূতন স্বামীর অনেক টাকা আছে। লণ্ডন নগরে বেশ কার্‌বার চালায়। সে সংবাদ পেয়েও, সার্‌ মাথু কন্যার প্রতি সদয়ভাব প্রকাশ করেন না! অনেকদিন চিঠীপত্র পান নাই, তাতেই স্থির কোল্লেন, কন্যা এখন হয় ত সুখে আছে, পিতার সাহায্য আর প্রয়োজন হয় না। ক্ষমা চাইতেও ইচ্ছা হয় না। সার্‌ মাথু দ্বিতীয়বার দেশে ফিরে আস্‌বার চারি পাঁচ বৎসর পরে আমার জননীর মৃত্যু হয়। আমি তখন বালিকা। সুতরাং মামার কাছেই আশ্রয় পাই। সেই সময় সার্‌ মাথু পুনর্ব্বার কন্যার একখানি চিঠী পান। সেটীও আজি তেরো বৎসরের কথা। কন্যার নূতন স্বামী তখন অকস্মাৎ দেউলে হয়ে যায়! বিলক্ষণ দুর্নাম রটেছে! কেহই আর তারে বিশ্বাস করেন না! এম্‌নি দুরবস্থা! আমার মাতুলকন্যা সমস্ত কথাই পিতাকে লিখে পাঠান। দয়াপ্রার্থনা করেন। অপরাপর চিঠীর সঙ্গে মামা সেই চিঠীখানি ভুলে খুলে ফেলেন। শিরোনামের হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত ভাল কোরে দেখেন নাই। অন্যমনস্কে খুলে ফেলেই আগাগোড়া পাঠ করেন। কন্যার ভয়ানক দুরবস্থা জান্‌তে পারেন। তথাচ তাঁর রাগ পড়ে না; ঘৃণাও কমে না! চিঠীখানির উত্তর দেন।—অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরে তিনি লেখেন, কিছুমাত্র সাহায্য কোর্‌বেন না, কন্যাও যেন তাঁর কাছে আর কিছুমাত্র প্রত্যাশা না রাখেন, চিঠীপত্রও আর না লেখেন। তাঁর মন সেই সময়

আরও অস্থির হয়ে উঠে। কোন লোকের প্রতিই বিশ্বাস ছিল না। ক্রমশ সেই অবিশ্বাসটা আরও বেড়ে বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! তিনি ভাব্‌লেন, সমস্ত জগৎটাই প্রতারণায় পরিপূর্ণ! তিনি ভাব্‌লেন, এমন প্রতারণাপূর্ণ সংসারে বাস করাই বিড়ম্বনা! মনে মনে সেইটী নিশ্চয় কোরে, অবশেষে তিনি একান্ত নির্জ্জনবাস আশ্রয় কোল্লেন। পৈতৃক ভদ্রাসনের কথা ভুলে গেলেন! দেশভ্রমণেও আর ইচ্ছা থাক্‌লো না। যে দেশে জানালোক একটীও নাই, যে দেশের লোকেরা তাঁরে চিনেও না, এমন দেশে বাস করাই তাঁর সংকল্প হলো। কি ভেবে রিডিংনগরে গিয়ে বাস কোল্লেন, সেটা আমি ঠিক জানি না। রিডিং নগরেই দ্বাদশবর্ষ বাস হয়। পূর্ব্বেই আমি তোমারে বোলেছি, মামার স্নেহযত্নে লালিত-পালিত হয়ে, হবার্ড লেস্‌লীর সঙ্গে আমিও পলায়ন করি! আমার পলায়নের পর তাঁর মন আরও ভেঙে যায়। আমার পলায়নের পরেই রিডিংনগরে অবস্থান। আমার অবস্থার কথা আমার মুখেই তুমি শুনেছ, স্বচক্ষেও দেখেছ। তুমিই আমারে মামার কাছে এনে দিয়েছ। তিনি আমারে মাপ কোরেছেন। আবার তিনি ভদ্রাসনে ফিরে এসেছেন। সত্য বোল্‌ছি জোসেফ! তোমা হোতেই এই সকল মঙ্গলঘটনা ঘোটেছে। তোমার গুণের কথা এ জীবনে আমি ভুল্‌বো না। এখন আমি শুন্‌লেম, দুঃখিনী কন্যাটীকে আবার তিনি আশ্রয় দিতে ইচ্ছা প্রকাশ কোরেছেন। সেই কন্যার গর্ভে যারা যারা জন্মেছে, তাদেরও তিনি ঘরে এনে লালনপালন কোর্‌বেন। এই ইচ্ছাও তাঁর হয়েছে। কেবলমাত্র ইচ্ছা নয়, সংকল্পই ঠিক! সেই সংকল্পের বশবর্ত্তী হয়েই তিনি এই হেসেল্‌-টাইনপ্রাসাদে ফিরে এসেছেন। এতদিনের পর পরিত্যক্ত কন্যাটীকে তিনি পুনরায় কোলে নিবেন। লণ্ডনে তাঁর যে একজন উকীল আছেন, সেই উকীলের পত্রেই মাঝে মাঝে তিনি কন্যাটীর কিছু কিছু সংবাদ পান। সুতরাং কন্যা এখন কোথায় কি ভাবে আছেন, সেটী নির্ণয় করা বড় একটা কঠিন কার্য্য নয়। এখন হয় ত তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চো, তোমারে আবার কি মহৎকার্য্যে ব্রতী হোতে হবে। তোমার প্রতি আমার মামার কেবলমাত্র বিশ্বাস জন্মেছে এমন নয়, তাঁর মুখেই আমি শুন্‌লেম, তিনি তোমারে পরম বিশ্বাসভাজন মিত্র জ্ঞান করেন। তোমা হোতেই সেই কন্যাটীর উদ্ধার সাধন হবে, এটী তাঁর হৃদয়ের স্থির বিশ্বাস। কিন্তু এ সব কথা তিনি নিজমুখে তোমারে বোল্‌বেন না। বিশেষত আমি এখানে উপস্থিত আছি, তোমার সাক্ষাতে তোমারে সে সব কথা বোল্‌তে তিনি লজ্জাবোধ করেন। পূর্ব্বে তুমি তাঁর কাছে চাকর ছিলে, সে অভিমানটা মনে মনে আছে। আমারেই বোল্‌তে বোলেছেন। এখন বল জোসেফ! তুমি এই গুরুভার বহন কোত্তে রাজী আছ কি না?"

"ওঃ! আহ্লাদপূর্ব্বক আমি রাজী আছি! সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন আমারে এতদূর বিশ্বাস করেন, এটা ত আমার পক্ষে অপরিসীম শ্লাঘার কথা। এখনই আমি সেখানে যেতে প্রস্তুত আছি। তোমারে আমি যেমন কোরে এনে দিয়েছি, তাঁর কন্যাটীকেও সেই রকমে এনে দিব। এটী ত আমার পক্ষে পরম সুখের বিষয়!"

এমিলিয়া বোল্লেন, "তা ত বটেই! যে রকম সাধু অন্তঃকরণ তোমার, একাজে তুমি যে সুখী হবে, সেটা আমি বেশ জানি! কিন্তু দেখ, প্রস্থানের পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে তুমি দেখা কোত্তে পাবে না! আমার উপরেই সমস্ত বন্দোবস্তের ভার হয়েছে। তুমি যাও! লণ্ডনে উপস্থিত হয়েই, সেই উকীলের সঙ্গে তুমি আগে দেখা কোরো। সেই উকীলের নাম টেনাণ্ট। তাঁর নামে একখানি চিঠী লেখা হয়েছে। চিঠীখানি তুমি নিয়ে যাও! সেই উকীলের কাছেই তুমি সমস্ত সন্ধান পাবে। ধর, এই লও সেই চিঠী। এই লও রাহাখরচের টাকা!"

চিঠী আর টাকাগুলি গ্রহণ কোরে, সাগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, সার্ মাথু হেসেলটাইনের কন্যাটির নাম কি? তাঁর স্বামীরই বা নাম কি?"

"সে কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোরো না!"—মৃদু হেসে বিবি লেস্‌লী মৃদুস্বরে আমারে বোল্লেন, "ও সব কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোরো না! সার্ মাথু যে ধরণের লোক, যে ভাবে তিনি কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, তা তুমি জেনেছ। নানাকথা জিজ্ঞাসা কোরে, অত ব্যগ্রতা জানিও না। তাঁরে সন্তুষ্ট রাখ্‌তে পাল্লেই সব কাজ সুসিদ্ধ হবে।"

আমি বোল্লেম, "তবে আর আমার কিছুই জিজ্ঞাসা কর্‌বার নাই। আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমি রওনা হব।"

এমিলিয়া আমারে আশীর্ব্বাদ কোরে বোল্লেন, "ঈশ্বর করুন, কার্য্য সফল কোরে, তুমি শীঘ্র শীঘ্র ফিরে এসো। আমি এখন তোমার কাছে বিদায় হোলেম! এ জীবনের আর তোমার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে কি না, সে কথা কেবল সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরেরই মনে থাক্‌লো!—আমরা তোমারে চিঠীপত্র লিখ্‌বো, আমার স্বামীও লিখ্‌বেন। ঠিকানাও আমাদের বেশ জানা থাক্‌লো। কেননা, আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, এই বাড়ীতেই তুমি থাক্‌বে। সার্ মাথু হেসেলটাইন যতদিন বেঁচে থাক্‌বেন, ততদিন তুমি এ আশ্রয় পরিত্যাগ কোরে কোথাও যাবে না, সেটী আমি বেশ জান্‌তে পেরেছি। যদি যাও, সেটা তোমার নিজেরই দোষ। তাঁর জীবনাবসানেও আমরা তোমারে ভুলে যাব না। কৃতজ্ঞহৃদয়ে চিরদিন আমরা তোমারে স্মরণ রাখ্‌বো। যাতে তুমি সুখে থাক, সে ইচ্ছা কখনই আমাদের অন্তর থেকে দূর হবে না। জগদীশ অবশ্যই তোমার মঙ্গল কোর্‌বেন। তোমার যদি কোন অমঙ্গল ঘটে, তা হোলে আমরা নিশ্চয় মনে কোর্‌বো, ঈশ্বরের কাছে সুবিচার নাই! তোমার মহত্ত্বের কথা আরও আমি বেশী বোল্‌তে পাত্তেম, কিন্তু তোমারে আমি ছেড়ে যাচ্ছি, মহাকষ্টে আমার হৃদয় ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে, আর আমি বেশী বোল্‌তে পাল্লেম না!—এখন বিদায়!"

আমিও আর বেশী কথা বোল্‌তে পাল্লেম না। চিঠীখানি আর টাকাগুলি নিয়ে, অশ্রুপূর্ণনয়নে মাথা হেঁট কোরে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেম।

আপ্‌নার ঘরেই আগে গেলেম। যা যা জিনিসপত্র সঙ্গে দরকার, একটী কার্পেটের ব্যাগে সেইগুলি সব সংগ্রহ কোরে নিলেম। সার্ মাথু হেসেলটাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ

কর্‌বার আর প্রয়াস পেলেম না। গাড়ী প্রস্তুত ছিল, শীঘ্র শীঘ্র নেমে এসে, সেই গাড়ীর উপর লাফিয়ে উঠ্‌লেম। গাড়ীখানা খুব দ্রুত ছুট্‌তে লাগ্‌লো। অল্পক্ষণমধ্যেই কেন্দাল-নগরে উপস্থিত। তখন ঠিক সন্ধ্যা। আধঘণ্টা পরেই অন্য গাড়ীতে আরোহণ কোরে, আমি লণ্ডন-নগরে যাত্রা কোল্লেম। অনেকদিন আমি লণ্ডনে যাই নাই। দুরাত্মা লানোভার যেবার আমারে অজ্ঞান কোরে কুলীজাহাজে চালান কোরেছিল, সেইবারের পর, এইবার আমার আবার লণ্ডনযাত্রা। সেটা প্রায় কুড়ী মাসের কথা। তার পর আর একবার পার্থসায়ারের হোটেলে লানোভারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেই পিশাচের ভয়েই সার্ আলেকজণ্ডর করন্দেলের কর্ম্ম ছেড়ে স্কট্‌লণ্ড থেকে আমি পালাই। সেটাও প্রায় একবৎসরের কথা। প্রায় সর্ব্বক্ষণই সেই পাপাত্মার পৈশাচিক চেহারা আমার স্মরণপথে উপস্থিত হয়! যেন ভয়ানক স্বপ্নবশেই সেই বিকট পিশাচের বিকট চেহারা আমার নয়নপথে উপস্থিত হয়ে, ঘোর অন্ধকার নিশাকালে ঘন ঘন ভয় দেখায়! তখনো পর্য্যন্ত লানোভারের ভয় আছে! কিন্তু পূর্ব্বে যত ছিল, তত নাই। যে শুভ উদ্দেশে শুভকার্য্যে আমি চোলেছি, লণ্ডনে উপস্থিত হোলে, দুরাত্মা লানোভার তাতে কোন রকম বাধা দিতে পার্‌বে, মনের মধ্যে সে ভয়টা তখন কিছুমাত্রই রাখ্‌লেম না।

আমি লণ্ডনে যাচ্ছি। লণ্ডনেই আনাবেল আছেন। সর্ব্বক্ষণ ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, কোন গতিকে একটীবার মাত্রও কি আনাবেলের দেখা পাব না? মনে মনে সহস্র প্রকার উপায় উদ্‌ভাবন কোত্তে লাগ্‌লেম। সকল উপায়ই যেন স্বপ্নের মত উড়ে যেতে লাগ্‌লো! আনাবেলের কথা যখনই ভাবি, তখনই যেন এক ছায়ামূর্ত্তি আমার নয়নপথে উপস্থিত হয়! সেই ছায়া একটী নারীমূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তি যেন কি একটী সামগ্রী কোলে কোরে নিয়ে আস্‌ছে! সে মূর্ত্তি কার?—লেডী কালিন্দী আর শিশু জোসেফ!

আবার আমার আর এক ভাবনা!—যদি দৈবাৎ কালিন্দীর সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে, তা হোলে আমি কি কোর্‌বো? মনে মনে প্রশ্ন আসে, উত্তর আসে না! সন্তানের মায়া মহামায়া! সেই মায়ায় তখন আমার মন চঞ্চল হোতে লাগ্‌লো! তখনই আবার অন্যভাবের উদয়! কালিন্দীকে যদি বিবাহ করি, ছেলেটীকে যদি নিজের ছেলে বোলে অঙ্গীকার করি, জীবনের প্রধান আশাভরসায় জলাঞ্জলি হয়ে যাবে! দৈবগতিকে কালিন্দী আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে, সেটাও এক প্রকার শুভগ্রহ বোল্‌তে হবে! এটাও এক একবার ভাবি। কিন্তু আনাবেল?—ওঃ! কেন আমার সে আশা আসে? কেন আমি আর আনাবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার ইচ্ছা করি? সে সুখস্বপ্ন আর কেন দেখি? কালিন্দীর গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছে! প্রাণ যদিও আমার কালিন্দীকে ভালবাস্‌তে চায় না, কিন্তু আমার উপর কালিন্দীর তখন সম্পূর্ণ দাবী! সে অবস্থায় আনাবেলের মুখ দেখ্‌তে কেন আমার ইচ্ছা হয়? কিন্তু হায় হায়! প্রেমের শক্তি অনন্ত! প্রেম আমারে আশা দেয়!—প্রেম আমারে ভালমন্দ বিচার কর্‌বার ক্ষমতা দেয়! সেই সময় সমস্ত ভাবনাই যেন আমি ভুলে যাই! আনাবেলকে দর্শন কর্‌বার

ইচ্ছাই বলবতী হয়ে উঠে! আনাবেলের সঙ্গে দেখা কোর্‌বো!—যে রকমে পারি, একটীবারমাত্র আনাবেলকে দেখ্‌বো! যাঁরা আমার মত ভালবেসেছেন, তাঁরাই বুঝ্‌তে পার্‌বেন, আনাবেলের দর্শন-আশা আমার হৃদয়ে তখন কতদূর বলবতী!

লণ্ডনে উপস্থিত হোলেম। পথে আর কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হলো না। হল্‌বরণের একটী হোটেলে আমি বাসা নিলেম। সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইনের উকীল একটী সরাইখানায় বাস করেন। সেই সরাইখানার নিকটেই সেই হোটেল। বেলা প্রায় ১০টার সময় আমি উকীলের বাসায় উপস্থিত হোলেম। উকীল টেনান্টসাহেব বৃদ্ধলোক। তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কোল্লেম। পত্রখানি তাঁর হাতে দিলেম। একমনে অনেকক্ষণ ধোরে তিনি সেই পত্রখানি পাঠ কোল্লেন। বলা বাহুল্য, পত্রখানি অতিদীর্ঘ।

উকীলসাহেব সমাদরে আমারে বোস্‌তে বোল্লেন। আমি বোস্‌লেম। বিশেষ সমাদর কোরে তিনি আমারে বোল্লেন, "পত্রে আমি দেখ্‌লেম, তোমার নাম জোসেফ উইলমট। সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন তোমার গুণের কথা—তোমার সাধুতার কথা, এই পত্রে বিস্তর লিখেছেন। একটী বিশেষ গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়ে, তিনি তোমারে এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাসপাত্র তুমি, সুতরাং আমারও বিশ্বাসপাত্র। তুমি এখানে আস্‌বার দশদিন পূর্ব্বে তাঁর আর একখানি পত্র আমি পেয়েছি। সেই পত্রেই আমি জান্‌তে পেরেছি, রিডিংনগরের নির্জ্জনবাস পরিত্যাগ কোরে, তিনি এখন হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে প্রত্যাগমন কোরেছেন। জ্ঞানবানের মতই কার্য্য হয়েছে। বারম্বার তাঁরে আমি এই পরামর্শই দিয়েছিলেম। ভালই হয়েছে। এখন কোচ্চে এই পত্রের কথা। যে কাজে তুমি এসেছ, তাতে একটু দেরী হবে। তিনি আমারে সে বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান নিতে লিখেছেন। দুই একদিন দেরী হবে। দুই একদিন তুমি রাজধানীর উৎসব দেখে বেড়াও। যখন সময় হবে, আমি তোমারে লিখে পাঠাব। কোথায় তুমি থাক?"

যে হোটেলে আমি বাসা নিয়েছি, সেই হোটেলের নাম কোল্লেম।

"ওঃ! তবে ত ভালই হয়েছে। অতি নিকটেই সেই হোটেল। সংবাদ পাবামাত্রই তুমি আস্‌তে পার্‌বে। অনুসন্ধান কোর্ত্তে আমার বিস্তর দেরী হবে না, শীঘ্রই আমি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ঠাক্‌ কোচ্চি। এখন তুমি বিদায় হোতে পার।"

আমি দেখ্‌লেম, টেনান্টসাহেবটী বেশ ভদ্রলোক। যে কথাগুলি তিনি আমারে বোল্লেন, তাতে কিছুমাত্র কুটিলতার আভাস পাওয়া গেল না। সেদিন তিনি আমারে আর বেশী কথা বোল্‌বেন না, সেটীও বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম। আসন থেকে উঠ্‌লেম। বেরিয়ে এলেম না, আফিসঘরেই খানিকক্ষণ এদিক ওদিক বেড়াতে লাগ্‌লেম। যে কাজে এসেছি, শীঘ্র শীঘ্র সে কাজটা সমাধা হলো না, একটু ক্ষুণ্ণ হোলেম।

আমি ইতস্তত কোচ্চি দেখে, উকীলসাহেব তৎক্ষণাৎ বোল্লেন, "বুঝেছি তোমার মনের ভাব! দেখ উইলমট! কতকগুলি বিশেষ কথা আছে। এখনও পর্য্যন্ত তা তুমি জান না। অধৈর্য্য হয়ো না। দুই একদিন তোমাকে ধৈর্য্যধারণ কোরে থাক্‌তে

হবে। সার্ মাথুকে তুমি ভাল রকমেই জেনেছ। তিনি তাড়াতাড়ি কোন কাজ কোত্তে ভালবাসেন না। তাঁর কাজকর্ম্মের ধরণ অন্যপ্রকার। যাঁরা তাঁর প্রিয়পাত্র হোতে চান, তাঁর মতানুসারে চলাই তাঁদের উচিত।”

আমি সেলাম কোরে বিদায় হোলেম। রাস্তায় খানিকক্ষণ বেড়ালেম। কি করি, অনেকক্ষণ কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। একবার মনে কোল্লেম, গ্রেট রসেল ষ্ট্রীটে যাই। লানোভার কোথায় আছে, তার স্ত্রীকন্যা কেমন আছেন, একবার জেনে আসি। আবার ভাবলেম, যদি আমি আনাবেলের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করি, তাতে আর কোন ফল হবে না, কেবল লানোভারের রাগ বাড়ানো হবে! আমার উপর লানোভারের বিজাতীয় বিদ্বেষ—বিজাতীয় ঘৃণা! কেন জানি না, কিন্তু লানোভার আমার জাতশত্রু, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। আপাতত সে সংকল্প পরিত্যাগ কোল্লেম। আনাবেলের যাতে অপকার সম্ভাবনা, তেমন কাজে কিছুতেই আমার মতি হলো না।

হোটেলে ফিরে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা কথা মনে হলো। অনেকদিন অবধি ইচ্ছা ছিল, দেল্মরপ্রাসাদে একবার যাব। জুয়াচোর পাদ্রী দরচেষ্টারের বাসায় যে রেজিষ্টারী খাতার পাতাখানা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি, মল্গ্রেভকে সেইখানি দিয়ে আসবো। সেইটীই আমার ইচ্ছা। সঙ্গে কোরেও এনেছি। হোটেলে ফিরে গেলেম। ব্যাগের ভিতরেই ছিল, সেই পাতাখানি আমি বাহির কোরে নিলেম। আবার বেরুলেম। গাড়ীর অন্বেষণে যেতে লাগলেম। পথের ধারে একটা কাফী খাবার আড্ডা দেখলেম। সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। সেখানকার একজন লোককে গাড়ীর আড্ডার কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চি, অকস্মাৎ ঘরের একধার থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে এলো। সেই স্বর যেন অপর একজনের সঙ্গে কতরকম নূতন নূতন কথা কোচ্চে। কতই আলাতপালাত বোকছে। কে সে, দেখবার জন্য সেইদিকে আমি এগিয়ে গেলেম।—দেখলেম, ইঞ্চমেথ্লিনের সেই বৃদ্ধ দমিনী। একটী লোকের সঙ্গে বোসে দমিনী তখন মদ খাচ্ছিল। সঙ্গী লোকটীকে আমি চিনতে পাল্লেম না। সম্মুখে গিয়ে আমি উপস্থিত হোলেম। দমিনী হাসতে হাসতে আমার হাত ধোল্লে। কিন্তু যেন চিন্তে পাল্লে না, সেই ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কতরকমে কতলোকের নাম কোরে, বন্ধুলোকের কাছে আমার পরিচয় দিতে লাগলো! কত পরিবারের বংশবৃত্তান্ত আওড়াতে লাগলো! কখনও বলে, পোনেরো বৎসর পূর্ব্বে আমাকে দেখেছে! কখনও বলে, আমি বেলীসাহেবের ভাইপো! কখনও বলে, আউলহেডের বাড়ীর লোক! কখনও বলে, আর কিছু! মাঝে মাঝে হাসির হর্রা! রকম দেখে আমি বড় বিরক্ত হয়ে উঠলেম। বিরক্ত হয়েই বোল্লেম, “তুমি আমারে চিনতে পাচ্চো না? আমার নাম জোসেফ উইলমট।”

“হাঁ হাঁ,—ঠিক ঠিক!”—দমিনী চীৎকার কোরে বোলে উঠলো, “ঠিক ঠিক ঠিক!

এখন আমার মনে হয়েছে! ঐ নামটাই বটে! আমি পত্র লিখেছি! তুমি এমিলাইনকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে! সেই উকীল ডঙ্কনের সঙ্গে——না না, ডঙ্কন নয়, আমি ভুলে যাচ্ছি! সে হয় ত সার্ আলেক্জণ্ডর করন্দেল! এখনই আমার সে কথা মনে পোড়্‌বে! বোসো! আমদের সঙ্গে এক গেলাস মদ খাও! বাঃ! তোমার চেহারা ত বেশ হয়েছে! তুমি আর এখন উর্দ্দী পরো না?"

দমিনীর কথার বেশী আন্দোলনে পাঠকমহাশয়কে কেবল বিরক্ত করা হবেমাত্র। সে যে আমারে তখন কত কথাই বোল্লে, কতলোকের নাম কোল্লে, কত দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা আওড়ালে, কিছুই আমার ভাল লাগ্‌লো না। তাদের কাছে আমি কিছুই খেলেম না। দমিনীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি কেন লণ্ডনে এসেছ?"

"আঃ! ঠিক ঠিক ঠিক! সব কথা আমার মনে পোড়েছে! আমি একটা বিষয় পেয়েছি! সেই বিষয়ের বন্দোবস্ত কোত্তেই এখানে এসেছি!"

একটা কথার উত্তরে দমিনীর মুখে যেন ঝড় বয়ে গেল! বিরক্ত হয়ে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনের কর্ত্তা এখন কেমন আছেন?"

এ প্রশ্নের উত্তরেও দমিনী অনেকপ্রকার মাৎলামী কথা এনে ফেল্লে! কষ্টকষ্টে তার মুখে আমি জান্‌তে পাল্লেম, এমিলাইন বিনাচার এখন লেডী করন্দেল হয়েছেন। লেনক্স্ বিনাচার পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর হয়েছেন। সার্ আলেক্জণ্ডর করন্দেলের সঙ্গে তাঁদের সদ্ভাব জন্মেছে। সকলেই তাঁরা সুখে আছেন।

সেখানে আর বেশীক্ষণ থাক্‌লেম না। ব্যস্ত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পোড়্‌লেম। বেলা দুটোর পর একখানি গাড়ী ভাড়া কোরে, এন্‌ফিল্ড্ নগরে যাত্রা কোল্লেম। দেল্‌মর-প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হোলেম। ফটকের কাছে উপস্থিত হয়েই, আমি যেন অবসন্ন হয়ে পোড়্‌লেম। কত ভাবনাই যে তখন আমার মনে এলো, কতই পূর্ব্বকথা তখন স্মরণপথে আস্‌তে লাগ্‌লো, পাঠকমহাশয় হয় ত অনুভবেই তা বুঝতে পাচ্চেন। সেই প্রাসাদেই আমার প্রথম চাক্‌রী।—সেই প্রাসাদেই আমার প্রথম উর্দ্দী পরা।—সেই প্রাসাদেই দুরন্ত লানোভারের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা!—সেই প্রাসাদেই আমার বিপদের উদ্ধারকর্ত্তা দয়াময় দেল্‌মরের শোচনীয় গুপ্তহত্যা! সব কথাই আমার মনে এলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি কাঁদ্‌লেম! অনেকক্ষণের পর অশ্রুমার্জ্জন কোরে, ফটকের ঘণ্টা বাজালেম। মনে কোত্তে লাগ্‌লেম, সেই আমার প্রাচীন বন্ধু দ্বারপাল আমার সম্মুখে উপস্থিত হবে। সে আশা আমার বিফল হলো! একজন নূতন লোক এসে দরজা খুলে দিলে। অস্থিরভাবে তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি কতদিন এসেছ?—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এ কাজে যে ছিল, সে এখন কোথায় গেল?"

নূতন দরোয়ান উত্তর কোল্লে, "সে লোক অনেকদিন ছেড়ে গেছে। লর্ড একলেষ্টন্ যখন এই জমীদারীর অধিকারী হন, সেই সময়েই তিনি প্রায় সমস্ত সাবেক লোককে জবাব দিয়েছেন।"

"লর্ড একলেষ্টন?"—আমি চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লর্ড একলেষ্টন? কতদিন তিনি দেল্‌মরপ্রাসাদের অধিকারী হয়েছেন?"

"কেন?"—দরোয়ান জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেন? পাঁচ বৎসর তিনি এই বাড়ীর প্রভু। দেল্‌মরের মৃত্যুর পরেই তিনি সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হয়েছেন। যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তিনি লর্ড একলিষ্টন হয়েছেন কতদিন?—তার উত্তর ছোট।—সেটা কেবল সেদিনের কথা। সবেমাত্র তিন হপ্তা।"

চমকিত হয়ে আমি বোল্লেম, "এখন বুঝেছি। যাঁরে আমি অনারেবেল মল্‌গ্রেভ বোলে জান্‌তেম, তিনিই এখন লর্ড একলেষ্টন্।"

দরোয়ান বোল্লে, "ঐ কথাই ঠিক্! তুমি কি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চাও? যদি যাও, মাঞ্চেষ্টরদীঘীর নিকটে তিনি অবস্থান কোচ্চেন, সেখানেই দেখা পাবে।"

ঠিকানা শুনে দরোয়ানকে আমি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমি জান্‌তেম, লর্ড একলেষ্টনের বহুপরিবার। তাঁর মৃত্যুর পর সে সকল পরিবারের কি হয়েছে?"

"একটী পুত্র, সাত আটটী কন্যা। দুই বৎসর হলো, পুত্রটী মারা গিয়েছে। মান্যবর মল্‌গ্রেভ্ মৃত লর্ড একলেষ্টনের সহোদর ভ্রাতা। নিঃসন্তান ভ্রাতার মরণে মল্‌গ্রেভ এখন লর্ড উপাধি ধারণ কোরেছেন।"

একটু ইতস্তত কোরে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "দেল্‌মর মহোদয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে তুমি এ বাড়ীতে দেখেছ?"

"না—অনেকদিন দেখি নাই। আমার বোধ হয়, লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে তাঁর তাদৃশ সদ্ভাব নাই। লর্ডের পত্নীও সে ভগ্নীর নাম করেন না।"

অবশেষে অপরাপর চাকরদের কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাদের আমি দেখেছিলেম, তারা সব কে কোথায় গেল, জান্‌তে চাইলেম। দরোয়ান বোল্লে, "সে সব লোক এখানে কেহই নাই।"

আর তবে প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করায় কি ফল? সেখান থেকে আমি চোলে এলেম। যখন লণ্ডনে ফিরে এলেম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তখন আর মাঞ্চেষ্টরদীঘীর অন্বেষণে গেলেম না। পরদিন প্রাতঃকালে লর্ড একলেষ্টনের সঙ্গে দেখা কোত্তে বেরুলেম। ঠিকানা ধোরে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম। দরোয়ান বোল্লে, "এত সকাল সকাল তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। তা আচ্ছা, আপনার নাম লিখে দিন, লর্ড যা বলেন, তাই হবে।"

আমি বোল্লেম, "তা আচ্ছা, তুমি গিয়ে বল, কোন একটী বিশেষ প্রয়োজনে জোসেফ উইলমট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চায়।"

সংবাদ পৌঁছিল। একটু পরেই দরোয়ান আমারে সঙ্গে কোরে নূতন বাড়ীর একটী প্রশস্ত গৃহমধ্যে নিয়ে গেল। লর্ড একলেষ্টন আর লেডী একলেষ্টন উভয়েই সেখানে খানা খেতে বোসেছেন। আমি গিয়ে সেলাম কোল্লেম।—দেখ্‌লেম, তাঁদের উভয়েরই

শোকসূচক কৃষ্ণবসন পরিধান। লর্ড এক্লেষ্টন আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চাও ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ মহাশয়! দৈবগতিকে আমি একখানি দলীল কুড়িয়ে পেয়েছি। নিশ্চয় বুঝেছি, সেখানি আপনার দরকারী দলীল। সেই জন্যই আপনাকে দিতে এসেছি। আপ্নি আমারে চিন্‌তে পাচ্ছেন না ?"

"হাঁ হাঁ; আমার মনে হোচ্চে, তোমার নাম জোসেফ উইলমট। আমি তোমারে দেল্‌মর্‌প্রাসাদে দেখেছি। কিন্তু সেই দলীলখানা—"

"এই দেখুন্!"—রেজিষ্টরির সেই পাতাখানি পকেট থেকে বাহির কোরে, তাঁর সম্মুখে রেখে, আমি বোল্লেম, "এই দেখুন্! এই সেই দলীল!"

লর্ডদম্পতীর রসনা থেকে সে সময় কি রকম অস্ফুট বাক্য নির্গত হলো, কখনই সে ভাব আমি ভুলে যাব না! নির্নিমেষলোচনে তারা দুজনেই আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। যথার্থই আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। কি ভয়ানক কুকর্ম্মই আমি যেন কোল্লেম, তাঁদের চাউনি দেখে সেই ভয়ে আমার গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো! লেডী এক্লেষ্টন্ হঠাৎ যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন! হস্ত পেষণ কোরে আপ্‌না আপ্‌নি কি বোলে উঠ্‌লেন, একটী বর্ণও আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না!

পত্নীকে সম্বোধন কোরে একটু তীব্রস্বরে লর্ড এক্লেষ্টন্ বোল্লেন, "ক্লারা!" নামটীমাত্র উচ্চারণ কোরেই যেন, কতই ক্রোধে অনিমেষলোচনে পত্নীর প্রতি কটাক্ষপাত কোল্লেন। ক্লারাও সাম্‌লে গেলেন। কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত তীব্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌লেন!

একটু যেন সদয়ভাবে লর্ড আমারে বোল্লেন, "বোসো জোসেফ উইলমট! এ দলীল তোমার হাতে কেমন কোরে এলো ? ঠিক ঠিক আমার কাছে বলো!"

কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়েই আমি উত্তর কোল্লেম, "দৈবঘটনায় দর্‌চেষ্টার নামে একজন লোকের সঙ্গে আমার—"

উচ্চকণ্ঠে লর্ড এক্লেষ্টন্ বোলে উঠ্‌লেন, "ওঃ! সেই নরাধম!—আচ্ছা আচ্ছা, বোলে যাও! কোথায় দেখা হয়েছিল ? কতদিনের কথা ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "প্রায় একবৎসর হলো, ওর্লেডহাম নগরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। পাদ্‌রী দর্‌চেষ্টার আমার অনেকগুলি টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে!—জুয়াচুরী কোরে পালিয়েছে! তার কাছে যে সব কাগজপত্র ছিল, পলায়নের সময় সেসব ছিঁড়ে ফেলেছে!—পুড়িয়ে ফেলেছে! এই দলীলখানা নষ্ট কোত্তে পারে নি! তার ঘরেই আমি কুড়িয়ে পেয়েছি! ভুলেই হয় ত ফেলে গেছে!"

"কেবল এই কাজের জন্যই কি তুমি আমার কাছে এসেছ ?"

লর্ডবাহাদুরের এই প্রশ্নে অনেক ভেবে চিন্তে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ! কেবল এই কাজের জন্যই আমার আসা।"

ক্ষণকাল একটু শান্তদৃষ্টিতে আমার মুখপানে চেয়ে, লেডী একলেষ্টন্ মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে তুমি এখন সুখে আছ? কাজকর্ম্ম বেশ চোল্‌ছে? আর তোমার কোন অসুবিধা নাই?"—এই তিনটী প্রশ্ন কোরেই তৎক্ষণাৎ অমনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কাছে একটী কুকুরছানা শুয়ে ছিল, তাই নিয়ে খেলা কোত্তে লাগ্‌লেন।

ধন্যবাদ দিয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "আপাতত আমার কোন অসুবিধা নাই। আমি একরকম সুখেই আছি।"—উত্তর দিয়েই উভয়কে আমি অভিবাদন কোল্লেম। আসন থেকে আমি উঠে দাঁড়ালেম। বেরিয়ে যাবার জন্য দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছি, লর্ড বাহাদুর ডাক্‌লেন। আবার আমি ফিরে গেলেম। তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি এখন কোথায় থাক? কি কাজ কর?"

সসম্ভ্রমে আমি উত্তর কোল্লেম, "আমি এখন হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে থাকি। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কাছে চাক্‌রী করি। কোন একটী বিশেষ কাজের জন্য তিনি আমারে লণ্ডনে প্রেরণ কোরেছেন। সেই কাজের অনুরোধে বোধ করি, কিছু দিন আমারে লণ্ডনেই থাক্‌তে হবে।"

লর্ডবাহাদুর আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তুমি এখন যাঁর নাম কোল্লে, ঘটনাক্রমে তাঁর কাজটী যদি তুমি ছেড়ে দাও, আমাকে সংবাদ দিও! তুমি আমার বিশেষ উপকার কোরেছ। ঐ দলীলখানি পেয়ে আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে। আমা হোতে যদি তোমার কিছু উপকার হয়, সে পক্ষে আমি অমনোযোগী থাক্‌বো না। এখন এই আশু কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তুমি—"

কথাগুলি বোল্‌তে বোল্‌তেই তিনি আমার জন্য কিছু টাকা বাহির কোল্লেন। বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "না মহাশয়! যে যৎকিঞ্চিৎ উপকার আমি কোরেছি, তাতে আমার কিছুমাত্র খরচ হয় নাই! টাকা পুরস্কার আমি নিতে পারি না!"—এই রকম উত্তর দিয়েই, সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে, ত্বরিতপদে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে পোড়্‌লেম। দরজা বন্ধ কর্‌বার সময় আবার আমি ঘরের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, লেডী একলেষ্টন্ পূর্ব্ববৎ চমকিতনয়নেই আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন! সে দৃষ্টিপাতের নিগূঢ় তাৎপর্য্য আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। বাড়ী থেকে বেরুলেম। উভয়েই তাঁরা কেন বারবার সে রকমে চোম্‌কে চোম্‌কে আমার দিকে চাইলেন, রাস্তায় বেরিয়েও সে সংশয় আমার দূর হলো না। অবশ্যই কিছু নিগূঢ় তাৎপর্য্য ছিল। সে তাৎপর্য্য আমার বিবেচনা-পথের অগম্য। কেন জানি না, আমার চিত্ত যেন অস্থির হলো। নগরের পথে ক্ষণকাল পরিভ্রমণ কোল্লেম। চিত্রশালা দেখ্‌লেম,—জাদুঘর দেখ্‌লেম। বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত নানাস্থান দেখে দেখে বেড়ালেম। সংশয়ভাবটা কতক যেন ঘুচে গেল। হোটেলে ফিরে গেলেম।—গিয়েই দেখ্‌লেম, উকীল টেনাণ্টসাহেবের এক চিঠী এসেছে। পরদিন বেলা এগারোটার সময় তিনি আমারে তাঁর কাছে যেতে লিখেছেন।

হোটেলেই নিশাযাপন কোল্লেম। প্রভাতে ঠিক একাদশ ঘটিকার সময় উকীলের

সঙ্গে দেখা কোত্তে গেলেম। ঠিক সময়েই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো। গম্ভীরবদনে তিনি আমারে বোল্লেন, "প্রথম দিন যে কথা আমি তোমারে বোল্‌তে পারি নাই, আজ তার কতক কতক তোমারে আমি বোল্‌ছি। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের মেজাজ তুমি জান। তাঁর মতের বিরোধে কোন কাজ কোল্লেই তিনি চোটে যান।—লোকে সচরাচর যে রকমে কাজ করে, তিনি সে রকম প্রণালী ভালবাসেন না। তাঁর কাজ-কর্ম্মের ধরণ বিভিন্ন প্রকার। তা যাই হোক্, সে কথায় আমার দরকার নাই, তিনি আমার বহুদিনের মক্কেল। আমার প্রতি তাঁর অকপট বিশ্বাস। তাঁর গুণেও আমি বাধ্য আছি। তাঁর মতানুসারে কাজ করাই আমার উচিত। দেখ উইলমট! অবশ্যই তুমি জেনেছ, অনেকদিনের পর—অনেক দিনের পরিত্যক্ত কন্যাটীর উপর তাঁর দয়া হয়েছে। যে পত্র তুমি এনেছ, সেই পত্রের একস্থানে লেখা আছে, কোন না কোন প্রকারে তুমিই তাঁর মতি ফিরিয়েছ। সদয়ভাবে কন্যাকে বাড়ীতে গ্রহণ করবার অগ্রে তিনি এইটী জান্‌তে চান যে, কন্যার চরিত্রচর্য্যা এখন কেমন। লোকে তাঁরে নিন্দা করে কি ভাল বলে। বাস্তবিক তিনি নিষ্কলঙ্ক আছেন কি না? পরিত্যক্ত কন্যাকে পুনর্গ্রহণ কোল্লে তাঁর নিজের মানসম্ভ্রমের কিছু লাঘব হবে কি না? এই বিষয়ে তিনি আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান কোত্তে লিখেছেন। আমি জান্‌তে পেরেছি, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কন্যা বাস্তবিক যেন কলঙ্কের পথেই দাঁড়িয়েছেন! বড়ই সঙ্কটে পোড়েছেন! আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতেম, কিন্তু বিবেচনা কোল্লেম, যে জন্যে তোমার আসা, যাঁর সঙ্গে দেখা করা তোমার দরকার,—হাঁ হাঁ,—সার্ মাথু আমারে লিখেছেন, সেই কন্যা যদি কষ্টে পোড়ে থাকেন, তাঁরে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করা হয়।"

ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপ্‌নি তবে অনুসন্ধান নিয়েছেন? সে অনুসন্ধানের ফল—"

প্রফুল্লবদনে উকীলসাহেব বোল্লেন, "ফল অবশ্যই সন্তোষকর।—বিশেষরূপেই সন্তোষকর। সেই অভাগিনীর এখন যে স্বামী হয়েছে, সেটা একটা জানোয়ার! সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন তারে দেখ্‌লে ভারী চোটে যাবেন। আপাততঃ এক সুবিধা এই যে, সে লোকটা এখন দেশে নাই। কি একটা বিশেষ কাজের মৎলবে ভিন্নদেশে চোলে গেছে। ফিরে আস্‌বারও দেরী আছে। এই অবকাশে তুমি তার স্ত্রীকে সঙ্গে কোরে হেসেল্‌টাইন-প্রাসাদে নিয়ে যেতে পার। তার স্বামী সঙ্গে যেতে পারবে না, এটাও এক প্রকার শুভগ্রহ। মঙ্গলের কথা! কন্যা যখন সর্ব্বসংশয় দূর কোরে, পিতৃস্নেহের অধিকারিণী হবেন, তখন যদি সে লোকটা উপস্থিত হয়, সামঞ্জস্য হোলেও হোতে পারে।"

পূর্ব্ববৎ আগ্রহে আমি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সেই হতভাগিনীর এখন কটী ছেলে? তিনি কি তাদের সঙ্গে কোরেই নিয়ে যাবেন?—আমারও ইচ্ছা, সেই সকল ছেলেরা তাদের মাতামহকে দেখ্‌তে যায়। আপ্‌নার পত্রে সার্ মাথু কি সে প্রকারের কোন উপদেশ দিয়েছেন? আমি কি তাদের সকলকেই নিয়ে যেতে পারি?"

উকীল উত্তর কোল্লেন, "কল্য আমি যতদূর শুনেছি, তাতে কোরে জেনেছি, সেই অভাগিনীর কেবল একটীমাত্র কন্যা এখন বেঁচে আছে। বোধ করি, আরও ছিল। কিন্তু সে পরিবারের বিশেষ খবর কিছুই আমি রাখি না। কেবল সময়ে সময়ে তাঁদের নাম আমার কাণে এসেছে, এইমাত্র। লণ্ডনেই তাঁরা আছেন, কেবল এই পর্য্যন্তই আমি জানি। মাঝে মাঝে সে কথাও আমি সার্ মাথুকে লিখেছি;—ভাল অভিপ্রায়েই লিখেছি। অভাগিনী কন্যাটী যাতে তাঁর স্মরণপথ থেকে এককালে দূরীভূত না হয়, মাঝে মাঝে যাতে মনে পড়ে, সেই ইচ্ছাতেই আমার ঐ রকম লেখা। এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সেই রকমে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, আমি ভালই কোরেছি। ঈশ্বর-ইচ্ছায় আমার ইষ্টসিদ্ধির উপায় হয়েছে।—কেবল উপায়মাত্র নয়, সময়ও হয়েছে।"

"আপ্‌নি তবে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন নাই?"

উকীল এই সময় একবার ঘড়ী দেখ্‌লেন। আমার ঐ নূতন প্রশ্নে গম্ভীরবদনে উত্তর দিলেন, "এখনো পর্য্যন্ত দেখি নাই। কিন্তু মুহুর্মুহু আমি প্রতীক্ষা কোচ্ছি, এখনই হয় ত তাঁরা এখানে আস্‌বেন। কল্য সন্ধ্যার সময় তাঁদের আমি লিখেছি, আজ বেলা সাড়ে এগারোটার সময় তাঁরা যেন অনুগ্রহ কোরে একবার আমার সঙ্গে দেখা করেন। দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন, সেই চিঠীতে এ কথাও আমি লিখেছি। আমার অনুসন্ধানের কার্য্য শেষ হয়েছে। ভাল রকমেই আমি জেনেছি, তাঁদের চরিত্রে কোন রকম দোষ পড়ে নাই। যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, সেই হতভাগা লোকটা যা ইচ্ছা তাই হোক্, কিন্তু দেশের লোকে সেই হতভাগিনীকে চির-নিষ্কলঙ্ক বোলেই জানেন। তাঁর সুন্দরী কন্যাটীকেও সকলে ভালবাসেন।"

"তাঁদের নাম?"—মহাকৌতূহলে উকীলসাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তাঁদের নাম?—কি নাম মহাশয়?"

উকীল উত্তর কোল্লেন, "নাম?—ওঃ! ঠিক সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের মত। আমার অনুসন্ধানের ফল যদি অপ্রীতিকর হতো, তা হোলে কখনই আমি সে সব নাম মুখেও আন্‌তেম না।"—এই পর্য্যন্ত বোলে, মৃদুহাস্য কোরে তিনি আবার বোল্লেন, "দেখ উইলমট! তোমার বুদ্ধি বড় চমৎকার! চরিত্রেরও পরিচয় পেয়েছি, সাক্ষাতেও পেলেম। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন তোমার প্রতি এই ভার সমর্পণ কোরে, যথার্থই সুবিবেচকের কাজ কোরেছেন। দেখ, তাঁরা এখনই এখানে আস্‌বেন,—নিঃসন্দেহই আস্‌বেন। তুমি তাঁদের দেখ্‌বে। যে জন্য তুমি এসেছ,—যা তোমার বল্‌বার আছে, তাঁদের সাক্ষাতেই তা তুমি প্রকাশ কোরো। সেটা তোমারিই কাজ। প্রথমে আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করি নাই। যে পত্র কাল সন্ধ্যাকালে পাঠিয়েছি, তাতেও আমি এ সব কথা কিছু লিখি নাই।"

কথার দিকে কাণ আছে, তথাপি নূতন কৌতূহলে আমি যেন তখন একটু অন্যমনস্ক। ব্যগ্রভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তাঁদের নাম?"

হয়েছিল। লানোভার আমার উপর বিষম দৌরাত্ম্য কোরেছে। কিন্তু সে সব কথা আমি আপনাকে বোল্‌বো না। লানোভার বলে, সে আমার মামা হয়। আমি ত কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করি না। কখনই না। আপনি কি তারে দেখেছেন?"

"তিন চারবার দেখেছি। সে লোকটা যখন কষ্টে পড়ে,—তার যখন ভারী দুরবস্থা, তখন সে এক একবার আমার কাছে আস্‌তো। অর্থসাহায্যের জন্য সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে পত্র লিখ্‌তে অনুরোধ জানাতো। পূর্ব্বে তার অনেক টাকা ছিল। সে একজন ব্যাঙ্কের কর্ত্তা ছিল। সে কথা তুমি জান?"

"জানি মহাশয়!"—চঞ্চলভাবেই আমি উত্তর কোল্লেম, "জানি মহাশয়! সে কথা আমি শুনেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের এমন সুন্দরী কন্যার সঙ্গে কেমন কোরে সেই রাক্ষসটার বিবাহ হয়েছিল?"

উকীল উত্তর কোল্লেন, "বিবাহ হয়েছে, সেটা এক রকম ভালর দিকেই ধোরে নিতে হবে। বিবাহ না হোলে মানসম্ভ্রম নষ্ট হতো, কলঙ্কের সীমাপরিসীমা থাক্‌তো না! বিবাহ হওয়াটা একরকম ভালই হয়েছে। আনাবেলের জননী নিতান্ত দায়ে ঠেকেই সেই পাপাত্মা নরাধমকে পতি বোলে স্বীকার কোরেছেন। প্রথম বিবাহের একবৎসর পরেই বেণ্টিঙ্কের মৃত্যু হয়। বিধবা বেণ্টিঙ্কের কোলে তখন দুটী যমজকুমারী। সে দুটী তখন অত্যন্ত শিশু। সেই দুঃখের সংবাদ পেয়ে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন পঞ্চাশটী পাউণ্ড সাহায্য প্রেরণ করেন। লিখে পাঠান, আর তিনি কিছুমাত্র সাহায্য কোর্‌বেন না। বেণ্টিঙ্কের পীড়ার সময় অনেক টাকা দেনা। পিতার সেই যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যে ধর্ম্মশীলা মহিলা পতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন। সেই কাজেই সমস্ত টাকা ফুরিয়ে যায়। অভাগিনীর বয়স তখন কুড়ী বৎসরমাত্র। বড়ই কষ্টে পোড়্‌লেন। পিতা পরিত্যাগ কোরেছেন, সংসারের ভালমন্দ কিছুই তখন তিনি জান্‌তেন না, ভেবে ভেবে তাঁর শক্ত পীড়া জন্মালো। অথচ নিজহস্তে পরিশ্রম কোরে দিন গুজরাণ কোত্তে লাগ্‌লেন। বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। পূর্ব্বে আমি কিছুই জান্‌তেম না, এখন জান্‌তে পেরেছি, সেই দুরবস্থার সময় তাঁর যা যা ঘোটেছিল, সে সব কথা স্মরণ কোল্লেও পাষাণহৃদয়ে দয়া আসে। পরমেশ্বর জানেন, কত কষ্টই তিনি সহ্য কোরেছেন। তখন যদি আমার সঙ্গে জানাশুনা থাক্‌তো, তা হোলে অবশ্যই আমি তাঁর যথাসাধ্য উপকার কোত্তেম। নিশ্চয় জেনো, কখনই তাঁর বন্ধুর অভাব থাক্‌তো না। সামান্য সামান্য সূচিকার্য্যের উপর নির্ভর কোরে, অভাগিনী আপনার জীবিকা অর্জ্জন কোরেছেন। দুটী শিশুকন্যাকে প্রতিপালন কোরেছেন। কন্যাদুটীর লালনপালনেই তাঁর বেশী সময় অতিবাহিত হতো। দুরবস্থার একশেষ! সকলদিন আহার জুট্‌তো না! মায়ের চক্ষের উপর মেয়েদুটী না খেয়ে মারা যাবে, মায়ের প্রাণে সে যন্ত্রণা কখনও কি সহ্য হোতে পারে? অনন্ত দুরবস্থা! দৈবগতিকে একদিন তিনি লানোভারের চক্ষে পড়েন!—লানোভার তখন একটা প্রধান ব্যাঙ্কের অংশীদার।—প্রবল প্রতাপ তখন!

টাকার লোভ দেখিয়ে দুঃখিনীকে হাতে আন্‌তে চায়। তেজস্বিনী ঘৃণাপূর্ব্বক তারে অগ্রাহ্য করেন। তিনি তখন বলেন, অনাহারে কন্যাদুটী নিয়ে মোরে যাই; তাও ভাল, তথাপি টাকার লোভে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব না। লানোভার দেখ্‌লে বেগতিক। রূপ দেখে একান্ত মোহিত হয়ে পোড়েছিল,—যেন পাগলের মত হয়েছিল, বিবাহের প্রস্তাব কোল্লে। বুদ্ধিমতী তখন ভাব্‌লেন, কুলকলঙ্কিনী হওয়া অপেক্ষা তাদৃশ দুষ্ট লোকটাকে বিবাহ করাই ভাল। লানোভার তখন আবার আর একটা কায়দা খোল্লে। স্বীকার করালে, বিবাহের পর লানোভারের নামেই মেয়েদুটীর নামকরণ হবে। সকলেই জান্‌বে, লানোভারের কন্যা। দায়ে পোড়্‌লে সকলই সম্ভবে, সেই কথাই স্থির হলো। লানোভারের মুখেই এ কথা আমি শুনেছি।”

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “বিবাহের সঙ্গে মেয়েদুটীর ও রকম সম্পর্ক জড়ানো কেন হলো? লানোভার সে কথা আপনাকে কিছু বোলেছিল?”

“তা সে বলে নাই। তার মৎলব কি ছিল, সে কথা আমিও জিজ্ঞাসা করি নাই। হয় ত সে ভেবেছিল, পরম সুন্দরী কন্যাদুটী। সেই কন্যার পিতা বোলে লোকে তারে জান্‌বে, সে অম্‌নি মহাগর্ব্বে ফুলে উঠ্‌বে, সেইটীই তার অভিপ্রায়। আরও হয় ত সে ভেবেছিল, মেয়েদুটীর সঙ্গে ঐ রকম সম্বন্ধ যদি না বাঁধে, তা হোলে লোকে হয় ত বিবেচনা কোর্‌বে, কন্যাদের জননী হয় ত কোন লোকের উপপত্নী ছিল, কন্যারা জারজ! জারজকন্যার মাতাকে বিবাহ করা সে হয় ত অপমান মনে কোরেছিল!—তখন তার হাতে টাকা ছিল কি না, ও রকম মনের ভাবটা হওয়াও বিচিত্র ছিল না। সেই জন্যই হয় ত মেয়েদের বাবা হবার সাধ হয়েছিল! তাই জন্যই সম্পর্ক বাঁধাবাঁধি। এখন এসো! চল আমরা তাঁদের কাছে ফিরে যাই।”

আমরা উভয়ে আবার আফিসঘরে প্রবেশ কোল্লেম। গিয়ে দেখ্‌লেম, জননীর পাশে আনাবেল বোসে আছেন। জননীর হাতের উপর হাতখানি রয়েছে। জননীর মুখের দিকে সজলনয়নে আনাবেল চেয়ে রয়েছেন। আমরা যতক্ষণ সেখানে ছিলেম না, ততক্ষণ তাঁরা যেন কতই দুঃখের কথা বলাবলি কোরেছেন। উভয়েরই নয়নে বদনে ঠিক সেই রকম করুণভাবের সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রতীয়মান।

আমার কাঁধের উপর হাত দিয়ে, টেনাণ্টসাহেব আনাবেলের জননীকে বোল্লেন, “এই সুশীল বালক এই শুভসংবাদ এনেছেন। এই বালকের দ্বারাই এই গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হলো। একটীর পর আর একটী। একটী ভাল কাজ কোরে এই বালক আপনার পিতার বিশ্বাসপাত্র হয়েছেন। বহুদিনের কঠিনহৃদয়ে দয়ার সঞ্চার কোরে দিয়েছেন।”

আনাবেলের জননী সস্নেহে আমার হস্তধারণ কোরে, গদ্গদবচনে বোল্লেন, “প্রিয়তম জোসেফ! তোমার সততার কথা এ জীবনে আমি ভুল্‌বো না। আজ অবধি আমি তোমারে পেটের ছেলের মত স্নেহ কোর্‌বো।”—এই কথা বোলেই তিনি আমার শিরশ্চুম্বন কোল্লেন।

আনন্দাশ্রুধারে আমার গণ্ডস্থল প্লাবিত হলো। সজলনয়নে আনাবেলও আমার হাত ধোল্লেন। সজলনয়নে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আনাবেল আমার মুখপানে চাইলেন। ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের বাড়ীতে যে বিশুদ্ধ প্রেমভাব তিনি দেখিয়ে এসেছিলেন, সেই সুন্দরবদনে সুন্দর নয়নে সেই সুন্দরভাব আবার সমুদ্দীপ্ত হলো। কিন্তু মুখে একটীও কথা ফুট্‌লো না। আমার হৃদয়ও পবিত্র প্রেমভাবে পরিপূর্ণ! কালিন্দীর কথা একেবারেই ভুলে গেলেম! সত্য কথা গোপন কোর্‌বো কেন, কালিন্দীর গর্ভপ্রসূত সেই শিশুসন্তানটীর কথাও যেন ক্ষণকালের জন্য আমার স্মৃতিপথ থেকে সোরে গেল!

অনেকক্ষণ চুপ্‌ কোরে থেকে, বিবি লানোভার উকীলকে সম্বোধন কোরে ধীরে ধীরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আপ্‌নি যখন জোসেফকে নিয়ে এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, যে আধঘণ্টাকাল ছুটীতে আমরা এখানে বোসে থাক্‌লেম, সেই সময়ের মধ্যে আমার কন্যাকে আমি অনেক কথা বোলেছি। আনাবেল এখন মাতামহের পরিচয় পেয়েছে। কোন্‌ বংশে আমার জন্ম, এতদিনের পর আনাবেল এখন সে কথা জান্‌তে পাল্লে। এতদিন আমি আমার এই স্নেহময়ী কন্যার কাছে সে সব কথা গোপন রেখেছিলেম। গোপন রাখ্‌বার অনেক কারণ ছিল। আমি কে, কেন আমি চিরদুঃখিনী,—পিতা কেন আমারে পরিত্যাগ কোরেছেন,—কেন আমি দুরবস্থার দাসী, সে সব দুঃখের কথা জানিয়ে, কন্যাকে আমার দুঃখের ভাগিনী করা আমার ইচ্ছা ছিল না। অন্তরের বেদনা অন্তরেই চেপে রেখেছিলেম। এখন আনাবেল সব কথা জান্‌তে পাল্লে।

উকীলকে এই সব কথা বোলে, সজলনয়নে আমার দিকে ফিরে, বিবি লানোভার পুনর্ব্বার মধুরবচনে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন। বিশুদ্ধ করুণারসে আমার হৃদয় তখন পরিপূর্ণ!

আনাবেলের জননী!—সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইনের কন্যা!—পূর্ব্বাপর কত কথাই যে আমার মনে পোড়্‌লো, সে সব কথা পাঠকমাহাশয়ের বোধ হয় অজ্ঞাত নাই। আনাবেলের জননীয়ও অজ্ঞাত থাক্‌লো না। তাঁরে সম্বোধন কোরে আমি বোল্লেম, সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন পৈতৃক ভদ্রাসনে ফিরে এসেছেন। তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর কন্যা-দৌহিত্রীকে আমি নিতে এসেছি। অবিলম্বেই তাঁরা হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে পরমসুখের অধিকারিণী হবেন।—মাতাদুহিতা অস্ফুটধ্বনিতে পুনঃপুন হর্ষপ্রকাশ কোল্লেন। তাঁদের মুখ দেখে অন্তরে অন্তরে আমি প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লেম। খানিকক্ষণ সেইখানে থেকে, উকীলের অনুমতি নিয়ে, সেখান থেকে আমরা বিদায় হোলেম। গ্রেট রসেলষ্ট্রীটে চোল্লেম। সঙ্গে সঙ্গে আনাবেলের জননী আর আনাবেল। লানোভার দেশে ছিল না। কোথায় গিয়েছে, তার পত্নী সে কথা জানেন না। কখন কোথায় যায়, বাড়ীতে কিছুই বোলে যায় না,—এই তার অভ্যাস।

লানোভারের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে চিরকাল সানন্দে আমি আনাবেলের সঙ্গে বিশ্রম্ভ আলাপ কোল্লেম। "নূতন উল্লাসের সময় যে সব কথা বোল্‌তে বাকী ছিল, উভয়ের

কাছেই আমি সেই সব গুপ্ত ভাণ্ডার খুলে দিলেম। এমিলিয়া লেস্লীকে তাঁর মামার কাছে এনে মিলিয়ে দিয়েছি, সে কথাও বোল্লেম। এমিলিয়ার সম্বন্ধে যে মহাবিপদ ঘোটেছিল, অনেক বিবেচনা কোরে, সে কথাগুলি প্রকাশ কোল্লেম না। তাঁরা উভয়েই ব্যগ্রভাবে আমারে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্লেন, ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের বাড়ী পরিত্যাগ করবার পর কোথায় কোথায় আমি গিয়েছি,—কোথায় কোথায় বেড়িয়েছি,—কি কি ঘোটেছে, কি গতিকেই বা সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের সঙ্গে আমার দেখা হয় ?—আমি সব কথার উত্তর দিলেম। যে কথাগুলি বল্‌বার নয়, কেবল সেইগুলিই মনে মনে চেপে রাখ্‌লেম। পাঠকমহাশয় হয় ত বুঝ্‌তে পাল্লেন, লেডী কালিন্দীর নাম পর্য্যন্ত আমি মুখে আনি নাই। লানোভার আমারে আনাবেলের লোভ দেখিয়ে, ভুলিয়ে এনে অন্ধকূপে কয়েদ কোরেছিল, কুলীজাহাজে চালান কোরেছিল, সে কথাগুলিও গোপন রাখ্‌লেম। কেন রাখ্‌লেম, তাও বলি। লানোভার নিজেও সে সব কথা পত্নীর কাছে প্রকাশ করে নি। তাঁরা সে বিষয়ের কিছুই জানেন না। পার্থশায়ারে লানোভারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সেটুকু গোপন রাখ্‌লেম না।

সেদিন সেইখানেই আমি আহারাদি কোল্লেম। পরদিন প্রাতঃকালেই হেসেল্‌টাইন প্রাসাদে যাত্রা করা হবে, অবধারিত হলো।

রাত্রি দশটার সময় তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে, আমি হোটেলে ফিরে এলেম। রাত্রে আমার মনে নানাপ্রকার চিন্তার উদয়। আনাবেলকে আমি দেখ্‌লেম। আনাবেলের সঙ্গে এক গাড়ীতে আমি হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে যাব। আনাবেলের সঙ্গে একবাড়ীতেই আমি বাস কোর্‌বো। আনাবেলের জননী প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হবেন। আমার দশা হবে কি ? সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কাছে আমি চাক্‌রী করি। আমার মাতাপিতার পরিচয় নাই। তত বড় লোকের দৌহিত্রীর সঙ্গে আমার বিবাহ হবে !—হায় হায় ! সে কথাটা ত একেবারেই অসম্ভব ! আশা করাই অসম্ভব ! সার্ মাথু বংশগৌরবে যেপ্রকার মহাগর্ব্বিত, তাতে যে তিনি একজন চাকরের সঙ্গে দৌহিত্রীর বিবাহ দিবেন, এটা মনে করাই ত পাগলের খেয়াল ! তাতে আবার ঐ রকম কারণেই তিনি জ্বোলেপুড়ে রয়েছেন ! ঐ রকমের তিনটী ঘটনা ! ঐ রকম বিবাহের অছিলাতেই ভগ্নীর পলায়ন,—কন্যার পলায়ন,—ভাগ্নীর পলায়ন ! আনাবেলকে নিয়েও কি তাই হবে ? আশা আমার ডুবে গেল ! ডোবে ডোবে আবার ভেসে উঠে ! আমার উপর সার্ মাথু সুপ্রসন্ন।—হোতেও পারে ! আনাবেলের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়, সদয় হয়ে তিনি হয় ত সম্মতি দান কোল্লেও কোত্তে পারেন।

আশা আমারে সুখীও কোল্লে, ভাবিয়েও দিলে ! সার্ মাথু বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে যদি নাও হয়, তিনি যখন ইহসংসার পরিত্যাগ কোরে চোলে যাবেন, তখন ত আমি নির্ব্বিঘ্নে আনাবেলকে পেতে পারি। কিন্তু তাই বা কি কোরে ভাবি ? সে আশা-কেই বা কি বোলে হৃদয়ে স্থান দিই ? সার্ মাথু হয় ত অনেক দিন বেঁচে থাক্‌তে

পারেন। ততদিনের মধ্যে হয় ত তিনি একজন বড়লোকের সঙ্গে দৌহিত্রীর পরিণয়-কার্য্য সমাধা কোরে যেতে পারেন! তা হোলে ত আমার সকল আশা ফুরিয়ে যাবে! কিন্তু হাঁ, আনাবেল কি অপর লোককে বিবাহ কোত্তে রাজী হবেন? আনাবেলের বদনে যেরকম মধুর প্রেমভাব আমি দেখ্‌তে পাই, তাতে ত সে সন্দেহ একবারও আসে না। কেনই বা না আসে? আনাবেল কি মাতামহের অবাধ্য হবেন? যদি হন,—উঃ! মনে কোত্তেও গা কাঁপে!—অপরকে বিবাহ কোত্তে আনাবেল যদি সম্মত না হন, পরিণামটা কি দাঁড়াবে? উঃ! ভয়ানক!—ভয়ানক!—ভয়ানক পরিণাম! আনাবেলের জননী কি আমার হাতে আনাবেলকে সমর্পণ কোত্তে রাজী হবেন না? সেটা আবার আর একরকম আশা! আশাকে কোলে কোরে, উল্লাসে সংশয়ে থেকে থেকে, আমি বিমোহিত হয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার চক্ষের সম্মুখে যেন একটী নারীমূর্ত্তি উঠে দাঁড়ালো! হাঁ নারীমূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তির কোলে যেন কি আছে! কালিন্দী আর আমার ছেলে! ওঃ! সাংঘাতিক!—সাংঘাতিক প্রেম! কি কুক্ষণেই কালিন্দী আমারে ভালবেসেছিল! কালিন্দীর ভালবাসায় আমার জীবন-আশা ডুবে গেল! আমি হতাশ হয়ে পোড়্‌লেম। চক্ষের জলে মাথার বালিশ ভিজে গেল!

রাত্রি ছুটোর পর একটু নিদ্রা হয়েছিল, সে নিদ্রা ভোরেই ভঙ্গ হলো। বিদায়ের আয়োজন কোরে, হোটেলের যা কিছু দেনা, হিসাবমত পরিশোধ কোরে দিলেম। শীঘ্র শীঘ্র যৎকিঞ্চিৎ আহার কোল্লেম। শীঘ্র শীঘ্র গ্রেট্‌রসেলষ্ট্রীটে চোল্লেম। গাড়ী প্রস্তুত হলো। আনাবেল ও আনাবেলের জননী গাড়ীতে আরোহণ কোল্লেন, আমিও আরোহণ কোল্লেম। গাড়ীতে যেতে যেতে আমার অন্তরে যে কতপ্রকার ভাবের উদয় হোতে লাগ্‌লো, সে সব কথা প্রকাশ কোরে বোল্‌তে গেলে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে উঠে। সে সব কথা আমার মনেই থাক্‌লো। আনাবেলকে দর্শন কোরে, আনন্দে আমার অন্তঃকরণ নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো। আমার প্রতি আনাবেলের আন্তরিক অনুরাগ! আমারও তাই! সেদিনের ভাবগতিক দেখে, আনাবেলের জননী সেটী বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেন। মুখে কিছুই বোল্লেন না।

উপযুক্ত সময়ে আমরা হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে পৌঁছিলেম। পথে আমাদের তিন দিন মাত্র অতীত হয়েছিল। যখন আমরা ফটকের ধারে পৌঁছিলেম, আনাবেলের জননী সে সময় যেন কতই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠ্‌লেন। একুশবৎসর পরে পিতার সম্মুখে তিনি উপস্থিত হবেন, কি কথায় কি উত্তর দিবেন, সেই সকল চিন্তায় যেন তিনি উন্মনা হয়ে পোড়্‌লেন। আনাবেল জন্মাবধি মাতামহকে দেখেন নাই, তিনি জীবিত আছেন, আমার মুখেই নূতন শুন্‌লেন, আনাবেলও কত কি মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, মুখ দেখে আমি সেটী বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পাল্লেম। তাঁর জননীর চক্ষে জল পোড়্‌লো; তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

গাড়ী যখন সদরদরজায় পৌঁছিল, তখন আমি মনে কোল্লেম, সার্ মাথু

হেসেল্‌টাইন নিজে হয় ত গাড়ীর কাছে আস্‌বেন না। গাড়ী থেকে আমি আগে নাম্‌লেম। সম্মুখেই দেখি, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন। আমার কাঁধের উপর হাত দিয়ে, কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে তিনি বোল্লেন, "জোসেফ! তুমি একটু সোরে দাঁড়াও! আমি নিজেই আমার কন্যাকে নামিয়ে নিচ্চি। তাই তিনি কোল্লেন। দৌহিত্রীর রূপলাবণ্য দর্শনে ক্ষণকাল তিনি চকিত হয়ে থাক্‌লেন। স্নেহভরে আনাবেলকে তিনি আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। স্নেহরসে সেই পাষাণহৃদয় যেন গোলে গেল! সকলেই আমরা একসঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। কন্যাদৌহিত্রীকে নিয়ে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন সভাগৃহে প্রবেশ কোল্লেন। আমি আমার আপনার ঘরে চোল্লেম।—চোলে যাচ্চি, বাড়ীর প্রধানা কিঙ্করী বিবি বার্কলে শশব্যস্তে আমার হাত ধোরে বোল্লেন, "উইলমট! এদিকে এসো! আমার সঙ্গে এসো!"

আমি চমকিত হয়ে উঠ্‌লেম। বিবি বার্কলে আমারে সঙ্গে কোরে উপরের একটী সুসজ্জিতঘরে নিয়ে গেলেন। সমাদরে বোল্লেন, "কর্ত্তার আদেশ, এখন অবধি এই ঘরেই তুমি থাক্‌বে।"—তখন আমি বুঝ্‌লেম, আমার উপর সার্ মাথু সমধিক প্রসন্ন।" অতঃপর কি অবস্থায় সে বাড়ীতে আমি থাক্‌বো, প্রথমত নিঃসন্দেহে সেটী আমি অনুভব কোত্তে পাল্লেম না। বিবি বার্কলে বোল্লেন, "আমি তোমার সমস্ত জিনিসপত্র এই ঘরেই এনে রেখেছি। এখন অবধি তোমারে চাকরের পোষাক পরিধান কোত্তে হবে না। তুমি তোমার নিজের বস্ত্র পরিধান কোর্‌বে। আর একটী কথা।—"সার্ মাথু আমারে বোলে দিয়েছেন, আজ অবধি তাঁর সঙ্গে একত্রেই তুমি আহার কোর্‌বে।" এই কথা বোলেই প্রসন্নবদনে বার্কলে আমার দিকে চাইলেন।—চেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, এতদিনের পর সার্ মাথু আমারে বেশী সমাদরে রাখ্‌বেন। একটী বাক্স খুলে যখন আমি ভাল কাপড় বাহির কোত্তে যাই, সেই সময় দেখ্‌লেম, বাক্সের উপর একখানি চিঠী রয়েছে। চিঠীখানি আমার নামেই শিরোনাম দেওয়া। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের নিজের হাতের লেখা। সেই চিঠীর ভিতর আর একখানি চিরকুট। সেই সঙ্গে খানকতক ব্যাঙ্কনোট। চিরকুটে লেখা আছে, "আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী জোসেফ উইলমটের প্রথম ছয় মাসের বেতন।"—নোটগুলিতে দেখ্‌লেম, পঁচাত্তর পাউণ্ড।

সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের অকপট মহত্ত্বের আর এক পরিচয় পেলেম। বুঝ্‌লেম, সেইটীই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব। সংসারের গতিকে তাঁর প্রকৃতি বিকৃত হয়েছিল, সে ভাব ঘুচে গিয়েছে। এই সব আমি ভাব্‌ছি, ভোজনাগারে ঘণ্টাধ্বনি হলো। আমি সেই খানে উপস্থিত হোলেম। কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে, সার্ মাথু সস্নেহে আমার হস্ত ধারণ কোল্লেন। প্রফুল্লবদনে আসন দেখিয়ে দিয়ে, বোস্‌তে ইঙ্গিত কোল্লেন। মুখে একটী কথাও বোল্লেন না। আমি বুঝ্‌লেম, যে ভাব তাঁর মনে উদয় হয়েছে, কথায় সেটী প্রকাশ কোত্তে ইচ্ছা করেন না। কাজেই তিনি পরিচয় দেখাবেন। বিবি

লানোভার আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লেন। আনাবেলের দিকে আমি একবার কটাক্ষপাত কোল্লেম। দেখ্‌লেম, আনাবেলও প্রসন্নবদনে চেয়ে রয়েছেন।

আহারাদি সমাপ্ত হলো। প্রয়োজনমত গুটীকতক কথাবার্ত্তাও হলো। খানিকক্ষণ পরে, ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলেম।

এক সপ্তাহ অতীত। আর আমি চাকর নই। আমার তখন সুখের অবস্থা। সার্ মাথু আমারে যথার্থই মিত্রভাবে সমাদর কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি যখন লণ্ডনে যাই, তখন তিনি আমার পদে আর একজনকে নিযুক্ত কোরেছিলেন। সেই সাতদিন আমি কেবল ভাণ্ডারীর হিসাবপত্র এক একবার দর্শন কোরেছি,আর কোন কার্য্যই আমার ছিল না। সেই এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার বেশীক্ষণ দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। আনাবেলের জননীর সঙ্গেও না, আনাবেলেরর সঙ্গেও না। কেবল আহারের সময় দেখা হয়, আর সন্ধ্যাকালে কিয়ৎক্ষণ আমরা একসঙ্গে বসি, এইমাত্র। বৃদ্ধ বারোনেট্ কন্যা-দৌহিত্রী নিয়েই প্রায় সর্ব্বক্ষণ নির্জ্জনে থাকেন। নির্জ্জনে তাঁদের কি কি কথা হয়, ঠিক ঠিক তা আমি জান্‌তে পারি না। কিন্তু বুঝ্‌তে পারি, বহুদিনের বিচ্ছেদান্তে মিলনে তাঁরা কেবল অতীত কথাই বলাবলি করেন। একদিন প্রাতঃকালে সার্ মাথু আমারে লাইব্রেরীঘরে ডেকে পাঠালেন।

লাইব্রেরীঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম। প্রবেশ কোরেই আমি যে ভাব দেখ্‌লেম, যে ভাবে দুটী একটী কথাবার্ত্তা হলো, তাতে ও বুঝ্‌লেম, আনাবেলের প্রতি আমার অনুরাগ, পিতার সাক্ষাতে বিবি লানোভার সেই কথাটী গল্প কোরেছেন। কিসে আমি সেটী বুঝ্‌লেম, তাও বলি। সার্ মাথু হেসেলটাইন যেন পূর্ব্বপ্রকৃতি ধারণ কোরে, গম্ভীরবদনে চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বোসে আছেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রয়েছেন। ঠোঁটদুখানি মুখের ভিতর প্রবেশ কোরেছে। মুখেও যেন বিরাগ লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। আমারও প্রফুল্লভাব দূর হয়ে গেল! ভিতরে ভিতরে আমার প্রফুল্লতা যেন বিলীন হয়ে গেল! অস্থিরমনে আমি তাঁর সম্মুখবর্ত্তী হোলেম। সার্ মাথু আমারে উপবেশন কোত্তে ইঙ্গিত কোল্লেন, আমি উপবেশন কোল্লেম। এক-দৃষ্টিতে তিনি আমার মুখপানে চেয়ে আছেন। আমার মনের ভিতর কি হোচ্চে, তা যেন তিনি তখন বুঝ্‌তে পাচ্চেন। আমি কিন্তু ভয় পেলেম। অন্ধকারের ভিতর থেকে যে অল্প অল্প সৌভাগ্যের আলো আমার চক্ষের কাছে অল্প অল্প জ্বোলে উঠছিল, অকস্মাৎ সে আশাদীপ যেন নির্ব্বাণপ্রায়!

অনেকক্ষণের পর মৌনভঙ্গ কোরে, সাবেক ধরণে খিচিয়ে খিচিয়ে, সার্ মাথু বোল্লেন, "সাতদিন তোমার হাতে ত কোন কাজকর্ম্ম নাই। এখন ঘণ্টা দুইকাল তুমি আমার কাছে বোসো! তোমাকে আমার গুটীকতক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। তোমার জীবনের আগাগোড়া কথা আমার কাছে প্রকাশ কোরে বলো! সাবধান! একটী কথাও চেপে রেখো না! বেশী কথা শুন্‌তে আমি বিরক্ত হব, সে ভয়টীও মনে রেখো না।

সব বল ! মন খোলসা কোরে, সব কথা তুমি খুলে বল ! জীবনে যদি তুমি কিছু অন্যায় কর্ম্ম কোরে থাক, যে কথা বোল্‌তে তুমি লজ্জাবোধ কর, এমন কার্য্য কিছু যদি থাকে, তাও আমার কাছে গোপন কোরো না ! সত্য সত্য সমস্ত কথাই বোলে যাও ! আমার কন্যার মুখে আমি শুনেছি,—বোল্‌তে বোল্‌তে তিনি কেঁদেছেন। লানোভার তোমার উপর যত প্রকার উপদ্রব কোরেছে, সেই সব উপদ্রবের কথা আমার কন্যা যতদূর জানেন, সমস্তই তাঁর মুখে আমি শুনেছি। কিছুই বোল্‌তে বাকী রাখেন নাই। সেই দুরাত্মা তোমারে প্রাণে মার্‌বার চেষ্টা পেয়েছিল, আমার স্নেহবতী কন্যা সে কথাও আমার কাছে ভেঙেছেন। তোমার ভয় নাই। সে সব কথা যদি তুমি আমার কাছে প্রকাশ কোরে বল, আমার কন্যা তাতে ক্ষুণ্ণ হবেন, শিষ্টাচারের খাতিরে সে ভয়টা তুমি অন্তর থেকে দূর কোরে দাও !”

যতক্ষণ সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন্ এই সব কথা বোল্লেন, হৃদয়ের সংশয়টাকে ক্রমে ক্রমে কোমিয়ে এনে, ততক্ষণ আমি পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বুকের ভিতর একসঙ্গে জড় কোল্লেম। মায়াবিনী আশা আবার আমার বুকের ভিতর আশ্রয় নিলে ! সার্ মাথু আমার মুখে সে সব কথা শুন্‌তে চান কেন? আমি তাঁর দৌহিত্রীর পাণিগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র হোতে পারি কি না, তাই কি তিনি পরীক্ষা কোত্তে চান? পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হোতে পারি। জীবনের মধ্যে লজ্জার কাজ আমি কি কোরেছি ? লেডী কালিন্দীর ভালবাসা ! অশুভক্ষণে লেডী কালিন্দী আমারে ভালবেসেছিলেন ! সেইটীই—কেবল সেইটীই আমার জীবনের লজ্জার কথা। সেইটুকু আমি চেপে রাখ্‌বো। সেইটীই তখন স্থির কোল্লেম। আরও গুটীকতক কথা আমারে চেপে রাখ্‌তে হবে। সেটীও মনে মনে অবধারণ কোল্লেম। লর্ড চিল্‌হামের কন্যা লেডী লেষ্টার !—ওঃ ! যে ঘরে সেই ভয়ানক ছবি আমি দেখেছি, সেই ঘরের সেই ভয়ানক ঘটনা, কাজে কাজেই অপ্রকাশ রাখ্‌তে হবে। কেন আমি তিবর্ত্তনের কুঞ্জনিকেতন পরিত্যাগ কোরে গিয়েছিলেম, কেন আমি বীটদ্বীপে রবিন্‌সনের কার্য্য পরিত্যাগ কোরে গিয়েছিলেন, সে সব কথাও প্রকাশ করা হবে না। সে সূত্র ধোর্‌তে গেলেই কোন না কোন প্রকারে লেডী কালিন্দীর কথা এসে পোড়্‌বে। সেই কথাতেই আমার বড় ভয় !—বড় লজ্জা ! লানোভার আমারে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে—আনাবেলের নাম কোরে, পথ থেকে আমারে ধোরে নিয়ে যায়, বিশ্বাসঘাতকতা কোরে অন্ধকার ঘরে কয়েদ করে, অজ্ঞান অবস্থায় কুলীজাহাজে তুলে দেয়, সে কথাগুলো বলি কি না বলি ? না বলারও কোন কারণ দেখ্‌লেম না। লানোভার এখানে আস্‌বে না। সার্ মাথু কখনই তার সঙ্গে দেখা কোর্‌বেন না। তবে আর ভয় কি ? তবে কেন অপ্রকাশ রাখি ? তাঁর কন্যাও আর লানোভারের বাড়ীতে যাবেন না। তবে আর সে সব দৌরাত্ম্যের কথা কেনই বা গোপন রাখ্‌বো ?

মনস্থির কোল্লেম। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কাছে সমস্ত জীবনকাহিনী প্রকাশ

কোল্লেম। পাঠকমহাশয়ের কাছে এ পর্য্যন্ত যেমন যেমন পরিচয় দিয়ে এসেছি, ঠিক সেই ভাবে শ্রেণীবদ্ধ কোরে, সমস্ত কথাই আমি প্রকাশ কোল্লেম। কি রকমে লিসেষ্টার নগরে গুরুগৃহে শিশুকালে আমি প্রতিপালিত হই, মাতাপিতা জানি না, কি রকমে সেখানে থাকি,—কি রকমে সেখান থেকে পালাই,—পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে কি রকমে আমি দেলমবপ্রাসাদে চাক্‌রী পাই,—কি রকমে লানোভারের হাতে পড়ি, কি রকমে লর্ড রাবণহিলের বাড়ীতে উপস্থিত হই,—কি রকমে কুঞ্জনিকেতনে প্রবেশ করি, একে একে সমস্তই বোল্লেম। তার পরের ঘটনাগুলি সাধ্যমত পরিত্যাগ কোরে, এক কালে ডাক্তার পমফ্রেটের কথা এনে ফেলি। তার পর বিবি রবিন্‌সনের কাছে চাক্‌রী। তার পর স্কট্‌লাণ্ডে ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে প্রস্থান। সার্ আলেক্‌জণ্ডর করন্দেলের সঙ্গে কুমারী এমিলাইনের প্রণয়ঘটনাও অপ্রকাশ রাখ্‌লেম না। ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে প্রস্থান কর্‌বার অগ্রে লানোভারের কুচক্রে জাহাজ আরোহণ, জাহাজডুবী, সে সব কথাও বিস্তারিতরূপে প্রকাশ কোল্লেম। কি রকমে পার্থশায়ারে লানোভার উপস্থিত হয়,—লানোভারের ভয়ে কি রকমে আমি সেখান থেকে পলায়ন করি,—সার্ আলেক্‌জণ্ডর অনুগ্রহ কোরে আমারে যে চাক্‌রী দিয়েছিলেন, কি কারণে সে চাক্‌রী ছেড়ে আমারে পলায়ন কোত্তে হয়, সে কথাও প্রকাশ করি। তার পর দর্‌চেষ্টারের জুয়াচুরীর কথা। কি রকমে আমি মাঞ্চেষ্টর নগরে রোলাণ্ডের বাড়ীতে চাক্‌রী পাই, সে কথাও প্রকাশ কোল্লেম। সেই সময় আমি চেয়ে দেখ্‌লেম, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের বদনে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিলে। দেখেই আমি মাথা হেঁট কোল্লেম। তার পর সাফল্‌ফোর্ডের বাড়ীতে চাক্‌রীর কথা বোল্লেম;—খুব সাবধান হয়েই বোল্লেম। লেডী কালিন্দীর কয়েদের কথা বিন্দুবিসর্গও উল্লেখ কোল্লেম না। তার পর যে যে ঘটনা হয়, সার্ মাথু নিজেই তা জানেন। লর্ড একলেষ্টনের সঙ্গে লণ্ডন নগরে দেখা করি, সে কথাও প্রকাশ কোল্লেম। প্রায় সমস্তই প্রকাশ কোল্লেম, কেবল আনাবেলের প্রেমের কথাটী চেপে রাখ্‌লেম। যেমন সাবধান হয়ে কালিন্দীর কথা ছেড়ে দিয়ে গেলেম, তেম্‌নি সাবধানে আনাবেলের প্রেমের কথাও অপ্রকাশ!

নীরবে একমনে সার্ মাথু আমার সমস্ত কথাগুলি শুন্‌লেন। একবারও বাধা দিলেন না। কোন প্রকার নূতন প্রশ্নও উত্থাপন কোল্লেন না। উত্থাপনের অবকাশও আমি দিলেম না। স্থির হয়েই সব কথাগুলি তিনি শুন্‌লেন। এক ঘটনার পর আর এক ঘটনা, এক বিপদের উপর আর এক বিপদ, এক কৌতুকের পর আর এক কৌতুক, সে অবস্থায় বাধা দিয়ে, নূতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অবকাশই বা কে পায়? যতক্ষণ আমি কথা কইলেম, সার্ মাথু ততক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কথার কৌশলে এক একটা কথা আমি চেপে যাচ্চি, মুখের ভাব দেখে সেটা তিনি কিছুই ধোত্তে পাল্লেন না। একঘণ্টাকাল আমি আমার জীবনকাহিনীর পরিচয় দিলেম। একঘণ্টার মধ্যে একবারও তিনি আমার মুখ থেকে চক্ষু ফিরালেন না। বেশ মনোযোগ!

চেয়ারের উপর যেমন সোজা হয়ে বোসে ছিলেন, আগাগোড়া ঠিক তেম্নি ভাবেই বোসে থাক্‌লেন। নড়নচড়ন পর্য্যন্ত বন্ধ। মুখের চেহারাও সমভাব। কেবল বোলাণ্ডের নাম শুনে একবার একটু হেসেছিলেন মাত্র। তা ছাড়া আর কিছুই না। একঘণ্টাকাল সার্ মাথু ঠিক যেন একটী কাঠের পুতুল।

কথা আমি সমাপ্ত কোল্লেম। পরিচয় দেওয়া সমাপ্ত হলো। তখনও পর্য্যন্ত সার্ মাথু নীরব। তখনও পর্য্যন্ত তাঁর সেই রকম তীব্রদৃষ্টি সমভাবে আমার মুখে সন্নিবিষ্ট! যে যে কথা আমি চেপে রাখ্‌লেম, যে যে কথা ইচ্ছা কোরে ছেড়ে গেলেম, কোনরকম লক্ষণে তার কিছুমাত্র তিনি বুঝ্‌তে পাল্লেন কি না,—যা যা আমি বোল্লেম, তাতে তিনি যথার্থই সন্তুষ্ট হোলেন কি না, তাঁর মুখে ভালমন্দ কিছুই আমি শুন্‌তে পেলেম না। আবার একটু সংশয় দাঁড়ালো। আমি কিন্তু এটী বেশ জানি, মনের কথা মনেই থাক্‌লো, মুখের লক্ষণে তার কিছুই আমি জান্‌তে দিলেম না।

অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে, ঠিক সেই ভাবেই চেয়ে চেয়ে, সার্ মাথু আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আচ্ছা জোসেফ! আমি শুন্‌লেম। যে যে কথা আমার কাছে প্রকাশ করা তুমি উচিত বোধ কোল্লে, তা তুমি বোলেছ। এটী আমি বুঝেছি। আচ্ছা, সব কথাই কি বোলেছ? কপটতায় কিছুই কি গোপন কর নাই? আচ্ছা!" রিডিং নগরে যে রকম রাগে রাগে ঠোট বেঁকিয়ে, মুখ খিচিয়ে, কথা কওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল, এতক্ষণের পর আবার সেই ভাবে সেই স্বরে তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "বোলেছ কি সব? আচ্ছা! আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ!—দেখ,—ভাল কোরে চাও! বল! কোন কথা গোপন কর নাই?"

সত্যকথা বোল্‌তে কি, সেই সময় আমার মনে একটু ভয়ের উদয় হলো। যে সংশয়টুকু এতক্ষণ ভিতরে ভিতরে খেলা কোচ্ছিল, ঐ প্রকার কথা শুনে তখন যেন সেই সংশয় একটু বেড়ে উঠ্‌লো। এতক্ষণের পর আমার মুখেও যেন কোনপ্রকার সংশয়লক্ষণ দেখা দিল। তিনি যেন আরও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। খিচিয়ে খিচিয়ে বোল্লেন, "আ! মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি!—তুমি বুঝি মনে কোচ্চো! আমি বুঝ্‌তে পারি নি?—আমি বুঝি এতক্ষণ হাঁ কোরেই তোমার কাছে বোসে আছি?—না না! আর আমি তোমারে শক্তকথা বোল্‌বো না। আচ্ছা, দেখ জোসেফ! সত্যকথা বল! আমি তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পাচ্চি। মনের ভিতর তুমি কি গোপন কোরে রেখেছ। তোমার মনে কি একটী আশা লুকানো রয়েছে। প্রকাশ কর! কি তোমার মনের অভিলাষ, সেটী জান্‌তে পাল্লে—"

"দোহাই মহাশয়!"—সার মাথু হেসেল্‌টাইনের পদতলে বোসে, করযোড়ে আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "দোহাই মহাশয়! আমার কথায় অবিশ্বাস কোর্‌বেন না! একটী আশা আমার মনে আছে! ভয়ে আমি সে কথা বোল্‌তে পাচ্চি না!"

বাস্তবিক ভয়ে ভয়েই আমি এই কটী কথা উচ্চারণ কোল্লেম। স্পষ্টই বুঝ্‌লেম,

আনাবেলকে আমি ভালবেসেছি, সেইটী আমি তাঁর কাছে প্রকাশ করি, কেবল সেইটীই তাঁর ইচ্ছা। তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কালিন্দীর কথা তিনি কিছুই জান্‌তে পারেন নাই। সেইটী বুঝ্‌তে পেরে, মনে একটু ভরসা হলো। তাঁর একখানি হাত ধোল্লেম। তিনিও একহাতে আমার মাথা চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে, মৃদুকম্পিত বিনম্রস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! তোমার ভয় নাই। তুমি আমার যে উপকার কোরেছ, তা আমার মনে আছে! তুমি আমার ভাগ্নীকে এনে দিয়েছ, কন্যাটীও এনে দিলে, আর আমার মত বৃদ্ধ লোকেরা আনাবেলের মত দৌহিত্রী লাভ কোরে, যেমন গৌরবান্বিত মনে করেন, তোমা হোতেই তাদৃশী রূপবতী দৌহিত্রী আমি লাভ কোল্লেম! যদিও তোমারে মাঝে মাঝে আমি কটু কথা বলি, তাতে তুমি রাগ কোরো না। উঠ! তোমার মনের কথা বল! বোসো!"

তৎক্ষণাৎ আমি আজ্ঞাপালন কোল্লেম। কর্ত্তার মুখের ভাব দেখে তখন বুঝ্‌লেম, সহসা যেন পাষাণে নদীর উৎপত্তি হলো! সস্নেহে তিনি আমারে বোল্লেন, "তোমার জীবনকাহিনী বড়ই আশ্চর্য্য! অনেক ঘটনায় হৃদয়ে দয়ার আবির্ভাব হয়, অনেক ঘটনায় তোমারে প্রশংসা না কোরে থাকা যায় না। সার্ আলেক্‌জণ্ডর করন্দেলের সঙ্গে ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনের ভ্রাতুষ্পুত্রী এমিলাইনের মিলন তোমা হোতেই হয়। আমার ভাগ্নীর বিপদকালে তুমিই পরম উপকার কোরেছ। আমার কন্যাও সকল রকমে তোমার গুণের কথা প্রকাশ কোরেছেন। আনাবেলকে তুমি ভালবাস, সে কথাও আমার অজ্ঞাত নাই। আনাবেল এখন অবধি প্রকৃত নামে পরিচিতা হবে। যে নামে এখন তার পরিচয়—আনাবেল লানোভার! সহস্র সহস্র কারণে ও নামের প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা! আমার কন্যাও আর আনাবেলের ও রকম নাম শ্রবণ কোত্তে ইচ্ছা করেন না, বজায় রাখ্‌তেও চান না। লানোভারের নামে পরিচয়, ভারী ঘৃণার কথা! ও নামটার উপর আমার কন্যারও আন্তরিক ঘৃণা!"

এই পর্য্যন্ত বোলে, একটু থেমে, অশ্রু মার্জ্জন কোরে, তিনি আবার বোল্লেন, "তোমার মাতাপিতা কে, শীঘ্র সেটী নিরূপণ কর্‌বার উপায় নাই। পাষণ্ড লানোভার কেন যে তোমার উপর ততদূর দুর্ব্ব্যবহার কোরেছে, কিছুই আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তারে ঘুস দিয়ে যদি তার পেটের কথা বাহির কোরে লওয়া যেতে পাত্তো, আহ্লাদপূর্ব্বক সে চেষ্টা আমি কোত্তেম। কিন্তু যে রকম ঘটনা দাঁড়িয়েছে, তাতে কোরে তার মুখে সত্যকথা প্রকাশ পাওয়া একান্তই অসম্ভব,—একান্তই দুরাশা! সে হয় ত স্বচ্ছন্দে ঘুসের টাকা গ্রহণ কোর্‌বে! মিথ্যা একটা রচা কথা প্রকাশ কোরে আমার মন ভুলাবার চেষ্টা কোর্‌বে! আসল কথা চেপে রেখে, যা ইচ্ছা তাই বোল্‌বে! সত্যমিথ্যা কিছুই আমরা নিশ্চয় কোত্তে পার্‌বো না। লানোভারের মুখে নিগূঢ় কথা প্রকাশ হবার আশা করা, বৃথা আশা। পরমেশ্বরের হাত! যাঁর ইচ্ছায় জগৎসংসারের সমস্ত কার্য্যই তারে তারে চলে, যাঁর ইচ্ছায় সংসারচক্র পলকে পলকে ঘোরে, ইচ্ছাময়ের যখন ইচ্ছা হবে, তখন

অবশ্যই তোমার জন্মকাহিনী তুমি জান্‌তে পার্‌বে। যে সূত্রেই হোক্‌, হবেই হবে প্রকাশ। সে জন্য আমার বড় একটা উদ্বেগ থাক্‌ছে না।"

অত্যন্ত বিষণ্ণ হবে, মৃদুস্বরে আমি বোল্লেম, "আপ্‌নার উদ্বেগ থাক্‌ছে না, কিন্তু আমার উদ্বেগ যে—"

"আঃ!—বাধা দেও কেন? যে সব কথা বল্‌বার জন্য তোমারে আমি ডেকেছি, শোন আগে। তার পর যা বল্‌বার থাকে, বোলো। হাঁ,—কি কথা বোল্‌ছিলেম? হাঁ,—আনাবেল! আমি শুনেছি, আনাবেলের প্রতি তোমার অনুরাগ জন্মেছে। আমার মানসম্ভ্রম তুমি জান। আনাবেল আমার দৌহিত্রী। আমার দৌহিত্রীর পাণিগ্রহণে তোমার অভিলাষ। আমার কন্যার মুখেই আমি এ কথা শুনেছি। তুমি সে কথাটী আমার কাছে গোপন কোরেছ!"

"ভয়ে বলি নাই!"—তিনি আমারে বাধা দিতে নিষেধ কোরেছেন, সে নিষেধটা তখন পালন কোত্তে পাল্লেম না। যাঁরে আমি ভয় করি, তাঁরই মুখে ঐ কথা! প্রথমত একটু সংশয় জন্মালো। সংশয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অতুল প্রেমানন্দ! আনন্দস্রোতে সংশয়-তৃণটা ভেসে গেল! মনের উল্লাসেই সহসা বোলে ফেল্লেম, "ভয়ে বলি নাই!"

সার্ মাথু প্রথমে যেন একটু কোপদৃষ্টিতে আমার পানে চাইলেন। পরক্ষণেই সে ভাবটী দূরীভূত হলো! প্রসন্নভাব ধারণ কোরে, প্রশান্তস্বরে তিনি বোল্লেন, "হাঁ, গোপন কোরেছিলে। তা আচ্ছা, তোমার বয়স এখন কত?"

"কুড়ী বৎসর ছয় মাস।"—এ উত্তরটীও মনের উল্লাসে উচ্চারিত।

একটু চিন্তা কোরে, সার্ মাথু একটু গুঞ্জনস্বরে বোল্লেন, "আনাবেলের বয়ঃক্রমও প্রায় ঐ রকম। তাই ত!—দুজনেই তোমরা ত বালকবালিকা! এমন ছেলেবয়সে বিবাহ দেওয়া কখনই আমার ইচ্ছা নয়! তেমন পাগ্‌লামী আমি দেখাতে চাই না। বিবাহের কালাকাল আছে। আমি বেশ জানি, বালকবালিকারা আগাগোড়া কিছুই না বুঝে, কেবল রূপ দেখেই ভুলে যায়। বিশুদ্ধ প্রেম কারে বলে, সেটা তারা—"

সেই আধখানা কথাই আমার প্রাণে বেজে উঠ্‌লো! কোথায় আছি, কার্ কথা শুন্‌ছি, ক্ষণেকের জন্য সে ভাবটা যেন ভুলে গেলেম! অন্তরে ব্যথা পেয়েই তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বোল্লেম, "আমি কিন্তু আনাবেলকে অকপটে অন্তরের সঙ্গে গেঁথে—"

"আবার বাধা দেও? একবার বোল্লে চৈতন্য হয় না?"—একটু উগ্রস্বরে ঐ দুটী কথা বোলেই সার্ মাথু তৎক্ষণাৎ আবার শান্তভাব ধারণ কোল্লেন। প্রশান্তবদনেই বোল্লেন, "ছেলেরা কেবল রূপ দেখেই ভুলে যায়। তোমরা ছেলেমানুষ। সংসারের কিছুই তত্ত্ব জান না। তোমার গুণের অনেক পরিচয় আমি পেয়েছি বটে, কিন্তু সংসারে তুমি শিক্ষানবীস। তোমার চেয়ে আমি অনেক দেখেছি,—অনেক শুনিছি, ভুক্তভোগীও হয়েছি। তুমি বালক। এক কাজ কর! সংসারের গতিক্রিয়া ভাল কোরে দেখ। এখন থেকে দু তিন বৎসর গত না হোলে, আনাবেল তোমার সহধর্ম্মিণী হোতে পারে না।"

মধুরভাষিণী আশাই যেন সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের রসনায় অধিষ্ঠান কোরে, ঐ মধুময়ী বাণীর প্রত্যাদেশ দিলেন! আনাবেল আমার সহধর্ম্মিণী হবেন, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন নিজমুখেই প্রকাশ কোল্লেন। আনাবেলকে আমি পাব! শীঘ্র শীঘ্র পাব না, দু তিন বৎসর পরে আনাবেল আমার হবেন!—হৃদয়ে প্রেমানন্দ প্রবাহিত!"

আশার উপদেশে, মনের উৎসাহে, আনাবেল লাভের উল্লাসে, ক্ষণকাল আমি ঐ রকম চিন্তা কোল্লেম্। হৃদয় প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। যতক্ষণ আমার সেই নিরুত্তর প্রফুল্লভাব, সার্ মাথু ততক্ষণ একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। সে ভাবটী তিনি দেখ্‌তে পেলেন না। পূর্ব্বকথা ছেড়ে দিয়ে, সহসা আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আজ মাসের ক দিন?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "১৫ই নবেম্বর, ১৮৪০।"

ক্ষুদ্র একখানি স্মারকলিপি বাহির কোরে, সার্ মাথু স্বহস্তে তাতে লিখে রাখ্‌লেন, "১৫ই নবেম্বর, ১৮৪০।"—লিখেই আমারে তিনি বোল্লেন, "দুই বৎসরের জন্য তুমি বিদেশ ভ্রমণে যাও। আজ এই ১৫ই নবেম্বর। যে ১৫ই নবেম্বরে দুই বৎসর পূর্ণ হবে, সেই দিন বেলা দুই প্রহরের সময় তুমি এই বাড়ীতে উপস্থিত হবো। নিষ্কলঙ্কে নিষ্কণ্টকে সংসারের জ্ঞান লাভ কোরে, হাস্‌তে হাস্‌তে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো। সুখস্বচ্ছন্দে প্রবাসে দুই বৎসর যাতে দস্তুরমত চলে, তার উপায় আমি কোরে দিচ্চি। তোমার হাতে একখানি পত্র দিব, সেই পত্রের মধ্যেই সব তুমি পাবে। বিচ্ছেদেই প্রণয়ের পরীক্ষা হয়। সর্ব্বক্ষণ কাছে থাকলে ভালবাসার আলো দেখা যায় না। দুই বৎসরকাল আনাবেলের সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ থাকবে না। দুই বৎসরে আনাবেলের মন অন্য কোন দিকে ফিরে যায়, কিম্বা তুমিই আনাবেলকে ভুলে যাও, সেটী পরীক্ষা করা চাই। দীর্ঘকাল বিচ্ছেদ না ঘোট্‌লে, প্রণয়ের কষ্টিপাথরে প্রণয়কাঞ্চনের খাদবাঁটা ধরা যায় না। কল্যই তুমি প্রবাসযাত্রা কর।"

ঈষৎ লজ্জায় অবনতবদনে আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে যাচ্চি, "দুই বৎসরের মধ্যে আনাবেলকে আমি কোন—"

"পত্র লেখা?"—আমার অসমাপ্ত কথার একটুখানি সমাপ্ত কোরেই, সার্ মাথু যোগ কোরে দিলেন, "পত্র লেখা?—না, আনাবেলকে তুমি পত্র লিখ্‌তে পাবে না। লিখ্‌তে হোলে তুমি অবশ্যই প্রেমপত্রিকা লিখ্‌বে। তুমি জান,—না না, তুমি জান না,—আমি জানি;—প্রেমপত্রিকা এক রকম প্রলোভন। সে প্রলোভন থাক্‌লে বিচ্ছেদের মর্ম্ম বুঝা ভার হয়। এক ছত্রও লিখ্‌তে পাবে না। আমাকেও না!—কাহাকেও কোন পত্র লিখো না। যেন কস্মিন্‌কালেও দেখাসাক্ষাৎ নাই,—কস্মিন্‌কালেও যেন আমাদের তুমি জান না,—আমরাও যেন তোমারে চিনি না, ঠিক সেই রকম অপরিচিত বিদেশীর মতই থেকো। আমাকে পত্র লিখ্‌তে হোলে, হয় ত তুমি টাকা খরচের হিসাব দিবে। না জোসেফ! লিখো না। দুই বৎসর আমি তোমার হিসাবপত্র কিছুই দেখ্‌বো না। টাকার হিসাবও না,—কাজের হিসাবও না। দুই বৎসর তুমি আমার মতের অধীন

থাক্‌বে না। তোমার নিজের মনে যা যা আস্‌বে, যা যা ভাল লাগ্‌বে,—যা যা ইচ্ছা হবে, স্বচ্ছন্দে তাই তুমি কোরো। মনে রেখো, পবিত্রশরীরে নিষ্কলঙ্কে দুই বৎসর পরে তুমি যেন আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে পার।”

আর প্রার্থনা করা বিফল। আবার দ্বিরুক্তি কোল্লে বেগতিক দাঁড়াতে পারে। সম্মত হোলেম। ভক্তিভাবে অভিবাদন কোরে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। বিদায়কালে তিনি সদয়ভাবে বোলে দিলেন, “আনাবেলের সঙ্গে দেখা করো গে! যে সব কথা আমি বোল্লেম, আনাবেলকে বলো গে!”

অনুরোধও বাহুল্য, আমার এখানে নিজমুখে প্রকাশ করাও বাহুল্য। ঘর থেকে বেরিয়েই, আনাবেলের কাছে আমি আগে ছুটে গেলেম। থর থর হৃৎকম্প হোচ্ছিল, হৃদয়ে যেন কেমন একপ্রকার বাতাস লাগ্‌ছিল,—সে বাতাসে যেন আনন্দতরঙ্গ খেলা কোচ্ছিল, একটু একটু বিষাদও আস্‌ছিল। দুই বৎসর দেখ্‌তে পাব না! দুই বৎসর আর আমার কর্ণে সুমধুর ঝঙ্কার হবে না! কোন্ দেশে আমি চোলে যাব! তৎক্ষণাৎ যেন আকাশপথে আশার ছায়া দেখ্‌তে পেলেম। আশা যেন অঙ্গুলী ঘুরিয়ে বোলে দিলেন, দুইবৎসর যেন বাতাসের মত উড়ে যাবে!—বাঃ! ঠিক তাই! আনাবেলের মুখেও সেই কথা! —আনাবেলও বোল্লেন, “দুই বৎসর বই ত নয়! দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোলে যাবে!—কে বলে আকাশবাণীর প্রতিধ্বনি নাই? আনাবেলের মুখে আকাশবাণীর প্রতিধ্বনি হলো! বুক যেন জুড়ুলো! যেটাকে এতক্ষণ দীর্ঘকাল বিবেচনা কোচ্ছিলেম, দীর্ঘকাল ভেবে দীর্ঘনিশ্বাস আস্‌ছিল, জ্ঞান হলো তখন সেটা কেবল মিথ্যা ভয়! দুইবৎসরকে দুদিন বোলে মনে হোতে লাগ্‌লো!

“আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না!”—সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাটী বোল্‌তে বোল্‌তেই চক্ষু ফেটে জল এলো! দাঁড়াতে পাল্লেম না। যুগলহস্তে অশ্রুমার্জ্জন কোত্তে কোত্তে, অবনতমুখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। কেন যে ও কথাটা হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরুলো,নিশাকালে আপ্‌নার ঘরে একা বোসে,অনেকক্ষণ সেই কথাটাই চিন্তা কোল্লেম। চিন্তা আমার সঙ্গ ছাড়া হয় না। একচিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই নানাচিন্তার আবির্ভাব! মনটা আবার খারাপ হয়ে উঠ্‌লো। সার্ মাথু বোলে দিয়েছেন, রজনীপ্রভাতেই আমি প্রবাসবাসী হব। প্রভাতে আর আনাবেলের সঙ্গে দেখা হবে না। আবার আমার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌লো। শয়ন কর্‌বার ইচ্ছা ছিল না, শয়ন কোল্লেও, নিদ্রা আস্‌তো না, সেরকম অবস্থায় কাহার চক্ষেই বা নিদ্রা আসে? চক্ষু জেগে থাক্‌লো। কেন থাক্‌লো? সারানিশি সে চক্ষু তবে কি দেখ্‌বে? চুপিচুপি ঘরের দরজা খুল্লেম। খানিকক্ষণ কাণ পেতে শুন্‌লেম। বেরুলেম। বাহির থেকে আবার চুপিচুপি দরজা বন্ধ কোল্লেম। কেন এত ভয়?—কে জানে কেন এত!—আমি আনাবেল দেখ্‌তে যাচ্ছি!—আনাবেলকে দেখ্‌তে যেতে এত ভয় কেন?—আমি জানি না কেন!

আমি তখন আর চাকর নই। ভক্তিভাজন সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমারে তখন

পুত্রবৎ স্নেহ করেন, মিত্রভাবে কথাবার্ত্তা কন। আমি তখন তাঁদের কাছে আর পর নই। একসঙ্গে আহার করি। কিছুদিন পূর্ব্বে যাঁর কাছে আমি সামান্য চাকরের কাজ কোরেছি, এখন স্বচ্ছন্দে—তাঁর পাশে বোসে খোস্‌গল্প করি, একসঙ্গে পানভোজন হয়, অতি গুহ্য গুহ্য কথাও তিনি আমার কাছে প্রকাশ করেন। কে আমি?—মাতাপিতা অপরিজ্ঞাত, সামান্য একজন চাকরমাত্র! আমার প্রতি তাঁর এত দয়া!—এত অনুগ্রহ! এর কাছে শ্লাঘার কথা আর আমার কি হোতে পারে? যেখানে আনাবেল, যেখানে আনাবেলের জননী, যেখানে আনাবেলের মাতামহ, সেখানে ত আমি সর্ব্বদাই যাই। তবে এ রাত্রে আনাবেলকে দেখ্‌তে যেতে আমার ভয় হোচ্ছে কেন?

আবার বলি, কে জানে কেন!—মানুষের লীলাখেলার চেয়ে, প্রেমের লীলাখেলা আরও চমৎকার! প্রেমের বাস হৃদয়ে। প্রেমের নামে কেমন আনন্দ আসে! কিন্তু কেন কে জানে, থেকে থেকে আপ্‌না আপ্‌নি কেমন একরকম ভয়ও আসে! সেই ভয় আমার এলো!—এলো এল্লো, তাতেই বা আমার কি? সে ভয় আমি মানলেম না। আনাবেল যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। দুই খেলাই এক রকম! আনাবেল তখন জেগে ছিলেন। হঠাৎ আমি গিয়ে উপস্থিত হোলেম। আনাবেল একটু চোম্‌কে উঠ্‌লেন। একসঙ্গে যুগল বিদ্যুৎ দেখ্‌লেম! আকস্মিক বিস্ময়ে রূপখানি যেমন ঝক্ ঝক্ কোরে উঠ্‌লো! সুললিত সুন্দর ওষ্ঠে সেইভাবের একটু হাসিও দেখা দিল। আমি নিকটে গিয়ে সস্নেহে দুখানি হস্তচুম্বন কোল্লেম। উভয়ের অশ্রুধারে উভয়ের হস্ত অভিষিক্ত হলো! বিচ্ছেদের অশ্রু,—প্রেমের অশ্রু,—আনন্দের অশ্রু! কতক্ষণ সেখানে আমি ছিলেম, ঠিক মনে পড়ে না। সে সময়ের যে যে নির্ব্বেদ,—যে যে নিশ্বাস,—যে যে আশা, প্রেমিকের পক্ষে সম্ভবে, আমার মত অবস্থাপন্ন প্রেমিক পাঠক অবশ্যই সেগুলি হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনুভব কোত্তে পার্‌বেন। শয়নঘরে ফিরে এলেম। শেষ রাত্রে নামমাত্র ক্ষণকাল নিদ্রা হয়েছিল, প্রভাতে কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। তিনি আমার হাতে একখানি সিলকরা পত্র দিলেন। যে যে উপদেশ আমারে পালন কোত্তে হবে, সংক্ষেপে সেইগুলির পুনরুল্লেখ কোরে, আমারে পুনঃপুন আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। সেই সময় দেখ্‌লেম, দুতিনবার তিনি রুমাল দিয়ে নেত্রমার্জ্জন কোল্লেন। আমিও সাম্‌লাতে পাল্লেম না! তাঁর মুখপানে চেয়ে আমারও অশ্রুপাত হলো!

গাড়ী প্রস্তুত হলো। যে যে জিনিসপত্র আমার সঙ্গে যাওয়া আবশ্যক বোধ কোল্লেম, বাহকেরা সেগুলি গাড়ীতে তুলে দিলে। প্রাসাদের দিকে চাইতে চাইতে আমি শকটারোহণ কোল্লেম। গাড়ীবারাণ্ডা পার হয়ে গাড়ী যখন বেরিয়ে যায়, অন্দরের গবাক্ষের দিকে সেই সময় আমি একবার চেয়ে দেখ্‌লেম। একটী গবাক্ষপথে দুখানি রুমাল যেন চঞ্চলবাতাসে ঘন ঘন বিকম্পিত হোচ্ছিল। গাড়ী চোলেছে, আমি সেইদিকে চেয়ে আছি। গবাক্ষপথে দুখানি পদ্মমুখ!—একখানি আনাবেলের জননীর, আর একখানি আনাবেলের। আমার চক্ষু আর সেদিক্ থেকে শীঘ্র ফির্‌লো না। গাড়ীর ভিতর থেকে

একখানি হাত বাহির কোল্লেম। আমিও আমার রুমালখানি সঞ্চালন কোত্তে লাগ্‌লেম। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ সেই রুমালদুখানি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিশানের মত দুখানি কোমল হস্তের সঞ্চালনে হিল্লোলিত হোতে লাগ্‌লো। আমার চক্ষু তখন সেইদিকে অচঞ্চল।—আমার রুমালও মৃদুবাতাসে হিল্লোলিত।

ফটক পার হয়ে গাড়ীখানি সদর রাস্তায় এসে পোড়্‌লো। আর আমি আনাবেলকে দেখ্‌তে পেলেম না! হৃদয়প্রতিমার অদর্শনে আপ্‌না আপ্‌নি ক্রমাগত নেত্রমার্জ্জন কোল্লেম। হৃদয় যেন অন্ধকার!

সপ্তপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

আমার ভ্রমণ।—গৃহদাহ!

শীতকাল। নবেম্বর মাস। প্রভাতেই আমি হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদ ছেড়ে যাত্রা কোল্লেম। আনাবেলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোট্‌লো, সেই ভাবনায় কাতর,—সেই ভাবনায় অন্যমনস্ক! সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমারে যে চিঠীখানি দিয়েছিলেন, শকটের সম্মুখ আসনেই সেখানি রেখেছিলেম, আনাবেলের চিন্তায় অনেকক্ষণ সে কথা মনেই ছিল না। গাড়ী যখন খানিকদূর চোলে গেল, সেই সময় চিঠীখানির উপর আমার চক্ষু পোড়্‌লো। তুলে নিয়ে সেখানি আমি পাঠ কোল্লেম। চিঠীর ভিতর কতকগুলি ব্যাঙ্ক নোট। গণনা কোরে দেখ্‌লেম, দেড় হাজার পাউণ্ড। চিঠীতে লেখা ছিল:—

"প্রিয়তম জোসেফ!

প্রবাসে তুমি ভদ্রলোকের মত মানসম্ভ্রমে বাস করিবে। এই পত্রমধ্যে যে অর্থ আমি প্রদান করিলাম, তাহাতে দুই বৎসর কাল ভদ্রলোকের মত স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিবে। সৎপথে থাকিও, এই আমার পরামর্শ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন্। প্রিয় বৎস! এই আমার অভিলাষ।"

মাথু হেসেলটাইন।"

কৃতজ্ঞতারসে আমার হৃদয় পুনর্ব্বার দ্রব হয়ে গেল। মহৎ লোকের মহত্ত্বের সেই আরও একটী নূতন পরিচয় পেলেম। আমার মনোমধ্যে নানোভাবের ভয় উদয় হোতে লাগ্‌লো। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমারে তাঁর পরিবারের সামিল বোলেই ভেবে নিয়েছেন। সেইরূপ স্নেহ—সেইরূপ যত্ন,—সেইরূপ আদর—সেইরূপ সম্মান। যেরকম লেখাপড়া শিখেছি, তার ফল এখন উপভোগ কোত্তে পাচ্চি। জন্মবৃত্তান্ত যে রকমেই কেন গুপ্ত থাকুক্ না, তাঁতে আমার সম্ভ্রমের কোন হানি হোচ্চে না। দস্তুরমত মানসম্ভ্রমেই আমি দেশভ্রমণে চোলেছি। যে সব দেশ আর কখনও দেখি নাই,

সেই সব দেশ দেখে বেড়াব। দুবৎসর ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোলে যাবে। মনের সুখে নানাস্থান পরিভ্রমণ কোর্‌বো। সংসারের কোন প্রলোভনে বিমোহিত হব না। জানি আমি, এ সংসার পাপে ধর্ম্মে মাখা। পাপের পথে আমি বিচরণ কোর্‌বো না। দুইবৎসর যখন পরিপূর্ণ হবে, যখন আমার সুখের দিন সমাগত হবে, মাথা সোজা কোরে, সেই সময় আমি আবার হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে দেখা দিব। যাঁদের যাঁদের এখন পরিত্যাগ কোরে চোল্লেম, নিষ্কলঙ্কে ফিরে এসে, সেই শুভদিনে তাঁদের সকলকেই আমি মনের সুখে সুখী দর্শন কোর্‌বো।

মনে তখন আমার সেই ভাবের উদয়;—মনে তখন আমার সেই আশার সঞ্চার। হঠাৎ আবার একখানা কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আমার সুখের আশার আকাশ অন্ধকার কোরে ছেয়ে ফেল্লে!—উদ্দেশে অস্ফুটস্বরে বোলে উঠ্‌লেম, "কালিন্দী! কালিন্দী! আঃ! কেন তুমি আমারে ভালবেসেছিলে? আশা-নাশা ভালবাসা! সৌভাগ্যনাশা ভালবাসা!" হায় হায়! এতদিনের পর আমি কি ভণ্ডামী অভ্যাস কোল্লেম? কালিন্দীর সঙ্গে আমার গুপ্তপ্রেম! কালিন্দীর গর্ব্ভে আমার সন্তানের উৎপত্তি! সকলের কাছেই এ কথা আমি গোপন কোল্লেম!—সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমার জীবনবৃত্তান্তের সমস্ত নিগূঢ় কথা শুন্‌তে চেয়েছিলেন, তাঁর কাছে আমি সত্যবন্দী। সে সত্য কি আমি পালন কোরেছি?—না!—উঃ! ভণ্ড কাপুরুষ আমি! তাঁর কাছে সে কথা গোপন কোরেছি! তাঁর কন্যার কাছে গোপন কোরেছি! আরও শতসহস্রগুণ অধর্ম্ম,—পবিত্রহৃদয়া প্রিয়তমা আনাবেলের কাছেও গোপন কোরেছি! হা পরমেশ্বর! এ সব কথা যদি সময়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে, আমার গতি তখন কি হবে? যাঁরা আমারে ভালবাসেন, যাঁরা আমারে বিশ্বাস করেন, জগৎসংসারে যাঁদের সাধু বিশ্বাস আমার একমাত্র জীবনের সমস্ত আশাভরসার স্থল, সমক্ষে যদি ঐ সব সাংঘাতিক কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, অবশ্যই তাঁরা আমারে সম্মুখ থেকে দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দিবেন! এতদিন যে সব সুখস্বপ্ন দেখ্‌ছি, জীবনের সেই সুখের আশা এ জন্মের মত উড়ে যাবে! আর আমার বেঁচে থাক্‌বার কি ফল? ও কালিন্দী! হায় হায়! কেন তুমি আমারে ভালবেসেছিল? তোমার সেই সাংঘাতিক ভালবাসা এখন সর্ব্বনাশের হেতু হয়ে দাঁড়ালো!

নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় গাড়ীর ভিতর আমি কেঁদে ফেল্লেম। সেই অশ্রু তখন আমার যেন কতই উপকারী বন্ধুর কাজ কোল্লে। অশ্রুপাতে অনেকটা আরাম বোধ হলো। যৌবনে আশাই মানুষকে সজীব কোরে তুলে। যৌবনে সমস্ত আশাই প্রদীপ্ত হয়। আর আমার অপথে মন যাবে না। যত সাবধানে—যত চেষ্টায়, মনকে ফিরিয়ে রাখ্‌তে পারি, সেই সুখের আশায় যে রকমে জীবন ধারণের আশা কোত্তে পারি, সেই আশাকে হৃদয়ে এনে, আনাবেলকেই প্রহরী কোরে রাখ্‌লেম। কুচিন্তাকে দূর কোরে দিলেম। সহজে কি পারা যায়? অতি কষ্টে অন্যচিন্তা বিদায় কোল্লেম।—নিরবধি সুখের চিন্তায় নিমগ্ন থাক্‌লেম!

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No. 44, MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

অপরাহ্ণে মাঞ্চেষ্টর নগরে পৌঁছিলেম। সেখানে উপস্থিত হয়ে, গাড়ীখানি বিদায় কোরে দিলেম। নিকটের একটী হোটেলে বাসা নিলেম। রোলাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার ইচ্ছা হলো। একবার দেখ্‌তে না পেয়ে, ফিরে এসেছিলেম, সেবারে আবার আশায় আশায় সাক্ষাৎ কোত্তে গেলেম। ভাগ্যক্রমে তাঁরা তখন বাড়ীতে ফিরে এসেছেন। বাড়ীতে উপস্থিত হয়েই আমি তাঁদের দেখ্‌তে পেলেম। অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, অতি সাবধান হয়েই সে সব কথা তাঁদের জানালেম। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের গুহ্যকথাগুলি একটীও প্রকাশ কোল্লেম না। বৃদ্ধ রোলাণ্ডদম্পতী আমার সুখের কথা শুনে সুখী হোলেন। ভোজনের নিমন্ত্রণ কোল্লেন, একসঙ্গেই আমি আহার কোল্লেম। সেই বৎসরের প্রথমে যাঁদের বাড়ী আমি চাক্‌রী কোরেছি, সেই বাড়ীতে এখন তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গেই ভোজন কোল্লেম। হৃদয় মহানন্দে পরিপূর্ণ!—শুন্‌লেম, ষ্টিফেন্ রোলাণ্ড আর লেডী লেষ্টার পরমসুখে অবস্থান কোচ্চেন। সে সংবাদেও আমার বিপুল আনন্দ জন্মালো। অনেকক্ষণ অনেকপ্রকার কথাবার্ত্তার পর, সেখান থেকে আমি বিদায় হোলেম।

পরদিন প্রাতঃকালে বার্‌মিংহামে যাত্রা কোল্লেম। দুদিন সেই মহাসমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী নগরে অবস্থান কোল্লেম। সেখান থেকে লণ্ডনযাত্রা। একপক্ষ পূর্ব্বে আনাবেলকে নিতে এসে, যে হোটেলে আমি বাসা নিয়েছিলেম, সেই হোটেলেই বাসা নিলেম। লানোভার দেশে নাই, সে কথা আমি জান্‌তেম। লণ্ডনে থাক্‌তে তখন আর আমার ভয় হলো না। কিছুদিন লণ্ডনে বাস্ কর্‌বার ইচ্ছা হলো। মহানগরীর যে সকল স্থান পূর্ব্বে ভাল কোরে দর্শন কর্‌বার অবসর পাই নাই, সেইবারে সেইগুলি দর্শন কর্‌বার অবকাশ পেলেম। তিনদিন সহরের রাস্তায় আমি ভ্রমণ কোচ্চি। হঠাৎ ক্লিণ্টনের সঙ্গে দেখা হলো। শার্লোটী তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষাৎ আলাপে তাঁরাও যেমন সুখী, আমিও তেম্‌নি সুখী হোলেম। পূর্ব্বে আমি তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে দেখা, কোর্‌বো স্বীকার কোরেছিলেম, যেতে পারি নাই, সেই কথা তুলে তাঁরা আমারে একটু লজ্জা দিলেন। যথার্থই আমি লজ্জিত হোলেম। কেন তাঁরা সেবারে লণ্ডনে এসেছেন, সে কথা জিজ্ঞাসা কোরে আমি জান্‌লেম, শার্লোটীর এক পিতৃব্য শার্লোটীকে কিছু দান কোরে গেছেন, সেই টাকাগুলি গ্রহণ কোত্তেই তাঁদের আসা। মাঞ্চেষ্টর দীঘীর সান্নিকটে তাঁরা বাসা কোরে রয়েছেন। সেই বাসায় তাঁরা আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে জেদাজিদি কোল্লেন। স্বীকার কোল্লেম, কিন্তু সঙ্গে গেলেম না। তাঁরা তখন চোলে গেলেন। সন্ধ্যার পর সাতটার সময় তাঁদের বাসায় আমি উপস্থিত হোলেম। তাঁরা আমারে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা কোল্লেন। মাঝে যতদিন দেখা হয় নাই, তত দিনের সুখদুঃখের কথা তাঁদের কাছে গল্প কোরে বোল্লেম। যে কথাগুলি বল্‌বার নয়, রোলাণ্ডদম্পতীকে যে সব কথা বলি নাই, তাঁদের কাছেও সেগুলি গোপন রাখ্‌লেম। কথায় বার্ত্তায় এতদূর নিমগ্ন হয়েছিলেম যে, কোথা দিয়ে সময় চোলে গেল, কিছুই

জান্‌তে পাল্লেম না। অবশেষে ঘড়ী দেখে জান্‌লেম, রাত্রি দুই প্রহর অতীত। তত রাত্রে তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে আমি সদর রাস্তায় বেরুলেম।

পূর্ব্বেই বোলেছি, মাঞ্চেষ্টর দীঘীর সন্নিকটেই লিণ্টনের বাসা। সেই দীঘীর ধার দিয়ে যখন চোলে যাই, অকস্মাৎ অতি নিকটেই যেন বিকট ধূমের গন্ধ অনুভূত হলো। ঊর্দ্ধদৃষ্টে চেয়ে দেখ্‌লেম,সেই দীঘীর অদূরে বিশাল ধূমরাশি আকাশপথে সমুত্থিত হোচ্চে। ধূমের ভিতরে ভিতরে উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্চে। নিশ্চয় মনে কোল্লেম, কোন লোকের ঘরে আগুন লেগেছে! নিতান্ত উন্মনা হয়ে তাড়াতাড়ি সেইদিকেই চোল্লেম। বহুলোকের কলরব,—বহুলোকের সভয় আর্ত্তনাদ, ক্রমশই শ্রবণগোচর হোতে লাগ্‌লো। কথা বুঝ্‌তে পাল্লেম না, দূরবর্ত্তী হাটে যেমন অস্পষ্ট কলরব শ্রুতিগোচর হয়, বহুকণ্ঠ-মিশ্রিত সেই রকম অস্পষ্ট কলরবমাত্র! অমঙ্গল আশঙ্কাই বলবতী হয়ে উঠ্‌লো। দ্রুতগতি যাচ্ছিলেম, ছুট্‌ দিলেম। ছুটে ছুটে দীঘীর কাছে উপস্থিত হয়েই, ভয়টা আরও বেড়ে উঠ্‌লো: চারিদিকেই ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার! একটা প্রশস্ত অট্টালিকার সমস্ত গবাক্ষপথে পুঞ্জ পুঞ্জ ধূমরাশি নির্গত হোচ্চে! সেই অট্টালিকার সম্মুখেই অসংখ্য লোক চতুর্দ্দিক থেকে ছুটে ছুটে আস্‌ছে। ঝঞ্ঝন্‌শব্দে ত্বরিতগতিতে ইতস্তত দমকলেরা ছুটেছে। অনেক লোক সেই জায়গায় জমা হয়েছে! ঊর্দ্ধপথে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা!

প্রাণপণে আমি ছুটেছি। যেদিকে অগ্নিকাণ্ড, সেই দিকে নিরীক্ষণ কোরেই আমি বুঝ্‌লেম, যে ধারে লর্ড একলিষ্টনের বাড়ী, সেইদিকেই আগুন লেগেছে! ঠিক সেই বাড়ীতেই আগুন লেগেছে কি না, তফাৎ থেকে যদিও সেটা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম না, কিন্তু তারি নিকটেই কোন প্রকাণ্ড বাড়ী জ্বোলে উঠেছে, সেইটীই তখন অনুমান হলো। ছুটে ছুটেই আমি তখন ভিড়ের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। জনতার কণ্ঠরব তখন আমি স্পষ্ট স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেম। ভয়ানক ভয় বাড়্‌লো!—নিশ্চয় জান্‌লেম, একলিষ্টন্‌-প্রাসাদেই আগুন ধোরেছে! ভয়ের কথা মুখে বল্‌বার নয়। প্রত্যেক ঘরের ছাদ ফুঁড়ে সর্পাকার অগ্নিশিখা বিনির্গত হোচ্ছিল! সমস্ত জানালা দিয়ে প্রজ্জলিত অগ্নিরাশি নির্গত হোচ্ছিল! সমস্ত বাড়ীখানাই অগ্নিময়!—সমস্তই অগ্নিক্ষেত্র! নিকটের সমস্ত বাড়ী থেকে অর্দ্ধ-উলঙ্গ চাকরলোকেরা যেন পাগলের মত ছুটে বেরুচ্চে। মূল্যবান্‌ আস্‌বাবপত্র, নানাপ্রকার বসনস্তূপ, নানাপ্রকার বহুমূল্য সামগ্রী, রাস্তার উপর জড় কোরে ফেল্‌ছে! অগণিত পুলিসের লোক সেইখানে এসে জমা হয়েছে। জিনিসপত্র কেহই ছুঁতে না পারে, পুলিসের লোকেরা সেইরকমে পাহারা দিচ্চে। দমকলেরা অনবরতই জল তুল্‌ছে, জল ঢাল্‌চে। ভিড়ের ভিতর প্রবেশ কোরে আমি দেখ্‌লেম, লর্ড একলিষ্টনের দাসীচাকরেরা যেন উন্মত্তের ন্যায় অর্দ্ধ-উলঙ্গ হয়ে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি কোচ্চে। তাদের মুখেই শুন্‌তে পেলেম, লর্ড একলিষ্টন সে রাত্রে কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়েছেন, লেডী একলিষ্টন একাকিনী ঘরে আছেন!—অসুখ হয়েছে, আপ্‌নার ঘরেই শুয়ে আছেন! কেহই তাঁরে বাহির কোত্তে পারে নাই! অকস্মাৎ আগুন ধোরে উঠেছে! অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিদিকে

ছড়িয়ে পোড়েছে! চাকরেরা আপন আপন প্রাণ লয়েই ব্যতিব্যস্ত! সকলেই মনে কোচ্চে, কেহ না কেহ অবশ্যই লেডীকে উদ্ধার কোরে আন্‌বে! প্রাণের ভয়ে সকলের মনেই ঐ রকম ধারণা! আপ্‌নারা পালাতে পাল্লেই বাঁচে! সেদিকে কাহারই মন ছিল না! সকলেই বেরিয়ে পোড়েছে! সকলেই তখন জান্‌তে পাচ্চে, তাদের প্রভুপত্নী সেই জ্বলন্তগৃহেই পোড়ে রয়েছেন!

কথাগুলি আমার বোল্‌তে যতক্ষণ লাগ্‌লো, যতক্ষণে এই কথাগুলি আমি লিপিবদ্ধ কোল্লেম, চাকরদের কথাগুলি শুন্‌তে ততক্ষণ লাগ্‌লো না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব আমি জান্‌তে পাল্লেম। মনে মনে সুদৃঢ় সংকল্প কোল্লেম, লেডীকে উদ্ধার কোত্তে যদি আমার নিজের প্রাণ যায়, তাও স্বীকার,—তাও মঙ্গল, তথাপি যে রকমে পারি, তাঁরে আমি উদ্ধার কোর্‌বোই কোর্‌বো!

যে সকল লোক ছুটাছুটি কোরে বেড়াচ্ছিল, শশব্যস্তে তাদের একজনকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লেডী এক্‌লিষ্টন কোন্ ঘরে আছেন?"

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উত্তর কোল্লে "ঘর?"

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, গালাগালি দিয়ে, তারে আমি বোল্লেম, "হাঁ হাঁ, ঘর। কোন্ ঘরে তিনি আছেন?"

কে আমি, কেন ও কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চি, কেন গালাগালি দিলেম, ভয়ে—বিস্ময়ে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না কোরে, লোকটাও তখন তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, "দোতালা—সিঁড়িতে উঠেই বাঁদিকে যে দরজা, সেই ঘর।"

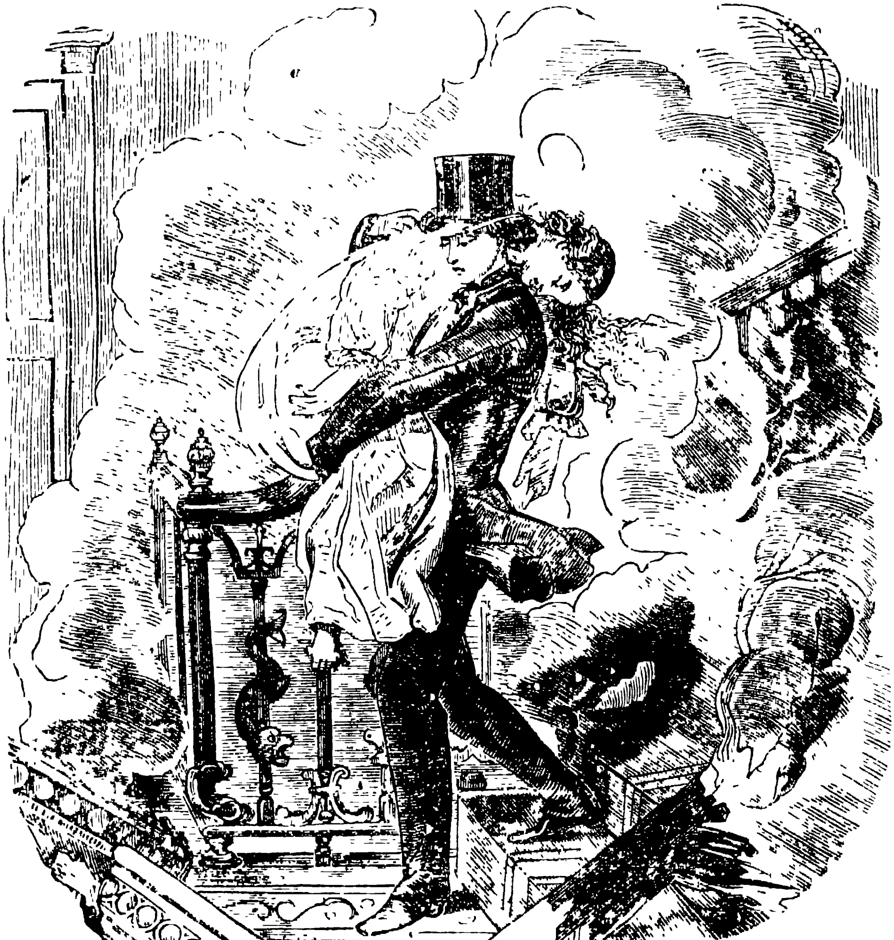
ছুটে আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছি, একটী ভদ্রলোক সেই সময় জোরে হস্ত ধারণ কোরে, চীৎকারস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "যেয়ো না!—যেয়ো না!—যেয়ো না! মোর্‌বে,—মোরবে,—মোর্‌বে!—নিশ্চয়ই মারা যাবে!"

ভিড়ের ভিতর দশ বারোজন লোক একসঙ্গে গোলমাল কোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোলে উঠ্‌লো, "কে এ? পাগল না কি? নিশ্চয়ই পাগল!"

কাহারও কথা আমি শুন্‌লেম না। কোনদিকেই চাইলেম না। যে লোকটী আমার হাত ধোরেছিলেন, জোরে তাঁর হাতখানা ছাড়িয়ে ফেলে, দ্রুতবেগে আমি প্রবেশদ্বার পার হয়ে গেলেম। ভিড়ের সমস্ত লোক চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। অনেক লোক ভয় দেখাতে লাগ্‌লো। অল্প অল্প আমি শুন্‌তে পেলেম, কেহ কেহ যেন উচ্চকণ্ঠে আমার তারিফ কোত্তে লাগ্‌লেন। ভালমন্দ কোন কথা শোন্‌বারই আমার সময় ছিল না। যে সংকল্পে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে চোলেছি, বিশ্বপ্রণীর প্রাণরক্ষা করা আমার সংকল্প; সে সংকল্পে তখন আমারে নিবৃত্তি করে, কাহার সাধ্য?

নীচের তালার যে ঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সে ঘরটা একেবারেই অন্ধকার! আমি যেন অন্ধ হয়ে গেলেম! হু হু কোরে চক্ষু দিয়ে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো! কিছুতেই আমার ভ্রূক্ষেপ নাই! আমি যেন তখন মোরিয়া! লাফে লাফে সিঁড়িটা পার

হয়ে গেলেম। যে ঘরের দিকে চেয়ে দেখি, সেই ঘরেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা!—স্তূপাকার ধোঁয়া! আগুনের উত্তাপে সর্ব্বশরীর পুড়ে যায়! সে উত্তাপ সহ্য করা অসাধ্যই হয়ে উঠলো! সহজে অগ্রসর হোতে পাল্লেম না, ফিরে আস্‌বার ইচ্ছা হলো।



ফিরে আসি আসি মনে কোচ্চি, হঠাৎ অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনতে পেলেম। জীবনের আশা ত্যাগ কোল্লেম! অগ্নিক্ষেত্র পার হয়েই, গোঁ ভরে ছুটে চোল্লেম! দম বন্ধ হয়ে যাই যাই, ঠিক তেম্‌নি অবস্থায় উপরতালায় উঠ্‌লেম! বাড়ীখানা যেন অগ্নিময় বোধ হোতে লাগ্‌লো! আগুনের দেয়াল!—আগুনের ছাত!—আগুনের গরমে সমস্তই অগ্নিময়! চতুর্দ্দিকে অগ্নি, মধ্যস্থলে আমি! মুহূর্ত্তমাত্র স্থির হয়ে দাঁড়ালেম। চক্ষের নিমেষমধ্যে একদিকের ছাত পুড়ে, ভস্ম হয়ে পোড়ে গেল! আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেম, সেদিকে পোড়্‌লো না, কিন্তু আগুনের হল্‌কায়—আগুনের ধূলায়, ক্ষণকাল চক্ষে কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না! এক রকম হলো ভাল! ছাতটা যেদিকে পোড়ে গেল, সেদিকে আর জ্বলন্ত আগুন থাক্‌লো না! একলাফে ঘরের ভিতর প্রবেশ

কোল্লেম! দেখ্‌লেম, লেডী এক্‌লিষ্টন্ মেজের উপর অচেতন হয়ে পোড়ে আছেন! নিকটে একখানা র‍্যাপার পোড়ে ছিল, শশব্যস্তে মুহূর্ত্তমাত্রে সেই র‍্যাপারখানা তাঁর গায়ে জোড়িয়ে, চক্ষের নিমেষে কোলে কোরে তুলে নিলেম। অচেতন অবস্থাতেই তাঁরে কোলে কোরে, লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্নি ভেদ কোরে আমি নেমে এলেম!

সে রকম অগ্নিক্ষেত্রমধ্যে তত ভারী নারীদেহ সহজে আমি কোলে কোরে আন্‌তে পাত্তেম না, কিন্তু তখন যেন আমার শরীরে সহস্র বীরের বল প্রবেশ কোরেছিল! বোধ হলো যেন, আমি একটা পাখীর পালক নিয়ে আস্‌ছি! আমার পক্ষে তখন আরও শুভগ্রহ! বাতাসটা তখন উল্‌টে গেল! যেদিক দিয়ে আমি নাম্‌লেম, সেদিকে জ্বলন্ত আগুনের উত্তাপ অনেকটা কম হয়ে এলো! অচেতন লেডীকে সেই রকমে উদ্ধার কোরে, তৎক্ষণাৎ আমি বেরিয়ে পোড়্‌লেম!

"বাহাদুর ছেলে! এই দিকে!—এই দিকে!—এই পথে!"—উল্লাসস্বরে ঐ সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে, একটী ভদ্রলোক আমার হাত ধোরে, টেনে নিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। দেহ আমার কোলেই আছে! আমি তখন হাঁপাচ্চি! সেই অবস্থায় সেই ভদ্রলোকটী আমার হাত ধোরে টেনে টেনে নিয়ে চোলেছেন।—রাস্তার ধারে ছ সাতটা দরজা পার হয়ে একটা বাড়ীর ভিতর তিনি আমারে নিয়ে গেলেন।

জনতার সমস্ত লোক উচ্চকণ্ঠে আমার প্রশংসাকীর্ত্তন কোত্তে লাগ্‌লো। যে বাড়ীতে আমরা প্রবেশ কোল্লেম, সেই বাড়ীর একটা ঘরে একখানি কৌচের উপর লেডী এক্‌লিষ্টনের অচেতন দেহ আমি শোয়ালেম। সদরদরজা বন্ধ হলো। চক্ষে আমি আর তখন কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না! যে ঘরে দাঁড়িয়েছি, সে ঘরটা যেন ভোঁ ভোঁ কোরে ঘুর্‌চে! আমি যেন জ্ঞানশূন্য হয়ে পুড়ি পড়ি, এমন অবস্থা! চেয়ারের উপর তিনি আমারে বসালেন। ব্যস্ত হয়েই একগেলাস সরাপ খেতে দিলেন। এক চুমুকে সবটুকু আমি খেয়ে ফেল্লেম। তখন আমার ঘূর্ণা ভাবটুকু সেরে গেল। "জল জল" বোলে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম! জল এলো। সেই ভদ্রলোকটীই জল এনে দিলেন। মূর্চ্ছিতা কামিনীর মুখে চক্ষে জল সেক কোত্তে কোত্তে, তিনি একবার চেয়ে দেখ্‌লেন। বোধ হলো যেন, ঘুমুচ্ছিলেন, স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন, মুহূর্ত্তমাত্রে জেগে উঠ্‌লেন। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে কৌচের উপর বোস্‌লেন। সভয়চকিতে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌লেন। আমার দিকে চক্ষু পোড়্‌লো। অকস্মাৎ শিউরে উঠে, অস্ফুটস্বরে চীৎকার কোরে আমার কাছে তিনি ছুটে এলেন। ঠিক যেন লাফিয়ে পোড়্‌লেন! সম্মুখে এসেই আমার গলা জোড়িয়ে ধোল্লেন! চিন্‌তে পাল্লেন, সে কথার পরিচয় দেওয়াই বাহুল্য। আমার গলা জোড়িয়ে ধোরে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গদ্গদকণ্ঠে বোল্লেন, "ধন্য পরমেশ্বর! ধন্য জোসেফ! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কোল্লে!"

আর বোল্‌তে পাল্লেন না। মনের আবেগে নিতান্ত অবসন্ন হয়েই যেন আমারে ছেড়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ আবার তিনি সেই কৌচের উপর শুয়ে পোড়্‌লেন। আবার মূর্চ্ছা!

যিনি আমারে সেই ঘরের ভিতর নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তখন সেখানে ছিলেন না। লেডী একৃলিষ্টন্ আবার যখন অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লেন, ঠিক সেই সময়েই তিনি তাঁর স্ত্রীকে আর দুজন দাসীকে সঙ্গে কোরে, সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। তখনই আমি জান্‌লেম, তিনিই গৃহস্বামী। দাসীরা লেডী একৃলিষ্টনকে ধরাধরি কোরে সে ঘর থেকে অন্যঘরে নিয়ে গেল।—গৃহস্বামিনীও সেই সঙ্গে চোলে গেলেন। গৃহস্বামীর কাছে আমি একা থাক্‌লেম। শুন্‌লেম, তাঁর নাম এড্‌বার্ড। সহরে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য সওদাগর। ব্যবহারেও পরিচয় পেয়েছিলেম ভদ্রলোক, পরিচয়েও দেখ্‌লেম, যথার্থই অমায়িক দয়ালু ভদ্রলোক। বীরপুরুষ বোলে তিনি আমার যথেষ্ট প্রশংসা কোল্লেন। সঙ্গে কোরে তাঁর তোষাখানায় নিয়ে গেলেন। অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ কোরে ধোঁয়ায় ধূলায় আমি ধূসরিত হয়েছিলেম, ভদ্রলোকটীর সদয় ব্যবহারে সেই স্থানে আমি স্নান কোল্লেম। আমার গায়ের কোনস্থানে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নি। কেবল একটু একটু চুল পুড়ে গিয়েছিল। সে রাত্রে তিনি আমারে সেই বাড়ীতেই অবস্থান কোত্তে অনুরোধ কোল্লেন, আমি থাক্‌লেম না। যদি থাকি, লোকে পাছে মনে করে, পরদিন প্রাতঃকালে লর্ড একৃলিষ্টনের সঙ্গে আমার দেখা হবে, তিনি আমারে পুরস্কার দিবেন, সেই লোভেই আমি থেকে গেলেম!—সেটা বড় লজ্জার কথা! সেই ভয়েই আমি থাক্‌লেম না। এড্‌বার্ড আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আমার বাসস্থান কোথায়? যে কারণে তাঁর বাড়ীতে আমি থাক্‌লেম না, সেই কারণেই তাঁর ঐ প্রশ্নেরও উত্তর দিলেম না। সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে, দ্রুতপদে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে পোড়্‌লেম। দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আস্‌ছি, সিঁড়িতেই দেখি, আতঙ্কবিভ্রান্ত লর্ড একৃলিষ্টন! যাঁর ভয়ে পালাচ্ছিলেম, তিনিই আমার সম্মুখে!—আমারে দেখেই চোম্‌কে উঠে তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "এ কি? জোসেফ? তুমি? তুমিই কি—"

এড্‌বার্ডও আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছিলেন। ত্রস্তভাবে তিনিই উত্তর কোল্লেন, "হাঁ মহাশয়! ইনিই আপ্‌নার স্ত্রীর জীবনদাতা! এই যুবাপুরুষের অসীম সাহস! জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে ইনিই আপ্‌নার স্ত্রীর জীবনরক্ষা কোরেছেন!"

লর্ড একৃলিষ্টন্ সবিস্ময়-চমকিত-ভঙ্গীতে, বিস্মিতনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে, বোলে উঠ্‌লেন, "তুমি জোসেফ? তুমি?"—বোল্‌তে বোল্‌তেই ব্যগ্রভাবে তিনি আমার হাত ধোল্লেন। গম্ভীরস্বরে আবার বোল্লেন, "তুমি জান না,—তুমি কি এখন যাচ্চো?—না না, যেতে পাবে না! তোমাকে এখানে থাক্‌তে হবে!"

এড্‌বার্ড আবার বোল্লেন, "থাক্‌তেও চান্ না, কথাও শোনেন না, কিছুই চান না! ইনি যেন মনে কোচ্চেন, কি একটা সামান্য কাজ সমাধা কোরে গেলেন!"

লর্ড একৃলিষ্টনের হাত ছাড়িয়ে, দ্রুতবেগে সিঁড়ি থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "আমি কেবল আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই কোরেছি!"—বোলেই ছুট!—তাঁদের দিকে আর চেয়েও দেখ্‌লেম না! এক দৌড়েই দীঘীপার।

দীঘীর অন্তধারে গিয়ে আমি থাম্‌লেম। দগ্ধ অট্টালিকার দিকে একবার চাইলেম। দমকলেরা তখন খুব শীঘ্র শীঘ্র অঙ্গারস্তূপে জল ঢাল্‌ছে ! অগ্নিও অনেক নিবেছে, ধোঁয়াও অনেক কোমেছে। কেবল সেই একখানি বাড়ীর উপর দিয়েই অগ্নির প্রতাপ থেমে গেল। নিকটের অন্য কোন বাড়ীতে কিছুমাত্র অগ্নি প্রবেশ করে নাই। ভিড়ের লোকেরা তখনও পর্য্যন্ত চীৎকার কোরে, এদিক ওদিক ছুটাছুটি কোচ্ছিল। দমকলচালকেরা জোরে জোরে কল চালাতে চালাতে উচ্চকণ্ঠে গীত গাচ্ছিল। সে একরকম আশ্চর্য্য কাণ্ড !

পথে একখানি গাড়ী কোরে আমি হোটেলে এসে পৌঁছিলেম। পরদিন সংবাদপত্রে আমি সেই অগ্নিকাণ্ডের সমাচার পাঠ কোল্লেম। কি রকমে আগুন ধোরেছিল, খবরের কাগজে দেখেই তা আমি জান্‌তে পাল্লেম। এক্‌লিষ্টনপ্রাসাদের ভাল ভাল ঘরে নূতন নূতন রং দেওয়া হোচ্ছিল, সেই রঙের পাত্রেই প্রথমে আগুন ধরে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। সংবাদপত্রে আমার প্রশংসার কথা অনেক লিখেছে। আমার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ কোরেছে। যখন আমি সে সব কথা পড়ি, আপনার প্রশংসা দেখে দেখে বড়ই লজ্জা পেয়েছিলেম।

আর দুদিন আমি লণ্ডনে থাক্‌লেম। তার পরেই আবার নানাস্থান পরিভ্রমণ। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস্‌নগর দর্শন কর্‌বার ইচ্ছা হলো। ডাকগাড়ীতে আমি প্যারিস অভিমুখে যাত্রা কোল্লেম। সে গাড়ীতে কেবল চার্‌টী লোক ধরে। একজন রক্ষক আর তিনজন আরোহী। আমি যে গাড়ীতে আরোহণ কোল্লেম, সে গাড়ীতে সেদিন অন্য আরোহী কেহই ছিল না। আরোহীর মধ্যে আমি একা, সঙ্গীর মধ্যে একজন নিরূপিত রক্ষক। সকল গাড়ীতেই রক্ষক থাকে। রাত্রি নটার সময় যাত্রা করা হয়, এগারোটার সময় বলোন নগরে পৌঁছিলেম। সেখান থেকে এমিয়েন নগরের রাস্তা ধোল্লেম। বেশীদূর যেতে না যেতেই আমার একটু ঘুম পেলে। রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর। তন্দ্রাচ্ছন্ন আছি, গাড়ীখানা যেন হেল্‌তে দুল্‌তে লাগ্‌লো। দোলা পেয়ে হঠাৎ আমি জেগে উঠলেম। শকটরক্ষক উচ্চকণ্ঠে কি কথা বোলে উঠ্‌লো। শকটচালকও কি কথা বোলে কি উত্তর দিলে। পরক্ষণেই গাড়ীখানা উল্‌টে, একটা গর্ত্তের ভিতর পোড়ে গেল ! খানিকক্ষণ সেই অবস্থায় যেন অজ্ঞান হয়ে ছিলেম। রক্ষক তাড়াতাড়ি এসে গাড়ীর দরজাটা খুলে ফেল্লে। তার গায়ে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই। সে আমারে গাড়ীর ভিতর থেকে টেনে, বাহিরে নিয়ে এলো। তার হাতে একটা লাণ্ঠন ছিল। সেই আলোতে দেখ্‌লে, আমারেও কিছু আঘাত লাগে নাই। ফরাসী ভাষা আমি একটু একটু শিখেছিলেম। স্কুলে যৎকিঞ্চিৎ পড়া, তার পর ঘরে বোসে অবকাশকালে আলোচনা। কিছু কিছু বুঝ্‌তেও পারি, কিছু কিছু বোল্‌তেও পারি। সেই রকম ছাড়া ছাড়া কথায় রক্ষককে আমি বুঝিয়ে দিলেম, কেবল একটু ধাক্কা লেগেছে, আর ঠাঁই ঠাঁই একটু ছোড়ে গেছে, আর কিছুই নয়। গাড়ীখানাও ভেঙে গিয়েছিল।

সে গাড়ীতে আর যাওয়া গেল না। রক্ষক আমারে বোল্লে, পাঁচমাইল দূরেই একটী নগর। আমার শরীর অত্যন্ত অবসন্ন। পাঁচ মাইল পথ হেঁটে যাওয়া আমার পক্ষে তখন দুঃসাধ্য। রক্ষকটী ইসারা কোরে একটী ঘোড়া দেখিয়ে দিলে। আমি তার মনের কথা বুঝ্‌লেম, কিন্তু আমার পক্ষে তখন অশ্বারোহণ করাও কষ্টকর। হাঁট্‌তেও পারি না, অশ্বারোহণেও যেতে পারি না। হয় কি? সে সময়টা অত্যন্ত ঠাণ্ডা বাতাস বহন হোচ্ছিল, শীতে আমি কাঁপ্‌ছিলেম। যদিও অনেক মোটা মোটা কাপড় গায়ে জোড়িয়ে রেখেছি, দারুণ শীতে তথাপি দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল! আকাশ কিন্তু পরিষ্কার। আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ শোভাময়! নিকটে যদি কোন বাড়ী দেখ্‌তে পাই, কোন বাড়ীতে কেহ যদি একটু শয়নের স্থান দেয়, সেই আশয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলেম। তফাতে একটা আলো দেখ্‌তে পেলেম। রক্ষককে সেই আলো দেখালেম। সে লোকটী তখন শকটচালককে কি কি উপদেশ দিতে ব্যস্ত ছিল, আমার কথায় ততটা মনোযোগ দিতে পাল্লে না। শকটচালক একটা ঘোড়ার পিঠে গাড়ীর জিনিসপত্রগুলি তুলে দিয়ে, আর একটা ঘোড়ায় আপ্‌নি সওয়ার হলো। রক্ষকের সঙ্গে কি পরামর্শ কোরে অন্যপথে চোলে গেল। মেলগাড়ীতে সওদাগরী জিনিসপত্র থাকে, টাকাকড়িও থাকে, সেইগুলি নিরাপদে রক্ষা করাই রক্ষকের কার্য্য। অন্য গাড়ীতে সেগুলি পাঠিয়ে দিবার বন্দোবস্ত কোরে, রক্ষক তখন আমার কাছে ফিরে এলো। আরও দুটী ঘোড়া তখন সেখানে হাজির। রক্ষক আমারে একটীতে আরোহণ কোত্তে বোল্লে, নিজেও একটীতে আরোহণ কোত্তে চাইলে। গাড়ীর ঘোড়ায় আরোহণ করা বড়ই কষ্ট, রাস্তাও উঁচু নীচু, কিছুতেই ত আমি সাহস কোত্তে পাল্লেম না। রক্ষককে আমি বোল্লেম, আর একখানা গাড়ী যতক্ষণে আসে, ততক্ষণ আমি সেখানে থাকি। সেই রকম বন্দোবস্ত ভিন্ন সে রাত্রে আর অন্য উপায় ত দেখি না। রক্ষককেই অন্য গাড়ীর সন্ধান কোত্তে বোল্লেম। সেই সময় সেই দূরবর্ত্তী আলোর দিকে আবার আমাদের নেত্র নিপতিত হলো। ক্ষুদ্র একটা গলিপথ ধোরে সেই দিকে যেতে হয়। রক্ষক আমারে বোল্লে, "আচ্ছা, তবে তাই হোক্। যে বাড়ীতে আলো দেখা যাচ্চে, অশ্বারোহণে অন্তত সেই বাড়ী পর্য্যন্তই যাওয়া যাক্।"—সে প্রস্তাবে আমি সম্মত হোলেম। গাড়ী উল্‌টে পড়াতে যে কষ্ট আমি পেয়েছি,—যে ধাক্কা খেয়েছি, শুতে পেলে বাঁচি। তখন কেবল আমার একটী আশ্রয় পাওয়াই দরকার।

একটী অশ্বে আমি আরোহণ কোল্লেম। রক্ষক আমার বাক্সটী কাঁধে কোরে নিয়ে, দ্বিতীয় অশ্বের লাগাম ধোরে, আমার সঙ্গে যেতে লাগ্‌লো। এই রকমে আধ মাইল পথ গেলেম। বৃহৎ একটা বারিকের মত একখানা বাড়ী দেখ্‌তে পেলেম। বাড়ীখানা নীচু,—দোতালা। নীচের তালার জানালাগুলি সব বন্ধ। উপরের একটী জানালায় আলো জ্বোল্‌ছিল। গির্জ্জাঘরের যেমন জানালা থাকে, সেইরূপ খিলান করা বিচিত্র গবাক্ষ। অট্টালিকার মধ্যভাগেই সেই জানালা। রক্ষকের মুখে শুন্‌লেম, সেটী একটী দুর্গ।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No 44 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

বিদেশী লোকজন এসে সেখানে থাক্‌তে পায়। সময়ে সময়ে হোটেলের কাজও করে। যে জানালায় আলো দেখা যাচ্ছিল, সেই জানালার মাথায় ধর্ম্মশালার মত চূড়াগাঁথা। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ দুর্গ কার?"—রক্ষক বোল্লে, "একজন কাউণ্টের।"—তার মুখে নামটী আমি শুনেছিলেম, কিন্তু এখন সে নাম মনে নাই। রক্ষক বোল্লে, যাঁদের সেই দুর্গ, বহুদিন হলো, তাঁরা সেটী পরিত্যাগ কোরে গিয়েছেন, এখন আর সেখানে বাস করেন না। সম্প্রতি কোন বিদেশী লোককে ভাড়া দেওয়া হয়েছে, তারাই ওখানে থাকে। কারা তারা, রক্ষক তাদের নাম জানে না।

অষ্টপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

সে কি তবে নাই?

যে বাড়ীর সম্মুখে আমরা পৌঁছিলেম, আমার সমভিব্যাহারী রক্ষক সেই বাড়ীর সদরদরজার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে। কেহই কিছু সাড়া দিলে না। খানিকক্ষণ পরে, উপরের একটী জানালা খুলে, একজন লোক মুখ বাড়ালে। ফরাসী ভাষায় কি কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে। রক্ষকও তাড়াতাড়ি কি উত্তর দিলে। আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না। যে লোক মুখ বাহির কোরেছিল, মুখখানা সোরিয়ে নিয়ে, সে তৎক্ষণাৎ আবার জানালা বন্ধ কোরে দিলে। আমি অনুমান কোল্লেম, প্রবেশ কোত্তে দিবে না। কিন্তু রক্ষক বোল্লে, সে আশ্রমে অতিথি লোকে আশ্রয় পায়, অবশ্যই সে নেমে আস্‌বে। সেই কথাই ঠিক হলো। গবাক্ষপথে যে লোকটী কথা কোয়েছিল, বাস্তবিক সেই লোকটী নেমে এসে দরজা খুলে দিলে। আমাদের প্রবেশ কোত্তে বোল্লে। রক্ষকের সাধুতা দেখে আমি তারে সাধুবাদ দিলেম। টাকা দিতে চাইলেম,—আমার জন্য অনেক কষ্ট কোরেছে, অবশ্যই পুরস্কার দিতে হয়, দিতে চাইলেম, সে তা নিলে না। বিশেষ শিষ্টাচার জানিয়ে বোল্লে, "এই রকম কাজের জন্যই আমি রাজসংসার থেকে বেতন পাই। পথিকের কাছে কোন রকম পুরস্কার গ্রহণ করা নিষেধ।"—পরিচয়ে শুন্‌লেম, সে একজন প্রাচীন সৈনিক-পুরুষ। আপাততঃ ঐ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সে আমারে আরও বোল্লে, "আপনি গাড়ীভাড়া শোধ কোরে দিয়েছেন, আগামী রাত্রে এই পথে যে গাড়ী যাবে, যদি ইচ্ছা করেন, তবে সেই গাড়ীতেই যেতে পারেন, নতুবা ভাড়ার টাকা ফেরত নিতে পারেন।" ভাড়া ফেরত লওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না। দ্বিতীয় রজনীর গাড়ীতেই প্রস্থান করা অবধারণ কোল্লেম। সেই কথা শুনেই রক্ষক অশ্বারোহণে বিদায় হলো। দ্বিতীয় অশ্বটীকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।

যে লোক দরজা খুলে দিলে, সে একজন পদাতিক। তার হাতে জ্বলন্ত বাতী ছিল।

পথ দেখিয়ে দেখিয়ে আমারে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। একটী প্রশস্ত বৈঠকখানায় আমারে বোসিয়ে, সে একবার অন্যঘরে প্রবেশ কোল্লে। একটু পরেই খানকতক বিষকুট আর এক গেলাস সরাপ আমারে এনে দিলে। আবার চোলে গেল। সেই সময় আমি দেখ্‌লেম, ঘরের আসবাবপত্র সমস্তই পরিষ্কার। চেয়ার—টেবিল—কৌচ, সমস্তই আবলুসকাষ্ঠে বিনির্ম্মিত।—ঘোর চক্‌চোকে কৃষ্ণবর্ণ আবলুস। রাজা চতুর্দ্দশ লুইয়ের সময়ে যেপ্রকার আবলুসের বহু ব্যবহার ছিল, সেই প্রকার সুচিক্কণ আবলুস। দেয়ালের গায় সেকেলে ধরণের দীর্ঘ দীর্ঘ স্ত্রীপুরুষের ছবি। সেই সকল আমি দেখ্‌ছি, প্রায় পোনেরো মিনিট অতীত হয়ে গেল। লোকটী তখন ফিরে এলো। এসেই আমারে সঙ্গে যেতে বোল্লে। সে আমার বাক্সটী কাঁধে কোরে বাড়ীর ভিতর এনেছিল, কাঁধে কোরেই নিয়ে চোল্লো। আমি সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। দু তিনটে ঘর পার হয়ে, উপরতলায় উঠে গেলেম। দুদিকে দুই বারাণ্ডা। দুদিক দিয়েই দুদিকের ঘরে যাওয়া আসার পথ। দুদিকেই সারি সারি দরজা। একদিকে বোধ হলো, যেন কোন ধর্ম্মশালায় প্রবেশের দ্বার। বাড়ীর ভিতর ভয়ানক নিস্তব্ধ। কোথাও কাহারও কোন উচ্চবাচ্য শুনা গেল না। কেবল আমরা দুজনে চোলে যাচ্ছি, কেবল আমাদেরই পায়ের শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দই ছিল না। পদাতিক আমারে দক্ষিণদিকের একটী শয়নগৃহে নিয়ে গেল। ঘরটী যেমন সুপ্রশস্ত, তেমনি দিব্য পরিষ্কার। একধারে সমুজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ড। টেবিলের উপর দুটী বাতী। ঘরের একধারে একটী সুপরিষ্কৃত শয্যা। গাড়ী উল্টে পড়া অবধি যত কষ্ট আমি পেয়েছি, ঘরের আর শয্যার পারিপাট্য দেখে সমস্তই যেন দূর হলো। লোকটী আমার বাক্স সেইখানে রেখে, আমারে বোল্লে,"কল্য প্রাতঃকালে আপ্‌নার যখন ইচ্ছা, এখানে আহার সামগ্রী প্রস্তুত পাবেন।"—এই কথা বোলেই দরজা বন্ধ কোরে সে লোকটী চোলে গেল। ব্যবহারে দেখ্‌লেম, লোকটী বেশ্‌ ভদ্র।

রাত্রি তখন একটা। শীতে কেঁপে কেঁপে আমার সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে পোড়েছিল, অগ্নিকুণ্ডের কাছে বৃহৎ একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে, ক্ষণকাল সেইখানে আমি বোসে থাক্‌লেম। বোসে বোসেই যেন একটু তন্দ্রা এলো। বোসে বোসেই যেন তন্দ্রাবশে আমি স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ঘরের চতুর্দ্দিকেই যেন নানাবস্তুর নানামূর্ত্তি দর্শন কোত্তে লাগ্‌লেম। একবার যেন বোধ হলো, তখনও আমি গাড়ীতে বোসে আছি। গাড়ীখানা ঘুরে ঘুরে চোলেছে। একবার যেন বোধ হলো, আমার শয্যার পাশে কৃষ্ণবর্ণ পর্দ্দার আড়ালে কোন লোকের মুখ দেখ্‌তে পেলেম। একবার ভাব্‌লেম, আমি যেন আর্‌সীতে মুখ দেখ্‌ছি। আমার নিজের মুখ দেখ্‌তে পাচ্চি না, ঠিক যেন পাংশুবর্ণ অপর লোকের মুখ! কার মুখ, তা তখন নিরূপণ কোত্তে পাল্লেম না। ঘুমের ঘোরে কত যে কি দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, সমস্তই যেন সত্য বোধ হোতে লাগ্‌লো। অথচ তাতে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হলো না। যে চেয়ারে, বোসে বোসে অগ্নির উত্তাপে নিদ্রাসুখ অনুভব কোচ্ছিলেম, স্বপ্নদর্শনে ভয় পেয়ে, সে চেয়ার থেকে লাফিয়েও উঠ্‌লেম না।

কতরকম্ স্বপ্নই দেখ্‌ছি। একটার পর একটা, তখনই আবার আর একটা, এইরকম এলোমেলো দর্শন! একবার যেন দেখ্‌লেম, সাদা কাপড়পরা এক মূর্ত্তি ধীরে ধীরে যবনিকার পশ্চাৎ থেকে বেরিয়ে, আমার আছে এগিয়ে এগিয়ে, আস্‌ছে। তন্দ্রাবশেই আমি যেন ভয় পাচ্ছি। তৎক্ষণাৎ সে মূর্ত্তি অন্তর্ধান! আবার এক মূর্ত্তি আমার সম্মুখে। সে মূর্ত্তির কৃষ্ণবসন পরিধান। সে মূর্ত্তিও অন্তর্ধান! বোধ হলো যেন, বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে গেল! ক্রমে ক্রমে আরও কত নূতন মূর্ত্তির আবির্ভাব!—আবার তিরোভাব! দেখ্‌লেম যেন, সার্ মাথ্যু হেসেল্‌টাইন। রিডিং নগরে তাঁর যেপ্রকার উগ্র মূর্ত্তি আর উগ্রদৃষ্টি দেখেছিলেম, তার চেয়ে যেন সহস্রগুণে উগ্রভাব! সেই উগ্রদৃষ্টিতে তিনি যেন আমার দিকে নির্নেমেষে চেয়ে রয়েছেন। তাঁর ঠোঁট দুখানি পলকে পলকে যেন মুখের ভিতর প্রবেশ কোচ্চে। তার পরেই দেখ্‌লেম, আনাবেলের জননী যেন মৃদুবিষণ্ণ-বদনে, বিষণ্ণনয়নে আমার পানে চেয়ে আছেন। তাঁর চেহারা দেখে যেন আমি কতই আশ্বাস পাচ্ছি, কতই আনন্দ অনুভব কোচ্চি। তখনই আবার যেন সে মূর্ত্তি সেখানে নাই। সম্মুখেই যেন বিকটদর্শন লানোভার! লানোভারের মূর্ত্তি তখন যেন পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর! সে মূর্ত্তিও উড়ে গেল! চক্ষের কাছে যেন আনাবেল দাঁড়িয়ে, আনাবেলের তখন যেন কতই রূপ!—লজ্জাবনতবদনে আমার পানে চাইতে চাইতে, আনাবেল যেন আমার গা ঘেঁসে চোলে যাচ্চেন!

আনাবেল আর সেখানে নাই! আবার সেই কৃষ্ণবসনা মূর্ত্তি আমার সম্মুখে! সে মূর্ত্তি যেন ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে, ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল মূর্ত্তি আমি স্বপ্নে দেখ্‌লেম, তারা যেমন এলো আর মিলিয়ে গেল, এ মূর্ত্তি সেরকম নয়। জানি আমি ঘুমুচ্চি, মূর্ত্তিও সেইখানে ঘুরচে, ক্রমেই যেন অল্পে অল্পে আমার তন্দ্রাভঙ্গ হোতে লাগ্‌লো। তখন আমি ভাব্‌লেম, সেই কৃষ্ণবসনা-মূর্ত্তি যেন আমি জাগ্রৎস্বপ্নেই নিরীক্ষণ কোচ্চি।—ঘুমের ঘোরে দর্শন করা নয়,জাগ্রতাবস্থায় চেয়েই যেন, বারবার সেই মূর্ত্তি আমি দেখ্‌ছি। আসন থেকে উঠ্‌বার চেষ্টা কোরেছিলেম, সে কথাও আমার মনে আছে। কিন্তু তখন আমার হৃদয়ে এত ভয়, উত্থানশক্তি ছিল না,—বাক্-শক্তিও ছিল না। উদাসনয়নে আতঙ্কে আতঙ্কে কেবল সেই অন্ধকার-মূর্ত্তিই দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ভাল কোরে দেখ্‌লেম, নারীমূর্ত্তি!—শোকবসন পরিধান! এই পর্য্যন্তই দেখ্‌লেম। মুখ দেখ্‌তে পেলেম না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, কিম্বা কৃষ্ণবসনের অবগুণ্ঠনে মুখখানি ঢাকা ছিল, কিম্বা আসলেই মুখ ছিল না, সে সময় সেটী অনুভব কোত্তে আমি অক্ষম হোলেম। আমি যেখানে আছি, দরজা যেখানে আছে, তারই ঠিক মাঝামাঝি সেই মূর্ত্তি এসে দাঁড়িয়েছে। আমার কাছ থেকে বড় জোর সাত হাত কি আট হাত তফাৎ। একটু একটু গোঙানী শব্দ শুনতে পেলেম। মূর্ত্তি সোরে গেল। আমি সম্পূর্ণরূপে জেগে উঠ্‌লেম।

যতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌লেম, ততক্ষণ আমার মহা আতঙ্ক! সর্ব্বশরীর বিকম্পিত! বুকের

ভিতর ধড়্ফড়্ কোরে লাফাচ্চে, নিজের কর্ণেই সে শব্দ আমি শুন্‌তে পাচ্চি। কপালে দর্ দর্ কোরে ঘাম পোড়্‌তে লাগ্‌লো। দেয়ালের দর্পণে মুখ দেখ্‌লেম; মুখে—চক্ষে, ওষ্ঠে, মূর্ত্তিমান্ ভয়ের চেহারা অঙ্কিত! দরজার দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেম।—দেখ্‌লেম, অর্দ্ধেক কপাট খোলা।

স্বপ্নাবেশে যেন ভূতের ভয়ে অবসন্ন হোচ্ছিলেম, এখন যেন সত্য বস্তু দর্শনে সত্য সত্যই ভয়ের উদয়! ব্যাপার কি? কেহ কি আমার সঙ্গে ছলনা কোচ্চে? এ ছলনার ভিতরেও কি কোন বিশ্বাসঘাতকের ষড়্‌যন্ত্র মিশ্রিত আছে? হঠাৎ আমি জেগে উঠ্‌লেম দেখেই কি ভয় পেয়ে সে লোকটা সোরে গেল? আমি বিদেশে।—বিদেশের নির্জ্জন প্রদেশে!—নির্জ্জন প্রদেশের অদ্ভুত বাড়ীতে! ঐ প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনার তাৎপর্য্য কি, কিছুই তখন অনুভূত হলো না। ভ্রমণকারী লোকের যে সকল ভয়ানক ভয়ানক ভ্রমণবৃত্তান্ত আমি লোকের মুখে শুনেছি,—পুস্তকেও পাঠ করেছি,—এই রকম নির্জ্জন প্রদেশের নির্জ্জন স্থানে কুচক্রী লোকেরা যেপ্রকারে নিরীহলোকের প্রাণ বধ করে,—অজ্ঞাত পথিক লোকগুলিকে যেপ্রকারে ফাঁদে ফেলে, মনের ভিতর সেই সব কথাই উদয় হোতে লাগ্‌লো। মেলগাড়ীর সেই রক্ষকটাও কি হত্যাকারীদলের সঙ্গে যোগ কোরেছে? সেটাও কি সম্ভব হোতে পারে? জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখ্‌লেম, যেখানে টাকা ছিল,—যেখানে নোট ছিল,—যেখানে ঘড়ী ছিল, সমস্তই আছে, কিছুই যায় নাই। ঘড়ীতে দেখ্‌লেম, রাত্রি আড়াইটে। দেড়ঘণ্টা কাল আমার নিদ্রা হয়েছিল,—নিদ্রার সঙ্গেই স্বপ্ন—স্বপ্নের সঙ্গেই আতঙ্ক! বাস্তবিক সে আতঙ্কের কারণটা যে কি, কিছুই নিরূপণ কোত্তে পাল্লেম না। ঘরে যেমন বাতী জ্বোল্‌ছিল, তেম্‌নি জ্বোল্‌ছে। কুণ্ডের অগ্নিও সমভাবে প্রজ্জলিত।

কি যে ভাবি, কি যে করি, অস্থিরবুদ্ধিতে কিছুই স্থির দাঁড়ালো না। বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেম। পর্দ্দার পশ্চাতে উঁকি মেরে মেরে দেখ্‌লেম। বিছানার নীচে অন্বেষণ কোল্লেম। কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। জানালা, দরজা, টেবিল, একে একে সমস্তই দেখ্‌লেম, কিছুই দেখা গেল না। পাশের একটা তোষাখানায় প্রবেশ কোল্লেম। কোন দুষ্টলোক কোন স্থানে ওৎ কোরে আছে কি না, ভয়ে ভয়ে অনুসন্ধান কোল্লেম, কোন চিহ্নই পেলেম না। অবশেষে স্থির কোল্লেম, অবশ্যই কোন লোক আমার ঘরে প্রবেশ কোরেছিল। আমারে শয়ন কোত্তে বোলে পদাতিক যখন বেরিয়ে যায়, দরজা বন্ধ কোরে গিয়েছিল, সেই দরজা দেখি খোলা। তাতেই নিশ্চয় কোল্লেম, অবশ্যই কেহ এসেছিল। কি কোরে খুলে গেল? চাবীতালাটা হয় ত ভাল ছিল না, পুরাতন বাড়ীর সমস্তই হয় ত পুরাতন, বাতাসেই হয় ত খুলে গেছে। হাওয়াটাও সে সময় জোর জোর ছিল, হাওয়াতেই হয় ত দরজা খুলে গেছে। অনুমান কোল্লেম এই রকম, তথাপি কিন্তু কথাটা ভাল লাগ্‌লো না। তখনও মনে হোতে লাগ্‌লো, হয় ভূত, নয় মানুষ! যে-ই হোক্, একজন কেহ অবশ্যই ঘরে প্রবেশ কোরেছিল।

ভূতের ভয়ে আমার অবিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল;—অনেকদিন, আমি ভূতের ভয় এড়িয়েছি। তথাপি বায়োলেটের মৃত্যুর কথা মনে পোড়্লো। বায়োলেটের মৃত্যুতে ভূতের কাণ্ডই বেশী পাওয়া যায়। তথাপি কিন্তু তখনও আমার স্থির বিশ্বাস, কোন সজীব লোক আমার ঘরে এসেছিল। হয় ত আমারে মেরে ফেল্‌বে—হয় ত কোন কুচক্রের সৃষ্টি,—হয় ত তখনো সেই বিপদ আমার সম্মুখে, সেই রকম ভাব্‌নাতেই অন্তঃকরণকে আকুল কোরে তুল্লে। যদি এটা ডাকাতের আড্ডা হয়, সত্য সত্যই এখানে যদি খুনে লোকেরা লুকিয়ে থাকে, তা হোলে তারাই হয় ত অগ্রে একজন মেয়েমানুষ পাঠিয়েছিল, গুপ্তদূতীর কাজ কোরে, সেই মেয়েমানুষ হয় ত সোরে গেল, দলের ভিতর খবর দিতে গেল, এইবার ডাকাতেরা এসে কর্ম্ম রক্ষা কোরে যাবে!

কতপ্রকার আতঙ্কই যে আমার মনের ভিতর তোলপাড় কোত্তে লাগ্‌লো, কেবল একা আমিই তা অনুভব কোল্লেম। ভাল কোরে ঘরের দরজা বন্ধ না কোরে, বিছানায় শয়ন কোত্তে সাহস হলো না। কি কোরেই বা বন্ধ করি? ভিতরদিকে চাবীও নাই, খিলহুড়্‌কাও নাই। দরজার যতটুকু খোলা ছিল, কাছে গিয়ে ভাল কোরে দেখে দেখে, এককালে সবটুকু খুলে ফেল্লেম। এদিক ওদিক্ সব দিক চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম; কোথাও কিছু নাই। আবার বন্ধ কোত্তে যাচ্ছি, হঠাৎ এক অস্পষ্ট গোঙানী শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ কোল্লে। যে পথ দিয়ে সিঁড়িতে নাম্‌তে হয়, সেইদিকেই সেই শব্দ। ঘরের ছাদের উপর আলো আস্‌বার যে আয়না-সদরজা আছে, সেই পথে চন্দ্রকিরণ প্রবেশ কোচ্ছিল। সেইদিকে আমি চাইলেম। দেখ্‌তে পেলেম, এক কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি চোলে যাচ্চে। যেমন দেখ্‌লেম, তেম্‌নি অদৃশ্য! কাণ পেতে শুন্‌তে লাগ্‌লেম। নিশ্বাস বন্ধ কোরে কাণ পেতে থাক্‌লেম। বোধ হলো যেন, আমি শুন্‌লেম, ধীরে ধীরে পদক্ষেপ আর নূতন বসনের খস্‌খস শব্দ। বোধ হলো ঐ রকম, কিন্তু নিশ্চয় কোত্তে পাল্লেম না। মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার ঘরের দিকে এলো না। সন্দেহে আমি আবার ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। বিবেচনা কোল্লেম, একটু পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরেছিল, যে মূর্ত্তি আমার ঘুম ভাঙিয়েছিল, যে মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়েছিলেম, সেই কৃষ্ণবসনা রমণীমূর্ত্তিই হয় ত ঐ!

যে হোক্, একজন এদিক ওদিক্ কোরে বেড়াচ্চে, তাতে আর সন্দেহ থাক্‌লো না। থাকুক্ আর নাই থাকুক্, আমি কিন্তু সন্দেহ রাখ্‌লেম না। কিন্তু কে? কেনই বা অমন কোরে বেড়াচ্চে? থেকে থেকে কেনই বা গোঙাচ্চে? মর্ম্মান্তিক বিলাপধ্বনির মত গোঙানি! কে সে?—পাগল কি? চোর,—ডাকাত, নরহন্তা,—বিশ্বাসঘাতক, এইসকল সন্দেহ যতক্ষণ মনে মনে তোলাপাড়া কোচ্ছিলেম, সেগুলো কি আমার মিথ্যা ভ্রম? তাই হয় ত হবে! অকারণে ভয় পেয়েছিলেম, সেই কথা ভেবেই লজ্জা পেলেম। মনে কোল্লেম শয়ন করি। বৃথা আতঙ্কে মনকে উৎকণ্ঠিত করা ভাল নয়। দরজা বন্ধ করবার উপায় ছিল না,—নাই বা থাক্‌লো, ভয় কি? শয়ন করি। এই

সে স্থান পরিত্যাগ কোল্লেম। পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে আপনার শয়নঘরেই ফিরে আস্তে লাগ্লেম। কেন ঘর থেকে বেরিয়েছিলেম, সেইটী ভেবেই অস্থির হোতে লাগ্লেম। কেহ আমারে দেখ্তে পেলে না, মনে মনে কেবল সেই একমাত্র প্রবোধ। আবার আর একরকম চিন্তা এলো। পুত্রশোকাতুরা সেই দুঃখিনী রমণী আমার শয়নঘরে কেন প্রবেশ কোরেছিল? কেনই বা তেমন কোরে আমারে ভয় দেখালে?

ঘরে ফিরে এলেম। বাতী নিবিয়ে দিলেম। চোর-ডাকাতের ভয় ঘুচে গেল। চুপি চুপি শয়ন কোল্লেম। রাত্রের মধ্যে যত কাণ্ড ঘোটে গেল, খানিকক্ষণ তাই ভাব্তে ভাব্তেই ঘুমিয়ে পোড়্লেম। সেবারে আর কোন স্বপ্ন দেখ্লেম না। পূর্ব্বে যেরকম স্বপ্ন এসেছিল, নিদ্রাবস্থায় সেগুলিও আর স্মরণ হলো না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার যেন বুঝ্তে পাল্লেম, আবার যেন ঘরে কে এলো। চেয়ারে বোসে বোসে যেমন দেখেছিলেম, সেবারেও সেইরকম দেখ্তে লাগ্লেম। বাতী নিবিয়েছিলেম, কিন্তু প্রজ্জলিত অনলের দীপ্তিতে বেশ দেখ্তে পেলেম,—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই যেন দেখ্ছি, সেই কৃষ্ণবসনা রমণী! সেই রমণী যেন আমার বিছানার ধারে এলো! সেবারেও মুখ দেখ্তে পেলেম না। মূর্ত্তি আমার কাছে এলো। খানিকক্ষণ চেয়ে দেখ্লে। কণ্ঠস্বর শুন্তে পেলেম। মৃদু—কোমল—সুস্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর! আমি যেন জেগে উঠলেম। ঠিক যেন বুঝ্লেম, সকাতর কণ্ঠস্বর! সে কণ্ঠস্বর আমার কর্ণের অপরিচিত নয়!

স্বর আমারে বোল্লে, "এতদিনের পর তুমি এলে? কতদিন আমি তোমার আশাপথ চেয়ে রয়েছি! তুমি কি কবর থেকে উঠে এলে? আমিও কবরে যাচ্ছি! তুমি যতদিন কাছে ছিলে না, যার মুখ দেখে ততদিন আমি এক একবার মনের সুখে নিশ্বাস ফেল্তেম, আমার প্রাণাধার-স্নেহাধার সেই প্রিয়বস্তু আমারে ছেড়ে গেছে! কবরে, অন্তিমের সুখময় কবরে সেই প্রিয়বস্তুর পাশে আমি শুতে যাচ্ছি! ওঃ! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? দোষী কোচ্চি না তোমারে!—আমি জানি, ইচ্ছা কোরে তুমি আমারে ত্যাগ কর নাই!—অপর লোকের নিষ্ঠুরতায় আমাদের বিচ্ছেদ ঘোটেছিল! তারাই আমারে এই জীর্ণ বাড়ীতে এনে ফেলেছে! এ জন্মে আর আমি তোমারে দেখ্তে পাব না! তারাই আমারে সেই সর্ব্বনাশের কথা বোলেছে! তারা আমারে আরও বোলেছে, আমার স্মরণপথ থেকে জীবনের মত তোমারে আমি বিসর্জ্জন দিব! কিন্তু তা কি তারা পেরেছে? আমি কি তা পেরেছি? হায় হায়! তারা আমার স্বাধীনতা হরণ কোরেছে! শরীরের স্বাধীনতা—মনের স্বাধীনতা তারা কেড়ে নিতে পারে নি! মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমারে আমি ভুলি নাই! তুমি যদি জান্তে পাত্তে, কোথায় আমি আছি, তা হোলে অবশ্যই তুমি এতদিন কবে এসে আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে! তা আমি বেশ জানি। তাই জন্যই বোল্ছি, তোমার কোন দোষ নাই! ওঃ! কি আশ্চর্য্য! কত আশ্চর্য্য কথাই আমার মনে পোড়্ছে!—কত আশ্চর্য্য স্বপ্নই আমি দেখ্ছি!—স্বর্গের স্বপ্ন!—স্বর্গের সুখ! স্বর্গীয় মূর্ত্তি আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্চে! সমস্তই যেন স্বর্গের কথা!

তারা আমারে ইঙ্গিত কোরে ডাকৃছে,—সঙ্গে যেতে বোল্‌ছে,—এ জগৎ ছেড়ে অন্য জগতে আহ্বান কোচ্চে! ওঃ! যে সাংঘাতিক রাত্রে আমার প্রাণাধিক আমারে ছেড়ে যায়, সেই সর্ব্বনাশের রাত্রেই সেই স্বর্গীয়দূতেরা আমার কাণে বোলে গেছে, আমার প্রাণ অতিশীঘ্রই আমার প্রাণাধারের সঙ্গে যাবে! আমিও জানি, ঠিক যাবে! আমার সময় হয়ে এসেছে! অন্তকালে তোমারে একবার দেখ্‌লেম, এ জীবনে এই আমার পরম সুখ! ওঃ! এইমাত্র এইমাত্র—যখন তুমি চেয়ারের উপর ঘুমুচ্ছিলে, সেই সময় আমি তোমার কাছে এসেছিলেম। দেখে গেছি! ইচ্ছা হয়েছিল, একটী চুম্বন করি! কিন্তু হায় হায়! আমি মনে কোরে ছিলেম তুমিও মোরে আছ! এ পাপসংসারে আবার তুমি বেঁচে উঠে, আবার পাপজীবনের খেলা খেলাও, সে বাসনা আমার হলো না! আমি তোমারে জাগালেম না। যে সংসার দয়ামায়াপরিশূন্য,—যে সংসার স্নেহমমতাবিবর্জ্জিত,—যে সংসার এত শীতল, সে সংসারে আবার তোমারে জাগিয়ে তোলা তখন আমি মহাপাপ বিবেচনা কোল্লেম!—ওঃ! শীতল—শীতল—মহাশীতল! শীতল সংসারের সঙ্গে তুলনায় পৃথিবীর কোলের সমাধিগহ্বর সহস্র—সহস্র—সহস্রগুণে উষ্ণ! আমি বুঝেছি, এ সংসারে মরণই মঙ্গল! বেঁচে থাকা অমঙ্গল! চেয়ে চেয়ে তোমার মুখখানি আমি দেখ্‌ছিলেম! তুমি জেগে উঠ্‌লে! অমনি আমি পালিয়ে গেলেম! তখন আমার মাথার ভিতর কি বুদ্ধি জুগিয়েছিল, কেন আমি তোমার কাছ থেকে ছুটে পালিয়েছিলেম, এখন আমি তা জানি না! বোল্‌তেও পারি না! আমি আর এখন আমি নাই! আকাশপথের অদৃশ্য—অদৃশ্য মূর্ত্তি আমারে চোরিয়ে চোরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে!—পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাচ্চে!—তাদের ইচ্ছাতেই আমি কাজ কোচ্চি! এখন একবার তোমারে একটী চুম্বন করি! এ জীবনে আর দেখা হবে না! অন্যজগতে মিলন হবে! আগে চোলে গেছে!—প্রাণের চেয়েও যারে বেশী ভালবাস্‌তেম, আমাদের ফেলে, সে আমাদের আগেই চোলে গেছে!"

যে মূর্ত্তির কথাগুলি আমি শুন্‌লেম, সেই মূর্ত্তি একটু বক্রভাবে আপন ওষ্ঠদ্বারা আমার ললাট স্পর্শ কোল্লে! তখনও পর্য্যন্ত আমার অল্প অল্প তন্দ্রাঘোর ছিল। শীতল ওষ্ঠ স্পর্শেই ঘোর ঘুচে গেল। চোম্‌কে চোম্‌কে জেগে উঠ্‌লেম! তৎক্ষণাৎ মৃদু-পদধ্বনি শ্রবণগোচর হলো। বসনের ঘর্ষণশব্দও শুন্‌তে পেলেম। সেই সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ করা শব্দ।

তখন আমি সম্পূর্ণ সজাগ। কম্পিতকলেবরে বিছানার উপর উঠে বোস্‌লেম। লীলাময়ের এ কি আশ্চর্য্য লীলা! কি অপরূপ চিন্তা!—কি অপরূপ মনোভাব!—কি ভয়ঙ্কর সংশয় আমার মাথার ভিতর বিঘূর্ণিত হোতে লাগ্‌লো! কার স্বর শুন্‌লেম? ওঃ! তত মৃদু,—তত কাতর,—তত ক্ষীণ, তবুও কি সে স্বর আমার ভোল্‌বার? হায় হায়! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে অভাগিনীর প্রেমকে সাংঘাতিক প্রেম বোলে আমি নির্ব্বেদ প্রকাশ কোচ্ছিলেম, পরমেশ্বর কি এখন আমারে এই বাড়ীতে এনে ফেল্লেন, তারিই সঙ্গে দেখা

কোরিয়ে দিলেন! দুজনেই কি এখন আমরা এক বাড়ীতে রয়েছি? হা পরমেশ্বর! যে ক্ষুদ্র শবাধার দর্শন কোরে এলেম, সেই আধারে চিরসুষুপ্তিপ্রাপ্ত কি আমারই জীবনাধার? আমার বুদ্ধিশুদ্ধি হোরে গেল! যেন উন্মত্তের ন্যায় ললাটে হস্তপেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম! সত্য না স্বপ্ন? কি বোলে মনকে বুঝাই? জলন্ত হৃদয়কে কি বোলে প্রবোধ দিই? বিস্তর চেষ্টা কোল্লেম, দুর্ভাবনাকে দূর করি, ও সব ঘটনাকে স্বপ্ন বোলেই সিদ্ধান্ত করি, কিন্তু সে সিদ্ধান্তকে হৃদয়ে আনা কি আমার সাধ্য? ওঃ! আর কি স্বপ্ন বোলে ভ্রম থাকে? শোকাতুরা কালিন্দীর কোমল স্বর বাতাসের সঙ্গে ভোঁ ভোঁ কোরে ঘুরচে! কাণের ভিতর ভোঁ ভোঁ কোরে বাজ্‌ছে! কালিন্দীর প্রেমের কথা, বিরাগের কথা—শোকের কথা—করুণার কথা, এখনও আমার কাণের ভিতর চক্রে চক্রে ঝঙ্কার দিচ্চে! আর কি কোন ছলের আশায় মন আমার ভুল্‌তে পারে? সর্ব্বাঙ্গে ঘাম, সর্ব্বশরীরে কম্প!—যন্ত্রণায় যেন ছট্‌ফট্‌ কোত্তে লাগ্‌লেম!—ভিতরে আগুন, বাহিরে ঘাম! ঘামের জলেই যেন স্নান কোরে উঠ্‌লেম!

"না না!"—উন্মত্তবৎ আমি চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেম, "না না! সব কথাই স্বপ্ন! সব কথাই স্বপ্ন!"—মনকে বুঝালেম,—বুদ্ধিকে বুঝালেম,—বিবেচনাকে বোলে দিলেম, "বিশ্বাস কর! বিশ্বাস কর! বিশ্বাস করাও!—বোলে দেও! বোলে দেও!—বোলে দেও! সব কথাই স্বপ্ন!—সর্ব্বৈব মিথ্যা!"

আবার শুয়ে পোড়্‌লেম। জ্ঞানবুদ্ধি আমারে যেন ছেড়ে যায় যায় হলো! চেষ্টা কোল্লেম, জ্ঞানবুদ্ধি ফিরিয়ে আনি। উঃ! চেষ্টা—চেষ্টা—বিস্তর চেষ্টা! পাল্লেম না! জ্ঞান আমারে পরিত্যাগ কোরে গেল!

কতক্ষণ পরে চৈতন্য হলো, জানি না। ধূসরবসনা ঊষা গবাক্ষপথে উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো। ঊষার মত স্মৃতির ছায়া ক্রমে ক্রমে মনের ভিতর ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লো। কি যে কি, কিছুই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম না! একবার বিশ্বাস হয়, একবার ঘোর লাগে! মনে করি ভুলি ভুলি, মন আমারে ভুল্‌তে দেয় না! স্মৃতি আবার যেন ডেকে ডেকে বোলে দেয়, 'সব সত্য,—সব সত্য,—সব সত্য!"

উচ্চকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লেম, "জগদীশ! সত্যই কি সব? আমার প্রাণাধিক সন্তান এই বাড়ীতেই কি প্রাণশূন্য হয়ে পোড়ে আছে?"—বিছানা থেকে লাফিয়ে পোড়্‌লেম। পাগলের মত দরজা ঠেলে বারাণ্ডায় বেরুলেম। কোন্‌ দিকে যাচ্ছি, জ্ঞান নাই! কোন্‌ দিকে চক্ষু আছে, চক্ষু তা জানে না! অজ্ঞান হয়েই ছুটে যাচ্চি! কোথায় যাচ্ছি? যেখানে যাবার, সেইখানেই যাচ্ছি! সেই খানেই উপস্থিত হোলেম! আমার অন্তরাত্মা যেন আরও ডেকে ডেকে বোল্লে, "কোথায় যাও?"—আর কোথায় যাই! মোরিয়া হয়ে দুরজা ঠেলে, সেই ভয়ানক ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম! চারটী বাতী জ্বোল্‌ছে! বাতীর দীপ্তি নাই! প্রভাতে দীপ্তিশূন্য; তাও নয়!—আমার নয়ন দীপ্তিশূন্য; তাও নয়!—তবে কি? সম্মুখে শবাধার! আচ্ছাদন বসনখানা খুলে ফেল্লেম! দেখ্‌লেম,

তাতে কি লেখা আছে। চঞ্চলচক্ষেই দেখ্‌লেম।--কি আর দেখ্‌লেম ? দেখ্‌লেম, লেখা আছে, "জোসেফ দণ্ডাস্ ! *



আমি তখন পাগল ! পাগলের মনের কথা তখন কি, পৃথিবীর কোন ভাষা সে মর্ম্মকথা প্রকাশ কোর্ত্তে পারে না !—আবার দেখি এ কি ? দরজার ধারে কালিন্দীর জীবনশূন্য দেহ পাথরের উপর গড়াগড়ি ! কোনদিকেই আর চাইতে পাল্লেম না ! মর্ম্মভেদী যন্ত্রণানলে চক্ষু যেন অন্ধ হয়ে গেল ! দুইহাতে মুখচক্ষু আচ্ছাদন কোরে, ঘনঘন নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেম ! দারুণ যন্ত্রণায় ভীষণ চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম ! মুহূর্ত্ত পরেই পাগলের মত কালিন্দীর দেহের কাছে ছুটে গেলেম ! একহাতে কালিন্দীর একখানি হাত ধোরে, সোজা কোরে তোল্‌বার চেষ্টা কোল্লেম !—ওঃ ! যে শীতল পাথরে সেই

* কালিন্দীর পিতার বংশের উপাধি দণ্ডাস্। কুমারী জননীর উপাধিতে শিশুটীও জোসেফ দণ্ডাস্।

কোমলাঙ্গী বিলুণ্ঠিত, হাতখানি যেন সেই পাথরের চেয়েও ঠাণ্ডা! চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্‌লেম! অকস্মাৎ ঝন্‌ঝন্‌শব্দে সেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল! অকস্মাৎ একজন লোক প্রবেশ কোল্লে। সেই লোকের মুখেও ভয়ঙ্কর বিস্ময় চীৎকার! কোনদিকে চেয়ে দেখ্‌বার শক্তি নাই!—চক্ষেও জল নাই! হঠাৎ সম্মুখে চেয়ে দেখি, সম্মুখে এক করালমূর্ত্তি! দুর্জ্জয় কুজভাববক্র, বিকটদন্ত, বিকটকেশ, বিকটাকার লানোভার!

ঊনষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

আপোসের কথা।

লানোভার হন্‌হন্ কোরে আমার কাছে চোলে এলো। দরজাটা বন্ধ কোরেই দিয়ে এলো। তখনি আবার জোরে দরজা ঠেলে, আর একটী লোক প্রবেশ কোল্লে। গতরাত্রে যে আমার শয়নের ব্যবস্থা কোরে দিয়েছিল, দ্বিতীয় লোকটী সেই পদাতিক। সঙ্গে আর দুটী স্ত্রীলোক। আকারপ্রকারে বুঝ্‌লেম, তারা সেই বাড়ীর দাসী। তারা এসেই সেই অবস্থা দেখে, অত্যন্ত ভয় পেলে। ভয়ে—বিস্ময়ে চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। অর্দ্ধস্ফুট চীৎকারে একজন কিঙ্করী বোল্লে, "হায় হায়! মোরে গেছে!"

গভীর কর্কশগর্জ্জনে দুরাচার লানোভার দাঁত খিচিয়ে খিচিয়ে বোলে উঠ্‌লো, "এই বদ্‌মাস্ ছোঁড়াটাই মেরে ফেলেছে!"

"আমি মেরে ফেলেছি?"—শোকে—দুঃখে—ক্রোধে,আমি বোলে উঠ্‌লেম "পামর! আমি মেরে ফেলেছি? ওঃ! আমার প্রাণ দিলেও যদি এ রমণী বাঁচ্‌তো, এখনও যদি তাতে বাঁচে, তাতেও আমি প্রস্তুত! এইমাত্র আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি! এসেই দেখ্‌লেম, ভূমিতলে গড়াগড়ি যাচ্চে!"

একজন কিঙ্করী তাড়াতাড়ি কালিন্দীর একখানি হাত ধোরে, আমার বাক্যে সায় দিয়ে, তৎক্ষণাৎ বোল্লে, "না না!—তা নয়!—অনেকক্ষণ প্রাণ বেরিয়ে গেছে! ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!" আমি তখনও কালিন্দীর হাত ছাড়ি নি! সজলনয়নে কেবল কালিন্দীর মুখের দিকেই চেয়ে আছি!

একজন দাসীকে সম্বোধন কোরে, সক্রোধগর্জ্জনে লানোভার আবার বোল্লে, "এ কি মার্‌গেরেট্? তুমি কাছে ছিলে না? এ ছোঁড়া কেমন কোরে এলো?"

লানোভারের ঐ কথা শুনে আমার চিত্ত আরও বিচলিত হলো। ভৎর্সনা কোরে তারে বোল্লেম, "তুমি জান, কোথায় তুমি এয়েছ? মৃতদেহের কাছে তুমি আছ। এটা তোমার রাগ প্রকাশের জায়গা নয়!"

বাঘের মত বিষাক্তদৃষ্টিতে আমার দিকে কটাক্ষপাত কোরে, লানোভার সেই রকম কর্কশস্বরে বোল্লে, "দূর হ! দূর হ! পাজি ছোক্‌রা! এখান থেকে দূর হয়ে যা!" বোল্‌তে বোল্‌তেই তার সে ভাবটা তখন বোদ্‌লে গেল। রাগটা যেন কোমে এলো। কি ভেবে যেন একটু ঠাণ্ডা হলো। আম্‌তা আম্‌তা কোরে একটু মৃদুস্বরে বোল্লে, "হাঁ জোসেফ! তুমি ঠিক বোলেছ! মৃতদেহের কাছেই আমরা রয়েছি। হঠাৎ রাগ হয়েছিল। রাগ হওয়াটা ভাল হয় নাই। হাতখানা তুমি ছেড়ে দেও! দাসীরাই এখানে থাক্‌, তুমি আমার সঙ্গে এসো!"

কালিন্দীর শীতল ললাটে আমি ওষ্ঠ স্পর্শ কোল্লেম। কালিন্দীর মুখের উপর ঘন ঘন আমার অশ্রুপাত হলো! হাতখানি ছেড়ে দিয়ে, আমি উঠে দাঁড়ালেম। লানোভারের দিকে চাইলেম না। লানোভার যে সেখানে আছে, ক্ষণকালের জন্য সে কথা যেন ভুলেই গেলেম। আবার সেই ক্ষুদ্র শবাধারের দিকে ছুটে গেলেম। ভূমিতলে জানু পেতে নীরবে রোদন কোল্লেম। মনের আবেগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোল্লেম। আমা হোতেই এই ভয়ানক কাণ্ড ঘোট্‌লো, নিশ্চয়ই সেইটী মনে কোরে, বিস্তর অনুতাপ কোল্লেম। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইলেম। অনেকক্ষণ সেই ভাবে বোসে থাক্‌লেম। লানোভার সেইখানে উপস্থিত আছে, অনেকক্ষণ সে কথাটা মনেই থাক্‌লো না!

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান কোল্লেম। লানোভারের দিকে চাইলেম না,—মনেও কোল্লেম না। দ্রুতপদে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই সেই পদাতিকের সঙ্গে দেখা হলো। ইতিপূর্ব্বেই সে ব্যক্তি বেরিয়ে এসেছিল। সে আমারে ডাক্‌লে। সঙ্গে যেতে বোল্লে। উদাসমনেই আমি তার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেম। শয়নগৃহে প্রবেশ কর্‌বার অগ্রে, গতরাত্রে প্রথমে সে আমারে যে ঘরে বোসিয়েছিল, সেই ঘরে নিয়ে গেল। সেই ঘরে তিনটী লোকের ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত ছিল। ঘরে আগুন জোল্‌ছিল। আমি তখন শীতে কাঁপ্‌ছিলেম। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে, আগুনের কাছে আমি বোস্‌লেম। কোনদিকেই মন ছিল না। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে আমার চট্‌কা ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি, লানোভার! চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, লানোভারের মুখে তখন রাগের চিহ্ন কিছুই ছিল না। সে যেন তখন কতই ঠাণ্ডামানুষ। দেখেই আমার সন্দেহ বাড়্‌লো। যখন যখন তারে সেইরকম ভালমানুষের মতন দেখেছি, তখনই তার হাতে আমার নূতন বিপদ ঘোটেছে! সে দুরাত্মা যখন ভালমানুষের বেশ ধরে, ভিতরে ভিতরে সে তখন আরও ভয়ানক হয়ে উঠে! ঠেকে ঠেকে আমি শিখেছি! সেই সময়েই আমার অধিক সাবধান হওয়া দরকার! ভণ্ডামীর সময়েই সে লোকটা দারুণ অবিশ্বাসের পাত্র হয়! সাহসে ভর কোরে আমি সাবধান হয়ে থাক্‌লেম।

ধীরে ধীরে আমার কাছে সোরে এসে, লানোভার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "জোসেফ! তুমি কি ইচ্ছা কোরেই এখানে এসেছ? কিম্বা কোন—"

ঔদাস্যভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "দৈবগতিকে এসে পোড়েছি। তোমারে আমি জানি। তোমার ভাব দেখেই আমি অপরের মন বুঝ্তে শিখেছি। একটা কোন কথা পোড়লেই তুমি বিপরীত অর্থ ঘটাও!—একটা না একটা হুলস্থূল দাঁড় করাও!"

মৃদুস্বরে লানোভার বোল্লে, "দেখ জোসেফ! সর্ব্বদাই তোমার মুখে কর্কশ কথা!"

"আর তোমার মুখে সর্ব্বদাই মধুমাখা!"—লানোভারের কথা শুনেই তৎক্ষণাৎ আমি মুখের উপর বোল্লেম, "যখন বেগতিক দেখ, তখন কেবল দুষ্টবুদ্ধিতে মন ভুলাবার কথা কও! একটু পূর্ব্বেই আমার কাছে তুমি নিজের স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়েছ! ঐ স্ত্রীলোকটীকে আমি খুন কোরেছি বোলে গর্জ্জন কোরেছ! সমস্তই আমি বুঝ্তে পারি। তোমার বিস্তর দৌরাত্ম্য আমি সহ্য কোরেছি! কিন্তু তুমি জান, এখন আর আমি তোমারে ভয় করি না! তুমি হয় ত মনে কোচ্চো, এতদিন আমি যে রকমে মুখ বুজে তোমার উৎপীড়ন সহ্য কোরে এসেছি, এখনও সেই রকম থাক্বো,—এখনো সেইরকম উপদ্রব সহ্য কোর্বো;—কিন্তু তা নয়! সেটা তুমি ভেবো না! ওঃ! এ বাড়ীতে অকস্মাৎ মৃত্যু ঘোটেছে! এখানে আমাদের ও সব কথা বলাবলি করা ভাল নয়। তোমারে দেখে আগেকার কথা আমার মনে পোড়্ছে! তাতেই আমি ওরকম রুক্ষ রুক্ষ কথা বোল্ছিলেম। কাজটা ভাল করি নাই।"

"হাঁ জোসেফ! কাজটা তুমি ভাল কর নাই! তা যাক্, ওটা ছেড়ে দাও!—তুমি বোল্লে, দৈবগতিকেই এসে পোড়েছ। রাত্রেই সেই পদাতিকের মুখে আমি শুনেছি, সে আমারে বোলেছে, একজন যুবা পথিক গাড়ীতে বিপদ্গ্রস্ত হয়ে, এই বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। তুমিও দৈবঘটনার কথা বোল্লে। এখন আমার বিশ্বাস হোচ্চে। যখনই পদাতিকের মুখে আমি ঐ কথা শুনি, নিঃসন্দেহে তখনই বুঝেছি, তুমিই এসেছ!"

"হাঁ লানোভার! সকল অবস্থাতেই জগদীশ্বর মূলাধার! জগদীশ্বরের ইচ্ছাতেই আমি এ বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছি। সকল কথাতেই তুমি ঠাট্টা কর, সমস্ত ভাল ভাল কথাই তুমি উড়িয়ে দেও, এ সব কথা তুমি বুঝ্তে পার না! জগদীশ্বরের ইচ্ছা কারে বলে, সেটা তুমি হয় ত জানোই না!—ঈশ্বর তুমি মানোই না! হায় হায়! হতভাগিনী কালিন্দী!" মনের দুঃখে এসবই কথা বোল্তে বোল্তে অবিরল অশ্রুপ্রবাহে আমার গণ্ডস্থল প্লাবিত হোতে লাগ্লো!

দুষ্ট বুদ্ধি একটু গোপন কোরে, লানোভার যেন আমারে তিরস্কারস্বরেই বোল্লে, "দেখ জোসেফ! আমি মনে কোর্ত্তেম, আনাবেলকেই তুমি ভালবাস;—হাঁ, আমার সাক্ষাতে স্পষ্টই তুমি ও কথা বোলেছিলে;—কিন্তু এখন জান্তে পাচ্চি, লেডী কালিন্দীর প্রেমেই তোমার মন মোজেছিল!"

"না লানোভার! তা নয়!"—অত্যন্ত বিষণ্ণবদনে আমি বোল্লেম, "তা নয়! লেডী কালিন্দী আমারে যতদূর ভালবাস্তেন, আমার চিত্ত লেডী কালিন্দীকে ততদূর ভালবাস্তো না! কালিন্দীর ভালবাসা যতদূর, ভালবাসার অনুরোধে আমার উচিত

ছিল কালিন্দীকে সেই রকম ভালবাসা;—উচিত ছিল, সমান সমান অনুরাগ;—কিন্তু তা আমি পারি নাই! আনাবেলের কথা—"

কুঁজোটা তৎক্ষণাৎ মুখ বেঁকিয়ে বোলে উঠ্‌লো, "কেন তুমি এরকমে অকস্মাৎ আমার কন্যার নাম মুখে—"

"তোমার কন্যা?"—উগ্রকণ্ঠে আমি বোলে উঠ্‌লেম, তোমার কন্যা? না! তোমার কন্যা নয়! আনাবেলের জননীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে, শুধু কেবল সেই কথা ছাড়া আর—"

"কে তোমাকে এ কথা বোল্লে?"—অকস্মাৎ কুঁজোটার মুখখানা যেন অন্ধকার হয়ে গেল! কঠোর কর্কশ গভীরগর্জ্জনে সে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে তোমাকে এ সব খবর বোল্লে?—কার মুখে এ কথা তুমি শুনেছ?"

"তবে তুমি কিছুই জান না!"—উৎসাহিতবদনেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সেখানে কি কি ঘোটেছে, তা তুমি কিছুই জান না?—না,—নিশ্চয়ই তুমি কিছু জান না। তুমি যখন যখন বাড়ী ছেড়ে চোলে যাও, কোথায় যাও, কিছুই বোলে যাও না। কেহই কিছু জান্‌তে পারে না। সেখানে যা যা ঘটে, বাড়ীতে যারা যারা থাকে, কোন কথাই তারা তোমারে জানাতে পারে না। ঠিকানা জানে না, কি কোরেই বা জানাবে? এবার যখন তুমি লণ্ডনে ফিরে যাবে, তখন দেখ্‌বে, গ্রেট রসেলষ্ট্রীটে তোমার নামে কতই গুরুতর বিষয়ের চিঠীপত্র জমা রয়েছে!"

"গুরুতর বিষয়ের চিঠীপত্র?"—একদৃষ্টে আমার মুখপানে চেয়ে, লানোভার আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "গুরুতর বিষয়ের চিঠীপত্র? কে লিখেছে? কারা লিখেছে? কোথা থেকে এসেছে? বোধ হয় তুমি কিছু কিছু জান। বল জোসেফ!—বল! কোথাকার পত্র?—কারা লিখেছে?"

আমি কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর হোলেম। সে কথার উত্তরে কি কথা বলি, মনে মনে অবধারণ কোত্তে লাগ্‌লেম। লানোভারকে যে সব কথা বোল্লে, কোন দোষ হোতে পারে না, সেই সব কথা বলাই তখন উচিত বিবেচনা কোল্লেম। আমি জান্‌তেম, আনাবেলের জননীর সঙ্গে লানোভারের যাতে ছাড়াছাড়ি হয়, সার্ হেসেল্‌টাইন সেই ভাবের বন্দোবস্তের জন্য লানোভারকে চিঠী লিখ্‌বেন। পিত্রালয়ে সেই অনুতাপিনী যাতে এখন সুখে থাকেন, তাঁর প্রতি আর আনাবেলের প্রতি লানোভার যাতে আর কোনপ্রকার অত্যাচার কোত্তে না পারে, সেইরকম সুবন্দোবস্ত হবে, সেটা আমার বিলক্ষণ জানা ছিল। সে পক্ষে লানোভারের দফা রফা!—সেইগুলি মনে কোরেই লানোভারের কথায় আমি সাফ্ সাফ্ উত্তর দিলেম।

আমি বোল্লেম, "হাঁ লানোভার! সম্প্রতি বড় চমৎকার ঘটনা হয়ে গেছে! তোমার স্ত্রী এখন পিতৃভবনে আশ্রয় পেয়েছেন!"

"পিতৃভবনে আশ্রয়?—সত্যই কি এমন ঘটনা হয়েছে?"—কুব্জ পাষণ্ড এই দুই

প্রশ্ন কোরেই, আবার এক রকম মুখ বাঁকালে। বারকতক মাথা কাঁপালে।—মুখভঙ্গীতে আমি বুঝ্‌লেম, কতক হর্ষ, কতক অপ্রত্যয়।

আমি উত্তর কোল্লেম, "দেখ লানোভার! কাজের কথায় আমি পরিহাস জানি না। সে অভ্যাস আমার কখনই নয়। আরও তুমি নিশ্চয় জেনো, আমার রসনায় কখনো মিথ্যা কথা বাহির হয় না।"

"না না, তা আমি জানি। কিন্তু দেখ জোসেফ! এ খবরটা এত অকস্মাৎ আমার কাণে এলো—এত আশ্চর্য্য—হাঁ হাঁ, বল বল! কেমন কোরে ওরকম ঘটনা হলো?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বোল্‌তে গেলে একরকমে আমা হোতেই হয়েছে। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের বাড়ীতে আমি থাক্‌তেম। একবার এমন একটী ঘটনা হয়, তাতে কোরে আমাব উপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস দাঁড়ায়। সেই ঘটনার পরেই দ্বিতীয় ঘটনা। সার্ মাথু এখন ভদ্রাসনে ফিরে গেছেন। তাঁর উগ্রভাব নরম হয়েছে। পরিত্যক্ত কন্যাকে তিনি আদর কোরে ঘরে নিয়ে গিয়েছেন।"

লানোভারের মনে সে সময় কি ভাবের উদয় হোচ্ছিল,আমার উত্তর শুনে নিজমুখেই সে ভাবটা সে প্রকাশ কোরে ফেল্লে। অন্যমনস্কে যেন পুলকিতভাবেই বোল্লে, "সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন অতুল ধনের অধিপতি। কি বল জোসেফ? তা আচ্ছা, আমার স্ত্রী আর আনাবেল এখন——"

"তাঁরা এখন হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে আছেন। সুখের কথা তোমারে আর আমি বেশী কি বোল্‌বো, আমিই তাঁদের সঙ্গে কোরে সেই সুখময় প্রাসাদে এনে দিয়েছি।"

"ওঃ! তেমন সময় আমি বিদেশে!"—একটু অস্পষ্টস্বরে এই কটী কথা বোলে, আমারে সম্বোধন কোবে, লানোভার আবার বোল্লে, "তুমি বোল্‌ছো আমার লণ্ডনের বাড়ীতে অনেক চিঠীপত্র এসেছে?"

"গিয়েছে। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন নিজেও লিখেছেন, তোমার স্ত্রীও লিখেছেন। পিতাপুত্রীতে পুনর্ম্মিলনের দুই একদিন পরেই ঐ সব পত্র লেখা হয়। পত্রে কি কি কথা লেখা হয়েছে, ঠিক ঠিক তা আমি জানি না।"

ব্যগ্রভাবে লানোভার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "অনুমান কোত্তে পার কিছু?"

আমি উত্তর কোল্লেম,"আমার অনুমানে তোমার কি দরকার? তুমি নিজেই ত সেই সকল পত্র পাঠ কোরে, সমস্ত নির্ঘণ্ট বুঝে নিতে পারিবে। খবর জান্‌তে চাইলে, খবর দিলেম। আমার যা বল্‌বার ছিল, তা আমি বোল্লেম। এখন এবার তোমার পালা। আমি তোমারে জিজ্ঞাসা কোচ্চি, ঠিক ঠিক উত্তর কর!—তুমি এ বাড়ীতে কেমন কোরে এলে? কেনই বা এসেছ?"

লানোভার উত্তর কোল্লে, "সেটা অতি ছোট কথা। লর্ড মণ্ডবিলি একটী বিশ্বাসী লোক অন্বেষণ করেন। তাঁর কন্যাকে নিরাপদে কোনস্থানে আটক রাখ্‌তে হবে, সেই বিশ্বাসী লোক তার রক্ষক হয়ে থাক্‌বে। সর্ব্বদা চৌকীপাহারা থাক্‌বে, না যেন পালায়!

কোন দুর্ব্যবহার করা না হয়, সেই রকম বিশ্বাসী লোক তিনি চান। ঘটনাক্রমে আমার জন্যই সুপারিস পড়ে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমার উপরেই তিনি সেই ভার সমর্পণ করেন। তিনমাস পূর্ব্বে আমি একবার ফ্রান্সে আসি। বাসা ঠিক কোরে যাই। এই দুর্গনিকেতন আমার মনোনীত হয়, এই বাড়ীই আমি ভাড়া নিই। কালিন্দীকে আর কালিন্দীর শিশুসন্তানকে এই বাড়ীতেই আনয়ন করা হয়। কিছুদিন থেকে, সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে দিয়ে, আবার আমি লণ্ডনে যাই। দুই তিন সপ্তাহ হলো, লর্ড মণ্ডবিলি সংবাদ পান, তাঁর কন্যাটী ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছেন। মাথা খারাপ হয়ে গেছে,—মন খারাপ হয়ে গেছে,—সঙ্কট পীড়া! সেই সংবাদ পেয়ে, তিনি একটী আত্মীয় স্ত্রীলোককে এখানে প্রেরণ করেন। সেই স্ত্রীলোককে সঙ্গে কোরে আবার আমি এইখানে এসেছি। সেই স্ত্রীলোকের নাম বর্থবিক্। কাজের গতিকে আমার এখানে অনেকটা দেরী হয়ে গেছে, ইতিমধ্যেই ছেলেটী মারা গেল!"

অত্যন্ত কাতর হয়ে মৃদুস্বরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি রোগে মারা গেল?"

"জ্বর হয়েছিল। তিনদিনের জ্বরেই মারা পোড়েছে! অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সমস্তই প্রস্তুত, আজই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হতো, ঘটনাগতিকে পেছিয়ে গেল।"

কম্পিতকলেবরের পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে, স্তম্ভিতকণ্ঠে আমি বোল্লেম, "হাঁ, দিন পেছিয়ে গেল! দুটীতেই এখন এক কবরে শয়ন কোর্‌বে!"

লানোভার বোল্লে, "দেখ জোসেফ! মণ্ডবিলির সঙ্গে যখন আমি সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি তাঁর অভাগিনী কন্যার আগাগোড়া কাহিনী আমার কাছে ভেঙে বলেন। কালিন্দীর নামের সঙ্গে সঙ্গে তোমার নাম জোড়াগাঁথা! তাই শুনেই আমার মহাবিস্ময় জন্মে! দায়ে ঠেকেই সে কথা তিনি আমার কাছে ভেঙেছিলেন। না বোল্লেও চলে না, কাজেকাজেই সব কথা বোলেছিলেন। তোমার সঙ্গে কালিন্দীর আর দেখাসাক্ষাৎ না ঘটে,—চিঠীপত্র না চলে, সেই বিষয়ে আমাকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করেন। সেই সময় তিনি আমারে আরও বলেন, কালিন্দীকে বর্কশায়ারের একটী বাড়ীতে অতি নির্জ্জনে আটক রাখা হয়েছিল, তুমিই সেখান থেকে তারে বাহির কোরে নিয়ে, পালিয়ে এসো। তোমার উপরেই তাঁর ভয়ানক আক্রোশ! কালিন্দীকে কোথায় রাখা হবে, তুমি তাঁর ছন্দাংশও জান্‌তে না পার, সেই অভিপ্রায়েই আমার মত পরাক্রান্ত বিশ্বাসপাত্রকে তিনি এ কাজে নিযুক্ত করেন। এই ত আমার কথা। এখন দেখ, শোন জোসেফ! এসো এখন তোমায় আমায় আপোস করি। ইতিমধ্যেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে, আনাবেলের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। কেমন? শুন্‌তে পেলে কিছু? তাঁরা কৈ জান্‌তে পেরেছেন কিছু? লেডী কালিন্দীর সঙ্গে তোমার এই সব কাণ্ড, কালিন্দীর পিতার মুখেই সব আমি শুনেছি, সব আমি জেনেছি, কিন্তু প্রকাশ কোরেছি কি কিছু? স্ত্রীর কাছেও না, কন্যার কাছেও না;—একটী কথাও না। এখনও প্রতিজ্ঞা কোচ্ছি, এখনো আমি সে সব কথা কাহারও কাছে প্রকাশ কোর্‌বো না। আমা হোতে যে যে কষ্ট

তুমি পেয়েছ,—পাও আর না পাও, যে রকম মনে কোরেছ, সে সব কথা যদি তুমি চেপে রাখ, কাহারও কাছে কিছু গল্প না কর, তা হোলে একথাও আমি চেপে রাখ্‌বো। বিবি বর্থ্‌বিকের সঙ্গে এখনি তোমার সাক্ষাৎ হবে। তাঁর কাছেও তুমি কিছু বোলো না। আমা হোতে প্রকারান্তরে তোমার যে কিছু অসুখের কারণ ঘোটেছে, তোমার মুখে বিবি বর্থ্‌বিক তার একটী কথাও শুন্‌তে না পান, সেইটীই আমার ইচ্ছা। তোমার প্রতি সেইটীই আমার অনুরোধ। কেন জান? লর্ড মণ্ডবিলি আমার প্রতি যে সকল গুরুতর কাজের ভার দিয়েছেন, সে সব কাজে আমার অনেক টাকা পাবার আশা আছে। অনেক টাকা তিনি আমারে দিয়েছেন, আরও আমি অনেক পাব।"

আমি বোল্লেম, "তবে তুমি তাঁর কাছে বিশ্বাসপাত্রই থাক্‌তে চাও? আচ্ছা, সে কথা ভাল। এমন গতিকে আমি তোমার সঙ্গে সন্ধি কোত্তে রাজী আছি।"—জাতশত্রুকে কেন আমি এ কথা বোল্লেম, বড় দুঃখের সময় সেটীও আমার মনে উদয় হলো। সেই দুরন্ত লোকটার সঙ্গে যদি এরকমে আমার আপোস হয়, কালিন্দীর শোচনীয় প্রণয়ের কথা আনাবেলের কর্ণগোচর হবে না। আনাবেলের জননীও কিছু শুন্‌তে পাবেন না। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কর্ণেরও অগোচর থাক্‌বে। লানোভার যদি কিছু প্রকাশ করে, নানা প্রকারে তার নিজেরই স্বার্থহানি হবে। তেমন স্বার্থপর রাক্ষস মানবসংসারে বড় কম। স্বার্থে যাতে বিঘ্ন ঘটে, দুরন্ত স্বার্থপর লানোভার কখনই সেকাজে মাথা দিবে না। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা কোরে, আবার আমি লানোভারকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যে কদিন এই শোকাবহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা না হয়, সে কদিন এই বাড়ীতেই আমি থাকি, বিবি বর্থ্‌বিক এবিষয়ে কি রাজী হবেন?"

লানোভার উত্তর কোল্লে, "থাক্‌তে যদি তুমি ইচ্ছা কর, বিবি বর্থবিক অবশ্যই তোমারে অনুমতি দিবেন। তোমার হয়ে আমিও দু কথা তাঁকে বুঝিয়ে বোলবো। আচ্ছা জোসেফ! আর একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই। তুমি এখন কি গতিকে এমন স্বচ্ছন্দে দেশভ্রমণ কোরে বেড়াচ্চো?"

"সার্ মাথু হেসেলটাইনের অনুগ্রহে"—লানোভারের সে প্রশ্নে আমার কেবল এইটুকুমাত্রই সংক্ষিপ্ত উত্তর। কেন আমি দেশভ্রমণে বেরিয়েছি, সার্ মাথু আমারে কেন পাঠিয়েছেন, দুই বৎসর পরে আনাবেলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবে, সে সকল আসল কথা সে দুরাত্মার কাছে আমি কিছুই প্রকাশ কোল্লেম না।

লানোভার আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি কি কিছু বেশী দিন প্রবাসে থাক্‌বে?"

"অতি কম দুই বৎসর।"

শুনেই যেন একটু প্রফুল্ল হয়ে, সুচতুর বদ্‌মাস তৎক্ষণাৎ বোল্লে, "আর একটা কথা শোন! এখন অবধি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই তুমি নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ কোত্তে পার। এখন অবধি আমি আর তোমার কোন কাজে বাধা জন্মাব না। যা যা আমি কোরেছি, তুমি ভেবেছ অত্যাচার,—হোতে পারে অত্যাচার, কিন্তু—"

বাধা দিয়ে আমি বোলে উঠ্লেম, "খুসী হোলেম। তোমার মুখে এমন কথা শুনে আজ আমার বড় সুখোদয় হলো। কথার ভিতর তোমার যদি কোন কপটতা না থাকে, তবে ত আমি দেখ্‌ছি তোমার অনেকটা মন ফিরে গেছে। আমার উপর যে সব দৌরাত্ম্য তুমি কোরেছ, সে সব গতকথা মনে কোরে, আমার এখন বোধ হোচ্চে, তুমি যেন এখানে এখন একজন নূতনমানুষ। তা আচ্ছা, কিন্তু তোমার মনে যে এখন কোন কপটতা নাই, তা আমি কি কোরে জান্‌বো ? কিসে আমার বিশ্বাস হবে ? কি লক্ষণে আমি তার প্রমাণ পাব ? তা আচ্ছা, সে কথা আমি ধরি না। সেটা আমি তত ভাবি না। এখন আর আমি সেরকম কচিছেলে নই। তুমি যে এখন যা মনে কোর্‌বে, তাই কোর্‌বে সে ভয় আমি আর রাখি না। তুমি আমার উপর যত দৌরাত্ম্য কোরেছ, কোন নিগূঢ় কারণে এতদিন তা আমি সহ্য কোরেছিলেম: নিগূঢ় কারণেই তোমারে আমি এতদিন পুলিসের হাতে সমর্পণ করি নাই। তোমার স্ত্রীর খাতিরেই—আনাবেলের খাতিরেই,—বুঝ্‌লে কি না,—ঐ জন্যই খাতিরেই এতদিন আমি তোমারে ক্ষমা কোরেছি। এখন আর—"

বাধা দিয়ে লানোভার ব্যগ্রভাবে বোল্লে, "সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের সঙ্গে কথোপকথনের সময় যখন আমার কথা পোড়েছিল, তখন তুমি—হাঁ,—তোমাকে যে আমি কোনপ্রকার যন্ত্রণা দিয়েছি, তখন তুমি কি সে সব কথা তাঁকে বোলেছ ? যদি বোলে থাক, চারা কি ? আজ আমাদের সখ্যভাব জোন্মে গেল। উভয়েই আজ আমরা অন্যপথে দাঁড়ালেম। গতকথা ভুলে যাব।—তুমিও যাবে, আমিও যাব।"

আমি বোল্লেম, "তুমি যদি তোমার কথা ঠিক রাখ্‌তে পার, আমি ত আহ্লাদপূর্ব্বক তোমারে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যাব। সমস্ত যন্ত্রণাই ভুলে যাব। তোমার কার্য্য দেখেই তোমার সরলতার পরিচয় পাব। সরলতা—কপটতা, আমি এখন বেশ বুঝতে পারি। সত্য বোল্‌ছি, সে বিদ্যাটী আমি তোমার কাছেই শিখেছি! কিন্তু লানোভার! সর্ব্বক্ষণ মনে রেখো, আগে আগে তোমারে আমি যেমন ভয় কোত্তেম, এখন আর আমার সে রকম ভয় নাই। মনে রেখো! কোনরকমে যদি কিছু জবরদস্তির চেষ্টা কর, তৎক্ষণাৎ আমি তোমারে ফৌজ্‌দারী আদালতে সমর্পণ কোর্‌বো! তদ্দণ্ডেই তুমি স্বকৃতপাপের উপযুক্ত দণ্ড পাবে! তোমার প্রকৃতির দোষেই কাজে কাজে এ সব কথা আজ আমারে বোল্‌তে হলো। উপস্থিত ক্ষেত্রে তুমি যেরকম সরলভাব দেখালে, যে রকমে মনের মুখোস্ খুল্লে, তাই দেখেই এতদিনের পর আমি মনের কথা তোমার কাছে প্রকাশ কোল্লেম।"

"চুপ কর জোসেফ! চুপ কর! কে আস্‌ছে!"

সত্যই কে আস্‌ছে। দরজা খুলে গেল। একটী বর্ষীয়সী রমণী প্রবেশ কোল্লেন। দিব্য প্রসন্নবদন! সেই প্রসন্নবদনে তখন যেন অল্প অল্প বিষণ্ণভাব! সেই রমণীই বিবি বর্থ্‌বিক্। ধীরে ধীরে অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে, বিবি বর্থ্‌বিক্ সর্ব্বাগ্রে আমারেই সম্বোধন কোরে

বোল্লেন, "তোমারে যে আমি কি বোলে ডাক্‌বো, কি রকমে অভ্যর্থনা কোর্‌বো, কি কি কথা বোল্‌বো, কিছুই আমি জান্‌তে পাচ্চি না! বিস্তর অপকার কোরেছ তুমি!—সব আমি শুনেছি। কিন্তু এখন আর তোমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করা ভাল হয় না;—গালাগালি দিতেও ইচ্ছা হয় না। তুমি কে,—কি তুমি কোরেছ, তা আমি শুনেছি। তোমা হোতেই যে—"

সবটুকু না শুনেই আমি বোল্লেম, "ক্ষমা করুন্! কঠোর ব্যবহার না কোরে, আপ্‌নি আমার প্রতি দয়া করুন্! যে কুকর্ম্ম আমি কোরেছি,—ইচ্ছা কোরে না হোক্, আমা হোতে যে অনর্থটা ঘোটেছে,—ব্যগ্রতা করি, মিনতি করি, আপ্‌নি এখন আর সে সব কথা উত্থাপন কোর্‌বেন না। আপ্‌নার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা কোচ্চি!"

"ক্ষমাই করা গেল।"—অশ্রুপূর্ণনয়নে বিবি বর্থবিক বোলেন, "তোমার কাতরতা দেখে, সত্যই আমার দয়া হয়েছে। আমার হৃদয়ে দয়া আছে। সরল অন্তরেই আমি তোমারে ক্ষমা কোল্লেম।"

"ক্ষমা কোল্লেম" বোলেই বিবি বর্থ্‌বিক্ আমার একখানি হাত ধোল্লেন। সেই অবকাশে লানোভার চঞ্চলস্বরে তাঁর কাণে কাণে গুটীকতক কথা বোল্লে।—অসাবধানে চুপি চুপি কথা। সব কথাগুলিই আমি শুন্‌তে পেলেম। লানোভার বোল্লে, "চাকরেরা এর সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের খাবার দিয়েছে। তা দিক্, তাতে বড় দোষ হোচ্চে না। এর এখন অবস্থা ফিরেছে। ঘৃণাকর সামান্য চাকরী এখন আর—"

"ও রকম গর্ব্ব আমি রাখি না!"—সতেজস্বরে বিবি বর্থবিক্ তৎক্ষণাৎ লানোভারের বাক্যে ঐরকম উত্তর দিলেন।

"তা আমি জানি, তা আমি জানি।"—মুখের মত উত্তর পেয়ে, লানোভার তৎক্ষণাৎ বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তোমার অমায়িকতা আমি জানি। অহঙ্কারের লেশমাত্রও তোমার শরীরে নাই। অতি সরল প্রকৃতি তোমার। এই জোসেফ উইলমট আমার ভাগ্নে হয়। তোমারে আমি মিনতি কোরে অনুরোধ। কোচ্চি, উইলমটের প্রতি এইরকম অনুগ্রহদৃষ্টি রেখো। আর একটী অনুরোধ। সমাধিকার্য্য সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত উইলমট এই বাড়ীতে থাক্‌তে চায়। তোমার অনুমতি চায়।"

গম্ভীরবদনে বিবি বর্থবিক কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা কোল্লেন। চিন্তার পর লানোভারের কাণে কাণে চুপিচুপি একটী কথা বোল্লেন। চুপিচুপি কথাও আমার কাণে এলো। "লর্ড মণ্ডবিলি কি বোল্‌বেন?"

কুজো উত্তর কোল্লে, "যা হবার তা ত হয়ে গেল। ছোক্‌রা যদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকে, তাতে আর তত দোষ হবে না।"

বিষণ্ণ হয়ে বিবি বর্থবিক্ আবার বোল্লেন, "তা সত্য, যে যাবার, সেই গেল! এখন আমরা যা কিছু করি, যে যা কিছু বলুক, সে আর দেখ্‌তে আস্‌বে না!—শুন্‌তেও আস্‌বে না!"—মনের দুঃখে এই কটী কথা বোলেই তিনি তৎক্ষণাৎ আমারে সম্বোধন

কোরে বোল্লেন, "আচ্ছা উইলমট ! তুমি থাক্‌তে পার। তোমার অন্তঃকরণ খোলসা, সেটা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। থাক তুমি !"

আহারের আয়োজন হলো। একসঙ্গেই আহার কোল্লেম। আহারের সময় অতি অল্পই কথাবার্ত্তা চোল্লো। আহারান্তেই বিবি বর্থবিকের উপদেশে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বন্দোবস্তের জন্য, লানোভাব তখনি সহরে চোলে গেল। যাবার সময় আমার দিকে এক বিশাল কটাক্ষপাত ! কটাক্ষের ভঙ্গীতেই আমি বুঝ্‌লেম, ইতিপূর্ব্বে যে রকম আপোসের কথা হয়েছে, সেটী যেন ঠিক থাকে ;—বিবি বর্থবিক যেন আমার মুখে লানোভাবের গুণাগুণ শুন্‌তে না পান ! মনে মনে আমি একটু হাস্‌লেম।

লানোভাব চোলে গেল। ঘরে তখন আমি আর বর্থবিক। ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে, বিবি বর্থবিক একটু মৃদুস্বরে বোল্লেন,"দেখ উইলমট ! অভাগিনী কালিন্দী তোমারে বড়ই ভালবাস্‌তো। সর্ব্বদাই তোমার কথা বোল্‌তো,—তা হ্যাঁ, যে ঘরে কালিন্দী মোরেছে, সে ঘরে তুমি কেমন কোরে এসে পোড়েছিলে ?"

যেমন কোরে এসে পোড়েছিলেম, গাড়ী উল্‌টে পড়্‌বার পর রাত্রে যে যে ঘটনা হয়েছে, সমস্তই তাঁরে বোল্লেম। কালিন্দী যেমন কোরে আমার শয়নঘরে গিয়েছিল, যে সব কথা বোলেছিল, সমস্তই তাঁরে বোল্লেম।

খানিকক্ষণ চুপ্‌ কোরে থেকে,বিবি বর্থবিক কি যেন স্মরণ কোরে,ম্লানবদনে বোল্লেন, "সে ঐ রকম কোত্তো ! সেই দাসীটী—ঐ যার নাম মার্‌গেরেট,—সেই মার্‌গেরেটের মুখে আমি শুনেছি, প্রতি রাত্রেই কালিন্দী ঐ রকমে বাড়ীর ভিতর সকল ঘরেই ঘুরে ঘুরে বেড়াতো ! মার্‌গেরেট্‌ তা জানতো, কিছুই বোল্‌তো না। মার্‌গেরেট ঘুমুলেই কালিন্দীর নিশাভ্রমণ বেড়ে উঠ্‌তো ! আমি যতদিন এখানে এসেছি, ততদিনের মধ্যে অনেকবার আমি নিজেই দেখিছি, রাত্রি দুইপ্রহরের সময় কালিন্দী বিছানা থেকে উঠ্‌তো,—কাপড় পোরে বেরুতো,—এঘর ওঘর ঘুরে ঘুরে বেড়াতো,—কি যেন হারিয়েছে, কারে যেন অন্বেষণ কোচ্চে,—কারে যেন বাড়ীর ভিতর দেখ্‌তে পাবে, ঠিক সেই রকমেই খুঁজে খুঁজে বেড়াতো ! আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, গতরাত্রেও সেই রকম কোরেছিল ! মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ! ঠিক যেন পাগলের মত হয়েছিল ! সেই রকম হয়েছিল বোলেই আমার এখানে আসা। দুরাত্রি আমি তোমার ছেলেটীর কাছে বোসে ছিলেম। আরও দুরাত্রি কালিন্দীর কাছেও বোসে ছিলেম। সারা রাত জেগেছিলেম। তাতেই আমার অসুখ হয়। কাজে কাজে মার্‌গেরেটের উপরেই ভার দিয়েছিলেম। ওঃ ! কালিন্দী কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখ্‌তো ! ছেলেটীর মৃত্যুর পর তার নিজের মরণ পর্য্যন্ত—চারদিন চাররাত্রি—কালিন্দী যেন বাহ্যজ্ঞানহারা হয়েছিল। মুখ দেখ্‌লে দয়া হতো। সর্ব্বক্ষণ কি যেন ভাব্‌তো। ছেলেটী যখন মারা গেল, তখন তার চক্ষে জল পড়ে নি ! ততবড় শোকে একবারও কাঁদে নি ! ছেলেটী গেল, কালিন্দী যেন মনে কোল্লে, বেঁচে গেল ! কালিন্দীর চক্ষে পৃথিবী অসার বোধ হয়েছিল ! যে মরে,

সেই বাঁচে, সর্ব্বদাই সে ঐ কথা বোল্‌তো!—ওঃ! আর আমি বোল্‌তে পাচ্চি না! সে সব কথা স্মরণ কোরে, আমার যেন বাক্‌রোধ হয়ে আস্‌ছে!"

বিবি বর্থবিক কাঁদ্‌লেন। মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। আমিও তাঁর কাছে আর থাক্‌তে পাল্লেম না। যে ঘরে শুয়েছিলেম, নিতান্ত সন্তপ্তহৃদয়ে সেই ঘরেই প্রবেশ কোল্লেম। ঘরে গিয়েই চক্ষের জলে ভেসে গেলেম। ক্রমাগত চক্ষের জলে হৃদয়ের ভার যখন একটু কম হলো, সেই সময় আবার লানোভারের কথাগুলো মনে পোড়্‌লো। অতবড় দুষ্টলোক হঠাৎ তত নরম হয়ে, কেন আপোস কোত্তে রাজী হলো, বিলক্ষণরূপেই সেটা আমি বুঝ্‌লেম। বিবি বর্থবিক্‌কে যদি আমি তার চরিত্রের কথা বলি; লর্ড মণ্ডবিলি সে সব কথা শুনবেন, দাও মার্‌বার ব্যাঘাত হবে, শুধু কেবল সেই ভয়েই আপোস কোত্তে চায় না, তার প্রাণে আরও শক্ত ভয় আছে। আমারে অন্ধকূপে নিক্ষেপ কোরেছিল,—ঘড়ী চুরী কোরেছিল,—টাকা চুরী কোরেছিল, অজ্ঞান কোরে জাহাজে তুলে দিয়েছিল, সে ভয়টা তার মনে মনে অবশ্যই আছে। লণ্ডনে যদি আমার সঙ্গে কখনও তার দেখা হয়, সেই সকল অভিযোগে যদি আমি তারে পুলিসের হাতে সমর্পণ করি, নিশ্চয়ই দ্বীপান্তর নির্ব্বাসন! এটা সে জানে। আরও,—যে রাত্রে গ্রেট রসেল ষ্ট্রীট থেকে আমি মেয়ে সেজে পালাই, সে রাত্রে সে আমারে খুন কর্‌বার মৎলব এঁটেছিল, সেটা আমি জান্‌তে পেরেছি, একথাও হয় ত সে বুঝেছে। সে অপরাধটা আরও গুরুতর। এই সকল ভেবে চিন্তে বন্ধার কথা তুলেছে। দুষ্ট লোকের ফন্দী অনেকপ্রকার। কাঁদা কোরে,—ভয় দেখিয়ে, দুষ্টলোককে জব্দ রাখাই সৎপরামর্শ। বন্ধার কথায় আমারও একটু স্বার্থ ছিল। সেই সব আলোচনা কোরেই আপোসের কথায় রাজী হওয়া।

নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় ছট্‌ফট্‌ কোত্তে কোত্তে, আমি উপর থেকে নেমে এলেম। বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরুলেম। নিকটবর্ত্তী স্থানে একাকী ভ্রমণ কোল্লেম। অনেকক্ষণ বাহিরে বাহিরেই থাক্‌লেম। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে শুন্‌লেম, লানোভার চোলে যাবে, সেই জন্যে আমার তত্ত্ব কোচ্ছিল। কোন্ ঘরে সে থাক্‌তো, আমার সেটা জানা ছিল না। একজন চাকর সেই ঘরটা আমারে দেখিয়ে দিলে। আমি সেইখানে উপস্থিত হোলেম। কুঁজোটা তখন প্রস্থানের সাজগোজ প্রস্তুত কোচ্ছিল।

সম্মুখে গিয়েই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চাচ্ছিলে? আমারও কিছু দরকার আছে। তুমি এখান থেকে বিদায় হবার অগ্রেই তোমারে আমি গুটীকতক কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই।"

লানোভার বোল্লে, "তোমার কথা আগে বল, তার পর আমার যা কিছু কর্‌বার আছে, শুন্‌তে পাবে।"

আমি বোল্লেম, "তুমি ত আমারে পূর্ব্বকথা চেপে রাখ্‌তে বোলেছ। আমিও তাতে অঙ্গীকার কোরেছি। যদি তুমি সত্য সত্যই ভালমানুষ হয়ে থাক,—মুখে যেগুলি

বোল্লে, কাজে সেইগুলি পালন করা যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তা হোলে আমার নিজের গুটীকতক কথা তোমার মুখে আমি শুনতে চাই। প্রথমত সত্য সত্য তুমি আমার মামা কি না? সত্যই যদি মামা হও, তবে সত্য কোরে বল, আমার মাতাপিতা কে? কোন্ বংশে আমার জন্ম, সেটী আমারে কিছুমাত্র জানতে না দিয়ে, কেনই বা তুমি আমারে বারম্বার সেই রকমে উৎপীড়ন কোরে——”

“ও সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না!”—আমার সব কথা না শুনেই লানোভার গর্জ্জন কোরে বোল্লে, “সে সব কথা আমার কাছে তুমি পাবে না! তোমার মামা আমি, সেটা নিশ্চয়। আজ আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, আমার হাতে তোমার আর কোন অপকার হবে না। আমাকে আর ভয় বোত্তেও হবে না।”

“তবে তুমি বোল্বে না? যে কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তার উত্তর দিবে না? যে কথা জান্বার জন্য আমার চিত্ত সর্ব্বদাই অস্থির, সে কথার কিছুমাত্রই তোমার মুখে আমি জানতে পাব না?”

লানোভার উত্তর কোল্লে, “সে সব কথা আমি কিছুই জানি না! আমার মুখে শোনবার জন্য পীড়াপীড়ি কোরো না!”

চিরদিনের সন্দেহটা সন্দেহেই পরিণত থাক্লো। সর্ব্বদাই আমার সন্দেহ হয়, আমার জন্মবৃত্তান্তে যেন কিছু গোল আছে। লানোভার যখন অস্বীকার কোল্লে, তখন আরও সেই সন্দেহটা বৃদ্ধি হলো। গর্ভধারিণীর পাপের কথা!—সে পাপের কথা শ্রবণ করা সন্তানের পক্ষে মহাপাপ। ভয় হোতে লাগ্লো। বাস্তবিক কুঁজোকে আমি আর পীড়াপীড়ি কোল্লেম না। অনেকক্ষণ চুপ কোরে থাক্লেম। বিমর্ষবদনে অনেক ক্ষণ চিন্তা কোল্লেম। মনে একটু উৎসাহ আস্ছিল, ক্ষণেকের মধ্যে সব যেন জুড়িয়ে গেল! আবার আমি দোমে গেলেম!—ধীরে ধীরে লানোভারকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “তুমি এখন আমাকে কি কথা বোল্তে চাও?”

“আমি তোমার কাছে বিদায় হোতে চাই। আমি যেন বুঝ্তে পাচ্চি, কতকগুলি কথা তোমার বল্বার বাকী আছে। প্রাতঃকালে যখন আমাদের কথোপকথন চলে, হঠাৎ বিবি বর্থবিক এসে পড়েন। হঠাৎ আমি তোমারে চুপ কোত্তে বোল্লেম, তুমিও থেমে গেলে;—কিন্তু আমার বোধ হোচ্চে, সব কথা শেষ হয় নাই;—আরও তোমার কিছু বল্বার ছিল। কেমন? ছিল কি?”

“না, আমার আর কিছুই বল্বার ছিল না।”—লানোভারের কথায় ঐ পর্য্যন্ত উত্তর দিয়ে, আমি মনে মনে বিবেচনা কোল্লেম, সার্ মাথু হেসেল্টাইনের কথাই আরও কিছু বিশেষ কোরে লানোভার আমার মুখে শুনতে চায়। কি প্রকারে কন্যাকে তিনি পুনর্গ্রহণ কোরেছেন, কুঁজো তাঁর জামাই হয়েছে, সে কথায় তিনি কি কোল্লেন, কুঁজোর সঙ্গে কোনরকম বন্দোবস্ত কর্বার কথা হয়েছে কি না, সেই সব কথাই শুনতে চায়। আনাবেলের সঙ্গেই বা আমার কি সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, আমার মুখে সে কথাটাও

শ্রবণ করা যেন তার অভিলাষ। কিন্তু আমি যে রকম উদাসভাবে তাচ্ছিল্য কোরে তার কথার উত্তর দিলেম, তাতে কোরে আর কোন নূতনকথা সে আমারে জিজ্ঞাসা কোত্তে সাহস কোল্লে না।—আমারও আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার ইচ্ছা হলো না। ঔদাস্যভাবে তারে বিদায় দিয়ে, তার পানে আর না চেয়েই, ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলেম। আধ ঘণ্টা পরে একখানা ডাকগাড়ী এসে উপস্থিত হলো। সেই গাড়ীতেই লানোভার চোলে গেল। তত তাড়াতাড়ি কেন গেল? ভেবে চিন্তে আমি বুঝ্‌লেম, আমার মুখেই শুনেছে, সার্ মাথ্‌ হেসেল্‌টাইন তাব নামে পত্র পাঠিয়েছেন। সেই পত্রে কি কি লেখা আছে, শীঘ্র শীঘ্র জান্‌বার জন্যই তত শীঘ্র প্রস্থান!—লণ্ডনেই চোলে গেল।

বিবি বর্থবিকের সঙ্গে আমি দেখা কোত্তে গেলেম। যখন যাই, তখন দেখি, যে ঘরে লানোভার থাক্‌তো, সে ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভিতর চিঠীর মত কতকগুলো কাগজ ছড়িয়ে পোড়ে আছে! দেখেই আমাব মনে একটা খট্‌কা লাগলো। সেই জুয়াচোব দরচেষ্টার যখন পালায়, তখন অম্‌নি কোরে ছেঁড়া কাগজ ছড়িয়ে ফেলে গিয়েছিল। লানোভারটাও বুঝি তাই কোরেছে! ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। যে সকল ছেঁড়া কাগজ আমার চক্ষে পোড়্‌লো,একে একে কুড়িয়ে নিয়ে,একে একে পোড়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কতকগুলো চিঠীর খানিক খানিক পুড়িয়ে ফেলেছে! ছিঁড়ে ছিঁড়ে আর কতকগুলো আগুনের কাছেই ফেলে রেখেছে! সবগুলোই পোড়ে পোড়ে দেখ্‌লেম, কোনখানাতেই কিছুমাত্র কাজের কথা পাওয়া গেল না। শেষে একখানা চিঠীতে কটাক্ষপাত কোরে, আমি দেখ্‌লেম, আমার নাম লেখা!. বাস্তবিকই সেখানা চিঠী। পুরুষমানুষের হাতের লেখা। কিন্তু অক্ষরগুলি কিছু বাঁকা বাঁকা,—কাঁপা কাঁপা। নিশ্চয় বোধ হয়, লেখ্‌বার সময় হাত কেঁপেছিল। সেই পত্রে লেখা ছিল :—

"তুমি যখন লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া যাও, কোথায় যাইতেছ, তাহা আমাকে বলিয়া গিয়াছিলে। ভালই করিয়াছিলে। সেটী জানিতে পারিয়া আমার উপকার হইয়াছে। এখন তোমাকে লিখিতেছি, জোসেফের উপর আর কোন দৌরাত্ম্য করিও না। দৈবগতিকে সে যদি তোমার চক্ষে পড়ে, অম্‌নি অম্‌নি ছাড়িয়া দিও। কিছুই বলিও না। কেন আমি এ কথা লিখিলাম, যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, তখন সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিব।"

বস্!—এই পর্য্যন্ত!—আর না!—পত্রখানি যদিও ছোট, কিন্তু আমার পক্ষে যথেষ্ট! আমার উপর আর দৌরাত্ম্য হবে না, আমার জন্যই লেখা, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাক্‌লো না। ঐ জন্যই লানোভার আমার সঙ্গে আপোস কোত্তে তত ব্যগ্র হয়েছিল! কথাটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। তৎক্ষণাৎ আমি বুঝ্‌লেম, যার হুকুমে কাজ কোত্তো, তিনিই ঐ পত্র লিখেছেন।. কুঁজোটা তবু এম্‌নি ধূর্ত্ত, সে ভাবটা গোপন রেখে, তার নিজের কথাটাই আগে থাকৃতে পাকাপাকি কোরে নিলে! কিন্তু পত্রখানি কার লেখা? ঠাওরাতে পাল্লেম না। আরও খানকতক ছোট ছোট ছেঁড়া কাগজ পাঠ কোল্লেম।

সে রকম হাতের লেখা দেখতে পেলেম না। ওভাবের কোন কথাও আর কোন পত্রে পাওয়া গেল না। পত্রখানার আগাগোড়া ছেঁড়া;—শিরোনাম নাই! দস্তখত নাই! তথাপি আমি সেটুকু যত্ন কোরে রেখে দিলেম। যদি কখনও সেই রকম হাতের লেখা আমার চক্ষে পড়ে, মিলিয়ে দেখ্বো;—তা হোলেই লোকটীও ধরা পোড়্বে। যিনি লিখেছেন, হাতের লেখা মিলিয়ে, নিশ্চয়ই তাঁরে আমি চিন্তে পার্বো। এই রকম ভেবেই আমি সেই চিরকুটখানি পকেটে রেখে দিলেম।

লানোভারের চরিত্রটা আর একরকমে ফিরে দাঁড়ালো। লানোভার আমারে শ্বণা কোত্তো, কেবল সেই কারণেই আমার উপর উপদ্রব কোত্তো না। তার নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যও সে রকমে আমারে যন্ত্রণা দিত না;—ছিল অবশ্য কিছু স্বার্থ; কিন্তু বেশীর ভাগে পরের হুকুম তামিল করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যলোকের হুকুমের চাকর। কিন্তু কে সেই অন্যলোক? এক সময় আমার প্রাণ নিতে চেয়েছিল, পৃথিবীর ভিতর এমন লোক কে? একসময় আমারে পৃথিবীর প্রান্তভাগে নির্ব্বাসিত কর্বার জন্য জাহাজে তুলে দিয়েছিল, এমন হুকুম কার? হঠাৎ আর একটা কথা মনে পোড়্লো। প্রাতঃকালে লানোভার আমারে জিজ্ঞাসা কোরেছিল, বিদেশে আমার কতদিন থাকা হবে? যখন আমি বোল্লেম, দুইবৎসর, তখন সে যেন ভারী খুসী হলো। কেন খুসী হয়েছিল?—নানাদুশ্চিন্তায় আমি আকুল ছিলেম, সে সময় ঠিক অনুভব কোত্তে পারি নাই। এখন বুঝ্লেম, বেশীদিন আমার বাহিরে বাহিরে থাকাই তার পক্ষে মঙ্গল। যে লোকটা হুকুমের তাঁবেদার, আমার দীর্ঘকাল বিদেশবাসে সে যখন তত খুসী, তখন তার হুকুমকর্ত্তা অবশ্যই আরও বেশী খুসী হবেন। কিন্তু কে সেই হুকুমকর্ত্তা?

আবার আমার গোলমাল লেগে গেল। ছেলেবেলার পূর্ব্বকথা সমস্তই মনে পোড়্লো। যেখানে যেখানে যতলোকের সঙ্গে যতবার আমার দেখাশুনা হয়েছিল, দেশেবিদেশে যেখানে যেখানে যাঁদের হাতে আমি পোড়েছিলেম, স্মরণ কোরে কোরে, সমস্ত লোককেই চিন্তাপথে আনয়ন কোল্লেম। কোন লোককেই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। প্রাণে মাত্তে চায়,—জন্মভূমি থেকে চিরনির্ব্বাসনে পাঠায়, আমার উপর এত হিংসা কার, এমন লোক ত একটীও মনে কোত্তে পাল্লেম না। আশ্চর্য্য ব্যাপার! মানুষের জীবন এমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তা ত আমি জানি না! আমার জীবনেই কেবল সেই রকম আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখ্ছি! জন্মেই গোলমাল! সেই অনুমানটাই ঠিক। তা না হোলে তেমন ঘটনা কেন হবে? যেদিকে চক্ষু যায়, সেই দিক্ অন্ধকার! যে দিকে মন যায়, সেদিকেও অন্ধকার! সে অন্ধকার কি ইহজীবনে তিরোহিত হবে না? পরমেশ্বর বোল্তে পারেন!

আমিই বা যে সব গুহ্যবৃত্তান্ত জানবার জন্য কেন এত ব্যগ্র? জেনে কি আমি সুখী হব? তাতে কি আমার মনের দুঃখ দূর হবে? হায়! তা ত কখনই হবে না! জননীর কলঙ্কের কথা,—জননীর অধর্ম্মের কথা, যদি আমি জান্তে পারি, তাতে আরও শতগুণেই

আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হবে!—জননী পাপিনী, কোন্ সন্তান একথা শুন্‌তে পারে?—তবে কেন সে সব সর্ব্বনেশে কথা জান্‌বার জন্যে আমি এত ব্যগ্র?

দূর হোক্!—ও সব দুশ্চিন্তাকে আর মনোমধ্যে স্থান দিব না। বিধাতার মনে যা আছে, তাই হবে! মনকে এই রকমে মনের উপদেশে শান্ত কোরে, বিবি বর্থবিকের গৃহে আমি দ্রুতগতি প্রবেশ কোল্লেম। বেলা তখন পাঁচটা। নির্জ্জনে বিবি বর্থ্‌বিক্‌কে আমি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। শুন্‌লেম, সে কার্য্যের আর দেরী নাই। লানোভার সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে রেখে গেছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামেই সমাধি হবে। একজন ইংরেজ পাদ্‌রী সমাধিকার্য্য নির্ব্বাহ কোর্‌বেন।

"কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশ হয়ে পোড়্‌ছে!"—বিবি বর্থ্‌বিকের মুখে অবশেষে আমি এই আশ্চর্য্যকথা শ্রবণ কোল্লেম। তিনি বোল্লেন, "কি আশ্চর্য্য! ভেবে দেখ, তুমি নিজেই যে অনর্থের নায়ক, লর্ড মণ্ডবিলি তোমার নিজের মামাকেই সেই কার্য্যের তদ্‌বিরকারক নিযুক্ত কোরেছিলেন! ঘটনাক্রমে তুমিও ঠিকসময়ে এখানে এসে পোড়েছ! কিন্তু দেখ জোসেফ! ঐ যে তোমার মামা, ঐ লোকটীর পরিচয় আমি কিছু শুন্‌তে চাই। তোমার মামা একজন মানীলোক!—কেমন? মানীলোক নয়? দেখ্‌তে কদাকার বটে, কিন্তু কাজে ভাল। আমি জানি, তোমার মামা পূর্ব্বে একটা প্রধান ব্যাঙ্কের অংশীদার ছিলেন। ব্যাঙ্কটা যখন উঠে যায়, সেই সময় তোমার মামার বিস্তর দুর্নাম বোটেছিল। সেটা কিন্তু অনেকদিনের কথা। সে সব এখন চাপা পোড়ে গেছে। সেই অবধি তিনি বেশ মানসম্ভ্রমে দিন গুজ্‌রাণ কোচ্চেন। এখন ত দেখ্‌ছি, বেশ সাধু!—কেমন, সাধু নয়?"

"খুব চালাক!"—গম্ভীরবদনে আমি উত্তর কোল্লেম, "সকল কাজেই বেশ চালাকী আছে।"—যে ভাবে আমি উত্তরটী দিলেম, তাতে সব কথাই বুঝায়। দুই ভাবেই আমি ইঙ্গিত কোল্লেম। বিবি বর্থবিক আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেন না। প্রসন্নবদনে তিনি বোল্লেন, "চালাক সন্দেহ নাই, কিন্তু কেন আমি তোমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তাও বোল্‌ছি শোন! লর্ড মণ্ডবিলির বহু কন্যা। যত টাকা তাঁর আয়, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় ছিল। তিনি দেনদার হয়ে পোড়েছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের দুর্ব্যবহারে ক্রমশ আরও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছেন। সেই পুত্রও অনেকের কাছে দেনদার। তোমার মামা মধ্যবর্ত্তী হয়ে, মহাজনদের সঙ্গে কিস্তীবন্দী কোরে দিবেন, সেই মৎলবেই তাঁরে নিযুক্ত করা হয়েছে। লোকটীর বিষয়বুদ্ধি খুব ভাল। তুমিও ত এইমাত্র তাঁর চালাকীর কথা বোল্লে। চালাকী দেখেই লর্ড মণ্ডবিলির বিশ্বাস জন্মেছে। সকল লোকের চেয়ে ঐ লানোভারকেই তিনি বিশেষ উপযুক্তপাত্র স্থির কোরেছেন। আমি শুনেছি, সেই কাজটীতে লানোভার অনেক টাকা পাবেন।"

চকিতনয়নে চেয়ে আমি বোল্লেম, "যে কাজে বেশী টাকা লাভ, সে রকম কাজে ঐ লোকটীর ভারী উৎসাহ বাড়ে!"

"আমিও তা বুঝেছি। তোমার সুপারিস শুনে আরও আমি খুসী হোলেম। কিন্তু দেখ, আবার যখন তোমার মামার সঙ্গে তোমার দেখা হবে, আমি যে তোমারে এ সব কথা বোল্লেম,—এত কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তাঁর কাছে এ সব কিছু বোলো না।"

"আমি আর কবে বোল্‌বো ? শীঘ্র আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হোচ্চে না। দুই বৎসর আমি আর দেশে যাচ্ছি না। তিনিই বা কোথায়, আমিই বা কোথায় ? তা ছাড়া, এ সব কথা বল্‌বারই বা আমার দরকার কি ?"

প্রসঙ্গ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে উঠ্‌লো। শীঘ্র শীঘ্র উপসংহার আবশ্যক। নানোভাবের কথায় এখানে আর বেশী আড়ম্বরও নিষ্প্রয়োজন। এখন আমার নিজের কথাই বলি। চারদিন আমি সেই বাড়ীতে থাক্‌লেম। চতুর্থদিবসে দুটী সমাধিক্রিয়া সমাধা হলো। ফরাসীদেশের আইন অনুসারে শীঘ্র শীঘ্রই সমাধিক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। ইংলণ্ডে যেমন আত্মীয়লোকের ইচ্ছানুসারে যতদিন ইচ্ছা, ততদিন শবদেহ অসমাহিত রাখা হয়, ফ্রান্সে সে রকম দেরী করা চলে না। সমাধিক্ষেত্রে নিদারুণ শোকে দুঃখে আমি অবসন্ন হয়ে পোড়েছিলেম। সে সব কথা প্রকাশ কোত্তেও কষ্ট হয় ;—সুতরাং প্রকাশ কোত্তে পাল্লেম না। পঞ্চমদিবসের নিশাকালে বিবি বর্ণবিকের কাছে বিদায় গ্রহণ কোরে, আমি প্যারিস্ নগরে যাত্রা কোল্লেম।

ষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

ফরাসী রাজধানী।

সমৃদ্ধিশালী ফরাসী রাজধানী প্যারিস্ নগরে আমি উপস্থিত হোলেম। একটী হোটেলে বাসা নিলেম। সমৃদ্ধিশালী নগরীর সমৃদ্ধিশালী হোটেল। শোভাও যেমন চমৎকার, খরচপত্রও সেই রকম বেশী। বেশী খরচে আমি কুণ্ঠিত হোলেম না। কেন না, সেখানে আমি শুন্‌লেম, সেই হোটেলেই ইংরেজলোকের বেশী গতিবিধি। সপ্তাহকাল নগরের শোভাসমৃদ্ধি দর্শন কোরেই আমি অতিবাহিত কোল্লেম। দিবরাত্রিই ভ্রমণ করি। যে বিপদক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসেছি, বেশীক্ষণ সে সব দুঃখের কথা মনে না পড়ে, সেই কারণেই অন্যমনস্ক হবার জন্য, নগর দেখে বেড়াই। যখনই মনটা খারাপ হয়,—যখনই কালিন্দীর কথা মনে পড়ে,—যখনই সেই ছেলেটীর কথা মনে আসে, তখনই চঞ্চল হয়ে বেরিয়ে পড়ি। নগরীর যে যে স্থান আমি দর্শন কোল্লেম, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র দেওয়া বাহুল্যপাঠ। ফরাসীরা তাঁদের সেই রাজ্ঞী-নগরীর যেরূপ গৌরব করেন,—পূর্ব্বে পূর্ব্বে

যে মহাগৌরবের কথা অনেক পুস্তকে আমি পাঠ কোরেছি, প্রত্যক্ষদর্শনে সেই মহাগৌরবের যথেষ্ট যথেষ্ট পরিচয় পেলেম।

হোটেলে আমি যখন আহার কোত্তে বসি, চতুর্দ্দিকে তখন অনেক লোক দেখতে পাই। তিন চারজন ইংরেজ ভদ্রলোক মনোহর বেশভূষা পরিধান কোরে, ক্রমাগত বোতল বোতল স্যাম্পিন খান,—ইংলণ্ডেরই প্রশংসা করেন।—ইংলণ্ডের অট্টালিকা, ইংলণ্ডের বিলাসমহল, ইংলণ্ডের শিকারী অশ্ব, ইংলণ্ডের ঘোড়দৌড়ের অশ্ব, ইংলণ্ডের ঘোড়সওয়ার, ইংলণ্ডের শিকারী কুকুর, বড় বড় ইংরেজলোকের ভারী ভারী জাঁকজমক, এই রকম গল্পই তাঁদের সর্ব্বস্ব! বড়দরেই তাঁরা বেড়ান,—বড় চেলে চলেন, বড়লোকেরা খাতির করেন,—মদ খেতে খেতে সেই সব কথাই তাঁদের বেশী চলে! ক্রমে ক্রমে আমি জান্‌তে পাল্লেম, মুখে তাঁদের যে রকম বড়াই, কাজে সেগুলো ঠিক নয়। তাঁরা ইচ্ছা করেন, লোকে তাঁদের বড়লোক বোলে ভাবুক, ফলে কিন্তু সেটা দাঁড়ায় না! আমি তাঁদের সঙ্গে বড় একটা মাখামাখি কোল্লেম না;—তাঁদের সঙ্গে মদ খেতেও বোস্‌লেম না। তাঁরা আমারে থিয়েটার দেখ্‌তে যাবার নিমন্ত্রণ করেন,—নাচ দেখ্‌তে যেতে বলেন,—ঘোড়দৌড়ে নিয়ে যেতে চান,—নানাপ্রকার আমোদ-কৌতুকের মজ্‌লিসে আমারে সঙ্গে নিতে ইচ্ছা করেন, আমি যাই না। তাঁদের প্রলোভনের কোন কথাতেই আমি ভিজি না। সকল রকমেই যেন উদাসীন। কত রকম মজার মজার নিমন্ত্রণ হয়, সমস্ত নিমন্ত্রণই আমি অস্বীকার করি।

রোজ রোজ ঐ রকম হয়। একদিন আমি দেখি, একটী নূতন ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। সন্ধ্যার পর আমি যখন আহার করি, একটু দূরেই তিনি তখন আহারে বোসেছিলেন। নিত্য নিত্য যাঁরা আমারে কৌতুক দেখ্‌তে ডাকেন, সেদিনও তাঁরা সেই রকমে ডাক্‌লেন। আমি অস্বীকার কোল্লেম, গেলেম না। সেই নূতন লোকটী তা দেখ্‌লেন। নূতন বোল্লেম কেন?—প্যারিসে এসে অবধি একদিনও তাঁরে দেখি নাই। শেষে জান্‌লেম, যথার্থই তিনি নূতন। সেইদিন প্রাতঃকালেই সবে তিনি ঐ হোটেলে এসেছেন। লোকটীর চেহারা এক অদ্ভুত প্রকার। মাথায় কটা রঙের পরচুলা! দাড়ীগোঁফ কামানো! ঠিক যেন মেয়েমানুষের মুখ! চক্ষে সবুজবর্ণ প্রকাণ্ড চস্‌মা;—চস্‌মার চারদিকেই পরকোলা। তাই দেখেই আমি বিবেচনা কোল্লেম, চক্ষে কোন রকম পীড়া আছে। পোষাকের প্রণালীও বিচিত্র। পুলিসের লোকের মত নীলবর্ণ কোর্ত্তা, তাতে সারি সারি বড় বড় পিতলের বোতাম আঁটা। দশ অঙ্গুলীতে রকম রকম দশটা আংটী। গলায় সোণার ঘড়ীর চেইন, পকেটে সোণার ঘড়ী। লোকটী নীচের দিকে একটু ঝুঁকে আহারে বোসেছিলেন। দৃষ্টিও নীচের দিকে। বয়স অনুমান করা সে অবস্থায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌লো। বোধ হলো পঞ্চাশ;—তার চেয়েও হয় ত অনেক বেশী হোতে পারে। দাঁতগুলি বেশ পরিষ্কার;—সে দাঁত যদি তাঁর নিজের হয়, তা হোলে অবশ্যই বয়স কম। যদি পরের হয়, তা হোলেও দেখ্‌তে বেশ।

কৃত্রিম শোভায় চেহারাটী বেশ খুলেছে। যাতে কোরে বয়স কম দেখায়, সে চেষ্টা তাঁর বিলক্ষণ। পোষাকের পারিপাট্যে—নয়নের ভঙ্গীতে, আর কথাবার্ত্তার ধরণে তাঁরে যেন খুব একজন বুড়ো রসিক বোলে অনুমান হোতে লাগ্‌লো। কথা অতি অল্পই কন, তা আবার চিবিয়ে চিবিয়ে,—টেনে টেনে—একটু, একটু থেমে থেমে,—সুরে সুরে উচ্চারণ করা হয়! আকার প্রকারে লোকটীর গাম্ভীর্য্য বেশ আছে। যতক্ষণ আহার কোল্লেন, ততক্ষণ ঠিক যেন খুব বড়লোকের ভাব। সর্ব্বদাই যেন ভাল ভাল জিনিস্ ভক্ষণ করা অভ্যাস, ভোজনভঙ্গীতে সর্ব্বক্ষণ সেই ভাব দেখালেন। কথার ভাবে বুঝা গেল, তিনি যেন ভাবেন, সুন্দরী কামিনীরা তাঁর ভঙ্গী দেখে মোহিত হয়ে যায়!

যাঁরে আমি দেখ্‌লেম, তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি এই রকম। যে সকল ভদ্রলোক আমারে আমোদ-কৌতুকের নিমন্ত্রণ কোল্লেন, সে নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ কোল্লেম না, ঐ লোকটী তা চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন। যে আসনে আমি বোসে ছিলেম, তারই ঠিক সম্মুখের আসনেই সেই লোক। তিন চারবার আমি দেখ্‌লেম, মদ খেতে খেতে গেলাস হাতে কোরে, এক একবার তিনি থামেন। আমি যে সকল কথা বোল্‌ছি, ভদ্রলোকের অনুরোধে যে রকম উত্তর দিচ্চি, কাণ খাড়া কোরে সেইগুলি তিনি শুনেন। তাঁরে আমি কিছুই বোল্লেম না।—অপরের সঙ্গে কথা, তথাপি তিনি আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দু তিনবার ঘাড় নাড়্‌লেন;—মাথা নাচালেন! ভাবে বুঝা গেল, আমার কথাগুলি তিনি যেন খুব ভাল কোরেই মঞ্জুর কোল্লেন!

আহার সমাপ্ত হলো। খোস্‌পোষাকী বন্ধুগুলি থিয়েটার দেখ্‌তে চোলে গেলেন। সবুজ চস্‌মাওয়ালা লোকটী ইঙ্গিত কোরে আমারে কাছে ডাক্‌লেন। সঙ্কেত বুঝে আমি তাঁর ঠিক পাশে গিয়েই বোস্‌লেম। আমার মুখপানে চেয়ে, গম্ভীরস্বরে তিনি বোল্লেন, "বেশ কাজ কোরেছ তুমি! ঐ যে লোকগুলি দেখ্‌ছো, ওরা ভাললোক নয়! চেহারা দেখে যেমন বোধ হয়,—সাজগোজ দেখে যেমন প্রত্যয় জন্মে, বাস্তবিক তা ওরা নয়! হোটেলের কর্ত্তা ও সকল লোকের চরিত্র খুব ভালই জানেন। ঐ সকল লোকের প্রতি সর্ব্বদাই নজর রাখেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন একটা বদ্‌মাইসী ধরা না পড়ে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাজেই কিছু বোল্‌তে পারেন না;—বলাও ভাল দেখায় না; কাজেই কেবল দেখেন আর চুপ কোরে থাকেন।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে তাঁরা? এখানে কি কাজ করেন?"

"জুয়াচোর, আর কে? জুয়াচুরী করাই ওদের কাজ!"—আমার কথায় এই পর্য্যন্ত উত্তর দিয়ে, মুখ থেকে মাথাপর্য্যন্ত তিনি একখানি সুবাসিত রুমাল জোড়িয়ে জোড়িয়ে বন্ধন কোল্লেন। দাঁতের গোড়ায় বেদনা হোলে লোকে যেমন কোরে বেঁধে রাখে, ঠিক তেমনি কোরেই বাঁধ্‌লেন। সেই ভঙ্গীতেই বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বৎসরে একবার আমি প্যারিসে আসি। এটা আমার বার্ষিক কাজ। যখনই আসি, এই হোটেলেই থাকি। হোটেলের অধ্যক্ষ আমারে খুব ভালই জানেন। আজ প্রাতঃকালে যখন

আমি উপস্থিত হই, কথাপ্রসঙ্গে তিনি ঐ সকল লোকের কথা আমারে বল্লেন। তাতেই আমি সব কথা জান্‌তে পেরেছি। তোমার সঙ্গে যে সকল কথা হোচ্ছিল, সব আমি শুনেছি। তোমাকে তাদের দলে ভর্ত্তি করে, সেইটীই তাদের ইচ্ছা। সেটা আমি স্পষ্টই দেখেছি,—স্পষ্টই বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি যদি নিজে তাদের প্রতি সন্দেহ না কোত্তে,—কথার ভাবেই বুঝ্‌লেম, তোমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মেছে, তা যদি না হতো, অবশ্যই আমি তোমাকে সাবধান কোরে দিতেম। আপ্‌না আপ্‌নি সাবধান হয়েছ দেখেই আমি চুপ কোরে আছি।"

"আপ্‌নার কাছে আমি বড়ই বাধিত হোলেম। আপ্‌নি যেরূপ অনুমান কোরেছেন, বাস্তবিক তাই ঠিক। ঐ সকল লোক যে রকমে লোকের কাছে পেস্ হোতে চান, বাস্তবিক সেরকম তাঁরা নন।"

চস্‌মাধারী বোল্লেন, "তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। দেখ্‌ছি তুমি একাই এখানে এসেছ। ঐ ধূর্ত্ত লোকেরা সেটা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছে। কেননা, আমি দেখেছি, যখন তুমি অন্যদিকে চেয়ে ছিলে, সেই সময় তারা পরস্পর ফুস্ ফুস্ কোরে কি পরামর্শ কোল্লে। বোধ হয় তুমি কৌতুক দেখ্‌বার জন্যেই প্যারিসে এসেছ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বেড়াতে আসাই বটে। দুই বৎসর আমি দেশভ্রমণ কোর্‌বো।"—আমি তখন কৃষ্ণপোষাক পরিধান কোরেছিলেম। শোকবস্ত্রের নিদর্শনও আমার অঙ্গে ছিল। তাই দেখে যেন কতই সমবেদনা জানিয়ে, সেই লোকটী বোল্লে, "সম্প্রতি বুঝি তোমার কোন আত্মীয়লোকের মৃত্যু হয়েছে?"

বিষাদে পরিস্ফীত হয়ে আমি এক বিশাল নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম! অভাগিনী কালিন্দী আর সেই শিশু সন্তানটী আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হলো! স্মৃতি আমারে বড়ই যন্ত্রণা দিতে লাগ্‌লো। লোকটীর প্রশ্নে মৃদুস্বরে উত্তর দিলেম, "হাঁ মহাশয়! একটী প্রিয়বস্তু বিয়োগে আমি বড়ই কাতর আছি!"

লোকটী বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আহা! আমিও বড় কাতর হোলেম। মনের দুঃখে আমিও দেশে দেশে ভ্রমণ কোরে বেড়াই। আমি ভদ্রলোক। আমার টাকা আছে। বিষয়ও আছে। কিন্তু আমার স্ত্রী নাই! নিকট আত্মীয়লোকও কেহ নাই! এই রকমেই দেশে দেশে বেড়াই। এইরকম ভ্রমণ করাই আমি ভালবাসি। অনেকদিন থেকে আমার চক্ষের দোষ জন্মেছে। চক্ষের চিকিৎসার জন্যই এবারে আমি প্যারিসে এসেছি। চক্ষুরোগের ভাল ভাল চিকিৎসক এখানে আছেন। তাঁদের একজনের ঔষধ আমি ইতিপূর্ব্বে ব্যবহার কোরেছি। তাতে অনেকটা উপকারও হয়েছে। চক্ষের পীড়ার জন্য আমি বড় একটা মদ খাই না। ইচ্ছাও হয় না। ফরাসীলোকের প্রথানুসারে, সুরাপানের পর কাফী খাই। রাত্রের মধ্যে মদের বোতল আর ছুঁই না।"

লোকটীর কথা শুনে আমিও বোল্লেম, "ও বিষয়ে আমিও বড় সাবধান। আমিও এখানে ফরাসী প্রথামত আহারের পর কাফী খাই।"

কথায় কথায় পরিচয় পেলেম, লোকটীর নাম দাউটন। আমার ঐ কথা শুনে দাউটন একবার ঘড়ী দেখ্‌লেন। রাত্রি সাতটা। যেন কতই আহ্লাদ প্রকাশ কোরে তৎক্ষণাৎ বোল্লেন, "তা বেশ কথা! মদের উপর কাফী খাওয়াই খুব ভাল! ছেলেমানুষ তুমি, স্বাস্থ্যরক্ষা চাই। এসো আমার সঙ্গে! আমার ঘরে চল! কাফী খাবে!"

শিষ্টাচারে দেখ্‌লেম, অমায়িক ভাব! কোনরকম সন্দেহ এলো না,—অবিশ্বাসও হলো না। দাউটনের সঙ্গে দাউটনের ঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম। কাফী আন্‌বার হুকুম হলো। কাফী এলো। দুজনেই আমরা কাফী খেতে বোস্‌লেম। আবার গল্প চোল্‌তে লাগ্‌লো। বিস্ময়ভাব প্রকাশ কোরে দাউটন বোল্লেন, "ভারী বেঁচে গেছ! উঃ! সেরেছিল আর কি! যেরকম বদ্‌মাস লোক তারা, জালে তোমাকে জোড়িয়েছিল আর কি! ভারী বেঁচে গেছ! উঃ! ভয়ানক জুয়াচোর! প্যারিসে একটু অসাবধান হোলেই জুয়াচোরে তোমারে ছেঁকে ধোর্‌বে!—প্যারিসের চোর আর গাঁটকাটা যেমন ভয়ঙ্কর,—যেমন ধূর্ত্ত, পৃথিবীর মধ্যে কোথাও আর তেমন নাই! কথাটা মনেরেখো! আজ যেমন সাবধান হয়েছ, এম্‌নি সাবধান বরাবর থেকো! বেশী টাকা সঙ্গে কোরে রাস্তায় বেরিয়ো না! খবরদার বেরিয়ো না! অনেকবার আমি ঠোকেছি! প্যারিসে আমার অনেক টাকা জুয়াচোরে নিয়েছে! যখন আমি প্রথমে প্যারিসে আসি, সেটা প্রায় বারো বৎসরের কথা,—আমার সঙ্গে তখন ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের প্রায় দেড় হাজার পাউণ্ডের নোট ছিল। একদিন প্রাতঃকালে সেই নোটগুলি বদল কর্‌বার জন্য প্যারিসের একজনের কাছে যাই। ইংরাজী নোটের বদলে ফরাসী নোট—ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করাই আমার দরকার হয়েছিল। নোটগুলি ভাঙিয়ে, বুকের পকেটে খুব সাবধানে সবগুলি আমি লুকিয়ে রাখি। হোটেলে যখন ফিরে আসি, তখন একখানা ছবির দোকানের জানালার কাছে দাঁড়াই। উঁকি মেরে দেখি। ক্ষণকাল সেই স্থানটায় দেরী হয়। যে গবাক্ষে আমি দাঁড়ালেম, আরও তিনচারিজন লোক সেইখানে দাঁড়ালো। সুপরিচ্ছদধারী একটী ফরাসীলোক আমাকে একখানি ছবি দেখিয়ে, বিস্তর তারিফ কোত্তে লাগ্‌লো। রাজা লুই ফিলিপের সেই ছবিখানি। রাজা আর রাজপরিবারের সকলগুলি প্রতিমূর্ত্তিই সেই ছবিতে অঙ্কিত ছিল। আমি ফরাসী ভাষা খুব ভালই জানি, ফরাসীলোকের সঙ্গে ফরাসীতেই কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌লেম। চার পাঁচ মিনিট আমাদের উভয়ে কথোপকথন হলো। তার পর, আমাদের ছাড়াছাড়ি। সেই লোকটী বেশ বিনম্রভাবে আমারে সেলাম কোল্লে। প্রফুল্লবদনে আমার দিকে চাইতে চাইতে অন্যদিকে চোলে গেল। আমি হোটেলে এলেম। ঘরে প্রবেশ কোরে বাক্স খুল্লেম। বদ্‌লাই নোটগুলি আর মোহরগুলি তুলে রাখ্‌বার জন্য পকেটে হাত দিলেম। কিছুই নাই! পকেটটা পর্য্যন্ত কেটে নিয়েছে! পকেটের ক্ষুদ্র কেতাবখানি আর টাকাগুলি সমস্তই তুলে নিয়েছে! খুব ধারালো ছুরী কিম্বা ক্ষুর দিয়েই কেটে নিয়েছে! আমার সব গেল!"

আমি চীৎকার কোরে বোলে উঠ্লেম, "কি সর্ব্বনাশ!—আপ্নি কি কিছুই জান্তে পাল্লেন না? কেমন কোরে নিলে?"

"কেমন কোরেই বটে!"—গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন কোরে, রুমালখানা ভাল কোরে জড়াতে জড়াতে, দাউটন বোল্লেন, "কেমন কোরেই বটে! ভারী তারিফ! ফরাসী জুয়াচোরদের হাতের সাফাই ভারী চমৎকার! কেহই কিছু জান্তে পারে না!—কেহই কিছু ধোত্তে পারে না!"

ব্যগ্রভাবে আমি বোল্লেম, "এই খবরটী দিয়ে আপ্নি আমার বিস্তর উপকার কোল্লেন। আশ্চর্য্য ঘটনাই বটে! আমার সঙ্গেও ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের প্রায় দেড় হাজার পাউণ্ডের নোট আছে। হোটেলের একজন লোককে আমি জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, কি রকমে কোথায় ফরাসীনোট বদ্লাই পাওয়া যায়? সে লোক আমারে পোদ্দারের দোকানের কথা বোলেছিল। সেইখানেই আমি যেতেম। কাল পরশুর মধ্যেই যেতেম। তা হোলে আমার কি হতো!"

"ঈ—ঈ—ঈস্!—ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা হয়ে গেছে। ভাগ্যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাগ্যে আমি তোমাকে সাবধান কোরে দিলেম, তাই রক্ষা, তা না হোলে নিমেষের মধ্যে তোমার সব যেতো! প্যারিসের ব্যাঙ্কের ধারে, আর পোদ্দারের দোকানের কাছে কাছে, রাতদিন দলে দলে জুয়াচোর লোক ঘোরে! আরও একটা কথা তোমায় বোলে রাখি। এখানকার পোদ্দারগুলো সকলেই জুয়াচোর! যদি তারা হাবাগোবা ইংরেজলোক দেখ্তে পায়, তখনি তারা বলে, ইংরেজীনোট বদ্লাই কর্‌বার অনেক বাঁটা। দেড়হাজার পাউণ্ডের নোট বদ্লাই কোত্তে হয় ত তারা দশ পোনেরো পাউণ্ড—কিম্বা হয় ত বিশ পঁচিশ পাউণ্ড বাঁটা কেটে নেয়! কি রকমে আমি বদ্লাই করি, তা তোমাকে বোলে দিচ্চি। ছেলেমানুষ তুমি, সন্ধান জানা চাই। আমারও দরকার আছে। কালই আমি ব্যাঙ্কে যাব।"

এই কথা বোলেই দাউটন তৎক্ষণাৎ একখানা পকেটপুস্তক বাহির কোল্লেন। সেই পুস্তকের মধ্যে অনেক নোট ছিল। উল্‌টে উল্‌টে একে একে সবগুলি দেখ্লেন। সুর কোরে কোরে গণনা আরম্ভ কোল্লেন। বোল্‌তে লাগ্লেন, "আমার কাছে এখন ১৮০০ পাউণ্ডের ইংরেজী নোট আছে। এইগুলি বদ্লাই কোত্তে হবে। 'ব্যাঙ্কে' যদি ভাঙাই, অতি কম কুড়ী পাউণ্ড আমার লাভ থাক্‌বে। কেন থাক্‌বে না? কেন আমি পোদ্দারের দোকানে যাব? চোর তারা! হাতে তুলে চোরকে কেন সর্ব্বস্ব দিব? ব্যাঙ্কে ভাঙালে যা আমার লাভ থাক্‌বে, তাতে আমার হোটেলের বিল পরিশোধ হয়ে যাবে। যত বড় ধনী লোক কেন হোক্ না, এ রকমে সাবধান হয়ে, খরচ কমাবার চেষ্টা করাটা, কাহারও পক্ষে দোষের কথা নয়।"

উচ্চকণ্ঠে আমি বোলে উঠ্লেম, "ঠিক কথা! আপ্নি দেখ্ছি, আমার পরমবন্ধু! আপ্নি যে রকমে ভাঙাবেন, দয়া কোরে আমারেও সেই রকম উপায় বোলে দিন।

আপনার আঠারো শ পাউণ্ডে যত লাভ পাবেন, আমার দেড় হাজারেও সেই হারে আমি ধরটি পাব, সেই উপায় আমারে বোলে দিন।"

"অবশ্যই বোলে দিব। কথা কিছু শক্ত নয়, পোদ্দারের দোকানে না গিয়ে, ব্যাঙ্কে গেলেই দস্তুরমত কাজ পাওয়া যায়। ফরাসীব্যাঙ্কে ঠিক ঠিক কাজ চলে। কাল সকালে আহারাদি কোরে, তুমি আমার ঘরে এসো, এক সঙ্গেই ব্যাঙ্কে যাওয়া যাবে। আচ্ছা, আচ্ছা, ফরাসীব্যাঙ্ক তুমি দেখেছ ?"

"না।"

"এইবার তবে ভাল কোরেই দেখতে পাবে। বেশ হয়েছে। প্রহরীদের যৎকিঞ্চিৎ দিলেই টাকার ভাণ্ডার পর্য্যন্ত দেখাবে। কোটি কোটি মুদ্রা।"

একসঙ্গে যেতেই আমি রাজী হোলেম। দাউটনকে অভিবাদন কোরে, আপনার শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা না এলো, একখানি পুস্তক নিয়ে, ততক্ষণ আমি পোড়তে লাগলেম।

পরদিন প্রাতঃকালে বেলা প্রায় দশটার সময় সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের প্রদত্ত সেই দেড় হাজার পাউণ্ডের নোট নিয়ে, দাউটনের কাছে গেলেম। দাউটন তখন একখানি কালো রেশমী রুমালে দাড়ী থেকে মাথা পর্য্যন্ত বেঁধে, চুপ্‌টী কোরে বোসে ছিলেন। আমি বিবেচনা কোল্লেম, দাঁতের বেদনা হয় ত বেড়েছে, সেই জন্যই ঐরকম। সেই অসুখে হয় ত ব্যাঙ্কে যেতে পারবেন না। কিন্তু তিনি আমাবে বোল্লেন, "যেতেই হবে; কিন্তু শরীর বড়ই অসুস্থ! দাঁতের যাতনায় সারারাত ছট্‌ফট্ কোরেছি। দাঁতের যাতনা বড়ই যাতনা!"

আমি বোল্লেম, "তবে আজ থাক্। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে আরও বৃদ্ধি হোতে পারে। আজ আপনি ঘরেই থাকুন্!"

দাউটন কিন্তু আমাব সে পরামর্শ শুনলেন না। "যেতেই হবে" বোলে বারবার জেদ কোত্তে লাগলেন। একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বোল্লেন, "দেখ উইলমট! আমি ভাবছি কি, একসঙ্গে বেশী নোট বদলাই কোল্লে, অনেক বেশী লাভ পাওয়া যায়। আমাদের দুজনের নোট যদি আমরা একসঙ্গে বদলাই করি, তা হোলে অনেক বেশী পাব। এই নাও! তোমার কাছেই সব থাক্! এই তাড়াতে ঠিক আঠারো শ পাউণ্ডের নোট আছে। তোমার নোটগুলির সঙ্গে একত্র কোরে,—হাঁ হাঁ,—ভুলে যাচ্ছি,—কতটাকার নোট তোমার কাছে আছে বোলেছ ?"

"দেড় হাজার পাউণ্ড।"

"হাঁ হাঁ, তা হোলেই হলো। তা হোলেই একসঙ্গে মিশিয়ে, তিন হাজার তিন শ পাউণ্ড হলো। এই সব নোট একসঙ্গে জমা দিলে, আমাদের উভয়েরই প্রচুর লাভ!"

আমি আমার পকেটপুস্তক বাহির কোল্লেম। সেই পুস্তকের ভিতরেই আমার নোটগুলি ছিল। দাউটনের নোটের তাড়াটীও সেই সঙ্গে রেখে দিলেম। লোকটীর

সরল ব্যবহারে আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হোতে লাগ্‌লো। কস্মিন্‌কালেও চেনা নাই,—শুনা নাই, স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস কোরে, অতটাকা তিনি আমার হাতে দিলেন! লজ্জা পেলেম। আমি বিশ্বাস কোত্তে পাল্লেম না। তাঁর বেশী, আমার কম, তথাপি তিনি আমারে বিশ্বাস কোল্লেন, আমি তাঁরে বিশ্বাস কোত্তে পাল্লেম না!

নোটগুলি আমার সঙ্গেই থাক্‌লো। দাউটনের সঙ্গে হোটেল থেকে বেরুলেম। একখানা ভাড়াটে গাড়ীতে আমরা ফরাসী ব্যাঙ্কে উপস্থিত হোলেম। গাড়ী থেকে আমরা নাম্‌লেম। দাউটন আমারে একটী আফিসঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে কেবল দুজনমাত্র কেরাণী। জন পাঁচ ছয় লোক সেই দুটী কেরাণীর কাছে নোট ভাঙাবার উমেদারীতে দাঁড়িয়ে আছে। দাউটনেতে আমাতে সেই ঘরে একটু বোস্‌লেম। দাউটন আমারে বোল্লেন, "এই সব লোক যখন বিদায় হয়ে যাবে, সেই সময় তুমি একজন কেরাণীর কাছে যেও;—তাহোলেই—"

আমার অভিনব বন্ধুর শেষের কথা না শুনেই, ব্যস্তভাবে আমি বোল্লেম, "দেখুন্ মহাশয়! ফরাসীভাষা আমি ভাল জানি না। এ সব কাজের কথা যদি ভাল কোরে বুঝিয়ে বোল্‌তে না পারি,—যদি না পারি কেন, পার্‌বোই না।"

"সে কি?"—চমৎকৃত হয়ে দাউটন বোলে উঠ্‌লেন, "সে কি? আমি ভেবেছিলেম, ফরাসীভাষায় তুমি পরম পণ্ডিত। তা আচ্ছা, ফরাসী যখন তুমি ভাল জান না, আমিই তবে যাচ্ছি। দাও! নোটগুলি আমার হাতে দাও!"

তৎক্ষণাৎ আমি দিলেম। তাঁর নিজের নোটের তাড়াটী সুতা দিযে বাঁধা ছিল, সেই তাড়াটী দিলেম, আমার দেড়হাজার পাউণ্ডের নোটও দিলেম। তিনি সেইগুলি হাতে কোরে নিয়ে, একজন কেরাণীর কাছে গেলেন। চুপি চুপি কি জিজ্ঞাসা কোল্লেন। কেরাণীও যেন কি উত্তর দিলেন। তাই শুনে দাউটন আবার নোটগুলি ফরিয়ে নিয়ে, কেরাণীকে সেলাম দিয়ে, আমার কাছে চোলে এলেন।—এসেই বোল্লেন না, "জায়গা বদল হয়েছে। গতবারে যখন আমি এখানে আসি, তখন ঐখানেই নোট বদ্‌লাই হতো। এখন শুন্‌লেম, ভিতরের ঘরে উঠে গিয়েছে। সেই খানেই আমার যেতে হবে। তুমি এইখানে একটু বোসো! শীঘ্রই আমি ফিরে আস্‌ছি!"

এই সব কথা বোলেই দাউটন কাজে গেলেন। সেই ঘরের ভিতর দিয়ে, অন্যঘরের একটা দরজা খুলে, ভিতরে প্রবেশ কোল্লেন। দরজাটা খোলাই থাক্‌লো। আমি দেখ্‌তে পেলেম, সেই আফিসঘরটী খুব বড়। অনেক কেরাণী সেখানে কাজ কোচ্চেন। অনেকলোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। মুদ্রাগণনার ভয়ানক ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনা যাচ্চে। সেইদিকে আমি চেয়ে আছি, দরজাটী বন্ধ হয়ে গেল। অন্য লোকেই বন্ধ কোল্লে। দাউটনকে আর দেখ্‌তে পেলেম না।

পাঁচ মিনিট গেল, দাউটন এলেন না! আরও পাঁচ মিনিট, দাউটনের দেখা নাই! মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। তৎক্ষণাৎ আবার আত্মগ্লানি উপস্থিত হলো। তত বড়

ভদ্রলোকের উপর আমার সন্দেহ হোচ্চে? স্বচ্ছন্দে যিনি আমার হাতে প্রায় দুহাজার পাউণ্ডের নোট সমর্পণ কোরেছিলেন, তাদৃশ অমায়িক ভদ্রলোকের উপর আমার অবিশ্বাস? মন কি আমার এতই অশুদ্ধ?—চাঞ্চল্যটা সোরে গেল। আত্মভর্ৎসনা কোরে আবার একটু শান্তভাব ধারণ কোল্লেম।

পোনেরো মিনিট অতীত। আবার চাঞ্চল্য এসে উপস্থিত হলো। চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। লোকটী কোথায় গেলেন, খুঁজে আসি, তখনও পর্য্যন্ত আমার তেমন ইচ্ছা হলো না। মনে কোল্লেম, হয় ত কাজের ঝঞ্ঝাটে কেরাণীদের হাত অবকাশ নাই, সেই জন্যই হয় ত বিলম্ব হোচ্চে। আশু প্রবোধ! অনেক লোক ভিড় কোরে দাঁড়িয়েছে, সকলের শেষেই হয় ত দাউটনের ডাক হবে, সেই জন্যই হয় ত দেরী হোচ্চে। আশু প্রবোধ! ঘরের ভিতর যদি আমি অন্বেষণ কোত্তে যাই, তিনি মনে কোর্‌বেন কি? নিশ্চয়ই ভাব্‌বেন, আমি তাঁরে অবিশ্বাস কোচ্চি। সে কাজটা ভাল নয়। দরজার দিকে চেয়ে, চুপ্ কোরেই বোসে থাক্‌লেম।

আধঘণ্টা অতীত।—দাউটন নাই! মন আবার অস্থির হয়ে উঠ্‌লো! কেন এত দেরী? দাউটন গেলেন কোথায়? যে সকল জুয়াচোর লোকের কথা আমি লোকের মুখে শুনেছি, পুস্তকেও পোড়েছি, সেই সব জুয়াচোরের কথা ঝাঁকে ঝাঁকে মনে আস্‌তে লাগ্‌লো। ভিতরে ভিতরে আমি যেন ছট্‌ফট্ কোত্তে লাগ্‌লেম। যত জুয়াচোর আমি নিজের চক্ষে দেখেছি, তাদের মধ্যে একটা লোককে মনে পোড়্‌লো।—সেই খানেই যেন আমি মনের চক্ষে তারে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম!—পাদ্‌রী দরচেষ্টার! দাউটনের ফিরে আস্‌বার বিলম্বে, সেই জুয়াচোরটার কথা কেন অকস্মাৎ মনে হলো, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। আশ্চর্য্য ঘটনা মনে হোতে লাগ্‌লো। ভিতরে ভিতরে আমি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম। একটার উপর আর একটা, তার উপর আবার একটা;—এই রকমে কতরকম সন্দেহই যে তখন আমার মনে উদয় হোতে লাগ্‌লো,—কতপ্রকার সংশয়েই যে আমি অস্থির হোতে লাগ্‌লেম, ততবড় ব্যাঙ্কে তত লোকের ভিতর, বোধ হয় কেবল আমিই তা জানি! সংশয়টা ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিশ্বাসেই পরিণত হলো। দাউটনের চেহারাখানা যেন দরচেষ্টারের মতই অনুমান হোতে লাগ্‌লো! কি নির্ব্বোধ আমি! কি আহাম্মোক আমি! কি পাগ্‌লামীই কোল্লেম! চক্ষে যেন ধাঁদা লেগেছিল, হঠাৎ যেন চক্ষু থেকে একটা আবরণ খোসে পোড়্‌লো। স্পষ্টই যেন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, সেই লোকটার পরচুলো আর চস্‌মাজোড়াটা যদি খুলে নেওয়া যায়,—লোকটা যদি আমার চক্ষের কাছে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তা হোলে নিশ্চয় প্রকাশ হবে, ঐ দাউটন অপর আর কেহই নহে, ঠিক সেই ভণ্ড পাদ্‌রী দরচেষ্টার!

হায় হায়! সর্ব্বস্বই আমার লুটে নিলে! ঠিক যেন পাগলের মত ছুটে গিয়ে, সেই বন্ধ দরজাটা আমি খুলে ফেল্লেম। যে ঘরে দাউটন প্রবেশ কোরেছিল, উন্মত্তের ন্যায় আমি সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। ঘরের ভিতর বিস্তর লোক। সকলেই আপন আপন

কাজে ব্যস্ত। আমার দিকে কেহ চেয়েও দেখ্‌লে না। কেরাণীরা অনবরত টাকা ওজন কোচ্চে,—ঢাল্‌ছে,—ফেল্‌ছে,—তুল্‌ছে, চারদিকেই শব্দ,—চারিদিকেই ভিড়, চারিদিকেই গোল! চিন্তাকুলনয়নে সেই ভিড়ের ভিতর অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। সকলের দিকেই চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। তখনও পর্য্যন্ত মনে মনে আশা, দাউটনকে হয় ত দেখ্‌তে পাব। কিন্তু হায় হায়! দাউটন সেখানে নাই! চঞ্চলচিত্তে, চঞ্চলপদে, ঘরটাময় ছুটাছুটি কোল্লেম! এদিক্ ওদিক্ সব দিক্ তন্ন তন্ন কোরে দেখ্‌লেম, কোথাও দাউটন নাই! ঘরের প্রান্তভাগে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। দেখ্‌লেম, সেই ধারে আর একটা দরজা! জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেল্লেম। দেখ্‌লেম, একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রাঙ্গনে গিয়ে পোড়্‌লেম। ফটকের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। গাড়ীখানাও দেখ্‌তে পেলেম না! ফটকের দিকেই দৌড়ে গেলেম। যতদূর দৃষ্টি চলে, চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, কোথাও সে লোককে দেখ্‌তে পেলেম না! একজন দীর্ঘাকার প্রহরী ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল, আমার চাঞ্চল্য দেখে সেই লোকটী আমার কাছে এগিয়ে এলো। জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হয়েছে কি?"—যতটুকু ফরাসী আমি জানি, সেই রকমে তাড়াতাড়ি তারে বুঝিয়ে বোল্লেম, "জুয়াচোর লেগেছে! জুয়াচোরে আমারে ঠোকিয়ে পালিয়েছে!"—প্রহরী বোল্লে, "আমার সঙ্গে আসুন্!" অস্থিরপদে আমি তার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। সে আমারে একটা সুসজ্জিত প্রশস্তগৃহে নিয়ে গেল। সেই ঘরে একটী বৃদ্ধলোক বোসে ছিলেন, নিকটে দুটী কেরাণী বোসে লেড়াপড়া কোচ্ছিলেন। তৎক্ষণাৎ আমি জান্‌তে পাল্লেম, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীই ঐ ব্যাঙ্কের গবর্ণর। তিনি পরিষ্কার ইংরাজী কথা বলেন। তাঁরে আমি আমার সর্ব্বনাশের কথা বুঝিয়ে বোল্লেম। কি রকমে জুয়াচুরী কোরেছে, উৎকণ্ঠিতকণ্ঠে, চঞ্চলবাক্যে, সে সব কথাও প্রকাশ কোল্লেম। তিনি কি একটু চিন্তা কোরে, আমারে প্রবোধ দিয়ে বোল্লেন, "যে হোটেলে তুমি থাক, যে হোটেলে সে থাকে, এখনই আমি সেখানে লোক পাঠাব। যদিও জুয়াচোরটাকে সেখানে পাওয়া যাবে না, তথাপি সেই ভদ্রলোকটী অবিলম্বে সেই হোটেলে একজন কেরাণী পাঠালেন। আমারে সেই ঘরে বোস্‌তে বোলে, গবর্ণরসাহেব চঞ্চলগতিতে বেরিয়ে গেলেন।

গবর্ণর বেরিয়ে যাবার পর আর একটী খর্ব্বকায়, কৃশ, আধবয়সী ভদ্রলোক সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। চেহারা বড়লোকের মত। তাঁরে দেখে সেই ঘরের কেরাণীটী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান কোরে সেলাম্ দিলেন। দেখে আমি বিবেচনা কোল্লেম, এ লোকটী অবশ্যই উচ্চপদস্থ। ইনিও হয় ত আমার বিপদের কথা শুনেছেন্। আমার হারাধন প্রাপ্তির কোন উপায় কোল্লেও কোত্তে পারেন।

তিনি বোস্‌লেন। আমারে আগে কিছু বোল্‌তে হলো না, সেই কেরাণীই তাঁরে আমার সঙ্কটের কথা জানাতে আরম্ভ কোল্লেন। দুটী চারিটী ফরাসী কথা আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। নবাগত খর্ব্ব ভদ্রলোকটী এক একবার বিস্মিতনয়নে আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লেন।

কেরাণীর মুখে সব কথা শুনে, দুঃখিতনয়নে আমার পানে চেয়ে, পরিষ্কার ইংরাজী-কথায় তিনি আমারে বোল্লেন, "তোমার দুর্ভাগ্যের কথাই আমি শুনছিলেম। তোমার টাকাগুলি তুমি প্রাপ্ত হোতে পার, এখনও তার উপায় আছে। এখনও বেশীক্ষণ হয় নাই, জুয়াচোরটা এখান থেকে সোরেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্যারিসের সমস্ত পুলিস সে লোকটাকে গ্রেপ্তার কোত্তে ছুটবে !"

সকাতরে মিনতি কোরে আমি বোল্লেম, "আপনার সদয় বাক্য শ্রবণ কোরে আমি যে কতই আশ্বাস পেলেম, কি বোলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দিব, মুখে সে কথা প্রকাশ কোত্তে পাচ্চি না ! টাকাগুলি যদি না পাওয়া যায়, এই বিদেশে আমার যে কি দুর্দ্দশা হবে, আপনি হয় ত তা বুঝ্তে পাচ্চেন না !—আমার মনের ভিতর যে কি তুফান হোচ্চে, আমিও সে কথা আপনাকে বোল্তে পাচ্চি না !"

সেই ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যা কিছু তোমার সঙ্গে ছিল, জুয়াচোরটা সমস্তই কি নিয়ে পালিয়েছে ?"

"সমস্তই মহাশয় ! সমস্তই !—আমার সর্ব্বস্বই গিয়েছে !"—উত্তর এই রকম দিলেম বটে, কিন্তু চারিদিক্ যেন অন্ধকার দেখ্তে লাগ্লেম। মনে মনে ভাব্তে লাগ্লেম, কপালক্রমে যদি অনুসন্ধান না হয়,—টাকাগুলি যদি না পাওয়া যায়, আমার দশা কি হবে ? সার মাথু হেসেল্টাইনকে এ কথা ত জানাতে পার্‌বো না। নিকটে থাক্লেও যা হয় একটা হতো, দূর দূরান্তরের কথা। এখানে আমি কি কোরেছি, কি হয়েছে, পত্র লিখে জানাব, যদিও তিনি আমারে বিশ্বাস করেন, কিন্তু অকস্মাৎ যে এত বড় ভয়ানক কথার বিশ্বাস কোর্‌বেন, সেটা ত কিছুতেই বোধ হয় না !

ঘূর্ণিতমস্তকে দুর্দ্দশার কথা আমি ভাব্‌ছি, ব্যাঙ্কের গবর্ণর ফিরে এলেন। সঙ্গে একজন মাজিষ্ট্রেট। তিনিই সব জুয়াচুরীর তদারক করেন।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব বোস্‌লেন। আমি যে রকম এজেহার দিয়েছিলেম, গবর্ণর সাহেব অনুগ্রহ কোরে, আমার সেই ইংরাজী কথাগুলি মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে ফরাসীতে বুঝিয়ে দিলেন। মাজিষ্ট্রেটসাহেব চোলে গেলেন। গবর্ণর আমারে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বোল্লেন, "জুয়াচোরটা যাতে কোরে ধরা পড়ে, বিশেষরূপে তার তদ্‌বির করা হোচ্চে।" তিনি আমারে আরও বোল্লেন, "সেই ধূর্ত্ত দাউটন যখন প্রথম আফিসের প্রথম কেরাণীর সঙ্গে কথা কয়, তখন নোট বদ্‌লাই কর্‌বার কথা কিছুই বলে নাই। লোকেরা কোন্ ঘরে টাকা জমা দেয়, সংক্ষেপে কেবল সেই কথাই জিজ্ঞাসা কোরেছিল। জুয়াচুরী মৎলবের সেটা কেবল একটা অছিলামাত্র। কেরাণী তারে পাশের ঘরে যেতে বলেন, এই পর্য্যন্ত কথা। ঐ রকম অছিলা কোরেই সে তোমারে সেইখানে বোস্‌তে বলে। কেরাণী তাতে কোন সন্দেহ করেন না। ছলনা কোরেই ভিতরের ঘরে প্রবেশ কোরেছিল। সেই ঘর দিয়েই পালিয়ে গিয়েছে !"

খর্ব্বাকার ভদ্রলোকটী গবর্ণরের সঙ্গে পাণিপীড়ন কোরে, বেশ সখ্যভাবে কথা কইতে

লাগ্‌লেন। গবর্ণরকে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, "এই বালক বোল্‌ছে, যা কিছু ছিল, সমস্তই ফাঁকী দিয়েছে! এ বালকের কিছু উপকার করা চাই। জুয়াচোর টার যদি সন্ধান পাওয়া না যায়, টাকা যদি না পাওয়া যায়, পুলিস যদি হেরে যায়, তা হোলে অবশ্যই এই বালকের কিছু উপকার করা চাই।"

গভর্ণর বোল্লেন, "আপনার মহত্ত্বই এই রকম! সকলেই আপনাব গুণ গায়। আপনি সকলেরই উপকার করেন।"

উভয়েই তাঁরা ইংরাজীতে কথা কইলেন। কথাগুলি আমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম। সচরাচর ফরাসী লোকেরা যেমন বিনম্রশিষ্টাচারে অভ্যস্ত, ঠিক সেইরকমেই তাঁদের বাক্যালাপ হলো। পরিচয়ে জান্‌লেম, সেই থর্ব্বলোকটী একজন ডিউক্। আমি তাঁর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়ালেম। সদয় বিনম্রস্বরে তিনি আমারে বোল্লেন, "আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে পার।"

এই কথা বোলেই ডিউক বাহাদুর তাঁর নামেব কার্ডখানি আমার হাতে দিলেন। আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আমি সেখানি গ্রহণ কোল্লেম। তাঁরে আর গবর্ণরকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে ঘর থেকে বেরুলেম। মনের ঠিক নাই,—মাথার ঠিক নাই, পাগলের মত ফটক পার হয়ে ছুটে বেরুলেম! সবেমাত্র বেরিয়েছি, দেখি, একখানি পরমসুন্দর সুসজ্জিত গাড়ী সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার সাজও যেমন চমৎকার, চাকরদের পোষকাও তেমনি চমৎকার! চাকরদের উর্দ্দীতে কারচোপের কাজকরা। দেখেই বিবেচনা কোল্লেম, ডিউকের গাড়ী। ধীরে ধীরে গাড়ীখানির কাছ দিয়ে যখন আমি চোলে যাই, হঠাৎ সেইদিকে আমার নজর পোড়্‌লো। দেখ্‌লেম, গাড়ীর ভিতর একটী পবমসুন্দরী কামিনী।

ভগ্নান্তঃকরণে আমি হোটেলেই চোলে গেলেম। আমার সর্ব্বনাশের কথা অগ্রেই সেখানে প্রকাশ হয়েছিল। হোটেলের লোকেরা ইতিপূর্ব্বে সকলেই সে কথা শুনেছিলেন। কেবল ব্যাঙ্কের ক্যারাণীর মুখেই শুনা নয়, আমার এজেহার গ্রহণের পর মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজেই সেখানে গমন কোরেছিলেন। বলা বাহুল্য, জুয়াচোর সেখানে যায় নাই। জুয়াচোরের সিন্ধুকবাক্স খুলে মাজিষ্ট্রেট দেখেছেন, অনেকগুলো চিঠী পাওয়া গেছে। একখানা চিঠীতেও দাউটন নামের পরিচয় নাই। সকল চিঠীতেই লেখা আছে, রেবরেণ্ড্ দরচেষ্টার!

দুবার দুবার এই জুয়াচোরটা আমারে ঠকালে! আমি যে ঠোকেছি, সেটা বড় বিচিত্র কথা নয়। লোকটা বহুরূপী! দাড়ী গোঁফ কামিয়ে, পরচুলো পোরে, মুখে রুমাল বেঁধে, যে রকম নূতন বেশ ধারণ কোরেছিল, সরলমনে, সরলদৃষ্টিতে, সে বেশটা চিনে উঠা বড়ই কঠিন ব্যাপার! যতক্ষণ আমার কাছে ছিল, ততক্ষণ কুঁজো হয়েই দাঁড়িয়েছিল! ভাল কোরে মাথা তোলে নাই! সোজা হয়ে দাঁড়ালেও আমি চিন্‌তে পাত্তেম না। সবুজ চস্‌মা আর পরচুলো, কেবল ঐ দুটীতেই তার বিলক্ষণ ছদ্মবেশ!—প্রকৃত

অবয়ব একেবারেই যেন ঢাকা! মুখে একরকম রং মেখেছিল! তখন বুঝ্‌তে পারি নাই, সুস্পষ্ট দর্‌চেষ্টার নাম পেয়ে, ক্রমে ক্রমে তার আগেকার বর্ণটা আমার মনে পোড়্‌লো। তখন বুঝ্‌লেম, দাউটনমূর্ত্তিতে নূতনরকম রঙ মাখা! দিনের বেলা আমি চিন্‌তে পার্‌বো মনে কোরে, খুব ভাল কোরেই রুমালখানা মুখে বেঁধেছিল! তাতে আর আমি কি-রকমে চিন্‌বো? যে সকল নোট আমারে দেখিয়েছিল, ক্রমে জান্‌তে পাল্লেম, সেগুলো কেবল বাজে কাগজ! যারে পাবে, তারেই ঠকাবে, ঐ সব নোট দেখিয়ে বিশ্বাস জন্মাবে, সেই মৎলবে আগে থাক্‌তেই ঐ সকল যোগাড় কোরে রেখেছিল! জুয়াচোরের ফিক্কিরের ভিতর প্রবেশ করা সহজ কথা নয়! হোটেলের কর্ত্তার সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমি জান্‌লেম, আর কখনও সে ব্যক্তি ঐ হোটেলে আসে নাই! বোলেছিল, বার্ষিক কাজ! বৎসরে একবার আসে! কাণ্ডই মিথ্যা! একবার মনে কোল্লেম, বোধ হয় কাণ্ডই মিথ্যা নয়, বোধ হয় পূর্ব্বে কখনও এসে থাক্‌বে,—তখন ত ছদ্মবেশ ছিল না, সে বেশে আর এ বেশে অনেক অন্তর। দুরকমের একজন লোক কি কোরেই বা কে চিন্‌বে?

হোটেলের সকলেই আমার দুঃখে দুঃখিত হোলেন। অধ্যক্ষটী বেশ দয়ালু লোক। সদয়ভাবে তিনি আমারে বোল্লেম, "তোমার খোরাকীর বিলের টাকা দিতে হবে না। জুয়াচোর যদি ধরা না পড়ে, টাকাগুলি যদি পাওয়া না যায়, যতদিন ইচ্ছা,—যতদিন অন্য সুবিধা না ঘটে, স্বচ্ছন্দে থাক! খরচপত্র লাগ্‌বে না।"

যে অবস্থায় পোড়েছি, সে অবস্থায় কাজেই ঐরূপ দাতব্য স্বীকার কোত্তে হলো। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোরে কোল্লেম, "বাধিত হোলেম। যখন আমার সময় হবে, এ ঋণ পরিশোধ কোত্তে কদাচ আমি বিস্মৃত হব না।"

সেই হোটেলেই থাক্‌লেম। দিন কতক অতীত হয়ে গেল। জুয়াচোর দর্‌চেষ্টারের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। নোটগুলির আশা পরিত্যাগ কোল্লেম। আমার সঙ্গে তখন কেবল চারিপাউণ্ড মজুত ছিল। তাতে আমার হোটেলের বিল পরিশোধ হয় না। কতদিন আর একজন লোকের গলগ্রহ হয়ে থাক্‌বো, থাক্‌লেই বা চোল্‌বে কেন? অন্য উপায় চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেম।

সার মাথু হেসেল্‌টাইনকে পত্র লিখি কি না, সর্ব্বদাই সেই চিন্তা করি। মনে কোল্লেম, সমস্ত সত্যকথা খুলে লিখি। সত্যগুলি যে সত্য, সেটী সপ্রমাণ কর্‌বার জন্য ফরাসী রাজপুরুষগণকে তিনি পত্র লিখুন, এ কথাও লিখি। কিন্তু কি বোলেই বা লিখি? তিনি আমারে দুইবৎসরের প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচপত্র এককালীন প্রদান কোরেছেন। বড়মানুষের ছেলের মত সুখস্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারি,—দুইবৎসরের মধ্যে কোন কষ্ট না পাই, তার যথেষ্ট উপায় কোরে দিয়েছেন। আবার কি বোলেই বা এত শীঘ্র শীঘ্র টাকার জন্য তাঁরে বিরক্ত করি? আরও এককথা, দুইবৎসরের মধ্যে চিঠীপত্র লিখিতে তিনি আমারে বারণ কোরে দিয়েছেন। কি জন্য নিবারণ, তাও আমি বুঝি। স্পষ্টই তিনি বোলেছেন, সংসারক্ষেত্র বড় ভয়ঙ্কর স্থান। এ সংসার পরীক্ষার ক্ষেত্র। সংসারের ভাবভঙ্গি

ভালরকমে জানাশুনা, বহু সতর্কতাসাপেক্ষ। একাকী সংসারপথে বিচরণ কোরে, কি রকমে আমি সংসারপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, অর্থব্যবহারে আমি ঠকি কি জিতি, যে অবস্থায় আমি বেরিয়েছি, দুই বৎসরের মধ্যে কি অবস্থায় দাঁড়াই, সেটী তিনি জান্‌তে চান। দুইবৎসর পরে আবার যখন তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াব, তখন তিনি আমারে কি চক্ষে দেখ্‌বেন, সেই অভিপ্রায়েই এই পরীক্ষা। যদি আমি লিখি, জুয়াচোরে টাকাগুলি ফাঁকী দিয়ে নিয়েছে, বেরিয়ে আস্‌তে আস্‌তে অল্পদিনের মধ্যেই পাগলের মত আমি ঠোকে গেছি, ইতিমধ্যে একথা যদি জানাই, তা হোলে তিনি কি মনে কোর্‌বেন? হয় ত তিনি ভাব্‌বেন, আমার জ্ঞান নাই,—বুদ্ধি নাই,—ভালমন্দ লোক চিনিবার ক্ষমতা নাই, কিছুই নাই! আমি কি রকমে সংসারসমরে বিজয় লাভ কোর্‌বো? জীবক্ষেত্র সুদারুণ রণক্ষেত্র! এই রণক্ষেত্রে কি রকমে আমি মানগৌরবে বিজয়ী হোতে পার্‌বো? কিছুতেই তিনি আমার কথায় বিশ্বাস কোর্‌বেন না। যে প্রকৃতির লোক তিনি, আমার পত্র পেলে হয় ত নিশ্চয়ই মনে কোর্‌বেন, জুয়াখেলায় টাকাগুলি আমি হেরেছি, কিম্বা হয় ত বিদেশে বদ্‌মাসদলে মিশে, টাকাগুলি আমি উড়িয়ে দিয়েছি, কিম্বা হয় ত বাজারবিলাসিনীদের কুহকে পোড়ে, সমস্ত টাকা জলাঞ্জলি দিয়েছি! আবার টাকা দরকার হয়েছে, মিথ্যা একটা জুয়াচুরীর কথা তুলে, হাতে হাতে আবার আমি অর্থ প্রার্থনা কোচ্চি! স্পষ্টই জান্‌তে পাচ্চি, ওরকম পত্র লিখ্‌লে অবশ্যই তিনি তাই মনে কোর্‌বেন। পূর্ব্বাপর এই সব কথা চিন্তা কোরে আমার বড়ই সন্দেহ হোতে লাগ্‌লো। সত্য কথা লিখে পাছে আমার বিশ্বাস নষ্ট হয়?—লিখি, কি না লিখি?—না। শেষ সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ালো, সার্ মাথুকে পত্র লেখা হবে না। নিজের চেষ্টাতেই জীবিকা অর্জ্জনের উপায় কোত্তে হবে। নিষ্কলঙ্কে দুই বৎসর কাটাতে হবে। দুই বৎসর অতীত হোলে——যত দুরবস্থায় আমি পড়ি না কেন, সতেজে—নিষ্কলঙ্কে, হেসেলটাইনপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে, নির্ভয়ে যাতে কোরে আমি দাঁড়াতে পারি, কেহ যাতে আমারে একটী উঁচুকথা না বোল্‌তে পারে, সে উপায় আমারে কোত্তেই হবে।

বহুচিন্তার ফল দাঁড়ালো, সার্ মাথু হেসেলটাইনকে পত্র লেখা অপরামর্শ। ফরাসী ব্যাঙ্কে যে খর্ব্বকায় ভদ্রলোকটীকে আমি দেখিছি, শুনেছি যিনি এখানকার একজন ডিউক, তিনি আমারে দেখা কোর্ত্তে বোলেছেন। নামের কার্ডখানিও আমায় দিয়েছেন। প্যারিসের সহরতলীতে তিনি বাস করেন। তাঁরই কাছে আমি যাই। বেলা দুই প্রহরের সময় সেই ডিউকের উদ্দেশে আমি বেরুলেম। জুয়াচুরীর সাতদিন পরে ডিউকের বাড়ীতে আমি উপস্থিত হোলেম। চমৎকার বাড়ী! বাড়ীর শোভাসমৃদ্ধি দেখেই আমি বিমোহিত হোলেম। লোকজনের সাজগোজ দেখেও চমৎকার বোধ হোতে লাগ্‌লো। দ্বাররক্ষকের যেরকম পোষাক, অনেক বড়লোকের সেরকম পোষাক থাকে না। প্রহরীর সঙ্গেই প্রথমে আমার দেখা হলো। তারে আমি সেই কার্ডখানি দেখালেম। সে আমারে সেই কার্ডের পৃষ্ঠে আমার নিজের নাম লিখ্‌তে বোল্লে।

আমি লিখে দিলেম। দরোয়ান ঘণ্টা বাজালে। একজন চাকর বেরিয়ে এলো। কার্ডখানি হাতে কোরে নিলে। আমারে সঙ্গে যেতে কোল্লে। বহু দরজা অতিক্রম কোরে, অনেকগুলি সুসজ্জিত ঘর পার হয়ে, আমি একটী প্রশস্তগৃহে উপস্থিত হোলেম। দিনমানে সকল ঘরেরই দরজা খোলা। এক একটা দরজার কাছে একবার একবার থামি, চঞ্চলনয়নে সকল ঘরের শোভাপারিপাট্য দর্শন করি। যে দিকে চাই, সেই দিকেই মহাসমৃদ্ধি! ডিউক বাহাদুর মহা ঐশ্বর্য্যশালী! তাঁর বাড়ীতে যারা থাকে, সকলেই সুখী; সকলেরই সাজগোজ বড়লোকের মত। ফরাসীলোকের পরিচ্ছদের রুচি সর্ব্বপ্রকারেই আমার নয়নরঞ্জন বোধ হোতে লাগ্‌লো। একটা বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেম। সেখানে দুতিনজন পদাতিক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আমারে দেখে একটীও কথা কইলে না। ঘরের আস্‌বাবপত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার চক্ষু যেন ঝোল্‌সে যেতে লাগ্‌লো। দ্বিতলের ঘরে উপস্থিত হোলেম। কাঠের জিনিসগুলি যেন দর্পণের মত চক্‌চোকে! বারাণ্ডার দুধারে সারি সারি অনেক পুতুল, দীপদান লণ্ঠন হাতে কোরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গী পদাতিক একটী ঘরে আমারে নিয়ে গেল। সেখানে দেখ্‌লেম, একটী টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ, সাজানো আছে। যে সকল লোক ডিউকের সঙ্গে দেখা কোত্তে আসে, তাঁর কাছে যাদের কোন প্রয়োজন থাকে, সেই ঘরে বোসেই লিখে পাঠায়। আমারে কিছু লিখ্‌তে হলো না। পদাতিক আমারে সঙ্গে কোরে ডিউকের ঘরে নিয়ে গেল। ডিউকের স্পষ্ট উপাধি ডিউক অফ পলিন। তিনি একখানি কোচের উপর অর্দ্ধশায়িত আছেন। চারিদিকে খবরের কাগজ, চিঠীপত্র এবং নানারকম পুস্তক ছড়ানো রয়েছে। অন্যলোক সে ঘরে আর কেহই নাই। ঘরটী খুব বড় নয়, কিন্তু অতি রমণীয়রূপে সুসজ্জিত। কারিকরেরা—চিত্রকরেরা যতদূর নৈপুণ্য দেখাতে পারে, সেই ঘরটীতে সমস্ত নৈপুণ্যের পরিচয় বিদ্যমান।

সেই ঘরে আমারে রেখেই পদাতিক বিদায় হয়ে গেল। আমি একাকী ডিউকের কাছে থাক্‌লেম। তিনি আমারে একখানি আসন দেখিয়ে দিলেন, আমি বোস্‌লেম। গম্ভীরবদনে তিনি বোল্লেন, "তোমারে আমি ভুলি নাই। তুমি আস্‌বে, তা আমি জানি। গতকল্য ব্যাঙ্কের গবর্ণরের সঙ্গে আমি দেখা কোত্তে গিয়েছিলেম। তিনি বোলেছেন, জুয়াচোরটাকে পাওয়া যায় নাই।"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, মহাশয়! কিছুই সন্ধান হলো না! আমি বড়ই কষ্টে পোড়েছি! আমার আর কিছুমাত্র সম্বল নাই!"

ডিউক পলিন প্রসন্ননয়নে আমার পানে চেয়ে চেয়ে, ধীরে ধীরে বোল্লেন, "তোমার প্রতি আমার দয়া হয়েছে। ইংলণ্ডে তোমার আত্মীয়বন্ধু কে আছেন, তাঁদের কাছে কি তুমি যেতে চাও? খরচপত্র যা লাগে, তা দিতে আমি রাজী আছি;—এখনই দিচ্চি। সে ইচ্ছা কি তোমার আছে?"

"আমার বন্ধু নাই!—আপনার বলে, এমন লোক কেহই নাই। যার কাছে আমি

যাব ? আপ্‌নার পরিশ্রমেই যা কিছু হয়, কষ্টে স্পষ্টে তাতেই আমার দিন গুজ্‌রাণ চলে। একটী ভদ্রলোক দয়া কোরে আমারে দেড় হাজার পাউণ্ড দিয়েছিলেন, দুই বৎসর দেশ ভ্রমণে সেইগুলিই আমার সম্বল ছিল, এখন ত সব গেল! টাকার জন্য তাঁরে আবার পত্র লিখ্‌তেও আমার সাহস হোচ্চে না।"

ডিউক জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমারে জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নয়, কিন্তু জানা দরকার;—কি কাজ তুমি কর?"

বিষণ্ণবদনে আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার জীবনচরিত অদ্ভুত! শুন্‌তে ঠিক যেন উপন্যাস! কিন্তু অত্যন্ত দীর্ঘ। অল্পক্ষণে সায় হবে না!—তত কথা বোলে আপ্‌নাকে বিরক্ত কোত্তে আমার ইচ্ছা হয় না।"

"আচ্ছা, সংক্ষেপেই বল!—পরিচয়টী আমার জানা চাই।—অকারণে আমি জান্‌তে চাচ্চি না। জান্‌বার আমার দরকার আছে।"

"আমি আমার মাতাপিতা জানি না! একটী ভাল বিদ্যালয়ে লেড়াপড়া শিখেছি। যখন আমার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম, দৈবঘটনায় অদৃষ্টবশে সেই সময় আমি পৃথিবীতে নির্ব্বান্ধব—নিরাশ্রয় হয়ে পড়ি! সেই অবধিই সংসারপথে আমি ছুটাছুটি কোরে বেড়াচ্চি! সামান্য চাক্‌রী কোরে জীবন ধারণ কোত্তে হয়! আমার সার্টিফিকেট আছে। হায়! দশদিন পূর্ব্বে আমি মনে কোরেছিলেম, সে সকল সার্টিফিকেট আর আমার প্রয়োজন হবে না! ফেলি নাই, যত্ন কোরেই রেখেছি, আবার দেখ্‌ছি, কাজে——"

শেষের কথা আমার মুখেই থেকে গেল। ডিউক জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যে দেড় হাজার পাউণ্ড জুয়াচোরে নিলে, সে টাকা তুমি কোথায় কি প্রকারে পেয়েছিলে?"

"ঘটনাক্রমে ইংলণ্ডের একজন ধনীলোকের আমি একটী উপকার করি। আর আমারে চাক্‌রী কোত্তে না হয়, তিনি সেই রকম উপায় কোরে দিবার অঙ্গীকার করেন। সংসারের গতিক্রিয়া জান্‌বার জন্য তিনি আমারে দেশভ্রমণে পাঠান। দুই বৎসর পরে তাঁর কাছে আবার ফিরে যাবার উপদেশ। সম্বল ত সব ফুরালো! কি কোরে যে দুই বৎসর কাটে, সেই ভাবনাই ভাব্‌ছি। দায়ে পোড়ে কাজে কাজেই আবার চাক্‌রী স্বীকার কোত্তে হলো।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখপানে চেয়ে, ডিউক্ ওলিন্ বোল্লেন, "অদ্ভুত ঘটনাই বটে! তোমার সমস্ত কথাতেই আমার বিশ্বাস হোচ্চে।—কথা শুনেও বিশ্বাস, চেহারা দেখেও বিশ্বাস। তোমার কিছু উপকার কোত্তে আমার ইচ্ছা হোচ্চে। কিন্তু কি রকমে উপকার কোর্‌বো, সেটা ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তুমি বোল্‌ছো, ছোট চাক্‌রী থেকে অবসর নিয়ে বড় হবার——"

আর আমি বোল্‌তে দিলেম না। তৎক্ষণাৎ উত্তর কোল্লেম, "যে কোন কর্ম্মই হোক্, যত ছোট চাক্‌রীই হোক্, অনুগ্রহ কোরে যা আপ্‌নি আমারে দিবেন, যাতে কোরে আমি খেতে পাই, এমন একটা যে কোন কাজেই নিযুক্ত কোর্‌বেন, তাতেই

আমি সুখী হব ! খেটে খাওয়াই আমার চির-অভ্যাস। আপনার কাছে দাসত্ব স্বীকার কোরে, জীবিকা অর্জ্জন করা আমার এখন গৌরবের কথা। আপনি মহৎলোক। মহত্বের আশ্রয় আমি ভালবাসি।—এই দেখুন, আমার সার্টিফিকেট ! ইংলণ্ডের একজন বড়লোকের কাছে আমি চাকৃরী কোত্তেম। লর্ড রাবণহিলের——"

"ওঃ ! লর্ড রাবণহিল !—তাঁরে ত আমি বেশ চিন্তেম। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন তিনি প্যারিসে আস্তেন, আমার বাড়ীতেই থাকতেন। বেশ লোক ! এখন না কি তাঁর ভাবী দুরবস্থা ঘোটেছে ?"

"তিনি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন !"—ডিউকের শেষ প্রশ্নে আমি একটা নিশ্বাস ফেলে উত্তর কোল্লেম, "লর্ড রাবণহিল সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন ! ভদ্রাসন পর্য্যন্ত নীলাম হয়ে গিয়েছিল ! জন্মভূমি পরিত্যাগ কোরে, বিদেশে তিনি প্রাণত্যাগ কোরেছেন !"

"হাঁ হাঁ, সেই কথাই শুনেছি বটে !"—বিমর্ষবদনে এই কথা বোলে, ডিউক পলিন্ আমার সার্টিফিকেট দুখানি নিয়ে, মনোযোগপূর্ব্বক পোড়ে দেখ্লেন। ক্ষণকাল কি চিন্তা কোল্লেন। অবশেষে বোল্লেন, "আমি তোমাকে চাকৃরী দিব। কোন বড় চাকৃরী এখন আমার কাছে উপস্থিত নাই, কিন্তু নিতান্ত ছোট কাজেও তোমারে আমি রাখ্‌ছি না। আমার নিজের জন্য একটী পেজ্ আবশ্যক আছে। কেবল আমার কাজই তোমারে কোত্তে হবে। উর্দ্দী পরিধান কোত্তে হবে না, চরিত্র তোমার যে রকম দেখ্‌ছি, তুমি আমার বিশ্বাসভাজন হবে। প্রচুর বেতন দিব। উচ্চশ্রেণীর চাকরদের সঙ্গে আহার কোত্তে পাবে। দেখ, বিবেচনা কর ! এ চাকৃরীতে যদি তোমার মন হয়, আজিই নিযুক্ত হোতে পার।"

আনন্দে আমি বোলে উঠ্লেম, "কৃতজ্ঞহৃদয়েই আমি স্বীকার কোল্লেম। বিপদ-সময়ে আপনি আমারে আশ্রয় দিলেন, আমি আপনারে পরম উপকারী আশ্রয়দাতা বোলেই আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে থাক্‌বো।"

"তবে বেশ !—যখন ইচ্ছা, তখনই আস্তে পার।"

এইখানে আমি আর একটী কথা বোলে রাখি। কথোপকথনের সময় ডিউক্ পলিনকে আমি বারকতক লর্ড বোলে সম্ভাষণ কোরেছিলেম। যখন আমারে চাকৃরীতে ভর্ত্তি করেন, সেই সময় মৃদু হেসে তিনি একটু স্তম্ভিতস্বরে বোল্লেন, "দেখ, তুমি আর আমারে লর্ড বোলে সম্বোধন কোরো না। ১৮৩০ সালের পূর্ব্বে ফ্রান্সে ঐ রকম ব্যবহার ছিল। এখন সেটা উঠে গেছে। ভাল ছিল কি মন্দ ছিল, উঠে গিয়ে ভাল হয়েছে কি না, তা আমি তোমাকে বোল্‌তে চাই না। এ দেশে এখন আর ডিউক্‌দের উপাধিটায় লর্ড ব্যবহার নাই। রাজবংশের কুমার আর ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষদের এখন লর্ড বোলে থাকে। তাঁরা ছাড়া কেহই লর্ড নয়।—আমি রাজপুত্রও নই, ধর্ম্মাধ্যক্ষও নই। আমার উপাধি মস্যুর ডিউক্।"

আমি অভিবাদন কোল্লেম। বিদায় গ্রহণের উপক্রম কোচ্চি, হঠাৎ কি যেন স্মরণ

কোরে ডিউক্ বোলে উঠ্‌লেন, "হাঁ, ভাল কথা।—তোমার বোধ হয় এখন কিছু টাকা প্রয়োজন আছে। হোটেলের বিল পরিশোধ বাকী আছে কি?"

ধন্যবাদ দিয়ে আমি বোল্লেম, "বাকী আছে বটে, কিন্তু হোটেলের অধ্যক্ষ দয়া কোরে আমার কাছে সে বাকী এখন গ্রহণ কোত্তে চান না। প্রথমমাসের বেতন পেলেই সে ঋণ আমি পরিশোধ কোর্‌বো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, হোটেলের কাছে ঋণী না থেকে আমার কাছেই ঋণী থাক। হোটেলের দেনা রাখা ভাল নয়। সে টাকা আমিই তোমারে এখন দিচ্ছি।"—এই কথা বোলেই সদাশয় ডিউক পলিন একমুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা আমার হাতে অর্পণ কোল্লেন। কৃতজ্ঞতাবশে আমি ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিলেম, সে সব কথা তিনি শুনলেন না। হস্তভঙ্গীতেই নিবারণ কোল্লেন। হাস্য কোরে বোল্লেন, "যাও। হোটেলের দেনা চুকিয়ে দাও গে। আজ অবধি আমার বাড়ীতেই তুমি থাক্‌বে।"

আনন্দে আমার হৃদয় যেন নাচ্‌তে লাগ্‌লো। জুয়াচোর দর্‌চেষ্টারের প্রবঞ্চনায় যেরূপ বিপদে পোড়েছিলেম, সে বিপদটা একরকমে অনেক হ্রাস হয়ে এলো। ভাগ্যক্রমে বন্ধু পেলেম, চাক্‌রী পেলেম, অনেকটা দুর্ভাবনা ঘুচে গেল। যদিও দেড়হাজার পাউণ্ডে দুই বৎসর আমি স্বাধীন হয়ে সুখে থাক্‌তে পাত্তেম, সেটা ঘোট্‌লো না, কিন্তু আপাতত নিরাশ্রয় থাক্‌তেও হলো না। যদিও স্বাধীনতার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে, আবার পরাধীন হয়ে পোড়্‌লেম,—উঁচু থেকে নীচু হোলেম, তথাপি সে অবস্থাতেও আমার পরম আনন্দ। যৌবনকালে কোন বিষয়েই হতাশ হোতে নাই। একটা চেষ্টা বিফল হয়ে গেল বোলে মনমরা হয়ে থাক্‌তে নাই, আশা ছাড়্‌তে নাই। আশা থাক্‌লো, আবার আমার ভাল হবে। আশা কোল্লেম, ডিউক পলিনের আশ্রয়ে আপাতত আমি সুখী হব। আনাবেলের কথা স্মরণ কোরে আরও আশা হলো, দুইবৎসর শীঘ্র শীঘ্রই কেটে যাবে। দুইবৎসর পরে হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে, আবার আমি সমস্ত আশা-ভরসাকে প্রেমানন্দে আলিঙ্গন কোত্তে পাব্‌বো। বিপদ চিরদিন থাকে না। সেই ভরসাতেই নূতন চাক্‌রী স্বীকার কোল্লেম।

পাত্র মদ আমারে খেতে হয়েছিল। সে অবস্থার লক্ষণ দেখে, কেহই কিছু বুঝ্‌তে পারেন, এমন নেসা কিছুই হয় নাই। দরজায় আমি পৌঁছিলেম। প্রধানা কিঙ্করী এসে দরজা খুলে দিলে। তার হাতে আলো ছিল, সেই আলোতে কিয়ৎক্ষণ আমারে ভাল কোরে চেয়ে চেয়ে দেখলে। চেয়ে চেয়ে চুপি চুপি বোল্লে, "দেখ্‌ছি তুমি ঠিক আছ, তাতেই দেখ্‌ছি রক্ষা। আমাদের কর্ত্তা তোমার জন্য এখনো পর্য্যন্ত জেগে বোসে আছেন। তুমি এসে উপস্থিত হোলেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে, আমাদের প্রতি এই রকম আদেশ। যাও তুমি সেখানে! দেখা করো গে!"

আমি বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেম। সার্‌ মাথু বোসে ছিলেন। মুখের ভাব দেখে বুঝ্‌লেম, ভয়ানক রাগ! সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম। আমারে দেখেই তিনি চেয়ারের উপর উঁচু হয়ে বোস্‌লেন। ঠোঁট দুখানি মুখের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। চক্ষু যেন দপ্‌ দপ্‌ কোরে জ্বোল্‌তে লাগ্‌লো। সেদিকে আমি ভাল কোরে চাইতে পাল্লেম না। চক্ষু বুজিয়ে মাথা হেঁট কোল্লেম। একটু একটু হাসিও এলো। প্রভুর ভাবগতিক দেখে হাস্য সম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না।

গর্জ্জনস্বরে প্রভু হঠাৎ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুই বুঝি মাতাল হয়ে এলি?"

সমান সপ্রতিভ হয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয়! দেখুন! বিবেচনা করুন্! আমি সত্য কথা বোল্‌ছি কি না!"

"আমি আবার কি দেখ্‌বো? আমি আবার কি বিবেচনা কোর্‌বো? আমি কেমন কোরে জান্‌বো? জন্মাবধি আমি কখনও মাতাল হই নাই!"

সমভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "আমিও কখনও হই নাই।"

"তবে এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?"

"একটা কাজে হঠাৎ দেরী হয়ে গেছে, সেই জন্যে আমি—"

"মিথ্যা ওজর! সমস্তই মিথ্যা কথা! ছিলি কোথা?"

"হেন্‌লী সাহেবর সঙ্গে দেখা কোত্তে গিয়েছিলেম। রাত্রি প্রভাতেই মকদ্দমা, ফলী সাহেবের মকদ্দমায় তিনিই ফরিয়াদী, অভাগার প্রতি যাতে দয়া হয়, সেই—"

"ওঃ! এই কাজ?—এত বড় কাজ তোর? বেরুলি ত আটটার সময়, এলি রাত দুই প্রহরে! একটা সামান্য কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে এত দেরী?"

"সময় হয়ে উঠ্‌লো না। অনেক বিবেচনা কোরে তিনি উত্তর দিলেন। এই সবে আধ ঘণ্টা হলো, তাঁর মনের কথা আমি পেয়েছি।"

"এতক্ষণ লাগ্‌লো?—কেন? সে বুঝি মাতাল হয়েছিল? যতক্ষণ পর্য্যন্ত নেসা না ছুট্‌লো, ততক্ষণ তুই বুঝি বোসে ছিলি?"

বাজে কথায় বাদানুবাদ করা আমার ভাল লাগ্‌লো না। বাস্তবিক যেমন যেমন ঘোটেছে, সংক্ষেপে সব কথা আমি বুঝিয়ে বোল্লেম। সার্‌ মাথু সুস্থির হয়ে আমার কথাগুলি শুন্‌লেন। মুখচক্ষের ভাব দেখে আমার হাসি পেতে লাগ্‌লো। হঠাৎ তিনি

বোলে উঠ্‌লেন, "বেশ মাতালের দল! আপনার মুখেই ত তুই সব কথা প্রকাশ কোরে ফেল্লি! সকলেই বুঝি মাতাল হয়েছে?"

"না মহাশয়! সকলে না। অনেকেই কেবল একটু একটু আমোদ—"

"তুই কেন সেই রকম আমোদ কল্লি না?"

এইবার আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয়! আমার সে রকম আমোদ কর্‌বার ইচ্ছা হয় না।"

"কেন হয় না? কাল রাত্রে আবার যাবি? পরশু রাত্রে আবার যাবি?—রোজ রাত্রেই যাবি?—কেমন? কি বলিস্?"

"না মহাশয়! আমার সে রকম ইচ্ছা হয় না। আমি মদ খেতেও ভালবাসি না, রাত জাগ্‌তেও ভালবাসি না। এত রাত্রে বাড়ীতে ফিরে আসাও আমার কখনও অভ্যাস নয়। কাজের গতিকে—দৈবগতিকে কেবল আজ এই রকম ঘোটে পোড়েছে। সন্ধ্যাকালে কোথাও আমি প্রায় থাকি না।"

"এই বুঝি তোর সন্ধ্যাকাল? রাত্রি দুই প্রহরকে তুই বুঝি সন্ধ্যাকাল বলিস্? এটা ত প্রাতঃকাল! তা আচ্ছা, ফলী একজন ডাকাত। ডাকাতের মকদ্দমা নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন? ফলীর স্ত্রীর রূপ দেখে তুই বুঝি—"

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বোলে উঠ্‌লো। ইচ্ছা হলো, তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। বাস্তবিক আমি ছুটে বেরুতে চোল্লেম। সার্ মাথু চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দাঁড়া! দাঁড়া! কোথায় যাবি? আমি কি তোরে ছুটী দিয়েছি? ফলীর প্রতি তোর দয়া হয়েছে, তুই মনুষ্যত্ব দেখাতে চাস্,—সেই জন্য অতদূর ছুটে গেছিস্? সেই জন্য টাকা খরচ কোরে সকলকে মদ খাইয়েছিস্,—সঙ্গে সঙ্গে আপ্‌নিও খেয়েছিস্! চাকরীটা যাবে, সেটাও গ্রাহ্য কোরিস্ নাই, কে এ কথায় বিশ্বাস কোর্‌বে? আমি এমন পাগল নই যে, তোর ঐ মিথ্যা বাহানায় ভুলে যাই!"

"আপ্‌নি বিশ্বাস করুন্ আর নাই করুন্, যা আমি বোল্‌ছি, তার একবিন্দুও মিথ্যা নয়। একজন দুষ্কর্ম্ম কোরেছে সত্য, কিন্তু সেই দরিদ্রদম্পতীর যেরূপ অকপট প্রণয়, সেটী মনে কোত্তে গেলে সে দুষ্কর্ম্মের কথা ভুলে যেতে হয়।"

"ভারী ত দেখ্‌ছি ধর্ম্মজ্ঞানী! যা যা! এখন যা! রাত হয়েছে, শুগে যা!"

আমি সেলাম কোল্লেম। তিনি কথা কইলেন না। চেয়ারের উপর হেলে পোড়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। চক্ষু দেখ্‌লেই ভয় হয়!—ভাব দেখে ভালমন্দ কিছুই আমি অনুভব কোত্তে পাল্লেম না।

ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম। রাত্রে আর কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হলো না। প্রভাতে উঠে মকদ্দমার কথাই চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেম। একজন দাসী এসে বোল্লে, "আজ ডাকাতী মকদ্দমা। আদালতের দরজায়—জেলখানার দরজায়—ভারী ভিড়! সমস্ত লোকেই মকদ্দমার কথা বলাবলি কোচ্চে। কতক্ষণে মকদ্দমা,—ফলাফল কি

হবে, সকলের মুখেই সেই সব কথা। সার্ মাথু আমারে ডেকে পাঠালেন। আমি সম্মুখে গেলেম। গম্ভীরবদনে তিনি বোল্লেন, "আজ তোমার কোন কাজ নাই। লেখাপড়া কিছুই কোত্তে হবে না, আমাকেও কোথাও নিয়ে যেতে হবে না;—তোমার যদি অন্য কাজ থাকে, সেই কাজেই যেতে পার।"

তাঁর মনের ভাব আমি বুঝ্তে পাল্লেম। আমি মকদ্দমা দেখ্তে যাই, বোধ হলো সেইটীই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তা আমি গেলেম না। উত্তরও কোল্লেম না। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে, আপ্নার ঘরেই বোসে থাক্লেম। একটার সময় যখন নেমে আসি, রন্ধনশালায় প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছি, জান্তে পেরে সার্ মাথু পুস্তকালয়ের ভিতর থেকেই চীৎকার কোরে আমারে ডাক্লেন। তৎক্ষণাৎ আমি আজ্ঞা পালন কোল্লেম। ভয়ানক কোপদৃষ্টে আমার মুখপানে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় গিয়েছিলি? এত বেলা পর্য্যন্ত কোথায় ছিলি?"

"নিজের ঘরেই ছিলেম। একখানি পুস্তক পাঠ কোচ্ছিলেম।"

"ডাকাতের ইতিহাস বুঝি? কোথায় কত ডাকাত থাকে, তাই বুঝি?—জেলখানায় কত কয়েদী থাকে, তাদেরই সব নাম ঠিকানা বুঝি?"

নতবদনে আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয়! সে সকল পুস্তকে এখন আমার দরকার নাই!"

কর্ত্তা আবার গর্জ্জন কোরে বোল্লেন, "সত্য কথা বল্! সেই যে কি একটা মকদ্দমা, সে মকদ্দমাতে তুই—"

প্রশ্ন সমাপ্ত হোতে না হোতে তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কোল্লেম, "না না,—সেখানে আমি যেতে পার্বো না। যে লোকটীকে আমি ইতিপূর্ব্বে ভাললোক বোলে জান্তেম, আদালতের চপ্রাসীরা তারে বেঁধে টানাটানি কোরে নিয়ে যাবে, তা আমি দেখ্তে পার্বো না। বিশেষতঃ তাঁর স্ত্রীও হয় ত সেইখানে উপস্থিত থাক্বেন। তিনি আমারে চেনেন, আমিও তাঁরে চিনি। সেই বিপদক্ষেত্রে আমারে দেখে, অবশ্যই তাঁর লজ্জা হবে। তিনি আমার দিকে চাইতে পার্বেন না। আমিও সেখানে থাক্তে পারবো না। সেখানে যাওয়া আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর!"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বোল্তে লাগ্লেন, "ওঃ! এ সব কথা ত বেশ শুন্লেম!—কথাগুলি ত বেশ পাকা পাকা!—কিন্তু তুই যে সত্যকথা বোল্ছিস, তা আমি কেমন কোরে জান্বো?"

"কিসে আপ্নি বিশ্বাস কোর্বেন, তাই বা আমি কেমন কোরে জান্বো? আপ্নি আমারে মকদ্দমা দেখ্তে যেতে বলেন?"

"আমি তোরে মকদ্দমা দেখ্তে যেতে বলি? পাজী রাস্কেল!"—জলদগর্জ্জনে এই প্রকারে ক্রোধ প্রকাশ কোরে, তিনি আবার বোল্লেন, "যা যা! এখান থেকে চোলে যা! যেখানে যাচ্ছিলি যা! চক্ষের কাছ থেকে সোরে যা!"

আমি তাঁর চক্ষের কাছ থেকে সোরে এলেম। ভোজনান্তে লাইব্রেরীঘরে প্রবেশ কোরে কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তিনি বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করেন কি না? একটী হাই তুলে তিনি উত্তর কোল্লেন, "বেড়াতে?—না। আমার দরকার নাই। তুই যা! তোর মতন বয়সে সারাদিন ঘরের কোণে বোসে থাকা বড় দোষ। মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। কুড়ে হয়ে যাবি! আপ্‌নি যা! একলাই বেড়িয়ে আয়!"

আমি উত্তর কোল্লেম না। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। কিন্তু আজ্ঞাপালন কোল্লেম না। বাড়ী ছেড়ে কোথাও গেলেম না। আপ্‌নার শয়নঘরে প্রবেশ কোরে, পুস্তক নিয়ে বোস্‌লেম। কেন গেলেম না, তার বিশেষ কারণ আছে। পাছে তিনি মনে করেন, মকদ্দমা দেখ্‌বার সাধ আছে, আমি বুঝি মকদ্দমা দেখ্‌তেই বেরিয়েছি। সেটা আমার ইচ্ছাই হলো না। তাঁর সাক্ষাতে যে কথা বোলে এসেছি, সেইটী আমার মনের কথা। যদিও বিচারের ফলাফল জান্‌বার জন্যে বড়ই উৎসুক হয়েছিলেম, কি রকম দণ্ডাজ্ঞা হয়, কি রকম ফলাফল দাঁড়ায়, জান্‌বার ইচ্ছা নিতান্ত বলবতী হয়েছিল, কিন্তু আদালতে যাবার ইচ্ছা হলো না। সমস্ত দিন বাড়ীতেই বোসে থাক্‌লেম। বেলা যখন পাঁচটা, তখন আমি উপর থেকে নেমে এলেম। সেই দাসীটী—প্রথম দিন যে আমারে দরজা খুলে দিয়েছিল, প্রাতঃকালে যার মুখে আমি আদালতের ভিড়ের কথা শুনেছিলেম, সেই দাসীটী সেই সময় বাড়ীতে ফিরে এলো। পূর্ব্বে আমি বলি নাই, কথার প্রসঙ্গে এখন বোল্‌তে হলো, সর্ব্বদাই সে ঢুক ঢুক কোরে মদ খায়। সর্ব্বদাই তার মুখে জিনসরাপের গন্ধ পাওয়া যায়। সেদিনও তার মুখে সেই রকম গন্ধ। প্রধানা কিঙ্করীর সঙ্গে চুপি চুপি সে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "মকদ্দমাটা চুকে গেছে। আমি শুনে এসেছি। তোমরা তাদের কি বল?—হাঁ হাঁ, জুরী।—সেই জুরীরা—যে বাড়ীতে আমার বাসা, সেই বাড়ীর যিনি কর্ত্তা, তিনি একজন জুরী ছিলেন। তাঁর মুখে আমি শুনে এলেম, সব গোলমাল চুকে গেছে।

আমার আগ্রহ বেড়ে উঠ্‌লো। ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি রকম তুমি শুনে এলে? মকদ্দমাটা কি রকমে চুকে গেছে?"

অনেকরকম বাজে কথার ভূমিকা কোরে, দাসী আমারে মকদ্দমার কথা বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লো। ফরিয়াদী পক্ষের বারিষ্টার কি একটা ভুল কোরেছিলেন, তাতেই মকদ্দমাটা উড়ে গেছে। আসামী খালাস পেয়েছে।

আহ্লাদে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো! বেশী কথা শোন্‌বার জন্য সেখানে আর দাঁড়াতে পাল্লেম না। কর্ত্তার কাছে ছুটে গেলেম। তিনি তখন লাইব্রেরীঘরে ছিলেন। দরজায় আঘাত না কোরে, জোরে দরজা ঠেলে, যেন পাগলের মত ঘরের ভিতর আমি প্রবেশ কোল্লেম। রকম দেখে কর্ত্তা বোলে উঠ্‌লেন, "কি হয়েছে তোর? এমন কোরে এলি কেন? মকদ্দমা দেখে এলি বুঝি?—সেই ডাকাতটার বুঝি ফাঁসীর হুকুম হয়েছে?"

আনন্দের স্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয় ! তা নয় !—মকদ্দমা চুকে গেছে। আসামী খালাস পেয়েছে !"

সার্ মাথু উত্তর কোল্লেন না। অচঞ্চলনয়নে আমার পানে কেবল চেয়েই থাক্‌লেন। ভ্রূ উল্‌টে কপালের দিকে উঠ্‌লো। ঠোঁটদুখানি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "হাঁ মহাশয় ! অভাগা ফলী খালাস পেয়েছে ! নালিসের এজেহারে দোষ পোড়েছিল। মকদ্দমা খারিজ হয়ে গেছে !"

"কে তোরে এ খবর দিলে ?"—ত্বরিতস্বরে সার্ মাথু সচঞ্চলে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তোরে এ খবর দিলে ?"

আমি সেই দাসীর নাম কোল্লেম। কর্ত্তা গর্জ্জন কোরে উঠ্‌লেন। "গাধা তুই ! পাগল তুই ! আস্ত পাগল ! দাসীর কথায় বিশ্বাস ? দাসী তোকে বোল্লে, মকদ্দমা খারিজ ! একটা মূর্খ,—মাতাল,—সামান্য চাক্‌রাণী, তার কথায় বিশ্বাস ?—তাই তুই শুনে এলি ?—তাই তুই বুঝলি ?—তাই তুই আমার কাছে খবর দিতে এসেছিস্ ? যা ! চোলে যা ! এখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা ! মকদ্দমার খবর জান্‌তে তোর যদি কোন বিশেষ দরকার থাকে—আমার ত কিছুই দরকার নাই,—মকদ্দমার জন্যে তুই সর্ব্বক্ষণ টানাছেঁড়া কোচ্চিস্, তুই যা ! আপ্‌নি গিয়ে জেনে আয় !"

তখন আর আমি মনিবের হুকুমে অবহেলা কোল্লেম না। যে হোটেলে হেন্‌লী সাহেব থাকেন, সেই হোটেলে আমি ছুটে গেলেম। হোটেলের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে, হেন্‌লী তখন চুরোট খাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি সম্মুখে গিয়ে মকদ্দমার কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। আগাগোড়া বৃত্তান্ত তিনি আমার কাছে প্রকাশ কোল্লেন। দাসীর মুখে যা যা শুনেছিলেম, সমস্তই ঠিক মিল্‌লো। "এজেহারে ঘটনার তারিখ ভুল হয়েছিল। আরও একটা মারাত্মক দোষ দাঁড়িয়েছিল। আসামীর বারিষ্টার সেই কথার উপর জোর দিয়ে, সুদীর্ঘ বক্তৃতা জুড়ে দিলেন। কি তাঁর বিশেষ আপত্তি, তা আমার স্মরণ নাই। বাস্তবিক মকদ্দমাটা খারিজ হয়ে গেছে। জজসাহেব হুকুম দিয়েছেন, ফলীর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আর যদি কোন নূতন নালিস উপস্থিত না হয়, আর যদি কোন নূতন ফরিয়াদী এসে না দাঁড়ায়, আসামী বেকসুর খালাস পাবে। সে রকম ফরিয়াদী কেহই উপস্থিত হয় নাই। এই পর্য্যন্তই আমি জানি।"

হেন্‌লী সাহেবকে আমি শতশত সাধুবাদ অর্পণ কোল্লেম। তিনি আমারে একসঙ্গে আমোদ কর্‌বার নিমন্ত্রণ কোল্লেন। অস্বীকার কোরে আমি ফিরে এলেম। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন্ প্রকারান্তরে ঐ মকদ্দমায় ফলীর প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছেন, সেটী আমি বুঝেছিলেম। বুঝেও কিন্তু সংশয়দোলায় দুল্‌তেছিলেম। মহাবিস্ময় জ্ঞান হয়েছিল। নিশ্চিত সংবাদটী তাঁরে প্রদান কর্‌বার জন্য তাঁর কাছেই আমি আগে গেলেম। আমারে দেখেই তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "আবার বুঝি সেই সব কথা ? তাই বুঝি বোল্‌তে এসেছিস্ ? যে সব লোকের কথা আমি তৃণজ্ঞানও করি না, সেই

সব লোকের মুখে তত বড় মকদ্দমার কথা ?—তাই শুনে আবার বুঝি আমাকে জ্বালাতন কোত্তে এসেছিস্ ? দাসীর কথাগুলো সমস্তই ত মিথ্যা হয়ে গেছে ? এবার বুঝি—"

সানন্দে বাধা দিয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয় ! সে সব লোকের কথা নয় ! দাসীর মুখে যা শুনেছি, সব সত্য। ফরিয়াদীর মুখেই আমি শুনে এলেম।"—এই পর্য্যন্ত বোলে হেন্‌লীর মুখে যা যা শুনেছিলেম, বর্ণে বর্ণে সমস্ত কথাই কর্ত্তার কাছে আমি বর্ণন কোল্লেম।

"তুই তবে ভারী খুসী হয়েছিস্ ?"—অভ্যাসমত গর্জ্জন কোরে কর্ত্তা অকস্মাৎ বোলে উঠ্‌লেন, "ডাকাতটা খালাস পেয়েছে, তুই ভারী খুসী হয়েছিস্ ?"

নম্রস্বরে আমি বোল্লেম,—"যদি বলি, আমি খুসী হই নাই, তা হোলে ইচ্ছা কোরেই সম্পূর্ণ মিথ্যাকথা বলা হয় !"

"বোসো জোসেফ ! না—ওখানে না—অতদূরে না—আমার কাছে এসে বোসো ! এইখানে !"—এ মানুষ যেন সে মানুষ নয় !—আদরে সম্ভাষণ কোরে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন হস্তসঙ্কেতে আমারে একখানি আসন দেখিয়ে দিলেন। বিস্মিতহৃদয়ে সেই আসনে আমি উপবেশন কোল্লেম। অনেকক্ষণ আমার পানে চেয়ে চেয়ে, হঠাৎ আদরের স্বরে তিনি আমারে বোল্লেন, "এক গেলাস সরাপ খাও !"

আমি আজ্ঞাপালন কোল্লেম। যতক্ষণ খেলেম, ততক্ষণ তিনি আমার দিকে সমভাবেই চেয়ে রইলেন। কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। ভাব দেখে আমি অনুমান কোল্লেম, তিনি হয় ত ভাব্‌ছেন, এতদিন যে রকমে আমার সঙ্গে ব্যবহার কোরে এলেন, সেই রকমই থাক্‌বে কিম্বা আজ সদয়ভাবেই কথাবার্ত্তা কবেন। ফলেও দেখ্‌লেম তাই। যে ভাবে কখনও আমার সঙ্গে কথা কন নাই, সেই ভাবে প্রিয়সম্ভাষণে তিনি আবার বোল্লেন, "তবে তুমি খুসী হয়েছ ? বেশ ! তোমাকে তিরস্কার কোত্তে আর আমার ইচ্ছা হোচ্চে না। মন আমার সে দিকে আর যেতেই চাচ্চে না। তুমি বেশ কাজ কোরেছ ! এতদিন তোমাকে যে রকম দুষ্টছেলে ভেবেছিলেম, এখন দেখ্‌ছি, তা তুমি নও ! তুমি বেশ ছেলে !" আর এক গেলাস সরাপ খাও !"

"না মহাশয় ! আর আমি খাব না। আপনাকে ধন্যবাদ !"

"আমি বোল্‌ছি, খাও আর এক গেলাস ! আমার জন্যও এক গেলাস ঢাল !" এইটুকু বোলে বেশ বিনম্র-মৃদুস্বরে তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দেখ জোসেফ ! লোকে দুরবস্থায় পোড়্‌লে—লোকে বিপদে পোড়্‌লে, তুমি যেমন সহানুভূতি দেখাতে জান, একসময়ে আমার অন্তরেও ঐ রকম সহানুভূতি ছিল। কিন্তু—আঃ !—সে সব এখন হৃদয় থেকে মুছে গেছে ! ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে ! বুকের দয়া, বুকের ভিতরেই যেন মিলিয়ে গেছে !"

বৃদ্ধের সেই রকম কাতরোক্তি শুনে, আনন্দে আমি বিহ্বল হয়ে উঠ্‌লেম। ভাব তখন আমি বুঝ্‌লেম। তাঁর প্রকৃতির প্রতি যে আমার একটু একটু সংশয় ছিল

ধোঁয়ার মত সেটুকু তখন উড়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তেই আমি যেন তাঁকে ভক্তি কোত্তে শিখ্‌লেম। গদ্‌গদস্বরে বোল্লেম, "না মহাশয়! আপনি অমন কথা বোল্‌বেন না। আপ্‌নি দাতা,—আপনি দয়ালু, আপ্‌নার যে রকম প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির বশে আপ্‌নি গরিবলোকের উপকারী বন্ধু। তা যদি আপ্‌নি না হবেন, আপনার হৃদয়ে যদি সুবিমল দয়ার স্রোত প্রবাহিত না হবে, তবে আপ্‌নি সেই দুঃখিনীর উপকারের জন্য মোহর পাঠাবেন কেন? আপনি মহৎলোক!"

"কি বোল্লে? কি বোল্লে? আমার প্রকৃতির বশে? ভাল ভাল! ওঃ! জোসেফ! তুমি জান না, এ জীবনে আমি কত যন্ত্রণাই ভোগ কোরেছি! কৃতঘ্নের জ্বালায় আমার শরীর জর্জ্জরিত হয়ে আছে! নিজের প্রাণ অপেক্ষাও যাদের আমি ভালবাস্‌তেম, ওঃ! তারা আমার জীবনবৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছে! অবাধ্যতা!—অকৃতজ্ঞতা!—আঃ! কেবল ঐ—কেবল ঐ দুই বিষে দেবতুল্য লোকেরও মেজাজ পুড়ে যায়!"

তিনি থাম্‌লেন। আমিও চুপ্ কোরে রইলেম। মনে সম্পূর্ণ বিস্ময়রসের আবির্ভাব। বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, তিনি আমারে প্রাণের কথা বোল্‌ছেন। এতদিন দেখে আস্‌ছিলেম, কথায় কথায় যেন খেঁকী কুকুর! বৃদ্ধ হোলেই খিট্‌খিটে হয়, তাই ভাব্‌তেম, এখন দেখি, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! তিনি আজ আমারে প্রাণের কথা বোল্‌ছেন। আমি চুপ্ কোরে থাক্‌লেম।

মৌনভঙ্গ কোরে সাব্ মাথু প্রথমেই বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হাঁ, তাই ঠিক! শোন জোসেফ উইলমট! আমার দুঃখের কথা যদি তুমি জান্‌তে, তা হোলে আমার উপর তুমি কখনই বেজার হোতে না। বেজার হয়েছিলে কি না,—আমার স্বভাব দেখে মনে মনে তোমার রাগ হতো কি না, তা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু হওয়াই খুব সম্ভব। তা আমি বেশ বুঝি। যে সকল ঘটনায় মানুষ পাগল হয়,—প্রকৃতিসিদ্ধ দয়ামমতা হারায়, সেই সকল ঘটনা আমার মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে! হয় ত তুমি মনে মনে ভেবেছিলে, আমার দয়া নাই;—ধর্ম্ম নাই,—হৃদয় নাই, কিছুই নাই।—ঠিক!—হয়েছিও আমি তাই।—তাই-ই আমি। যারা আমার কাছে অপরাধী হয়েছে, যারা আমার প্রাণে ব্যথা দিয়েছে, তাদের উপর আমার দয়া নাই,—স্নেহ নাই,—বিশ্বাস নাই,—কিছুই নাই। তাদের প্রতি আমি দয়ামমতাবিহীন, নৃশংস, পাষণ্ড! জোসেফ! কেন আমি আজ তোমার কাছে এসব কথা বোল্‌ছি? তুমি বিদেশী। আজ পর্য্যন্ত তুমি আমার কাছে অপরিচিত। তথাপি তোমার প্রতি আমার দয়া হোচ্চে। আমার প্রাণ তোমাকে বিশ্বাস কোত্তে চাচ্চে;—কোরেছে। অহো!—এ কি? আমি যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু হোল্লেম!—আমার যেন জ্ঞানবুদ্ধি হোরে গেল!—চোলে যাও! চোলে যাও! শীঘ্র আমার সম্মুখ থেকে সোরে যাও!"

ধীরে ধীরে আমি আসন থেকে উঠ্‌লেম। ধীরে ধীরে দরজার কাছে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম। নিশ্চয় বোধ হোতে লাগ্‌লো, তিনি আমারে আবার ডাক্‌বেন।

দরজার কাছ পর্য্যন্ত গেলেম। একটী কথাও বোল্লেম না; তিনিও কিছু বোল্লেন না। হঠাৎ আমি তাঁর দিকে একবার ফিরে চাইলেম।—দেখ্‌লেম, বিষণ্ণবদনেই তিনি বোসে আছেন। সে মুখে সে রাগের লক্ষণ কিছুই নাই। যে আসনে আমি বোসেছিলেম, হাত বাড়িয়ে সেই আসনের দিকে, তিনি আমারে ইঙ্গিত কোল্লেন। তখনই আবার সেই আসনে গিয়ে আমি বোস্‌লেম। মুহূর্ত্তমাত্র কি চিন্তা কোরে, তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "উঃ! কত যন্ত্রণাই আমি সহ্য কোরেছি! সে যন্ত্রণার কথা তোমার কাছে যদি আমি বোল্‌তে চাই, আগাগোড়া সব বোল্‌তে পার্‌বো না। সব আমার মনে আছে, কিন্তু সব কথার আলোচনা আমার প্রাণে অসহ্য হয়ে উঠ্‌বে! সংক্ষেপেই তোমাকে আমি বলি। আমি ধনবান্ লোক ছিলেম। আজিও ধনবান্ আছি। হাঁ হাঁ, তোমাকে আমি বিশ্বাস কোত্তে পারি। বিশ্বাসের প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমি তোমাকে ভাল কোরে পরীক্ষা কোরেছি। অনেক বিষয়ে অনেকপ্রকারে পরীক্ষা কোরে দেখেছি। নিষ্কলঙ্কে সে সকল পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। শোন আমার দুঃখের কথা! চল্লিশ বৎসর গত হলো, আমার পরম রূপবতী যুবতী স্ত্রী একটী কন্যাসন্তান প্রসব করেন। বিবাহের দেড় বৎসর পরে সেই কন্যা হয়। উঃ! আমরা তখন কি সুখীই ছিলেম! সে সুখ দেখ্‌লে দেবতাদেরও ঈর্ষ্যা হতো। তিনবৎসর পরে, আমার সুখনিকেতনে মর্ম্মভেদী রোদনধ্বনি উঠ্‌লো! আমার পরমপ্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী ইহসংসার পরিত্যাগ কোরে গেলেন! হেসেল্‌টাইনবংশের সুখময়ী পদ্মিনী জন্মের মত ডুবে গেলেন! আমার প্রাণে বজ্রসম সেই প্রথম আঘাত! মাতাপিতার মৃত্যুর পর তেমন শোক আমি আর কখনই পাই নাই। আমার একটী ছোট ভগ্নী ছিল। সেটীও পরম রূপবতী। আমার স্ত্রীর যখন মৃত্যু হয়, সেই ভগ্নীটীর বয়স তখন ষোড়শবর্ষ। আমাকে শান্ত করার ইচ্ছায় সেই ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা আমার তৃতীয়বর্ষীয়া দুহিতার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ কোল্লে। অকপট স্নেহযত্নে প্রতিপালন কোত্তে লাগ্‌লো। ক্রমেই দিন যায়, দিনে দিনে শোক কমে। কন্যাটীকে লালনপালন কোরে আমার শোকভার একটু লঘু হয়ে এলো। কন্যাই তখন আমার সংসারসর্ব্বস্ব!—জীবনসর্ব্বস্ব!—না না,—সর্ব্বস্ব না,—আমার সেই ভগ্নীটী, যথার্থ জননীস্নেহে যে ভগ্নীটী আমার শিশু সন্তানটীর লালনপালন কোল্লে, সেই ভগ্নীটী আমার সাংসারিক স্নেহের পূর্ণ অংশী থাক্‌লো। পূর্ব্বেই বোলেছি, ভগ্নীটী আমার পরম রূপবতী। আমি ধনবান্। মানমর্য্যাদাতেও সমাজমধ্যে আমি বড়। বহুকালের প্রাচীন বনিয়াদিবংশে আমার জন্ম। আমার একান্ত ইচ্ছা, কোন সম্ভ্রান্ত বড়ঘরেই ভগ্নীটীর বিবাহ দেওয়া।—যেখানে আমার নিবাস, সেখানে অনেক বড় বড় লোক বাস করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরে ইচ্ছা, তাঁরেই আমার ভগ্নী স্বচ্ছন্দে পতিত্বে বরণ কোত্তে পাত্তো। তুমি জান্ জোসেফ! কোথায় আমার নিবাস? যেখানে আমি সদাসর্ব্বদা চিঠীপত্র লিখি, তুমিই লেখ, যে ঠিকানায় লেখা হয়, মনে আছে তোমার?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বেশ মনে আছে। ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড।"

"আচ্ছা, ঐ বটে। তার পর কি বোল্‌ছিলেম? হাঁ, আমার ভগ্নী। ইচ্ছানুসারে আমার ভগ্নী যে কোন সম্ভ্রান্ত বড়লোককেই বিবাহ কোত্তে পাত্তো। কিন্তু হায়! আমার সে আশালতা সমূলে নির্ম্মূল হয়ে গেল! তেইশ বৎসর বয়সে—আঃ! সেটা আজ প্রায় ত্রিশবৎসরের কথা।—তেইশবৎসর বয়সে আমার ভগ্নী একজন সৈনিকের সঙ্গে পলায়ন কোল্লে! বেতনছাড়া সে লোকটার খাবার সংস্থান ছিল না!"

অকস্মাৎ আমি শিউরে উঠ্‌লেম। কথাটা শুনেই মনটা আমার ঝাঁৎ কোরে চোম্‌কে উঠ্‌লো। একটা পূর্ব্বকথা মনে কোরেই আসন থেকে উঁচু হয়ে উঠ্‌লেম। সন্দেহে সন্দেহে মনের ভিতর যেটা ধারণা কোরে রেখেছিলেম, মনে কোল্লেম, সত্যই বুঝি সেইটাই ঘোটে দাঁড়ালো। কথা কইতে পাল্লেম না। অবশেষে অস্ফুটস্বরে চীৎকার কোরে বোল্লেম, "হা পরমেশ্বর!"

প্রভু আবার পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন। সেই রকমে কট্‌মট্‌ কোরে চেয়ে, ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে বোলে উঠ্‌লেন, "অমন কোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লি যে? বল্‌! কি শুনে চেঁচিয়ে উঠ্‌লি বল্‌! আমার পানে অমন কোরে চেয়ে থাক্‌লে হবে না। তুই পাগল! আমি গাধা! না না, গাধার চেয়েও অপকৃষ্ট! তোর্ কাছে আমি এই সব কথা গল্প কোচ্চি! দূর হ! পাজি! দূর হ! এখনই এখান থেকে চোলে যা!"

"না মহাশয়! আপ্‌নি জান্‌তে পাচ্চেন না, কেন আমি হতজ্ঞান হয়ে গেছি। দোহাই আপ্‌নার! একটী কথা আমি আপ্‌নারে জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই। সেনাদলের যে লোকটীকে আপ্‌নার ভগ্নী বিবাহ কোরেছেন, সে লোকটীর নাম———"

"নাম?"—সার্ মাথু চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেন, "নাম? তার নামে তোর কি দরকার? তুই তাকে জানিস্ না, চিনিস্ না, তার নামে তোর কি?"

পুনঃপুন মিনতি কোরে আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেম, "তাঁর নামটী কি? তাঁর নামটী কি?—বলুন্ মহাশয়! তাঁর নামটী কি? নাম শুন্‌লে বোধ করি আমি কিছু কিছু বোল্‌তে———"

"আঃ!—ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে!"—আমার ঐ রকম আগ্রহ দেখে সার্ মাথু যেন অন্যমনস্ক ভাবেই বোলে উঠ্‌লেন, "ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে!"

সমান আগ্রহে আমিও উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয়! আমি পাগল নই! বলুন আপনার ভগ্নীপতির নামটী কি? বারবার মিনতি কোরে বোল্‌ছি, তাঁর নামটী অনুগ্রহ কোরে বলুন!—বলুন তাঁর নামটী কি?"

সার্ মাথু কি যেন ভাব্‌লেন। সংশয়াকুললোচনে ক্ষণকাল আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কোল্লে. ধীরে ধীরে বোল্লেন, "তার নাম ছিল গ্রান্‌বি।"

আকস্মিক বিস্ময়ে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লেম। কি আশ্চর্য্য সংঘটন! হঠাৎ কি যেন আমার মনে পোড়্‌লো। হৃদয়ে আনন্দলহরী খেলা কোত্তে লাগ্‌লো। সে সময়ের আনন্দভার আমি যেন বহন কোত্তে অসমর্থ হোলেম। আনন্দবিস্ময়ে তাঁর মুখপানে

চেয়ে, চেয়ে চেয়ারের উপর আমি হেলে পোড়লেম। চক্ষে তখন পলক পোড়লো না। মুখে একটী অস্ফুটবাক্য বিনির্গত হলো।

সার্ মাথু আমার সেই ভাব দেখে সবিস্ময়েই বোলে উঠ্লেন, "এ বালক কেন এমন করে? জোসেফ! তুমি অমন শিউরে উঠ্লে কেন? আমি তোমাকে কি কোন রূঢ় কথা বোল্লেম? না না, আমি তোমার উপর রাগ কোর্বো না। আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার কথাবার্ত্তার ধরণই ঐ রকম।"

একটু সাহস পেয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "কতক কতক আমি বুঝ্তে পাচ্চি। একটু স্থির হয়ে আমার কথাগুলি শুনুন! আপনার ভগ্নী যাঁকে বিবাহ করেন, তাঁর নাম ছিল, গ্রান্‌বি।—কাপ্তেন গ্রান্‌বি। তার পর তিনি মেজর হন। সেই——"

সবিস্ময়ে সার্ মাথু গভীরগর্জ্জনে বোল্লেন, "তুমি কি কোরে জান্‌লে?"

সেদিকে আমি বড় একটা কাণ দিলেম না। আপ্‌নার ভাবেই আপ্‌নি মত্ত হয়ে; হঠাৎ বোলে উঠলেম, "তাঁদের একটী কন্যা আছে।—একটীমাত্র কন্যা। আপ্‌নি জানেন, আপ্‌নার সে ভগ্নীটী কি বেঁচে আছেন? সে কন্যাটীও কি বেঁচে আছেন?"

"কন্যা?"—উচ্চৈঃস্বরে সার্ মাথু প্রতিধ্বনি কোল্লেন, "কন্যা? ওঃ! আমার ভগ্নী যা কোরেছে, ভগ্নীর কন্যাও তাই কোরেছে!—হায় হায়! আমার নিজের কন্যাও তাই কোরেছে! ভগ্নীর কন্যা!—সে আমারে ছেড়ে পালিয়ে গেছে! আমার অবাধ্য হয়ে, আমার অমতেই বিবাহ কোরেছে! আজ পর্য্যন্ত বেঁচে আছে কি না, তা আমি জানি না।—আর—আর—আমি—আমি—সে কথা শুন্‌তেও চাই না!"

"হাঁ মহাশয়! আপ্‌নি শুন্‌তে চান!—আপ্‌নি শুন্‌বেন! আমার মুখে সে কথা আজ আপ্‌নাকে শুন্‌তেই হবে!"

"এত সাহস তোর? অত সাহসে আমার সহিত কথা কোচ্চিস?—আমার কথার উপর কথা ফেল্‌চিস?—আমি যাকে গ্রাহ্য করি না, আমি যার কথা শুন্‌তে চাই না, তুই বলিস্ কি না শুন্‌তেই হবে?—তার কথায় আমার দরকার কি? আছে কি মোরেছে, আমার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি? আমি তাকে প্রচুর ধনের ঈশ্বরী কোত্তে পাত্তেম; সে আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হতো। সে কি না পালিয়ে গেল!—আমিও তারে চিরকালের মত পরিত্যাগ কোরেছি!"

কর্ত্তার এই শেষের কথাগুলি শুনে, সমান উৎসাহেই আমি বোল্লেম, "আপনার সেই ভাগ্‌নী এখনও বেঁচে আছেন। একথা যদি আপনি জান্‌তেন, তিনি এখন যে কষ্টে পোড়েছেন,—না না, আপ্‌নি শুনেছেন,—তাঁর দুঃখের কথা শুনে, আপ্‌নি তাঁরে মোহর পাঠিয়েছেন। আপনার ভাগ্‌নী এমিলিয়া লেস্‌লী বেঁচে আছেন। আমি তাঁরে জানি। আমি তাঁরে দেখেছি!—আপনিও তাঁরে জানেন!"

"আমি তারে জানি?—এমন কথা তুই বলিস্?"

"হাঁ মহাশয়! আমি মিথ্যাকথা জানি না। আপ্‌নার ভাগ্‌নী এমিলিয়া বেঁচে আছেন।

অতি নিকটেই আছেন। আপনি বলুন, আপ্‌নার মুখের অনুমতি পেলেই, এখনি তিনি আপ্‌নার পদতলে এসে উপস্থিত হবেন ! যে দুষ্কর্ম্ম কোরেছেন, তার জন্যে এখনি এসে তিনি আপ্‌নার পায়ে ধোরে ক্ষমা চাইবেন !"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মুখে একটীও কথা বোল্লেন না। আমি আরও কাতরতা জানিয়ে, পুনঃপুন বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "হাঁ মহাশয় ! তিনি বেঁচে আছেন। তিনি আস্‌বেন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত কোরেছেন। যথোচিত দণ্ডভোগ কোরেছেন। আর তাঁর প্রতি নির্দ্দয় হওয়া আপনার উচিত হয় না।"

"আচ্ছা আচ্ছা, আমি বিবচনা কোর্‌বো।"—গম্ভীরবদনে সার্ মাথু ধীরে ধীরে বোল্লেন, "অবশ্যই বিবেচনা করা যাবে। তোমার উপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু তা বোলে তুমি আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ো না। আমার কথাই ঐ রকম। কি বোল্লে তুমি ? আমার ভাগ্‌নী বেঁচে আছে ?—ভারী কষ্টে পোড়েছে ?"

"হাঁ মহাশয়। ভারী কষ্ট !—ভারী কষ্ট ! যাঁর নাম ফনী, তিনিই আপ্‌নার ভাগ্‌নী। তিনিই আপ্‌নার এমিলিয়া লেস্‌লী।—আহা ! বড়ই দুর্দ্দশা তাঁর ! আপনি অনুমতি করুন্, আমি যাই, তাঁরে আমি এনে দিই। এখনি ছুটে গিয়ে, তাঁরে আমি আনি। তাঁর মুখ দেখে অবশ্যই আপ্‌নার দয়া হবে !"

সার মাথু গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, "জোসেফ ! আমি তোমাকে নিষেধ কোচ্চি, অমন কর্ম্ম কোরো না ! খবরদার ! যদি তুমি যাও,—যদি তারে এখানে আন, কখনই আমি তোমাকে ক্ষমা কোর্‌বো না ! তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি কোরে তুল্‌ছো !—আমি তোমাকে বারবার বোলেছি, তুমি যেন এ বাড়ীর কর্ত্তা হোতে চাও !—এমন বুদ্ধি কেন তোমার ? মাগাপাগ্‌লা কুকুর !—আমার হুকুম মান্য কোত্তে চায় না। যাও ! —আপ্‌নার ঘরে চোলে যাও ! ওসব কথা আর মনেও রেখো না ! যদি আমার ভাগ্‌নীর কাছে যাও, বারবার নিবারণ কোচ্চি, তা যদি তুমি না শোন, তোমার নিজেরি মন্দ হবে। তারেও আমি ক্ষমা কোর্‌বো না,—তোমারেও না ! খবরদার ! খবরদার ! তারে এখানে এনো না। সে যদি এ বাড়ীতে প্রবেশ করে,—জোর কোরে যদি আমার সম্মুখে আস্‌তে চায়, আঃ ! দরজায় আমি চাবী দিয়ে রাখ্‌বো !—আঃ ! কি ভাব্‌ছো তুমি ? যা তুমি ভাব্‌ছো, তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। দরজাটা বুঝি তুমি ভেঙে ফেল্‌বে ? বাঃ ! ভাল লোককে আমি চাক্‌রী দিয়েছি বটে ! রোলাণ্ডকে পত্র লেখা অবশ্যই আমার উচিত ছিল। রোলাণ্ডের কাছে নিশ্চয়ই আমি নূতন নূতন মজার কথা শুন্‌তে পেতেম ! তা হোলে কখনই আমি তোমাকে এ বাড়ীতে জায়গা দিতেম না ! কি ?—জেদ্ কোরেই যেতে চাও না কি ? কি আশ্চর্য্য ! খবরদার ! কেহ যেন এসব কথা জানে না ! কেহই যেন কিছু শুনতে পায় না ! সহরময় গোল কোরো না ! একটা তুচ্ছকথা নিয়ে, বাড়ীর চারিদিকে লোক জড়ো কোরো না ! পাগলের মত মেতে উঠো না ! এমিলিয়াকে এখানে আন্‌তে যদি তুমি একান্তই জেদ কর, তোমার যদি বিবেচনা থাকে, সেই—"

বাধা দিয়ে আমি বোলে উঠ্লেম—"সে জন্য আপ্নার কোন চিন্তা নাই। যে কাজ যে রকমে নির্ব্বাহ কোত্তে হয়, তা আমি ভাল বুঝি।"

গর্জ্জনস্বরে সার্ মাথু বোলে উঠ্লেন, "কিন্তু ঠিক মনে রেখো, আজ রাত্রেই যদি এমিলিয়াকে তুমি এখানে আন, কল্য প্রাতঃকালেই তোমার জবাব হবে!"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বেশ কথা! আপ্নার ভাগ্নীকে যদি আপনি গ্রহণ করেন, সেই অভাগিনীর প্রতি যদি আপনার দয়া হয়, দুঃখিনীকে যদি আপনি আশ্রয় দেন, স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে চাক্‌রী ছেড়ে আমি চোলে যাব!"

এই রকম উত্তর দিয়েই আসন থেকে আমি উঠে দাঁড়ালেম। ভোঁ কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেম। ভোঁ কোরেই ছুট দিলেম। কেবল ছুটে যাওয়া নয়, পাখীর মত উড়ে গিয়েই বিবি ফলীর বাসস্থানে আমি উপস্থিত হোলেম। মনে তখন আমার যতখানি আনন্দ, সে আনন্দ মুখে প্রকাশ করা অসাধ্য। অসীম আনন্দে বিবি ফলীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম। মকদ্দমার বিচারের কথা তুলে, তাঁরে আমি মনের সঙ্গে অভিনন্দন কোল্লেম। আগামী কল্য সূর্য্য অস্তের পরেই তাঁর স্বামী খালাস পাবেন, প্রফুল্লবদনে সে কথাও বোল্লেম। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিবি ফলী আমারে শত শত সাধুবাদ দিলেন। অবশেষে আমি বোল্লেম, "আপ্নারে আজ আমি আর একটী শুভসংবাদ দিতে এসেছি। আপ্নি আমার সঙ্গে আসুন! এক জায়গায় আমি আপ্নারে নিয়ে যাব। সেখানে আপ্নি এক জনকে দেখ্তে পাবেন। একমাস পূর্ব্বে আমারি হাতে যিনি আপনারে মোহর প্রেরণ কোরেছিলেন, তাঁরি কাছে নিয়ে যাব। আপনাদের কুগ্রহ কেটে গেছে। শুভদিন ফিরে আসছে,—সৌভাগ্য ফিরে আস্‌ছে। আসুন আপনি!"

ব্যগ্রভাবে বিবি ফলী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তিনি?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "তাঁর কাছে আমি চাক্‌রী করি। তিনি একজন বৃদ্ধলোক। আসুন আপ্নি। সাক্ষাতেই সব জান্তে পারবেন।"

বিবি ফলী কম্পিতগাত্রে সন্দিগ্ধচিত্তে, তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গিনী হোলেন। পথ দেখিয়ে দেখিয়ে আমি তাঁরে সঙ্গে কোরে নিয়ে এলেম। বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম। গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো;—পা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।—যে ঘরে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন উপবিষ্ট, দরজা ঠেলে এককালে সেই ঘরেই উভয়ে আমরা উপস্থিত।

আমাদের দেখেই চমকিতভাবে আসন থেকে গাত্রোত্থান কোরে, সার মাথু চীৎকার স্বরে বোলে উঠ্লেন এ কি! "একি! এ কি জোসেফ? কাণ্ডখানা কি?"

বিবি ফলী সাশ্রুনয়নে বৃদ্ধের দুটী চরণ ধারণ কোল্লেন। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে অস্ফুটস্বরে বোল্‌তে লাগলেন, "মামা! বড়ই অপরাধিনী আমি! ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন!"

উগ্রস্বরে গালাগালি দিয়ে সার্ মাথু বোলে উঠ্লেন, "জোসেফ! রাস্‌কেল্! এই বুঝি তোর্—আমি—আমি—"

তাঁরে গালাগালি সায় কোত্তে দিলেম না!—"আপনার ভাগ্নী আপনার পদতলে!"

এই কথা বোলেই আমি ছুটে পালালেম!—হাসি পেতে লাগ্‌লো! এক মুহূর্ত্তও আর সেখানে দাঁড়ালেম না। বেরিয়ে এসেই ঝনাৎ কোরে ঘরের দরজা বন্ধ কোরে দিলেম। একটী বাতী হাতে কোরে, তৎক্ষণাৎ আমি নিজের শয়নঘরে চোলে গেলেম। দরদর ধারে আমার চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো। সৎকার্য্য সাধনে হৃদয়ে যেপ্রকার অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, সেই বিমল আনন্দেই তখন আমি বিহ্বল!

একঘণ্টা অতীত। ধীরে ধীরে সদর দরজা খোলা হলো। আবার তখনি বন্ধ হলো। ঘরে বোসে বোসে সে শব্দ আমি শুন্‌তে পেলেম্। মনে কোল্লেম, এতক্ষণের পর বিবি ফলী চোলে গেলেন। আমার কাছে একঘণ্টা ছিলেন, অবশ্যই রাগ পোড়ে গেছে, অভাগিনীর কপাল ফিরেছে। আমি নেমে এলেম। রন্ধনশালার দিকে যাচ্ছি, প্রভু আমারে ডাক্‌লেন। তৎক্ষণাৎ আমি তাঁর সম্মুখেই হাজির। মুখচক্ষু দেখেই বুঝ্‌লেম, করুণরসে তাঁর কঠিন হৃদয় দ্রব হয়ে গেছে। অভ্যাসবশে সে ভাবটী তিনি আমার কাছে গোপন কর্‌বার চেষ্টা কোল্লেন। আমার চক্ষের কাছে লুকাতে পাল্লেন না। আমারে দেখেই তিনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কথা শোন না তুমি! যা বারণ কোল্লেম, তাই কোল্লে! আচ্ছা, আচ্ছা! এর ফল তুমি পাবে! আমি তোমাকে ভাল রকমেই শিক্ষা দিব!—কিন্তু এখানে নয়,—এবাড়ীতে নয়,—অবশ্যই আমি তোমাকে জবাব দিব! কিন্তু আজি নয়। এমাসটা যতদিনে পূর্ণ না হয়, ততদিন থাক্‌তে পাবে! আর আমাকে রাগিও না! যা কোরেছ, সেই ভাল! দাসী-চাকরদের কাছে এই সকল কথা গল্প কোরে, আমার উপর আর আমার জ্বালা বাড়িও না! দেখ, এখন এক কাজ কর! তোমার সব জিনিসপত্র এক সঙ্গে গুছিয়ে রাখ! আমার নিজের জিনিসপত্রগুলিও প্রস্তুত কোরে রাখ! আমি দেশভ্রমণে যাব! তোমাকেও যেতে হবে! কল্য প্রত্যূষেই যাত্রা করা স্থির। এখন যাও,—আপনার কাজ করো গে!"

এই সব কথা বোলেই তিনি সস্নেহে আমার হস্ত পেষণ কোল্লেন। আপ্‌না আপ্‌নি বোল্লেন, "আমি এ সব কোচ্চি কি? আমি যেন পাগল হয়ে গেছি! তুমি—তুমি স্বেচ্ছাচার—ভারী একগুঁয়ে—রাস্‌কেল! আচ্ছা, আচ্ছা! কালিই আমি রোলাণ্ডকে চিঠী লিখবো!—যাও—যাও এখুন!"—বোল্‌তে বোল্‌তে তিনি আস্তে আস্তে আমার পিট চাপ্‌ড়ে, ঘর থেকে ঠেলে বাহির্ কোরে দিলেন!

পঞ্চপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

পরিবারের মিলন।

পাঠকমহাশয় অবশ্যই বুঝেছেন, বিবি ফলী কে ?—অনুতপ্ত বৃদ্ধ সার মাথু হেসেল্‌টাইন এত দিন সে পরিচয় কিছুই জান্‌তেন না। ঘটনাবশে অগ্রে সে কথা আমি জান্‌তে পারি, ঘটনাবশে আমিই তাঁরে জানাই। পরিণাম কি রকম দাঁড়ালো, বিবি ফলী কোথায় গেলেন ? ক্রমে ক্রমে সকলেই সেটী জান্‌তে পার্‌বেন।

পরদিন প্রত্যূষেই বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, আমরা রিডিং নগর থেকে দেশভ্রমণে যাত্রা কোল্লেম। পথে সার্‌ মাথু প্রায় মৌনাবলম্বন কোরেই ছিলেন। সর্ব্বক্ষণ যেন গভীরচিন্তায় নিমগ্ন। যে দুটী চারটী কথা হয়েছিল, তাতে কোনপ্রকার উগ্রভাব আমি জানতে পাল্লেম না। সদয়ভাবও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেলে না। অভ্যাসবশে সর্ব্বক্ষণ গোপন কর্‌বার চেষ্টা। পথে যত খরচপত্র হবে, সব টাকাগুলি তিনি আমার হাতেই দিলেন। ও সকল ঝঞ্ঝাট তিনি ভালবাস্‌তেন না। ছোট ছোট ঝঞ্ঝাটের কাজ আমিই সব নির্ব্বাহ কোর্‌বো, সেই জন্যই আমারে রাখা। পথে যেতে যেতে সে কথাটীও তিনি আমাবে নূতন কোরে বোলে দিলেন।

ডাকগাড়ীতেই আমরা যাচ্চি। গাড়ীখানি উত্তরের রাস্তা ধোরেই চোলেছে। উত্তর মুখেই আমরা যাচ্চি। গাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত। দ্বিতীয় দিবসের সন্ধ্যাকালে আমরা মাঞ্চেষ্টরে পৌঁছিলেম। সার্‌ মাথু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হয়েই বোসে ছিলেন। মাঞ্চেষ্টর নগরে প্রবেশ কোরেই, সহসা মৌনভঙ্গ কোল্লেন। আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "এইবার বুঝি তুমি ভয় পাচ্চো ?"

কেন তিনি ও কথা বোল্লেন, তৎক্ষণাৎ আমি সেটী বুঝ্‌লেম। তথাপি কিছুই যেন বুঝ্‌লেম না, ভয়ের যেন কোন অদ্ভুত কাণ্ডই আছে, ঠিক সেই ভাবে, একটু উদাসস্বরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ভয় ?—কিসের ভয় মহাশয় ?"

"কেন ?—তুমি হয় ত ভাব্‌ছো, এইবার আমি মাঞ্চেষ্টরে এসেছি, এইবার হয় ত রোলাণ্ডের বাড়ীতে যাব, তোমার গুণাগুণের কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বো, তা হোলেই সব ধরা পোড়্‌বে! রোলাণ্ডনামে কোন লোক মাঞ্চেষ্টরে আছে, বরাবর আমি সেই কথাটা মনে কোরে আস্‌চি। তাই ভেবেই তুমি ভয় পাচ্চো!"

আমি উত্তর কোল্লেম, "তা কেন ?—যদি সময় পেতেম, তা হোলে আমি নিজেই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তেম।"

"আচ্ছা, আচ্ছা!"—আমার মুখপানে চেয়ে সার্‌ মাথু বোল্লেন, "আচ্ছা আচ্ছা!

এখন আমার বিশ্বাস হোচ্চে, ঐ নামের লোক একজন আছে। তা যাই হোক্, তোমাকে আমি যে রকম জেনেছি, তারাও ঠিক তাই বোল্‌বে, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হোচ্চে না। তুমি বুঝি মনে কোচ্চো, তারা তোমার খোস্‌নাম কোর্‌বে ? আচ্ছা, আচ্ছা ! দেখা যাক্, কিসে কি দাঁড়ায়।"

মুখের ভাব দেখে আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, প্রকৃত তাৎপর্য্য কি।

রাত্রি অটটা। আমরা গাড়ী থেকে নাম্‌লেম। মাঞ্চেষ্টরের একটী হোটেলে সে রাত্রের মত আমরা বাসা নিলেম। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সার্ মাথু আমারে বোল্লেন, "সহরে যদি তোমার কিছু প্রয়োজন থাকে, বেড়িয়ে আস্‌তে পার। আলাপী লোকজের সঙ্গে দেখা কোত্তে পার।—এখন বিশেষ কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই।"

হোটেল থেকে আমি বেরুলেম। রোলাণ্ডসাহেবের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। দেখা হলো না। তিনি তখনও লণ্ডনে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ষ্টিফেন সস্ত্রীক লণ্ডনেই আছেন, দেখা কোত্তে গিয়েছেন। কাজে কাজেই আমি ফিরে এলেম।

পরদিন প্রভাতে আবার আমরা শকটারোহণে যাত্রা কোল্লেম। কোথায় যেতে হবে, সার্ মাথু সে কথা কিছুই আমারে বলেন নাই, অনুভবেও কিছু জান্‌তে পারি নাই। আমরা কেন্দালনগরে পৌঁছিলেম। বেলা তখন অপরাহ্ন। প্রায় পাঁচটা বাজে। সেইখানে গাড়ীখানি বিদায় কোরে দেওয়া হলো। কেন্দালের এক হোটেলে আমাদের জিনিসপত্র সব থাক্‌লো। যেখানে যাচ্চি, তখন আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। কেন্দালের অতি নিকটেই হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদ। হেসেল্‌টাইনে সার্ মাথুর পৈতৃক ভদ্রাসন। সে অনুমান আমার কিসে এলো ?—ঐ ঠিকানায় যখন আমি চিঠীপত্র লিখ্‌তেম, তাতে তখন ঠিকানা থাক্‌তো, "কেন্দাল পোষ্ট আফিস।"

সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন দ্বাদশবর্ষ দেশত্যাগী। মনের দুঃখে দ্বাদশবর্ষ প্রবাসী ! আমার কাঁধের উপর ভর দিয়ে, সার্ মাথু ধীরে ধীরে নগরের পথে পদচারণ কোত্তে লাগ্‌লেন। অকস্মাৎ এক দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর রসনায় উচ্চারণ হলো, "দ্বাদশ বৎসর ! বাড়ীর লোকেরা কে কি কোচ্চে, কে কেমন আছে, তা আমাকে দেখ্‌তে হবে ! দাসীচাকরের দশা সকল জায়গায় সমান। সে সকল লোককে কিছুতেই আমি বিশ্বাস কোত্তে পারি না। দুই একজন ছাড়া সকলেই অবিশ্বাসী !"

"দুই একজন ছাড়া।"—এই কথাটীতে আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমারেই লক্ষ্য কোরে সার্ মাথু হয় ত ঐ কথা বোল্লেন।

সন্ধ্যা হলো। অক্টোবর মাস। অক্টোবরের সন্ধ্যাকাল। অতিশয় শীত। সেই সময় আমরা নগর ছেড়ে বেরুলেম। যে পথে আস্‌ছিলেম, সে পথটা ছেড়ে অন্য দিকে চোল্লেম। সার্ মাথু আমার হাত ধোরে রয়েছেন। হাতখানি কাঁপ্‌ছে। বহুদিনের পর দেশে ফিরে আস্‌ছেন, সুভাবনা-দুর্ভাবনা মনের ভিতর কতই যাওয়া আসা কোচ্চে, তাতেই তাঁর গাত্রকম্প। সেইটী আমার অনুভব।

প্রায় দুই মাইল পথ আমরা অতিক্রম কোল্লেম। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হোলেম। সেই সময় সার্ মাথু চুপি চুপি আমারে বোলে দিলেন, "এখানে আমার নাম উচ্চারণ কোরো না। লোকেরা কে কি কোচ্চে, গোপনে আমি অনুসন্ধান কোরবো। আমার জমাদার রিডিং নগরে যে যে কথা লিখে পাঠিয়েছিল, সে সব কথা সত্য কি মিথ্যা, গোপনে সে সব আমি বিশেষরূপে জান্‌বো।"

বাড়ীর ফটকের কাছে উপস্থিত হোলেম। সার্ মাথু স্বহস্তেই ঘণ্টাধ্বনি কোল্লেন। একটী যুবতী এসে দরজা খুলে দিলে। বয়স অনুমান চব্বিশ বৎসর। দেখ্‌তেও বেশ সুশ্রী!—আমাদের দেখেই সে যেন চোম্‌কে গেল!

সার্ মাথু তারে উগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুই?"

যুবতীও তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তোমরা কে?"

সার্ মাথু উত্তর কোল্লেন, "সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের বন্ধু আমি। এই বাড়ীর একজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করবার প্রয়োজন।"

সেই যুবতী উচ্চৈঃস্বরে তার পিতাকে আহ্বান কোল্লে। একজন বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হলো। তার সঙ্গে আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।

এই স্থানে অনেক প্রকার নূতন নূতন ঘটনা। দ্বাদশবর্ষ অনুপস্থিত। সেই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে পুরাতন লোকেরা কেহ কেহ পৃথিবী ত্যাগ কোরে গেছে, কেহ কেহ অতি বৃদ্ধ হয়ে পোড়েছে, কত বালক-বালিকার জন্ম হয়েছে। সার্ মাথু যেগুলিকে ছোট ছোট দেখে গিয়েছিলেন, তারা বড় হয়েছে। তাদেরও সন্তানসন্ততি জন্মেছে। সার্ মাথু তাদের সকলকে চিন্‌তে পাল্লেন না। তাঁরাও তাঁরে চিন্‌তে পাল্লে না! যে দুই একজন বৃদ্ধ জীবিত ছিল, কেবল তারাই অনেক বিলম্বে চিন্‌তে পাল্লে। কেননা, দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে গৃহস্বামীর অবয়বের অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। পরিচয় নিয়ে সকলের সঙ্গেই জানাশুনা হলো। বহুদিনের পর প্রভুদর্শনে বৃদ্ধ দাসদাসীরা সকলেই আনন্দ প্রকাশ কোল্লে। আমরা বাড়ীতেই থাক্‌লেম।

পরদিন জমীদারীর প্রজারা সকলেই এসে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে অভিবাদন কোল্লে, প্রত্যাগমনে অভিনন্দন কোল্লে। সকলেই যেন খুসী হলো। এই রকমে তিন চারি দিন কেটে গেল। আমার হাতে কিছুমাত্র কাজ নাই, চিঠীপত্রও লেখা হয় না, চিঠীপত্রও আসে না। কোন কিছু পাঠ করবার জন্য সার্ মাথু আর আমারে ডাকেনও না। প্রভাতে আর সন্ধ্যাকালে কেবল ক্ষণকালমাত্র আমরা দুজনে একসঙ্গে বোসে কথাবার্ত্তা কইতেম। রিডিং নগরে যে ভাব ছিল, সেখানে আর সে রকম নয়। সার্ মাথু আমারে বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করেন। কথার অবসরে কোন কোন নূতন কথাও আমি শুন্‌তে পাই। পূর্ব্বের খিট্‌খিটে ভাবটা তখন যেন একেবারেই সেরে গেল। এক একবার কেবল পুরাতন অভ্যাসবশে একটু একটু রাগ প্রকাশ করেন।

ছ দিনের দিন সন্ধ্যাকালে একখানা ডাকগাড়ী এসে পৌঁছিল। ছুটে আমি দেখ্‌তে

গেলেম।—দেখেই আমার হর্ষবিস্ময় একত্র! গাড়ী থেকে নাম্‌লেম, এমিলিয়া লেস্‌লী! তিনি একাকিনী এসেছেন। স্বামী সঙ্গে আসেন নাই। এমিলিয়া ঈষৎ হাস্যবদনে আমার প্রতি একবার নেত্রসঞ্চালন কোল্লেন। বৃদ্ধা পরিচারিকার হস্ত ধারণ কোরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। বৈঠকখানায় যে গৃহে সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন, সর্বাসর সেই গৃহেই তাঁরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই পর্য্যন্তই আমার দেখা। সে রাত্রে তাঁর সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হলো না। কি কি ঘটনা পূর্ব্বে হয়ে গেছে, এমিলিয়ার পতি কোথায়, কি অবস্থায় তিনি পোড়েছিলেন, সে বাড়ীর দাসীচাকরেরা সে সব কথা কিছুই জানে না। তখনো পর্য্যন্ত জান্‌তে পাল্লে না। সার্‌ মাথু নিজেও সে কথা কিছু বলেন নাই, আমারেও প্রকাশ কোত্তে নিষেধ কোরেছিলেন। জিজ্ঞাসাও কেহ করে নাই। আমিও কিছু বলি নাই।

এমিলিয়া লেস্‌লী এক সপ্তাহকাল হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে বাস কোল্লেন।—নির্জ্জনেই বাস। যে সকল লোক দেখাসাক্ষাৎ কোত্তে আস্‌তেন, কাহারও সম্মুখে তিনি বেরুতেন না। সর্ব্বদাই প্রায় মামার কাছেই বোসে থাক্‌তেন। যখন প্রয়োজন হতো, ডাক্‌তেন, কেবল তখনই আমি সেই ঘরে প্রবেশ কোত্তেম।—দেখ্‌তেম, উভয়ে তন্মনস্ক হয়ে কোনরকম গুপ্ত পরামর্শে ব্যাপৃত। একসপ্তাহ পরে সকলে বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো, বিবি এমিলিয়া আর এ বাড়ীতে থাক্‌ছেন না, শীঘ্রই তিনি চোলে যাবেন।

কথাটা ঠিক! যেদিন আমি সেই কথা শুন্‌লেম, সেইদিন বেলা তিনটার পর লাইব্রেরীঘরে আমার ডাক হলো। আমি সেইখানে উপস্থিত হোলেম। দেখ্‌লেম, মামাভাগ্নী উভয়েই সেইখানে বোসে আছেন। আমি প্রবেশ কর্‌বামাত্রই সার্‌ মাথু ধীরে ধীরে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বক্রনয়নে আমার দিকে চাইলেন। একটী কথাও বোল্লেন না। কোনপ্রকার অপ্রিয় লক্ষণও দেখালেন না। কোন কথা না বালেই, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এমিলিয়ার কাছে আমি থাক্‌লেম। তিনি আমারে বোস্‌তে বোল্লেন। যে আসনে কর্ত্তা বোসে ছিলেন, সেই আসনেই আমি বোস্‌লেম। অনেকক্ষণ এমিলিয়ার মুখপানে চেয়ে রইলেম। একপক্ষ পূর্ব্বে রিডিং নগরে যখন আমি তাঁরে তাঁর মামার কাছে এনে দিই, তখন তাঁর চেহারা যতদূর বিশ্রী হোতে হয়, ততদূর বিশ্রী ছিল। সেদিন দেখ্‌লেম, চমৎকার পরিবর্ত্তন! মুখে আর ভাবনাচিন্তার লক্ষণ কিছুমাত্র ছিল না। বদন প্রফুল্ল! সেই প্রফুল্লবদনে মৃদুমধুর হাসি!—কতই যেন সুখী! কতই যেন চমৎকার রূপ! এমিলিয়া তখন কতই যেন সুখী! বাগ্‌সটনগরের নিকটে সেই ক্ষুদ্র শুভ্রকুটীরে যেদিন তাঁরে আমি প্রথম দেখি, সেদিনও সেই এলোকেশী রূপ ছিল,—রূপের এতখানি মাধুরী ছিল না! হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদের পুস্তকাগারে সেই এমিলিয়া লেস্‌লী আমার নয়নে চমৎকার রূপবতী!

সুস্নিগ্ধস্বরে এমিলিয়া আমারে বোল্লেন, "জোসেফ! তুমি আমার বিস্তর উপকার কোরেছ। আমার হৃদয় তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তোমার অকপট সাধুতার বিশেষ

পরিচয় আমি প্রাপ্ত হয়েছি। ঈশ্বরের প্রসাদে অবশ্যই পৃথিবীতে তুমি সুখী হবে। আজ তোমার সঙ্গে আমার অনেকগুলি বিশেষ কথা আছে। আগে আমি আমাদের নিজের কথা বলি, তার পর অন্য কথা। তোমার অনুগ্রহে যেদিন মামার কাছে অভয় পাই,—যে দিন তিনি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কোরে, আমারে আশ্রয় দেন, সেদিন এক ঘণ্টাকাল আমি তাঁর কাছে ছিলেম। অনেক রকমের অনেক কথা হয়েছিল। তোমার গুণের কথা বারবার আমি তাঁরে বোলেছিলেম। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে তুমি কেবল রাতদিন খিট্‌খিটে দেখেছিলে,—খেঁকী দেখেছিলে, বস্তুত তাঁর আসল প্রকৃতি তুমি জান না। স্থূল কথা আমি যতদূর জানি, তত তুমি জান না। অন্তরে অন্তরে তিনি তোমারে অত্যন্ত স্নেহ করেন।—অন্তরে অন্তরে অকপট বিশ্বাস করেন। মিত্রভাবে তোমারে তিনি ভালবাসেন। বহুদিবসাবধি পৃথিবীর কোন লোকের উপরেই তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। এখন দেখ্‌ছি,—তাঁর মুখেই আমি শুনেছি, তুমিই কেবল একমাত্র তাঁর বিশ্বাসপাত্র। কত বিশ্বাস তোমার উপর, অবিলম্বেই তা তুমি জান্‌তে পার্‌বে। কত বড় একটী বিশ্বাসের কাজ তোমার হাতে সমর্পিত হবে, সেই কথাই এতক্ষণ হোচ্ছিল। কত বড় গুরুতর একটী কার্য্য তোমারে সম্পাদিত কোত্তে হবে, এখনই হয় ত তা তুমি জান্‌তে পার্‌বে। আমিও বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আহ্লাদপূর্ব্বক তুমি সে কাজে সম্মত হবে। তোমার অন্তঃকরণ আমি জেনেছি। তোমার মহত্ত্ব আমি বুঝেছি। দেখ জোসেফ! মনের কথা আজ খুলে বলি। কৃতজ্ঞতার চক্ষে আমি দেখি, তুমি যেন আমার সহোদর ভাই!”

এইখানে এমিলিয়া একটু থাম্‌লেন। প্রশান্তনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে, কিয়ৎক্ষণ যেন কি চিন্তা কোল্লেন। ধীরে ধীরে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেনঃ—

“মামা আমারে বোলেছেন, আমার স্বামীর সঙ্গে তিনি দেখা কোত্তে ইচ্ছা করেন না। জেদ কোরে দেখা করাই, সে সাহসও আমার হয় না। আমি জানি, যে কথা তিনি বলেন, সে বিষয়ে বিলক্ষণ দৃঢ়সংকল্প থাকেন। যে রাত্রে তুমি আমারে এনে দেও, সে রাত্রে তিনি আমার হাতে কিছু টাকা দেন। আপাতত আমাদের যে সকল খরচপত্রের আবশ্যক, সেই টাকাতেই তা আমি নির্ব্বাহ করি, সেইটীই তাঁর ইচ্ছা। তিনি আমারে আরও বলেন, যাতে আমার পতির চরিত্র ভাল হয়, সে চেষ্টায় আমি যেন বিরত না থাকি। তিনি আমারে আরও পরামর্শ দেন, পতি খালাস হবার পর আমরা যেন লিভারপুরে চোলে যাই। সেখান থেকে মার্কিণ দেশে গিয়ে বাস করি। এই বাড়ীতে আস্‌বার উপদেশ ছিল, সেই জন্যই আমি এসেছি। কালিই আমি চোলে যাব। কালিই আমি আমার স্বামীর সহিত লিভারপুলে যাত্রা কোর্‌বো। এক সপ্তাহের মধ্যেই ইংলণ্ড পরিত্যাগ কোরে যাব। বোধ হয়, এ জীবনে আর ফিরে আস্‌বো না। চিরদিনের মত বিদেশবাসী হব। ফলী নামে যে সকল দুষ্ক্রিয়া হয়ে গেছে, দেশে থাক্‌লে সেই কথা তুলে সকল লোকেই উপহাস কোর্‌বে,—ঘৃণা কোর্‌বে, কাজে কাজেই

বিদেশে যাওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। সেখানে আমরা প্রকৃতনামে পরিচয় দিয়ে—সৎপথে থেকে জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হব। কোন রকম কার্‌বার কোরে স্বচ্ছন্দে গুজরাণ কর্‌বার উপায় হবে। মামাই তার উপায় কোরে দিয়েছেন। প্রচুর মূলধন আমার হাতে দিয়েছেন। কালিই আমি বিদায় হব।”

এমিলিয়ার এই সকল কথা শুনে অবিরলধারে আমার অশ্রুপাত হোতে লাগ্‌লো। হৃদয় অত্যন্ত কাতর হলো। কথা ফুট্‌লো না!—ব্যস্ত হয়ে অশ্রুমার্জ্জন কোল্লেম। এমিলিয়া আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেনঃ—

“শোন জোসেফ উইলমট! অনেক সৎকার্য্য তুমি কোরেছ। আরও সৎকার্য্য তোমার বাকী আছে। তোমার দ্বারা আমাদের আরও অনেক উপকার হবে। পরমেশ্বর দয়া কোরে তোমারে আমার মামার কাছে এনে দিয়েছেন। তোমা হোতেই তাঁর ভগ্নহৃদয়ে পুনর্ব্বার দয়ামমতা স্থান পেয়েছে। এ সকল ঈশ্বরের লীলা সন্দেহ কি? তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের করুণা,—তাঁর কর্ণে ঈশ্বরের বাক্য! ঈশ্বরের অনুগ্রহেই তিনি এখন পরিবারের প্রতি সদয় হয়েছেন। ঈশ্বরের উপদেশেই তিনি এই হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে ফিরে এসেছেন। এখন শোন তাঁর মনের নিগূঢ় অভিপ্রায় কি? তাঁর মুখেই আমি শুন্‌লেম, ইতিপূর্ব্বেই তিনি নিজমুখে তোমার কাছে কতক কতক প্রকাশ কোরেছেন। চল্লিশ বৎসর হলো, লেডী হেসেল্‌টাইন একটী কন্যা প্রসব করেন। তিনবৎসর পরে তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ কোরে যান। পত্নীবিয়োগে কিছুদিন আমার মামার সাংসারিক সুখশান্তি নষ্ট হয়েছিল। আমার জননী সেই মাতৃহীনা কন্যাটীকে প্রতিপালন করেন। কিছুদিন পরে কাপ্তেন গ্রান্‌বিব সঙ্গে আমার জননী পলায়ন করেন। একে পরম প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীবিয়োগ, তাহার উপর সেই ভালবাসা ভগিনীর পলায়ন! উপর্য্যুপরি ছুটী নিদারুণ আঘাত! কাপ্তেন গ্রান্‌বি আর আমার জননীর কি দশা হয়, সেকথা আর আমি বোল্‌বো না। তাঁরাই আমার জনকজননী। তুমিও তাঁদের অনেক পরিচয় পেয়েছ। এখন আমি যে কথা তোমারে বোল্‌বো, সেটী হোচ্চে সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কন্যার কথা। পূর্ব্বে আমি এসব কথা জান্‌তেম না। আজ এইমাত্র মামার মুখে সে সব কথা শুন্‌লেম। নিজে তিনি তোমারে সে সকল কথা বোল্‌বেন না,—বোল্‌তে ইচ্ছাও করেন না, সেই কারণেই আমার উপর ভার হয়েছে। আমি তোমারে অনুরোধ কোচ্চি, স্থির হয়ে আমার কথাগুলি শোন!”

“আমি ত স্থির হয়েই আছি। আপ্‌নার সমস্ত কথাই ত আমি মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ছি। বলুন আপ্‌নি!”—এমিলিয়া বোল্‌তে লাগ্‌লেনঃ—

“আমার মাতুলকন্যার বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর, সেই সময় তাঁর পিসী নিরুদ্দেশ হন। সেটা আজ ত্রিশবৎসরের কথা। আঘাতের উপর আঘাত! মামার দুঃখের সীমাপরিসীমা থাকলো না। জগৎকে তিনি অবিশ্বাস কোত্তে লাগ্‌লেন।—না, জগৎ শুদ্ধ সব নয়, একটী প্রাণী ছাড়া। সেই একটী প্রাণী কে?—তাঁর পরমসুন্দরী স্নেহবতী

বালিকা কুমারী। যে ভগ্নীকে তিনি প্রাণতুল্য ভালবাস্তেন, সেই ভগ্নীর পলায়নের পর সমস্ত স্নেহ,—সমস্ত বিশ্বাস, কেবল সেই কন্যাটীর উপরেই বিন্যস্ত থাক্লো। স্নেহের বদলে ভগ্নীর উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মালো। সেই কন্যাই তখন তাঁর জগৎসর্ব্বস্ব। নিজে আর বিবাহ কর্বার ইচ্ছা হলো না। বিমাতা পাছে কন্যার প্রতি অযত্ন করেন, হিংসা করেন, তাই ভেবেই তিনি আর বিবাহ কোল্লেন না। মেয়েটীর যাতে ভাল হয়, মেয়েটী যাতে সুখী থাকে, সাংসারিক জীবনে সেইমাত্রই তাঁর লক্ষ্য হলো। প্রাণের ভিতর সর্ব্বদাই ভয়! মেয়েটীকে স্কুলে দিলেন না, বাড়ীতেই শিক্ষয়িত্রী রেখে দিলেন। মেয়েটীর বেশ লেখাপড়া শিক্ষা হলো। দিন যায়,—মাস যায়—বৎসর যায়, কুমারী হেসেল্‌টাইন সপ্তদশবর্ষে উপনীত। কন্যার বিবাহসম্বন্ধে সার্ মাথু ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। যেমন সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম, সেই রকম সম্ভ্রান্তপরিবারের সহিত কুটুম্বিতা হয়, সেইটীই তাঁর ইচ্ছা। পুত্রসন্তান নাই,—বংশের উপাধির উত্তরাধিকারী থাক্‌বে না,—নিজের জীবনের সঙ্গেই সেই উপাধিটী ডুবে যাবে, অবশ্যই সেটী তিনি জান্‌তেন। সমস্ত বিষয় বিভব কন্যাটীকেই দিয়ে যাবেন, এই তাঁর অভিলাষ ছিল। স্বামীর উপাধিতে কন্যার আরও উচ্চ উপাধি লাভ হবে, মনে মনে সে আশাও তিনি রেখেছিলেন। কন্যার যখন অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় একজন উচ্চপদস্থ যুবাপুরুষ তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। সেই যুবাপুরুষের নাম লর্ড বর্লে। বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশবৎসর। শৃগালশিকারে ভারী আমোদ। আহার-বিহারে ভারী সৌখীন। যে কুমারী তত নির্জ্জনে প্রতিপালিতা হয়েছে, সে কুমারীকে বিবাহ কোরে তিনি সুখী হবেন কি না,—যার সঙ্গে বিবাহ হবে, তারেও সুখে রাখ্‌তে পার্‌বেন কি না, লর্ড বর্লে সে দিকে বড় একটা নজর রাখ্‌তেন না। সার্ মাথু ক্রমে ক্রমে কন্যাকে ঐ সম্বন্ধের কথা জানালেন। সেই যুবাকেই বিবাহ কোত্তে হবে, এই রকম অনুরোধও কোল্লেন। কন্যাও সেইরূপ আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। পিতার অনিচ্ছায়—পিতার অমতে, কোন কার্য্যেই তার প্রবৃত্তি ছিল না। পিতার কথার উপর কখনই দ্বিরুক্তিও কোত্তেন না;—কিন্তু অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাতে পারে? আর একজনের প্রতি কন্যার তখন মন মোজেছিল। কেন্দালনগরের একজন ধর্ম্মযাজকের প্রতি তিনি তখন অনুরাগিণী। সেই যাজকের নাম বেণ্টিঙ্ক। বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসরমাত্র। মামার মুখে শুন্‌লেম, সেই বেণ্টিঙ্ক পরমরূপবান্, বুদ্ধিমান্, অতি অমায়িক। সেই সকল গুণেই কুমারী হেসেল্‌টাইন মোহিত হয়ে পড়েন। পিতার মন একদিকে, কন্যার মন অন্যদিকে। তেমন অবস্থায় বিপরীত ঘোটে দাঁড়ালো! লর্ড বর্লের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, তিনি বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে পলায়ন কোল্লেন! যখন পলায়ন করেন, পিতার নামে তখন একখানি পত্র লিখে যান। সে পত্রে লেখা ছিল, তিনি বিবাহ কোর্‌বেন। বিবাহের পর পতিসমভিব্যাহারে হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে ফিরে আস্‌বেন। পিতার পদতলে ক্ষমা প্রার্থনা কোর্‌বেন!

"সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন!—আহা! কি প্রকৃতির লোক, অকস্মাৎ কি হয়ে গেলেন!

পত্নীর মৃত্যু,—ভগ্নীর পলায়ন, কন্যার পলায়ন ! তিন আঘাত ! হৃদয়ের দয়ামায়া সমস্তই যেন উড়ে গেল ! আজ আমি তাঁরিই মুখে শুনলেম, কন্যার সেই পত্রখানি যখন তিনি পড়েন, তখন তাঁর রাগও হলো না, চক্ষেও জল পোড়লো না ! জাদুকরের ভেলকীতে তিনি যেন পাষাণ হয়ে গেলেন ! যে কন্যা তাঁর হৃদয়ের পবিত্র ভালবাসার সামগ্রী, সেই কন্যাকে তিনি জন্মের শোধ বর্জ্জন কোল্লেন ! কন্যার নাম মুখেও আর আনলেন না ! রজনীপ্রভাতেই হেসেলটাইনপ্রাসাদ পরিত্যাগ কোরে গেলেন ! কন্যার নামে একখানি চিঠী লিখে রেখে গেলেন। বিবাহের পর কন্যা যদি বাড়ীতে ফিরে আসে, সেই পত্র দেখবে। পত্রে ছিল কি ?—জন্মশোধ পরিবর্জ্জন !

"সার্ মাথু হেসেলটাইন আপনার শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ কোরে, দেশে দেশে পর্য্যটন কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন ! যেখানে যান, কোথাও মনস্থির হয় না ! দিবানিশি মন পোড়ে ! পৃথিবীর যে দেশে—যে নগরে—যে পল্লীতে, যত নরনারী তিনি দর্শন করেন, সকলকে দেখেই ঘৃণা হয় ! কোনকালে জানা নাই, শুনা নাই, সকলের প্রতিই অবিশ্বাস ! একাকী যেন সন্ন্যাসীর মত দেশে দেশে ভ্রমণ করেন ! একটীমাত্র চাকরও সঙ্গে ছিল না ! ইউরোপের সমস্ত দেশ তিনি পর্য্যটন করেন। আকাশবিহারী প্রেতাত্মা যেমন ইচ্ছাবশে হেথা সেথা উড়ে উড়ে বেড়ায়, সার্ মাথু হেসেলটাইন ঠিক যেন সেই রকম হোলেন !—উড়ে উড়েই বেড়াতে লাগলেন ! কোন স্থানেই বেশীদিন বাস করেন না। মানুষের সঙ্গেও দেখা করেন না !—সমাজের লোককে যেন বিষ দেখেন ! ক্রমে ক্রমে মেজাজ বিগড়ে গেল !—ঘোরতর রাগী—খেঁকী—খিটখিটে হয়ে উঠলেন ! অভ্যাসবশে সেই উগ্রপ্রকৃতিই যেন তাঁর দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে দাঁড়ালো ! একবৎসর কাল বাহিরে বাহিরেই কাটালেন। সেই একবৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড থেকে তাঁর নামে রাশি রাশি চিঠী পৌঁছিল। হস্তাক্ষর দেখেই তিনি জানতে পাল্লেন, সে সকল চিঠী তাঁর কন্যারই লেখা। একখানিও তিনি পাঠ কোল্লেন না ! যেমন হাতে পড়ে, তৎক্ষণাৎ অমনি আগুনে দেন ! ক্রমাগত রাশি রাশি চিঠীই ভস্মরাশি ! একবৎসর পরে বিষয়কার্য্যের অনুরোধে, তাঁরে একবার দেশে ফিরে আসতে হয় !—এই প্রাসাদেই ফিরে আসেন। এখানে এসে আর একখানি পত্র পান। সেখানিও কন্যার লেখা। কিন্তু সেই চিঠীর খামের উপরে কৃষ্ণরেখা সমঙ্কিত !—শোকসূচক চিহ্ন দেওয়া ! শোকসূচক পত্রিকা ! সেখানি তিনি না খুলে থাকতে পাল্লেন না। খুল্লেন।—দেখলেন, সুদীর্ঘ চিঠী। শোকপূর্ণ—করুণাপূর্ণ—বিষাদপূর্ণ—মিনতিপূর্ণ সুদীর্ঘ চিঠী। বেণ্টিঙ্কের মৃত্যুসংবাদ ! কেবল সেইমাত্র শোকসংবাদ নয়, পতির মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তার একটী কন্যাসন্তান জন্মেছে ! বিবাহের পর সম্বৎসরকাল অতিকষ্টেই দিন গিয়েছে ! বেশী কথা কি, প্রায় উপবাসেই দিন কেটেছে ! বেণ্টিঙ্কের কর্ম্ম যায়। অন্য কর্ম্ম অন্বেষণ করেন। তাও জোটে না ! দুঃখের শেষ নাই ! বিধবা অবস্থায় নানাকষ্টে হতভাগিনীর ভয়ানক ব্যাধি জন্মেছে ! সেই পত্রে হতভাগিনী পিতার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কোরেছেন। আরও লিখেছেন, বাড়ীতে যদি স্থান না দেন,

উপবাসে যাতে না মরি, ক্ষুদ্র শিশু কন্যাটী যাতে অনাহারে না মরে, এমন কিছু উপায় করেন!—উঃ! শেষ কথা বোল্‌তে কষ্টে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে! মামার মুখেই শুন্‌লেম, মামা তখন ভয়ানক নিষ্ঠুর! তাঁর হৃদয় তখন যেন পাষাণ অপেক্ষাও পাষাণ হয়ে উঠ্‌লো! যে আসনে তুমি বোসে আছ, একঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ আসনেই তিনি বোসে ছিলেন, আমার কাছে ঐ কথা বোল্‌তে বোল্‌তে তখন তিনি ঐ আসনের উপর কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন! স্বীকার কোল্লেন, সে সময় তাঁর মায়াদায়া কিছুই ছিল না। এখন কিন্তু আর সাম্‌লাতে পাল্লেন না! শোক যেন নূতন হয়ে ফুলে উঠ্‌লো! এক-খানি চিঠীর ভিতর পঞ্চাশ পাউণ্ডের একখানি ব্যাঙ্কনোট দিয়ে, সেই সময় তিনি উত্তর পাঠালেন। সেই পর্য্যন্তই তাঁর শেষ!—উত্তরে লিখে দিলেন, আর যেন পিতার কাছে তিনি কিছুমাত্র প্রত্যাশা রাখেন না!—চিঠি আসিলে মোড়কশুদ্ধ আগুনে যাবে! পূর্ব্বে যত চিঠী এসেছিল, সমস্তই জলন্ত অগ্নিশিখায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে!

"যে কাজের জন্য ইংলণ্ডে আসা হয়েছিল, সে কাজটী সমাধা কোরে, সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন পুনর্ব্বার বিদেশবাসী হোলেন। পূর্ব্ববৎ উদসীনবেশে ক্রমাগত দুই বৎসর তিনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ কোল্লেন! দুই বৎসরের মধ্যেও কন্যার হস্তাক্ষরী অনেক-গুলি চিঠী প্রাপ্ত হন। একখানিও পাঠ করেন নাই! তার পর চিঠী আসা বন্ধ হয়। দুই বৎসর পরে পুনরায় তিনি ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। এই হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদেই বাস করেন। লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন না! কাহারও সহিত আলাপও করেন না! খিট্‌খিটে মেজাজ, দিনদিন আরও খিট্‌খিটে হয়ে উঠ্‌লো। কিছুদিন পরে লোকমুখে তিনি শুন্‌লেন, বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ হয়েছে। তার নূতন স্বামীর অনেক টাকা আছে। লণ্ডন নগরে বেশ কার্‌বার চালায়। সে সংবাদ পেয়েও, সার্‌ মাথু কন্যার প্রতি সদয়ভাব প্রকাশ করেন না! অনেকদিন চিঠীপত্র পান নাই, তাতেই স্থির কোল্লেন, কন্যা এখন হয় ত সুখে আছে, পিতার সাহায্য আর প্রয়োজন হয় না। ক্ষমা চাইতেও ইচ্ছা হয় না। সার্‌ মাথু দ্বিতীয়বার দেশে ফিরে আস্‌বার চারি পাঁচ বৎসর পরে আমার জননীর মৃত্যু হয়। আমি তখন বালিকা। সুতরাং মামার কাছেই আশ্রয় পাই। সেই সময় সার্‌ মাথু পুনর্ব্বার কন্যার একখানি চিঠী পান। সেটীও আজি তেরো বৎসরের কথা। কন্যার নূতন স্বামী তখন অকস্মাৎ দেউলে হয়ে যায়! বিলক্ষণ দুর্নাম রটেছে! কেহই আর তারে বিশ্বাস করেন না! এম্‌নি দুরবস্থা! আমার মাতুলকন্যা সমস্ত কথাই পিতাকে লিখে পাঠান। দয়াপ্রার্থনা করেন। অপরাপর চিঠীর সঙ্গে মামা সেই চিঠীখানি ভুলে খুলে ফেলেন। শিরোনামের হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত ভাল কোরে দেখেন নাই। অন্যমনস্কে খুলে ফেলেই আগাগোড়া পাঠ করেন। কন্যার ভয়ানক দুরবস্থা জান্‌তে পারেন। তথাচ তাঁর রাগ পড়ে না; ঘৃণাও কমে না! চিঠীখানির উত্তর দেন।—অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরে তিনি লেখেন, কিছুমাত্র সাহায্য কোর্‌বেন না, কন্যাও যেন তাঁর কাছে আর কিছুমাত্র প্রত্যাশা না রাখেন, চিঠীপত্রও আর না লেখেন। তাঁর মন সেই সময়

আরও অস্থির হয়ে উঠে। কোন লোকের প্রতিই বিশ্বাস ছিল না। ক্রমশ সেই অবিশ্বাসটা আরও বেড়ে বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! তিনি ভাব্‌লেন, সমস্ত জগৎটাই প্রতারণায় পরিপূর্ণ! তিনি ভাব্‌লেন, এমন প্রতারণাপূর্ণ সংসারে বাস করাই বিড়ম্বনা! মনে মনে সেইটী নিশ্চয় কোরে, অবশেষে তিনি একান্ত নির্জ্জনবাস আশ্রয় কোল্লেন। পৈতৃক ভদ্রাসনের কথা ভুলে গেলেন! দেশভ্রমণেও আর ইচ্ছা থাক্‌লো না। যে দেশে জানালোক একটীও নাই, যে দেশের লোকেরা তাঁরে চিনেও না, এমন দেশে বাস করাই তাঁর সংকল্প হলো। কি ভেবে রিডিংনগরে গিয়ে বাস কোল্লেন, সেটা আমি ঠিক জানি না। রিডিংনগরেই দ্বাদশবর্ষ বাস হয়। পূর্ব্বেই আমি তোমারে বোলেছি, মামার স্নেহযত্নে লালিত-পালিত হয়ে, হবার্ড লেস্‌লীর সঙ্গে আমিও পলায়ন করি! আমার পলায়নের পর তাঁর মন আরও ভেঙে যায়। আমার পলায়নের পরেই রিডিংনগরে অবস্থান। আমার অবস্থার কথা আমার মুখেই তুমি শুনেছ, স্বচক্ষেও দেখেছ। তুমিই আমারে মামার কাছে এনে দিয়েছ। তিনি আমারে মাপ কোরেছেন। আবার তিনি ভদ্রাসনে ফিরে এসেছেন। সত্য বোল্‌ছি জোসেফ! তোমা হোতেই এই সকল মঙ্গলঘটনা ঘোটেছে। তোমার গুণের কথা এ জীবনে আমি ভুল্‌বো না। এখন আমি শুন্‌লেম, দুঃখিনী কন্যাটীকে আবার তিনি আশ্রয় দিতে ইচ্ছা প্রকাশ কোরেছেন। সেই কন্যার গর্ভে যারা যারা জন্মেছে, তাদেরও তিনি ঘরে এনে লালনপালন কোর্‌বেন। এই ইচ্ছাও তাঁর হয়েছে। কেবলমাত্র ইচ্ছা নয়, সংকল্পই ঠিক! সেই সংকল্পের বশবর্ত্তী হয়েই তিনি এই হেসেল্‌-টাইনপ্রাসাদে ফিরে এসেছেন। এতদিনের পর পরিত্যক্ত কন্যাটীকে তিনি পুনরায় কোলে নিবেন। লণ্ডনে তাঁর যে একজন উকীল আছেন, সেই উকীলের পত্রেই মাঝে মাঝে তিনি কন্যাটীর কিছু কিছু সংবাদ পান। সুতরাং কন্যা এখন কোথায় কি ভাবে আছেন, সেটী নির্ণয় করা বড় একটা কঠিন কার্য্য নয়। এখন হয় ত তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চো, তোমারে আবার কি মহৎকার্য্যে ব্রতী হোতে হবে। তোমার প্রতি আমার মামার কেবলমাত্র বিশ্বাস জন্মেছে এমন নয়, তাঁর মুখেই আমি শুন্‌লেম, তিনি তোমারে পরম বিশ্বাসভাজন মিত্র জ্ঞান করেন। তোমা হোতেই সেই কন্যাটীর উদ্ধার সাধন হবে, এটী তাঁর হৃদয়ের স্থির বিশ্বাস। কিন্তু এ সব কথা তিনি নিজমুখে তোমারে বোল্‌বেন না। বিশেষত আমি এখানে উপস্থিত আছি, তোমার সাক্ষাতে তোমারে সে সব কথা বোল্‌তে তিনি লজ্জাবোধ করেন। পূর্ব্বে তুমি তাঁর কাছে চাকর ছিলে, সে অভিমানটা মনে মনে আছে। আমারেই বোল্‌তে বোলেছেন। এখন বল জোসেফ! তুমি এই গুরুভার বহন কোত্তে রাজী আছ কি না?”

“ওঃ! আহ্লাদপূর্ব্বক আমি রাজী আছি! সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন আমারে এতদূর বিশ্বাস করেন, এটা ত আমার পক্ষে অপরিসীম শ্লাঘার কথা। এখনই আমি সেখানে যেতে প্রস্তুত আছি। তোমারে আমি যেমন কোরে এনে দিয়েছি, তাঁর কন্যাটীকেও সেই রকমে এনে দিব। এটী ত আমার পক্ষে পরম সুখের বিষয়!”

এমিলিয়া বোল্লেন, "তা ত বটেই! যে রকম সাধু অন্তঃকরণ তোমার, একাজে তুমি যে সুখী হবে, সেটা আমি বেশ জানি! কিন্তু দেখ, প্রস্থানের পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে তুমি দেখা কোত্তে পারে না! আমার উপরেই সমস্ত বন্দোবস্তের ভার হয়েছে। তুমি যাও! লণ্ডনে উপস্থিত হয়েই, সেই উকীলের সঙ্গে তুমি আগে দেখা কোরো। সেই উকীলের নাম টেনান্ট। তাঁর নামে একখানি চিঠী লেখা হয়েছে। চিঠীখানি তুমি নিয়ে যাও! সেই উকীলের কাছেই তুমি সমস্ত সন্ধান পাবে। ধর, এই লও সেই চিঠী। এই লও রাহাখরচের টাকা!"

চিঠী আর টাকাগুলি গ্রহণ কোরে, সাগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কন্যাটির নাম কি? তাঁর স্বামীরই বা নাম কি?"

"সে কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোরো না!"—মৃদু হেসে বিবি লেস্‌লী মৃদুস্বরে আমারে বোল্লেন, "ও সব কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোরো না! সার্ মাথু যে ধরণের লোক, যে ভাবে তিনি কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, তা তুমি জেনেছ। নানাকথা জিজ্ঞাসা কোরে, অত ব্যগ্রতা জানিও না। তাঁরে সন্তুষ্ট রাখ্‌তে পাল্লেই সব কাজ সুসিদ্ধ হবে।"

আমি বোল্লেম, "তবে আর আমার কিছুই জিজ্ঞাসা কর্‌বার নাই। আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমি রওনা হব।"

এমিলিয়া আমারে আশীর্ব্বাদ কোরে বোল্লেন, "ঈশ্বর করুন, কার্য্য সফল কোরে, তুমি শীঘ্র শীঘ্র ফিরে এসো। আমি এখন তোমার কাছে বিদায় হোলেম! এ জীবনের আর তোমার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে কি না, সে কথা কেবল সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরেরই মনে থাক্‌লো!—আমরা তোমারে চিঠীপত্র লিখ্‌বো, আমার স্বামীও লিখ্‌বেন। ঠিকানাও আমাদের বেশ জানা থাক্‌লো। কেননা, আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, এই বাড়ীতেই তুমি থাক্‌বে। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন যতদিন বেঁচে থাক্‌বেন, ততদিন তুমি এ আশ্রয় পরিত্যাগ কোরে কোথাও যাবে না, সেটী আমি বেশ জান্‌তে পেরেছি। যদি যাও, সেটা তোমার নিজেরই দোষ। তাঁর জীবনাবসানেও আমরা তোমারে ভুলে যাব না। কৃতজ্ঞহৃদয়ে চিরদিন আমরা তোমারে স্মরণ রাখ্‌বো। যাতে তুমি সুখে থাক, সে ইচ্ছা কখনই আমাদের অন্তর থেকে দূর হবে না। জগদীশ অবশ্যই তোমার মঙ্গল কোর্‌বেন। তোমার যদি কোন অমঙ্গল ঘটে, তা হোলে আমরা নিশ্চয় মনে কোর্‌বো, ঈশ্বরের কাছে সুবিচার নাই! তোমার মহত্ত্বের কথা আরও আমি বেশী বোল্‌তে পাত্তেম, কিন্তু তোমারে আমি ছেড়ে যাচ্ছি, মহাকষ্টে আমার হৃদয় ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে, আর আমি বেশী বোল্‌তে পাল্লেম না!—এখন বিদায়!"

আমিও আর বেশী কথা বোল্‌তে পাল্লেম না। চিঠীখানি আর টাকাগুলি নিয়ে, অশ্রুপূর্ণনয়নে মাথা হেঁট কোরে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেম।

আপ্‌নার ঘরেই আগে গেলেম। যা যা জিনিসপত্র সঙ্গে দরকার, একটী কার্পেটের ব্যাগে সেইগুলি সব সংগ্রহ কোরে নিলেম। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ

কর্‌বার আর প্রয়াস পেলেম না। গাড়ী প্রস্তুত ছিল, শীঘ্র শীঘ্র নেমে এসে, সেই গাড়ীর উপর লাফিয়ে উঠ্‌লেম। গাড়ীখানা খুব দ্রুত ছুট্‌তে লাগ্‌লো। অল্পক্ষণমধ্যেই কেন্দাল-নগরে উপস্থিত। তখন ঠিক সন্ধ্যা। আধঘণ্টা পরেই অন্য গাড়ীতে আরোহণ কোরে, আমি লণ্ডন-নগরে যাত্রা কোল্লেম। অনেকদিন আমি লণ্ডনে যাই নাই। দুরাত্মা লানোভার যেবার আমারে অজ্ঞান কোরে কুলীজাহাজে চালান কোরেছিল, সেইবারের পর, এইবার আমার আবার লণ্ডনযাত্রা। সেটা প্রায় কুড়ী মাসের কথা। তার পর আর একবার পার্থসায়ারের হোটেলে লানোভারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেই পিশাচের ভয়েই সার্ আলেকজণ্ডর করন্দেলের কর্ম্ম ছেড়ে স্কট্‌লণ্ড থেকে আমি পালাই। সেটাও প্রায় একবৎসরের কথা। প্রায় সর্ব্বক্ষণই সেই পাপাত্মার পৈশাচিক চেহারা আমার স্মরণপথে উপস্থিত হয়! যেন ভয়ানক স্বপ্নবশেই সেই বিকট পিশাচের বিকট চেহারা আমার নয়নপথে উপস্থিত হয়ে, ঘোর অন্ধকার নিশাকালে ঘন ঘন ভয় দেখায়! তখনো পর্য্যন্ত লানোভারের ভয় আছে! কিন্তু পূর্ব্বে যত ছিল, তত নাই। যে শুভ উদ্দেশে শুভকার্য্যে আমি চোলেছি, লণ্ডনে উপস্থিত হোলে, দুরাত্মা লানোভার তাতে কোন রকম বাধা দিতে পার্‌বে, মনের মধ্যে সে ভয়টা তখন কিছুমাত্রই রাখ্‌লেম না।

আমি লণ্ডনে যাচ্ছি। লণ্ডনেই আনাবেল আছেন। সর্ব্বক্ষণ ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, কোন গতিকে একটীবার মাত্রও কি আনাবেলের দেখা পাব না? মনে মনে সহস্র প্রকার উপায় উদ্‌ভাবন কোত্তে লাগ্‌লেম। সকল উপায়ই যেন স্বপ্নের মত উড়ে যেতে লাগ্‌লো! আনাবেলের কথা যখনই ভাবি, তখনই যেন এক ছায়ামূর্ত্তি আমার নয়নপথে উপস্থিত হয়! সেই ছায়া একটী নারীমূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তি যেন কি একটী সামগ্রী কোলে কোরে নিয়ে আস্‌ছে! সে মূর্ত্তি কার?—লেডী কালিন্দী আর শিশু জোসেফ!

আবার আমার আর এক ভাবনা!—যদি দৈবাৎ কালিন্দীর সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে, তা হোলে আমি কি কোর্‌বো? মনে মনে প্রশ্ন আসে, উত্তর আসে না! সন্তানের মায়া মহামায়া! সেই মায়ায় তখন আমার মন চঞ্চল হোতে লাগ্‌লো! তখনই আবার অন্যভাবের উদয়! কালিন্দীকে যদি বিবাহ করি, ছেলেটীকে যদি নিজের ছেলে বোলে অঙ্গীকার করি, জীবনের প্রধান আশাভরসায় জলাঞ্জলি হয়ে যাবে! দৈবগতিকে কালিন্দী আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে, সেটাও এক প্রকার শুভগ্রহ বোল্‌তে হবে! এটাও এক একবার ভাবি। কিন্তু আনাবেল?—ওঃ! কেন আমার সে আশা আসে? কেন আমি আর আনাবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার ইচ্ছা করি? সে সুখস্বপ্ন আর কেন দেখি? কালিন্দীর গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছে! প্রাণ যদিও আমার কালিন্দীকে ভালবাস্‌তে চায় না, কিন্তু আমার উপর কালিন্দীর তখন সম্পূর্ণ দাবী! সে অবস্থায় আনাবেলের মুখ দেখ্‌তে কেন আমার ইচ্ছা হয়? কিন্তু হায় হায়! প্রেমের শক্তি অনন্ত! প্রেম আমারে আশা দেয়!—প্রেম আমারে ভালমন্দ বিচার কর্‌বার ক্ষমতা দেয়! সেই সময় সমস্ত ভাবনাই যেন আমি ভুলে যাই! আনাবেলকে দর্শন কর্‌বার

ইচ্ছাই বলবতী হয়ে উঠে! আনাবেলের সঙ্গে দেখা কোর্‌বো!—যে রকমে পারি, একটীবারমাত্র আনাবেলকে দেখ্‌বো! যাঁরা আমার মত ভালবেসেছেন, তাঁরাই বুঝ্‌তে পার্‌বেন, আনাবেলের দর্শন-আশা আমার হৃদয়ে তখন কতদূর বলবতী!

লণ্ডনে উপস্থিত হোলেম। পথে আর কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হলো না। হল্‌বরণের একটী হোটেলে আমি বাসা নিলেম। সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইনের উকীল একটী সরাইখানায় বাস করেন। সেই সরাইখানার নিকটেই সেই হোটেল। বেলা প্রায় ১০টার সময় আমি উকীলের বাসায় উপস্থিত হোলেম। উকীল টেনান্টসাহেব বৃদ্ধলোক। তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কোল্লেম। পত্রখানি তাঁর হাতে দিলেম। একমনে অনেকক্ষণ ধোরে তিনি সেই পত্রখানি পাঠ কোল্লেন। বলা বাহুল্য, পত্রখানি অতিদীর্ঘ।

উকীলসাহেব সমাদরে আমারে বোস্‌তে বোল্লেন। আমি বোস্‌লেম। বিশেষ সমাদর কোরে তিনি আমারে বোল্লেন, "পত্রে আমি দেখ্‌লেম, তোমার নাম জোসেফ উইলমট। সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইন তোমার গুণের কথা—তোমার সাধুতার কথা, এই পত্রে বিস্তর লিখেছেন। একটী বিশেষ গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়ে, তিনি তোমারে এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাসপাত্র তুমি, সুতরাং আমারও বিশ্বাসপাত্র। তুমি এখানে আস্‌বার দশদিন পূর্ব্বে তাঁর আর একখানি পত্র আমি পেয়েছি। সেই পত্রেই আমি জান্‌তে পেরেছি, রিডিংনগরের নির্জ্জনবাস পরিত্যাগ কোরে, তিনি এখন হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে প্রত্যাগমন কোরেছেন। জ্ঞানবানের মতই কার্য্য হয়েছে। বারম্বার তাঁরে আমি এই পরামর্শই দিয়েছিলেম। ভালই হয়েছে। এখন কোচ্ছে এই পত্রের কথা। যে কাজে তুমি এসেছ, তাতে একটু দেরী হবে। তিনি আমারে সে বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান নিতে লিখেছেন। দুই একদিন দেরী হবে। দুই একদিন তুমি রাজধানীর উৎসব দেখে বেড়াও। যখন সময় হবে, আমি তোমারে লিখে পাঠাব। কোথায় তুমি থাক?"

যে হোটেলে আমি বাসা নিয়েছি, সেই হোটেলের নাম কোল্লেম।

"ওঃ! তবে ত ভালই হয়েছে। অতি নিকটেই সেই হোটেল। সংবাদ পাবামাত্রই তুমি আস্‌তে পার্‌বে। অনুসন্ধান কোর্ত্তে আমার বিস্তর দেরী হবে না, শীঘ্রই আমি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ঠাক্‌ কোচ্চি। এখন তুমি বিদায় হোতে পার।"

আমি দেখ্‌লেম, টেনান্টসাহেবটী বেশ ভদ্রলোক। যে কথাগুলি তিনি আমারে বোল্লেন, তাতে কিছুমাত্র কুটিলতার আভাস পাওয়া গেল না। সেদিন তিনি আমারে আর বেশী কথা বোল্‌বেন না, সেটীও বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম। আসন থেকে উঠ্‌লেম। বেরিয়ে এলেম না, আফিসঘরেই খানিকক্ষণ এদিক ওদিক বেড়াতে লাগ্‌লেম। যে কাজে এসেছি, শীঘ্র শীঘ্র সে কাজটা সমাধা হলো না, একটু ক্ষুণ্ণ হোলেম।

আমি ইতস্তত কোচ্চি দেখে, উকীলসাহেব তৎক্ষণাৎ বোল্লেন, "বুঝেছি তোমার মনের ভাব! দেখ উইলমট! কতকগুলি বিশেষ কথা আছে। এখনও পর্য্যন্ত তা তুমি জান না। অধৈর্য্য হয়ো না। দুই একদিন তোমাকে ধৈর্য্যধারণ কোরে থাক্‌তে

হবে। সার্ মাথুকে তুমি ভাল রকমেই জেনেছ। তিনি তাড়াতাড়ি কোন কার্য্য কোত্তে ভালবাসেন না। তাঁর কাজকর্ম্মের ধরণ অন্যপ্রকার। যাঁরা তাঁর প্রিয়পাত্র হোতে চান, তাঁর মতানুসারে চলাই তাঁদের উচিত।”

আমি সেলাম কোরে বিদায় হোলেম। রাস্তায় খানিকক্ষণ বেড়ালেম। কি করি, অনেকক্ষণ কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। একবার মনে কোল্লেম, গ্রেট রসেল্‌ষ্ট্রীটে যাই। লানোভার কোথায় আছে, তার স্ত্রীকন্যা কেমন আছেন, একবার জেনে আসি। আবার ভাব্‌লেম, যদি আমি আনাবেলের সঙ্গে দেখা কর্‌বার চেষ্টা করি, তাতে আর কোন ফল হবে না, কেবল লানোভারের রাগ বাড়ানো হবে! আমার উপর লানোভারের বিজাতীয় বিদ্বেষ—বিজাতীয় ঘৃণা! কেন জানি না, কিন্তু লানোভার আমার জাতশত্রু, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। আপাতত সে সংকল্প পরিত্যাগ কোল্লেম। আনাবেলের যাতে অপকার সম্ভাবনা, তেমন কাজে কিছুতেই আমার মতি হলো না।

হোটেলে ফিরে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা কথা মনে হলো। অনেকদিন অবধি ইচ্ছা ছিল, দেল্‌মরপ্রাসাদে একবার যাব। জুয়াচোর পাদ্‌রী দর্‌চেষ্টারের বাসায় যে রেজিষ্টারী খাতার পাতাখানা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি, মল্‌গ্রেভ্‌কে সেইখানি দিয়ে আস্‌বো। সেইটীই আমার ইচ্ছা। সঙ্গে কোরেও এনেছি। হোটেলে ফিরে গেলেম। ব্যাগের ভিতরেই ছিল, সেই পাতাখানি আমি বাহির কোরে নিলেম। আবার বেরুলেম। গাড়ীর অন্বেষণে যেতে লাগ্‌লেম। পথের ধারে একটা কাফী খাবার আড্ডা দেখ্‌লেম। সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। সেখানকার একজন লোককে গাড়ীর আড্ডার কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চি, অকস্মাৎ ঘরের একধার থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে এলো। সেই স্বর যেন অপর একজনের সঙ্গে কতরকম নূতন নূতন কথা কোচ্চে। কতই আলাতপালাত বোক্‌ছে। কে সে, দেখ্‌বার জন্য সেইদিকে আমি এগিয়ে গেলেম।—দেখ্‌লেম, ইঞ্চমেথ্‌লিনের সেই বৃদ্ধ দমিনী। একটী লোকের সঙ্গে বোসে দমিনী তখন মদ খাচ্ছিল। সঙ্গী লোকটীকে আমি চিন্‌তে পাল্লেম না। সম্মুখে গিয়ে আমি উপস্থিত হোলেম। দমিনী হাস্‌তে হাস্‌তে আমার হাত ধোল্লে। কিন্তু যেন চিন্তে পাল্লে না, সেই ভাবে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ কোরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কতরকমে কতলোকের নাম কোরে, বন্ধুলোকের কাছে আমার পরিচয় দিতে লাগ্‌লো! কত পরিবারের বংশবৃত্তান্ত আওড়াতে লাগ্‌লো! কখনও বলে, পোনেরো বৎসর পূর্ব্বে আমাকে দেখেছে! কখনও বলে, আমি বেলীসাহেবের ভাইপো! কখনও বলে, আউলহেডের বাড়ীর লোক! কখনও বলে, আর কিছু! মাঝে মাঝে হাসির হর্‌রা! রকম দেখে আমি বড় বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লেম। বিরক্ত হয়েই বোল্লেম, “তুমি আমারে চিন্‌তে পাচ্চো না? আমার নাম জোসেফ উইলমট।”

“হাঁ হাঁ,—ঠিক ঠিক!”—দমিনী চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লো, “ঠিক ঠিক ঠিক!

এখন আমার মনে হয়েছে! ঐ নামটাই বটে! আমি পত্র লিখেছি! তুমি এমিলাইনকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে! সেই উকীল ডঙ্কনের সঙ্গে——না না, ডঙ্কন নয়, আমি ভুলে যাচ্ছি! সে হয় ত সার্ আলেক্জণ্ডর করন্দেল! এখনই আমার সে কথা মনে পোড়্‌বে! বোসো! আমদের সঙ্গে এক গেলাস মদ খাও! বাঃ! তোমার চেহারা ত বেশ হয়েছে! তুমি আর এখন উর্দ্দী পরো না?"

দমিনীর কথার বেশী আন্দোলনে পাঠকমহাশয়কে কেবল বিরক্ত করা হবেমাত্র। সে যে আমারে তখন কত কথাই বোল্লে, কতলোকের নাম কোল্লে, কত দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা আওড়ালে, কিছুই আমার ভাল লাগ্‌লো না। তাদের কাছে আমি কিছুই খেলেম না। দমিনীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি কেন লণ্ডনে এসেছ?"

"আঃ! ঠিক ঠিক ঠিক! সব কথা আমার মনে পোড়েছে! আমি একটা বিষয় পেয়েছি! সেই বিষয়ের বন্দোবস্ত কোত্তেই এখানে এসেছি!"

একটা কথার উত্তরে দমিনীর মুখে যেন ঝড় বয়ে গেল! বিরক্ত হয়ে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনের কর্ত্তা এখন কেমন আছেন?"

এ প্রশ্নের উত্তরেও দমিনী অনেকপ্রকার মাৎলামী কথা এনে ফেল্লে! কষ্টকষ্টে তার মুখে আমি জান্‌তে পাল্লেম, এমিলাইন বিনাচার এখন লেডী করন্দেল হয়েছেন। লেনক্স্ বিনাচার পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর হয়েছেন। সার্ আলেক্জণ্ডর করন্দেলের সঙ্গে তাঁদের সদ্ভাব জন্মেছে। সকলেই তাঁরা সুখে আছেন।

সেখানে আর বেশীক্ষণ থাক্‌লেম না। ব্যস্ত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পোড়্‌লেম। বেলা দুটোর পর একখানি গাড়ী ভাড়া কোরে, এন্‌ফিল্ড্ নগরে যাত্রা কোল্লেম। দেল্‌মর-প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হোলেম। ফটকের কাছে উপস্থিত হয়েই, আমি যেন অবসন্ন হয়ে পোড়্‌লেম। কত ভাবনাই যে তখন আমার মনে এলো, কতই পূর্ব্বকথা তখন স্মরণপথে আস্‌তে লাগ্‌লো, পাঠকমহাশয় হয় ত অনুভবেই তা বুঝতে পাচ্চেন। সেই প্রাসাদেই আমার প্রথম চাক্‌রী।—সেই প্রাসাদেই আমার প্রথম উর্দ্দী পরা।—সেই প্রাসাদেই দুরন্ত লানোভারের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা!—সেই প্রাসাদেই আমার বিপদের উদ্ধারকর্ত্তা দয়াময় দেল্‌মরের শোচনীয় গুপ্তহত্যা! সব কথাই আমার মনে এলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি কাঁদ্‌লেম! অনেকক্ষণের পর অশ্রুমার্জ্জন কোরে, ফটকের ঘণ্টা বাজালেম। মনে কোত্তে লাগ্‌লেম, সেই আমার প্রাচীন বন্ধু দ্বারপাল আমার সম্মুখে উপস্থিত হবে। সে আশা আমার বিফল হলো! একজন নূতন লোক এসে দরজা খুলে দিলে। অস্থিরভাবে তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি কতদিন এসেছ?—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এ কাজে যে ছিল, সে এখন কোথায় গেল?"

নূতন দরোয়ান উত্তর কোল্লে, "সে লোক অনেকদিন্ ছেড়ে গেছে। লর্ড একলেষ্টন্ যখন এই জমীদারীর অধিকারী হন, সেই সময়েই তিনি প্রায় সমস্ত সাবেক লোককে জবাব দিয়েছেন।"

"লর্ড একলেষ্টন?"—আমি চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লর্ড একলেষ্টন? কতদিন তিনি দেল্‌মরপ্রাসাদের অধিকারী হয়েছেন?"

"কেন?"—দরোয়ান জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেন? পাঁচ বৎসর তিনি এই বাড়ীর প্রভু। দেল্‌মরের মৃত্যুর পরেই তিনি সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হয়েছেন। যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তিনি লর্ড একলিষ্টন হয়েছেন কতদিন?—তার উত্তর ছোট।—সেটা কেবল সেদিনের কথা। সবেমাত্র তিন হপ্তা।"

চমকিত হয়ে আমি বোল্লেম, "এখন বুঝেছি। যাঁরে আমি অনারেবেল মল্‌গ্রেভ বোলে জান্‌তেম, তিনিই এখন লর্ড একলেষ্টন্‌।"

দরোয়ান বোল্লে, "ঐ কথাই ঠিক্! তুমি কি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চাও? যদি যাও, মাঞ্চেষ্টরদীঘীর নিকটে তিনি অবস্থান কোচ্চেন, সেখানেই দেখা পাবে।"

ঠিকানা শুনে দরোয়ানকে আমি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমি জান্‌তেম, লর্ড একলেষ্টনের বহুপরিবার। তাঁর মৃত্যুর পর সে সকল পরিবারের কি হয়েছে?"

"একটী পুত্র, সাত আটটী কন্যা। দুই বৎসর হলো, পুত্রটী মারা গিয়েছে। মান্যবর মল্‌গ্রেভ্ মৃত লর্ড একলেষ্টনের সহোদর ভ্রাতা। নিঃসন্তান ভ্রাতার মরণে মল্‌গ্রেভ এখন লর্ড উপাধি ধারণ কোরেছেন।"

একটু ইতস্তত কোরে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "দেল্‌মর মহোদয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে তুমি এ বাড়ীতে দেখেছ?"

"না—অনেকদিন দেখি নাই। আমার বোধ হয়, লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে তাঁর তাদৃশ সদ্ভাব নাই। লর্ডের পত্নীও সে ভগ্নীর নাম করেন না।"

অবশেষে অপরাপর চাকরদের কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাদের আমি দেখেছিলেম, তারা সব কে কোথায় গেল, জান্‌তে চাইলেম। দরোয়ান বোল্লে, "সে সব লোক এখানে কেহই নাই।"

আর তবে প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করায় কি ফল? সেখান থেকে আমি চোলে এলেম। যখন লণ্ডনে ফিরে এলেম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তখন আর মাঞ্চেষ্টরদীঘীর অন্বেষণে গেলেম না। পরদিন প্রাতঃকালে লর্ড একলেষ্টনের সঙ্গে দেখা কোত্তে বেরুলেম। ঠিকানা ধোরে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম। দরোয়ান বোল্লে, "এত সকাল সকাল তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। তা আচ্ছা, আপনার নাম লিখে দিন, লর্ড যা বলেন, তাই হবে।"

আমি বোল্লেম, "তা আচ্ছা, তুমি গিয়ে বল; কোন একটী বিশেষ প্রয়োজনে জোসেফ উইলমট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চায়।"

সংবাদ পৌঁছিল। একটু পরেই দরোয়ান আমারে সঙ্গে কোরে নূতন বাড়ীর একটী প্রশস্ত গৃহমধ্যে নিয়ে গেল। লর্ড একলেষ্টন আর লেডী একলেষ্টন উভয়েই সেখানে খানা খেতে বোসেছেন। আমি গিয়ে সেলাম কোল্লেম।—দেখ্‌লেম, তাঁদের উভয়েরই

শোকসূচক কৃষ্ণবসন পরিধান। লর্ড একলেষ্টন আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চাও?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ মহাশয়! দৈবগতিকে আমি একখানি দলীল কুড়িয়ে পেয়েছি। নিশ্চয় বুঝেছি, সেখানি আপনার দরকারী দলীল। সেই জন্যই আপনাকে দিতে এসেছি। আপ্‌নি আমারে চিন্‌তে পাচ্ছেন না?"

"হাঁ হাঁ; আমার মনে হোচ্চে, তোমার নাম জোসেফ উইলমট। আমি তোমারে দেলমরপ্রাসাদে দেখেছি। কিন্তু সেই দলীলখানা—"

"এই দেখুন্!"—রেজিষ্টরির সেই পাতাখানি পকেট থেকে বাহির কোরে, তাঁর সম্মুখে রেখে, আমি বোল্লেম, "এই দেখুন্! এই সেই দলীল!"

লর্ডদম্পতীর রসনা থেকে সে সময় কি রকম অস্ফুট বাক্য নির্গত হলো, কখনই সে ভাব আমি ভুলে যাব না! নির্নিমেষলোচনে তারা দুজনেই আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। যথার্থই আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। কি ভয়ানক কুকর্ম্মই আমি যেন কোল্লেম, তাঁদের চাউনি দেখে সেই ভয়ে আমার গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো! লেডী একলেষ্টন্ হঠাৎ যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন! হস্ত পেষণ কোরে আপ্‌না আপ্‌নি কি বোলে উঠ্‌লেন, একটী বর্ণও আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না!

পত্নীকে সম্বোধন কোরে একটু তীব্রস্বরে লর্ড একলেষ্টন্ বোল্লেন, "ক্লারা!" নামটীমাত্র উচ্চারণ কোরেই যেন, কতই ক্রোধে অনিমেষলোচনে পত্নীর প্রতি কটাক্ষপাত কোল্লেন। ক্লারাও সাম্‌লে গেলেন। কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত তীব্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌লেন!

একটু যেন সদয়ভাবে লর্ড আমারে বোল্লেন, "বোসো জোসেফ উইলমট! এ দলীল তোমার হাতে কেমন কোরে এলো? ঠিক ঠিক আমার কাছে বলো!"

কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়েই আমি উত্তর কোল্লেম, "দৈবঘটনায় দর্‌চেষ্টার নামে একজন লোকের সঙ্গে আমার—"

উচ্চকণ্ঠে লর্ড একলেষ্টন্ বোলে উঠ্‌লেন, "ওঃ! সেই নরাধম!—আচ্ছা আচ্ছা, বোলে যাও! কোথায় দেখা হয়েছিল? কতদিনের কথা?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "প্রায় একবৎসর হলো, ওর্লেণ্ডহাম নগরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। পাদ্‌রী দর্‌চেষ্টার আমার অনেকগুলি টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে!—জুয়াচুরী কোরে পালিয়েছে! তার কাছে যে সব কাগজপত্র ছিল, পলায়নের সময় সেসব ছিঁড়ে ফেলেছে!—পুড়িয়ে ফেলেছে! এই দলীলখানা নষ্ট কোত্তে পারে নি! তার ঘরেই আমি কুড়িয়ে পেয়েছি! ভুলেই হয় ত ফেলে গেছে!"

"কেবল এই কাজের জন্যই কি তুমি আমার কাছে এসেছ?"

লর্ডবাহাদুরের এই প্রশ্নে অনেক ভেবে চিন্তে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ! কেবল এই কাজের জন্যই আমার আসা।"

ক্ষণকাল একটু শান্তদৃষ্টিতে আমার মুখপানে চেয়ে, লেডী একলেষ্টন্ মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে তুমি এখন সুখে আছ? কাজকর্ম্ম বেশ চোল্‌ছে? আর তোমার কোন অসুবিধা নাই?"—এই তিনটী প্রশ্ন কোরেই তৎক্ষণাৎ অম্‌নি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কাছে একটী কুকুরছানা শুয়ে ছিল, তাই নিয়ে খেলা কোত্তে লাগ্‌লেন।

ধন্যবাদ দিয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "আপাততঃ আমার কোন অসুবিধা নাই। আমি একরকম সুখেই আছি।"—উত্তর দিয়েই উভয়কে আমি অভিবাদন কোল্লেম। আসন থেকে আমি উঠে দাঁড়ালেম। বেরিয়ে যাবার জন্য দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছি, লর্ড বাহাদুর ডাক্‌লেন। আবার আমি ফিরে গেলেম। তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি এখন কোথায় থাক? কি কাজ কর?"

সসম্ভ্রমে আমি উত্তর কোল্লেম, "আমি এখন হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে থাকি। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কাছে চাক্‌রী করি। কোন একটী বিশেষ কাজের জন্য তিনি আমারে লণ্ডনে প্রেরণ কোরেছেন। সেই কাজের অনুরোধে বোধ করি, কিছু দিন আমারে লণ্ডনেই থাক্‌তে হবে।"

লর্ডবাহাদুর আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তুমি এখন যাঁর নাম কোল্লে, ঘটনাক্রমে তাঁর কাজটী যদি তুমি ছেড়ে দাও, আমাকে সংবাদ দিও! তুমি আমার বিশেষ উপকার কোরেছ। ঐ দলীলখানি পেয়ে আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে। আমা হোতে যদি তোমার কিছু উপকার হয়, সে পক্ষে আমি অমনোযোগী থাক্‌বো না। এখন এই আশু কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তুমি—"

কথাগুলি বোল্‌তে বোল্‌তেই তিনি আমার জন্য কিছু টাকা বাহির কোল্লেন। বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "না মহাশয়! যে যৎকিঞ্চিৎ উপকার আমি কোরেছি, তাতে আমার কিছুমাত্র খরচ হয় নাই! টাকা পুরস্কার আমি নিতে পারি না!"—এই রকম উত্তর দিয়েই, সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে, ত্বরিতপদে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে পোড়্‌লেম। দরজা বন্ধ কর্‌বার সময় আবার আমি ঘরের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, লেডী একলেষ্টন্ পূর্ব্ববৎ চমকিতনয়নেই আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন! সে দৃষ্টিপাতের নিগূঢ় তাৎপর্য্য আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। বাড়ী থেকে বেরুলেম। উভয়েই তাঁরা কেন বারবার সে রকমে চোম্‌কে চোম্‌কে আমার দিকে চাইলেন, রাস্তায় বেরিয়েও সে সংশয় আমার দূর হলো না। অবশ্যই কিছু নিগূঢ় তাৎপর্য্য ছিল। সে তাৎপর্য্য আমার বিবেচনা-পথের অগম্য। কেন জানি না, আমার চিত্ত যেন অস্থির হলো। নগরের পথে ক্ষণকাল পরিভ্রমণ কোল্লেম। চিত্রশালা দেখ্‌লেম,—জাদুঘর দেখ্‌লেম। বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত নানাস্থান দেখে দেখে বেড়ালেম। সংশয়ভাবটা কতক যেন ঘুচে গেল। হোটেলে ফিরে গেলেম।—গিয়েই দেখ্‌লেম, উকীল টেনাণ্টসাহেবের এক চিঠী এসেছে। পরদিন বেলা এগারোটার সময় তিনি আমারে তাঁর কাছে যেতে লিখেছেন।

হোটেলেই নিশাযাপন কোল্লেম। প্রভাতে ঠিক একাদশ ঘটিকার সময় উকীলের

সঙ্গে দেখা কোত্তে গেলেম। ঠিক সময়েই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো। গম্ভীরবদনে তিনি আমারে বোল্লেন, "প্রথম দিন যে কথা আমি তোমারে বোল্‌তে পারি নাই, আজ তার কতক কতক তোমাবে আমি বোল্‌ছি। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের মেজাজ তুমি জান। তাঁর মতের বিরোধে কোন কাজ কোল্লেই তিনি চোটে যান।—লোকে সচরাচর যে রকমে কাজ করে, তিনি সে রকম প্রণালী ভালবাসেন না। তাঁর কাজ-কর্ম্মের ধরণ বিভিন্ন প্রকার। তা যাই হোক্, সে কথায় আমার দরকার নাই, তিনি আমার বহুদিনের মক্কেল। আমার প্রতি তাঁর অকপট বিশ্বাস। তাঁর গুণেও আমি বাধ্য আছি। তাঁর মতানুসারে কাজ করাই আমার উচিত। দেখ উইলমট! অবশ্যই তুমি জেনেছ, অনেকদিনের পর—অনেক দিনের পরিত্যক্ত কন্যাটীর উপর তাঁর দয়া হয়েছে। যে পত্র তুমি এনেছ, সেই পত্রের এক স্থানে লেখা আছে, কোন না কোন প্রকারে তুমিই তাঁর মতি ফিরিয়েছ। সদয়ভাবে কন্যাকে বাড়ীতে গ্রহণ কর্‌বার অগ্রে তিনি এইটী জান্‌তে চান যে, কন্যার চরিত্রচর্য্যা এখন কেমন। লোকে তাঁরে নিন্দা করে কি ভাল বলে। বাস্তবিক তিনি নিষ্কলঙ্ক আছেন কি না? পরিত্যক্ত কন্যাকে পুনর্গ্রহণ কোল্লে তাঁর নিজের মানসম্ভ্রমের কিছু লাঘব হবে কি না? এই বিষয়ে তিনি আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান কোত্তে লিখেছেন। আমি জান্‌তে পেরেছি, সার্ মাথু হেসেল্-টাইনের কন্যা বাস্তবিক যেন কলঙ্কের পথেই দাঁড়িয়েছেন! বড়ই সঙ্কটে পোড়েছেন! আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতেম, কিন্তু বিবেচনা কোল্লেম, যে জন্যে তোমার আসা, যাঁর সঙ্গে দেখা করা তোমার দরকার,—হাঁ হাঁ,—সার্ মাথু আমারে লিখেছেন, সেই কন্যা যদি কষ্টে পোড়ে থাকেন, তাঁরে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করা হয়।"

ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপ্‌নি তবে অনুসন্ধান নিয়েছেন? সে অনুসন্ধানের ফল—"

প্রফুল্লবদনে উকীলসাহেব বোল্লেন, "ফল অবশ্যই সন্তোষকর।—বিশেষরূপেই সন্তোষকর। সেই অভাগিনীর এখন যে স্বামী হয়েছে, সেটা একটা জানোয়ার! সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন তারে দেখ্‌লে ভারী চোটে যাবেন। আপাতত এক সুবিধা এই যে, সে লোকটা এখন দেশে নাই। কি একটা বিশেষ কাজের মৎলবে ভিন্নদেশে চোলে গেছে। ফিরে আস্‌বারও দেরী আছে। এই অবকাশে তুমি তার স্ত্রীকে সঙ্গে কোরে হেসেল্‌টাইন-প্রাসাদে নিয়ে যেতে পার। তার স্বামী সঙ্গে যেতে পার্‌বে না, এটাও এক প্রকার শুভগ্রহ। মঙ্গলের কথা! কন্যা যখন সর্ব্বসংশয় দূর কোরে, পিতৃস্নেহের অধিকারিণী হবেন, তখন যদি সে লোকটা উপস্থিত হয়, সামঞ্জস্য হোলেও হোতে পারে।"

পূর্ব্ববৎ আগ্রহে আমি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সেই হতভাগিনীর এখন কটী ছেলে? তিনি কি তাদের সঙ্গে কোরেই নিয়ে যাবেন?—আমারও ইচ্ছা, সেই সকল ছেলেরা তাদের মাতামহকে দেখ্‌তে যায়। আপ্‌নার পত্রে সার্ মাথু কি সে প্রকারের কোন উপদেশ দিয়েছেন? আমি কি তাদের সকলকেই নিয়ে যেতে পারি?"

উকীল উত্তর কোল্লেন, "কল্য আমি যতদূর শুনেছি, তাতে কোরে জেনেছি, সেই অভাগিনীর কেবল একটীমাত্র কন্যা এখন বেঁচে আছে। বোধ করি, আরও ছিল। কিন্তু সে পরিবারের বিশেষ খবর কিছুই আমি রাখি না। কেবল সময়ে সময়ে তাঁদের নাম আমার কাণে এসেছে, এইমাত্র। লণ্ডনেই তাঁরা আছেন, কেবল এই পর্য্যন্তই আমি জানি। মাঝে মাঝে সে কথাও আমি সার্ মাথুকে লিখেছি;—ভাল অভিপ্রায়েই লিখেছি। অভাগিনী কন্যাটী যাতে তাঁর স্মরণপথ থেকে এককালে দূরীভূত না হয়, মাঝে মাঝে যাতে মনে পড়ে, সেই ইচ্ছাতেই আমার ঐ রকম লেখা। এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সেই রকমে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, আমি ভালই কোরেছি। ঈশ্বর-ইচ্ছায় আমার ইষ্টসিদ্ধির উপায় হয়েছে।—কেবল উপায়মাত্র নয়, সময়ও হয়েছে।"

"আপ্‌নি তবে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন নাই?"

উকীল এই সময় একবার ঘড়ী দেখ্‌লেন। আমার ঐ নূতন প্রশ্নে গম্ভীরবদনে উত্তর দিলেন, "এখনো পর্য্যন্ত দেখি নাই। কিন্তু মুহুর্মুহু আমি প্রতীক্ষা কোচ্ছি, এখনই হয় ত তাঁরা এখানে আস্‌বেন। কল্য সন্ধ্যার সময় তাঁদের আমি লিখেছি, আজ বেলা সাড়ে এগারোটার সময় তাঁরা যেন অনুগ্রহ কোরে একবার আমার সঙ্গে দেখা করেন। দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন, সেই চিঠীতে এ কথাও আমি লিখেছি। আমার অনুসন্ধানের কার্য্য শেষ হয়েছে। ভাল রকমেই আমি জেনেছি, তাঁদের চরিত্রে কোন রকম দোষ পড়ে নাই। যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, সেই হতভাগা লোকটা যা ইচ্ছা তাই হোক্, কিন্তু দেশের লোকে সেই হতভাগিনীকে চির-নিষ্কলঙ্ক বোলেই জানেন। তাঁর সুন্দরী কন্যাটীকেও সকলে ভালবাসেন।"

"তাঁদের নাম?"—মহা কৌতূহলে উকীলসাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তাঁদের নাম?—কি নাম মহাশয়?"

উকীল উত্তর কোল্লেন, "নাম?—ওঃ! ঠিক সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের মত। আমার অনুসন্ধানের ফল যদি অপ্রীতিকর হতো, তা হোলে কখনই আমি সে সব নাম মুখেও আন্‌তেম না।"—এই পর্য্যন্ত বোলে, মৃদুহাস্য কোরে তিনি আবার বোল্লেন, "দেখ উইলমট! তোমার বুদ্ধি বড় চমৎকার! চরিত্রেরও পরিচয় পেয়েছি, সাক্ষাতেও পেলেম। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন তোমার প্রতি এই ভার সমর্পণ কোরে, যথার্থই সুবিবেচকের কাজ কোরেছেন। দেখ, তাঁরা এখনই এখানে আস্‌বেন,—নিঃসন্দেহই আস্‌বেন। তুমি তাঁদের দেখ্‌বে। যে জন্য তুমি এসেছ,—যা তোমার বল্‌বার আছে, তাঁদের সাক্ষাতেই তা তুমি প্রকাশ কোরো। সেটা তোমারিই কাজ। প্রথমে আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করি নাই। যে পত্র কাল সন্ধ্যাকালে পাঠিয়েছি, তাতেও আমি এ সব কথা কিছু লিখি নাই।"

কথার দিকে কাণ আছে, তথাপি নূতন কৌতূহলে আমি যেন তখন একটু অন্যমনস্ক। ব্যগ্রভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তাঁদের নাম?"

হয়েছিল। লানোভার আমার উপর বিষম দৌরাত্ম্য কোরেছে। কিন্তু সে সব কথা আমি আপনাকে বোল্‌বো না। লানোভার বলে, সে আমার মামা হয়। আমি ত কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করি না। কখনই না। আপ্‌নি কি তারে দেখেছেন?"

"তিন চারবার দেখেছি। সে লোকটা যখন কষ্টে পড়ে,—তার যখন ভারী দুর্ব্বস্থা, তখন সে এক একবার আমার কাছে আস্‌তো। অর্থসাহায্যের জন্য সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনকে পত্র লিখ্‌তে অনুরোধ জানাতো। পূর্ব্বে তার অনেক টাকা ছিল। সে একজন ব্যাঙ্কের কর্ত্তা ছিল। সে কথা তুমি জান?"

"জানি মহাশয়!"—চঞ্চলভাবেই আমি উত্তর কোল্লেম, "জানি মহাশয়! সে কথা আমি শুনেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের এমন সুন্দরী কন্যার সঙ্গে কেমন কোরে সেই রাক্ষসটার বিবাহ হয়েছিল?"

উকীল উত্তর কোল্লেন, "বিবাহ হয়েছে, সেটা এক রকম ভালর দিকেই ধোরে নিতে হবে। বিবাহ না হোলে মানসম্ভ্রম নষ্ট হতো, কলঙ্কের সীমাপরিসীমা থাক্‌তো না! বিবাহ হওয়াটা একরকম ভালই হয়েছে। আনাবেলের জননী নিতান্ত দায়ে ঠেকেই সেই পাপাত্মা নরাধমকে পতি বোলে স্বীকার কোরেছেন। প্রথম বিবাহের একবৎসর পরেই বেণ্টিঙ্কের মৃত্যু হয়। বিধবা বেণ্টিঙ্কের কোলে তখন দুটী যমজকুমারী। সে দুটী তখন অত্যন্ত শিশু। সেই দুঃখের সংবাদ পেয়ে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন পঞ্চাশটী পাউণ্ড সাহায্য প্রেরণ করেন। লিখে পাঠান, আর তিনি কিছুমাত্র সাহায্য কোর্‌বেন না। বেণ্টিঙ্কের পীড়ার সময় অনেক টাকা দেনা। পিতার সেই যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যে ধর্ম্মশীলা মহিলা পতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন। সেই কাজেই সমস্ত টাকা ফুরিয়ে যায়। অভাগিনীর বয়স তখন কুড়ী বৎসরমাত্র। বড়ই কষ্টে পোড়্‌লেন। পিতা পরিত্যাগ কোরেছেন, সংসারের ভালমন্দ কিছুই তখন তিনি জান্‌তেন না, ভেবে ভেবে তাঁর শক্ত পীড়া জন্মালো। অথচ নিজহস্তে পরিশ্রম কোরে দিন গুজরাণ কোত্তে লাগ্‌লেন। বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। পূর্ব্বে আমি কিছুই জান্‌তেম না, এখন জান্‌তে পেরেছি, সেই দুরবস্থার সময় তাঁর যা যা ঘোটেছিল, সে সব কথা স্মরণ কোল্লেও পাষাণহৃদয়ে দয়া আসে। পরমেশ্বর জানেন, কত কষ্টই তিনি সহ্য কোরেছেন। তখন যদি আমার সঙ্গে জানাশুনা থাক্‌তো, তা হোলে অবশ্যই আমি তাঁর যথাসাধ্য উপকার কোত্তেম। নিশ্চয় জেনো, কখনই তাঁর বন্ধুর অভাব থাক্‌তো না। সামান্য সামান্য সূচিকার্য্যের উপর নির্ভর কোরে, অভাগিনী আপ্‌নার জীবিকা অর্জ্জন কোরেছেন। দুটী শিশুকন্যাকে প্রতিপালন কোরেছেন। কন্যাদুটীর লালনপালনেই তাঁর বেশী সময় অতিবাহিত হতো। দুরবস্থার একশেষ! সকলদিন আহার জুট্‌তো না! মায়ের চক্ষের উপর মেয়েদুটী না খেয়ে মারা যাবে, মায়ের প্রাণে সে যন্ত্রণা কখনও কি সহ্য হোতে পারে? অনন্ত দুরবস্থা! দৈবগতিকে একদিন তিনি লানোভারের চক্ষে পড়েন!—লানোভার তখন একটা প্রধান ব্যাঙ্কের অংশীদার।—প্রবল প্রতাপ তখন!

টাকার লোভ দেখিয়ে দুঃখিনীকে হাতে আন্‌তে চায়। তেজস্বিনী ঘৃণাপূর্ব্বক তারে অগ্রাহ্য করেন। তিনি তখন বলেন, অনাহারে কন্যাদুটী নিয়ে মোরে যাই; তাও ভাল, তথাপি টাকার লোভে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব না। লানোভার দেখ্‌লে বেগতিক। রূপ দেখে একান্ত মোহিত হয়ে পোড়েছিল,—যেন পাগলের মত হয়েছিল, বিবাহের প্রস্তাব কোল্লে। বুদ্ধিমতী তখন ভাব্‌লেন, কুলকলঙ্কিনী হওয়া অপেক্ষা তাদৃশ দুষ্ট লোকটাকে বিবাহ করাই ভাল। লানোভার তখন আবার আর একটা কায়দা খোল্লে। স্বীকার করালে, বিবাহের পর লানোভারের নামেই মেয়েদুটীর নামকরণ হবে। সকলেই জান্‌বে, লানোভারের কন্যা। দায়ে পোড়্‌লে সকলই সম্ভবে, সেই কথাই স্থির হলো। লানোভারের মুখেই এ কথা আমি শুনেছি।”

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “বিবাহের সঙ্গে মেয়েদুটীর ও রকম সম্পর্ক জড়ানো কেন হলো? লানোভার সে কথা আপ্‌নাকে কিছু বোলেছিল?”

“তা সে বলে নাই। তার মৎলব কি ছিল, সে কথা আমিও জিজ্ঞাসা করি নাই। হয় ত সে ভেবেছিল, পরম সুন্দরী কন্যাদুটী। সেই কন্যার পিতা বোলে লোকে তারে জান্‌বে, সে অম্‌নি মহাগর্ব্বে ফুলে উঠ্‌বে, সেইটীই তার অভিপ্রায়। আরও হয় ত সে ভেবেছিল, মেয়েদুটীর সঙ্গে ঐ রকম সম্বন্ধ যদি না বাঁধে, তা হোলে লোকে হয় ত বিবেচনা কোর্‌বে, কন্যাদের জননী হয় ত কোন লোকের উপপত্নী ছিল, কন্যারা জারজ! জারজকন্যার মাতাকে বিবাহ করা সে হয় ত অপমান মনে কোরেছিল!—তখন তার হাতে টাকা ছিল কি না, ও রকম মনের ভাবটা হওয়াও বিচিত্র ছিল না। সেই জন্যই হয় ত মেয়েদের বাবা হবার সাধ হয়েছিল! তাই জন্যই সম্পর্ক বাঁধাবাঁধি। এখন এসো! চল আমরা তাঁদের কাছে ফিরে যাই।”

আমরা উভয়ে আবার আফিসঘরে প্রবেশ কোল্লেম। গিয়ে দেখ্‌লেম, জননীর পাশে আনাবেল বোসে আছেন। জননীর হাতের উপর হাতখানি রয়েছে। জননীর মুখের দিকে সজলনয়নে আনাবেল চেয়ে রয়েছেন। আমরা যতক্ষণ সেখানে ছিলেম না, ততক্ষণ তাঁরা যেন কতই দুঃখের কথা বলাবলি কোরেছেন। উভয়েরই নয়নে বদনে ঠিক সেই রকম করুণভাবের সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রতীয়মান।

আমার কাঁধের উপর হাত দিয়ে, টেনাণ্টসাহেব আনাবেলের জননীকে বোল্লেন, “এই সুশীল বালক এই শুভসংবাদ এনেছেন। এই বালকের দ্বারাই এই গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হলো। একটীর পর আর একটী। একটী ভাল কাজ কোরে এই বালক আপ্‌নার পিতার বিশ্বাসপাত্র হয়েছেন। বহুদিনের কঠিনহৃদয়ে দয়ার সঞ্চার কোরে দিয়েছেন।”

আনাবেলের জননী সস্নেহে আমার হস্তধারণ কোরে, গদ্গদবচনে বোল্লেন, “প্রিয়তম জোসেফ! তোমার সততার কথা এ জীবনে আমি ভুল্‌বো না। আজ অবধি আমি তোমারে পেটের ছেলের মত স্নেহ কোর্‌বো।”—এই কথা বোলেই তিনি আমার শিরশ্চুম্বন কোল্লেন।

আনন্দাশ্রুধারে আমার গণ্ডস্থল প্লাবিত হলো। সজলনয়নে আনাবেলও আমার হাত ধোল্লেন। সজলনয়নে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আনাবেল আমার মুখপানে চাইলেন। ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের বাড়ীতে যে বিশুদ্ধ প্রেমভাব তিনি দেখিয়ে এসেছিলেন, সেই সুন্দরবদনে সুন্দর নয়নে সেই সুন্দরভাব আবার সমুদ্দীপ্ত হলো। কিন্তু মুখে একটীও কথা ফুট্‌লো না। আমার হৃদয়ও পবিত্র প্রেমভাবে পরিপূর্ণ! কালিন্দীর কথা একেবারেই ভুলে গেলেম! সত্য কথা গোপন কোর্‌বো কেন, কালিন্দীর গর্ভপ্রসূত সেই শিশুসন্তানটীর কথাও যেন ক্ষণকালের জন্য আমার স্মৃতিপথ থেকে সোরে গেল!

অনেকক্ষণ চুপ্ কোরে থেকে, বিবি লানোভার উকীলকে সম্বোধন কোরে ধীরে ধীরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আপ্‌নি যখন জোসেফকে নিয়ে এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, যে আধঘণ্টাকাল ছুটীতে আমরা এখানে বোসে থাক্‌লেম, সেই সময়ের মধ্যে আমার কন্যাকে আমি অনেক কথা বোলেছি। আনাবেল এখন মাতামহের পরিচয় পেয়েছে। কোন্ বংশে আমার জন্ম, এতদিনের পর আনাবেল এখন সে কথা জান্‌তে পাল্লে। এতদিন আমি আমার এই স্নেহময়ী কন্যার কাছে সে সব কথা গোপন রেখেছিলেম। গোপন রাখ্‌বার অনেক কারণ ছিল। আমি কে, কেন আমি চিরদুঃখিনী,—পিতা কেন আমারে পরিত্যাগ কোরেছেন,—কেন আমি দুরবস্থার দাসী, সে সব দুঃখের কথা জানিয়ে, কন্যাকে আমার দুঃখের ভাগিনী করা আমার ইচ্ছা ছিল না। অন্তরের বেদনা অন্তরেই চেপে রেখেছিলেম। এখন আনাবেল সব কথা জান্‌তে পাল্লে।

উকীলকে এই সব কথা বোলে, সজলনয়নে আমার দিকে ফিরে, বিবি লানোভার পুনর্ব্বার মধুরবচনে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন। বিশুদ্ধ করুণারসে আমার হৃদয় তখন পরিপূর্ণ!

আনাবেলের জননী!—সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কন্যা!—পূর্ব্বাপর কত কথাই যে আমার মনে পোড়্‌লো, সে সব কথা পাঠকমাহাশয়ের বোধ হয় অজ্ঞাত নাই। আনাবেলের জননীয়ও অজ্ঞাত থাক্‌লো না। তাঁরে সম্বোধন কোরে আমি বোল্লেম, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন পৈতৃক ভদ্রাসনে ফিরে এসেছেন। তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর কন্যা-দৌহিত্রীকে আমি নিতে এসেছি। অবিলম্বেই তাঁরা হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে পরমসুখের অধিকারিণী হবেন।—মাতাদুহিতা অস্ফুটধ্বনিতে পুনঃপুন হর্ষপ্রকাশ কোল্লেন। তাঁদের মুখ দেখে অন্তরে অন্তরে আমি প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লেম। খানিকক্ষণ সেইখানে থেকে, উকীলের অনুমতি নিয়ে, সেখান থেকে আমরা বিদায় হোলেম। গ্রেট রসেলষ্ট্রীটে চোল্লেম। সঙ্গে সঙ্গে আনাবেলের জননী আর আনাবেল। লানোভার দেশে ছিল না। কোথায় গিয়েছে, তার পত্নী সে কথা জানেন না। কখন কোথায় যায়, বাড়ীতে কিছুই বোলে যায় না,—এই তার অভ্যাস।

লানোভারের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে চিরকাল সানন্দে আমি আনাবেলের সঙ্গে বিশ্রম্ভ আলাপ কোল্লেম। নূতন উল্লাসের সময় যে সব কথা বোল্‌তে বাকী ছিল, উভয়ের

কাছেই আমি সেই সব গুপ্ত ভাণ্ডার খুলে দিলেম। এমিলিয়া লেস্লীকে তাঁর মামার কাছে এনে মিলিয়ে দিয়েছি, সে কথাও বোল্লেম। এমিলিয়ার সম্বন্ধে যে মহাবিপদ ঘোটেছিল, অনেক বিবেচনা কোরে, সে কথাগুলি প্রকাশ কোল্লেম না। তাঁরা উভয়েই ব্যগ্রভাবে আমারে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগলেন, ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের বাড়ী পরিত্যাগ করবার পর কোথায় কোথায় আমি গিয়েছি,—কোথায় কোথায় বেড়িয়েছি,—কি কি ঘোটেছে, কি গতিকেই বা সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের সঙ্গে আমার দেখা হয়?—আমি সব কথার উত্তর দিলেম। যে কথাগুলি বল্‌বার নয়, কেবল সেইগুলিই মনে মনে চেপে রাখ্‌লেম। পাঠকমহাশয় হয় ত বুঝ্‌তে পাল্লেন, লেডী কালিন্দীর নাম পর্য্যন্ত আমি মুখে আনি নাই। লানোভার আমারে আনাবেলের লোভ দেখিয়ে, ভুলিয়ে এনে অন্ধকূপে কয়েদ কোরেছিল, কুলীজাহাজে চালান কোরেছিল, সে কথাগুলিও গোপন রাখ্‌লেম। কেন রাখ্‌লেম, তাও বলি। লানোভার নিজেও সে সব কথা পত্নীর কাছে প্রকাশ করে নি। তাঁরা সে বিষয়ের কিছুই জানেন না। পার্থশায়ারে লানোভারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সেটুকু গোপন রাখ্‌লেম না।

সেদিন সেইখানেই আমি আহারাদি কোল্লেম। পরদিন প্রাতঃকালেই হেসেল্‌টাইন প্রাসাদে যাত্রা করা হবে, অবধারিত হলো।

রাত্রি দশটার সময় তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে, আমি হোটেলে ফিরে এলেম। রাত্রে আমার মনে নানাপ্রকার চিন্তার উদয়। আনাবেলকে আমি দেখ্‌লেম। আনাবেলের সঙ্গে এক গাড়ীতে আমি হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে যাব। আনাবেলের সঙ্গে একবাড়ীতেই আমি বাস কোর্‌বো। আনাবেলের জননী প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হবেন। আমার দশা হবে কি? সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কাছে আমি চাক্‌রী করি। আমার মাতাপিতার পরিচয় নাই। তত বড় লোকের দৌহিত্রীর সঙ্গে আমার বিবাহ হবে!—হায় হায়! সে কথাটা ত একেবারেই অসম্ভব! আশা করাই অসম্ভব! সার্ মাথু বংশগৌরবে যেপ্রকার মহাগর্ব্বিত, তাতে যে তিনি একজন চাকরের সঙ্গে দৌহিত্রীর বিবাহ দিবেন, এটা মনে করাই ত পাগলের খেয়াল! তাতে আবার ঐ রকম কারণেই তিনি জ্বোলেপুড়ে রয়েছেন! ঐ রকমের তিনটী ঘটনা! ঐ রকম বিবাহের অছিলাতেই ভগ্নীর পলায়ন,—কন্যার পলায়ন,—ভাগ্নীর পলায়ন! আনাবেলকে নিয়েও কি তাই হবে? আশা আমার ডুবে গেল! ডোবে ডোবে আবার ভেসে উঠে! আমার উপর সার্ মাথু সুপ্রসন্ন।—হোতেও পারে! আনাবেলের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়, সদয় হয়ে তিনি হয় ত সম্মতি দান কোল্লেও কোত্তে পারেন।

আশা আমারে সুখীও কোল্লে, ভাবিয়েও দিলে! সার্ মাথু বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে যদি নাও হয়, তিনি যখন ইহসংসার পরিত্যাগ কোরে চোলে যাবেন, তখন ত আমি নির্ব্বিঘ্নে আনাবেলকে পেতে পারি। কিন্তু তাই বা কি কোরে ভাবি? সে আশা-কেই বা কি বোলে হৃদয়ে স্থান দিই? সার্ মাথু হয় ত অনেক দিন বেঁচে থাক্‌তে

পারেন। ততদিনের মধ্যে হয় ত তিনি একজন বড়লোকের সঙ্গে দৌহিত্রীর পরিণয়-কার্য্য সমাধা কোরে যেতে পারেন! তা হোলে ত আমার সকল আশা ফুরিয়ে যাবে! কিন্তু হাঁ, আনাবেল কি অপর লোককে বিবাহ কোত্তে রাজী হবেন? আনাবেলের বদনে যেরকম মধুর প্রেমভাব আমি দেখ্‌তে পাই, তাতে ত সে সন্দেহ একবারও আসে না। কেনই বা না আসে? আনাবেল কি মাতামহের অবাধ্য হবেন? যদি হন,—উঃ! মনে কোত্তেও গা কাঁপে!—অপরকে বিবাহ কোত্তে আনাবেল যদি সম্মত না হন, পরিণামটা কি দাঁড়াবে? উঃ! ভয়ানক!—ভয়ানক!—ভয়ানক পরিণাম! আনাবেলের জননী কি আমার হাতে আনাবেলকে সমর্পণ কোত্তে রাজী হবেন না? সেটা আবার আর একরকম আশা! আশাকে কোলে কোরে, উল্লাসে সংশয়ে থেকে থেকে, আমি বিমোহিত হয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার চক্ষের সম্মুখে যেন একটী নারীমূর্ত্তি উঠে দাঁড়ালো! হাঁ নারীমূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তির কোলে যেন কি আছে! কালিন্দী আর আমার ছেলে! ওঃ! সাংঘাতিক!—সাংঘাতিক প্রেম! কি কুক্ষণেই কালিন্দী আমারে ভালবেসেছিল! কালিন্দীর ভালবাসায় আমার জীবন-আশা ডুবে গেল! আমি হতাশ হয়ে পোড়্‌লেম। চক্ষের জলে মাথার বালিশ ভিজে গেল!

রাত্রি ছুটোর পর একটু নিদ্রা হয়েছিল, সে নিদ্রা ভোরেই ভঙ্গ হলো। বিদায়ের আয়োজন কোরে, হোটেলের যা কিছু দেনা, হিসাবমত পরিশোধ কোরে দিলেম। শীঘ্র শীঘ্র যৎকিঞ্চিৎ আহার কোল্লেম। শীঘ্র শীঘ্র গ্রেট্‌ রসেলষ্ট্রীটে চোল্লেম। গাড়ী প্রস্তুত হলো। আনাবেল ও আনাবেলের জননী গাড়ীতে আরোহণ কোল্লেন, আমিও আরোহণ কোল্লেম। গাড়ীতে যেতে যেতে আমার অন্তরে যে কতপ্রকার ভাবের উদয় হোতে লাগ্‌লো, সে সব কথা প্রকাশ কোরে বোল্‌তে গেলে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে উঠে। সে সব কথা আমার মনেই থাক্‌লো। আনাবেলকে দর্শন কোরে, আনন্দে আমার অন্তঃকরণ নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো। আমার প্রতি আনাবেলের আন্তরিক অনুরাগ! আমারও তাই! সেদিনের ভাবগতিক দেখে, আনাবেলের জননী সেটা বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেন। মুখে কিছুই বোল্লেন না।

উপযুক্ত সময়ে আমরা হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে পৌঁছিলেম। পথে আমাদের তিন দিন মাত্র অতীত হয়েছিল। যখন আমরা ফটকের ধারে পৌঁছিলেম, আনাবেলের জননী সে সময় যেন কতই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠ্‌লেন। একুশবৎসর পরে পিতার সম্মুখে তিনি উপস্থিত হবেন, কি কথায় কি উত্তর দিবেন, সেই সকল চিন্তায় যেন তিনি উন্মনা হয়ে পোড়্‌লেন। আনাবেল জন্মাবধি মাতামহকে দেখেন নাই, তিনি জীবিত আছেন, আমার মুখেই নূতন শুন্‌লেন, আনাবেলও কত কি মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, মুখ দেখে আমি সেটী বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পাল্লেম। তাঁর জননীর চক্ষে জল পোড়্‌লো; তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

গাড়ী যখন সদরদরজায় পৌঁছিল, তখন আমি মনে কোল্লেম, সার্ মাথ্

হেসেল্‌টাইন নিজে হয় ত গাড়ীর কাছে আস্‌বেন না। গাড়ী থেকে আমি আগে নাম্‌লেম। সম্মুখেই দেখি, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন। আমার কাঁধের উপর হাত দিয়ে, কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে তিনি বোল্লেন, "জোসেফ! তুমি একটু সোরে দাঁড়াও! আমি নিজেই আমার কন্যাকে নামিয়ে নিচ্চি। তাই তিনি কোল্লেন। দৌহিত্রীর রূপলাবণ্য দর্শনে ক্ষণকাল তিনি চকিত হয়ে থাক্‌লেন। স্নেহভরে আনাবেলকে তিনি আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। স্নেহরসে সেই পাষাণহৃদয় যেন গোলে গেল! সকলেই আমরা একসঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। কন্যাদৌহিত্রীকে নিয়ে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন সভাগৃহে প্রবেশ কোল্লেন। আমি আমার আপনার ঘরে চোল্লেম।—চোলে যাচ্চি, বাড়ীর প্রধানা কিঙ্করী বিবি বার্কলে শশব্যস্তে আমার হাত ধোরে বোল্লেন, "উইলমট! এদিকে এসো! আমার সঙ্গে এসো!"

আমি চমকিত হয়ে উঠ্‌লেম। বিবি বার্কলে আমারে সঙ্গে কোরে উপরের একটী সুসজ্জিতঘরে নিয়ে গেলেন। সমাদরে বোল্লেন, "কর্ত্তার আদেশ, এখন অবধি এই ঘরেই তুমি থাক্‌বে।"—তখন আমি বুঝ্‌লেম, আমার উপর সার্ মাথু সমধিক প্রসন্ন।" অতঃপর কি অবস্থায় সে বাড়ীতে আমি থাক্‌বো, প্রথমত নিঃসন্দেহে সেটী আমি অনুভব কোত্তে পাল্লেম না। বিবি বার্কলে বোল্লেন, "আমি তোমার সমস্ত জিনিসপত্র এই ঘরেই এনে রেখেছি। এখন অবধি তোমারে চাকরের পোষাক পরিধান কোত্তে হবে না। তুমি তোমার নিজের বস্ত্র পরিধান কোর্‌বে। আর একটী কথা।—"সার্ মাথু আমারে বোলে দিয়েছেন, আজ অবধি তাঁর সঙ্গে একত্রেই তুমি আহার কোর্‌বে।" এই কথা বোলেই প্রসন্নবদনে বার্কলে আমার দিকে চাইলেন।—চেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, এতদিনের পর সার্ মাথু আমারে বেশী সমাদরে রাখ্‌বেন। একটী বাক্স খুলে যখন আমি ভাল কাপড় বাহির কোত্তে যাই, সেই সময় দেখ্‌লেম, বাক্সের উপর একখানি চিঠী রয়েছে। চিঠীখানি আমার নামেই শিরোনাম দেওয়া। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের নিজের হাতের লেখা। সেই চিঠীর ভিতর আর একখানি চিরকুট। সেই সঙ্গে খানকতক ব্যাঙ্কনোট। চিরকুটে লেখা আছে, "আমার প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারী জোসেফ উইলমটের প্রথম ছয় মাসের বেতন।"—নোটগুলিতে দেখ্‌লেম, পঁচাত্তর পাউণ্ড।

সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের অকপট মহত্ত্বের আর এক পরিচয় পেলেম। বুঝ্‌লেম, সেইটীই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব। সংসারের গতিকে তাঁর প্রকৃতি বিকৃত হয়েছিল, সে ভাব ঘুচে গিয়েছে। এই সব আমি ভাব্‌ছি, ভোজনাগারে ঘণ্টাধ্বনি হলো। আমি সেই খানে উপস্থিত হোলেম। কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে, সার্ মাথু সস্নেহে আমার হস্ত ধারণ কোল্লেন। প্রফুল্লবদনে আসন দেখিয়ে দিয়ে, বোস্‌তে ইঙ্গিত কোল্লেন। মুখে একটী কথাও বোল্লেন না। আমি বুঝ্‌লেম, যে ভাব তাঁর মনে উদয় হয়েছে, কথায় সেটী প্রকাশ কোত্তে ইচ্ছা করেন না। কাজেই তিনি পরিচয় দেখাবেন। বিবি

লানোভার আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লেন। আনাবেলের দিকে আমি একবার কটাক্ষপাত কোল্লেম। দেখ্‌লেম, আনাবেলও প্রসন্নবদনে চেয়ে রয়েছেন।

আহারাদি সমাপ্ত হলো। প্রয়োজনমত গুটীকতক কথাবার্ত্তাও হলো। খানিকক্ষণ পরে, ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলেম।

এক সপ্তাহ অতীত। আর আমি চাকর নই। আমার তখন সুখের অবস্থা। সার্ মাথু আমারে যথার্থই মিত্রভাবে সমাদর কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি যখন লণ্ডনে যাই, ভর্গম তিনি আমার পদে আর একজনকে নিযুক্ত কোরেছিলেন। সেই সাতদিন আমি কেবল ভাণ্ডারীর হিসাবপত্র এক একবার দর্শন কোরেছি, আর কোন কার্য্যই আমার ছিল না। সেই এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার বেশীক্ষণ দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। আনাবেলের জননীর সঙ্গেও না, আনাবেলের সঙ্গেও না। কেবল আহারের সময় দেখা হয়, আর সন্ধ্যাকালে কিয়ৎক্ষণ আমরা একসঙ্গে বসি, এইমাত্র। বৃদ্ধ বারোনেট্‌ কন্যা-দৌহিত্রী নিয়েই প্রায় সর্ব্বক্ষণ নির্জ্জনে থাকেন। নির্জ্জনে তাঁদের কি কি কথা হয়, ঠিক ঠিক তা আমি জান্‌তে পারি না। কিন্তু বুঝ্‌তে পারি, বহুদিনের বিচ্ছেদান্তে মিলনে তাঁরা কেবল অতীত কথাই বলাবলি করেন। একদিন প্রাতঃকালে সার্ মাথু আমারে লাইব্রেরীঘরে ডেকে পাঠালেন।

লাইব্রেরীঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম। প্রবেশ কোরেই আমি যে ভাব দেখ্‌লেম, যে ভাবে দুটী একটী কথাবার্ত্তা হলো, তাতেও বুঝ্‌লেম, আনাবেলের প্রতি আমার অনুরাগ, পিতার সাক্ষাতে বিবি লানোভার সেই কথাটী গল্প কোরেছেন। কিসে আমি সেটী বুঝ্‌লেম, তাও বলি। সার্ মাথু হেসেলটাইন যেন পূর্ব্বপ্রকৃতি ধারণ কোরে, গম্ভীরবদনে চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বোসে আছেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রয়েছেন। ঠোঁটদুখানি মুখের ভিতর প্রবেশ কোরেছে। মুখেও যেন বিরাগ লক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে। আমারও প্রফুল্লভাব দূর হয়ে গেল! ভিতরে ভিতরে আমার প্রফুল্লতা যেন বিলীন হয়ে গেল! অস্থিরমনে আমি তাঁর সম্মুখবর্ত্তী হোলেম। সার্ মাথু আমারে উপবেশন কোত্তে ইঙ্গিত কোল্লেন, আমি উপবেশন কোল্লেম। এক-দৃষ্টিতে তিনি আমার মুখপানে চেয়ে আছেন। আমার মনের ভিতর কি হোচ্চে, তা যেন তিনি তখন বুঝ্‌তে পাচ্চেন। আমি কিন্তু ভয় পেলেম। অন্ধকারের ভিতর থেকে যে অল্প অল্প সৌভাগ্যের আলো আমার চক্ষের কাছে অল্প অল্প জ্বোলে উঠ্‌ছিল, অকস্মাৎ সে আশাদীপ যেন নির্ব্বাণপ্রায়!

অনেকক্ষণের পর মৌনভঙ্গ কোরে, সাবেক ধরণে খিচিয়ে খিচিয়ে, সার্ মাথু বোল্লেন, "সাতদিন তোমার হাতে ত কোন কাজকর্ম্ম নাই। এখন ঘণ্টা দুইকাল তুমি আমার কাছে বোসো! তোমাকে আমার গুটীকতক কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে। তোমার জীবনের আগাগোড়া কথা আমার কাছে প্রকাশ কোরে বলো! সাবধান! একটী কথাও চেপে রেখো না! বেশী কথা শুন্‌তে আমি বিরক্ত হব, সে ভয়টীও মনে রেখো না।

সব বল! মন খোলসা কোরে, সব কথা তুমি খুলে বল! জীবনে যদি তুমি কিছু অন্যায় কর্ম্ম কোরে থাক, যে কথা বোল্‌তে তুমি লজ্জাবোধ কর, এমন কার্য্য কিছু যদি থাকে, তাও আমার কাছে গোপন কোরো না! সত্য সত্য সমস্ত কথাই বোলে যাও! আমার কন্যার মুখে আমি শুনেছি,—বোল্‌তে বোল্‌তে তিনি কেঁদেছেন। লানোভার তোমার উপর যত প্রকার উপদ্রব কোরেছে, সেই সব উপদ্রবের কথা আমার কন্যা যতদূর জানেন, সমস্তই তাঁর মুখে আমি শুনেছি। কিছুই বোল্‌তে বাকী রাখেন নাই। সেই দুরাত্মা তোমারে প্রাণে মার্‌বার চেষ্টা পেয়েছিল, আমার স্নেহবতী কন্যা সে কথাও আমার কাছে ভেঙেছেন। তোমার ভয় নাই। সে সব কথা যদি তুমি আমার কাছে প্রকাশ কোরে বল, আমার কন্যা তাতে ক্ষুণ্ণ হবেন, শিষ্টাচারের খাতিরে সে ভয়টা তুমি অন্তর থেকে দূর কোরে দাও!”

যতক্ষণ সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন্ এই সব কথা বোল্লেন, হৃদয়ের সংশয়টাকে ক্রমে ক্রমে কোমিয়ে এনে, ততক্ষণ আমি পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বুকের ভিতর একসঙ্গে জড় কোল্লেম। মায়াবিনী আশা আবার আমার বুকের ভিতর আশ্রয় নিলে! সার্ মাথু আমার মুখে সে সব কথা শুন্‌তে চান কেন? আমি তাঁর দৌহিত্রীর পাণিগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র হোতে পারি কি না, তাই কি তিনি পরীক্ষা কোত্তে চান? পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হোতে পারি। জীবনের মধ্যে লজ্জার কাজ আমি কি কোরেছি? লেডী কালিন্দীর ভালবাসা! অশুভক্ষণে লেডী কালিন্দী আমারে ভালবেসেছিলেন! সেইটীই—কেবল সেইটীই আমার জীবনের লজ্জার কথা। সেইটুকু আমি চেপে রাখ্‌বো। সেইটীই তখন স্থির কোল্লেম। আরও গুটীকতক কথা আমারে চেপে রাখ্‌তে হবে। সেটীও মনে মনে অবধারণ কোল্লেম। লর্ড চিল্‌হামের কন্যা লেডী লেষ্টার!—ওঃ! যে ঘরে সেই ভয়ানক ছবি আমি দেখেছি, সেই ঘরের সেই ভয়ানক ঘটনা, কাজে কাজেই অপ্রকাশ রাখ্‌তে হবে। কেন আমি তিবর্ত্তনের কুঞ্জনিকেতন পরিত্যাগ কোরে গিয়েছিলেম, কেন আমি বীটদ্বীপে রবিন্‌সনের কার্য্য পরিত্যাগ কোরে গিয়েছিলেম, সে সব কথাও প্রকাশ করা হবে না। সে সূত্র ধোর্‌তে গেলেই কোন না কোন প্রকারে লেডী কালিন্দীর কথা এসে পোড়্‌বে। সেই কথাতেই আমার বড় ভয়!—বড় লজ্জা! ল্যানোভার আমারে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে—আনাবেলের নাম কোরে, পথ থেকে আমারে ধোরে নিয়ে যায়, বিশ্বাসঘাতকতা কোরে অন্ধকার ঘরে কয়েদ করে, অজ্ঞান অবস্থায় কুলীজাহাজে তুলে দেয়, সে কথাগুলো বলি কি না বলি? না বলারও কোন কারণ দেখ্‌লেম না। লানোভার এখানে আস্‌বে না। সার্ মাথু কখনই তার সঙ্গে দেখা কোর্‌বেন না। তবে আর ভয় কি? তবে কেন অপ্রকাশ রাখি? তাঁর কন্যাও আর লানোভারের বাড়ীতে যাবেন না। তবে আর সে সব দৌরাত্ম্যের কথা কেনই বা গোপন রাখ্‌বো?

মনস্থির কোল্লেম। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কাছে সমস্ত জীবনকাহিনী প্রকাশ

কোল্লেম। পাঠকমহাশয়ের কাছে এ পর্য্যন্ত যেমন যেমন পরিচয় দিয়ে এসেছি, ঠিক সেই ভাবে শ্রেণীবদ্ধ কোরে, সমস্ত কথাই আমি প্রকাশ কোল্লেম। কি রকমে লিসেষ্টার নগরে গুরুগৃহে শিশুকালে আমি প্রতিপালিত হই, মাতাপিতা জানি না, কি রকমে সেখানে থাকি,—কি রকমে সেখান থেকে পালাই,—পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে কি রকমে আমি দেলম্বরপ্রাসাদে চাক্‌রী পাই,—কি রকমে লানোভারের হাতে পড়ি, কি রকমে লর্ড রাবণহিলের বাড়ীতে উপস্থিত হই,—কি রকমে কুঞ্জনিকেতনে প্রবেশ করি, একে একে সমস্তই বোল্লেম। তার পরের ঘটনাগুলি সাধ্যমত পরিত্যাগ কোরে, এক কালে ডাক্তার পম্‌ফ্রেটের কথা এনে ফেলি। তার পর বিবি রবিন্‌সনের কাছে চাক্‌রী। তার পর স্কট্‌লাণ্ডে ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে প্রস্থান। সার্ আলেক্‌জণ্ডর করন্দেলের সঙ্গে কুমারী এমিলাইনের প্রণয়ঘটনাও অপ্রকাশ রাখ্‌লেম না। ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনে প্রস্থান কর্‌বার অগ্রে লানোভারের কুচক্রে জাহাজ আরোহণ, জাহাজডুবী, সে সব কথাও বিস্তারিতরূপে প্রকাশ কোল্লেম। কি রকমে পার্থশায়ারে লানোভার উপস্থিত হয়,—লানোভারের ভয়ে কি রকমে আমি সেখান থেকে পলায়ন করি,—সার্ আলেক্‌জণ্ডর অনুগ্রহ কোরে আমারে যে চাক্‌রী দিয়েছিলেন, কি কারণে সে চাক্‌রী ছেড়ে আমারে পলায়ন কোত্তে হয়, সে কথাও প্রকাশ করি। তার পর দর্‌চেষ্টারের জুয়াচুরীর কথা। কি রকমে আমি মাঞ্চেষ্টর নগরে রোলাণ্ডের বাড়ীতে চাক্‌রী পাই, সে কথাও প্রকাশ কোল্লেম। সেই সময় আমি চেয়ে দেখ্‌লেম, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের বদনে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিলে। দেখেই আমি মাথা হেঁট কোল্লেম। তার পর সাফল্‌ফোর্ডের বাড়ীতে চাক্‌রীর কথা বোল্লেম;—খুব সাবধান হয়েই বোল্লেম। লেডী কালিন্দীর কয়েদের কথা বিন্দুবিসর্গও উল্লেখ কোল্লেম না। তার পর যে যে ঘটনা হয়, সার্ মাথু নিজেই তা জানেন। লর্ড একলেষ্টনের সঙ্গে লণ্ডন নগরে দেখা করি, সে কথাও প্রকাশ কোল্লেম। প্রায় সমস্তই প্রকাশ কোল্লেম, কেবল আনাবেলের প্রেমের কথাটী চেপে রাখ্‌লেম। যেমন সাবধান হয়ে কালিন্দীর কথা ছেড়ে দিয়ে গেলেম, তেম্‌নি সাবধানে আনাবেলের প্রেমের কথাও অপ্রকাশ!

নীরবে একমনে সার্ মাথু আমার সমস্ত কথাগুলি শুন্‌লেন। একবারও বাধা দিলেন না। কোন প্রকার নূতন প্রশ্নও উত্থাপন কোল্লেন না। উত্থাপনের অবকাশও আমি দিলেম না। স্থির হয়েই সব কথাগুলি তিনি শুন্‌লেন। এক ঘটনার পর আর এক ঘটনা, এক বিপদের উপর আর এক বিপদ, এক কৌতুকের পর আর এক কৌতুক, সে অবস্থায় বাধা দিয়ে, নূতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অবকাশই বা কে পায়? যতক্ষণ আমি কথা কইলেম, সার্ মাথু ততক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কথার কৌশলে এক একটা কথা আমি চেপে যাচ্ছি, মুখের ভাব দেখে সেটা তিনি কিছুই ধোত্তে পাল্লেন না। একঘণ্টাকাল আমি আমার জীবনকাহিনীর পরিচয় দিলেম। একঘণ্টার মধ্যে একবারও তিনি আমার মুখ থেকে চক্ষু ফিরালেন না। বেশ মনোযোগ!

চেয়ারের উপর যেমন সোজা হয়ে বোসে ছিলেন, আগাগোড়া ঠিক তেম্নি ভাবেই বোসে থাক্‌লেন। নড়নচড়ন পর্য্যন্ত বন্ধ। মুখের চেহারাও সমভাব। কেবল বোলাণ্ডের নাম শুনে একবার একটু হেসেছিলেন মাত্র। তা ছাড়া আর কিছুই না। একঘণ্টাকাল সার্ মাথু ঠিক যেন একটা কাঠের পুতুল।

কথা আমি সমাপ্ত কোল্লেম। পরিচয় দেওয়া সমাপ্ত হলো। তখনও পর্য্যন্ত সার্ মাথু নীরব। তখনও পর্য্যন্ত তাঁর সেই রকম তীব্রদৃষ্টি সমভাবে আমার মুখে সন্নিবিষ্ট! যে যে কথা আমি চেপে রাখ্‌লেম, যে যে কথা ইচ্ছা কোরে ছেড়ে গেলেম, কোনরকম লক্ষণে তার কিছুমাত্র তিনি বুঝ্‌তে পাল্লেন কি না,—যা যা আমি বোল্লেম, তাতে তিনি যথার্থই সন্তুষ্ট হোলেন কি না, তাঁর মুখে ভালমন্দ কিছুই আমি শুন্‌তে পেলেম না। আবার একটু সংশয় দাঁড়ালো। আমি কিন্তু এটী বেশ জানি, মনের কথা মনেই থাক্‌লো, মুখের লক্ষণে তার কিছুই আমি জান্‌তে দিলেম না।

অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে, ঠিক সেই ভাবেই চেয়ে চেয়ে, সার্ মাথু আমাকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আচ্ছা জোসেফ! আমি শুন্‌লেম। যে যে কথা আমার কাছে প্রকাশ করা তুমি উচিত বোধ কোল্লে, তা তুমি বোলেছ। এটী আমি বুঝেছি। আচ্ছা, সব কথাই কি বোলেছ? কপটতায় কিছুই কি গোপন কর নাই? আচ্ছা!" রিডিং নগরে যে রকম রাগে রাগে ঠোঁট বেঁকিয়ে, মুখ খিচিয়ে, কথা কওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল, এতক্ষণের পর আবার সেই ভাবে সেই স্বরে তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "বোলেছ কি সব? আচ্ছা! আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ!—দেখ,—ভাল কোরে চাও! বল! কোন কথা গোপন কর নাই?"

সত্যকথা বোল্‌তে কি, সেই সময় আমার মনে একটু ভয়ের উদয় হলো। যে সংশয়টুকু এতক্ষণ ভিতরে ভিতরে খেলা কোচ্ছিল, ঐ প্রকার কথা শুনে তখন যেন সেই সংশয় একটু বেড়ে উঠ্‌লো। এতক্ষণের পর আমার মুখেও যেন কোনপ্রকার সংশয়লক্ষণ দেখা দিল। তিনি যেন আরও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। খিচিয়ে খিচিয়ে বোল্লেন, "আ! মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি!—তুমি বুঝি মনে কোচ্চো! আমি বুঝ্‌তে পারি নি?—আমি বুঝি এতক্ষণ হাঁ কোরেই তোমার কাছে বোসে আছি?—না না! আর আমি তোমারে শক্তকথা বোল্‌বো না। আচ্ছা, দেখ জোসেফ! সত্যকথা বল! আমি তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছি। মনের ভিতর তুমি কি গোপন কোরে রেখেছ। তোমার মনে কি একটী আশা লুকানো রয়েছে। প্রকাশ কর! কি তোমার মনের অভিলাষ, সেটী জান্‌তে পাল্লে—"

"দোহাই মহাশয়!"—সার মাথু হেসেল্‌টাইনের পদতলে বোসে, করযোড়ে আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "দোহাই মহাশয়! আমার কথায় অবিশ্বাস কোর্‌বেন না! একটী আশা আমার মনে আছে! ভয়ে আমি সে কথা বোল্‌তে পাচ্ছি না!"

বাস্তবিক ভয়ে ভয়েই আমি এই কটী কথা উচ্চারণ কোল্লেম। স্পষ্টই বুঝ্‌লেম,

আনাবেলকে আমি ভালবেসেছি, সেইটী আমি তাঁর কাছে প্রকাশ করি, কেবল সেইটীই তাঁর ইচ্ছা। তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কালিন্দীর কথা তিনি কিছুই জান্‌তে পারেন নাই। সেইটী বুঝ্‌তে পেরে, মনে একটু ভরসা হলো। তাঁর একখানি হাত ধোল্লেম। তিনিও একহাতে আমার মাথা চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে, মৃদুকম্পিত, বিনম্রস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জোসেফ! তোমার ভয় নাই। তুমি আমার যে উপকার কোরেছ, তা আমার মনে আছে! তুমি আমার ভাগ্নীকে এনে দিয়েছ, কন্যাটীও এনে দিলে, আর আমার মত বৃদ্ধ লোকেরা আনাবেলের মত দৌহিত্রী লাভ কোরে, যেমন গৌরবান্বিত মনে করেন, তোমা হোতেই তাদৃশী রূপবতী দৌহিত্রী আমি লাভ কোল্লেম! যদিও তোমারে মাঝে মাঝে আমি কটু কথা বলি, তাতে তুমি রাগ কোরো না। উঠ! তোমার মনের কথা বল! বোসো!"

তৎক্ষণাৎ আমি আজ্ঞাপালন কোল্লেম। কর্ত্তার মুখের ভাব দেখে তখন বুঝ্‌লেম, সহসা যেন পাষাণে নদীর উৎপত্তি হলো! সস্নেহে তিনি আমারে বোল্লেন, "তোমার জীবনকাহিনী বড়ই আশ্চর্য্য! অনেক ঘটনায় হৃদয়ে দয়ার আবির্ভাব হয়, অনেক ঘটনায় তোমারে প্রশংসা না কোরে থাকা যায় না। সার্ আলেক্‌জণ্ডর কর্ন্দেলের সঙ্গে ইঞ্চ্‌মেথ্‌লিনের ভ্রাতুষ্পুত্রী এমিলাইনের মিলন তোমা হোতেই হয়। আমার ভাগ্নীর বিপদকালে তুমিই পরম উপকার কোরেছ। আমার কন্যাও সকল রকমে তোমার গুণের কথা প্রকাশ কোরেছেন। আনাবেলকে তুমি ভালবাস, সে কথাও আমার অজ্ঞাত নাই। আনাবেল এখন অবধি প্রকৃত নামে পরিচিতা হবে। যে নামে এখন তার পরিচয়—আনাবেল লানোভার! সহস্র সহস্র কারণে ও নামের প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা! আমার কন্যাও আর আনাবেলের ও রকম নাম শ্রবণ কোত্তে ইচ্ছা করেন না, বজায় রাখ্‌তেও চান না। লানোভারের নামে পরিচয়, ভারী ঘৃণার কথা! ও নামটার উপর আমার কন্যারও আন্তরিক ঘৃণা!"

এই পর্য্যন্ত বোলে, একটু থেমে, অশ্রু মার্জ্জন কোরে, তিনি আবার বোল্লেন, "তোমার মাতাপিতা কে, শীঘ্র সেটী নিরূপণ কর্‌বার উপায় নাই। পাষণ্ড লানোভার কেন যে তোমার উপর ততদূর দুর্ব্ব্যবহার কোরেছে, কিছুই আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তারে ঘুস দিয়ে যদি তার পেটের কথা বাহির কোরে লওয়া যেতে পাত্তো, আহ্লাদপূর্ব্বক সে চেষ্টা আমি কোত্তেম। কিন্তু যে রকম ঘটনা দাঁড়িয়েছে, তাতে কোরে তার মুখে সত্যকথা প্রকাশ পাওয়া একান্তই অসম্ভব,—একান্তই দুরাশা! সে হয় ত স্বচ্ছন্দে ঘুসের টাকা গ্রহণ কোর্‌বে! মিথ্যা একটা রচা কথা প্রকাশ কোরে আমার মন ভুলাবার চেষ্টা কোর্‌বে! আসল কথা চেপে রেখে, যা ইচ্ছা তাই বোল্‌বে! সত্যমিথ্যা কিছুই আমরা নিশ্চয় কোত্তে পার্‌বো না। লানোভারের মুখে নিগূঢ় কথা প্রকাশ হবার আশা করা, বৃথা আশা। পরমেশ্বরের হাত! যাঁর ইচ্ছায় জগৎসংসারের সমস্ত কার্য্যই তারে তারে চলে, যাঁর ইচ্ছায় সংসারচক্র পলকে পলকে ঘোরে, ইচ্ছাময়ের যখন ইচ্ছা হবে, তখন

অবশ্যই তোমার জন্মকাহিনী তুমি জান্‌তে পার্‌বে। যে সূত্রেই হোক্‌,হবেই হবে প্রকাশ। সে জন্য আমার বড় একটা উদ্বেগ থাক্‌ছে না।”

অত্যন্ত বিষণ্ণ হবে, মৃদুস্বরে আমি বোল্লেম, “আপ্‌নার উদ্বেগ থাক্‌ছে না, কিন্তু আমার উদ্বেগ যে—”

“আঃ!—বাধা দেও কেন? যে সব কথা বল্‌বার জন্য তোমারে আমি ডেকেছি, শোন আগে। তার পর যা বল্‌বার থাকে, বোলো। হাঁ,—কি কথা বোল্‌ছিলেম? হাঁ,—আনাবেল! আমি শুনেছি, আনাবেলের প্রতি তোমার অনুরাগ জন্মেছে। আমার মানসম্ভ্রম তুমি জান। আনাবেল আমার দৌহিত্রী। আমার দৌহিত্রীর পাণিগ্রহণে তোমার অভিলাষ। আমার কন্যার মুখেই আমি এ কথা শুনেছি। তুমি সে কথাটী আমার কাছে গোপন কোরেছ!”

“ভয়ে বলি নাই!”—তিনি আমারে বাধা দিতে নিষেধ কোরেছেন, সে নিষেধটা তখন পালন কোত্তে পাল্লেম না। যাঁরে আমি ভয় করি, তাঁরই মুখে ঐ কথা! প্রথমত একটু সংশয় জন্মালো। সংশয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অতুল প্রেমানন্দ! আনন্দস্রোতে সংশয়-তৃণটা ভেসে গেল! মনের উল্লাসেই সহসা বোলে ফেল্লেম, “ভয়ে বলি নাই!”

সার্‌ মাথু প্রথমে যেন একটু কোপদৃষ্টিতে আমার পানে চাইলেন। পরক্ষণেই সে ভাবটী দূরীভূত হলো! প্রসন্নভাব ধারণ কোরে, প্রশান্তস্বরে তিনি বোল্লেন, “হাঁ, গোপন কোরেছিলে। তা আচ্ছা, তোমার বয়স এখন কত?”

“কুড়ী বৎসর ছয় মাস।”—এ উত্তরটীও মনের উল্লাসে উচ্চারিত।

একটু চিন্তা কোরে, সার্‌ মাথু একটু গুঞ্জনস্বরে বোল্লেন, “আনাবেলের বয়ঃক্রমও প্রায় ঐ রকম। তাই ত!—দুজনেই তোমরা ত বালকবালিকা! এমন ছেলেবয়সে বিবাহ দেওয়া কখনই আমার ইচ্ছা নয়! তেমন পাগ্‌লামী আমি দেখাতে চাই না। বিবাহের কালাকাল আছে। আমি বেশ জানি, বালকবালিকারা আগাগোড়া কিছুই না বুঝে, কেবল রূপ দেখেই ভুলে যায়। বিশুদ্ধ প্রেম কারে বলে, সেটা তারা—”

সেই আধখানা কথাই আমার প্রাণে বেজে উঠ্‌লো! কোথায় আছি, কার্‌ কথা শুন্‌ছি, ক্ষণেকের জন্য সে ভাবটা যেন ভুলে গেলেম! অন্তরে ব্যথা পেয়েই তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বোল্লেম, “আমি কিন্তু আনাবেলকে অকপটে অন্তরের সঙ্গে গেঁথে—”

“আবার বাধা দেও? একবার বোল্লে চৈতন্য হয় না?”—একটু উগ্রস্বরে ঐ দুটী কথা বোলেই সার্‌ মাথু তৎক্ষণাৎ আবার শান্তভাব ধারণ কোল্লেন। প্রশান্তবদনেই বোল্লেন, “ছেলেরা কেবল রূপ দেখেই ভুলে যায়। তোমরা ছেলেমানুষ। সংসারের কিছুই তত্ত্ব জান না। তোমার গুণের অনেক পরিচয় আমি পেয়েছি বটে, কিন্তু সংসারে তুমি শিক্ষানবীস। তোমার চেয়ে আমি অনেক দেখেছি,—অনেক শুনিছি, ভুক্তভোগীও হয়েছি। তুমি বালক। এক কাজ কর! সংসারের গতিক্রিয়া ভাল কোরে দেখ। এখন থেকে দু তিন বৎসর গত না হোলে, আনাবেল তোমার সহধর্ম্মিণী হোতে পারে না।”

মধুরভাষিণী আশাই যেন সার্ মাথু হেসেল্টাইনের রসনায় অধিষ্ঠান কোরে, ঐ মধুময়ী বাণীর প্রত্যাদেশ দিলেন! আনাবেল আমার সহধর্ম্মিণী হবেন, সার্ মাথু হেসেল্টাইন নিজমুখেই প্রকাশ কোল্লেন। আনাবেলকে আমি পাব! শীঘ্র শীঘ্র পাব না, দু তিন বৎসর পরে আনাবেল আমার হবেন!—হৃদয়ে প্রেমানন্দ প্রবাহিত!"

আশার উপদেশে, মনের উৎসাহে, আনাবেল লাভের উল্লাসে, ক্ষণকাল আমি ঐ রকম চিন্তা কোল্লেম্। হৃদয় প্রফুল্ল হয়ে উঠ্লো। যতক্ষণ আমার সেই নিরুত্তর প্রফুল্লভাব, সার্ মাথু ততক্ষণ একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। সে ভাবটী তিনি দেখ্তে পেলেন না। পূর্ব্বকথা ছেড়ে দিয়ে, সহসা আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আজ মাসের ক দিন?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "১৫ই নবেম্বর, ১৮৪০।"

ক্ষুদ্র একখানি স্মারকলিপি বাহির কোরে, সার্ মাথু স্বহস্তে তাতে লিখে রাখ্লেন, "১৫ই নবেম্বর, ১৮৪০।"—লিখেই আমারে তিনি বোল্লেন, "দুই বৎসরের জন্য তুমি বিদেশ ভ্রমণে যাও। আজ এই ১৫ই নবেম্বর। যে ১৫ই নবেম্বরে দুই বৎসর পূর্ণ হবে, সেই দিন বেলা দুই প্রহরের সময় তুমি এই বাড়ীতে উপস্থিত হয়ো। নিষ্কলঙ্কে নিষ্কণ্টকে সংসারের জ্ঞান লাভ কোরে. হাস্তে হাস্তে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো। সুখস্বচ্ছন্দে প্রবাসে দুই বৎসর যাতে দস্তুরমত চলে, তার উপায় আমি কোরে দিচ্চি। তোমার হাতে একখানি পত্র দিব, সেই পত্রের মধ্যেই সব তুমি পাবে। বিচ্ছেদেই প্রণয়ের পরীক্ষা হয়। সর্ব্বক্ষণ কাছে থাকলে ভালবাসার আলো দেখা যায় না। দুই বৎসরকাল আনাবেলের সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ থাকবে না। দুই বৎসরে আনাবেলের মন অন্য কোন দিকে ফিরে যায়, কিম্বা তুমিই আনাবেলকে ভুলে যাও, সেটী পরীক্ষা করা চাই। দীর্ঘকাল বিচ্ছেদ না ঘোট্লে, প্রণয়ের কষ্টিপাথরে প্রণয়কাঞ্চনের খাদবাঁটা ধরা যায় না। কল্যই তুমি প্রবাসযাত্রা কর।"

ঈষৎ লজ্জায় অবনতবদনে আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে যাচ্চি, "দুই বৎসরের মধ্যে আনাবেলকে আমি কোন—"

"পত্র লেখা?"—আমার অসমাপ্ত কথার একটুখানি সমাপ্ত কোরেই, সার্ মাথু যোগ কোরে দিলেন, "পত্র লেখা?—না, আনাবেলকে তুমি পত্র লিখ্তে পাবে না। লিখ্তে হোলে তুমি অবশ্যই প্রেমপত্রিকা লিখ্বে। তুমি জান,—না না, তুমি জান না,—আমি জানি;—প্রেমপত্রিকা এক রকম প্রলোভন। সে প্রলোভন থাক্লে বিচ্ছেদের মর্ম্ম বুঝা ভার হয়। এক ছত্রও লিখ্তে পাবে না। আমাকেও না!—কাহাকেও কোন পত্র লিখো না। যেন কস্মিন্‌কালেও দেখাসাক্ষাৎ নাই,—কস্মিন্‌কালেও যেন আমাদের তুমি জান না,—আমরাও যেন তোমারে চিনি না, ঠিক সেই রকম অপরিচিত বিদেশীর মতই থেকো। আমাকে পত্র লিখ্তে হোলে, হয় ত তুমি টাকা খরচের হিসাব দিবে। না জোসেফ! লিখো না। দুই বৎসর আমি তোমার হিসাবপত্র কিছুই দেখ্বো না। টাকার হিসাবও না,—কাজের হিসাবও না। দুই বৎসর তুমি আমার মতের অধীন

থাক্‌বে না। তোমার নিজের মনে যা যা আস্‌বে, যা যা ভাল লাগ্‌বে,—যা যা ইচ্ছা হবে, স্বচ্ছন্দে তাই তুমি কোরো। মনে রেখো, পবিত্রশরীরে নিষ্কলঙ্কে দুই বৎসর পরে তুমি যেন আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে পার।”

আর প্রার্থনা করা বিফল। আবার দ্বিরুক্তি কোল্লে বেগতিক দাঁড়াতে পারে। সম্মত হোলেম। ভক্তিভাবে অভিবাদন কোরে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। বিদায়কালে তিনি সদয়ভাবে বোলে দিলেন, “আনাবেলের সঙ্গে দেখা করো গে! যে সব কথা আমি বোল্লেম, আনাবেলকে বলো গে!”

অনুরোধও বাহুল্য, আমার এখানে নিজমুখে প্রকাশ করাও বাহুল্য। ঘর থেকে বেরিয়েই, আনাবেলের কাছে আমি আগে ছুটে গেলেম। থর থর হৃৎকম্প হোচ্ছিল, হৃদয়ে যেন কেমন একপ্রকার বাতাস লাগ্‌ছিল,—সে বাতাসে যেন আনন্দতরঙ্গ খেলা কোচ্ছিল, একটু একটু বিষাদও আস্‌ছিল। দুই বৎসর দেখ্‌তে পাব না! দুই বৎসর আর আমার কর্ণে সুমধুর ঝঙ্কার হবে না! কোন্ দেশে আমি চোলে যাব! তৎক্ষণাৎ যেন আকাশপথে আশার ছায়া দেখ্‌তে পেলেম। আশা যেন অঙ্গুলী ঘুরিয়ে বোলে দিলেন, দুইবৎসর যেন বাতাসের মত উড়ে যাবে!—বাঃ! ঠিক তাই! আনাবেলের মুখেও সেই কথা! —আনাবেলও বোল্লেন, “দুই বৎসর বই ত নয়! দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোলে যাবে!—কে বলে আকাশবাণীর প্রতিধ্বনি নাই? আনাবেলের মুখে আকাশবাণীর প্রতিধ্বনি হলো! বুক যেন জুড়ুলো! যেটাকে এতক্ষণ দীর্ঘকাল বিবেচনা কোচ্ছিলেম, দীর্ঘকাল ভেবে দীর্ঘনিশ্বাস আস্‌ছিল, জ্ঞান হলো তখন সেটা কেবল মিথ্যা ভয়! দুইবৎসরকে দুদিন বোলে মনে হোতে লাগ্‌লো!

“আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না!”—সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাটী বোল্‌তে বোল্‌তেই চক্ষু ফেটে জল এলো! দাঁড়াতে পাল্লেম না। যুগলহস্তে অশ্রুমার্জ্জন কোত্তে কোত্তে, অবনতমুখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। কেন যে ও কথাটা হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরুলো, নিশাকালে আপ্‌নার ঘরে একা বোসে, অনেকক্ষণ সেই কথাটাই চিন্তা কোল্লেম। চিন্তা আমার সঙ্গ ছাড়া হয় না। একচিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই নানাচিন্তার আবির্ভাব! মনটা আবার খারাপ হয়ে উঠ্‌লো। সার্ মাথু বোলে দিয়েছেন, রজনীপ্রভাতেই আমি প্রবাসবাসী হব। প্রভাতে আর আনাবেলের সঙ্গে দেখা হবে না। আবার আমার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌লো। শয়ন কর্‌বার ইচ্ছা ছিল না, শয়ন কোল্লেও, নিদ্রা আস্‌তো না, সেরকম অবস্থায় কাহার চক্ষেই বা নিদ্রা আসে? চক্ষু জেগে থাক্‌লো। কেন থাক্‌লো? সারানিশি সে চক্ষু তবে কি দেখ্‌বে? চুপিচুপি ঘরের দরজা খুল্লেম। খানিকক্ষণ কাণ পেতে শুন্‌লেম। বেরুলেম। বাহির থেকে আবার চুপিচুপি দরজা বন্ধ কোল্লেম। কেন এত ভয়?—কে জানে কেন এত!—আমি আনাবেল দেখ্‌তে যাচ্ছি!—আনাবেলকে দেখ্‌তে যেতে এত ভয় কেন?—আমি জানি না কেন!

আমি তখন আর চাকর নই। ভক্তিভাজন সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমারে তখন

পুত্রবৎ স্নেহ করেন, মিত্রভাবে কথাবার্ত্তা কন। আমি তখন তাঁদের কাছে আর পর নই। একসঙ্গে আহার করি। কিছুদিন পূর্ব্বে যাঁর কাছে আমি সামান্য চাকরের কাজ কোরেছি, এখন স্বচ্ছন্দে—তাঁর পাশে বোসে খোস্‌গল্প করি, একসঙ্গে পানভোজন হয়, অতি গুহ্য গুহ্য কথাও তিনি আমার কাছে প্রকাশ করেন। কে আমি?—মাতাপিতা অপরিজ্ঞাত, সামান্য একজন চাকরমাত্র! আমার প্রতি তাঁর এত দয়া!—এত অনুগ্রহ! এর কাছে শ্লাঘার কথা আর আমার কি হোতে পারে? যেখানে আনাবেল, যেখানে আনাবেলের জননী, যেখানে আনাবেলের মাতামহ, সেখানে ত আমি সর্ব্বদাই যাই। তবে এ রাত্রে আনাবেলকে দেখ্‌তে যেতে আমার ভয় হোচ্চে কেন?

আবার বলি, কে জানে কেন!—মানুষের লীলাখেলার চেয়ে, প্রেমের লীলাখেলা আরও চমৎকার! প্রেমের বাস হৃদয়ে। প্রেমের নামে কেমন আনন্দ আসে! কিন্তু কেন কে জানে, থেকে থেকে আপ্‌না আপ্‌নি কেমন একরকম ভয়ও আসে! সেই ভয় আমার এলো!—এলো এল্লো, তাতেই বা আমার কি? সে ভয় আমি মানলেম না। আনাবেল যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। দুই খেলাই এক রকম! আনাবেল তখন জেগে ছিলেন। হঠাৎ আমি গিয়ে উপস্থিত হোলেম। আনাবেল একটু চোম্‌কে উঠ্‌লেন। একসঙ্গে যুগল বিদ্যুৎ দেখ্‌লেম! আকস্মিক বিস্ময়ে রূপখানি যেমন ঝক্ ঝক্ কোরে উঠ্‌লো! সুললিত সুন্দর ওষ্ঠে সেইভাবের একটু হাসিও দেখা দিল। আমি নিকটে গিয়ে সস্নেহে দুখানি হস্তচুম্বন কোল্লেম। উভয়ের অশ্রুধারে উভয়ের হস্ত অভিষিক্ত হলো! বিচ্ছেদের অশ্রু,—প্রেমের অশ্রু,—আনন্দের অশ্রু! কতক্ষণ সেখানে আমি ছিলেম, ঠিক মনে পড়ে না। সে সময়ের যে যে নির্ব্বেদ,—যে যে নিশ্বাস,—যে যে আশা, প্রেমিকের পক্ষে সম্ভবে, আমার মত অবস্থাপন্ন প্রেমিক পাঠক অবশ্যই সেগুলি হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনুভব কোত্তে পার্‌বেন। শয়নঘরে ফিরে এলেম। শেষ রাত্রে নামমাত্র ক্ষণকাল নিদ্রা হয়েছিল, প্রভাতে কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। তিনি আমার হাতে একখানি সিলকরা পত্র দিলেন। যে যে উপদেশ আমারে পালন কোত্তে হবে, সংক্ষেপে সেইগুলির পুনরুল্লেখ কোরে, আমারে পুনঃপুন আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। সেই সময় দেখ্‌লেম, দুতিনবার তিনি রুমাল দিয়ে নেত্রমার্জ্জন কোল্লেন। আমিও সাম্‌লাতে পাল্লেম না! তাঁর মুখপানে চেয়ে আমারও অশ্রুপাত হলো!

গাড়ী প্রস্তুত হলো। যে যে জিনিসপত্র আমার সঙ্গে যাওয়া আবশ্যক বোধ কোল্লেম, বাহকেরা সেগুলি গাড়ীতে তুলে দিলে। প্রাসাদের দিকে চাইতে চাইতে আমি শকটারোহণ কোল্লেম। গাড়ীবারাণ্ডা পার হয়ে গাড়ী যখন বেরিয়ে যায়, অন্দরের গবাক্ষের দিকে সেই সময় আমি একবার চেয়ে দেখ্‌লেম। একটী গবাক্ষপথে দুখানি রুমাল যেন চঞ্চলবাতাসে ঘন ঘন বিকম্পিত হোচ্ছিল। গাড়ী চোলেছে, আমি সেইদিকে চেয়ে আছি। গবাক্ষপথে দুখানি পদ্মমুখ!—একখানি আনাবেলের জননীর, আর একখানি আনাবেলের। আমার চক্ষু আর সেদিক্ থেকে শীঘ্র ফির্‌লো না। গাড়ীর ভিতর থেকে

একখানি হাত বাহির কোল্লেম। আমিও আমার রুমালখানি সঞ্চালন কোত্তে লাগ্‌লেম। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ সেই রুমালদুখানি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিশানের মত দুখানি কোমল হস্তের সঞ্চালনে হিল্লোলিত হোতে লাগ্‌লো। আমার চক্ষু তখন সেইদিকে অচঞ্চল।—আমার রুমালও মৃদুবাতাসে হিল্লোলিত।

ফটক পার হয়ে গাড়ীখানি সদর রাস্তায় এসে পোড়্‌লো। আর আমি আনাবেলকে দেখ্‌তে পেলেম না! হৃদয়প্রতিমার অদর্শনে আপ্‌না আপ্‌নি ক্রমাগত নেত্রমার্জ্জন কোল্লেম। হৃদয় যেন অন্ধকার!

সপ্তপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

আমার ভ্রমণ।—গৃহদাহ!

শীতকাল। নবেম্বর মাস। প্রভাতেই আমি হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদ ছেড়ে যাত্রা কোল্লেম। আনাবেলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোট্‌লো, সেই ভাবনায় কাতর,—সেই ভাবনায় অন্যমনস্ক! সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমারে যে চিঠীখানি দিয়েছিলেন, শকটের সম্মুখ আসনেই সেখানি রেখেছিলেম, আনাবেলের চিন্তায় অনেকক্ষণ সে কথা মনেই ছিল না। গাড়ী যখন খানিকদূর চোলে গেল, সেই সময় চিঠীখানির উপর আমার চক্ষু পোড়্‌লো। তুলে নিয়ে সেখানি আমি পাঠ কোল্লেম। চিঠীর ভিতর কতকগুলি ব্যাঙ্ক নোট। গণনা কোরে দেখ্‌লেম, দেড় হাজার পাউণ্ড। চিঠীতে লেখা ছিল:—

"প্রিয়তম জোসেফ!

প্রবাসে তুমি ভদ্রলোকের মত মানসম্ভ্রমে বাস করিবে। এই পত্রমধ্যে যে অর্থ আমি প্রদান করিলাম, তাহাতে দুই বৎসর কাল ভদ্রলোকের মত স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিবে। সৎপথে থাকিও, এই আমার পরামর্শ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন্। প্রিয় বৎস! এই আমার অভিলাষ।"

মাথু হেসেলটাইন।"

কৃতজ্ঞতারসে আমার হৃদয় পুনর্ব্বার দ্রব হয়ে গেল। মহৎ লোকের মহত্ত্বের সেই আরও একটী নূতন পরিচয় পেলেম। আমার মনোমধ্যে নানোভারের ভয় উদয় হোতে লাগ্‌লো। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমারে তাঁর পরিবারের সামিল বোলেই ভেবে নিয়েছেন। সেইরূপ স্নেহ—সেইরূপ যত্ন,—সেইরূপ আদর—সেইরূপ সম্মান। যেরকম লেখাপড়া শিখেছি, তার ফল এখন উপভোগ কোত্তে পাচ্চি। জন্মবৃত্তান্ত যে রকমেই কেন গুপ্ত থাকুক্ না, তাঁতে আমার সম্ভ্রমের কোন হানি হোচ্চে না। দস্তুরমত মানসম্ভ্রমেই আমি দেশভ্রমণে চোলেছি। যে সব দেশ আর কখনও দেখি নাই,

সেই সব দেশ দেখে বেড়াব। দুবৎসর ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোলে যাবে। মনের সুখে নানাস্থান পরিভ্রমণ কোর্‌বো। সংসারের কোন প্রলোভনে বিমোহিত হব না। জানি আমি, এ সংসার পাপে ধর্ম্মে মাখা। পাপের পথে আমি বিচরণ কোর্‌বো না। দুইবৎসর যখন পরিপূর্ণ হবে, যখন আমার সুখের দিন সমাগত হবে, মাথা সোজা কোরে, সেই সময় আমি আবার হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে দেখা দিব। যাঁদের যাঁদের এখন পরিত্যাগ কোরে চোল্লেম, নিষ্কলঙ্কে ফিরে এসে, সেই শুভদিনে তাঁদের সকলকেই আমি মনের সুখে সুখী দর্শন কোর্‌বো।

মনে তখন আমার সেই ভাবের উদয়;—মনে তখন আমার সেই আশার সঞ্চার। হঠাৎ আবার একখানা কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আমার সুখের আশার আকাশ অন্ধকার কোরে ছেয়ে ফেল্লে!—উদ্দেশে অস্ফুটস্বরে বোলে উঠ্‌লেম, “কালিন্দী! কালিন্দী! আঃ! কেন তুমি আমারে ভালবেসেছিলে? আশা-নাশা ভালবাসা! সৌভাগ্যনাশা ভালবাসা!” হায় হায়! এতদিনের পর আমি কি ভণ্ডামী অভ্যাস কোল্লেম? কালিন্দীর সঙ্গে আমার গুপ্তপ্রেম! কালিন্দীর গর্ভে আমার সন্তানের উৎপত্তি! সকলের কাছেই এ কথা আমি গোপন কোল্লেম!—সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন আমার জীবনবৃত্তান্তের সমস্ত নিগূঢ় কথা শুন্‌তে চেয়েছিলেন, তাঁর কাছে আমি সত্যবন্দী। সে সত্য কি আমি পালন কোরেছি?—না!—উঃ! ভণ্ড কাপুরুষ আমি! তাঁর কাছে সে কথা গোপন কোরেছি! তাঁর কন্যার কাছে গোপন কোরেছি! আরও শতসহস্রগুণ অধর্ম্ম,—পবিত্রহৃদয়া প্রিয়তমা আনাবেলের কাছেও গোপন কোরেছি! হা পরমেশ্বর! এ সব কথা যদি সময়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে, আমার গতি তখন কি হবে? যাঁরা আমারে ভালবাসেন, যাঁরা আমারে বিশ্বাস করেন, জগৎসংসারে যাঁদের সাধু বিশ্বাস আমার একমাত্র জীবনের সমস্ত আশাভরসার স্থল, সমক্ষে যদি ঐ সব সাংঘাতিক কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, অবশ্যই তাঁরা আমারে সম্মুখ থেকে দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দিবেন! এতদিন যে সব সুখস্বপ্ন দেখ্‌ছি, জীবনের সেই সুখের আশা এ জন্মের মত উড়ে যাবে! আর আমার বেঁচে থাক্‌বার কি ফল? ও কালিন্দী! হায় হায়! কেন তুমি আমারে ভালবেসেছিল? তোমার সেই সাংঘাতিক ভালবাসা এখন সর্ব্বনাশের হেতু হয়ে দাঁড়ালো!

নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় গাড়ীর ভিতর আমি কেঁদে ফেল্লেম। সেই অশ্রু তখন আমার যেন কতই উপকারী বন্ধুর কাজ কোল্লে। অশ্রুপাতে অনেকটা আরাম বোধ হলো। যৌবনে আশাই মানুষকে সজীব কোরে তুলে। যৌবনে সমস্ত আশাই প্রদীপ্ত হয়। আর আমার অপথে মন যাবে না। যত সাবধানে—যত চেষ্টায়, মনকে ফিরিয়ে রাখ্‌তে পারি, সেই সুখের আশায় যে রকমে জীবন ধারণের আশা কোত্তে পারি, সেই আশাকে হৃদয়ে এনে, আনাবেলকেই প্রহরী কোরে রাখ্‌লেম। কুচিন্তাকে দূর কোরে দিলেম। সহজে কি পারা যায়? অতি কষ্টে অন্যচিন্তা বিদায় কোল্লেম।—নিরবধি সুখের চিন্তায় নিমগ্ন থাক্‌লেম!

অপরাহ্নে মাঞ্চেষ্টর নগরে পৌঁছিলেম। সেখানে উপস্থিত হয়ে, গাড়ীখানি বিদায় কোরে দিলেম। নিকটের একটী হোটেলে বাসা নিলেম। রোলাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার ইচ্ছা হলো। একবার দেখ্‌তে না পেয়ে, ফিরে এসেছিলেম, সেবারে আবার আশায় আশায় সাক্ষাৎ কোত্তে গেলেম। ভাগ্যক্রমে তাঁরা তখন বাড়ীতে ফিরে এসেছেন। বাড়ীতে উপস্থিত হয়েই আমি তাঁদের দেখ্‌তে পেলেম। অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, অতি সাবধান হয়েই সে সব কথা তাঁদের জানালেম। সার্‌ মাথু হেসেল্‌টাইনের গুহ্যকথাগুলি একটীও প্রকাশ কোল্লেম না। বৃদ্ধ রোলাণ্ডদম্পতী আমার সুখের কথা শুনে সুখী হোলেন। ভোজনের নিমন্ত্রণ কোল্লেন, একসঙ্গেই আমি আহার কোল্লেম। সেই বৎসরের প্রথমে যাঁদের বাড়ী আমি চাকরী কোরেছি, সেই বাড়ীতে এখন তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গেই ভোজন কোল্লেম। হৃদয় মহানন্দে পরিপূর্ণ!—শুন্‌লেম, ষ্টিফেন্‌ রোলাণ্ড আর লেডী লেষ্টার পরমসুখে অবস্থান কোচ্ছেন। সে সংবাদেও আমার বিপুল আনন্দ জন্মালো। অনেকক্ষণ অনেকপ্রকার কথাবার্ত্তার পর, সেখান থেকে আমি বিদায় হোলেম।

পরদিন প্রাতঃকালে বার্‌মিংহামে যাত্রা কোল্লেম। দুদিন সেই মহাসমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী নগরে অবস্থান কোল্লেম। সেখান থেকে লণ্ডনযাত্রা। একপক্ষ পূর্ব্বে আনাবেলকে নিতে এসে, যে হোটেলে আমি বাসা নিয়েছিলেম, সেই হোটেলেই বাসা নিলেম। লানোভার দেশে নাই, সে কথা আমি জান্‌তেম। লণ্ডনে থাক্‌তে তখন আর আমার ভয় হলো না। কিছুদিন লণ্ডনে বাস্‌ কর্‌বার ইচ্ছা হলো। মহানগরীর যে সকল স্থান পূর্ব্বে ভাল কোরে দর্শন কর্‌বার অবসর পাই নাই, সেইবারে সেইগুলি দর্শন কর্‌বার অবকাশ পেলেম। তিনদিন সহরের রাস্তায় আমি ভ্রমণ কোচ্ছি। হঠাৎ লিণ্টনের সঙ্গে দেখা হলো। শার্লোটী তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষাৎ আলাপে তাঁরাও যেমন সুখী, আমিও তেম্‌নি সুখী হোলেম। পূর্ব্বে আমি তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে দেখা, কোর্‌বো স্বীকার কোরেছিলেম, যেতে পারি নাই, সেই কথা তুলে তাঁরা আমারে একটু লজ্জা দিলেন। যথার্থই আমি লজ্জিত হোলেম। কেন তাঁরা সেবারে লণ্ডনে এসেছেন, সে কথা জিজ্ঞাসা কোরে আমি জান্‌লেম, শার্লোটীর এক পিতৃব্য শার্লোটীকে কিছু দান কোরে গেছেন, সেই টাকাগুলি গ্রহণ কোত্তেই তাঁদের আসা। মাঞ্চেষ্টর দীঘীর সান্নিকটে তাঁরা বাসা কোরে রয়েছেন। সেই বাসায় তাঁরা আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে জেদাজিদি কোল্লেন। স্বীকার কোল্লেম, কিন্তু সঙ্গে গেলেম না। তাঁরা তখন চোলে গেলেন। সন্ধ্যার পর সাতটার সময় তাঁদের বাসায় আমি উপস্থিত হোলেম। তাঁরা আমারে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা কোল্লেন। মাঝে যতদিন দেখা হয় নাই, তত দিনের সুখদুঃখের কথা তাঁদের কাছে গল্প কোরে বোল্লেম। যে কথাগুলি বল্‌বার নয়, রোলাণ্ডদম্পতীকে যে সব কথা বলি নাই, তাঁদের কাছেও সেগুলি গোপন রাখ্‌লেম। কথায় বার্ত্তায় এতদূর নিমগ্ন হয়েছিলেম যে, কোথা দিয়ে সময় চোলে গেল, কিছুই

জান্তে পাল্লেম না। অবশেষে ঘড়ী দেখে জান্লেম, রাত্রি দুই প্রহর অতীত। তত রাত্রে তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে আমি সদর রাস্তায় বেরুলেম।

পূর্ব্বেই বোলেছি, মাঞ্চেষ্টর দীঘীর সন্নিকটেই লিণ্টনের বাসা। সেই দীঘীর ধার দিয়ে যখন চোলে যাই, অকস্মাৎ অতি নিকটেই যেন বিকট ধূমের গন্ধ অনুভূত হলো। ঊর্দ্ধদৃষ্টে চেয়ে দেখ্লেম,সেই দীঘীর অদূরে বিশাল ধূমরাশি আকাশপথে সমুত্থিত হোচ্চে। ধূমের ভিতরে ভিতরে উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্চে। নিশ্চয় মনে কোল্লেম, কোন লোকের ঘরে আগুন লেগেছে! নিতান্ত উন্মনা হয়ে তাড়াতাড়ি সেইদিকেই চোল্লেম। বহুলোকের কলরব,—বহুলোকের সভয় আর্ত্তনাদ, ক্রমশই শ্রবণগোচর হোতে লাগ্লো। কথা বুঝ্তে পাল্লেম না, দূরবর্ত্তী হাটে যেমন অস্পষ্ট কলরব শ্রুতিগোচর হয়, বহুকণ্ঠ-মিশ্রিত সেই রকম অস্পষ্ট কলরবমাত্র! অমঙ্গল আশঙ্কাই বলবতী হয়ে উঠ্লো। দ্রুতগতি যাচ্ছিলেম, ছুট্ দিলেম। ছুটে ছুটে দীঘীর কাছে উপস্থিত হয়েই, ভয়টা আরও বেড়ে উঠ্লো। চারিদিকেই ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার! একটা প্রশস্ত অট্টালিকার সমস্ত গবাক্ষপথে পুঞ্জ পুঞ্জ ধূমরাশি নির্গত হোচ্চে! সেই অট্টালিকার সম্মুখেই অসংখ্য লোক চতুর্দ্দিক থেকে ছুটে ছুটে আস্ছে। ঝঞ্ঝন্‌শব্দে ত্বরিতগতিতে ইতস্তত দমকলেরা ছুটেছে। অনেক লোক সেই জায়গায় জমা হয়েছে! ঊর্দ্ধপথে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা!

প্রাণপণে আমি ছুটেছি। যেদিকে অগ্নিকাণ্ড, সেই দিকে নিরীক্ষণ কোরেই আমি বুঝ্লেম, যে ধারে লর্ড একলিষ্টনের বাড়ী, সেইদিকেই আগুন লেগেছে! ঠিক সেই বাড়ীতেই আগুন লেগেছে কি না, তফাৎ থেকে যদিও সেটা স্পষ্ট বুঝ্তে পাল্লেম না, কিন্তু তারি নিকটেই কোন প্রকাণ্ড বাড়ী জ্বোলে উঠেছে, সেইটীই তখন অনুমান হলো। ছুটে ছুটেই আমি তখন ভিড়ের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। জনতার কণ্ঠরব তখন আমি স্পষ্ট স্পষ্ট শুন্তে পেলেম। ভয়ানক ভয় বাড়্লো!—নিশ্চয় জান্লেম, একলিষ্টন্-প্রাসাদেই আগুন ধোরেছে! ভয়ের কথা মুখে বল্বার নয়। প্রত্যেক ঘরের ছাদ ফুঁড়ে সর্পাকার অগ্নিশিখা বিনির্গত হোচ্ছিল! সমস্ত জানালা দিয়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশি নির্গত হোচ্ছিল! সমস্ত বাড়ীখানাই অগ্নিময়!—সমস্তই অগ্নিক্ষেত্র! নিকটের সমস্ত বাড়ী থেকে অর্দ্ধ-উলঙ্গ চাকরলোকেরা যেন পাগলের মত ছুটে বেরুচ্চে। মূল্যবান্ আস্বাবপত্র, নানাপ্রকার বসনস্তূপ, নানাপ্রকার বহুমূল্য সামগ্রী, রাস্তার উপর জড় কোরে ফেল্ছে! অগণিত পুলিসের লোক সেইখানে এসে জমা হয়েছে। জিনিসপত্র কেহই ছুঁতে না পারে, পুলিসের লোকেরা সেইরকমে পাহারা দিচ্চে। দমকলেরা অনবরতই জল তুল্ছে, জল ঢাল্চে। ভিড়ের ভিতর প্রবেশ কোরে আমি দেখ্লেম, লর্ড একলিষ্টনের দাসীচাকরেরা যেন উন্মত্তের ন্যায় অর্দ্ধ-উলঙ্গ হয়ে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি কোচ্চে। তাদের মুখেই শুন্তে পেলেম, লর্ড একলিষ্টন সে রাত্রে কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়েছেন, লেডী একলিষ্টন একাকিনী ঘরে আছেন!—অসুখ হয়েছে, আপ্নার ঘরেই শুয়ে আছেন! কেহই তাঁরে বাহির কোত্তে পারে নাই! অকস্মাৎ আগুন ধোরে উঠেছে! অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিদিকে

ছড়িয়ে পোড়েছে! চাকরেরা আপন আপন প্রাণ লয়েই ব্যতিব্যস্ত! সকলেই মনে কোচ্চে, কেহ না কেহ অবশ্যই লেডীকে উদ্ধার কোরে আন্‌বে! প্রাণের ভয়ে সকলের মনেই ঐ রকম ধারণা! আপ্‌নারা পালাতে পাল্লেই বাঁচে! সেদিকে কাহারই মন ছিল না! সকলেই বেরিয়ে পোড়েছে! সকলেই তখন জান্‌তে পাচ্চে, তাদের প্রভুপত্নী সেই জ্বলন্তগৃহেই পোড়ে রয়েছেন!

কথাগুলি আমার বোল্‌তে যতক্ষণ লাগ্‌লো, যতক্ষণে এই কথাগুলি আমি লিপিবদ্ধ কোল্লেম, চাকরদের কথাগুলি শুন্‌তে ততক্ষণ লাগ্‌লো না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব আমি জান্‌তে পাল্লেম। মনে মনে সুদৃঢ় সংকল্প কোল্লেম, লেডীকে উদ্ধার কোত্তে যদি আমার নিজের প্রাণ যায়, তাও স্বীকার,—তাও মঙ্গল, তথাপি যে রকমে পারি, তাঁরে আমি উদ্ধার কোর্‌বোই কোর্‌বো!

যে সকল লোক ছুটাছুটি কোরে বেড়াচ্ছিল, শশব্যস্তে তাদের একজনকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লেডী এক্‌লিষ্টন কোন্ ঘরে আছেন?"

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উত্তর কোল্লে "ঘর?"

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, গালাগালি দিয়ে, তারে আমি বোল্লেম, "হাঁ হাঁ, ঘর। কোন্ ঘরে তিনি আছেন?"

কে আমি, কেন ও কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চি,কেন গালাগালি দিলেম,ভয়ে—বিস্ময়ে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না কোরে, লোকটাও তখন তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, "দোতালা—সিঁড়িতে উঠেই বাঁদিকে যে দরজা, সেই ঘর।"

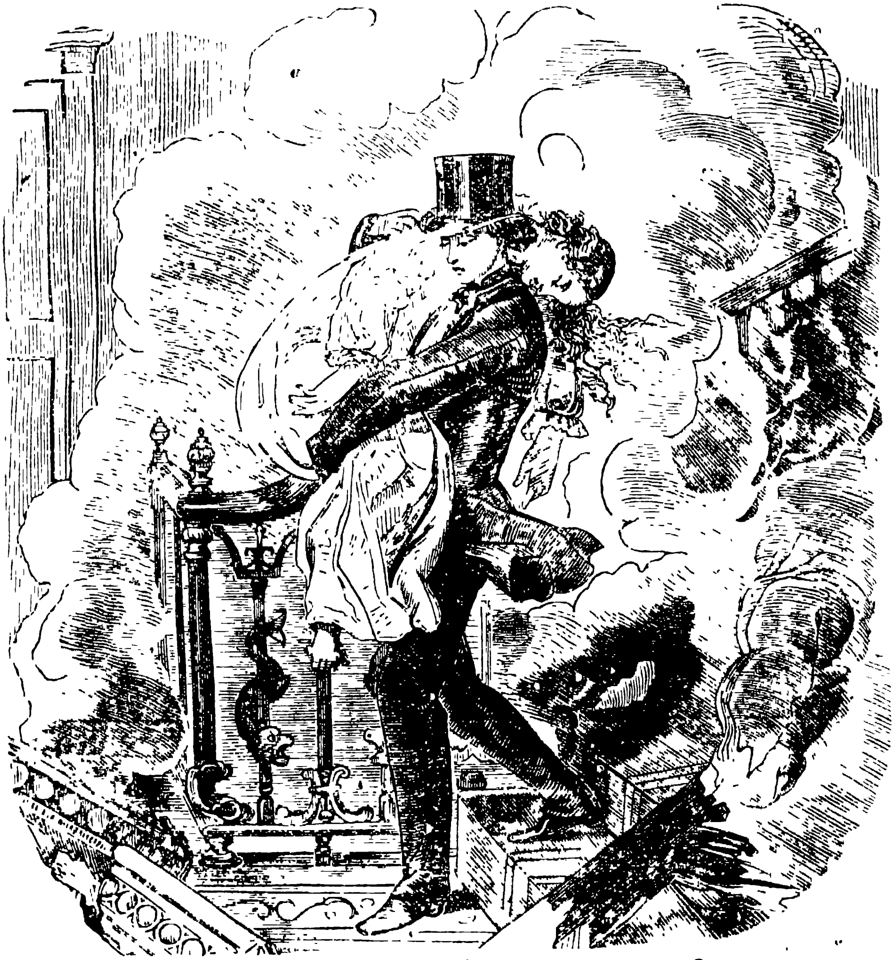
ছুটে আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছি, একটী ভদ্রলোক সেই সময় জোরে হস্ত ধারণ কোরে,চীৎকারস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন,"যেয়ো না!—যেয়ো না!—যেয়ো না! মোর্‌বে,—মোরবে,—মোর্‌বে!—নিশ্চয়ই মারা যাবে!"

ভিড়ের ভিতর দশ বারোজন লোক একসঙ্গে গোলমাল কোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোলে উঠ্‌লো, "কে এ? পাগল না কি? নিশ্চয়ই পাগল!"

কাহারও কথা আমি শুন্‌লেম না। কোনদিকেই চাইলেম না। যে লোকটী আমার হাত ধোরেছিলেন, জোরে তাঁর হাতখানা ছাড়িয়ে ফেলে, দ্রুতবেগে আমি প্রবেশদ্বার পার হয়ে গেলেম। ভিড়ের সমস্ত লোক চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। অনেক লোক ভয় দেখাতে লাগ্‌লো। অল্প অল্প আমি শুন্‌তে পেলেম, কেহ কেহ যেন উচ্চকণ্ঠে আমার তারিফ কোত্তে লাগ্‌লেন। ভালমন্দ কোন কথা শোন্‌বারই আমার সময় ছিল না। যে সংকল্পে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে চোলেছি, বিশ্বপ্রণীর প্রাণরক্ষা করা আমার সংকল্প; সে সংকল্পে তখন আমারে নিবৃত্তি করে, কাহার সাধ্য?

নীচের তালার যে ঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সে ঘরটা একেবারেই অন্ধকার! আমি যেন অন্ধ হয়ে গেলেম! হু হু কোরে চক্ষু দিয়ে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো! কিছুতেই আমার ভ্রূক্ষেপ নাই! আমি যেন তখন মোরিয়া! লাফে লাফে সিঁড়িটা পার

হয়ে গেলেম। যে ঘরের দিকে চেয়ে দেখি, সেই ঘরেই প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা!—স্তূপাকার ধোঁয়া! আগুনের উত্তাপে সর্ব্বশরীর পুড়ে যায়! সে উত্তাপ সহ্য করা অসাধ্যই হয়ে উঠলো! সহজে অগ্রসর হোতে পাল্লেম না, ফিরে আস্বার ইচ্ছা হলো।



ফিরে আসি আসি মনে কোচ্চি, হঠাৎ অস্ফুট রোদনধ্বনি শুন্তে পেলেম। জীবনের আশা ত্যাগ কোল্লেম! অগ্নিক্ষেত্র পার হয়েই, গোঁ ভরে ছুটে চোল্লেম! দম বন্ধ হয়ে যাই যাই, ঠিক তেম্নি অবস্থায় উপরতালায় উঠ্লেম! বাড়ীখানা যেন অগ্নিময় বোধ হোতে লাগ্লো! আগুনের দেয়াল!—আগুনের ছাত!—আগুনের গরমে সমস্তই অগ্নিময়! চতুর্দ্দিকে অগ্নি, মধ্যস্থলে আমি! মুহূর্ত্তমাত্র স্থির হয়ে দাঁড়ালেম। চক্ষের নিমেষমধ্যে একদিকের ছাত পুড়ে, ভস্ম হয়ে পোড়ে গেল! আমি যেথানে দাঁড়িয়ে ছিলেম, সেদিকে পোড়্লো না, কিন্তু আগুনের হল্কায়—আগুনের ধূলায়, ক্ষণকাল চক্ষে কিছুই দেখ্তে পেলেম না! এক রকম হলো ভাল! ছাতটা যেদিকে পোড়ে গেল, সেদিকে আর জ্বলন্ত আগুন থাক্লো না! একলাফে ঘরের ভিতর প্রবেশ

কোল্লেম ! দেখ্লেম, লেডী এক্লিষ্টন্ মেজের উপর অচেতন হয়ে পোড়ে আছেন ! নিকটে একখানা র‍্যাপার পোড়ে ছিল, শশব্যস্তে মুহূর্ত্তমাত্রে সেই র‍্যাপারখানা তাঁর গায়ে জোড়িয়ে, চক্ষের নিমেষে কোলে কোরে তুলে নিলেম। অচেতন অবস্থাতেই তাঁরে কোলে কোরে, লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্নি ভেদ কোরে আমি নেমে এলেম !

সে রকম অগ্নিক্ষেত্রমধ্যে তত ভারী নারীদেহ সহজে আমি কোলে কোরে আন্তে পাত্তেম না, কিন্তু তখন যেন আমার শরীরে সহস্র বীরের বল প্রবেশ কোরেছিল ! বোধ হলো যেন, আমি একটা পাখীর পালক নিয়ে আস্‌ছি ! আমার পক্ষে তখন আরও শুভগ্রহ ! বাতাসটা তখন উল্‌টে গেল ! যেদিক দিয়ে আমি নাম্‌লেম, সেদিকে জলন্ত আগুনের উত্তাপ অনেকটা কম হয়ে এলো ! অচেতন লেডীকে সেই রকমে উদ্ধার কোরে, তৎক্ষণাৎ আমি বেরিয়ে পোড়্‌লেম !

"বাহাদুর ছেলে ! এই দিকে !—এই দিকে !—এই পথে !"—উল্লাসস্বরে ঐ সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে, একটী ভদ্রলোক আমার হাত ধোরে, টেনে নিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। দেহ আমার কোলেই আছে ! আমি তখন হাঁপাচ্চি ! সেই অবস্থায় সেই ভদ্রলোকটী আমার হাত ধোরে টেনে টেনে নিয়ে চোলেছেন।—রাস্তার ধারে ছ সাতটা দরজা পার হয়ে একটা বাড়ীর ভিতর তিনি আমারে নিয়ে গেলেন।

জনতার সমস্ত লোক উচ্চকণ্ঠে আমার প্রশংসাকীর্ত্তন কোত্তে লাগ্‌লো। যে বাড়ীতে আমরা প্রবেশ কোল্লেম, সেই বাড়ীর একটা ঘরে একখানি কৌচের উপর লেডী এক্লিষ্টনের অচেতন দেহ আমি শোয়ালেম। সদরদরজা বন্ধ হলো। চক্ষে আমি আর তখন কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না ! যে ঘরে দাঁড়িয়েছি, সে ঘরটা যেন ভোঁ ভোঁ কোরে ঘুর্‌চে ! আমি যেন জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি পড়ি, এমন অবস্থা ! চেয়ারের উপর তিনি আমারে বসালেন। ব্যস্ত হয়েই একগেলাস সরাপ খেতে দিলেন। এক চুমুকে সবটুকু আমি খেয়ে ফেল্লেম। তখন আমার ঘূর্ণা ভাবটুকু সেরে গেল। "জল জল" বোলে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম ! জল এলো। সেই ভদ্রলোকটীই জল এনে দিলেন। মূর্চ্ছিতা কামিনীর মুখে চক্ষে জল সেক কোত্তে কোত্তে, তিনি একবার চেয়ে দেখ্‌লেন। বোধ হলো যেন, ঘুমুচ্ছিলেন, স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন, মুহূর্ত্তমাত্রে জেগে উঠ্‌লেন। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে কৌচের উপর বোস্‌লেন। সভয়চকিতে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌লেন। আমার দিকে চক্ষু পোড়্‌লো। অকস্মাৎ শিউরে উঠে, অস্ফুটস্বরে চীৎকার কোরে আমার কাছে তিনি ছুটে এলেন। ঠিক যেন লাফিয়ে পোড়্‌লেন ! সম্মুখে এসেই আমার গলা জোড়িয়ে ধোল্লেন ! চিন্‌তে পাল্লেন, সে কথার পরিচয় দেওয়াই বাহুল্য। আমার গলা জোড়িয়ে ধোরে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গদ্গদকণ্ঠে বোল্লেন, "ধন্য পরমেশ্বর ! ধন্য জোসেফ ! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কোল্লে !"

আর বোল্‌তে পাল্লেন না। মনের আবেগে নিতান্ত অবসন্ন হয়েই যেন আমারে ছেড়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ আবার তিনি সেই কৌচের উপর শুয়ে পোড়্‌লেন। আবার মূর্চ্ছা !

যিনি আমারে সেই ঘরের ভিতর নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তখন সেখানে ছিলেন না। লেডী একলিষ্টন্ আবার যখন অজ্ঞান হয়ে পোড়্লেন/ঠিক সেই সময়েই তিনি তাঁর স্ত্রীকে আর দুজন দাসীকে সঙ্গে কোরে, সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। তখনই আমি জান্লেম, তিনিই গৃহস্বামী। দাসীরা লেডী একলিষ্টনকে ধরাধরি কোরে সে ঘর থেকে অন্যঘরে নিয়ে গেল।—গৃহস্বামিনীও সেই সঙ্গে চোলে গেলেন। গৃহস্বামীর কাছে আমি একা থাক্লেম। শুন্লেম, তাঁর নাম এড্বার্ড। সহরে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য সওদাগর। ব্যবহারেও পরিচয় পেয়েছিলেম ভদ্রলোক, পরিচয়েও দেখ্লেম, যথার্থই অমায়িক দয়ালু ভদ্রলোক। বীরপুরুষ বোলে তিনি আমার যথেষ্ট প্রশংসা কোল্লেন। সঙ্গে কোরে তাঁর তোষাখানায় নিয়ে গেলেন। অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ কোরে ধোঁয়ার ধূলায় আমি ধূসরিত হয়েছিলেম, ভদ্রলোকটীর সদয় ব্যবহারে সেই স্থানে আমি স্নান কোল্লেম। আমার গায়ের কোনস্থানে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নি। কেবল একটু একটু চুল পুড়ে গিয়েছিল। সে রাত্রে তিনি আমারে সেই বাড়ীতেই অবস্থান কোত্তে অনুরোধ কোল্লেন, আমি থাক্লেম না। যদি থাকি, লোকে পাছে মনে করে, পরদিন প্রাতঃকালে লর্ড একলিষ্টনের সঙ্গে আমার দেখা হবে, তিনি আমারে পুরস্কার দিবেন, সেই লোভেই আমি থেকে গেলেম!—সেটা বড় লজ্জার কথা! সেই ভয়েই আমি থাক্লেম না। এড্বার্ড আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আমার বাসস্থান কোথায়? যে কারণে তাঁর বাড়ীতে আমি থাক্লেম না, সেই কারণেই তাঁর ঐ প্রশ্নেরও উত্তর দিলেম না। সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে, দ্রুতপদে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে পোড়্লেম। দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আস্ছি, সিঁড়িতেই দেখি, আতঙ্কবিভ্রান্ত লর্ড একলিষ্টন! যাঁর ভয়ে পালাচ্ছিলেম, তিনিই আমার সম্মুখে!—আমারে দেখেই চোম্কে উঠে তিনি বোলে উঠ্লেন, "এ কি? জোসেফ? তুমি? তুমিই কি—"

এড্বার্ডও আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্ছিলেন। ত্রস্তভাবে তিনিই উত্তর কোল্লেন, "হাঁ মহাশয়! ইনিই আপ্নার স্ত্রীর জীবনদাতা! এই যুবাপুরুষের অসীম সাহস! জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে ইনিই আপ্নার স্ত্রীর জীবনরক্ষা কোরেছেন!"

লর্ড একলিষ্টন্ সবিস্ময়-চমকিত-ভঙ্গীতে, বিস্মিতনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে, বোলে উঠ্লেন, "তুমি জোসেফ? তুমি?"—বোল্তে বোল্তেই ব্যগ্রভাবে তিনি আমার হাত ধোল্লেন। গম্ভীরস্বরে আবার বোল্লেন, "তুমি জান না,—তুমি কি এখন যাচ্চো?—না না, যেতে পাবে না! তোমাকে এখানে থাক্তে হবে!"

এড্বার্ড আবার বোল্লেন, "থাক্তেও চান্ না, কথাও শোনেন না, কিছুই চান না! ইনি যেন মনে কোচ্চেন, কি একটা সামান্য কাজ সমাধা কোরে গেলেন!"

লর্ড একলিষ্টনের হাত ছাড়িয়ে, দ্রুতবেগে সিঁড়ি থেকে নাম্তে নাম্তে আমি বোল্তে লাগ্লেম, "আমি কেবল আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই কোরেছি!"—বোলেই ছুট!—তাঁদের দিকে আর চেয়েও দেখ্লেম না! এক দৌড়েই দীঘীপার।

দীঘীর অন্ধধারে গিয়ে আমি থাম্‌লেম। দগ্ধ অট্টালিকার দিকে একবার চাইলেম। দমকলেরা তখন খুব শীঘ্র শীঘ্র অঙ্গারস্তূপে জল ঢাল্‌ছে ! অগ্নিও অনেক নিবেছে, ধোঁয়াও অনেক কোমেছে। কেবল সেই একখানি বাড়ীর উপর দিয়েই অগ্নির প্রতাপ থেমে গেল। নিকটের অন্য কোন বাড়ীতে কিছুমাত্র অগ্নি প্রবেশ করে নাই। ভিড়ের লোকেরা তখনও পর্য্যন্ত চীৎকার কোরে, এদিক ওদিক ছুটাছুটি কোচ্ছিল। দমকলচালকেরা জোরে জোরে কল চালাতে চালাতে উচ্চকণ্ঠে গীত গাচ্ছিল। সে একরকম আশ্চর্য্য কাণ্ড !

পথে একখানি গাড়ী কোরে আমি হোটেলে এসে পৌঁছিলেম। পরদিন সংবাদপত্রে আমি সেই অগ্নিকাণ্ডের সমাচার পাঠ কোল্লেম। কি রকমে আগুন ধোরেছিল, খবরের কাগজে দেখেই তা আমি জান্‌তে পাল্লেম। এক্‌লিষ্টনপ্রাসাদের ভাল ভাল ঘরে নূতন নূতন রং দেওয়া হোচ্ছিল, সেই রঙের পাত্রেই প্রথমে আগুন ধরে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। সংবাদপত্রে আমার প্রশংসার কথা অনেক লিখেছে। আমার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ কোরেছে। যখন আমি সে সব কথা পড়ি, আপনার প্রশংসা দেখে দেখে বড়ই লজ্জা পেয়েছিলেম।

আর দুদিন আমি লণ্ডনে থাক্‌লেম। তার পরেই আবার নানাস্থান পরিভ্রমণ। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস্‌নগর দর্শন কর্‌বার ইচ্ছা হলো। ডাকগাড়ীতে আমি প্যারিস অভিমুখে যাত্রা কোল্লেম। সে গাড়ীতে কেবল চার্‌টী লোক ধরে। একজন রক্ষক আর তিনজন আরোহী। আমি যে গাড়ীতে আরোহণ কোল্লেম, সে গাড়ীতে সেদিন অন্য আরোহী কেহই ছিল না। আরোহীর মধ্যে আমি একা, সঙ্গীর মধ্যে একজন নিরূপিত রক্ষক। সকল গাড়ীতেই রক্ষক থাকে। রাত্রি নটার সময় যাত্রা করা হয়, এগারোটার সময় বলোন নগরে পৌঁছিলেম। সেথান থেকে এমিয়েন নগরের রাস্তা ধোল্লেম। বেশীদূর যেতে না যেতেই আমার একটু ঘুম পেলে। রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর। তন্দ্রাচ্ছন্ন আছি, গাড়ীখানা যেন হেল্‌তে দুল্‌তে লাগ্‌লো। দোলা পেয়ে হঠাৎ আমি জেগে উঠলেম। শকটরক্ষক উচ্চকণ্ঠে কি কথা বোলে উঠ্‌লো। শকটচালকও কি কথা বোলে কি উত্তর দিলে। পরক্ষণেই গাড়ীখানা উল্‌টে, একটা গর্ত্তের ভিতর পোড়ে গেল ! খানিকক্ষণ সেই অবস্থায় যেন অজ্ঞান হয়ে ছিলেম। রক্ষক তাড়াতাড়ি এসে গাড়ীর দরজাটা খুলে ফেল্লে। তার গায়ে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই। সে আমারে গাড়ীর ভিতর থেকে টেনে, বাহিরে নিয়ে এলো। তার হাতে একটা লণ্ঠন ছিল। সেই আলোতে দেখ্‌লে, আমারেও কিছু আঘাত লাগে নাই। ফরাসী ভাষা আমি একটু একটু শিখেছিলেম। স্কুলে যৎকিঞ্চিৎ পড়া, তার পর ঘরে বোসে অবকাশকালে আলোচনা। কিছু কিছু বুঝ্‌তেও পারি, কিছু কিছু বোল্‌তেও পারি। সেই রকম ছাড়া ছাড়া কথায় রক্ষককে আমি বুঝিয়ে দিলেম, কেবল একটু ধাক্কা লেগেছে, আর ঠাঁই ঠাঁই একটু ছোড়ে গেছে, আর কিছুই নয়। গাড়ীখানাও ভেঙে গিয়েছিল।

সে গাড়ীতে আর যাওয়া গেল না। রক্ষক আমারে বোল্লে, পাঁচমাইল দূরেই একটী নগব। আমার শরীর অত্যন্ত অবসন্ন। পাঁচ মাইল পথ হেঁটে যাওয়া আমার পক্ষে তখন দুঃসাধ্য। রক্ষকটী ইসারা কোরে একটী ঘোড়া দেখিয়ে দিলে। আমি তার মনের কথা বুঝ্লেম, কিন্তু আমার পক্ষে তখন অশ্বারোহণ করাও কষ্টকর। হাঁটতেও পারি না, অশ্বারোহণেও যেতে পারি না। হয় কি? সে সময়টা অত্যন্ত ঠাণ্ডা বাতাস বহন হোচ্ছিল, শীতে আমি কাঁপ্ছিলেম। যদিও অনেক মোটা মোটা কাপড় গায়ে জোড়িয়ে রেখেছি, দারুণ শীতে তথাপি দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল! আকাশ কিন্তু পরিষ্কার। আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ শোভাময়! নিকটে যদি কোন বাড়ী দেখ্তে পাই, কোন বাড়ীতে কেহ যদি একটু শয়নের স্থান দেয়, সেই আশয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্ছিলেম। তফাতে একটা আলো দেখ্তে পেলেম। রক্ষককে সেই আলো দেখালেম। সে লোকটী তখন শকটচালককে কি কি উপদেশ দিতে ব্যস্ত ছিল, আমার কথায় ততটা মনোযোগ দিতে পাল্লে না। শকটচালক একটা ঘোড়াব পিঠে গাড়ীর জিনিসপত্রগুলি তুলে দিয়ে,আর একটা ঘোড়ায় আপ্নি সওয়ার হলো। রক্ষকের সঙ্গে কি পরামর্শ কোরে অন্যপথে চোলে গেল। মেলগাড়ীতে সওদাগরী জিনিসপত্র থাকে, টাকাকড়িও থাকে, সেইগুলি নিরাপদে রক্ষা করাই রক্ষকের কার্য্য। অন্য গাড়ীতে সেগুলি পাঠিয়ে দিবার বন্দোবস্ত কোরে, রক্ষক তখন আমার কাছে ফিরে এলো। আরও দুটী ঘোড়া তখন সেখানে হাজির। রক্ষক আমারে একটীতে আরোহণ কোত্তে বোল্লে, নিজেও একটীতে আরোহণ কোত্তে চাইলে। গাড়ীর ঘোড়ায় আরোহণ করা বড়ই কষ্ট, রাস্তাও উঁচু নীচু, কিছুতেই ত আমি সাহস কোত্তে পাল্লেম না। রক্ষককে আমি বোল্লেম, আর একখানা গাড়ী যতক্ষণে আসে, ততক্ষণ আমি সেখানে থাকি। সেই রকম বন্দোবস্ত ভিন্ন সে রাত্রে আর অন্য উপায় ত দেখি না। রক্ষককেই অন্য গাড়ীর সন্ধান কোত্তে বোল্লেম। সেই সময় সেই দূরবর্ত্তী আলোর দিকে আবার আমাদের নেত্র নিপতিত হলো। ক্ষুদ্র একটা গলিপথ ধোরে সেই দিকে যেতে হয়। রক্ষক আমারে বোল্লে, "আচ্ছা, তবে তাই হোক্। যে বাড়ীতে আলো দেখা যাচ্চে, অশ্বারোহণে অন্তত সেই বাড়ী পর্য্যন্তই যাওয়া যাক্।"—সে প্রস্তাবে আমি সম্মত হোলেম। গাড়ী উল্টে পড়াতে যে কষ্ট আমি পেয়েছি,—যে ধাক্কা খেয়েছি, শুতে পেলে বাঁচি। তখন কেবল আমার একটী আশ্রয় পাওয়াই দরকার।

একটী অশ্বে আমি আরোহণ কোল্লেম। রক্ষক আমার বাক্সটী কাঁধে কোরে নিয়ে, দ্বিতীয় অশ্বের লাগাম ধোরে, আমার সঙ্গে যেতে লাগ্লো। এই রকমে আধ মাইল পথ গেলেম। বৃহৎ একটা বারিকের মত একখানা বাড়ী দেখ্তে পেলেম। বাড়ীখানা নীচু,—দোতালা। নীচের তালার জানালাগুলি সব বন্ধ। উপরের একটী জানালায় আলো জোল্ছিল। গির্জ্জাঘরের যেমন জানালা থাকে, সেইরূপ খিলান করা বিচিত্র গবাক্ষ। অট্টালিকার মধ্যভাগেই সেই জানালা। রক্ষকের মুখে শুন্লেম, সেটী একটী দুর্গ।

PRNTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, NO 44 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

বিদেশী লোকজন এসে সেখানে থাকতে পায়। সময়ে সময়ে হোটেলের কাজও করে। যে জানালায় আলো দেখা যাচ্ছিল, সেই জানালার মাথায় ধর্ম্মশালার মত চূড়াগাঁথা। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ দুর্গ কার?"—রক্ষক বোল্লে, "একজন কাউণ্টের।"—তার মুখে নামটী আমি শুনেছিলেম, কিন্তু এখন সে নাম মনে নাই। রক্ষক বোল্লে, যাঁদের সেই দুর্গ, বহুদিন হলো, তাঁরা সেটী পরিত্যাগ কোরে গিয়েছেন, এখন আর সেখানে বাস করেন না। সম্প্রতি কোন বিদেশী লোককে ভাড়া দেওয়া হয়েছে, তারাই ওখানে থাকে। কারা তারা, রক্ষক তাদের নাম জানে না।

অষ্টপঞ্চাশত্তম প্রসঙ্গ।

সে কি তবে নাই?

যে বাড়ীর সম্মুখে আমরা পৌঁছিলেম, আমার সমভিব্যাহারী রক্ষক সেই বাড়ীর সদরদরজার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে। কেহই কিছু সাড়া দিলে না। খানিকক্ষণ পরে, উপরের একটী জানালা খুলে, একজন লোক মুখ বাড়ালে। ফরাসী ভাষায় কি কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে। রক্ষকও তাড়াতাড়ি কি উত্তর দিলে। আমি বুঝতে পাল্লেম না। যে লোক মুখ বাহির কোরেছিল, মুখখানা সোরিয়ে নিয়ে, সে তৎক্ষণাৎ আবার জানালা বন্ধ কোরে দিলে। আমি অনুমান কোল্লেম, প্রবেশ কোত্তে দিবে না। কিন্তু রক্ষক বোল্লে, সে আশ্রমে অতিথি লোকে আশ্রয় পায়, অবশ্যই সে নেমে আসবে। সেই কথাই ঠিক হলো। গবাক্ষপথে যে লোকটী কথা কোয়েছিল, বাস্তবিক সেই লোকটী নেমে এসে দরজা খুলে দিলে। আমাদের প্রবেশ কোত্তে বোল্লে। রক্ষকের সাধুতা দেখে আমি তারে সাধুবাদ দিলেম। টাকা দিতে চাইলেম,—আমার জন্য অনেক কষ্ট কোরেছে, অবশ্যই পুরস্কার দিতে হয়, দিতে চাইলেম, সে তা নিলে না। বিশেষ শিষ্টাচার জানিয়ে বোল্লে, "এই রকম কাজের জন্যই আমি রাজসংসার থেকে বেতন পাই। পথিকের কাছে কোন রকম পুরস্কার গ্রহণ করা নিষেধ।"—পরিচয়ে শুনলেম, সে একজন প্রাচীন সৈনিক-পুরুষ। আপাতত ঐ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সে আমারে আরও বোল্লে, "আপনি গাড়ীভাড়া শোধ কোরে দিয়েছেন, আগামী রাত্রে এই পথে যে গাড়ী যাবে, যদি ইচ্ছা করেন, তবে সেই গাড়ীতেই যেতে পারেন, নতুবা ভাড়ার টাকা ফেরত নিতে পারেন।" ভাড়া ফেরত লওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না। দ্বিতীয় রজনীর গাড়ীতেই প্রস্থান করা অবধারণ কোল্লেম। সেই কথা শুনেই রক্ষক অশ্বারোহণে বিদায় হলো। দ্বিতীয় অশ্বটীকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।

যে লোক দরজা খুলে দিলে, সে একজন পদাতিক। তার হাতে জলন্ত বাতী ছিল।

পথ দেখিয়ে দেখিয়ে আমারে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। একটী প্রশস্ত বৈঠকখানায় আমারে বোসিয়ে, সে একবার অন্যঘরে প্রবেশ কোল্লে। একটু পরেই খানকতক বিষকুট আর এক গেলাস সরাপ আমারে এনে দিলে। আবার চোলে গেল। সেই সময় আমি দেখ্‌লেম, ঘরের আসবাবপত্র সমস্তই পরিষ্কার। চেয়ার—টেবিল—কৌচ, সমস্তই আবলুসকাষ্ঠে বিনির্ম্মিত।—ঘোর চক্‌চোকে কৃষ্ণবর্ণ আবলুস। রাজা চতুর্দ্দশ লুইয়ের সময়ে যেপ্রকার আবলুসের বহু ব্যবহার ছিল, সেই প্রকার সুচিক্কণ আবলুস। দেয়ালের গায় সেকেলে ধরণের দীর্ঘ দীর্ঘ স্ত্রীপুরুষের ছবি। সেই সকল আমি দেখ্‌ছি, প্রায় পোনেরো মিনিট অতীত হয়ে গেল। লোকটী তখন ফিরে এলো। এসেই আমারে সঙ্গে যেতে বোল্লে। সে আমার বাক্সটী কাঁধে কোরে বাড়ীর ভিতর এনেছিল, কাঁধে কোরেই নিয়ে চোল্লো। আমি সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। দু তিনটে ঘর পার হয়ে, উপরতলায় উঠে গেলেম। দুদিকে দুই বারাণ্ডা। দুদিক দিয়েই দুদিকের ঘরে যাওয়া আসার পথ। দুদিকেই সারি সারি দরজা। একদিকে বোধ হলো, যেন কোন ধর্ম্মশালায় প্রবেশের দ্বার। বাড়ীর ভিতর ভয়ানক নিস্তব্ধ। কোথাও কাহারও কোন উচ্চবাচ্য শুনা গেল না। কেবল আমরা দুজনে চোলে যাচ্চি, কেবল আমাদেরই পায়ের শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দই ছিল না। পদাতিক আমারে দক্ষিণদিকের একটী শয়নগৃহে নিয়ে গেল। ঘরটী যেমন সুপ্রশস্ত, তেমনি দিব্য পরিষ্কার। একধারে সমুজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ড। টেবিলের উপর দুটী বাতী। ঘরের একধারে একটী সুপরিষ্কৃত শয্যা। গাড়ী উল্টে পড়া অবধি যত কষ্ট আমি পেয়েছি, ঘরের আর শয্যার পারিপাট্য দেখে সমস্তই যেন দূর হলো। লোকটী আমার বাক্স সেইখানে রেখে, আমারে বোল্লে, "কল্য প্রাতঃকালে আপ্‌নার যখন ইচ্ছা, এখানে আহার সামগ্রী প্রস্তুত পাবেন।"—এই কথা বোলেই দরজা বন্ধ কোরে সে লোকটী চোলে গেল। ব্যবহারে দেখ্‌লেম, লোকটী বেশ্ ভদ্র।

রাত্রি তখন একটা। শীতে কেঁপে কেঁপে আমার সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে পোড়েছিল, অগ্নিকুণ্ডের কাছে বৃহৎ একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে, ক্ষণকাল সেইখানে আমি বোসে থাক্‌লেম। বোসে বোসেই যেন একটু তন্দ্রা এলো। বোসে বোসেই যেন তন্দ্রাবশে আমি স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ঘরের চতুর্দ্দিকেই যেন নানাবস্তুর নানামূর্ত্তি দর্শন কোত্তে লাগ্‌লেম। একবার যেন বোধ হলো, তখনও আমি গাড়ীতে বোসে আছি। গাড়ীখানা ঘুরে ঘুরে চোলেছে। একবার যেন বোধ হলো, আমার শয্যার পাশে কৃষ্ণবর্ণ পর্দ্দার আড়ালে কোন লোকের মুখ দেখ্‌তে পেলেম। একবার ভাব্‌লেম, আমি যেন আর্‌সীতে মুখ দেখ্‌ছি। আমার নিজের মুখ দেখ্‌তে পাচ্চি না, ঠিক যেন পাংশুবর্ণ অপর লোকের মুখ! কার মুখ, তা তখন নিরূপণ কোত্তে পাল্লেম না। ঘুমের ঘোরে কত যে কি দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, সমস্তই যেন সত্য বোধ হোতে লাগ্‌লো। অথচ তাতে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হলো না। যে চেয়ারে, বোসে বোসে অগ্নির উত্তাপে নিদ্রাসুখ অনুভব কোচ্ছিলেম, স্বপ্নদর্শনে ভয় পেয়ে, সে চেয়ার থেকে লাফিয়েও উঠ্‌লেম না।

কতরকম স্বপ্নই দেখ্‌ছি। একটার পর একটা, তখনই আবার আর একটা, এইরকম এলোমেলো দর্শন! একবার যেন দেখ্‌লেম, সাদা কাপড়পরা এক মূর্ত্তি ধীরে ধীরে যবনিকার পশ্চাৎ থেকে বেরিয়ে, আমার আছে এগিয়ে এগিয়ে, আস্‌ছে। তন্দ্রাবশেই আমি যেন ভয় পাচ্চি। তৎক্ষাণৎ সে মূর্ত্তি অন্তর্ধান! আবার এক মূর্ত্তি আমার সম্মুখে। সে মূর্ত্তির কৃষ্ণবসন পরিধান। সে মূর্ত্তিও অন্তর্ধান! বোধ হলো যেন, বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে গেল! ক্রমে ক্রমে আরও কত নূতন মূর্ত্তির আবির্ভাব!—আবার, তিরোভাব! দেখ্‌লেম যেন, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন। রিডিং নগরে তাঁর যেপ্রকার উগ্র মূর্ত্তি আর উগ্রদৃষ্টি দেখেছিলেম, তার চেয়ে যেন সহস্রগুণে উগ্রভাব! সেই উগ্রদৃষ্টিতে তিনি যেন আমার দিকে নির্নেমেষে চেয়ে রয়েছেন। তাঁর ঠোঁট দুখানি পলকে পলকে যেন মুখের ভিতর প্রবেশ কোচ্চে। তার পরেই দেখ্‌লেম, আনাবেলের জননী যেন মৃদুবিষণ্ণ-বদনে, বিষণ্ণনয়নে আমার পানে চেয়ে আছেন। তাঁর চেহারা দেখে যেন আমি কতই আশ্বাস পাচ্চি, কতই আনন্দ অনুভব কোচ্চি। তখনই আবার যেন সে মূর্ত্তি সেখানে নাই। সম্মুখেই যেন বিকটদর্শন লানোভার! লানোভারের মূর্ত্তি তখন যেন পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর! সে মূর্ত্তিও উড়ে গেল! চক্ষের কাছে যেন আনাবেল দাঁড়িয়ে, আনাবেলের তখন যেন কতই রূপ!—লজ্জাবনতবদনে আমার পানে চাইতে চাইতে, আনাবেল যেন আমার গা ঘেঁসে চোলে যাচ্চেন!

আনাবেল আর সেখানে নাই! আবার সেই কৃষ্ণবসনা মূর্ত্তি আমার সম্মুখে! সে মূর্ত্তি যেন ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে, ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল মূর্ত্তি আমি স্বপ্নে দেখ্‌লেম, তারা যেমন এলো আর মিলিয়ে গেল, এ মূর্ত্তি সেরকম নয়। জানি আমি ঘুমুচ্চি, মূর্ত্তিও সেইখানে ঘুরচে, ক্রমেই যেন অল্পে অল্পে আমার তন্দ্রাভঙ্গ হোতে লাগ্‌লো। তখন আমি ভাব্‌লেম, সেই কৃষ্ণবসনা-মূর্ত্তি যেন আমি জাগ্রৎস্বপ্নেই নিরীক্ষণ কোচ্চি।—ঘুমের ঘোরে দর্শন করা নয়,জাগ্রতাবস্থায় চেয়েই যেন, বারবার সেই মূর্ত্তি আমি দেখ্‌ছি। আসন থেকে উঠ্‌বার চেষ্টা কোরেছিলেম, সে কথাও আমার মনে আছে। কিন্তু তখন আমার হৃদয়ে এত ভয়, উত্থানশক্তি ছিল না,—বাক্‌-শক্তিও ছিল না। উদাসনয়নে আতঙ্কে আতঙ্কে কেবল সেই অন্ধকার-মূর্ত্তিই দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ভাল কোরে দেখ্‌লেম, নারীমূর্ত্তি!—শোকবসন পরিধান! এই পর্য্যন্তই দেখ্‌লেম। মুখ দেখ্‌তে পেলেম না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, কিম্বা কৃষ্ণবসনের অবগুণ্ঠনে মুখখানি ঢাকা ছিল, কিম্বা আসলেই মুখ ছিল না, সে সময় সেটী অনুভব কোত্তে আমি অক্ষম হোলেম। আমি যেখানে আছি, দরজা যেখানে আছে, তারই ঠিক মাঝামাঝি সেই মূর্ত্তি এসে দাঁড়িয়েছে। আমার কাছ থেকে বড় জোর সাত হাত কি আট হাত তফাৎ। একটু একটু গেঙানী শব্দ শুনতে পেলেম। মূর্ত্তি সোরে গেল। আমি সম্পূর্ণরূপে জেগে উঠ্‌লেম।

যতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌লেম; ততক্ষণ আমার মহা আতঙ্ক! সর্ব্বশরীর বিকম্পিত! বুকের

ভিতর ধড় ফড় কোরে লাফাচ্চে, নিজের কর্ণেই সে শব্দ আমি শুন্‌তে পাচ্চি। কপালে দর্ দর্ কোরে ঘাম পোড়্‌তে লাগ্‌লো। দেয়ালের দর্পণে মুখ দেখ্‌লেম; মুখে—চক্ষে, ওষ্ঠে, মূর্ত্তিমান্ ভয়ের চেহারা অঙ্কিত! দরজার দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেম।—দেখ্‌লেম, অর্দ্ধেক কপাট খোলা।

স্বপ্নাবেশে যেন ভূতের ভয়ে অবসন্ন হোচ্ছিলেম, এখন যেন সত্য বস্তু দর্শনে সত্য সত্যই ভয়ের উদয়! ব্যাপার কি? কেহ কি আমার সঙ্গে ছলনা কোচ্চে? এ ছলনার ভিতরেও কি কোন বিশ্বাসঘাতকের ষড়্‌যন্ত্র মিশ্রিত আছে? হঠাৎ আমি জেগে উঠ্‌লেম দেখেই কি ভয় পেয়ে সে লোকটা সোরে গেল? আমি বিদেশে।—বিদেশের নির্জ্জন প্রদেশে!—নির্জ্জন প্রদেশের অদ্ভুত বাড়ীতে! ঐ প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনার তাৎপর্য্য কি, কিছুই তখন অনুভূত হলো না। ভ্রমণকারী লোকের যে সকল ভয়ানক ভয়ানক ভ্রমণবৃত্তান্ত আমি লোকের মুখে শুনেছি,—পুস্তকেও পাঠ করেছি,—এই রকম নির্জ্জন প্রদেশের নির্জ্জন স্থানে কুচক্রী লোকেরা যেপ্রকারে নিরীহলোকের প্রাণ বধ করে,—অজ্ঞাত পথিক লোকগুলিকে যেপ্রকারে ফাঁদে ফেলে, মনের ভিতর সেই সব কথাই উদয় হোতে লাগ্‌লো। মেলগাড়ীর সেই রক্ষকটাও কি হত্যাকারীদলের সঙ্গে যোগ কোরেছে? সেটাও কি সম্ভব হোতে পারে? জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখ্‌লেম, যেখানে টাকা ছিল,—যেখানে নোট ছিল,—যেখানে ঘড়ী ছিল, সমস্তই আছে, কিছুই যায় নাই। ঘড়ীতে দেখ্‌লেম, রাত্রি আড়াইটে। দেড়ঘণ্টা কাল আমার নিদ্রা হয়েছিল,—নিদ্রার সঙ্গেই স্বপ্ন—স্বপ্নের সঙ্গেই আতঙ্ক! বাস্তবিক সে আতঙ্কের কারণটা যে কি, কিছুই নিরূপণ কোত্তে পাল্লেম না। ঘরে যেমন বাতী জ্বোল্‌ছিল, তেম্‌নি জ্বোল্‌ছে। কুণ্ডের অগ্নিও সমভাবে প্রজ্জ্বলিত।

কি যে ভাবি, কি যে করি, অস্থিরবুদ্ধিতে কিছুই স্থির দাঁড়ালো না। বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেম। পর্দ্দার পশ্চাতে উঁকি মেরে মেরে দেখ্‌লেম। বিছানার নীচে অন্বেষণ কোল্লেম। কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। জানালা, দরজা, টেবিল, একে একে সমস্তই দেখ্‌লেম, কিছুই দেখা গেল না। পাশের একটা তোষাখানায় প্রবেশ কোল্লেম। কোন দুষ্টলোক কোন স্থানে ওৎ কোরে আছে কি না, ভয়ে ভয়ে অনুসন্ধান কোল্লেম, কোন চিহ্নই পেলেম না। অবশেষে স্থির কোল্লেম, অবশ্যই কোন লোক আমার ঘরে প্রবেশ কোরেছিল। আমারে শয়ন কোত্তে বোলে পদাতিক যখন বেরিয়ে যায়, দরজা বন্ধ কোরে গিয়েছিল, সেই দরজা দেখি খোলা। তাতেই নিশ্চয় কোল্লেম, অবশ্যই কেহ এসেছিল। কি কোরে খুলে গেল? চাবীতালাটা হয় ত ভাল ছিল না, পুরাতন বাড়ীর সমস্তই হয় ত পুরাতন, বাতাসেই হয় ত খুলে গেছে। হাওয়াটাও সে সময় জোর জোর ছিল; হাওয়াতেই হয় ত দরজা খুলে গেছে। অনুমান কোল্লেম এই রকম, তথাপি কিন্তু কথাটা ভাল লাগ্‌লো না। তখনও মনে হোতে লাগ্‌লো, হয় ভূত, নয় মানুষ! যে-ই হোক্, একজন কেহ অবশ্যই ঘরে প্রবেশ কোরেছিল।

ভূতের ভয়ে আমার অবিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল;—অনেকদিন, আমি ভূতের ভয় এড়িয়েছি। তথাপি বায়োলেটের মৃত্যুর কথা মনে পোড়্লো। বায়োলেটের মৃত্যুতে ভূতের কাণ্ডই বেশী পাওয়া যায়। তথাপি কিন্তু তখনও আমার স্থির বিশ্বাস, কোন সজীব লোক আমার ঘরে এসেছিল। হয় ত আমারে মেরে ফেল্বে—হয় ত কোন কুচক্রের সৃষ্টি,—হয় ত তখনো সেই বিপদ আমার সম্মুখে, সেই রকম ভাব্নাতেই অন্তঃকরণকে আকুল কোরে তুল্লে। যদি এটা ডাকাতের আড্ডা হয়, সত্য সত্যই এখানে যদি খুনে লোকেরা লুকিয়ে থাকে, তা হোলে তারাই হয় ত অগ্রে একজন মেয়েমানুষ পাঠিয়েছিল, গুপ্তদূতীর কাজ কোরে, সেই মেয়েমানুষ হয় ত সোরে গেল, দলের ভিতর খবর দিতে গেল, এইবার ডাকাতেরা এসে কর্ম্ম রক্ষা কোরে যাবে!

কতপ্রকার আতঙ্কই যে আমার মনের ভিতর তোলপাড় কোত্তে লাগ্লো, কেবল একা আমিই তা অনুভব কোল্লেম। ভাল কোরে ঘরের দরজা বন্ধ না কোরে, বিছানায় শয়ন কোত্তে সাহস হলো না। কি কোরেই বা বন্ধ করি? ভিতরদিকে চাবীও নাই, খিলহুড়্কাও নাই। দরজার যতটুকু খোলা ছিল, কাছে গিয়ে ভাল কোরে দেখে দেখে, এককালে সবটুকু খুলে ফেল্লেম। এদিক ওদিক্ সব দিক চেয়ে চেয়ে দেখ্লেম; কোথাও কিছু নাই। আবার বন্ধ কোত্তে যাচ্ছি, হঠাৎ এক অস্পষ্ট গোঙানী শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ কোল্লে। যে পথ দিয়ে সিঁড়িতে নাম্তে হয়, সেইদিকেই সেই শব্দ। ঘরের ছাদের উপর আলো আস্বার যে আয়না-সদরজা আছে, সেই পথে চন্দ্রকিরণ প্রবেশ কোচ্ছিল। সেইদিকে আমি চাইলেম। দেখ্তে পেলেম, এক কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি চোলে যাচ্চে। যেমন দেখ্লেম, তেম্নি অদৃশ্য! কাণ পেতে শুন্তে লাগ্লেম। নিশ্বাস বন্ধ কোরে কাণ পেতে থাক্লেম। বোধ হলো যেন, আমি শুন্লেম, ধীরে ধীরে পদক্ষেপ আর নূতন বসনের খস্‌খস শব্দ। বোধ হলো ঐ রকম, কিন্তু নিশ্চয় কোত্তে পাল্লেম না। মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার ঘরের দিকে এলো না। সন্দেহে আমি আবার ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। বিবেচনা কোল্লেম, একটু পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরেছিল, যে মূর্ত্তি আমার ঘুম ভাঙিয়েছিল, যে মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়েছিলেম, সেই কৃষ্ণবসনা রমণীমূর্ত্তিই হয় ত ঐ!

যে হোক্, একজন এদিক ওদিক্ কোরে বেড়াচ্চে, তাতে আর সন্দেহ থাক্লো না। থাকুক্ আর নাই থাকুক্, আমি কিন্তু সন্দেহ রাখ্লেম না। কিন্তু কে? কেনই বা অমন কোরে বেড়াচ্চে? থেকে থেকে কেনই বা গোঙাচ্চে? মর্ম্মান্তিক বিলাপধ্বনির মত গোঙানি! কে সে?—পাগল কি? চোর,—ডাকাত, নরহন্তা,—বিশ্বাসঘাতক, এইসকল সন্দেহ যতক্ষণ মনে মনে তোলাপাড়া কোচ্ছিলেম, সেগুলো কি আমার মিথ্যা ভ্রম? তাই হয় ত হবে! অকারণে ভয় পেয়েছিলেম, সেই কথা ভেবেই লজ্জা পেলেম। মনে কোল্লেম শয়ন করি। বৃথা আতঙ্কে মনকে উৎকণ্ঠিত করা ভাল নয়। দরজা বন্ধ করবার উপায় ছিল না,—নাই বা থাক্লো, ভয় কি? শয়ন করি। এই

সে স্থান পরিত্যাগ কোল্লেম। পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে আপনার শয়নঘরেই ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লেম। কেন ঘর থেকে বেরিয়েছিলেম, সেইটী ভেবেই অস্থির হোতে লাগ্‌লেম। কেহ আমারে দেখ্‌তে পেলে না, মনে মনে কেবল সেই একমাত্র প্রবোধ। আবার আর একরকম চিন্তা এলো। পুত্রশোকাতুরা সেই দুঃখিনী রমণী আমার শয়নঘরে কেন প্রবেশ কোরেছিল? কেনই বা তেমন কোরে আমারে ভয় দেখালে?

ঘরে ফিরে এলেম। বাতী নিবিয়ে দিলেম। চোর-ডাকাতের ভয় ঘুচে গেল। চুপি চুপি শয়ন কোল্লেম। রাত্রের মধ্যে যত কাণ্ড ঘোটে গেল, খানিকক্ষণ তাই ভাব্‌তে ভাব্‌তেই ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। সেবারে আর কোন স্বপ্ন দেখ্‌লেম না। পূর্ব্বে যেরকম স্বপ্ন এসেছিল, নিদ্রাবস্থায় সেগুলিও আর স্মরণ হলো না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার যেন বুঝ্‌তে পাল্লেম, আবার যেন ঘরে কে এলো। চেয়ারে বোসে বোসে যেমন দেখেছিলেম, সেবারেও সেইরকম দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। বাতী নিবিয়েছিলেম, কিন্তু প্রজ্জলিত অনলের দীপ্তিতে বেশ দেখ্‌তে পেলেম,—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই যেন দেখ্‌ছি, সেই কৃষ্ণবসনা রমণী! সেই রমণী যেন আমার বিছানার ধারে এলো! সেবারেও মুখ দেখ্‌তে পেলেম না। মূর্ত্তি আমার কাছে এলো। খানিকক্ষণ চেয়ে দেখ্‌লে। কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলেম। মৃদু—কোমল—সুস্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর! আমি যেন জেগে উঠ্‌লেম। ঠিক যেন বুঝ্‌লেম, সকাতর কণ্ঠস্বর! সে কণ্ঠস্বর আমার কর্ণের অপরিচিত নয়!

স্বর আমারে বোল্লে, "এতদিনের পর তুমি এলে? কতদিন আমি তোমার আশাপথ চেয়ে রয়েছি! তুমি কি কবর থেকে উঠে এলে? আমিও কবরে যাচ্ছি! তুমি যতদিন কাছে ছিলে না, যার মুখ দেখে ততদিন আমি এক একবার মনের সুখে নিশ্বাস ফেল্‌তেম, আমার প্রাণাধার-স্নেহাধার সেই প্রিয়বস্তু আমারে ছেড়ে গেছে! কবরে, অন্তিমের সুখময় কবরে সেই প্রিয়বস্তুর পাশে আমি শুতে যাচ্ছি! ওঃ! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? দোষী কোচ্চি না তোমারে!—আমি জানি, ইচ্ছা কোরে তুমি আমারে ত্যাগ কর নাই!—অপর লোকের নিষ্ঠুরতায় আমাদের বিচ্ছেদ ঘোটেছিল! তারাই আমারে এই জীর্ণ বাড়ীতে এনে ফেলেছে! এ জন্মে আর আমি তোমারে দেখ্‌তে পাব না! তারাই আমারে সেই সর্ব্বনাশের কথা বোলেছে! তারা আমারে আরও বোলেছে, আমার স্মরণপথ থেকে জীবনের মত তোমারে আমি বিসর্জ্জন দিব! কিন্তু তা কি তারা পেরেছে? আমি কি তা পেরেছি? হায় হায়! তারা আমার স্বাধীনতা হরণ কোরেছে! শরীরের স্বাধীনতা—মনের স্বাধীনতা তারা কেড়ে নিতে পারে নি! মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমারে আমি ভুলি নাই! তুমি যদি জান্‌তে পাত্তে, কোথায় আমি আছি, তা হোলে অবশ্যই তুমি এতদিন কবে এসে আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে! তা আমি বেশ জানি। তাই জন্যই বোল্‌ছি, তোমার কোন দোষ নাই! ওঃ! কি আশ্চর্য্য! কত আশ্চর্য্য কথাই আমার মনে পোড়্‌ছে!—কত আশ্চর্য্য স্বপ্নই আমি দেখ্‌ছি!—স্বর্গের স্বপ্ন!—স্বর্গের সুখ! স্বর্গীয় মূর্ত্তি আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্চে! সমস্তই যেন স্বর্গের কথা!

তারা আমারে ইঙ্গিত কোরে ডাকছে,—সঙ্গে যেতে বোলছে,—এ জগৎ ছেড়ে অন্য জগতে আহ্বান কোচ্চে! ওঃ! যে সাংঘাতিক রাত্রে আমার প্রাণাধিক আমারে ছেড়ে যায়, সেই সর্ব্বনাশের রাত্রেই সেই স্বর্গীয়দূতেরা আমার কাণে বোলে গেছে, আমার প্রাণ অতিশীঘ্রই আমার প্রাণাধারের সঙ্গে যাবে! আমিও জানি, ঠিক যাবে! আমার সময় হয়ে এসেছে! অন্তকালে তোমারে একবার দেখ্‌লেম, এ জীবনে এই আমার পরম সুখ! ওঃ! এইমাত্র এইমাত্র—যখন তুমি চেয়ারের উপর ঘুমুচ্ছিলে, সেই সময় আমি তোমার কাছে এসেছিলেম। দেখে গেছি! ইচ্ছা হয়েছিল, একটী চুম্বন করি! কিন্তু হায় হায়! আমি মনে কোরে ছিলেম তুমিও মোরে আছ! এ পাপসংসারে আবার তুমি বেঁচে উঠে, আবার পাপজীবনের খেলা খেলাও, সে বাসনা আমার হলো না! আমি তোমারে জাগালেম না। যে সংসার দয়ামায়াপরিশূন্য,—যে সংসার স্নেহমমতাবিবর্জ্জিত,—যে সংসার এত শীতল, সে সংসারে আবার তোমারে জাগিয়ে তোলা তখন আমি মহাপাপ বিবেচনা কোল্লেম!—ওঃ! শীতল—শীতল—মহাশীতল! শীতল সংসারের সঙ্গে তুলনায় পৃথিবীর কোলের সমাধিগহ্বর সহস্র—সহস্র—সহস্রগুণে উষ্ণ! আমি বুঝেছি, এ সংসারে মরণই মঙ্গল! বেঁচে থাকা অমঙ্গল! চেয়ে চেয়ে তোমার মুখখানি আমি দেখ্‌ছিলেম! তুমি জেগে উঠ্‌লে! অমনি আমি পালিয়ে গেলেম! তখন আমার মাথার ভিতর কি বুদ্ধি জুগিয়েছিল, কেন আমি তোমার কাছ থেকে ছুটে পালিয়েছিলেম, এখন আমি তা জানি না! বোল্‌তেও পারি না! আমি আর এখন আমি নাই! আকাশপথের অদৃশ্য—অদৃশ্য মূর্ত্তি আমারে চোরিয়ে চোরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে!—পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাচ্চে!—তাদের ইচ্ছাতেই আমি কাজ কোচ্চি! এখন একবার তোমারে একটী চুম্বন করি! এ জীবনে আর দেখা হবে না! অন্যজগতে মিলন হবে! আগে চোলে গেছে!—প্রাণের চেয়েও যারে বেশী ভালবাস্‌তেম, আমাদের ফেলে, সে আমাদের আগেই চোলে গেছে!"

যে মূর্ত্তির কথাগুলি আমি শুন্‌লেম, সেই মূর্ত্তি একটু বক্রভাবে আপন ওষ্ঠদ্বারা আমার ললাট স্পর্শ কোল্লে! তখনও পর্য্যন্ত আমার অল্প অল্প তন্দ্রাঘোর ছিল। শীতল ওষ্ঠ স্পর্শেই ঘোর ঘুচে গেল। চোমকে চোমকে জেগে উঠ্‌লেম! তৎক্ষণাৎ মৃদু-পদধ্বনি শ্রবণগোচর হলো। বসনের ঘর্ষণশব্দও শুন্‌তে পেলেম। সেই সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ করা শব্দ।

তখন আমি সম্পূর্ণ সজাগ। কম্পিতকলেবরে বিছানার উপর উঠে বোস্‌লেম। লীলাময়ের এ কি আশ্চর্য্য লীলা! কি অপরূপ চিন্তা!—কি অপরূপ মনোভাব!—কি ভয়ঙ্কর সংশয় আমার মাথার ভিতর বিঘূর্ণিত হোতে লাগ্‌লো! কার স্বর শুন্‌লেম? ওঃ! তত মৃদু,—তত কাতর,—তত ক্ষীণ, তবুও কি সে স্বর আমার ভোল্‌বার? হায় হায়! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে অভাগিনীর প্রেমকে সাংঘাতিক প্রেম বোলে আমি নির্ব্বেদ প্রকাশ কোচ্ছিলেম, পরমেশ্বর কি এখন আমারে এই বাড়ীতে এনে ফেল্‌ল, তারিই সঙ্গে দেখা

কোরিয়ে দিলেন! দুজনেই কি এখন আমরা এক বাড়ীতে রয়েছি? হা পরমেশ্বর! যে ক্ষুদ্র শবাধাব দর্শন কোরে এলেম, সেই আধারে চিরসুষুপ্তিপ্রাপ্ত কি আমারই জীবনাধার? আমার বুদ্ধিশুদ্ধি হোরে গেল! যেন উন্মত্তের ন্যায় ললাটে হস্তপেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম! সত্য না স্বপ্ন? কি বোলে মনকে বুঝাই? জলন্ত হৃদয়কে কি বোলে প্রবোধ দিই? বিস্তব চেষ্টা কোল্লেম, দুর্ভাবনাকে দূর করি, ও সব ঘটনাকে স্বপ্ন বোলেই সিদ্ধান্ত কবি, কিন্তু সে সিদ্ধান্তকে হৃদয়ে আনা কি আমার সাধ্য? ওঃ! আব কি স্বপ্ন বোলে ভ্রম থাকে? শোকাতুরা কালিন্দীর কোমল স্বর বাতাসের সঙ্গে ভোঁ ভোঁ কোরে ঘুর্‌চে! কাণের ভিতর ভোঁ ভোঁ কোরে বাজ্‌ছে! কালিন্দীর প্রেমের কথা, বিরাগের কথা—শোকের কথা—করুণার কথা, এখনও আমার কাণের ভিতর চক্রে চক্রে ঝঙ্কার দিচ্চে! আর কি কোন ছলের আশায় মন আমার ভুল্‌তে পারে? সর্ব্বাঙ্গে ঘাম, সর্ব্বশরীরে কম্প!—যন্ত্রণায় যেন ছট্‌ফট্‌ কোত্তে লাগ্‌লেম!—ভিতরে আগুন, বাহিরে ঘাম! ঘামের জলেই যেন স্নান কোরে উঠ্‌লেম!

"না না!"—উন্মত্তবৎ আমি চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেম, "না না! সব কথাই স্বপ্ন! সব কথাই স্বপ্ন!"—মনকে বুঝালেম,—বুদ্ধিকে বুঝালেম,—বিবেচনাকে বোলে দিলেম, "বিশ্বাস কর! বিশ্বাস কর! বিশ্বাস করাও!—বোলে দেও! বোলে দেও!—বোলে দেও! সব কথাই স্বপ্ন!—সর্ব্বৈব মিথ্যা!"

আবার শুয়ে পোড়্‌লেম। জ্ঞানবুদ্ধি আমারে যেন ছেড়ে যায় যায় হলো! চেষ্টা কোল্লেম, জ্ঞানবুদ্ধি ফিরিয়ে আনি। উঃ! চেষ্টা—চেষ্টা—বিস্তর চেষ্টা! পাল্লেম না! জ্ঞান আমারে পরিত্যাগ কোরে গেল!

কতক্ষণ পরে চৈতন্য হলো, জানি না। ধূসরবসনা ঊষা গবাক্ষপথে উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো। ঊষার মত স্মৃতির ছায়া ক্রমে ক্রমে মনের ভিতর ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লো। কি যে কি, কিছুই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম না! একবার বিশ্বাস হয়, একবার ঘোর লাগে! মনে করি ভুলি ভুলি, মন আমারে ভুল্‌তে দেয় না! স্মৃতি আবার যেন ডেকে ডেকে বোলে দেয়, 'সব সত্য,—সব সত্য,—সব সত্য!"

উচ্চকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লেম, "জগদীশ! সত্যই কি সব? আমার প্রাণাধিক সন্তান এই বাড়ীতেই কি প্রাণশূন্য হয়ে পোড়ে আছে?"—বিছানা থেকে লাফিয়ে পোড়্‌লেম। পাগলের মত দরজা ঠেলে বারাণ্ডায় বেরুলেম। কোন্‌ দিকে যাচ্ছি, জ্ঞান নাই! কোন্‌ দিকে চক্ষু আছে, চক্ষু তা জানে না! অজ্ঞান হয়েই ছুটে যাচ্চি! কোথায় যাচ্ছি? যেখানে যাবার, সেইখানেই যাচ্ছি! সেই খানেই উপস্থিত হোলেম! আমার অন্তরাত্মা যেন আরও ডেকে ডেকে বোল্লে, "কোথায় যাও?"—আর কোথায় যাই! মোরিয়া হয়ে দরজা ঠেলে, সেই ভয়ানক ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম! চারটী বাতী জ্বোল্‌ছে! বাতীর দীপ্তি নাই! প্রভাতে দীপ্তিশূন্য; তাও নয়!—আমার নয়ন দীপ্তিশূন্য; তাও নয়!—তবে কি? সম্মুখে শবাধার! আচ্ছাদন বসনখানা খুলে ফেল্লেম! দেখ্‌লেম,

তাতে কি লেখা আছে। চঞ্চলচক্ষেই দেখ্‌লেম।--কি আর দেখ্‌লেম ? দেখ্‌লেম, লেখা আছে, "জোসেফ দণ্ডাস্ ! *



আমি তখন পাগল ! পাগলের মনের কথা তখন কি, পৃথিবীর কোন ভাষা সে মর্ম্মকথা প্রকাশ কোর্ত্তে পারে না !—আবার দেখি এ কি ? দরজার ধারে কালিন্দীর জীবনশূন্য দেহ পাথরের উপর গড়াগড়ি ! কোনদিকেই আর চাইতে পাল্লেম না ! মর্ম্মভেদী যন্ত্রণানলে চক্ষু যেন অন্ধ হয়ে গেল ! দুইহাতে মুখচক্ষু আচ্ছাদন কোরে, ঘনঘন নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেম ! দারুণ যন্ত্রণায় ভীষণ চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম ! মুহূর্ত্ত পরেই পাগলের মত কালিন্দীর দেহের কাছে ছুটে গেলেম ! একহাতে কালিন্দীর একখানি হাত ধোরে, সোজা কোরে তোল্‌বার চেষ্টা কোল্লেম !—ওঃ ! যে শীতল পাথরে সেই

* কালিন্দীর পিতার বংশের উপাধি দণ্ডাস্। কুমারী জননীর উপাধিতে শিশুটীও জোসেফ দণ্ডাস্।

কোমলাঙ্গী বিলুণ্ঠিত, হাতখানি যেন সেই পাথরের চেয়েও ঠাণ্ডা! চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্লেম! অকস্মাৎ ঝন্ঝন্শব্দে 'সেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল! অকস্মাৎ একজন লোক প্রবেশ কোল্লে। সেই লোকের মুখেও ভয়ঙ্কর বিস্ময় চীৎকার! কোনদিকে চেয়ে দেখ্বার শক্তি নাই!—চক্ষেও জল নাই! হঠাৎ সম্মুখে চেয়ে দেখি, সম্মুখে এক করালমূর্ত্তি! দুর্জ্জয় কুজ্ঝটিকাবর্ণ, বিকটদন্ত, বিকটকেশ, বিকটাকার লানোভার!

ঊনষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

আপোসের কথা।

লানোভার হন্‌হন্ কোরে আমার কাছে চোলে এলো। দরজাটা বন্ধ কোরেই দিয়ে এলো। তখনি আবার জোরে দরজা ঠেলে, আর একটী লোক প্রবেশ কোল্লে। গতরাত্রে যে আমার শয়নের ব্যবস্থা কোরে দিয়েছিল, দ্বিতীয় লোকটী সেই পদাতিক। সঙ্গে আর দুটী স্ত্রীলোক। আকারপ্রকারে বুঝ্লেম, তারা সেই বাড়ীর দাসী। তারা এসেই সেই অবস্থা দেখে, অত্যন্ত ভয় পেলে। ভয়ে—বিস্ময়ে চীৎকার কোরে উঠ্লো। অর্দ্ধস্ফুট চীৎকারে একজন কিঙ্করী বোল্লে, "হায় হায়! মোরে গেছে!"

গভীর কর্কশগর্জ্জনে দুরাচার লানোভার দাঁত খিচিয়ে খিচিয়ে বোলে উঠ্লো, "এই বদ্‌মাস্ ছোঁড়াটাই মেরে ফেলেছে!"

"আমি মেরে ফেলেছি?"—শোকে—দুঃখে—ক্রোধে,আমি বোলে উঠ্লেম "পামর! আমি মেরে ফেলেছি? ওঃ! আমার প্রাণ দিলেও যদি এ রমণী বাঁচ্‌তো, এখনও যদি তাতে বাঁচে, তাতেও আমি প্রস্তুত! এইমাত্র আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি! এসেই দেখ্লেম, ভূমিতলে গড়াগড়ি যাচ্চে!"

একজন কিঙ্করী তাড়াতাড়ি কালিন্দীর একখানি হাত ধোরে, আমার বাক্যে সায় দিয়ে, তৎক্ষণাৎ বোল্লে, "না না!—তা নয়!—অনেকক্ষণ প্রাণ বেরিয়ে গেছে! ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!" আমি তখনও কালিন্দীর হাত ছাড়ি নি! সজলনয়নে কেবল কালিন্দীর মুখের দিকেই চেয়ে আছি!

একজন দাসীকে সম্বোধন কোরে, সক্রোধগর্জ্জনে লানোভার আবার বোল্লে, "এ কি মার্‌গেরেট্? তুমি কাছে ছিলে না? এ ছোঁড়া কেমন কোরে এলো?"

লানোভারের ঐ কথা শুনে আমার চিত্ত আরও বিচলিত হলো। ভর্ৎসনা কোরে তারে বোল্লেম, "তুমি জান, কোথায় তুমি এয়েছ? মৃতদেহের কাছে তুমি আছ। এটা তোমার রাগ প্রকাশের জায়গা নয়!"

বাঘের মত বিষাক্তদৃষ্টিতে আমার দিকে কটাক্ষপাত কোরে, লানোভার সেই রকম কর্কশস্বরে বোল্লে, "দূর হ! দূর হ! পাজি ছোক্‌রা! এখান থেকে দূর হয়ে যা!" বোল্‌তে বোল্‌তেই তার সে ভাবটা তখন বোদ্‌লে গেল। রাগটা যেন কোমে এলো। কি ভেবে যেন একটু ঠাণ্ডা হলো। আম্‌তা আম্‌তা কোরে একটু মৃদুস্বরে বোল্লে, "হাঁ জোসেফ! তুমি ঠিক বোলেছ! মৃতদেহের কাছেই আমরা রয়েছি। হঠাৎ রাগ হয়েছিল। রাগ হওয়াটা ভাল হয় নাই। হাতখানা তুমি ছেড়ে দেও! দাসীরাই এখানে থাক্, তুমি আমার সঙ্গে এসো!"

কালিন্দীর শীতল ললাটে আমি ওষ্ঠ স্পর্শ কোল্লেম। কালিন্দীর মুখের উপর ঘন ঘন আমার অশ্রুপাত হলো! হাতখানি ছেড়ে দিয়ে, আমি উঠে দাঁড়ালেম। লানোভারের দিকে চাইলেম না। লানোভার যে সেখানে আছে, ক্ষণকালের জন্য সে কথা যেন ভুলেই গেলেম। আবার সেই ক্ষুদ্র শবাধারের দিকে ছুটে গেলেম। ভূমিতলে জানু পেতে নীরবে রোদন কোল্লেম। মনের আবেগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোল্লেম। আমা হোতেই এই ভয়ানক কাণ্ড ঘোট্‌লো, নিশ্চয়ই সেইটী মনে কোরে, বিস্তর অনুতাপ কোল্লেম। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইলেম। অনেকক্ষণ সেই ভাবে বোসে থাক্‌লেম। লানোভার সেইখানে উপস্থিত আছে, অনেকক্ষণ সে কথাটা মনেই থাক্‌লো না!

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান কোল্লেম। লানোভারের দিকে চাইলেম না,—মনেও কোল্লেম না। দ্রুতপদে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই সেই পদাতিকের সঙ্গে দেখা হলো। ইতিপূর্ব্বেই সে ব্যক্তি বেরিয়ে এসেছিল। সে আমারে ডাক্‌লে। সঙ্গে যেতে বোল্লে। উদাসমনেই আমি তার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেম। শয়নগৃহে প্রবেশ কর্‌বার অগ্রে, গতরাত্রে প্রথমে সে আমারে যে ঘরে বোসিয়েছিল, সেই ঘরে নিয়ে গেল। সেই ঘরে তিনটী লোকের ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত ছিল। ঘরে আগুন জোল্‌ছিল। আমি তখন শীতে কাঁপ্‌ছিলেম। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে, আগুনের কাছে আমি বোস্‌লেম। কোনদিকেই মন ছিল না। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে আমার চট্‌কা ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি, লানোভার! চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, লানোভারের মুখে তখন রাগের চিহ্ন কিছুই ছিল না। সে যেন তখন কতই ঠাণ্ডামানুষ। দেখেই আমার সন্দেহ বাড়্‌লো। যখন যখন তারে সেইরকম ভালমানুষের মতন দেখেছি, তখনই তার হাতে আমার নূতন বিপদ ঘোটেছে! সে দুরাত্মা যখন ভালমানুষের বেশ ধরে, ভিতরে ভিতরে সে তখন আরও ভয়ানক হয়ে উঠে! ঠেকে ঠেকে আমি শিখেছি! সেই সময়েই আমার অধিক সাবধান হওয়া দরকার! ভণ্ডামীর সময়েই সে লোকটা দারুণ অবিশ্বাসের পাত্র হয়! সাহসে ভর কোরে আমি সাবধান হয়ে থাক্‌লেম।

ধীরে ধীরে আমার কাছে সোরে এসে, লানোভার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "জোসেফ! তুমি কি ইচ্ছা কোরেই এখানে এসেছ? কিম্বা কোন—"

ঔদাস্যভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "দৈবগতিকে এসে পোড়েছি। তোমারে আমি জানি। তোমার ভাব দেখেই আমি অপরের মন বুঝ্‌তে শিখেছি। একটা কোন কথা পোড়্‌লেই তুমি বিপরীত অর্থ ঘটাও!—একটা না একটা হুলস্থূল দাঁড় করাও!"

মৃদুস্বরে লানোভার বোল্লে, "দেখ জোসেফ! সর্ব্বদাই তোমার মুখে কর্কশ কথা!"

"আর তোমার মুখে সর্ব্বদাই মধুমাখা!"—লানোভারের কথা শুনেই তৎক্ষণাৎ আমি মুখের উপর বোল্লেম, "যখন বেগতিক দেখ, তখন কেবল দুষ্টবুদ্ধিতে মন ভুলাবার কথা কও! একটু পূর্ব্বেই আমার কাছে তুমি নিজের স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়েছ! ঐ স্ত্রীলোকটীকে আমি খুন কোরেছি বোলে গর্জ্জন কোরেছ! সমস্তই আমি বুঝ্‌তে পারি। তোমার বিস্তর দৌরাত্ম্য আমি সহ্য কোরেছি! কিন্তু তুমি জান, এখন আর আমি তোমারে ভয় করি না! তুমি হয় ত মনে কোচ্চো, এতদিন আমি যে রকমে মুখ বুজে তোমার উৎপীড়ন সহ্য কোরে এসেছি, এখনও সেই রকম থাক্‌বো,—এখনো সেইরকম উপদ্রব সহ্য কোর্‌বো;—কিন্তু তা নয়! সেটা তুমি ভেবো না! ওঃ! এ বাড়ীতে অকস্মাৎ মৃত্যু ঘোটেছে! এখানে আমাদের ও সব কথা বলাবলি করা ভাল নয়। তোমারে দেখে আগেকার কথা আমার মনে পোড়্‌ছে! তাতেই আমি ওরকম রুক্ষ রুক্ষ কথা বোল্‌ছিলেম। কাজটা ভাল করি নাই।"

"হাঁ জোসেফ! কাজটা তুমি ভাল কর নাই! তা যাক্,ওটা ছেড়ে দাও!—তুমি বোল্লে, দৈবগতিকেই এসে পোড়েছ। রাত্রেই সেই পদাতিকের মুখে আমি শুনেছি, সে আমারে বোলেছে, একজন যুবা পথিক গাড়ীতে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে, এই বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। তুমিও দৈবঘটনার কথা বোল্লে। এখন আমার বিশ্বাস হোচ্চে। যখনই পদাতিকের মুখে আমি ঐ কথা শুনি, নিঃসন্দেহে তখনই বুঝেছি, তুমিই এসেছ!"

"হাঁ লানোভার! সকল অবস্থাতেই জগদীশ্বর মূলাধার! জগদীশ্বরের ইচ্ছাতেই আমি এ বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছি। সকল কথাতেই তুমি ঠাট্টা কর, সমস্ত ভাল ভাল কথাই তুমি উড়িয়ে দেও, এ সব কথা তুমি বুঝ্‌তে পার না! জগদীশ্বরের ইচ্ছা কারে বলে, সেটা তুমি হয় ত জানোই না!—ঈশ্বর তুমি মানোই না! হায় হায়! হতভাগিনী কালিন্দী!" মনের দুঃখে এসবই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে অবিরল অশ্রুপ্রবাহে আমার গণ্ডস্থল প্লাবিত হোতে লাগ্‌লো!

দুষ্ট বুদ্ধি একটু গোপন কোরে, লানোভার যেন আমারে তিরস্কারস্বরেই বোল্লে, "দেখ জোসেফ! আমি মনে কোর্ত্তেম, আনাবেলকেই তুমি ভালবাস;—হাঁ, আমার সাক্ষাতে স্পষ্টই তুমি ও কথা বোলেছিলে;—কিন্তু এখন জান্‌তে পাচ্চি, লেডী কালিন্দীর প্রেমেই তোমার মন মোজেছিল!"

"না লানোভার! তা নয়!"—অত্যন্ত বিষণ্নবদনে আমি বোল্লেম, "তা নয়! লেডী কালিন্দী আমারে যতদূর ভালবাস্‌তেন, আমার চিত্ত লেডী কালিন্দীকে ততদূর ভালবাস্‌তো না! কালিন্দীর ভালবাসা যতদূর, ভালবাসার অনুরোধে আমার উচিত

ছিল কালিন্দীকে সেই রকম ভালবাসা ;—উচিত ছিল, সমান সমান অনুরাগ ;—কিন্তু তা আমি পারি নাই ! আনাবেলের কথা—"

কুঁজোটা তৎক্ষণাৎ মুখ বেঁকিয়ে বোলে উঠ্‌লো, "কেন তুমি এরকমে অকস্মাৎ আমার কন্যার নাম মুখে—"

"তোমার কন্যা ?"—উগ্রকণ্ঠে আমি বোলে উঠ্‌লেম, তোমার কন্যা ? না ! তোমার কন্যা নয় ! আনাবেলের জননীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে, শুধু কেবল সেই কথা ছাড়া আর—"

"কে তোমাকে এ কথা বোল্লে ?"—অকস্মাৎ কুঁজোটার মুখখানা যেন অন্ধকার হয়ে গেল ! কঠোর কর্কশ গভীরগর্জ্জনে সে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে তোমাকে এ সব খবর বোল্লে ?—কার মুখে এ কথা তুমি শুনেছ ?"

"তবে তুমি কিছুই জান না !"—উৎসাহিতবদনেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সেখানে কি কি ঘোটেছে, তা তুমি কিছুই জান না ?—না,—নিশ্চয়ই তুমি কিছু জান না। তুমি যখন যখন বাড়ী ছেড়ে চোলে যাও, কোথায় যাও, কিছুই বোলে যাও না। কেহই কিছু জান্‌তে পারে না। সেখানে যা যা ঘটে, বাড়ীতে যারা যারা থাকে, কোন কথাই তারা তোমারে জানাতে পারে না। ঠিকানা জানে না, কি কোরেই বা জানাবে ? এবার যখন তুমি লণ্ডনে ফিরে যাবে, তখন দেখ্‌বে, গ্রেট রসেলষ্ট্রীটে তোমার নামে কতই গুরুতর বিষয়ের চিঠীপত্র জমা রয়েছে !"

"গুরুতর বিষয়ের চিঠীপত্র ?"—একদৃষ্টে আমার মুখপানে চেয়ে, লানোভার আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "গুরুতর বিষয়ের চিঠীপত্র ? কে লিখেছে ? কারা লিখেছে ? কোথা থেকে এসেছে ? বোধ হয় তুমি কিছু কিছু জান। বল জোসেফ !—বল ! কোথাকার পত্র ?—কারা লিখেছে ?"

আমি কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর হোলেম। সে কথার উত্তরে কি কথা বলি, মনে মনে অবধারণ কোত্তে লাগ্‌লেম। লানোভারকে যে সব কথা বোল্লে, কোন দোষ হোতে পারে না, সেই সব কথা বলাই তখন উচিত বিবেচনা কোল্লেম। আমি জান্‌তেম, আনাবেলের জননীর সঙ্গে লানোভারের যাতে ছাড়াছাড়ি হয়, সার্ হেসেল্‌টাইন সেই ভাবের বন্দোবস্তের জন্য লানোভারকে চিঠী লিখ্‌বেন। পিত্রালয়ে সেই অনুতাপিনী যাতে এখন সুখে থাকেন, তাঁর প্রতি আর আনাবেলের প্রতি লানোভার যাতে আর কোনপ্রকার অত্যাচার কোত্তে না পারে, সেইরকম সুবন্দোবস্ত হবে, সেটা আমার বিলক্ষণ জানা ছিল। সে পক্ষে লানোভারের দফা রফা !—সেইগুলি মনে কোরেই লানোভারের কথায় আমি সাফ্ সাফ্ উত্তর দিলেম।

আমি বোল্লেম, "হাঁ লানোভার ! সম্প্রতি বড় চমৎকার ঘটনা হয়ে গেছে ! তোমার স্ত্রী এখন পিতৃভবনে আশ্রয় পেয়েছেন !"

"পিতৃভবনে আশ্রয় ?—সত্যই কি এমন ঘটনা হয়েছে ?"—কুব্জ পাষণ্ড এই দুই

প্রশ্ন কোরেই, আবার এক রকম মুখ বাঁকালে। বারকতক মাথা কাঁপালে।—মুখভঙ্গীতে আমি বুঝ্‌লেম, কতক হর্ষ, কতক অপ্রত্যয়।

আমি উত্তর কোল্লেম, "দেখ লানোভার! কাজের কথায় আমি পরিহাস জানি না। সে অভ্যাস আমার কখনই নয়। আরও তুমি নিশ্চয় জেনো, আমার রসনায় কখনো মিথ্যা কথা বাহির হয় না।"

"না না, তা আমি জানি। কিন্তু দেখ জোসেফ! এ খবরটা এত অকস্মাৎ আমার কাণে এলো—এত আশ্চর্য্য—হাঁ হাঁ, বল বল! কেমন কোরে ওরকম ঘটনা হলো?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বোল্‌তে গেলে একরকমে আমা হোতেই হয়েছে। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের বাড়ীতে আমি থাক্‌তেম। একবার এমন একটী ঘটনা হয়, তাতে কোরে আমাব উপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস দাঁড়ায়। সেই ঘটনার পরেই দ্বিতীয় ঘটনা। সার্ মাথু এখন ভদ্রাসনে ফিরে গেছেন। তাঁর উগ্রভাব নরম হয়েছে। পরিত্যক্ত কন্যাকে তিনি আদর কোরে ঘরে নিয়ে গিয়েছেন।"

লানোভারের মনে সে সময় কি ভাবের উদয় হোচ্ছিল, আমার উত্তর শুনে নিজমুখেই সে ভাবটা সে প্রকাশ কোরে ফেল্লে। অন্যমনস্কে যেন পুলকিতভাবেই বোল্লে, "সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন অতুল ধনের অধিপতি। কি বল জোসেফ? তা আচ্ছা, আমার স্ত্রী আর আনাবেল এখন——"

"তাঁরা এখন হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে আছেন। সুখের কথা তোমারে আর আমি বেশী কি বোল্‌বো, আমিই তাঁদের সঙ্গে কোরে সেই সুখময় প্রাসাদে এনে দিয়েছি।"

"ওঃ! তেমন সময় আমি বিদেশে!"—একটু অস্পষ্টস্বরে এই কটী কথা বোলে, আমারে সম্বোধন কোবে, লানোভার আবার বোল্লে, "তুমি বোল্‌ছো আমার লণ্ডনের বাড়ীতে অনেক চিঠীপত্র এসেছে?"

"গিয়েছে। সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন নিজেও লিখেছেন, তোমার স্ত্রীও লিখেছেন। পিতাপুত্রীতে পুনর্ম্মিলনের দুই একদিন পরেই ঐ সব পত্র লেখা হয়। পত্রে কি কি কথা লেখা হয়েছে, ঠিক ঠিক তা আমি জানি না।"

ব্যগ্রভাবে লানোভার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "অনুমান কোত্তে পার কিছু?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার অনুমানে তোমার কি দরকার? তুমি নিজেই ত সেই সকল পত্র পাঠ কোরে, সমস্ত নির্ঘণ্ট বুঝে নিতে পারিবে। খবর জান্‌তে চাইলে, খবর দিলেম। আমার যা বল্‌বার ছিল, তা আমি বোল্লেম। এখন এবার তোমার পালা। আমি তোমারে জিজ্ঞাসা কোচ্চি, ঠিক ঠিক উত্তর কর!—তুমি এ বাড়ীতে কেমন কোরে এলে? কেনই বা এসেছ?"

লানোভার উত্তর কোল্লে, "সেটা অতি ছোট কথা। লর্ড মণ্ডবিলি একটী বিশ্বাসী লোক অন্বেষণ করেন। তাঁর কন্যাকে নিরাপদে কোনস্থানে আটক রাখ্‌তে হবে, সেই বিশ্বাসী লোক তার রক্ষক হয়ে থাকবে। সর্ব্বদা চৌকীপাহারা থাক্‌বে, না যেন পালায়!

কোন দুর্ব্যবহার করা না হয়, সেই রকম বিশ্বাসী লোক তিনি চান। ঘটনাক্রমে আমার জন্যই সুপারিস পড়ে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমার উপরেই তিনি সেই ভার সমর্পণ করেন। তিনমাস পূর্ব্বে আমি একবার ফ্রান্সে আসি। বাসা ঠিক কোরে যাই। এই দুর্গনিকেতন আমার মনোনীত হয়, এই বাড়ীই আমি ভাড়া নিই। কালিন্দীকে আর কালিন্দীর শিশুসন্তানকে এই বাড়ীতেই আনয়ন করা হয়। কিছুদিন থেকে, সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে দিয়ে, আবার আমি লণ্ডনে যাই। দুই তিন সপ্তাহ হলো, লর্ড মণ্ডবিলি সংবাদ পান, তাঁর কন্যাটী ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছেন। মাথা খারাপ হয়ে গেছে,—মন খারাপ হয়ে গেছে,—সঙ্কট পীড়া! সেই সংবাদ পেয়ে, তিনি একটী আত্মীয় স্ত্রীলোককে এখানে প্রেরণ করেন। সেই স্ত্রীলোককে সঙ্গে কোরে আবার আমি এইখানে এসেছি। সেই স্ত্রীলোকের নাম বর্থবিক্। কাজের গতিকে আমার এখানে অনেকটা দেরী হয়ে গেছে, ইতিমধ্যেই ছেলেটী মারা গেল!"

অত্যন্ত কাতর হয়ে মৃদুস্বরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি রোগে মারা গেল?"

"জ্বর হয়েছিল। তিনদিনের জ্বরেই মারা পোড়েছে! অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সমস্তই প্রস্তুত, আজই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হতো, ঘটনাগতিকে পেছিয়ে গেল।"

কম্পিতকলেবরের পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে, স্তম্ভিতকণ্ঠে আমি বোল্লেম, "হাঁ, দিন পেছিয়ে গেল! দুটীতেই এখন এক কবরে শয়ন কোর্‌বে!"

লানোভার বোল্লে, "দেখ জোসেফ! মণ্ডবিলির সঙ্গে যখন আমি সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি তাঁর অভাগিনী কন্যার আগাগোড়া কাহিনী আমার কাছে ভেঙে বলেন। কালিন্দীর নামের সঙ্গে সঙ্গে তোমার নাম জোড়াগাঁথা! তাই শুনেই আমার মহাবিস্ময় জন্মে! দায়ে ঠেকেই সে কথা তিনি আমার কাছে ভেঙেছিলেন। না বোল্লেও চলে না, কাজেকাজেই সব কথা বোলেছিলেন। তোমার সঙ্গে কালিন্দীর আর দেখাসাক্ষাৎ না ঘটে,—চিঠীপত্র না চলে, সেই বিষয়ে আমাকে বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে অনুরোধ করেন। সেই সময় তিনি আমারে আরও বলেন, কালিন্দীকে বর্কশায়ারের একটী বাড়ীতে অতি নির্জ্জনে আটক রাখা হয়েছিল, তুমিই সেখান থেকে তারে বাহির কোরে নিয়ে, পালিয়ে এসো। তোমার উপরেই তাঁর ভয়ানক আক্রোশ! কালিন্দীকে কোথায় রাখা হবে, তুমি তাঁর ছন্দাংশও জান্‌তে না পার, সেই অভিপ্রায়েই আমার মত পরাক্রান্ত বিশ্বাসপাত্রকে তিনি এ কাজে নিযুক্ত করেন। এই ত আমার কথা। এখন দেখ, শোন জোসেফ! এসো এখন তোমায় আমায় আপোস করি। ইতিমধ্যেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে, আনাবেলের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। কেমন? শুন্‌তে পেলে কিছু? তাঁরা কি জান্‌তে পেরেছেন কিছু? লেডী কালিন্দীর সঙ্গে তোমার এই সব কাণ্ড, কালিন্দীর পিতার মুখেই সব আমি শুনেছি, সব আমি জেনেছি, কিন্তু প্রকাশ কোরেছি কি কিছু? স্ত্রীর কাছেও না, কন্যার কাছেও না;—একটী কথাও না। এখনও, প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, এখনো আমি সে সব কথা কাহারও কাছে প্রকাশ কোর্‌বো না। আমা হোতে যে যে কষ্ট

তুমি পেয়েছ,—পাও আর না পাও, যে রকম মনে কোরেছ, সে সব কথা যদি তুমি চেপে রাখ, কাহারও কাছে কিছু গল্প না কর, তা হোলে একথাও আমি চেপে রাখ্‌বো। বিবি বর্থ্‌বিকের সঙ্গে এখনি তোমার সাক্ষাৎ হবে। তাঁর কাছেও তুমি কিছু বোলো না। আমা হোতে প্রকারান্তরে তোমার যে কিছু অসুখের কারণ ঘোটেছে, তোমার মুখে বিবি বর্থ্‌বিক তার একটী কথাও শুন্‌তে না পান, সেইটীই আমার ইচ্ছা। তোমার প্রতি সেইটীই আমার অনুরোধ। কেন জান? লর্ড মণ্ডবিলি আমার প্রতি যে সকল গুরুতর কাজের ভার দিয়েছেন, সে সব কাজে আমার অনেক টাকা পাবার আশা আছে। অনেক টাকা তিনি আমারে দিয়েছেন, আরও আমি অনেক পাব।"

আমি বোল্লেম, "তবে তুমি তাঁর কাছে বিশ্বাসপাত্রই থাক্‌তে চাও? আচ্ছা, সে কথা ভাল। এমন গতিকে আমি তোমার সঙ্গে সন্ধি কোত্তে রাজী আছি।"—জাতশত্রুকে কেন আমি এ কথা বোল্লেম, বড় দুঃখের সময় সেটীও আমার মনে উদয় হলো। সেই দুরন্ত লোকটার সঙ্গে যদি এরকমে আমার আপোস হয়, কালিন্দীর শোচনীয় প্রণয়ের কথা আনাবেলের কর্ণগোচর হবে না। আনাবেলের জননীও কিছু শুন্‌তে পাবেন না। সার্‌ মাথ্যু হেসেল্‌টাইনের কর্ণেরও অগোচর থাক্‌বে। লানোভার যদি কিছু প্রকাশ করে, নানা প্রকারে তার নিজেরই স্বার্থহানি হবে। তেমন স্বার্থপর রাক্ষস মানবসংসারে বড় কম। স্বার্থে যাতে বিঘ্ন ঘটে, দুরন্ত স্বার্থপর লানোভার কখনই সেকাজে মাথা দিবে না। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা কোরে, আবার আমি লানোভারকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যে কদিন এই শোকাবহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা না হয়, সে কদিন এই বাড়ীতেই আমি থাকি, বিবি বর্থ্‌বিক এবিষয়ে কি রাজী হবেন?"

লানোভার উত্তর কোল্লে, "থাক্‌তে যদি তুমি ইচ্ছা কর, বিবি বর্থবিক অবশ্যই তোমারে অনুমতি দিবেন। তোমার হয়ে আমিও দু কথা তাঁকে বুঝিয়ে বোলবো। আচ্ছা জোসেফ! আর একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই। তুমি এখন কি গতিকে এমন সুখস্বচ্ছন্দে দেশভ্রমণ কোরে বেড়াচ্চো?"

"সার্‌ মাথ্যু হেসেলটাইনের অনুগ্রহে"—লানোভারের সে প্রশ্নে আমার কেবল এইটুকুমাত্রই সংক্ষিপ্ত উত্তর। কেন আমি দেশভ্রমণে বেরিয়েছি, সার্‌ মাথ্‌ আমারে কেন পাঠিয়েছেন, দুই বৎসর পরে আনাবেলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবে, সে সকল আসল কথা সে দুরাত্মার কাছে আমি কিছুই প্রকাশ কোল্লেম না।

লানোভার আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি কি কিছু বেশী দিন প্রবাসে থাক্‌বে?"

"অতি কম দুই বৎসর।"

শুনেই যেন একটু প্রফুল্ল হয়ে, সুচতুর বদ্‌মাস তৎক্ষণাৎ বোল্লে, "আর একটা কথা শোন! এখন অবধি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই তুমি নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ কোত্তে পার। এখন অবধি আমি আর তোমার কোন কাজে বাধা জন্মাব না। যা যা আমি কোরেছি, তুমি ভেবেছ অত্যাচার,—হোতে পারে অত্যাচার, কিন্তু—"

বাধা দিয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "খুসী হোলেম। তোমার মুখে এমন কথা শুনে আজ আমার বড় সুখোদয় হলো। কথার ভিতর তোমার যদি কোন কপটতা না থাকে, তবে ত আমি দেখ্‌ছি তোমার অনেকটা মন ফিরে গেছে। আমার উপর যে সব দৌরাত্ম্য তুমি কোরেছ, সে সব গতকথা মনে কোরে, আমার এখন বোধ হোচ্চে, তুমি যেন এখানে এখন একজন নূতনমানুষ। তা আচ্ছা, কিন্তু তোমার মনে যে এখন কোন কপটতা নাই, তা আমি কি কোরে জান্‌বো? কিসে আমার বিশ্বাস হবে? কি লক্ষণে আমি তার প্রমাণ পাব? তা আচ্ছা, সে কথা আমি ধরি না। সেটা আমি তত ভাবি না। এখন আর আমি সেরকম কচিছেলে নই। তুমি যে এখন যা মনে কোরবে, তাই কোর্‌বে সে ভয় আমি আর রাখি না। তুমি আমার উপর যত দৌরাত্ম্য কোরেছ, কোন নিগূঢ় কারণে এতদিন তা আমি সহ্য কোরেছিলেম: নিগূঢ় কারণেই তোমারে আমি এতদিন পুলিসের হাতে সমর্পণ করি নাই। তোমার স্ত্রীর খাতিরেই—আনাবেলের খাতিরেই,—বুঝ্‌লে কি না,—ঐ তুই খাতিরেই এতদিন আমি তোমারে ক্ষমা কোরেছি। এখন আর—"

বাধা দিয়ে লানোভার ব্যগ্রভাবে বোল্লে, "সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের সঙ্গে কথোপকথনের সময় যখন আমার কথা পোড়েছিল, তখন তুমি—হাঁ,—তোমাকে যে আমি কোনপ্রকার যন্ত্রণা দিয়েছি, তখন তুমি কি সে সব কথা তাঁকে বোলেছ? যদি বোলে থাক, তারা কি? আজ আমাদের সখ্যভাব জোন্মে গেল। উভয়েই আজ আমরা অন্যপথে দাঁড়ালেম। গতকথা ভুল্‌ব যাব।—তুমিও যাবে, আমিও যাব।"

আমি বোল্লেম, "তুমি যদি তোমার কথা ঠিক রাখ্‌তে পার, আমি ত আহ্লাদপূর্ব্বক তোমারে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যাব। সমস্ত যন্ত্রণাই ভুলে যাব। তোমার কার্য্য দেখেই তোমার সরলতার পরিচয় পাব। সরলতা—কপটতা, আমি এখন বেশ বুঝতে পারি। সত্য বোল্‌ছি, সে বিদ্যাটা আমি তোমার কাছেই শিখেছি! কিন্তু লানোভার! সর্ব্বক্ষণ মনে রেখো, আগে আগে তোমারে আমি যেমন ভয় কোত্তেম, এখন আর আমার সে রকম ভয় নাই। মনে রেখো! কোনরকমে যদি কিছু জবরদস্তির চেষ্টা কর, তৎক্ষণাৎ আমি তোমারে ফৌজদারী আদালতে সমর্পণ কোর্‌বো! তদ্দণ্ডেই তুমি স্বকৃতপাপের উপযুক্ত দণ্ড পাবে! তোমার প্রকৃতির দোষেই কাজে কাজে এ সব কথা আজ আমারে বোল্‌তে হলো। উপস্থিত ক্ষেত্রে তুমি যেরকম সরলভাব দেখালে, যে রকমে মনের মুখোস্ খুল্লে, তাই দেখেই এতদিনের পর আমি মনের কথা তোমার কাছে প্রকাশ কোল্লেম।"

"চুপ কর জোসেফ! চুপ কর! কে আস্‌ছে!"

সত্যই কে আস্‌ছে। দরজা খুলে গেল। একটী বর্ষীয়সী রমণী প্রবেশ কোল্লেন। দিব্য প্রসন্নবদন! সেই প্রসন্নবদনে তখন যেন অল্প অল্প বিষণ্ণভাব! সেই রমণীই বিবি বর্থ্‌বিক্। ধীরে ধীরে অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে, বিবি বর্থ্‌বিক্ সর্ব্বাগ্রে আমারেই সম্বোধন কোরে

বোল্লেন, "তোমাকে যে আমি কি বোলে ডাক্‌বো, কি রকমে অভ্যর্থনা কোর্‌বো, কি কি কথা বোল্‌বো, কিছুই আমি জান্‌তে পাচ্চি না! বিস্তর অপকার কোরেছ তুমি!—সব আমি শুনেছি। কিন্তু এখন আর তোমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করা ভাল হয় না;—গালাগালি দিতেও ইচ্ছা হয় না। তুমি কে,—কি তুমি কোরেছ, তা আমি শুনেছি। তোমা হোতেই যে—"

সবটুকু না শুনেই আমি বোল্লেম, "ক্ষমা করুন্! কঠোর ব্যবহার না কোরে, আপ্‌নি আমার প্রতি দয়া করুন্! যে কুকর্ম্ম আমি কোরেছি,—ইচ্ছা কোরে না হোক্, আমা হোতে যে অনর্থটা ঘোটেছে,—ব্যগ্রতা করি, মিনতি করি, আপ্‌নি এখন আর সে সব কথা উত্থাপন কোর্‌বেন না। আপ্‌নার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা কোচ্চি!"

"ক্ষমাই করা গেল।"—অশ্রুপূর্ণনয়নে বিবি বর্থবিক বোলেন, "তোমার কাতরতা দেখে, সত্যই আমার দয়া হয়েছে। আমার হৃদয়ে দয়া আছে। সরল অন্তরেই আমি তোমারে ক্ষমা কোল্লেম।"

"ক্ষমা কোল্লেম" বোলেই বিবি বর্থ্‌বিক্ আমার একখানি হাত ধোল্লেন। সেই অবকাশে লানোভার চঞ্চলস্বরে তাঁর কাণে কাণে গুটীকতক কথা বোল্লে।—অসাবধানে চুপি চুপি কথা। সব কথাগুলিই আমি শুন্‌তে পেলেম। লানোভার বোল্লে, "চাকরেরা এর সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের খাবার দিয়েছে। তা দিক্, তাতে বড় দোষ হোচ্চে না। এর এখন অবস্থা ফিরেছে। ঘৃণাকর সামান্য চাক্‌রী এখন আর—"

"ও রকম গর্ব্ব আমি রাখি না!"—সতেজস্বরে বিবি বর্থবিক্ তৎক্ষণাৎ লানোভারের বাক্যে ঐরকম উত্তর দিলেন।

"তা আমি জানি, তা আমি জানি।"—মুখের মত উত্তর পেয়ে, লানোভার তৎক্ষণাৎ বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তোমার অমায়িকতা আমি জানি। অহঙ্কারের লেশমাত্রও তোমার শরীরে নাই। অতি সরল প্রকৃতি তোমার। এই জোসেফ উইলমট আমার ভাগ্নে হয়। তোমারে আমি মিনতি কোরে অনুরোধ। কোচ্চি, উইলমটের প্রতি এইরকম অনুগ্রহদৃষ্টি রেখো। আর একটী অনুরোধ। সমাধিক্রার্য্য সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত উইলমট এই বাড়ীতে থাক্‌তে চায়। তোমার অনুমতি চায়।"

গম্ভীরবদনে বিবি বর্থবিক কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা কোল্লেন। চিন্তার পর লানোভারের কাণে কাণে চুপিচুপি একটী কথা বোল্লেন। চুপিচুপি কথাও আমার কাণে এলো। "লর্ড মণ্ডবিলি কি বোল্‌বেন?"

কুজো উত্তর কোল্লে, "যা হবার তা ত হয়ে গেল। ছোক্‌রা যদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকে, তাতে আর তত দোষ হবে না।"

বিষণ্ণ হয়ে বিবি বর্থবিক্ আবার বোল্লেন, "তা সত্য, যে যাবার, সেই গেল! এখন আমরা যা কিছু করি, যে যা কিছু বলুক, সে আর দেখ্‌তে আস্‌বে না!—শুন্‌তেও আস্‌বে না!"—মনের দুঃখে এই কটী কথা বোলেই তিনি তৎক্ষণাৎ আমারে সম্বোধন

কোরে বোল্লেন, "আচ্ছা উইলমট ! তুমি থাক্‌তে পার। তোমার অন্তঃকরণ খোলসা, সেটা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। থাক তুমি !"

আহারের আয়োজন হলো। একসঙ্গেই আহার কোল্লেম। আহারের সময় অতি অল্পই কথাবার্ত্তা চোল্লো। আহারান্তেই বিবি বর্থবিকের উপদেশে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বন্দোবস্তের জন্য, লানোভাব তখনি সহরে চোলে গেল। যাবার সময় আমার দিকে এক বিশাল কটাক্ষপাত ! কটাক্ষের ভঙ্গীতেই আমি বুঝ্‌লেম, ইতিপূর্ব্বে যে রকম আপোসের কথা হয়েছে, সেটী যেন ঠিক থাকে ;—বিবি বর্থবিক যেন আমার মুখে লানোভাবের গুণাগুণ শুন্‌তে না পান ! মনে মনে আমি একটু হাস্‌লেম।

লানোভাব চোলে গেল। ঘরে তখন আমি আর বর্থবিক। ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে, বিবি বর্থবিক একটু মৃদুস্বরে বোল্লেন, "দেখ উইলমট ! অভাগিনী কালিন্দী তোমারে বড়ই ভালবাস্‌তো। সর্ব্বদাই তোমার কথা বোল্‌তো,—তা হ্যাঁ, যে ঘরে কালিন্দী মোরেছে, সে ঘরে তুমি কেমন কোরে এসে পোড়েছিলে ?"

যেমন কোরে এসে পোড়েছিলেম, গাড়ী উল্‌টে পড়্‌বার পর রাত্রে যে যে ঘটনা হয়েছে, সমস্তই তাঁরে বোল্লেম। কালিন্দী যেমন কোরে আমার শয়নঘরে গিয়েছিল, যে সব কথা বোলেছিল, সমস্তই তাঁরে বোল্লেম।

খানিকক্ষণ চুপ্‌ কোরে থেকে, বিবি বর্থবিক কি যেন স্মরণ কোরে, ম্লানবদনে বোল্লেন, "সে ঐ রকম কোত্তো ! সেই দাসীটী—ঐ যার নাম মার্‌গেরেট,—সেই মার্‌গেরেটের মুখে আমি শুনেছি, প্রতি রাত্রেই কালিন্দী ঐ রকমে বাড়ীর ভিতর সকল ঘরেই ঘুরে ঘুরে বেড়াতো ! মার্‌গেরেট্‌ তা জানতো, কিছুই বোল্‌তো না। মার্‌গেরেট ঘুমুলেই কালিন্দীর নিশাভ্রমণ বেড়ে উঠ্‌তো ! আমি যতদিন এখানে এসেছি, ততদিনের মধ্যে অনেকবার আমি নিজেই দেখিছি, রাত্রি দুইপ্রহরের সময় কালিন্দী বিছানা থেকে উঠ্‌তো,—কাপড় পোরে বেরুতো,—এঘর ওঘর ঘুরে ঘুরে বেড়াতো,—কি যেন হারিয়েছে, কারে যেন অন্বেষণ কোচ্চে,—কারে যেন বাড়ীর ভিতর দেখ্‌তে পাবে, ঠিক সেই রকমেই খুঁজে খুঁজে বেড়াতো ! আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, গতরাত্রেও সেই রকম কোরেছিল ! মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ! ঠিক যেন পাগলের মত হয়েছিল ! সেই রকম হয়েছিল বোলেই আমার এখানে আসা। দুরাত্রি আমি তোমার ছেলেটীর কাছে বোসে ছিলেম। আরও দুরাত্রি কালিন্দীর কাছেও বোসে ছিলেম। সারা রাত জেগেছিলেম। তাতেই আমার অসুখ হয়। কাজে কাজে মার্‌গেরেটের উপরেই ভার দিয়েছিলেম। ওঃ ! কালিন্দী কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখ্‌তো ! ছেলেটীর মৃত্যুর পর তার নিজের মরণ পর্য্যন্ত—চারদিন চাররাত্রি—কালিন্দী যেন বাহ্যজ্ঞানহারা হয়েছিল। মুখ দেখ্‌লে দয়া হতো। সর্ব্বক্ষণ কি যেন ভাব্‌তো। ছেলেটী যখন মারা গেল, তখন তার চক্ষে জল পড়ে নি ! তত বড় শোকে একবারও কাঁদে নি ! ছেলেটী গেল, কালিন্দী যেন মনে কোল্লে, বেঁচে গেল ! কালিন্দীর চক্ষে পৃথিবী অসার বোধ হয়েছিল ! যে মরে,

সেই বাঁচে, সর্ব্বদাই সে ঐ কথা বোল্‌তো!—ওঃ! আর আমি বোল্‌তে পাচ্ছি না! সে সব কথা স্মরণ কোরে, আমার যেন বাকরোধ হয়ে আস্‌ছে!”

বিবি বর্থবিক কাঁদ্‌লেন। মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। আমিও তাঁর কাছে আর থাক্‌তে পাল্লেম না। যে ঘরে শুয়েছিলেম, নিতান্ত সন্তপ্তহৃদয়ে সেই ঘরেই প্রবেশ কোল্লেম। ঘরে গিয়েই চক্ষের জলে ভেসে গেলেম। ক্রমাগত চক্ষের জলে হৃদয়ের ভার যখন একটু কম হলো, সেই সময় আবার লানোভারের কথা-গুলো মনে পোড়্‌লো। অতবড় দুষ্টলোক হঠাৎ তত নরম হয়ে, কেন আপোস কোত্তে রাজী হলো, বিলক্ষণরূপেই সেটা আমি বুঝ্‌লেম। বিবি বর্থবিক্‌কে যদি আমি তার চরিত্রের কথা বলি; লর্ড মণ্ডবিলি সে সব কথা শুনবেন, দাও মারবার ব্যাঘাত হবে, শুধু কেবল সেই ভয়েই আপোস কোত্তে চায় না, তার প্রাণে আরও শক্ত ভয় আছে। আমারে অন্ধকূপে নিক্ষেপ কোরেছিল,—ঘড়ী চুরী কোরেছিল,—টাকা চুরী কোরেছিল, অজ্ঞান কোরে জাহাজে তুলে দিয়েছিল, সে ভয়টা তার মনে মনে অবশ্যই আছে। লণ্ডনে যদি আমার সঙ্গে কখনও তার দেখা হয়, সেই সকল অভিযোগে যদি আমি তারে পুলিসের হাতে সমর্পণ করি, নিশ্চয়ই দ্বীপান্তর নির্ব্বাসন! এটা সে জানে। আরও,—যে রাত্রে গ্রেট রসেল ষ্ট্রীট থেকে আমি মেয়ে সেজে পালাই, সে রাত্রে সে আমারে খুন কর্‌বার মৎলব এঁটেছিল, সেটা আমি জান্‌তে পেরেছি, একথাও হয় ত সে বুঝেছে। সে অপরাধটা আরও গুরুতর। এই সকল ভেবে চিন্তে রফার কথা তুলেছে। দুষ্টলোকের ফন্দী অনেকপ্রকার। কাঁদা,কোরে,—ভয় দেখিয়ে, দুষ্টলোককে জব্দ রাখাই সৎপরামর্শ। রফার কথায় আমারও একটু স্বার্থ ছিল। সেই সব আলোচনা কোরেই আপোসের কথায় রাজী হওয়া।

নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় ছট্‌ফট্‌ কোত্তে কোত্তে, আমি উপর থেকে নেমে এলেম। বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরুলেম। নিকটবর্ত্তী স্থানে একাকী ভ্রমণ কোল্লেম। অনেকক্ষণ বাহিরে বাহিরেই থাক্‌লেম। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে শুন্‌লেম, লানোভার চোলে যাবে, সেই জন্যে আমার তত্ত্ব কোচ্ছিল। কোন্ ঘরে সে থাক্‌তো, আমার সেটা জানা ছিল না। একজন চাকর সেই ঘরটা আমারে দেখিয়ে দিলে। আমি সেইখানে উপস্থিত হোলেম। কুঁজোটা তখন প্রস্থানের সাজগোজ প্রস্তুত কোচ্ছিল।

সম্মুখে গিয়েই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চাচ্ছিলে? আমারও কিছু দরকার আছে। তুমি এখান থেকে বিদায় হবার অগ্রেই তোমারে আমি গুটীকতক কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই।”

লানোভার বোল্লে, “তোমার কথা আগে বল, তার পর আমার যা কিছু বল্‌বার আছে, শুন্‌তে পাবে।”

আমি বোল্লেম, “তুমি ত আমারে পূর্ব্বকথা চেপে রাখ্‌তে বোলেছ। আমিও তাতে অঙ্গীকার কোরেছি। যদি তুমি সত্য সত্যই ভালমানুষ হয়ে থাক,—মুখে যেগুলি

বোল্লে, কাজে সেইগুলি পালন করা যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তা হোলে আমার নিজের গুটীকতক কথা তোমার মুখে আমি শুন্তে চাই। প্রথমত সত্য সত্য তুমি আমার মামা কি না? সত্যই যদি মামা হও, তবে সত্য কোরে বল, আমার মাতাপিতা কে? কোন্ বংশে আমার জন্ম, সেটী আমারে কিছুমাত্র জান্তে না দিয়ে, কেনই বা তুমি আমারে বারম্বার সেই রকমে উৎপীড়ন কোরে——"

"ও সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না!"—আমার সব কথা না শুনেই লানোভার গর্জ্জন কোরে বোল্লে, "সে সব কথা আমার কাছে তুমি পাবে না! তোমার মামা আমি, সেটা নিশ্চয়। আজ আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, আমার হাতে তোমার আর কোন অপকার হবে না। আমাকে আর ভয় বোত্তেও হবে না।"

"তবে তুমি বোল্বে না? যে কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তার উত্তর দিবে না? যে কথা জান্বার জন্য আমার চিত্ত সর্ব্বদাই অস্থির, সে কথার কিছুমাত্রই তোমার মুখে আমি জান্তে পাব না?"

লানোভার উত্তর কোল্লে, "সে সব কথা আমি কিছুই জানি না! আমার মুখে শোনবার জন্য পীড়াপীড়ি কোরো না!"

চিরদিনের সন্দেহটা সন্দেহেই পরিণত থাক্লো। সর্ব্বদাই আমার সন্দেহ হয়, আমার জন্মবৃত্তান্তে যেন কিছু গোল আছে। লানোভার যখন অস্বীকার কোল্লে, তখন আরও সেই সন্দেহটা বৃদ্ধি হলো। গর্ভধারিণীর পাপের কথা!—সে পাপের কথা শ্রবণ করা সন্তানের পক্ষে মহাপাপ। ভয় হোতে লাগ্লো। বাস্তবিক কুঁজোকে আমি আর পীড়াপীড়ি কোল্লেম না। অনেকক্ষণ চুপ কোরে থাক্লেম। বিমর্ষবদনে অনেক ক্ষণ চিন্তা কোল্লেম। মনে একটু উৎসাহ আস্‌ছিল, ক্ষণেকের মধ্যে সব যেন জুড়িয়ে গেল! আবার আমি দোমে গেলেম!—ধীরে ধীরে লানোভারকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি এখন আমাকে কি কথা বোল্তে চাও?"

"আমি তোমার কাছে বিদায় হোতে চাই। আমি যেন বুঝ্‌তে পাচ্চি, কতকগুলি কথা তোমার বল্বার বাকী আছে। প্রাতঃকালে যখন আমাদের কথোপকথন চলে, হঠাৎ বিবি বর্থবিক এসে পড়েন। হঠাৎ আমি তোমারে চুপ কোত্তে বোল্লেম, তুমিও থেমে গেলে;—কিন্তু আমার বোধ হোচ্চে, সব কথা শেষ হয় নাই;—আরও তোমার কিছু বল্বার ছিল। কেমন? ছিল কি?"

"না, আমার আর কিছুই বল্বার ছিল না।"—লানোভারের কথায় এই সমাপ্ত উত্তর দিয়ে, আমি মনে মনে বিবেচনা কোল্লেম, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইনের কথাই আরও কিছু বিশেষ কোরে লানোভার আমার মুখে শুন্তে চায়। কি প্রকারে কন্যাকে তিনি পুনর্গ্রহণ কোরেছেন, কুঁজো তাঁর জামাই হয়েছে, সে কথায় তিনি কি কোল্লেন, কুঁজোর সঙ্গে কোনরকম বন্দোবস্ত কর্‌বার কথা হয়েছে কি না, সেই সব কথাই শুন্তে চায়। আনাবেলের সঙ্গেই বা আমার কি সম্বন্ধ দাড়িয়েছে, আমার মুখে সে কথাটাও

শ্রবণ করা যেন তার অভিলাষ। কিন্তু আমি যে রকম উদাসভাবে তাচ্ছিল্য কোরে তার কথার উত্তর দিলেম, তাতে কোরে আর কোন নূতনকথা সে আমারে জিজ্ঞাসা কোত্তে সাহস কোল্লে না।—আমারও আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার ইচ্ছা হলো না। ঔদাস্যভাবে তারে বিদায় দিয়ে, তার পানে আর না চেয়েই, ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলেম। আধ ঘণ্টা পরে একখানা ডাকগাড়ী এসে উপস্থিত হলো। সেই গাড়ীতেই লানোভার চোলে গেল। তত তাড়াতাড়ি কেন গেল? ভেবে চিন্তে আমি বুঝ্‌লেম, আমার মুখেই শুনেছে, সার্ মাথু হেসেল্‌টাইন তার নামে পত্র পাঠিয়েছেন। সেই পত্রে কি কি লেখা আছে, শীঘ্র শীঘ্র জান্‌বার জন্যই তত শীঘ্র প্রস্থান!—লণ্ডনেই চোলে গেল।

বিবি বর্থবিকের সঙ্গে আমি দেখা কোত্তে গেলেম। যখন যাই, তখন দেখি, যে ঘরে লানোভার থাক্‌তো, সে ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভিতর চিঠীর মত কতকগুলো কাগজ ছড়িয়ে পোড়ে আছে! দেখেই আমার মনে একটা খট্‌কা লাগ্‌লো। সেই জুয়াচোর দরচেষ্টার যখন পালায়, তখন অম্‌নি কোরে ছেঁড়া কাগজ ছড়িয়ে ফেলে গিয়েছিল। লানোভারটাও বুঝি তাই কোরেছে! ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। যে সকল ছেঁড়া কাগজ আমার চক্ষে পোড়্‌লো,একে একে কুড়িয়ে নিয়ে,একে একে পোড়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কতকগুলো চিঠীর খানিক খানিক পুড়িয়ে ফেলেছে! ছিঁড়ে ছিঁড়ে আর কতকগুলো আগুনের কাছেই ফেলে রেখেছে! সবগুলোই পোড়ে পোড়ে দেখ্‌লেম, কোনখানাতেই কিছুমাত্র কাজের কথা পাওয়া গেল না। শেষে একখানা চিঠীতে কটাক্ষপাত কোরে, আমি দেখ্‌লেম, আমার নাম লেখা! বাস্তবিকই সেখানা চিঠী। পুরুষমানুষের হাতের লেখা। কিন্তু অক্ষরগুলি কিছু বাঁকা বাঁকা,—কাঁপা কাঁপা। নিশ্চয় বোধ হয়, লেখ্‌বার সময় হাত কেঁপেছিল। সেই পত্রে লেখা ছিল:—

"তুমি যখন লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া যাও, কোথায় যাইতেছ, তাহা আমাকে বলিয়া গিয়াছিলে। ভালই করিয়াছিলে। সেটী জানিতে পারিয়া আমার উপকার হইয়াছে। এখন তোমাকে লিখিতেছি, জোসেফের উপর আর কোন দৌরাত্ম্য করিও না। দৈবগতিকে সে যদি তোমার চক্ষে পড়ে, অম্‌নি অম্‌নি ছাড়িয়া দিও। কিছুই বলিও না। কেন আমি এ কথা লিখিলাম, যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, তখন সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিব।"

বস্!—এই পর্য্যন্ত!—আর না!—পত্রখানি যদিও ছোট, কিন্তু আমার পক্ষে যথেষ্ট! আমার উপর আর দৌরাত্ম্য হবে না, আমার জন্যই লেখা, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাক্‌লো না। ঐ জন্যই লানোভার আমার সঙ্গে আপোস কোত্তে তত ব্যগ্র হয়েছিল! কথাটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। তৎক্ষণাৎ আমি বুঝ্‌লেম, যার হুকুমে কাজ কোত্তো, তিনিই ঐ পত্র লিখেছেন। কুঁজোটা তবু এম্‌নি ধূর্ত্ত, সে ভাবটা গোপন রেখে, তার নিজের কথাটাই আগে থাকৃতে পাকাপাকি কোরে নিলে! কিন্তু পত্রখানি কার লেখা? ঠাওরাতে পাল্লেম না। আরও খানকতক ছোট ছোট ছেঁড়া কাগজ পাঠ কোল্লেম।

সে রকম হাতের লেখা দেখ্‌তে পেলেম না। ওভাবের কোন কথাও আর কোন পত্রে পাওয়া গেল না। পত্রখানার আগাগোড়া ছেঁড়া ;—শিরোনাম নাই ! দস্তখত নাই ! তথাপি আমি সেটুকু যত্ন কোরে রেখে দিলেম। যদি কখনও সেই রকম হাতের লেখা আমার চক্ষে পড়ে, মিলিয়ে দেখ্‌বো ;—তা হোলেই লোকটীও ধরা পোড়্‌বে। যিনি লিখেছেন, হাতের লেখা মিলিয়ে, নিশ্চয়ই তাঁরে আমি চিন্‌তে পার্‌বো। এই রকম ভেবেই আমি সেই চিরকুটখানি পকেটে রেখে দিলেম।

লানোভারের চরিত্রটা আর একরকমে ফিরে দাঁড়ালো। লানোভার আমারে ঘৃণা কোত্তো, কেবল সেই জন্যেই আমার উপর উপদ্রব কোত্তো না। তার নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যও সে রকমে আমারে যন্ত্রণা দিত না ;—ছিল অবশ্য কিছু স্বার্থ ; কিন্তু বেশীর ভাগে পরের হুকুম তামিল করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যলোকের হুকুমের চাকর। কিন্তু কে সেই অন্যলোক ? এক সময় আমার প্রাণ নিতে চেয়েছিল, পৃথিবীর ভিতর এমন লোক কে ? একসময় আমারে পৃথিবীর প্রান্তভাগে নির্ব্বাসিত কর্‌বার জন্য জাহাজে তুলে দিয়েছিল, এমন হুকুম কার ? হঠাৎ আর একটা কথা মনে পোড়্‌লো। প্রাতঃকালে লানোভার আমারে জিজ্ঞাসা কোরেছিল, বিদেশে আমার কতদিন থাকা হবে ? যখন আমি বোল্লেম, দুইবৎসর, তখন সে যেন ভারী খুসী হলো। কেন খুসী হয়েছিল ?—নানাদুশ্চিন্তায় আমি আকুল ছিলেম, সে সময় ঠিক অনুভব কোত্তে পারি নাই। এখন বুঝ্‌লেম, বেশীদিন আমার বাহিরে বাহিরে থাকাই তার পক্ষে মঙ্গল। যে লোকটা হুকুমের তাঁবেদার, আমার দীর্ঘকাল বিদেশবাসে সে যখন তত খুসী, তখন তার হুকুমকর্ত্তা অবশ্যই আরও বেশী খুসী হবেন। কিন্তু কে সেই হুকুমকর্ত্তা ?

আবার আমার গোলমাল লেগে গেল। ছেলেবেলার পূর্ব্বকথা সমস্তই মনে পোড়্‌লো। যেখানে যেখানে যতলোকের সঙ্গে যতবার আমার দেখাশুনা হয়েছিল, দেশেবিদেশে যেখানে যেখানে যাঁদের হাতে আমি পোড়েছিলেম, স্মরণ কোরে কোরে, সমস্ত লোককেই চিন্তাপথে আনয়ন কোল্লেম। কোন লোককেই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। প্রাণে মাত্তে চায়,—জন্মভূমি থেকে চিরনির্ব্বাসনে পাঠায়, আমার উপর এত হিংসা কার, এমন লোক ত একটীও মনে কোত্তে পাল্লেম না। আশ্চর্য্য ব্যাপার! মানুষের জীবন এমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তা ত আমি জানি না! আমার জীবনেই কেবল সেই রকম আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখ্‌ছি! জন্মেই গোলমাল! সেই অনুমানটাই ঠিক। তা না হোলে তেমন ঘটনা কেন হবে ? যেদিকে চক্ষু যায়, সেই দিক্ অন্ধকার! যে দিকে মন যায়, সেদিকেও অন্ধকার! সে অন্ধকার কি ইহজীবনে তিরোহিত হবে না ? পরমেশ্বর বোল্‌তে পারেন !

আমিই বা যে সব গুহ্যবৃত্তান্ত জানবার জন্য কেন এত ব্যগ্র ? জেনে কি আমি সুখী হব ? তাতে কি আমার মনের দুঃখ দূর হবে ? হায় ! তা ত কখনই হবে না ! জননীর কলঙ্কের কথা,—জননীর অধর্ম্মের কথা, যদি আমি জান্‌তে পারি, তাতে আরও শতগুণেই

আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হবে!—জননী পাপিনী, কোন্ সন্তান একথা শুন্তে পারে?—তবে কেন সে সব সর্ব্বনেশে কথা জান্‌বার জন্যে আমি এত ব্যগ্র?

দূর হোক্!—ও সব দুশ্চিন্তাকে আর মনোমধ্যে স্থান দিব না। বিধাতার মনে যা আছে, তাই হবে! মনকে এই রকমে মনের উপদেশে শান্ত কোরে, বিবি বর্থবিকের গৃহে আমি দ্রুতগতি প্রবেশ কোল্লেম। বেলা তখন পাঁচটা। নির্জ্জনে বিবি বর্থ্‌বিক্‌কে আমি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। শুন্‌লেম, সে কার্য্যের আর দেরী নাই। লানোভার সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে রেখে গেছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামেই সমাধি হবে। একজন ইংরেজ পাদ্‌রী সমাধিকার্য্য নির্ব্বাহ কোর্‌বেন।

"কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশ হয়ে পোড়্‌ছে!"—বিবি বর্থ্‌বিকের মুখে অবশেষে আমি এই আশ্চর্য্যকথা শ্রবণ কোল্লেম। তিনি বোল্লেন, "কি আশ্চর্য্য! ভেবে দেখ, তুমি নিজেই যে অনর্থের নায়ক, লর্ড মণ্ডবিলি তোমার নিজের মামাকেই সেই কার্য্যের তদ্‌বিরকারক নিযুক্ত কোরেছিলেন! ঘটনাক্রমে তুমিও ঠিকসময়ে এখানে এসে পোড়েছ! কিন্তু দেখ জোসেফ! ঐ যে তোমার মামা, ঐ লোকটীর পরিচয় আমি কিছু শুন্‌তে চাই। তোমার মামা একজন মানীলোক!—কেমন? মানীলোক নয়? দেখ্‌তে কদাকার বটে, কিন্তু কাজে ভাল। আমি জানি, তোমার মামা পূর্ব্বে একটা প্রধান ব্যাঙ্কের অংশীদার ছিলেন। ব্যাঙ্কটা যখন উঠে যায়, সেই সময় তোমার মামার বিস্তর দুর্নাম বোটেছিল। সেটা কিন্তু অনেকদিনের কথা। সে সব এখন চাপা পোড়ে গেছে। সেই অবধি তিনি বেশ মানসম্ভ্রমে দিন গুজ্‌রাণ কোচ্চেন। এখন ত দেখ্‌ছি, বেশ সাধু!—কেমন, সাধু নয়?"

"খুব চালাক!"—গম্ভীরবদনে আমি উত্তর কোল্লেম, "সকল কাজেই বেশ চালাকী আছে।"—যে ভাবে আমি উত্তরটী দিলেম, তাতে সব কথাই বুঝায়। দুই ভাবেই আমি ইঙ্গিত কোল্লেম। বিবি বর্থবিক আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেন না। প্রসন্নবদনে তিনি বোল্লেন, "চালাক সন্দেহ নাই, কিন্তু কেন আমি তোমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তাও বোল্‌ছি শোন! লর্ড মণ্ডবিলির বহু কন্যা। যত টাকা তাঁর আয়, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় ছিল। তিনি দেনদার হয়ে পোড়েছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের দুর্ব্যবহারে ক্রমশ আরও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছেন। সেই পুত্রও অনেকের কাছে দেনদার। তোমার মামা মধ্যবর্ত্তী হয়ে, মহাজনদের সঙ্গে কিস্তীবন্দী কোরে দিবেন, সেই মৎলবেই তাঁরে নিযুক্ত করা হয়েছে। লোকটীর বিষয়বুদ্ধি খুব ভাল। তুমিও ত এইমাত্র তাঁর চালাকীর কথা বোল্লে। চালাকী দেখেই লর্ড মণ্ডবিলির বিশ্বাস জন্মেছে। সকল লোকের চেয়ে ঐ লানোভারকেই তিনি বিশেষ উপযুক্তপাত্র স্থির কোরেছেন। আমি শুনেছি, সেই কাজটীতে লানোভার অনেক টাকা পাবেন।"

চকিতনয়নে চেয়ে আমি বোল্লেম, "যে কাজে বেশী টাকা লাভ, সে রকম কাজে ঐ লোকটীর ভারী উৎসাহ বাড়ে!"

"আমিও তা বুঝেছি। তোমার সুপারিস শুনে আরও আমি খুসী হোলেম। কিন্তু দেখ, আবার যখন তোমার মামার সঙ্গে তোমার দেখা হবে, আমি যে তোমারে এ সব কথা বোল্লেম,—এত কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তাঁর কাছে এ সব কিছু বোলো না।"

"আমি আর কবে বোল্‌বো? শীঘ্র আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হোচ্চে না। দুই বৎসর আমি আর দেশে যাচ্ছি না। তিনিই বা কোথায়, আমিই বা কোথায়? তা ছাড়া, এ সব কথা বল্‌বারই বা আমার দরকার কি?"

প্রসঙ্গ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে উঠ্‌লো। শীঘ্র শীঘ্র উপসংহার আবশ্যক। নানোভাবের কথায় এখানে আর বেশী আড়ম্বরও নিষ্প্রয়োজন। এখন আমার নিজের কথাই বলি। চারদিন আমি সেই বাড়ীতে থাক্‌লেম। চতুর্থদিবসে দুটী সমাধিক্রিয়া সমাধা হলো। ফরাসীদেশের আইন অনুসারে শীঘ্র শীঘ্রই সমাধিক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। ইংলণ্ডে যেমন আত্মীয়লোকের ইচ্ছানুসারে যতদিন ইচ্ছা, ততদিন শবদেহ অসমাহিত রাখা হয়, ফ্রান্সে সে রকম দেরী করা চলে না। সমাধিক্ষেত্রে নিদারুণ শোকে দুঃখে আমি অবসন্ন হয়ে পোড়েছিলেম। সে সব কথা প্রকাশ কোত্তেও কষ্ট হয়;—সুতরাং প্রকাশ কোত্তে পাল্লেম না। পঞ্চমদিবসের নিশাকালে বিবি বর্ণবিকের কাছে বিদায় গ্রহণ কোরে, আমি প্যারিস্ নগরে যাত্রা কোল্লেম।

ষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

ফরাসী রাজধানী।

সমৃদ্ধিশালী ফরাসী রাজধানী প্যারিস্ নগরে আমি উপস্থিত হোলেম। একটী হোটেলে বাসা নিলেম। সমৃদ্ধিশালী নগরীর সমৃদ্ধিশালী হোটেল। শোভাও যেমন চমৎকার, খরচপত্রও সেই রকম বেশী। বেশী খরচে আমি কুণ্ঠিত হোলেম না। কেন না, সেখানে আমি শুনলেম, সেই হোটেলেই ইংরেজলোকের বেশী গতিবিধি। সপ্তাহকাল নগরের শোভাসমৃদ্ধি দর্শন কোরেই আমি অতিবাহিত কোল্লেম। দিবরাত্রিই ভ্রমণ করি। যে বিপদক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসেছি, বেশীক্ষণ সে সব দুঃখের কথা মনে না পড়ে, সেই কারণেই অন্যমনস্ক হবার জন্য, নগর দেখে বেড়াই। যখনই মনটা খারাপ হয়,—যখনই কালিন্দীর কথা মনে পড়ে,—যখনই সেই ছেলেটীর কথা মনে আসে, তখনই চঞ্চল হয়ে বেরিয়ে পড়ি। নগরীর যে যে স্থান আমি দর্শন কোল্লেম, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র দেওয়া বাহুল্যপাঠ। ফরাসীরা তাঁদের সেই রাজ্ঞী-নগরীর যেরূপ গৌরব করেন,—পূর্ব্বে পূর্ব্বে

যে মহাগৌরবের কথা অনেক পুস্তকে আমি পাঠ কোরেছি, প্রত্যক্ষদর্শনে সেই মহাগৌরবের যথেষ্ট যথেষ্ট পরিচয় পেলেম।

হোটেলে আমি যখন আহার কোত্তে বসি, চতুর্দ্দিকে তখন অনেক লোক দেখতে পাই। তিন চারজন ইংরেজ ভদ্রলোক মনোহর বেশভূষা পরিধান কোরে, ক্রমাগত বোতল বোতল স্যাম্পিন খান,—ইংলণ্ডেরই প্রশংসা করেন।—ইংলণ্ডের অট্টালিকা, ইংলণ্ডের বিলাসমহল, ইংলণ্ডের শিকারী অশ্ব, ইংলণ্ডের ঘোড়দৌড়ের অশ্ব, ইংলণ্ডের ঘোড়সওয়ার, ইংলণ্ডের শিকারী কুকুর, বড় বড় ইংরেজলোকের ভারী ভারী জাঁকজমক, এই রকম গল্পই তাঁদের সর্ব্বস্ব! বড়দরেই তাঁরা বেড়ান,—বড় চেলে চলেন, বড়লোকেরা খাতির করেন,—মদ খেতে খেতে সেই সব কথাই তাঁদের বেশী চলে! ক্রমে ক্রমে আমি জান্‌তে পাল্লেম, মুখে তাঁদের যে রকম বড়াই, কাজে সেগুলো ঠিক নয়। তাঁরা ইচ্ছা করেন, লোকে তাঁদের বড়লোক বোলে ভাবুক, ফলে কিন্তু সেটা দাঁড়ায় না! আমি তাঁদের সঙ্গে বড় একটা মাখামাখি কোল্লেম না;—তাঁদের সঙ্গে মদ খেতেও বোস্‌লেম না। তাঁরা আমাকে থিয়েটার দেখ্‌তে যাবার নিমন্ত্রণ করেন,—নাচ দেখ্‌তে যেতে বলেন,—ঘোড়দৌড়ে নিয়ে যেতে চান,—নানাপ্রকার আমোদ-কৌতুকের মজ্‌লিসে আমারে সঙ্গে নিতে ইচ্ছা করেন, আমি যাই না। তাঁদের প্রলোভনের কোন কথাতেই আমি ভিজি না। সকল রকমেই যেন উদাসীন। কত রকম মজার মজার নিমন্ত্রণ হয়, সমস্ত নিমন্ত্রণই আমি অস্বীকার করি।

রোজ রোজ ঐ রকম হয়। একদিন আমি দেখি, একটী নূতন ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। সন্ধ্যার পর আমি যখন আহার করি, একটু দূরেই তিনি তখন আহারে বোসেছিলেন। নিত্য নিত্য যাঁরা আমারে কৌতুক দেখ্‌তে ডাকেন, সেদিনও তাঁরা সেই রকমে ডাক্‌লেন। আমি অস্বীকার কোল্লেম, গেলেম না। সেই নূতন লোকটী তা দেখ্‌লেন। নূতন বোল্লেম কেন?—প্যারিসে এসে অবধি একদিনও তাঁরে দেখি নাই। শেষে জান্‌লেম, যথার্থই তিনি নূতন। সেইদিন প্রাতঃকালেই সবে তিনি ঐ হোটেলে এসেছেন। লোকটীর চেহারা এক অদ্ভুত প্রকার। মাথায় কটা রঙের পরচুলা! দাড়ীগোঁফ কামানো! ঠিক যেন মেয়েমানুষের মুখ! চক্ষে সবুজবর্ণ প্রকাণ্ড চস্‌মা;—চস্‌মার চারদিকেই পরকোলা। তাই দেখেই আমি বিবেচনা কোল্লেম, চক্ষে কোন রকম পীড়া আছে। পোষাকের প্রণালীও বিচিত্র। পুলিসের লোকের মত নীলবর্ণ কোর্ত্তা, তাতে সারি সারি বড় বড় পিতলের বোতাম আঁটা। দশ অঙ্গুলীতে রকম রকম দশটা আংটী। গলায় সোণার ঘড়ীর চেইন, পকেটে সোণার ঘড়ী। লোকটী নীচের দিকে একটু ঝুঁকে আহারে বোসেছিলেন। দৃষ্টিও নীচের দিকে। বয়স অনুমান করা সে অবস্থায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌লো। বোধ হলো পঞ্চাশ;—তার চেয়েও হয় ত অনেক বেশী হোতে পারে। দাঁতগুলি বেশ পরিষ্কার;—সে দাঁত যদি তাঁর নিজের হয়, তা হোলে অবশ্যই বয়স কম। যদি পরের হয়, তা হোলেও দেখ্‌তে বেশ।

কৃত্রিম শোভায় চেহারাটী বেশ খুলেছে। যাতে কোরে বয়স কম দেখায়, সে চেষ্টা তাঁর বিলক্ষণ। পোষাকের পারিপাট্যে—নয়নের ভঙ্গীতে, আর কথাবার্ত্তার ধরণে তাঁরে যেন খুব একজন বুড়ো রসিক বোলে অনুমান হোতে লাগ্‌লো। কথা অতি অল্পই কন, তা আবার চিবিয়ে চিবিয়ে,—টেনে টেনে—একটু, একটু থেমে থেমে,—সুরে সুরে উচ্চারণ করা হয়! আকার প্রকারে লোকটীর গাম্ভীর্য্য বেশ আছে। যতক্ষণ আহার কোল্লেন, ততক্ষণ ঠিক যেন খুব বড়লোকের ভাব। সর্ব্বদাই যেন ভাল ভাল জিনিস্ ভক্ষণ করা অভ্যাস, ভোজনভঙ্গীতে সর্ব্বক্ষণ সেই ভাব দেখালেন। কথার ভাবে বুঝা গেল, তিনি যেন ভাবেন, সুন্দরী কামিনীরা তাঁর ভঙ্গী দেখে মোহিত হয়ে যায়!

যাঁরে আমি দেখ্‌লেম, তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি এই রকম। যে সকল ভদ্রলোক আমারে আমোদ-কৌতুকের নিমন্ত্রণ কোল্লেন, সে নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ কোল্লেম না, ঐ লোকটী তা চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন। যে আসনে আমি বোসে ছিলেম, তারই ঠিক সম্মুখের আসনেই সেই লোক। তিন চারবার আমি দেখ্‌লেম, মদ খেতে খেতে গেলাস হাতে কোরে, এক একবার তিনি থামেন। আমি যে সকল কথা বোল্‌ছি, ভদ্রলোকের অনুরোধে যে রকম উত্তর দিচ্চি, কাণ খাড়া কোরে সেইগুলি তিনি শুনেন। তাঁরে আমি কিছুই বোল্লেম না।—অপরের সঙ্গে কথা, তথাপি তিনি আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দু তিনবার ঘাড় নাড়্‌লেন;—মাথা নাচালেন! ভাবে বুঝা গেল, আমার কথাগুলি তিনি যেন খুব ভাল কোরেই মঞ্জুর কোল্লেন!

আহার সমাপ্ত হলো। খোস্‌পোষাকী বন্ধুগুলি থিয়েটার দেখ্‌তে চোলে গেলেন। সবুজ চস্‌মাওয়ালা লোকটী ইঙ্গিত কোরে আমারে কাছে ডাক্‌লেন। সঙ্কেত বুঝে আমি তাঁর ঠিক পাশে গিয়েই বোস্‌লেম। আমার মুখপানে চেয়ে, গম্ভীরস্বরে তিনি বোল্লেন, "বেশ কাজ কোরেছ তুমি! ঐ যে লোকগুলি দেখ্‌ছো, ওরা ভাললোক নয়! চেহারা দেখে যেমন বোধ হয়,—সাজগোজ দেখে যেমন প্রত্যয় জন্মে, বাস্তবিক তা ওরা নয়! হোটেলের কর্ত্তা ও সকল লোকের চরিত্র খুব ভালই জানেন। ঐ সকল লোকের প্রতি সর্ব্বদাই নজর রাখেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন একটা বদ্‌মাইসী ধরা না পড়ে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাজেই কিছু বোল্‌তে পারেন না;—বলাও ভাল দেখায় না; কাজেই কেবল দেখেন আর চুপ কোরে থাকেন।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে তাঁরা? এখানে কি কাজ করেন?"

"জুয়াচোর, আর কে? জুয়াচুরী করাই ওদের কাজ!"—আমার কথার এই পর্য্যন্ত উত্তর দিয়ে, মুখ থেকে মাথাপর্য্যন্ত তিনি একখানি সুবাসিত রুমাল জোড়িয়ে জোড়িয়ে বন্ধন কোল্লেন। দাঁতের গোড়ায় বেদনা হোলে লোকে যেমন কোরে বেঁধে রাখে, ঠিক তেমনি কোরেই বাঁধ্‌লেন। সেই ভঙ্গীতেই বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বৎসরে একবার আমি প্যারিসে আসি। এটা আমার বার্ষিক কাজ। যখনই আসি, এই হোটেলেই থাকি। হোটেলের অধ্যক্ষ আমারে খুব ভালই জানেন। আজ প্রাতঃকালে যখন

আমি উপস্থিত হই, কথাপ্রসঙ্গে তিনি ঐ সকল লোকের কথা আমারে বলেন। তাতেই আমি সব কথা জান্‌তে পেরেছি। তোমার সঙ্গে যে সকল কথা হোচ্ছিল, সব আমি শুনেছি। তোমাকে তাদের দলে ভর্ত্তি করে, সেইটীই তাদের ইচ্ছা। সেটা আমি স্পষ্টই দেখেছি,—স্পষ্টই বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি যদি নিজে তাদের প্রতি সন্দেহ না কোত্তে,—কথার ভাবেই বুঝ্‌লেম, তোমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মেছে, তা যদি না হতো, অবশ্যই আমি তোমাকে সাবধান কোরে দিতেম। আপ্‌না আপ্‌নি সাবধান হয়েছ দেখেই আমি চুপ কোরে আছি।"

"আপ্‌নার কাছে আমি বড়ই বাধিত হোলেম। আপ্‌নি যেরূপ অনুমান কোরেছেন, বাস্তবিক তাই ঠিক। ঐ সকল লোক যে রকমে লোকের কাছে পেস্ হোতে চান, বাস্তবিক সেরকম তাঁরা নন।"

চস্‌মাধারী বোল্লেন, "তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। দেখ্‌ছি তুমি একাই এখানে এসেছ। ঐ ধূর্ত্ত লোকেরা সেটা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছে। কেননা, আমি দেখেছি, যখন তুমি অন্যদিকে চেয়ে ছিলে, সেই সময় তারা পরস্পর ফুস্‌ ফুস্‌ কোরে কি পরামর্শ কোল্লে। বোধ হয় তুমি কৌতুক দেখ্‌বার জন্যেই প্যারিসে এসেছ ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বেড়াতে আসাই বটে। দুই বৎসর আমি দেশভ্রমণ কোর্‌বো।"—আমি তখন কৃষ্ণপোষাক পরিধান কোরেছিলেম। শোকবস্ত্রের নিদর্শনও আমার অঙ্গে ছিল। তাই দেখে যেন কতই সমবেদনা জানিয়ে, সেই লোকটী বোল্লে, "সম্প্রতি বুঝি তোমার কোন আত্মীয়লোকের মৃত্যু হয়েছে ?"

বিষাদে পরিস্ফীত হয়ে আমি এক বিশাল নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম! অভাগিনী কালিন্দী আর সেই শিশু সন্তানটী আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হলো! স্মৃতি আমারে বড়ই যন্ত্রণা দিতে লাগ্‌লো। লোকটীর প্রশ্নে মৃদুস্বরে উত্তর দিলেম, "হাঁ মহাশয়! একটী প্রিয়বস্তু বিয়োগে আমি বড়ই কাতর আছি!"

লোকটী বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আহা! আমিও বড় কাতর হোলেম। মনের দুঃখে আমিও দেশে দেশে ভ্রমণ কোরে বেড়াই। আমি ভদ্রলোক। আমার টাকা আছে। বিষয়ও আছে। কিন্তু আমার স্ত্রী নাই! নিকট আত্মীয়লোকও কেহ নাই! এই রকমেই দেশে দেশে বেড়াই। এইরকম ভ্রমণ করাই আমি ভালবাসি। অনেকদিন থেকে আমার চক্ষের দোষ জন্মেছে। চক্ষের চিকিৎসার জন্যই এবারে আমি প্যারিসে এসেছি। চক্ষুরোগের ভাল ভাল চিকিৎসক এখানে আছেন। তাঁদের একজনের ঔষধ আমি ইতিপূর্ব্বে ব্যবহার কোরেছি। তাতে অনেকটা উপকারও হয়েছে। চক্ষের পীড়ার জন্য আমি বড় একটা মদ খাই না। ইচ্ছাও হয় না। ফরাসীলোকের প্রথানুসারে, সুরাপানের পর কাফী খাই। রাত্রের মধ্যে মদের বোতল আর ছুঁই না।"

লোকটীর কথা শুনে আমিও বোল্লেম, "ও বিষয়ে আমিও বড় সাবধান। আমিও এখানে ফরাসী প্রথামত আহারের পর কাফী খাই।"

কথায় কথায় পরিচয় পেলেম, লোকটীর নাম দাউটন। আমার ঐ কথা শুনে দাউটন একবার ঘড়ী দেখ্‌লেন। রাত্রি সাতটা। যেন কতই আহ্লাদ প্রকাশ কোরে তৎক্ষণাৎ বোল্লেন, "তা বেশ্ কথা! মদের উপর কাফী খাওয়াই খুব ভাল! ছেলেমানুষ তুমি, স্বাস্থ্যরক্ষা চাই। এসো আমার সঙ্গে! আমার ঘরে চল! কাফী খাবে!"

শিষ্টাচারে দেখ্‌লেম, অমায়িক ভাব! কোনরকম সন্দেহ এলো না,—অবিশ্বাসও হলো না। দাউটনের সঙ্গে দাউটনের ঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম। কাফী আন্‌বার হুকুম হলো। কাফী এলো। দুজনেই আমরা কাফী খেতে বোস্‌লেম। আবার গল্প চোল্‌তে লাগ্‌লো। বিস্ময়ভাব প্রকাশ কোরে দাউটন বোল্লেন, "ভারী বেঁচে গেছ! উঃ! সেরেছিল আর কি! যেরকম বদ্‌মাস লোক তারা, জালে তোমাকে জোড়িয়েছিল আর কি! ভারী বেঁচে গেছ! উঃ! ভয়ানক জুয়াচোর! প্যারিসে একটু অসাবধান হোলেই জুয়াচোরে তোমারে ছেঁকে ধোর্‌বে!—প্যারিসের চোর আর গাঁটকাটা যেমন ভয়ঙ্কর,—যেমন ধূর্ত্ত, পৃথিবীর মধ্যে কোথাও আর তেমন নাই! কথাটা মনেরেখো! আজ যেমন সাবধান হয়েছ, এম্‌নি সাবধান বরাবর থেকো! বেশী টাকা সঙ্গে কোরে রাস্তায় বেরিয়ো না! খবরদার বেরিয়ো না! অনেকবার আমি ঠোকেছি! প্যারিসে আমার অনেক টাকা জুয়াচোরে নিয়েছে! যখন আমি প্রথমে প্যারিসে আসি, সেটা প্রায় বারো বৎসরের কথা,—আমার সঙ্গে তখন ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের প্রায় দেড় হাজার পাউণ্ডের নোট ছিল। একদিন প্রাতঃকালে সেই নোটগুলি বদল কর্‌বার জন্য প্যারিসের একজনের কাছে যাই। ইংরাজী নোটের বদলে ফরাসী নোট—ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করাই আমার দরকার হয়েছিল। নোটগুলি ভাঙিয়ে, বুকের পকেটে খুব সাবধানে সবগুলি আমি লুকিয়ে রাখি। হোটেলে যখন ফিরে আসি, তখন একখানা ছবির দোকানের জানালার কাছে দাঁড়াই। উঁকি মেরে দেখি। ক্ষণকাল সেই স্থানটায় দেরী হয়। যে গবাক্ষে আমি দাঁড়ালেম, আরও তিনচারিজন লোক সেইখানে দাঁড়ালো। সুপরিচ্ছদধারী একটী ফরাসীলোক আমাকে একখানি ছবি দেখিয়ে, বিস্তর তারিফ কোত্তে লাগ্‌লো। রাজা লুই ফিলিপের সেই ছবিখানি। রাজা আর রাজপরিবারের সকলগুলি প্রতিমূর্ত্তিই সেই ছবিতে অঙ্কিত ছিল। আমি ফরাসী ভাষা খুব ভালই জানি, ফরাসীলোকের সঙ্গে ফরাসীতেই কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌লেম। চার পাঁচ মিনিট আমাদের উভয়ে কথোপকথন হলো। তার পর, আমাদের ছাড়াছাড়ি। সেই লোকটী বেশ বিনম্রভাবে আমারে সেলাম কোল্লে। প্রফুল্লবদনে আমার দিকে চাইতে চাইতে অন্যদিকে চোলে গেল। আমি হোটেলে এলেম। ঘরে প্রবেশ কোরে বাক্স খুল্লেম। বদ্‌লাই নোটগুলি আর মোহরগুলি তুলে রাখ্‌বার জন্য পকেটে হাত দিলেম। কিছুই নাই! পকেটটা পর্য্যন্ত কেটে নিয়েছে! পকেটের ক্ষুদ্র কেতাবখানি আর টাকাগুলি সমস্তই তুলে নিয়েছে! খুব ধারালো ছুরী কিম্বা ক্ষুর দিয়েই কেটে নিয়েছে! আমার সব গেল!"

আমি চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লেম, "কি সর্ব্বনাশ!—আপ্‌নি কি কিছুই জান্‌তে পাল্লেন না? কেমন কোরে নিলে?"

"কেমন কোরেই বটে!"—গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন কোরে, রুমালখানা ভাল কোরে জড়াতে জড়াতে, দাউটন বোল্লেন, "কেমন কোরেই বটে! ভারী তারিফ! ফরাসী জুয়াচোরদের হাতের সাফাই ভারী চমৎকার! কেহই কিছু জান্‌তে পারে না!—কেহই কিছু ধোত্তে পারে না!"

ব্যগ্রভাবে আমি বোল্লেম, "এই খবরটী দিয়ে আপ্‌নি আমার বিস্তর উপকার কোল্লেন। আশ্চর্য্য ঘটনাই বটে! আমার সঙ্গেও ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের প্রায় দেড় হাজার পাউণ্ডের নোট আছে। হোটেলের একজন লোককে আমি জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, কি রকমে কোথায় ফরাসীনোট বদ্‌লাই পাওয়া যায়? সে লোক আমারে পোদ্দারের দোকানের কথা বোলেছিল। সেইখানেই আমি যেতেম। কাল পরশুর মধ্যেই যেতেম। তা হোলে আমার কি হতো!"

"ঈ—ঈ—ঈস্‌!—ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা হয়ে গেছে। ভাগ্যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাগ্যে আমি তোমাকে সাবধান কোরে দিলেম, তাই রক্ষা, তা না হোলে নিমেষের মধ্যে তোমার সব যেতো! প্যারিসের ব্যাঙ্কের ধারে, আর পোদ্দারের দোকানের কাছে কাছে, রাতদিন দলে দলে জুয়াচোর লোক ঘোরে! আরও একটা কথা তোমায় বোলে রাখি। এখানকার পোদ্দারগুলো সকলেই জুয়াচোর! যদি তারা হাবাগোবা ইংরেজলোক দেখ্‌তে পায়, তখনি তারা বলে, ইংরেজীনোট বদ্‌লাই কর্‌বার অনেক বাঁটা। দেড়হাজার পাউণ্ডের নোট বদ্‌লাই কোত্তে হয় ত তারা দশ পোনেরো পাউণ্ড—কিম্বা হয় ত বিশ পঁচিশ পাউণ্ড বাঁটা কেটে নেয়! কি রকমে আমি বদ্‌লাই করি, তা তোমাকে বোলে দিচ্চি। ছেলেমানুষ তুমি, সন্ধান জানা চাই। আমারও দরকার আছে। কালই আমি ব্যাঙ্কে যাব।"

এই কথা বোলেই দাউটন তৎক্ষণাৎ একখানা পকেটপুস্তক বাহির কোল্লেন। সেই পুস্তকের মধ্যে অনেক নোট ছিল। উল্‌টে উল্‌টে একে একে সবগুলি দেখ্‌লেন। সুর কোরে কোরে গণনা আরম্ভ কোল্লেন। বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমার কাছে এখন ১৮০০ পাউণ্ডের ইংরেজী নোট আছে। এইগুলি বদ্‌লাই কোত্তে হবে। 'ব্যাঙ্কে' যদি ভাঙাই, অতি কম কুড়ী পাউণ্ড আমার লাভ থাক্‌বে। কেন থাক্‌বে না? কেন আমি পোদ্দারের দোকানে যাব? চোর তারা! হাতে তুলে চোরকে কেন সর্ব্বস্ব দিব? ব্যাঙ্কে ভাঙালে যা আমার লাভ থাক্‌বে, তাতে আমার হোটেলের বিল পরিশোধ হয়ে যাবে। যত বড় ধনী লোক কেন হোক্‌ না, এ রকমে সাবধান হয়ে, খরচ কমাবার চেষ্টা করাটা, কাহারও পক্ষে দোষের কথা নয়।"

উচ্চকণ্ঠে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "ঠিক কথা! আপ্‌নি দেখ্‌ছি, আমার পরমবন্ধু! আপ্‌নি যে রকমে ভাঙাবেন, দয়া কোরে আমারেও সেই রকম উপায় বোলে দিন।

আপনার আঠারো শ পাউণ্ডে যত লাভ পাবেন, আমার দেড় হাজারেও সেই হারে আমি ধরাট পাব, সেই উপায় আমারে বোলে দিন।"

"অবশ্যই বোলে দিব। কথা কিছু শক্ত নয়, পোদ্দারের দোকানে না গিয়ে, ব্যাঙ্কে গেলেই দস্তরমত কাজ পাওয়া যায়। ফরাসীব্যাঙ্কে ঠিক ঠিক কাজ চলে। কাল সকালে আহারাদি কোরে, তুমি আমার ঘরে এসো, এক সঙ্গেই ব্যাঙ্কে যাওয়া যাবে। আচ্ছা, আচ্ছা, ফরাসীব্যাঙ্ক তুমি দেখেছ ?"

"না।"

"এইবার তবে ভাল কোরেই দেখতে পাবে। বেশ হয়েছে। প্রহরীদের যৎকিঞ্চিৎ দিলেই টাকার ভাণ্ডার পর্য্যন্ত দেখাবে। কোটি কোটি মুদ্রা।"

একসঙ্গে যেতেই আমি রাজী হোলেম। দাউটনকে অভিবাদন কোরে, আপনার শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা না এলো, একখানি পুস্তক নিয়ে, ততক্ষণ আমি পোড়্‌তে লাগলেম।

পরদিন প্রাতঃকালে বেলা প্রায় দশটার সময় সার্ ম্যাথু হেসেল্‌টাইনের প্রদত্ত সেই দেড় হাজার পাউণ্ডের নোট নিয়ে, দাউটনের কাছে গেলেম। দাউটন তখন একখানি কালো রেশমী রুমালে দাড়ী থেকে মাথা পর্য্যন্ত বেঁধে, চুপ্‌টী কোরে বোসে ছিলেন। আমি বিবেচনা কোল্লেম, দাঁতের বেদনা হয় ত বেড়েছে, সেই জন্যই ঐরকম। সেই অসুখে হয় ত ব্যাঙ্কে যেতে পার্‌বেন না। কিন্তু তিনি আমাকে বোল্লেন, "যেতেই হবে; কিন্তু শরীর বড়ই অসুস্থ ! দাঁতের যাতনায় সারারাত ছট্‌ফট্ কোরেছি। দাঁতের যাতনা বড়ই যাতনা !"

আমি বোল্লেম, "তবে আজ থাক্। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগ্‌লে আরও বৃদ্ধি হোতে পারে। আজ আপ্‌নি ঘরেই থাকুন্ !"

দাউটন কিন্তু আমার সে পরামর্শ শুন্‌লেন না। "যেতেই হবে" বোলে বারবার জেদ কোত্তে লাগ্‌লেন। একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বোল্লেন, "দেখ উইলমট ! আমি ভাব্‌ছি কি, একসঙ্গে বেশী নোট বদ্‌লাই কোল্লে, অনেক বেশী লাভ পাওয়া যায়। আমাদের দুজনের নোট যদি আমরা একসঙ্গে বদ্‌লাই করি, তা হোলে অনেক বেশী পাব। এই নাও ! তোমার কাছেই সব থাক্ ! এই তাড়াতে ঠিক আঠারো শ পাউণ্ডের নোট আছে। তোমার নোটগুলির সঙ্গে একত্র কোরে,—হাঁ হাঁ,—ভুলে যাচ্ছি,—কতটাকার নোট তোমার কাছে আছে বোলেছ ?"

"দেড় হাজার পাউণ্ড।"

"হাঁ হাঁ,তা হোলেই হলো। তা হোলেই একসঙ্গে মিশিয়ে,তিন হাজার তিন শ পাউণ্ড হলো। এই সব নোট একসঙ্গে জমা দিলে, আমাদের উভয়েরই প্রচুর লাভ !"

আমি আমার পকেটপুস্তক বাহির কোল্লেম। সেই পুস্তকের ভিতরেই আমার নোটগুলি ছিল। দাউটনের নোটের তাড়াটিও সেই সঙ্গে রেখে দিলেম। লোকটীর

সরল ব্যবহারে আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হোতে লাগ্‌লো। কস্মিন্‌কালেও চেনা নাই,—শুনা নাই, স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস কোরে, অতটাকা তিনি আমার হাতে দিলেন! লজ্জা পেলেম। আমি বিশ্বাস কোত্তে পাল্লেম না। তাঁর বেশী, আমার কম, তথাপি তিনি আমারে বিশ্বাস কোল্লেন, আমি তাঁরে বিশ্বাস কোত্তে পাল্লেম না!

নোটগুলি আমার সঙ্গেই থাক্‌লো। দাউটনের সঙ্গে হোটেল থেকে বেরুলেম। একখানা ভাড়াটে গাড়ীতে আমরা ফরাসী ব্যাঙ্কে উপস্থিত হোলেম। গাড়ী থেকে আমরা নাম্‌লেম। দাউটন আমারে একটী আফিসঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে কেবল দুজনমাত্র কেরাণী। জন পাঁচ ছয় লোক সেই দুটী কেরাণীর কাছে নোট ভাঙাবার উমেদারীতে দাঁড়িয়ে আছে। দাউটনেতে আমাতে সেই ঘরে একটু বোস্‌লেম। দাউটন আমারে বোল্লেন, "এই সব লোক যখন বিদায় হয়ে যাবে, সেই সময় তুমি একজন কেরাণীর কাছে যেও;—তাহোলেই—"

আমার অভিনব বন্ধুর শেষের কথা না শুনেই, ব্যস্তভাবে আমি বোল্লেম, "দেখুন্ মহাশয়! ফরাসীভাষা আমি ভাল জানি না। এ সব কাজের কথা যদি ভাল কোরে বুঝিয়ে বোল্‌তে না পারি,—যদি না পারি কেন, পার্‌বোই না।"

"সে কি?"—চমৎকৃত হয়ে দাউটন বোলে উঠ্‌লেন, "সে কি? আমি ভেবেছিলেম, ফরাসীভাষায় তুমি পরম পণ্ডিত। তা আচ্ছা, ফরাসী যখন তুমি ভাল জান না, আমিই তবে যাচ্ছি। দাও! নোটগুলি আমার হাতে দাও!"

তৎক্ষণাৎ আমি দিলেম। তাঁর নিজের নোটের তাড়াটী সূতা দিয়ে বাঁধা ছিল, সেই তাড়াটী দিলেম, আমার দেড়হাজার পাউণ্ডের নোটও দিলেম। তিনি সেইগুলি হাতে কোরে নিয়ে, একজন কেরাণীর কাছে গেলেন। চুপি চুপি কি জিজ্ঞাসা কোল্লেন। কেরাণীও যেন কি উত্তর দিলেন। তাই শুনে দাউটন আবার নোটগুলি ফরিয়ে নিয়ে, কেরাণীকে সেলাম দিয়ে, আমার কাছে চোলে এলেন।—এসেই বোল্লেন না, "জায়গা বদল হয়েছে। গতবারে যখন আমি এখানে আসি, তখন ঐখানেই নোট বদ্‌লাই হতো। এখন শুন্‌লেম, ভিতরের ঘরে উঠে গিয়েছে। সেই খানেই আমার যেতে হবে। তুমি এইখানে একটু বোসো! শীঘ্রই আমি ফিরে আস্‌ছি!"

এই সব কথা বোলেই দাউটন কাজে গেলেন। সেই ঘরের ভিতর দিয়ে, অন্যঘরের একটা দরজা খুলে, ভিতরে প্রবেশ কোল্লেন। দরজাটা খোলাই থাক্‌লো। আমি দেখ্‌তে পেলেম, সেই আফিসঘরটী খুব বড়। অনেক কেরাণী সেখানে কাজ কোচ্চেন। অনেকলোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। মুদ্রাগণনার ভয়ানক ঝনঝন্ শব্দ শুনা যাচ্চে। সেইদিকে আমি চেয়ে আছি, দরজাটী বন্ধ হয়ে গেল। অন্য লোকেই বন্ধ কোল্লে। দাউটনকে আর দেখ্‌তে পেলেম না।

পাঁচ মিনিট গেল, দাউটন এলেন না! আরও পাঁচ মিনিট, দাউটনের দেখা নাই! মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। তৎক্ষণাৎ আবার আত্মগ্লানি উপস্থিত হলো। তত বড়

ভদ্রলোকের উপর আমার সন্দেহ হোচ্চে? স্বচ্ছন্দে যিনি আমার হাতে প্রায় দুহাজার পাউণ্ডের নোট সমর্পণ কোরেছিলেন, তাদৃশ অমায়িক ভদ্রলোকের উপর আমার অবিশ্বাস? মন কি আমার এতই অশুদ্ধ?—চাঞ্চল্যটা সোরে গেল। আত্মভর্ৎসনা কোরে আবার একটু শান্তভাব ধারণ কোল্লেম।

পোনেরো মিনিট অতীত। আবার চাঞ্চল্য এসে উপস্থিত হলো। চারিদিকে চেয়ে দেখ্তে লাগ্‌লেম। লোকটী কোথায় গেলেন, খুঁজে আসি, তখনও পর্য্যন্ত আমার তেমন ইচ্ছা হলো না। মনে কোল্লেম, হয় ত কাজের ঝঞ্ঝাটে কেরাণীদের হাত অবকাশ নাই, সেই জন্যই হয় ত বিলম্ব হোচ্চে। আশু প্রবোধ! অনেক লোক ভিড় কোবে দাঁড়িয়েছে, সকলের শেষেই হয় ত দাউটনের ডাক হবে, সেই জন্যই হয় ত দেরী হোচ্চে। আশু প্রবোধ! ঘরের ভিতর যদি আমি অন্বেষণ কোত্তে যাই, তিনি মনে কোর্‌বেন কি? নিশ্চয়ই ভাব্‌বেন, আমি তাঁরে অবিশ্বাস কোচ্চি। সে কাজটা ভাল নয়। দরজার দিকে চেয়ে, চুপ্ কোরেই বোসে থাক্‌লেম।

আধঘণ্টা অতীত।—দাউটন নাই! মন আবার অস্থির হয়ে উঠ্‌লো! কেন এত দেরী? দাউটন গেলেন কোথায়? যে সকল জুয়াচোর লোকের কথা আমি লোকের মুখে শুনেছি, পুস্তকেও পোড়েছি, সেই সব জুয়াচোরের কথা ঝাঁকে ঝাঁকে মনে আস্‌তে লাগ্‌লো। ভিতরে ভিতরে আমি যেন ছট্‌ফট্ কোত্তে লাগ্‌লেম। যত জুয়াচোর আমি নিজের চক্ষে দেখেছি, তাদের মধ্যে একটা লোককে মনে পোড়্‌লো।—সেই খানেই যেন আমি মনের চক্ষে তারে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম!—পাদ্‌রী দরচেষ্টার! দাউটনের ফিরে আস্‌বার বিলম্বে, সেই জুয়াচোরটার কথা কেন অকস্মাৎ মনে হলো, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। আশ্চর্য্য ঘটনা মনে হোতে লাগ্‌লো। ভিতরে ভিতরে আমি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম। একটার উপর আর একটা, তার উপর আবার একটা;—এই রকমে কতরকম সন্দেহই যে তখন আমার মনে উদয় হোতে লাগ্‌লো,—কতপ্রকার সংশয়েই যে আমি অস্থির হোতে লাগ্‌লেম, ততবড় ব্যাঙ্কে তত লোকের ভিতর, বোধ হয় কেবল আমিই তা জানি! সংশয়টা ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিশ্বাসেই পরিণত হলো। দাউটনের চেহারাখানা যেন দরচেষ্টারের মতই অনুমান হোতে লাগ্‌লো! কি নির্ব্বোধ আমি! কি আহাম্মোক আমি! কি পাগ্‌লামীই কোল্লেম! চক্ষে যেন ধাঁদা লেগেছিল, হঠাৎ যেন চক্ষু থেকে একটা আবরণ খোসে পোড়্‌লো। স্পষ্টই যেন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, সেই লোকটার পরচুলো আর চস্‌মাজোড়াটা যদি খুলে নেওয়া যায়,—লোকটা যদি আমার চক্ষের কাছে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তা হোলে নিশ্চয় প্রকাশ হবে, ঐ দাউটন অপর আর কেহই নহে, ঠিক সেই ভণ্ড পাদ্‌রী দরচেষ্টার!

হায় হায়! সর্ব্বস্বই আমার লুটে নিলে! ঠিক যেন পাগলের মত ছুটে গিয়ে, সেই বন্ধ দরজাটা আমি খুলে ফেল্লেম। যে ঘরে দাউটন প্রবেশ কোরেছিল, উন্মত্তের ন্যায় আমি সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। ঘরের ভিতর বিস্তর লোক। সকলেই আপন আপন

কাজে ব্যস্ত। আমার দিকে কেহ চেয়েও দেখ্‌লে না। কেরাণীরা অনবরত টাকা ওজন কোচ্ছে,—ঢাল্‌ছে,—ফেল্‌ছে,—তুল্‌ছে, চারদিকেই শব্দ,—চারিদিকেই ভিড়, চারিদিকেই গোল! চিন্তাকুলনয়নে সেই ভিড়ের ভিতর অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। সকলের দিকেই চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। তখনও পর্য্যন্ত মনে মনে আশা, দাউটনকে হয় ত দেখ্‌তে পাব। কিন্তু হায় হায়! দাউটন সেখানে নাই! চঞ্চলচিত্তে, চঞ্চলপদে, ঘরটাময় ছুটাছুটি কোল্লেম! এদিক্ ওদিক্ সব দিক্ তন্ন তন্ন কোরে দেখ্‌লেম, কোথাও দাউটন নাই! ঘরের প্রান্তভাগে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। দেখ্‌লেম, সেই ধারে আর একটা দরজা! জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেল্লেম। দেখ্‌লেম, একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রাঙ্গনে গিয়ে পোড়্‌লেম। ফটকের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। গাড়ীখানাও দেখ্‌তে পেলেম না! ফটকের দিকেই দৌড়ে গেলেম। যতদূর দৃষ্টি চলে, চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, কোথাও সে লোককে দেখ্‌তে পেলেম না! একজন দীর্ঘাকার প্রহরী ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল, আমার চাঞ্চল্য দেখে সেই লোকটী আমার কাছে এগিয়ে এলো। জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হয়েছে কি?"—যতটুকু ফরাসী আমি জানি, সেই রকমে তাড়াতাড়ি তারে বুঝিয়ে বোল্লেম, "জুয়াচোর লেগেছে! জুয়াচোরে আমারে ঠোকিয়ে পালিয়েছে!"—প্রহরী বোল্লে, "আমার সঙ্গে আসুন্!" অস্থিরপদে আমি তার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। সে আমারে একটা সুসজ্জিত প্রশস্তগৃহে নিয়ে গেল। সেই ঘরে একটী বৃদ্ধলোক বোসে ছিলেন, নিকটে দুটী কেরাণী বোসে লেড়াপড়া কোচ্ছিলেন। তৎক্ষণাৎ আমি জান্‌তে পাল্লেম, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীই ঐ ব্যাঙ্কের গবর্ণর। তিনি পরিষ্কার ইংরাজী কথা বলেন। তাঁরে আমি আমার সর্ব্বনাশের কথা বুঝিয়ে বোল্লেম। কি রকমে জুয়াচুরী কোরেছে, উৎকণ্ঠিতকণ্ঠে, চঞ্চলবাক্যে, সে সব কথাও প্রকাশ কোল্লেম। তিনি কি একটু চিন্তা কোরে, আমারে প্রবোধ দিয়ে বোল্লেন, "যে হোটেলে তুমি থাক, যে হোটেলে সে থাকে, এখনই আমি সেখানে লোক পাঠাব। যদিও জুয়াচোরটাকে সেখানে পাওয়া যাবে না, তথাপি সেই ভদ্রলোকটী অবিলম্বে সেই হোটেলে একজন কেরাণী পাঠালেন। আমারে সেই ঘরে বোস্‌তে বোলে, গবর্ণরসাহেব চঞ্চলগতিতে বেরিয়ে গেলেন।

গবর্ণর বেরিয়ে যাবার পর আর একটী খর্ব্বকায়, কৃশ, আধবয়সী ভদ্রলোক সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। চেহারা বড়লোকের মত। তাঁরে দেখে সেই ঘরের কেরাণীটী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান কোরে সেলাম্ দিলেন। দেখে আমি বিবেচনা কোল্লেম, এ লোকটী অবশ্যই উচ্চপদস্থ। ইনিও হয় ত আমার বিপদের কথা শুনেছেন্। আমার হারাধন প্রাপ্তির কোন উপায় কোল্লেও কোত্তে পারেন।

তিনি বোস্‌লেন। আমারে আগে কিছু বোল্‌তে হলো না, সেই কেরাণীই তাঁরে আমার সঙ্কটের কথা জানাতে আরম্ভ কোল্লেন। দুটী চারিটী ফরাসী কথা আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। নবাগত খর্ব্ব ভদ্রলোকটী এক একবার বিস্মিতনয়নে আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লেন।

কেরাণীর মুখে সব কথা শুনে, দুঃখিতনয়নে আমার পানে চেয়ে, পরিষ্কার ইংরাজী-কথায় তিনি আমারে বোল্লেন, "তোমার দুর্ভাগ্যের কথাই আমি শুনছিলেম। তোমার টাকাগুলি তুমি প্রাপ্ত হোতে পার, এখনও তার উপায় আছে। এখনও বেশীক্ষণ হয় নাই, জুয়াচোরটা এখান থেকে সোরেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্যারিসের সমস্ত পুলিস সে লোকটাকে গ্রেপ্তার কোত্তে ছুটবে !"

সকাতরে মিনতি কোরে আমি বোল্লেম, "আপনার সদয় বাক্য শ্রবণ কোরে আমি যে কতই আশ্বাস পেলেম, কি বোলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দিব, মুখে সে কথা প্রকাশ কোত্তে পাচ্চি না ! টাকাগুলি যদি না পাওয়া যায়, এই বিদেশে আমার যে কি দুর্দ্দশা হবে, আপনি হয় ত তা বুঝতে পাচ্চেন না !—আমার মনের ভিতর যে কি তুফান হোচ্চে, আমিও সে কথা আপনাকে বোলতে পাচ্চি না !"

সেই ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যা কিছু তোমার সঙ্গে ছিল, জুয়াচোরটা সমস্তই কি নিয়ে পালিয়েছে ?"

"সমস্তই মহাশয় ! সমস্তই !—আমার সর্ব্বস্বই গিয়েছে !"—উত্তর এই রকম দিলেম বটে, কিন্তু চারিদিক্ যেন অন্ধকার দেখতে লাগলেম। মনে মনে ভাবতে লাগলেম, কপালক্রমে যদি অনুসন্ধান না হয়,—টাকাগুলি যদি না পাওয়া যায়, আমার দশা কি হবে ? সার মাথু হেসেলটাইনকে এ কথা ত জানাতে পারবো না। নিকটে থাকলেও যা হয় একটা হতো, দূর দূরান্তরের কথা। এখানে আমি কি কোরেছি, কি হয়েছে, পত্র লিখে জানাব, যদিও তিনি আমারে বিশ্বাস করেন, কিন্তু অকস্মাৎ যে এত বড় ভয়ানক কথার বিশ্বাস কোরবেন, সেটা ত কিছুতেই বোধ হয় না !

ঘূর্ণিতমস্তকে দুর্দ্দশার কথা আমি ভাবছি, ব্যাঙ্কের গবর্ণর ফিরে এলেন। সঙ্গে একজন মাজিষ্ট্রেট। তিনিই সব জুয়াচুরীর তদারক করেন।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব বোসলেন। আমি যে রকম এজেহার দিয়েছিলেম, গবর্ণর সাহেব অনুগ্রহ কোরে, আমার সেই ইংরাজী কথাগুলি মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে ফরাসীতে বুঝিয়ে দিলেন। মাজিষ্ট্রেটসাহেব চোলে গেলেন। গবর্ণর আমারে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বোল্লেন, "জুয়াচোরটা যাতে কোরে ধরা পড়ে, বিশেষরূপে তার তদ্‌বির করা হোচ্চে।" তিনি আমারে আরও বোল্লেন, "সেই ধূর্ত্ত দাউটন যখন প্রথম আফিসের প্রথম কেরাণীর সঙ্গে কথা কয়, তখন নোট বদলাই করবার কথা কিছুই বলে নাই। লোকেরা কোন্ ঘরে টাকা জমা দেয়, সংক্ষেপে কেবল সেই কথাই জিজ্ঞাসা কোরেছিল। জুয়াচুরী মৎলবের সেটা কেবল একটা অছিলামাত্র। কেরাণী তারে পাশের ঘরে যেতে বলেন, এই পর্য্যন্ত কথা। ঐ রকম অছিলা কোরেই সে তোমারে সেইখানে বোসতে বলে। কেরাণী তাতে কোন সন্দেহ করেন না। ছলনা কোরেই ভিতরের ঘরে প্রবেশ কোরেছিল। সেই ঘর দিয়েই পালিয়ে গিয়েছে !"

খর্ব্বাকার ভদ্রলোকটী গবর্ণরের সঙ্গে পাণিপীড়ন কোরে, বেশ সখ্যভাবে কথা কইতে

লাগ্‌লেন। গবর্ণরকে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, "এই বালক বোল্‌ছে, যা কিছু ছিল, সমস্তই ফাঁকী দিয়েছে! এ বালকের কিছু উপকার করা চাই। জুয়াচোর টার যদি সন্ধান পাওয়া না যায়, টাকা যদি না পাওয়া যায়, পুলিস যদি হেরে যায়, তা হোলে অবশ্যই এই বালকের কিছু উপকার করা চাই।"

গভর্ণর বোল্লেন, "আপনার মহত্বই এই রকম! সকলেই আপনাব গুণ গায়। আপনি সকলেরই উপকার করেন।"

উভয়েই তাঁরা ইংরাজীতে কথা কইলেন। কথাগুলি আমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম। সচরাচর ফরাসী লোকেরা যেমন বিনম্রশিষ্টাচারে অভ্যস্ত, ঠিক সেইরকমেই তাঁদের বাক্যালাপ হলো। পরিচয়ে জান্‌লেম, সেই থর্ব্বলোকটী একজন ডিউক্। আমি তাঁর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়ালেম। সদয় বিনম্রস্বরে তিনি আমারে বোল্লেন, "আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে পার।"

এই কথা বোলেই ডিউক বাহাদুর তাঁর নামেব কার্ডখানি আমার হাতে দিলেন। আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আমি সেখানি গ্রহণ কোল্লেম। তাঁরে আর গবর্ণরকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে ঘর থেকে বেরুলেম। মনের ঠিক নাই,—মাথার ঠিক নাই, পাগলের মত ফটক পার হয়ে ছুটে বেরুলেম! সবেমাত্র বেরিয়েছি, দেখি, একখানি পরমসুন্দর সুসজ্জিত গাড়ী সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার সাজও যেমন চমৎকার, চাকরদের পোষকাও তেমনি চমৎকার! চাকরদের উর্দ্দীতে কারচোপের কাজকরা। দেখেই বিবেচনা কোল্লেম, ডিউকের গাড়ী। ধীরে ধীরে গাড়ীখানির কাছ দিয়ে যখন আমি চোলে যাই, হঠাৎ সেইদিকে আমার নজর পোড়্‌লো। দেখ্‌লেম, গাড়ীর ভিতর একটী পবমসুন্দরী কামিনী।

ভগ্নান্তঃকরণে আমি হোটেলেই চোলে গেলেম। আমার সর্ব্বনাশের কথা অগ্রেই সেখানে প্রকাশ হয়েছিল। হোটেলের লোকেরা ইতিপূর্ব্বে সকলেই সে কথা শুনেছিলেন। কেবল ব্যাঙ্কের ক্যারাণীর মুখেই শুনা নয়, আমার এজেহার গ্রহণের পর মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজেই সেখানে গমন কোরেছিলেন। বলা বাহুল্য, জুয়াচোর সেখানে যায় নাই। জুয়াচোরের সিন্ধুকবাক্স খুলে মাজিষ্ট্রেট দেখেছেন, অনেকগুলো চিঠী পাওয়া গেছে। একখানা চিঠীতেও দাউটন নামের পরিচয় নাই। সকল চিঠীতেই লেখা আছে, রেবরেণ্ড দরচেষ্টার!

দুবার দুবার এই জুয়াচোরটা আমারে ঠকালে! আমি যে ঠোকেছি, সেটা বড় বিচিত্র কথা নয়। লোকটা বহুরূপী! দাড়ী গোঁফ কামিয়ে, পরচুলো পোরে, মুখে রুমাল বেঁধে, যে রকম নূতন বেশ ধারণ কোরেছিল, সরলমনে, সরলদৃষ্টিতে, সে বেশটা চিনে উঠা বড়ই কঠিন ব্যাপার। যতক্ষণ আমার কাছে ছিল, ততক্ষণ কুঁজো হয়েই দাঁড়িয়েছিল! ভাল কোরে মাথা তোলে নাই! সোজা হয়ে দাঁড়ালেও আমি চিন্‌তে পাত্তেম না। সবুজ চস্‌মা আর পরচুলো, কেবল ঐ দুটীতেই তার বিলক্ষণ ছদ্মবেশ!—প্রকৃত

অবয়ব একেবারেই যেন ঢাকা! মুখে একরকম রং মেখেছিল! তখন বুঝ্তে পারি নাই, সুস্পষ্ট দর্চেষ্টার নাম পেয়ে, ক্রমে ক্রমে তার আগেকার বর্ণটা আমার মনে পোড়্লো। তখন বুঝ্লেম, দাউটনমূর্ত্তিতে নূতনরকম রঙ মাখা! দিনের বেলা আমি চিন্তে পার্বো মনে কোরে, খুব ভাল কোরেই রুমালখানা মুখে বেঁধেছিল! তাতে আর আমি কি-রকমে চিন্বো? যে সকল নোট আমারে দেখিয়েছিল, ক্রমে জান্তে পাল্লেম, সেগুলো কেবল বাজে কাগজ! যারে পাবে, তারেই ঠকাবে, ঐ সব নোট দেখিয়ে বিশ্বাস্ জন্মাবে, সেই মৎলবে আগে থাক্তেই ঐ সকল যোগাড় কোরে রেখেছিল! জুয়াচোরের ফিক্রির ভিতর প্রবেশ করা সহজ কথা নয়! হোটেলের কর্ত্তার সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমি জান্লেম, আর কখনও সে ব্যক্তি ঐ হোটেলে আসে নাই! বোলেছিল, বার্ষিক কাজ! বৎসরে একবার আসে! কাণ্ডই মিথ্যা! একবার মনে কোল্লেম, বোধ হয় কাণ্ডই মিথ্যা নয়, বোধ হয় পূর্ব্বে কখনও এসে থাক্বে,—তখন ত ছদ্মবেশ ছিল না, সে বেশে আর এ বেশে অনেক অন্তর। দুরকমের একজন লোক কি কোরেই বা কে চিন্বে?

হোটেলের সকলেই আমার দুঃখে দুঃখিত হোলেন। অধ্যক্ষটী বেশ দয়ালু লোক। সদয়ভাবে তিনি আমারে বোল্লেম, "তোমার খোরাকীর বিলের টাকা দিতে হবে না। জুয়াচোর যদি ধরা না পড়ে, টাকাগুলি যদি পাওয়া না যায়, যতদিন ইচ্ছা,—যতদিন অন্য সুবিধা না ঘটে, স্বচ্ছন্দে থাক! খরচপত্র লাগ্বে না।"

যে অবস্থায় পোড়েছি, সে অবস্থায় কাজেই ঐরূপ দাতব্য স্বীকার কোত্তে হলো। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোরে কোল্লেম, "বাধিত হোলেম। যখন আমার সময় হবে, এ ঋণ পরিশোধ কোত্তে কদাচ আমি বিস্মৃত হব না।"

সেই হোটেলেই থাক্লেম। দিন কতক অতীত হয়ে গেল। জুয়াচোর দর্চেষ্টারের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। নোটগুলির আশা পরিত্যাগ কোল্লেম। আমার সঙ্গে তখন কেবল চারিপাউণ্ড মজুত ছিল। তাতে আমার হোটেলের বিল পরিশোধ হয় না। কতদিন আর একজন লোকের গলগ্রহ হয়ে থাক্বো, থাক্লেই বা চোল্বে কেন? অন্য উপায় চেষ্টা কোত্তে লাগ্লেম।

সার মাথু হেসেল্টাইন্কে পত্র লিখি কি না, সর্ব্বদাই সেই চিন্তা করি। মনে কোল্লেম, সমস্ত সত্যকথা খুলে লিখি। সত্যগুলি যে সত্য, সেটী সপ্রমাণ কর্বার জন্য ফরাসী রাজপুরুষগণকে তিনি পত্র লিখুন্, এ কথাও লিখি। কিন্তু কি বোল্লেই বা লিখি? তিনি আমারে দুইবৎসরের প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচপত্র এককালীন প্রদান কোরেছেন। বড় মানুষের ছেলের মত সুখস্বচ্ছন্দে থাক্তে পারি,—দুইবৎসরের মধ্যে কোন কষ্ট না পাই, তার যথেষ্ট উপায় কোরে দিয়েছেন। আবার কি বোলেই বা এত শীঘ্র শীঘ্র টাকার জন্য তাঁরে বিরক্ত করি? আরও এককথা। দুইবৎসরের মধ্যে চিঠীপত্র লিখিতে তিনি আমারে বারণ কোরে দিয়েছেন। কি জন্য নিবারণ, তাও আমি বুঝি। স্পষ্টই তিনি বোলেছেন, সংসারক্ষেত্র বড় ভয়ঙ্কর স্থান। এ সংসার পরীক্ষার ক্ষেত্র। সংসারের ভাবভঙ্গি

ভালরকমে জানাশুনা বহু সতর্কতাসাপেক্ষ। একাকী সংসারপথে বিচরণ কোরে, কি রকমে আমি সংসারপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, অর্থব্যবহারে আমি ঠকি কি জিতি, যে অবস্থায় আমি বেরিয়েছি, দুই বৎসরের মধ্যে কি অবস্থায় দাঁড়াই, সেটী তিনি জান্তে চান। দুইবৎসর পরে আবার যখন তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াব, তখন তিনি আমারে কি চক্ষে দেখ্বেন, সেই অভিপ্রায়েই এই পরীক্ষা। যদি আমি লিখি, জুয়াচোরে টাকাগুলি ফাঁকী দিয়ে নিয়েছে, বেরিয়ে আস্তে আস্তে অল্পদিনের মধ্যেই পাগলের মত আমি ঠোকে গেছি, ইতিমধ্যে একথা যদি জানাই, তা হোলে তিনি কি মনে কোর্বেন? হয় ত তিনি ভাব্বেন, আমার জ্ঞান নাই,—বুদ্ধি নাই,—ভালমন্দ লোক চিনিবার ক্ষমতা নাই, কিছুই নাই! আমি কি রকমে সংসারসমরে বিজয় লাভ কোর্বো? জীবক্ষেত্র সুদারুণ রণক্ষেত্র! এই রণক্ষেত্রে কি রকমে আমি মানগৌরবে বিজয়ী হোতে পার্বো? কিছুতেই তিনি আমার কথায় বিশ্বাস কোর্বেন না। যে প্রকৃতির লোক তিনি, আমার পত্র পেলে হয় ত নিশ্চয়ই মনে কোর্বেন, জুয়াখেলায় টাকাগুলি আমি হেরেছি, কিম্বা হয় ত বিদেশে বদ্মাসদলে মিশে, টাকাগুলি আমি উড়িয়ে দিয়েছি, কিম্বা হয় ত বাজারবিলাসিনীদের কুহকে পোড়ে, সমস্ত টাকা জলাঞ্জলি দিয়েছি! আবার টাকা দরকার হয়েছে, মিথ্যা একটা জুয়াচুরীর কথা তুলে, হাতে হাতে আবার আমি অর্থ প্রার্থনা কোচ্চি! স্পষ্টই জান্তে পাচ্চি, ওরকম পত্র লিখ্লে অবশ্যই তিনি তাই মনে কোর্বেন। পূর্ব্বাপর এই সব কথা চিন্তা কোরে আমার বড়ই সন্দেহ হোতে লাগ্লো। সত্য কথা লিখে পাছে আমার বিশ্বাস নষ্ট হয়? লিখি, কি না লিখি?—না। শেষ সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ালো, সার্ মাথুকে পত্র লেখা হবে না। নিজের চেষ্টাতেই জীবিকা অর্জ্জনের উপায় কোত্তে হবে। নিষ্কলঙ্কে দুই বৎসর কাটাতে হবে। দুই বৎসর অতীত হোলে——যত দুরবস্থায় আমি পড়ি না কেন, সতেজে—নিষ্কলঙ্কে, হেসেলটাইনপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে, নির্ভয়ে যাতে কোরে আমি দাঁড়াতে পারি, কেহ যাতে আমারে একটী উঁচুকথা না বোল্তে পারে, সে উপায় আমারে কোত্তেই হবে।

বহুচিন্তার ফল দাঁড়ালো, সার্ মাথু হেসেলটাইনকে পত্র লেখা অপরামর্শ। ফরাসী ব্যাঙ্কে যে খর্ব্বকায় ভদ্রলোকটীকে আমি দেখিছি, শুনেছি যিনি এখানকার একজন ডিউক, তিনি আমারে দেখা কোর্ত্তে বোলেছেন। নামের কার্ডখানিও আমায় দিয়েছেন। প্যারিসের সহরতলীতে তিনি বাস করেন। তাঁরই কাছে আমি যাই। বেলা দুই প্রহরের সময় সেই ডিউকের উদ্দেশে আমি বেরুলেম। জুয়াচুরীর সাতদিন পরে ডিউকের বাড়ীতে আমি উপস্থিত হোলেম। চমৎকার বাড়ী! বাড়ীর শোভাসমৃদ্ধি দেখেই আমি বিমোহিত হোলেম। লোকজনের সাজগোজ দেখেও চমৎকার বোধ হোতে লাগ্লো। দ্বাররক্ষকের যেরকম পোষাক, অনেক বড়লোকের সেরকম পোষাক থাকে না। প্রহরীর সঙ্গেই প্রথমে আমার দেখা হলো। তারে আমি সেই কার্ডখানি দেখালেম। সে আমারে সেই কার্ডের পৃষ্ঠে আমার নিজের নাম লিখ্তে বোল্লে।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH RAMAYANA PRESS, No 44 MANICKTALLA STREET, CALCUTTA

আমি লিখে দিলেম। দরোয়ান ঘণ্টা বাজালে। একজন চাকর বেরিয়ে এলো। কার্ডখানি হাতে কোরে নিলে। আমারে সঙ্গে যেতে বোল্লে ; বহু দরজা অতিক্রম কোরে, অনেকগুলি সুসজ্জিত ঘর পার হয়ে, আমি একটী প্রশস্তগৃহে উপস্থিত হোলেম। দিনমানে সকল ঘরেরই দরজা খোলা। এক একটা দরজার কাছে একবার একবার থামি, চঞ্চলনয়নে সকল ঘরের শোভাপারিপাট্য দর্শন করি। যে দিকে চাই, সেই দিকেই মহাসমৃদ্ধি ! ডিউক বাহাদুর মহা ঐশ্বর্য্যশালী ! তাঁর বাড়ীতে যারা থাকে, সকলেই সুখী; সকলেরই সাজগোজ বড়লোকের মত। ফরাসীলোকের পরিচ্ছদের রুচি সর্ব্বপ্রকারেই আমার নয়নরঞ্জন বোধ হোতে লাগ্‌লো। একটা বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেম। সেখানে দুতিনজন পদাতিক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আমারে দেখে একটীও কথা কইলে না। ঘরের আস্‌বাবপত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার চক্ষু যেন ঝোল্‌সে যেতে লাগ্‌লো। দ্বিতলের ঘরে উপস্থিত হোলেম। কাঠের জিনিসগুলি যেন দর্পণের মত চক্‌চোকে ! বারাণ্ডার দুধারে সারি সারি অনেক পুতুল, দীপদান লণ্ঠন হাতে কোরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গী পদাতিক একটী ঘরে আমারে নিয়ে গেল। সেখানে দেখ্‌লেম, একটী টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ, সাজানো আছে। যে সকল লোক ডিউকের সঙ্গে দেখা কোত্তে আসে, তাঁর কাছে যাদের কোন প্রয়োজন থাকে, সেই ঘরে বোসেই লিখে পাঠায়। আমারে কিছু লিখ্‌তে হলো না। পদাতিক আমারে সঙ্গে কোরে ডিউকের ঘরে নিয়ে গেল। ডিউকের স্পষ্ট উপাধি ডিউক অফ পলিন। তিনি একখানি কোচের উপর অর্দ্ধশায়িত আছেন। চারিদিকে খবরের কাগজ, চিঠীপত্র এবং নানারকম পুস্তক ছড়ানো রয়েছে। অন্যলোক সে ঘরে আর কেহই নাই। ঘরটী খুব বড় নয়, কিন্তু অতি রমণীয়রূপে সুসজ্জিত। কারিকরেরা—চিত্রকরেরা যতদূর নৈপুণ্য দেখাতে পারে, সেই ঘরটীতে সমস্ত নৈপুণ্যের পরিচয় বিদ্যমান।

সেই ঘরে আমারে রেখেই পদাতিক বিদায় হয়ে গেল। আমি একাকী ডিউকের কাছে থাক্‌লেম। তিনি আমারে একখানি আসন দেখিয়ে দিলেন, আমি বোস্‌লেম। গম্ভীরবদনে তিনি বোল্লেন, "তোমারে আমি ভুলি নাই। তুমি আস্‌বে, তা আমি জানি। গতকল্য ব্যাঙ্কের গবর্ণরের সঙ্গে আমি দেখা কোত্তে গিয়েছিলেম। তিনি বোলেছেন, জুয়াচোরটাকে পাওয়া যায় নাই।"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, মহাশয় ! কিছুই সন্ধান হলো না ! আমি বড়ই কষ্টে পোড়েছি ! আমার আর কিছুমাত্র সম্বল নাই !"

ডিউক পলিন প্রসন্ননয়নে আমার পানে চেয়ে চেয়ে, ধীরে ধীরে বোল্লেন, "তোমার প্রতি আমার দয়া হয়েছে। ইংলণ্ডে তোমার আত্মীয়বন্ধু কে আছেন, তাঁদের কাছে কি তুমি যেতে চাও ? খরচপত্র যা লাগে, তা দিতে আমি রাজী আছি ;—এখনই দিচ্চি। সে ইচ্ছা কি তোমার আছে ?"

"আমার বন্ধু নাই।—আপনার বল্‌লে, এমন লোক কেহই নাই। যার কাছে আমি

যাব? আপ্‌নার পরিশ্রমেই যা কিছু হয়, কষ্টে স্বষ্টে তাতেই আমার দিন গুজ্‌রাণ চলে। একটী ভদ্রলোক দয়া কোরে আমারে দেড় হাজার পাউণ্ড দিয়েছিলেন, দুই বৎসর দেশ ভ্রমণে সেইগুলিই আমার সম্বল ছিল, এখন ত সব গেল! টাকার জন্য তাঁরে আবার পত্র লিখ্‌তেও আমার সাহস হোচ্চে না।"

ডিউক জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমারে জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নয়, কিন্তু জানা দরকার;—কি কাজ তুমি কর?"

বিষণ্ণবদনে আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার জীবনচরিত অদ্ভুত! শুন্‌তে ঠিক যেন উপন্যাস! কিন্তু অত্যন্ত দীর্ঘ। অল্পক্ষণে সায় হবে না!—তত কথা বোলে আপ্‌নাকে বিরক্ত কোত্তে আমার ইচ্ছা হয় না।"

"আচ্ছা, সংক্ষেপেই বল!—পরিচয়টী আমার জানা চাই।—অকারণে আমি জান্‌তে চাচ্চি না। জান্‌বার আমার দরকার আছে।"

"আমি আমার মাতাপিতা জানি না! একটী ভাল বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখেছি। যখন আমার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম, দৈবঘটনায় অদৃষ্টবশে সেই সময় আমি পৃথিবীতে নির্ব্বান্ধব—নিরাশ্রয় হয়ে পড়ি! সেই অবধিই সংসারপথে আমি ছুটাছুটি কোরে বেড়াচ্চি! সামান্য চাক্‌রী কোরে জীবন ধারণ কোত্তে হয়! আমার সার্টিফিকেট আছে। হায়! দশদিন পূর্ব্বে আমি মনে কোরেছিলেম, সে সকল সার্টিফিকেট আর আমার প্রয়োজন হবে না! ফেলি নাই, যত্ন কোরেই রেখেছি, আবার দেখ্‌ছি, কাজে——"

শেষের কথা আমার মুখেই থেকে গেল। ডিউক জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যে দেড় হাজার পাউণ্ড জুয়াচোরে নিলে, সে টাকা তুমি কোথায় কি প্রকারে পেয়েছিলে?"

"ঘটনাক্রমে ইংলণ্ডের একজন ধনীলোকের আমি একটী উপকার করি। আর আমারে চাক্‌রী কোত্তে না হয়, তিনি সেই রকম উপায় কোরে দিবার অঙ্গীকার করেন। সংসারের গতিক্রিয়া জান্‌বার জন্য তিনি আমারে দেশভ্রমণে পাঠান। দুই বৎসর পরে তাঁর কাছে আবার ফিরে যাবার উপদেশ। সম্বল ত সব ফুরালো! কি কোরে যে দুই বৎসর কাটে, সেই ভাবনাই ভাব্‌ছি। দায়ে পোড়ে কাজে কাজেই আবার চাক্‌রী স্বীকার কোত্তে হলো।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখপানে চেয়ে, ডিউক্ গলিন্ বোল্লেন, "অদ্ভুত ঘটনাই বটে! তোমার সমস্ত কথাতেই আমার বিশ্বাস হোচ্চে।—কথা শুনেও বিশ্বাস, চেহারা দেখেও বিশ্বাস। তোমার কিছু উপকার কোত্তে আমার ইচ্ছা হোচ্চে। কিন্তু কি রকমে উপকার কোর্‌বো, সেটা ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তুমি বোল্‌ছো, ছোট চাক্‌রী থেকে অবসর নিয়ে বড় হবার——"

আর আমি বোল্‌তে দিলেম না। তৎক্ষণাৎ উত্তর কোল্লেম, "যে কোন কর্ম্মই হোক্, যত ছোট চাক্‌রীই হোক্, অনুগ্রহ কোরে যা আপ্‌নি আমারে দিবেন, যাতে কোরে আমি খেতে পাই, এমন একটা যে কোন কাজেই নিযুক্ত কোর্‌বেন, তাতেই

আমি সুখী হব ! খেটে খাওয়াই আমার চির-অভ্যাস। আপনার কাছে দাসত্ব স্বীকার কোরে, জীবিকা অর্জ্জন করা আমার এখন গৌরবের কথা। আপনি মহৎলোক। মহতের আশ্রয় আমি ভালবাসি।—এই দেখুন, আমার সার্টিফিকেট ! ইংলণ্ডের একজন বড়লোকের কাছে আমি চাকরী কোত্তেম। লর্ড রাবণহিলের——"

"ওঃ ! লর্ড রাবণহিল !—তাঁরে ত আমি বেশ চিন্তেম। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন তিনি প্যারিসে আস্তেন, আমার বাড়ীতেই থাকতেন। বেশ লোক ! এখন না কি তাঁর ভাবী দুরবস্থা ঘোটেছে ?"

"তিনি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন !"—ডিউকের শেষ প্রশ্নে আমি একটী নিশ্বাস ফেলে উত্তর কোল্লেম, "লর্ড রাবণহিল সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন ! ভদ্রাসন পর্য্যন্ত নীলাম হয়ে গিয়েছিল ! জন্মভূমি পরিত্যাগ কোরে, বিদেশে তিনি প্রাণত্যাগ কোরেছেন !"

"হাঁ হাঁ, সেই কথাই শুনেছি বটে !"—বিমর্ষবদনে এই কথা বোলে, ডিউক পলিন্ আমার সার্টিফিকেট দুখানি নিয়ে, মনোযোগপূর্ব্বক পোড়ে দেখ্লেন। ক্ষণকাল কি চিন্তা কোল্লেন। অবশেষে বোল্লেন, "আমি তোমাকে চাকরী দিব। কোন বড় চাকরী এখন আমার কাছে উপস্থিত নাই, কিন্তু নিতান্ত ছোট কাজেও তোমারে আমি রাখ্ছি না। আমার নিজের জন্য একটী পেজ্ আবশ্যক আছে। কেবল আমার কাজই তোমারে কোত্তে হবে। উর্দ্দী পরিধান কোত্তে হবে না, চরিত্র তোমার যে রকম দেখ্ছি, তুমি আমার বিশ্বাসভাজন হবে। প্রচুর বেতন দিব। উচ্চশ্রেণীর চাকরদের সঙ্গে আহার কোত্তে পাবে। দেখ, বিবেচনা কর ! এ চাকরীতে যদি তোমার মন হয়, আজিই নিযুক্ত হোতে পার।"

আনন্দে আমি বোলে উঠ্লেম, "কৃতজ্ঞহৃদয়েই আমি স্বীকার কোল্লেম। বিপদ-সময়ে আপনি আমারে আশ্রয় দিলেন, আমি আপনারে পরম উপকারী আশ্রয়দাতা বোলেই আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে থাক্বো।"

"তবে বেশ !—যখন ইচ্ছা, তখনই আস্তে পার।"

এইখানে আমি আর একটী কথা বোলে রাখি। কথোপকথনের সময় ডিউক্ পলিনকে আমি বারকতক লর্ড বোলে সম্ভাষণ কোরেছিলেম। যখন আমারে চাকরীতে ভর্ত্তি করেন, সেই সময় মৃদু হেসে তিনি একটু স্তম্ভিতস্বরে বোল্লেন, "দেখ, তুমি আর আমারে লর্ড বোলে সম্বোধন কোরো না। ১৮৩০ সালের পূর্ব্বে ফ্রান্সে ঐ রকম ব্যবহার ছিল। এখন সেটা উঠে গেছে। ভাল ছিল কি মন্দ ছিল, উঠে গিয়ে ভাল হয়েছে কি না, তা আমি তোমাকে বোল্তে চাই না। এ দেশে এখন আর ডিউকদের উপাধিটায় লর্ড ব্যবহার নাই। রাজবংশের কুমার আর ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষদের এখন লর্ড বোলে থাকে। তাঁরা ছাড়া কেহই লর্ড নয়।—আমি রাজপুত্রও নই, ধর্ম্মাধ্যক্ষও নই। আমার উপাধি মস্যুর ডিউক্।"

আমি অভিবাদন কোল্লেম। বিদায় গ্রহণের উপক্রম কোচ্ছি, হঠাৎ কি যেন স্মরণ

কোরে ডিউক্ বোলে উঠ্লেন, "হাঁ, ভাল কথা।—তোমার বোধ হয় এখন কিছু টাকা প্রয়োজন আছে। হোটেলের বিল পরিশোধ বাকী আছে কি?"

ধন্যবাদ দিয়ে আমি বোল্লেম, "বাকী আছে বটে, কিন্তু হোটেলের অধ্যক্ষ দয়া কোরে আমার কাছে সে বাকী এখন গ্রহণ কোত্তে চান না। প্রথমমাসের বেতন পেলেই সে ঋণ আমি পরিশোধ কোর্‌বো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, হোটেলের কাছে ঋণী না থেকে আমার কাছেই ঋণী থাক। হোটেলের দেনা রাখা ভাল নয়। সে টাকা আমিই তোমারে এখন দিচ্চি।"—এই কথা বোলেই সদাশয় ডিউক পলিন একমুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা আমার হাতে অর্পণ কোল্লেন। কৃতজ্ঞতাবশে আমি ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিলেম, সে সব কথা তিনি শুন্‌লেন না। হস্তভঙ্গীতেই নিবারণ কোল্লেন। হাস্য কোরে বোল্লেন, "যাও। হোটেলের দেনা চুকিয়ে দাও গে। আজ অবধি আমার বাড়ীতেই তুমি থাক্‌বে।"

আনন্দে আমার হৃদয় যেন নাচ্‌তে লাগ্‌লো। জুয়াচোর দবচেষ্টারের প্রবঞ্চনায় যেরূপ বিপদে পোড়েছিলেম, সে বিপদটা একরকমে অনেক হ্রাস হয়ে এলো। ভাগ্যক্রমে বন্ধু পেলেম, চাক্‌রী পেলেম, অনেকটা দুর্ভাবনা ঘুচে গেল। যদিও দেড়হাজার পাউণ্ডে দুই বৎসর আমি স্বাধীন হয়ে সুখে থাক্‌তে পাত্তেম, সেটা ঘোট্‌লো না, কিন্তু আপাতত নিরাশ্রয় থাক্‌তে হলো না। যদিও স্বাধীনতার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে, আবার পরাধীন হয়ে পোড়্‌লেম,—উঁচু থেকে নীচু হোলেম, তথাপি সে অবস্থাতেও আমার পরম আনন্দ। যৌবনকালে কোন বিষয়েই হতাশ হোতে নাই। একটা চেষ্টা বিফল হয়ে গেল বোলে মনমরা হয়ে থাক্‌তে নাই, আশা ছাড়্‌তে নাই। আশা থাক্‌লো, আবার আমার ভাল হবে। আশা কোল্লেম, ডিউক পলিনের আশ্রয়ে আপাতত আমি সুখী হব। আনাবেলের কথা স্মরণ কোরে আরও আশা হলো, দুইবৎসর শীঘ্র শীঘ্রই কেটে যাবে। দুইবৎসর পরে হেসেল্‌টাইনপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে, আবার আমি সমস্ত আশা-ভরসাকে প্রেমানন্দে আলিঙ্গন কোত্তে পারবো। বিপদ চিরদিন থাকে না। সেই ভরসাতেই নূতন চাক্‌রী স্বীকার কোল্লেম।

একষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

ডিউকের পরিবার।

বিপদে কেবল বিপদ্‌বন্ধুই ভরসা। সেই কৃপাসিন্ধু বিপদ্‌বন্ধুর প্রসাদেই বিদেশে নূতন বিপদে মহাসঙ্কটে আমি উত্তম আশ্রয় পেলেম। হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে, আপনার জিনিসপত্রগুলি নিয়ে, নূতন চাকরীস্থানে আমি উপস্থিত হোলেম। বাড়ীর লোকজনগুলি সকলেই আমারে সমাদরে গ্রহণ কোল্লে। সব লোকগুলিই ভাল।—দাসী-চাকরেরাও আমায় দেখে পরম সন্তুষ্ট হলো।

ডিউক পলিন একজন উঁচুদরের লোক। তাঁর সাংসারিক চালচলনও উঁচুদরের। ডিউক বাহাদুরের সংসারনির্ব্বাহের প্রণালী যেপ্রকার, সে প্রকার সুন্দর প্রণালী আমি আর কোথাও দেখি নাই। অক্ষর সাজিয়ে বুঝিয়ে দেওয়াও সুকঠিন। বাড়ীখানি যেমনি বৃহৎ, তেমনি পরিপাটীরূপে সাজানো। লর্ড রাবণহিলের ডিবনশায়ারের চার্লটন-নিকেতন এ বাড়ীর সঙ্গে তুলনায় অর্দ্ধেকের চেয়েও কম। দাসদাসীও বিস্তর। সকলেই সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে, সর্ব্বপ্রকারেই মনের সুখে থাকে। বাড়ীতে নিত্যমহোৎসব। নিত্যই সমারোহ।—প্যারিস্‌নগরে প্রচুর বিভবশালী যতগুলি লোক বাস করেন, ডিউক পলিন তাঁদেরই মধ্যে একজন প্রধান।

বাড়ীখানি চকবন্দী। মধ্যস্থলে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গন। ডিউকের মহল স্বতন্ত্র, গৃহিণীর মহল স্বতন্ত্র।—কেবল মহল স্বতন্ত্র নয়,—সভা, বৈঠকখানা, অভ্যর্থনাগৃহ, তোষাখানা, গাড়ী-ঘোড়া, দাসদাসী, সমস্তই পৃথক্ পৃথক্। পতিপত্নী উভয়েই একবাড়ীতে বাস করেন বটে, কিন্তু দেখায় যেন, কাহারো সঙ্গে কাহারো কোন এলাকা নাই। ডিউক যখন আপন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেন, তখন তাঁর নিজগৃহেই মজ্‌লিস্ হয়, ভোজ হয়, নাচতামাসা হয়। গৃহিণী যখন উৎসব করেন, ঐ প্রকারে তাঁর নিজমহলেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়ে থাকে। সময়ে সময়ে একদিনেই দুই মহলে দুই মজ্‌লিস্ বসে। নিশাকালে ডিউকের নিমন্ত্রিত লোকেরা মেয়ে-মহলের আমোদে গিয়ে যোগ দেন। ডিউক সর্ব্বদা সে মহলে যান না। প্রাসাদের দ্বিতলগৃহে কর্ত্তাগৃহিণী থাকেন, উচ্চশ্রেণীর দাসীচাকরেরা ত্রিতলগৃহে বাস করে।

ডিউকের সন্তানসন্ততি অনেকগুলি। জ্যেষ্ঠ পুত্রটী মার্কুইস্ উপাধি ধারণ করেন। তাঁর বয়ঃক্রম সপ্তদশবর্ষ। সর্ব্বকনিষ্ঠটী চারি বছরের।

ফরাসী ব্যাঙ্কের ফটকে যে গাড়ীখানি আমি দেখেছিলেম, সেই গাড়ীর ভিতর যে পরমসুন্দরী কামিনী দর্শন কোরেছিলেম, সেই পরমসুন্দরী কামিনীই ডিউক বাহাদুরের

ধর্ম্মপত্নী। শুনেছিলেম, ফরাসী কামিনীরা পরমরূপবতী হয়; ডিউকের পত্নীতে সেই শোনাকথাই আমার সার্থক হলো। তেমন রূপবতী রমণী সচরাচর নজরে ঠেকে না। মহামূল্য বসনভূষণেও সেই অনুপম রূপলাবণ্যের অধিক সৌন্দর্য্য বেড়েছে। বয়স অনুমান ছত্রিশ বৎসর। গঠন মাঝারি, চক্ষু নীলবর্ণ, উজ্জ্বল, কখন কখনও সেই উজ্জ্বলনয়নে কেমন একটু একটু বিষাদচিহ্ন দেখা যায়। কামিনীর সুন্দরমুখে সুন্দর হাসি কেমন মানায়, সকলে সেটী দেখ্তে পায় না। তাঁর মুখে হাসি কম! একেবারে নাই বোল্লেও অনুচিত কথা হয় না। আপনার সহচরীদের কাছেও তিনি হাসেন না। মুখ দেখ্লেই বোধ হয়, সর্ব্বদাই তিনি যেন কোনপ্রকার দুর্ভাবনায় ম্রিয়মাণ! তিনিও একজন বড়লোকের কন্যা। তাঁর পিতা ফরাসী সেনাদলের একজন সম্ভ্রান্ত মার্শেল। বনিয়াদি বংশে তাঁর জন্ম। বিবাহের সময় বিস্তর টাকা যৌতুক প্রাপ্ত হন। সচরাচর বড়লোকের বিবাহ যেরূপ মহাসমারোহে সম্পন্ন হওয়ার প্রথা, এ বিবাহে সেরকম হয় নাই। পরস্পর প্রেমানুরাগেই ইচ্ছাবশে পরিণয়।

একমাস আমি সেই বাড়ীতে থাক্লেম। সকল লোকের সঙ্গেই আমার আলাপ-পরিচয় হলো। সকলেই ফরাসী কথা বলে। ফরাসী আমি ভাল বুঝ্তে পারি না। দাসদাসীদের মধ্যে দুতিনজন ইংরাজী কথা বোল্তে পারে। যে সকল ইংরেজপরিবার ফরাসীরাজ্যে বাস করেন, তাঁদের বাড়ীতেই যারা ছিল, তারাই একটু একটু ইংরেজী শিখেছে। তাদের সঙ্গেই আমি কথা কই। মনে বড় লজ্জা হয়। মনোযোগ দিয়ে ফরাসীভাষা শিক্ষা কোত্তে যত্নবান্ হোলেম। অল্প অল্প জানা ছিল, অল্পদিনের মধ্যেই সে ভাষায় আমার একরকম জ্ঞান জন্মালো।

আমি চাক্রী পেয়েছি বটে, কিন্তু কাজকর্ম্ম বড়ই কম। এক এক দিন প্রায় কিছুই কোত্তে হয় না। এক একদিন এক আধ ঘণ্টা সামান্য সামান্য কাজের বরাত পড়ে, তা ছাড়া দিবারাত্রিই আমার অবকাশ। সেই অবকাশকালে আমি সহর দেখে বেড়াই, আর ঘরে বোসে ফরাসী ভাষা আলোচনা করি। কেবল আমি বোলে নয়, সমস্ত দাসদাসীরই কাজ কম। আমারে ত কেবল দয়া কোরেই রাখা হয়েছে। আমার কথা স্বতন্ত্র। ডিউক বাহাদুর দয়া কোরেই আমার উপকার কোচ্চেন। কাজের জন্য যারা যারা নিযুক্ত, তারাও বেশ হেসে খেলে খোলসা হয়ে বেড়ায়। বাস্তবিক যত লোক থাক্লে চলে, তার চেয়ে অনেক বেশী আছে। সেটা কেবল বড়মানুষী ধরণ দেখাবার জন্যই শোভাবর্দ্ধন। সেটী আমি ঠিক বুঝ্তে পাল্লেম।

ডিউকের পত্নীকে আমি সর্ব্বদা দেখ্তে পাই না। ডিউক সর্ব্বদাই শকটারোহণে বেড়াতে যান, পত্নী সর্ব্বদা সঙ্গে যান না। দৈবাৎ কখন কখনও যান। তাতেই আমি তাঁকে দেখ্তে পাই। থাক্তে থাক্তে শুনলেম, স্ত্রীপুরুষে বনিবনাও বড় ভাল নয়। মনের মিল আছে কি না, প্রকাশ পায় না, তাঁরাই তা জানেন;—কিন্তু বাহ্যলক্ষণে দেখা যায়, কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব।

ডিউকমহিলা একান্ত মজ্‌লিসপ্রিয়। নিত্য নিত্যই তাঁর মজ্‌লিসের ঘটা। রাত ফাঁক যায় না। এক একরাত্রে বাহিরে নিমন্ত্রণে যান, এক একরাত্রে ঘরে মজ্‌লিস করেন। বাহিরের নিমন্ত্রণে ডিউক সঙ্গে যান না। দৈবাৎ এক আধ দিন যান। বাড়ীর মজ্‌লিসে প্রায় সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকেন। যে রাত্রে কোন প্রকার উৎসব না থাকে, নিজেও বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ না করেন, ডিউকবাহাদুর সে রাত্রে বাড়ী থাকেন না। সন্ধ্যার পরেই বেরিয়ে যান, অনেক রাত্রে ফিরে আসেন।

আরও এক মাস অতীত। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ। নবীন বসন্তের অভ্যুদয়। একদিন প্রাতঃকালে ডিউকের হাজ্‌রেখানার ঘরে আমি তাঁর চিঠীপত্র আর খবরের কাগজ গুছিয়ে গুছিয়ে রাখ্‌ছি,—স্ত্রীপুরুষে এক ঘরে হাজ্‌রে খান না, উভয়েরই স্বতন্ত্র ঘর, ডিউকের হাজিরাঘরে অন্য লোক কেহই আসে না। আমি সেইখানে কাগজপত্র সাজাচ্ছি,—খবরের কাগজ এগিয়ে দিচ্চি, ডিউক আমারে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "প্যারিস নগর তুমি ভাল কোরে চিনেছ ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "চিনেছি।"—উত্তর শুনেই তিনি আমার হাতে একখানি ক্ষুদ্র চিঠী দিলেন। যে রাস্তায় যে বাড়ীতে দিতে হবে, তাও বোলে দিলেন। চিঠীখানি আমি গ্রহণ কোল্লেম। তিনি আরও বোল্লেন, "জবাব এনো।"

চিঠী নিয়ে আমি চোলে যাচ্ছি, আবার তিনি আমারে ডাক্‌লেন। চিঠীখানি লুকিয়ে নিতে বোল্লেন। কেহই যেন দেখে না,—কেহই যেন শুনে না, সাবধান কোরে সে কথাও বোলে দিলেন। আমি বেরুলেম।

সাক্ষাতে বোলে এলেম, প্যারিসনগর চিনেছি। কিন্তু যে ঠিকানার পত্র, বাস্তবিক সে ঠিকানা আমি চিন্‌তেম না। জিজ্ঞাসা কোরে কোরে সেই রাস্তায় আমি প্রবেশ কোল্লেম। নম্বরটা কত, স্মরণ কর্‌বার জন্য চিঠীখানি পকেট থেকে বাহির কোল্লেম। দেখ্‌লেম, শিরোনামে লেখা আছে, "মাড্‌মেসিলী লিগ্‌নি।"—ইংরাজীতে যারে মিস্ বলে, ফরাসীতে তারই নাম মাডেমসিলী। দুই অর্থেই অবিবাহিতা কুমারী। নিঃসন্দেহেই আমি বুঝ্‌লেম, একটী কুমারীর কাছে আমি চিঠী নিয়ে যাচ্চি। অথচ শুনেছি গোপন। বোধ হয় কিছু গোলমাল আছে। সন্দেহ হলো। কি যে সেই সন্দেহ, পাঠকমহাশয়ও হয় ত বুঝ্‌তে পার্‌বেন। এমন কাজে ডিউক আমারে কেন পাঠালেন ? কি করি? স্বীকার কোরে এসেছি, যেতেই হলো, দিতেই হলো। চিঠীর নম্বর অনুসারে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম। নিকটবর্ত্তী হয়ে, দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কুমারী লিগ্‌নি এই বাড়ীতে থাকেন ?"

দ্বারবান্ আমারে উপরের ঘরে যেতে বোল্লে। আমি গেলেম। দরজায় ঘণ্টাধ্বনি কোল্লেম। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিলে। চিঠীখানি আমি তার হাতে দিলেম। চিঠীখানি নিয়ে সে একটা ভিতরের ঘরে চোলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে আমারে ডাক্‌লে। আমিও তার সঙ্গে গেলেম। ছোট একটী ঘরের ভিতর

প্রবেশ কোল্লেম। একটী রমণী সেই ঘরে বোসে আছেন। বয়স অনুমান ত্রিংশবৎসর। অত্যন্ত কৃশ। দেখেই বোধ হলো, শারীরিক পীড়ায়—মানসিকচিন্তায়, স্বাভাবিক লাবণ্য শ্রীহীন! সুন্দরী ছিলেন,—অবয়বে সৌন্দর্য্যচিহ্ন আছে, কিন্তু দীপ্তি নাই। বর্ণ ম্লান, বদন ম্লান, চক্ষু বসা, চক্ষের কোলে কোলে নীলবর্ণ শির উঠা, গাল যেন চড়ানে, চুলগুলি মাথার পশ্চাদ্ভাগে গুছিয়ে গুছিয়ে খোঁপা কোরে বাঁধা, তাতেই যেন তাঁরে আরও রোগা দেখাচ্ছিল। তিনি একখানি চিঠী লিখ্‌ছিলেন। আমারে দেখেই বিমর্ষবদনে তিনি বোস্‌তে বোল্লেন। ইংরাজীতেই কথা কইলেন। আমি বোস্‌লেম। কামিনী চিঠী লিখ্‌ছেন। সবেমাত্র আরম্ভ কোরেছেন, সহসা সম্মুখের দরজায় ভয়ানক জোরে জোরে ঘণ্টা বাজ্‌তে লাগ্‌লো। হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে, কলমটা ছেড়ে, তিনি আসন থেকে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন।

"কুমারী লিগ্‌নি ঘরে আছেন?"—স্ত্রীকণ্ঠের উচ্চস্বরে ঐরকম প্রশ্ন হলো। স্বর শুনেই তৎক্ষণাৎ আমি বুঝ্‌লেম, ডিউক পলিনের স্ত্রীর কণ্ঠস্বর! কুমারী লিগ্‌নিও তাই বুঝ্‌লেন। মহাতঙ্কে আমার হাত ধোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ঐ ঘরে যাও! ঐ ঘরে যাও!"—বোল্‌তে বোল্‌তেই একটা পাশদরজা খুলে, সেই ঘরের ভিতর আমারে ঠেলে দিলেন! দিয়েই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কোল্লেন। সেইখান থেকেই আমি শুন্‌লেম, ঘরের অন্যদরজা খোলা হলো, কে যেন প্রবেশ কোল্লে।

যে ঘরে আমি লুকালেম, সেটী কুমারী লিগ্‌নির শয়নঘর। গা কেঁপে উঠ্‌লো। স্ত্রীলোকের শয়নঘরে লুকিয়ে থাকা বড়ই দোষের কথা। কুমারী লিগ্‌নির সঙ্গে ডিউক পলিনের গুপ্তপ্রেম জন্মেছে, মনে যেন সেটা একপ্রকার ঠিক হলো। ডিউকের পত্নী নিজে এসেছেন! একটা হুলুস্থূলকাণ্ড বেধে যাবে! চিঠী নিয়ে আমি চোলে আস্‌বার পর ডিউক হয় ত কোথাও বেরিয়ে গিয়ে থাক্‌বেন, সন্দেহ কোরেই ইনি এখানে খুঁজ্‌তে এসেছেন! খুব রেগে রেগে উত্তেজিত হয়েই এসেছেন! আমি যে সেখানে লুকিয়ে আছি, তা তিনি জানেন না। ডিউক হয় ত লুকিয়েছেন, এই ভেবে তিনি হয় ত এই ঘরেই প্রবেশ কোত্তে পারেন! অত্যন্ত ভয় হলো। সে ঘরের আর কোন দরজা আছে কি না, অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। যদি পথ পাই, বেরিয়ে পালাব, এই তখন আমার মৎলব। কিন্তু পেলেম না! কুমারীর শয়নঘরের সেই একটীমাত্র দরজা। অন্যদিকে যাবার কোন পথ নাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম।

কুমারী লিগ্‌নির সঙ্গে ডিউকপত্নীর তেজে তেজে কথা চোল্‌তে লাগ্‌লো। যদিও আমি ফরাসীভাষা শিক্ষা কোচ্চি, কিন্তু তাড়াতাড়ি কথা, সহজে সে কথাগুলি আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না, মনও সেদিকে ছিল না। বুঝিছিলেম, ঈর্ষ্যারোষের কথা! সে সব কথা শ্রবণ করা কখনই উচিত নয়, সেই জন্যই ভাল কোরে কাণ দিলেম না। যা কিছু শুন্‌লেম, তার মর্ম্মটুকুমাত্র আমার মনে আছে।

সক্রোধে ডিউকমহিলা বোল্লেন "তুমিই আমার সুখের পথে কাঁটা দিয়েছ!"

"আমি ?—পরমেশ্বরকে সাক্ষী কোরে আমি বোল্‌তে পারি, মিথ্যা সন্দেহ কোরে তুমি আমারে লজ্জা দিতে এসেছ!"

কুমারীর এই কথায় আরও ক্রোধে ডিউকপত্নী বোল্লেন, "সব রকমেই আমি সন্দেহ কোত্তে পারি। কাল রাত্রে ডিউক এখানে এসেছিল! আমি—"

কুমারী লিগ্‌নি এই কথার পর কি কি কথা বোল্লেন, আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না। ডিউকপত্নী চীৎকার কোরে বোল্লেন, "আমি চর রেখেছি!—কেন রাখ্‌বো না? সব আমি কোত্তে পারি! তুমি যখন্—"

এই কথার পরেও কি কথা তিনি বোল্লেন, কিছুই বুঝা গেল না। খানিকক্ষণ তাঁদের চুপি চুপি কথা হলো। খানিকক্ষণ পরে আবার আমি শুন্‌লেম, ডিউকপত্নী বোল্লেন, "তোমারে আমি মিনতি কোরে বোল্‌ছি, যাতে কোরে আমার দুঃখের অবসান হয়, তা তুমি কর। এর উপায় তুমি না কোল্লে কিছুতেই ত আমি উপায়ান্তর দেখ্‌ছি না। আবার কেন তুমি এখানে এলে?"—এই রকম কথা বোল্‌তে বোল্‌তে তিনি যেন কতই কাকুতিমিনতি কোত্তে লাগ্‌লেন। পূর্ব্বের জোর জোর কথা হঠাৎ যেন থেমে গেল। এত আস্তে আস্তে কথা হলো, কিছুই আমার কাণে এলো না। শেষকালে কুমারী লিগ্‌নি বোল্লেন, "আচ্ছা, আমি দেখ্‌বো। বিবেচনা কোর্‌বো। এমন ঘটনা যাতে কোরে আর না হয়, আমি তার উপায় চেষ্টা কোর্‌বো। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কাচ্চো না কেন? তোমার ছেলেদের আমি কত যত্নে লেখাপড়া শিখাচ্ছিলেম, কত যত্নে প্রতিপালন কোচ্ছিলেম, তা কি তুমি জান না?"

"আমার ছেলে!"—এই কথাটী উচ্চারণ কোরেই ডিউকমহিলা হঠাৎ যেন থেমে গেলেন। আমিও চোম্‌কে উঠ্‌লেম। বোধ হলো যেন, তিনিও কেঁপে উঠ্‌লেন। যদিও দেয়ালের আড়ালে আমি আছি, তথাপি সে সময় তাঁর চেহারাটা যেমন হলো, আমি যেন তা চিত্র কোরে দেখাতে পারি। ডিউকপত্নী আবার বোল্লেন, "আমার ছেলে!—ওঃ! তাদের নিজের বাপ—নিজের শিক্ষাদায়িনী!"

"ও সব কথা বোলো না!"—কুমারী লিগ্‌নি ত্রস্তস্বরে বোল্লেন, "ও সব কথা তুমি বোলো না! দয়া কর! আমার কথায় যদি বিশ্বাস কোত্তে না পার, গরিব বোলে আমার উপর তুমি দয়া কর! দেখ্‌তেই ত পাচ্চো, কত যন্ত্রণা আমি ভোগ কোচ্চি! দেহ দেখ! কি ছিলেম, কি হয়ে গেছি! আমার কেবল হাড়কখানি খাড়া আছে! ভয়ে আমি আর্‌সীতে মুখ দেখ্‌তে পারি না! আপ্‌নার চেহারা দেখে আপ্‌নিই ভয় পাই! শোকে—দুঃখে—রোগে—"

"ওঃ! তুমি কেবল তোমার যন্ত্রণার কথাই বোল্‌ছো!—আমার যে কি হোচ্চে, তা একবারও ভাব্‌ছো না! আহা! সে ব্যক্তিকে আমি যত ভালবাস্‌তেম, সে কথা তুমি যেমন জান, তেমন আর কেহই জানে না। তারে আমি—"

মনে ব্যথা পেয়ে কুমারী লিগ্‌নি বোল্লেন, "বাস্‌তে কেন, এখনো তাঁরে তুমি খুব

ভালবাস! তা যদি না হবে, তবে তোমার এত হিংসা কেন? কোথাও কিছু নাই, এখানে খুঁজ্‌তে এসেছ কেন? মিনতি করি, এখান থেকে তুমি যাও! দোহাই তোমার! আমার কাছে তুমি থেকো না! যা হোলে তোমার ভাল হয়, তাই হবে। আজিই আমি এ বাড়ী ছেড়ে চোলে যাব!"

"কথাটা ত ঠিক হবে? তোমার এ কথা ত নোড়্‌বে না? যদি ঠিক হয়, তোমারে শত শত সাধুবাদ দিব!—আশীর্ব্বাদ কোর্‌বো!"

"তাই হবে।"—একটু চঞ্চলস্বরে কুমারী লিগ্‌নি বোল্লেন, "তাই হবে।"

এই কথার পর তাদের দুজনে আর কি কি কথা হলো, তা আমি শুন্‌তে পেলেম না। ডিউকপত্নী চোলে গেলেন। বিবর্ণবদনে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কুমারী লিগ্‌নি ধীরে ধীরে আমার কাছে এলেন। চেহারা দেখে বোধ হলো যেন, মরামানুষ বেঁচে এলো! চক্ষে কেমন একরকম প্রদীপ্ত অগ্নিচ্ছটা নির্গত হোতে লাগ্‌লো! সেই রকম দীপ্তি যদি না থাক্‌তো, তা হোলে যথার্থই যেন মরামানুষ বিবেচনা হতো! ডিউকমহিলার সঙ্গে দেখা হবার পর তাঁর যেন আরও কতই যন্ত্রণা বেড়ে উঠেছে, সেটী আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম। যদিও বুঝ্‌লেম, চরিত্র ভাল নয়, তথাপি তাঁর তখনকার চেহারা দেখে, আমার দয়া হলো। কুমারী আমারে ইঙ্গিত কোরে ডাক্‌লেন, মুখে কিছুই বোল্লেন না। যে ঘরে আমি আগে বোসে ছিলেম, দুজনে একসঙ্গে সেই ঘরেই প্রবেশ কোল্লেম। কুমারী আবার চিঠী লিখ্‌তে বোস্‌লেন। হাত কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। দুবার দুবার তাঁর হাত থেকে লেখনীটী খোসে পোড়ে গেল। দুবার দুবার তিনি অস্থিসার হস্তে ললাটের ঘর্ম্ম মার্জ্জন কোল্লেন। বহুকষ্টে চিঠীখানি তিনি সমাপ্ত কোল্লেন।—মোড়ক কোল্লেন,—মোহর কোল্লেন, শিরোনাম দিলেন না।

চিঠীখানি আমার হাতে দিয়ে, নম্রস্বরে তিনি বোল্লেন, "অনুগ্রহ কোরে চিঠীখানি ডিউকেক দিও! ডিউক লিখেছেন, তুমি অতি বিশ্বাসপাত্র। চেহারাতেও আমি দেখ্‌ছি তাই। গোপনের কথা তোমারে আর বোলে দিতে হবে না, কেবল আমার একটী কথা বল্‌বার আছে। আমি ত বোধ করি, পৃথিবীতে আমার তুল্য দুঃখিনী আর কেহই নাই! এই দুঃখিনীর প্রতি তুমি একটু দয়া কোরো! যিনি এখানে এসেছিলেন, যে সব কথা বোলে গেলেন, যদি শুনে থাক, কাহারো কাছে প্রকাশ কোরো না! ডিউক যেন এ কথার বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে পারেন না। তোমার কাছে কেবল আমার এই উপকার ভিক্ষা! যদি কিছু শুনে থাক, ভুলে যেয়ো! ডিউকের স্ত্রী এখানে এসেছিলেন, আকার-ইঙ্গিতে ডিউকের কাছে সে ভাবটী কিছুই জানিও না! আর আমি তোমারে কি বোল্‌বো, তিনি নিজে কোন সন্দেহ কোর্‌বেন না। এ সব কথা তোমারে কিছু জিজ্ঞাসাও কোর্‌বেন না, কেবল তুমি সাবধান থাক্‌লেই সব দিক্ রক্ষা হবে। পার্‌বে কি? অঙ্গীকার কোত্তে পার কি?"

"অবশ্যই পারি! যে সব কথায় আমার নিজের কোন সম্পর্ক নাই, সে সব কথা

কথনই আমি প্রকাশ করি না। বিশেষত যে সব কথায় স্ত্রীপুরুষে মনোমালিন্য জন্মে, তেমন ঘরভাঙা কথায় আমি একেবারেই অনভ্যস্ত !”

“আঃ ! এই বয়সে তোমার ত বেশ ধর্ম্মজ্ঞান ! বড়ই খুসী হোলেম ! তোমার সাধুভাব দেখে আর একটী নিগূঢ় কথাও আমি তোমারে জানিয়ে রাখি। তুমি আমারে অসতী মনে কোরো না ! যদি কিছু শুনে থাক,—অবশ্যই শুনেছ, সব যদি না শুনে থাক, বেশীর ভাগ অবশ্যই শুনেছ, কিন্তু——”

কুমারীর কথায় বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, “অতি অল্পই আমি শুনেছি। যা কিছু শুনেছি, তাও শোন্‌বার ইচ্ছা ছিল না।”

“হাঁ হাঁ, দৈবক্রমেই শুন্‌তে পেয়েছ। প্রণয়-ঈর্ষ্যার ধর্ম্মই ঐ রকম ! ঈর্ষ্যায় যে সন্দেহ, সে সন্দেহটা দূর কর্‌বার জন্য, যথার্থ মনের কথাই তাঁরে আমি বোলেছি। তোমার কাছেও মনের কথা বোল্‌ছি।—আমারে তুমি কলঙ্কিনী বিবেচনা কোরো না ! তা আমি নই ! পরমেশ্বর সাক্ষী, তা আমি নই !”

কথাগুলি শুনে আমার ভারী কষ্ট হলো। আসামীরা যেমন আপীল আদালতে অপবাদক্ষালনের জন্য আপীল করে, কুমারী লিগ্‌নিও যেন আমার কাছে তাই আরম্ভ কোল্লেন। আমি নিরুত্তর থাক্‌লেম দেখে, তিনি যেন আমার ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেন। চুপ কোল্লেন। একটু শান্ত হোলেন। খানিকক্ষণ কি ভেবে, মৃদুস্বরে বোল্লেন, “তোমারে এতক্ষণ বোসিয়ে রাখা আমার ভাল হোচ্চে না ! তুমি যাও ! যা যা বোল্লেম, মনে রেখো ! যা যা ঘোটে গেল, সমস্তই যেন তোমার মনের আবরণে ঢাকা থাকে।”

সেলাম কোরে আমি বিদায় হোলেম। পথে যেতে যেতে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, ডিউক কি এটা ভাল কোল্লেন ? যদিও তিনি আমার যথেষ্ট উপকার কোরেছেন, যদিও তাঁর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি, তা বোলে এমন কাজে আমারে প্রেরণ করা,—এটা কি তাঁর ভাল হলো ? অবশ্যই তিনি আমারে লোকের কাছে পত্র দিয়ে পাঠাতে পারেন। এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা হবে, সেটাও কিছু তিনি আগে জান্‌তেন না, ভাবেনও নাই, সন্দেহও করেন নাই ;—কিন্তু তা বোলে ও রকম কাজে আমারে প্রেরণ করা ভাল হয় নাই। যা হবার তা হলো, এর পর আর এমন ঘোট্‌বে না। ডিউকপত্নীর কাছে কুমারী লিগ্‌নি স্পষ্টই স্বীকার কোল্লেন, সে বাড়ী থেকে উঠে যাবেন। কোথায় যাবেন, কোথায় থাক্‌বেন, ডিউক হয় ত সে সব সন্ধান কিছুই জান্‌বেন না ;—জান্‌তে হয় ত পার্‌বেনই না। আমারেও আর ও রকম বিশ্রী পত্র বিলি কোত্তে হবে না।

বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে আমি দেখ্‌লেম, যেখানকার ডিউক, সেইখানেই বোসে আছেন। আমি বেরিয়ে যাবার পর কোথাও তিনি যান নাই। তাঁর তেজস্বিনী পত্নীর সেটা মিথ্যা সন্দেহ। ডিউকের চক্ষু দেখে বুঝ্‌লেম, আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তিনি যেন বড়ই অস্থির হয়ে রয়েছেন।

চিঠীখানি আমি তাঁর হাতে দিলেম। প্রশান্তবদনে তিনি বোল্লেন, “দেখ জোসেফ !

তোমার কাছে আমি বড়ই উপকৃত হোলেম। আমার কেবল একটী অনুরোধ এই, যে কাজ তুমি কোল্লে, এই বাড়ীর ভিতর সে কথাটী যেন কেহই না শুনতে পায়।"

অঙ্গীকার আমার মুখাগ্রেই ছিল, নম্রভাবে অঙ্গীকার কোরে, ডিউকের সম্মুখ থেকে আমি সোরে এলেম।

বাড়ীর যে মহলে কর্ত্তাগৃহিণীর শয়নঘর, সেই মহলের পশ্চাতেই এক মনোহর উদ্যান। সেই উদ্যানের পরেই সাধারণ ক্রীড়াভূমি। সেই ফরাসীক্রীড়াভূমির নাম "চাম্পএলিসিস্।" সাধারণ কথায় সেই ময়দানটী প্যারিসের হাইডপার্ক। যেদিন আমি পত্র বিলি করি, সেইদিন অপরাহ্নে বাগানে আমি বেড়াতে বেরিয়েছি, ডিউকমহিলার প্রধানা সহচরী এমিলিও সেই সময় সেই বাগানে বেড়াতে গেল। বসন্তের প্রারম্ভ। বসন্তকালে দিবসের শেষভাগ অতি রমণীয়। সে সময় উদ্যানভ্রমণে মনের বেশ তৃপ্তি জন্মে। চারিদিক দেখে দেখে আমি বেড়াচ্চি, এমিলির সঙ্গে দেখা হলো। এমিলি যুবতী। বয়স অনুমান বাইশ বৎসর। মুখের চেহারা খুব ভাল নয়, কিন্তু গঠনভঙ্গী সুন্দর। হস্তপদ মোলায়েম, দৃষ্টি প্রশান্ত। উজ্জ্বল বেশভূষা পরিধান কোরে, এমিলি সর্ব্বদাই বাহার দিয়ে বেড়ায়। পূর্ব্বে আরও অনেকবার এমিলির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে,—কথা হয়েছে, আলাপ হয়েছে। এমিলির মন বড় পরিষ্কার। প্রকৃতি অতি সরলা। মনে কোন কোর্‌কাপ নাই। কথার ঘোর ফের কিছুই বুঝে না। প্রমাণ পেয়েছি, চরিত্রও খুব ভাল। কর্ত্রীর কাছে যখন থাকে, তখন বড় একটা কথা কয় না। খুব শান্ত,—খুব নম্র,—খুব ধীর! মুখে একটু হাসি পর্য্যন্ত থাকে না। কিন্তু আপনাদের ঘরে যখন থাকে, তখন তার হাসির ঘটা দেখে কে? হেসে হেসে কতই গল্প করে, কতই আমোদ আহ্লাদ করে, হাসি আর থামে না। এমিলি অত্যন্ত গল্পপ্রিয়। খোসগল্প পেলে সে আর কিছুই চায় না। গল্পপ্রিয় বোলে বাজে গল্প করে না। কোন লোকের নিন্দাকুৎসাও মুখে আনে না। ইতরলোকের মত রসিকতাও ছড়ায় না। বেশ পাকা পাকা ভালভাল গল্প করে। ঘরসংসারের কথাই বেশী বলে। বাড়ীর পরিবারেরা যে সব কথা জানেন, দাসীচাকরেরা যে সবকথা জানে, সেই সব কথাই এমিলির মুখে শুনা যায়। কোন একটী কথায় অলঙ্কার দিয়ে বাড়িয়ে বলা তার অভ্যাস নয়। সরাসরি ঠিক ঠিক কথাই প্রকাশ করে। কিছু কিছু ইংরাজীও জানে। আমার সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কয়। এমিলির একটু একটু ইংরাজী জানা আছে। এমিলির সঙ্গে গল্প কোরে, বাস্তবিক আমি বেশ আমোদ পাই।

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে এমিলি আমারে বোল্লে, "বাঃ! তুমিও যে দেখ্‌ছি বেরিয়েছ! বেশ দিনটী কিন্তু আজ! বেশ বাতাস! দিনকতক পরেই বাগানে সব ফুল ফুটবে। তুমি আমারে ফুল তুলে দিবে, আমি আমার কর্ত্রীর জন্য মালা গাঁথবো, তোড়া বানাবো। তুমি জোসেফ, তোড়া বাঁধতে জান? দুজনেই আমরা

ফুলের তোড়া সাজাব। হাঁ হাঁ, ভাল কথা,—ফরাসীভাষা তোমার বেশ শিক্ষা হোচ্চে ? আজ সকালে আমি আমার পুস্তকের ভিতর একখানি ইংরাজী বাক্যাবলী পেয়েছি। কুমারী লিগ্‌নি—বুঝলে কি না,—কুমারী লিগ্‌নি আমাদের এই বাড়ীতে আগে ছিলেন। ছেলেদের লেখাপড়া শিখাতেন। সেই বাক্যাবলীখানি তিনিই আমারে দিয়েছিলেন। আজ সকালে সেখানি যখন আমি পাই, তখন তোমার কথা মনে হলো। তোমারে আমি সেইখানি দেখাব। ফরাসীর সঙ্গে ইংরাজী মিলানো বেশ সহজ। শীঘ্র শীঘ্রই তুমি শিখ্‌তে পার্‌বে। আর দেখ, তোমার মাতৃভাষা আমারে যদি তুমি শিখাও, আমাদের ভাষাও কিছু কিছু তোমারে আমি শিখিয়ে দিতে পার্‌বো !"

এমিলির আমোদের কথায় আমি উত্তর কোল্লেম, "ইতিমধ্যে অনেকগুলি আমি শিখে ফেলেছি। আমি—"

সাহাস্যবদনে এমিলি বোল্লে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তা আমি জানি। কাল তুমি জষ্টিনের সঙ্গে কথা কোচ্ছিলে, তা আমি শুনেছি। বেশ শিখেছ তুমি। আমাদের ভাষার চলিত কথাগুলি বড় শক্ত। তা পর্য্যন্ত তুমি শিখেছ। এত শীঘ্র অত শিখেছ, দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি। খুব বাহাদুর !"

এমিলি আমারে বাহাদুর বোল্লে। আমিও আহ্লাদ কোরে তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কুমারী লিগ্‌নির কাছেই কি তুমি ইংরাজী কথা শিখেছ ?"

"না ;—একটী ইংরেজপরিবার ফ্রান্‌সে এসে বাস কোরেছিলেন, তাঁদের বাড়ীতেই আমি চাক্‌রী কোত্তেম, সেইখানেই আমার ইংরেজী কথা কওয়া অভ্যাস হয়েছে। কুমারী লিগ্‌নি আমার সঙ্গে ইংরেজী কথা কইতে বড় ভালবাস্‌তেন। পরিষ্কার জলের মত তিনি ইংরাজী বোল্‌তে পারেন, আমারও তাতে বড় আমোদ ছিল। আহা ! কুমারী লিগ্‌নী সকল রকমেই ভাল ছিলেন। যেমন সৎ, তেম্‌নি ঠাণ্ডা, তেম্‌নি মিষ্ট-ভাষিণী। এ বাড়ীর সকলেই তাঁরে ভালবাস্‌তো। বোল্‌তে কি,—তোমাতে আমাতে কথা,—তাঁর কাজে এখন যিনি আছেন, তাঁকে আমারা তত ভালবাসি না। জান তুমি, এখন যিনি আছেন, তাঁর নাম বিবি কল্‌বার্ট।"

এমিলির কথা শুনে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কুমারী লিগ্‌নী তবে এখান থেকে ছেড়ে গেলেন কেন ?"

"সেটা আমরা ঠিক জানি না। বাড়ীর ভিতরে যদি কোন গুহ্য কথা থাকে, তাও যদি আমি জান্‌তেম, তা হোলেও তোমার কাছে প্রকাশ কোত্তেম না। কেন তিনি ছেড়ে গেছেন, বাড়ীর দাসীচাকরেরা সকলেই তা জানে। আমিও যেমন জানি, তারাও তেম্‌নি জানে। তবে আর তোমার কাছে প্রকাশ কোত্তে দোষ কি ?"—এই পর্য্যন্ত বোলে, সরলা এমিলি ইতস্তত একবার চেয়ে দেখ্‌লে। কেহ আমাদের কথা শুন্‌তে পাচ্চে কি না,—নিকটে কেহ আছে কি না, সেটী ভাল কোরে জান্‌লে। তার পর একটু চুপি চুপি বোল্‌তে লাগ্‌লো, "কথাটা কি জান, আমাদের

কর্ত্রীঠাকুরাণী তাঁর উপর কিছু সন্দেহ কোত্তেন। জান্‌তেই ত পেরেছ, কেমন অভিমানিনী তিনি:—বোধ হয় যেন, ঈর্ষ্যা জন্মেছিল!”

“ঈর্ষ্যা জন্মে, কুমারী লিগ্‌নি কি এতই সুন্দরী?”

“ওঃ! সে সময় পরমসুন্দরী ছিলেন। তাঁর রূপ দেখে সকলেই মোহিত হতো। ছয় সাত বৎসর তিনি এ বাড়ীতে ছিলেন। সাত আট মাস হলো, ছেড়ে গিয়েছেন। আমি এখানে চার বৎসর আছি। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ জানাশুনা হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে তিনি যেন কোন দুর্ভাবনায় বিশ্রী হয়ে পড়েন। ভেবে ভেবে শক্ত একটী পীড়া জন্মে। তাতেই তিনি কর্ম্মত্যাগ কোরে যান। এখন শুনতে পাই, তাঁর সে চেহারা আর কিছুই নাই। কর্ত্রীর দ্বিতীয় সহচরী ফ্লোরাইণ——আমার চেয়েও কর্ত্রী তারে বড় ভালবাসেন, বেশী বিশ্বাসও করেন। ফ্লোরাইণের কাছেই তিনি সব মনের কথা প্রকাশ করেন। সেদিন কুমারী লিগ্‌নির সঙ্গে ফ্লোরাইণের দেখা হয়েছিল। সে আমারে বোল্লে, পীড়ার যন্ত্রণায় তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে গেছে! সর্ব্বদাই কি ভাবেন, ভেবে ভেবেই জীর্ণশীর্ণ! ফ্লোরাইণ সর্ব্বক্ষণ বাড়ীতে থাকে না। সর্ব্বদাই বাহিরে বাহিরে বেড়ায়। গৃহিণীর যে সকল ভাল ভাল সাজগোজ প্রয়োজন, ফ্লোরাইণ নিজেই সব কিনে কিনে আনে।”

একটু হেসে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “কর্ত্রী বেশী ভালবাসেন বোলে ফ্লোরাইণের উপর তোমার কি হিংসা হয়?”

“হিংসা?”—হাস্যমুখী এমিলি হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে,“হিংসা?—হিংসা আমি জানি না!—হিংসাই বা হবে কেন? দুজনেই আমরা একজনের কাছে চাক্‌রী করি। এক জনকে তিনি বেশী বিশ্বাস করেন, কোল্লেনই বা। আমার তাতে ক্ষতি কি? আমি আপ্‌নার কাজ আপ্‌নি বাজাই। কর্ত্রী তাতে আমার উপর অসন্তুষ্ট নন। তবে আর হিংসা আস্‌বে কেন?”—এই পর্য্যন্ত বোলে, খিল্‌খিল্ কোরে হেসে, এমিলি একটু রসিকতা কোরে বোল্লে, “ফ্লোরাইণের বিয়ে হবে! কর্ত্রীর প্রধান প্রিয়কিঙ্কর আদফ, সেই আদফের সঙ্গেই বিয়ে হবার কথা। আদফ ভারী গুমূটো লোক। তার চাউনি দেখে ভয় করে। সর্ব্বক্ষণ যেন মাটীর দিকেই চেয়ে থাকে। যখন তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। কোথায় যায়, কেন যায়, কেহই তা জানে না। ফ্লোরাইণ তেমন পতি পাবে, তাতে বরং আমি খুসীই আছি! তা যাক্, সে কথা যাক্। কি কথা আমরা বোল্‌ছিলেম?—হাঁ, ফরাসীভাষা আর ইংরাজীভাষা। আজ সন্ধ্যাকালে তোমারে আমি একটী জিনিস দেখাব!”

এমিলি একটু চুপ কোল্লে। মুখ দেখেই বুঝ্‌লেম, কি যেন একটু ভাব্‌লে। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, “আচ্ছা—আচ্ছা,—একটু দাঁড়াও! আমি আস্‌ছি!” এই কথা বোলেই এমিলি দ্রুতগতি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগ্‌লেম। কুমারী লিগ্‌নির সঙ্গে লেডী পলিনের যে সব কথা হয়, তার ভিতর আমি শুনেছিলেম,

গুপ্তচরের কথা। এমিলির মুখে যে রকম শুন্‌লেম, তাতে কোরে সেই কথাই যেন ঠিক মিল্‌লো। আদফ আর ফ্লোরাইণ, এরা দুজনে সর্ব্বদা বাড়ীতে থাকে না। কখন কোথায় যায়, এমিলি তা বোল্‌তে পাল্লে না। আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, ঐ দুজনেই গুপ্তচর। এমিলি চতুরা।—চতুরা, কিন্তু সরলা। আমি যেমন ইঙ্গিতে বুঝ্‌লেম, সর্ব্বক্ষণ কার্য্যপ্রণালী দেখেও, এমিলি তখন সেই গুপ্তচরের কথা বুঝ্‌তে পারে নি। সন্দেহও করে না। থাক্,—ঐ রকমেই থাক্। এসব কথা যত চাপা থাকে, ততই ভাল। আমিও তারে খোলসা কোরে কিছু বুঝিয়ে দিব না।

মনে মনে এই রকম আলোচনা কোচ্চি, এমিলি ফিরে এলো। হাতে এক তাড়া কাগজ। গোল কোরে জড়ানো, হাতের লেখা কাপী। কটাক্ষপাত মাত্রেই আমি বুঝ্‌লেম, ফ্রেঞ্চভাষায় লেখা। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছার অক্ষর। স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। আমি অনুমান কোল্লেম, এমিলি নিজেই লিখেছে।

সেই কাগজের তাড়াটী আমার হাতে দিয়ে, হাসিমুখী রসিকা হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "পকেটে ফেলো! পকেটে ফেলো! কে আবার কোথা থেকে দেখ্‌বে! দেখে হয় ত মনে কোর্‌বে, প্রেমের কথা! আমি তোমায় প্রেমপত্রিকা প্রদান কোচ্ছি! কিন্তু না জোসেফ! আমি তোমারে প্রেমপত্রিকা দিচ্ছি না!—এটী প্রেমপত্রিকা নয়! এগুলি ভাল কথা। এতে সব চমৎকার কথা লেখা আছে। লুকিয়ে ফেলো! তর্জ্জমা কোরে রেখো। কাল যখন হয়, সেই তর্জ্জমা আমায় দেখিও। তর্জ্জমা যেন খুব ভাল হয়। তোমার ইংরাজীর সঙ্গে ফরাসী কথা আমি মিলিয়ে দেখ্‌বো। দেখে দেখে ইংরাজীও আমি অনেক শিখতে পার্‌বো। কাল কিন্তু ফিরিয়ে দিও। দেখো, খবরদার! তর্জ্জমা হোক্ আর নাই হোক্, এখানি কাল আমি চাই-ই চাই!"

"সত্য!"—মৃদু হেসে আমি বোল্লেম, "সত্য!—সত্যই কি তুমি কাল ফেরত চাও? ঈস্! তাই ত! এই হাতের লেখা খানকতক কাগজ,—এ দিয়েও তুমি আমারে বিশ্বাস কোত্তে পাচ্ছ না? আচ্ছা, আচ্ছা! লেখাটা কি তোমার নিজের? আমার বোধ হোচ্ছে, তুমি নিজেই কোন প্রেমের গল্প রচনা করেছ! পাছে আমি আর কাহাকেও দেখাই, পাছে তুমি লজ্জা পাও, সেই জন্যই কি ভয় পাচ্চো?"

ঈষৎ হেসে এমিলি বোল্লে, "ও সব কথা এখন আমারে জিজ্ঞাসা কোরো না!—যা বোল্লেম, তাই কোরো। কাপীগুলি পরিষ্কার রেখো। যেন ময়লা হয় না,—যেন কোন দাগ ধরে না,—সাবধানে রেখো;—হারিও না! অবশ্য অবশ্য কাল আমারে ফেরত দিও! কাহাকেও দেখিও না! ওটা কোন কাজের কথা নয়। তোমায় আমায় কেবল একটু আমোদ কোচ্ছি, এই মাত্র কথা। ঐ,—ঐ না গাড়ীর শব্দ হোচ্ছে?—কর্ত্রী বুঝি ফিরে এলেন! রাজবাড়ীতে গিয়েছিলেন। রাজা আজ একটী সভা কোরেছিলেন। আমাদের গৃহিণী রাজসভা থেকেই ফিরে আস্‌ছেন। আমি চোল্লেম।"

এই কথা বোলেই হাস্যমুখী এমিলি হাস্‌তে হাস্‌তে চোলে গেল। আমিও বাড়ীর

ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। আর কাহারো সঙ্গে দেখা না কোরে, সরাসর আপনার ঘরেই চোলে গেলেম। এমিলি আমারে কি দিয়ে গেল, সেইটী দেখ্‌বার জন্য মনে বড় আগ্রহ জন্মালো। তৎক্ষণাৎ পোড়্‌তে বোস্‌লেম। দেখ্‌লেম, যা ভেবেছি তাই! বেশ একটী গল্প! আগাগোড়া পাঠ কোল্লেম। অতি আশ্চর্য্য গল্প বোধ হলো। পোড়্‌তে যদিও আমোদ পেলেম, কিন্তু বড় বিশ্রী ব্যাপার! শুন্‌তেই অসম্ভব! ভয়ানক একটা জুয়াচোরের গল্প! তেমন ভয়ানক জুয়াচুরী প্রায় কুত্রাপি দেখা যায় না;—শুনাও যায় না!—দুরাচার পাদ্‌রী দরচেষ্টার দুবার দুবার আমার সঙ্গে যেরূপ জুয়াচুরী খেলেছে, এমিলির গল্প তার চেয়ে হাজার হাজার গুণে বেশী!—কোথায় লাগে রেবরেণ্ড জুয়াচোর দর্‌চেষ্টার! হাজার হাজার গুণ চাতুরী,—হাজার হাজার গুণ প্রতারণা!

গল্পটা খুব বড় নয়। দুঘণ্টার মধ্যেই আমি তর্জ্জমা কোরে ফেল্লেম। সন্ধ্যাকালে এমিলির সঙ্গে দেখা কর্‌বার সুযোগ অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। শয়নের পূর্ব্বেই দেখা হলো। সেই রাত্রেই জুয়াচুরী গল্পের মূল আর অনুবাদ, উভয়ই এমিলির হস্তে সমর্পণ কোল্লেম। সে সময়ে আমাদের আর কিছু বেশী কথা হলো না।

পরদিন প্রাতঃকালে লেডী পলিন পিত্রালয়ে যাত্রা কোল্লেন। তাঁর পিতা ফরাসী সেনাদলের একজন মার্শেল ছিলেন। প্যারিসের নিকটবর্ত্তী একটী পল্লী-নিকেতনে তিনি তখন অবস্থান কোচ্ছিলেন। লেডী পলিন সেই বাড়ীতেই গেলেন। সঙ্গে গেল ছোট ছোট ছেলেরা, ছেলেদের শিক্ষয়িত্রী বিবি কল্‌বার্ট, প্রিয় অনুচর আদফ্‌, সহচরী এমিলি, সহচরী ফ্লোরাইণ। অবধারিত হলো, লেডী পলিন এক পক্ষকাল পিতৃভবনে অবস্থিতি কোর্‌বেন।

দ্বিষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

একটী গল্প।

দশদিন সমস্তই চুপ্‌চাপ। সেই দশদিনের মধ্যে প্রকাশযোগ্য কোন ঘটনাই উপস্থিত হলো না। দশদিনের পর একদিন প্রাতঃকালে ডিউক একটী ঘরে বোসে আছেন, আমি তাঁর খবরের কাগজ আর চিঠীপত্রগুলি গুছিয়ে গুছিয়ে রাখ্‌ছি, আমার মুখপানে চেয়ে, ডিউক বাহাদুর গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "তাই ত! লোকটা কি ভয়ানক খেলাই খেলেছে!... ভয়ানক চাতুরিজাল বিস্তার কোরে, তোমার টাকাগুলি ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেছে! এতদিন হয়ে গেল, কিছুই সন্ধান পাওয়া গেল না!—অদ্ভুত চাতুরী!—অদ্ভুত জুয়াচুরী!—এমন প্রায় কোথাও দেখা যায় না!"

দেড় হাজার পাউণ্ডের শোক !—আমার বুকে সেই শোক আবার নূতন বাজলো ! যে ঘটনায় আবার আমি সামান্য দাসত্বে ভর্ত্তি হয়েছি, মনে আমার সেই ঘটনা নূতন হয়ে জাগলো ! নিশ্বাস ফেলে উত্তর কোল্লেম, "কিছুই সন্ধান হলো না !"

একটী নিশ্বাস ফেলে ডিউক বোল্লেন, "তাই ত ! জন্মাবধি এমন অপূর্ব্ব জুয়াচুরীর কথা আমি শুনি নাই ! ঠিক যেন কোন উপন্যাসের ঘটনা !"

"না মহাশয় ! নিতান্ত উপন্যাস নয় !—অপূর্ব্ব বোল্‌ছেন, নিতান্ত অপূর্ব্বও নয় ! সম্প্রতি ঘটনাক্রমে আমি একটী জুয়াচোরের বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছি ;—এ জুয়াচুরীর চেয়ে সেটা অনেক ভয়ানক !"

"খবরের কাগজে বুঝি পোড়েছ ?"—ডিউক বাহাদুর সবিস্ময়ে বোলে উঠ্‌লেন, "ও হো হো !—তা হোতে পারে !—খবরের কাগজে অনেক বড় বড় জুয়াচুরীর কথা লেখা থাকে ! প্যারিসের জুয়াচোরেরা পৃথিবীবিখ্যাত ! জুয়াচুরীবিদ্যায় তারা পরম পণ্ডিত ! জুয়াচোর-মণ্ডলে তাদের দ্বিতীয় নাই !—প্যারিসের পুলিস-পত্রিকায় নিত্য নিত্য অদ্ভুত অদ্ভুত জুয়াচুরীর কথা প্রকাশ পায় !"

"না মহাশয় !"—তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কোল্লেম, "না মহাশয় ! খবরের কাগজে পড়ি নাই ! খবরের কাগজেও নয়, ফরাসী ছাপার যে সকল বিজ্ঞাপনে আইন আদালতের রিপোর্ট বাহির হয়, সে প্রকার কোন ছাপার কাগজেও নয় !—আশ্চর্য্য ঘটনায় সেটী আমি জান্‌তে পেরেছি ! বোধ হোচ্ছে গল্প কথা ;—মিথ্যা কথা !—বোধ হয় কোন সুবুদ্ধি-রচনা !—একখানা হাতের লেখা কাগজ ।—দৈবাৎ সেখানা আমার হাতে পোড়েছিল, তাতেই আমি দেখেছি ।"

"সেটা বুঝি তবে তোমার খুব মনে লেগেছে ?—গল্পটা বুঝি খুব ভাল ? তাই বুঝি আমার কৌতূহল বাড়াচ্ছো ?"

"আমি সেটা ইংরেজীতে তর্জ্জমা কোরেছি । সেই জন্যই সব কথাগুলি আমার মনে আছে । একটী কথাও,—একটী বর্ণও ভুলি নাই ।"

ডিউক জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার কি ?—তুমি কি সেটাকে বেশ খোসগল্প মনে কোচ্ছো ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "উপন্যাস হোলেই তো খোসগল্প হয় ।—বেশ গল্প ! যিনি রচনা কোরেছেন, তাঁর কিন্তু খুব বাহাদুরী আছে । গল্পটা পাঠ কোল্লেই আপাতত মনে হয় যেন অসম্ভব ;—মিথ্যার উপর বড়ই চমৎকার অলঙ্কার দিয়ে সাজানো ! কোথাও যেন ঘোটেছে, কোথাও যেন ঘোট্‌লেও ঘোট্‌তে পারে, গল্পটী ঠিক সেই রকমে গাঁথা । গল্পকর্ত্তার এইটী বিশেষ গুণ !—গল্পকর্ত্তার বিশেষ প্রশংসার কথা !—যদিও গল্পকর্ত্তার না হয়, গল্পের গুণেই বুঝায় তাই !"

"ক্রমেই তুমি আমার আগ্রহ বাড়িয়ে তুল্‌ছো ! গল্পটী শুন্‌তে আমার বড়ই ইচ্ছা হোচ্ছে !"—এই পর্য্যন্ত বোলেই ডিউক বাহাদুর একবার ঘড়ী দেখ্‌লেন । আমার

মু... ...ন চেয়ে, বিশেষ আগ্রহ জানিয়ে, আবার বোল্লেন, "আর আধঘণ্টা আমার অ... ...শ আছে। গল্পটী তুমি আমাকে বল!"

একখানি চেয়ারের গায়ে হাত রেখে, একটু তফাতে আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম। ডিউকের আগ্রহ দেখে, সেইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমি গল্প আরম্ভ কোল্লেম :—

"প্রায় আঠারো উনিশ বৎসর হলো, একজন ফরাসী মারকুইস্—নাম প্রকাশ নাই, ...কটী পরমসুন্দরী ধনবতী কুমারীর সহিত সেই মারকুইসের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। কুমারী ...?—নাম প্রকাশ নাই। সেই মারকুইস্ ফরাসীদেশের এক বড়ঘরের সন্তান। অতি ...ক, অত্যন্ত ধনবান, অতি মান্যবংশে জন্ম। তিনি যখন——"

ডিউক বাহাদুর হেসে উঠ্‌লেন। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "বেশ—বেশ!—চমৎকার ...। বোসো তুমি!—বেশ গল্প। বোসে বোসেই সব কথা বল!"

...বার আমি আরম্ভ কোল্লেম। "সেই মারকুইস দিন দিন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ...য় প্রায় সর্ব্বস্ব হারেন। তখন তাঁর পিতা বর্ত্তমান। নিজের অপব্যয়ে ...দার হয়েছেন, পিতার কাছে সে সব কথা বলেন না। আর একবার ঐ রকমে ঋণজালে জড়িয়ে পোড়েছিলেন, পিতা উদ্ধার কোরেছেন;—আবার দায় জানাতে ...য় পান। দুদিকেই বিপদ! কথাটী যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, বিবাহের সম্বন্ধটা ভেঙে যাবে!—তেমন সুন্দরী কামিনীকে তিনি বিয়ে কোত্তে পাবেন না! সেই ভয়টা বড় ভয়! তাঁর পিতা তাঁরে স্বতন্ত্র একখানি বাড়ী দিয়েছিলেন। বিবাহের পর সেই বাড়ীতেই স্ত্রীপুরুষে বাস কোর্‌বেন, এই রকম বন্দোবস্ত।—স্বতন্ত্র লোকজনও তিনি রেখে দিয়েছিলেন। দশহাজার পাউণ্ড নগদ দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ পিতা কিছুই ত্রুটি করেন নাই। পুত্রও অঙ্গীকার কোরেছিলেন, আর তিনি বাজে খরচে টাকা উড়া-বেন না। সমস্ত বদ্‌খেয়ালি ছেড়ে দিবেন। বেশ ভালমানুষ হয়ে থাক্‌বেন। তাঁর পিতাও পুত্রের সুমতি দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।—মেঘের ভিতর সূর্য্যোদয়!—ঐ যাঃ! একটা কথা আমি বোল্‌তে ভুলেছি! সেটা—"

তাড়াতাড়ি ডিউক বোল্লেন, "ভুলো না! একটী কথাও ভুলো না। চমৎকার গল্প! ...টী আমাকে এত ভাল লাগ্‌ছে যে, সব আমি শুন্‌তে চাই! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব ...া তুমি বোলে যাও! কোন্ কথাটা বোল্‌তে ভুলেছ?"

আমি বোল্লেম, "বেশী ভুলি নাই। কেবল এইটুকুমাত্র ভুলেছি যে, মারকুইসের ...চারের কথাগুলো—অপব্যয়ের কথাগুলো, এমনি কৌশলে গোপন করা হয়েছিল ...,যে কুমারীর সঙ্গে বিবাহ হবার কথা, তিনি তার কিছুমাত্র জান্‌তে পারেন নাই! তার মাতাপিতা পর্য্যন্ত কিছুই শুনেন নাই! সেই কৌশলে প্রতারিত হয়েই, মারকুইসের পিতা পূর্ব্বঋণগুলি পরিশোধ কোরে দেন। ভালঘরে ছেলেটীর বিয়ে হবে, বৌটী খুব সুন্দরী হবে, পুত্র সুখে থাক্‌বে, তিনিও তাতে সন্তুষ্ট হবেন, এইরূপ তাঁর আশা। পুত্র কিন্তু সে আশা ভাসিয়ে দিলেন! পিতার কাছে যেরূপ প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, সে

প্রতিজ্ঞাটা কেবল মনভুলানো কথামাত্র সার হলো ! আবার তিনি জুয়াখেলায় মেতে গেলেন ! আবার নূতন নূতন ঋণ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন ! যে সকল ধূর্ত্ত মহাজন চতুর্গুণ স্বদে টাকা ধার দেয়, তাদের হাতেই নূতন নূতন খত সঞ্চিত হোতে লাগলো ! প্রায় নিত্য নিত্যই নূতন খত !—তা ছাড়া, আরো বিভ্রাট !—পিতার কাছে যে দশহাজার নগদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, চক্ষে দেখতে না দেখতেই সে সব টাকা উড়ে গেল ! —বাজে খরচের তুফানেই সমস্ত জঞ্জাল ফর্সা !"

মহা আগ্রহে ডিউক পলিন বোলতে লাগলেন, "বোলে যাও,—বোলে যাও, তার পর ?—তার পর ?"

আবার আমি বোলতে লাগলেম।—"তার পর বিবাহের কথা।—তিনমাস পরে বিবাহ।—সুন্দরী কুমারী তখন আপনার মাতাপিতার কাছেই থাকেন। মারকুইস এদিকে ছটফট কোত্তে লাগলেন। কি প্রকারে রাশীকৃত ঋণদায় থেকে পরিত্রাণ পাবেন, কি প্রকারে সেই সুন্দরী কুমারী হস্তগত হবে, দিবানিশি কেবল সেই ভাবনাতেই অস্থির ! ভাবনার আর কূল কিনারা পেলেন না ! হতাশে যেন পাগলের মত হয়ে উঠলেন ! পিতার কাছে আবার টাকা পাবার আশা করা, বৃথা আশা ! তিনি নিশ্চয় বুঝলেন, তাতে বরং আরো বেশী বেগতিক দাঁড়াবে। বৃদ্ধ ভারী হিসাবী লোক।—পুত্রের প্রথম অপরাধ ক্ষমা কোরেছেন,—আশা ছিল, শুধরে যাবে। সে আসা বিফল হলো !—ছেলে আরো দিন দিন বে-আড়া হয়ে দাঁড়ালেন ! আবার যদি টাকা চান,—ছেলে আবার দেনদার ফতুর, আবার যদি একথা শুনেন, তা হোলে কখনই বিবাহ কোত্তে দিবেন না। তেমন ভদ্রবংশের সুশীলা সুন্দরী কুমারী তেমন একটা অপদার্থ স্বামীর হাতে পোড়ে চিরকাল কষ্ট পাবেন, [illegible] সব যাবে, মানগৌরব সমস্তই নষ্ট হবে, তেমন বিবাহে মারকুইসের পিতা [illegible] রাজী হবেন না। বিষম বিভ্রাট ! তা ছাড়া, মারকুইস যে সব খত দিয়েছেন [illegible] মৃত্যুর পর যখন তিনি বিষয়ের অধিকারী হবেন, সেই সময় সেই সকল খতে[illegible] পরিশোধ করবার কথা লেখা আছে। পিতার অজ্ঞাতসারেই সে সব কাজ হ[illegible] সে কথা যদি পিতার কাণে উঠে, তিনি তা হোলে আরো রেগে যাবেন। এই পরিণাম চিন্তা কোরে মারকুইস এককালে নিরাশ্বাস হয়ে পোড়লেন ! উপায় কিছুই অবধারণ কোত্তে না পেরে, দেশত্যাগ করাই স্থির কোল্লেন। [illegible] প্রলোভনের হাত এড়িয়ে, কিছুদিনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করাই তাঁর তখন [illegible] সংকল্প হলো। যে সকল প্রলোভনের ফাঁদে পোড়ে, এতদিন তাঁর সর্ব্বনাশ ঘোট[illegible] সেই প্রলোভনের ফাঁদ কেটে, কিছুদিনের জন্য তিনি একটু খোলসা হবেন, [illegible] সুপরামর্শ ভাবলেন। জন্মাবধি তিনি রাইন নদে যাত্রা করেন নাই। একখানি [illegible] তরণী আরোহণে সেই হতভাগ্য মারকুইস রাইন নদে যাত্রা কোল্লেন।

"ষ্টীমার যখন দশেলদর্ফ আর কলোনের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছিল, মারকুইস

তখন নদের দক্ষিণ তীরে একটী ভগ্ন দুর্গের সুন্দর নিদর্শন দেখ্‌তে পেলেন। জাহাজের কাপ্তেনকে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন,"ওটা কি ?"—কাপ্তেন উত্তর দিলেন, "পূর্ব্বে ওখানে প্রচুর ক্ষমতাশালী এক ধনাঢ্য পরিবার বাস কোত্তেন। তাঁদের উপাধি ছিল কাউণ্ট। ক্রমাগত পুরুষানুক্রমিক অপব্যয়ের স্রোতে সর্ব্বস্বই উড়ে গেছে! তাঁরা কে কোথায় চোলে গেছেন, ঠিকানা নাই। মহাবিস্তৃত জমিদারীর সমস্তই প্রায় নীলাম হয়ে গেছে। কেবল বিঘাকতক পতিত জমীমাত্র পোড়ে আছে। দুর্গটা ধ্বংস হয়ে গেছে। বংশের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আর সেই ক-বিঘা জমী এখন কাহারও দখলে নাই। ভবিষ্যতেও যাঁর দখলে থাক্‌বে, তিনিও সেই বিলুপ্ত বংশের কাউণ্ট উপাধি ধারণের অধিকারী হবেন। বহুদিন হলো, সেই বংশের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি রাজসংসারে জব্দ হয়। কিন্তু এত সামান্য সম্পত্তি যে, সে জন্য ঝঞ্ঝট্‌ লওয়া রাজপুরুষগণের অনিচ্ছা;—তাচ্ছিল্য বোধ হয়। পোড়েই আছে। কেহই গ্রাহ্য করে না। কেবল ঐ ভগ্নদুর্গের নিকটে যারা যারা বাস করে, তারাই ঐ সামান্য সম্পত্তির অস্তিত্ব জানে। বহুবর্ষব্যাপী লোমহর্ষণ সংগ্রামে রুসিয়া রাজ্যের রাজভাণ্ডার যখন শূন্য হয়ে যায়, বিশ্ববিখ্যাত ওয়াটার্লুর যুদ্ধে যে মহা সমরানল নির্ব্বাপিত হয়, সেই সকল যুদ্ধহাঙ্গামার পর ছোট ছোট সম্পত্তির উপরেও রাজপুরুষদের চক্ষু পড়ে। যে প্রদেশে, যে জেলায়, যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিসম্পত্তি ছিল, সেই অর্থকৃচ্ছ্রের সময় সেই সকল সম্পত্তির বন্দোবস্তের হুকুম হয়। ঐ প্রকারে সমস্ত জমী প্রকাশ্য নীলামে অথবা—অবস্থাগতিকে ঘরাও বন্দোবস্তে বিক্রয় করবার হুকুম হয়। ঐ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আর তৎসম্বলিত পতিত ভূমির নাম ফর্দ্দে উঠে। সেই রাজাদেশ অনেকদিন পূর্ব্বে প্রচারিত হয়েছে। অপরাপর সমস্ত জমিই বিক্রয় হয়ে গেছে, কেবল ঐ টুকুর খরিদ্দার জোটে না। নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বোলে কেহই গ্রাহ্য করে না।"

"ষ্টীমারের কাপ্তেনর মুখে এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে, সেই ভ্রমণকারী মার্কুইস মনে মনে একটী কল্পনা স্থির কোল্লেন। ষ্টীমারখানি কলোনের বন্দরে পৌঁছিল। সেই-খানে তিনি নাম্‌লেন। অনুসন্ধানে অবগত হোলেন, ঐ পতিত জমীশুদ্ধ ভগ্ন দুর্গটী বিক্রয়ের জন্য একজন উকীলের প্রতি ভার আছে। দশেলদর্ফে সেই উকীল বাস করেন। কাল বিলম্ব না কোরে মার্কুইস সেই উকীলের কাছে গেলেন। উকীলের সঙ্গে দেখা কোল্লেন। কথাবার্ত্তায় উকীলটী এক রকম বেশ সাদালোক। কিন্তু বিষয়কর্ম্মে বিলক্ষণ কুটিল। ভিতরে ভিতরে অনেক রকম মারপ্যাঁচ্‌ খেলে। কূটবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধূর্ত্ততা আর স্বার্থপরতা যেন হাত ধরাধরি কোরে চলে। টাকা রোজগারের সময় উকীলসাহেবটীর বড় একটা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না!

"মারকুইস সেই উকীলকে বোল্লেন, অমুক জায়গার অমুক ভগ্ন দুর্গ, আর এত বিঘা পতিত জমী বিক্রয় করা হবে শুন্‌লেম। আপনিই কি বিক্রয় কর্‌বার ভার পেয়েছেন ?"

"জায়গার মানচিত্র দেখিয়ে, উকীল বোল্লেন," আমার উপরেই ভার আছে। শত-বর্ষের অধিক হলো, ঐ সকল জমী অকৃষ্ট পতিত অবস্থায় পোড়ে আছে। সে সকল জমীতে চাষবাস হয় না। কেহই গ্রহণ কোত্তে চায় না। তবে এক কথা এই যে, কোন সাধারণ লোক যদি ঐ সম্পত্তি খরিদ কোত্তে ইচ্ছা করে, সম্পত্তির সঙ্গে কাউণ্ট উপাধি প্রাপ্ত হবে। মানগৌরব বেড়ে উঠবে। খুব সস্তাদরে দেওয়া যেতে পারে। ২০০ পাউণ্ড মূল্য হোলেই ছেড়ে দেওয়া যায়।"

"মারকুইস বোল্লেন, "আমিই খরিদ কোত্তে ইচ্ছা করি।"—কথা শুনে সবিস্ময়ে উকীলসাহেব সেই মারকুইসের আপাদ-মস্তক একবার নিরীক্ষণ কোল্লেন। প্রথম পরিচয়ের সময়েই তিনি জেনেছিলেন, লোকটী কে?—পতিত ভূমি খরিদ করবার অভিপ্রায় শুনে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনি খরিদ কোরবেন?—বড়ই আশ্চর্য্য কথা! এমন ইচ্ছা আপনার কেন হলো?—আপনি ত মারকুইস আছেন।—কাউণ্ট উপাধি মারকুইস উপাধির চেয়ে অনেক ছোট। মারকুইসের মান বড়। আপনি মারকুইস আছেন। কেন আবার কাউণ্ট হোতে সাধ হয়?"

"এমন প্রশ্নে কেমন উত্তর দিতে হবে, বুদ্ধিমান মারকুইস আগে থাকতেই সেটা ভেবে চিন্তে ঠিক কোরে রেখিছিলেন। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "সাধ হবার মানে আছে। সম্মানটা রকম রকম হওয়াই খুব ভাল। ফরাসী বড়লোক হওয়া এক কথা, প্রুসিয়ার বড়লোক হওয়া আর এক কথা। দুই সম্ভ্রম একত্র হোলে বিশেষ গৌরব বাড়বে। গৌরব বাড়ানোই আমার ইচ্ছা।"

"সে কথা সত্য!"—গম্ভীরভাব ধারণ কোরে উকীল বোল্লেন, "সে কথা সত্য! বিশেষতঃ এ সম্ভ্রমটা ভারী সস্তা হোচ্চে। ২০০ পাউণ্ড বৈ নয়।"

"ওহো! ঐ কথাটাই ঠেকা ঠেকি!—ফ্রান্সের মারকুইস, প্রুসিয়ার কাউণ্ট, এই দুই উপাধি এক সঙ্গে দস্তখত কোত্তে আমার ভারী সাধ। কিন্তু দাম কেবল ২০০ পাউণ্ড মাত্র! দলীলখানা আমি লোকের কাছে দেখাবো কি কোরে?—লোকে ভাববে, ভিখারী কাউণ্ট! বাস্তবিক কাউণ্টপদের ঐ মূল্যটাও ঠিক যেন ভিখারীর সম্বলের মত! শুনতেই লজ্জা করে!"

"উকীলসাহেব বোল্লেন, "সে কথাও সত্য!"

"মারকুইস ক্ষণকাল যেন কি চিন্তা কোল্লেন। চিন্তাটা পূর্ব্বাহ্নেই তাঁর মস্তিষ্কের ভিতর সঞ্চিত হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ প্রকাশ কোল্লেন, "ফিকির আছে। যে উপায়ে লোকে ও রকমটা অনুমান কোত্তে না পারে, যে উপায়ে ঐ বাধাটা অতিক্রম করা যেতে পারে, সে উপায় আমি ঠিক কোরে রেখেছি। দলীলে লেখা থাকুক, বিশ হাজার পাউণ্ড। দিব আমি ২০০ পাউণ্ড। তা ছাড়া, আপনার পুরস্কার ১০০ পাউণ্ড।—আমাদের ভিতরের কথা আমরাই কেবল জানতে পাল্লেম। অপর লোকে কিছুই বুঝবে না। দলীলখানা দেখলেই মনে কোরবে, প্রকাণ্ড জমিদারী!"

"উকীল একটু বিস্ময় প্রকাশ কোল্লেন। আকাশপানে চেয়ে, কাণ উঁচু কোরে, কি যেন ভাব্‌লেন।—আইনজ্ঞ লোক কি না, বুদ্ধি অমনি ভেসে উঠ্‌লো। বুদ্ধিটা যেন আকাশ থেকেই পোড়্‌লো। সেই বুদ্ধির জোরে তিনি বোল্লেন, "ষ্ট্যাম্পের দামটা যে অনেক হবে! ২০০ পাউণ্ডের সম্পত্তির কোবালা যত মূল্যের কাগজে লেখাপড়া হয়, ২০ হাজার পাউণ্ডের সম্পত্তির দলীলে তার চেয়ে কত বেশী দামের কাগজ লাগ্‌বে, সেটা হয় ত আপনি হিসাব কোত্তে ভুলেছেন।"

"না না,—ভুলি নাই!—ভুল্‌বো কেন? যা লাগে, তাই দেওয়া যাবে। ষ্ট্যাম্পের দামের তফাৎটা তত ধর্ত্তব্যই নয়! আপনি ঠিক করুন।—দলীল প্রস্তুত করুন। অবশ্যই আপনি পুরস্কার পাবেন।"

"বুকের সাহসেই মারকুইস বাহাদুর ঐ রকম তেজের কথা বোল্লেন। তিনি প্যারিস থেকে সুধু হাতে যান নাই। তাঁর সঙ্গে কিছু অর্থ ছিল। সেই জোরেই ঐ রকম কথা। সেই জোরেই তিনি আরো বোল্লেন, "আপনার কেরাণীরা সমস্ত ঠিকঠাক কোরে দিবেন, তাঁরাও অবশ্য বক্‌সিস্ পাবেন। মূল কথা, ব্যাপারটা সব গোপনেই থাক্‌বে। প্রুসিয়াতে সে দলীল কাহাকেও আমি দেখাব না। কেবল প্যারিসের লোকের কাছেই মান বাড়াব। এ নগরেও কেহ কিছু জান্‌তে পাব্‌বে না। নগরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরাও আমাদের এই কার্‌বারের সত্য-তত্ত্বে কালা-কাণা হয়ে থাক্‌বে!"

মারকুইস এই সব কথা বোল্লেন। এই রকম পরামর্শ স্থির কোল্লেন। বুদ্ধির জলেই উকীলটীকে ভিজালেন!—উকীলসাহেবও রাজী হোলেন। আইনজ্ঞ লোক কি না, আইনের মারপ্যাঁচ্ তাঁকে বুঝাতে হয় না!"

এই পর্য্যন্ত শুনে, আমার আবিষ্ট শ্রোতা সকিতে বোলে উঠ্‌লেন, "সেই হাতের লেখা কাপীখানা তুমি কোথায় পেয়েছিলে?—অতি চমৎকার গল্প! এত চমৎকার লাগ্‌ছে যে, সেখানি আমি নিজেই পাঠ কোত্তে ইচ্ছা কোচ্ছি!"

বিস্মিতভাবে আমি বোল্লেম, "বলেন কি আপনি? এত বড় মিথ্যাকথাটা আপনাকে কি এতই ভাল লাগ্‌ছে? যতদূর আমি বোলেছি, তার ভিতর তত ভাল লাগ্‌বার ত কিছুই নাই! আসল কথাটুকু এখনো আমি বলি নাই। শেষের কথাই বাকী। সেই টুকুই এই গল্পের সার ভাগ।"

"বটে—বটে!"—জ্বলন্ত উৎসাহে ডিউক বোলে উঠ্‌লেন, "আচ্ছা—আচ্ছা!—বোলে যাও।—বোলে যাও!"—এই রকম উৎসাহ জানিয়ে, তিনি একপাত্র কাফি পান কোল্লেন। আমি আবার আরম্ভ কোল্লেমঃ—

"দলীল লেখাপড়া হলো। মারকুইস বাহাদুর পণের টাকা শোধ কোরে দিলেন। হিসাবমত খরচাও প্রদান কোল্লেন। উকীলের বক্সিস, কেরাণীদের বক্সিস, সমস্তই চুকিয়ে দিলেন। সমস্ত কার্য্যই পরিষ্কার হয়ে গেল। আর তিনি সেখানে কিছুমাত্র বিলম্ব কোল্লেন না। তাড়াতাড়ি প্যারিসনগরে প্রস্থান কোল্লেন। যে মৎলবে বেরিয়ে

ছিলেন, ঋণদায়ে ফতুর,—কেহই সে সব কথা জান্‌তে পাল্লে না। মনের আনন্দে তিনি আপন আবাসে পুনঃপ্রবেশ কোল্লেন। দলীলখানি পকেটেই থাক্‌লো। সুবিধামত একদিন সেই দলীলখানি সঙ্গে কোরে, নগরের একজন ধনবান্ মহাজনের বাড়ীতে তিনি উপস্থিত হোলেন। সেই মহাজনকে তিনি বোল্লেন, "হঠাৎ একটা বিশেষ কাজের জন্য ১৭।১৮ হাজার পাউণ্ড দরকার হয়েছে। জরুর দরকার!—দশদিন পূর্ব্বে ২০ হাজার পাউণ্ডের দায় চুকাতে হয়েছে। কাজেই অনাটন।"

"মহাজন জামীন চাইলেন। কি সম্পত্তি বন্ধক রেখে অত টাকা দেওয়া যেতে পারে, জান্‌তে চাইলেন। মার্‌কুইস্ বাহাদুর সেই নূতন দলীলখানি বাহির কোরে দেখালেন। মুখেও প্রকাশ কোরে বোল্লেন, রাইন নদের তীরে নূতন জমীদারী খরিদ করা হয়েছে। মহাজন আর কিছুই জান্‌তে চাইলেন না। সম্ভ্রান্ত পদ, সম্ভ্রান্ত উপাধি,—সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম, বিশেষতঃ দলীলখানি আইন অনুসারে দস্তুরমত লেখাপড়া হয়েছে; সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাক্‌লো না। দলীলের সঙ্গে প্রুসীয় মন্ত্রীর হুকুমনামা আছে। সেই হুকুমনামায় রাজারও স্বাক্ষর আছে। যে ক্ষমতাপত্রের বলে, যিনি বিক্রয় কোবালা লিখে দিয়েছেন, সেই ক্ষমতাপত্রও মহাজন দর্শন কোল্লেন। আর কি গোলমাল থাকা সম্ভব? পরিষ্কার কাজ,—পরিষ্কার দলীল,—আইন আদালতের মঞ্জুরী, তার উপর আর টীকা কর্‌বার কিম্বা দ্বিধা রাখ্‌বার কোন কথাই থাক্‌লো না। মহাজন বিনা সন্দেহে সেই মার্‌কুইস্‌কে সতেরো হাজার পাউণ্ড ঋণ প্রদান কোল্লেন। দলীলখানি বন্ধক থাক্‌লো। টাকা আদায়ের মেয়াদ পাঁচ বৎসর। মার্‌কুইস্ ভেবেছিলেন, পাঁচ বৎসরের মধ্যে অবশ্যই পিতার মরণ হবে। একান্তই যদি না মরেন, অন্য রকমে আর কোথাও কর্জ্জ কোরে, পাঁচ বৎসর পরে ঐ সতেরো হাজার পরিশোধ কোত্তে পার্‌বেন।

"টাকা ত লেন-দেন হয়ে গেল। বিদায়ের সময় মার্‌কুইস্ বাহাদুর চুপি চুপি সেই মহাজনটীকে বোল্লেন, এ কথা যেন প্রকাশ হয় না। নূতন জমিদারী খরিদ কোরেই বন্ধক দেওয়া, এটা বড় নিন্দার কথা। যেমন কেনা, অমনি বন্ধক;—লোকে শুন্‌লে মনে কোর্‌বে কি? গোপন থাকাই ভাল।"

"উকীলও বুঝ্‌লেন, গোপন রাখাই ভাল। অতবড় মহামান্য খাতকের গুপ্ত অনুরোধ রক্ষা করা চাই। আহ্লাদপূর্ব্বক তিনি সম্মত হোলেন। সুচতুর মার্‌কুইস্ বাহাদুর এই রকম জুয়াচুরীর বাহাদুরীতে জিতে—"

ডিউকের হাতের কাফিপাত্র অকস্মাৎ পোড়ে গেল! পাত্রটী হাতে কোরে তিনি একমনে গল্প শুন্‌ছিলেন, হাতখানি কেঁপে কেঁপে পাত্রটী পোড়ে গেল! আমি ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে দিলেম। গল্পে একটু বাধা পোড়্‌লো।

চঞ্চল হয়ে ডিউক বাহাদুর বোলে উঠ্‌লেন, "বেশ—বেশ!—বাঃ! বাহ্‌বা জোসেফ! বোলে যাও!—বোলে যাও! বড় চমৎকার গল্প!"

আমি আবার বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেম।—"সেই মার্‌কুইস্ বাহাদুর ঐ রকম জুয়াচুরীর

বাহাদুরীতে জিতে, আর একটী নূতন ফিকির খেলালেন। তাঁর পিতা ইতিপূর্ব্বে যে দশ হাজার পাউণ্ড প্রদান কোরেছিলেন, সে সব ত বাজে খরচে উড়ে গেছে! নূতন ঋণ করা সতেরো হাজারের ভিতর থেকে দশ হাজার পাউণ্ড বাহির কোরে, একটী ব্যাঙ্কে আপনার নামে জমা রাখ্লেন। পূর্ব্বের দেনাগুলি একে একে পরিশোধ কোল্লেন। এক রকমে লৌকিক সংসারে বেশ খোলসা হয়ে দাঁড়ালেন। ধর্ম্মের পথে খোলসা নয়, ঐ সতেরো হাজারের নূতন প্রতারণা তাঁর চুলে ধোরে থাক্লো!

"দিন চোলে যাচ্ছে। ধর্ম্মপথেই চলুন, কিম্বা অধর্ম্মপথেই চলুন, দিন-রাত সম ভাবেই চোলে যায়। প্রতারক মার্‌কুইসের দিন চোলে যেতে লাগ্‌লো। বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হলো। মার্‌কুইসের মহাজিত,--মহা আনন্দ!—দেখ্‌তে দেখতে সেই শুভদিন সমাগত। সকলদিকেই মঙ্গল। মহা সমারোহে সেই বাগ্‌দত্তা সুন্দরী কুমারীর সঙ্গে প্রতারক মার্‌কুইসের বিবাহ হয়ে গেল।

"ফরাসীদেশে বিবাহের যৌতুকের টাকা স্ত্রীধন বোলেই গণ্য হয়। স্বামীর তাতে কোন অধিকার থাকে না। মার্‌কুইস্ বাহাদুরের নবপরিণীতা পত্নী প্রচুর পরিমাণে স্ত্রীধনের অধিকারিণী হোলেন।—কেবল নগদ টাকা নয়, ভূমিসম্পত্তিও প্রচুর। সে সম্পত্তির রাজস্ব মার্‌কুইসের হাতে পড়ে না। সে সকল সম্পত্তি বন্ধক রেখে, সুচতুর মার্‌কুইস্ ইচ্ছামত টাকা ধার কোত্তেও পারেন না। যদি কিছু আবশ্যক হয়, পত্নীর অনুমতি আবশ্যক করে।—কেবল অনুমতিও নয়, পত্নীর দস্তখত প্রয়োজন হয়। পত্নীকে সে কথা বোল্‌তে মার্‌কুইসের সাহস হয় না। সতেরো হাজার পাউণ্ড! কম কথা নয়! কি বোলেই বা অকস্মাৎ তত টাকার অভাব জানান? কি বোলেই বা স্ত্রীকে প্রবোধ দেন? ততবড় প্রকাণ্ড কথায় ছোট খাটো চাতুরী-ছলনা খাটে না। কাজেই চুপ্‌চাপ! পৈতৃক সম্পত্তিতে যে মাসহরা বরাদ্দ আছে,—পিতা তাঁরে মাসে মাসে যত টাকা দেন, তাও কিছু সামান্য নয়। কিন্তু হোলে কি হয়?—তাতেও তাঁর কুলায় না! তার উপর আবার দেনা!—অল্প দেনা হোলেও বরং যোগে যাগে সারা হতো, কিন্তু অল্প ত নয়! সতেরো হাজার পাউণ্ড! তার উপরে সুদ! এত টাকা কোথা থেকে আসে? এ কথা ও বটে, আরো,—পাঁচ বৎসর মেয়াদে কর্জ্জ করা হয়েছে, তাড়াতাড়ি নাই। এমন অবস্থায় কেনই বা নূতন স্ত্রীর কাছে ছোট হোতে যাবেন? টাকার কথা উত্থাপনই করেন না। কেবল মনে মনে ভাবেন, আর গুম্ খেয়ে থাকেন।

"বোলেছি, মার্‌কুইসের পরিবারটী পরম সুন্দরী। মার্‌কুইসকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন। মার্‌কুইস্ যখন আপনার অবস্থার দুর্ভাবনায় বিমর্ষ থাকেন, সেই বিমর্ষভাব দেখে সুন্দরী তখন বড়ই কষ্ট পান।

"এক বৎসর অতীত। এক বৎসর পরে সেই মহাজনটী একদিন মার্‌কুইসের সঙ্গে দেখা কোত্তে এলেন। অপরাপর নানা কথার পর বোল্লেন, 'দেখুন, আমি সপরিবারে একবার রাইন নদে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা কোরেছি। কিছুদিন আমি দেশে থাক্‌ছি না।

কলোন নগরে কিছুদিন বাস করবারও ইচ্ছা আছে। আপনার সেখানকার দুর্গের লোকজনকে যদি কিছু বলবার থাকে, কিম্বা জমিদারীর কর্ম্মচারীগণকে যদি কোনপ্রকার উপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন, আমাকেই বলুন। আমি ত যাচ্ছি সেখানে, যা যা আপনার হুকুম, সমস্তই আমি তাদের জানিয়ে দিব। যদি পত্র লেখবার ইচ্ছা থাকে, লিখে দিন, আমিই পত্রবাহক হব। নিজেও আমি তদারক কোরে আসবো। কর্ম্মচারীরা ঠিক ঠিক নিয়মমত কাজকর্ম্ম কোচ্ছে কি না,—সমস্ত কাজ কর্ম্ম সুপ্রণালীতে চোলছে কি না, নিজের চক্ষে সমস্তই আমি দর্শন কোরবো। আমার দ্বারা আপনার যদি কিছু উপকার হয়, তাতে আমি বিশেষ আহ্লাদিত হব। আপনি সেখানে উপস্থিত নাই, আপনার লোকেরা গাফিলী কোরে, কোন রকমে কিছু ক্ষতি করে, এমন যদি বুঝি, বিশেষযত্নে সেই বিশৃঙ্খলা নিবারণের উপায় কোরে দিব। যাতে ভাল হয়, তাই আমি কোরবো। বলুন, আছে কি কিছু বলবার ?"

"বিষম বিভ্রাট !—মহাজনের মুখে এই সব কথা শুনে মারকুইসের মন কেমন হলো, লিখে জানাবার চেয়ে, পাঠকমহাশয়েরা অনুভবেই সেটী ভাল বুঝতে পারবেন। কথা শুনে বুক শুকিয়ে গেল ! বিপদ আশঙ্কা কোরে মনে মনে তিনি ভাবলেন, এ যদি যায়, এ যদি অনুসন্ধান করে, তবেই ত সব প্রকাশ হয়ে পোড়বে ! বঞ্চনা কোরে আমি ঠোকিয়ে এসেছি, এটা অবশ্যই বুঝতে পারবে ! সকল লোকের কাছে বোলে দিবে ! খবরের কাগজেও হয় ত ছাপিয়ে ফেলবে ! বেশী কথা কি, আমাকে হয় ত আদালতেও টেনে নিয়ে যাবে ! এই সকল নিদারুণ ভাবনায় মারকুইসের মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বোলতে লাগলো। এ প্রতারণা জানতে পাল্লে, মহাজন নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি প্যারিসে ফিরে আসবেন,—এসেই টাকার দাবী কোরবেন ! তিলমাত্রও বিলম্ব সহ্য হবে না !

"মনের ভিতর যে রকম ভয় হলো, সাক্ষাতে আছেন মহাজন, বাহিরে সে রকম ভয়ের লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পেলে না। বুদ্ধিচাতুর্য্যে মারকুইস্ বাহাদুরের প্রত্যুৎপন্ন মতি জন্মালো। তৎক্ষণাৎ তিনি মহাজনকে বোল্লেন, "বড়ই আশ্চর্য্য !—আজ আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছেন, এটা অতি আশ্চর্য্য ঘটনাই বোলতে হবে। আমিই আজ আপনার কাছে যাব, স্থির কোরে রেখেছি। আপনি একটু দেরী কোল্লেই আমি যেতেম। অনুগ্রহ কোরে আপনি যে টাকাগুলি আমাকে ধার দিয়েছেন, আমি সেইগুলি কল্যই পরিশোধ কোরবো !

"কল্য ?"—মহাজন একটু চঞ্চল হয়ে বোল্লেন, 'কল্য ?—কল্য অতি প্রত্যূষেই আমি জলযাত্রা কোরবো। সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিকঠাক। যতদিন ফিরে না আসি, ততদিন এ কাজটা সমাধা হবে না। এখন তবে স্থগিত থাক্। বেশী দিন আমি সেখানে থাকবো না, দেড় মাস পরেই ফিরে আসবো।'

"গম্ভীরবদনে মারকুইস্ বোল্লেন, 'হাতাহাতি পরিষ্কার হয়ে গেলেই ভাল হয়। আমার পিতা পীড়িত। আমি নূতন জমিদারী কিনেছি, তিনি অবশ্যই শুনেছেন।

তিন চারবার আমার কাছে দলীল দেখ্‌তে চেয়েছেন। পীড়ার সময় তিনি বড়ই খিট্‌খিটে হন। কথায় কথায় রাগ হয়। আমার ভয় হোচ্ছে, বারবার যদি আমি তাঁড়াভাঁড়ি করি,—এক একটা মিথ্যা ওজরে বারবার যদি বিলম্ব করি, দলীল্ যদি না দেখাই, তিনি আমার উপর ভারী চোটে যাবেন। কোন কথাই আর শুন্‌বেন না। মনে মনে হয় ত কোনরকম মন্দ সন্দেহও দাঁড়াবে।'

"মহাজন বোল্লেন, 'তা যদি হয়, আপ্‌নার পিতা রেগে উঠ্‌বেন, এমন যদি ঘটে, তা হোলে কাজেই কাল্‌কের দিন্‌টে আমাকে বাড়ীতে থাক্‌তে হয়। থাক্‌বোও তাই, পরশুদিন যাত্রা কোর্‌বো।'

"এইরূপ বন্দোবস্ত কোরেই মহাজন সেদিন বিদায় হোলেন। মারকুইস ভারী গোলমালে পোড়ে গেলেন। স্ত্রীকে সঙ্গে কোরে তিনি কোথাও বেড়াতে যাবেন, অঙ্গীকার কোরে রেখেছেন, একটা মিথ্যা ওজর কোরে যাওয়াটা বন্ধ কোল্লেন। তাঁর পত্নী সেই ওজরটাতে বড় একটা বিশ্বাস কোল্লেন না। মুখের চেহারা দেখেই বুঝ্‌লেন, কি একটা কাণ্ড ঘোটেছে। সে ভাবটীও মারকুইস বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেন।

"পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, পিতাপুত্র এক বাড়ীতে থাকেন না। বৃদ্ধ ডিউক সেই উপযুক্ত পুত্রের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী নির্দ্দিষ্ট কোরে দিয়েছেন। উন্মনা মারকুইস দ্রুতগতি পিতৃনিকেতনে চোলে গেলেন। ভেবে গেলেন, পিতার পায়ে ধোরে সমস্ত অপরাধ স্বীকার কোর্‌বেন;—ক্ষমা চাইবেন। উদ্ধারের আশায় অর্থপ্রার্থনা কোর্‌বেন। ভেবে গেলেন, কিন্তু হলো না। তাঁর পিতা তখন পক্ষাঘাতরোগে জ্ঞানশূন্য। তাঁর তখন বাক্‌শক্তি হোরে গেছে। তেমন অবস্থাতেও ডাক্তারেরা বোলেছেন, শীঘ্র মৃত্যু হোচ্ছে না। আর কিছুদিন বেঁচে থাকা সম্ভব।

"পিতার আসন্নকাল! পুত্রের তখন কর্ত্তব্য কি? তেমন সময় যখন গিয়ে পোড়েছেন, তখন অবশ্যই খানিকক্ষণ সেখানে থাক্‌তে হয়। লোকাচারের খাতিরে বিভ্রান্ত মারকুইস কিয়ৎক্ষণ সেই রোগীর ঘরে বোসে থাক্‌লেন। মনটা টল্‌টোলে! খানিকক্ষণ থেকেই নিতান্ত ভগ্নান্তঃকরণে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

"মারকুইস্ তখনও এককালে নিঃসম্বল হন নাই। তাঁর হাতে তখন পাঁচ হাজার পাউণ্ড মজুত ছিল। আর ১২ হাজার দরকার। কোথায় পান? কে দেয়? ছু'তিনজন বন্ধুর বাড়ীতে দৌড়ে গেলেন। একজন তখন সহর ছেড়ে স্থানান্তরে গিয়ে রয়েছেন। একজনের ভারী শক্তপীড়া, প্রায় তিনি শয্যাগত। দেখা কোত্তে পাল্লেন না। তৃতীয় বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বোল্লেন, হাতে টাকা নাই! তিনটী আশাই ভেসে গেল! মারকুইস বাহাদুর তাঁর উকীলবাড়ী ছুটে গেলেন। উকীলও মৌতাখতে টাকা ধার দিতে রাজী হোলেন না। "মারকুইসের তখন অন্য কিছু সম্পত্তি বন্ধক রাখ্‌বার ক্ষমতা ছিল না। অন্য কোন জামিন দিতেও অক্ষম। সুতরাং সেখানেও নিরাশ! নিশাকালে ঘরে ফিরে এলেন। মন তখন একেবারেই অস্থির! আশা-ভরসা কিছুই থাক্‌লো না।

রাত্রি প্রভাতেই টাকা চাই! তা না হোলেই চতুর্দ্দিক অন্ধকার! হাতে হাতে সর্ব্বনাশ! উপায় কি? পত্নী দেখ্‌লেন, পতির মন বড়ই বিচঞ্চল। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই সম্পূর্ণ চাঞ্চল্যের লক্ষণ। পিতার পীড়া, সেই জন্যই ঐ রকম ভাব, এটা তাঁর মনে লাগ্‌লো না। তিনি ভাব্‌লেন, আরো কোন শক্ত কারণ আছে। অন্তরে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, 'হয়েছে কি?'

"মারকুইস উত্তর কোল্লেন, 'পিতার জন্যই বিষাদিত। তা ছাড়া, অন্য কোন কারণ নাই। সে কথায় পত্নীর প্রত্যয় জন্মিল না। তিনি নিশ্চয় ভাব্‌লেন, অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ আছে। অত্যন্ত ভালবাসা স্বামী,—স্বামীর একটু অসুখে তিনি বড়ই অসুখী হন। স্বামীর ঐ রকম ভাব দেখে তিনিও অত্যন্ত বিষাদিনী। পতির মুখে পরিষ্কার উত্তর না পেয়ে, তাঁর চিন্তাকাতর হৃদয়ের বিষাদ আরো শতগুণে বেড়ে উঠলো। রাত্রি যখন নটা কি দশটা, সেই সময় মারকুইসের পিতার বাড়ী থেকে লোক এলো। সংবাদ দিলে, পীড়া অত্যন্ত বেড়েছে। শীঘ্রই তাঁরে সেখানে যেতে হবে।

"মারকুইসও বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, মহাজন এসে উপস্থিত। এসেই শুন্‌লেন, মারকুইস বাড়ীতে নাই। শুনেই তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। যে চাকর বোল্লে, বাড়ীতে নাই, সেই চাকরকেই তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা হোতে পারে কি না? এ কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন কেন? তিনি বিবেচনা কোল্লেন, পতির বিষয়কর্ম্মের কথা পত্নী অবশ্যই জানেন। জিজ্ঞাসা কোল্লে অবশ্যই সদুত্তর পাওয়া যেতে পারে। এই ভেবেই তিনি মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা কোত্তে চাইলেন। সাক্ষাৎ কর্‌বার অনুমতি হলো। মারকুইসের পত্নীর সঙ্গে মহাজন সাক্ষাৎ কোল্লেন। সসম্ভ্রমে বোল্লেন, রাইনের নূতন জমিদারী বন্ধক রেখে, আপ্‌নার স্বামী আমার কাছে যে টাকা কর্জ্জ কোরেছেন, কল্য প্রভাতে সেই টাকাগুলি পরিশোধ কর্‌বার কথা। আজ আমি একবার এসেছিলেম।' তিনি নিজেই ঐ কথা বোলেছেন। কল্য প্রত্যূষে জল-পথে আমি বেড়াতে যাব, ঐ কারণে যাওটা কাল বন্ধ রাখ্‌বো বোলেছিলেম; কিন্তু বন্ধ রাখা হলো না। কল্য প্রত্যূষেই আমায় যেতে হবে। দলীলখানি আমার ছেলের কাছে রেখে গেলেম। সে আমার সঙ্গে যাবে না। প্যারিসেই থাক্‌বে। তারে অবিশ্বাস কর্‌বার কোন কারণ নাই। আমি নিজে উপস্থিত থাক্‌লেও যে কাজ হতো, আমার পুত্র হোতেও তাই হবে। আপ্‌নার স্বামী সে বন্ধকের কথাটা গোপন রাখ্‌তে বোলেছেন। আমার পুত্র অবশ্যই সে কথা গোপন রাখ্‌বে।"

"রাইন নদের তীরে পতির এক জমিদারী আছে, মেমসাহেব সে কথার বিন্দু-বিসর্গও জান্‌তেন না। মহাজনের মুখে শুনে তিনি এককালে চমৎকৃত হোলেন। অমন কোন গুপ্তসম্পত্তি ছিল না, সেইটীই তিনি জান্‌তেন। মহাজনের মুখে শুনে, সবিস্ময়ে তিনি মনে মনে কোল্লেন, ঐ জন্যই তাঁর স্বামী দিবানিশি ভাবনাযুক্ত থাকেন। বৃদ্ধ পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়া, সে জন্য ততদূর চিন্তাযুক্ত থাকা সম্ভব নয়।

"মারকুইস্-মহিলা নিজের মনোভাবটা তৎক্ষণাৎ চাপা দিয়ে ফেল্লেন। বিস্ময়ভাব দেখ্‌লে মহাজন যদি কিছু মনে করেন, সেই জন্যই সাবধান হয়ে গেলেন। কথার কৌশলে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কত টাকার খত?

"মহাজন যখন টাকার পরিমাণের কথা উচ্চারণ কোল্লেন, সে সময় বিবিটীর বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা থাক্‌লো না। বিস্ময়ের উপর মহা-বিস্ময়! মহাজন সেই বিস্ময়ভাব দর্শন কোল্লেন। তাঁর মনে একটা ভয় হোতে লাগ্‌লো। তিনি ভাব্‌লেন, প্রকাশ কোরে ত বড়ই অন্যায় কাজ করেছি। গোপনের কথা এঁর কাছে প্রকাশ না করাই ভাল ছিল। কাজটা ভাল হলো না।

"মহাজন ভাব্‌লেন, ভাল হলো না। কিন্তু খাতকের পত্নী সে কথা কিছুমাত্র উত্থাপন না কোরে, মহাজনের পুত্রের নাম-ঠিকানা লিখে নিলেন। নিশ্চয় কোরে বোলে দিলেন, সেই কথাই ভাল। কল্যই ঋণ পরিশোধ করা হবে।

"মহাজন বিদায় হোলেন। রাত্রি যখন দুইপ্রহর, মারকুইস্ সেই সময় ঘরে ফিরে এলেন। পতির কণ্ঠবেষ্টন কোরে, সেই সুশীলা কামিনী আদরে আদরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, এতদিনের পর আমি জান্‌তে পেরেছি!—কেন তুমি সদাসর্ব্বদা ভাবো, কেন সর্ব্বক্ষণ বিষণ্ণ থাকো, এতদিনের পর তা আমি বুঝেছি!

"মহাজনের মুখে শুনে, সরলা রমণী বুঝেছিলেন, যথার্থই স্বামীর একটী নিজের জমিদারী আছে। বেশী টাকায় বন্ধক দিয়েছেন, উপস্বত্বগুলি সুদে সুদে ফুরিয়ে যায়, বড়মানুষের ছেলের পক্ষে এটা বড় লজ্জার কথা, সেই জন্যই প্রকাশ করেন নাই। সরলার মনে এই রকম সরল বিশ্বাস। কিন্তু ফল হলো বিপরীত! মার্‌কুইস্ অকস্মাৎ আতঙ্কে কম্পিত হয়ে, উচ্চকণ্ঠে যেন প্রলাপ বোকে উঠ্‌লেন। সেই প্রলাপোক্তিতেই ভয়ানক সত্যকথা প্রকাশ হয়ে পোড়্‌লো! মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় সেই সরলাও বিষাদ-ধ্বান কোরে উঠ্‌লেন। হায় হায়! স্বামী একজন জুয়াচোর! একথা প্রকাশ হবার চেয়ে, স্বামী যদি সেই মুহূর্ত্তে সেই ক্ষেত্রে মোরে যেতো, তাও যে বরং ভাল ছিল! পরম প্রণয়িনী পত্নীর মনে তখন এতখানি যন্ত্রণা!"

এইখানে ডিউক পলিন অকস্মাৎ চম্‌কালেন।—এম্‌নি ভাবে চোম্‌কে উঠ্‌লেন যে, আমিও চোম্‌কে উঠ্‌লেম। সসম্ভ্রমে বোল্লেম, "গল্পটা এতদূর ভয়ানক যে, যিনি প্রথম শোনেন, তিনিই ঐরকমেই চোম্‌কে চোম্‌কে উঠেন। সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হয়। যে যন্ত্রণায় সেই হতভাগ্য মার্‌কুইস্ নিজে দোগ্ধে দোগ্ধে সারা হোতেন, সেই রকম যন্ত্রণার ভাবটা ঠিক যেন শ্রোতারও বুকের ভিতর এসে পড়ে!"

ডিউক বোল্লেন, "হাঁ হাঁ! ঐ রকমটাই বটে! আমিও ঐরকম বিবেচনা কোচ্ছিলেম। আচ্ছা, আচ্ছা,—বোলে যাও,—বোলে যাও!"

"এইবার আমার গল্পের উপসংহার। যতদূর আপ্‌নি শুন্‌লেন, তাতেই বুঝ্‌তে পেরেছেন, ভয়ানক সত্যটা প্রকাশ পেলে!—প্রকাশ পাবার সময় সেখানে এক ভয়ানক

দৃশ্য উপস্থিত হয়েছিল! প্রতারকের প্রতারণা বেরিয়ে-পোড়্লো! ধর্ম্মশীলা পত্নীর হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়ে গেল! পত্নীটী যথার্থই ধর্ম্মশীলা। বড়ঘরের কন্যা, মানের ভয়ও বড়। তেমন দুরন্ত প্রতারকের হাতে আত্মসমর্পণ কোরেছেন, সেই দুঃখে তাঁর হৃদয় যেন দগ্ধ হোতে লাগ্লো!

"সাধুপ্রকৃতির কার্য্যই স্বতন্ত্র। দুঃশীল স্বামীর সুশীলা বনিতা পরদিন প্রভাতেই নিজের টাকায় মহাজনের সমস্ত পাওনা পরিশোধ কোরে দিলেন। মহাজনের পুত্র যখন দলীলখানি প্রত্যর্পণ কোল্লেন, অভিমানিনী তেজস্বিনী কামিনী সেখানি হাতে পাবামাত্র, তৎক্ষণাৎ টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে ছিঁড়ে, জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেল্লেন!

"সেই দিনেই বৃদ্ধ ডিউকের মৃত্যু হলো। যুবা মারকুইস্ সমস্ত পৈতৃক সম্পদের উত্তরাধিকারী হোলেন। পূর্ব্বে তিনি যে প্রতারণা কোরেছিলেন, মহাজন সেটী জান্‌তে পেরেছিলেন কি না, গল্প পাঠ কোরে সেটী জানা গেল না। যদিও প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাতেই বা ভয় কি?—টাকা পরিশোধ হয়ে গেল, সব চুপ!"

সবেমাত্র গল্পটী আমি সমাপ্ত কোরেছি, ডিউক পলিন তৎক্ষণাৎ অমনি অস্থির হয়ে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। নিকটে যে গবাক্ষ ছিল, সেই গবাক্ষের কাছে এগিয়ে গেলেন। গবাক্ষের গায়ে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ালেন। আমার দিকে পেছন ফিরে খানিকক্ষণ সেইখানে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন। কেন ওরকম কোরে থাক্‌লেন, কিছুই আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না। দেখ্‌লেম যেন কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। খানিক-ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে যখন আমার দিকে মুখ ফিরালেন, তখন দেখ্‌লেম, মুখখানি এককালে পাণ্ডুবর্ণ! মুখে যেন বিন্দুমাত্রও রক্ত নাই! ঠিক যেন ভূতের মুখ! ওঃ! সেই ঘটনার পর অনেক রাত্রে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেই ভীষণ পাণ্ডুমুখ স্বপ্নে দেখেছি! স্বপ্ন দেখে কেঁপে কেঁপে উঠেছি!

মৃদুগম্ভীরস্বরে ডিউক পলিন বোল্লেন, "জোসেফ! সেই হাতের লেখা কাপীখানা তুমি কোথায় পেয়েছিলে? সত্য সত্য সেই কাগজখানি কি তুমি পোড়েছ? কিম্বা কোন লোকের মুখে গল্প শুনে—হয় ত—হয় ত—তোমাকে—বোলে—না না, তা না, অসম্ভব! তিনি কখনই এমন হাল্কা কাজ কোর্‌বেন না!"

মুহূর্ত্তমধ্যে ভয়ানক ভয়ে আমি অভিভূত হোলেম! এক ভয়ানক সন্দেহ আমার মনোমধ্যে উপস্থিত হলো। সে সন্দেহটা কিছুতেই আমি মীমাংসা কোত্তে পাল্লেম না। আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম! ডিউক সেটী দেখ্‌তে পেলেন। আমার মনের ভিতর তখন কি হোচ্ছিল, সেটাও হয় ত তিনি অনুমান কোরে নিলেন। যে রকমে তিনি আমার দিকে কট্‌মট্ কোরে চেয়ে রইলেন, তা দেখে আমি তাঁর মুখপানে চাইতে পাল্লেম না! বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন, কোন বিকটাকার প্রেতের চক্ষু আমায় যেন দগ্ধ কোত্তে আস্‌ছে! মুহুর্ম্মুহু আমার সন্দেহ বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো। বিবেচনা কোল্লেম, এমন পাগ্‌লামী কেন দেখালেম? কেনই বা আমি ডিউকের কাছে সে গল্প বোল্লেম?

সে-গল্পের পরিণাম এমন ভয়ানক হবে, আগে কিছুই জান্‌তে পারি নাই। কোনরকম দোষ দাঁড়াবে, গল্প বল্‌বার অগ্রে সেটা আমার মনেই হয় নাই। মনে হোলে চেপে যেতেম। অথবা কৌতুকবশে কৌতুকের গল্প করা দোষের কথা হোতে পারে না, শেষকালে সেইটী ভেবে, অনেকদূর প্রবুদ্ধ হোলেম।

পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গম্ভীরস্বরে ডিউক আমারে বোল্লেন, "দেখ জোসেফ! এখনি আমাকে বল! আমি তোমাকে হুকুম কোচ্চি, শীঘ্র বল! ও গল্প তুমি কার মুখে শুনেছ? কেমন কোরে তুমি ও গল্প জান্‌তে পাল্লে? ছোট ছোট কথা পর্য্যন্ত সমস্তই মনে কোরে রেখেছ, এমন আশ্চর্য্য ঘটনা কেমন কোরে হলো?"

ভয়ে অভিভূত হয়ে, থতমত খেয়ে, চঞ্চলস্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "কেন মহাশয়! আমি কোরেছি কি?"

"কোরেছ কি?"—ক্রোধে কম্পিতকলেবরে, ভীষণগর্জ্জনে, ডিউকবাহাদুর বোল্লেন, "কোরেছ কি? আমার বুকে ছুরী মেরেছ। শেষকালে যতগুলি কথা তুমি বোল্লে, প্রত্যেক কথাতেই আমার বক্ষঃস্থলে নূতন নূতন ছুরী মারা হয়েছে! সেটা কি তুমি বুঝ্‌তে পার নাই? গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে কতবার আমি কেঁপে কেঁপে উঠেছি,—আকুলিত-নয়নে কতবার আমি তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছি, সেটা কি তুমি লক্ষ্য কর নাই? শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ কর্‌বার জন্য বারবার তোমাকে উস্কে উস্কে দিয়েছি, কেন দিয়েছি জান? সব কথা তুমি জেনেছ কি না, কথাটার উপর কোন অলঙ্কার পোড়েছে কি না, সেইটী অনুভব কর্‌বার জন্য!—ওঃ! একঘণ্টাকাল আমার গায়ে যদি কেহ সীসা গলিয়ে ঢেলে দিত, আমার মাথা নেড়া কোরে, কেহ যদি হুড়্‌হুড়্‌ কোরে তপ্ততৈল ঢাল্‌তো, তা হোলেও আমার এত যন্ত্রণা হতো না! গল্পটা শুনে যে যন্ত্রণানলে আমি দগ্ধ হোচ্চি, তেমন যন্ত্রণার আগুন বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই!"

আমার অত্যন্ত ভয় হলো। করযোড়ে জানু পেতে বোস্‌লেম। "ক্ষমা করুন্, ক্ষমা করুন্!"—উচ্চকণ্ঠে বোলতে লাগ্‌লেম, "দোহাই মহাশয়! কিছুই আমি জানি না! আপ্‌নি আমারে ক্ষমা করুন্! পরমেশ্বর সাক্ষী, গল্প শুনে আপ্‌নার এ রকম চিত্তবিকার উপস্থিত হবে, কিছুই আমি জান্‌তেম না! আপনারে যন্ত্রণা দেওয়া কখনই আমার অভিপ্রায় ছিল না! দারুণ অসময়ে আপ্‌নি আমার উপকার কোরেছেন! আপ্‌নার কাছে আমি অসীম কৃতজ্ঞতাঋণে——"

ডিউকবাহাদুর আমারে বাধা দিয়ে, কষ্টে একটু শান্তভাব ধারণ কোল্লেন। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মুখে বোল্লেন, "উঠ জোসেফ! উঠ!"—যে স্বরে সেই কথাগুলি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে, সে স্বর ডিউকবাহাদুরের অস্বাভাবিক! ভয়ে তিনি যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন! সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো! কম্পিতহস্তে তিনি আমার হাত ধোরে, তুলে দাঁড় করালেন। আমিও তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম।

মনে মনে বুঝ্‌লেম, গল্পটা তাঁদের নিজেরই কাণ্ড! কাণ্ডটা যখন ঘোটেছিল,

তখনকার ভাব একরকম। আমি যে সেই সব কথা এতদিনের পর একে একে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর সাক্ষাতে গল্প কোল্লেম, সেটা অবশ্যই বেশী যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আমি কিন্তু নির্দ্দোষী। ঈশ্বর জানেন, আগাগোড়া কিছুই না জেনে, কৌতুকবশে গল্পটী আমি বোলেছি। ভয়ে—লজ্জায় ডিউকের মুখের দিকে আমি চেয়ে দেখ্তে পাল্লেম না। দোষীলোকের মন যেমন ব্যাকুল হয়, আমারও যেন তখন সেই অবস্থা হয়ে এলো। হায় হায়! আমি কি কোল্লেম? এমন হবে, কিছুই জানতেম না। যতক্ষণ গল্প বোল্লেম, ডিউকের ততক্ষণ কতই উৎসাহ!—কতই উৎসাহে তিনি আমার উৎসাহ বাড়িয়ে তুল্লেন। "বেশ গল্প, বেশ গল্প" বোলে মাঝে মাঝে কতই তারিফ কোল্লেন। "বোলে যাও, বোলে যাও" বোলে কতই আগ্রহে আমারে উত্তেজনা কোল্লেন। তখনকার ভাবভঙ্গী দেখে শুনে আমি মনে কোরেছিলেম, সত্য সত্যই আমি ভাল গল্প বোল্‌ছি। সত্য সত্যই আমি যেন এক নূতন মজার কথা তুলেছি। শেষটা দাঁড়ালো বিপরীত!

ক্ষণকাল চুপ কোরে থেকে, ডিউকবাহাদুর ধীরে ধীরে আমারে বোল্লেন, "আচ্ছা জোসেফ উইলমট! তুমি যখন বোল্‌ছো, সত্য তত্ত্ব কিছুই জানতে না, তখন আর আমি তোমাকে ভর্ৎসনা কোর্‌বো না। কিন্তু কি-রকমে তুমি জেনেছ, সরাসর সে সব কথা আমি জান্‌তে চাই। জানা আমার বিশেষ দরকার। তত বড় গুপ্তকথাটা—আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া—যে কথাটা কেহই জানে না,—তত বড় গুপ্তকথাটা কিরকমে তুমি জানতে পাল্লে, অবশ্যই সেটী আমার জানা চাই। সেই যে মহাজন—যিনি আমার দলীল বন্ধক রেখে টাকা ধার দিয়েছিলেন, তিনি ত সে কথা কখনই প্রকাশ——"

এই পর্য্যন্ত শুনেই আমি উত্তর কোল্লেম, "আপ্‌নি যখন এত কথা বোল্‌ছেন, তবে আমি কেনই বা সত্যকথা গোপন রাখ্‌বো? গল্পটী আমি কোথায় পেয়েছিলেম, কাপীখানি কে আমারে দিয়েছিল, কেনই বা আপ্‌নাকে সে কথা না বোল্‌বো? কথায় কথায় তামাসা কোত্তে কোত্তে কাপীখানি এমিলি আমার হাতে দেয়। ইংরাজীভাষায় তর্জ্জমা কোরে দিতে বলে।"

উদাসভাবে ডিউক জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হাতের লেখাটা কার?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "একটী স্ত্রীলোকের।"

উত্তর শুনেই বাক্সের ভিতর থেকে একখানি চিঠী বাহির কোরে, ডিউক আমারে দেখালেন। দেখিয়েই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "লেখাটা কি এই রকম?"

চিঠীর প্রতি দৃষ্টিদান কোরেই, কেমন একরকম গোল্‌মেলে আতঙ্কে, তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "ঐ রকম,—ঐ রকম,—ঠিক ঐ রকম!"

"এমিলি কি কিছু বুঝ্‌তে পেরেছে?—না না,—সে কেমন কোরে——"

সংশয়ের সম্মুখে সিদ্ধান্ত এনে, আমি উত্তর কোল্লেম, "কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমি যেমন জান্‌তেম্, এমিলিও তাই জানে। এর ভিতর যে এত কথা, এমিলি তার কিছুই জান্‌তো না,—এখনো জানে না।"

ক্ষণকাল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থেকে, ডিউক বাহাদুর পুনরায় আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সেই কাপীখানা তোমার কাছে কতক্ষণ ছিল?"

আমি বোল্লেম, "চব্বিশঘণ্টার বেশী নয়। এমিলি আমারে বোলেছিল, কাহাকেও দেখিও না,--হারিও না,—ময়লা কোরো না!"

"এমিলি তবে চুপি চুপি আমার স্ত্রীর অজ্ঞাতে তাঁর বাক্স থেকে বাহির কোরে নিয়েছিল।"—ডিউক পলিন এই কথাগুলি অতি ধীরে ধীরে বোল্লেন। আমি নিকটে ছিলেম,—মন সেই দিকে ছিল,—কাণ সেই দিকে ছিল,—তাতেই শুন্‌তে পেলেম, তাতেই বুঝ্‌তে পাল্লেম; দূরে থাক্‌লে শোনা যেতো না। ডিউক একটী নিশ্বাস ফেল্লেন। তাঁর মুখের চেহারা যতটা খারাপ হয়ে এসেছিল, ততটা আর থাক্‌লো না। মহা-রোগের পর তিনি যে একটু আরাম পেলেন।

আমিও তখন একটু খোলসা বুঝ্‌লেম। মুহূর্ত্তমধ্যেই আমার যেন চক্ষু ফুট্‌লো। ডিউকের পত্নী স্বহস্তেই ঐ ঘটনাটী আনুপূর্ব্বিক লিখে রেখেছিলেন!

সমস্থত্রে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তে ডিউকের তখন যেন বড়ই লজ্জা হোতে লাগ্‌লো। মাথা নীচু কোরে আড়ে আড়ে চেয়ে, মৃদুস্বরে তিনি আমারে বোল্লেন, "জোসেফ উইলমট! কথাটা গোপন রেখো; এটা তোমারে বলাই বাহুল্য। কেননা, আমি জানি, তা তুমি রাখ্‌বে। তোমার সাধুতার যথেষ্ট পরিচয় আমি পেয়েছি। তোমার চরিত্র আমি ভাল কোরেই জেনেছি। গুপ্তকথা গুপ্ত রাখ্‌তে হবে, সেটা আর তোমারে শিখিয়ে দিতে হবে না।"

"না মহাশয়! শিখিয়ে দিতে হবে না। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞতাঋণে ঋণী। সে কথা ত আছেই, তা ছাড়া হাজার হাজার কারণে ও রকম বিষয়ে আমি বিলক্ষণ সাবধান হোতে শিখেছি। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন। কখনই—কখনই—"

বাধা দিয়ে ডিউক বোল্লেন, "জোসেফ উইলমট! কথাটা যে আমার পক্ষে কতদূর সাংঘাতিক ব্যাপার,—বিবেচক ছোক্‌রা তুমি, অবশ্যই সে ব্যাপার জান। তুমি আমার চাক্‌রী স্বীকার কোরেছ। তোমার কাছে অতদূর অসম্ভ্রমের কথাটা প্রকাশ পাওয়া, আমার পক্ষে যে কত বড় লজ্জার বিষয়, নিশ্চয়ই তা তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চো। কি বোল্‌বো জোসেফ! লজ্জায় আমার আত্মঘাতী হবার ইচ্ছা হোচ্চে! তোমাকে আমি অবিশ্বাস কোচ্চি, এটা মনে কোরো না, কিন্তু শপথ কর;—ধর্ম্মের নামে শপথ কর! যে কদিন আমি পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌বো, সে কদিন আমার এই ভয়ানক গুপ্তকথাটী তুমি তোমার বুকের ভিতরেই চেপে রাখ্‌বে।"

প্রশান্তভাবেই আমি বোল্লেম, "শপথ করা নিষ্প্রয়োজন। যা আমি স্বীকার কোল্লেম, তাই আমি পালন কোর্‌বো। অবিবেকী মূঢ়ের ন্যায় এই কাজটা আমি কোরে ফেলেছি, আপনি আমারে শপথ কোত্তে বোল্‌ছেন, অনাবশ্যক বোধ্‌ছি, কিন্তু অস্বীকার কোত্তে সাহস হোচ্চে না। শপথ কোল্লেই যদি আপনার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে, আমি শপথ কোচ্চি।

আপনার মনে যাতে গ্লানি আসে, তেমন কাজ আমা হোতে হবে না!—যতদিন আপনি জীবিত থাকবেন, আপনার অনুমতি বিনা কখনই আমি ও কথা ওষ্ঠাগ্রে আনবো না।"

"সাধু উইলমট, সাধু!"—সস্নেহে আমার হস্তধারণ কোরে ডিউক পলিন গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, "সাধু উইলমট! সাধু তুমি! এখন এখান থেকে সোরে যাও! আর তুমি এখন আমার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো না। এখন আমি একাই থাকি।"

তৎক্ষণাৎ আমি সেখান থেকে সোরে এলেম। ডিউকবাহাদুর একাই থাকলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে আর আমি তাঁরে দেখতে পেলেম না। বাস্তবিক তাঁর জন্যে আমার বড়ই কষ্ট হোতে লাগলো। যদিও নিতান্ত গর্হিত কাজ কোরেছেন, তা বোলে কিন্তু তখন সে অবস্থায় তাঁর প্রতি আমার নিতান্ত ঘৃণা হলো না। তিনি অনুতাপ কোল্লেন,—যন্ত্রণা পেলেন, দেখেই আমার কষ্ট হলো। নিশ্চয় বুঝলেম, ডিউকের পত্নীই স্বহস্তে ঐ সব ঘটনা লিখে রেখেছেন। স্বামীর কুক্রিয়ার কথা কাগজে লিখে রাখা ভাল হয়েছে কি না, সে বিচারে আমার কোন অধিকার নাই। চিরকাল স্মরণ থাকবে বোলেই তিনি হয় ত লিখে রেখেছেন। কাগজে ছাপিয়ে দেওয়াও হয় ত তাঁর ইচ্ছা ছিল। লেডী পলিন বড় বিচিত্র প্রকৃতির স্ত্রীলোক। কুমারী লিগনীর প্রতি তাঁর ঈর্ষ্যাভাবটীও সেই প্রকৃতির অনুগত। যেদিন তিনি লিগনীর বাড়ীতে উপস্থিত হন, সেদিন প্রথমে যেন আমার বোধ হয়েছিল, বাঘিনী! তার পরেই যেন বেরালের মত নরম হোলেন। যথার্থই সে প্রকৃতি অতি বিচিত্র! ক্ষণেই রুষ্ট, ক্ষণেই তুষ্ট। স্বামীর কুক্রিয়ার কথাগুলি তিনি ঠিক যেন কৌতুকাবহ উপন্যাসের প্রণালীতেই লিখে রেখেছেন। দেখলেই বোধ হয় যেন, কল্পনা কোরে লেখা। স্বামীর প্রতি তাঁর যে আন্তরিক শ্রদ্ধা অতিকম, দুটী নিদর্শনে আমি তার বিলক্ষণ পরিচয় পেলেম। যেদিন আমি ডিউকের কাছে গল্প বলি, সেদিন তিনি বাড়ীতে ছিলেন না, পাঠকমহাশয় সে কথা জানেন।

পরদিন লেডী পলিন বাড়ী এলেন। পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন, একপক্ষ পরে ফিরে এলেন। এমিলি, ফ্লোবাইন, আদফ, তিনজনেই সঙ্গে এলো। সেই দিনেই আমি এমিলিকে গুটীকতক কথা জিজ্ঞাসা কোর্বো মনে কোল্লেম। ডিউকের কাছে যেরূপ অঙ্গীকার কোরেছি, সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ কোরে, গুপ্ততত্ত্বের অনুসন্ধান প্রকাশ কোরবো না। এমিলিও যাতে কিছু দোষ বিবেচনা করে, তেমন কথাও বোলবো না। আরও কিছু মনের কথা বলি। সেদিন অবসর হলো না। যেদিন ফিরে এলো, তার পরদিন বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে এমিলির সঙ্গে আমার নির্জ্জনে দেখা হলো। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেমন এমিলি! বিদেশে গিয়ে কেমন ছিলে?"

"বেশ ছিলেম।"—এমিলি উত্তর কোল্লে, "বেশ ছিলেম। কিন্তু যেমন বেশ থাকবো ভেবে গিয়েছিলেম, ততদূর ঘটে নাই।"

"কেন?"

"তা আমি জানি না। আমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণী এই একপক্ষকাল কেবল মুখ ভারী কোরে রেগে রেগেই ছিলেন! আমার উপরে কোন রাগঝাল ঝাড়েন নাই, সেরকম কোন লক্ষণও দেখান নাই, কিন্তু তিনি সেরকম মুখ ভারী কোরে থাকেন, সেটা আমি সইতে পাত্তেম না। লোকেরা আমার কাছে এসে দুঃখের কান্না কাঁদ্‌তো, অভিমান জানাতো, সেটাও আমি সহ্য কোত্তে পাত্তেম না। কেন যে তিনি সে রকম উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোরে থাক্‌তেন, সেটাও আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলেম। তিনি আর তাঁর পিতা, একদিন চিত্রগৃহে বেড়াতে বেড়াতে কুমারী লিগ্‌নীর নাম কোচ্ছিলেন। দৈবগতিকে আড়াল থেকে সে কথা আমি শুনে ফেলেছিলেম। হাঁ, ভাল কথা!—ও সব কথা যাক্!" এই পর্য্যন্ত বোলে,—একটু থেমে,—একটু ঘাড় বেঁকিয়ে, এমিলি মৃদু হেসে বোল্লে, "তর্জ্জমার কাজটা তোমার কেমন চোল্‌ছে?"

আমি বোল্লেম, "সে কথার উত্তর পরে হবে। তুমি ইংরাজী কেমন শিখ্‌ছো? যে কাপীখানি তুমি আমারে দিয়েছিলে, আমি যে রকম তর্জ্জমা কোরে দিয়েছি, সেটা তোমার কেমন লেগেছে? মিলিয়ে দেখেছিলে কি? ভাল হয়েছে কি?"

হেসে হেসে এমিলি উত্তর কোল্লে, "সময় পাই নাই। কি তুমি লিখেছ, তা আমি দেখিও নাই।—আসলখানা আর হাতে পাই নাই। সেটা ত যেখানে সেখানে পোড়ে থাকে না, কত কৌশলে—কত সাবধানে আমি—"

বোল্‌তে বোল্‌তে এমিলি হঠাৎ থেমে গেল। কি কথা মনে কোরে যেন একটু থতমত খেলে। সচকিতে আমার প্রতি চঞ্চল কটাক্ষ নিক্ষেপ কোল্লে। তর্জ্জমার প্রশ্নে যতটুকু বোল্‌বে মনে কোরেছিল, তার চেয়ে বেশী বোলে ফেলেছে। তাতেই কেমন একরকম জড়সড় হয়ে গেল। ভাবটা স্পষ্টই আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। কিছু যে বুঝ্‌লেম, সেভাব তারে বুঝ্‌তে দিলেম না। লেখাপড়ার কথাই যেন জিজ্ঞাসা কোচ্চি, তা ছাড়া আর কিছুই নয়, সেই রকমেই আমি গম্ভীরভাব ধারণ কোরে থাক্‌লেম। একটু পরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কাপীখানা যেখানে সেখানে পোড়ে থাকে না, একথা তুমি কেন বোল্লে?—কোথায় থাকে?—তোমার কাছেই কি থাকে না? তোমার কি নিজের লেখা নয়?"

চঞ্চলস্বরে এমিলি উত্তর কোল্লে, "আমি বড়াই কোত্তে জানি না! যে গুণ আমার নাই, সে গুণ আমার আছে, সে কথা বোলে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হোতে আমি ভালবাসি না। যখন তুমি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, তখন তোমার কাছে কেনই না সত্যকথা বোল্‌বো? আমাদের লেডী পলিন চমৎকার বিদ্যাবতী।—অসাধারণ বুদ্ধিমতী। এক একসময়—অর্থাৎ কি না, যখন তাঁর মন ভাল থাকে,—তিনি কবিতা লেখেন। ইতালিকভাষা—স্পেনিস্ ভাষা, আর জর্ম্মণ ভাষার গীতিকাব্য অনুবাদ কোত্তে তিনি বড়ই ভালবাসেন। যে ঘরে তিনি বসেন, সেই ঘরের ডেস্কের উপর নানারকম কাপী সর্ব্বদাই প্রায় ছড়ানো থাকে। একদিন ফ্লোরাইণ একখানি কাগজ

পাঠ কোচ্ছিল, কর্ত্রী সেই সময় গিয়ে উপস্থিত হোলেন। ফ্লোরাইণ ত একবারেই আড়ষ্ট ! মুখে একটীও কথা সোরলো না। রকম দেখে লেডী তারে সদয়ভাবে বোল্লেন, "পোড়েছ পোড়েছ, তাতে দোষ কি ? যদি ইচ্ছা হয়, যখন ইচ্ছা হবে, যেখানা ইচ্ছা, সেইখানাই তুমি পাঠ কোত্তে পার !"

এমিলির কথা শুনে উল্লাসে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "এটা ত তবে বেশ সুখের সংবাদ ! খুব সরলভাবের কথা !"

এমিলি বোল্লে, "হাঁ,—কি কথা বোল্‌ছিলেম ?—হাঁ,—ফ্লোরাইণ পোড়েছিল। আমি সেইখানে উপস্থিত ছিলেম। কর্ত্রীর অনুমতি শুনে আমি মনে কোল্লেম, ফ্লোরাইণের প্রতি যখন হুকুম হলো, তখন অবশ্য আমার প্রতিও ঐ হুকুম। যেটা ইচ্ছা, আমিও পাঠ কোত্তে পারি। মনে তখন ভরসা হলো। সেই অবধি যখন অবকাশ পাই, তখনই এক একখানা কাগজ নিয়ে পড়ি।"

হাস্য কোরে আমি বোল্লেম, "এখন আমি সব সত্যকথা বুঝ্‌তে পাচ্চি। ঐ রকমেই তবে তুমি সেই কাপীখানি হাতে পেয়েছিলে। আমি ভেবেছিলেম, তোমার লেখা।"

খিল্‌ খিল্‌ কোরে হেসে, এমিলি বোল্লে, "কিসে তোমার সে অনুমানটা এসেছিল ? তুমি কি আমার বিদ্যাবুদ্ধি জান না ?"—এই কথা বোলেই এমিলি স্বর খাটো কোল্লে। দরজার দিকে কটাক্ষপাত কোরে, মৃদুকণ্ঠে বোল্লে, "লেডী পলিন নিজেই লিখেছেন। ডেস্কের উপরেই ফেলে রেখেছিলেন। আমি সেইখানি—"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ডেস্কটী কি সদাসর্ব্বদা খোলাই থাকে ?"

একটু চিন্তা কোরে এমিলি বোল্লে, "ঠিক কথা ধোরেছ। ডেস্কটী খোলা থাকে, সেইদিন আমি প্রথম দেখি। মাঝে মাঝে চাবী দেওয়া থাকে না।"

আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমার ভয় হলো না ? সহচরীরা কাগজ দেখ্‌লে তিনি বিরক্ত হোতে পারেন, এমন কাগজও ত ডেস্কের মধ্যে থাকে। সে ভয়টা কি তখন তোমার মনে উদয় হলো না ?"

এমিলি বোল্লে, "কি ভয় ? কেবল একটা গল্প। গল্পের কাগজ দেখ্‌লে বিরক্ত হবার কারণ কি ?—কেনই বা তিনি অসন্তুষ্ট হবেন ?"

"তা না হোতে পারেন, কিন্তু মনে কর, যদি কিছু গোপন কথাই লেখা থাকে। আর তাও মনে কর, ঘর থেকে তুমি কাগজ বাহির কোরে এনেছিলে, সেটা যদি তিনি জান্‌তে পারেন, তা হোলে কি মনে কোর্‌বেন ?"

যেন কোন কুকর্ম্মই কোরেছে, ঠিক সেই ভাবে চকিতনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে, এমিলি বোল্লে, "কথাটা তুমি এতদূর শক্ত কোরে দাঁড় কোরিয়েছ ? কাজটা তবে আমি ভাল করি নাই। তেমন কাজ আর আমি কোর্‌বো না। অল্পকালের জন্য তোমারে দিয়েছিলেম। কাপীখানি হারায় নাই। যতক্ষণ তোমার কাছে ছিল, ততক্ষণ তিনি তল্লাসও করেন নাই। সেই রক্ষাই রক্ষা ! এখন আর তা ভেবে আমি কি কোর্‌বো ?

হঠাৎ একটা অন্যায় কাজ হয়ে গেছে, তার পর ঠিক ঠিক মিলে গেছে,—যেখানকার কাগজ, সেইখানেই রেখে দিয়েছি, আর তিনি আমার কি কোর্‌বেন?”

আমাদের এইরকম কথোপকথন হোচ্চে, গৃহমধ্যে আর একজন কিঙ্করী প্রবেশ কোল্লে। আমাদের সে প্রসঙ্গ চাপা পোড়ে গেল। যতদূর জান্‌বার, তা আমি জেনে নিলেম। এমিলি যেরকমে কাপীখানি পেয়েছিল,—যে কাপী আমি তর্জ্জমা কোরেছি, যে গল্প আবৃত্তি কোরে, ডিউক পলিনের রহস্যচরিত্র আমি অবগত হয়েছি,—যে গল্প শ্রবণ কোরে ডিউক পলিন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিলেন, তার সূক্ষ্ম তত্ত্বটুকু এমিলির শেষ কথাতেই স্পষ্ট স্পষ্ট প্রকাশ পেলে। আমার সংশয়টা মিটে গেল। এমিলি সবটুকু বুঝ্‌তে পালে না, আমার পক্ষে যথেষ্ট হলো।

ত্রিবষ্টিতম প্রসঙ্গ।

পথের বিপত্তি।

এমিলির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবার পর প্রায় একঘণ্টা অতীত। বেলা তখন দুইপ্রহর বেজে গেছে। প্যারিসের রাজপথে পরিভ্রমণের মানসে, বাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, ফটকের বাহিরে কিঞ্চিৎ তফাতে দেখ্‌লেম, একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। দেখেই চিন্‌লেম, কুমারী লিগ্‌নীর দাসী। চারিপাশে ঘনঘন কটাক্ষপাত কোত্তে কোত্তে, সেই দাসী আমার কাছে এগিয়ে এলো। ডিউকের বাড়ীর কোন লোক সে সময় বাহিরে ছিল না। দাসীটী অতি সঙ্গোপনে আমার হাতে একখানি চিঠী দিলে। চুপি-চুপি বোল্লে, “খুব সঙ্গোপনে তোমাদের ডিউককে এই চিঠীখানি দিও।”—মুহূর্ত্তমধ্যেই দাসীটী আমার চক্ষের অগোচর হয়ে গেল। “সে কাজ আমি পার্‌বো না—” এই কথা বোলে অস্বীকার কর্‌বারও আমি অবকাশ পেলেম না। দাসী যেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছুটে পালালো। রাস্তার ধারে একটা বাঁকা গলী ছিল, মোড় ফিরে সেই গলীর কোণের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল! আমি খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। কুমারী লিগ্‌নীর সঙ্গে আমাদের ডিউকবাহাদুরের যেরকম চিঠীপত্র চলে, লেডী পলিন কুমারী লিগ্‌নীর নামে যেপ্রকার সন্দেহ করেন, তাতে কোরে আর আমি তাঁদের কাহারো পত্রবাহক হব না, প্রথমেই একবার সেই সংকল্প কোরেছিলেম। দাসীর মারফতী চিঠী পেয়ে, সেই সঙ্কল্পটী আবার নূতন কোরে ঝালিয়ে তুল্লেম।

দাসী কোথায় গেল, তারে ধর্‌বার অভিলাষে—যেদিকে সে গেছে, ভোঁ কোরে সেইদিকে আমি দৌড়িলেম। আর কি ধরা যায়? ততক্ষণ পরে দৌড়ে গিয়ে সহরের

গলীরাস্তার ভিতর কে কারে ধোত্তে পারে? যে গলির ভিতর সে প্রবেশ কোরেছিল, আমিও সেই গলীতে প্রবেশ কোল্লেম। গলীটার নানাদিকে নানাপথ। তার মধ্যে কোন্ পথে সে চোলে গেছে, নিরাকরণ কোত্তে পাল্লেম না। কেনই বা তারে ধোত্তে যাচ্ছি? ধোত্তে পাল্লে চিঠীখানি তারে ফিরিয়ে দিব, এই আমার আকিঞ্চন ছিল। কিন্তু সফল হলো না;—ধোত্তে পাল্লেম না। এখনকার উপায় কি? হাতে হাতে যখন গ্রহণ কোরেছি, উপক্রমেই যখন অস্বীকার করি নাই, কার্য্যটা তখন প্রকারান্তরে স্বীকার করাই হয়েছে। দাসী ত আমার হাতে দিয়ে দায়খালাস হয়ে গেছে; আমি এখন কি প্রকারে দায়-খালাস হই? চিঠীখানি ডিউকের হাতে দিতেই হয়েছে। দায়ে ঠেকেই সে ক্ষেপে সে কাজটা আমারে কোত্তে হলো। আবার প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, এ রকম হব্‌করাগিরী এই আমার শেষ। আর আমি ওরকম চিঠীপত্র বিলি কোর্‌বো না।

বাড়ীর দিকে ফিরে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি, নিকটের একটা কোণ থেকে আদফ চুপি-চুপি বেরিয়ে পোড়্‌লো। পথের দিকেই চেয়ে আছে, চক্ষের ভঙ্গীতে সর্ব্বদাই তার নিম্নদৃষ্টি, কতই যেন অন্যমনস্ক, আশেপাশে কিছুই যেন দেখ্‌ছে না, ঠিক সেইরকম তদ্গতভাব। রকম দেখে আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মালো। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। কুমারী লিগ্‌নীর সঙ্গে ডিউকবাহাদুর কখন্ কি করেন, কে কখন্ চিঠীপত্র নিয়ে যাওয়া আসা করে, সেই বিষয়ের অনুসন্ধান রাখ্‌বার জন্য লেডী পলিন গুপ্তচর নিযুক্ত কোরেছেন, সে কথা আমি শুনেছি। কার্য্যগতিকে বুঝ্‌তে পেরেছি, ঐ আদফ একজন গুপ্তচর; আর সেই সহচরী ফ্লোরাইন ঐ কর্ম্মের গুপ্তদূতী। আমার পশ্চাতেই চর লেগেছে। আমি যে ইতিপূর্ব্বে কুমারী লিগ্‌নীর কাছে ডিউকের পত্র নিয়ে গিয়েছিলেম, লেডী পলিন সে কথা কি জান্‌তে পেরেছেন? ডিউক আমারে বিশ্বাসপাত্র বিবেচনা করেন, গোপনীয় কার্য্য আমার দ্বারাই নির্ব্বাহ করেন, কুমারী লিগ্‌নীর নামের পত্র আমিই নিয়ে যাই, আমার উপর লেডী পলিনের কি এই সন্দেহ জন্মেছে? সন্দেহ হলো এই রকম, কিন্তু নিশ্চয় কিছু অবধারণ কোত্তে পাল্লেম না। পলিনপরিবারের গুপ্তকাণ্ড কত রকম, সেটাও কিছু স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

নানাপ্রকার অশুভ চিন্তা কোত্তে কোত্তে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। সরাসর ডিউকের ঘরেই চোলে গেলেম। পত্রখানি তাঁরে দিলেম। কি রকমে কার হাতে পেয়েছি, সে কথাও তাঁরে বোল্লেম। ডিউক আমারে একটু দাঁড়াতে বোল্লেন। কম্পিতহস্তে চিঠীখানি খুল্লেন। পত্রে অতি অল্পকথাই লেখা ছিল। নিমেষমধ্যেই পড়া সাঙ্গ হলো। ব্যস্তহস্তে ডিউক একখানি চিঠী লিখ্‌লেন। চিঠীর ভিতর খানকতক ব্যাঙ্কনোট রাখ্‌লেন। মোড়ক মোল্লেন। শীলমোহর কোল্লেন। ইঙ্গিত কোরে আমারে কাছে ডাক্‌লেন। আমি নিকটে গেলেম। পত্রখানি আমার হাতে দিয়ে, ডিউকবাহাদুর চুপিচুপি বোল্লেন, "নিয়ে যাও! যে ঠিকানা লেখা আছে, সেই ঠিকানায় দিয়ে এসো। সাবধান! পূর্ব্বে যেমন গোপনে কাজ কোরেছিলে, সেইরকম গোপন। দেখো, সাবধান!"

আমি বিভ্রাটে ঠেক্‌লেম। অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে মৃদুস্বরে বোল্লেম, "আপ্‌নি আমার অসময়ে উপকার কোরেছেন। আপ্‌নি আমার মনিব। আপ্‌নার কথা আমি অমান্য কোত্তে পারি না। কিন্তু দোহাই আপ্‌নার, এরকম গোপনীয় চিঠীপত্র আমি বিলি কোত্তে পারবো না। ও সব কর্ম্ম আমার নয়।"

কথা শুনেই সক্রোধনয়নে ডিউকবাহাদুর আমার দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেন। উগ্রস্বরে বোল্লেন, "ভারী হয়ে দাঁড়াচ্ছো? আমার গুহ্যকথা তুমি জান্‌তে পেরেছ বোলে প্রশ্রয় পেয়ে উঠেছ? তুমি জান, সে কথাটার সঙ্গে এ কথার কিছুমাত্র সংস্রব নাই? যাও! নিয়ে যাও! তোমার ওরকম ফাজিল চালাকী আমি—"

কথা সমাপ্ত হবার অগ্রেই আমি বোলে উঠ্‌লেম, "মাপ করুন্ মহাশয়! মাপ করুন্! যে সব কাজে আমার মর্ম্মে ব্যথা লাগে, সে সব কাজ আমারে কোত্তে হবে, এটা যদি আমি আগে জান্‌তেম, এ কথা যদি আপনি আমারে আগে বোলতেন, তা হোলে কখনই আমি আপ্‌নার চাক্‌রী স্বীকার কোত্তেম না।"

গম্ভীরবদনে ডিউক ক্ষণকাল কি চিন্তা কোল্লেন। ক্ষণকাল চুপ্ কোরে থেকে, সহসা আমার দিকে চক্ষু ফিরিয়ে, গম্ভীরস্বরে তিনি বোল্লেন, "তুমি কি কিছু সন্দেহ কর? স্বভাবতই সন্দেহটা আস্‌তে পারে বটে, কিন্তু তাই কি তুমি ভাবো? কুমারী লিগ্‌নীর সঙ্গে আমার কোন গুপ্তসন্ধি আছে, সেই সংশয়টাই কি তোমার মনে আসে?"

আমি বোল্লেম, "আপ্‌নার কাজের উপর—আপ্‌নার কথার উপর কোন রকম তর্ক-বিতর্ক করা আমার উচিত কার্য্য নয়। কিন্তু—"

মহাক্রোধে বিছানার উপর পা ঠুকে ঠুকে, ডিউকবাহাদুর বোলে উঠ্‌লেন, "ওঃ! তোমার মনের কথা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি! সকলেই আমাকে খারাপ লোক মনে করে! দেখ জোসেফ! আমি তোমার কাছে শপথ কোরে বোল্‌ছি, পবিত্র সখ্যভাব ছাড়া, কুমারী লিগ্‌নীর প্রতি আমার বিরুদ্ধভাব কিছুই নাই। যদি কিছু প্রণয়ভাব থাকে, সেটাও কোনপ্রকার দূষিতভাব নয়। যাও জোসেফ! আমি তোমার কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা কোচ্ছি, অনুগ্রহ কোরে এইবার এই চিঠীখানি তুমি নিয়ে যাও! আমি তোমারে হুকুম কোচ্ছি না, অনুগ্রহ যাচ্ঞা কোচ্ছি। তোমার মন ভাল, তোমার অন্তরে সাধুভাব আছে, অস্বীকার কোরো না। আহা! সে অভাগিনী ব্যাধিযন্ত্রণায় শয্যাগত! ঔষধ-পথ্য চলে না! বড়ই কষ্টে পোড়েছে! যে পত্রখানি তুমি আমারে দিলে, সেই পত্রে ঐ সব কথা লেখা আছে। আমার কাছে কিছু অর্থসাহায্য চেয়েছে। এখন তুমি বুঝ্‌তে পাল্লে, চিঠী পাঠাবার অভিপ্রায় কি? যতই বিলম্ব হবে, অভাগিনী ততই উদ্বিগ্ন হবে। ততই তার কষ্ট বাড়্‌বে। আর দেখ জোসেফ! আর কাহারও হাতে এ চিঠী দিতে আমার সাহস হয় না। তোমার তুল্য বিশ্বাসপাত্র এ বাড়ীতে আমার কেহই নাই।"—এই পর্য্যন্ত বোলে, মৃদু হেসে, ডিউকবাহাদুর আরো আমারে বোল্লেন, হয়েছে কি জান?—শুনেছ কি তা? আমার কাজের উপর গুপ্তচর লেগেছে!"

তত বড় লোকের ততদূর কাতরতা দেখে, আবার আমার মন ফিরে গেল। যখন আমি শুনলেম, ব্যাধিযন্ত্রণায় কাতর হয়ে, কুমারী লিগ্নী ডিউকের কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা কোরেছেন, দয়াপরবশ হয়ে ডিউকবাহাদুর আমার হাতে সেই সাহায্যই প্রেরণ কোচ্চেন, যখন আমি সেইটী বুঝ্লেম, তখন আর অস্বীকার কোত্তে পাল্লেম না। ডিউককে আমি মিনতি কোরে বোল্লেম, "এ রকম কাজ আর আমারে কখনো কোত্তে হবে না, এ রকমের এই চিঠীখানাই শেষ চিঠী, এটী যদি আমি জান্তে পারি, তা হোলে আপ্নার এ অনুরোধে আমি রাজী আছি।"

"না জোসেফ ! না। এ রকম কাজ আর তোমাকে কোত্তে হবে না। এই চিঠীই শেষ চিঠী। এ রকমের আর কোন কথাই তুমি আমার মুখে শুন্তে পাবে না।"

আমি আর দ্বিরুক্তি কোল্লেম না। অভিবাদন কোরে, চিঠীখানি নিয়ে, ঘর থেকে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, ডিউক আবার আমারে ডেকে বোলে দিলেন, "সে ঠিকানায় নয়, যে ঠিকানায় দিতে হবে, শিরোনামেই তা তুমি দেখ্তে পাবে।"

সত্যই তাই। শিরোনামেই আমি দেখ্লেম, কুমারী লিগ্নী নগরের একটী প্রত্যন্ত-পল্লীতে উঠে গেছেন। একপক্ষ পূর্ব্বে লেডী পলিনের সাক্ষাতে যে প্রতিজ্ঞা তিনি কোরেছিলেন, সত্য সত্যই সেটী পালন কোরেছেন। বাড়ী ছেড়ে উঠে গেছেন। এক রকমে অঙ্গীকার পালন হয়েছে। কিন্তু হয়েই বা হলো কি ? ডিউকের সঙ্গে সমভাবেই চিঠীপত্র লেখালিখি চোল্তে লাগ্লো। কোথায় আছেন, ডিউক সেটী জান্তে পাল্লেন। তবে আর তাঁর অঙ্গীকার পালনে লেডী পলিনের উপকার হলো কি ? দূর হোক্, ওসব ভাবনা আমার কেন ? চিঠী নিয়ে আমি বেরুলেম। ফটকের কাছে গিয়েই একটা খট্কা লাগ্লো। ইতিপূর্ব্বে আদফকে দেখে গেছি। সুধু সুধু যাচ্ছিলেম, তাতেই সন্দেহ জন্মেছিল। এবারে যদি সঙ্গ লয়, তবেই ত ধরা পোড়্বো। ফিরে গিয়ে ডিউককে যদি সে কথা বলি, আদফের ভয়ে চিঠীখানা যদি ফিরিয়ে দিতে যাই, সে কাজটাও ভাল হয় না। সময় গিয়েছে। হাতে কোরে নিয়ে এসেছি। আবার ফিরিয়ে দিতে যাওয়াটা দোষের কথা। নিয়েছি ত নিয়েছি, দিয়েই আসি।

ফটকের ধারেই আদফের সঙ্গে দেখা হলো। দুই একটা চোল্তি কথা কোয়ে, কত কি ভাবুতে ভাবুতে আমি ফটক পার হোলেম। সরাসর সদররাস্তায় চোলে যেতে লাগ্লেম। কেন জানি না, কিসে আমার সন্দেহ হলো, তাও বুঝ্তে পাল্লেম না, কিন্তু মন যেন বোল্তে লাগ্লো, আদফ আমার সঙ্গ নিয়েছে। একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখ্লেম। অলক্ষিতে মুখ ফিরিয়ে একটী চঞ্চল কটাক্ষপাতমাত্র। আদফের নীল-বর্ণ উর্দ্দী যেন আমার চক্ষে পোড়্লো। ভাল কোরে চেয়ে দেখি, আর নাই ! অন্য কোন গলীর ভিতর লুকিয়ে গেল, কিম্বা পথের ধারের কোন লোকের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে, ঠিক বুঝ্তে পাল্লেম না। নিশ্চয় বুঝ্লেম, গুপ্তভাবে গুপ্তচর আদফ আমার পাছু পাছু আস্ছে !

একটু দূরে যেতে হবে। পদব্রজে ততদূর যাওয়া কষ্টকর;—কষ্টকরও বটে, বিলম্বের কথাও বটে। একটা তুচ্ছ কাজে বেশী বিলম্ব করা ভাল দেখায় না। কর্ত্তাও অসন্তুষ্ট হোতে পারেন। এই ভেবে, পথে একখানি গাড়ী কোল্লেম। গাড়ীতে উঠে পকেট থেকে চিঠীখানি বাহির কোল্লেম। নূতন ঠিকানার নম্বরটী কত, ভাল কোরে দেখ্‌লেম। গাড়োয়ানকেও বোলে দিলেম। গাড়ীর দরজা খোলা ছিল। জোরে জোরে বাতাস হোচ্ছিল। মনটাও আমার অস্থির ছিল। বাতাসের এক ঝাপ্‌টায় চিঠীখানি আমার হাত থেকে উড়ে গেল! রাস্তায় পোড়ে গেল! একটু পূর্ব্বে বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তার কাদার উপর চিঠীখানি লুটোপুটি খেতে লাগ্‌লো!

"ধরো!—ধরো!—কুড়িয়ে আনো!"—গাড়োয়ানকে উদ্দেশ কোরে বারবার আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "ধরো!—ধরো! উড়ে গেল! ওর ভিতর ব্যাঙ্কনোট আছে!"

গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি কোচবাক্স থেকে লাফিয়ে পোড়ে, চিঠীখানি ধোল্লে। চিঠী তখন বাতাসে উড়ে উড়ে, একটা ডোবার দিকে যাচ্ছিল। ক্ষিপ্রহস্তে কুড়িয়ে নিয়ে, গাড়োয়ান সেখানি আমার হস্তে প্রত্যর্পণ কোল্লে। আমি তারে ধন্যবাদ দিলেম। সে আপ্‌নার টুপী স্পর্শ কোল্লে। লাফ দিয়ে বাক্সের উপর উঠে বোস্‌লো। জোরে তখন গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে।

জলকাদায় পোড়ে চিঠীখানি ভিজে গিয়েছিল। কাদা লেগেছিল। নিজের রুমাল দিয়ে চিঠিখানি আমি পরিষ্কার কোল্লেম। মনে মনে আদফের কথাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। গাড়ীর গবাক্ষ দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌লেম। তারে দেখ্‌তে পেলেম না। গাড়ীর পশ্চাতের আয়না দিয়ে দেখ্‌লেম, সেদিকেও আদফ নাই। তবে আদফ কোথায় গেল? রাস্তা দিয়ে অনেক গাড়ী চোলেছে। আদফ কি কোন একখানা গাড়ীর ভিতর উঠেছে? সেই নূতন ভাবনা তখন আমার উপস্থিত হলো। ভাল কোরে দেখ্‌বার জন্য শকটের সম্মুখের একটী জানালা খুলে রাখ্‌লেম। গাড়োয়ানকে থাম্‌তে বারণ কোল্লেম। ভিতর থেকেই উপদেশ দিলেম, "বাঁকাপথে ঘুরে চলো! যদি দেখ, কোন গাড়ী আমাদের গাড়ীর সঙ্গ নিয়েছে,—সঙ্গ লওয়াটা যদি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পার, খুব জোরে হাঁকিয়ে দিও। সে গাড়ী যেন সহজে এ গাড়ী ধোত্তে না পারে।"

কথাগুলি আমি ফরাসীভাষায় বোল্লেম। তখন আমি ফরাসীভাষায় বেশ পরিষ্কার কথা কইতে পারি। গাড়োয়ান অতি সহজেই আমার সব কথা বুঝ্‌তে পাল্লে। কোচবাক্স থেকে মুখ ফিরিয়ে, সে একবার মাথানাড়া দিলে। সেই ইঙ্গিতেই আমি বুঝ্‌লেম, সে আমার উপদেশমতই কাজ কোর্‌বে। তার মুখের ভাব দেখে আরও বুঝ্‌লেম, সে যেন একটা চমৎকার মজা পেলে। অনেকদূর ঘুরে ঘুরে গাড়ীখানা নিয়ে চোল্লো। যতই বেশীদূর ঘুর্‌বে, ততই বেশী ভাড়া পাবে, তারই মজা,—তারই লাভ!

গাড়ী খুব ছুটে ছুটে চোল্লো। আমার মনে মনে ধারণা আছে, পাছুতে লোক লেগেছে। গাড়োয়ান হয় ত পশ্চাতে সেই রকমের কোন গাড়ী দেখ্‌তে পেয়েছে।

নূতন নূতন পথে ঘুরে ঘুরে যেতে লাগ্‌লো। অপ্রশস্ত ছোট ছোট পথে অনেকদূর চোলে গেল। প্যারিসের বড় বড় রাস্তা আমার বেশ চেনা হয়েছিল; কিন্তু গাড়োয়ান যেদিকে আমারে নিয়ে ফেল্লে, সেদিকে আর কখনও আমি যাই নাই। রাস্তাগুলিও নূতন নূতন ঠেক্‌তে লাগ্‌লো। বিশমিনিটের মধ্যে আমরা কষ্টমহাউসের ফটক ছাড়িয়ে, অনেকদূর গিয়ে পোড়্‌লেম। গাড়ীখানা এক জায়গায় থাম্‌লো। নিকটে একখানা মদের দোকান। সেই দোকানের সাম্‌নে—ঠিক দরজার উপর একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটা বোধ হলো, গাড়োয়ানের চেনা। গাড়োয়ান তার সঙ্গে কি কথা কইলে। লোকটা লম্ফ দিয়ে আমাদের গাড়ীর কোচ্‌বাক্সের উপর উঠে বোস্‌লো। নূতন লোকটা আরোহণ করবা-মাত্রেই গাড়োয়ান খুব জোরে ঘোড়ার পিঠে চাবুক বসালে। চাবুক খেয়ে ঘোড়ারা যেন ভোঁ ভোঁ কোরে উড়ে চোল্লো।

যে রাস্তায় গিয়ে পোড়্‌লেম, সে দিকে লোকালয় বড় কম। আরও খানিক এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লেম, ঘরবাড়ী কিছুই নাই। খোলা ময়দানে গাড়ী চোলেছে। এ পথে কেন এলো? মনে মনে ভাব্‌লেম, ঘুরে ঘুরে যেতে বোলেছি, সেই জন্যই হয় ত নূতন পথ ধোরেছে। পশ্চাতের পরকোলার ফাঁক দিয়ে আমি দেখ্‌লেম, দূরে আর একখানা গাড়ী আস্‌ছে। দেখেই অনুমান কোল্লেম, ঐ গাড়ীখানাই আমাদের পেছু নিয়েছে, গাড়োয়ানের মনে সেই ধারণাই ঠিক। আমাদের গাড়ী অতি দ্রুত ছুটে চোলেছে। পশ্চাতের গাড়ীখানা খুব পেছিয়ে পোড়েছে। গাড়োয়ানকে বহুৎ বহুৎ তারিফ কোত্তে লাগ্‌লেম।

গাড়োয়ান সব পথ জানে। এখনি হয় ত আর একটা বাঁকা পথ ধোর্‌বে। পশ্চাতের গাড়ীর লোকেরা এ গাড়ী যখন দেখ্‌তে পাবে না, গাড়োয়ান হয় ত সেই অবকাশে আর একটা বাঁকা গলীতে প্রবেশ কোর্‌বে, কাজ সমাধা হবার পর, আরও বাঁকাপথে অন্যদিক্ ঘুরে, আমারেবাড়ীতে এনে পৌঁছে দিবে। এই সকল ভেবে ভেবে মনে মনে আশ্বাস পেতে লাগ্‌লেম।

এই রকম আমি চিন্তা কোচ্চি, ঠিক তাই হলো। গাড়ীখানা একটা পাশের গলীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে। তখন আর আমি পশ্চাতের গাড়ী দেখ্‌তে পেলেম না। বেশ! বেশ!—বেশ! আদফটা হেরে গেল! আমার গাড়োয়ান বেশ হুঁসিয়ার!—ভারী হুঁসিয়ার! চমৎকার বুদ্ধি!

মনে মনে গাড়োয়ানের চমৎকার বুদ্ধির প্রশংসা কোচ্চি, গাড়ীখানা থেমে গেল। গাড়োয়ান একদিক থেকে লাফিয়ে পোড়্‌লো। তার সঙ্গী লোকটা অন্যদিকে লম্ফ দিলে। তখন আমি ভাল কোরে দেখ্‌লেম, লোকটার দুস্‌মন চেহারা! হঠাৎ দেখ্‌লেই ভয় হয়। গাড়ীর দুদিকের দরজাই তারা একেবারে খুলে দিলে। দুজন লোকেই বিকট-দর্পে আমার দুখানা হাত চেপে ধোল্লে! তাদের আসল মৎলবটা তখন প্রকাশ হয়ে পোড়্‌লো। এতক্ষণ যে মৎলবের বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝ্‌তে পারি নাই,—সন্দেহও করি নাই, কাজে তারা সেই মৎলবটাই দেখালে!

দুজনেই তারা ডাকাত! যেমন তারা জোর কোরে আমারে ধোরেছে, দারুণ ক্রোধে অমনি আমি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছি। আমার শরীরে তখন যেন সহস্র বীরের পরাক্রমের আবির্ভাব। আমার শরীরে যতদূর শক্তি, ততদূর শক্তিতে গাড়োয়ানের মুখে এক বজ্রমুষ্টি প্রহার কোল্লেম। লোকটা সেই ঘুসী খেয়ে, গলীর একটা দেয়ালের গায়ে ঠিক্‌রে পোড়্‌লো। সেটা ত পোড়্‌লো, তার পর তার সঙ্গী লোকটার ঘাড়ে আমি পোড়্‌লেম। গাড়ী থেকে যখন আমি বেরিয়ে পড়ি, লোকটার সঙ্গে হুড়োহুড়ি কোত্তে কোত্তে যখন আমি রাস্তায় এসে দাঁড়াই, তখন দৈবাৎ হোঁচট খেয়ে পোড়ে গিয়েছিলেম, ডাকাতটা ইচ্ছা কোল্লে সেই সময় আমারে কাবু কোত্তে পাত্তো, কিন্তু কেন জানি না, সে আমারে তখন কিছু বোল্লে না। আমিই তারে ঠুকে দিলেম। মনে কোল্লেম, পেরে উঠ্‌বো না, দুটো দুটো বলবান ডাকাত, পথে আমি একাকী, দুটো লোকের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে কখনই আমার জয়লাভ হবে না, পলায়ন করাই শ্রেয়। প্রাণপণ যত্নে ছুট দিলেম। যে পথ ধোরে আস্‌ছিলেম, সেই পথেই ছুট্‌লেম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বড় রাস্তায় এসে উপস্থিত হোলেম। তখনো পর্য্যন্ত ছুট থামাই নাই। যতদূর ছুটে এলেম, ততদূর কেবল মাঠের পথ। লোকালয়ের চিহ্ন ছিল না। ছুটে ছুটে লোকালয়ে এসে পোড়্‌লেম। তখন আমার ভয় কোম্‌লো। হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লেম! ধীরে ধীরে চোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেম। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। যেদিক্ থেকে আমি পালিয়ে এলেম, সেদিকে আর একখানিও গাড়ী দেখ্‌তে পেলেম না। কেহই সঙ্গ লয় নাই, এইটাই বিবেচনা কোত্তে লাগ্‌লেম। উঃ! গাড়োয়ানটা কি নেমকহারাম! নিজের নিরাপদের জন্য আমি তারে বাঁকা বাঁকা দূরপথে ঘুরে ঘুরে আস্‌তে বোলে দিয়েছিলেম, সেই ছলেই সে যেন যো পেলে! সুযোগ বুঝেই সঙ্গী জোটালে! সুবিধা ভেবেই আমারে আক্রমণ কোল্লে! সঙ্গে যা কিছু আছে, বিজনপথে মেরে ধোরে কেড়েকুড়ে নেবে, সেই তার মৎলব ছিল, শেষে জান্‌তে পাল্লেম। চিঠীখানি যখন বাতাসে উড়ে কাদায় পোড়ে যায়, তখন সে আমার মুখে শুনেছিল, চিঠীর ভিতর ব্যাঙ্কনোট আছে। সেই লোভেই আমারে আক্রমণ কোরেছিল। পরমেশ্বরের করুণায় ডাকাতদুটোকে পরাস্ত কোরে, আমি যদি পালাতে না পাত্তেম, নোট কখানি তারা নিশ্চয়ই লুটে নিত!—কতই প্রহার কোত্তো!—হয় ত প্রাণেই মেরে ফেল্‌তো! ডাকাতের অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে?

পথের ধারে খানিকদূর এসে, দুতিনজন চৌকীদারকে দেখ্‌তে পেলেম। আমারে ডাকাতে ধোরেছিল, ইচ্ছা হলো, তাদের কাছে খবর দিই। ডাকাতেরা যেদিকে আছে, সে সন্ধানও বলি। কিন্তু ভয় হলো। কোথায় যাচ্ছিলেম, কেন যাচ্ছিলেম, সে সব কথা ভাঙা হবে না। কেননা, সহরের কাণ্ড;—ফরাসী সহর। ডাকাতী কাণ্ড। খবরের কাগজে উঠ্‌বে। লেডী পলিন সেই খবরের কাগজ দেখ্‌বেন। সে-গাড়ীতে আমি কোথায় যাচ্ছিলেম, ঘুরে ঘুরে বেশীদূর যেতে কেনই বা গাড়োয়ানকে উপদেশ

দিয়েছিলেম, কেনই বা জোরে হাঁকাতে বোলেছিলেম, পশ্চাতের গাড়ী যেন আমাদের ধোত্তে না পারে, এমন উপদেশই বা কেন ছিল ?—এই সব কথা মিলিয়েমিলিয়ে, লেডী পলিনের মনে যখন তর্ক উঠবে, কিম্বা হয় ত আমারেই সে সব কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, যখন সই রকমে জিজ্ঞাসা কোরবেন, তখন আমি কি উত্তর দিব ? জিজ্ঞাসার অগ্রেই তাঁর মনে সন্দেহ হবে। সন্দেহের পরে নিশ্চয় বিশ্বাস দাঁড়াবে। সেই সব ভেবে চিন্তে প্রহরীদের কাছে সে সব কথা কিছুই বোল্লেম না। ও সব কথা কেহ আমারে জিজ্ঞাসা করে, ডিউক পলিনের গুপ্তদূত হয়ে, কার কাছে কোথায় আমি যাচ্ছিলেম, লোকের কাছে সে সব কথার উত্তর দিতে হয়, আমার পক্ষে সেটী বড়ই ঘৃণার কথা। তাই ভেবেই চুপ কোরে গেলেম।

আর একখানা গাড়ী ভাড়া কোল্লেম। সে গাড়ীর গাড়োয়ানকেও বোলে দিলেম, “সোজাপথে কুমারী লিগ্নির বাড়ীতে আমারে নিয়ে চলো !”

গাড়ী চোল্লো। আমিও সতর্ক হয়ে, চারিদিক্ চাইতে চাইতে গাড়ীর ভিতর বোসে থাক্‌লেম। পশ্চাতে কোন গাড়ী আস্‌ছে কি না, একএকবার দেখ্‌লেম। কোন গাড়ীই ছিল না। আধঘণ্টার মধ্যে নির্দ্দিষ্টস্থানে পোঁছিলেম।

গাড়ী থেকে নাম্‌লেম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছদিকে যতদূর দেখা যায়, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, আদফের কোন চিহ্নই দেখ্‌তে পেলেম না। কুমারী লিগ্নির বাড়ীর ফটকের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। ফটকে যে দরোয়ান ছিল, চিঠীখানি তার হাতে দিয়ে, আমি বোলে দিলেম, “চুপি চুপি কুমারী লিগ্নিকে দিও ! দৈবাৎ কাদায় পোড়ে চিঠীখানি ভিজে গেছে, একটু একটু ময়লা হয়েছে, সে অপরাধে তিনি যেন আমারে ক্ষমা করেন।”

দরোয়ানের হাতে চিঠী বিলি কোরেই, তৎক্ষণাৎ আমি রাস্তায় বেরুলেম। বেরিয়েই দেখি, অশুভ লক্ষণ ! গলীর মোড়ে নীল উর্দ্দীপরা একটা লোক ওৎ কোরে দাঁড়িয়ে ছিল ! আমারে দেখ্‌তে পেয়েই সাঁ কোরে সোরে গেল। নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, লেডী পলিনের গুপ্তচর আদফ। সর্ব্বনাশ ! আমি ভেবেছিলেম, আদফকে হারালেম। উঃ ! তার ফিকিরের কাছে আমিই হেরে গেলেম ! আদফটাই জিতে গেল !

যে গাড়ীতে গিয়েছিলেম, পুনর্ব্বার সেই গাড়ীতে আরোহণ কোল্লেম। ডিউকের বাড়ীর খানিকদূর থাক্‌তে গাড়ী থেকে নাম্‌লেম। বাকী পথটুকু হেঁটে গেলেম। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম সম্মুখে আর কাহাকেও দেখ্‌তে পেলেম না। সরাসর উপরের বৈঠকখানায় চোলে গেলেম। ডিউক তখন মহা উদ্বিগ্ন হয়ে ঘরের ভিতর ছট্‌ফট্ কোচ্ছিলেন। আমার অনেকক্ষণ দেরী হয়ে গেছে, হয় ত আমি গুপ্তচরের হাতে ধরা পোড়েছি, হয় ত আমার কোন বিপদ্ ঘোটেছে, সেই ভাব্‌নাতেই ডিউক বাহাদুর অস্থির রয়েছেন দেখ্‌লেম। সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, আমি আমার দৌত্যকর্ম্মের সমস্ত বাধাবিঘ্ন একে একে আনুপূর্ব্বিক নিবেদন কোল্লেম। আদফ আমার সঙ্গ

নিয়েছিল।—তারে আমি দেখেছি।—তার পোষাক আমার নজরে পোড়েছিল।—সে আমারে দেখেছে।—যে উপায়ে তাঁরে পশ্চাতে ফেলে নির্ব্বিঘ্নে আমি যেতে পারি, গাড়োয়ানের সঙ্গে সেইরকম বন্দোবস্ত কোরেছিলেম,—গাড়োয়ান্ বিশ্বাসঘাতক হয়েছে,—গাড়োয়ান ডাকাত,—আমারে ডাকাতে ধোরেছিল, সে সব কথাও বোল্লেম। আদফ আমার অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান্,—বেশী চতুর, আদফের কাছে আমি হেরে এসেছি, সেই কথাটীই আমার পূর্ব্ব কৈফিয়তের উপসংহার।

"মেয়েমানুষের পোড়া ঈর্ষ্যার মাথায় বাজ পড়ুক!"—দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কোত্তে কোত্তে অনুতপ্ত ডিউক বিকৃতবদনে পুনরুক্তি কোল্লেন, "সেই মেয়েমানুষের পোড়া ঈর্ষ্যার মাথায় বাজ পড়ুক! পরমেশ্বরের নামে—"

বোল্‌তে বোল্‌তেই একটু থেমে গেলেন। আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ কোরেই ডিউকবাহাদুর ঐরূপ মর্ম্মান্তিক বাক্য উচ্চারণ কোল্লেন। তিনি মনে কোরেছিলেন, হয় ত আমি শুনতে পাব না, কিন্তু তাঁর মুখের দিকে আমার চক্ষু না থাকুক, কথার দিকে বিলক্ষণ কাণ ছিল। মৃদুবাক্য হোলেও বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট আমি শুনলেম। ভ্রূ কুঁচকে—কপাল কুঁচকে—একবার হাঁ কোরে—একএকবার ক্ষুদ্রচক্ষু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, তিনি যেন সে সময় কেমন এক ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন। বৃদ্ধ লোকটীর চঞ্চলমনে ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণার তুফান বয়ে যাচ্চে।

কিয়ৎক্ষণ ঐ রকমে বিভীষিকা দেখিয়ে, চিন্তাকুলবদনেই তিনি আমারে আবার বোল্লেন, "দেখ জোসেফ! আমি যেন বুঝ্‌তে পাচ্চি, আমার স্ত্রী তোমাকে নিশ্চয়ই ডেকে পাঠাবেন। আমি তোমারে কি কাজে কোথায় পাঠিয়েছিলেম,—আমার প্রেরিত হয়ে কোন্ কাজে তুমি গিয়েছিলে, নিশ্চয়ই তিনি তোমারে সে কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন। তুমি তখন কি বোল্‌বে?"

অধৈর্য্য হয়ে তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কোল্লেম, "আমিও তাই ভেবে অস্থির হয়েছি। আপ্‌নার অনুরোধে যে কাজটা আমি কোরেছি,—না না, আপ্‌নার কাছে আমি অকৃতজ্ঞ হব না। মনের উদ্বেগে যে কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পোড়্‌ছিল, ক্ষমা কোর্‌বেন। আমি অকৃতজ্ঞ হব না। কর্ত্রী যদি আমারে জিজ্ঞাসা করেন, বিশেষ কৌশলেই উত্তর দিয়ে আমি তাঁর সন্দেহভঞ্জন কোত্তে পার্‌বো।"

"জানি আমি, তুমি বেশ বুদ্ধিমান্! তোমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখে আমি অতি আপ্যায়িত হোলেম।"

সেলাম কোরে আমি বিদায় হোলেম। সেদিন বৈকালে আর আমি ঘরের বাহির হই নাই। সন্ধ্যার পর ভোজনের সময় ভোজনাগারে প্রবেশ কোল্লেম। ফ্লোবাইন আমার কাছে এলো। কি যেন বাজে কথা বল্‌বার ছল কোরে, চুপি চুপি আমার কাণে কাণে বোল্লে, "কর্ত্রীর আদেশে আমি তোমার সঙ্গে দেখা কোত্তে এলেম। তোমারে একটী বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে ইচ্ছা করি।"

আমার সন্দেহটাই বলবান্ হয়ে দাঁড়ালো। কুমারী লিগ্নির বাড়ীতে আমি গিয়েছিলেম, সেই কথাই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন। কি যে উত্তর দিব, কি যে হবে, যতক্ষণ আহার কোল্লেম, অন্যমনস্ক হয়ে ততক্ষণ কেবল সেইটীই ভাবলেম। ভেবে চিন্তে মনে মনে একখানা স্থির কোরে রাখলেম। যা আমি বোল্‌বো, তাতে বিশেষ কিছু মিথ্যাকথা বলা হবে না। যতকথা বলা দরকার, তত কথাও বোল্‌বো না। খুব সাবধান হয়েই অনেক কথা চেপে রাখ্‌বো! ভোজনাসনে বোসে বোসেই সেইটী তখন আমার সঙ্কল্প।

আহার সমাপ্ত হলো। ফ্লোরাইণ যে ঘরে আমাকে যেতে বোলেছিল, ভাব্‌তে ভাব্‌তে সেই ঘরে গিয়েই আমি উপস্থিত হোলেম। ফ্লোরাইণ তখন সেখানে ছিল না, একটু পরেই এলো। আমারে তার সঙ্গে যেতে বোল্লে। সঙ্গে কোরে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর উপবেশনগৃহে নিয়ে গেল। সেই ঘরে প্রবেশ কোরে, আমি দেখ্‌লেম, লেডী পলিন আর তাঁর পিতা গম্ভীরভাব ধারণ কোরে কাছাকাছি বোসে আছেন।

চতুঃষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

পিতাপুত্রী।—গুপ্তকথা।

আমারে সেই ঘরে রেখেই ফ্লোরাইণ চোলে গেল। পূর্ব্বেই আমি বোলেছি, লেডী পলিনের পিতা ফরাসী রণক্ষেত্রের একজন মহামান্য মার্শেল। বয়স অনেক হয়েছে। চেহারাতে বড়মানষী ধরণের বিলক্ষণ গাম্ভীর্য্য। সামরিক দাম্ভিকতাও মুখে চক্ষে পরিলক্ষিত হয়। সহসা দেখ্‌লেই বোধ হয়, একটু যেন কোপনস্বভাব। আমি দেখ্‌লেম, সেই দাম্ভিক বীরপুরুষ কোন চিন্তায় যেন বিষাদিত। সকলেই জানে, কন্যাটীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। কন্যাও তাঁর কাছে আপনার সমস্ত দুঃখের কথা জানিয়েছেন। কন্যার বিষাদেই তিনি বিষাদিত।

লেডী পলিনের রূপগুণের কথা পূর্ব্বেই আমি একরকম উল্লেখ কোরেছি। পরমরূপবতী কামিনী তিনি। বয়স যদিও ছত্রিশ বৎসর,—যদিও অনেকগুলি পুত্রকন্যার জননী হয়েছেন,—মানসিক যন্ত্রণায়,—সত্যই হোক্ বা মিথ্যাই হোক্, মনাগুনে জ্বোলে জ্বোলে যদিও ম্রিয়মান হয়ে পোড়েছেন, তথাপি তাঁর রূপলাবণ্যের ছটা কমে নাই। যৌবনের প্রথম সঞ্চারকালে সে শরীরে যেমন লাবণ্য ছিল, তত না থাকুক, লাবণ্য তিনি হারান্ নাই। পিতার পার্শ্বে একখানি কৌচের উপর তিনি বোসে আছেন। যখন আমি প্রবেশ কোল্লেম, পলকশূন্যনয়নে তখন ক্ষণকাল তিনি আমার দিকে

অচঞ্চলে চেয়ে থাক্‌লেন। তাঁর পিতাও আমারে সেই রকমে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন। ক্ষণকাল একটীও কথাবার্ত্তা নাই। গতিক দেখে আমি যেন ফাঁপরে পোড়্‌লেম।

অবশেষে মৌনভঙ্গ কোরে, মার্শেলবাহাদুর আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেন আমরা তোমারে ডেকেছি, 'তা কিছু তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ?"—মার্শেলবাহাদুর ইংরাজী কথা কইলেন। উদাসভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে ঐ কথা বোল্লেন। আমার শ্রবণের কিছু ব্যাঘাত হলো না। সসম্ভ্রমে আমি উত্তর কোল্লেম, "আপ্‌নার কি আজ্ঞা আছে, সেই কথা শুনতেই আমি এসেছি।"

মার্শেল বোল্লেন, "মিথ্যাকথা বোলো না!—ছলনা কোরো না! যা আমি জিজ্ঞাসা কোর্‌বো, কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হয়ে ঠিক ঠিক তার উত্তর দিও!"

পিতার স্কন্ধের উপর সুকোমল দক্ষিণ হস্তখানি বিন্যস্ত কোরে, পিতার মুখপানে চেয়ে, লেডী পলিন বোল্লেন, "দেখুন পিতা! আমিই জিজ্ঞাসা করি। আপনি শুনুন্! কোন্ কথায় কি উত্তর করে, আপ্‌নি বিবেচনা করুন্।"

সেই বাক্যেই মার্শেল সায় দিলেন। লেডী পলিন আমার জবানবন্দী গ্রহণ কোত্তে লাগ্‌লেন। প্রথমেই তিনি বোল্লেন, "সত্যকথা বোলো! ডিউক আজ কি তোমারে কোন জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?"

আমি অভিবাদন কোল্লেম। কথার উত্তর দিলেম না।

আমার ভাবভঙ্গী দেখে, যেন কিছু আদরের স্বরে ডিউকপত্নী বোল্লেন, "তোমার তারিফ আছে! গোপনের কথা গোপন রাখ্‌তে বিশেষ যত্ন আছে তোমার! দেখে আমি খুসী হোচ্চি! এ গুণে তোমারে অবশ্যই প্রশংসা কোত্তে হয়। কিন্তু সত্যকথা গোপন কোরো না! গোপন কোল্লেও গোপন থাক্‌বে না। আমিও তোমার মনিব। আমি তোমারে জিজ্ঞাসা কোচ্চি, তুমি চুপ্ কোরে থাক্‌ছো, এটা কিন্তু তোমার ভাল হোচ্চে না। দেখ, কুমারী লিগ্‌নি নামে একটী স্ত্রীলোক আছে। আজ তুমি তার বাড়ীতে গিয়েছিলে। আমি তোমারে জিজ্ঞাসা কোচ্চি, সত্য বল, সে বাড়ীতে তুমি গিয়েছিলে কি না?—কি দিয়ে এসেছ?"

বিনীতভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "নিবেদন করি। মাননীয় ডিউক পলিনের সহধর্ম্মিণী আমারে যদি কোন বিশেষ গোপনীয় কার্য্যের ভার দেন,—ডিউকবাহাদুর নিজে যদি আমারে জিজ্ঞাসা করেন, সে কাজটা কি?—যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কি রকম কাজ? তা হোলেও আমি এই রকম চুপ কোরে থাক্‌বো।"

লেডী পলিনের মুখখানি আরক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। অভিমানে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বোল্লেন, "স্বামী কৈফিয়ত চাইবেন, ডিউক পলিনের সহধর্ম্মিণী এমন কোন গোপনীয় কাজ করেন না! তেমন কাজে লিপ্ত থাক্‌তে জানেনও না!"

পুনর্ব্বার আমি অভিবাদন কোল্লেম। উত্তর কোল্লেম না। মনে কোত্তে লাগ্‌লেম, এই মানময়ী স্ত্রীলোকটী আপ্‌নার স্বামীর দুষ্ক্রিয়ার বিষয় কাগজে লিখে রেখেছেন।

স্বামী কোথায় কি করেন, সন্দেহক্রমে তার অনুসন্ধানের জন্য গুপ্তচর লাগিয়েছেন। সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে এটা বড়ই দোষাবহ। স্বামীর কৃতকর্ম্মে স্ত্রী এতদূর অনুসন্ধান লয়, আমার মনে সেটা ভাল বিবেচনা হলো না।

লেডী পলিন ক্রমশই রেগে উঠ্‌লেন। একটু পূর্ব্বে আদর কোচ্ছিলেন,—তারিফ কোচ্ছিলেন, সে ভাব ঘুচে গেল। সরোষে আমারে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমার কথায় তুমি জবাব দিবে কি না? কতক্ষণ চুপ কোরে থাকবে?—কথা কও!—কুমারী লিগ্‌নীর কাছে আজ তুমি টাকা নিয়ে গিয়েছিলে কি না?"

আমি আর চুপ্ কোরে থাক্‌তে পাল্লেম না। নম্রভাবেই বোল্লেম, "যদি আমি কোন বিশ্বাসের কাজ কোরে থাকি, কেহ আমারে উত্তেজনা কোরে, সেই বিশ্বাসের অপব্যবহার কোত্তে বলেন, সেটা আমার অসহ্য। আপ্‌নার ওরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি কিছুতেই বাধ্য নই। সে অভ্যাস আমার নয়। আমি বরং চাক্‌রী ছেড়ে দিয়ে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে——"

বাতাসে যেমন দীপশিখা কাঁপে, মহারোষে লেডী পলিন ঘন ঘন সেই রকম কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। মহারোষে পিতাকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "দেখুন পিতা! দেখুন! আপ্‌নার কথাতেই আপ্‌নি ধরা পোড়্‌ছে! আমরা যা সন্দেহ কোরেছি, প্রকারান্তরে আপ্‌নার মুখেই সেটা স্বীকার কোচ্চে! আর কি গোপন কোত্তে পারে? গোপন কোল্লেই বা থাক্‌বে কেন? চুপ্ কোরে থাকাতেই সত্যকথা বুঝা গেছে! মিথ্যার আড়ম্বরেও সত্য কবুল করা হয়েছে! ঠিক ধরা পোড়েছে! হায়! হায়! এ টাকাগুলি থাক্‌লে আমরা স্বচ্ছন্দে থাকতে পাত্তেম। আমাদের নিজের কত উপকারে আস্‌তো, আমাদের ছেলেরাও অনেক উপকার পেতো। সেই টাকাগুলি কি না, ঐ রকম অপব্যয়ে গেল! সেই স্ত্রীলোকটার মত কলঙ্কিনী নারীদের ভোগবিলাসের জন্যই সে টাকাগুলি নষ্ট হয়ে গেল। তা যায় যাক্, আমি আপ্‌নার বুক বেঁধেছি! আর আমি এ সব সহ্য কোর্‌বো না! অমন স্বামীর কাছে আমি কখনই থাক্‌বো না! আপ্‌নি আমারে নিয়ে চলুন! অবশ্যই আমি পৃথক্ থাক্‌বো! দেখুন পিতা! এ যদি আমি জান্‌তেম, এমন কাণ্ড হবে, ঘুণাক্ষরেও যদি কেহ আমারে এ কথা বোল্‌তো, তা হোলে কখনই আমি ও রকম লোককে বিবাহ কোত্তে রাজী হোতেম না! যে সুখনিকেতনে শৈশবাবধি আমি লালিত-পালিত হয়েছি, এমন জান্‌লে সে সুখনিকেতন পরিত্যাগ কোরে কখনই আমি ঐ রকম নির্দ্দয় ডিউকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হোতেম না। নিয়ে চলুন! ব্যগ্রতা করি পিতা! আপ্‌নি আর আমারে এখানে রেখে যাবেন না! কিছুতেই আমি থাক্‌বো না! বুদ্ধির ভুলে যে সুখনিকেতন পরিত্যাগ কোরে এসেছি, সেই নিকেতনেই আবার আমি ফিরে যাব।"

উঃ! যে রকম রাগের লক্ষণ দেখ্‌লেম, তাতে আমার অভক্তি হয়ে দাঁড়ালো। মার্শেলের কন্যা, ডিউকের পত্নী। ভয়ানক রাগের ঝড়ে আপনাদের পদমর্য্যাদাটা,

আপনাদের মানসম্ভ্রমটা—একেবারেই যেন তিনি ভুলে গেলেন! সামান্য ঘৃণাকর রিপুর বশবর্ত্তিনী ইতর রমণীরা মিথ্যা গায়ের জ্বালায় যেমন একে আর বাধাইয়া তুলে, অতবড় সম্ভ্রান্ত ডিউকের পত্নীও যেন তাই কোল্লেন!, নিতান্ত অসারতা দেখালেন! কেন বলি অসার?—তারও মানে আছে। আমি একজন চাকর, আমার কাছে ঐ রকমে পতিনিন্দা করা—পতির আবাস ছেড়ে যাবার সঙ্কল্প করা, ডিউকপত্নীর পদের উচিতকার্য্য হলো না। যা মনে ছিল, অন্যলোকের অসাক্ষাতেই তা বোল্‌তে পাত্তেন। আমার সাক্ষাতে চেপে গেলেই যেতে পাত্তেন। ডিউক যদি দোষীই হন, আমি তাঁরে নির্দ্দোষী বোল্‌তে ইচ্ছা করি না, কিন্তু বিবাহিতা পত্নী সত্যমিথ্যা কিছুই না জেনে, মনের আক্রোশে—মনের হিংসায়, মিথ্যা গায়ের জ্বালায় পতির প্রতি ওরূপ অভক্তি করেন, ভালমনে সেটা আমি সহ্য কোল্লেম না।

আদরিণী কন্যাকে কতপ্রকার আদরে সান্ত্বনা কোরে, বৃদ্ধ মার্শেল বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "চুপ কর মা! চুপ কর! শান্ত হও! আমি তোমারে এখান থেকে নিয়ে যাব। সত্যই এ বাড়ীতে আর তোমার থাকা উচিত হয় না।"

সহসা নিঃশব্দে দরজা খুলে ফ্লোবাইন প্রবেশ কোল্লে। ব্যস্তভাবে চঞ্চলস্বরে বোল্লে, "মারকুইসবাহাদুর এসে উপস্থিত হয়েছেন!"

"এসেছে? এসেছে? আমার পুত্র এসেছে?"—সানন্দকণ্ঠে লেডী পলিন এইরূপ আনন্দোক্তি প্রকাশ কোরে, আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কিঞ্চিৎপূর্ব্বে যে ভাবটা তাঁর ঘোটে দাঁড়িয়েছিল, পুত্রের কথা মনে হয়ে, তৎক্ষণাৎ যেন সে ভাবটা তিরোহিত হয়ে গেল। চিরকালের মত পতির গৃহ পরিত্যাগ কোর্‌বেন, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সেই সঙ্কল্পটা তাঁর অপবিত্র মনে স্থান পেয়েছিল, সে স্থান আর থাক্‌লো না। সঙ্কল্পটা ফিরে দাঁড়ালো। অলক্ষিত মায়ার মোহিনীশক্তিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "না না! পতিকে আমি পরিত্যাগ কোরে যাব না! আমি থাক্‌বো!—হাঁ পিতা! আমি থাক্‌বো! ছেলেদের মায়ার খাতিরেই আমারে থাক্‌তে হবে।"

কন্যার ভাবান্তর দর্শন কোরে, পিতা খুসী হোলেন কি অখুসী হোলেন, সে কথা আমি বোল্‌তে পারি না, কিন্তু গম্ভীরবদনেই তিনি গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, "সেই কথাই তবে ভাল। ছেলেদের কাছেই থাক।"—কন্যাকে এই কথা বোলে আমার কাছে সোরে এসে, সক্রোধবচনে—সক্রোধ অথচ মৃদুবচনে মার্শেলবাহাদুর বোল্লেন, "যাও তুমি, ঘর থেকে বেরিয়ে যাও! সাবধান! যে ঘটনা হয়েছে, সে সম্বন্ধে যা তুমি বোল্লে,—যা তোমারে বোল্‌তে হবে, সাবধান হয়ে বিবেচনা কোরো! ফের যদি তুমি সেই রকমে চিঠী নিয়ে যাও,—টাকা নিয়ে যাও, যাতে কোরে আমার কন্যাটীর চিরজীবনের সুখশান্তি ধ্বংস হয়, ফের যদি তুমি সে রকম কোন কাজ কর, প্রতিফল পেতে হবে।"

মার্শেল যখন আমারে এই সব কথা বলেন, পুত্রদর্শনের আনন্দে লেডী পলিন তখন চঞ্চলচরণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমিও একটী সচ্ছল নিশ্বাস ফেল্লেম!

মার্শেলের জোর জোর কথায় আমি একটীও উত্তর কোল্লেম না। ভাল সময় ছেড়ে এলো! আর একটু থাক্‌লে কত যে বাড়াবাড়ি হয়ে উঠ্‌তো, চিন্তা কোরেই আমার গা কাঁপ্‌ছিল। ছেড়ে এলো, লেডী বেরিয়ে গেলেন, মনের ভিতর আমার হাসি পেলে। আমিও চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেম। সেই দিনেই আমি আহ্লাদপূর্ব্বক ডিউকের কর্ম্মে ইস্তফা দিতেম, কিন্তু কোন একটী নিগূঢ় কারণে অগত্যা আমারে কিছু-দিনের জন্য সেই চাক্‌রীতে আবদ্ধ থাক্‌তে হলো। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাক্‌তে পারে, ডিউক আমারে কতকগুলি টাকা অগ্রিম প্রদান কোরেছিলেন। সেই টাকাগুলি শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার থাকা চাই। সেই টাকায় আমি পূর্ব্বে হোটেলের বিল পরিশোধ কোরেছি। যতদিন চাক্‌রী কোচ্চি, ততদিনের বেতনে সে টাকা পরিশোধ হয় নাই। শোধ না দিয়ে যদি পালাই, অধর্ম্ম হবে;—নেমকহারামের কাজ হবে, অগত্যা আমি সেই চাক্‌রীতে বাহাল থাক্‌লেম। টাকাগুলি পরিশোধ হোলেই তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম ছেড়ে চোলে যাব, এই আমার সঙ্কল্প থাক্‌লো। তত গোলযোগের ভিতর থাক্‌তে নাই। দিন দিন নূতন নূতন গোলযোগ বেধে উঠ্‌ছে। বড়ঘরের অমন সকল বিশ্রী কাণ্ড দেখে দেখে আমি বড় অসুখী হোলেম।

লেডী পলিনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মনটা আমার বড়ই বিচলিত হলো। বাড়ীতে বোসে থাক্‌লে মনের সে অবস্থায় একটুও আরাম পাব না, বাহিরে একটু বেড়িয়ে আস্‌বার ইচ্ছা কোল্লেম। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বাড়ীর লোকজনের বাহিরে যাওয়া আসা কর্‌বার নিষেধ ছিল না। যদি কেহ অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকে, কেন ছিল, দরোয়ানের কাছে একটা কিছু কারণ বোলে রাখ্‌লেই সব গোল চুকে যায়। কর্ত্তা নিজে কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না। দরোয়ানের কাছে বোল্‌তে হয় বটে, ফটক বন্ধ কোরে শয়ন কোরেই দরোয়ান দরজা খুলে দেয়, শয়ন কর্‌বার পর বারবার উঠে উঠে দরজা খুলে দেওয়া, দরোয়ানের পক্ষেও বড় কষ্টকর, কিন্তু দরোয়ান একটী উপায় কোরেছিল। ফটকের সঙ্গে আর তার বিছানার সঙ্গে একটা তার বাঁধা থাকে। তারটা বরাবর তার ঘরের ভিতরেই চোলে এসেছে। ফটকে যখন ঘণ্টা বাজে, বিছানাতে শুয়ে শুয়েই দরোয়ান সেই তার ধোরে টানে, ফটক খুলে যায়। বিছানা থেকে তারে উঠ্‌তেও হয় না, বোস্‌তেও হয় না, কেবল হাত বাড়িয়ে তার নাড়া দিলেই কাজ হয়। ডিউক পলিনের বাড়ীতেই কেবল ঐরকম কল আছে, আর কোথাও নাই, তা নয়; ফরাসী নগরের দস্তরই ঐ রকম। যে সকল পথিক ফরাসীদেশে নূতন পরিভ্রমণ কোত্তে যান, ঐ কলকৌশলের কথাটী তাঁদের জানা থাকা উচিত।

আবার আমার নিজের কথা বলি। ডিউক পলিনের ঘর থেকে বেরিয়েই, আমি বেড়াতে যাবার ইচ্ছা কোল্লেম। বাড়ী থেকে বেরুলেম। ঘোড়ার নাচ দেখ্‌তে যাওয়া হবে, ময়দানের অতি নিকটেই ঘোড়ার নাচ হয়, দেখা হয় নাই, দেখ্‌তে যাব, এই আমার আকিঞ্চন। রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। এগারোটার সময় ক্রীড়া আরম্ভ হয়।

সর্ব্বদাই মনে করি, দেখে আস্‌বো, ঘটে না। সেই রাত্রে সঙ্কল্পটা স্থির হলো। বাড়ী থেকে বেরিয়ে সদররাস্তায় পোড়েছি, ময়দানের দিকে রাস্তার যে মোড়, সেই পর্য্যন্ত গিয়েছি, দৈবাৎ একজন যুবাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। লোকটীর বয়স অনুমান চব্বিশ বৎসর। গোঁফদাড়ীর প্রচুরতায় অনেক বেশী বয়স দেখায়: একটা গ্যাসের আলোর কাছে সেই লোকটীকে দেখ্‌তে পেলেম। বেশ ভদ্রলোকের মত পরিচ্ছদ পরা,—বেশ প্রশান্ত ভাব। লোকটী ধীরে ধীরে আমার কাছে চোলে এলো। আমি যেন তার চেনা, কিম্বা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে, ঠিক সেইভাবেই লোকটী আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। খানিকক্ষণ আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোরে, সেই লোক একটী কথা বোল্লে। শুদ্ধ কেবল একটীমাত্র কথা। কথাটী—"লিগ্‌নী।"

যে স্ত্রীলোকের সংস্রবে এসে, দারুণ গোলমালে আমি ঠেকেছি, অকস্মাৎ রাত্রিকালে একজন অপরিচিত লোকের মুখে সেই স্ত্রীর নাম!—শুনেই আমি চোম্‌কে গেলেম। চমকিতভাবে অনিমেষে লোকটীর পানে আমি ক্ষণকাল চেয়ে থাক্‌লেম। লোকটী তার নিজের ওষ্ঠে একটী অঙ্গুলী স্পর্শ কোল্লে। বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমারে নিস্তব্ধ থাক্‌তে বোল্লে। আর সেখানে দাঁড়ালো না। এম্‌নিভাবে সম্মুখের রাস্তা ধোল্লে, আমি যেন তার সঙ্গে সঙ্গে যাই, সেইটীই তার মনোগত কথা। ভাবভক্তি কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে, সঙ্গে সঙ্গেই আমি চোল্লেম। খুব ধীরে ধীরেই চোল্লেম। ইঙ্গিতে কথা কইতে বারণ কোরেছে, মুখ বুজেই চোলে যাচ্চি। কেন ডাক্‌লে?—কেন সঙ্গে যেতে বলে? এ আবার কি কাণ্ড? জানা নাই, শুনা নাই, কেনই বা তার সঙ্গে যাই? মনে আস্‌ছে, এই রকম তর্ক, তথাপি তার সঙ্গে সঙ্গে চোলেছি। কৌতূহল বেড়ে উঠ্‌লো। আশ্চর্য্য ঘটনা মনে হোতে লাগ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি। মনের ঠিক নাই। কোথায় যাচ্ছি, কি কোচ্চি, কিছুই জানি না। খানিকদূর গিয়ে মনটা কতক স্থির কোল্লেম। মনে কোল্লেম, আর যাব না। কোথায় যেতে হবে, আগে জিজ্ঞাসা করি। জিজ্ঞাসা না কোরে, এখন থেকে আর এক পাও অগ্রসর হব না। ধীরে ধীরে চোল্‌ছিলেম, একটু দ্রুতগতি পা ছুটিয়ে দিলেম। লোকটী আগে আগে যাচ্ছিল, ঘন ঘন চোলে, আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম। কেন গিয়ে দাঁড়ালেম, লোকটী হয় ত কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লে না। নিঃশব্দে আমি তার হাতের উপর হাত দিলেম। লোকটী তাড়াতাড়ি চোম্‌কে উঠে, আমার দিকে ফিরে চাইলে। আবার সেই রকম কোরে ওষ্ঠে অঙ্গুলী দিলে। কথা কইতে নিবারণ কোল্লে। আমারে পশ্চাতে ফেলে, দ্রুতগতি সেই লোকটী আবার খানিকদূর এগিয়ে গেল। আবার আমি পেছিয়ে পোড়্‌লেম।

ক্রমশই যেন চক্ষে ধাঁধা লাগ্‌ছে, কিছুতেই আর অগ্রসর হোতে মন সোর্‌ছে না। সর্ব্বদাই যেন মনে হোচ্চে, আবার বুঝি কোন নূতন ফ্যাসাদ উপস্থিত হবে। ডিউক পলিনের সম্বন্ধে কুমারী লিগ্‌নিকে নিয়ে আবার বুঝি কোন কুৎসিত ঘটনা ঘোট্‌বে। কি বিপদেই যে আমি পোড়্‌বো, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। লোকটীকে আবার

ধর্‌বার জন্য হন্ হন্ কোরে চোল্‌তে লাগ্‌লেম। অমন কোরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, আবার জিজ্ঞাসা কর্‌বার ইচ্ছা হলো। আবার আমি তার কাছে এগিয়ে গেলেম। গেছি, লোকটী দাঁড়ালো। সম্মুখে দেখ্‌লেম, একটী ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত দরজা। আমার অপরিচিত পথপ্রদর্শক সেই দরজা দিয়ে, ভিতরে প্রবেশ কোল্লে। আমারেও ইঙ্গিত কোরে ডাক্‌লে। ভালমন্দ কিছুই স্থির কোত্তে না পেরে, সন্দিগ্ধচিত্তে আস্তে আস্তে আমিও সেই পথে প্রবেশ কোল্লেম। জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো যেন, স্বপ্ন দেখ্‌ছি।—স্বপ্নেই যেন রাস্তায় এসেছি,—স্বপ্নেই যেন অচেনা মানুষ দেখেছি,—স্বপ্নেই যেন অনুগামী হয়েছি, স্বপ্নেই যেন ক্ষুদ্র দরজায় প্রবেশ কোরেছি। কি যে কোচ্চি, কিছুই জান্‌তে পাচ্চি না। স্থানটা অন্ধকার! দরজাটা আধখোলা ছিল। আমরা প্রবেশ কর্‌বার পর, সেই দরজার কব্‌জায় ঘর্ ঘর্ কোরে শব্দ হলো। কে যেন বন্ধ কোরে দিলে। অনুমান কোল্লেম, দরজার পাশে লোক ছিল। অন্ধকারে ভাল দেখ্‌তে পেলেম না। পশ্চাতের লোকটীও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে লাগ্‌লো। একটা অন্ধকার জুলিপথে তিনজনেই আমরা যাচ্ছি। সঙ্গী লোকটী আবার বোলে উঠ্‌লো, "লিগ্‌নি।"—পূর্ব্বে যেরকম চুপি চুপি বোলেছিল, সেই রকম চুপি চুপিই ঐ নামটী আবার উচ্চারণ কোল্লে। পশ্চাতের লোকটী ফরাসীভাষায় সায় দিলে, "উত্তম!"

দরজা বন্ধ হলো। খিল-হুড়্‌কার শব্দ পেলেম। তখন আমার হৃদয়ে নূতন ভয় প্রবেশ কোল্লে। মনে কোল্লেম, আমারে হয় ত ডাকাতের গহ্বরে এনে ফেলেছে। ঝড়ের মত সেই ভাবনাটা আমার মনে এলো। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে, সেই দরজার দিকে আমি ছুটে যাচ্ছিলেম, হঠাৎ একটা ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। পথের অপর প্রান্তে একটা আলো দেখা গেল। অকস্মাৎ আর একটা দরজা খুলে গেল। ঘণ্টাধ্বনি শুনেই কে যেন সেই দরজাটা খুলে দিলে। ঘণ্টা বাজালে কে, তা আমি দেখ্‌তে পেলেম না। লক্ষণে বুঝ্‌লেম, ঐ দুজনের মধ্যেই একজন। কেননা, সেখানে আর অন্য লোক ছিল না। ফরাসী ঘণ্টার তার অতি বিচিত্রকৌশলে বাঁধা থাকে। সেই রকম তার ধোরেই আমার সঙ্গীলোক ঘণ্টা বাজিয়েছে, তা আমি দেখ্‌তে পাই নাই। ঘণ্টাধ্বনি হলো,—দরজা খুলে গেল,—আলো বেরুলো, কেবল এই পর্য্যন্তই আশ্চর্য্য নয়, আরও আশ্চর্য্য আছে। সেই আলোর ভিতর একটী পরমসুন্দরী রমণীমূর্ত্তি! তেমন সুন্দরী রমণী আর কখনও কোথাও আমি দেখেছি কি না, মনে কোত্তে পাল্লেম না। গঠন মাঝারী, কিন্তু অবয়বের পূর্ণতায় একটু যেন দীর্ঘাকার দেখায়। বড়ঘরের কন্যারা সচরাচর যেমন মহামূল্য বসনভূষণ পরিধান করেন, সেইরকম বেশভূষায় সুশোভিতা যুবতী সুন্দরী! বয়ঃক্রম অষ্টাদশের সীমা অতিক্রম করে নাই। রূপ যেমন চমৎকার, লাবণ্যছটাও সেইরূপ উজ্জ্বল। মুখখানি দেখ্‌লেই মনোরমধ্যে ভক্তিরসের উদয় হয়।

তাদৃশী রমণীমূর্ত্তি দর্শন কোরে, আমার পূর্ব্বের ভয়টা অনেকপরিমাণে লঘু হয়ে এলো। লঘুর কথাই বা কেন, মুহূর্ত্তমধ্যেই ভয়টা যেন উড়ে গেল। আগে মনে কোচ্ছিলেম,

ডাকাতের গহ্বর, সেখানে হয় ত গুপ্তহন্তা ডাকাত বাস করে। আমারে হয় ত খুন কর্‌বার মৎলবেই সে গহ্বরে এনেছে। অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি দর্শন কোরে, সে প্রকার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক বোলেই বিশ্বাস হলো। সঙ্গী লোকদুটীর দিকে না চেয়ে, নির্নিমেষনেত্রে আমি সেই অপরূপ রমণীমূর্ত্তি দর্শন কোত্তে লাগ্‌লেম। পুনঃপুন দর্শনেও আশা পরিতৃপ্ত হলো না। পশ্চাতে চক্ষু ফিরালেম। যে লোক প্রথমে আমারে সঙ্গে কোরে এনেছে, গ্যাসের আলোতে পথেই তারে একবার আমি দেখিছি। যে লোকটী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, সে লোকটীর চেহারা কেমন, এতক্ষণ সেটী আমি দেখি নাই। অন্ধকারে কেমন কোরেই বা দেখ্‌বো? যখন আলো হলো, তখন রমণীমূর্ত্তি দেখ্‌লেম। নয়ন-মন ভুলে গেল! সেই দিকেই চেয়ে থাক্‌লেম। অন্যদিকে দৃষ্টি দিতে পালেম না। নূতন লোকটীকে সেই সময় আমি দেখ্‌লেম। বিলক্ষণ স্থূলাকার,—বিলক্ষণ দীর্ঘাকার। বীরপুরুষের মত গোলগোল গঠন, বদনমণ্ডলে সরলতা পরিপূর্ণ।—সরলতা পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু তারই ভিতর এম্‌নি একটু লক্ষণ আছে, দেখ্‌লেই বোধ হয়, সকল বিষয়েই যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। সাজগোজ খুব ভাল। কেবল ভাইমাত্র নয়, দাম বেশী বোলেই ভাল বোলছি না; ফরাসীদেশের সৌখীন বিলাসের প্রণালী যেমন কেতাদুরস্ত, সেইরকম পরমসুন্দর বেশভূষা।

আমার সঙ্গী লোকেরা আবার আমারে অগ্রসর হোতে ইঙ্গিত কোল্লে। আমি সেই রমণীমূর্ত্তির দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেম। তিনি তখন ভিতরঘরের চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি দৃষ্টিপাত কর্‌বামাত্রই তিনি ঘরের দিকে মুখ ফিরালেন। ধীরে ধীরে চোলে যেতে লাগ্‌লেন। নয়নভঙ্গীতে আমি বুঝ্‌লেম, তিনিও আমারে সঙ্গে যেতে বোল্লেন। কাজেই আমারে অগ্রসর হোতে হলো। কৌতূহলবশেই আমি যাচ্ছি, কিন্তু সন্দেহবর্জ্জিত নয়। কোথায় এলেম,—কেন এলেম,—কোথায় যেতে বলে, কেন নিয়ে যাচ্ছে, কেহই সে কথা বলে না। তাদের ইঙ্গিত অনুসারেই আমি চোলেছি। আমার মনের উপর আমার তখন কিছুমাত্র প্রভুত্ব ছিল না। কি কাজ কোচ্চি, সে জ্ঞানটুকুও ছিল না।—যাচ্ছি। যুবতী ক্ষুদ্র একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। আমিও প্রবেশ কোল্লেম। সে ঘরে কেবল গৃহস্থালীধরণের খানকতক চেয়ার সাজানো ছিল। যুবতী সেই ঘরের অন্য দরজার ধারে গিয়ে একটু দাঁড়ালেন। সেই সময় আমি আর আমার সঙ্গী লোকেরা তাঁর নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেম। যুবতী তখন আর একটী দরজা খুল্লেন। আর একটী ঘরে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। সে ঘরটী খুব বড়। বড়, কিন্তু আলো কম। অল্প আলোতেই আমি দেখ্‌লেম, ঘরটী খুব ভালরকমে সাজানো নয়। সচরাচর যেরকম ঘরে সভা হয়, সেই রকম ঘর;—সেইরকম আস্‌বাব।

নিশ্চয়ই আমি মনে কোল্লেম, সুভাঘর। প্রায় ত্রিশচল্লিশ জন লোক সেই ঘরে উপস্থিত আছেন। তার মধ্যে পাঁচ ছয়টী স্ত্রীলোক। বড়লোক আছেন,—মাঝারীলোক আছেন,—কারবারীলোক আছেন, কারিকরলোক আছেন, সামান্য অবস্থার

দোকানদারও আছে। এক কথায় বোল্‌তে গেলে, সেটী একরকম মিশ্রসমিতি। সকল দলের প্রতিনিধিরাই সেই সভায় যোগ দিয়েছেন। যে রূপবতী রমণীটীকে আমি দেখ্‌লেম, তিনি বড় বড়ঘরের মহিলাদের প্রতিনিধি। সামান্য অবস্থার স্ত্রীলোকদের প্রতিনিধি কে?—বাজারের একজন মেছুনী।—খুব মোটা,—বিচিত্র বিচিত্র অলঙ্কার পরা,—অতি তীব্রদৃষ্টি, বদন গম্ভীর। সেই স্ত্রীলোক গরিব স্ত্রীলোকদের প্রতিনিধি। মাঝারীলোকের প্রতিনিধি কে?—একজন মদ্যব্যবসায়ীর বনিতা, একজন কাপড়-ব্যাপারীর স্ত্রী, একজন তসীলদারের স্ত্রী, কারখানার একজন সদ্দারকুলীর পুত্রী, এই রকম একএক শ্রেণী একএক দলের প্রতিনিধি।

সভা বোসেছে। কিন্তু সভাগৃহ গভীর নিস্তব্ধ। আমি যখন প্রবেশ কোল্লেম, তখন সকলেই আমার দিকে চেয়ে রইলো। কাহারো মুখে বাক্য নাই। সভার আয়তন,—সভার শৃঙ্খলা,—সভার আস্‌বাব, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাল কোরে দেখ্‌ছি, সভ্যগুলিকেও দেখ্‌ছি। অনেক তফাতে তফাতে তিনটী কি চারিটী মোমবাতী জ্বোল্‌ছে। ঘর খুব বড়, আলো কম। যা যা আমি দেখ্‌ছি, তার সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব আমার নয়ন-দর্পণে প্রতিফলিত হোচ্চে না। ঘরের একপ্রান্তে একখানি মঞ্চ আছে। সেই মঞ্চের উপর একটী শান্তলোক বোসে আছেন। আমি অনুমান কোল্লেম, তিনিই সেই সভার সভাপতি। লোকটী বৃদ্ধ, মাথায় কেবল গাছকতক সাদাসাদা চুল, ফুর্ ফুর্ কোরে উড়ে, বিজ্ঞতার শিখা বিকাশ কোচ্চে। তাঁর চক্ষে যেন সাধারণ উপকারব্রতের জ্যোতি বিকাশ পাচ্চে। সভাপতির পোষাক কৃষ্ণবর্ণ। আপ্‌নার মনে তিনি যেন ধ্যানযোগে বোসে আছেন। আকৃতিতে বেশ পরিচয় হয়, কোন নির্দ্ধারিত লক্ষ্যবিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প। যাঁরা যাঁরা সভাতে আছেন, ছোট বড় সকলেই এক একরকমে স্থিরসঙ্কল্প। সকলেই যেন এক এক বিষয় চিন্তা কোচ্চেন। উদ্দেশ্য কিন্তু সকলেরই এক।

সভাপতির আসনের পাশে আর একটী লোক বোসে আছেন। তাঁর সম্মুখে অনেক-রকম কাগজপত্র ছড়ানো। আমি অনুমান কোল্লেম, তিনি সেই সভার সেক্রেটারী। সেক্রেটারীর আসনের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র টেবিলের উপর একটা মড়ার মাথা পোড়ে আছে। লোকেরা সকলেই সারি সারি বোসেছেন। দুইদিকে দুই শ্রেণী, মধ্যস্থলে যাতায়াতের পথ। লোকে ইচ্ছা কোল্লে, সেই পথ দিয়ে সেই মড়ার মাথা দেখ্‌তে যেতে পারে। দলের মধ্যে আমি একটী ধর্ম্মযাজক দেখ্‌লেম। ভূমিচুম্বিত কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে তিনি শোভা পাচ্চেন। পুরোহিতের পার্শ্বে দুটী সৈনিকপুরুষ। দস্তরমত সামরিক বেশভূষা,—কটিবন্ধে তরবারি।

সভাগৃহের দরজা বন্ধ হলো। দরজায় চাবী পোড়্‌লো। সুন্দরী যুবতীটী একখানি আসন গ্রহণ কোল্লেন। তাঁর কাছে একটী মোটা লোক বোস্‌লো। আমারে সেখানে থাক্‌তে দিলে না। একটী লোক আমারে সঙ্গে কোরে, ঘরের অপর প্রান্তে নিয়ে গেল। সেখানে সেই মড়ার মাথা, তার অতি নিকটে গিয়েই আমি বোস্‌লেম। পার্শ্বে আমার

পথপ্রদর্শক দাড়ীওয়ালা সভ্য। সভাপতি মহাশয় ফরাসীভাষায় ধীরে ধীরে আমারে বোল্লেন, "এসো নগরবাসি! আমরা তোমারে অভ্যর্থনা কোচ্চি। আমরাও এখানে যেমন, তুমিও সেইরূপ। তুমিও আজ আমাদের দলের মধ্যে একজন। যে সকল হিতৈষী ভদ্রলোক এ স্থানে সমবেত, তাঁরা সকলেই তোমাকে ধন্যবাদ অর্পণ কোর্‌বেন। যে অভিপ্রায়ে আমরা এখানে একত্র হয়েছি, সে অভিপ্রায় অতি সাধু। আমি ইচ্ছা করি, আমাদের এই সাধু অভিপ্রায়ে তুমি যোগ দাও।"

কোথায় আমি এসেছি? একজন অচেনা লোক আমারে সঙ্গে কোরে এনেছে, না জানি কি বিপদ্ ঘোট্‌বে, বিপদ্ আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, গোপনীয় স্থানে এনে ফেলেছে, না জানি, কি গণ্ডগোল বাধাবে, সভাপ্রবেশের পূর্ব্বে সেই ভয়ে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত আকুল হয়েছিল। সভাপতির কথাগুলি শুনে, সেই অকারণ শঙ্কাটা এককালে আমার অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল। চিত্ত অস্থির ছিল, স্থির হলো। কে আমি, কোথায় আমি, কিসের মজ্‌লিস, তখন সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেম। কিছু বলি বলি মনে কোচ্চি, আমার পার্শ্ববর্ত্তী শ্মশ্রুধারী লোকটী ইসারা কোরে আমারে নিবারণ কোল্লেন। কথা বোল্‌তে দিলেন না। পুরোহিতটী ধীরে ধীরে সেই মড়ার মাথার নিকটে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। সেই অবকাশে সভাপতিমহাশয় আবার আমারে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "শুন নগরবাসি! তুমি শপথ কর। আমাদের এই জাতিসাধারণ সভার কথা অতি সঙ্গোপনে রাখ্‌তে হবে। এ সভায় সাধারণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়ে থাকে। যিনি যখন এ সভায় নূতন সভ্য হন, তাঁরেই প্রথমে দস্তুরমত শপথ কোর্ত্তে হয়। তুমি শপথ কর!"

এতক্ষণের পর আমি গুপ্তসভার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝ্‌লেম। ফরাসী সংবাদপত্রে আমি সর্ব্বদাই পাঠ কোত্তেম, প্যারিসনগরে সাধারণ রাজনীতিমূলক অনেক গুপ্তসভা আছে। কেবল প্যারিসে নয়, ফরাসীরাজ্যের সর্ব্বস্থানেই ঐ রকম সভা হয়। সভায় সভায় দেশটী যেন ছেয়ে গেছে। সে সকল সভায় কি হয়, কিছুই আমি জান্‌তেম না। মনে কোত্তেম গল্পকথা। অনেক খবরের কাগজে অনেক সময় গল্পকথা প্রকাশ হয়। আমি মনে কোত্তেম, বুঝি তাই। একটী সভা দেখে তখন বুঝ্‌লেম, সত্য সত্যই রাজনীতি আলোচনার গুপ্তসভা। বুঝ্‌তে পাল্লেম বটে, কিন্তু মনে একপ্রকার আতঙ্ক হলো। নানাশ্রেণীর বড় বড় লোক এ সভায় সভ্য আছেন; দুঃসাহসিক কাজ কোচ্চেন, সে সভায় আমি যে কেহই নই, সভায় সভ্য হবার ইচ্ছাও আমার ছিল না, সভায় আমি আস্‌ছি, সেটা আমি জান্‌তেমও না,—ফরাসীদেশেও আমার নিবাস নয়, আমি একজন বিদেশী নূতন লোক, এটা যখন প্রকাশ পাবে, এঁরা তখন যে আমার কি দশা কোর্‌বেন, তাই ভেবেই আতঙ্ক হলো। আতঙ্কটা মনে মনেই থাক্‌লো। মুখচক্ষের ভাব দেখে লোকেও হয় ত কিছু কিছু বুঝ্‌তে পাল্লেন। লোকে বুঝ্‌তে পাল্লেন, সেটা আমার কিসে অনুমান?—আমি দেখ্‌লেম, যতক্ষণ আমি ভয়ে ভয়ে চিন্তা কোল্লেম,

সভার পুরোহিত আর সেই শ্মশ্রুধারী ভদ্রলোক ততক্ষণ যেন সংশয়বিস্ময়ে স্থিরনেত্রে আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন।

মন বড়ই চঞ্চল হলো। সভাপতিকে সম্বোধন কোরে সসম্ভ্রমে আমি বোল্লেম, "ভুল হয়েছে মহাশয়! ভুলেই আমারে এখানে আনা হয়েছে!"

নিস্তব্ধ সভা অকস্মাৎ যেন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। আমার কথা শুনে সকলের মুখেই এককালে বিস্ময়,—ক্রোধ—অবিশ্বাস—সন্দেহ—উপর্য্যুপরি ধ্বনিত হোতে লাগ্‌লো। কেহ কেহ বোলে উঠ্‌লেন, "এ লোক ত বিদেশী! এ ত দেখি ইংরজের ছেলে!" একধার থেকে আর একজন লোক বোলে উঠ্‌লো, "নিশ্চয়ই তবে গুপ্তচর!"

যে লোকের মুখে ঐ ভয়ানক অপবাদের কথাটা নিঃসৃত হলো, মানসিক ক্রোধে সেই লোকটীর দিকে চেয়ে, মুক্তকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ উগ্রস্বরে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "কে অমন কথা বলে? তা আমি নই!"

গুপ্তসভার প্রায় দশ বারোজন সভ্য আমারে বেষ্টন কোরে দাঁড়ালেন। সকলেই এককালে আমারে শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। আমার বোধ হোতে লাগ্‌লো, তাঁরা যেন আমারে টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে ছিঁড়ে ফেল্‌বার উপক্রম কোল্লেন! ঝড়ের মত সকলের মুখেই ফরাসীকথা। এত জড়ানো জড়ানো রুক্ষ রুক্ষ রাগের কথা যে, আমার জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো, আমার বুকে যেন এককালে অসংখ্য ছুরী বোসিয়ে দিচ্ছে! একটী কথাও আমি ভাল কোরে বুঝ্‌তে পাল্লেম না। যে দাড়ীওয়ালা লোকটী আমারে সঙ্গে কোরে এনেছিলেন, দলের সমস্ত সভ্য অপেক্ষা সেই লোকটীই বেশী রাগী। তিনি মহাদন্তে—মহাক্রোধে, দুই হস্ত বিস্তার কোরে, সজোরে আমারে জড়িয়ে ধোল্লেন। ঘন ঘন ধাক্কা দিতে লাগ্‌লেন। উচ্চকণ্ঠে ঘন ঘন বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জবাব কব্! জবাব কব্!—কে তুই?"

অপমানে—ক্রোধে, আমার সর্ব্বশরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌লো। সক্রোধে সেই লোকটীকে একটা ঘুসী বোসিয়ে দিলেম। লোকটী যেন টক্কোর খেয়ে ঘুরে পোড়্‌লেন। চারিদিক্ থেকে পাঁচ ছজন লোক সেই মুহূর্ত্তেই আমারে ধোরে ফেল্লেন। যাঁরে আমি ফেলে দিয়েছিলেম, তিনিও একটু ধাক্কা সাম্‌লে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। সক্রোধগর্জ্জনে কত কথাই বোল্লেন, কোন কথাই আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না। কেবল দুটী কথা বুঝ্‌লেম, "প্রতীকার" আর "প্রতিশোধ!"

মুহূর্ত্তমধ্যেই সেই ভয়ানক দৃশ্যের চেহারা ফিরে দাঁড়ালো। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী কামিনী—একটু পূর্ব্বে যাঁর কথা আমি বোলেছি, দ্রুতপদসঞ্চারে সেই কামিনী সেই জনতার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। সুমধুর বংশীস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "নগরবাসীগণ! কি লজ্জার কথা! আপনারা এখানে সাধারণ মঙ্গল বর্দ্ধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সমবেত হয়েছেন। যে আসনে আপ্‌নারা বোসেছেন, এগুলি ধর্ম্মের আসন। আপ্‌নাদের কাছে সুবিচারের প্রত্যাশা আছে। এই নূতন লোকটীর প্রতি আপ্‌নাদের

যে রকম ব্যবহার দেখ্‌ছি, এটা ত যার পর নাই অবিচার। বিচারের অগ্রেই আপ্‌নারা ত দেখ্‌ছি, দণ্ডদানে উন্মত্ত! যাঁর প্রতি দৌরাত্ম্য হোচ্চে, তিনি কি বলেন, তাঁর মনের ভাব কি, সেটা আগে শ্রবণ করুন্। আগে শ্রবণ, তার পর বিচার। আগে বিচার, তার পর দণ্ড। আপ্‌নারা এ করেন কি?"

যে লোকটীকে আমি ঘুসী মেরেছি, সেই শ্মশ্রুধারী লোকটীকে সম্বোধন কোরে যুবতী বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দেখ লামোটি! তুমি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়েছ। তুমি যাঁরে এনেছ, না জেনে, না শুনে, যে কাজ তুমি কোরেছ, তার ত পরিণাম বেশ দাঁড়ালো। তোমার অকারণ ক্রোধেই এই নিদারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত!"

জল উথ্‌লে উঠ্‌লে তৈল নিক্ষেপে যেমন ঠাণ্ডা হয়, সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে ক্ষুব্ধচিত্ত যেমন সুস্থির হয়, সেই সুন্দরী যুবতীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুমধুর বাক্যশ্রবণে ক্রোধোন্মত্ত লোকেরা সেই রকমে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। ঝড় উঠেছিল, মুহূর্ত্তমধ্যেই থেমে গেল। বহুস্বরে এককালে উচ্চারিত হলো, "নগরবাসিনী ইউজিনি যথার্থ কথাই বোলেছেন। লোকটীর কি বল্‌বার আছে, শ্রবণ করা উচিত।"

যাঁরা যাঁরা আমারে পরিবেষ্টন কোরে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব আসনে গিয়ে উপবিষ্ট হোলেন। মধুরভাষিণী ইউজিনিও আপন আসন পরিগ্রহ কোল্লেন। ক্রোধকম্পিত লামোটি বুকে হাত বেঁধে, আরক্তবদনে আপ্‌নার আসনে গিয়ে বোস্‌লেন। তাঁর মুখে তখন ক্রোধরিপুর সমান আধিপত্য। যে টেবিলে মড়ার মাথা, আমি কেবল একাকীই সেই টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। সভাপতি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি বোল্লে, ভুল হয়েছে। কি রকম ভুল? কে তুমি?"

"আমি জোসেফ উইলমট। ইংলণ্ডে আমার নিবাস। আমি ইংরেজের সন্তান। এখানে ডিউক পলিনের সংসারে আমি চাকরী করি।"

লামোটিকে সম্বোধন কোরে সভাপতি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "নগরবাসী লামোটি! কি রকমে এই ভ্রমটা ঘোটেছে?"

লামোটি পুনর্ব্বার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। যে ক্রোধানল তাঁর মনের ভিতর জ্বোলে উঠেছিল, তখনো পর্য্যন্ত সেই অনলের শিখা যেন আমি দেখ্‌তে পেলেম। লামোটির মুখে চক্ষেই সেই শিখা সমভাবে প্রদীপ্ত!

সভাপতি বোল্লেন, "শান্ত হও নগরবাসী লামোটি! শান্ত হও! যে কাজে তুমি ব্রতী, সে কাজটা ভাল কোরে বিবেচনা কর। অতদূর উতলা হোলে কাজ হয় না। যে সকল ভ্রাতা-ভগিনী সভায় উপস্থিত আছেন, তাঁরা ত তোমার মত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোচ্চেন না? কেহই ত তাঁরা তোমার মত অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌ছেন না? কেহই ত আত্মহারা হোচ্চেন না?—তুমি কেন অমন কর?"

উপদেশে একটু কাজ হলো। কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ কোরে, তপ্তকণ্ঠ লামোটি ধীরে ধীরে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "লেরোর মুখে আমি শুনি, তাঁর একজন বন্ধু সভ্য হবেন।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, NO 44 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

সেই বন্ধু এই সভার প্রতিপোষক হোতে ইচ্ছা করেন। লেরোঁ নিজেই তাঁরে আজ সন্ধ্যাকালে এখানে আনয়ন কোর্‌বেন, এই রকম কথা ছিল। হঠাৎ একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ পোড়্‌লো। সে কাজটা তিনি মুলতুবী রাখ্‌তে পাল্লেন না। সেই কাজে তাঁরে যেতে হলো। এখানে তিনি আস্‌তে পাল্লেন না। সভ্যপদাকাঙ্ক্ষী নূতন লোকটীকে এখানে আন্‌বার জন্য আমার প্রতি ভার দিয়ে গিয়েছেন। লোকটীর চেহারাও বোলে গিয়েছেন। যেখানে যে সময়ে দেখা হবে, সে কথা তিনি আমারে বোলে দিয়েছিলেন। সেই অনুরোধ অনুসারেই নির্দ্দিষ্টস্থানে আমি গিয়েছিলেম। সেইখানেই এই ব্যক্তিকে দেখ্‌তে পাই। চেহারা দেখে অনুমান করি, লেরোঁ যাঁর কথা বোলেছেন, এই সেই বন্ধু। লেরোঁ আমাকে আরও বোলে গিয়েছেন, আজ রাত্রের সঙ্কেতকথাটী তাঁর বন্ধুকে তিনি বোলেছেন। আমি সেই সঙ্কেতকথা উচ্চারণ কোরেছিলেম। সেই কথা শ্রবণ কোরে, এই বিদেশী অপরিচিতলোক আমার দিকে চেয়ে থাক্‌লো ;—হন্ হন্ কোরে চোলে যাচ্ছিলো, স্থির হয়ে দাঁড়ালো। আমি আর সন্দেহ রাখ্‌লেম না। যাঁরে আমি অন্বেষণ করি, তাঁরেই আমি পেয়েছি, এই ভেবেই সঙ্গে কোরে এনেছি।"

সভাপতির প্রশ্নে এইপ্রকার উত্তর দিয়ে, লামোটি আবার আসন গ্রহণ কোল্লেন। সমভাবেই বদ্ধপরিকর হয়ে থাক্‌লেন। সমভাবেই আমার পানে বিষদৃষ্টি! সজোরে ঘুসী মেরেছি, কেনই বা বিষদৃষ্টি না থাক্‌বে ? আমি কিন্তু ঠিক আছি। কেনই বা না থাক্‌বো ? আমি ত কোন অন্যায় কাজ করি নাই। যে লোক আমারে গুপ্তচর বোলে গালাগালি দিলে, ঘুসী ভিন্ন তার আর অন্য ঔষধ আর কি থাক্‌তে পারে ?

আমারে সম্বোধন কোরে সভাপতিমহাশয় আবার বোল্লেন, "শুন্‌লে ত ? যাঁরে তুমি মেরেছ,—যে যে কথা তিনি বোল্লেন, তা ত সব শুন্‌লে ? তোমার আর কি বল্‌বার আছে ? খোলসা কথা বল ! কোন ভয় নাই ! সত্যকথা বল ! যদি ফরাসীভাষা না জান,—ফরাসীতে যদি ভাল কোরে বুঝিয়ে দিতে না পার, বুঝিয়ে দিবার লোক আছে, আমাদের এই সভার ভিতরেই ইংরাজীজানা লোক আছেন। ইংরাজীতেই বল, তিনিই সকলকে ফরাসীভাষায় ব্যাখ্যা কোরে বুঝাবেন।"

আমার রাগ হয় নাই। আমার তখনকার মনের অবস্থা বেশ ঠাণ্ডা। ফরাসীভাষাতেই আমি তাঁদের বুঝিয়ে দিতে পার্‌বো, সেটী তখন আমার বেশ বিশ্বাস হলো। যেরূপ ঘটনা উপস্থিত, সে সময় প্রত্যেক বাক্যের উপর জোর রেখে রেখে, ফরাসীদেশের চলিতকথায় পরিষ্কার পরিষ্কার কৈফিয়ত দিতে হবে, ক্ষণকাল সেটুকু আমি ভালকোরে ভেবে নিলেম। সকলের দিকে চেয়ে সসম্ভ্রমে সভাপতিকে আমি বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "পথে আমার সঙ্গে মস্যুর লামোটির সাক্ষাৎ হয়। মস্যুর লামোটি ইসারা কোরে আমারে ডাকেন। অনুগামী হোতে ইঙ্গিত করেন। কোথায় তিনি নিয়ে আস্‌বেন, তখন আমি কিছুই জান্‌তেম না। মস্যুর লামোটির স্মরণ থাক্‌তে পারে, আমি তাঁরে কিছু

জিজ্ঞাসা কোর্‌বো মনে কোরেছিলেম। আপন ওষ্ঠে অঙ্গুলী অর্পণ কোরে, তিনি আমারে কথা কইতে নিষেধ করেন। যে যে কথা আমার জিজ্ঞাসা কর্‌বার ছিল, ইঙ্গিত বুঝে সে কথা আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে পারি নাই।"

লামোটি বোল্লেন, "এ কথাগুলো সত্য। আমি যেরকম সাবধান হয়ে থাকি,—যেরকম সাবধান হওয়া আমাদের দরকার, তাই আমি কোরেছি। পথে কথাবার্ত্তা কওয়া সর্ব্বদাই আমাদের পক্ষে নিষেধ। সকলেই জানেন, প্রকাশ্যস্থলে কোন কথা বলাবলি করাতে বিলক্ষণ বিপদ্ সম্ভাবনা।—বিশেষত রাত্রিকালে। অনেক লোক সে সময়ে যাওয়া-আসা করে,—লোকের বাড়ীর ফটকের ধারে ধারে লোক বেড়ায়, কাজেই আমরা চুপি চুপি কাজ করি;—ইঙ্গিতে ইঙ্গিতেই কাজ সারি। যে লোককে আমি আন্‌তে গিয়েছি, ঐ লোকটীই সেই লোক, সে বিষয়ে আর আমি কোন সন্দেহ রাখ্‌লেম না। জিজ্ঞাসা কর্‌বার ইচ্ছা কোরেছিল, বুঝেছিলেম,—কথাটাও সত্য, কিন্তু মনে কোরেছিলেম, কি কথাই বা জিজ্ঞাসা কোর্‌বে? কোথায় সভা,—কতদূরে সভা, সেই কথাই জিজ্ঞাসা করা সম্ভব; পথে সে কথার উত্থাপন করাই ভাল নয়। ঐ লোককেই আপ্‌নি জিজ্ঞাসা করুন, আমাদের সঙ্কেতকথাটা কি প্রকারে বুঝ্‌লে? সঙ্কেতকথাটী শুনে, কেনই বা আমার কাছে দাঁড়িয়েছিল?"

"শুন্‌লে এই নূতন প্রশ্ন?"—সভাপতি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি বল বিদেশী? লামোটির প্রশ্নটা শুন্‌লে তুমি? এ প্রশ্নের উত্তর কি তুমি দিতে পার? বুঝ্‌তে পেরেছ কি? আবার কি আমি ভাল কোরে বুঝিয়ে দিব?"—এই পর্য্যন্ত বোলেই একটী একটী কোরে,—স্পষ্ট স্পষ্ট কোরে,—এক এক কথায় জোর রেখে রেখে, সভাপতিমহাশয় বেশ গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "সঙ্কেতকথা ছিল, 'লিগ্‌নি!' তুমি কেমন কোরে অকস্মাৎ সেই সঙ্কেতকথা বুঝেছিলে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "এ প্রশ্নের আমি কেবল একটীমাত্র উত্তর জানি। লিগ্‌নী নামটী আমার বেশ জানা আছে। হঠাৎ যখন পথের মাঝখানে সেই নাম শুন্‌লেম, চোম্‌কে গিয়েছিলেম। মসুর লামোটির যদি স্মরণ থাকে, তিনিও অবশ্য সাক্ষ্য দিবেন, লিগনী নাম শুনে আমি চোম্‌কে উঠে দাঁড়িয়েছিলেম কি না? অবশ্যই তিনি বোল্‌বেন, নাম শুনে আমি আগ্রহ জানিয়েছিলেম কি না?—বিস্ময়জ্ঞান হয়েছিল কি না?"

শ্মশ্রুধারী লামোটি একটু আম্‌তা আম্‌তা কোরে বোল্লেন, "হোতে পারে, হোতে পারে, তবে হয় ত তাই হবে! আশ্চর্য্য মনে কোরে হয় ত চোম্‌কে উঠে থাক্‌বে; লিগ্‌নী নাম শুনেই হয় ত থোম্‌কে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে!"

আমি যখন সভার গুপ্তদরজায় প্রবেশ করি, সেই সময় দরজার পাশে যে স্থূলাকার দীর্ঘাকার লোকটী অদৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, লামোটির কথা সমাপ্ত হবামাত্র সেই লোকটী আসন থেকে উঠে, মঞ্চসমীপে অগ্রসর হোলেন। সভাপতির কাণে কাণে কি কথা বোল্লেন;—বোলেই অম্‌নি তৎক্ষণাৎ সোরে গিয়ে, পুনর্ব্বার নিজাসনে বোস্‌লেন।

সভ্যগণকে সম্বোধন কোরে—সকলের দিকে চক্ষু ঘুরিয়ে, সভাপতিমহাশয় বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "নগরবাসিগণ! আমি একটু সন্ধান পেয়েছি। এই যুবা বিদেশী যে সব কথা বোলেছেন, সে সব কথার একটীও মিথ্যা নয়। ডিউক পলিনের বাড়ীতে যারা যারা থাকে, লিগনী নাম তাদের সকলেরই বেশ জানা আছে। আমাদের সঙ্কেতকথাও ছিল লিগ্‌নী। এমন ঘটনায় এই জোসেফ উইলমটের বিস্ময়বোধ হওয়া, কিছুতেই ত আমার অসম্ভব বোধ হোচ্চে না। সেটা ঠিক। তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু জোসেফ উইলমটের আরও কিছু পরিষ্কার কৈফিয়ত চাই। নিস্তব্ধ হয়ে এতদূর এসেছেন। একজন লোক ইঙ্গিত কোরে ডেকে এনেছে। পথে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা না হোক্, বাড়ীর কাছে এসেও—দরজার ধারে পৌঁছেও, কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। অতক্ষণ মৌনাবলম্বনের ভাব কি?"

আমি বোল্লেম, "অবশ্যই আমি কৈফিয়ত দিব। এখনই দিব। আমি ঘোড়ার নাচ দেখ্‌তে বেরিয়েছিলেম। একজায়গায় মসুব লামোটির সঙ্গে দেখা। তাঁরই মুখে অকস্মাৎ লিগ্‌নীনাম উচ্চারণ,—অনুগামী হবার ইঙ্গিত,—জিজ্ঞাসা কর্‌বার উপক্রম, লামোটির ওষ্ঠে অঙ্গুলীপ্রদান,—মনে মনে বিস্ময়,—মনে মনে চিন্তা,—মনে মনে সংশয়, আমি নিস্তব্ধ। আর একবার জিজ্ঞাসা কর্‌বার উপক্রম। সেবারেও লামোটির ওষ্ঠে অঙ্গুলী। দুবার দুবার কথা কইতে নিবারণ। তার পরেই সভাগৃহে উপস্থিত। আর কখন্ কি জিজ্ঞাসা করি?"

আমার কথাও শেষ হলো, সভাপতিমহাশয় ধীরে ধীরে চক্ষু তুল্লেন। পরিবেষ্টিত সভ্যমণ্ডলীর দিকে ধীরে ধীরে একবার কটাক্ষপাত কোল্লেন। আমার বাক্যের শ্রোতামণ্ডলী আমার কথাগুলি সত্য বোলে মেনে নিলেন। সভাপতি নিজেও সত্য বোলে বিশ্বাস কোল্লেন। আবার আমারে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, "হাঁ জোসেফ উইলমট! তোমার কথাগুলি সব সত্য। একটুও রঙ দেওয়া নাই, একটুও মিথ্যা নাই; কিন্তু এখন কেবল একটীমাত্র কথা। আমাদের এই সভার কথাটী যে তুমি গোপন কোরে রাখ্‌বে, তার বিশেষ প্রমাণ তুমি কি দিতে পার?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার বাক্যই আমার বিশেষ প্রমাণ। তা ছাড়া আমার আর অন্য প্রমাণ নাই। ধর্ম্মত আমি বোল্‌ছি, আপ্‌নাদের সঙ্গে চাতুরী খেলে, কিছুই আমার লাভ নাই, কোন উপকারও নাই। কেন আমি বিশ্বাসঘাতক হব? এ সব কথার কিছুমাত্র প্রকাশ পায়, তেমন ইচ্ছাও আমি রাখি না।"

সভাপতিমহাশয় আবার ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাইলেন। সকলের মুখ দেখেই বুঝ্‌লেন, আমার কথায় কেহই অবিশ্বাস কোল্লেন না। সভাপতি আবার আমারে বোল্লেন, "তবে দেখো! বাক্যানুসারেই কাজ কোরো! মনে রেখো! যে বিষয়টা তুমি জেনে গেলে, সেটা যদি প্রকাশ পায়, তা হোলে কেবল যে, আমাদের দেহের উপর দিয়েই একটা হাঙ্গামা চোলে যাবে, এমনটা বিবেচনা কোরো না।

আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন ;—মরণজীবনের কথা। আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত এখন তোমার হাতে!"

"দোহাই পরমেশ্বর!"—কম্পিতস্বরে আমি বোলে উঠলেম, "দোহাই পরমেশ্বর! আমি বিশ্বাসঘাতকতা জানি না! আমার চাতুরীতে কিম্বা আমার মূর্খতায় অত বড় দুর্ঘটনা ঘোট্‌বে, কখনই তা আমি হোতে দিব না! তেমন ভয়ানক কার্য্য কখনই আমা হোতে হবে না!"

সন্তুষ্ট হয়ে সকলেই আমার বাক্যে সায় দিলেন। সভাপতি তখন আমারে বোল্লেন, "তবে তুমি এখন ঘরে যেতে পার।"

আমি অভিবাদন কোল্লেম। কোন দিকে না চেয়ে, সরাসর দরজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। নিকটেই একটী সভ্য উপবিষ্ট ছিলেন, শশব্যস্তে গাত্রোত্থান কোরে, তিনি দরজা খুলে দিলেন। আবার আমি অভিবাদন কোল্লেম। সেই সময় আমি দেখ্‌লেম, সেই পরমসুন্দরী যুবতী কামিনী আমার অদূরেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমার অভিবাদনে মৃদুহাস্য কোরে, তিনি আপনার সুন্দর ললাটে অঙ্গুলী স্পর্শ কোল্লেন। হাস্যভঙ্গীতে অন্তরের সন্তোষলক্ষণ প্রকাশ হলো। সুন্দরীকে আমি সেই সময় যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সুন্দরী দর্শন কোল্লেম।

মুহূর্ত্ত পরেই আবার আমি সদর রাস্তায় উপস্থিত। তখন আর ঘোড়ার নাচ দেখ্‌তে যাওয়া বিফল। অনেকটা দেরী হয়ে গেছে, কাজেই আমি বাড়ীতে ফিরে এলেম। যে ঘটনা ঘোটে গেল, আমোদপ্রমোদের দিকে তখন আর মনও থাক্‌লো না। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বাড়ী থেকে আমি বেরিয়েছিলেম, মনটা খারাপ ছিল, নগরের নাচতামাসা দেখে, জুড়িয়ে আসবার আশা, বিধির বিপাকে ঘোটে গেল আর একখানা! ভাব্‌লেম এক, হলো আর! একরকম উদ্বেগে চিত্ত অস্থির হয়েছিল, আবার একটা নূতন ঘটনায় সংশয়বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পোড়্‌লেম।

শয়ন কোল্লেম। নিদ্রা এলো না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জেগে থাক্‌লেম। সভার কথাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। গুপ্তসভা! সকলশ্রেণীর প্রতিনিধি একত্র। স্ত্রীপুরুষ উভয় শ্রেণীই উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধি। দেশের মঙ্গলকামনায় গুপ্তসভা। লোকগুলি সাধারণ-তন্ত্র চান। সামাজিকবন্ধনে ভেদাভেদজ্ঞান রাখ্‌তে চান না। একজন বড়লোক স্বচ্ছন্দে একজন সামান্য দোকানদারের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে সম্ভাষণ কোচ্চেন। দেখ্‌লেই আহ্লাদ হয়। আমি বিবেচনা কোল্লেম,—বিবেচনা নয়,—মনে মনে আশা কোল্লেম, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যদি এই রকম সভা বসে, তা হোলে পৃথ্বীবাসীর মঙ্গল হয়। লৌকিকসংসারে সামান্য সামান্য স্বার্থ উপলক্ষে আর কোনপ্রকার তুমুল বাদানুবাদের সম্ভাবনা থাকে না। মধুময়ী কুমারী ইউজিনিকে ধ্যান কোত্তে লাগ্‌লেম। মহামূল্য আসবাবসজ্জিত নৃত্যগীতের মজ্‌লিসে যে কামিনীর সর্ব্বক্ষণ আমোদিনী থাকাই সম্ভব, সেই মানময়ী কামিনী এত বড় মহৎ উদ্দেশ্যে যোগ দিয়েছেন, দেশের দৌরাত্ম্য যাহাতে

নিবারণ হয়,—প্রবল লোকে দুর্ব্বলের উপর বিষম দৌরাত্ম্য কোত্তে না পারে, সকলেই যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির সদুপায় অবধারণ কোত্তে পারে, তেমন মহৎ উদ্দেশ্য কার কাছে প্রশংসনীয় নয় ? কুমারী ইউজিনিকে আমি মনের চক্ষে দর্শন কোত্তে লাগলেম। ইউজিনির প্রতি এত ভক্তি কেন আমার ? আর কোন গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল কি ?—না না, পবিত্রবদনা আনাবেলের মোহিনীমূর্ত্তি তিলেকের নিমিত্তও আমার অন্তর থেকে অপসৃত হবার নয়।

পঞ্চষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

তলোয়ারযুদ্ধ।

ডিউক পলিনের জ্যেষ্ঠপুত্র মার্ক্‌ইস্ পলিন। বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষের কিছু উপর। জর্ম্মণির বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়েছে। তিনি বাড়ীতে এসেছেন। লেডী পলিন যে দিন পিতার কাছে বোসে দুঃখের কাহিনী তুলেন, পতিগৃহ পরিত্যাগ করে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁদের উভয়ের সম্মুখে আমার যখন জবানবন্দী সুরু হয়,—সহচরী ফ্লোরাইণ সেই সময় অকস্মাৎ এসে সংবাদ দেয়, মার্ক্‌ইস্ উপস্থিত। লেডী পলিন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যান, বিজটিল জবানবন্দীর দায় থেকে আমি পরিত্রাণ পাই। মার্ক্‌ইস্ এসেছেন, সেই পর্য্যন্তই আমি শুনি। এক একবার দেখাসাক্ষাৎও হয়। মার্ক্‌ইস্ পরম রূপবান্। যেমন রূপবান্, তেমনি বুদ্ধিমান। বড়লোকের সন্তান বোলে মনে কোন গর্ব্ব নাই। কিন্তু সর্ব্বক্ষণ বিমর্ষ!—প্রকৃতি অতি সরল। বড়দরের লোকের সঙ্গে যে রকমে তিনি আলাপ করেন, নিম্নপদস্থ লোকের সঙ্গেও সেইপ্রকার অমায়িক ভাব। এমন কি, দাসীচাকরকেও কখনও উঁচু কথা বলেন না। এমিলির মুখে আমি শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উচিতমত সুশিক্ষালাভ কোরেছেন। অধ্যয়নের শ্রমে শরীর কিছু অসুস্থ হয়ে পোড়েছে। অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়েছে, এখন ঘরে এসেছেন, যথেষ্ট অবকাশ, অতি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠ্‌বেন।

লেডী পলিন পতিগৃহ পরিত্যাগ কোরে, পিত্রালয়ে অবস্থান করবার ইচ্ছা প্রকাশ কোরেছিলেন। যেদিন আমারে নিয়ে পীড়াপীড়ি, সেই দিনেই হয় ত পতি-পত্নীতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত জ্যেষ্ঠপুত্র মার্ক্‌ইসটী ফিরে আসাতে সেই অপ্রিয় ঘটনাটা থেমে গেল। কুমারী লিগ্‌নীর বাড়ীতে আমি প্রেরিত হয়েছিলেম, কেন গিয়েছিলেম, লেডী পলিন্ সে কথা আমারে কিছু জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন কি না, ডিউকবাহাদুর তা আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। হয় ত তিনি ভেবেছিলেন, যদি জিজ্ঞাসা হয়,

আমিই আপনার মনের মত উত্তর দিব। আরও হয় ত ভেবেছিলেন, বিশ্বাস কোরে আমার উপর তিনি যে কাজটীর ভারার্পণ কোরেছিলেন, সে বিশ্বাসের অপব্যবহার আমি কোর্‌বো না, যা কোল্লে ভাল হয়, প্রশ্নমুখে যেরূপ উত্তর দিলে দুই পক্ষই বজায় থাকে, বিবেচনা কোরে তাই আমি কোর্‌বো। ডিউক বাহাদুরের হয় ত সেই রকম বিশ্বাস।

যে দিন আমি গুপ্তসভার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে আসি, তার পরদিন বেলা দুইপ্রহরের সময় একবার আমি বেড়াতে বেরিয়েছি, হঠাৎ দেখি, একটী লোক আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হোলেন। বেশ সুন্দর চেহারা,—গঠন দীর্ঘ,—বয়সে যুবাও নয়, বৃদ্ধও নয়, মাঝামাঝি। সামরিক পরিচ্ছদ পরিধান। তাঁরে দেখেই আমার মনে হলো, গতরাত্রে গুপ্তসভার সে চেহারা আমি দেখেছি। তিনি বেশ ইংরাজী কথা বোল্‌তে পারেন। আমার সম্মুখে এসেই তিনি বোল্লেন, গুটীকতক গুপ্তকথা আছে, ক্ষণকাল নির্জ্জনে সে কথাগুলি তিনি বোল্‌তে চান। দুজনেই একটী নির্জ্জনস্থানে গেলেম। যে পথে বেশী লোকজন চলে না, সেই পথের একটী মোড়ের ধারে, সেই ফরাসী ভদ্রলোকটী দাঁড়ালেন।

লোকটী আমারে চুপি চুপি বোল্লেন, "আমি একটী অপ্রিয় সংবাদ দিতে এসেছি। কি অপ্রিয় সংবাদ, তা হয় ত তুমি বুঝ্‌তেই পাচ্চো।"

বিস্মিত হয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "বুঝ্‌তে পাচ্চি? এ আপ্‌নার কেমন কথা? আপ্‌নি কি বোল্‌বেন,—আপ্‌নার মনে কি আছে,—কি অপ্রিয় সংবাদ আপ্‌নি এনেছেন, আমি তা কি কোরে অনুমান কোর্‌বো? কিছুই ত আমার অনুমানে আসে না।"

সত্য বোল্‌ছি কি মিথ্যা বোল্‌ছি, সেইটী নির্ণয় কর্‌বার অভিপ্রায়ে, লোকটী স্থির-নেত্রে অনেকক্ষণ আমার পানে চেয়ে থাক্‌লেন। অবশেষে মৌনভঙ্গ কোরে বোল্লেন, "আমার বন্ধু মসুর লামোটিকে গতরাত্রে তুমি ঘুসী মেরেছ।"

আমার মনের ভিতর দপ্‌ কোরে যেন একটা আলো জ্বোলে উঠ্‌লো। অকস্মাৎ কেমন একটা কৌতুক জন্মিল। ব্যগ্রকণ্ঠে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "সত্য?"—কথাটী বোলেই হো হো কোরে আমি হেসে উঠ্‌লেম।

পদগর্ব্বে গম্ভীরভাব ধারণ কোরে, আরক্তলোচনে উগ্রস্বরে সেই সৈনিকপুরুষ বোল্লেন, "এ কি? কাজের কথা তুমি হেসে উড়িয়ে দেও? কাজের কথায় তামাসা তোমার?—এ সকল হাসি-তামাসার কথা নয়।"

আমিও গম্ভীরভাব ধারণ কোল্লেম। গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলেম, "আচ্ছা মহাশয়! যদি হাসির কথা না হয়, আমি হাস্‌বো না। আপ্‌নি যেমন গম্ভীর, আমিও তেম্‌নি গম্ভীর হব। আপ্‌নার যে রকমে ইচ্ছা, সেই রকমেই আমার কাছে উত্তর পাবেন্‌। কিন্তু মহাশয়! সত্যকথা বোল্‌তে কি, সহজে আমি হাস্যসম্বরণ কোর্‌তে পাচ্চি না। তা আচ্ছা, আপ্‌নার কি অনুমতি কর্‌বার আছে, অনুমতি করুন্‌।"

"মসুর লামোটির পক্ষ হয়েই আমি এসেছি।"—ভদ্রলোকটী বোল্লেন, "মসুর

লামোটির প্রতিনিধি আমি। তিনি বোলে দিয়েছেন, তুমি একটী সময় নির্ণয় কর। একটী স্থান নির্ণয় কর। যে সময়ে যে স্থানে——"

বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "আঃ! লড়াই না কি? মস্থর লামোটি কি আমার সঙ্গে লড়াই কোত্তে চান? আপ্নি কি সেই বিষয়ে উত্তেজনা কোত্তে এসেছেন?"

"তার সন্দেহ কি? সেই জন্যই আমি এসেছি। দেখ উইলমট! আমার বন্ধু মস্থর লামোটিকে তুমি প্রহার কোরেছ, তিনি তার প্রতিশোধ চান!"

ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মস্থর লামোটি ফরাসী সমাজে কি প্রকার পদস্থলোক, সেটী কি আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে পারি?"

আমার প্রতি কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ কোরে, একটু চুপি চুপি ফরাসী লোকটী বোল্লেন, "গতরাত্রে তুমি যেখানে উপস্থিত হয়েছিলে, সেখানে যদি আমরা এখন থাক্তেম, তা হোলে বোল্তেম, সেস্থলে যতগুলি ফরাসীলোক বিদ্যমান ছিলেন, মস্থর লামোটি সেই সকল লোকের সমপদস্থ নগরবাসী। কিন্তু সেখানে আমরা এখন নাই, আমরা এখন বাহিরে আছি। এ অবস্থায় অন্যপ্রকার পরিচয় দিতে হয়। সমাজ মধ্যে তাঁর কি রকম সম্ভ্রম, সে কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তা হোলে শুন। মস্থর লামোটি একজন স্বাধীন ভদ্রলোক।"

আমি বোল্লেম, "উত্তম, মস্থর লামোটি একজন স্বাধীন ভদ্রলোক। বেশ কথা। এখন আপ্নি একটী কথার মীমাংসা করুন্। কল্য রাত্রেই আমি আপ্নাদের সকলের সাক্ষাতে বোলে এসেছি, আমি সামান্য চাকরী করি। আমি একজন ক্ষুদ্র চাকর। ডিউক পলিনের বেতনভোগী ভৃত্য।"

লোকটী বোল্লেন, "চাকুরী কর, তা আমি জানি; কিন্তু কি তা?"

"কি তা? কেন? আপ্নি বিবেচনা করুন্, পদমর্য্যদায় মস্থর লামোটিতে আর আমাতে কত অন্তর। আমাদের ইংলণ্ডে উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকেরা কস্মিন্কালেও সামান্য লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে——"

আমার সব কথা বলা হোতে না হোতেই, ফরাসী ভদ্রলোকটী বোল্লেন, "আমরা ত আর ইংলণ্ডে নাই। যদিই থাক্তেম, মনেকর, তাতেই বা কি? মস্থর লামোটি যা সঙ্কল্প কোরেছেন, তা কোর্বেন। আমি দেখেছি, সে বিষয়ে তিনি কৃতসঙ্কল্প। তোমার পরিচয় আমি অনেক জানি, তা হয় ত তুমি জান না। তুমি গতরাত্রে আমাদের বিশেষ গোপনীয় বার্ত্তা জেনে এসেছ। কে যে তুমি, আমাদের দলের লোকেরা সে বিষয়ে অনুসন্ধান কোরে, আপাতত কিছুই নিরূপণ কোত্তে পার্বেন না। নিরূপণের তত আবশ্যকতাও দেখ্ছি না। একটু একটু অনুসন্ধান লওয়াও হয়েছে। ভদ্রলোকের মতই তুমি প্যারিসে এসেছ। মোরিস্ হোটেলে তুমি থাক্তে। একজন দেশস্থ লোক তোমার দেড় হাজার পাউণ্ড ঠোকিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। কাজে কাজেই দায়ে পোড়ে তুমি ডিউক পলিনের বাড়ী চাক্রী স্বীকার কোরেছ। সেটা আমরা

জেনেছি। মস্যুর লামোটীও জেনেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, তুমি একজন ভদ্রলোক। যদিও রাজকীয় সম্ভ্রমে—সামাজিক সম্ভ্রমে, তুমি তাঁর তুল্যব্যক্তি না হও, তথাপি তুমি একজন ভদ্রলোক, অবস্থাগতিকে এটী তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস।"

আমি বোল্লেম, "আচ্ছা মহাশয়! সব আমি বুঝেছি। কম কথাই বলুন আর বেশী কথাই বলুন, আসল কথা এই হোচ্চে যে, মস্যুর লামোটির সঙ্গে আমি মুখামুখি লড়াই করি, এইটীই আপনার ইচ্ছা। দ্বন্দ্বযুদ্ধেই আপনি আমারে লওয়াচ্ছেন!"

"ঠিক তাই। দ্বন্দ্বযুদ্ধেই আমি তোমারে লওয়াতে এসেছি। যুদ্ধে যদি রাজী না হও,—তাতে যদি তুমি ভয় পাও যুদ্ধে যদি সাহস না থাকে, হাতে লিখে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। সেই প্রার্থনাপত্রিকায় নিজেই আমি সাক্ষী থাক্‌বো।"

"ক্ষমাপ্রার্থনা?"—অত্যন্ত চঞ্চল হয়েই আমি উত্তর কোল্লেম, "ক্ষমাপ্রার্থনা? না মহাশয়! তাতে আমি রাজী হোতে পারি না। আমারই সেখানে অপমান হয়েছে। তিনিই আমারে কুবাক্য বোলে ঘেঁটিয়ে তুলেছিলেন। আমি ত মনে মনে জানি, বেশ জানি, মেরেছি, বেশ কোরেছি!"

"তবে ত ভালই হলো। তবে তুমি ক্ষমাপ্রার্থনা কোর্‌বে না? আচ্ছা, এটাও এক রকম সাফ্ কথা। আচ্ছা, তবে এখন আমার কথার উত্তর কর। আমি তোমারে জিজ্ঞাসা কোচ্চি, মস্যুর লামোটির সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে তুমি প্রস্তুত কি না?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আপনার বন্ধু যদি তাতে সন্তুষ্ট হন, আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি যদি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তবে আমি অসম্মত নই। এক সময়ে আমি ভদ্রলোক ছিলেম, আবার আমি তাই হব, এমন আশাও অবশ্য রাখি। কিন্তু এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা। এরকম যুদ্ধ আমি ভালবাসি না। বিশেষতঃ এ যুদ্ধে আমার পার্শ্বরক্ষক হন, এ নগরে তেমন বন্ধুলোক আমার কেহই নাই।"

"ওঃ! সেই কথা? এটা ত তুচ্ছকথা। অতি সহজেই সে অভাবের মোচন হয়ে যাবে। সময় নিরূপণ কর,—স্থান নিরূপণ কর, পার্শ্বরক্ষক যাবে। সে ভার আমিই গ্রহণ কোচ্চি। যেখানে যুদ্ধক্ষেত্র হবে, সেইখানেই তুমি একজন উপযুক্ত সহকারী বন্ধু দেখ্‌তে পাবে। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্মত হবেন।"

"স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্মত হবেন, এমন ভদ্রলোক আমি পাব, আপনি আমারে আশা দিচ্চেন। তিনি হয় ত দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখ্‌তে ভালবাসেন, তাঁর হয় ত প্রবৃত্তিই সেই রকম, যুদ্ধদর্শনে তাঁর হয় ত মনে মনে আহ্লাদ হয়, লোকে যেমন মজা দেখে, তিনিও সেই রকম মজা দেখ্‌বেন, এ রকম হোলেও হোতে পারে, কিন্তু যা আপনি বোল্‌ছেন, তাই হোক্। আমারে আপনি স্থাননির্ণয় কোত্তে বোল্‌ছেন। আমি আর কি নির্ণয় কোর্‌বো? সে ভারটা আপনিই গ্রহণ করুন। যেস্থানে আপনাদের সুবিধা হয়, সেই স্থানেই আমি যাব। বাকী থাক্‌লো সময়ের কথা। সেইটীতে আমার সুবিধা দেখা দরকার। পূর্ব্বাহ্ন অপরাহ্ণ ছাড়া মধ্যসময়টীতে আমার অবকাশ থাকে।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, NO 44 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

কেননা, চাকর আমি, সর্ব্বদা অবসর থাকে না।—আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সারা হোলে, মধ্যাহ্নকালেই আমি অবকাশ পাই।"

নীরবে রুক্ষনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে, ফরাসী লোকটী বোল্লেন, "ক্ষণমাত্রেই ত যুদ্ধকার্য্য সমাধা হোতে পারে না!—মুখের কথা নয়।—দুই তিন ঘণ্টাকাল কি প্রকারে তুমি সমরক্রীড়ায় লিপ্ত থাক্‌তে পার্‌বে?"

একটু চিন্তা কোরে আমি উত্তর দিলেম, "সেটা আপ্‌নার উপরেই ভার। আপ্‌নি আমারে যা বোল্‌বেন, তাতেই আমি রাজী।"

লোকটী একবার ঘড়ী দেখ্‌লেন। ঘড়ী দেখে বোল্লেন, "এখন ত বারোটা বেজে ত্রিশ মিনিট। বেলা তিনটের সময় তুমি উপস্থিত হোতে পার্‌বে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "ঠিক পার্‌বো।—তিনটের সময়েই হাজির হবো।"

প্রতিনিধি বোল্লেন, "উত্তম, এই বন্দোবস্তই ঠিক।"

এইরূপ বন্দোবস্তের পর তিনি একটী স্থান নির্দ্দেশ কোল্লেন, সময়টীও নির্দ্দিষ্ট হলো, আমার মনেও উৎকণ্ঠা বাড়্‌লো। উৎকণ্ঠিতচিত্তে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিণাম আমি চিন্তা কোচ্চি, ভদ্রলোকটী আবার বোল্লেন, "তলোয়ারে তলোয়ারে যুদ্ধ হবে। অস্ত্র আমি যোগাড় কোরে দিব।—তোমাকেও দিব, তাঁকেও দিব। চিহ্ন দেওয়া থাক্‌বে না; যেখানি তোমার ইচ্ছা, সেই খানিই তুমি পাবে।"

অস্ত্র প্রদানের অঙ্গীকার কোরে, ফরাসী ভদ্রলোকটী বেশ শিষ্টাচার জানিয়ে, আমারে একটী সেলাম কোল্লেন, আমিও সেলাম দিলেম। তিনি চোলে গেলেন। আর আমার বেড়াতে যাওয়া হলো না। বাড়ীর দিকে ফিরে চোল্লেম। দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজী হোলেম। পা যেন ভারী হয়ে এলো। কতখানা ভাবতে ভাবতে অতি মৃদুপদেই ফিরে যাচ্ছি। দুজনে তলোয়ারযুদ্ধ হবে। যুদ্ধে হয় ত আমারি প্রাণ যাবে। যায় যাবে, আমার সঙ্কল্প থাক্‌লো, মানুষ মার্‌বো না। যিনি রণক্ষেত্রে আমার বিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবেন, সাধ্য থাক্‌লেও তাঁরে আমি প্রাণে মার্‌বো না। অসিযুদ্ধে কোনক্রমেই আমি তাঁর সমকক্ষ হোতে পার্‌বো না, মনে মনে সেটা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কেননা, আমি শুনেছি, ফরাসী লোকেরা তলোয়ারখেলায় বিলক্ষণ সুশিক্ষিত। সামান্য লোকেরাও কিছু না কিছু তলোয়ারখেলা জানে। তলোয়ারে আমার শিক্ষা নাই, আমিই হেরে যাব, আমিই হয় ত কাটা পোড়্‌বো, বিপক্ষেরই জয় হবে। দৈবগতিকে যদিই আমি জিতি, নিশ্চিত সংকল্প কোরে রাখ্‌লেম, যেরূপ আঘাতে প্রাণান্ত হয়, বিপক্ষগাত্রে তেমন আঘাত কখনই আমি কোর্‌বো না। জগতের আধিপত্য লাভ হোলেও কদাচ আমি মানবজীবনের বৈরী হব না। সঙ্কল্প ত কোল্লেম, কিন্তু মনে মনে আতঙ্ক! অসিযুদ্ধে অসিনিপুণ ফরাসীপক্ষেরই জয়লাভ। আমার পরাভব ত ধরাকথা। জীবনের আর বড় একটা আশা থাক্‌লো না। দেহ ক্ষণভঙ্গুর। মানুষ চিরকাল মরণের অধীন। এই যুদ্ধেই যদি আমার জীবনের নিয়তি থাকে, জীবন যাবে, তাতে আর বেশী আক্ষেপ কি?

প্রাসাদে পৌঁছিলেম। কাহারো সঙ্গে দেখা কোল্লেম না। চিন্তাকুলচিত্তে আপনার শয়নঘরেই প্রবেশ কোল্লেম। আনাবেলের নামে একখানি সুদীর্ঘ চিঠী লিখ্‌লেম। যে কারণে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘোটে দাঁড়ালো, তার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সেই চিঠীখানিতে প্রকাশ কোরে লিখ্‌লেম। আনাবেলকে আমি প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি, জীবনান্ত পর্য্যন্ত সেই ভালবাসা অটুট থাক্‌বে, তার কিছুমাত্র এদিক ওদিক হবে না;—আনাবেল যেন শান্তহৃদয়ে আমার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করেন। আমার জীবনের অবসানে আনাবেলের জীবনের সুখের আশার অবসান হবে না। অপর কোন সূত্রে আনাবেল অবশ্যই সুখী হবেন, আমার অভাবে জগৎ-সংসারে আনাবেলের সুখের অভাব থাক্‌বে না, এই সব মর্ম্মান্তিক কথাও আমি আনাবেলের পত্রে লিখ্‌লেম। আরও লিখ্‌লেম।—আরও কি লিখ্‌লেম?—আরও লিখ্‌লেম, "এতদিন যে তোমারে প্রাণে প্রাণে ভালবেসেছে, যার প্রাণের ভিতর তোমার রূপ,—তোমার গুণ,—তোমার প্রেম, স্তবকে স্তবকে গাঁথা আছে, তারে এক একবার মনে কোরো!"—লিখ্‌লেম ত এই সব কথা, কিন্তু চক্ষে জল রাখ্‌তে পাল্লেম না। যতক্ষণ লিখ্‌লেম, ততক্ষণ কাঁদ্‌লেম। পত্রখানি লেখা হলো। কষ্টে আমি নেত্রজল মার্জ্জন কোল্লেম। যুদ্ধ হবে, আমি ভীরুতা দেখাব না। সাধ্য-থাক্‌তে কাপুরুষ হব না। এই রকমেই দৃঢ়সংকল্প হোলেম। চিঠীখানি মোড়ক কোল্লেম। শিরোনাম দিলেম, শীলমোহর কোল্লেম। বাক্সের মধ্যে চাবী দিয়ে রাখ্‌লেম। আর একখানি চিরকুট কাগজ লিখ্‌লেম। তাতে লেখা থাক্‌লো, অমুক জায়গায় অমুক রকমের একখানি চিঠী থাক্‌লো। যিনি পাবেন, তিনি যেন তৎক্ষণাৎ ডাকঘরে দিয়ে আসেন। সেই চিরকুটখানি আমি পকেটে রাখ্‌লেম। যুদ্ধে যদি মরি, মরণকালে যদি বাক্‌শক্তি না থাকে, মরণান্তে আমার বস্ত্রমধ্যে কেহ না কেহ অবশ্যই সেই চিরকুট পাবেন। তা হোলেই আমার অভিলষিত কাজটী সমাধা হবে।

নিকটেই যার মরণকাল, তেমন লোকের বুদ্ধিসাধ্য যতদূর থাকে, সেই রকম বুদ্ধিসাধ্যের সহায়ে, আমি আমার মরণের জন্য প্রস্তুত হোলেম। মরণের পূর্ব্বে যে কাজটী করা আগে উচিত, সে কাজ আমার আনাবেলকে স্মরণ করা। অশ্রুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ আমি সমাধা কোল্লেম। আবার বাড়ী থেকে বেরুলেম। ময়দানের রাস্তা ধোল্লেম। ময়দানের অন্তসীমাতেই নির্দ্ধারিত রণক্ষেত্র। তিনটে বাজ্‌বার অল্প দেরী থাক্‌তে আমি সেই নির্দ্দিষ্টস্থলে পৌঁছিলেম। যে ভদ্রলোকটী আমারে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমন্ত্রণ কোরে গিয়েছিলেন, গুপ্তসভার প্রবেশদ্বারের পশ্চাৎভাগে গতরাত্রে যে দীর্ঘাকার লোকটী প্রচ্ছন্নভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, সর্ব্বপ্রথমে তাঁরেই আমি সেথানে দেখ্‌লেম। চোখোচোখি হবামাত্রেই তিনি আমারে চিন্‌তে পাল্লেন। বিনম্রভাবে তিনি আমারে অভিবাদন কোল্লেন। নিকটে সোরে এসে প্রসন্নবদনে বোল্লেন, "এ যুদ্ধে আমিই আহ্লাদ-পূর্ব্বক তোমার পার্শ্বরক্ষক হব।"—নিকটে ক্ষুদ্র একখানি গাড়ী ছিল। আমরা উভয়েই সেই গাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। গাড়ী ছেড়ে দিলে।

আপনার মুখে হাত বুলাতে বুলাতে আমার সহচর ভদ্রলোকটী আপ্‌না আপ্‌নি বোল্লেন, "বেশ দিন !—বেশ পরিষ্কার ! মেঘ নাই,—বৃষ্টি নাই,—ঝড় নাই, অতি সুন্দর সময় !"—যে ভাবে তিনি ঐ কথাগুলি বোল্লেন, তাতে আমার বোধ হলো যুদ্ধের কথাটা তিনি যেন আদৌ গ্রাহ্য কোল্লেন না,—সে পক্ষে কোন চিন্তাই রাখ্‌লেন না। গাড়ী চোড়ে যেন আমরা কোন নাচতামাসা দেখ্‌তে যাচ্ছি, মনে কতই আমোদ, কতই স্ফূর্ত্তি, ঠিক সেই রকম আমোদের কথা। ঐ কটী কথা বোলেই তিনি চুপ কোল্লেন না। সহর্ষবদনে আরও বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বৎসরের মধ্যে এই সময়টাই খুব ভাল !—পূর্ণ বসন্ত ! মার্চ্চমাসের দ্বিতীয় পক্ষ।"—আপ্‌না আপ্‌নি এই সব কথা বোলে আমারে সম্বোধন কোরে, শেষে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ময়দানে কাল মহাসমারোহ ! সেনাদলের কাওয়াজ হবে। তুমি কি কাল দেখ্‌তে যাবে ?"

অনিচ্ছায় এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে, আমি প্রতিধ্বনি কোল্লেম, "কাল ?" বস্‌ !—এই পর্য্যন্ত। আর আমি মুখে একটীও কথা বোল্লেম না। মনে মনে ভয় পেয়েছি, সে ভাবটীও দেখালেম না। কেবল মনোমধ্যে বাজ্‌তে লাগ্‌লো, কাল ! ওঃ ! কল্যকার সূর্য্য আমার শবদেহ দর্শন কোর্‌বেন !—শবদেহ !—শক্ত কাঠ ! বরফের মত হিম !—অসাড় অস্পন্দ !

পূর্ব্বে কেবল মুখে বোলেছিলেম, কাল !—সেইটুকু স্মরণ কোরে রেখে, আমার সহচর পুরুষ বোল্লেন, "হাঁ, কাল !—সে কথা কি তুমি শুন নাই ?"

আমার মনের যে তখন কি অবস্থা, কেন আমি ঐ কথাটী বোলেছি, সেটী তিনি বুঝ্‌লেন না। দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দটীও তাঁর কাণে গেল না। স্বচ্ছন্দে তিনি পুনরুক্তি কোল্লেন, "ময়দানে কাল কাওয়াজ হবে, সে কথা কি তুমি শুন নাই ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, শুনেছি। কিন্তু মহাশয় ! বিবেচনা করুন, যে সঙ্কটে আমি ঠেকেছি, এ অবস্থায় কাল যে কি হবে, কাল যে আমি কি কোর্‌বো, মনের ভিতর সে ভাবনাটা আসাই অসম্ভব। যদি দৈবাৎ আসে, সে ভাবনাকে মনোমধ্যে স্থান দেওয়াই অনুচিত।"

তখন বোধ হয় আসল কথাটা তাঁর স্মরণপথে সমুদিত হলো। অন্যমনস্কভাবে তিনি বোলে উঠ্‌লেন, "হাঁ হাঁ, সত্য সত্য !"

এই স্থলে সেই বীরপুরুষের উচিত প্রশংসা না কোরে থাকা গেল না। ফরাসীজাতি মহৎজাতি। তিনিও একজন মহৎলোক। তিনি যে দয়ামায়াপরিশূন্য,—দয়ামায়াশূন্য হয়েই যে তিনি ঐ সব কথা বোল্লেন,—ঐ রকম ভাব দেখালেন, এমন কথা আমি বলি না। ফরাসীজাতি নরজীবনকে নিতান্ত মূল্যবান্ জ্ঞান করেন না। যেখানে পুরুষত্ব আছে, সেইখানেই মহত্ত্ব, কাপুরুষের মরণ অপেক্ষা সম্মুখসংগ্রামে বীরপুরুষের মরণ, শত সহস্রগুণে শ্লাঘনীয়। শ্লাঘনীয় বীরপুরুষের ধারণাই এই রকম। বেশী কথা কি, রণক্ষেত্রে একজনের পার্শ্বরক্ষক না হয়ে, তিনি যদি স্বয়ং যোধপতি হোতেন, তাঁরেই যদি

দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রধান হোতা হোতে হতো, তা হোলেও তিনি প্রাণের ভয়ে কাতর হোতেন না। আমার সম্বন্ধেও যে রকম কথা বোল্লেন, যে রকম ভাব দেখালেন, নিজের সম্বন্ধেও ঠিক তাই কোল্লেন। যে সময়ে নিত্য আহার করেন, ঠিক সেই সময়েই আহারের আয়োজনের হুকুম দিলেন। আগামী কল্য কি রকমে কাটবে, প্রাণসঙ্কট যুদ্ধের দিনেও সে সকল বন্দোবস্ত ঠিকঠাক কোরে রাখলেন।

ক্ষণকাল তিনি নিস্তব্ধ হোলেন। শকটের গবাক্ষদ্বার দিয়ে বাহিরের শোভা দর্শন কোত্তে লাগলেন। তার পর আমার দিকে ফিরে, উল্লাসিত বদনে বোল্লেন, "আচ্ছা উইলমট! আমি বোধ করি, তলোয়ারখেলাটা তুমি খুব ভাল রকমই জান ?"

"আমি ?"—বিস্মিতভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "আমি তলোয়ারখেলা জানি ? না মহাশয়! জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও আমি তলোয়ার ধরি নাই !"

"আঃ! তবে ত ভারী দুঃখের বিষয়!"—এই রকমে একটু দুঃখ প্রকাশ কোরেই, আবার তিনি চুপ কোল্লেন। সেই অবকাশে আমিই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মসুর লামোটি তবে একজন বিখ্যাত তলোয়ারযোদ্ধা ?"

আমার পার্শ্বরক্ষক বোল্লেন, "হাঁ, মন্দ নয়।"—এইটুকু বোলেই তিনি একটু নস্য গ্রহণ কোল্লেন। একটু কি চিন্তা কোরে আবার বোল্লেন, "বোসো, রোসো,—মনে করি। একবার জনকতক যুবালোকের সঙ্গে অসিযুদ্ধ ঘটে। লামোটি তাঁদের সকলকেই হারান। আর একবার একজন ইংরেজ—তোমারই স্বজাতি—লামোটির সঙ্গে যুদ্ধ কোরে, সে লোকটা ছ-মাস শয্যাগত ছিল। আরও ঠিক আমার মনে পোড়ছে, লামোটি যখন জর্ম্মণিতে বেড়াতে যান,—সেটা হলো প্রায় দেড় বৎসরের কথা, সেখানে একজন রুশীয় ব্যারোনেট—উঃ! তাঁর নামটা কি লম্বা!—ঐ তোমার হাতখানা যত বড়, অত বড় নাম! সেই লোকটা মসুর লামোটির সঙ্গে তলোয়ারযুদ্ধ করেন। নামটা যেমন লম্বা, তেমনি বেয়াড়া। উচ্চারণ করাই বিভ্রাট। আমি খবরের কাগজে পোড়েছি,—সে বড় মজার কথা। সে যুদ্ধেও লামোটির জয়লাভ।"—এই পর্য্যন্ত বোলেই তিনি একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। তত উৎসাহের সময় দীর্ঘনিশ্বাস কেন? যাঁর নিশ্বাস, তাঁরই মুখে আমি শুনলেম, সে যুদ্ধের সময় তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন নাই। সেটা তাঁর বড়ই আপসোসের কথা।

যে লোকের সঙ্গে যুদ্ধ হবে, সে লোক আমার চেয়ে বলবান্, তলোয়ারশিক্ষায় সুবিশেষ নিপুণ, একথা শুনে, যত বড় সাহসী লোক কেন হোক না, অবশ্যই তার মনে ভয় আসে। আমার মনে ভয় হলো। দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রায়ই তিনি মানুষ মারেন! যিনি বোলছেন, তিনি দেখেছেন, মসুর লামোটি দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুজনকে খুন কোরেছেন, তৃতীয় ব্যক্তিকে ছমাসের মত শয্যাগত কোরেছেন। এ সংবাদে আমি আর কোথায় আছি! যা কিছু শুনছি, সকলই আমার পক্ষে প্রতিকূল! আনাবেলের প্রতিমা আমার চক্ষের কাছে দাঁড়ালো। আবার আমি সজোরে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেম।

গাড়ীখানা সদররাস্তা ছাড়িয়ে গেল। একটা গলির ভিতর প্রবেশ কোল্লে। ক্রমে ক্রমে একটা জঙ্গলের ধারে গিয়ে পোড়লো। সেইখানেই থাম্‌লো। আমরা নাম্‌লেম। আমার সহচর পথ দেখিয়ে নিয়ে চোল্লেন। আমরা বনমধ্যে প্রবেশ কোল্লেম।



ক্ষণকালের মধ্যে একটা প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত। সেখানে গিয়ে দেখ্‌লেম, নম্বর লামোটি সুস্থিরভাবে একটা গাছ ঠেস দিয়ে চুরোট খাচ্ছেন। যিনি আমাকে আমন্ত্রণ কোরে এসেছেন, তিনিও সেইখানে হাজির। তিনিই লামোটির মনোনীত পার্শ্বরক্ষক। তিনিও একটা বৃক্ষে হেলান দিয়ে চুরোটের ধোঁয়া উড়াচ্ছেন। আমরা উপস্থিত হবামাত্র দুজনেই হেসে ঢলাঢল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে তামাসার কথাও অজস্র। একটু তফাতে প্রকাণ্ড একটা গাছ পোড়ে ছিল। ডালপালা কেটে নিয়ে গিয়েছে, প্রকাণ্ড গুঁড়িখানা পোড়ে আছে। সেই গুঁড়ির উপর আর একটা লোক বোসে। সম্মুখে একটা অস্ত্রের

বাক্স। একে একে তিনি সেই অস্ত্র পরীক্ষা কোচ্চেন। লোকটীকে দেখে আমি বিবেচনা কোল্লেম, ডাক্তার। এরকম যুদ্ধস্থলে ডাক্তার প্রয়োজন হয়। ডাক্তার সাহেব আমাদের দিকে চেয়েও দেখ্লেন না। লামোটির পদতলে সবুজবর্ণ রেস্‌মী কাপড়ের বৃহৎ একখানা আস্তরণ পোড়ে আছে। আমি নিশ্চয় বিবেচনা কোল্লেম, সেই আস্তরণের ভিতরেই যুদ্ধাস্ত্র লুক্কায়িত ছিল, সেই অস্ত্রেই আমাদের রণশিক্ষার পরীক্ষা হবে।

আলস্যভঙ্গীতে আমাদের দিকে একবার চেয়ে, সমিত্র মস্যুর লামোটি অন্যমনস্কভাবে চুরোটের ছাই ঝাড়্লেন। সেই সময় গোড়াবাঁধুনি আরম্ভ হলো। মস্যুর লামোটি আপ্‌নার সব গায়ের কাপড় খুলে ফেল্লেন। নিয়ম ও আমি কখনও জানি না, দেখাদেখি আমারেও তাই কোত্তে হলো। লামোটির পার্শ্বরক্ষক পায়ে পায়ে অগ্রসর হয়ে, দুখানি তলোয়ার ধারণ কোল্লেন। সর্পজিহ্বার ন্যায় অস্ত্র দুখানা চক্‌মক্ কোরে উঠ্‌লো। কোন্ খানা বড়, কোন্‌খানা ছোট, হাতের মাপে—অস্ত্রের মাপে, সেইটী তিনি ঠিক কোত্তে লাগ্‌লেন। মাপে ঠিক সমান হলো। দুহাতে দুখানি তলোয়ার ধোরে লামোটির বন্ধু বারবার সঞ্চালন কোত্তে লাগ্‌লেন। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বোল্লেন, "যেখানি পছন্দ হয়, সেইখানি গ্রহণ কর!"—আমার দিকে যে হাতখানি ছিল, সেই হাতের তলোয়ারখানি নিয়ে, আমি বাগিয়ে ধোল্লেম। দ্বিতীয়খানি লামোটির হস্তে। লামোটির বন্ধু সেই অবকাশে বোল্লেন, "জোসেফ উইলমট যদি এখনও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, তা হোলেও এ যুদ্ধ বন্ধ থাকে। যে পর্য্যন্ত হয়েছে, সেই পর্য্যন্তই ভাল। এই পর্য্যন্ত মিট্‌মাট্ হোলেই ভাল হয়। আর তা হোলে বাড়াবাড়ি হয় না।"

নিশ্চলভাবেই আমি উত্তর কোল্লেম, "কিছুতেই আমি ক্ষমাপ্রার্থনা কোত্তে পারি না। পূর্ব্বে আমি যে কথা বোলেছি, এখনও সেই কথা বলি। সভামধ্যে লামোটি আমার অপমান কোরেছিলেন, সহ্য কোত্তে না পেরে, আমি প্রহার কোরেছি। তখনও জেনেছিলেম,—এখনও জান্‌ছি, আমি ভালই কোরেছি!"

উভয়ের উভয় পার্শ্বরক্ষক সেই সময় এককালে সমস্বরেই বোলে উঠ্‌লেন, "যদি এমন হয়, তা হোলে কার্য্য আরম্ভ হোক!"—কথাটী বোলেই উভয়ে তাঁরা ক্ষণকাল আমার দিকে চেয়ে থাক্‌লেন।

আমার পার্শ্বরক্ষক আমারে একটু সোরিয়ে নিয়ে; জনান্তিকে বোল্লেন, যুদ্ধ আরম্ভের অগ্রে আমার কোন শেষ কথা বল্‌বার আছে কি না? আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার পকেটে এক টুক্‌রো কাগজ আছে। যদি আমি মরি, সেই কাগজখানি যেন আমার অভীষ্টস্থানে প্রেরণ করা হয়।"

একটু কি চিন্তা কোরে, আমার পার্শ্বরক্ষক আবার আমারে বোল্লেন, "যুদ্ধ আরম্ভের অগ্রে আমার আর একটী কথা। যুদ্ধ ত হবেই। যুদ্ধাবসানে যদি উভয়েরই প্রাণ থাকে, ঘটনাটা যদি আদালতে যায়,—সেখানে যদি বিচার হয়, বিবাদের সূত্রপাত কোথায় হয়েছিল, সে কথাটী যেন প্রকাশ হয় না।"

আমি উত্তর কোল্লেম, "কখনই না। যে কথা গুপ্তকথা,—প্রকাশ কোর্‌বো না বোলে যা আমি অঙ্গীকার কোরে এসেছি, যে সূত্র প্রকাশে সত্যভঙ্গ হয়, কোন কারণেই সে অঙ্গীকার আমি ভঙ্গ কোর্‌বো না।"

আমার পার্শ্বরক্ষক সমাদরে আমার হস্তমর্দ্দন কোল্লেন। আমি তখন আমার প্রতিযোগীর মুখামুখি হয়ে দাঁড়ালেম। হাতে আছে তলোয়ার, কি কোরে তলোয়ার চালাতে হয়, তার কিছুই আমি জানি না। ছোট ছোট ছেলেরাও যেমন জানে, আমিও তেমনি জানি। জীবনের মধ্যে তলোয়ার ধরা সেই আমার প্রথম। এ রকম অবস্থায় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখামুখি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমারে প্রবৃত্ত হোতে হবে, সেটা আমি কখনও মনেও ভাবি নাই। আমার সাহসের কথা যদি আমি বলি, পাঠকমহাশয় আমারে বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত মনে কোর্‌বেন না। আমার মনে তখন শঙ্কা-সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না। মহাবিপদ্ সম্মুখে, সেটা তখন আমি মনেই আন্‌লেম না;—গ্রাহ্যই কোল্লেম না। যে বিপদটা মনে আনা না যায়, সে বিপদের নামে ভয় ত হোতেই পারে না। পরীক্ষা হবে। জানি না জানি, বুদ্ধিকৌশলে যতদূর পারি, আত্মরক্ষা কোর্‌বো, সেইটীই আমার তখন আসল মৎলব।

আমি তখন বেশ ঠাণ্ডা। দেখ্‌তে পাচ্চি, পলকশূন্যনয়নে আমার প্রতিযোগী আমার দিকে লক্ষ্য কোচ্চেন। আমি তখন কি করি? তাঁরেও সেই রকমে লক্ষ্য করি, ইঙ্গিত বুঝে সেইটীই যেন তখন আমার শিক্ষা হলো। লামোটির চক্ষের তারার উপর আমি তখন বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌লেম। লামোটির যেমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি, আমারও ঠিক সেই রকম। তিনি সুশিক্ষিত খেলোয়াড়, আমি নূতন শিক্ষানবিস। তিনিও যা কোচ্চেন, আমিও তাই কোচ্চি। তিনি তলোয়ার ঘুরাচ্ছেন, আমিও ঘুরাচ্ছি। কোন্ দিকে কখন্ তাঁর তাগ, খুব ভাল কোরেই সেদিকে লক্ষ্য রাখ্‌ছি। হঠাৎ আমারে তিনি আঘাত কোত্তে না পারেন, সে পক্ষে বেশ সাবধান হয়ে থাক্‌ছি। স্থির হয়ে থাক্‌লেই সকল কাজে সুবিধা হয়। বিশেষত তেমন অবস্থায় অস্থির হোলেই বিপদ ঘটে, সেই তত্ত্বটী আমার মনে এলো। সুস্থির হয়েই আমি প্রতিযোগীর অস্ত্রশিক্ষার কৌশল দর্শন কোচ্চি। নিজে একেবারেই অজ্ঞ, কিন্তু ঠিক ঠিক অনুকরণ কোচ্চি। কতই যেন নৈপুণ্য—হাঁ হাঁ,—নৈপুণ্যই বোল্‌তে পারি।—কতই নৈপুণ্যে বিপক্ষের প্রত্যেক চেষ্টা—প্রত্যেক আক্রমণ আমি বিফল কোরে দিচ্ছি।

লামোটি এতক্ষণ ধীরে ধীরে অসিচালনা কোচ্ছিলেন, তাগবাগ লক্ষ্য কোচ্ছিলেন। আমি কতদূর জানি,—আমি কতদূর পারি, বোধ হয় সেইটী পরীক্ষা কর্‌বার জন্যই মৃদুচালে চোল্‌ছিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনি ক্ষিপ্রকারী হয়ে উঠ্‌লেন। তলোয়ার ঘুর্‌ছে, মস্যুর লামোটি এক একবার সম্মুখদিকে ঝুঁকে পোড়্‌ছেন, এক একবার পশ্চাতে হেলে পোড়্‌ছেন,—একবার দক্ষিণে, একবার বামে, পাশ কাটিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আমিও যা দেখি, তাই করি। আমিও সেই রকম কোচ্চি। তাঁর ইচ্ছাটা এক আঘাতে

আমারে ভূমিশায়ী করেন। পলকমধ্যে বিদ্যুৎবেগে অসি সঞ্চালন কোরে, আমার উপর তিনি তলোয়ার তুল্লেন। ঠিক লক্ষ্য কোরেই মারবেন, ঠিক সেই রকম আড়ম্বর। পূর্ব্বেই সেটা আমি ভেবেছিলেম। সেই চেষ্টাই যে তাঁর মনে মনে, পূর্ব্ব হোতেই সেটা আমি জেনেছিলেম। বিলক্ষণ সতর্ক হয়ে দাঁড়ালেম। কখন্ কি হোচ্চে, কখন্ কোন্ দিক দিয়ে এসে আঘাত পড়ে, সেই দিকেই অচঞ্চল দৃষ্টি। লামোটি যেমন আঘাত কোরেছেন, অমনি আমি ত্বরিতপদে পাশের দিকে একটু সোরে গেছি। আমার তলোয়ারখানা তখন ভোঁ ভোঁ কোরে ঘুরছিল। চারিদিকেই নজর ছিল। যেমন আমি একটু সোরে দাঁড়িয়েছি, তলোয়ারখানা লামোটির গালে লেগে গেল। হুহু কোরে রক্ত পোড়তে লাগ্‌লো। রক্তস্রোতে গায়ের কামিজ লাল হয়ে গেল। আমি মনে কোল্লেম, বেদনা পেয়ে তিনি একটু উদ্যমে ক্ষান্ত হবেন। সে অনুমানটা মিথ্যা হলো। এতক্ষণ তিনি ঠাণ্ডা ছিলেন,—আমিও যেমন ঠাণ্ডা, তিনিও তেমনি। আঘাত পেয়ে ভয়ানক বেগে উঠ্‌লেন। আমার উপর নির্ঘাত প্রহারে কৃতসংকল্প হোলেন। আমি যদি তখন প্রহার করি, তখনই তিনি মরেন। প্রহার যদি না করি, তা হোলে তিনি বাঁচেন। আমার হাতেই তখন তাঁর মরণ-জীবন। পূর্ব্বেই আমি সঙ্কল্প কোরে এসেছি, মানব-জীবনের বৈরী হব না। আপনার প্রাণ বাঁচাবো, নৈপুণ্য অনৈপুণ্য কিছুই তখন মনে কোরবো না, বৈরী বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হব না, প্রাণপণযত্নে আত্মরক্ষা কোরবো, সেইটীই তখন আমার অভিলাষ।

লামোটির লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো। হঠাৎ তাঁরে আঘাত লাগ্‌লো। তিনি এককালে রেগে জ্বোলে উঠ্‌লেন। মেজাজ ঠিক রাখ্‌তে পাল্লেন না। আমি কিন্তু সমভাবে সুস্থির। হৃদয় নির্ভয়,—মন প্রশান্ত,—হস্ত সবল। তখনও অনেক বেলা আছে। ময়দানটায় অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হোচ্ছিল। যে জায়গায় যুদ্ধ, সে স্থানটা খোলা। মাথার উপর কোন আবরণ ছিল না। আশে পাশে চারিদিক ফাঁক। প্রখর সূর্য্যরশ্মি আমাদের গাত্রদাহ কোচ্ছিল। মনে একটা বুদ্ধি যোগালো। লামোটি যতবার আমারে মাত্তে আসেন, ততবার আমি পেছিয়ে পেছিয়ে যাই। ক্রমে ক্রমে এত নিকটে তাঁরে এনে ফেল্লেম যে, চোচাপটে তাঁর মুখের উপর তপ্ত রৌদ্র চক্‌চক্ কোত্তে লাগ্‌লো। চক্ষে যেন ধাঁদা লেগে গেল। অনায়াসেই তিনি বিবেচনা কোল্লেন, আচ্ছা ফিকির আমি খাটিয়েছি। তিনি আরও উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন। যেখানে এনে দাঁড় কোরিয়েছিলেম, সাধ্যমত যত্নে সেখান থেকে সোরে যাবার চেষ্টা কোল্লেন, পাল্লেন না। পুনঃপুন লম্ফ দিয়ে, একবার এ ধার, একবার ওধার, ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। আমি কিন্তু যেখানকার মানুষ, সেইখানেই আছি। একপাও এদিক ওদিক হোচ্চে না। বরাবর বোলে আস্‌ছি, আমি কেবল আত্মরক্ষায় মনোযোগী। তিনি কেবল প্রহারের বাসনাতেই লঘুহস্ত। হোলে কি হয়? যেখানে তাঁরে এনেছি, যে প্রকার প্রচণ্ড রৌদ্রে দাঁড় করিয়েছি, সেখান থেকে সোরে যেতে তাঁর সাধ্য হলো না।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, NO 44 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

পলকের জন্যও প্রতিযোগীর মুখ থেকে আমার চক্ষু সোরে গেল না। কি রকমে তিনি অসিসঞ্চালন কোচ্চেন, মনোযোগ দিয়ে তাও আমি দেখ্ছি।—কেবল দেখ্ছি না, যেমন কৌশল দেখ্ছি, তেমনি কৌশল দেখাচ্ছি। দরদরধারে তাঁর মুখে ঘাম পোড়্তে লাগ্লো। খুব বড় বড় ফোঁটা!—বড় বড় ফোঁটা কপাল থেকে গোড়িয়ে, চক্ষের উপর এসে পোড়্তে লাগ্লো। একে রৌদ্রের উত্তাপ, চক্ষে যেন অগ্নিবর্ষণ হোচ্চে। কোন্ দিকে কি, কিছুই ঠিক কোত্তে পাচ্চেন না। সমস্তই যেন ঝাপ্সা দেখ্ছেন। তার উপর আবার ঘর্ম্মধারা!—এককালে গলদঘর্ম্ম! যত চেষ্টাই তিনি কোচ্চেন, সমস্তই বিফল হয়ে যাচ্ছে। সূর্য্যতাপে অন্ধপ্রায়,—ঘর্ম্মবারিতে শ্রান্তক্লান্ত, তাঁর উপর অস্ত্রাঘাতের বেদনা, শরীর অত্যন্ত বিকল হয়ে পোড়্লো। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কোরে, তিনি নিজে যেরকম সেই নিদারুণ যন্ত্রণা ব্যক্ত কোত্তে পাত্তেন,ভাবগতিক দেখে,অনুমানে আমিও সেটী নিঃসন্দেহ অনুভব কোত্তে সমর্থ হোলেম। বুঝ্তে পাল্লেম, এইবার তিনি জয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় মোরিয়া হয়ে উঠ্বেন। জোরে জোরে আঘাত কর্বার চেষ্টা। সুশিক্ষিত লোকের চেষ্টাকে নিরস্ত করা সহজ কথা নয়;—চেষ্টাও বড় সহজ নয়। তবে কেন বিফল হয়?—মেজাজ খারাপ,—প্রচণ্ড রবিতাপ,—অদমনীয় ঘর্ম্ম,—আরও নানা-প্রকার চাঞ্চল্য, একসঙ্গে এই সকল বাধা একত্র হয়ে, সুনিপুণ লামোটি একটু যেন অবসন্ন হয়ে পোড়্লেন। তলোয়ারে তলোয়ারে ঠোকাঠুকি হোচ্চে, মুহুর্ম্মুহু ঠনাঠন্ শব্দ হোচ্চে,—অস্ত্রমুখে অগ্নিকণা নির্গত হোচ্চে,—তলোয়ার দুখানা যেন ইস্পাতের সাপের মত জ্ঞান হোচ্চে, সেদিকে চক্ষু রাখা যাচ্ছে না। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে লামোটির অনেক তাগ আমি বিফল কোরে দিলেম। লামোটি যত রাগেন, ততই আমি শান্ত হই। তিনি যতই উত্তেজিত হন, ততই আমি অবকাশ পাই। তাঁর অঙ্গে আর একটা চোট লাগ্লো। সেটা আমি ইচ্ছা কোরে মাল্লেম না, দৈবাৎ লেগে গেল। বামস্কন্ধের উপরেই তলোয়ার লাগ্লো। বামদিকের অঙ্গবস্ত্র সম্পূর্ণ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। সে অবস্থাতেও তিনি তলোয়ার ছাড়্লেন না;—আমারে নিকাস কর্বার চেষ্টাও পরিত্যাগ কোল্লেন না। যারে বলে মরণকামড়, তিনি যেন সেই রকম মরণকামড়ের অবসর খুঁজ্তে লাগ্লেন! বিদ্যুদ্গতিতে তলোয়ার ঘুরিয়ে, তিনি আমার মস্তক লক্ষ্য কোরে, সজোরে প্রহারে সমুদ্যত হোলেন। এত বেগে উভয় তলোয়ারে ঘষাঘষি হলো, তাঁর তলোয়ারখানা ভেঙে খান খান হয়ে, যেন বাতাসে উড়ে গেল! ভোঁ ভোঁ কোরে শব্দ হোতে লাগ্লো। রণক্ষেত্রের অপরপ্রান্তে তলোয়ারখণ্ড গিয়ে উড়ে পোড়্লো!

এই কাণ্ড যখন হয়ে গেল, আমি তখন মাটীর দিকে তলোয়ারের বাঁট ফিরালেম। তখনই আবার ঘুরিয়ে তুলে, তলোয়ারের আগাটা মাটীতে ছোঁয়ালেম। তাঁর পর কি হয়, সচঞ্চলনয়নে প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্লেম। লামোটি তখন দেহরক্ষক বন্ধুর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কোল্লেন। আমার বন্ধু সেই সময় কাছে ছুটে এসে, ফরাসীভাষায় শপথ উচ্চারণ কোত্তে লাগ্লেন। সস্নেহে আমার হস্তধারণ কোরে, আমার বিস্তর তারিফ

কোত্তে লাগ্‌লেন। ভাব দেখে আমি বিবেচনা কোল্লেম, দ্বৈরথযুদ্ধে উপস্থিত থেকে তিনি প্রচুর আনন্দ উপভোগ কোরেছেন। জর্ম্মণির দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, মনে মনে ভারী আপ্‌সোস ছিল, সেদিন যেন সে আপ্‌সোসটা মিটে গেল! যুদ্ধের পরিণাম দেখে, তিনি যেন তৃপ্তিসুধা পান কোল্লেন। উভয়ের উভয় বন্ধু একত্র হয়ে, পরস্পর ক্ষণকাল কি কথোপকথন কোল্লেন। চুপি চুপি কি পরামর্শ হলো। পরামর্শের ফল তথনই আমি জান্‌তে পাল্লেম। তাঁরা আমারে বোল্লেন, "তুমি যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাক, তোমার প্রতিযোগী লামোট্‌ তোমারে সমকক্ষ প্রতিযোগী বোলে, তোমার সঙ্গে সখ্য স্থাপনে অনুরাগী আছেন। তিনি তোমার করগ্রহণ কোত্তে ইচ্ছা করেন।"

আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলেম। পরস্পর পাণিমর্দ্দন বিনিময় হলো। ডাক্তারসাহেব তথন মস্যুর লামোটির ক্ষতস্থান পরীক্ষা কোত্তে অগ্রসর হোলেন। মুখে যে আঘাতটা লেগেছিল, স্কন্ধের আঘাত তার চেয়ে অনেক গুরুতর। কিন্তু একটাও সাংঘাতিক নয়। শীঘ্রই রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তারসাহেব পলস্তারা দিয়ে পটী বেঁধে দিলেন। রণক্ষেত্র পরিত্যাগের সময় উপস্থিত।

মস্যুর লামোট্‌ তাঁর বাড়ীতে আমারে ভোজনের নিমন্ত্রণ কোল্লেন। প্রিয়সম্ভাষণে বোল্লেন, "এক গেলাস শ্যাম্পিন সরাপে পূর্ব্বের সমস্ত বৈরভাব ডুবে যাবে।"—প্রশান্তবদনেই আমি বোল্লেম, "কথনই আপ্‌নার প্রতি আমার বৈরভাব জন্মে নাই।" নিমন্ত্রণ অস্বীকার কোরে আরও বোল্লেম, "ডিউকের বাড়ীতে উপস্থিত থাক্‌বার সময় হয়ে এসেছে, অনেকটা দেরী হয়ে গেছে, এথন আর আমি অপেক্ষা কোত্তে পারি না।"

বোল্লেম তাঁরে ঐ কথা, কিন্তু মনের কথা তা নয়। সেটা একটা ওজরমাত্র। যাঁর সঙ্গে মরণজীবনের খেলা, একরাত্রি একদিন যিনি আমারে পরমশত্রু বোলে ধারণা কোরে রেখেছিলেন, তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে যেতে কি কথনও মন সরে? নিমন্ত্রণে গেলেম না। ফিরে আস্‌বার জন্য ব্যস্ত হোলেম। আমার সেই বন্ধুলোকটী আমারে সঙ্গে কোরে প্যারিসে রেখে আস্‌বার ভার গ্রহণ কোল্লেন। বিদায়ের পূর্ব্বে লামোটিকে বোলে এলেন, ভোজনের সময় অবশ্যই তিনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন। একসঙ্গেই আহার হবে। পুনর্ব্বার হস্তমর্দ্দন কোরে, বন্ধুত্বভাব জানিয়ে, আমরা রণস্থল থেকে ফিরে এলেম। যে গাড়ীতে এসেছিলেম, সেই গাড়ীতেই প্যারিসে গেলেম।

পথে যেতে যেতে সেই ফরাসী ভদ্রলোকটী গাড়ীর ভিতর আমারে বোল্লেন, "বাহবা ছেলে তুমি! আমাকে তুমি বোলেছিলে, তলোয়ারখেলা জান না;—জন্মেও কথনও তুমি তলোয়ার ধর নাই! কথাটা কি সত্য?"

আমি বোল্লেম, "অবিকল সত্য! কথনই আমি তলোয়ার ধরি নাই!"

"তবে কি তুমি আগাগোড়া কেবল আত্মরক্ষাই কোরে এসেছ?"

"আমার সঙ্কল্পই তাই ছিল। আসল উদ্দেশ্যই আমার তাই। তবে যে দুটো আঘাত লেগে গেছে, সেটা আমার ইচ্ছাধীন নয়। দৈবগতিকে হয়ে পোড়েছে।"

আমার বন্ধু বেল্লেন, "চমৎকার যুদ্ধ কোরেছ ! এ যুদ্ধের কথা কখনই আমি ভুলে যাব না। তোমার গুণপনা দেখে আমার হিংসা হোচ্চে !"

আত্মপ্রশংসায় বধির হয়ে,হঠাৎ আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কথাটা কি খবরের কাগজে উঠ্‌বে ? সেটা যাতে না হয়, এমন উপায় কি কিছু হোতে পারে না ?"

"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমরা সকলেই সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত আছি। যে সূত্রে এই বিবাদের উৎপত্তি, সে সূত্র গুহ্য।—গুহ্য—গুহ্য—অতিগুহ্য। অন্যলোকে যাতে জান্‌তে না পারে, সে বিষয়ে আমরা সর্ব্বক্ষণ বিশেষ সাবধান। খবরের কাগজে যাতে না যায়, সে পক্ষে আমরা বিশেষ মনোযোগী থাক্‌বো। আহা! তুমি যদি ফরাসীলোক হোতে, তা হোলে আমরা কতই খুসী হোতেম। যে উদ্দেশে আমরা সভা কোচ্চি, তুমি যদি সেই উদ্দেশে অনুমোদন কোত্তে, তা হোলে আমাদের কতই আনন্দ হতো। অতুল আনন্দেই আমরা তোমাকে আমাদের সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত কোত্তেম।"

অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যদি আপ্‌নাদের কোন বাধা না থাকে, তা হোলে আমি কি একটী সূক্ষ্মকথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পারি ? এদেশে অমন সভা কি অনেক আছে ?"

আমার সমভিব্যাহারী বন্ধু বোল্লেন, "সাহসী পুরুষকে সর্ব্বদাই বিশ্বাস করা যায়। তুমি আমাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোর্‌বে, কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেই আমি কিছুমাত্র দ্বিধা রাখ্‌বো না। প্রথম প্রশ্নের উত্তর শোন।—সমগ্র ফরাসীদেশ ভিন্ন ভিন্ন জেলাখণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক জেলাতেই একএক প্রধান সভা আছে। জেলার অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে একএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা আছে। গ্রামে গ্রামে একএক কমিটী আছে। প্যারিস নগরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ স্থির করা হয়েছে। এখানকার প্রধান সভা যেটী, সেটী তুমি দেখে এসেছ। সেই সভার নিয়মাবলী সমস্ত সভাতেই প্রতিপালিত হয়। সমস্ত জেলাতেই একপ্রকার নিয়মাবলী চলে।"

আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপ্‌নাদের সভার মূল উদ্দেশ্য কি ?"

উত্তরদাতা প্রত্যুত্তর কোল্লেন, "লুই ফিলিপের রাজক্ষমতা উচ্ছেদ করা, আর দেশের মধ্যে সাধারণতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করা। কিন্তু তা বোলে তুমি এমনটী বিবেচনা কোরো না যে, আমরা রাজার প্রাণবিনাশের ষড়যন্ত্র করি। লুই ফিলিপকে খুন কর্‌বার জন্য কতবার কতলোকে চেষ্টা কোরেছিল, সেটা সত্য, কিন্তু এ সভার সঙ্গে তাদৃশী ভয়ানক কল্পনার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। রাজা মেরে রাজ্যলাভ করা আমাদের আকাঙ্ক্ষা নয়। না, কখনই না ! তাদৃশ ঘৃণাকর কার্য্যকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। বিধিসিদ্ধ স্বাধীনতা লাভেই আমাদের উদ্যম। আমরা কেবল স্বাধীনতা চাই ; স্বাধীনতা লাভের নিমিত্তই আমরা প্রস্তুত হয়েছি। যদিও আমরা রাজতন্ত্রশৃঙ্খল ভগ্ন কোত্তে আন্তরিক যত্নবান্, তথাপি গুপ্তহন্তার ছুরী অথবা গুলী কখনই আমরা চালাবো না !—যুদ্ধ কোরেও রাজাকে মার্‌বো না !"

এ সংবাদে আমি আনন্দিত হোলেম। উদ্দেশ্য অতি উত্তম। যে সকল লোকের সরলপ্রকৃতি, সে সকল লোক সংসারের প্রকৃত হিতাভিলাষী, সে সকল লোকের ঐ রকম সাধু উদ্দেশ্য হওয়াই উচিত। পূর্ব্বপ্রকার ভূমিকা কোরে, সেই ভদ্রলোকটী তাঁদের গুপ্তসভার আরও কতকগুলি বিস্তারিত কথা আমারে বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন। গত কল্য রজনীতে গুপ্তসভায় আমি দেখে এসেছি, সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধি একগৃহে একস্থানে সমবেত। যেরূপ বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ কোল্লেম, তাতেও আমার সেইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হলো। আশ্চর্য্য জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো। অতি চমৎকার কৌশলে ফরাসীরাজ্যব্যাপী ষড়্‌যন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছে। মনে মনে এইরূপ আন্দোলন কোরে, তৃতীয়বার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রাজার গুপ্তচরেরা ইচ্ছা কোল্লেই কি যখন তখন ঐ সকল সভাস্থলে প্রবেশ কোত্তে পারে না ?"

"গুপ্তচর ?—গুপ্তচরের অভাব নাই! অসংখ্য গুপ্তচর চারিদিকে ফিচ্ছে! পঙ্গপালের মত গুপ্তচর ছেঁকে গেছে! ফরাসীদেশবাসী প্রত্যেক দশজনের মধ্যে একজন গুপ্তচর! শতকরা দশজন! গতরাত্রে আমরা আমাদের সভাগৃহে চল্লিশজন একত্র ছিলেম। আমাদের মধ্যেও চারিজন গুপ্তচর!"

সবিস্ময়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম, "সত্য না কি ?—এত গুপ্তচর আপনাদের পশ্চাতে ? তবে আপ্‌নাদের সঙ্কেতকথার প্রয়োজন ?"

"বাজে লোক যাতে না আসে, ততই ভাল। সাবধানের ঘর প্রায় সর্ব্বদাই নিরাপদ। যতদূর পারি, বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ কোত্তে চেষ্টা করি। আমাদের ভিতর যতগুলি গুপ্তচর আছে, তার চেয়ে আরও বেশী হয়ে না পড়ে, সেই মৎলবেই আমরা সাবধান থাকি। যদি নূতন লোক প্রবেশ করে, আমাদের সভার বিশেষ নিয়মের বাধ্য হয়ে, তাদের সকলকেই অসাধু চেষ্টায় পরাঙ্মুখ থাক্‌তে হয়।"

পুনর্ব্বার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "গতরাত্রে আপ্‌নাদের সভাতে অনেক গুপ্তচর ছিল, এটা যখন নিশ্চয়, তবে কি সূত্রে আমার সঙ্গে তলোয়ারযুদ্ধ বাধ্‌লো, সেটা গোপন রাখ্‌বার জন্য আপ্‌নাদের এত আকিঞ্চন কেন ?"

"কেন ?—সকল লোকেই যদি জানতে পারে, অমুক জায়গায় গুপ্তসভা বসে, গবর্ণমেণ্ট তা হোলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ কোর্‌বেন। জোরে পুলিসের লোকেরা প্রবেশ কোর্‌বে। নিত্য নিত্য আমাদের বিস্তর সভ্য গ্রেপ্তার হয়ে যাবে!"

"এখন তবে গবর্ণমেণ্ট সে রকম হুকুম দেন না কেন ? যেখানে যেখানে সভা হয়, গবর্ণমেণ্টের হুকুমে পুলিস তবে কি জন্য সেই সকল স্থলে প্রবেশ করে না ? যারা যারা সভায় উপস্থিত থাকে, প্রত্যেক অবসরে কেনই বা তাদের গ্রেপ্তার করে না ?"

"তার একটী কারণ আছে। মনে কর, আজ রাত্রে যদি ঐ রকম ঘটনা হয়, ফরাসীদেশের সিকি লোক কল্য প্রাতঃকালে কারাগারে বন্দী হবে! গোপনে গোপনে যে রকম চোল্‌ছে, রাজা তা জানেন। যদি বেশী জুলুম করেন, পৃথিবীশুদ্ধ লোকে এই গুপ্তচক্রের

বিষয় জান্তে পারবে, সমস্ত কথাই প্রকাশ হয়ে পোড়্বে, রাজতন্ত্রের অধীনে যে সকল ভয়ানক অত্যাচার হোচ্চে, সেটা আর কাহারো জান্তে বাকী থাক্বে না। শাসন-প্রণালীতে যেখানে স্বেচ্ছাচার, সেইখানেই গুপ্তচক্র বিদ্যমান। এ কথা সকলেই জানে। গুপ্তচক্রের পরিমাণ দেখেই স্বেচ্ছাচারের পরিমাণ স্থির করা যায়। পূর্ব্বাপর এই সকল পরিণাম চিন্তা কোরেই রাজা চুপ্ কোরে থাকেন; জেনে শুনেও বড় একটা কিছু বলেন না। সভায় আমাদের যা যা কার্য্য হয়, গুপ্তচরেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব কথাই রাজারে জানায়। রাজা আমাদের মূল উদ্দেশ্য বিফল কোরে দিবার চেষ্টা পান, কিন্তু জোর হুকুম জাহির করেন না।"

"আচ্ছা,—রাজা যদি সমস্ত কথাই জান্তে পারেন, চরেরা যদি সব কথাই রাজাকে বোলে দেয়, তবে আপনাদের ঐ রকম সভা করায় কি লাভ?"

"লাভ এই যে, লোকপীড়নে যাঁরা যাঁরা কষ্ট বোধ করেন, তাঁদের সকলের মনোভাব অবগত হওয়া, সকল লোকগুলিকে সেই সকল কথা বুঝিয়ে দেওয়া, আর আমাদের একতাব বল বৃদ্ধি করা। এই গুলিই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থেকে, পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "গতরাত্রে সভামধ্যে আমি যে একটী সুন্দরী কামিনী দেখেছি, সে কামিনী কে?"

ঈষৎ হাস্য কোরে ফরাসীলোকটী উত্তর দিলেন, "বা!—বা!—কি চমৎকার! সেই কামিনীর রূপ দেখে তুমি বুঝি মোহিত হয়ে গেছ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "মোহিত হয়ে যাবারই কথা বটে, কিন্তু আমি আর এক জনকে মন দিয়েছি। আরও একটী কথা আছে। কুমারী ইউজিনির মত রূপবতী রমণী অতবড় রাজনীতি চর্চ্চায় মনোনিবেশ কোরেছেন, এটা যখন ভাবা যায়, তখন আর তাঁর প্রতি অন্য ভাবের আভাস আসাই অসম্ভব। তাদৃশী সুন্দরী কুমারী গুরুতর রাজনীতিভারে ইচ্ছাপূর্ব্বক জড়িত হয়েছেন, সেইটী দেখে আমার আদ্যন্ত বিস্ময় বোধ হয়েছে। ত অল্পবয়সে স্ত্রীজাতির তেমন গুণ প্রায়ই দেখা যায় না। অবশ্যই সেই সুকুমারীকে অসংখ্য অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান কোত্তে ইচ্ছা হয়।"

আমার সহচর বন্ধু বোল্লেন, "ঠিক কথা বোলেছ। কুমারী ইউজিনি দিলাকর। সেই কুমারীকে আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। কুমারী ইউজিনি নিতান্ত শিশুকালে পিতৃহীন মাতৃহীন। তাঁর একজন বৃদ্ধ পিতৃব্য যত্নপূর্ব্বক তাঁরে প্রতিপালন করেন। কুমারী ইউজিনী তাঁর পালিতা কন্যা। সেই পিতৃব্য একজন ধনবান্ ব্যাঙ্কার। বিষয়কর্ম্মে তিনি এতদূর ব্যস্ত যে, তাঁর ভ্রাতুষ্কন্যা প্রায় সর্ব্বদাই ঘরে থাকেন না, প্রায়ই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান, সেটা তিনি জান্তেই পারেন না। আমাদের স্ত্রীজাতির মধ্যে যাঁরা যাঁরা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় অনুরাগবতী, কুমারী ইউজিনি তাঁদের সকলের মধ্যে একটী প্রধান। আমাদের সভায় অনেকগুলি স্ত্রীলোক আছে। আমাদের যেমন অভিপ্রায়, তাঁদেরও তাই। তুমি দেখেছ, কুমারী ইউজিনি পরম রূপবতী। আমি

তোমাকে আরো একটু বেশী বলি। তাঁর সেই প্রেমপূর্ণ হাসি হাসি মুখখানি যেমন সুন্দর, চরিত্রও সেইরূপ নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক। কোন দুরাচার লম্পটের চক্ষু তাঁর নিষ্কলঙ্ক বদনে কিনিঃক্ষিপ্ত হবে না, মনে মনে সেইটী জেনে, সেই সাহসেই তিনি আমাদের সভায় প্রবেশ করেন। কুমারী ইউজিনি বড়ঘরের কন্যা। পিতৃব্যের ভাল ভাল গাড়ী আলো করেন,—উত্তম শয্যায় শয়ন করেন,—পরম সুখে লালিতপালিত হন, পিতৃব্যের অতুল বিভবের উত্তরাধিকারিণী, তথাপি দেখ, তিনি আমাদের সভায় দ্বাররক্ষকের কাজ করেন! দ্বারদেশে ঘণ্টাধ্বনি হোলেই তিনি দরজা খুলে দিতে ছুটে যান। সভায় সকলেই তাঁরে সবিশেষ সমাদর করেন। সভায় তাঁর কতদূর প্রভুত্ব চলে, তাও তুমি কাল দেখে এসেছ। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তত লোকে যখন তোমারে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, ইউজিনি এলেন, প্রস্ফুটিতনয়নে সকলের দিকে একবার চাইলেন, দুটী একটী মিষ্টকথা বোল্লেন, সব গোল থেমে গেল!—হাঁ হাঁ,—ভাল কথা!—লিগ্‌নী নাম শুনে তুমি তেমন কোরে চোম্‌কে উঠেছিলে কেন? আমি শুনেছি, কুমারী লিগ্‌নী নামে একটী কামিনীর সঙ্গে ডিউক পলিনের আত্মীয়তা আছে। সেই সূত্রে ডিউকের সঙ্গে ডিউকের স্ত্রীর বনিবনাও হয় না। উভয়েই তাঁরা অসুখী আছেন। তোমাকে নিয়ে যখন গোলমাল হয়, সেই সময় আমি চুপি চুপি আমাদের সভাপতির কাণে কাণে ঐ কথাই বলি। আমার কথা শুনে সভাপতি যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, যে কথার উল্লেখ সব গোল চুকে যায়, অবশ্যই তোমার সে কথা স্মরণ আছে।”

এইরূপ কথোপকথন কোত্তে কোত্তে আমরা যাচ্ছি। গাড়ী বেশ চোলেছে। গাড়ীখানি ময়দানে পৌঁছিল। ডিউকের প্রাসাদের কিঞ্চিৎ তফাতে আমি নেমে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ কোল্লেম। সঙ্গী লোকটী বোল্লেন, “চল না, চল! চল একসঙ্গেই নিমন্ত্রণে যাওয়া যাক্। মস্যুর লামোটী নিমন্ত্রণ কোরেছেন, অস্বীকার কোরে এসেছ, সেটা বড় ভাল হয় না। চল, বেশ সমাদর পাবে। আমিও যাচ্ছি, তুমিও চল।”

যে কারণে পূর্ব্বে অস্বীকার কোরেছিলেম, সেবারেও সেই কারণে তাঁর কাছেও অস্বীকার কোল্লেম। মনের কথা খুলে বোল্লেম না। তিনিও আর জেদ কোল্লেন না। গাড়ী থেকে আমি নাম্‌লেম। মিত্রভাবে তিনি আমার পাণিমর্দ্দন কোল্লেন। আমি প্রাসাদের দিকে চোলে এলেম, গাড়ী নিয়ে তিনি গন্তব্যস্থানে প্রস্থান কোল্লেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ কোরে, মনে মনে আমার অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়েছিল, অবশ্যই সেটী ধরা কথা; কিন্তু সেখানে কেহই আমার কিছু আনন্দলক্ষণ দেখেন নাই। সেখানেও না, পথেও না। যখন আমি আপনার ঘরে গিয়ে আনন্দের বাতাস খেলেম, তখন আমার বুকের ভিতর যেন মহানন্দের ফোয়ারা ছুট্‌লো। সে আনন্দের কথা প্রকাশ কোত্তে আমি অক্ষম। আনাবেলের নামে যে চিঠীখানি লিখে রেখে গিয়েছিলেম, আহ্লাদে আহ্লাদেই ছিঁড়ে ফেল্লেম। দ্বন্দ্বযুদ্ধে গিয়েছিলেম, বাঁচ্‌বো না,—যুদ্ধেই আমার প্রাণ যাবে, সেইটী একরকম ঠিক কোরেই বেরিয়েছিলেম, ঘরে ফিরে এসে,

সেটা যেন স্বপ্নবৎ অনুভব হোতে লাগ্‌লো! প্রাণ হারাতে গিয়েছিলেম, প্রাণ যদি না যেতো, চিরজীবনের জন্য শরীরে একটা অস্ত্রাঘাতের দাগ থাক্‌তো, সেই ক্ষতচিহ্ন ধারণ কোরে সমাধিগর্ভে প্রবেশ কোত্তে হতো, সেই রকমের যুদ্ধ। করুণাময় জগদীশ্বর সে সঙ্কটে আমারে উদ্ধার কোরেছেন। পরমভাগ্য বিবেচনা কোরে, মনে মনে আমি সেই অনাথনাথ করুণাময়কে শত শত নমস্কার কোল্লেম।

ষট্‌ষষ্টিতম প্রসঙ্গ।

কুমারী ইউজিনি।

একমাস অতীত। কোন কিছু বিশেষ ঘটনা নাই। একমাসের পর একদিন বৈকালে আমি ময়দানে ভ্রমণ কোচ্চি, হঠাৎ দেখ্‌লেম, যুবা মার্কুইস্ পলিন একটু দূরে অতি দ্রুতগতি চোলে আস্‌ছেন। আমি দেখ্‌লেম, তিনি আমারে দেখ্‌তে পেলেন না। মাথা হেঁট কোরে, গোঁ ভরেই তিনি চোলে আস্‌ছেন। যেন কোন নিরূপিতস্থানে কোন লোকের সঙ্গে দেখা কোত্তে যাবেন, কিম্বা তাঁর মনে মনে কি একটা বিশেষ মৎলব আছে, ঠিক সেই রকম ভাব। পূর্ব্বেই আমি বোলেছি, মার্কুইস্ বেশ রূপবান্, বেশ বিনম্র, কিছু কাহিল। মুখে যেন সরলতা মাখা। বড়লোকের ছেলের মত পরিচ্ছদের জাঁকজমক নাই। আপনার মনেই তিনি চোলে যাচ্ছেন। একটী লতাকুঞ্জের নিকটেই তাঁরে আমি দেখ্‌লেম। সে স্থলে রবিকর প্রবেশ করে না। তিনি আগে আগে যাচ্ছেন, একদৃষ্টে আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি। সেখানে অনেকগুলি লতাকুঞ্জ। একটী কুঞ্জমধ্যে তিনি প্রবেশ কোল্লেন। আমি যে পথে যাচ্ছিলেম, সেই পথেই চোলেছি। মন আমার ক্রমে ক্রমে অন্যদিকে ফিরে গেল। অন্য চিন্তায় অভিভূত হোলেম। মার্কুইস্‌কে দেখ্‌তে পেলেম, ক্ষণকাল যেন সে কথাটা মনেই থাক্‌লো না। বসন্তকাল, সুখের সময়,—দিবসের শেষভাগ। সমস্ত বড় বড় লোক সেই সময় ময়দানে বেড়াতে আসেন। লণ্ডনেও যেমন প্রথা, প্যারিসেও সেই রকম। কতদিকে কত গাড়ী চোলেছে, কত লোক অশ্বারোহণে ভ্রমণ কোচ্চেন, কেহ কেহ পদব্রজে। যে সময় আমি মার্কুইস্ পলিনকে দেখি, তার পর আধঘণ্টা কেটে গেল। ময়দানের ভ্রমণকারী সুন্দর সুন্দর নরনারীগণকে আমি নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেম। তাঁদের সব সুন্দর সুন্দর পোষাক, রকম রকম সাজ—ওষ্ঠাধরে হাস্যালাপ, অতি সুন্দর দৃশ্য! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখ্‌লেম। এক একবার যাই, এক একবার দাঁড়াই। ময়দানের যেদিকে লোকজন খুব কম, সেইদিকে যেতেই আমার ইচ্ছা হলো। নির্জ্জনেই আমি গিয়ে উপস্থিত

হোলেম। নির্জ্জন পেলেই আনাবেলকে আমার মনে পড়ে। আনাবেলের চিন্তায়, ভবিষ্যৎসুখের আশায়, আমি উৎফুল্ল হোতে লাগ্‌লেম। নির্জ্জনস্থানে গিয়েছি, কিন্তু একজায়গায় স্থির হয়ে থাক্‌ছি না। ধীরে ধীরেই চোলে যাচ্ছি। একটী লতাকুঞ্জের ধারে আমি উপস্থিত হোলেম। চারিধারে বড় বড় গাছ, গাছের শাখাপল্লব ঝুঁকে পোড়ে, স্থানটীকে বেশ সুশীতল ছায়াময় কোরে তুলেছে। বসন্তকালের নবীন পল্লবে সমস্ত তরুলতা সুশোভিত। সেই মনোহর দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে অতি মৃদুপদেই আমি বেড়াচ্চি। যখনকার কথা আমি বোল্‌ছি, তখন এপ্রেলমাস। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব তখনো কম।—এ মাসেও বসন্তের অপরূপ শোভা।

কত কি ভাব্‌তে ভাব্‌তেই আমি চোলেছি। হঠাৎ দেখ্‌লেম, সম্মুখে একটু দূরে দুটী লোক। চেয়ে আছি, যেখানে তাঁরা বেড়াচ্ছিলেন, সেই স্থানে একটী বাঁকাপথ। তাঁরা সেই বাঁকাপথে প্রবেশ কোল্লেন, আমি আর তাঁদের দেখ্‌তে পেলেম না। সেই দিকেই আমি চোল্লেম। যে পর্য্যন্ত গিয়ে তাঁরা লুকিয়ে গেছেন, সেই পর্য্যন্ত আমি অগ্রসর হোলেম। সেইখানেই আবার তাঁদের দেখ্‌লেম। তাঁরা তখন সেই স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরস্পর বাক্যালাপে গভীর নিমগ্ন। কে তাঁরা?—যুবা মার্কুইস্ পলিন, সঙ্গে একটী রূপবতী যুবতী। কে সেই যুবতী?—কুমারী ইউজিনি দিলাকর। সভাগৃহে নিশাকালে সেই কুমারীকে আমি যত সুন্দরী দেখেছিলেম, সেই সুন্দরীকে তখন যেন আরও অধিক সুন্দরী দর্শন কোল্লেম। মার্কুইস্ পলিনের সঙ্গে তিনি হেসে হেসে কথা কোচ্ছিলেন। হঠাৎ আমি সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। অকস্মাৎ সম্মুখে আমারে দেখেই, সেই লজ্জাশীলা কুমারী একটু সুন্দর ভঙ্গীতে বিনম্রমুখী!

হঠাৎ গিয়ে পোড়েছি, কুমারী ইউজিনি হঠাৎ লজ্জা পেলেন, আমিও কিছু অপ্রস্তুত হোলেম। ফিরে আসি মনে কোচ্চি, কুমারী দিলাকর সেই ভাবটী বুঝ্‌তে পেরে, আমারে একটী সেলাম কোল্লেন। সমান সমান লোককে যে রকমে অভিবাদন করা প্রথা, সেই রকম সসম্ভ্রম অভিবাদন। আমিও আমার টুপী খুলে সেলাম কোল্লেম। মার্কুইস্‌কেও সেলাম কোল্লেম। আর সেখানে দাঁড়ালেম না। সটান চোলে আস্‌ছি। পশ্চাতে একবার কটাক্ষপাতও কোচ্চি না। খানিকদূর এসে, আর একটী রাস্তায় আমি পরিক্রমণ কোত্তে লাগ্‌লেম। যে রকম দেখ্‌লেম, তাতে নিশ্চয় বোধ হলো, তাঁদের দুজনের উপরেই দুজনের অনুরাগ জন্মেছে। রহস্যালাপে যখন তাঁরা গভীর নিমগ্ন, সেই সময়ে আমি সম্মুখে গিয়ে পড়ি। কুমারীও লজ্জা পেলেন, মার্কুইস্‌ও কেমন এক রকম অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মুখখানি যেন বিবর্ণ হয়ে এলো। তাতেই আরো ভাল কোরে জান্‌লেম, উভয়ের মনেই প্রেমানুরাগ। লজ্জা পাবার হেতু কি?—তবে কি ঐ প্রেমানুরাগটী উভয়ের মনেই গুপ্ত আছে? কেহই কি সে কথা জানে না? সেই কথাই ঠিক। গুপ্ত যদি না হবে, তবে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা কোত্তে এসেছেন কেন? ধনশালী ডিউকপুত্রের সহিত ধনবান্ ব্যাঙ্কারের পরমসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হবে।

PRINTED BY KHIRODE NATH GHOSH, RAMAYANA PRESS, No 44 MANICKTALA STREET CALCUTTA

এটা ত উভয় পক্ষেরই গৌরবের কথা। তবে এটা গোপন রাখ্‌বার কারণ কি ? মার্কুইসের বয়স কম। তিনি তখন সপ্তদশবর্ষীয় বালকমাত্র। বালকের হৃদয়ে প্রেমানুরাগ ! সেইটাই হয় ত লজ্জার কথা। লজ্জাতেই তিনি পিতামাতার কাছে সে কথা প্রকাশ কোত্তে পারেন না। কুমারী ইউজিনি রাজকীয় গুপ্তচক্রে সংলিপ্ত আছেন, মার্কুইস্ কি সে সংবাদ রাখেন ? রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রে কুমারী ইউজিনির কি প্রকার রুচি, মার্কুইস কি সে তত্ত্ব অবগত আছেন ? আমি বিবেচনা কোল্লেম, সে তত্ত্ব তিনি জানেন না। কেননা, আমি বেশ জান্‌তেম, পলিন্‌পরিবার রাজতন্ত্রের একান্ত পক্ষপাতী। প্রাচীন রাজতন্ত্রের আমলেই তাঁরা বড়লোক। প্রাচীন বোর্ব্বো রাজত্বের পতনে তাঁরা সর্ব্বদাই আক্ষেপ প্রকাশ করেন। লুই ফিলিপের রাজত্বে তাঁরা বড় একটা সুখী নন, এটা সত্য, কিন্তু সাধারণতন্ত্রে তাঁদের অনুরাগ নাই।

ময়দানে যখন দেখা, তখন বেলা শেষ। সেদিন আর মার্‌কুইস্ পলিনকে আমি দেখ্‌তে পাই নাই। রাত্রেও দেখা হয় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে প্রাসাদের সভাগৃহে তাঁকে আমি দেখি। তখনকার চক্ষের ভাব দেখেই আমি চোম্‌কে যাই। দেখ্‌লেই বোধ হয় যেন, কি বিষাদে বিষাদিত ! মুখখানি স্বভাবতই কিছু মলিন, সেদিন যেন আরও মলিন দেখ্‌লেম। চাউনিতে যেন অস্থিরতা প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো। যতক্ষণ আমি তাঁর খুব নিকটে গিয়ে উপস্থিত না হোলেম, ততক্ষণ তিনি জান্‌তে পাল্লেন না যে, আমি সেখানে গিয়েছি। গা ঘেঁসে, পাশ কাটিয়ে, যখন চোলে যাবার উপক্রম করি, তখন তিনি কেমন একরকম উদাসভঙ্গীতে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। ধীরে ধীরে পাইচারী কোচ্ছিলেন, হঠাৎ একটু দাঁড়ালেন। মুখচক্ষের ভাব দেখে বোধ হলো, আমারে যেন কিছু জিজ্ঞাসা কোত্তে চান। আমিও দাঁড়ালেম। মার্‌কুইস্ মনে মনে কি বিবেচনা কোল্লেন। কি কথা বোল্‌বেন মনে কোরেছিলেন, তা আর বোল্লেন না। কিছুই জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। তখনই আবার আপ্‌নার মনেই চোলে গেলেন। আমি একা থাক্‌লেম। মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, এ কি আশ্চর্য্য ! এ রকম কেন ? হঠাৎ একটা কথা মনে হলো। ময়দানের পথে ইউজিনি আমারে সেলাম কোরেছিলেন ; উড়ো উড়ো সেলাম নয়, বেশ মাধুরীপূর্ণবদনে আত্মীয়ভাবে অভিবাদন। আমার সঙ্গে কুমারী ইউজিনির জানাশুনা আছে,—তিনি আমারে ভদ্রসন্তান বিবেচনা করেন, মার্‌কুইসের মনে সেই ধাঁদা। কেননা, মার্‌কুইস্ জানেন, আমি তাঁদের বাড়ীর সামান্য চাকর। ইউজিনির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা, সেটা তিনি হয় ত ভাল বিবেচনা কোল্লেন না। উদ্ভ্রান্ত মুখের চেহারা দেখেও ঠিক আমার তাই বিশ্বাস হলো। কাণ্ডখানা আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। মার্‌কুইস্ হয় ত কুমারীকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, আমারে তিনি কেমন কোরে চিন্‌লেন ? কুমারী হয় ত উত্তর দেন নাই। তাতেই মার্‌কুইসের সন্দেহ, তাতেই তাঁর বিমর্ষভাব, তাতেই তাঁর মনের ভিতর ধাঁদা। সেই কথাই হয় ত আমারে জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন মনে কোরেছিলেন, পাল্লেন না। কুমারী ইউজিনি কি রকমে আমার

চেনা, আমিই বা কি রকমে তাঁর চেনা, আগে ভাগে কেনই বা তিনি আমারে অভিবাদন কোল্লেন; মনের ভিতর এই সকল বিষয় তোলাপাড়া কোরেই বালক মার্‌কুইস্ সেই রকম উদ্বেগযুক্ত হয়ে আছেন।

আবার একসপ্তাহ অতীত। সেই সপ্তাহের মধ্যে মার্‌কুইসের মুখের ভাব আমি ভাল কোরে পরীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম। সর্ব্বদাই বিষণ্ণ,—সর্ব্বদাই মলিন! মনে যেন কি শক্ত বেদনা আছে, ঠিক সেই রকম অনুমান হয়। একবারও তাঁকে আমি প্রফুল্ল দেখ্‌তে পাই না। আমার সঙ্গে দেখা হয়, নিকট দিয়ে আমি চোলে যাই, একটীও কথা কন না। কিছু বলবার ইচ্ছা আছে, তেমন লক্ষণও আর দেখ্‌তে পাই না। জিজ্ঞাসা কর্‌বার যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর মনের ভিতর। বাহিরে কিছুই প্রকাশ নাই।

একসপ্তাহ পরে ডাকে আমি একখানি পত্র পাই। শিরোনামটীতে বাঁকাচোরা লেখা। চিঠীর ভিতরের লেখা এক রকম, শিরোনামের লেখা এক রকম। দুহাতের লেখা হোলেও হোতে পারে, কিম্বা যিনি পত্র লিখেছেন, শিরোনামটী তিনি অন্য রকমে খারাপ কোরে লিখে থাক্‌বেন। চিঠীখানি কোন বিদ্যাবতী রমণীর হাতের লেখা। লেখা অতি সংক্ষিপ্ত, গুটীকতক কথামাত্র। চিঠীতে স্বাক্ষর নাই। চিঠীতে লেখা আছে, লিগ্‌নী নাম শুনে যেখানে আমি গিয়েছিলেম, যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে একজন ক্ষণকাল আমার সাঙ্গ গোপনে সাক্ষাৎ কোত্তে ইচ্ছা করেন। গোপনে কিছু কথা আছে। সেই দিন বেলা চারিটার সময় ময়দানের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থলে সাক্ষাৎ কর্‌বার অভিলাষ।

চিঠীখানি পাঠ কোরেই আমি বুঝ্‌লেম, কুমারী ইউজিনির ঐ কর্ম্ম। কেন তিনি গোপনে আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চান, সেটীও আমি বুঝ্‌লেম। যে কথা নিয়ে এতক্ষণ আমি মনে মনে আলোচনা কোচ্ছিলেম, সেই সেলামের কথাই কাজের কথা। ইউজিনির অনুরোধ রক্ষা করা উচিত। সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ কোত্তে যাওয়া, সময়ে সময়ে দোষের হয়ে দাঁড়ায়, সেটা আমি জানি; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে দোষের আশঙ্কা বড় কম। ইউজিনির রূপলাবণ্যে যদিও আমি বিমোহিত হই, প্রণয়ের ইচ্ছা আস্‌বে না। কেননা, আমার প্রণয়বিমুগ্ধ চিত্ত অপর চিত্তে বিন্যস্ত। ইউজিনিও মার্‌কুইসের প্রতি অনুরাগবতী। তেমন অবস্থায় কোন মনেই কোন সন্দেহের উদয় হোতে পারে না। যাওয়াই স্থির।

ক্ষুদ্র পত্রিকায় যে স্থানের কথা লেখা ছিল, বেলা চারিটার সময় ঠিক সেই স্থানে গিয়ে আমি হাজির হোলেম। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে লতাকুঞ্জে ইউজিনিকে আর মার্‌কুইস্‌কে আমি একত্র দেখেছিলেম, সেই কুঞ্জেই আমি হাজির। একটু পরেই কুমারী ইউজিনি দিলাকর সেই স্থানে এসে পৌঁছিলেন। তাঁর মুখ দেখেই আমি শিউরে উঠ্‌লেম। মুখের বর্ণ এক একবার লাল হয়ে উঠ্‌ছে, এক একবার ফিকে মেরে যাচ্ছে! তিনি যেন একটু একটু কাঁপ ছেন। যে কাজে এসেছেন, না এলেও নয়; কথা বড় শক্ত। কাজে কাজেই আস্‌তে হয়েছে;—তথাপি তিনি শঙ্কা পরিহার কোত্তে পাচ্ছেন না।

মুখামুখি দেখা হলো। পরিষ্কার ইংরাজী ভাষায় ইউজিনি আমারে বোল্লেন, "আমারে এখানে দেখে অবশ্যই তোমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হোচ্চে। তোমারে আমি সে রকম পত্র লিখেছি, সেটাও আশ্চর্য্য। গোপনে নির্জ্জন স্থানে সাক্ষাৎ করা, এটাও আশ্চর্য্য। কিন্তু আমি কি করি? কাজের গতিকেই এই পথ আমারে অবলম্বন কোর্ত্তে হয়েছে। স্ত্রীজাতির এটা উচিত নয়।"

"না কুমারি! আপনার প্রতি আমার তিলমাত্রও সংশয় জন্মে না। যে উপায় আপনি অবলম্বন কোরেছেন, যে কারণে কোরেছেন, অগ্রেই তা আমি একটু একটু বুঝেছি। আমার মুখে যখন সেইটে আপনি শুনবেন, তখন আর আপনার এ রকম চঞ্চলভাব থাকবে না।"

লজ্জাবনতবদনে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, কুমারী বোল্তে আরম্ভ কোল্লেন, "একটু একটু বুঝেছ তুমি? তথাপি কিন্তু আমি—বুঝ্তে——"

"পরিষ্কার কোরে বলুন!—পরিষ্কার কোরে বলুন!—কোন চিন্তা নাই! স্ত্রীজাতির মনের ভাব আমি বেশ বুঝ্তে পারি। আমারে আপনি অবিশ্বাস কোর্বেন না। যে জন্য আপনি আমারে এখানে ডেকেছেন, যেটুকু আমি বুঝেছি, আগেই কি সেটু আমি প্রকাশ কোর্বো?—কেহ হয় ত আমাদের মনের ভাব বুঝ্তে পারেন নাই। ঠিক বুঝ্তে গিয়ে বিপরীত বুঝেছেন। সেই কারণেই আপনার এত চাঞ্চল্য।"

"ঠিক তাই!"—লজ্জাবনতবদনে কুমারী বোল্লেন, "যা অনুমান কোরেছ, ঠিক তাই! তবে তুমি বুঝেছ। মার্কুইস্ পলিন আর আমি,—আমরা দুজনে মনে মনেই প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়েছি। ওঃ! বড়ই অসুখী আমি! পূর্ব্বেই তোমারে আমি লিখ্তেম, কিন্তু ভর্সা হয় নাই। শেষে অবধারণ কোল্লেম, তুমি বুদ্ধিমান্, তোমার মানসম্ভ্রম জ্ঞান আছে, সর্ব্বাংশেই তুমি বিশ্বাসের পাত্র, তোমা হোতেই আমার উদ্বেগের শান্তি হবে। আমি তোমারে মিনতি কোরে বোল্ছি, যে সঙ্কটে আমি পোড়েছি, যে সঙ্কটে আমার মানসিক চাঞ্চল্য বেড়েছে, সে সঙ্কটে তুমি আমার সহায় হও।"

চক্ষের জলে সুন্দরী ইউজিনির সুন্দর মুখমণ্ডল অভিষিক্ত হোতে লাগ্লো। যে সুন্দরী যুবতী সাধারণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তত আগ্রহে যত্নবতী, প্রণয়ের কুহকিনী শক্তিতে তিনি যেন অকস্মাৎ আত্মহারা হয়ে গেলেন।

কুমারীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে, তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "কেন আপনি সন্দেহ কবেন? কেন আপনি ভীত হন? কেন আপনি এত কাতর? আমার দ্বারা আপনার যা কিছু উপকার হোতে পারে, আহ্লাদপূর্ব্বক তাতে আমি প্রস্তুত আছি।"

"তুমি আহ্লাদ-পূর্ব্বক প্রস্তুত হবে, সেটী আমি জানি। তোমার চরিত্র আমি বুঝেছি। অবিবেকী লামোটির দুর্ব্যবহারে সভাপতির কাছে তুমি যেরূপ সাফ সাফ জবাব দিয়েছ, তাতেই আমি তোমার বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় পেয়েছি। অন্যায় কোরে লামোটি তোমারে তলোয়ারযুদ্ধে আহ্বান কোরেছিল, তাও আমি শুনেছি।

প্রকৃত বীরপুরুষের মত সে যুদ্ধে তুমি জয়ী হয়ে এসেছ, তাও আমি শুনেছি। সমস্ত কার্য্যেই তোমার নির্ম্মল চরিত্রের যথেষ্ট পরিচয় আছে। তোমার সহিষ্ণুতাও প্রশংসনীয়। সব আমি জানি। সেই সব জেনে শুনেই আজ, এই নির্জ্জনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে আমি নির্ভয়ে অভিলাষিণী।"

ধন্যবাদ দিয়ে আমি বোল্লেম, "আপ্‌নি আমার যে রকম প্রশংসা কোল্লেন, আমি ততদূর প্রশংসার যোগ্য হোতে পারি, প্রাণপণে সে চেষ্টা কোর্‌বো। যে উপলক্ষে গোলমাল লেগেছে, আমি বুঝেছি, সে উপলক্ষের উপলক্ষই আমি। সে দিন আপ্‌নি আমারে পরিচিত বন্ধুর মত অভিবাদন কোল্লেন, সেইটীই হোচ্চে গোলের কথা। তা না কোরে, আপ্‌নি যদি আমারে দেখেও না দেখ্‌তেন, বিদেশী অপরিচিতের ন্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন কোত্তেন, কে ত কে, ময়দানে কতলোক আস্‌ছে যাচ্চে, সেই রকম ভাব যদি দেখাতেন, তা হোলেই ঠিক হতো। আপ্‌নি যে রকম সুশীলা বুদ্ধিমতী, আমারে তখন উপেক্ষা কোল্লেই আপ্‌নার প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য হতো।"

"না উইলমট! তেমন অকৃতজ্ঞতা আমি জানি না। সে রাত্রের কথা সব আমার স্মরণ আছে। আমাদের বৃদ্ধ সভাপতি যখন তোমারে বোল্লেন, আমাদের জীবন পর্য্যন্ত তোমার হস্তে সমর্পিত, তুমি তখন প্রতিজ্ঞা কোরে যে রকম উত্তর দিয়েছ, তাতেই তোমার মহৎগুণের বিশেষ নিদর্শন আমি পেয়েছি। সে কথা আমি কেমন কোরে ভুল্‌বো? একটী কথাও ভুলি নাই। তোমার প্রতি আমার বন্ধুভাব জন্মেছে। সে সম্পর্কে যা আমার করা উচিত, তাই আমি কোরেছি। কিছুতেই আমি তোমারে অপরিচিতের মত উপেক্ষা কোত্তে পারি না।"

কুমারীর এই সকল কথা শুনে আবার আমি অঙ্গীকার কোল্লেম, "সাধ্যমতে আপ্‌নার উপকার কোর্‌বো। মার্কুইসের মনে সন্দেহ লেগে গেছে। কি রকমে আমার সঙ্গে জানাশুনা হলো, সেই তর্কে তাঁর মনে ভাবী গোলমাল ঠেকেছে। তিনি হয় ত আপ্‌নারে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, আপ্‌নি হয় ত উত্তর দিতে পারেন নাই। এই ত আমার অনুমান। অনুমানটা কি ঠিক?'

"ঠিক!"—কুমারী ইউজিনি দিলাকর ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন কোরে, ধীরে ধীরে বোল্লেন, "ঠিক!—ঐ কথাই বটে! মার্কুইসের মনে অকারণ সংশয় জন্মেছে। যে প্রণয়ে সংশয় আসে, যে প্রণয় সংশয়মিশ্রিত, সে প্রণয় বিষবৎ পরিত্যজ্য। সেরূপ প্রণয় অবিলম্বেই পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু দেখ্‌ছি, মার্কুইসের এ সংশয়টা কেবল শূন্যে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যকথা বোলে তাঁরে আমি বুঝিয়ে দিতে পারি নাই, মিথ্যাকথা বলাও আমার অভ্যাস নয়। যে সভায় আমি গতিবিধি করি, সে সভায় শক্ত শপথের বিধি আছে। আমি শপথ কোরেছি। শপথের কথা তুমিও শুনেছ। গুপ্তবিষয় কদাচ কাহারো মুখে প্রকাশ হবে না। মার্কুইসকে যদি আমি সত্যকথা বোল্‌তে যাই, শপথ ভঙ্গ কোরে, সভার কথা প্রকাশ কোত্তে হবে। কেননা, সভার

ভিতরেই তোমারে আমি দেখেছি, সভাতেই তুমি আমার চেনা। যিনি আমাদের সভার সভ্য, কেবল তাঁরই কাছে আমি সভার কথা প্রকাশ কোত্তে পারি। বাহিরের লোকের কাছে সভার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রকাশ কোত্তে নাই। শপথের কথাটা যদি নাও ধরি, তবুও বিবেচনা কর, অনেকগুলি লোকের মরণজীবন আমাদের হাতে। কথাটী প্রকাশ হোলেই অনেক লোকের বিপদ্ ঘোট্‌বে। বিশ্বাসঘাতকের কুত্রাপি মঙ্গল নাই।—প্রণয়টা ধ্বংস হয়ে যায় যাক্, ক্ষতিজ্ঞান কর্‌বিনা, বিশ্বাস আমার পরম আদরের সামগ্রী। বিশ্বাস আমি হারাবো না। বিশ্বাস রাখ্‌লেই সত্য বজায় হয়। বিশ্বাস আমি নষ্ট কোত্তে পার্‌বো না।"

সুস্থিরমনে বিদ্যাবতী কুমারীর কথাগুলি আমি শ্রবণ কোল্লেম। বিদ্যাবতী ধর্ম্মশীলা কুমারী। তাঁর মনের যে কতবড় উচ্চভাব, সেটী তখন আমি বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম কোল্লেম। সাগ্রহকণ্ঠেই বোল্লেম, "আপনার মনোভাব আমি সম্পূর্ণরূপেই জান্‌তে পেরেছি। এখন কি রকমে আপনার সহায়তা কোত্তে হবে, কি কোল্লে মার্কুইস্ বাহাদুরের সন্দেহভঞ্জন হবে, কিসে আপনার এই আকস্মিক মনশ্চাঞ্চল্য দূর হয়ে যাবে, অনুমতি করুন, এই জোসেফ উইলমট আপনার একান্ত আজ্ঞাধীন।"

পুনরায় মস্তক সঞ্চালন কোরে, কুমারী ইউজিনি বোল্লেন, "ঠিক উপায়টা যে কি, তা আমি এখনো পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহে স্থির কোত্তে পারি নাই। মার্কুইস্ পলিনকে সর্ব্বক্ষণ বিমর্ষ দেখে, আমি বড়ই অসুখী হয়েছি। আমি যেন নিরাশাসাগরে ডুবেছি। কেবল আমার একমাত্র আশা আছে। তুমি যদি কোন উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন কোরে, সেই মতিভ্রান্ত যুবার মতি স্থির কোত্তে পার, তা হোলেই ত সকল উৎপাত দূর হয়। কি রকমে তোমারি সঙ্গে আমার পরিচয়, প্রকারান্তরে তুমি যদি সেইটী তাঁরে বুঝিয়ে দিতে পার, তবেই ত সংশয় ভঞ্জন হবে। তবেই ত এ যন্ত্রণার হাত থেকে আমি পরিত্রাণ পেতে পার্‌বো। তাই ভেবেই আমি স্থির কোরেছি, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা। একটা উপায় আমি ঠাউরেছি।—থাক্ সে কথা, সেটা তত দরকারী নয়। শোন এখন আর একটা কথা বলি। মার্কুইস্ যখন আমারে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেন, প্রশ্নটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে, তখন আমি কৌশলক্রমে আর একটা নূতন কথা এনে ফেলি। ক্রীড়ার সময় যেমন হাস্যকৌতুক চলে, সেই রকম হাস্যকৌতুক কোরে, কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করি। সম্পূর্ণ মিথ্যাকথা বলার চেয়ে, ছেলেখেলা দেখানো বরং অনেক ভাল। গুপ্তবিষয় গুপ্ত রাখ্‌বার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরে, সাধুসমাজের অমঙ্গল সাধনের চেয়ে, অন্যপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক অনেক ভাল।"

মুক্তকণ্ঠে আমি বোল্লেম, "আঃ! এতক্ষণে সব খোলসা কথা আমি শুন্‌লেম। কিপ্রকারে মার্কুইসের মনোমালিন্য বিদূরিত কোত্তে হবে, সেটীও আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। বোধ হয়, আপনি শুনে থাক্‌বেন, ভদ্রলোকের মতই আমি প্যারিসে এসেছিলেম। আমার সঙ্গে তখন অনেকগুলি টাকার নোট ছিল। জুয়াচোরে ঠোকিয়ে

নিয়েছে! সেই সময় আমি নিরাশ্রয় হয়ে পড়ি। যে সকল ইংরাজ পরিবার প্যারিস্ নগরে বাস করেন, উপকারপ্রত্যাশায় সেই সকল পরিবারের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কোত্তে যাই, সেই দুরবস্থার সময় তাঁদেরই একজনের বাড়ীতে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। এই কথা বোল্লেই কি মার্কুইসকে আমি বুঝিয়ে দিতে পারি?"

গম্ভীরবদনে কুমারী ইউজিনি বোল্লেন, "এ যুক্তি এক রকম মন্দ নয় বটে, কিন্তু আমার জন্য তুমি মিথ্যাকথা বোল্‌বে, সেটা আমি ইচ্ছা করি না।"

অস্থির হয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে আমি কি কোর্‌বো?—তবে আমি কি বোল্‌বো? আপনি কি কোন নূতন উপায় –"

"আছে এক উপায়।"—কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ কোরে, কম্পিতকণ্ঠে কুমারী ইউজিনি বোল্লেন, "আছে এক উপায়। সেই উপায়টা যদি খাটে, তুমি যদি সেটী ভাল রকমে গুছিয়ে নিতে পার, তা হোলে একসঙ্গে দুটী অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। মার্কুইসের মনের সন্দেহটাও দূর হয়ে যাবে, আরও একটী মহৎ উদ্দেশ্যও সুসিদ্ধ হয়ে উঠ্‌বে। তা হোলে আমার প্রণয়ানুরাগ তাঁর প্রতি ভাল রকমে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়াবে।—অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা বেড়ে উঠ্‌বে। অবিচ্ছেদে তাঁরে আমি ভালবাস্‌তে পার্‌বো।"

সেই ইঙ্গিতটুকু শ্রবণ কোরে, মনের আহ্লাদেই আমি বোল্লেম, "উপায়টী তবে ত খুব ভাল। ইঙ্গিতেই আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, খুব ভাল। বলুন আপনি! এমন সুন্দর কি উপায় আপনার মনে সমুদিত হয়েছে, প্রকাশ করুন।"

কম্পিতকণ্ঠে লজ্জাবতী যুবতী বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ওঃ! সেকথা কি আমি তোমার কাছে প্রকাশ কোর্‌বো?—আমার মুখে সেই উপায়টী কি তুমি শুন্‌বে? কিছুতেই আমি তোমারে অবিশ্বাস কোত্তে পারি না। শোন বলি। এবার যেদিন আমাদের সভা বোস্‌বে, কোন কৌশলে যদি তুমি সেই দিন মার্কুইস্‌কে সঙ্গে কোরে, সভায় নিয়ে যেতে পার, যে পথে আমি চরি, যে উদ্দেশ্য আমার মনে, মার্কুইস যদি সেই পথে, সেই উদ্দেশে আমার সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হন, আহা! তা হোলে কি সুখের বিষয়ই হবে! তিনি বুদ্ধিমান, তিনি গুণাকর, তিনি সুশিক্ষিত, সাধারণ উপকারেও তাঁর মতি আছে;—স্বাধীনতা যে কি পরম ধন, সেইটী যদি তিনি ভাল কোরে বুঝেন, স্বাধীনতাকে যদি তিনি ভাল্‌বাস্‌তে ইচ্ছা করেন, বিবেচনা কর, তা হোলে আমি কতই সুখী হব!"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কৌশলক্রমে আপনি কি সেটী পারেন না?-শপথ কোরেছেন;—শপথটী থাক্, শপথ যাতে ভঙ্গ না হয়, এমন কৌশলে তাঁর কাছে আপনি মাঝে মাঝে স্বাধীনতার গল্প করুন। স্বাধীনতায় কত সুখ, সেগুলি যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন, তা হোলে ক্রমে ক্রমে অবশ্যই তাঁর সন্দিগ্ধমতি ফিরে যেতে পার্‌বে। সেটী কি আপনি পারেন না?"

বিষণ্ণবদনে ইউজিনি উত্তর কোল্লেন, "হায় হায়! আমার মুখে তিনি যদি

ও সকল কথা শোনেন, মনে কোর্‌বেন কি ? আমার এই অল্প বয়স, আমি কুমারী, আমার মুখে সে সব পাকা পাকা কথা কদাচ শোভা পায় না। সেইটী তিনি বিবেচনা কোর্‌বেন। আমার উপর তাঁর ঘৃণা হবে ;—শেষ পর্য্যন্ত হয় ত শুন্‌বেনও না। গত সপ্তাহের মধ্যে দুই একবার সেই সূত্র আরম্ভ কোরেছিলেম। তিনি যেন বিস্ময় মেনে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখপানে চেয়ে ছিলেন। ভাবভঙ্গী দেখেই আমি থেমে গেছি। তুমি যদি কোন গতিকে কথায় কথায় তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ কোত্তে পার, একদিন যদি সঙ্গে কোরে, আমাদের সভাগৃহে নিয়ে যেতে পার, তা হোলেই বোধ করি কাজ হয়। যে রাত্রে আমাদের সভায় বক্তৃতা হয়, ভাল ভাল বাগ্মীরা যে রাত্রে ভাল ভাল উপদেশ দেন, সেই রাত্রে যদি নিয়ে যেতে পার, বক্তৃতা শুনে তাঁর শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ চোম্‌কে যাবে !"

বিদ্যাবতী কুমারীর এই প্রস্তাবে আমি সভয়ে উত্তর কোল্লেম, "আমি ত সে সভার সভ্য নই। আমায় তাঁরা প্রবেশ কোত্তে দিবেন কেন ?"

"দিবেন।"—কুমারী বিশ্বস্তভাবে বোল্লেন, "সভ্য না হোলেও তাঁরা তোমায় প্রবেশ কোত্তে দিবেন। শুদ্ধমাত্র সঙ্কেতকথাটী জানা থাক্‌লেই উপদেশের রজনীতে সকলেই সেখানে যেতে পারে। যে যে রাত্রে সাধারণ বক্তৃতা হয়, সেসকল রাত্রে ততটা শঙ্কাশঙ্কি থাকে না। উপদেশের রাত্রে কোন গোপনীয় কার্য্যের কথাবার্ত্তা হয় না। তবে হাঁ ! সভ্যগণের সহিত যে সব লোকের বন্ধুত্বভাব থাকে না, যে সব লোককে বিশ্বাস করা যায় না, সভ্যেরা তাদের কাছে সঙ্কেতকথা বলেন না।"

আমি বোল্লেম, "সব কথা আমি বুঝেছি। সাধ্যমতে আপনার উপকার কোর্‌বো, এটী যখন অঙ্গীকার কোরেছি, আহ্লাদপূর্ব্বক আমি সে অঙ্গীকার পালন কোর্‌বো। সেজন্য কোন চিন্তা নাই, কিন্তু সম্মুখে দেখ্‌ছি একটী বাধা আছে। আমি একজন সামান্য চাকর, মার্ক্‌ইসের সঙ্গে নির্ভয়ে কথোপকথন করা আমার পক্ষে কিছু কঠিন হবে। তা আচ্ছা, চেষ্টার ত্রুটি হবে না। ঘটনাক্রমে যেরকমে পারি, আপনার এ অনুরোধ পালন কোত্তে কদাচই আমি পরাঙ্মুখ থাক্‌বো না !"

"সাধু !—সাধু !—সাধু !—সাধু উইলমট ! সাধু ! তোমার অঙ্গীকার শুনে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌লেম।"—সাগ্রহ সানন্দকণ্ঠে এইরকমে আমারে সাধুবাদ দিয়ে, কুমারী ইউজিনি আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "যেদিন—যে মুহূর্ত্তে আমি যুবা মার্ক্‌ইসের বদনে দেশানুরাগের সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ অবলোকন কোর্‌বো, সেইদিন সেই মুহূর্ত্ত আমার জীবনের পরম সুখের সাক্ষী হবে। জীবনের সমস্ত সুখশান্তি সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তে আমি উপভোগ কোর্‌বো। স্বাধীনতার বন্ধুগণ আপনাদের অমৃতময়ী রসনায় যে সকল অমৃতময় বাক্য উচ্চারণ কোর্‌বেন, যুবা মার্ক্‌ইস্ পলিন যখন একাগ্রচিত্তে সেই বাক্যামৃত পান কোর্‌বেন, সেদিন এই শোকদুঃখপূর্ণ পৃথিবীকে আমি চিরসুখ-বিলাসিত স্বর্গপুরী মনে কোর্‌বো। আজ থেকে তৃতীয় রজনীতে বক্তৃতা-সভার

অধিবেশন। রাত্রি নবম ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ। নটার পূর্ব্বেই উপস্থিত হওয়া চাই। এ সপ্তাহের সঙ্কেতকথা "লিবার্টি!"

সানন্দে আমি উত্তর কোল্লেম, "অতি উত্তম প্রস্তাব। সেই রাত্রেই আমি মার্কুইস্‌কে নিয়ে যাব।—না না,—নিয়ে যাব বলা হবে না, সাধ্যমতে চেষ্টা কোর্‌বো। কিন্তু আমার আর একটী কথা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বক্তৃতা আরম্ভ না হয়,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত বক্তৃতার আকর্ষণী শক্তিতে ম্রিয়মাণ মার্কুইসের বিভ্রান্ত চিত্ত সম্যক্‌রূপে সমাকৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের উভয়কেই সংশয়ে সংশয়ে সংশয়দোলায় দোদুল্যমান থাক্‌তে হবে। আপ্‌নি তখন কোথায় থাক্‌বেন? সভায় প্রবেশ কোরেই তিনি যদি আপ্‌নারে দেখ্‌তে পান, তা হোলে ———"

"আমি লুকিয়ে থাক্‌বো!—তোমরা কি কর, লুকিয়ে লুকিয়ে আমি দেখ্‌বো।" একটু চুপ কোরে থেকে, কুমারী আবার বোল্লেন, "হাঁ,—লুকিয়ে লুকিয়েই আমি তাঁর ভাবভক্তি দেখ্‌বো, তিনি আমারে দেখ্‌তে পাবেন না। আমার প্রাণ যখন আমারে বোলে দিবে, তারে তারে বেজেছে,—হৃদয়তন্ত্রীতে টান পোড়েছে, স্বাধীনতার বক্তৃতার শুভফলে হৃদয়তন্ত্রী যখন বেজে উঠেছে, তখন আমি দেখা দিব। হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁর পাশে গিয়ে আমি বোস্‌বো। সেই সময়েই সকল কথা প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে। মনে রেখো! এ সপ্তাহের সঙ্কেত কথা,——লিবার্টি।"

এই পর্য্যন্তই আমাদের পরামর্শ সমাপ্ত। আমরা তখন পরস্পর বিদায় গ্রহণ কোল্লেম। বিদায়কালে কুমারী ইউজিনি পুনরায় আমারে সাধুবাদ প্রদান কোল্লেন। সমাদরে অভিবাদন কোরে কুমারী বিদায় হোলেন, আমি প্রসাদের দিকে চোলে এলেম। পথে এসে ভাব্‌না হলো, কোল্লেম কি? ইচ্ছাপূর্ব্বক যে ভার পরিগ্রহ কোল্লেম, কি কৌশলে—কি উপায়ে সেই গুরুভারটী সাধন হবে? আমি জানি, যুবা মার্কুইস্ এদিকে বেশ সরল। নিম্নপদস্থ লোকের সঙ্গে কাজের গতিকে যখন কথাবার্ত্তা চলে, তখন তিনি গর্ব্বভরে ভারী হয়ে থাকেন না। ছোট বড় সকলকেই তিনি সমান সমান জ্ঞান করেন। জানি তা, কিন্তু আমার পক্ষে সে সুবিধাটী ঘোট্‌বে কি না? এতদিন তিনি এসেছেন, কতবার তাঁরে দেখেছি, একবারও তিনি আমার সঙ্গে একটীও কথা কন নাই। কেমন কোরে ভরসা আমি তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হব? ভাব্‌লেম অনেক প্রকার, স্থির কোত্তে কিছুই পাল্লেম না;—এককালে হতাশ হয়েও পোড়্‌লেম না। পূর্ব্বজীবনের ঘটনাবলী মিলিয়ে, একে একে স্মরণ কোরে আমি দেখ্‌লেম, যখন যে ঘটনা উপস্থিত হয়েছে,—ছোটই হোক্, কিম্বা বড়ই হোক্, যখন যেটী ঘোটেছে, যখন আমি কোন সঙ্কটে পোড়েছি, জগদীশের কৃপায় তখনই তার এক একটা সুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইহসংসারে সমস্তই ঈশ্বরের হাত।

ঈশ্বরের কৃপাই আমার মূল ভরসা। নিরুপায় হয়েছি, ঈশ্বর উপায় কোরে দিয়েছেন;—নিরাশ্রয় হয়েছি, করুণাময় সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বর আশ্রয় মিলিয়ে দিয়েছেন।

প্রাণসঙ্কট বিপদে ঠেকেছি, করুণাময় বিপদ্বন্ধু সমস্ত বিপদে আমারে উদ্ধার কোরেছেন। ঈশ্বরই আমার ভরসা। সংসারে আমার আর অন্য ভরসা কিছুই নাই। ঈশ্বরপ্রসাদে এ কাজটা কেনই বা সিদ্ধ কোত্তে না পার্‌বো ? পূর্ণ উৎসাহে কৃতসংকল্প থাক্‌লে, মানুষ কোন্ কার্য্য সংসাধনে অসমর্থ হয় ? অতি ক্ষুদ্রপ্রাণীও সাহসের জোরে—সংকল্পের জোরে, অধ্যবসায়ের জোরে, জগৎসংসারে মস্তক উত্তোলন কোত্তে পারে। সেই কর্সিকানিবাসী একজন সামান্য ব্যক্তি উদরান্নের জন্য ফরাসীদেশে এসে, সেনাদলের চাক্‌রী স্বীকার করেন। অসীম উদ্যমে—অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে—প্রগাঢ় ধীশক্তিপ্রভাবে, সেই সেনাদলের চাক্‌রী থেকে, সেই কর্সিকানিবাসী ভদ্রলোকটী বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। বাহিরে ছিল চাক্‌রী প্রত্যাশা, অন্তরে আশা ছিল সাম্রাজ্যলাভ। সেই আশাই অচিরে ফলবতী হয়। উদ্যমবলেই তিনি ফ্রান্সরাজ্যের সাম্রাট হয়। সংসারের গতিক্রিয়ায় যখন এতদূর অসাধ্যসাধন ঘটে, সুন্দরী কুমারী ইউজিনির সুপরামর্শে আমিই বা কেন উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হব ? সঙ্কল্প থাক্‌লো, সংকল্পকে খুব দৃঢ়বন্ধনে প্রাণের সঙ্গে গেঁথে রাখ্‌লেম ;—বেঁধে রাখ্‌লেম।

ইতি প্রথম খণ্ড।

